টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা — শ্রীধাম মায়াপুর

Registered No. C 744

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ৷৷৹
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই ভাদ্র ১৩৩৭ বুধবার ২৭শে আগষ্ট ১৯৩০

প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প

কংগ্রেস বুলেটীনের সম্পাদক দণ্ডিত

স্বরাজ ভবনে পুলিশ

বড়বাজারে নারীসত্যাগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

পুলিশের লাঠিতে মৃত্যু

জয়াকরের আশাজনক শান্তির আশা

৩১টী বেআইনী সমিতি

পুলিশ কর্ম্মচারীর বেশধারী এংলো-ইণ্ডিয়ান

আবার নূতন আইন

নানাকথা

প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প

লাহোর ২২শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ-গুজরাট কারাগারের এ ও বি শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীরা সি শ্রেণীভুক্ত বন্দীদিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করিবার জন্য আবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় ২৫শে আগষ্ট ৪৮ ঘণ্টাকাল প্রায়োপবেশনে থাকিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

কংগ্রেস বুলেটীনের সম্পাদক দণ্ডিত

কংগ্রেস বুলেটীনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ভৌমিক মহাশয় ছাপাখানা আইনের ১৫ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়া ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ডিক্লারেশন না করিয়াই কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশিত এবং বিতরিত হইয়াছিল।

স্বরাজ ভবনে পুলিশের চড়াও হওন

গত শুক্রবারে মতিলালের আনন্দ ভবন, যাহা এখন স্বরাজ ভবনে পরিণত হইয়াছে তাহার উপর পুলিশ চড়াও করে। প্যাটেলের পেশওয়ার তদন্ত রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করাই এই হানার উদ্দেশ্য।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার ও প্রহার

বড় বাজার আইন অমান্য সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরচাঁদ কুঠারীকে কলিকাতা পুলিশ আইনের ৫০ ধারা অনুসারে হাওড়া ষ্টেশনে ধরা হয়।

জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নূতন বাজারে পিকেটিং করার জন্য পুলিশ কর্তৃক ভীষণ প্রহৃত হয়।

পেশওয়ারে যুদ্ধ

ইংরাজ সরকারের সহিত আফ্রিদি জাতির ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। আফ্রিদি জাতির লোকেরা পেশওয়ার আক্রমণ করিয়া সরকার বাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া পেশোয়ার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কোন কোন দল ইংরাজ রাজ্যে এখনও অত্যাচার করিতেছে, তথাপি বোধ হয় যে তাহারাই শেষ দল।

পুলিশের লাঠিতে মৃত্যু

বোম্বাইয়ের করোনারের আদালতে প্রভাত ফেরির নেতা হরগোবিন্দ কালনীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত হয়। গত ২রা আগষ্ট তারিখে তিলক সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন মিউনিসিপাল অফিসের সম্মুখে তিনি লাঠির আঘাত প্রাপ্ত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জুরিরা মত প্রকাশ করেন যে তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে গত ২রা আগষ্ট তারিখে তিলক শোভাযাত্রার সময় জনসাধারণের উপর পুলিশ লাঠি চালাইতে থাকে, সেই সময় এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের উপর লাঠির আঘাত লাগায় তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় তাহাতেই এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার

দিল্লীতে দুইজন স্ত্রীলোক মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের কোলে দুইটী স্তন্যপায়ী শিশু ছিল।

৩১টী বে-আইনী সমিতি

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট পুনা প্রভৃতি সহরের ৩১টী সমিতিকে বে-আইনী প্রচার করিয়াছেন।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে গোলযোগ

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু ভোলা নাথ রায় এবং মেম্বর বানার্জ্জীর মধ্যে বি[illegible] হাওড়া মিউনিসিপ্যাল সভায় [illegible] উঠে যে হাওড়ার হাসপাতালের কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি তদন্ত সমিতি গঠিত হউক এবং যতদিন পর্য্যন্ত তদন্ত চলিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি হইতে হাসপাতালকে কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না।

বড়বাজারে নারী সত্যাগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

গত শুক্রবার তারিখে কলিকাতার বড়বাজারে নারী সত্যাগ্রহ কমিটীর ছয় জন সভ্যা গ্রেপ্তার হইয়াছিল। ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকও গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

—ভিক্ষা :—

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
(বিশেষ বিবরণ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ-
শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। তত্ত্বসূত্রম ।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০
ঐ ঐ বাঁধা ॥০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই ভাদ্র বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) সান্ত প্রাকৃত বস্তু-প্রাপ্তির ভিন্ন মত বা পথ থাকা সম্ভবপর বলিয়া অনন্ত অপ্রাকৃত বস্তু-প্রাপ্তি-সম্বন্ধেও তাদৃশ বিচার প্রযোজ্য নহে

(খ) অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব অনন্ত-বাসুদেব, খণ্ড দেশ, কাল ও পাত্রের অন্তর্গত কোন বস্তু নহেন

(গ) খণ্ডদেশকালপাত্রাতীত অধোক্ষজ অনন্তের উপাসনা এক এবং তাহা শুদ্ধভক্তিযোগ

(ঘ) জড়জগতের উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান; সুতরাং তথায় স্বার্থগতি বিভিন্নমুখিনী, কিন্তু চিজ্জগতে তাদৃশ ভেদ না থাকায় তথাকার স্বার্থগতিও একাভিমুখিনী, কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ কামের গন্ধ মাত্রও তথায় নাই; সুতরাং সার্ব্বজনীন উপাসনা, চিৎসমন্বয়—একমাত্র সেখানেই সম্ভব

(ঙ) সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে অনন্তের কথা শ্রবণাদি হইতেই জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার অপগত হইয়া থাকে, জীব জাগতিক অস্মিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ অপ্রাকৃত অস্মিতা স্বীকার করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণদাসানুদাসাভিমানে অনন্তবাসুদেবের সেবা-সৌভাগ্য লাভ [illegible]য়ন

(২)

'গৃহত্যাগে অধিকার কখন জন্মে ?" (নঃ প্রঃ ১৩৯ সং দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধের সমালোচনা,—

(ক) গৃহত্যাগাধিকারের পূর্ব্বাবস্থায় সাধকের কর্ত্তব্য—অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামাদির অনুশীলন

(খ) ভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় বিষয়ই অসৎসঙ্গবিধায় পরিত্যাজ্য এবং ভক্ত্যনুকূল বিষয়ই সৎসঙ্গজ্ঞানে স্বীকার্য্য, এইরূপ সদসদ্-বিচার-বিষয়ে ভজনবিজ্ঞ সাধুর পরা[illegible] স্বীকার্য্য, যেহেতু "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—[illegible] মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই [illegible] এই সব ভ্রম॥"

(৩)

(ক) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা পঞ্চভূতের পঞ্চগুণকে ভোগ করার নামই বিষয়-ভোগ—উহাই ভবরোগ

(খ) দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বিষয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শনাভাবই জীবের অজ্ঞান, তাদৃশ অজ্ঞানান্ধ জীব কাষ্ণবস্তুকে নিজ ভোগ্যজ্ঞানে গ্রহণ করিতে গিয়া মায়া দ্বারা দণ্ডিত হন, তাহাই জীবের সংসার

(গ) সংসারে কেহ পাপ, কেহ বা পুণ্যবিচারপর হইয়া বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত, সাধু-গুরু-কৃপা-বলে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক জীব আত্মসুখবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছারূপ ভক্তিপথারূঢ় হইয়া ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন

২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
২৩। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৪। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৫। শরণাগতি /০
২৬। গীতাবলী /০
২৭। সাধনকণ /০
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
২৯। নবদ্বীপশতক /০
৩০। অর্থপঞ্চক /০
৩১। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ
ও অর্চ্চনকণ ৵০
৩৩। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ।/০
বাঁধা ॥০
৩৪। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible] ৶০
৩৫। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৩৬। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা
আবাঁধা ৸০
৩৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৮
৩৯। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয়
সংস্করণ) ৫৲
৪১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵০
৪২। সটীক শিক্ষাদশকমূলম ।৮
৪৩। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(গৌরাব্দ ৪৪৪) ৵০
৪৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত বাঁধা ২৲
ঐ ঐ আবাঁধা ১৸০
৪৭। গৌড়ীয়মঠের [illegible] /০
৪৮। ঈশোপনিষৎ বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতিসহ অনুবাদ সহ ।০
৪৯। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫০। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া যায়। তখনই গৃহ-ত্যাগে অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদয় করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।" উপরি-উক্ত উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে দুইপ্রকার ব্যক্তি দেখা যায়। এক প্রকার প্রেয়ঃ-কামী ও দ্বিতীয় প্রকার শ্রেয়ঃকামী।

প্রেয়ঃকামীর বিচার

প্রেয়ঃকামী বিচার করেন, আমার এখনও যখন বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি বা ভোগ-প্রবৃত্তি আছে, তখন আমি নৈতিক সংসার পত্তন করিয়া নৈতিক হইয়া ভোগ করিব এবং সেই নৈতিক সংসারটীকে কৃষ্ণের সংসার বলিয়া পরিচয় দিব। তিনশত পঁয়-ষট্টি দিনের মধ্যে অধিকাংশই স্বজনগণের সেবায় ও সঙ্গে কাটাইয়া যদি কিছু সময় উদ্বৃত্ত হয়, তবে সেই সময়টুকু সাধুসঙ্গে অবস্থান করিব, তবে সেই কয়টা দিনও সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুদের আদর্শ সেবার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অজ্ঞ বিচারে ছিদ্র অন্বেষণ করিব। (যাহা দ্বারা গুরু-গৃহরূপ চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া (১) সাধুসঙ্গে বল লাভের, (২) নিরপরাধে সমস্ত প্রবৃত্তি চালনা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের, (৩) আত্মতত্ত্ব উদয় করিবার, (৪) আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার, (৫) স্বজনাখ্যদস্যুর সঙ্গ বর্জ্জনের বা ভজন-প্রতিকূল গৃহত্যাগের শক্তি লাভের উৎসাহটী স্তব্ধ বা লুপ্ত হয়)। মোট কথা প্রেয়ঃকামী "কি উপায়ে সাধুসঙ্গে বল লাভ করিব? কৃষ্ণের সংসার কাহাকে বলে? কি উপায়ে সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি নিরপরাধের সহিত চালনা করা যায়? শ্রীকৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি অতি অল্পকালের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়, কিন্তু বহু বৎসর হইল আমি কল্পিত কৃষ্ণের সংসারে বাস করিয়া কৃষ্ণভক্তির ঠাট্‌বাট্ করিতেছি, আমার প্রবৃত্ত অন্তর্ম্মুখ হইতেছে না কেন? বা ভজন-প্রতিকূল গৃহ বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের অধিকার হইতেছে না কেন? গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদয় করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী; কিন্তু আমি যে গৃহ-চতুষ্পাঠীতে আছি, তাহাতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া আমার আত্মতত্ত্বের উদয় হইতেছে না কেন? বা আত্মবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না কেন? এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কে? কাহার শাসনে আমি আছি? চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া আমি গোপনে অত্যাচার করিতেছি কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন না।

শ্রেয়ঃকামীর বিচার

শ্রেয়ঃকামী বলেন, যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাঁহার রোগ নিরাময় করিবার জন্য গৃহে থাকিয়াই হউক বা হস্‌পিটালে থাকিয়াই হউক, সুচিকিৎসকের আশ্রয় লইয়া উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ যে স্থলে গৃহে থাকিয়াই চিকিৎসকের আশ্রয় পাওয়া যায়—চিকিৎ-সকের শাসনে থাকিয়া নিয়মিত ঔষধ পথ্য সেবনের কোন বিঘ্ন হয় না, সেখানে হস-পিটালে না গেলেও চলে। আবার যদি কোন স্থানে গৃহ-চিকিৎসকের দৃষ্টির বাহিরে যাইবার জন্য রোগী স্বাধীনতা পাইয়া নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার না করেন ও কুপথ্য করেন, তখন তাঁহার রোগ কমা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেস্থলে রোগ নিরাময় করিতে হইলে কিছু দিনের জন্য হস্‌পিটালে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ চিকিৎসকের আনুগত্যে থাকিতে হয়, এস্থলে হস্‌পিটালে বাস করাকে গৃহ-ত্যাগ বলে না, সেই প্রকার ভবরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষেও গৃহে থাকিয়াই হউক বা গৃহ ত্যাগ না করিয়া গৃহস্থ অব-স্থাতেই গুরু-গৃহরূপ চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিয়াই হউক, সর্ব্বক্ষণ ভবরোগবৈদ্য শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া নিয়মিত ভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ঔষধ ও মহামহা-প্রসাদরূপ পথ্য গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ যেখানে থাকিয়াই হউক, চিকিৎ-সকের আনুগত্যে রোগের চিকিৎসা করাই উদ্দেশ্য।

মোটকথা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—(১) চিকিৎসকের আনুগত্যে আছি কি না? (২) সাধুসঙ্গ-বল পাইতেছি কি না? (৩) আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে নিরপরাধের সহিত চালনা করিতে পারি-তেছি কি না? বা প্রবৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখ হইতেছে কি না? (৪) ক্রমশঃ আত্ম-তত্ত্বের উদয় হইতেছে কি না বা আত্ম-বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছি কি না ইত্যাদি। গৃহে থাকিয়া যদি উপরিউক্তগুলির কোন বিঘ্ন না হয়, তবে জানিব যে, আমি চতু-ষ্পাঠীতেই আছি আর যদি বিঘ্ন হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গৃহস্থ অবস্থাতেই কল্পিত চতু-ষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া গুরু-গৃহরূপ প্রকৃত চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিতে হইবে, ইহাকে গৃহ-ত্যাগ বলে না। গৃহস্থ-অবস্থায় গুরু-গৃহরূপ চতুষ্পাঠীতে বাস ও গৃহত্যাগ এক নহে। ভবরোগী মাত্রেই যিনি রোগের চিকিৎসা করাইতে চাহেন, তিনিই গুরুগৃহরূপ চতুষ্পাঠীতে বা হস্‌-পিটালে বাস করিবার অধিকারী, অন্য প্রকার অধিকারের অপেক্ষা করিতে হয় না। কারণ সাধুসঙ্গে বল লাভ ব্যতীত অধিকারোন্নতি হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সাধুসঙ্গ হইলেই বল লাভ হইবে, সুতরাং পতিত হইবার আশঙ্কা নাই। দুর্ব্বল পতিত ব্যক্তিই "একাকী আমার নাহি পায় বল" বলিতে বলিতে সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তখন সাধু তাঁহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইবেন। আশ্রিত ব্যক্তি পতিত হইবেন কেন? তাই শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণে।" সুতরাং পতিত ব্যক্তি আশ্রয় না লইলেই বরং আরও পতনোন্মুখ হইবে। তাই বলি, আমাদের কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে গৃহে থাকিবার বা গৃহত্যাগ করিবার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গ-লাভে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। কারণ "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গেই সকল বিপত্তি যায়।

> কিবা সে করিতে পারে, কামক্রোধে সাধকেরে,
> যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥
> আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব
> সিংহরবে যেন করিগণ।
> সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে
> যার হয় একান্ত ভজন ॥
> (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এখন প্রমাণিত হইল যে—গৃহত্যাগা-ধিকারের পূর্ব্বেও অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হওয়াই এবং নিত্য-কল্যাণকামিজনগণকে উৎসাহ দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার অর্থাৎ সাধুসঙ্গ করাই বৈষ্ণবাচার। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশটি কনিষ্ঠ, মধ্যম বা গৃহত্যাগের অনধিকারী ও গৃহত্যাগে অধিকারী সকল নিষ্কপট শ্রেয়ঃকামীর জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিষয়ভোগই ভবরোগ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি-রত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—ক্ষিত্যপ্‌ তেজো মরুদ্‌ ব্যোমাদি পঞ্চভূতের এই পঞ্চ গুণকে বিষয় বলে। কর্ণ দ্বারা শব্দ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুর্দ্বারা রূপ, রসনা বা জিহ্বা দ্বারা রস ও নাসিকা দ্বারা গন্ধ; এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা পঞ্চভূতের পঞ্চ গুণকে ভোগ করার নাম বিষয়-ভোগ। বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তিই ভব-রোগ।

যদি বলা যায়, বিষয়ও আছে, দেহ-ধারীর ইন্দ্রিয়ও আছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিষয় ভোগ করিবেই, সুতরাং দেহধারীর ভবরোগ অপরিহার্য্য।

তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—বিষয় দ্বিবিধ। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন বিষয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে নিরন্তর কৃষ্ণই সেবিত হন, তাহা জীবের ভোগ্য বস্তু নহে। কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিহীন বস্তু বা বিষয়-দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ নামক ইতর কার্য্য সমাধা হয়।

কৃষ্ণভক্তি-বিহীনাবস্থাই সংসার বা বিষয় ভোগ। এই সংসার পাপ ও পুণ্যে বিমিশ্রিত।

> "ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
> তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥
> (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬০)

ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, যে স্থলে কোন কর্ম্ম ভক্তির বিরোধী হয় অর্থাৎ বিষয়-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ না হইয়া স্বেন্দ্রিয়-তোষণ হয়, সেস্থলে তাহার নাম 'কল্মষ'—তাহাই মহান্ধকার।

আমরা মহান্ধকার-সংসার-কারাগারে দণ্ডিত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ পুণ্যবান্‌ ও পাপাত্মা; উভয়েই বিষয়-ভোগী বা ভব-রোগী। কারণ পাপে বা পুণ্যে যে ভাবেই বিষয়ভোগ করি না কেন, তাহাতে ভক্তি বা সেবা-গন্ধ নাই। সুতরাং আমাদিগের বিষয়-ভোগ রূপ ভবরোগ যাইবার কোন উপায়ও দেখা যায় না।

> "কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
> ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥
> (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৯৬)

এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা গেল, অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এবম্বিধ ভবরোগ লইয়া ইহ সংসারে লক্ষ লক্ষ বার যাতায়াত করিতেছি। এই অনন্তকল্পকাল মধ্যে দুরদৃষ্ট-বশতঃ এমন একজন সদ্বৈদ্য অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সু-নজরে পতিত হওয়ার ন্যায় সৌভাগ্য উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে ভবরোগ-প্রতিষেধক-ভক্তিগন্ধ লাভ হইতে পারে।

কত জন্ম-জন্মান্তর গত হইল, তবুও বুঝিলাম না যে, বিষয়-ভোগই ভবরোগ। এবার কোন্ সৌভাগ্য-বশে অনুভব-যোগ্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া বিষয়-ভোগে দেহ-রোগ সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর সেই রোগ নিবারণের চেষ্টায় ডাক্তার কবিরাজ অনুসন্ধান করি। কিন্তু দেহ-রোগ অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে মারাত্মক যে ভবরোগ, যে রোগ অনন্ত রোগ, তাহার প্রতিষেধ-কল্পে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিতেছি না। এবার যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি,—ভবরোগই আমার থাকুক, তবু সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিব না। যেমন নির্ব্বোধ বালক বালিকাগণ বলিয়া থাকে, আমার জ্বরই ভাল, জ্বরই থাকুক, তবু ডাক্তারের কাছে যাইব না, তাঁহার তিক্ত কুইনাইন মিকশ্চার খাইব না, আমার অবস্থাও সেইরূপ; যেন একগুঁয়ে আবদার!

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
কল্যাণ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ে জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিগ্রন্থের অনুরূপ ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ, বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অতিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীচরণে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজের বাঁধাই ১৸০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আনুকূল্যে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৭৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাচাৰ্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪২৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

চৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আট্পেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী— এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক বিদেশাগত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রতি বর্ষেই ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… …………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীপাট নবদ্বীপ

Registered No. C 1044

বিজ্ঞাপনের হার

প্রত্যবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

মুদ্রণ-প্রচারক—নদীয়া জেলার মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫২ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই ভাদ্র ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৮শে আগষ্ট ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে হরতাল

কৃষ্ণনগরে বিরাট শোভাযাত্রা

আবগারী দোকানে পিকেটীং

নদীয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ

সুতাকাটা প্রতিযোগীতা

বোম্বাইয়ে শতাধিক আহত

সামরিক আইন

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্যাটেল-রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত

পুনায় উত্তেজনা

মিঃ গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের কথাবার্ত্তা আশাপ্রদ নহে

নানাকথা

কৃষ্ণনগরে হরতাল

গত সোমবার কংগ্রেসের সম্পাদক মুসলমান নেতা মৌঃ আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে কৃষ্ণনগরে হরতাল হইয়াছিল। সারাদিন সহরময় দোকান পাট সব বন্ধ ছিল। গোয়াড়ী হক বাজারে কিম্বা অন্য কোথাও একটী দোকানও উন্মুক্ত দেখা যায় নাই।

কৃষ্ণনগরে শোভাযাত্রা

২৫শে আগষ্ট ভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম আজাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ স্বরূপ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার নদীয়া কংগ্রেস গৃহ হইতে একটী শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে। বহু মহিলাও এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল। যুবকগণ শোভা যাত্রার সম্মুখে হারমোনিয়ম যোগে গান করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে শোভাযাত্রা দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের নেতৃগণের জয়ধ্বনি করিয়াছিল।

আবগারী দোকানে পিকেটিং

কৃষ্ণনগরে আবগারী দোকান সমূহেও নিয়মিত জোর পিকেটিং চলিতেছে। ২।১ জন লোককে সামান্য পরিমাণ আফিং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। অন্যের দোকানের চতুঃসীমায় কাহাকেও দেখা যায় না।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার গ্রহণ

পাঠকগণ অবগত আছেন নদীয়ার সদাশয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর তারকচন্দ্র রায় মহোদয় বর্ত্তমান মাসের ৪ঠা তারিখ হইতে ৩-সপ্তাহের ছুটিতে গিয়াছিলেন। গত সোমবার তিনি পুনরায় তাঁহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সদর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অনাদি রঞ্জন বসু মহাশয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত মহাশয় সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এখন হইতে তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

সুতাকাটা প্রতিযোগীতা

গত রবিবার দিন অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর টাউনহলের প্রাঙ্গণে একটী সূতা কাটা প্রতিযোগীতা হইয়াছিল। সহরবাসী বহু আবালবৃদ্ধবনিতা এই প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ খুব সরু সূতা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ভাদ্রে শ্রাবণের ধারা

গত সোমবার এবং মঙ্গলবার নদীয়া জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই খুব বৃষ্টি হইয়াছে, আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন; বৃষ্টির পর বৃষ্টি আবার বৃষ্টি—বৃষ্টির আর বিরাম নাই। সমস্ত খাল, বিল, মাঠ, প্রান্তর প্লাবিত করিয়াও আশা মিটিতেছেনা ইচ্ছা যেন সমস্ত দেশটাকে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত করে। ভাদ্রমাসে আজ শ্রাবণের ধারা আনিয়াছে।

অদ্য সকালেও আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত নহে। স্থানে স্থানে কাল মেঘ দেখা দিয়া আবার বৃষ্টির আশঙ্কা জানাইতেছে। চাষাদের মন আর চিন্তাক্লিষ্ট।

লাহোর কংগ্রেস নেতার ১ বৎসর কারাদণ্ড

লাহোরে ডাঃ গুরবক্স রায় নামক একজন কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ হয়। এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহার উপর এক বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের
প্রথম মুন্সেফ আদালতে

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

১০৫৫ খাংজারি ৩০ ডিক্রি ৪৪২৷৵

ডিঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সাং ও থানা মেহেরপুর

দেঃ তারক নাথ মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের অধীন তিরাদীয়ার সরকারে দিঘ মাণিকডিহি, নারায়ণপুর কাছিমটীর বার্ষিক পত্তনী জমা ৮০৲ উক্ত জমা মূল্য ৫০৲

বিবিধ সংবাদ

শতাধিক আহত

বোম্বাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গত ২০শে আগষ্ট সমস্তদিনব্যাপী হাইস্কুলে সত্যাগ্রহ চলিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দলদ্বয় পরস্পরের সহিষ্ণুতায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। হঠাৎ ছাত্রগণ বেড়া টপকাইয়া, ধ্বজা উড়াইয়া এবং জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া স্কুলের ছাতায় প্রবেশ করে। পুলিশ তাহাদিগকে অনুধাবন করে। যে সমস্ত ছাত্র পিছনের কটকে গোলমাল করে তাহাদিগকেও পুলিশ আক্রমণ করে। সেখানে ভীষণ জনতা হয়, কিন্তু পুলিশ লাঠির চোটে তাহাদিগকে হঠাইয়া দেয়। কত লোক যে আহত হইয়াছে, তাহার আর সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ যে, অনেককেই কংগ্রেস হাসপাতালে সরান হইয়াছে।

১৬ জন মহিলা সরিয়া যাইতে চাহেন নাই। তাঁহাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

কংগ্রেস হাসপাতালে ১২৫ জন আহত চিকিৎসার জন্য আছে।

একজন কমিশনার, একজন শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টার এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সামরিক আইন

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের প্রধান কমিশনার মিঃ এস্, ই, পীয়ার্স সাহেব পেশওয়ার জেলায় সামরিক আইন প্রচলিত এবং জেলাটীকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডে এক একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ গান্ধি, মিঃ নেহেরু এবং জয়াকারের সহিত বড়লাটের কথাবার্ত্তা আশাপ্রদ নহে

মিঃ গান্ধি, মিঃ নেহেরু, মিঃ জয়াকর এবং সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহিত বড়লাট সাহেবের যে শান্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কোন শুভ আশা করা যায় না। আইন-অমান্য করা বন্ধ না করিলে এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গোলটেবিল-বৈঠকে লোক না পাঠাইলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে কিছু ভাল ফল পাওয়া যাইবে সে আশা করাও বিশেষ বুদ্ধিমানের কর্ম্ম বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

৭০০ খানি প্যাটেল রিপোর্ট পার্শেলযোগে পাঠান হইতেছিল। বোম্বাই পুলিশের আজ্ঞায় জি, আই, পি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ গুলি আটক করেন। গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে ঐ গুলি বাজেয়াপ্ত হয়।

যুক্ত প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ ও প্যাটেল-তদন্তের রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টও ঐ প্যাটেল-রিপোর্ট খানি বাজেয়াপ্ত করিবার মতলব করেন। কিন্তু সাধারণে ঐ বিষয় জানিবার পূর্ব্বেই পঞ্জাবের ডিক্টেটর মিস এম, এম, কুৎসির বাড় খানাতল্লাস করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হয়; সবইন্সপেক্টর অব্ পুলিশ বহু কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ী চড়াও করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই পাওয়া যায় নাই।

আন্দোলন চালাও

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার দলের নেতা বলিতেছেন যে শান্তিপূর্ণ ভারত, আন্দোলনে পরিপূর্ণ এবং অহিংস অসহযোগিতাপূর্ণ ভারত অপেক্ষা বেশী কিছু লাভ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না।

তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে কোন শুভফল ফলিবে না।

এখন ভারতের একমাত্র উপায় সর্ব্বপ্রকারের আন্দোলন জোরে চালান এবং বিলাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার-দলের জোর আন্দোলনে যোগদান।

ভারতের আন্দোলন যে রকমে হউক বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

মিঃ সি, এফ্, এণ্ড্রুজ্ সাহেব বলেন যে ভারত হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে এরূপ ইচ্ছা থাকিলে বর্ত্তমানে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের দমননীতি প্রচলিত থাকিতে শান্তির কোন আশা করা যাইতে পারে না।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্যাটেল রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত

পাঠক অবগত আছেন যে স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া পেশোয়ারে জন-সাধারণের সহিত গবর্ণমেণ্টের ভীষণ সংঘর্ষ হয়। তাহাতে অনেকের প্রাণহানি হয় এবং সৈন্যগণও বিদ্রোহ করে। কয়েকজন সৈন্যের শাস্তিও হয়। এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে মিঃ প্যাটেল তদন্ত করেন। তদন্তের ফলে একটা রিপোর্ট বাহির হয়। যে কোন কারণেই হউক না কেন, ঐ রিপোর্টখানি গবর্ণমেণ্টের মনোমত হয় নাই সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

পারস্য সংবাদ

মজলিসে দুইটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইয়াছে। প্রথমটীতে জাতীয় ব্যাংকে বলা হইয়াছে যে সরকারের খরচ সঙ্কুলানের জন্য ত্রিশলক্ষ তোমাণ ঋণ দিতে আজ্ঞা হয়।

বর্ত্তমানে পারস্যে টাকা আমদানি রহিত আছে। দ্বিতীয় আইন অনুসারে তাহা আর থাকিবে না।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পুনরায় পিকেটিং চলিতেছে।

বড়বাজারে ৩জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

জোড়াবাগানের স্বেচ্ছাসেবকগণ নূতন বাজারে পিকেটিং করিতেছিলেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

কলিকাতার আর, জি, কর রোডে পুলিশ পিকেটারদিগকে মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সুধীর নামক একজন স্বেচ্ছাসেবকের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। সে ট্রামগাড়ীতে চাঁদা আদায় করিতেছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির মূল। শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ ক্রমেই "কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা ব্যতীত জীবের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছুই নাই"—এই বিচারে দৃঢ়তা লাভ হয়, ইহারই নাম—শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা হইতেই গুরুপাদাশ্রয়, গুরুদেব হইতে কৃষ্ণদীক্ষা শিক্ষা-লাভ, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি, তৎপরে ভাবভক্তি এবং তৎপরে প্রেমভক্তি লাভ হয়

(২)

"কিবা ন্যাসী, কিবা বিপ্র, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিষয় স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার প্রিয়-পার্ষদ রায় রামানন্দকে শূদ্রকুলে অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মাচার্য্যের অভিনয় করিয়াছিলেন এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রকে তাঁহার নিকট ভজনরহস্য-শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন আবার যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাস-দ্বারাও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়া শৌক্র-ব্রাহ্মণত্বেই যে কেবল গুরুত্ব নিবদ্ধ নহে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন

(৩)

একমাত্র কৃষ্ণকৃপা-বলেই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-পাদপদ্মে সুদৃঢ়-বিশ্বাস জন্মে; কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তিও মূঢ়ের ন্যায় কৃষ্ণ জ্ঞানে বঞ্চিত হন

(৪)

রাঁচিতে শুদ্ধভক্তি প্রচারে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ

(৫)

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে ও কুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

(৬)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল

শুদ্ধভক্ত সাধুর সহিত কোন না কোন প্রকারে অর্থাৎ অজ্ঞাতসারেই হউক আর জ্ঞাতসারেই হউক, আদান-প্রদান, রহস্য নিবেদন ও শ্রবণ এবং ভোজন ও ভোজ্য-প্রদানরূপ ষড়্‌বিধ সঙ্গ হইতে জীবের ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতিফলে তাঁহার অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-নির্মুক্তা অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। একমাত্র কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করিলেই নিখিল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া যায়, কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত জীবের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছুই থাকিতে পারে না, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছে।—

> দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
> সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

অর্থাৎ হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! যিনি যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মা দ্বারা একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণগ্রহণ করেন, তিনি ব্রহ্মাদি ত্রৈত্রিংশ কোটি দেবগণ; দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণ; স্থাবরজঙ্গমাদি জীবগণ; দারা, কন্যা, পুত্র, পৌত্রাদি, সহোদর, সগোত্রাদি আত্মীয়গণ; মনুষ্যমাত্র, সকল পিতৃগণ তথা চকার হইতে উপদেবতাগণের নিকটও ঋণী এবং কিঙ্কর হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিউক্ত শ্লোকার্থ সাধুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে জীবের নিষ্কিঞ্চন হইয়া সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজন করিবার ইচ্ছা ক্রমেই বলবতী হয়। তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও জীবের হৃদ্‌গত ভাব অন্তর্যামিত্ব-সূত্রে অবগত হইয়া তাহাকে কৃপা করিবার জন্য বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে প্রকটিত হন এবং তাঁহার সেবালাভেচ্ছু জীবকে স্বীয় সেবক-স্বরূপের পাদপদ্মে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেবা বা ভজন উপদেশ করিতে থাকেন। শ্রদ্ধাবান্‌জীব সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনা-দিতে রুচি-বিশিষ্ট হন। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধন ভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয় কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তন-দ্বারা স্থূল স্থূল অনর্থগুলি নিবৃত্ত হইলে সেই শ্রদ্ধাই অনন্য ভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা' রূপে উদিতা হয়; নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে আসক্তি জন্মে। 'নিষ্ঠা' অর্থে অবিক্ষেপে সাতত্য, 'রুচি' অর্থে বুদ্ধি পূর্ব্বিকা ইচ্ছা ও 'আসক্তি' অর্থে স্বারসিকী রুচি। আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়, রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়। এই প্রেমাই সর্ব্বানন্দ-ধাম-স্বরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব।

উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, শ্রদ্ধাই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের মূল দ্বার। আর সেই শ্রদ্ধা উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়ও হইতেছে সাধুসঙ্গ। সুতরাং ভগবদ্ভজনেচ্ছুগণের সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুসঙ্গলাভের সুবিধা অন্বেষণ করা। বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, নিজেরাই ভজনগ্রন্থাদি পড়িয়া গ্রন্থোল্লিখিত প্রকারানুযায়ী ভজন করিব, ইত্যাকার বুদ্ধি কখনই মঙ্গলপ্রদ হয় না। যেহেতু গ্রন্থভাগবতের অর্থ ভক্তভাগবত ব্যতীত অন্য কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে। প্রাকৃত পাণ্ডিত্য দ্বারা শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শাস্ত্রই সাধু-অন্বেষণের ক্লেশ স্বীকারের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন না। বদ্ধজীবের বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষযুক্ত বলিয়া তাহা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবধারণে আদৌ সমর্থা নহে। এজন্য উক্ত দোষ-মুক্ত মুক্তাত্ম সাধুগণের নিকটই শাস্ত্র-শ্রবণ বিধি। সাধু স্বীয় আচার-প্রচার-ময় আদর্শ জীবন-দ্বারা যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা জীবের হৃদয়ে সহজেই অঙ্কিত হইয়া থাকে। তাঁহার শুদ্ধভক্তিময় জীবনটিই একখানি মূর্ত্ত ভাগবত। হীনাদর্শ ব্যক্তি ভাগবতার্থ নিজে আস্বাদন করিতে না পারায় অন্যকে আস্বাদন করাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

দেহ এবং মনে আত্মবুদ্ধির নামই অহঙ্কার, যেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়াই জীব আপনাকে 'কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহাতেই তাহার মনে কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য ব্যতীত নানারূপ কর্ত্তব্যের উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত জীবের সেই ইতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি দূর করিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্য যাবতীয় কর্ত্তব্য ভক্তির অনুকূল হইলেই স্বীকার্য্য ও প্রতি-কূল হইলে বর্জ্জনীয় জ্ঞানে একমাত্র মুকুন্দ-পাদপদ্মকেই শরণ্য বলিয়া অবধারণ করিতে বলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরুদেব

লৌকিক ধারণামতে শৌক্র ব্রাহ্মণ-গণেরই সাবিত্র্যাধিকার, সাবিত্র জন্মে বেদাধিকার। সাবিত্র বা বিপ্র-জন্ম লাভ করিয়া আশ্রমত্রয় অতিক্রম করত সন্ন্যাসীর উন্নত পদবী, ত্রিবর্ণের গুরু—ব্রাহ্মণ ও আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু—সন্ন্যাসী। তাঁহাদের প্রলোভিত প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় সর্ব্বনিম্ন শূদ্র বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্বনিম্নাশ্রমী গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দ রায়-দ্বারা শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক শৌক্রব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান এবং গৃহীত-সন্ন্যাস মহাপ্রভু স্বয়ং রামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকারের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে, যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন তিনি সর্ব্ব-জীবের উপদেষ্টা। ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। এ কারণ জগত্তারণ শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি-সন্তান প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে শ্রীরামানন্দের নিকট তত্ত্ব শিক্ষার্থে পাঠাইয়াছিলেন ও যবন-কুলোদ্ভূত শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের দ্বারা ভগবন্নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করাইয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী ব্যতীত পরমার্থ-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার অধিকার আর কাহারও নাই—ইত্যাকার ধারণা যে ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধক, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর যে উক্ত প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যকুলোদ্ভূত শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করাই বিধি। তাহা না করিলে অহঙ্কৃতমতি হইয়াই জীবন যাপন ও দেহান্তে চৌরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমণ অবশ্য-ম্ভাবীরূপে করিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা (অন্ত্য ৫ম)—

> গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
> বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
> এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
> মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥
> সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
> নীচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥
> ভক্তি প্রেমতত্ত্ব কহে রায়ে করি বক্তা।
> আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
> হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
> সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥

মাত্র ভগবৎ-কৃপায় ভগবানে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে

চরিতামৃতের মধ্য ১১শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

> "অন্তরে কহে তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।
> সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লইতে পারে॥
> তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে
> দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥"

ইহার সারার্থ এই যে, যাঁহার প্রতি শ্রীভগবান্ কৃপাদৃষ্টিতে না চাহেন, সে ব্যক্তি যদি মহাপণ্ডিত ও উচ্চ মেধা-সম্পন্ন হন এবং ভগবানের প্রকটপ্রকাশ লীলায় সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ বা তদ্বিষয়িণী কথা শ্রবণ করিবার সুযোগও পাইয়া থাকেন, তথাপি ভগবৎকৃপাভাবে তিনি ভগবান্ বা তদীয় বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ মূর্ত্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হন না।

শাস্ত্রকারগণ ভগবৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত ব্যক্তিদিগকে 'কলিহত জন' আখ্যায় মণ্ডিত করিয়াছেন এবং ভগবৎকৃপালাভেচ্ছু সরল-মতি ব্যক্তিসমূহকে কলিহত জনসমূহের সঙ্গকে অসৎসঙ্গ বোধে অনতিবিলম্বে পরি-ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন। কলি-হতজনসমূহ মায়ার চর এবং শ্রৌতপন্থার বিরোধী কুতার্কিক ও ভোগ বা ত্যাগ-পন্থার পথিক। ভগবৎ-কৃপা-লব্ধ ভক্তগণ যে প্রকার অশোক, অভয় ও অমৃতময় বৈকুণ্ঠনামক দিব্য ধামে বিচরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, কলিহতজনগণ ভক্ত-গণের লভ্য বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের বিপরীত ভাবা-পন্ন শোক, ভয় ও দুঃখ-সঙ্কুল নরক-তুল্য ভবসংসার বা মায়িক রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চ নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ ও চর্ব্বিতচর্ব্বণ ত্রিতাপ-জ্বালা পদে পদে সহ্য করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবৎকৃপা-লাভ অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি-ফলে সম্ভবপর। যদি কোন অজ্ঞ জীব অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাসত্ত্বে ভগবানের প্রিয় কোন ভক্তবরের সেবা করেন, তাহা অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি-মধ্যে গণ্য হয়। ন হি বস্তুশক্তিঃ বুদ্ধিমপেক্ষ্যতে—ন্যায়ানু-সারে ঐ প্রকার অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি-সমূহকে অবলম্বন করত ভক্তবৎসল ভগ-বান্ অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি-সঞ্চয়কারীকে কৃপা করিতে উদ্যত হন এবং কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞাত-সারে ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাঁহারা ভক্ত-ভক্তগণের ভগবৎসেবা-কার্য্যে সাহায্য করেন, তাঁহারা যে ভগবৎকৃপা অবশ্যম্ভাবী রূপে লাভ করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?

যে সকল ভাগ্যবান্ ও সুকৃতি-পরায়ণ ব্যক্তি দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অহৈতুকী ভাবে ও প্রীতি-সংকারে ভগবদ্ভজন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ভগবদ্ভজন-সুখে ধীরে ধীরে ইতর অভিলাষ-সমূহকে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইতেছেন, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবদ্ভজনের বাহ্য চেহারা দেখাইয়া অন্তরে অন্যাভিলাষ-সমূহকে পোষণ ও গোপনে তাহা চরিতার্থ

করিতেছেন, তাঁহারা কলির চর। তাঁহারা তাঁহাদিগের তুলাভাবীর ও অপেক্ষাকৃত সচতুর কপটিগণের গুরুগিরিতে নিযুক্ত থাকিয়া দেহান্তে শিষ্যবর্গ-সহ নরকগমনে বাধ্য হন।

যদি কাহারও হৃদয়ে জীবিত কালে ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করিবার ও জীবিতোত্তরকালে নরক-গমন বা উচ্চাবচ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন ভগবান্ ও শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের চরণে কোনও প্রকার অপরাধযুক্ত না হন এবং যথা-সম্ভব ভগবানের গুণগান ও ভক্তদিগের ভগবৎসেবা-কার্য্যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা-সত্ত্বে সাহায্য করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকিলে কালে ভগবৎকৃপা লাভ করত মানব জীবনকে ধন্য করিতে সমর্থ হইবেন। অথবা ভগবান্ ও শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের নিন্দা বা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ-দ্বারা চিত্তকে কলুষিত ও অপরাধযুক্ত করিয়া চরমকল্যাণের পথকে চিররুদ্ধ করা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানব-জাতির পক্ষে কখনই উচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যাঁহারা বুদ্ধির দ্বারা এই সামান্য বিষয়টি বুঝিতে অক্ষম—তুরন্ত ভবসমুদ্র পার হইবার আশা করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপার নহে কি?

রাঁচি প্রচার প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত পত্র)

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ রাঁচির সাধারণ হরিসভা, দুর্গা মেলা, হিন্দু-তোরণ প্রভৃতি বহু স্থলে বিদ্ধ ও শুদ্ধ নামের পার্থক্য, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবব্রুবের ভেদ, শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব দান, বদ্ধজীব-কল্পিত ছড়াগান,—মহামন্ত্র বৈকুণ্ঠ নাম নহে, সখী সাজিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না, কাম ও প্রেম, শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু শাস্ত্র-বিচার-পূর্ণ ও গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রাঁচি সহরনিবাসী শিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পঞ্চোপাসক ও স্মার্ত্তানুগত প্রবাসী জনসাধারণ বিষ্ণু-স্বরূপ শ্রীনামকে কর্ম্মাঙ্গ বা কর্ম্মাধীন ধারণা করিতেন। তদতিরিক্ত ধারণা তাঁহাদের ছিল না। শ্রীনামকে কর্ম্মাধীন জ্ঞান যে ভীষণ নামাপরাধ, তাহা তাঁহারা প্রথম শ্রবণ ও ধারণা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতি জীব-রচিত ছড়া, নামের ভাব দেখাইলেও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসদোষ-দুষ্ট নামাপরাধ মাত্র,—এসকলের শিক্ষিত জনগণের মুখে এই সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা শুনিয়া শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের জনৈক করণ-স্কন্ধ শিষ্য শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বাবাজী শ্রীল নেমি মহারাজের আবাসস্থলে আগমন পূর্ব্বক প্রশ্ন করেন যে, আমাদের ঐ আবিষ্কৃত ছড়া গানকে কেন আপনারা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার ও স্থাপন করেন এবং ললিতা দিদির সখীর ভেককে কেন আপনারা উন্মার্গ-গমন ও অবৈষ্ণব-পন্থা বলিয়া কীর্ত্তন করেন?

প্রায় এক ঘণ্টা কাল শ্রীল গভস্তিনেমিমহারাজের মুখে শাস্ত্র-সম্মত ও সুতীব্র বিচার-পূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ পূর্ব্বক গৌরাভীষ্ট রূপানুগ পন্থা হইতে উন্মার্গগামী অতএব গৌরবিরোধী তথাকথিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সঙ্গ যে অবশ্য পরিত্যাজ্য, তৎসম্বন্ধে সুতীব্র মর্ম্মস্পৃক্ যুক্তি শ্রবণ করিয়া অবশেষে শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বাবাজী বলেন যে, "এবার গিয়া আমি বাবাজী মহাশয়কে আপনাদের কৃত সুসিদ্ধান্তগুলি বলিব।" এবং আরও বলেন যে, "ললিতা দিদির স্ত্রীবেশ পরলোকগত শ্রীরাইচরণ দাস বাবাজীর সম্মত নহে। পরন্তু উক্ত বাবাজী মহাশয় একদিবস ললিতা দিদির স্ত্রী-বেশধারণের জন্য তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি তাহা এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ললিতা দিদির আচরণ রাইচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের সম্মত নহে; আমাদেরও সম্মত নহে। উহার কুসিদ্ধান্তের ও কদাচারের জন্য আমরা দায়ী নহি।

শ্রীল নেমিমহারাজের অমৃতস্রাবী তীব্র অথচ মধুর বাগ্মিতা শ্রবণে রাঁচিবাসী শিক্ষিত জনমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

নিবেদক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২০।৮।৩০

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার নৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠের সেবকবৃন্দ বিশেষ সমারোহের সহিত জন্মাষ্টমী-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতি মনোরম হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরও পুষ্প-মাল্য-পতাকাদিদ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী রূপশ্রীলজী বিশেষ নিপুণতার সহিত সমস্ত সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থিগণের নিকট শ্রীশ্রীজন্মাবির্ভাব-কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সুকৃতি বিধান করিয়াছেন। জন্মাষ্টমী-পূজান্তে আগন্তুক ভক্তগণকে ফলমূলাদি প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয় মঠে

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠেও যথাবিধি জন্মাষ্টমী-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী স্বর্ণমণীর সেবা-নৈপুণ্য অতীব প্রশংসার্হ। ব্রহ্মচারীজী পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদাদি বিতরণ-দ্বারা শ্রীমঠে সমবেত জনমণ্ডলীর সুকৃতি বিধান করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দিরও অতিউত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুলসম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে ঊর্জ্জাব্রতকালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীভক্ত-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ঊর্জ্জাব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিম্নে মহোৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকবর্গ।

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভা যাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৬ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতি।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে একটি বিশ্ববৈষ্ণবসভা-সম্মেলন ও ভাগবত-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সমস্তবর্গ পরমার্থ-পিপাসুগণকে ঐ সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে যোগদানার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীপ্রাণ / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

গৌড়ীয় মঠের প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ভাদ্র ১৩৩৭ শুক্রবার ২৯শে আগষ্ট ১৯৩০

নানাকথা

বামুনপুকুর ও মুক্তাগাছায় হরতাল

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ বন্দী হইয়াছেন। তজ্জন্য গত ১০ই ভাদ্র বুধবার বামুনপুকুর বাজারে এবং ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার মুক্তাগাছায় হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

৩৩ বৎসরের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত

৩৩ বৎসর পূর্ব্বে অগাষ্ট অন্ড্রি নামক একজন সুইডেন দেশীয় আবিষ্কারক ও খবিহারী বেলুনে চড়িয়া উত্তর মেরু পার হইবার চেষ্টা করেন। স্পিটজ্ বার্জেন এবং ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ডের মধ্যে এক স্থানে তিনি ভূতলে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল সেখানে থাকিবার পর তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। বরফে এখনও তাহার শরীর অবিকৃত অবস্থায় আছে।

বিলাতে নৌকাডুবিতে ৮ জনের মৃত্যু

পাঠক অবগত আছেন যে বিলাতে ভীষণ ঝড় হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। নৌকা ডুবিতে আটজন লোক মারা যায়।

ফ্রান্সে ধর্ম্মঘট বন্ধ

পাঠক অবগত আছেন যে ফ্রান্সে কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট হয়। শ্রমিক মন্ত্রী সেখানে আগমন করায় ফলে ধর্ম্মঘট বন্ধ হয়।

আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

বার্ষিক ভাগবত-মহোৎসব,

এবং

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য

পরীক্ষা আরম্ভ হইবে

বামুনপুকুরে হরতাল

বিলাতে নৌকা ডুবিতে ৮ জনের মৃত্যু

পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য

৩৩ বৎসরের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত

পুলিশ পেটা

বিহারে ১ সপ্তাহে ৭১৪ জন গ্রেপ্তার

টেগার্ট খুনের চেষ্টা

বর্ত্তমান আন্দোলনে ইংরাজী সংবাদপত্রের ইঙ্গিত.

নূতন মদের দোকান

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান গেট আজও বন্ধ.

পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ভীষণ কাশি হইতেছে। মুখদিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সিমলায় গুজব যে বড়লাটের নবাব চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে মতিলাল শীঘ্র মুক্ত হন। সরকার বাহাদুর ও বোধ হয় শীঘ্রই তাঁহাকে মুক্তিদিবেন।

কলিকাতায় নামজাদা ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে মতিলালের স্বাস্থ্য দেখিয়া ভয় হয়। চিন্তার বিশেষ কারণ আছে। নীলরতন বাবু, বিধান বাবু এবং আনসারি সাহেব তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। বিধান বাবু এবং আনসারি সাহেব এখনও তাহার চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে মতিলালের জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয়।

পুলিশ পেটা

অহিংস সত্যাগ্রহ সম্পর্কে পুলিশ গজন নামক একজন গুণ্ডাকে ধরিবার জন্য যায়। সিটুন জেলার সাতাপুর নামক স্থানে শত শত গুণ্ডা ঐ পুলিশকে আক্রমণ করে একজন হেড কনেষ্টবল, ২ জন পাহারাওয়ালা এবং কয়েকজন বন্দ পাহারাদার ভীষণ মার খায় একজন পাহারাওয়ালাকে পাওয়া যাইতেছে না; পুলিশ সাহেব অকুস্থলে গমন করিয়া দেখেন যে সশস্ত্র গুণ্ডা গজনকে বেষ্টিত করিয়া আছে পুলিশ লাঠি চালাইতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ

টেগার্টখুনের চেষ্টা

গত সোমবার বেলা ১১-১৫ মিনিটের সময়ে কলিকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্-টেগার্ট সাহেব মোটর যোগে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মোটরগাড়ী লক্ষ্য করিয়া কে বোমা নিক্ষেপ করে। মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

তিনি বলিয়াছেন যে তাহার মোটরকার রাস্তার বাম-দিকে ট্রামলাইনের নিকট দিয়া আসিতেছিল, এমন সময় তাহার মোটরের নিকট হইতে ভীষণ বোমা ফাটার শব্দ শ্রুত হয়। তিনি রিভলভার হাতে লইতে লইতে আবার বোমার শব্দ শুনিতে পান। তিনি তাঁহার মোটর চালককে থামাইয়া গাড়ী ঘুরাইতে আদেশ করেন। তিনি দেখিতে পান যে বহুলোক ক্লাইভষ্ট্রীটের দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। একটী বাঙ্গালী যুবককে রক্ত স্রোতে ভাসিতে দেখা যায়। তাহার নিকট দুইটী বোমা এবং একটী রিভলভার ছিল। অপর একজন বাঙ্গালী যুবককে পলাইতে দেখা যায়। পাহারা-ওয়ালা তাহাকে অনুসরণ করায় যুবকটী তাহার দিকে রিভলভার চালায়। গুলি পাহারাওয়ালার গায়ে লাগে নাই। অপর একজন পাহারাওয়ালা যুবককে গ্রেপ্তার করে। মিঃ জেনিংস্ নামক একজন টেলিগ্রাফ অফিসের কেরাণী অপর একজন যুবককে পলাইতে দেখিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যুবক পলাইয়া যায়। সে জেনিংস্ সাহেবকে রিভলভার দেখানয় জন্য সাহেব ভীত হন।

ক্লাইভষ্ট্রীটের নিকট ধৃত বাঙ্গালীযুবকের নিকট বোমা, কার্ত্তুজ এবং রিভলভার পাওয়া যায়।

টেগার্ট সাহেব মোটরের নিকট ফিরিয়া যাইয়া দেখেন যে দুইটি বোমা ফাটিয়া গিয়াছে। মোটর চালকের সামান্য আঘাত লাগে। হেরল্ডের দোকানের নিকট আরও দুইটি মোটরে সামান্য আঘাত লাগে। একটী কুলি ও সামান্য আহত হয়। প্রথম ধৃতব্যক্তি হাসপাতালে আসিয়াই মারা যায়। সন্দেহবশে কয়েকজনকে ধরা হইয়াছে। একটা গুজব রটিয়াছে যে, স্যার চার্লস্ টেগার্ট যুবককে গুলি করিয়া মারেন। সে কথা মিথ্যা। ২৬টী বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছে।

এক সপ্তাহে ৭১৪ জন গ্রেপ্তার

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে উক্ত প্রদেশে ৭ শত ১৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নূতন মদের দোকান

গত ১৮ই তারিখে আবগারী বোর্ডের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ৫ জায়গায় নূতন মদের দোকান খোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল স্থানে পিকেটিং আরম্ভ করা হয়। ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয় ও ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

খনি প্রদেশের ট্যাক্স টাকাপ্রতি ৫ পয়সার স্থলে সাড়েতিন পয়সা

মিঃ আই, এ, ক্লার্ক প্রস্তাব করেন যে খনি প্রদেশের টেক্স টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা না হইয়া সাড়ে তিন পয়সা হউক। গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মিঃ এ, কে, ফজলুল হক প্রস্তাব করেন যে মোক্তার গুলিকে এই আইনের আমলে আনা হউক সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

কাউন্সিলে মিঃ এন, কে, বসুর প্রস্তাব গৃহীত

মিঃ এন্, কে, বসু প্রস্তাব করেন যে, কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়ের জবাবের পর হইতে দুইজন মন্ত্রী কার্য্য করিতেছেন। এসম্বন্ধে যে গোলযোগ হইয়াছে, তাহার বিচারের জন্য মুলতুবি দেওয়া হউক। কাউন্সিলে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিঃ শরৎচন্দ্র বসু খবরের কাগজে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির উপর ভীষণ দোষারোপ হইয়াছিল। এই জন্য তিনি বলেন যে বসু সাহেবের কার্য্য অত্যন্ত আপত্তি কর

মিঃ বসু বলেন, 'আমি দুঃখিত'।

বর্ত্তমান আন্দোলনে ইংরাজী খবরের কাগজে ইঙ্গিত

কয়েকখানি ইংরাজী খবরের কাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ না করিলে ভারতের কোন দাবীই সরকার গ্রাহ্য করিবেন না। মহাত্মাজীও যে এই আন্দোলন থামাইবেন তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

মিঃ জয়াকর এবং স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুকে নাকি এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শান্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বড়লাট সাহেবের সহিত জয়াকর এবং সপ্রুর কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান ফটক আজও বন্ধ

পুলিশ প্রতিদিনই প্রেসিডেন্সী কলেজে পাহারা দিতেছে। তাহারা যেকোন লেবরেটারীতে যখন ইচ্ছা যায় এবং ইচ্ছামত খানাতল্লাসীও করে। কলেজের প্রধান ফটক বন্ধই থাকে।

দিল্লীতে ডিক্টেটর ধৃত

দিল্লীর সমর পরিষদের ডিক্টেটর মৌলানা আবদুল্লাকে গত শুক্রবার অপরাহ্ণে কংগ্রেস আফিসে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পিকেটিং অভিযানে আরও ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে।

পুনার উত্তেজনা

পুনার গত ২২শে আগষ্ট তারিখে ভীষণ উত্তেজনা লক্ষিত হয়। ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়, তাঁহাদের মধ্যে পুনা সত্যাগ্রহমণ্ডলের ডিক্টেটর ছিলেন। ধৃত ব্যক্তিগণকে পুনা ক্যাণ্টনমেণ্টে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০৪

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

প্রয়াগে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহোদয় এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, ডি-এল্ সি মহোদয়-প্রমুখ সজ্জনগণের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণানুরাগ

(২)

(ক) সর্ব্বত্র ভগবৎ-ভাগবতদর্শনাভাব হইতেই স্ব-পর-ভেদদর্শনোৎপত্তি, তাহা হইতেই পরশ্রীকাতরতা-রূপ মৎসরতা, মৎসরগণই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী নাস্তিক

(খ) সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন-হেতু শুদ্ধভক্তগণ স্ব-পর-ভেদদর্শনরহিত সুতরাং নির্ম্মৎসর—পর দুঃখদুঃখী

(গ) মৎসরগণ বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ নাস্তিক, সেবাপরাধী, নামাপরাধী, ধামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া নানানর্থ-প্রপীড়িত ; পরন্তু নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তগণ মুক্তানর্থ বিধায় নিত্য-নবনবায়মানভাবে উচ্ছলিত কৃষ্ণপ্রেমানন্দামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত

(৩)

শ্রীকৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য,—

(ক) ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকাম-মূলে কৃষ্ণেতর দেবোপাসনা-দ্বারা কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রভাব নির্ম্মুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নহে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তিই সেই মায়াজয়ের একমাত্র উপায়

(খ) আধিকারিক দেবতাগণ কোন নিত্যফল-দানে সমর্থ নহেন, পরন্তু কৃষ্ণই নিত্যফল প্রদানে সমর্থ

(গ) জীব সরলভাবে কৃষ্ণাকৃষ্ট হইয়াও অজ্ঞতাবশতঃ অন্যকামী হইলে কৃষ্ণ তাহাকে স্বচরণামৃত প্রদান করিয়া তাহার অন্য বিষয়াসক্তি দূর করিয়া দেন

(ঘ) অনায়াসে মরণ, জীবন অলৈছে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, নহে অন্তে।

(ঙ) কৃষ্ণভজনকারী দেব-ঋষি-ভূত-আপ্ত-নৃ-পিতৃ—কাহারও কিঙ্কর বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন

(চ) কৃষ্ণানুশীলন ব্যাপারে সাধন ও সাধ্য পৃথক্ না হওয়ায় সাধকের বৈর্য্যচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই

(৪)

হাজারিবাগ জেলায় শুদ্ধভক্তিপ্রচারে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
(বিশেষ বিবরণ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৮০
৭। তত্ত্বসূত্রম ।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। মুক্তিমঞ্জিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। মোহভঙ্গনায় সানুবাদ (মায়াদ্বেষীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৪। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৫। শরণাগতি ১০
২৬। গীতাবলী /০
২৭। সাধনকণ /০
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
২৯। নবদ্বীপশতক /০
৩০। অর্থপঞ্চক /০
৩১। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকণ ৵০
৩৩। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০
বাঁধা ৷০
৩৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৫। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৩৬। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩৯। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৪১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৪২। সটীক শিক্ষাদশকম্লম্ ।০
৪৩। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(গৌরাব্দ ৪৪৪) ৵০
৪৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত বাঁধা ২৲
ঐ ঐ আবাঁধা ১৸০
৪৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ /০
৪৮। ঈশোপনিষৎ বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ ।০
৪৯। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫০। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

প্রয়াগে প্রভুপাদ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রেরিত)

এলাহাবাদ, জর্জ্জ টাউন—২১।৮।৩০

শ্রীরূপানুগবর্য্য প্রভুপাদের তীর্থধাম প্রয়াগক্ষেত্রে পুনরায় শ্রীরূপশিক্ষার সুমহান প্রচারার্থে শুভবিজয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অনুরক্ত ভক্তগণের সেবানন্দ-লহরী নাচিয়া উঠিল। সর্ব্বক্ষণ প্রভু-মনোহভীষ্ট পরিপূর্ণ ভাবে পূর্ণ করিয়াও প্রভুপাদ যেমন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, আবার প্রভুপাদের মনোজ্ঞ সুচতুর সেবকগণও প্রভুপাদের আনুগত্যে সেইরূপ প্রচুর—প্রচুর সেবা করিয়া অতৃপ্ত। তবে সে পরিতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি প্রকৃতিজনগম্য ব্যাপার নহে।

গত ৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বম্বে মেলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়াগ-যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, অনন্তবাসুদেব প্রভু, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, জগদানন্দ প্রভু, সজ্জনানন্দ মহারাজ এবং আমরা ছিলাম। প্রভুপাদের অনুগমনকারী ভক্তগণের যেমন আনন্দবৃদ্ধি আবার সঙ্গে সঙ্গে বিরহপীড়িত সেবকমণ্ডলীর অপ্রাকৃত বিরহানন্দও তেমন বৃদ্ধি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহু প্রভুদাস প্রভুপাদের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়াছেন। সকলেই প্রভুপাদের অনুপস্থিতিতে নিজ নিজ সেবাকার্য্য পরিচালনার পরামর্শ লইতেছেন। সকলের সর্ব্বস্ব প্রভুপাদ, সকলকেই সেবাবিজ্ঞান প্রদান করিতেছেন, এমন সময় ট্রেন ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিল। ভক্তগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণতি বিজ্ঞাপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িল।

গাড়ী ছুটিল। নিজের বুলি বলিয়া নিজ মনে গাড়ী দ্রুত হইতে দ্রুতগতিতে ছুটিল। চঞ্চল জগতে অনিত্য বস্তুকে নিত্যবুদ্ধি করিয়া পরম চৈতন্যদাস জীব-চৈতন্য স্বভাব হারাইয়াছে। তাহারা নিজ স্বরূপজ্ঞানহারা হইয়া বিরূপে স্বরূপ বুদ্ধি করিয়া চঞ্চল বস্তুর আলোচনা, চিন্তা এবং প্রচেষ্টা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং চঞ্চল ট্রেণে চঞ্চল আরোহিগণ চঞ্চল বস্তুর আলোচনায় নিযুক্ত। আর নিত্যনিবিধ-বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ পরলোকবাসী প্রভুপাদ চঞ্চল জগতে চলন্ত ট্রেণে চড়িয়াও নিত্য বাস্তব বস্তুর গুণকথায় নিমগ্ন। বাহিরের সকল শব্দ নিঃশব্দ করিয়া ট্রেণ যেমন নিজশব্দে সর্ব্বদিক্ শব্দিত ও মুখরিত করিতেছে আবার সেই ট্রেণস্থিত সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বস্ব প্রভুপাদ, কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে কর্ণগণের কর্ণে কৃষ্ণেতর ধ্বনির প্রবেশাধিকার প্রকৃষ্ট প্রকারে রুদ্ধ করিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে ট্রেণখানি মোগলসরাই ষ্টেসনে পৌছিল। যাত্রিগণ তখনও গভীর নিদ্রিত, আবার কেহ কেহ বা অর্দ্ধনিদ্রিত। অবশিষ্টের মধ্যে অনেকেই অন্যত্র যাইবার জন্য ভিন্ন গাড়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের গাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। আর সকলেই ষ্টেসনে মুখ, হাত, ধুইতে, চা, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার খাইবার জন্য নামিতেছেন এবং ছুটাছুটি করিতেছেন। কিন্তু দেখিলাম, প্রভুপাদের সঙ্গিগণ সকলেই প্রভুকে প্রণাম করিয়া কামরার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সর্ব্বকুশল-প্রদাতা প্রভুপাদ প্রভাতে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী পুনরায় চলিতে লাগিল। বেলা ৮টার সময় ছিয়োকী ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিলে পূর্ব্ব হইতে প্রভুপাদকে প্রয়াগে লইবার জন্য প্রভু-সেবকগণ ও প্রয়াগস্থিত প্রবীণ-যুবক-ক্ষেত্রে বহু সজ্জন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। সকলেই প্রভু-সন্নিকটে সমাগত হইয়া সবিনয় সম্মানে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রে লইয়া অন্য গাড়ীতে উঠিলেন।

দ্বিতীয় গাড়ী প্রয়াগ ষ্টেসনে আসিলে তথায়ও বহুলোক প্রভুপাদকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া মোটরযানে চড়াইয়া গন্তব্যাভিমুখে চলিলেন। আমরা পৃথক্ মোটরযানে প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে মোটরদ্বয় জর্জ টাউনে পৌছিল। তথায় এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আমরা প্রভুপাদের পশ্চাৎ অবতরণ করিলাম। অট্টালিকার মালিক অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্টজজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহোদয় অতিশয় অমায়িক ভদ্রব্যবহারী সজ্জন। তিনি স্বভবনে সপার্ষদ প্রভুপাদকে পাইয়া কোথায় কিভাবে রাখিয়া সেবা করিবেন—ভাবিয়াই ব্যাকুল। যাহা হউক, বহুকষ্টে ভাব সম্বরণ করিয়া তিনি প্রভুপাদের নিকট বহুবিধ আর্ত্তিপূর্ণ বাক্যে দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। দীনতার প্রতিমূর্ত্তি প্রভুপাদও তাঁহাকে তখন বহুস্নিগ্ধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া উপদেশন করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রত্যহ সকালে বিকালে প্রয়াগনগরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। গত ২৩।৮।৩০ তারিখে এখানকার হাইকোর্টের জজ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর এম, এ, ডি, এস্, সি, মহোদয় আসিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেম ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ সুবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া জজ বাহাদুর বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শুদ্ধহরিভক্তই নির্ম্মৎসর

(অতীন্দ্রিয়বাণী)

মৎসর ব্যক্তিগণ নাস্তিক। নাস্তিকতাহেতু তাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শনে বঞ্চিত। সর্ব্বত্র ভগবৎস্বরূপ দর্শনাভাবে নাস্তিকগণ স্ব-পর ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হন। যে সমুদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের সুখসাধনের সহায়ক, উঁহাদিগকে তাঁহারা নিজজন এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের সুখসাধনে সাহায্য করেন না, সে সমুদয় ব্যক্তিকে তাঁহারা পর বা অনাত্মীয় মনে করেন। পর বা অনাত্মীয়গণের সুখ বা শ্রীবৃদ্ধি হইলে নাস্তিকগণের কোন প্রকার লাভের আশা থাকে না বলিয়া নাস্তিকগণ নিজ হৃদয়ে পর-শ্রী-কাতরতারূপ অসদ্বৃত্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়া ও তাহার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক মৎসর সাজিয়া নানা প্রকার অসৎকার্য্যে ব্রতী হইয়া পড়েন।

নাস্তিক মৎসরগণ যেমন পরশ্রী-কাতরতারূপ অসদ্ বৃত্তির অধীনতা স্বীকার করেন, শুদ্ধ হরিভক্তগণ সেরূপ পরশ্রীকাতরতারূপ অসদ্-বৃত্তির দ্বারা চালিত হন না। শুদ্ধহরিভক্তগণ সর্ব্বত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ নিরীক্ষণ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে এবং অপর সকল ব্যক্তিকে শ্রীভগবানের সেবক বলিয়া বুঝেন এবং সেবক-দ্বারে শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে চরম মঙ্গল ও নিত্যানন্দ লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে নহে, ইত্যাকার সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নাস্তিকতাবাপন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। অজ্ঞ নাস্তিক ভাবাপন্ন মৎসর ব্যক্তিগণ পরশ্রীকাতরতার দ্বারা চালিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ যে দুর্বিষহ ত্রিতাপজ্বালা উপভোগ করে, তাহা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে নিজানুভূত পরম-উজ্জ্বল নিত্যকাল-লভ্য সেবানন্দরস আস্বাদন করাইবার জন্য শুদ্ধহরিভক্তগণ নিরন্তর চেষ্টাশীল; সুতরাং শুদ্ধ হরিভক্তগণকে পর-শ্রীকাতর বলিবার পরিবর্ত্তে পরদুঃখ-কাতর বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

পরশ্রীকাতর নাস্তিকগণ যখন মৎসর, পরদুঃখকাতর শুদ্ধহরিভক্তদিগকে তখন নির্ম্মৎসর বলিয়া বুঝাই সমীচীন। নির্ম্মৎসর শুদ্ধহরিভক্তগণ পৃথিবীর সমস্ত অভক্তগণের পাপের বোঝা নিজ মস্তকে লইয়া নরকে যাইয়া নিদারুণ দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত হন, যদি ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীর সমুদয় অভক্ত শুদ্ধভক্তের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিমল ভগবৎসেবানন্দ-সুখ নিত্যকাল আস্বাদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মানব-জীবনকে ধন্য করিতে পারেন। কাজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শুদ্ধহরিভক্তগণ মৎসর নাস্তিকগণের ন্যায় স্বসুখান্বেষী নহেন; বরং তাঁহারা অপরের সুখ বৃদ্ধির জন্য নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত।

মৎসর ব্যক্তিগণ নশ্বর দেহ মনের সুখের প্রত্যাশী। যেহেতু দেহ মনের সুখ নশ্বরতা-দর্প-যুক্ত ও পরিণামে ভীষণ দুঃখের জনক-সদৃশ, তন্নিমিত্ত নির্ম্মৎসর শুদ্ধহরিভক্তগণ উহা চান না এবং অপরের ঐ প্রকার সুখ দর্শনে তাঁহাদিগকে মাৎসর্য্যানলকে প্রজ্জ্বলিত করিতেও হয় না। বরং নশ্বর দেহ-মনের সুখান্বেষণ-মুখে অজ্ঞ নাস্তিকদিগকে মুহুর্মুহুঃ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে হয় দেখিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করতঃ তাহাদিগকে ক্রমশঃ হরিভজনের দিকে উন্মুখ করিবার ও দুঃখের কবল হইতে রক্ষা করতঃ অশোক, অভয় ও অমৃতধারাবর্ষণশীল রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ স্বয়ং অজ্ঞজীবগণের দুঃখে কাতর হইয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই গুণটিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকারগণ ভগবান্‌কে করুণাসাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের ন্যায় এক-ভাবপর্য্যাপন্ন শুদ্ধভক্তদিগকে সেইজন্য করুণাময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন করুণাময় মূর্ত্তি শুদ্ধহরিভক্তগণকে যাঁহারা পরশ্রীকাতর অর্থাৎ মৎসর বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা নিজ মঙ্গলের পথে কণ্টকবৃক্ষ রোপণে উদ্যত, অতএব আত্মঘাতক ও নরকের যাত্রী। হে মৎসরতাবৃত্তি চালিত নাস্তিক ও কপট ভক্ত ভ্রাতৃগণ! গলবস্ত্রীকৃতবাস হইয়া আপনাদিগের চরণপ্রান্তে পড়িয়া কাকুতি পূর্ব্বক আমরা নিবেদন করিতেছি যে, আপনাদের কৃষ্ণবসতি-স্থলরূপ হৃদয়রাজ্য হইতে পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট মাৎসর্য্যমলকে সত্বর দূর করুন ও শুদ্ধহরিভক্তগণের পূতচরিত্রের বিমল আলোক নিরপেক্ষভাবে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীনতা স্বীকার দ্বারা দুর্লভ মানবজীবনকে ধন্য করুন; নতুবা বৃথা কাল-হরণ ও তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়া যথাকালে মহা-রৌরব নামক অতি ভীষণ নরকে যাইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগ আপনাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বৈশিষ্ট্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল লিখিত)

জড়ীয় সুখৈষণায় মূলে ফলকামী হইয়া বদ্ধজীব আমরা নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই এবং তদ্বৎ ফলপ্রাপ্তির

আমার শ্রীমদ্ মধুসূদনের বাক্যে আম্রা-বান্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আধিকারিক দেবতার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা-পরায়ণ হই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আমরা যাহাকে সুখ বা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি, তাহা আপাততঃ আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইলেও উহা যে সাময়িক দুঃখের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে অর্থাৎ উহা দ্বারা আমাদের নিঃশ্রেয়স্ লাভের যে কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পুণ্যকামী হইয়া স্বর্গ-সুখ-ভোগ-লালসায় যখন আমরা কর্ম করি, তখন সেই সুখের পরিণাম না ভাবিয়া, তাহাকেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ জ্ঞানে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত হই এবং গীতার সেই "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ-করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়, একথাটী ভুলিয়া যাই। ঐ প্রকার স্বর্গসুখভোগ ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফললাভের জন্য দেবতান্তরগণের ভজন করিয়া যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেই সমস্ত ফল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি-অনুযায়ী "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।" তদ্দ্বারা আমাদের আত্যন্তিক বা নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না এবং উহাদের প্রাপ্তিতে কামনার বীজ নষ্ট না হইয়া "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। ফলে কামনার বীজসমূহ লিঙ্গ-শরীরে সঙ্কুল হইয়া আমাদিগকে ক্রমাগত সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান করত ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত করিতে করিতে "কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" আধিকারিক দেবতাগণ আমাদিগকে প্রার্থনানুযায়ী আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর নশ্বর ও অনিত্য ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহাদের এরূপ সামর্থ্য নাই যে, তাঁহারা ভব-কারাগারে নিক্ষিপ্ত দুরত্যয়া মায়ার তাড়নে প্রপীড়িত আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন বা আমাদের প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করিয়া ও তদ্রূপ ফল লাভের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া স্বেচ্ছায় আমাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গলময় নিত্যফলের অধিকারী করিয়া দিতে পারেন।

এক্ষণে ঐরূপ মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনিত্যফল লাভের জন্য দেবতান্তরের ভজনে ব্যাপৃত না হইয়া কিসে আত্যন্তিক ও নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে এবং এই দুস্তরা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের ফলে সাত্বত শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, এই কলিযুগে জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ কেবলমাত্র হরিভজনের দ্বারা লভ্য, অন্য কোন উপায় দ্বারা নহে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই কথা স্বয়ং আচার প্রচার দ্বারা জীবকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতটী শ্লোকাকারে রচনা করিয়া আমাদিগকে বলিলেন "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ ইত্যাদি" অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য বস্তু।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" হরি-তোষণার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সমুদায়ই জীবের কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। আরও অন্যত্র তিনি বলিলেন যে, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া; মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" অর্থাৎ এই ত্রিগুণময়ী মায়া আমারই বহিরঙ্গা শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃই দুরতিক্রমা; যাঁহারা একমাত্র আমাকেই ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা দেবতান্তরে প্রপত্তি-স্বীকারকারি ব্যক্তিগণ পার হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের এইখানেই বিশেষত্ব। শ্রীকৃষ্ণভজনে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি যাহা প্রভৃতি যাবতীয় অন্যাভিলাষ নিমূর্লিত হইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন লাভ হয়, যাহা পাইলে জীবের আর অন্য কোন বাঞ্ছিত বস্তু থাকে না এবং যাহার প্রাপ্তিতে জীবের সমস্ত অবিদ্যা ও কামনার বীজ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না—'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—গীতা ৮।২১

যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতির জন্য জীব দেবতান্তর ভজনে লিপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে স্থিরতরা ভক্তির ফলে সেই সমস্ত ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ জীবের সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে যথা,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥"

(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ফল কোন অনিত্য নশ্বর বস্তু নহে, উহা নিত্য নবনবায়মান মধুর রসের আকরস্বরূপ। যাবতীয় অন্যাভিলাষিতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে তবে শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভবপর হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের-ফলে কোন অনিত্য বস্তু লাভের আশঙ্কা নাই। সেই অশোক অভয় অমৃত-স্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন চিন্তা থাকে না। তিনি স্বয়ং স্বরাট্ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর বিধায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে, "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"—একথা তিনি আরও স্পষ্টাক্ষরে গীতায় বলিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এখানেও তিনি "মামেকং" শব্দ-দ্বারা দেবতান্তর-গণের শরণাপত্তি নিষেধ করিয়া একমাত্র তাঁহারই প্রপত্তি গ্রহণের জন্য আদেশ করিয়াছেন, কেননা তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাব্যতীত দেবতান্তরগণের কোন শক্তিই ক্রিয়াবতী হয় না।

অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের যেরূপ ভজনকারীর প্রার্থনানুযায়ী নশ্বর অনিত্য-ফল প্রদান করা ব্যতীত আত্যন্তিক মঙ্গলময় কোন নিত্যফল প্রদানের অধিকার নাই, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকারীর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন বাধা নাই। স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাঁহার ভক্তকে নশ্বর অনিত্য ফল প্রদান করিয়া বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করেন না। ভক্ত ভ্রম-বশতঃ বা দূরদর্শিতার অভাব-নিবন্ধন নিত্য-ফলের প্রার্থী না হইলেও করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিত্যমঙ্গলময় প্রেমফল প্রদান করেন, যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে জীব অমৃতসাগরে ভাসমান হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা দেখিতে পাই, 'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তাঁরে দেন স্ব-চরণ॥ কৃষ্ণ কহে, আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব? স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

অতএব আসুন, আমরা সকলে ক্ষুদ্র নশ্বর ও অনিত্য ফললাভের জন্য দেবতান্তর ভজনের প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিখিল বেদবেদান্তের সেই "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"—শ্লোকের অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বৈশিষ্ট্য সম্যক্ উপলব্ধি করত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি, কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবসকলকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

হাজারিবাগ জেলায় নেমিমহারাজ

কৃপাময় আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিখিল জীবের কল্যাণকামনায় শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদধীন গৌড়ীয়মঠ-প্রমুখ বহু শাখামঠ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন ও নিত্য অনুগত প্রচারকবর্গকে প্রেরণ পূর্ব্বক কলিযুগোপাস্য শ্রীনাম প্রচার করিয়া আমাদের ন্যায় পতিত কলিহত দুর্গত জীবের প্রতি অতুলনীয় কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন।

অধুনা তিনি এই শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম বনভূমি হাজারিবাগ জেলার 'ঝুংকুণ্ডা' নামক স্থানে মাদৃশ দুর্গত মানবগণের কল্যাণ কামনায় নিজ অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজকে প্রেরণ করিয়া আমাদের বিষয়াসক্ত-চিত্তমরুমাঝে শুদ্ধনামামৃত বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

গত ২২শে আগষ্ট স্বামিজী রাঁচি হইতে ৫ জন ব্রহ্মচারিসহ শুভাগমন পূর্ব্বক স্থানীয় বঙ্গবাসী শ্রীঅমৃতলাল ওঝা মহোদয়ের এজেন্ট ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত মাণিক লাল ওঝা মহোদয়ের গৃহে অভ্যর্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। রাত্রে স্বামিজী বহু শহরবাসী ও বঙ্গবাসী ভদ্রমহোদয় এবং মহিলা-পরিবৃত সভায় হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর মুখে "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" শ্লোকের অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করত শ্রোতৃগণ ভক্তি-রসাকৃষ্ট হইয়া আগামীকল্য গন্তব্য স্বামিজীকে অন্ততঃ আর একদিন শ্রীনামপীযূষ পান করাইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় স্বামিজী ২৩শে আগষ্ট তারিখেও শ্রোতৃ-গণকে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল পরমহংস প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় অসহায় দুর্গত জনগণের উপর কারুণ্য-বশে গতবর্ষ ও এই বর্ষের ন্যায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুগত প্রচারক-বৃন্দ প্রেরণ-দ্বারা এ 'গুলাঙ্কুল-পতিত' জনগণকে উদ্ধার করুন, ইহা তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

প্রণত
শ্রী প্রমথেশচন্দ্র ঘোষ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

গীতমালা

উজ্জ্বল ব্লোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ধামবাসীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

জৈবনপুঞ্জ

৸৵০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ আর্ত্তীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য চরিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে
৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে
বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, বমি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[শ্রীনিবাসের দ্বার ও ঠিকানা— নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মূল্যাদির হার।
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড]
সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী
[১৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ভাদ্র ১৩৩৭ শনিবার ৩০শে আগষ্ট ১৯৩০

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি "শচীদেবী"-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন. তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, আগামী ১৮ই আশ্বিন গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ভক্তগোষ্ঠীসহ কলিকাতা বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিবেন। তদুপলক্ষে উক্ত তারিখ হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাসাধিক কাল অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এবং সাত্বতশাস্ত্রের আলোচনা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই মহামহোৎসবের সময় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কর্ত্তৃক ভক্তিশাস্ত্রী ও 'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এই পরীক্ষাদ্বয়ের উদ্দেশ্য, স্থান, তারিখ, নিয়মাবলি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পরীক্ষার্থিগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

আচার্য্যত্রিক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

"সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য" উপাধি পরীক্ষা

উদ্দেশ্য—অপরা-বিদ্যার আবরণ মুক্ত করিয়া পরবিদ্যা-বিষয়ের আলোচনার প্রসার-বৃদ্ধি ও প্রকৃত সাত্বত ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের নির্দ্দেশ।

স্থান ও কাল—বাগবাজার, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির। ২১শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৮ই অক্টোবর (১৯৩০), বুধবার।

অধিকার—জাতি-বয়ো-বর্ণাধিকার ও ভাষাভিজ্ঞতানির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্য-দাসাভিমানী অধীতবিদ্য সকলেই অধিকারী। শ্রীচৈতন্যদাসাভিমানের অকৃত্রিমতা বিষয়ে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্ততঃ তিন জন অন্তরঙ্গ সভ্যের অনুমোদন-পত্র-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের নিকট ৭ই আশ্বিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

প্রণালী—নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থসমূহ হইতে দুইখানি প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইবে। প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে অন্যের কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত পরীক্ষা-মন্দিরে বসিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। লিখিত উত্তরের ভাষা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে পরীক্ষার্থী যে কোন প্রচলিত ভাষায় উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন। মুখ্য গ্রন্থগুলির বিশেষ করিয়া আলোচনা এবং গৌণগ্রন্থগুলির সাধারণভাবে আলোচনা থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রত্যেক নিবন্ধে গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ফল—প্রশ্নের উত্তরগুলি বিচারকগণ পাঠ করিয়া সংখ্যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর তত্ত-

বিষয়ক জ্ঞানের তারতম্য নির্দ্দেশ করিবেন। উত্তর-পত্র গুলি পরীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না। পাদোনসংখ্যার নিম্ন না হইলে উত্তম, অর্দ্ধ সংখ্যার নিম্ন না হইলে মধ্যম এবং পাদসংখ্যার নিম্ন না হইলে সাধারণ নির্দ্দেশে পরীক্ষার্থিগণের যোগ্যতা নিরূপিত হইবে। পাদ-সংখ্যার নিম্ন হইলে যোগ্যতার অভাব জ্ঞান করিতে হইবে।

ফল-প্রকাশ—পরীক্ষা-গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সাময়িক পত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তম, মধ্যম, সাধারণ-নির্দ্দেশে যোগ্যতা প্রচারিত হইবে। অযোগ্য হইলে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে না। যোগ্য ব্যক্তির নাম সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়", "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ", মাসিক "সজ্জনতোষণী" (হারমনীষ্ট) প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইবে।

ফল-লাভ—যোগ্য পরীক্ষার্থিগণকে "সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য" উপাধি প্রদত্ত হইবে। প্রাপ্তোপাধি আচার্য্যগণ যথাযোগ্য কবচ, প্রশংসা-পত্র বা বৃত্ত্যাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সার্ব্বভৌমোপাধি—নয়টী বিষয়ের আচার্য্যগণ দশম বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ে 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার হওয়ায় তিনি সর্ব্ব-শাস্ত্রাচার্য্য 'সার্ব্বভৌম' উপাধি এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রাধ্যাপক সার্ব্বভৌমের আসন লাভ করিবেন।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন;—

আচার্য্যত্রিক—**শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ**

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

"ভক্তিশাস্ত্রী" প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী—

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত } শ্রীচৈতন্যের
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত } চরিত
৩। ভক্তিরত্নাকর—ঐতিহ্য
৪। জৈবধর্ম } তত্ত্ব-প্রবেশ
৫। চৈতন্যশিক্ষামৃত }
৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা—স্মৃতি
৭। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

"সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য" পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী—

(মুখ্য) ১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অমৃত-প্রবাহ ও অনুভাষ্য-সহ)
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়-ভাষ্য সহ)
৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর
৪। শ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫। শ্রীসজ্জনতোষণী, গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ (চতুঃসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও সাম্প্রদায়িক-তথ্য-বিবরণাংশ)

(গৌণ) ১। প্রপন্নামৃত (অনন্তাচার্য্য কৃত)
২। মধ্ববিজয়—(ত্রিবিক্রমাচার্য্য-রচিত)
৩। হিন্দি ভক্তমাল—(নাভাদাস-রচিত)
৪। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি
৫। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৬। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত
৭। আচার ও আচার্য্য
৮। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ
৯। চিত্রে নবদ্বীপ
১০। আর, জি ভাণ্ডারকার-কৃত বৈষ্ণবীজম্, শৈবইজম্ এণ্ড মাইনর রিলিজিয়ন্স্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ভাদ্র শনিবার—১৩৩৭

নামসংকীর্ত্তনই পরম উপায়

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ, রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

সদ্গুরুমুখ-নিঃসৃত হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তিবিরোধী চিন্তা অহংকারজনক ফল-ভোগময়ী ক্রিয়া ধ্বংসের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। হরিকথা শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা 'ভোগ-পিপাসা যায় না' বলেন, তাঁহারা হয় সদ্গুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পান না, হীনাদর্শ অশ্রেষ্ঠ ভ্রষ্টাচারী ভক্তের মুখে হরিকথা (?) শ্রবণ করিয়া আচারবান্ হইবার পরিবর্ত্তে আরও কদাচারী হইয়া পড়েন, না হয় সদ্গুরুর নিকট হরিকথা শুনিয়াও তাহার অনুস্মরণ বা অনুশীলনাভাবে চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারেন না। তথাপি অসদ্গুরু অপেক্ষা সদ্গুরুর কথায় জীবের অজ্ঞাতসুকৃতিও সঞ্চিত হইয়া থাকে। সদ্গুরুর কথা অনুস্মরণ করিতে করিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আপনা হইতেই কমিতে থাকে।

—

শ্রীভগবন্নামে শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে। আমার ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগামী জীবের অনর্থ মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশেষে ধ্বংস করিবার শক্তি ভগবন্নাম ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে শব্দ-সামান্য জ্ঞানে অবহেলা না করিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে শ্রদ্ধা-সহকারে নামানুশীলন করিতে থাকিলে অচিরেই চিত্তমল বিধৌত হইয়া শুদ্ধ-নামোদয় হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ পিত্তোপতপ্তরসনায় অবশ্য প্রথম প্রথম সুমিষ্টমিশ্রি রূপ কৃষ্ণনামচরিতাদি রুচিপ্রদ হন না, তথাপি একটু আদর সহকারে সেই নাম প্রত্যহ অনুক্ষণ অনুকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, ক্রমেই তাঁহার মিষ্টত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় এবং অবিদ্যা-রূপ পিত্তের প্রকোপ দূরীভূত হয়, অবিদ্যা দূর হইবার সঙ্গেসঙ্গেই যাবতীয় অনর্থের উপশান্তি ঘটিতে থাকে। শ্রীনামের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিষয়ে অবিশ্বাস-কারী অল্পবুদ্ধি জনগণই নামকীর্ত্তন-দ্বারা অনর্থরাশির মূলোৎপাটনে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থার আদর করিতে থাকেন, তাহাতে তিতে বিপরীত ফলোদয় হয়।

—

"সেই ত' সুমেধা আর কলিহতজন।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ॥" বা
"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"
—এই ভাগবত-বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম অন্বেষণ পূর্ব্বক গুরুপাদাশ্রয় স্বীকার করিয়া গুরুমুখ-নিঃসৃত হরিনামানু-কীর্ত্তন-ফলে অচিরেই জীবের সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। জলে নামিয়া সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা স্থলে দাঁড়াইয়া পার হইবার চিন্তা করেন বা সাঁতার শিখিয়া জলে নামিব—এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তাঁহারাই যোগাদি পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক বৃথা সময়-ক্ষেপ করেন। একে ত' মানুষ অল্পায়ুঃ, তাহাতে পরমার্থকথায় স্পৃহা-হীন, এরূপ অবস্থায় যদিও বা কোন ভাগ্যক্রমে কাহারও একটু পরমার্থকথায় রুচি হয়, তাহাও ঐরূপ বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত করা নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। যাহা সাধনকালে অনুশীলন করিয়া সিদ্ধিকালে অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিতে হয় না, পরন্তু নিত্যকাল ধরিয়া রাখা যায়, সেই নামসংকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র সমাশ্রয় হওয়া উচিত। আবার সেই "সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।" সুতরাং কলিযুগপাবনাবতারী গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর জীবের অন্য গতি কি আছে! তাই মহাজন গাহিলেন—

কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে
কলিযুগপাবন কলিভয়-নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও হে॥

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের বল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে অগ্রে "পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥" বলিয়া, পরে "শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্তহর॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" ইত্যাদি প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার শেষোক্ত বর্ণনার সমর্থন-জন্য শ্রীললিতমাধব নাটকের একটী অমূল্য শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা,—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥"

এক্ষণে আমরা অবগত হইতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ যে কেবলমাত্র আব্রহ্মস্তম্ব যাবতীয় চর ও অচর পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহা নহে। পরন্তু উহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও আকর্ষণ করিতে দক্ষ। শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ শ্রীবলদেবাদিরূপে নিজ সেবা বিস্তার ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধরিয়া স্বীয় রূপের অন্বেষণ-পর লীলার প্রকটন করিয়া থাকেন।

আব্রহ্মস্তম্ব যাবতীয় পদার্থসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিণতি। সুতরাং তাহারা শক্তি-জাতীয় বস্তু। শক্তির কার্য্য যখন কেবলমাত্র শক্তিমানের সেবা করা, তখন চরাচর নিখিল পদার্থের এক-মাত্র কর্ত্তব্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কায়-মনো-বাক্যে নিযুক্ত থাকা। যে সমুদয় জীব দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনে ও সেইরূপের সাক্ষাৎ আকর্ষণ লাভে বঞ্চিত হইয়া ইতর বস্তুর সেবায় রত, তাহারা বদ্ধজীব এবং তাহারা চিরকাল বদ্ধাবস্থায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত, যদি শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ শ্রীবলদেবাদি-রূপে নিজসেবা নিজে করিবার অভিনয় না দেখাইতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দররূপ ধরিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণান্বেষণ-পর লীলা বিস্তার না করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই বদ্ধজীবগণ শ্রীবলদেবাদির আদর্শরূপী আচার্য্যগণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের শিক্ষায় চৈতন্য লাভ করত শ্রীআচার্য্যদেবের আজ্ঞাধীনে সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণান্বেষণ করিবার সুযোগ পাইতে সমর্থ হয়।

শ্রীমতী রাধিকা নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণকে সেবাসুখে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরূপিণী। শ্রীবলদেবাভিন্ন বস্তুরূপী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পন্থায় কৃষ্ণান্বেষণ করিতে থাকিলে, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা মন্ত্রসিদ্ধিকালে শ্রীমতী রাধিকার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইব। শ্রীমতী রাধিকার আনুগত্যই সর্ব্বোচ্চ লোভনীয় পদবী, ইহার উপর মানব-চিত্তের আর গতি নাই।

ভগবানের কার্য্যে মানবের ন্যায় একটী মাত্র উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না। তিনি যখন যে কার্য্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করেন, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যান্য বহু পৃথক্ উদ্দেশ্যেরও সমাবেশ থাকে। শ্রীকৃষ্ণরূপ কর্ত্তৃক যদি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিজ চিত্তকে আকর্ষণ করা রূপ উদ্দেশ্যটীই অন্তর্নিহিত থাকিত, তাহা হইলে বদ্ধজীবগণের উদ্ধার-কার্য্য কখনই তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইত না এবং প্রত্যেক বদ্ধজীব চিরকালই বদ্ধাবস্থায় বিচরণ করিত। পরম কারুণিক জীবৈকবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-মাধুরী-আস্বাদনপরা লীলার সঙ্গে তাঁহার মহাবদান্য-স্বভাব-প্রকাশিকা লীলাও সিদ্ধ হয় বলিয়া বদ্ধজীবের উদ্ধার-লাভের আশা ফলবতী হইয়া থাকে। অতএব হে পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের শ্রীকৃষ্ণচিত্তাকর্ষণরূপা লীলার বন্দনা করি ও সেই লীলার কৃপায় তদীয় সহচরী-রূপিণী জীবোদ্ধারলীলার সৌন্দর্য্যাকৃষ্ট হইয়া মানব-জীবন সফল করিবার সুযোগ লাভে ধন্য হই।

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী-মহামহোৎসব

(প্রাপ্ত পত্র)

কলেজ-হোষ্টেল
ময়মনসিংহ
তাং ৭ই ভাদ্র রবিবার

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ-
সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু —

মহাত্মন্—

এই ময়মনসিংহ সহরে সেহড়ার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির প্রচার-আলোচনা-কেন্দ্রে গত রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া দুইজন মহাধ্যাপক এবং কলেজ-হোষ্টেলের অনেক ছাত্রসহ অপরাহ্ণে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। সেহড়া অঞ্চলের প্রতিবেশী প্রায় সকল ভদ্রলোক এবং অন্যান্য স্থানেরও বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। জানিতে পারিলাম, উষার মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, ভোগ, আরতি ইত্যাদি সর্ব্বদিনব্যাপী কার্য্য-তালিকা ছিল। তালিকানুসারে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ের পর শ্রীশ্রী-ভগবানের আরতি ও বিবিধ বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ ভোগ হয় এবং শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানের পর উৎসব সমাপ্তি হয়।

অপরাহ্ণে যখন আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম, তখন জনমণ্ডলী উৎসবগৃহের দক্ষিণস্থ বিস্তৃত বারান্দায় সমবেত হইলেন, এবং উদ্যোক্তৃগণের একজন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কিশোর গুপ্ত মহোদয় (শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী—সঃ) সুমধুরকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত জনমণ্ডলীর অনেকেই চর্চ্চরী-ধ্বনির সহিত যেরূপ যোগদান করিলেন, তাহাতে সময়টী বেশ আনন্দের সহিত কাটিতে লাগিল। তৎপরে স্থানীয় আনন্দ-মোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক (আমারই সহাধ্যাপক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম এ, বি, এল, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের গীতিসুরে ভাগবত পাঠ এবং সহজ মার্জ্জিত ভাষায় জটিলতত্ত্বের মীমাংসা সভাস্থজনের বিশেষ হৃদ্য হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী মহোদয়ের (শ্রীপাদ উরুক্রমদাস অধিকারী—সঃ) ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তিমত্তার সহিত ঘটিকাব্যাপী আরতিকালে কাঁসর ঘণ্টা করতাল শঙ্খ মৃদঙ্গাদির তুমুলকলনিনাদে চারিদিক মুখরিত ও গন্ধপুষ্প ধূপ গুগ্গুল প্রভৃতির গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সমবেত ভক্ত দর্শক-বৃন্দ ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে আরতি-দর্শনে উন্মুখ হইলেও মৃদঙ্গাদিবাদকদিগের অবিশ্রান্ত নৃত্যসহ সঙ্গীতমুখরতাভিরাম ছন্দঘটায় মুহুর্মুহুঃ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ভাবের প্রেরণায় যে উদ্দামতা তাহাও দর্শনীয় বটে। পরিশেষে খেচরান্ন মোহন-ভোগ পায়সাদি প্রসাদ বিতরণ ও সম্মান করা হয়। এবম্প্রকারে সুসম্পন্ন মহোৎসবটী সমবেত জনমণ্ডলীর সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কিশোর গুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয়-প্রমুখ উদ্যোক্তৃগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরভিমান সেবা একান্ত প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কিশোর গুপ্তমহাশয়ের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন এই ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি যেন কর্ম্মের অবতার, শুধু কর্ম্মেরই বা কেন, একাধারে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যেন তাঁহাতে সম্মিলিত। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অবিচারে সর্ব্ববিধ কার্য্যসম্পাদনে বালক-সুলভ ও নিরভিমান তৎপরতা দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি।

অর্থবল ও জনবলের অভাব সত্ত্বেও উদ্যোক্তৃগণের এইরূপ উৎসবসূচনা ভবিষ্যতে খুবই আশাপ্রদ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার—যাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের নিকট 'গৌড়ীয় মিশন' বা 'গৌড়ীয়মঠ' নামে পরিচিত—প্রধান ও কেন্দ্রমঠ,—শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ এবং ইঁহার প্রধান প্রচার-কেন্দ্র—কলিকাতা, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয় মঠ। এখানকার শুদ্ধভক্তি-আলোচনা-কেন্দ্র-স্থাপনকারী উদ্যোক্তৃগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা,—জনসাধারণের সহানুভূতি, উৎসাহ ও সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখারূপে 'শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ' নামে এক মঠ স্থাপন করা। স্থানটীও মনোরম, নগর ও জনপদের সন্ধিস্থলে অবস্থিত; সন্নিকটেই সমাধি, সুতরাং সমাধির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, মঠস্থাপনের সম্পূর্ণ উপযোগী। এখানে নগরের সুবিধা আছে, কোলাহল নাই। স্থানটী কৃত্রিম আড়ম্বরের বহির্ভূত হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে,—ইহার স্নিগ্ধ শান্ত উদার প্রান্তরাকাশ উপাসকের চিত্তবিকাশ ও উপাসনার সম্পূর্ণ অনুকূল। উদ্যোক্তৃগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ভক্তি ও ভগবৎপ্রেম অঙ্কিত মঠের ধ্বজাকারে উড্ডীন হইয়া দূর হইতে যাত্রী ও পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, করুণাময়ের লীলামৃত সর্ব্বথা প্রচারিত হউক, ইহাই আমাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় আবির্ভূত হইয়া এই দেশের শোচ্য দূর করিয়া কৃপা করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান একমাত্র সংরক্ষক ও আচার্য্যবর্য্য পরমহংসকুলমুকুটমণি পরিব্রাজকবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বরূপ-রূপানুগ-শুদ্ধভক্তি-গুরুপরম্পরায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের চতুর্থ অধস্তন এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে দশম অধস্তন আচার্য্য। শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অহৈতুক অপার কৃপার এবং তদীয় আনুগত্যের নিদর্শন-স্বরূপ অভীপ্সিত ভাবী মঠের নামকরণ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ। ইতি

বিনয়াবনত—
নিবেদক
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

সম্পাদকীয়

[আমরা শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আনন্দ কেবল যে উৎসবের বিবরণী পাঠে, তাহা নহে; পরন্তু লেখকের বৈষ্ণবোচিত ভাব ও তাহা হইতে তাঁহার কৃষ্ণ-কার্য্য-প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ের একটী নিদর্শন পাইয়াই আমাদের অধিক আনন্দ। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, শুদ্ধভক্তি-মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা-পাত্র, তাঁহাদের জন্যই মঠ এবং তাঁহাদের লইয়াই মঠ। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসব-ক্ষেত্রের নামই মঠ, সেই মঠ-প্রীতি মূলেই মানবজীবনের নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা হইতেই মানবত্বের পূর্ণবিকচিতাবস্থা-প্রাপ্তি সম্ভব, তাহাই মানব-জ্ঞানের উৎকর্ষ ফল। মঠের অপর নাম—পরবিদ্যাপীঠ, পরবিদ্যা-বধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মঠের জীবাতু; মঠের সেই জীবনীশক্তি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই মঠাধ্যক্ষ, শ্রীগুরুদেব তাঁহারই অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ, গৌড়ীয় তাঁহারই অনুগত আশ্রিত। সুতরাং গৌড়ীয়-দাসানুদাস হইতে পারিলেই জীব প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তিমঠবাসী হইবার যোগ্যতা লাভ করেন, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণায়ামাবাস-স্থলে তাঁহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সুতরাং যাবতীয় অনর্থের মূল অবিদ্যা আর তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক; আজ ২৯ বৎসরকাল তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। শরৎ বাবু প্রবীণ, সুপণ্ডিত এবং একজন কৃতী অধ্যাপক। ময়মনসিংহের শিক্ষিত সজ্জন মাত্রেরই নিকট তিনি পরিচিত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও তাঁহার অনুগত শুদ্ধভক্তের প্রতি তাঁহার আদর লক্ষ্য করিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা করি, শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবা-সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি-সাধন-কল্পে তত্রত্য সেবকগণ তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি লাভ করিবেন। আমরা সেখানকার সেবকের পত্রে আরও জানিলাম, মঠপ্রতিবেশী সেতড়া অঞ্চলের সকল লোকেরই শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত উৎসবে আন্তরিক সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, ব্রজসুন্দর দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর ঘোষ, প্রমোদভূষণ চৌধুরী-প্রমুখ মহাশয়দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎসবকালে এবং অন্যান্য সময়েও লক্ষ্মণপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুন্সী মহাশয়ের এবং প্রতিবেশী বালক শ্রীমান্ সনৎকুমার গুহের ঐকান্তিক সেবা-পরায়ণতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীপাদ উদ্ধবদাস সেবা-ভূষণ প্রভুর উদার হৃদয়, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগ ও সেবা-প্রাণতা যে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান ও তথায় উৎসবাদির অনুষ্ঠান-আয়োজনের প্রাণস্বরূপ, তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর সহাধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি এল মহোদয় এবং শ্রীপাদ মনোভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী প্রভু-প্রমুখ সেবকবৃন্দের সেবা-প্রাণতাও তুল্যভাবে প্রশংসনীয়। এই সকল সেবকের চেষ্টায় ময়মনসিংহে একটি শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বাংলাতে সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তজ্জন্য সকলেরই গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবের আজ্ঞামালা শিরে ধারণ করিয়া প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যক। আমাদের সর্ব্বকার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের অনুমোদন আছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেননা যে "ভজন" গুরুদেবের অনুমোদিত নহে, তাহা জগতের ধারণায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও "ভজন" পদবাচ্য নহে, পরন্তু দাম্ভিকতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ভজনের মূল তাৎপর্য্য—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবই তদ্বিষয়ে সমভিজ্ঞ। সুতরাং ভজনবিষয়ে গুরুদেবের যুক্তি সর্ব্বক্ষণ অপেক্ষণীয়া। মোটকথা, আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের সেবোন্নতি-সাধন-কল্পে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ ও সহরের ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলাম। সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-প্রচার-প্রতিষ্ঠান প্রতি গৃহে প্রতিজীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের হৃদয় হইতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইয়া তথায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠুক, গৃহে গৃহে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুমুল হরিধ্বনি উত্থিত হউক, হৃদয় প্রেমানন্দে ভরপুর হইয়া নাচিয়া উঠুক, তাহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট—তাহাই তাঁহাদের জগতে আশীর্ব্বাদ। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বচন, যথা,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

সুতরাং ময়মনসিংহবাসী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেই আশীর্ব্বাদভাজন হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! —সঃ প্রঃ সঃ]

"প্রসাদ-সম্মান"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ ভক্তিভূষণ)

কহু কহি সাবধান, কর সাধু অবধান,
শ্রীগুরুর প্রসাদ-মহিমা।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য যত, অন্ন পান আদি কত
সর্ব্বশাস্ত্রে যাহার গরিমা॥ ১॥
কৃষ্ণের প্রসাদ যেবা, শ্রদ্ধার করয় সেবা
তালমন্দ ছাড়িয়া বিচার।
বিষ্ণুর সদৃশ তাই, নির্গুণ বলিয়া গাই,
ব্রহ্মের সমান নির্ব্বিকার॥ ২॥
করিতে প্রসাদ সেবা, সংশয়াদি করে যেবা
কিম্বা হয় চিত্তের বিকার।
সেই মহাপাপে রত, কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্ত
পুত্রকলত্রাদি মরে তার॥ ৩॥
মরেকেতে অবশেষে বাস করে মহাক্লেশে
মানব-জনম নহে আর।
অতএব বাক্য ধর, প্রসাদ সম্মান কর
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অনিবার॥ ৪॥

(২)

ফের কহি সাবধান কর সাধু অবধান,
প্রসাদের মহিমা অপার।
প্রপঞ্চ বিজয় যেবা, করেন প্রসাদ সেবা
সর্ব্বপাপ সত্বনাশ তাঁর॥ ১॥
কুকুরের মুখ হৈতে, ভ্রষ্ট হৈয়া পৃথিবীতে
যদি পড়ে প্রসাদ কখন।
তথাপি সে দেব-বন্দ্য, প্রসাদ তুলিয়া সন্ত
স্ব-ব্রাহ্মণ করিবে ভোজন॥ ২॥
কি অশুচি অনাচারী, কিম্বা মনে পাপাচারী
প্রাপ্তিমাত্র করিবে ভক্ষণ।
সে বিষয়ে সাধু ভাই, কোনও বিচার নাই,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ সর্ব্বক্ষণ॥ ৩॥

(৩)

ফের কহি শুন, প্রসাদের গুণ,
এক মনে সাধুজন।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য, পরম পবিত্র
পান করে দেবগণ॥ ১॥
কৃষ্ণের প্রসাদ যে করে সেবন
কোটি যজ্ঞ ফল পায়।
অশ্বমেধ শত, অগ্নিষ্টোম কত
ফল, তক্ষণাত্ পায়॥ ২॥
ব্রহ্মচারী, গৃহী, কিম্বা বানপ্রস্থী,
সন্ন্যাসী, কি যোগী যতি।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য সেবন করিতে
সকলে করিবে মতি॥ ৩॥
প্রপঞ্চ-বিজয়, প্রসাদ সেবনে
মুখ্য ফল কৃষ্ণরতি।
হৃদে কৃষ্ণরূপ, উদরে নৈবেদ্য
যার সে অচ্যুত-মূর্ত্তি॥ ৪॥
অতএব সদা প্রসাদ সম্মানে
আচার বিচার নাই।
কৃষ্ণের ভোজন- সুখ সঙ্করিয়া
ভোক্তাবুদ্ধি ছাড় ভাই॥ ৫॥

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকা, ৭ই ভাদ্র ১৩৩৭

ঢাকা, নবাবপুর, মদন পাল লেন হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন ভিষগ্‌রত্ন মহোদয় জানাইতেছেন যে,—গত ৬ই ভাদ্র শনিবার দিবস ঢাকা, চণ্ডীচরণ বসু লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা আলোচনা-প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গই যে জীবের কৃষ্ণভক্তিলাভের একমাত্র উপায়, তৎসম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া নানাবিধ তথ্য বিবৃত করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে পি, ডব্লিউ, ডি অফিসের একাউণ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত হরিতোষ দত্ত, মনোমোহনপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র দে প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, বহু ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত জিতেন বাবুর স্বভাবসুলভ অমায়িক ব্যবহারে এবং হরিকথা শ্রবণাগ্রহ দর্শনে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

শাঁকতোড়া-প্রচারপ্রসঙ্গ

ডুমুরকন্দা, ২৪.৮।৩০

ডুমুরকন্দা-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রামতীর্থ দেবঘরিয়া মহোদয় পত্রদ্বারা জানাইতেছেন যে,—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে ডুমুরকন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অনন্তবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্ত কৃষ্ণদাস, শ্রীপাদ ননীগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি সতীর্থগণ-সহ তাঁহার বাটিতে বহু গণ্যমান্য ভদ্রমণ্ডলী-মণ্ডিতা একটি মহতী সভায় প্রায় আড়াইঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইয়াছে। স্বামিজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতীব প্রীত হইয়াছেন।

রায় সাহেব মহোদয়ের সৌজন্য ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতকথা-শ্রবণাগ্রহ তথা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার নিজজনগণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন-শ্রবণাদর্শনে স্বামিজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন। আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইবে, সেই সময় তিনি উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূমণ্ডলে বাংলাতে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য রায় সাহেবের বিশেষ উৎসাহ আছে। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠমধ্যে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনসদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বিএ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদকুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ বেণুগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভূজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

কেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বীপ ...

ডবল ক্রাউন কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিগ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু : ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়ঃ- ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

---

৪৫৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে,

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আত্ম-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা— নদীয়াপ্রকাশ

Registered No. C

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ৷৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের [illegible] প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই ভাদ্র ১৩৩৭ সোমবার ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নানা কথা

নবদ্বীপে হরতাল

পাঠকগণ অবগত আছেন গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; তাই কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া ডাঃ এম, এ, আনসারী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিঠলভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত ... আবালাওয়ালা, শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সর্দ্দার মঙ্গল সিং এবং কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মাথারাণকে গত ২৭শে আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দিল্লীতে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে নেতৃবৃন্দের সভা আহুত হওয়াতেই নাকি নেতৃবৃন্দ ধৃত হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

প্রকাশ এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে গতকল্য সহর নবদ্বীপে হরতাল হইয়াছে।

নদীয়া জেলাবোর্ড মিটিং

গত ৩০শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে জেলাবোর্ডের একটী মিটিং হইয়া গিয়াছে। এই মিটিংএ বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময় কিরূপ ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এই সম্পর্কে কয়েকটী আইন পাশ হইয়াছে।

পুলিশে ডাকাতে সংঘর্ষে খুন

প্রকাশ সম্প্রতি মালদহ জিলার মুরশিদী গ্রামে একদল ডাকাতের সহিত পুলিশের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে একজন ডাকাত বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে।

নবদ্বীপে হরতাল

মৌলানা আজাদের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

কানপুরবন্দা রেলপথ ভগ্ন

হিন্দুস্থান ইনসুরান্স অফিস খানাতল্লাস

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহৃত

স্বেচ্ছাসেবকদের আড্ডায় পুলিশ

প্যাটেল রিপোর্ট

রাস্তানির্ম্মাণের ব্যয় মঞ্জুর

কলিকাতায় বোমা বিভ্রাট

পুলিশে ডাকাতে সংঘর্ষ

মৌলানা আজাদের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

মীরাট, ২৮শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, মীরাটের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের অর্ডিনান্সের ৩ ধারা অনুযায়ী মৌলানা আবুলকালাম আজাদের প্রতি ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মৌলানা সাহেব মামলায় কোনরূপে যোগদান করেন নাই। মীরাটে জেলের ভিতরে বিচার হয়। মীরাটে এক বক্তৃতা সম্পর্কে মৌলানা সাহেব অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী সি, আই, ডি, রিপোর্টার মঙ্গল সিংহ জেরায় মৌলানা সাহেবের বক্তৃতার কতক অংশ পাঠ করেন। প্রকাশ উহাতে তিনি জনসাধারণকে কর প্রদান বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষী জনৈক শিক্ষক বলেন, তিনি উক্ত রিপোর্টারকে সঠিক ও রিপোর্ট লিখিতে দেখিয়াছেন।

মৌলানা আজাদের প্রতি 'এ' শ্রেণীর কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁহাকে বাণী প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "একজন বন্দী কি বাণী প্রদান করিতে পারে?"

ওয়ার্কিং কমিটি বে-আইনী

মাদ্রাজ সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন,—

স্থানীয় সরকারের মতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী নামক প্রতিষ্ঠান আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা দিতেছে এবং সাধারণের শান্তির পক্ষে বিপদের কারণ হইয়াছে বলিয়া সরকার এতদ্দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধন আইনের [illegible] অনুযায়ী উক্ত কমিটীকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটী বোম্বায়েও বে-আইনী

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে গভর্ণমেণ্ট গেজেটে বোম্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু

অষ্ট্রেলিয়া নিউসাউথওয়েলসের সিডনি বন্দরে সম্প্রতি একটি বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। সেতুটী নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পড়িবে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৭৭০ ফিট এবং এইরূপ প্রশস্ত যে উহার উপরে পাশাপাশি ৪টী রেল লাইন পাতা হইবে এবং তাহার দুই পার্শ্বে ১০ ফুট করিয়া পায়ে চলার পথ থাকিবে। আগামী ১৯৩১ সাল হইতে সেতুর উপর দিয়া রেল ও লোক যাতায়াত আরম্ভ হইবে। এই নবনির্ম্মিত সেতু পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম সেতু।

কলিকাতায় বোমা বিভ্রাট

পাঠকগণ অবগত আছেন গত ২৫শে আগষ্ট ডালহাউসি স্কয়ারে এবং গত ২৭শে বুধবার জোড়াবাগান থানার নিকট এবং ইডেনগার্ডেন্স থানার নিকট বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা এই সম্পর্কে চারিদিকে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। গত ২৮শে আগষ্ট তাহারা এই সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার অনেক বাড়ীতে ও বহু রাসায়নিকের ফার্ম ও ষ্টোর্সে খানাতল্লাস করিয়াছে। এই সমস্ত ফার্ম ও ষ্টোর্সে যাহারা মাল খরিদ করে তাহাদিগের নামের তালিকা পর্য্যন্ত পুলিশ হস্তগত করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, কলিকাতায় এই সমস্ত বোমা বিভ্রাট সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত মোট ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহৃত

পটুয়াখালী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন, তালুকদার ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে সস্ত্রীক আহার করিবার সময়ে স্বেচ্ছাসেবকের বেশধারী এক যুবক কর্ত্তৃক গুরুতর ভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। উহার ফলে তাঁহার মস্তকে গভীর ক্ষত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্ক এক অপরিচিত যুবক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভোজন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করে। সে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ, আঘাত সাংঘাতিক হইলেও বিপজ্জনক নহে।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। উহার ফলে এ পর্য্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান ইনসিওরান্স অফিসে খানাতল্লাস

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার ও বহু পুলিশের সহিত খানাতল্লাসী পরোয়ানা লইয়া হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরান্স সোসাইটীর আফিসে উপস্থিত হয়েন। তাঁহারা ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের এবং ক্যাসিয়ারের ঘরের কতকগুলি হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেন। কংগ্রেসের হিসাব বাহির করিবার উদ্দেশ্যে খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ আপত্তিজনক কিছুই পায় নাই।

স্বাস্থ্যনির্ব্বাচনের নূতন অঙ্কুর

প্রকাশ বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্ট স্বায়ত্তশাসন বিভাগ ঢাকা, পাবনা ও যশোহর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডগুলিকে পত্র জানাইয়াছেন, ঐ সকল জিলায় প্রত্যেক জিলায় এক একটি রাস্তা প্রস্তুত হইবে। ভারত সরকার কেন্দ্রীয় রাস্তা ধনভাণ্ডার হইতে ঐ সকল রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের আড্ডায় পুলিশ

গত ২৮শে আগষ্ট শ্যামপুকুরের পুলিশ উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদিগের আবাসস্থলে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে। তাহারা ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে এখানে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্যাটেল রিপোর্ট

বোম্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে গত ২৮শে আগষ্ট এক ইস্তাহার বাহির করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় প্রেস অর্ডিন্যান্স অনুসারে কংগ্রেসের পেশোয়ার তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বাজেয়াপ্তের এইরূপ কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, উহাতে এমন সব কথা আছে, যাহা দ্বারা বৃটিশ ভারতে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা উৎপন্ন হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সেক্রেটারী দণ্ডিত

ফেণী কংগ্রেস কমিটীর অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও অভয় আশ্রমের আর দুই জন কর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কানপুর-বান্দা রেলপথ ভগ্ন

জি, আই, পি, রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের সংবাদে প্রকাশ, কানপুর-বান্দা শাখা লাইনের বারোয়া ও ভারমুয়েনপুর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ৩০শে আগষ্ট হইতে যাত্রীদিগকে পারাপার করা হইতেছে। পথ সংস্কৃত হইলে যথাসময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে।

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। [illegible] মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই [illegible] সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি "[illegible]" [illegible] প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি [illegible] ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"[illegible] ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই ভাদ্র সোমবার—১৩৩৭

(১)

কার্ষ্ণ-কৃপায় অসারের সারত্ব

(ক) দুর্ল্লভ নিত্যানিত্য-বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবদেহ পাইয়া যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ মহান্ত-গুরুদেবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শাস্ত্রের গূঢ়-রহস্য অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন তাঁহারা সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান্ জীব

(খ) অসারবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ শ্রৌতপন্থাত্যাগী এবং শুষ্কতর্কপ্রিয়।

(গ) শুষ্কতর্কপ্রিয় ব্যক্তিগণ নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচয় অবগত নহেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা বাহ্যদেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া থাকে।

(ঘ) পরমকৃপাময় কার্ষ্ণগণ শাস্ত্রযুক্তি সুদর্শনদ্বারা তার্কিকের তর্কজাল খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তাহার মরুতুল্য শুষ্কহৃদয় সরস এবং তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমবীজ উপ্ত করেন।

(২)

ভগবৎ-কৃপার ত্রিবিধ ফল

(৩)

গুর্ব্বানুগত্যে নবনির্ম্মিয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শন

(ক) বাহ্যদর্শনে কর্ম্মী ও ভক্তের ক্রিয়ার সমতা প্রতীয়মান হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ দুইবারা মহামূল কার্য্য কর্ম্ম এবং কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর কার্য্য ভক্তি।

(খ) শ্রীগুরুদেবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিদ্বারাই ভগবজ্জ্ঞান লভ্য।

(গ) "শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শুধু টাকা ঢালেন নাই—ঢালিয়াছেন তাঁহার পরিপূর্ণ প্রাণ, তাই তাঁহার সেবা শ্রীচৈতন্যবাণী-বিলোকনে নিযুক্ত হইয়াছে।"

(ঘ) 'আগে প্রাণ, তারপর সব। প্রাণ না থাকিলে সবই শব।'

(ঙ) শ্রীল জগবন্ধুর সেবাপর অকৃত্রিম দৈন্য
'কর্ম্মকাণ্ডে জড় আমি, যৈছে লৌহ-পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।'

(৪)

শোচ্যদেশে ও শোচ্যকুলে বৈষ্ণবের জন্ম হয় কেন?

কৃষ্ণ-কৃপায় অসারের সারত্ব

সরিষারাশিকে পেষণ করিলে সার অংশ তৈল রূপে ও অসার অংশ খলি রূপে নির্গত হয়। তৈল মনুষ্যের ব্যবহার্য্য এবং খলি গো-জাতির খাদ্য।

শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ মহান্ত গুরুর নিকট হইতে জানিয়া যাঁহারা শাস্ত্রোদ্দিষ্টপন্থায় বিচরণ করিতে থাকেন, তাঁহারা মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্যস্বরূপ ভগবৎ প্রেম লাভে সমর্থ হন। যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ মহান্ত-গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় জানিয়া লইবার চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত হ'ন অথবা কোন অতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তির সাহায্যে শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়াস করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে উল্লিখিত পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান উক্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিতে অক্ষম হইয়া শুষ্কতার্কিক হইয়া পড়েন। গর্দ্দভগণ যেমন চিনি খাইতে পায় না; মাত্র চিনির বোঝা পৃষ্ঠোপরি বহিয়া বেড়ায়, শুষ্কতার্কিকগণ সেই প্রকার শাস্ত্রের বোঝা বহন করেন মাত্র, সার গ্রহণে সমর্থ হ'ন না।

চৌরাশীলক্ষ বার ভগবদ্ভজনের অযোগ্য স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দেহধারণের পর বর্ত্তমান কালে আমরা যে প্রকার সাধুসঙ্গমুখে ভগবদ্-ভজন করিবার উপযোগী মানব-দেহ পাইয়াছি তাহা অতিশয় দুর্ল্লভ। এমন নিত্যানিত্য দুর্ল্লভ বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব-দেহ পাইয়া যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ মহান্ত-গুরু-দেবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পথের পথিক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন তাঁহারা সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান্ জীব। যাহারা সারগ্রাহীদিগের বিপরীত পন্থাকে বরণ করিতে উদ্যত এবং উঁহাদিগের জীবে দয়া মূলক কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে প্রস্তুত, তাহারা মানব-দেহধারী পশু এবং পশুর মধ্যে কেহ ভার-বাহী গর্দ্দভ ও অপর কেহ সর্ষপের অসার ভাগ রূপী খলি সেবী গো-জাতি তুল্য। গর্দ্দভ বা গোজাতি তুল্য অসার বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ শ্রৌতপন্থাত্যাগী শুষ্কতার্কিক। শুষ্কতার্কিকগণ নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচয় অবগত নহে। সেই জন্য তাহারা বাহ্যদেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপনে বাধ্য এবং দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ স্বকেন্দ্রিয় তোষণপর সেই কার্য্যের মাধুর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া বস্ত্বন্বেষণপরতামূলক ভোগ বা ত্যাগ পন্থার পক্ষপাতী স্বসুখান্বেষী দেহাত্মবাদিগণ স্বার্থপরতার দ্বারা আক্রান্ত থাকায় স্বকার্য্যে অখিল ত্যাগের কথাকে বিষবৎ বোধ করেন এবং তাহাকে চাপা দিবার জন্য স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সহিত তার্কিক সাজিয়া বসেন। শৃগাল যেমন বৃথা ফেউ ফেউ করে, তার্কিকগণ সেই প্রকার কৃষ্ণকথার পরিবর্ত্তে নিরন্তর অসৎ কথায় দিন যাপন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান। তদীয় শুদ্ধ-ভক্তগণও তাঁহার কৃপায় অমিত বলশালী। গর্দ্দভ বা গোজাতিতুল্য অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মকল্যাণের পথে অজ্ঞাতসারে বাধা-প্রদানকারী কুতর্কপ্রিয় মানবগণের ভগবৎ ও ভক্তবিদ্বেষমূলক অজ্ঞ ও ক্ষুদ্র চেষ্টা প্রখর সূর্য্যালোকে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। কুতর্কপ্রিয় মানবগণের ক্ষুদ্র ভক্তবিদ্বেষ মূলক অসচ্চেষ্টার দ্বারা ভগবান্ ও শুদ্ধভক্তদিগের জীবোদ্ধারমূলক সচ্চেষ্টা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিয়া জয়যুক্ত হয় এবং ফলে কুতার্কিকদিগকে কুতর্কনিষ্ঠা রূপ তমোরাশিপূর্ণ গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করত তাহাদিগের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তের বিমল আলোক জ্বালিয়া দিয়া তাহাদিগকেও ভগবানের লীলামৃত-রস-পানের সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১২শ ও ১৪শ অধ্যায়ে,

"তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ফেউ-ফেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥"
"শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও—
এ কৃপা তোমার॥"

ভগবৎকৃপার ত্রিবিধফল

শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু শ্রীশ্রীমন্-গৌরাঙ্গসুন্দরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। ইনি পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যনামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপে বাসকালে ইনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমন্গৌরাঙ্গসুন্দরের নিকটে অবস্থান করিতেন এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর ইনিও নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য বারাণসীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে ইনি স্বরূপদামোদর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। যেকালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় ইনি বারাণসী হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন।

নীলাচলে বাসকালে লোকে ইঁহাকে শ্রীশ্রীমন্ গৌরাঙ্গসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতেন। ইনি পরম বিরক্ত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাতে পাণ্ডিত্যের অবধি ছিল না, এবং ইঁহার ন্যায় কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ব বেত্তা অপর কেহ ছিলেন না। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসের কথা শুনিলে শ্রীশ্রীমন্ গৌরাঙ্গসুন্দরের চিত্তোল্লাস হইত না বলিয়া ইনি অগ্রে পরীক্ষা না করিলে কাহার লিখিত কোন গ্রন্থ বা রচনা তাঁহার নিকট শুনাইতে দিতেন না। শ্রীশ্রীমন্ গৌরাঙ্গসুন্দরের মনোভাব বুঝিয়া ইনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও শ্রীগীতগোবিন্দের শ্লোক শুনাইয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করিতেন। শাস্ত্রবিচারে ইনি বৃহস্পতির ও সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব তুল্য। ইনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পরম প্রিয়তম এবং শ্রীশ্রীবাসাদিভক্তগণের প্রাণসম ছিলেন।

বারাণসী হইতে নীলাচলে আসিয়া শ্রীশ্রীমন্গৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার কালে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু তাঁহার চরণে ধরিয়া অতি দীনতা-সহকারে বলিয়াছিলেন যথা,

"তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না
ছাড়িলা।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা॥"

শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর এই প্রকার উক্তি হইতে স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে জীবগণ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে ভগবদ্বিমুখ হইয়া কখন ভোক্তা ও কখন ত্যাগী সাজিয়া নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হ'ন এবং সর্ব্বপ্রাণীর একমাত্র সুহৃদরূপী স্বতন্ত্র ভগবান্, ভোগী ও ত্যাগিগণের অজ্ঞানকৃত সুকৃতিকে অবলম্বন করিয়া নিজ অহৈতুকী ইচ্ছাশক্তি-বলে তাহাদিগের গলায় কৃপারূপ পাশ বাঁধিয়া তাহাদিগকে নিজ অশোক, অভয় ও অমৃত স্বরূপ সুশীতল চরণতলে টানিয়া আনেন এবং স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারনিষ্ঠ নিজ-দাস্যে নিযুক্ত করত তাহাদিগকে পরম চমৎকার সেবানন্দরস নিত্যকাল আস্বাদনের সুযোগ দিয়া থাকেন।

ভগবানের কৃপা অজ্ঞানকৃত সুকৃতি-সম্পন্ন জীবের প্রতি বিশেষভাবে বর্ষিত হইলে পর পর ভাবে জীবের ত্রিবিধ উপকার সাধিত হয়, যথা (১) অনর্থ বা অন্যাভিলাষ-নিবৃত্তি এবং তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা ও হৃদয় নির্ম্মল হওয়ায় পরিণামে কৃষ্ণগন্ধ বা কৃষ্ণামোদের বিকাশ সাধন, (২) ভক্তি-সিদ্ধান্তোদয় ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা সাধন ও (৩) ভক্তিতে অনুরক্তি এবং তজ্জনিত সমগ্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি ও তাহা হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠার সাধন। জীব প্রাকৃত স্বভাবে বিমর্ষ হইয়া নানাপ্রকার উপায়দ্বারা ক্লেশ অপনোদনের প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের দয়াও আয়াসদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মায়াশক্তির অধীনতা-কালে ভগবৎ-কৌশলে জীব অজ্ঞানকৃত সুকৃতি অর্জ্জন করেন এবং সেই অজ্ঞানকৃত সুকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ বিশেষভাবে কৃপাবর্ষণ করেন, যাহার ফলে জীবের চিত্তদর্পণস্থ ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়, জীবহৃদয় নির্ম্মল হয় ও জীবহৃদয়ে কৃষ্ণগন্ধের বিকাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদ-সমূহ জীবচিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলে স্বরূপ-হৃদয় ভাবরসে উন্মত্ত হয়। বিবাদাতীত কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততা ভগবৎ-কৃপাবলেই উদয় হয়, সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তিলাভ করে। মাধুর্য্য-মর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিত করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতে শ্রী লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা নির্ম্মলা, রসদা ও সরলা। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব-জনিত দোষ থাকে না; কৃষ্ণকৃপাবশতঃ রসলাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয় ও তদ্ধেতু চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হয়, এবং কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে সমস্ত লাভ করিয়া মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিদেবেই বিনোদ ঘটে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে জীব প্রথমতঃ ঈশ-বিমুখতা-নিবন্ধন বাহ্যবিষয়াসক্ত থাকে দ্বিতীয়তঃ ঈশানুসন্ধানপর ও অবশেষে ভগবদ্ভক্ত হয়। ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ জীবের অনর্থ নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়ের নির্ম্মলতায় পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে অনুরক্তি, তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা। জীব ভগবৎকৃপার নিবৃত্ত-ভুক্ত হইলে অন্যত্র বিরাগ, কৃপাক্রমে ভবৌষধিলাভ করিলে পরেশানুভূতি এবং কৃপাবলে শ্রবণ ও মনোভিরামী হইলে ভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্য।

গুর্ব্বানুগত্যে নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন

(শ্রীপাদ কিশোরী মোহন
ভক্তিবান্ধব বি, এ,)

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা রূপ প্রাকৃত কামনার উপাসক কৃষ্ণ-কার্য্য-বিমুখ বদ্ধ-জীব আমরা; অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা সেবা বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। প্রাকৃত ভূমিতে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে দেশের, দশের, সমাজের, রাষ্ট্রের

আমাদেরও (?) সেবা প্রবৃত্তিকেই আমরা পরোপকার বলিয়া ভুল করি। কর্ম্মিগণের বিচারমতে, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্ম তদনুসারে অর্থ এবং তাহার ফলে আবার কাম এই পরম্পরায় তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিচার অবস্থিত কিন্তু আপবর্গ্য ধর্ম্মের ফল সেরূপ নহে। জীব সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইলে জানিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়াদিপতি হৃষীকেশের সেবা ব্যতীত ধর্ম্মার্থকাম-বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই। কর্ম্মিগণের বিচারে সেবা শব্দে যাহা প্রচলিত আছে তাহা বিশেষ ভোগী কুলের ভোগাদনের ইন্ধন যোগান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেবা আত্মার বৃত্তি, তাহা দেহ মনের ধর্ম্ম নহে। জীবাত্মা অণুচিৎ বস্তু বিধায় বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সেবার অধিকারী, নচেৎ জড় দেহ-মনের দ্বারা বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতের—"সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" উক্তি অনুসারে অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই মানবগণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

অনেকেই অনেক রকমের সেবার (?) কথা শুনিয়াছেন, যেমন সেই কুষ্ঠ-বিগ্রহ পতির সেবা যিনি "পতিব্রতা শিরোমণি পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা। স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥" আচার্য্যবর্য্য শ্রীরামানুজের দীন-দরিদ্র শিষ্য বরদারাজের সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবীর গুরুবর্গের সেবার কথাও অনেকে শুনিয়াছেন, যিনি শ্রীগুরুদেবের সেবার আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য কোন লম্পট ধনী ব্যক্তির নিকট নিজ দেহ বিক্রয় করিবার চুক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠাব্দ শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবার কথা সকলেই শুনিয়েছেন।

গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবসে অপরাহ্নে ভর্ত্তাবস্থায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইলাম। ভক্তিরঞ্জন প্রভুর সেবার গভীরতা বর্ণন করি এরূপ সামর্থ্য আমার নাই। তিনি ব্যক্তিগত জড়প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত না হইয়া এই অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা জীবের ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ কৃষ্ণবিমুখতা দূরীকরণের জন্য হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব। তাই এই অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য-আলোকদাতা বৈকুণ্ঠদূত শ্রীগৌড়ীয় যথার্থই বলিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির নির্ম্মাণে শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শুধু টাকা ঢালেন নাই, ঢালিয়াছেন তাঁহার পরিপূর্ণ প্রাণ, তাই তাঁহার সেবা শ্রীচৈতন্যবাণী বিনোদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। আগে প্রাণ, তার পর সব। প্রাণ না থাকিলে সবই শব।" ভাগবতের "এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" শ্লোকে প্রাণ কথাটী সকলের আগে। গৌড়ীয়মঠ যেরূপ প্রাণগড়া প্রাণের প্রতিষ্ঠান, গৌড়ীয় মঠের মন্দির ও সেইরূপ প্রাণ ঢালা উপকরণে নির্ম্মিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রেষ্ঠাব্দ জগদ্বন্ধু গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এত বড় প্রাণঢালা সেবা কয়জন করিতে পারেন, জানি না।"

আচার্য্যত্রিক প্রভুর আদেশে ভারতী মহারাজ নাট্যমন্দিরে শ্রীমন্দিরের সম্মুখীন হইয়া শুরুবন্দনা-মুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবসে নবনির্ম্মিয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা গুরুগম্ভীরস্বরে বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়া ভক্তিরঞ্জন প্রভুর জয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আসীন ভক্তিরঞ্জন প্রভু গদগদ চিত্তে ও ছল-ছল-নেত্রে প্রভুপাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া করযোড়ে বলিলেন, প্রভো, এ কার্য্য আমার নহে। জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য। আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ' শক্তি আশ্চর্য্য॥ কর্ম্মকাণ্ডে জড় আমি, বেদে লৌকিক। আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥ প্রভো, আমার মত বিষয়ীর দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব নহে, কারণ আমি ঘোর বিষয়ী। তড়িৎযন্ত্রে তড়িৎশক্তি প্রয়োগের ন্যায় আমাতে শক্তির আপনার কৃপাশক্তি উক্ত প্রকার কার্য্য করাইয়াছে।' তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন 'প্রভো, এই কার্য্যে যেন কোন অপরাধ করিয়া নরকে গমন না করি।' তাহাতে আচার্য্যত্রিক প্রভু বলিলেন 'শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আপনার অপরাধের কোন সম্ভাবনা নাই। হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে জীবের সেবাবৃত্তি কিরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহা মূর্ত্তিমান সেবা-বিগ্রহ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আদর্শে বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ প্রদান করিয়াও যেন তৃপ্তি লাভ করিতে ছেন না।

শ্রীগুরুদেব যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার আত্মাতে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা প্রকাশিত করাইয়া প্রচার করান যে "সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।" হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলেই জীব ঈশোপনিষদের "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" শ্লোকের যথার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে যে কিছু সচল বস্তু আছে তৎসমুদয়েই পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু মুক্তবৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর; ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।

বিষয়ের স্বভাব জীবকে ভববন্ধনের সত্যাত্মক কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করে কিন্তু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভোগের জনক না হইয়া সমস্ত বিষয়ের মালিক ও একমাত্র ভোক্তা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিয়োজিত হওয়ায় তাহাতে আর কামনার অঙ্কুর উদ্গম হয় না, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (১০।২২।২৬) "ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়োবীজায় নেষ্যতে॥" অর্থাৎ শ্রীভগবানে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কাম কামোদ্ভবের জন্য হয় না যেমন ভাজা ও সিদ্ধ করা ধানাদির বীজ থাকে না। তাঁহার সেবাপ্রাণতা দর্শন করিয়া আমার ন্যায় পাষণ্ড কৃষ্ণ-বিমুখ বদ্ধজীবের হৃদয়েও যেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাটী জাগাইয়া দিল :—"কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥ বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি। গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥ ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥ অদোষ-দরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার। এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥"

শোচ্য দেশে ও শোচ্য কুলে বৈষ্ণবের জন্ম হয় কেন ?

স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জীব স্ব-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে যখন কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হয় তখন মায়াদেবী তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য স্থূল লিঙ্গ দেহে আবৃত করিয়া চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করাইতে থাকেন। কৃষ্ণবিমুখ জীব জাগতিক পুণ্যফলে স্বর্গাদি উচ্চলোকে বা ভূলোকের মধ্যেই পবিত্র দেশে এবং পবিত্র কুলে জন্মলাভ করে আবার পুণ্য ক্ষয়ের পর পাপ কার্য্যাদি করিলে তাহারা শোচ্য দেশে ও শোচ্যকুলে জন্ম লাভ করে অর্থাৎ ভগবদ্বিস্মৃত জীব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য উচ্চ নীচ অবস্থা-প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নহে

ভগবদ্বিমুখ জীব যেরূপ কর্ম্মফলভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণবের জন্ম বা আবির্ভাব সেই প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নহে এবং বদ্ধজীবের যে প্রকার দেহদেহী ভেদ আছে অর্থাৎ তাহাদের জীবাত্মার উপরে যেরূপ মনোবুদ্ধি অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম আবরণ ও পঞ্চভূতাত্মক বা শোক্রশোণিত জাত স্থূল আবরণ আছে বৈষ্ণবের সেইরূপ দেহদেহী ভেদ নাই। দুর্ভাগা ব্যক্তির প্রাকৃত মলিন দর্শনে তাঁহাদের দেহ রক্তমাংসময় দৃষ্ট হইলেও ভাগ্যবান্ জনের দিব্যদর্শনে বৈষ্ণবের দেহ চিদানন্দময় দৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বৈষ্ণবের জন্ম যদি কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য না হয় তবে তাঁহারা অনেক শোচ্যদেশেও শোচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন কেন ? ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ত নিজে গঙ্গাতীরে পবিত্র দেশে এবং উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শোচ্য দেশে ও শোচ্য কুলে আবির্ভাবের কারণ

আমরা পান্থনিবাসরূপ এই সংসারে দুই চারিদিনের জন্য আসিয়া "সার বা নিঃশ্রেয়ো বস্তু" সংগ্রহের জন্য চেষ্টা না করিয়া "সং" লইয়া মত্ত হই। যাত্রারঙ্গে যেরূপ রামা বাগ্‌দি রাজা হরিশ্চন্দ্র সাজিয়া আসে কিন্তু বাস্তবিক সে রাজা হরিশ্চন্দ্র নহে তাহা সংমাত্র সেইপ্রকার আমরাও এই দুনিয়ায় বা রঙ্গমঞ্চে কিছুদিনের জন্য সং সাজিয়া আসি এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া সং এর অভিমানে মত্ত হই অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তখন আমি ব্রাহ্মণ, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্ ইত্যাদি বিচার উপস্থিত হওয়ায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী এই অভিমানে মত্ত হইয়া সবাকে সবার মত দেখি এবং হরিগুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করি। এহেন দুঃসময়ে জাতি, কুল, ধন, রূপ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অনিত্য জড় অভিমান নিরর্থক—উত্তম কুলে জন্মিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয় আবার নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভক্তি লাভ করিলে তিনি সর্ব্বপূজ্য হ'ন এবং যে সকল দেশে গঙ্গা প্রবাহিতা হন নাই, যেখানে পাণ্ডবগণ যাইয়া পবিত্র করেন নাই বা যে সব স্থানে হরিনামের প্রচার হয় নাই কিম্বা যে কুল অপবিত্র সেই সব শোচ্য দেশে ও শোচ্য কুলে শ্রীভগবান্ নিজজনকে প্রেরণ করিয়া জীবকুলের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন—যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতীর্ণ হ'ন তাঁহার প্রভাবে লক্ষযোজন নিস্তার পায়—যেস্থানে বৈষ্ণবগণ ভক্তবিজয় করেন সেইস্থান অতি পুণ্যতীর্থময় হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আদর্শের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণবের শোচ্যদেশে ও শোচ্যকুলে আবির্ভাব হয়। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে যে 'ভক্তিসিন্ধুসুধারস' ঢালিয়া রাখিয়াছেন আসুন! আমরা সকলে তাহা পান করি এবং সর্ব্বপ্রকার অভিমানমুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের পাদরজে অভিষিক্ত হই।

ভক্তিসিন্ধুসুধারস

জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥ যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত। যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥ সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া। মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥ শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান। জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥ যেই দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে। তাহার প্রভাবে লক্ষযোজন নিস্তারে॥ যেস্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়। সেইস্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥ অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ। অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্যনারায়ণ॥

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধ-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ; শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবলরামের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, ('বর্দ্ধমান')

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা বর্ত্তমান।

(১৭)

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ফুসুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ সেনগুপ্ত।

(২৬) শ্রীশ্যামগৌড়ীয় মঠ

ভুরুন্দেশ্বর, বালেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যানন্দ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি 'শচীদেবী'-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

আহ্বান-পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, ৩রা ভাদ্র, ১৩৩৭।

বিপুল সম্মানপুরঃসর-নিবেদন,—

আপনি অবগত আছেন যে, প্রায় সপাদ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপধামে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু সমগ্র জীবজগতের নিত্যপূর্ণ-কল্যাণ-বিধানোদ্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম-শিক্ষা বিতরণ ও প্রচার করেন। কেবল গৌড়মণ্ডলে নহে, ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দের সহিত স্বয়ং ভজনলীলা প্রদর্শন, মাথুরমণ্ডলে স্বীয় মনোভীষ্টপ্রচারোদ্দেশে প্রিয়তম সেনাপতি শ্রীল রূপসনাতন-গোস্বামি-প্রভুদ্বয় এবং শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-গণের দ্বারা 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' নাম্নী একটি বিদ্বৎসংসৎ প্রকট করিয়াছিলেন। জগতের দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কালক্রমে পরমহংসগণের পরিসেবিত সভা-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ লোকলোচনের অন্তরাল হইয়া যায়।

বহু বর্ষ পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কারুণ্যক্রমে ভগবদ্বিশ্বাসী পারমার্থিকগণের ইচ্ছায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অহৈতুক দয়াগ্রহ-ফলে কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা পুনঃ সংস্থাপিত হয়। তৎকালে এই মহানগরীতে—জীবোন্মেষিণী চৈতন্য-বাণীর প্রচারের কোন সাধারণ মন্দির স্থাপিত না হওয়ায় নানাপ্রকারে ঐ মহাসভার কার্য্যাবলীর সুনির্ব্বাহ দুষ্কর ছিল। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাক্রমে দ্বাদশবর্ষ-পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবরের স্বাভাবিকী অনুকম্পা ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু অপবর্গত্যাগী সেবকমণ্ডলীর অকৈতব-সেবা-প্রাণতা-ফলে এই মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অভীপ্সিত বাস্তবসত্য-প্রচার-প্রসারের সুমহান্ ভার মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াই আজ গৌড়ীয়মঠ—সমগ্র ভারতপ্রসিদ্ধ প্রচার-প্রতিষ্ঠান—বাস্তবসত্যের বিশ্ববিশ্রুত সেবা-সদন,—অবিদ্যা-পীড়িত জনগণের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণফল অকৃত্রিম দাতব্য চিকিৎসালয়। গৌড়ীয়মঠের চৈতন্য-বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এবং শ্রবণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

যুগাচার্য্যের কৃপায় যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই চেতনময়ী বাণী কোন এক মহা-সুকৃতিমান্ শ্রেষ্ঠিকুলরত্নের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন এই সত্যপিপাসুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি আচার্য্যের কৃপাভিষিক্ত হইয়া সেই চৈতন্য-বাণী বিতরণের একটী স্থায়ী মন্দির-রচনায় তাঁহার সারাজীবনের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়গণ আগামী ১৮ই আশ্বিন, (১৩৩৭) ৫ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার জয়েকাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-দেব বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে প্রবেশ করিবেন। নবমঠ প্রবেশ-বাসরে বিরাট্ মিলন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট দিবস হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত এবং একটী বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মিলনী সম্মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহামহোৎসব-সম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য-সমূহও উর্জ্জাব্রতকালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট মহোৎসবের পঞ্জী তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবর্গ এই বিরাট ভাগবতোৎসবে, ভাগবত-প্রদর্শনীতে এবং ভাগবত-সম্মেলনে বিশ্ববাসিশ্রদ্ধাবজ্জনগণকে সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহোদয়ের নিকট পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরিত হইলে দূরদেশাগত দর্শনার্থিগণের জন্য যান, বাহন ও বাসস্থানাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নবমঠ-প্রবেশ-দিবস সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ভক্ত ও ভগবানের অনুব্রজ্যামুখে নগরকীর্ত্তন এবং মহোৎসব-মণ্ডপ-প্রবেশোৎসবে যোগদান করিলে সভার সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

দ্রষ্টব্য—আগন্তুকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ শয্যা, মশারী প্রভৃতি সঙ্গে আনিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৪ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও প্রেম-পরতন্ত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১২শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ভক্ত তোমারে স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
ভক্ত স্নেহে করা'বে তা'রে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদিও ঈশ্বর সাধারণতঃ কাহারও নিকট কোনপ্রকারে বাধ্য হ'ন না, তথাপি তিনি স্বভাবক্রমে ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রীতিতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

সিংহ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পার্থিবিক বলে সিংহের তুল্য বা সিংহ অপেক্ষা অধিক বলশালী পশু পৃথিবীতে নাই। কাজেই সিংহকে সাধারণতঃ কাহারো বাধ্য হইতে হয় না। যদিও সিংহ সহসা কাহারও বাধ্য হয় না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে সে নিজ অল্পশক্তিমান্ শিশুশাবকগুলির প্রীতি ব্যবহারে তাহাদের নিকট বাধ্য হইয়া থাকে। পশুর কা কথা, মানব-সমাজেও দেখা যায় যে বড় বড় বীর বা বিদ্বান ব্যক্তিগণ প্রীতিডোরে আবদ্ধ হইয়া হীনবল বা মূর্খ আত্মীয়গণের বশ্যতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। অতএব ক্ষুদ্রজীবগণের প্রীতি-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ যে তাহাদিগের বাধ্য হইতে পারেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

ভগবান্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন দ্বিতীয় বস্তু বা সেই তত্ত্বের সমানশক্তিবিশিষ্ট অপর কোন বস্তু থাকিতে পারে না। যে হেতু ভগবানের সমান বা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বস্তুর সম্ভাব নাই, তন্নিমিত্ত বুঝিতে হইবে যে ভগবদিতর পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই ভগবান্ অপেক্ষা অল্পশক্তি বিশিষ্ট। জগতে দেখা যায় যে দুর্ব্বল প্রাণী সমূহ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রবল জীবগণের মুখাপেক্ষা করে এবং প্রবল জীবগণ সেই সূত্রে দুর্ব্বল প্রাণিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। শক্তিতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই রহস্যটী আপনা হইতেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে এবং তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৃহৎ ভূখণ্ডরূপিণী পৃথিবী ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডকে চিরকাল ঊর্দ্ধদিকে যাইতে দেয় না ও অনতিবিলম্বে উহাকে আপনার দিকে টানিয়া লয় এবং তদ্বৎ পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ও অণুশক্তি বিশিষ্ট জীব সমূহকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকালে অনন্ত কাল বহির্ম্মুখ স্রোতে ভাসিতে দেন না এবং বহির্ম্মুখস্রোতে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতসারে সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া তাহাদিগকে যথাকালে নিজ সুশীতল চরণ প্রান্তে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সুকৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবসমূহকে নিজচরণান্তিকে স্থান দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তপর্য্যন্ত ভগবান্ তাহাদিগের বাধ্য হ'ন না। পরে যখন ভগবৎকৃপায় তাহারা ভগবানের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার মুখে ভগবানের প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে থাকে এবং ভোগ বা ত্যাগদ্বারে নিজ সুখলাভের আশাকে চিরবিদায় দিয়া ভগবৎ-সুখে সুখী হইবার জন্য তীব্র লালসাযুক্ত হইয়া মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চভূমিকা নিষ্ঠ সেবক পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে কালে তাহাদিগের ভালবাসার প্রতিদান দিতে অসমর্থ হইয়া ভগবান্ তাহাদিগের নিকট ঋণী বা বাধ্য হ'ন। ভগবান্ আনন্দের উৎস। যাঁহারা ভগবান্‌কে বাধ্য করিতে পারেন, আনন্দ তাঁহাদিগের নিকট হস্তামলকবৎ অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই করতলগত। বহির্ম্মুখ স্রোতে ভাসমানকালে ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যাহারা আনন্দলাভের জন্য ব্যস্ত, তাহারা মরীচিকার প্রতি ধাবমান হরিণের ন্যায় পণ্ডশ্রম করে ও আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ তখন তাহাদিগের নিকট অধোক্ষজ বস্তুরূপে অবস্থান করেন। অধোক্ষজ শব্দের অর্থ এই যে ভগবান্ নিজ সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচালন দেখাইয়া বহির্ম্মুখজনগণের যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচরে অবস্থান করেন। অধোক্ষজ ভাবে অবস্থান কালে বহির্ম্মুখজনগণ ভগবদ্ বস্তুর অনুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া নাস্তিকতাকে বরণ করিতে ও অনুচিত ভোগ বা ত্যাগ পন্থাকে আশ্রয় করত নিজসুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকিতে বদ্ধপরিকর হয় ও ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করিবার যোগ্যতাকে আবাহন করিয়া থাকে। যাবৎ না তাহারা অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবামুখে সুকৃতি-সঞ্চয়ের ও সেই সুকৃতি-দ্বারে ভগবৎকৃপা-লাভের সুযোগ পাইবে, তাবৎকাল তাহারা ভগবানের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা-শক্তি কর্ত্তৃক প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইতে থাকিবে। কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ে তাহারা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে বশ করিতে পারিবে না। অতএব হে বহির্ম্মুখ-চালিত অবান্তর-উদ্দেশ্যসিদ্ধিকামি নাস্তিক ও বাহ্যবেষমাত্র স্বীকারকারি কপটভক্তরূপি বান্ধবগণ, আপনারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ না করিয়া সাধ্যমত তাঁহাদিগের ভগবৎসেবাকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের দ্বারা ক্রমশঃ ভগ-রূপী অধোক্ষজকে বশ্যতায়ে বাধিয়া ফেলিবার যত্ন করুন ও তজ্জনিত নিত্যানন্দ আস্বাদনের দ্বারা মানব-জীবনকে সফল করুন। বৃথা কাল হরণ করা আপনাদের পক্ষে অনুচিত। অসমোর্দ্ধ-তত্ত্বের অধীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কদাচ তাঁহার অসূয়া করা বা বিনাশ সম্ভবপর নহে কারণ তিনি বিধির বিধি। আমরা তাঁহার বিধি অনুসারে চলিতে বাধ্য। সেবার প্রসন্ন করা ব্যতীত আমরা কখনই তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারি না।

ভুক্তি বা মুক্তি বাঞ্ছা কৃষ্ণভক্তির বাধক

কোন এক ব্যক্তি নানাবিধ সুস্বাদু ফলপ্রসূ বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটী বাগান তৈয়ার করিয়া উহার উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতিপয় দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দাস দাসীগণের উচিত প্রাণপণে বাগানের উন্নতি সাধন করা এবং বাগানোৎপন্ন ফল-মূল-সমূহকে যথাসময়ে মালিকের গৃহে পাঠাইয়া দিয়া মালিকের প্রীতিভাজন হওয়া। দাস-দাসীগণের ব্যবহারে প্রীত হইয়া মালিক যদি স্বহস্তে কিছু ফল-মূল তাহাদিগের ভোজনের জন্য দেন, পরম প্রীতিসহকারে তাহা গ্রহণ করাই তাহাদিগের কৃত্য। এবম্বিধ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে হঠাৎ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ যদি দাসদাসীগণ মনে করে যে তাহারাই বাগানের মালিক বা মালিক তাহাদের জন্যই ঐ বাগান তৈয়ার করিয়াছেন এবং বাগানোৎপন্ন ফল-মূল সমূহকে মালিকের গৃহে আদৌ না পাঠাইয়া নিজেরাই ভোগ করে ও উদ্বৃত্ত ফল-মূলগুলিকে তাহাদিগের আত্মীয়গণের নিকট ভোগার্থে প্রেরণ করে, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্য সমাজে অন্যায় আচরণকারী রূপে গণিত ও ঘৃণার পাত্র হইবেন এবং ক্ষমতাশালী মালিকের আজ্ঞানুসারে তাহার সিপাহী কর্ত্তৃক পদে পদে দণ্ডিত হইতে থাকিবেন। লোকলজ্জায় পড়িয়া এবং মালিক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া যদি তাহারা অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করেন এবং সুবুদ্ধির উদয়ে পুনরায় ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্য সমাজে পুনশ্চ আদৃত ও মালিকের প্রীতি-ভাজন হইয়া সুখে ও নির্ব্বিবাদে ইহজীবন ও পরজীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবে।

এই দৃশ্যমান বিশ্বকে যদি একটী নানাবিধ অচেতনাকারে ভাসমান বস্তু সমন্বিত সুবিশাল বাগানরূপে, ষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলয় স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই বিশ্বরূপী সুবিশাল বাগানের একমাত্র মালিকরূপে, এবং বিশ্ববাসী যাবতীয় চেতন প্রাণিবর্গকে বিশ্বরূপ বাগানের তত্ত্বাবধানে প্রেরিত দাসদাসী রূপে অনুভব করা হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে কোন ব্যক্তি বিশ্বস্থ চেতনাচেতন বস্তুর মধ্যে কোনও একটীকেও নিজ সম্পত্তি বা তাহার ভোগার্থে ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট বস্তুরূপে বুঝিবার সুযোগ পাইবেন না। যে ব্যক্তি কথিত প্রকারে বিশ্বস্থ পদার্থকে অনুভব করেন না, তিনি অন্যায় আচরণকারীও অজ্ঞ। সুধী-সমাজ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়া-নাম্নী প্রবলা শক্তি দ্বারা সেই অজ্ঞ জীবকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। সেই ভগবৎ-সেবাত্যাগী ব্যক্তিকে, ত্রিতাপ জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হইতে হয়। সুধী সমাজের উপেক্ষা-দুঃখ ও ভগবন্মায়াকর্ত্তৃক ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকা হেতু, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি যদি অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ কৃষ্ণদাস-রূপ আত্মস্বরূপগত শুদ্ধ স্বভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার ভাগ্য লাভ করেন, তবেই তিনি বিশ্বস্থ নিখিল চেতনাচেতন বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণের সেবক ও সেবার উপকরণ রূপে বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভাজন হওয়া যায় তদনুরূপ কার্য্যে আমৃত্যু নিযুক্ত থাকিয়া পরমোজ্জ্বল সেবানন্দসুখ নিত্যকাল আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইবেন। তাঁহাকে আর তদবধি ক্ষণকালের জন্যও ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে হইবে না। সুধীসমাজ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার পরিবর্ত্তে পরম প্রীতির চক্ষে দেখিতে থাকিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যে স্বতন্ত্র "আমি ও আমার" জ্ঞান, তাহা দেহাত্মবুদ্ধিমূলক। জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে নিত্যকাল কৃষ্ণ-দাসত্ব বর্ত্তমান। সেই কৃষ্ণ-দাসস্বরূপ শুদ্ধ স্বরূপের উপর যখন আগন্তুক অজ্ঞানোত্থ দেহাত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জীব কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বসেবার্থে কখন ভোক্তা ও কখন ত্যাগী সাজিয়া বসে এবং ভোক্তা সাজিয়া ধর্ম্ম অর্থ-কাম-সাধনে ও ত্যাগী সাজিয়া মোক্ষ বা আত্মলয় সাধন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ভোগপ্রবণ ব্যক্তিগণের লক্ষ্য কেবল মাত্র নিজের ও ভোগের সহায়করূপ আত্মীয়গণের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যতার দিকে। নিজের বা আত্মীয়গণের দেহ-মনের দিকে লক্ষ্যশূন্য ত্যাগিগণের দৃষ্টি আত্মলয়ের দিকে সন্নিবিষ্ট থাকায়, তাহারা আত্মঘাতী। ভোগিগণ বিবদমের পূর্ব্বে কোন না কোন কালে দিব্য জ্ঞান লাভ করত পুনরায় কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হইয়া বিমল সেবানন্দসুখ আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন কিন্তু আত্মঘাতকারী ত্যাগিগণের ভাগ্যে তাহা লাভ করিবার আশা সুদূরপরাহত।

পূর্ণ প্রকাশের সহে। মহাজীবনের পর যখন বিস্তৃতরূপে মুক্ত হইবে, সেই সময় শান্তিবৃত্তিপ্রাপ্ত জাগিবার পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবে এবং সেই সময় যদি তাহারা কেবল প্রভাবে নিত্য কাজ করিতে সমর্থ হয়, তবেই তাহারা সেবানন্দ এবং আত্মার্থনের সুযোগ পাইতে পারে, নচেৎ নহে।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে স্বতন্ত্র "আমি ও আমার" জ্ঞানই দুঃখের মূলীভূত কারণ। এই স্বতন্ত্র "আমি ও আমার" জ্ঞানকে নষ্ট করিতে হইলে সরল ভাবে সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্রের আজ্ঞাধীন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক কার্য্যে গুরু-কার্ষ্ণের মুখ লক্ষ্য করিয়া যিনি জীবন যাপন করেন, তিনিই স্বতন্ত্র "আমি ও আমার" জ্ঞানকে খর্ব্ব করিতে ও "আমি কৃষ্ণদাস" এই জ্ঞানকে জাগরুক করিতে সমর্থ হ'ন। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র "আমি ও আমার" জ্ঞানের অনুশীলনে শিথিল যত্ন হ'ন না, তিনি অচিরে ভজনপথ হইতে ভ্রষ্ট হ'ন। এবম্প্রকার শিথিল-যত্ন ব্যক্তিদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশে ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থের আদি লীলার প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যথা,—

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম্ম॥"

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার ও ১লা ভাদ্র সোমবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে কটকের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু পাঠ কীর্ত্তন এবং শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী প্রভু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতনদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নানাবিধ সেবাকার্য্য করেন। সমাগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতিশয় নয়ন-মনোভিরাম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আহ্বান-পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, ৩রা ভাদ্র, ১৩৩৭।

বিপুল সম্মানপুরঃসর-নিবেদন,—

আপনি অবগত আছেন যে, প্রায় সপাদ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপধামে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু সমগ্র জীবজগতের নিত্যপূর্ণ-কল্যাণ-বিধানোদ্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম-শিক্ষা বিতরণ ও প্রচার করেন। কেবল গৌড়মণ্ডলে নহে, ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দের সহিত স্বয়ং ভজনলীলা প্রদর্শন, মাথুরমণ্ডলে স্বীয় মনোভীষ্টপ্রচারোদ্দেশে প্রিয়তম সেনাপতি শ্রীল রূপসনাতন-গোস্বামি-প্রভুদ্বয় এবং শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-গণের দ্বারা 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' নাম্নী একটি বিদ্বৎসংসৎ প্রকট করিয়াছিলেন। জগতের দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কালক্রমে পরম-সুকৃতগণের পরিসেবিত সৎ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ লোকলোচনের অন্তরাল হইয়া যায়।

বহু বর্ষ পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের হার্দ্দকরুণাক্রমে ভগবদ্বিশ্বাসী পারমার্থিকগণের ইচ্ছায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অহৈতুক যত্নাগ্রহ-ফলে কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা পুনঃ সংস্থাপিত হয়। তৎকালে এই মহানগরীতে—জীবোদ্ধারিণী চৈতন্য-বাণীর প্রচারের কোন সাধারণ মন্দির স্থাপিত না হওয়ায় নানাপ্রকারে ঐ মহাসভার কার্য্যাবলীর সুনির্ব্বাহ ক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের নিগূঢ়-ইচ্ছাক্রমে দ্বাদশবর্ষ-পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবরের স্বাভাবিকী অনুকম্পা ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু অপস্বার্থত্যাগী সেবকমণ্ডলীর অকৈতব-সেবা-প্রাণতা-ফলে এই মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্য-প্রচার-প্রয়াসের মূর্ত্তিমান্ রূপ মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াই আজ গৌড়ীয়মঠ—সমগ্র ভারতপ্রসিদ্ধ প্রচার-প্রতিষ্ঠান—বাস্তবসত্যের বিশ্ববিশ্রুত সেবা-সদন,—অবিদ্যা-পীড়িত জনগণের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণস্থল অকৃত্রিম দাতব্য চিকিৎসালয়। গৌড়ীয়মঠের চৈতন্য-বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এবং শ্রবণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

যুগাচার্য্যের কৃপায় যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই চেতনময়ী বাণী কোন এক মহা-সুকৃতিমান্ শ্রেষ্ঠিকুলরত্নের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন এই সত্যপিপাসুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি আচার্য্যের কৃপাভিষিক্ত হইয়া সেই চৈতন্য-বাণী বিতরণের একটী স্থায়ী মন্দির-রচনায় তাঁহার সারাজীবনের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়গণ আগামী ১৮ই আশ্বিন, (১৩৩৭) ৫ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার জয়াদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-দেব বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে প্রবেশ করিবেন। নবমঠ-প্রবেশ-বাসরে বিরাট মিলন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট দিবস হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত এবং একটী বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মিলনী সম্মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহামহোৎসব-সম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য-সমূহও ঊর্জ্জব্রতকালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট মহোৎসবের পঞ্জী তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সদস্যবর্গ এই বিরাট ভাগবতোৎসবে, ভাগবত-প্রদর্শনীতে এবং ভাগবত-সম্মেলনে বিশ্ববাসিশ্রদ্ধাবান্‌জনগণকে সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহোদয়ের নিকট পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরিত হইলে দূরদেশাগত ধর্ম্মার্থিগণের জন্য যান, বাহন ও বাসস্থানাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নবমঠ-প্রবেশ-দিবস সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ভক্ত ও ভগবানের অনুব্রজ্যামুখে নগরকীর্ত্তন এবং মহোৎসব-মণ্ডপ-প্রবেশোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি—

শ্রীপদকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক)
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

দ্রষ্টব্য—আগন্তুকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ শয্যা, মশারী প্রভৃতি সঙ্গে আনিলে ভাল হয়।

অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী

ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় হরিকথা-চর্চ্চিকাময় জগতে আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল বর্ষণে জনপ্রাবন প্লাবিত হইতেছে। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্ত-ভক্তগণ আজ আবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া—গগন পবন কম্পিত করিয়া সিংহনাদে শ্রীচৈতন্যসিংহের বিজয়-বাণী ঘোষণা করিতেছেন।

চারিশত বর্ষপূর্ব্বে যে তৈলঙ্গদেশের (অন্ধ্রদেশের) উপর দিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আপামর সাধারণকে মাতাইয়া চলিয়াছিলেন, যে দেশের শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীবাসুদেবোদ্ধার, সিংহাচলে শ্রীনৃসিংহ-স্তুতি, মঙ্গলগিরিতে শ্রীপানানৃসিংহমন্দিরে প্রেমনৃত্যোৎসব ও গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দমিলনে গৌড়ীয়গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলামৃতসারের আবির্ভাব, সেই সেই দেশে, সেই সেই গৌর-পাদাঙ্কিত স্থানে আজ আবার গৌরাঙ্গভক্ত শ্রীগৌরকথা, গৌরনাম গীত হইয়া সুকৃতি সম্পন্ন জনগণের পরম কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামানন্দ দাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহোদয় এবং শ্রীপাদ মধুবন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্ত-ভক্তগণ আজ শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে আবার সেই তৈলঙ্গ-দেশে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তনের আচার প্রচার প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

এতদ্দেশবাসী জনগণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে অতিশয় উৎসুক ও শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য আলোচনায় অত্যন্ত আগ্রহশীল। ইহা বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শের ফল আজও জনহৃদয়ে তদ্বাণীগ্রহণাগ্রহরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অনেকস্থানেই ভক্তিকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। বহু বহু সুকৃতিবান্ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি-প্রচারক যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের পাদ-পদ্ম দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সমস্ত শুভলক্ষণ দেখিয়া আমরা শ্রীচৈতন্যমঠের দাক্ষিণাত্য-প্রচারের সাফল্য আশু আশান্বিত ও বিশ্বাসবান্।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের মহানগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সভাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজী সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ; বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গাম্বল, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেজিস্ট্রেটপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যরামদাস

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

উৎকৃষ্ট কাপড়ে পবিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মজ্ঞ বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আধাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারস্বতাভিধানগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তসংহিতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি ঘুংড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকা এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহু স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকর্ম্মি ব্রহ্মচারী এম্‌, এস্‌, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— নবদ্বীপ

Registered No. C —44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৭ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র ১৩৩৭ বুধবার ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পরলোকে মিঃ লোম্যান

বিলাতী টাইম্স্ কাগজের মন্তব্য

ময়মনসিংহে জোড়া বোমা

ডাক্তার মজুমদারের আমেরিকা যাত্রা

ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচন

ঢাকা হাঙ্গামায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথের অভিমত

পিকেটিং আইন

লণ্ডনে তাপ-প্রবাহ—প্রধান মন্ত্রীরসমূহ বিপন্ন

খনিতে ভীষণ বিস্ফোরণ

নানা কথা

পরলোকে মিঃ লোম্যান

গত ৩০শে আগষ্ট অস্ত্রোপচারের পরও মিঃ লোম্যানের কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। রাত্রিতে তাঁহার অবস্থা অধিকতর খারাপ হয়। গত ৩১শে আগষ্ট বেলা ৯ টা ১৫মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৯শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্নে বঙ্গদেশের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনেরাল মিঃ লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হড্সন্ যখন ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ড হইতে সন্ন্যাসরোগ-গ্রস্ত নারায়ণগঞ্জের ডিভার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কক্ষে গমনোদ্যত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময় কোন বাঙ্গালী যুবক প্রায় ৫০ ফুট দূর হইতে সর্ব্বপ্রথম মিঃ হড্সন্‌কে এবং তৎপর মিঃ লোম্যানকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার হইতে গুলি নিক্ষেপ করে। গুলি মিঃ লোম্যানের বামকুক্ষি এবং মিঃ হড্সনের ডা'ন উরু ভেদ করে এবং গুলির আঘাতে উভয়েই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা হাসপাতালের অস্ত্রাগারে নীত হ'ন এবং তাঁহাদের প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন গৃহীত হয়। একটী গুলি মিঃ হড্সনের তলপেট ভেদ করিয়া ছিল তাই তৎক্ষণাৎ কর্ণেল বোমফোর্ড ও ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে অস্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুক্ষণ পর তাঁহার অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় উক্ত ডাক্তারগণ পুনরায় তাঁহাকে অস্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। প্রকাশ তাঁহার অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও নিরাপদ নহে।

এই দুর্ঘটনার দিনই তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সার্জ্জেন লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল মিঃ ফ্রাট্রিউ, এল্, বার্ণেট্ এবং দুই জন নার্স এরোপ্লেনে অপরাহ্ণ ৪-২০ মিনিটের সময় ঢাকায় উপস্থিত হন। মিঃ হ্যামলেট্, মিঃ বোমফোর্ড এবং ডাঃ যে.ব মিঃ লোম্যানকে অস্ত্র করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের এবং পরিচারিকাগণের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গত ৩১শে তারিখে মিঃ লোম্যানের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

মিঃ লোম্যানের পরিচয়

মিঃ লোম্যান ২৬ বৎসর কাল বাঙ্গলার পুলিশ বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। গত ১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রথম পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের আদেশ অনুসারে ক্রমে তিনি স্পেশাল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দুইবার ডেপুটী ইন্স্পেক্টার জেনারেলের পদে অস্থায়ী-ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। পুলিশের কার্য্যে কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপে তিনি 'কিংস্ পুলিশ মেডেল' লাভ করিয়াছিলেন। মিঃ লোম্যান একজন ভাল ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

ঢাকা হাঙ্গামায়

রবীন্দ্রনাথের অভিমত

লণ্ডনের "স্পেক্টেটর" পত্রিকায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য প্রকাশ ঢাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বহু টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃটিশ পরিচালিত কোন সংবাদপত্র এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যদি একজনও ইংরাজ অধিবাসী হইত, অথবা ঢাকার ইংরাজ অধিবাসীদের আবাসের কোন ব্যাঘাত ঘটিত, হইলে বৃটিশ পত্রিকাগুলি কখনই নীরব থাকিত না।"

তৎপরে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিয়াছেন

"যে বৃটিশ কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের রক্ষার ভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়াছেন, সেই বৃটিশের চক্ষে আমরা অতি হীন বলিয়া যদি মনে করি, তাহা হইলে কি তাহাতে কিছু বিস্ময়ের বিষয় আছে?"

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র। কিন্তু ঢাকায় যাহা ঘটিল, তাহাতে যে সকল লোকের মনে এখনও বৃটিশের ন্যায়-বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাও লুপ্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণের বিশ্বাস খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু ঢাকার ব্যাপারে ঐ বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ

লণ্ডনে তাপ-প্রবাহ

প্রধান মন্ত্রীর সমূহ বিপদ

গত ৩০শে আগষ্ট মধ্য রাত্রিতে লণ্ডনের তাপ-মান অত্যধিক হইয়াছিল। ঝড়ের প্রাবল্যে নগরীর উপর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে থাকে। এই প্রবাহ ৩ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। প্রবাহের সহিত মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকও দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক লোক থিয়েটার হইতে ফিরিবার সময়ে এই প্রবাহে আক্রান্ত হয়।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কেণ্ডল হইতে বিমানযোগে লোসিমাথে যাইতেছিলেন। ইয়র্কশায়ারের ক্যাটারিক নামক স্থানে তাঁহার বিমান এই প্রবাহে তাড়িত হইয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। টেলিফোনযোগেও সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল না। পরে অবশ্য সংবাদ পাওয়া যায় যে, বিমান পোতি কোন প্রকারে ক্যাটারিকে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় এবং ঐ স্থান হইতে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ট্রেণযোগে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লণ্ডনের স্নানাগার গুলিতে লোকের অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল।

কয়লার খনিতে ভীষণ বিস্ফোরণ

ল্যানার্ক শায়ারের আউচনরেথ নামক স্থানের কয়লার খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ১৪ শ্রমজীবী জীবন্ত সমাধিস্থ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। এক জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অপর ৩ জন হত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ময়মনসিংহে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের গৃহে জোড়া বোমা

গত শনিবার রাত্রিকালে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ সহরে ২টি বোমা ফাটিয়াছে। প্রথম বোমা গোয়েন্দা পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকুমার বসুর বাটীতে ফাটে। বোমাপাতের ফলে পার্ব্বতী বাবুর ২টী ভাই সামান্যরূপ আঘাত পাইয়াছেন। পার্ব্বতী বাবু ঐ সময়ে বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না।

দ্বিতীয় বোমাটি আবকারী দারোগা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র গুহের বাটীতে পড়ে। জ্ঞানেশ বাবুর বাটীর কেহ কোনরূপ আঘাত পান নাই।

উক্ত বোমাটীর মধ্যে কার্ত্তুজ ও বারুদযুক্ত গুলী নিহিত ছিল। ফাটিবার সময় উহা হইতে ভয়ঙ্কর আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছিল এবং বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন

ভগৎচণ্ডীমল নামক জনৈক ব্যবসায়ী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের রায় সাহেব নানকচাঁদ ৫৫০টী ও ইসমাইল নামক জনৈক শকটচালক ১টী ভোট পাইয়া পরাজিত হইয়াছেন।

বিলাতী কাগজের মন্তব্য

"টাইমস্"

'টাইমস্' নামক পত্রিকা বাঙ্গালার ভীতিপ্রদর্শকদের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিখিল ভারত জাতীয় মহাসমিতির এই প্রকার হত্যাকাণ্ডের প্রতি কোনও প্রকার অনুমোদন না থাকায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালায় লর্ড মিণ্টোর সময় যে বিপ্লবকারিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে দমিত হয় নাই এবং তাহারাই বর্ত্তমানের এই হিংস-প্রকৃতির বিপ্লবের উৎসাহদাতা। 'টাইমস্' আশা করেন যে, এই ভীতিপ্রদর্শকদের দমন করে বাঙ্গালার সকলেই গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন।

ডাঃ মজুমদারের আমেরিকা যাত্রা

ডাঃ হরিদাস মজুমদার মহাত্মা গান্ধীর জনৈক বন্ধু। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে শীঘ্রই আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিতেছেন। তিনি বলেন—আমেরিকা তাহার বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছা করিলে, ভারতের এই বিলাতী বর্জ্জনের সময় তাহাদের ভারতের সহিত চুক্তি করা কর্ত্তব্য।

পিকেটিং আইন

খুলনা ২৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ সুরেন্দ্রনাথ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ব্যবহারজীবী উপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

সকল প্রধান প্রধান স্থানেই পিকেটিং পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

দুই জন স্বেচ্ছাসেবক রেলষ্টেশন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া ধৃত হয়। অতঃপর তাহারা অবশ্য পরদিবস আদালতে হাজির হইবে এই সর্ত্তে তাহাদের বিনা জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এতন্নিবন্ধন তাহারা আদালতে হাজির হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি এক সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড অথবা তৎপরিবর্ত্তে দশ টাকা ও ৫ টাকার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

৩০শে আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র ঘোষ, প্রণীরঞ্জন রায় চৌধুরী ও বলরাম সরকারের মোকর্দ্দমা সুরু হয়। দেবরঞ্জন সেন আসামীদিগের পক্ষে এজাহার করেন। মোকর্দ্দমা ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখা হইয়াছে।

২৯শে আগষ্ট তারিখে পিকেটিং অর্ডিনান্সের আইন অনুযায়ী খুলনা অরগ্যানাইজেসনের অধীনস্থ বড় দিয়া সেণ্টারে ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র বুধবার—১৩০৭

(১)

কৃষ্ণ-কৃপালাভের উপায়

দাম্ভিকতা-বর্জ্জনপূর্ব্বক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা

(২)

সন্দেহ আর নাই

(৩)

মহোৎসব

(৪)

শ্রীআজ্ঞাটহল-প্রচার

(৫)

তানকুতে (ওয়েষ্ট গোদাবরী) টাউনহলে প্রচার

(৬)

নৈমিষারণ্যে পরমহংস ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

কৃষ্ণকৃপালাভের উপায়

দাম্ভিকতাবর্জ্জনপূর্ব্বক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে উৎকল দেশে শ্রীপ্রতাপরুদ্র নামে একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন। কটকনগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। নীলাচল বা শ্রীক্ষেত্র এই নৃপতির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ইঁহার তত্ত্বাবধানে হইত। ইনি চরিত্রবান, অভিমানশূন্য ও সৎ-সঙ্গ লোলুপ ছিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীক্ষেত্রে শুভাগমন করিলে পর রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রীক্ষেত্রস্থ পণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে তজ্জন্য ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয় রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহাতে স্বীকৃত হ'ন নাই এবং বলিয়াছিলেন যে সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমূর্ত্তির দর্শন যেমন অনুচিত, বিষয়ী রাজার দর্শনও সেই প্রকার অকর্ত্তব্য। ভট্টাচার্য্য মহোদয় রাজাকে এই কথা শুনাইলে পর রাজা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু ভক্তকে পাঠাইয়াও যখন দর্শন লাভে সমর্থ হ'ন নাই তখন তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মচারী শ্রীল রায় রামানন্দ মহোদয়কে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট দর্শনদানের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দ মহোদয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে ইনি রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে ভগবদ্ভজনের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল রামানন্দরায় মহোদয়কে তাঁহার কর্ম্মত্যাগের পরেও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিপালনার্থে বেতন দিতেন। রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অনুরোধ অনুসারে শ্রীল রামানন্দরায় মহোদয় রাজাকে দর্শন দিবার প্রস্তাব উত্তোলন করিলে পর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্ববৎ উহা অস্বীকার করিলেও বলিয়াছিলেন যথা,—

"তোমাতে যে এত প্রীত হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য-১১শ অধ্যায়)

একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথ-যাত্রা উপলক্ষে রথোপরি আরোহণ করিলে পর রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র স্বহস্তে মার্জ্জনী লইয়া পথ সম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যথা,

"উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩ অধ্যায়)

অতঃপর বলগণ্ডি উদ্যানের নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ বল-গণ্ডি-ভোগের জন্য থামিলে পর ভোগ্য বস্তুসমূহের নানাত্ব ও পারিপাট্যদর্শনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সময় পণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের উপদেশে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভাবাবেশে আঁখি মুদ্রিত করিয়া ভূমিতে শয়নকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদসম্বাহন করিতে করিতে শ্রীরাসলীলার শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাসলীলার শ্লোক শ্রবণকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইতেছিল এবং তিনি আনন্দভরে উঠিয়া রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করত বলিয়াছিলেন যথা,—

"তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিল আলিঙ্গন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪ অধ্যায়)

হে পাঠকবর্গ! দেখুন পূর্ব্বে যে রাজার মুখদর্শন করিতে পর্য্যন্ত স্বীকৃত হ'ন নাই শেষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সমাদরে আলিঙ্গন দান দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্রীল রামানন্দ রায় নামক ভক্তবরকে অর্থদ্বারা ভগবদ্ভজনের সাহায্য-বিধানরূপ ভক্তসেবামূলক কার্য্য এবং দম্ভপরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে মার্জ্জনী হস্তে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখস্থ পথ সম্মার্জ্জনরূপ বিষ্ণুসেবামূলক ক্রিয়া-ফলে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাধাভাব ও কান্তিধারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের (অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের) কৃপাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহার দর্শন ও আলিঙ্গনলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবের চিত্ত ভগবানের চিত্তের সহ একাত্মতা প্রাপ্ত হয় এবং সেইজন্য বৈষ্ণব-সেবার ফলে ভগবৎ-কৃপালাভ করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা প্রীতিসহকারে করা। ভক্তবর তুলসী দাসজী বলিয়াছেন 'নরকমূল অভিমান্।' দাম্ভিক ব্যক্তিগণ অভিমানের উচ্চমঞ্চে আরূঢ় এবং সেইজন্য তাঁহারা অ স্বসম্ভাবিতগতির দ্বারা চালিত হইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবের আদেশের মূল্য বুঝিতে ও আদেশ-পালনরূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভগবৎ-কৃপালাভে সমর্থ হ'ন না।

সন্দেহ আর নাই

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, কটক)

জানি, শুনি, বুঝি আবার কিছুই বুঝি না—পলকে যেন সমস্ত গড়া জিনিষ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে সিন্ধু জলে ফেলে দেয়, আর খুঁজেও পাই না—এর কারণ কি? তবে কি আমি পূর্ব্বে যা'তে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম অর্থাৎ দেশ-সেবা, জন-সেবা ইত্যাদি সে গুলিই ঠিক, এখন একটা ভ্রান্তির মধ্যে প'ড়ে আলেয়ার পিছু পিছু ছুটছি?

একদিন আকুলপ্রাণে উদাসহৃদয়ে মরুভূমির ন্যায় মরুভূমি সদৃশ কাঠজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির এক প্রান্তে ব'সে যখন এই সমস্ত ভাবছি, তখন হঠাৎ হৃদয় হ'তে কে যেন গর্জ্জে ব'লে উঠলো— ওরে পাষণ্ড, আলেয়া এখনকারটা নয়, আলেয়া পূর্ব্বের গুলা—এ'টা যে বুঝেও বুঝতে পারছিস্ না সেটা তো'র দুর্ভাগ্য মাত্র তুই মহা অপরাধী, তাই তো'র এই অবস্থা।

তাড়া পেয়ে গাটা যেন শিহরিয়া উঠিল, ভাবিলাম অপরাধী, বাস্তবিকই কি আমি অপরাধী? তখন আবার অধিকতর জোরে ব'লে উঠিল, নিশ্চয়ই অপরাধী যদি না হ'বি, তো'র এ অবস্থা কেন? কেন তুই টলমল করছিস? চোখ মেলে দেখ্ না তো'র অগ্রজ গুরুভাইরা কেমন দৃঢ়পদবিক্ষেপে ভজনপথে অগ্রসর হ'চ্ছে আর তুই যেখানকার সেখানে দাঁড়িয়েই এ'দিক কি ওদিক ভাবছিস্। ধিক্ তো'রে শত ধিক্।

আচ্ছা বল্ দেখি এ'টার নাম কি যুগ? নিরুত্তরে হুঙ্কার করিল—কলিযুগ নয়? আমি ত্রস্ত হ'য়ে বল্লাম হাঁ। তা' হ'লে কলিসন্তরণোপনিষদ্ তোর মান্য উচিত। তাতে আছে না—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র কলিযুগ ধর্ম্ম। যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তো'র মত পাষণ্ডের উদ্ধারার্থে বার বার করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন যথা:—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

এ'তেও তোর পাষণ্ডতা নিরসন হয় না। কেন রে?—

তো'র অন্তঃকরণ বড় ময়লা-যুক্ত, তা'র শুদ্ধির জন্য পুনঃ নাম শ্রবণ কর্। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা শোন্, তদ্দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হ'বে। সম্যগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের নিজ পরিচয় বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর এই সমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও সম্যগ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি হয় না—ধৈর্য্য চাই—বুঝলি? সন্দেহ মিটিল? তখন আমার হৃদয় কি যেন এক অব্যক্ত স্বর্গীয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। আমি বুঝিলাম ইনি আর কেহ নহেন; স্বয়ং শ্রীগুরুদেব চৈত্যগুরুরূপে আমার চিত্তের মহাবিক্ষিপ্ততা দেখিয়া আমাকে শিক্ষা দিলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলাম, হে পতিতপাবন প্রভো! মিটেছে, সন্দেহ আর নাই।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ২২শে হৃষীকেশ ১৪ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, তচ্ছাখা কলিকাতা-মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাব মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে উষঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরন্তর সুমধুর হরিনাম-কীর্ত্তন এবং পাঠ হইয়াছে। বেলা ১০ ঘটিকায় সময় নিয়মিত ভোগরাগ হয় তৎপর শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রকট ভক্তগণে পুনরায় অর্চ্চন এবং চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ বিচিত্র সামগ্রী দ্বারা শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভোগ হয়। ভোগ-কীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিক সম্পাদনান্তে বেলা দুই ঘটিকার সময় সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে। মহাপ্রসাদসম্মানকারিগণের সমস্বরোত্থ শ্রীশ্রীহরিধ্বনি গগনভেদী মুখরিত করিয়া কর্ণ-শত্রু ধরিত্রীদেবীকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।

শ্রীআজ্ঞাটহল প্রচার

৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন জগতের লোক অতিশয় বহির্ম্মুখ হইয়াছিল তখন অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দররূপে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে জগজ্জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যলীলা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-লীলা, দিগ্বিজয়ীজয়-লীলা, পূর্ব্ববঙ্গবিজয়-লীলা, ও গার্হস্থ্য লীলা প্রভৃতি অসংখ্য মধুর লীলা প্রকট করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কতিপয় শিষ্যসহ লইয়া গয়াধামে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর প্রকাশ করিয়া বিপ্রপাদোদক পান দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন এবং তাহাদ্বারা তাঁহার ভক্তবৎসলতা ও ভক্তমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গয়াধামে গিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীকে, ধন্য করিবার জন্য তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করিলেন এবং অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা শিক্ষা দিলেন এবং তীর্থ পিণ্ডদান অপেক্ষা ভক্তদর্শনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর সাক্ষাতের পর অদ্ভুত প্রেমপ্রকাশ করিয়া 'কৃষ্ণ,' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মথুরা অভিমুখে ছুটিলেন তখন পথিমধ্যে আকাশ বাণী শুনিয়া নবদ্বীপে আসিলেন এবং আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে বিভিন্ন-প্রকার স্বরূপ দর্শন করাইলেন। তাহার পর তিনি একদিন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

ঘরে ঘরে নিত্যানন্দ হরিদাস

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল হরিদাসঠাকুর প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা—নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণধন কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥ এই মত নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে। বুলিয়া বেড়ায় দুই জগৎ ঈশ্বরে॥" তাঁহাদের শ্রীমুখে এই কথা শুনিয়া সজ্জনগণ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনাদের আজ্ঞা পালন করিব'। আবার নানা প্রকারের লোক নানা রকমের কথা বলিতে লাগিলেন। পাষণ্ডী সকল মার মার বলিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং বলে, "তোমরা দুই সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ আবার আমা-দিগকে পাগল করিতে আসিয়াছ?" কেহ কেহ বলিল—"ইহারা চোরের চর এই ছলনায় চুরি করিবার সুযোগ দেখিয়া যাইতেছে সুতরাং পুনরায় আসিলে রাজ-দ্বারে লইয়া যাইব।"

পথিমধ্যে দুইমত্তপ

তাঁহারা উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন পথিমধ্যে অদূরে দুইজন মত্তপকে দেখিলেন, তাহারা মদমত্ত হইয়া কখন রাস্তার গড়াগড়ি দিতেছে, কখন পরস্পর কোলাকুলি করিতেছে আবার সময়ে সময়ে উভয়ে মারামারি করিতেছে। এইরূপ দেখিয়া তাহাদের পরিচয় লইয়া জানিলেন যে ইহারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সদাচার পরায়ণ ছিলেন কিন্তু ইহারা আজন্ম মত্তপের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মত্তপান, গোমাংসভক্ষণ, ডাকা চুরি, অন্যের গৃহে আগুন দেওয়া ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপ-কার্য্য করে।

পতিত দেখিয়া নিত্যানন্দের করুণা

সেই দুই ব্যক্তির ইতিবৃত্ত শুনিয়া করুণাময় নিত্যানন্দপ্রভু তাহাদের উদ্ধার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতেছেন—হে প্রভো! পাতকী উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন কিন্তু এমন পাতকী ত' আর কোথাও পাইবেন না। লোকে আপনার প্রভাব না দেখিয়া উপহাস করিতেছে অতএব হে প্রভো! এই দুই পতিতকে উদ্ধার করিয়া জগদ্বাসীকে আপনার প্রভাব দেখিবার সুযোগ দান করুন। ইহাদের প্রতি এ'রূপ কৃপাকরুন যেন—ইহারা যেমন এখন মত্তপান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে সেইরূপ যেন তাহারা কৃষ্ণনামে মত্ত হয়, যে সব লোক ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নান করে তাহারা যেন ইহাদের দর্শন করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল পাইলাম মনে করে। এই সব চিন্তা করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে বলিতেছেন—দেখ হরিদাস! ইহারা ব্রাহ্মণ হইয়া যেরূপ অন্যায় কার্য্য করিতেছে তাহাতে ইহাদের যমের ঘরে নিস্তার নাই। যে সব যবন তোমাকে প্রাণান্ত করিয়া মারিয়াছিল তুমি তাহাদেরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে অতএব যদি তুমি ইহাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা কর তবে ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পায় কারণ তোমার সঙ্কল্প প্রভু কখনও অন্যথা করেন না—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—তাহাদের প্রতি তোমার যখন এত করুণা হইয়াছে তখন ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে। তাহার পর উঁহারা সেই দুই মত্তপের নিকট যাইয়া শ্রীআজ্ঞাটহল প্রচার করিলেন। তখন তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। সেদিন নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ির অভিনয় এবং উভয়ে নানা রঙ্গ কৌতুক করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সব নিবেদন করিলেন। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন তাহারা এখানে আসিলে চক্রদ্বারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, যথা—

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি,
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবেতো ধার্ম্মিক বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ' দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ' দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তিদান;
তবে জানি পাতকি পাবন হেন নাম॥

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন—যখন তোমার দর্শন পাইয়াছে তখন নিশ্চয়ই ইহাদের উদ্ধার হইবে। পরে একদিন মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় মুটকী মারিলে রক্তপাত হওয়ায় শ্রীমন্মহা-প্রভু আসিয়া চক্র চক্র বলিয়া ডাকিলেন, তখন চক্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলিতেছেন—

মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ' দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥

আবার বলিতেছেন—

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মো'র যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর তোমার মাধাই॥

এইরূপে নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল।

বালিয়াটি গ্রামে প্রচার

গত ১৯ ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত বালিয়াটী গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের প্রচারক-গণ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উপরি উক্ত উপাখ্যানটী পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করিয়াছিলেন। আদি ও অন্ত্যে খোল করতালযোগে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

নৈমিষারণ্যে পরমহংসঠাকুর

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

নৈমিষারণ্য ১৯৯৩০

শ্রীরূপশিক্ষ হলী এলাহাবাদের অনা-রেব্‌ল জষ্টিস্ ডাঃ সেন ও মুখার্জ্জি এবং নগরীর অন্যান্য উচ্চপদস্থ ভদ্রমহোদয়-গণকে দর্শনদানে কৃতার্থ ও তাঁহাদিগকে হরিকথামৃত পান করাইয়া পরম্বদ্যে পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বগণসহ প্রাপ্ত সেশন জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্ন্যাল এবং স্বগণসহ গত ৩০শে। অক্টোবর নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরম-হংসমঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তিনি অত রাত্রে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে সপার্ষদ বিজনৌর যাত্রা করিতেছেন।

তানকুতে (ওয়েষ্ট গোদাবরী) টাউনহলে মহতী ধর্ম্ম সভা

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজের অভিপ্রায় মত শ্রীপাদ ভক্তি-রঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ বিশ্বার্ণব প্রভু ও শ্রীপাদ হরিধন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তানকু সহরে হরিকথা প্রচারার্থে আহূত হইয়া গমন করেন। স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি ও সম্পাদক এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহে স্থানীয় টাউন হলে এক মহতী ধর্ম্মসভার আহ্বান হয়।

যথা:কালে সভাসদ্‌গণ একবাক্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয় ও প্রচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বার্ণব প্রভুকে সভার প্রস্তাবমত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীবিশ্বার্ণব প্রভু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গভীর গবেষণাপূর্ণ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বিষয় আলোচনা করেন। নাস্তিক্য-সন্দেহ-অজ্ঞেয়-ক্লীবব্রহ্মবাদরূপ চতুর্ব্বিধ নাস্তিক্যবাদ ও শ্রীপুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় উপাসনারূপ জঘন্য চতুর্ব্বিধ স্রৌত নাস্তিক্যমতের অনুশীলনমুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব ও কৃষ্ণপ্রেমার মুখ্য প্রয়োজনত্ব স্থাপন করেন।

সভাস্থ সকলে এইসমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রৌতকথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এই সমস্ত কথার বর্ত্তমান অভ্যায়ক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষে সমৌৎসুক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সজ্জনবৃন্দের সদাচার অতিশয় প্রশংসনীয়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৫৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ বর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গোস্বামীপাদপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুঞ্জশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিজারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোঁটাবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অসাধারণ আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব শক্তিবর্দ্ধক ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ও সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রেঃ ৩৲ টাকা।

বাটী ও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী
২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্বল্পে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তাহদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আমরা সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৬।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
রসুলপুর, পাতেলাচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ... কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C ...

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩০

হিমালয়ে সান্ধ্যভ্রমণ
মহাত্মার পুস্তক বাজেয়াপ্ত
কনষ্টেবল অভিযুক্ত
ট্রেণ হইতে রিভলভার উধাও
শান্তি প্রস্তাব
লালদীঘিতে বোমার জের
হাকিম আক্রান্ত
দারোগা ও কনষ্টেবল পদচ্যুত
৪৮ ঘণ্টা অনশন
দেশবন্ধু পার্কে মৃতদেহ ; বিমানযাত্রী আক্রান্ত

নানা কথা

হিমালয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণ

বৃহৎ বৃহৎ মেঘস্তূপ উৰ্দ্ধ নভো-মণ্ডলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে আর নিম্নে উপত্যকা সমূহ গাঢ় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ দ্বীপ সমূহের ন্যায় পাহাড় সকল সেই সমস্ত ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। কুজ্ঝটিকার শ্বেতআবরণ ভেদ করিয়া দেবদারু ও গুরুকাণ্ড বিশিষ্ট ওকচূড়া কজ্জলসদৃশ সূক্ষ্ম হরিৎরেখার স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। পর্ব্বতশিখর মেঘমালায় মণ্ডিত হইয়াছে, আতপরশ্মিতে তাহাদের পার্শ্ব-দেশ গোলাপী ও বেগুনে রঙে শোভিত হইয়াছে। তারপর কৃষ্ণ মসীলীন আকারে তুষারের ক্ষীণ অস্পষ্ট দৃশ্য আমাদের সম্মুখে পতিত হয়। যদিও স্বাভাবিক স্বচ্ছতা বিধৌত হওয়ায় তাহাদের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার স্থলে এক ভীষণ গুরুগাম্ভীর্য্য আবির্ভূত হইয়া সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।

অবশেষে বিশাল অদ্ভুত অন্তরীক্ষ প্রকাশ পাইল। সূর্য্য নিম্নদেশে অদৃশ্য হইলে কুঞ্চিত স্তম্ভখণ্ডিত মেঘমালা দূরে উড্ডীয়মান হইয়া দ্বীপ, কৃষ্ণান্তরীপ, পাহাড় ও উপসাগর মণ্ডিত এক অদ্ভুত হরিৎ সমুদ্রের সৃষ্টি করিল।

ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল কমলা বর্ণের একদল মেঘ ক্ষীণ প্রান্তিলেবুর রঙে অদৃশ্য হইয়াছে, আবার ঊর্দ্ধে একখানি বৃহৎ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট মেঘ নিকট-ভাস্বরী মস্তকের আকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন প্রকৃতি দেবী ঘোর দিক্চক্রজলে ইহাকে আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ছোট ছোট ঈষৎ লোহিত রঙে রঞ্জিত মেঘ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া স্পষ্টগাঢ় নীল বেগে মস্তকো-পরি নভোমণ্ডলে বিরাজিত রহিয়াছে।

সূর্য্য আরও নিম্নে লুক্কায়িত হইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণ রেখাসমূহ নিজেদের অদৃশ্য করিয়া পুনরায় আপনাদিগকে লোহিতাভ-রঙের সৃষ্টি করিতেছে। এ সমস্ত অদৃশ্য হইলে পর পাতিহাঁস সদৃশ পাংশু রঙ বিশিষ্ট মেঘ উচ্চ পর্ব্বতোপরি মৃদু প্রকাশিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী দীপ্তির মোহিনীশক্তি নূতন ও বর্দ্ধিত আকারে সূর্য্যাস্তের প্রত্যেক মহিমা ও মনোহারিত্ব আমাদের সম্মুখে পুনঃপ্রকাশ করিতে লাগিল।

অতি অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া সহসা উৎপত্তি হইয়া তাহারা আবার সহসা বিলীন হইল। অন্ধকারের কৃষ্ণাবরণ পর্ব্বত গাত্র ঢাকিয়া ফেলিল। দেবদারুর মধ্য দিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। আর কুজ্ঝটিকা নিখিল পদার্থ বিলুপ্ত করিবার মানসে পর্ব্বতগাত্রে পিচ্ছিল ভাবে উত্থিত হয়। (পাইওনিয়ার হইতে সংগৃহীত)

সীতাকান্ত নন্দ নামে একজন উকিলকে মারপিট করিয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে চাদরের বস্ত্র কাড়িয়া লইবার অপরাধে একজন কনষ্টেবলকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ট্রেণ হইতে রিভলভার উধাও

ডাঃ অমূল্যচরণ সেন ঢাকামেলযোগে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়ায় রাজবাড়ী হইতে ব্যারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যে তাঁহার রিভলবার চুরি গিয়াছে। ডাক্তারবাবু রেল-পুলিশে এই চুরির সংবাদ জানাইয়াছেন।

মহাত্মার পুস্তক বাজেয়াপ্ত
বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হুকুম

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক লিখিত 'যুদ্ধ যাত্রামেন প্রবচন' নামে হিন্দী পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। পুস্তকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপ্রীতির ভাব প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

৪৮ ঘণ্টা অনশন

দেশের অপরাপর আইন অমান্যকারী-দিগের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না ও শ্রীমতী সত্যবতী কারা-গারে ৪৮ ঘণ্টাকাল উপবাস করিয়া-ছিলেন।

লালদীঘিতে বোমার জের

লালদীঘির বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ধৃত রেবতীমোহন বর্দ্ধন বীরেন্দ্র নাথ সাহা, প্রদ্যোত ঘোষ, ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় বিশ্বনাথ সরকার হিমাংশু বোস, মনীন্দ্র উকীল এবং আরও ৬জন বাঙ্গালীকে গত শুক্রবার প্রধান প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উকীলকে সাক্ষাতের অনুমতি

কয়েকজন ধৃত আসামীর পক্ষে যে সমস্ত উকীল দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতী দেওয়া হইয়াছে।

জামীনের আবেদন বাতিল

উপরিউক্ত আসামীদের মধ্যে ৪ জনের পক্ষ হইতে জামীনের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু কোন দরখাস্তই মঞ্জুর করা হয় নাই।

দীনেশচন্দ্র হাজতে

দুর্ঘটনার দিন দীনেশ চন্দ্র মজুমদার নামে ডালহৌসী স্কোয়ারে ধৃত যুবককেও ৬ই পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হাকিম আক্রান্ত
১৬ জন গ্রেপ্তার

গত ২৭শে আগষ্ট মহকুমা হাকিমকে আক্রমণের ফলে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এবং পটুয়াখালী কংগ্রেস আফিসে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ একজন যুবক নাকি হাকিম সাহেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কপালে বিষম আঘাত করে।

কাঁকিনাড়ার শ্রমিকদের হাঙ্গামা

কাঁকিনাড়ার মিলের হিন্দু শ্রমিকগণ বাৎসরিক গণেশপূজা করিবার সময় মিলের হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকের মধ্যে সামান্য হাঙ্গামা বাধে। কিন্তু পুলিশ আসিয়া পড়ায় ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে না। উভয় দলের মধ্যেই ইট পাটকেল ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল, তবে কেহ আহত হয় নাই।

দারোগা ও কনষ্টেবল পদচ্যুত

পাবনার ২০শে আগষ্ট সংবাদে প্রকাশ দারোগা হোসেন-অজ-জমান ও আমীরদীন তালুকদারকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে ৮ জন কনষ্টেবল অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত হইয়াছে।

দেশবন্ধুপার্কে মৃতদেহ

গত শুক্রবারে রাত্রি প্রায় ১০॥০ টার সময়, একজন হিন্দুকে দেশবন্ধু পার্কে ছোরার আঘাতে মৃতঅবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সম্মুখে একটী আঘাত এবং পশ্চাতে পাঁচটি আঘাত ছিল।

পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ জে, ডি, আর, জনষ্টনের নির্দ্দেশে পুলিশ কর্ত্তৃক তদন্তের ফলে মৃত ব্যক্তির সনাক্তকরণ হয়।

প্রকাশ লোকটীর নাম আর বি, হাজরা—৯৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বাস করিত। তাহার পরণে সাধারণ ধুতি ছিল।

তাহার পকেটে ডাইংক্লিনিং দোকানের রসিদ ছিল, উহার বলেই তাহাকে চেনা যায়। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য এখনও পর্য্যন্ত রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

শান্তি প্রস্তাব

গত শনিবার বেলা ৩ঘটিকার সময় সার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ এম্, আর্, জয়াকার নৈনী জেলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত আলাপ করেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের যে-সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং জয়াকার তাহা পণ্ডিতদ্বয়ের নিকট বিবৃত করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পণ্ডিতদ্বয় তাঁহাদের মতামত কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। রবিবার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহাশয় তাঁহার মত জানাইবেন; তারপর এই প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধীর নিকট আলোচনার নিমিত্ত প্রেরিত হইবে।

বিমানযাত্রী আক্রান্ত

লণ্ডন ৩০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ গত ২৯শে আগষ্ট একজন বিমান পরিচালক ক্রয়েডন হইতে লণ্ডনে ডাক লইয়া যাইবার সময় ভীষণভাবে ঝড় আক্রান্ত হন। বায়ুমণ্ডলে বিশেষ আন্দোলন-হেতু তিনি ক্রয়ডন্ হইতেই রেডিও দ্বারা তাঁহার পথনির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন। অতঃপর তিনি পোতাশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলে হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বিমানপোতটী বিদ্যুতাক্রান্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার ইনস্ট্রুমেণ্টের জন্য পোতখানি ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পোতারোহী সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অতি কষ্টে কম্পাস সাহায্যে পথ দেখিয়া লিম্পনের দিকে অগ্রসর হন এবং পরদিন ভোরে ক্রয়ডনে পৌছেন।

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি 'ষষ্ঠীদেবী'-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

দৈনিক প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

এক-চিত্ততা

(২)

ভাগ্যবদ্‌গণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণগণই শ্রেষ্ঠ

(৩)

ভিজিয়ানা ও চিপ্রুপল্লীতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে স্বামিজী বন

(৪)

নির্শাচট্টীতে শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(৫)

শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল-কথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২১ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

এক-চিত্ততা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১০ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন॥

এই উক্তি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর চিত্ত সদা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রতি আবিষ্ট থাকিত এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও আবিষ্ট চিত্তে শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর গীত শুনিতেন।

একজন ভৃত্য দুইজন মনিবের মন যোগাইতে পারে না, কারণ একের প্রতি লক্ষ্যকালে অন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা অসম্ভব। যুগপৎ দুই মনিবের সেবা সম্ভবপর না হওয়ায় একটীকে সন্তোষ করিতে যাইলে অন্যটীর অসন্তোষ-ভাজন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কাজেই একজন মনিবের চাকরি স্বীকারে তাহার অসন্তোষ-ভাজন হইবার সুযোগ হয় না। অতএব বলিতে হয় যে, যাহারা একজন মনিবের চাকরিতে নিযুক্ত হয়, তাহারাই বুদ্ধিমান।

চাকর বা ভৃত্যের মনিব বা প্রভু যদি নশ্বর বস্তু হয়, তাহা হইলে নশ্বর প্রভুর ধ্বংসের পর ভৃত্যের সেবা-বৃত্তি বন্ধ হয়, না হয় অন্য কাহারও প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। সেবা-বৃত্তিকে যদি নিত্যকাল অবিচ্ছেদে একজন প্রভুর প্রতি চালিত করিতে হয়, তাহা হইলে নিত্য ও অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রভুপদে বরণ করা প্রয়োজন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র নিত্য ও অপ্রাকৃত প্রভু-তত্ত্ব। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুপদে বরণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা নশ্বর বস্তুর সহ এক-প্রভুত্ব-স্বীকারশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।

কলিযুগোৎপন্ন ভ্রান্ত ও মলিনচিত্ত জীবসমূহকে নিত্য ও অপ্রাকৃত প্রভুর সন্ধান দিবার জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তভাব অঙ্গীকার করত শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক সকল প্রাণীকে নিত্য প্রভুর চিদ্দাস্যে নিযুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শিক্ষা হইতে আমরা এখন জানিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য প্রভু বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত ও ত্রিতাপ-গ্রস্ত। শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রদর্শিত পন্থায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিবেন, তাঁহারা কখনই নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দরের দ্বিতীয় দেহ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি আচরণ না করিলে শিখান যায় না, তজ্জন্য দ্বিতীয় দেহরূপী শ্রীল স্বরূপ দামোদরপ্রভু নিজ চিত্তকে শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রতি আবিষ্ট রাখিবার এবং শ্রীশ্রীমদ্-গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর গানে আবিষ্টচিত্ত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের উচিত শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর পন্থা অনুসরণ করত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি চিত্তকে আবিষ্ট রাখা, তাহা না করিলে নিত্যানন্দলাভের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু যখন শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য গান করিতেন, তখন শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দরের নিজ ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া, গানরস আস্বাদন করিতেন;—এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, গান শুনিবার সময় শ্রীশ্রীমদ্গৌরসুন্দর একচিত্ততা বা একতানতার ভাব প্রকট করিতেন।

যে পর্য্যন্ত জীব বস্তু্বাদেষণপর ভোগ বা ত্যাগপথের পথিক থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত দ্বৈতবুদ্ধি প্রবল থাকে। সেবাবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইলে জীব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সেব্য তত্ত্ব এবং তদিতর বস্তুকে সেই সেব্য তত্ত্বের নিত্য সেবক বলিয়া বুঝিবার সুযোগ লাভ করে; সুতরাং তৎকালে পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ সুখান্বেষণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় না এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বার্থই তখন নিজ স্বার্থ বলিয়া মনে হওয়ায় ভগবানের সহ একচিত্ততা বা একতানতার ভাব প্রকট হইয়া পড়ে। একচিত্ততাকে একাগ্রতা বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এই প্রকার একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অন্যে নহে। অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ দুঃখের মুখে ছাই দিয়া নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হন, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পৃথক্ স্বার্থবুদ্ধিই দুঃখের মূল ও একচিত্ততার বাধাজনক।

আমার কপাল পোড়া

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই আছে; কিন্তু আমার ভাগ্যে মাত্র কএকটী বস্তুর দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। যখন পৃথিবীর বহু সংখ্যক বস্তুর দর্শনে আমি বঞ্চিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে আমার কপাল পোড়া।

এ'হেন পোড়াকপালে আমি, পোড়া কপাল দোষে দুষ্ট হওয়া নিবন্ধন পৃথিবীর বহু বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভে অসমর্থ হইয়া, যদি কূপমণ্ডূক ন্যায়ানুসারে বলিতে থাকি যে আমি যাহা যাহা না দেখিয়াছি সেই সমুদয় বস্তুর অস্তিত্ব আকাশকুসুমবৎ অলীক, তাহা হইলে সুধী-সমাজ আমাকে পোড়া-কপাল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কপালপোড়া বলিয়া বুঝিবেন।

পৃথিবীর ত কথা, যদি সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভে কেহ সমর্থ হ'ন, তথাপি তাঁহাকে পোড়া-কপালে বলা যাইতে পারে, যদি তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালয়িতারূপী পরমেশ্বরের অবস্থান বুঝিতে অক্ষম হন। সুতরাং বিশ্বের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাশীল স্বভাব বা প্রকৃতিবাদী ও শূন্যবাদী নাস্তিকগণের কপাল যে পোড়া, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে সকল ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাঁহারা ভগবৎস্বরূপের অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত। মূর্ত্তবস্তুকে অমূর্ত্ত বলায় তাঁহার বস্তুগত বাস্তবসত্তার বিলোপ সাধন করা হয় বলিয়া নিরাকারবাদিগণকে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ধ্বংসকারী শত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব নিরাকারবাদিগণেরও কপালপোড়া।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-পর-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ নামে এবং মাধুর্য্যপর মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। যাঁহারা শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সদ্গুরুকৃপা-বলে দর্শনের সুযোগ পা'ন, মাত্র তাঁহাদেরই কপাল পোড়া নহে। যে সকল ব্যক্তি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে নিজ অক্ষজ জ্ঞান-সাহায্যে অথবা কোন অক্ষজ-জ্ঞান-লুপ্ত গুরুব্রুবের শিক্ষাধীনে থাকিয়া শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি-দর্শনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভগবানের বাস্তব মূর্ত্তি দর্শনে অক্ষম হইয়া কোন কাল্পনিক জড় মূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি বলিয়া বুঝেন। অতএব জড় কাল্পনিক মূর্ত্তিকে শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় মূর্ত্তি বলিয়া যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা কখনই বাস্তব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকারীর সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন না এবং তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে পোড়াকপালেদিগের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন।

শ্রীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য অদ্যাপি বেলবনে তপস্যা করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণরূপেরই সর্ব্বোত্তমতা স্বীকার করিতে হয়। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্ব হইলেও শ্রীনারায়ণে ঐশ্বর্য্যপর ভাব প্রবল। ঐশ্বর্য্য-ভাবের প্রাবল্য-হেতু মাধুর্য্যরসের উদয় শ্রীনারায়ণের সেবা হইতে লাভ হয় না। ঐশ্বর্য্যরসবিহারী মাধুর্য্যরস আস্বাদনের অনুভূত শ্রীকৃষ্ণরূপই ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশের পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহারা কপাল বিশিষ্ট নহেন, যে সমুদয় অন্ধকপাল বা মূর্খকপাল ব্যক্তিগণ—তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শন ও সেবাপর জনগণই শ্রেষ্ঠ। হে পাঠকগণ, আপনারা কৃপা করুন, যেন আমরা ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শন ও সেবা লাভ করত পরম মধুর সেবানন্দ-রস আস্বাদনের সুযোগ পাই ও মানবজীবনকে সার্থক করিতে পারি এবং পোড়াকপালদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যেন আর আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেও ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইতে হয় না।

ভিজিয়ানা গ্রাম ও চিপ্রুপল্লী প্রচারে স্বামী বন

বিগত ৮ই আগষ্ট হইতে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ভিজিয়ানা গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে হরিকথা প্রচারাদি কার্য্যে একপক্ষ কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি গোপালপুরের ও মটভার প্রসিদ্ধ জমিদার এবং স্থানীয় মুন্সেফ ও ডেপুটী কালেক্টর, খ্যাতনামা উকিল, ডাক্তার এবং পদস্থ ষ্টেট্ কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাধীশের শ্রীচৈতন্য-সন্দেশ অপর্য্যাপ্ত বিতরণ করিয়াছিলেন।

ভিজিয়ানা গ্রামের ডেপুটি কালেক্টর বাহাদুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামিজি মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীপাদ রামানন্দ দাস প্রভুকে লইয়া চিপ্রুপল্লী সহরের নবনির্ম্মিত টাউনহলে সন্দপ্রথম বক্তৃতা প্রদানে আহূত হইয়া বহু জন-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যের সনাতন বাণী ঘোষণা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মনোৎসুক শ্রবণে প্রায় এক ঘণ্টা শ্রীহরিকথা পান করিয়াও তাঁহাদের অতৃপ্তি প্রকাশ করেন। ঐ সভায় ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসরস্বতী ভক্তিসার মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি স্বামীজি মহারাজ বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যৌক্তিকতা ও তৎসংস্থাপনার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-কথা জ্ঞাপন করেন।

সর্ব্বশেষে চিপ্রুপল্লীর প্রতিনিধি স্বরূপে তথাকার মুন্সেফ মহোদয় বাগ্মিগণকে ধন্যবাদ প্রদান ও অশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে কয়েকখণ্ড মুদ্রা শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠের সেবার্থ-নিমিত্ত উপায়ন স্বরূপে প্রদান করেন। চিপ্রুপল্লীতে

[illegible] বিশেষ [illegible] ছিল।

নির্শাচন্ডীতে প্রচার

(শ্রীযুক্ত সুপূর্ণক [illegible] মহাশয় প্রেরিত)

গত ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্য-মঠের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রচারক শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল পর্ব্বত মহারাজ মানভূম জেলার অন্তর্গত নির্শাচন্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণতঃ লিপ্ত থাকেন। তদতিরিক্ত কোনও বিষয় আছে কিনা সংবাদ রাখেন না। আরও যদি ধর্ম করিবার প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে কাহারো কাহারো চিত্তবৃত্তিতে দেখা দেয়, অমনি অধর্ম্মাশ্রিতগণ তাহাদের বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের পথে চির বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। কিন্তু স্বামীজী মহারাজের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই ভক্ত-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আনুগত্য লাভের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে যত্নবান হইয়াছেন। শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্যে তৎপরদিন পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহার ব্যাখ্যায় বলেন— 'জড়-জগতে নাম, ধাম ও কামের মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে, কিন্তু চিজ্জগতে এদের পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান লক্ষিত হয় না। সকলই সচ্চিদানন্দ বস্তু। তিনি আরও বলেন যে, যতদিন জীবের অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা ও অনর্থ মেঘ থাকে, ততদিন শুদ্ধনাম হয় না। এই অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা সদ্‌গুরু কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়। সেই সময় নামাশ্রিতজন শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যতদিন জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত উচ্চারিত নাম শুদ্ধনামে পরিগণিত হয় না, তাহা অধিকাংশ স্থানেই নামাপরাধ। ইহাতে জীবের প্রকৃত পক্ষে কোন মঙ্গল হয় না। তিনি আরও বলেন, গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই জীবের নিত্য প্রভু, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস— এইপ্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা এবং তৎফলে দেহে আত্মবুদ্ধি এবং তৎফলে স্ত্রী,পুত্র ধন, জনে আসক্তি।" তিনি আরও কতিপয় জটিল সমস্যা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়া তাঁহার পাঠ সমাধা করেন। এই জড়জগতে প্রত্যেক জীবই সংসর্গ-প্রবণ হয়। জীব অসৎসংসর্গে আসিয়া তাহার জীবন কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে ও ক্রমে ক্রমে নরকের পথে নামিয়া যাইতেছে।

[illegible] দিতেছে। যে সকল ব্যক্তি গৌড়ীয়গণের সাধুসঙ্গ লাভ করিতেছেন, তাঁহারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া এই দুস্তর ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেছেন। আবার কেহ নিজেদের দুর্ভাগ্যক্রমে কুসঙ্গে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিমুখ হইতেছে এবং ক্রমশঃ নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ জীবকুলকে অনর্থমুক্ত করিয়া ভক্তিপথে চালিত করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিতে আদেশ করিয়াছেন। সাধুগণ তাঁহাদের সাধু উপদেশদ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করেন। অতএব সকলেরই সাধু কৃষ্ণভক্তের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সাধু-পাদ-পদ্মে মনঃপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন সার্থক করা উচিত, যেহেতু কল্যাণলাভের চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

সাক্ষিগোপাল

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম-লিখিত)

সাক্ষিগোপাল-কাহিনী

কৃষ্ণপ্রেম-রসার্ণব-রসিককবি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠক মাত্রই শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপালের চরিত্র অবগত আছেন। শ্রীভগবানের এই ভক্ত-বাৎসল্য-লীলার যতই আলোচনা হইবে, ভক্ত-হৃদয় ততই নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইবে। তাই আমরা আত্মশোধনের জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপালের পূত পরমার্থ চরিত্রালোচনা-সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের এই সেবা-সম্পাদনে শক্তি প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

ভগবান্ স্বাধীন, কিন্তু ভক্তাধীন

শ্রীভগবান্ অজ, স্বরাট্ এবং স্বাধীন হইয়াও সর্ব্বদাই ভক্তাধীন। তিনি গীতায় স্বীয় শরণাগত ভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।"

—(হে পার্থ,) যিনি আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেই ভাবে উপস্থিত হই।

তাই আমরা অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস্যরসের রসিকগণের নিকট 'প্রভু' রূপে, সখ্য-রসের রসিকগণের নিকট 'সখা' রূপে, বাৎসল্যরসের রসিকগণের নিকট 'পুত্র' রূপে এবং মধুররসের রসিকগণের নিকট 'কান্ত' রূপে উপস্থিত হ'ন।

পুরুষের স্বাধীনতা ও অধীনতা, এই পরস্পর বিপরীত বিষয় দুইটির একত্র সমাবেশ আমাদের খণ্ড জ্ঞানের বিচারে 'আকাশকুসুম'বৎ প্রতীয়মান হইলেও আমরা শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপালের চরিত্রালোচনায় দেখিতে পাইব যে, অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা, স্বাধীন-পুরুষ হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

বিদ্যানগরের অবস্থিতি

বর্ত্তমান গোদাবরীর উত্তর তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে গোদাবরীর পূর্ব্বদক্ষিণ পারে বিদ্যানগর নামক একটী জনপদ আছে। এই নগরটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 'কোটদেশ' নামক তাৎকালিক উড়িষ্যারাজের অধীনস্থ প্রদেশের রাজধানী ছিল। ত্রৈলঙ্গদেশের পুণ্যতোয়া গোদাবরীনদী পূর্ব্ব সমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন, তাহাই কোটদেশ বলিয়া খ্যাত।

বিপ্রদ্বয়ের তীর্থ ভ্রমণে গমন

এই বিদ্যানগর-নিবাসী দুই জন ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ এবং অপর জন যুবক। তাঁহারা গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি মথুরানগরীতে উপস্থিত হ'ন। তথা হইতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনানন্তর তাঁহারা যমুনার পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন এবং পশ্চিমতীরস্থ মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশটি বন ভ্রমণ করিয়া 'পঞ্চ ক্রোশী' বৃন্দাবন নামক স্থানে গমন করিলেন। এই 'পঞ্চ-ক্রোশী' বৃন্দাবন দ্বাদশবনের অন্তর্গত ষোল ক্রোশ ব্যাপৃত শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্ভুক্ত। বিপ্রদ্বয় 'পঞ্চ-ক্রোশী' বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কেশী-তীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিতে অবগাহন পূর্ব্বক মহাদেবালয় শ্রীগোপালজীর মন্দিরে শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। শ্রীগোপালের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা কয়েক-দিন তথায় অবস্থান করিলেন।

বড়বিপ্রের প্রতিশ্রুতি

ছোট বিপ্র, অগ্রজভক্ত বড় বিপ্রের সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণতীর্থে সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভক্ত ছোট বিপ্রকে স্বীয় কন্যাদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিদ্যা, ধন ও বংশ-মর্য্যাদায় বড় বিপ্র ছোটবিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং লৌকিক সামাজিক বিচারে বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে কন্যাদান করিলে তিনি আত্মীয়বর্গ-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবেন, হয়ত তাহারা তাঁহাকে কিছুতেই কন্যাদান করিতে দিবে না, তদ্ব্যতীত ছোট বিপ্র বড় বিপ্রকে তাঁহার কন্যা প্রাপ্তির আশায় সেবা করেন নাই, তিনি [illegible] বলিয়াই তাঁহার সেবা করিয়াছেন। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ছোট বিপ্র বড় বিপ্রকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বড় বিপ্র ঐ কথায় কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে পশ্চাৎপদ না হইয়া ছোট বিপ্রকে তাঁহার কন্যার পাণি গ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। তখন ছোট বিপ্র স্বীকৃত হইলেন এবং যাহাতে বড়বিপ্র স্বীয় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ-জনিত অপরাধে পতিত না হন, তন্নিমিত্ত তিনি বড়বিপ্রকে গোপালের নিকট সত্য করিতে বলিলেন। বড়বিপ্র গোপালের নিকট ছোটবিপ্রকে স্বীয় কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ ছোটবিপ্র গোপালকে বলিলেন— ঠাকুর, তুমি বড়বিপ্রের এই প্রতিশ্রুতির সাক্ষী, আমি আবশ্যক দেখিলে তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত আহ্বান করিব।

অন্যায্য বন্ধুর কার্য্য

অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন বড়বিপ্র আত্মীয়বর্গের নিকট তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতিশ্রুতির কথা বিবৃত করিয়া ছোটবিপ্রকে কন্যাদানের ইচ্ছা [illegible] লেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুত্র [illegible] বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন— আপনি ঐ কার্য্য করিলে আমরা [illegible] প্রাণত্যাগ করিব। কারণ ছোট আমাদের অপেক্ষা ধনে, মানে [illegible] হীন, তাহাকে কন্যাদান করিলে [illegible] সম্মান থাকিবে না। সম্মানহীন লোকের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তখন বিপ্র [illegible] আমি কন্যাদান না করিলে ধর্ম্মচ্যুত [illegible] হইব; তদ্ব্যতীত গোপাল সাক্ষী [illegible] সুতরাং আমি কন্যাদানের কথা [illegible] করিলেও ছোট বিপ্র তাঁহার দ্বারা [illegible] দেওয়াইয়া আমার কন্যা গ্রহণ করিবে।

সত্যাবদ্ধের নাস্তিক, স্বার্থ, বিষ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খ পুত্রটী [illegible] চেতনদেহ ও বিভুকে বিশ্বাস না করি পৌত্তলিকের ন্যায় শ্রীবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠ বুদ্ধিপূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন— [illegible] ঐ প্রতিমা সাক্ষী, অতএব তিনি চেতনের ন্যায় কথা বলিবেন—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তদুপরি তিনি বহুদূরদেশে ঐ স্থান হইতে আসিয়া সাক্ষ্য দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি [illegible] ভাবে মিথ্যা বলিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি একেবারে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া (রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই বাক্যের ন্যায়) এই মাত্র [illegible] বা এইরূপ ভাব দেখাইবেন যে, আপনার কিছুই স্মরণ হইতেছে না (অর্থাৎ আপনি ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ), তাহা হইলেই আমি ছোটবিপ্রকে কূটতর্কের ফাঁকিতে ফেলিয়া তাহাকে পরাজিত করিব আর আপনাকে কন্যাদানরূপ বিপদ হইতে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঘটিতে না দিয়া আমাদের কুলের সম্মান রক্ষা করিব। (ক্রমশঃ

বিশ্ব জসভা শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রস্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

* ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মুখ্যস্থান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্বাধামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপারমার্থিক ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা রাসলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—সেবাপরা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এ, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যাবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিদ্যাধর

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ভজনীয় ও অনিত্য সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড
ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-৪ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীসাধনপথ

৷৶৹ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উভয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

/৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—১॥৹ টাকা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ডবল ৩৲ টাকা।

বাট ও কোম্পানী এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী
২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

......................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টাকি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গবর্ণমেণ্টের সংবাদপত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে ভাদ্র ১৩৩৭ শুক্রবার ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পুলিশ ও বিপ্লবীদলে যুদ্ধ

ঢাকার গুলিমারা ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা

বাজীর আগুনে প্রাণ নাশ

আমেদাবাদে ৭২ জন গ্রেপ্তার

পাটনায় নূতন জেল

পণ্ডিত মতিলাল মুক্তি লইতে অসম্মত

মহিলার লাঞ্ছনা

৬২ জন লবণগোলা আক্রমণকারীর কারামুক্তি

খাদিভাণ্ডারে পুলিশ

বড়বাজারে ও বোম্বাইয়ে ৩৭ জন মহিলা গ্রেপ্তার

নানা কথা

চন্দননগরে পুলিশ ও বিপ্লবী দলে খণ্ড যুদ্ধ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন চন্দননগর ফরাসী উপনিবেশ; উহা কলিকাতা হইতে ২৩ মাইল দূরে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সার চার্লস্ টেগার্টের নেতৃত্বে এক দল পুলিশ গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত গোঁদলপাড়ায় এক ভদ্রলোকের পার্শ্বস্থ ভবনে হানা দেয়।

প্রকাশ, এই বাটীতে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলের পলাতক নেতৃবৃন্দের অবস্থিতি ছিল। এই বাড়ীটার মধ্যে একটা উচ্চ টাওয়ার আছে; তথা হইতে পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

পুলিশের যথাসম্ভব সাবধানতা সত্ত্বেও সংবাদ পাইয়া লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দগুপ্ত এবং মাখন ঘোষাল নামক চারিজন লোক রিভলভারসহ গৃহের বাহিরে আসিয়া পুলিশের দিকে গুলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। তখন দেড় মিনিট কাল পুলিশের ও বিপ্লবকারীদের মধ্যে বেশ যুদ্ধ চলিতে থাকে; তৎপর লোকনাথ বল, আনন্দগুপ্ত ও গণেশ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়। উহাদের নিকট যথাক্রমে একটা গুলিভরা ৪৫০ বোল্ট রিভলভার, অটোম্যাটিক বন্দুক ও এক ব্যাগ টোটা এবং একটী ওয়েবলী রিভলভার ও ১৪টী টোটা ছিল। মাখন ঘোষাল নামক আসামীটী একটী পুকুরে পড়িয়া গিয়াছিল, তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সর্ব্বসমেত ৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে তন্মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক ও ৪ জন পুরুষ। উহারা সকলেই পুলিশের হেফাজতে আছে।

৩টী রিভলভার, কতকগুলি কার্তুজ এবং বোমা ও টোটা তৈয়ারীর উপযোগী কতকগুলি যন্ত্র ও কিছু লেড এবং এলুমিনিয়ম পুলিশের হস্তগত হইয়াছে।

ঢাকায় গুলীমারা ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা

গত ২রা সেপ্টেম্বর একটা স্বাক্ষরহীন বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বিনয় বসু নামক জনৈক ডাক্তারী স্কুলের ছাত্রকে ধরিয়া দিবার জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই বিনয় বসুই নাকি মিঃ লোম্যানকে গুলী করিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে।

শ্রীমতী হংস মেটার ৬ মাস কারাদণ্ড

বোম্বাই, ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ শ্রীমতী হংসমেটাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পি, আর, লেলেকে ৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইয়াছে।

১৮৮ ধারায় দণ্ড

মিসেস হংস মেটা বোম্বাইয়ের সমর পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশ করিবার সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় তিনি দণ্ডিতা হইয়াছেন। সহযোগী সেক্রেটারী ২ জন ও কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদক মুক্তি পাইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন, অতিরিক্ত গেজেটে কংগ্রেস বুলেটিন বাহির করা নিষেধের সময় বৃদ্ধি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ দেন, মিসেস মেটা ও মিঃ লেলে তাহার বিষয় জানিতেন। কেন না, তাঁহারা কংগ্রেস বুলেটিনে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অন্যান্য আসামীরা তাহা জানিতেন না, উক্ত আদেশ তাঁহাদের উপর যথাযোগ্য ভাবে জারী করা হয় নাই।

কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তার

১লা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ কুষ্টিয়ায় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি জামীনে মুক্ত আছেন।

মহিলার লাঞ্ছনা

বরিশাল অমৃতবাজারের এক সংবাদে প্রকাশ, গাঁজার দোকানের নিকট বহু মহিলা পিকেটিং করিতেছিলেন। প্রকাশ, সেই সকল মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নাকি পুলিশ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিশালী বসু ও শ্রীমতী শোভনা নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাঞ্ছিতা হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আমেদাবাদে ৭২ জন গ্রেপ্তার

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত নির্বাচনে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে পিকেটিং হইয়াছে। ২রা সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে ৭২ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাড়ীর আগুনে প্রাণনাশ

আলিপুরের সরকারী উকীল রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসুর জামাতা নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার বাড়ীতে বাজী প্রস্তুত করা দেখিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাজীতে আগুন লাগিয়া যায়। বাজীর আগুনে নরেশচন্দ্র দগ্ধ হয়েন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। গত রবিবারে তিনি হাঁসপাতালে মারা গিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল মুক্তি লইতে অসম্মত

বেনারস, ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু জেল হইতে মুক্তি লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, দণ্ডকাল সম্পূর্ণ ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোনও কারণে কারাগার হইতে বাহির হইবেন না।

প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে শীঘ্র এলাহাবাদ জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

৬০জন লবণগোলা আক্রমণকারীর কারামুক্তি

ওয়াদালা লবণগোলা আক্রমণকারীদের মধ্যে ৬২ জন বন্দীকে বিসাপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। উহারা ২রা সেপ্টেম্বর বোম্বায়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

ফরিদপুরে ১৪৪ ধারা

ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে দুই মাসের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কীয় সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করিয়া দিয়া সদর মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা প্রচার করিয়াছেন।

পিকেটিংএ ২৫ জন মহিলা গ্রেপ্তার

প্রকাশ, বোম্বাইয়ে নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে পিকেটিং করিবার সময় গত ২রা সেপ্টেম্বর ১২৫ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৫ জন মহিলা, তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য ২ আনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, পুলিশ ২ বার জনতার উপর লাঠী চালায়; তাহার ফলে ৯জন আহত হইয়াছে।

বড়বাজারে ১২জন নারী পিকেটার গ্রেপ্তার

গত মঙ্গলবার বৈকালে ১২ জন মহিলা বড়বাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার কালে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েন ও লালবাজার থানায় নীত হয়েন। ইঁহারা দোকানের সম্মুখে বসিয়া খরিদ্দারদিগকে বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতে নিষেধ করেন। পুলিশের অনুজ্ঞা পালন না করায় ইঁহারা গ্রেপ্তার হয়েন।

পাটনায় নূতন জেল

পাটনা সহরে সেক্রেটেরিয়েট কলেজের সন্নিকটে অস্থায়ীভাবে একটি নূতন জেল খোলা হইয়াছে। পাটনা সদর জেল হইতে ৩ শত কয়েদীকে উক্ত জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; মফঃস্বলের জেল সকল হইতে অনেক কয়েদীকে এখানে স্থানান্তরিত করা হইবে। নূতন জেলে ১৫ শত কয়েদীর স্থান হইবে। কেবল "সি" শ্রেণীর কয়েদীদিগকেই এখানে স্থানান্তরিত করা হইবে। নূতন জেলটি টিনে ছাওয়া তারের বেড়া দিয়া ঘেরা চালাঘর মাত্র।

শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডারে পুলিশ

গত মঙ্গলবার বৈকালে গোয়েন্দা পুলিশ ওয়ারেন্টসহ হ্যারিসন রোডস্থ শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডারে অবতীর্ণ হয় ও খানাতল্লাস আরম্ভ করে। 'যুদ্ধ যাত্রায় প্রবন্ধন' শীর্ষক একখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তকের অনুসন্ধানেই এই তল্লাসের অনুষ্ঠান বলিয়া প্রকাশ। খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কোন পুস্তক পায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

২৫ জন চৌকীদারের কার্য্য ত্যাগ

প্রকাশ, রায়না থানার ৪ জন, নন্দীগ্রাম থানার ৬ জন এবং মহিষাদল থানায় ১৫ জন চৌকীদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছে।

স্কুলে অগ্নিকাণ্ড

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত দক্ষিণা চরণ গুহ পিকেটিং অভিযোগে ২৮শে আগষ্ট গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া সম্পর্কে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকারের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে।

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি 'শচীদেবী'-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৭

"ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ"

এমরত-মরুভূমি, মায়া-মরীচিকাময়,
মানব তাহে ভেল ভোর।
ছরি ভরি কো কহ, কটতমে মঙ্গল
ইত দুখ কো কর ভয় ॥ ১ ॥

পহুঁ মোর ভকতিবিনোদ।
শুদ্ধভজন ঘন; জগমাতা বিথারল;
বরিখল সুধরস মোদ ॥ ২ ॥ ধ্রু ॥

করুণা বলাহক, অবিরল বরিখল,
উচনীচ ছোড়ল বিচার।
সংসার-পারাবার, ছুট কূল কলকল
প্রেমানন্দ তরঙ্গ পাথার ॥ ৩ ॥

শুদ্ধভকতি মঠ অব তব বিথারল
শুদ্ধভজন-রসকন্দ।
তহিঁ রবি ভকত তৃষিত চাতক যত
পিয়ত পরাণ আনন্দ ॥ ৪ ॥

ভকতিসিদ্ধান্ত ঘন, ঘন ঘন গরজত
চক চক কাঁপত পাষণ্ড।
ভকত কুলক ভক্তি ঘরণী সুবদনী
নিরখিয়া নাচত উদণ্ড ॥ ৫ ॥

কলিকাল কলহ, মায়াময় মরীচিকা
তছু পাছু ছুটল অবোধ।
শীতল করুণাবারি, বরিখনে দূর অব
ভয় ভরম, তট বোধ ॥ ৬ ॥

ভকতিবিনোদ বাণী অমিয়াক তরঙ্গিণী
শ্রুতি পরিপূরল যার।
ভুবনমঙ্গল মণি মণ্ডিত সোই ভেলা
এঅধম দাস আশ তার ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীকৃষ্ণগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

আত্মপ্রসন্নতা

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাতীত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে হেতু-রহিতা, ব্যবধান-রহিতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হন; আত্মার প্রসন্নতা লাভের তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। দেহমন নশ্বর, সুতরাং তাহার কাঙ্ক্ষণীয় সুখও নশ্বর; আত্মা অবিনশ্বর, সেহেতু তাঁহার প্রার্থনীয় সুখও অবিনশ্বর। আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ (গীতা—১৫।৭), সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপ্রভু, তিনি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসুখানুসন্ধানই আত্মার নিত্যধর্ম্ম; দেহমন তাঁহার সেই ধর্ম্মাচরণের অনুকূল না হইলেই তাঁহার অপ্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়, অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রিয়তমের সেবায় যোগদান করিলে আর তাঁহার দুঃখের কোন কারণ থাকে না। জগজ্জীব দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া ভ্রমে পতিত, তাই তাহাদের সে ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত পরমকরুণ শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি রোমহর্ষণ-পুত্র মহাভাগবত উগ্রশ্রবা সূতগোস্বামীর নিকট আত্মার প্রসন্নতা-বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিলেন। তাঁহাদের এই পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য ও শ্রীসূতগোস্বামীর মীমাংসার মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করিবার যত্ন করেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত কেন নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত, কেন একমাত্র অবলম্বনীয় হওয়া উচিত, তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি কলিহতজনগণ যেটা আপাত-প্রীতিকর, তাহা লইয়াই থাকিতে ভালবাসে, তাই দেহমনের সুখানুসন্ধানেই তাহাদের যত্ন বাড়িয়া যায়; অন্য বুদ্ধিমান জনগণ নিত্যসুখ লাভের জন্য যত্নপর হইয়া কৃষ্ণসুখানুসন্ধান করেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত এবং তাহা কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় হন।

বর্ণাশ্রমাচারপালনরূপ ধর্ম্মকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে, স্বর্গাদিপ্রাপক প্রবৃত্তি-মার্গীয় ধর্ম্ম বা মোক্ষাদি-প্রাপক নিবৃত্তিমার্গীয় ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তাহা ভগবদ্ভাগবত-কথা-শ্রবণাদিতে রতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠান কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। 'রতি' অর্থে কৃষ্ণকার্য্য প্রীতিমূলা আসক্তি; তাদৃশী আসক্তিই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম। তাহা না থাকিলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়াও আত্মার সুপ্রসন্নতা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ সম্ভব হয় না। বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষয় এবং তাঁহার ভক্তই আশ্রয়তত্ত্ব। এই বিষয় ও আশ্রয় বা কৃষ্ণকার্য্য সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসাভাবেই কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রুচি বা আসক্তি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সেই বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ একান্ত আবশ্যক।

শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানকেই যদি ধর্ম্ম বলা যাইত, আত্মার সুপ্রসন্নতার সহিত যদি তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকিত, কেবল দেহমনের প্রীতিই যদি সেই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয় হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হইত না, কতকগুলি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিতে পারিলেই মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারিত, আর তাহার অসচ্চিন্তা ও অসৎকার্য্যাদিতে রুচি পরিলক্ষিত হইত না, রোগশোকাদিতে প্রপীড়িত হইতে হইত না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনগুলি কাটিয়া যাইত! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ত' হয় না! দেহমনের নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ কি আর কখনও সম্ভব হয়? আজ মহাড়ম্বরে ঢাক ঢোল বাজাইয়া পূজা, হোমযজ্ঞাদি আচরণের মহানন্দ, দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে গগনপবন মুখরিত, একটু পরেই দেখ, সে আনন্দ কোথায় চলিয়া যায়! স্বজনাদির বিয়োগজনিত দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোলে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইতে থাকে! তখন কোথায় থাকে সে যাগযজ্ঞ, কোথায় থাকে সে জপ-তপ, কোথায় থাকে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব, সকল আনন্দই স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলে ধর্ম্ম বলিতে কেবল দৈহিক বা মানসিক ক্রিয়াকাণ্ড মাত্র নহে, আত্মার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকিলে এবং সেই ধর্ম্ম কৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর হইলে জীবের হৃদয়ে নশ্বর জীবনের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-জন্য কোন অশান্তিরই উদয় হয় না, যখন যে বিপদ আপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তিনি ভগবৎ-প্রেরিত কৃপাজ্ঞানে নিরুদ্বেগে সহ্য করিয়া ভগবদ্ভজনে আরও আগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারেন। কোন অবস্থাই ভগবদ্ভক্তের নিরানন্দের হেতু হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার সুপ্রসন্নতা কিসে লাভ হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয় এবং বিচারণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত এবং সেই ভাগবতবক্তা সদ্গুরুই আমাদিগকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে সমর্থ।

বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণ তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহা চিরকাল ধরিয়া থাকিতে পারেন না, অভীষ্ট-লাভ বা লাভের কল্পনা করিয়া তাঁহারা অবলীলাক্রমে তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ফেলেন। কিন্তু ভক্তের শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণাত্মক ধর্ম্ম তাদৃশ অনিত্য বোধে পরিত্যাজ্য নহে। ভক্ত তাঁহার ধর্ম্ম সাধনকালে ও সিদ্ধিকালে—সর্ব্বাবস্থাতেই নিত্যকাল পালন করিয়া থাকেন। ইহাই আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। বিষ্ণুপ্রীতিমূলে অনুশীলনীয় বিষ্ণুকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ত্যাগের কোন হেতু কেহই দেখাইতে পারেন না। উহাতেই আত্মার পরিতৃপ্তি, সুতরাং দেহমনের পরিতৃপ্তি; রোগশোকাদি এই তৃপ্তির কোন বাধাও জন্মাইতে পারে না, বরং তাহা উদ্দীপক রূপে আলম্বন-জ্ঞানলাভের সহায়ক হয়—আলম্বন অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানকে আরও দৃঢ় করে।

বুভুক্ষু কর্ম্মিগণের বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম এবং কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফল পুনরায় যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ। মুমুক্ষু জ্ঞানী কর্ম্মীর বিচারকে মূর্খতা-ব্যঞ্জক বলিয়া অর্থাৎ কর্ম্মী অল্পকালের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য পরিশ্রম করেন ভাবিয়া তিনি চিরকালের জন্য ইন্দ্রিয়প্রীতিকাম হইয়া ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে উপভোগের স্পর্দ্ধার ধর্ম্ম করেন। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব-নিবন্ধনই ধর্ম্মের ঐরূপ ব্যভিচার লক্ষিত হয়। জ্ঞানী ত্রিবর্গকে ধিক্কার করিয়া অপবর্গ ধর্ম্মের ফল-স্বরূপে আত্মবিনাশরূপ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী হন। সুতরাং তাঁহার আত্মার সুপ্রসন্নতা একটা কাল্পনিক বিষয় মাত্র হয়। সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ ব্যতীত সেবানন্দ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বদ্ধাবস্থায় জীবের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবদ্বিমুখ থাকে, মুক্তাবস্থায় ভগবৎপ্রীতিতাৎপর্য্যপর হয়; তখনই জীবাত্মার অশান্তি কাটিয়া গিয়া পরাশান্তি লাভ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জীব কেবল কৃষ্ণকাম হইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাকে নানারূপে অশান্তি ভোগ করিতেই হইবে।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত॥"

আমরা যাহাতে নিজেদের বুদ্ধিকেই যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া এক একজন এক একটা মত লইয়া সন্তুষ্ট না থাকি, 'যত মত, তত পথ' বলিয়া নিজেদের ভ্রান্ত মতকেও বাস্তবসত্য-প্রাপ্তির পথ রূপে ধরিয়া রাখিয়া বিপথে ধাবিত না হই, তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের নিকট নিরন্তর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই সিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণকীর্ত্তনাদিসেবা করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা হারাইতেছেন, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষভক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের ভ্রমাদি দোষ-দুষ্ট-বুদ্ধির প্রশংসা ছাড়িয়া আমরা সদ্গুরু-সকাশে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হই, ইহাই আমাদের প্রতি ভগবদ্ভাগবতাশীর্ব্বাদ। সেই আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবার জন্য সকলেরই চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আত্ম-প্রসন্নতা সুখ-সাধ্য হইবে, নতুবা জীবনে কেহ কখনও কোন উপায়ে সুখশান্তির আস্বাদন পাইবেন না।

ধ্যানযোগী নিম্নাধিকারী

একদা সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ও শ্রীমতী রাধিকা বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী রাধিকার সেবা-চেষ্টা যে সর্ব্বোত্তম, তাহা জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত ধ্যানযোগ-দ্বারা অদর্শনজ দুঃখ দূর করিবার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে শ্রীমতী রাধিকা অতিশয় খেদের সহিত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবদ্বারা জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়া 'জ্ঞানযোগে তোমাকে পাওয়া যায়'—এই কথা বলিয়াছিলে। সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ জ্ঞানযোগ বলিতেছ। প্রেমময় আমার হৃদয়। ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার ঐ প্রকার উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা হইতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না, তোমাতে এই প্রকার অনুরক্তিই যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া কেবল লোকহাস্যকর মাত্র। অতএব তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী যোগেশ্বর নহে যে তাহারা তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে, তোমার বাক্যের পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে ধ্যান শিখান' তোমার একটা কুটীনাটী। ইহা শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃ দেহস্মৃতি নাই। তখন সংসারকূপ বলিয়া তাহাদের কিছুই থাকিতে পারে না। সুতরাং মুক্তিজনক ধ্যান-পদ্ধতি তাহাদিগের পক্ষে বিফল। তোমার বিরহ-সমুদ্রে পতিত গোপীদিগকে কেবল তোমার সেবাকামরূপ তিমিঙ্গিল মৎস্য গিলিতেছে, তাহা হইতে তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা পিতা বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে। তুমি বিশুদ্ধ পুরুষ। তব সদ্গুণরাশি সর্ব্বদা সুশীল, স্নিগ্ধ ও করুণ। অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাসও নয়।' তবে

ব্রজজনকে আর স্পর্শ কর না। তাহা কেবল আমার হৃদ্রোগ-বিলাস। আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না। ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসীকে নিজেদের দ্বারা কদম্ব-বৃক্ষবৎ কর এবং সংযোগের দ্বারা কখনও জীবিত কর। কেন যে দুঃখ সহাইবার জন্য জীবিত রাখ, তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর ও দ্বারকেশ্বরি এবং ব্রজ হইতে পৃথক স্থানে অবস্থান ও মহিষীগণের সঙ্গে বাস তাহা ব্রজজনের ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। অথচ তোমাকে না দেখিলে মরিয়া থাকে। অতএব ব্রজজনের কি উপায় হইবে, তাহা তুমিই জান।"

প্রাকৃত সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হৃদয়কে হেয় জড় মন বলা হয়। ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধিই সঙ্কল্প ও বিকল্পের জনক। প্রাকৃত ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করত জীব-চিত্ত বা হৃদয় যেকালে সেবা-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনে কর্ণ ও জিহ্বাকে চির-নিযুক্ত করে, তখন উহা অপ্রাকৃত আকার ধারণ করে এবং শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত মন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ধ্যান কার্য্যটী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক জড়মনের ক্রিয়া। জড়-মনে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম থাকায়, ধ্যানক্রিয়া স্থায়ী হইতে পারে না। আবার জড়মন নশ্বর ধাতুতে গঠিত, সুতরাং জড়-মনের ধ্বংসে ধ্যেয় বস্তুর অনুভূতি অসম্ভব। অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় অনর্থ-ত্যাগের জন্য ধ্যানের উপকারিতা থাকিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অনর্থ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহাদের চিত্তের কৃষ্ণ ব্যতীত পদার্থান্তরে বিরক্তি জন্মিয়াছে, ধ্যানকার্য্যে তাহাদের কি প্রয়োজন? অমুক ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত হইতে পারে। তাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে,মুক্ত ব্যক্তিরও মুক্তি-স্পৃহা থাকা উচিত?

মুক্তব্যক্তির ভগবৎ-সেবাই কৃত্য: অমুক ব্যক্তির ন্যায় ধ্যান তাহার কৃত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যাহার দেহ-মনের স্মৃতি নাই, দেহমনের কার্য্যরূপী ধ্যান-চেষ্টা কি প্রকারে তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে? দেহাতীত আত্মস্বরূপের স্মৃতি উদয়-কালে নিরন্তর কৃষ্ণ সেবাই একমাত্র কৃত্য রূপে অবশিষ্ট থাকে। অতএব ধ্যান-যোগ অনর্থযুক্ত ভূমিকার চেষ্টা এবং মুক্ত-পুরুষের কৃষ্ণ-সেবারূপ সাধন অপেক্ষা যে নিম্ন-অধিকার-যুক্ত ব্যক্তিগণের অবলম্বনীয় বিষয়, ইহা সহজ-বোধগম্য।

কলিযুগে জীবের বুদ্ধি অতিশয় কলুষিত। সত্যযুগে ধ্যান-পন্থায় যার জীবের চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারিত। এই বিবদমান যুগে ধ্যানপন্থায় চিত্ত-শুদ্ধি লাভ অসম্ভব। এজন্য ত্রিপাদ অধর্ম্মপূর্ণ যুগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নামাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতিরেকে অনর্থমুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যুগধর্ম্মোচিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা ধ্যান-যোগ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা উভয়তোভ্রষ্টাঃ হইবেন এবং এই-জন্য তাঁহাদিগকে সত্যযুগের ধ্যানরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও নিম্নাধিকারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। কলিযুগে ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিগণের যে প্রকার অধিকার, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভজনহীন ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও নিম্ন; কারণ ভজনহীন ব্যক্তি ভবিষ্যতে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কলিযুগোচিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্ত্যঙ্গকে অনায়াসে ও অবাধে আশ্রয় করিবার সুযোগ পাইতে পারে। ধ্যানযোগ-যুক্ত কলিহত জনগণ ধ্যান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সহজে সমর্থ হন না এবং তজ্জন্য তাঁহারা দূর ভবিষ্যতেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অবাধে ও অনায়াসে রুচি-সম্পন্ন হইতে অপারগ হন। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইল যে, অসাধক অপেক্ষা কলি-যুগে ধ্যানপথ-আশ্রয়-কারিগণ অধিক নিম্নাধিকারী।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব

গত ১৪ই ভাদ্র রবিবার, চম্পাহট্টস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠে, শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামস্থ বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠকীর্ত্তন ভোগরাগ আরাত্রিকাদি যথাবিহিত নিয়মানুযায়ী সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীরাধাষ্টমী পাঠ হয়। পরিশেষে শ্রীনবগৌরাঙ্গ প্রভু সুললিত স্বর-সংযোগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত—

"রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তবে অকারণ গেলা॥
আতপ-রহিত সূর্য নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥

এই কীর্ত্তনটী গাহিলে উপস্থিত সকল শ্রোতাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছেন। পরিশেষে বিচিত্র প্রসাদ লুচি মিষ্টান্নাদি উপস্থিত সকল ভক্তগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রদান করা হয়। ভক্তসকল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের জয়ধ্বনি করত আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সাক্ষিগোপাল

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ-লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৮ সংখ্যার পর)

বড় বিপ্রের ভগবচ্চরণে শরণাগতি

বড় বিপ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন—একদিকে সত্য-রক্ষা, অপর দিকে স্ত্রী-পুত্রাদির আঘাত বা জীবনাশঙ্কা, এতদুভয়ের কোন্‌টীর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবেন, স্থির করিতে না পারিয়া অগতির গতি বিপদবারণ, পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইলেন, শরণাগত হইয়া গোপালের অভয় পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—"হে বিপদুদ্ধারণ প্রভো, আমি এখন অতিশয় বিপদাপন্ন, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; এখন তুমিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; যাহাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা পায় অথচ আত্মীয়বর্গ প্রাণ না হারায়, তাহার ব্যবস্থা কর।"

ছোট বিপ্রের সভা আহ্বান

এই প্রকারে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের নিকট আসিয়া প্রথমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তৎপর তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি আমাকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন নিশ্চেষ্ট আছেন কেন?' এই বাক্য শুনিয়া বড় বিপ্র মৌন ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র যষ্টি সংগ্রহ পূর্ব্বক ছোট বিপ্রকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। ছোটবিপ্র ভয়ে পলাইয়া গেল, কিন্তু তিনি বড় বিপ্রের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া গ্রামের সব লোক একত্র করিয়া একটা সভা আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। এই সভা বড় বিপ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যদি এই বিপ্রকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন ইঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন না কেন?' তদুত্তরে বিপ্র বলিলেন যে, প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে না। এই কথায় ছল পাইয়া বংশ-কুলাঙ্গার বড়বিপ্র-পুত্র বলিতে লাগিল, দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, এই অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তি তীর্থ-ভ্রমণের সময়ে আমার পিতার সঙ্গে ছিল, আমার পিতাঠাকুরের নিকট প্রচুর অর্থ ছিল, তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত অর্থাদি লইয়া বলিয়াছে, যে চোরে ঐ সকল অপহরণ করিয়াছে; এখন আবার বলিতেছে যে, আমার পিতা তাহাকে কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। আপনারাই বিচার করুন—ইহার ন্যায় দরিদ্র, মূর্খ এবং বংশ-মর্য্যাদায় হীন ব্যক্তিকে কন্যাদানের প্রস্তাব কি আমার পিতৃদেব কখনও করিতে পারেন?" বড়বিপ্র-পুত্রের এই বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া সভার লোকগণ ছোট বিপ্রকে মিথ্যাভাষী ও অধর্ম্মাচারী বলিয়া মনে করিলেন। তখন ছোট বিপ্র সভাসদগণে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন সমস্ত বিবৃত করিলেন এবং বলিলেন যে, বড় বিপ্রের প্রতিশ্রুতির কথা গোপাল-সদনেও হইয়াছে, সুতরাং প্রয়োজন হইলে তিনি ভক্তবৎসল শ্রীগোপাল দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এই বাক্য শুনিয়া বড় বিপ্র অতিশয় আনন্দের সহিত বলিলেন, গোপাল আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলে তিনি ছোট বিপ্রকে নিশ্চয়ই কন্যাদান করিবেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ পরম কৃপালু, তিনি আসিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতিশ্রুতি প্রমাণিত করিবেন। বড় বিপ্রের পুত্রের স্থির বিশ্বাস, প্রতিমা সাক্ষ্য দিতে কিছুতেই আসিতে পারে না; তাই সেও তাহার পিতার বাক্য হৃষ্টচিত্তে সমর্থন করিল। তখন ছোট বিপ্র সভা-মধ্যে বড় বিপ্রের ও তাঁহার পুত্রের কথা তাঁহাদের দ্বারা লিখাইয়া লইলেন। তৎপর ছোট বিপ্র গোপাল আনিতে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ছোট বিপ্রের চরিত্র

মাদৃশ কামুক ব্যক্তি হয়ত ভাবিবে, ছোটবিপ্র বড়বিপ্রের কন্যার রূপাদি মোহে মোহিত হইয়া এইপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট বিপ্র কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক; জড়ভোগ তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং যথার্থ পরোপকারী; তাই বড়বিপ্র প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ-জনিত অপরাধ-পঙ্কে পতিত হইয়া যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হইতে পারেন, তন্নিমিত্ত তিনি এত পরিশ্রম করিতেছেন। ইহা আমাদের নিকট ক্লেশদায়ক বোধ হইলেও তিনি ইহাতে পরানন্দ লাভ করিতেছেন।

কাম প্রাকৃত ও হেয়; চিদ্রাজ্যে তাহার অবস্থিতি নাই; পক্ষান্তরে প্রেম অপ্রাকৃত রাজ্যের পরম সম্পদ্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মায়িক রাজ্যে অবস্থান করেন না; তিনি কখনও মায়া মিশাইয়া আসেন না; তিনি অপ্রাকৃত রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। মায়িক রাজ্য তাঁহার ইচ্ছায় মায়াকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রেমরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমিক ভক্তের বশীভূত; তিনি তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আমরা পরবর্ত্তী ঘটনায় দেখিতে পাইব, ভগবান্ ছোট বিপ্রের প্রার্থনানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন—সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক ভক্ত। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরিত্র জানাইলে আমরা জানিতে পারিব, নতুবা পারিব না। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দনন্দন চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সদ্ব্যাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাখ্য প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই-স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মৈমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, আমগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দীগোপাল, শ্রীরামচাঁদ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ মাদক, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিকানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যানন্দ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থ-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
শুদ্ধ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন-ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সম্পূর্ণ বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বীপ[illegible]

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

জৈবধর্ম্ম

[illegible]

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বচনে অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

গোদ্রুমচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা অজ্ঞাত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

সদ্য প্রকাশিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের-জ্বর, কাসি, থুত্থুড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—
প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মহৌষধ

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে অক্ষমতা, অবসাদ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষাআদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"অখণ্ড বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টী ইনজেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইনজেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ট্রেং ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

……… ……… ………আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা- শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সংবাদপত্র — প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬০ সংখ্যা

চৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে ভাদ্র ১৩৩৭ শনিবার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে কারামুক্তকর্ম্মী

১৪ বৎসরের বালক-বন্দীর মৃত্যু

রাষ্ট্রপরিষদে নির্ব্বাচন

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা—বিকানীর মহারাজের অভিমত

প্রায়শ্চিত্ত কেন

ছাত্র-ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্টের কারাদণ্ড

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাজারমন্দা

গোলটেবিল বৈঠকে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি

নেলোরে ১৪৪ ধারা

ওয়ার্কিং কমিটীতে মিঃ সত্য

নানা কথা

কৃষ্ণনগরের কারামুক্ত কর্ম্মী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কৃষ্ণনগর ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত গোপীনাথ মজুমদার এবং নদীয়া জিলা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃষ্ণনগর কলেজে পিকেটিংএর সম্পর্কে ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। গত ২রা সেপ্টেম্বর তাহারা ও অন্য তিন জন স্বেচ্ছাসেবক মুক্ত হইয়াছেন।

১৪ বৎসরের বালক বন্দীর মৃত্যু

গত রবিবার প্রাতে যারবেদা জেলে কৌণ্ডিন্য বৈদ্য নামক ১৪ বৎসর বয়স্ক এক বালকের মৃত্যু হইয়াছে।

ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্টের কারাদণ্ড

লাহোরের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত লধারাম দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে ১০ হাজার টাকা পরিমাণে জামীন মুচলেকা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাঁহার প্রতি ১বৎসর কারাদণ্ড এবং তাঁহাকে 'সি' শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপরিষদে নির্ব্বাচন

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী অমুসলমান কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সর্দ্দার জগন্নাথ মহারাজ পণ্ডিত (১০৬৩ ভোট), হরমাসজী মালেকজী মেদ (৯৩৪ ভোট) ও মানুফিরোজ শেঠনা (৬৯৬ ভোট)।

বোম্বাইয়ে বর্জ্জন কমিটী

প্রকাশ বোম্বাইয়ের বর্জ্জন কমিটি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত এক বন্দোবস্ত করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাহারা অতঃপর অস্বদেশী মিলের বস্ত্র বিক্রয় করিবে না তাহা হইলে উক্ত কমিটী তাহাদিগকে যে মাল জমা আছে তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন। লাট বাহাদুর এই সম্পর্কে বোম্বাই সহরে গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ওয়ার্কিং কমিটীতে মিঃ সত্যমূর্ত্তি

প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অস্থায়ী সভাপতি চৌধুরী খলিকুজ্জমানের নিকট শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি এক পত্র লিখিয়া ওয়ার্কিং কমিটীতে কাজ করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যখন সম্মানজনক ভাবে শান্তি স্থাপিত হওয়ার আশা এখনও দেখা যাইতেছে না, তখন ওয়ার্কিং কমিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশন তিনি মাদ্রাজে আহ্বান করিতেছেন।

নেলোরে ১৪৪ ধারা

প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ, এস, সি ক্রাচ নেলোর সহরে শোভাযাত্রা, রাজনৈতিক আন্দোলন নিষেধ সূচক এক আদেশ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে জারী করিয়াছেন। উহার ফলে, গত ২৯শে আগষ্ট হইতে ২মাস কাল পর্য্যন্ত নেলোর সহরে কোন সভাসমিতির বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না। তিনি আইন অমান্যের উত্তেজনাকারী কোন বিজ্ঞাপন দেওয়ালে মারাও নিষেধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাজার মন্দা

বোম্বাই ক্রনিক্যালের বিশিষ্ট করেসপণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হইয়া পড়িয়াছে, ফলে সকল দেশের কলওয়ালাদিগকে বাধ্য হইয়া কম কাজ করিতে হইতেছে। পৃথিবীর নিম্নলিখিত দেশসমূহের কার্য্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত হারে কমিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দেশের নাম	শতকরা হ্রাসের পরিমাণ
ভারতবর্ষ	৫
ইটালী	২০
জার্ম্মাণী	২৫
জাপান	৩০
মার্কিণ	৩৫
ইংলণ্ড	৫০

হিন্দু জ্যোতিঃ বন্ধ

"হিন্দু জ্যোতিঃ" নামক গুজরাটী পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত নারায়ণ ডি, ঠাকুরের নিকট প্রেস অর্ডিন্যান্স বলে ২ হাজার টাকা তলব করা হইয়াছে। প্রতিবাদ কল্পে এই পত্রিকা মুদ্রণ বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা
বিকানীর মহারাজের অভিমত

ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বিকানীরের মহারাজ রয়টারের প্রতিনিধির সাক্ষাতে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহাতে তিনি বলেন, ভারতবাসী ও বৃটীশের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা এবং বন্ধুভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষরূপে প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসিত ঔপনিবেশিক রাজ্যের সহিত সমান অধিকার লাভ করিবার জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা কিরূপ তীব্র মহারাজা তাহা হৃদয়গ্রাহিরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ বৃটিশ জাতির সহিত স মিত্ররূপে সম্প্রাপ্ত। বৃটিশ জাতির চিরন্তন কুশাগ্রমতি রাজনীতিজ্ঞতা যে ভারতবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি-সাধনে সমর্থ, ইহাতে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারে না, অবশ্য সাম্রাজ্যের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহারা যে সন্তোষজনকরূপে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, সকলেরই ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

মহারাজা লর্ড আরউইনের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি পরস্পরের সন্তোষজনকরূপে স্থায়ী মীমাংসা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার অধিক মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মহারাজা বলেন, ন্যায় ও দৃঢ়তা সম্পাদনের ও জগতে শান্তিসংস্থাপনের যাহারা প্রকৃত বন্ধু, লর্ড আরউইনের চেষ্টার সমর্থন করা তাঁহাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। ভারতীয় রাজন্যবর্গ লর্ড আরউইনের মনোভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যে সহায়তা করিতে ত্রুটী করিবেন না। তিনি আশা করেন, বৃটেন ও বৃটীশ ভারতের সকল লোকই সেইরূপ করিবেন।

—দৈঃ বসুমতী

গোল টেবিল বৈঠকে
বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি

প্রকাশ, মিঃ এম, এ, জিন্না, স্যার ফিরোজ শেঠনা, স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, মিঃ এম, আর, জয়াকর ও স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর (ছোট) গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। স্যার চিমনলাল শীতলবাদের নাম বাদ পড়াতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি নিমন্ত্রিত হইবেন ইহা একরূপ স্থির ছিল।

বৈঠকে যোগদানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মিঃ জিন্না, স্যার ফিরোজ শেঠনা, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ও স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর (ছোট), গত বুধবার বোম্বাই লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা একণে প্রমথ কমিশনের সহিত সিমলাতে আছেন।

প্রায়শ্চিত্ত্য কেন?

নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের গ্রেপ্তার ও দণ্ডের প্রতিবাদকল্পে গত রবিবার দিন সভ্যাগ্রহ অধিনায়ক রায়কান্ত বাবুর নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা-শেষে কংগ্রেস প্রাঙ্গনে এক বিরাট সভা হয়। সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলা হয়, জাতীয় সংগ্রামে সাধারণ মুসলমানদের ঔদাসীন্যের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ডাক্তার আন্সারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা কারাগমন করিতেছেন।

যশোহর হোলি-হাঙ্গামার জের

শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার কর, শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীযুত এন, বি, সি, রাও শান্তি ভঙ্গ করিবার অভিযোগে যশোহরের প্রথম শ্রেণী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, কে ঘোষের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ২ টাকা অর্থদণ্ড অভাবে ২৫ দিন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ গত বুধবারে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জ্যাকের আদালতে আবেদন করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৪ই মার্চ্চ হোলির দিনে আসামীগণ ও অপর কতকগুলি লোক উকীল শ্রীযুত কৃষ্ণবিনোদ রায়ের বাটীর নিকটে সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে যশোহরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মোটরগাড়ীযোগে যশোহর রেলষ্টেশন হইতে গমন করিতেছিলেন। আসামীগণ তাঁহার গাড়ীতে রঙীণ জল নিক্ষেপ করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি, অশ্বিনী বাবু ও গোবিন্দ বাবুর অনুকূলে রুল জারির আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বাবু ও শ্রীযুত রাওয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

এডওয়ার্ড কলেজ

প্রকাশ সরকার স্থির করিয়াছেন, ১৫ই তারিখ হইতে অমরাবতীর কিংএডওয়ার্ড কলেজ আবার খুলিবে। তবে ছাত্রগণ কলেজের সীমার মধ্যে সরকার-বিরোধী কোন অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

কানপুরে পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য

গত ৩রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য কানপুরে আসিয়াছেন। তিনি এখানে একটি জনসভায় বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে ভাদ্র শনিবার—১৩৩৭

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ‖০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ‖০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ‖০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ‖০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

(১)

(ক) মাধবতিথি কাহাকে বলে ও তাহা পালনের আবশ্যকতা কি ?

(খ) উপবাস শব্দের অর্থ কি ?

(গ) আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার শাখামঠসমূহে মাধব-তিথি সম্মান-প্রণালী

(২)

দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ গোদাবরী জেলায় 'কব্বূর' নামক স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(৩)

বিজনৌরে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

(৪)

শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল-মাহাত্ম্য

(৫)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১‖০
৩০। শাধনকণ ⁄০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৩। অর্চ্চনপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। আত্মিনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গোরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। উপদেশামৃত বা শ্রীরাধাদাস্যরত্নমুবলী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ‖০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ফুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলায়েড্ ডিভোসন

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

মাধব-তিথি

শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী প্রভৃতি অর্থাৎ হরিবাসর এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের আবির্ভাব, তিরোভাব তিথিকে মাধব তিথি বলে। আমরা অনেকেই মাধব তিথিতে উপবাস করি বা মাধব তিথির সম্মান করি বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু উপবাস শব্দের মর্ম্ম অর্থ না জানায় বা মাধব তিথি সম্মানের প্রণালী না জানায় আমরা মুখ্য ফললাভে বঞ্চিত হই। কেহ কেহ বলেন একাদশী প্রভৃতি মাধব তিথিতে শরীরের রস বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য শুষ্ক বস্তু খাওয়া বা অনাহারে থাকা আবশ্যক, উপবাস করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু এরূপ ধারণা যে নাস্তিকতার পরিচয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা তাঁহাদের বুঝিবার সুযোগ ঘটে না। আবার কোন কোন ভক্তাভিমানী নিরম্বু উপবাস করেন, কিন্তু উপবাসের তাৎপর্য্য না জানিয়া সেদিন বেশী করিয়া বিষয় কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছি মনে করিয়া সমস্ত সময়টুকু বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়-কথায় ও বিষয়-চিন্তায় কাটাইয়া দেন।

উপবাস শব্দের অর্থ

কেবল অনাহারে থাকিয়া শরীর শুষ্ক করিলেই বা নিরম্বু থাকিয়া বিষয়-কার্য্যে দিন যাপন করিলেই তাহাকে উপবাস বলে না। মহাজনগণ বলেন, উপ অর্থাৎ সমীপে (হরি, গুরু ও বৈষ্ণব-সমীপে) বাস—মাধব-তিথি দিনে আহার, নিদ্রা, বিষয়-কার্য্য প্রভৃতি এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুর আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা ও সাধু-মুখ-বিগলিত শুদ্ধনাম বা হরি-কথা শ্রবণ করা কিম্বা শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করার নাম উপবাস। যত্ন পূর্ব্বক মাধব-তিথির সম্মান করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন—"মাধব-তিথি ভক্তিজননী, যতনে পালন করি।"

মাধব-তিথির-সম্মান-প্রণালী

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অনুকম্পায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের ও তাহার শাখা-মঠ-সমূহের মঠসেবকগণ সমস্ত মাধবতিথিই যথাবিধি সম্মান করিয়া থাকেন এবং সকলকেই সম্মান করিবার জন্য আহ্বান করেন অর্থাৎ সকলকেই হরি-সমীপে বাস করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। দিবারাত্র পাঠ কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া মাধব-তিথির সম্মান করেন অর্থাৎ কীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া সকলকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসাদ-বিতরণ রূপ মহামহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাদৃশ ভব-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগদূর করিবার জন্য যুগপৎ ভবরোগের ঔষধ হরিনাম ও পথ্য মহাপ্রসাদ বিতরণের এরূপ সুব্যবস্থা অন্য কোথাও আছে কি না জানি না, কেবল মাধবতিথি কেন, তাঁহারা সমগ্র বিশ্ব-বাসীকেই নিত্যদিনের জন্য নিত্য মহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।

কব্বূর

কব্বূর (উচ্চারণ—কউউর) নামক এই নব উদীয়মান সহরটি গোদাবরী নদীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণাপথের অন্ধ্রপ্রদেশে অন্যতমা প্রধানা প্রাচীনা নগরী রাজমহেন্দ্রীর অপর পারে অবস্থিত। রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরীর বিখ্যাত ঘাট কোটিলিঙ্গক্ষেত্র। শুনা যায়, সেই স্থানে এককালে কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখনও শত শত লিঙ্গ ঐ স্থানে দৃষ্ট হয়। এই কোটি-লিঙ্গক্ষেত্রের ঠিক বিপরীত দিকে গোদাবরীর পশ্চিমতটে বিখ্যাত গোষ্পদক্ষেত্র কব্বূরের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত।

এই গোষ্পদ তীর্থের অপর নাম পুষ্করতীর্থ। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই স্থানে ভাদ্র-মাসে এক বিরাট্ মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। সমস্ত ভারত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ তৎকালে এই স্থানে সমবেত হইয়া স্নানদানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং পুণ্যতোয়া গোদাবরী-সলিলে প্রচুর সুবর্ণ রজতাদি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। আগামী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে এই মেলা আবার বসিবে। এই মেলাকে এতদ্দেশবাসী সাধারণতঃ পুষ্কর বলিয়া অভিহিত করেন।

ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে 'কব্বূর' শব্দটি সংস্কৃত গোষ্পদ শব্দ হইতে অন্ধ্র-ভাষায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গোষ্পদ ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সত্যযুগে গৌতম ঋষি এইস্থানে আশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। একটি গোশিশু প্রায়ই তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপদ্রব করিত। একদিন ঋষি বিরক্ত হইয়া গোশিশুটির প্রতি একটি তৃণ নিক্ষেপ করিলে শিশুটি তৎক্ষণাৎ ঐ আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। পরে স্থানীয় জনগণ এই বিষয়ে অবগত হইয়া গোহননকারীর গর্হণ করিলে ঋষিবর স্বীয় তপস্যা-বলে গোদাবরীকে আকর্ষণ করিয়া সেই সলিলামৃতে মৃত গোবৎসের প্রাণদান করেন। তদবধি ঐ স্থান গোষ্পদ নামে বিখ্যাতি লাভ করে। এই স্থানের বৈচিত্র্য এই যে, সর্ব্বদা এখানে গোষ্পদের (গরুর খুরের) চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। নদীর ভাঙ্গন বা জল-প্লাবনেও উহা বিলুপ্ত হয় না। আমরা গোদাবরী-গর্ভে এই স্থানে গোষ্পদাঙ্কিত ক্ষুদ্র বৃহৎ চিহ্ন-সমুদায় প্রত্যক্ষ করিলাম। এই গোষ্পদ নাম হইতে অন্ধ্রভাষায় কব্বূর নামের উৎপত্তি এবং এই গ্রাম অতি সুপ্রাচীন।

এই স্থানে অতি প্রাচীন গোপালজিউর মন্দির বিরাজমান এবং তৎপ্রাঙ্গণে বজ্রাঙ্গ-জিউর মন্দির। চিৎসাহিত্যগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগ্রন্থে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাতে শ্রীহনুমান দর্শন করিয়া বিদ্যাপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার কথা দেখা যায়, তাহা এই স্থানটি হইতে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এতৎপ্রদেশে পদার্পণের কালে বা অল্পপূর্ব্বে যে, বর্ত্তমান কব্বূর ও রাজমহেন্দ্রীর অবস্থান তৎকালেই ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে বর্ত্তমান রাজ-মহেন্দ্রী নগরের গভর্ণমেণ্ট আর্টস্ কলেজ-প্রাঙ্গণে রক্ষিত শিলাফলক হইতে ও উক্ত নগরের প্রাচীন মদনগোপাল-মন্দির যাহা—মহম্মদ তোগলকের সময় মসজিদে পরিণত হইয়াছে, তাহার শুদ্ধলিপি হইতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অন্ধ্রকবি শ্রীনাথ ভট্টের লিখিত কাশীখণ্ডম্ ও ভীমেশ্বরপুরাণমু নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

এখান হইতে তিন মাইল মাত্র দক্ষিণে গোদাবরীতটে বিজয়েশ্বরম্ গ্রাম অবস্থিত। এই 'বিজয়েশ্বরম্' অন্ধ্রদেশের উচ্চারণ-প্রণালীতে 'বিজ্যেশ্বরম্'রূপে পঠিত হয়। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের সময় এই বিজ্যেশ্বরম্ বা বিজ্যেশ্বরমই বিদ্যাপুরম্ বা বিদ্যা-নগরম্ নামে অভিহিত ছিল। বিশেষতঃ রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তার অবস্থান রাজ-মহেন্দ্রীর নিকটেই সম্ভব। এতদ্দেশীয় শ্রীচৈতন্যভক্ত কেহ কেহ এই বিজয়েশ্বরম্ই যে রায় রামানন্দ প্রভুর বিদ্যানগর—এই মত পোষণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে বিজয়েশ্বরম্ গোষ্পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে পারে। অথবা অল্পদূর না হইলে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু দোলায় না চড়িয়াও আসিতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গে সহস্র বৈদিক ব্রাহ্মণ থাকায় তিনি কোন বিখ্যাত ঘাটে বা কোন উপলক্ষ্যে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে।

অপরদিকে কব্বূরের গোষ্পদ ঘাট ও রাজমহেন্দ্রীর কোটিলিঙ্গঘাট গোদাবরীর উভয় তটে পরস্পর সম্মুখীন ভাবে অবস্থিত সুতরাং ঐ বিখ্যাত প্রাচীন ঘাটদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীন পারঘাট হওয়াই সম্ভব। অতএব শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদঘাটে স্নান সমাধা করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে জল-সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছিলেন এবং সেই স্থানে শ্রীরায় রামানন্দপ্রভু সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন, এইরূপ হইতে পারে।

এই গোষ্পদ ঘাটের প্রান্তভাগে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের নূতনালয়-কার্য্য চলিতেছে। ঐ উদ্দেশ্যে রাজমহেন্দ্রীর রামচন্দ্র রাও নামক এক বণিক্ প্রায় দশকাঠা ভূমি দান করিয়াছেন। এই ভূমি হইতে গোদাবরী ৩০।৪০ গজের মধ্যেই প্রবাহিতা, কেবল সরকারী বাঁধ ব্যবধান মাত্র। শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সেবা-প্রযত্নে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ প্রকটিত হইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান কব্বূর একটি উদীয়মান সহর। এখানে এম্, এস্, এম্ রেলওয়ের একটা ষ্টেশন আছে। পোষ্টাফিস, থানা, তহশীল প্রভৃতির জন্য এই সহরের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রাচীন সহর রাজমহেন্দ্রীর অপর পারেই অবস্থিত হওয়ায় সহর-কোলাহল হইতে নিবৃত্ত বসবাস-জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে অবস্থান করেন। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী বাসগৃহযুক্ত সংস্কৃত কলেজ আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ উপস্থিত এই কলেজে অবস্থান করিতেছেন। স্থানীয় জনগণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন।

শ্রীরামানন্দ দেবশর্ম্মা
(বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ)
কব্বূর, ৩।৮।৩০

বিজনোরে সপার্ষদ শ্রীলপ্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

বিজনোর, ৩।৯।৩০

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বিজনোর-ঠাকুরসাহেব টিকমসিংজী মহোদয়ের ঠিকানা হইতে তার করিতেছেন—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপরিকরে সিমলার হইতে যাত্রা করিয়া গত প্রাতঃকালে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে নাগিনা ষ্টেশনে উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং মোটরে করিয়া বিজনোরে লইয়া আসেন। নাগিনা হইতে বিজনোর ১৯ মাইল। শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে বিজনোরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এক বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদজীর বাংলোতে দুই দিবস অবস্থান করিবেন এবং তৎপরে দেরাদুনে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে বিজয় করিবেন। ঠাকুর সাহেব টিকম সিংজী এবং বাবু দ্বারকাপ্রসাদজীর প্রভুপাদপদ্ম-সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

সাক্ষিগোপাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৯ সংখ্যার পর)

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম-লিখিত)

গোপাল ও ছোট বিপ্র

ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে গোপালের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—

'ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয়॥
কন্যা পাব—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়, এই বড় দুঃখ॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয়॥'

সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয়ের ভাব সমস্ত অবগত হইয়াও জগতে অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার সহিত চাতুরী করিয়া থাকেন। তিনি ছোট বিপ্রের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—'তুমি দেশে যাইয়া সভা আহ্বানপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমি তথায় আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক তোমাদের দুই জনেরই ধর্ম্ম রক্ষা করিব।

শ্রীগোপালের এই কথা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—গোপালের এই কথায় আর চাতুরী কি আছে; তাঁহার এই কথা ত' অতি সহজ, সরল ও ভক্তবাৎসল্য-পূর্ণ। কিন্তু এই কথায়ও একটী গূঢ় রহস্য আছে।

কলিযুগে নাস্তিকবাদ এবং সন্দেহবাদেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এই যুগে দুগ্ধপোষ্য শিশুও তাহার মাতৃস্তনে মুখ স্থাপন করিয়া কোন ঘটনা শ্রবণ করিলে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, এই কথাটী কি সত্য?' সুতরাং এই যুগের বয়োবৃদ্ধগণের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কি প্রকার সন্দেহবাদে উপস্থিত হন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বয়ং ভগবান্ অকস্মাৎ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া দুই চারিটী কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা বলিবেন—উহা ভগবানের বাক্য নহে, কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র। তাই গোপালের কথা শ্রবণ করিয়া ছোট বিপ্র বলিলেন—আপনি আমার সহিত না যাইয়া যদি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াও সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা হইলেও আপনার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং আপনাকে এই মূর্ত্তিতে যাইয়া এই বদনে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলে সকলে বিশ্বাস করিবে।

ছোট বিপ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপাল বলিলেন—'প্রতিমা চলে এই কথা কোথাও শুনা যায় না, সুতরাং এই প্রকার অসম্ভব কার্য্য আমি কি প্রকারে করিতে পারি?'

তদুত্তরে ছোটবিপ্র বলিতে লাগিলেন, 'প্রতিমা হইয়া যদি চলিতে না পারেন, তাহা হইলে কথা বলেন কি প্রকারে? আপনি ত প্রতিমা নহেন, আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, সাধারণের বিবেচনায় যাহা অসম্ভব, আপনি বিপ্রের জন্য এই প্রকার কার্য্যও করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনাকে এই শ্রীবিগ্রহরূপেই আমার সহিত যাইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ ছোট বিপ্রকে এই প্রশ্ন করিয়া একটী অতি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। সেটি এই—জগতের অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক, কারণ তাঁহারা বিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি বুদ্ধি করিয়া থাকেন। মায়ান্ধ বলিয়া তাঁহারা শ্রীবিগ্রহের চেতনত্ব ও বিষ্ণুত্ব দর্শনে অসমর্থ। এই সকল পৌত্তলিকগণ বিষ্ণু-অর্চ্চাবিগ্রহসেবকগণকে পৌত্তলিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর উপাসকগণ তদীয় শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে সর্ব্বদাই চিন্ময়ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ কখনই পৌত্তলিক নহেন,—গোপালের সহিত ছোট বিপ্রের এই কথোপকথন হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল।

শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের যুক্তির নিকট পরাজিত হইলেন। ভক্তের নিকট পরাজয়-স্বীকার-লীলাটী এই নূতন নহে; শাস্ত্রে আমরা ইহার অসংখ্য উদাহরণ প্রাপ্ত হই। পরাজিত হইয়া গোপাল হাসিয়া বলিলেন—'হে বিপ্র, আমি তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিব, কিন্তু তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না। পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব, আর অগ্রসর হইব না। আমি যে যাইতেছি, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তুমি আমার নূপুরের ধ্বনি মাত্র শ্রবণ করিতে পাইবে। তুমি প্রতিদিন একসের অন্ন রন্ধন করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে—আমি তাহা খাইয়া তোমার সঙ্গে গমন করিব।

বিদ্যানগরাভিমুখে ছোট বিপ্র ও গোপাল

অতঃপর একদিন গোপালের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ছোট বিপ্র দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোপালও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বিপ্র গোপালের নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। পথে প্রত্যহ একসের অন্ন পাক করিয়া গোপালকে নিবেদন করিয়া ভোজন করান। এই প্রকারে আনন্দে বিভোর হইয়া যখন ছোট বিপ্র গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ভাবিলেন, এখন যাইয়া গ্রামের লোকগণের নিকট গোপালের সাক্ষ্য-প্রদানার্থ আগমন বার্ত্তা বর্ণন করিতে হইবে। তিনি যে আসিলেন এখন পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া একবার প্রত্যক্ষ করা যাক। এই ভাবিয়া যেই পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন গোপাল ছোট বিপ্রকে হাসিয়া বলিলেন—তুমি বাড়ী যাও, আমি আর অগ্রসর হইব না।

গোপালের সাক্ষ্যপ্রদান

তখন ছোটবিপ্র নগরে যাইয়া গোপালের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিলে গ্রামের সকলে আসিয়া গোপালের শ্রীপাদপদ্মে সন্দর্শন-প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন ও গোপালের শ্রীঅঙ্গ সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ এবং প্রতিমা চলিয়া আসিয়াছেন জানিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীগোপাল সর্ব্বসমক্ষে বড়বিপ্রের ছোটবিপ্রকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আরও বিস্মিত করিলেন।

বড়বিপ্রের কন্যাদান

বড়বিপ্র শ্রীগোপালদেবের সমক্ষে স্বজনসহ হইয়া লজ্জিত হইলেন এবং ছোটবিপ্রকে কন্যাপ্রদান করিলেন।

বিদ্যানগরে সাক্ষি-গোপাল

ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ সাক্ষ্য প্রদান করিলেন বলিয়া শ্রীগোপালের নাম সাক্ষি-গোপাল হইল। সাক্ষি-গোপাল বিপ্রদ্বয়কে বলিলেন—তোমরা দুইজন প্রতি-জন্মেই আমার কিঙ্কর, তোমাদের সত্যতায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তখন বিপ্রদ্বয় অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে গদ্ গদ স্বরে বলিলেন—

"প্রভো, আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল লোক তোমার প্রতি আপনার দয়ার কথা জানিতে পারিবে।"

তখন গোপাল সেই স্থানে অবস্থান করিলেন এবং বিপ্রদ্বয় মনের আনন্দে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসিয়া শ্রীগোপাল-দর্শনপূর্ব্বক ধন্য হইতে লাগিলেন। সেই দেশের রাজা এই বিস্ময়কর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গোপাল-সন্দর্শনে আসিলেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যানগরে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেবার বন্দোবস্ত করিলেন।

কটকে শ্রীসাক্ষিগোপাল

উৎকলরাজ পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের অতিশয় প্রিয় ভক্ত। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বহু দিন পরে তিনি সংগ্রামে কোট দেশ জয় করিয়া তথাকার রত্ন-খচিত মাণিক্য-সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উহা শ্রীজগন্নাথদেবকে সমর্পণ করিলেন। ভক্তরাজ পুরুষোত্তম শ্রীগোপালের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে উৎকলরাজ্যে লইয়া যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীসাক্ষিগোপাল তাঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সম্মতি পাইয়া ভক্তরাজ পুরুষোত্তম শ্রীসাক্ষিগোপালকে কটকে রাখিয়া তথায় তাঁহার সেবা স্থাপন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই ভাদ্র রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দজী বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ কীর্ত্তন করেন। পরে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ প্রভু প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আবির্ভাব-লীলা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীবার্ষভানবী দেবীর পূজান্তে ভোগরাগ এবং ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনি-সহ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া ভক্তজন-হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভোগ সরিবার পর সমবেত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পুনরায় সন্ধ্যায় একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বেদান্তভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর কীর্ত্তনান্তে সকলকেই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ পেচরান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব জসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীতচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বৈষ্ণব শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যেখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গামজ, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তত্ত্বের প্রাপ্তি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীপ

উজ্জ্বল রোমান টাইপে উত্তম কাগজে ছাপা।—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

জীবনপথ্যং

।৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে শ্লোকগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বর্জন অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
নূতন সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄৹, নবদ্বীপশতক— ⁄৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১৹

আমরা অজ্ঞান ও অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

।অস্মদ্গুরুপ্রাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄৹ মাত্র

৪৫৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। ‘অমৃতার্ণব অবলেহ’—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। ‘শিশুসখা বটীকা’—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া ‘শিশুসখা’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকায় এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া [illegible] হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1543

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৶০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে ভাদ্র ১৩৩৭ সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

ঢাকায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

বোমার দুর্ঘটনার মামলা

মিঃ হড্‌সনের বিরুদ্ধে মামলা

সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য

বিনা লাইসেন্সে রিভলবার

বিদেশী বস্ত্র পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক

গান্ধী আশ্রমে খানাতল্লাস

চন্দননগর ব্যাপারে খুলনায় খানাতল্লাস

ডাকের ব্যাগ লুণ্ঠিত

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে পুলিশ শ্রীযুত নির্ম্মল মুখোপাধ্যায় ও ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী এবং অভয় আশ্রমের দোকান ঘেরাও করে। বেলা ১০॥টা পর্য্যন্ত উল্লিখিত বাড়ী দুইটী ও দোকানে খানাতল্লাস চলে। পুলিশ শ্রীযুত শৈলেন্দ্র দাশগুপ্তের বাটী হইতে কয়েকখানা চিঠি লইয়া গিয়াছে। শৈলেন্দ্র বাবুকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঢাকায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

মিটফোর্ড হাসপাতালের গুলিমারা কাণ্ড সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৪ কি ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ আক্রমণকারীকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

মিঃ হডসনের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় ভাল আছে।

ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে মিঃ পি, এস, কোয়াসীকে নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

মেডিক্যাল স্কুলের যে সব আহত ছাত্র মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহারা সারিয়া উঠিতেছে। হাসপাতালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল বমফোর্ড তাহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন।

গান্ধী আশ্রমে খানাতল্লাস

গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশ পুরাণাপলায়ম গান্ধী আশ্রমে খানাতল্লাস করিয়া 'স্বরাজ' নামক তামিল ভাষায় লিখিত ১ খানি পুস্তিকার ২৫ কপি হস্তগত করিয়াছে। সেই পুস্তিকা মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ হস্তলিখিত কয়েকখানি "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকাও লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি হিন্দী নবজীবনও পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র

ডকেতে স্বেচ্ছাশ্রমিক নিয়োগের প্রতিবাদার্থ গাড়োয়ান ও অন্যবিধ শকট-চালকদিগের পক্ষাবেৎ যাহাতে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিতে না পারে, এই জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে ক্ষমতা প্রদানার্থ রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্টে এক আইন পেশ করিবার কালে রাষ্ট্রীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ হিল প্রকাশ করেন যে, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে।

মিঃ হিল বলেন, পুলিসের খানাতল্লাসী উপলক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিজলীর কারখানায় কম্যুনিষ্টরা হস্তার্পণ করার সংকল্পে আলোক-সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল এবং পুলিস-পাহারাকে বিভ্রম করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তি মধ্যে বিজলী সঞ্চারিত করিয়াছিল। মিঃ হিল বলেন, দুর্গি অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক দোষযোগের জন্য স্থান ষড়যন্ত্রের পক্ষে প্রশস্ত হইয়াছে।

জাহাজী কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া খবর দিয়াছে।

চন্দননগর ব্যাপারে খুলনায় খানাতল্লাস

পুলিশ ৫ই সেপ্টেম্বর খুলনায় শ্রীযুত হেমনাথের বাটি খানাতল্লাসি করিয়াছে। প্রকাশ, চট্টগ্রামের অস্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে চন্দননগরে পুলিশ হানা দেয়, সেই সময় হেমনাথ বাবুর গোবিন্দের নাম নাকি জানা যায়।

মিঃ হডসনের বিরুদ্ধে মামলা সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য নামক [illegible] ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এরিক হডসনের নামে মামলা আনিবার অনুমতি চাহিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, বাঙ্গলা সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রিভলভার রাখিতে কারাদণ্ড

রামজীবন শিশির নামক এক ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে একটি ৬ নলা রিভলবার রাখিবার অভিযোগে অস্ত্র আইনের ১৯ চ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণপল্লিয়ার জোড়াবাগানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর বিচারে তাহার ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক

অমরাবতীর ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মেসার্স কম্ব এণ্ড কিংস্ নামক য়ুরোপীর আহাজী এজেন্সীকে বিদেশী বস্ত্রের গাঁট উত্তর অঞ্চলের কোন ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিকট পাঠাইবার বিষয়ে সাহায্য করিতে যাইয়া উক্ত দিবস মধ্যাহ্ন পুলিশ লাঠী চালাইয়াছিল। তাহার ফলে বিস্তর স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণ লোকজন আহত হয়; তন্মধ্যে ২ জনের অবস্থা সাংঘাতিক। আহতদিগকে গাড়ী হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিদেশী বস্ত্রের গাঁট লইয়া যখন উটের গাড়ীগুলা রেলের আউট ওয়ার্ড অর্থাৎ বাহিরে চালান দিবার অফিসের ফটকের নিকট যাইবে, সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকরা আসিয়া গাড়ীগুলির গতিরোধ করে। ইহাতে য়ুরোপীয় এজেন্সীর ম্যানেজার পুলিস সাহায্যের জন্য টেলিফোন করেন। এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ... ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ঘটনা-স্থলে আসিয়া পৌছেন—

অতঃপর স্বেচ্ছাসেবকরা ও দর্শকদের কেহ কেহ গাড়ীগুলার সম্মুখে শুইয়া পড়েন। পুলিস স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তুলিয়া লইয়া তাহাদের হেপাজতে রাখে ইহার পর ঐ ভারতীয় ব্যবসায়ী ও এক জন পুলিশ কর্মচারী য়ুরোপীর কোম্পানীর অফিসে গমন করেন। প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবসায়ী গাঁটগুলা ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার সে কথায় নাকি কর্ণপাত করা হয় নাই।

ইহার পর পুলিশ আবার গাড়ীগুলাকে ফটকের মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করে। ইহাতে সেই ভারতীয় ব্যবসায়ী, সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকরা ও দর্শকদের কেহ কেহ গাড়ীর সম্মুখে শুইয়া পড়েন। পুলিস তাহাদিগকে একে একে ... হইতে জোর পূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া যায়। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুখজী নরসী ও সত্যাগ্রহীদের সহিত মাটীতে শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

পুলিশ অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে গাড়ীগুলাকে ভিতরে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কোন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের সংবাদদাতা এই যুদ্ধের ফটো লইবার সময় আঘাত পাইয়া আহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

'বসুমতী' অফিসে খানাতল্লাস

শুক্রবার অপরাহ্ণে মুচিপাড়া থানার পুলিস বসুমতী অফিসে খানাতল্লাস করিয়া 'দৈনিক বসুমতী'র ফাইল হইতে চিঠী লইয়া গিয়াছে।

বোমা দুর্ঘটনার মামলা
৭ জন লোক পুলিসের হেপাজতে

সম্প্রতি কলিকাতার যে বোমা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কালী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত কান্তি ...জী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ...জিত বসু ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ... গত ... কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাঁহাদিগকে পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে।

অধ্যাপকের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

রাজসাহী ৪ঠা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ্বর বসু এম, এ, পরিদর্শনে বাহির হইয়া রাজসাহী আসিয়াছেন। তিনি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহরের বড় বড় মাড়োয়াড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে আর তাঁহারা বিদেশী বস্ত্রের বায়না দিবেন না। বর্ত্তমানে তাঁহাদের নিকট যে পরিমাণ বিদেশী কাপড় আছে, কংগ্রেস তাহা শীল করিয়া রাখিয়া দিবেন; কংগ্রেসের অনুমতি ব্যতীত সে গাঁট আর তাঁহারা খুলিবেন না।

মিষ্টার মোবারক আলী দণ্ডিত

গত ১৩ই এপ্রিল একটি জনসভার সমুদ্রজল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি মিষ্টার মোবারক আলী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা ও লবণ আইনের ৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ১০ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে "সি" শ্রেণীর বন্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

রিভলভার হস্তে আক্রমণ
ডাকের ব্যাগ লুণ্ঠিত

সংবাদে প্রকাশ যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজসাহীতে ডাকের ব্যাগ লুট হইয়াছে। যে গাড়ীতে করিয়া ডাকের ব্যাগ লইয়া যাইতেছিল, তাহাতে কেবল চালক ও একজন পিয়ন ছিল। তিন পাড়ার নিকট গাড়ীখানা যাইলে হঠাৎ বহুলোক আসিয়া উহার গতিরোধ করে। উহাদের নিকট রিভলবার ও ছোরা ছিল। তাহারা গাড়ীর লোকজনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ডাকের ব্যাগ লুটিয়া লইয়া যায়।

পরে ঘটনাস্থলের কিছুদূরে একটা বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে ডাকের সামান্য অংশ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বিভিন্ন সাব পোষ্ট অফিসের ডাক ঐ ব্যাগগুলার মধ্যে ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর– ২২শে ভাদ্র সোমবার–১৩৩৭

(১)

শ্রীবিজয়া দ্বাদশী

(২)

শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপাল-কথা

(৩)

মর্কট বৈরাগ্য বা ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করাই পরম মঙ্গল লাভের উপায়

(৪)

কুণ্ঠাধর্ম্মই ভগবৎসেবার বাধক

(৫)

[illegible]-মহোৎসব

(ক) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

(খ) শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

বিজয়াদ্বাদশী

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—এই অষ্টমহাদ্বাদশী। প্রথম চারিটী তিথিযোগে এবং শেষ চারিটী নক্ষত্রযোগে বিহিত হয়। শাস্ত্রে এই অষ্ট মহাদ্বাদশী পালনের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। গত ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার বিজয়াদ্বাদশীর উপবাস ছিল। বিজয়াদ্বাদশীকে শ্রবণাদ্বাদশী বা বামনদ্বাদশী বলা যায়। শ্রীভগবান্ বামন দেব এই দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত (৮।১৮।৫-৬) বলেন—

"শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥
দ্বাদশ্যাং সবিতাঽতিষ্ঠন্মধ্যন্দিনগতো নৃপ।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ ॥"

শ্রীভগবান্ বামনদেব ভাদ্রমাসের শুক্লদ্বাদশী-দিবসে শ্রবণার প্রথমাংশে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে অদিতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ দিবস চন্দ্র শ্রবণা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। অশ্বিনী প্রভৃতি সমুদয় নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণও অনুকূল থাকিয়া শুভাবহ হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, দ্বাদশীতে দিবাভাগেই শ্রীহরির জন্ম হইয়াছিল। তখন সূর্য্য দিবার মধ্যভাগেই অবস্থান করিতেছিলেন। উহারই নাম বিজয়াদ্বাদশী।

গত দ্বাদশীতে সূর্য্যোদয়কালে নক্ষত্রের সহিত তিথি-সংযুক্ত না হওয়ায়, সমস্ত দিন পরে রাত্রিতে শ্রবণা সংযুক্তা হওয়ায় কেহ কেহ বলেন, ঐ দিনে শ্রবণাদ্বাদশী হয় নাই। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৫শ বিলাস ২৫২,২৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) উক্ত হইয়াছে—দ্বাদশীতে তিথি ও নক্ষত্রের যোগ যদি অত্যল্পও হয়, তথাপি তাহাই উপাদেয়, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতেই উপবাস করিবেন। নারদপুরাণ বলিয়াছেন—তিথি নক্ষত্রের যোগে যোগ যদি বিকলা মাত্রও থাকে, তাহা হইলে তাহাকেই অষ্টযামিক অর্থাৎ দিবারাত্রব্যাপী জানিতে হইবে। নারদীয়ের "যদি দ্বাদশীতে রাত্র্যাদিতে কোন সময়েই শ্রবণানক্ষত্রের প্রাপ্তি না হয়, তবে শ্রবণান্বিতা পাপঘ্নী একাদশীতে উপবাস করিবে।"—এই বচন দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে, রাত্রিতেও দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা হইলে তদ্দিনে উপবাস বিধেয়। ত্রয়োদশীতে শ্রবণাসত্ত্বেই পারণ বিহিত। নক্ষত্র অন্তে পারণ বিহিত হইলেও রোহিণী ও শ্রবণানক্ষত্রে এ বিধি নাই। ত্রয়োদশীতেও পারণ বিহিত না হইলেও মহাদ্বাদশীর পারণ সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে উক্ত বিজয়াদ্বাদশী দিনে শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ হইতে বলি-বামন-সংবাদ আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়-গান করিতে করিতে ব্রতোদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীপার্থে দ্বাদশীও তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই। যেহেতু উহাও শ্রীহরিবাসর। বলি-বামন-সংবাদে আমাদের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণরূপ আত্মনিবেদন সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব।

সাক্ষিগোপাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬০ সংখ্যার পর)

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম-লিখিত)

রাজ্ঞীর বাসনা-পূরণ

কটকে শ্রীসাক্ষিগোপালের সেবা আরম্ভ হইলে পুরুষোত্তম-মহিষী শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত বহু অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাজ্ঞীর বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি তাঁহার নাসিকাস্থ বহুমূল্য মুক্তা গোপালের শ্রীনাসিকায় পরাইতে ইচ্ছা করিলেন। ঠাকুরের নাসিকায় ছিদ্র থাকিলে তাঁহার এই বাসনাটী পূর্ণ হইত—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে রাজ্ঞী রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। রাত্রিশেষে গোপাল তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন যে, ছোটবেলা গোপালের মাতা তাঁহার নাসা ছিদ্র করিয়া তাঁহাকে মুক্তা পরাইয়াছিলেন, সুতরাং গোপালের নাসায় ছিদ্র আছে; রাজ্ঞী ইচ্ছা করিলে মুক্তা পরাইতে পারেন। স্বপ্নদর্শনে রাণী অতিশয় আনন্দিতা হইয়া রাজাসহ গোপালের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক গোপালের নাসিকায় মুক্তা প[illegible]নন্দ-সাগরে ভাসিলেন এবং মহামহোৎসব করিলেন।

ভক্তগণ একমাত্র ভোক্তা অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত্যর্থে তাঁহার উপভোগের নিমিত্ত নিত্য নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শ্রীগোপীনাথ ভক্তবাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত উহা অঙ্গীকার করেন এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন উহা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীত হইলে, তাঁহার প্রীতি দর্শনে ভক্তগণ যে প্রেমানন্দ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হন, মায়িক জগদ্বাসিগণের তাহা কল্পনাতীত। ভক্ত ভগবানের এই প্রীতি-সম্বন্ধটী আমরা শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপাল ও পুরুষোত্তম-মহিষীর এই অমৃতবর্ষিণী কাহিনীতে অবগত হইলাম।

সাক্ষি-গোপালের বর্ত্তমান অবস্থিতি

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর খুর্দারোড হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে ব্রাঞ্চ লাইনটী আছে, ঐ রেল লাইনে পুরী ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয়ক্রোশ দূরে সাক্ষিগোপাল ষ্টেশন অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে ৭।৮ মিনিট পথ অতিক্রম করিলে শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপালের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। সাক্ষিগোপালের নামানুসারে এই স্থানের নামও সাক্ষিগোপাল বা সত্যবাদী হইয়াছে। কটক হইতে শ্রীসাক্ষিগোপাল কখন কি প্রকারে বর্ত্তমান সাক্ষিগোপাল নামক স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সাক্ষিগোপাল মন্দিরের সংলগ্ন শ্যামকুণ্ড; এই কুণ্ডটীর সংস্কার আবশ্যক। মন্দির হইতে কয়েক পদাবক্ষেপ রাস্তা অতিক্রম করিলেই রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়। এই কুণ্ডের জল ভাল, যাত্রিগণের স্নানের সুবিধার জন্য একটী ঘাট বাঁধান। মন্দিরের নিকটেই চন্দন-পুষ্করিণী। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী তমাল বৃক্ষ আছে। যাত্রিগণের থাকিবার সুবিধার জন্য জনৈক পুণ্যাত্মা মাড়োয়ারী চন্দনপুষ্করিণীর তীরে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। সাক্ষিগোপাল গ্রামটীর দৃশ্য অতীব মনোরম। চতুর্দ্দিকে আম্রবৃক্ষাদির বাগান সুশোভিত। নিকটেই একটী বাজার আছে।

সাক্ষি-গোপালের ভোগ

সাক্ষিগোপাল বৃন্দাবনের ঠাকুর; তাই তাঁহার নিকট লুচি, খই, সন্দেশ, ফল, মুড়কি প্রভৃতি ভোগ হয়; অন্ন ভোগ হয় না।

মর্কট-বৈরাগ্য

ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া বিরাগ-বিশিষ্ট পুরুষের সহ বাহ্য-দর্শনে সম প্রতিপন্ন হয় অথচ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ লোক-দেখান' বৈরাগ্যকে মর্কট-বৈরাগ্য বলে।

হৃদয়ে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকায় মর্কট-বৈরাগিগণ অন্তরে বিষয়-চিন্তা, গোপনে স্ত্রীসঙ্গ ও বাহিরে কৌপীন বহির্ব্বাসাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করেন। ভগবৎ-চর্চ্চাহীন সাধারণ ভোগোন্মত্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় ইহারাও ভোগরত। ভগবৎচর্চ্চাহীন ভোগিগণ বাহ্যে ভক্তভাব দেখান না এবং মর্কট-বৈরাগিগণ তাহা দেখান—এই মাত্র উভয়ের পার্থক্য।

ভগবৎচর্চ্চাহীন ভোগিকুল সরল বা বালিশ; সুতরাং সৎসঙ্গ হইলে তাঁহারা অনায়াসে শুদ্ধভক্তি-পথ আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। মর্কট বৈরাগিগণ "পেটে এক ও মুখে অন্য" ন্যায় অবলম্বন করায় বালিশ মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে মর্কট-বৈরাগিগণ কপটী। প্রকাশ্য ভাবে ভোগ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে না পারায় যেমন ঐহিক সুখে বঞ্চিত থাকেন, সরলপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ভোগিকুললভ্য সৎসঙ্গ লাভ করিতে না পারায় সেইরূপ পারত্রিক কল্যাণ লাভেও সমর্থ হন না, অর্থাৎ তাঁহাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় কালই নষ্ট হইয়া যায়।

মর্কট-বৈরাগ্য যখন ইহকাল ও পরকাল-বিধ্বংসী তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নয় উহাকে আশ্রয় করা। লোক-দৃষ্টিতে বিষয়-গ্রহণ-রাহিত্যরূপ উন্মত্ততা-সমূহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া যথোপযোগী কার্য্যাদি সম্পন্ন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবা-কার্য্যে নিতান্ত-অপরিহার্য্য বিষয়সকলের ভোগ স্বীকার মাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না ও ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ আচরণ—'যুক্ত-বৈরাগ্য' নামে অভিহিত।

যুক্ত-বৈরাগ্যকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি অন্তরে বৈরাগ্যভাব পোষণ করেন এবং বাহিরে কোন প্রকার শুষ্ক বা কপট বৈরাগ্য-চেষ্টা বা বাতুলতা দেখান না। অনাসক্ত ভাবে যথাযোগ্য গৃহ-কার্য্য করা এবং পর-পুরুষে আসক্ত কুলটা স্ত্রীর ন্যায় প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ ভগবৎস্মরণ করাই তাঁহার কৃত্য হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিলে স্বজনাখ্যদস্যুরূপী ব্যক্তিগণ কোন সাধকের সাধনকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন না এবং বিঘ্নাভাবে ভজন-বল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করে।

মর্কট-বৈরাগ্য যেমন ভগবৎ প্রেম-লাভের হানি-কারক, ফল্গু বা শুষ্ক-বৈরাগ্যও সেই প্রকার ক্ষতি-জনক। ভগবৎ সেবার উপকরণগুলিকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে বর্জ্জন করিলে অথবা ভগবন্নামাদিকে প্রাকৃত শব্দ মনে করিয়া তাঁহাদিগের সেবা পরিত্যাগ করিলে, সাধকের চিত্ত সবিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষের দিকে 'নেতি নেতি' পন্থাকে অবলম্বন করত অগ্রসর হইতে থাকে এবং আকাশ-কুসুম সদৃশ নির্ব্বিশেষতত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া কালে বিফল-মনোরথ হয় ও ফলে পুনরায় ভোগবুদ্ধি গ্রস্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গাদিতে রত হইয়া পড়ে।

মায়ারচিত আপাত-মধুর বাহ্য বিষয়ে স্মরণকালে জীবের চিত্ত তৎপ্রতি অভিনিবিষ্ট হয়। চিত্তের অভিনিবিষ্টতা দুই প্রকার, যথা ভোগ বা অন্বয়মুখী ও ত্যাগ বা ব্যতিরেকমুখী। যে সময় চিত্ত স্মরণারূঢ়

বিষয়কে ভোগ করিতে চাহে, তাহাকে তাহার অন্তর্মুখী এবং যে কাল্পনিক চিত্ত স্মরণারূঢ় বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে, তাহাকে তাহার ব্যতিরেকমুখী অভিনিবিষ্টতা বলে। ভোগ বা ত্যাগ অথবা অন্বয় বা ব্যতিরেকমুখী যে কোন প্রকার অভিনিবিষ্টতাই হউক না কেন, চিত্ত উভয় অবস্থাতেই বাহ্ নশ্বর বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং মর্কট বা ফল্গু-বৈরাগ্য-আশ্রয়কারীর চিত্ত বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ ত্যাগে অক্ষম। যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ী ভক্তের চিত্তই কেবলমাত্র বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করত ভগবন্নামরূপাদির নিরন্তর স্মরণের যোগ্যতা লাভ করে। ভগবৎচিন্তাত্যাগীর চিত্ত ভগবদিতর বাহ্য বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগে কখনই সমর্থ হয় না, কারণ বাহ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই তাহার মননপথগামী হয় না।

যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়কারীর চিত্ত ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়। যিনি যে পরিমাণে চিত্তকে ভগবন্মুখী করিতে সমর্থ, সেই মাত্রায় তাঁহার চিত্ত বাহ্য বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ ত্যাগে ক্ষম; সুতরাং নিষ্পন্ন হইতেছে যে যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়েই জীব ধীরে ধীরে বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবিষ্টতা, তাহাকে গুটাইয়া ভগবন্মুখী করিতে ক্ষম হয়; ফল্গু বা মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

কুলটা স্ত্রী অন্তর্নিষ্ঠা-হেতু যেমন পরপুরুষের প্রতি প্রীতি গাঢ় করিতে ও তাহার ফলে স্বগণাদ্যাদি ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে সমর্থ হয়, যুক্তবৈরাগ্য-আশ্রয়কারী জীবের চিত্তও সেই প্রকার অন্তর্নিষ্ঠা-প্রভাবে ভগবৎপ্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গৃহান্ধকূপ ত্যাগ করিতে বল লাভ করে ও স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তা ত্যাগ করত গুরুকুলে বাস করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। গুরুকুলে বাসকারী জীব অবাধে ভগবৎসেবা করিতে সমর্থ হয় এবং সেবানন্দরস পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদনের সুযোগ পাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া যায়। ফল্গু বা মর্কট-বৈরাগীর আশ্রয়ে বাসকারী জীব বিষয়ের পূতি-গন্ধ ত্যাগে সমর্থ হয় না বলিয়া যুক্তবৈরাগীর আশ্রয়ে আগত জীবের ন্যায় সেবানন্দ-রস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভে অসমর্থ। অসৎ চিন্তা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহারা ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা যেমন হাস্যজনক, মর্কট বা ফল্গু-বৈরাগ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া বিমল সেবানন্দরস আস্বাদনের ইচ্ছা করাও সেই প্রকার হাস্যজনক। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীব-শিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, যথা—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য-বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন

উদ্ধার॥

মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গ্রহণ করিলে জীব অচিরে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া গৃহান্ধকূপ ত্যাগে সমর্থ হইবেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জীবনী আলোচনা করিলে ইহার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুণ্ঠাধর্ম্মই ভগবৎ সেবার বাধক

জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস। সুতরাং জীবের কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র এই কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন।

কুণ্ঠা-ধর্ম্ম (অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবার বিপরীত ভাব) যেখানে নাই, তাহাকে বৈকুণ্ঠ কহে। এই বৈকুণ্ঠই জীবের নিত্য ও শেষ বসতি স্থল। এখানে যাঁহারা আগমন করিবার ভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা অভয়, অশোক ও অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ও নিত্যকাল সেবানন্দরস আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

দৃশ্যমান জগৎ বৈকুণ্ঠের ছায়া-সদৃশ। দর্পণাভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তিতে দ্রষ্টার দক্ষিণ হস্ত যেমন বাম হস্তরূপে অর্থাৎ বিপরীত ভাবে দৃষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণসেবা-পর বৃত্তি সেই প্রকার ছায়ারূপ এই জগতে অসম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার বাধকরূপ বৃত্তির আকারে নৃত্য করিতে থাকে। কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক যে সমুদয় বৃত্তি তাহারা কুণ্ঠধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ এবং এই দৃশ্যমান জগৎই তাহার তাণ্ডব নৃত্যের ক্ষেত্র। যাঁহারা কুণ্ঠাধর্ম্মের প্রলোভনে পড়িয়া কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ উচ্চ ও নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতে থাকেন। শোক, ভয় ও অভাব তাঁহাদিগের অঙ্গের ভূষণ সদৃশ বলিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হন না।

ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবগণ এই কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত জগতে প্রেরিত হয়। কুণ্ঠাধর্ম্মের দ্বারা চালিত জীবগণ ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণ নির্ব্বেদযুক্ত হইলে পর তাঁহাদিগকে ভগবন্মুখী করা সম্ভবপর। তাই ভগবান্ নির্ব্বেদযুক্ত ব্যক্তিসমূহের শিক্ষার্থ কখন স্বয়ং ধরাতলে আসেন এবং কখন কখনও তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ দূত-গণকে ধরাতলে পাঠাইয়া থাকেন। ভগবান্ বা তদীয় দূতগণ জীবোদ্ধারকল্পে যখন কোন জীবের দ্বারে ভিক্ষা বা শিক্ষার ছলে উপস্থিত হন, তখন যদি সেই জীব ভিক্ষা দিতে বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, বা কদুক্তি প্রস্তাবে সম্মত হন না। যদি দেখা যায় যে, ভগবান্ বা ভক্তগণের প্রস্তাব সমর্থন করিতে কেহ পারিতেছে না এবং তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের কথা বলিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি এখনও নির্ব্বিন্ন হয় নাই এবং তদ্ধেতু কুণ্ঠাধর্ম্ম তাহাকে বাধা দিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "আমার এখন রোজগার সেরূপ নাই, আগে ঘর রক্ষা করি এবং পরে অপরের চিন্তা করিব, আমি বৈষ্ণবধর্ম্মকে বোকা লোকের ধর্ম্ম মনে করি, গরিব দুঃখীকে সাহায্য করা অপেক্ষা সাধু সেবা ভাল কাজ নহে, আমার মতে সাধুদিগের উচিত জঙ্গলে থাকিয়া ভজন করা এবং লোকের সাহায্যাপেক্ষা করা উচিত নহে, সমাজ বা দেশের সেবা করা অপেক্ষা অন্য কোন কাজই ভাল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; আপনাতে কোন প্রকার সাধুতা দেখা যাইতেছে না, সাধুরা বোকা তাই খাটিয়া খায় না, অন্যের মেহনতের পয়সা অলস সাধুদিগকে দেওয়া উচিত নহে" ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা কুণ্ঠা ধর্ম্মের দাস। জীবের একমাত্র কৃত্য যখন কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবান্ হওয়া, তখন কৃষ্ণকথা শুনিতে বা কৃষ্ণসেবার জন্য অর্থ দিতে যাহাদিগের হৃদয় কুণ্ঠিত হয়, তাহারা যে কুণ্ঠধর্ম্মগ্রস্ত ও ত্রিতাপ-দগ্ধ, ইহা সহজবোধগম্য। কুণ্ঠধর্ম্মগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলেও সুধীসমাজ তাহাদিগকে মূর্খ বলিয়াই বুঝেন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু তথা ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, শ্রীগদাধর ও শ্রীরামপদ প্রমুখ সেবকবৃন্দের অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টায় শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বিশেষ সমারোহের সহিত যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কটকের বহু ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষিত সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উকীল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সিংহ, উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত, ও উকীল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদাস, প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশধর গোস্বামী ও ডাক্তার শ্রীযুত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলে, তৎপরে শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আবির্ভাব-কাল সমাগত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসবের উদ্দেশ্য ও শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে ফলমূল, মিষ্টান্ন ও নানাবিধ বিচিত্রতা-সহ অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলা ২॥০ টা পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রসাদ-বিতরণ চলে। পরে সন্ধ্যায় পুনরায় একটী অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, [শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীরাধারাণী কি করিয়া তাঁহার প্রাণনাথের আনন্দ বিধান করেন, তাহা জানাইয়া জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ, সুতরাং গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত বিপ্রলম্ভলীলা-রসাস্বাদনে সৌভাগ্য পাইলেই জীব শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কৃষ্ণভজন-রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম স্মরণে কৃষ্ণভজনাধিকার লাভ করিতে পারেন। যেমন কিরণকে বাদ দিয়া সূর্য্যকে মানা যায় না, সেইরূপ কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি শ্রীমতী বৃষভানুজাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণভজন কখন সম্ভব নহে। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র ইহা জানাইবার জন্য আশ্রয়জাতীয় ভাবাকাঙ্ক্ষাপূরক গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া আশ্রয়ে বিষয়-ভজন-প্রণালী কিরূপ, তাহা নিজ আচরণ-দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বই শ্রীগুরুতত্ত্ব। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুপাদপদ্ম পূজা করিতে পারিলে আমাদের অদ্যকার উৎসবানুষ্ঠানের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। গুরুপাদপদ্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কৃষ্ণভজন-চেষ্টা, তাহা কেবল দাম্ভিকতা মাত্র।]

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে

কুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সুদর্শনজী সংবাদ দিতেছেন, সেখানেও তাঁহারা অন্যান্য মঠের ন্যায় শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পাঠ, কীর্ত্তন, পূজা, ভোগরাগাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সমাগত বহু লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারীজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠস্থানে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথদাস প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ. প্রয়াগ ইউ. পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবামকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীবনীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ মার্কস্, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ।

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

[illegible]—গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বোর্ডে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আধবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ [illegible] ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু [illegible] উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible]গণের অনুবর্ত্তী [illegible] প্রাঞ্জল বচনে অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব [illegible]!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ কাতর [illegible]বেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ সপ্তম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে [illegible] বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক [illegible] ইনি [illegible] প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের [illegible] খণ্ডের কথা-সার, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, প্রমাণ[illegible] [illegible] সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—স্বাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

[illegible] সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে ভাদ্র ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

পলাতক আসামীর বিস্ফোরণে মৃত্যু

রাবী নদীতে বোমা

গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস : অধ্যাপক কর্ম্মচ্যুত

সাইমন রিপোর্ট—ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের মত

ঢাকায় নূতন পুলিশ সাহেব

লবণ আইনে সত্যাগ্রহী অভিযুক্ত

কমিউনিষ্টের আক্রমণ

কৃষ্ণনগরে ১০৭ ধারা মামলা

নানা কথা

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। গত সপ্তাহে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পত্নী ও তাঁহার পরিবারস্থ আর কয়েকজন লোক জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল দেখিয়াছেন। তবে তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। পণ্ডিতজীর এখন আর জ্বর হয় না। তবে প্রকাশ, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিষ্ঠীবনে রক্তের দাগ দেখা যায়। ডাক্তার আর্, এন্, ব্যানার্জ্জী জেলে তাঁহার সহিত সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ডাক্তার বি, সি, রায় ও ডাক্তার আন্সারীর ব্যবস্থানুসারে তিনি চিকিৎসা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

১৪টী বোমা আবিষ্কার সম্পর্কে পুলিস গত ৫ই প্রাতে কয়েকটি বাটীতে খানাতল্লাস করে। মঙ্গলাল নামক জনৈক [illegible]লিগ্রাফিষ্টের বাটী হইতে একটি ঘড়া, একটি ট্রাঙ্ক এবং অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মী রামলুভায়া এবং মজট রামকে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পলাতক আসামীর মৃত্যু

লাহোর ৫ই, সেপ্টেম্বরের সংবাদে জানা গিয়াছে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী ভগবতীচরণ, লাহোরের নিকট একস্থানে কয় সপ্তাহ হইল মারা গিয়াছেন। তিনি যে সব রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, তাহাতে বিস্ফোরণ ঘটায় তিনি আহত হন, তাহার ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে ১০৭ ধারার মামলা

কৃষ্ণনগরের ১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় যে মামলা আনা হইয়াছে, ৪ঠা তারিখ এক দফা শুনানীর পর তাহা ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছিল।

মিঃ হডসনের স্বাস্থ্য

৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ এ্রিক হডসনের স্বাস্থ্যের উন্নতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে। জ্বরও রীতিমত কমিয়াছে।

কারা-বদল

৪ঠা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রাজসাহীর জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যিনি প্ররোচনা অর্ডিনান্সে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করা হইয়াছে এবং বরিশালের অর্ডিনান্স কয়েদী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন এত দিন স্থানীয় জেলে ছিলেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর তাঁহাকে বহরমপুর জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লবণ আইন সত্যাগ্রহী অভিযুক্ত

লবণ আইন ভঙ্গাপরাধে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]রেন্দ্র বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত মণী চক্রবর্ত্তীর দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় [illegible] জেলের [illegible] কারাধিবাসের বিরুদ্ধে লিখিত পত্র [illegible] যায়। উক্ত অভিযোগে গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার [illegible] আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। মামলা মুলতুবি আছে।

কমিউনিষ্টের আক্রমণ

হাংপেপ্রদেশের শাসির সংবাদে প্রকাশ, ৩ হাজার কমিউনিষ্ট শাসি আক্রমণ করিয়াছিল, সরকারের [illegible] দল তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। অধিবাসীগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছে। সমুদয় জাপানী, ৩ জন ব্রিটীশ ও ৪জন আমেরিকান প্রজা জাপানী গানবোট 'আটমীতে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

ওয়াদালা ভেড়িবাজার তদন্ত

ওয়াদালা ভেড়িবাজার ঘটনা সম্পর্কে কর্পোরেশনের তদন্তে পুলিশ কমিশনার মিষ্টার কিলী উপস্থিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, উক্ত তদন্ত কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কর্পোরেশনের প্রত্যেক কাউন্সিলারকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। মিষ্টার কিলী কর্পোরেশনের জনৈক সদস্য।

মেম্বারের প্রার্থনা

এরূপ জানা যায় যে, আপাতত হয়তো সন্ধি স্থাপনোদ্দেশ্যে আরও কয়দিন বোম্বে থাকিবার জন্য কংগ্রেসের কোন সদস্য জয়াকরের নিকট [illegible] অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার জন্য রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে বলেন।

তেজবাহাদুর সপ্রু শান্তি প্রস্তাবের দীর্ঘতা হেতু ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং বহু দিন যাবৎ ইহা হইতে রেহাই চাহিয়াছিলেন।

জয়াকর, যিনি দেশকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা ব্যস্ত একমাত্র তিনিই সপ্রুকে আরও অধিক দিন থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার যাহা কিছু প্রশংসা তাহা জয়াকরের প্রাপ্য। শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হউক বা কৃতকার্য্য হউক বা স্থগিত থাকুক, তেজবাহাদুর শান্তি সংক্রান্ত আর কোন বিষয়ে যোগদান করিবেন না। তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকার ২-৩০ মিনিটে ফিরিয়া আসেন। কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতেই [illegible] নাইডুকে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি মিঃ গান্ধীর সহিত [illegible]কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শান্তিকামীদের সহিত আসিতে সমর্থ হন নাই। এই শেষ [illegible] বিশেষ আগ্রহসহকারে আশা করা যাইতেছে যে, দেশের শান্তিস্থাপনের জন্য মিঃ গান্ধী তাঁহার [illegible] করিতে ভুলিবেন না।

রাজপ্রার্থনা

বিকানীরের মহারাজা শান্তির জন্য [illegible]চিত প্রার্থনা করেন। তিনি কিছুই নূতন বলেন নাই। লর্ড আরউইনও শান্তি স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও উদারতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু অবস্থা পূর্ব্ববৎ জটিল রহিয়াছে। কিন্তু তিনি যতই সদ্ভাব রক্ষা করুন না কেন, তিনি আপন ক্ষমতার বাহিরে কখনই যাইতে পারেন না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও লাট সাহেব শান্তি স্থাপনের জন্য কংগ্রেসের সাহায্য চান। এ বিষয়ে মিঃ গান্ধি সম্মত হইবেন কিনা বলা কঠিন।

সাইমন রিপোর্ট
ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের মত

এরূপ প্রকাশ যে, সাইমনরিপোর্ট সম্বন্ধে ভারতীয় মত সম্বলিত পত্র ১০ই সেপ্টেম্বর বহির্গত হইবে। বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে, গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি-তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ আছে। বৈঠক স্থগিত হওয়া সম্বন্ধে জনরব ভিত্তিরহিত। উক্ত বৈঠক নবেম্বরের প্রারম্ভে বসিবার কথা এবং বড়দিনের পূর্ব্বে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঢাকার নূতন পুলিশ সাহেব

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মিঃ পি, এস, কোরেরী ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্ধি প্রস্তাব

বারবেলা সন্ধি বিষয়ক তর্ক সমাপ্ত হইয়াছে। [illegible] কংগ্রেস নেতাদিগের [illegible] পরামর্শ করিয়া [illegible] গান্ধীর শেষ জবাবের খসড়া করা হইতেছে। উক্ত জবাব ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চিঠিপত্রাদি শীঘ্র প্রকাশিত হইবার কথা।

৪ঠা তারিখে সন্ধি প্রস্তাবকারীদের সহিত বাদানুবাদের ফলে মিঃ গান্ধী বর্ত্তমান অবস্থা ও শান্তি প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এবং জবাব লিখিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় চান। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান সঙ্কটাবস্থার শেষ করিবার জন্য সমস্ত দেশের সর্ব্বসাধারণের মত তাঁহাকে বিদিত করা হইয়াছে, এবং সন্ধি প্রস্তাবকগণ যে সকল চিঠি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে দেখান হইয়াছে।

রাবী নদীতে মাটীর মধ্যে বোমা

লাহোর, ৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ১৪ বৎসরের একটিবালক গত ১০ যাবৎ পুলিসের হাজতে আছে, সে [illegible] এক্‌তার [illegible] প্রদত্ত সংবাদে পুলিস ঐদিন [illegible] পুরাতন রাবী নদীর গর্ত্তে এক ডজনের অধিক বোমা পাইয়াছে। এ নদীগর্ভ এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

পুলিস পরে সুতারমণ্ডীতে একটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। সেখানে নাকি কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য পাইয়াছে।

আরও প্রকাশ রাবীনদীর শুষ্ক তারাবী শাখার নিকট হইতে ১৪টি বোমা বাহির করা হইয়াছে। কলিকাতায় সার্ চার্লসের উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে "দৈনিক প্রতাপের" যে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদেরই একজনের প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে পুলিশ এইগুলি খুঁজিয়া বাহির করে।

অধ্যাপক কর্ম্মচ্যুত

মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র দাস এম্, এ, গত জুলাই মাসে কলেজের ফটকে ছাত্রদের পিকেটিংএর পাণ্টা জবাবে অন্যান্য অধ্যাপকদের সহিত পাণ্টা পিকেটিং করিতে সম্মত না হওয়ায় অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সস্পেণ্ড হন। প্রকাশ, সম্প্রতি সরকার তাঁহার নামে এই মর্ম্মে এক নোটীশ পাঠাইয়াছেন যে, ১৮ই তারিখের পর তাঁহার আর চাকরী করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:০:-

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

বিজনৌর, হরিদ্বার, দেরাদুন এবং মুসৌরীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

(২)

পৃথিবীই একটী বিরাট্‌ শ্মশান বা সমাধি-ক্ষেত্র

(৩)

গোলোকের পারকীয় রস-বিচার

(৪)

সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তের বিনাশ নাই

(৫)

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্‌ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হরিদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

দেরাদুন, ৬।৯।৩০

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দেরাদুন হইতে তার করিতেছেন, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রাতে বিজনোর হইতে হরিদ্বার যাত্রা করেন। বিজনোরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক একটী শোভাযাত্রা করিয়া বিজনোর ষ্টেসন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম সিংজী এবং আরও একজন সেবক হরিদ্বার পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর জয়প্রসাদজী পূর্ব্ব হইতেই যথা-সময়ে হরিদ্বার ষ্টেসনে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থামত হরিদ্বারে বহু ভদ্রলোক এবং ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই হরিকথামৃত পান করাইয়া তৎপরদিন দেরাদুন যাত্রা করেন এবং অপরাহ্নে দেরাদুন ষ্টেসনে উপনীত হন। দেরাদুনের ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র সিংজী পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের মোটর এবং ল্যাণ্ডো লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন. শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না. তাঁহারা প্রভুপাদপদ্মকে বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণতিজ্ঞাপন ও জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের সৌজন্যে পরমপ্রীত হইয়া নানাপ্রকারে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর প্রাসাদোপম ভবনেই প্রভুপাদের বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় পার্ষদবৃন্দ-সহ তথায় উপনীত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সজ্জনগণ-সমক্ষে বহুক্ষণ যাবৎ মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত চেতনবাণী—নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু ও দেবেন বাবুর শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণে আগ্রহ ও হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের তথা হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে মুসৌরী যাত্রা করিবার কথা।

বিজনোরে অবস্থান-কালেও সপরিবার পরমশ্রদ্ধাভক্ত ঠাকুর সাহেব টিকম সিংজী এবং পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ব্রজকান্তপ্রসাদজীর অকৃত্রিম সেবা-প্রাণতায় শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার নিজজনগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ যাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি-দর্শনে সন্তোষ লাভ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে অচিরেই তাঁহার নিজজনরূপে অঙ্গীকার করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? সাধু-গুরুর আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যজীবনে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর আরও উদ্বেলিত হউক, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।

পৃথিবীই বৃহৎ "কবর" বা শ্মশান

পৃথিবীকে শাস্ত্রকারগণ মর্ত্ত্যধাম বলেন। যেহেতু পৃথিবী-বক্ষে দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুই নশ্বর, তন্নিমিত্ত নশ্বর বস্তুনিচয়ের আধার রূপা পৃথিবীকে মরণশীল পদার্থের সমষ্টিস্থল বা মর্ত্ত্য-ধাম বলিয়া বুঝাই যুক্তি-সঙ্গত।

তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবের যে সমুদয় দেহ আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবী-বক্ষে দর্শন করিতেছি, তাহার সকলেই কালে মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হইবে। যে কালে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, সে সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহারা মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত না হয়, সেই পরিমিত কালকে তাহাদিগের পরমায়ু কহে। দিনের পর দিন চলিয়া যাওয়ায় অজ্ঞলোক মনে করেন যে, জীবের বয়স বাড়িতেছে; কিন্তু বিজ্ঞগণ মনে করেন, একদিন দুইদিন করিয়া জীবের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু কমিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, চরাচর যাবতীয় বস্তুর নশ্বর বাহ্য দেহগুলি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতেছে।

দৃশ্যমান নশ্বর বাহ্য দেহাবলী প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছে বলিয়া যাঁহারা বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহারা পৃথিবীকে মর্ত্ত্যধাম বলিয়া ত স্বীকার করেনই; অধিকন্তু ইহাকে মহা-শ্মশান বলিয়াও অবগত হন। অদূরদর্শী অজ্ঞ-ব্যক্তিগণ মৃতদেহের সৎকার যে স্থানে হয়, সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটীকে মাত্র শ্মশান বলিয়া বুঝে। বিজ্ঞব্যক্তিগণ দূরদর্শী; জন্মিবামাত্র তাহারা দেহান্ত হইবার পূর্ব্ব অবস্থাকে ক্রমিক ধ্বংস-ভূমিকা রূপে বুঝেন ও সমগ্র পৃথিবীকে একটী মহা-শ্মশান বলিয়া অবগত হইবার সুযোগ লাভ করেন।

যাঁহারা মৃতদেহকে দাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেমন মৃতদেহের সৎকার স্থানকে শ্মশান বলেন, যে সকল ব্যক্তি মৃতদেহকে দাহ করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা সেই প্রকার মৃতদেহকে প্রোথিত করিয়া রাখিবার স্থানকে "কবর" বলিয়া থাকেন। যে বিচারে সমগ্র পৃথিবীকে একটী মহা-শ্মশান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, ঠিক সেই প্রকার বিচার অবলম্বন করিলে সামান্য সামান্য স্থানকে "কবর" বলিয়া বুঝিবার পরিবর্ত্তে সমগ্র পৃথিবীকে একটী সুবৃহৎ "কবর" বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক সেকেণ্ডে আমাদিগের দেহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তন শব্দ দ্বারা চিকিৎসকগণ বুঝেন যে, পূর্ব্বদেহের পরিত্যাগ ও নব দেহের উৎপত্তি। সাধারণ চিকিৎসা-বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিসকল এই রহস্যটী বুঝিতে পারেন না। চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে শরীরের অণুপরমাণুগুলি পুরাতন আকার ত্যাগ করত নিত্য নূতন আকার ধারণ করে। আমরা যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ক্রমশঃ নব নব রক্ত, মেদ, মাংস ও অস্থিতে পরিণত হয় এবং দূষিত রক্ত, মেদ, মাংস অস্থি দেহ হইতে ঘর্ম্ম মল, মূত্রাদি আকারে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া বসে। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে নশ্বর বাহ্য দেহগুলির যখন প্রতিনিয়ত ধ্বংস সাধিত হয়, তখন তাহারা যে ধীরে ধীরে এই পৃথিবী রূপ মহাশ্মশানে নীত বা সুবৃহৎ "কবরে" গৃহীত হইতেছে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যে সকল ব্যক্তি ভগবৎ-সেবাবিমুখ, মায়ানাম্নী ভগবদ্দাসী তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুমুখে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করাইবার জন্য এই পৃথিবীরূপ মহাশ্মশানে বা সুবৃহৎ কবরে পাঠাইয়া থাকেন। শুধু জন্ম ও মৃত্যুদ্বারে দুঃখ ভোগ করাইয়াই মায়াদেবী ক্ষান্ত হন না। যাহাকে সাধারণ লোক জীবিত [illegible] বলিয়া বুঝেন—সেকালেও মর্ত্ত্যধামে দণ্ডার্থে প্রেরিত ভগবদ্বিমুখ জীবগণ অর্থাভাব, ব্যাধি, স্বজনবিয়োগ ইত্যাদি নানাপ্রকার দুর্ঘটনা-মুখে অজস্র ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং এই মহাশ্মশান বা সুবৃহৎ কবর ভগবদ্বিমুখ জীবের মহা ক্লেশানুভূতির স্থান।

মর্ত্ত্য-ধামের বিপরীত ভাবাপন্ন একটী ধাম আছে যাহা বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত। তথায় অশোক, অভয় ও অমৃত চিরবর্ত্তিত হয়। তথায় যাঁহারা যাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই জীবের মধ্যে সৌভাগ্যশালী। সেই বৈকুণ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থ অমর। অমরত্ব-হেতু বৈকুণ্ঠবাসিগণের মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর এবং তদিতর বস্তুসমূহ হয় তাঁহার সেবার উপকরণ, না হয় তাঁহার সেবক। মর্ত্ত্যধামবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী ভগবদ্দাসগণের মত ভগবৎ-সেবায় রত বৈকুণ্ঠদূতরূপী সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক জীবন উৎসর্গ করেন, মাত্র তাঁহারাই দেহান্তে বৈকুণ্ঠগমনের সুযোগ প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে। অতএব বুদ্ধিমানগণের উচিত, কাল বিলম্ব না করিয়া কোন বৈকুণ্ঠ-দূতের চরণাশ্রয় করা। যাঁহারা তাহা করিবেন না, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যধামে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইবেন। স্বেচ্ছাচরণ বা কোন কপটী গুরুর সাহায্যে তাঁহারা কখনই মর্ত্ত্যধামে পুনঃ পুনঃ আগমনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না।

গোলোকের পারকীয় রস

(ব্রহ্মসংহিতা হইতে উদ্ধৃত)

যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিই পতি এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-গর্ব্বিত বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই উপপতি। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই, সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্ব নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয় স্বরূপশক্তি গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপতিত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পারকীয়—এই উভয়বিধ ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিক জগতে বিবাহ-বিধিবন্ধন রূপ ধর্ম্ম আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্য-মণ্ডন রূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া-দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পারকীয় রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটিত ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষু-দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পারকীয় রসই সর্ব্ব রসের নির্য্যাস, তাহা গোলোকে নাই—একথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয়-রস আদৌ নাই—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারস্বরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্তা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" "রেমে ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন দ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ ধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যবশে চিচ্ছক্তিকে আপনাকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া

মুক্তি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্য রস পর্য্যন্ত রসের স্ফুরণ গতি। কিন্তু গোলোকে আত্ম-শক্তিকে শতসংখ্য গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-নির্বৃত্তি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয় অভিমানে রসের অত্যন্ত-চূর্ণতা হয় না, তজ্জন্য অনাদি কাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ পরোঢ়া অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় উপপত্য-অভিমান স্বীকার পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। গোলোক নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ, সুতরাং তথায় সেই অভিমান মাত্রেই রস প্রবাহ সিদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী

ধানবাদ,

ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

শাস্ত্রে অনেকস্থলে ধর্ম্মকে, অনেকস্থলে জ্ঞানকে, অনেকস্থলে যোগকে সাধন ভজনের উপায় বা অভিধেয় বলিয়া প্রকাশ করিলেও, সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র কিন্তু ভক্তিকেই সর্ব্বত্র একমাত্র অভিধেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেহাত্মবাদী ধর্ম্মার্থ কামকামিগণ স্বর্গসুখ লাভের আশায় সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন এবং এইরূপে কর্ম্মের নাগর দোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে লক্ষ লক্ষ যোনী ভ্রমণ পূর্ব্বক সংসার-তাপে দগ্ধ হইতে থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।৪) "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" শ্লোকের উক্তি অনুযায়ী কেবল-বোধ-লাভের জন্য অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—এইটী স্থির জানিবার জন্য শ্রীভগবানে ভক্তিই যে একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করায় স্থূল-তুষপেষণকারীর তণ্ডুল অপ্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাদের ক্লেশ মাত্রই সার হয়। আবার মুক্তাভিমানী পুরুষগণ বিমুক্ত হইয়াছি—এই অভিমানে শ্রীভগবানে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাঁহারা অনেক ক্লেশে সাধ্য-রীতি পালন-দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।২৬—"যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামিগণের আত্যন্তিক বিচারে ঐ সমস্ত পুরুষার্থগুলি পুরুষার্থ লাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলকৃষ্ট যে পঞ্চম পুরুষার্থ (প্রেম) লাভের একমাত্র সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয়, তাহা অধোক্ষজজ্ঞান-প্রণোতা অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত এবং ভক্তিমুখা-পেক্ষী না হইয়া যে, কোন ফল প্রদান করিতে আদৌ সমর্থ হয় না, তাহা কলিযুগ-পাবনাবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর শিক্ষায় আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি-বিনা তাহে দিতে নারে ফল॥ কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম জ্ঞান যোগ প্রভৃতির বহুবিধ প্রশংসা করিলেও সারগ্রাহী সুমেধা ব্যক্তিগণ 'রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' এই বিধি অনুসারে উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে স্বভাবতঃ অনুরাগ-বশতঃ নিকৃষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করার ন্যায়, পরম তত্ত্বের খণ্ড-ভাবের উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করত অনন্যভক্তি-সহকারে নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। যদিও ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকগত জীবের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, তথাচ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে কেবলা ভক্তি-কারী ব্যক্তিগণকে আর অনিত্য দুঃখালয় স্বরূপ পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন মনোধর্ম্মাবলম্বী মনীষিগণ ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করায় আমাদের ন্যায় ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে সেই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সার সংগ্রহ করা অতীব কঠিন; কাজেই মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ এই বিধি অনুসারে শ্রৌতপন্থায় মহাভাগবত পাদপদ্ম আশ্রয় করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। মহান্ত বা সদ্গুরু যিনি, তিনি মর্ত্ত্যজীব-বিশেষ নহেন, তিনি শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ বিধায় তাঁহার শ্রৌতসিদ্ধান্তের সহিত শ্রীভগবানের সিদ্ধান্তের কোন ভেদ নাই বা ভেদ থাকিতে পারে না।

সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতিরেকে জীবের ভক্তি বা [illegible] সেবার উদয় হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজের সেবা-বিচিত্রতা [illegible] প্রচার করিবার জন্য আশ্রয়-বিগ্রহ মহান্ত-গুরু বা আচার্য্য রূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাই এই কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীভগবান্ গৌরহরি ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক কলিহত জীবের দুঃখ বিমোচনের জন্য স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জীবের নিত্য-ধর্ম্ম (প্রেমলাভ) প্রচার করিলেন, কেননা তিনি বলিলেন যে, "আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এইত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরে বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট স্থাপন-মানসে আমাদিগের ন্যায় কৃষ্ণ-বিমুখ বদ্ধজীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং এবং তাঁহার সহস্র প্রিয়ানুচরবর্গের দ্বারা জীবের দ্বারে দ্বারে জীবের নিত্য প্রয়োজনের (প্রেম ধর্ম্মের) কথা আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিয়া শিক্ষা দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত হরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তি এবং যাহা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ী 'অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥' এইরূপ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যাভক্তি লাভ করিতে পারিলে জীব নিখিল শুভাশুভ কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপগত সেবা লাভের অধিকারী হইতে পারিবে। শ্রীভগবানের কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই ইহাই তাঁহার সাধারণ বিধি; কিন্তু তাঁহার বিশেষ বিধি এই যে, যে কেহ তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ভজন করে সে তাঁহাতে আসক্ত এবং শ্রীভগবান্ও তাহাতে আসক্ত থাকেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের পক্ষে কর্ম্মসকল সেই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয় বা সাধুসঙ্গে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা রুচি না জন্মে। 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥' শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯

সমস্ত গীতার চরম তাৎপর্য্যে শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ধর্ম্মের ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করেন। যাহার অনন্যভক্তিতে অধিকার হয়, সে ব্যক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের বিধির বাধ্য হয় না, ভক্তির অনু-শীলন মাত্রেই তাহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়। তাই তিনি কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবকে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥'—এই আদেশ করিয়া অনন্য-ভক্তিপথারূঢ় জীবের কখনও নাশ বা পতন নাই ইহা জানাইবার জন্য তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিলেন,—

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে

বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে গত ১৪ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট রবিবার তারিখে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আনুগত্যে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে মহামহোৎসব করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিগোষ্ঠী এবং সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু সজ্জনগণ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত শুভ মহোৎসব-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাইমোহন চৌধুরী মহাশয় একটি সুন্দর আলোক এবং তাঁহার সুযোগ্য ধর্ম্ম-প্রাণ পুত্র শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় একটা ভাল কাঁসর দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৬১ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ স্তম্ভের ৫ম ও ৩২শ পংক্তিতে 'বৃষভানুজায়া' স্থলে 'বৃষভানুজা' বা 'বৃষভানু নন্দিনী' পাঠ হইবে। পাঠকগণ পাঠকালে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ ব্রহ্ম প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বেদপন্থা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোপীনাথের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলিগ্রাফেরাল ও

নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

-বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গৌরাঙ্গের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে ভাদ্র ১৩৩৭ বুধবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

ঠাকুর হরিদাস

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম সহজীবের সংসার-মোচন কিরূপে হইবে ?'

হরিদাস উত্তর করিলেন, "আপনি কলিহত জীবের উদ্ধারের উপায় পূর্ব্বেই করিয়াছেন। আপনি উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েই সেই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করে। এই সঙ্কীর্ত্তন শুনিবামাত্র জঙ্গমের সংসার ক্ষয় হয়। স্থাবরে শব্দ লাগিয়া প্রতিধ্বনিবৎ শব্দ হয়, কিন্তু বাস্তবিকই তাহা প্রতিধ্বনি নহে, স্থাবরও সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যোগদান করে, উহা সেই শব্দ। যাহারা কখনও কথা কহিতে পারে না, তাহারাও তোমার কৃপায় কথা কয়; ফলে সকল জগতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন হয়। তাহার প্রমাণ আপনি যখন ঝাড়িখণ্ড দিয়া বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন সেই সময় আপনার প্রেম-প্রভাবে ব্যাঘ্র এবং মৃগও প্রেমে মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল এবং পরস্পর চুম্বন করিয়াছিল। আপনি যখন "হরিবোল" ধ্বনি করিয়াছিলেন, তখন বৃক্ষলতাও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিল। এসমস্ত বৃত্তান্ত আমি বলভদ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। জীবের উদ্ধার নিশ্চয়ই হইবে, কারণ একদিবস বাসুদেব দত্ত জীবের সংসার মোচন প্রার্থনা করায় আপনি তাঁহার প্রার্থনা পূরণের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি সমস্ত জীব মুক্ত হয়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড জীবশূন্য হইবে।"

হরিদাস বলিলেন, "হে প্রভো, আপনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলেন, সকলেই উদ্ধার পাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড যদিও উদ্ধার পাইয়া যায়, তথাপি অনন্ত [illegible] জীবকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় উদ[illegible]রিবেন; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পুনরায় জীব-দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। যদি কেহ বলেন যে, তিনি চৈতন্য-মহিমা অবগত আছেন, তিনি বলুন,

আমি এই মাত্র জানি যে—
তোমার যে লীলা সুধা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥

এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল।
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিলা বর্জ্জন॥
ঈশ্বরস্বভাব—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে হয়ত
বিদিতে॥

তাহার পর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥

শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রীদের জন্য

শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরসিটী-নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পরিবর্ত্তিত নূতন টাইম টেবল

আপ

	শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটী	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপ
১১৭নং	৫-৪০	৬-৪৫	৭-২৪	৭-৩৩
৪৭নং	৯-৩৯	১০-৪৪	১১-২১	[illegible]-৩০
১৭নং	১২-২৫	১৩-৩০	১৪-১০	১৪-১৯
১১নং	১৬-৪	১৭-১৪	১৭-৫৪	১৮-৩
৫৯নং	১৯-৬	২০-১১	২০-৫১	২১-০

উপরিউক্ত ১১৭নং ও ৫৯নং ট্রেণ দুই খানি কৃষ্ণনগর হইতে যথাক্রমে ৪১নং ও ১৯নং হইয়া নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে আসে।

ডাউন

	নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটী	শান্তিপুর
১১৬নং	৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৫৭	৭-৩২
৬০নং	৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৬	১১-২১
১২০নং	১২-১০	১২-২১	১৩-২০	১৪-৫
১৭৮নং	১৫-২২	১৫-৩৩	১৭-২০	১৮-৬
৭৬নং	১৮-৫৫	১৯-[illegible]	২০-৪	২০-৫০

উপরিউক্ত ১৭৮নং ও ৭৬নং ট্রেণ দুই খানি কৃষ্ণনগরসিটী হইতে যথাক্রমে ১১৮নং ও ১৪নং হইয়া শান্তিপুর যায়।

উল্টা বুঝ্‌লি রাম

একটী মোকর্দ্দমার বিচার্য্য বিষয় ছিল, প্রতিবাদী প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অমুক হোটেলে যাতায়াত করেন কিনা? প্রতিবাদী অস্বীকার করায় বাদীপক্ষ দেখাইলেন যে, প্রতিবাদীর ঘোড়া প্রতিদিন ঐ সময় হোটেলে থামিয়া এরূপ অভ্যাস করিয়াছে যে, ঘোড়াকে আর থামাইতে হয় না, সে আপনা হইতেই থামে।

এই ব্যাপার লইয়া ইংরাজী আদালতে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। যে পাশ্চাত্য জাতির আপনাকে জড় জগতের দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, আজ তিনিই প্রশ্ন করিতেছেন, "আমরা অনেক বিজ্ঞান, তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছি [illegible] মনে করি, কিন্তু যখন আমাদের [illegible] জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করি, তখন বাস্তবিকই আপনাদিগকে অজ্ঞ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।"

এমন একদিন গিয়াছে, যখন ধর্ম্মযাজকেরা সমস্ত বিদ্যা আপনাদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিতেন যে, তাঁহারাই একমাত্র বুদ্ধিমান্‌।

কন্‌ষ্ট্যান্সে ধর্ম্মযাজকদিগের এক সভা বসে। সভার বিচার্য্য বিষয় ছিল স্ত্রীলোকদিগের আত্মা আছে কিনা?

আর আজ স্ত্রীজাতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, আদালতে এবং সমাজে কেবলমাত্র যে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতেছে, তাহা নহে, তাহারা শীঘ্রই যেন হয় পুরুষদিগকে পদানত করিবে।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকই বেশী। যদি স্ত্রীলোকেরা এ বিষয় পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিত, তাহা

হইলে আজ আমরা বিলাতে স্ত্রীমন্ত্রিদল দেখিতাম।

মধ্য যুগে নাইটেরা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতেন এবং তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহারা সেরূপ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অসম্মান করিতেন, কারণ, স্ত্রীলোক দিগকে দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য জাতির স্থানে বসাইলে তাঁহাদিগকে অসম্মানই দেখান হয়। বিপদ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে আরও বিপন্ন করেন; কারণ স্ত্রীজাতিও আপনাদিগকে দুর্ব্বল মনে করিয়া আত্মরক্ষার ভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া জাতীয় বিপদের আবাহন করেন।

আমরা অপরের বিষয় না জানিয়া, তাহাদের উপকার করিতে যাইয়া, অথবা তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া নিজেরাও অসুবিধার মধ্যে পড়ি এবং অপরকেও অসুবিধার মধ্যে ফেলি।

আমরা আপনাদিগকে পোষক এবং গো, স্ত্রী, শিশু প্রভৃতিকে পোষ্য মনে করিয়া গোবর-বুদ্ধির পরিচয় দি।

প্রাগুক্ত প্রতিবাদী মনে করিয়াছিলেন, "এটি সুন্দর শিক্ষিত ঘোড়া আমার, ঠেটেলে থামিতে বলিতে হয় না"; কিন্তু পরিশেষে ঘোড়ার অতিবুদ্ধিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিল।

আমরা যদি আপনাদিগকে পালক, অপরকে পাল্য, আপনাদিগকে ভোক্তা, অপরকে ভোগ্য, আপনাদিগকে প্রবল, অপরকে দুর্ব্বল মনে না করিয়া, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করি, এবং কৃষ্ণৈকশরণ হই, তাহা হইলে সেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথই আমাদিগের যোগক্ষেম বহন করিবেন।

কে কার কবলে?

লর্ড সিডেনহাম বলেন, "মহাযুদ্ধের ধ্বংসের ফলে কোন কোন জাতির জীবনে এমন একটা বিকট দাগ কাটিয়া দিয়াছে, যে দাগ কল্পান্তেও মুছিবার নয়। শ্রেষ্ঠ মানবগণকে হারাইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার সামাজিক জীবনে বিরাট বিপ্লব সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থনষ্ট, বাণিজ্যধ্বংস এবং অতিব্যয়ের ফলে ঋণ, কর, এবং প্রজাগণের উপর সকল প্রকার চাপ পড়ায় কাহারও দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

ভারসেলির শান্তি-বৈঠকে গুরুভার কার্য্য পড়িল, কিন্তু সে ভার গ্রহণ করিবার মত লোক ছিল না—বাস্তবিকই এরূপ জটিল কার্য্য সুসম্পন্ন করা মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অতীত।" জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হইল,

কিন্তু সভ্যজগৎ মানুষের 'ছুঁচি-কামড়ান' সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া যে দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহা দূর করা সভ্যজগতের ক্ষমতার অতীত। সভ্যজগৎ বিষপান করিয়াছে; কিন্তু সে ত নীলকণ্ঠ নয়। পুতনার স্তন্য পরিপাক করিয়া পুতনা বধ করিবার ক্ষমতা একজনেরই আছে। বিষধর সর্পশিরে নৃত্য করা তোমার আমার কাজ নয়।

আজ সভ্যজগৎ ভোগের মস্তকে চড়াইয়া, তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে যাইয়া নিজেই মার্জ্জারধৃত ইন্দুরের ন্যায় অবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি ভোগ করিব, অপরের ক্ষতি করিয়াও ভোগ করিব—ইহাই আজকালকার সভ্যতার শিক্ষা; কিন্তু পরের ক্ষতি করিয়া ভোগ করা যায় না। শুধু তাই নয়, তুমি আমি ভোগ করিবার মালিকই নহি। যিনি ভোগ করিবার মালিক, তাঁহার ভোগের উপকরণ হওয়াই যখন সভ্যতা শিক্ষার চরম ফল বলিয়া গণ্য হইবে, তখনই জগতে শান্তি বিরাজিত হইবে। আমরা এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বর্ত্তমানে শান্তি-প্রচেষ্টা চলিতেছে বটে; কিন্তু তাহা সুফল প্রসব করিবে না। কারণ ভোগই চেষ্টকদিগের মূলমন্ত্র।

নদীয়া জেলাবোর্ড মিটিং

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর বেলা ১॥ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অফিসে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। ঐ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সঠিক খবর এখনও জানা যায় নাই।

এ. বি. রেলওয়ে পুল ক্ষতিগ্রস্ত

৪ঠা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ: অত্যধিক জলপ্লাবন-হেতু আসাম-বেঙ্গল-রেলের সেকোলা মারবাড়ী ব্রাঞ্চ লাইনে কয়েকটি পুল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ট্রেণ হালিবার গাঙন পর্য্যন্ত যাইতেছে তাহার ওপাশে আর যাইতে পারিতেছে না

রচনা প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

অধিকার ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি 'শচীদেবী'-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"
রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে ভাদ্র বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব মহোৎসব

(খ) শ্রীশ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই ঠাকুরের প্রপঞ্চাবতরণ

(গ) গৌরবনে বৃন্দাবন-সেবা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সুস্পষ্ট-ভাবে প্রচার করিয়াছেন

(২)

(ক) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় বিরোধ-চেষ্টাই জীবের 'শয়তানী বুদ্ধি'

(খ) শয়তানগণের সকল চেষ্টাই ভগবান্ ব্যর্থ করিয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) [illegible] দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৬ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই [illegible], ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, [illegible]পতিবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৯শে ভাদ্র শুক্রবার আকর-মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলমহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রালোচনা-মুখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাগত ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়ের ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে 'গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ' (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-বিলিখিত), 'মদীশ্বর প্রভুপাদ' (ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত) ও 'গৌরধামে ভক্তিবিনোদ' (গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু-লিখিত) প্রবন্ধত্রয় পাঠ ও নদীয়া-প্রকাশ ১৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ' শীর্ষক গীতিটি কীর্ত্তন করা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীল ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি হইতেও অনেক গীতি গান করা হইয়াছিল।

আমাদের আলোচ্যবিষয়

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই বা তাঁহার শ্রীচরিতামৃত আস্বাদনের জন্য লালায়িত হন নাই, তাঁহারা যে মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে কোন কথাই বুঝিতে পারেন নাই, মাৎসর্য্য-শূন্য হইয়া, নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধনামাশ্রয়ী হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইব। পরমনিষ্কিঞ্চন গৌরকৃষ্ণের নিজজন ঠাকুরের গৌড়াচলে লীলার কথা নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে নিত্য আলোচনা ও অনুধ্যানের বিষয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-পরিকরগণের মধ্যে গোস্বামিগণের মধ্যে সকলেই বা অনেকেই [illegible] ব্রজমণ্ডলে ভজন-লীলা আবিষ্কার করিয়া ব্রজধামের মাহাত্ম্যই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঔদার্য্যধাম গৌরবনেই বৃন্দাবন-উপলব্ধি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার-প্রচারময়ী শিক্ষাতেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির ভক্তিবিনোদা দয়া ভক্তিবিনোদরূপে মূর্ত্ত হইয়া ভজন আত্মভজন-কথা কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ; করিয়াও জগজ্জীবের উপকার করিতে বসিয়াছেন। অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করিবার জন্য এত বড় দয়ার উদাহরণ আর কোথায় প্রকাশিত হইয়াছে? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিজজন শ্রীল ঠাকুরকে তাঁহার ঔদার্য্যধামের বার্ত্তা জগজ্জীবের নিকট ঘোষণা করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই ঠাকুরের আবির্ভাব।

শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুর প্রকাশে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনীর ১৭৪পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

"১৮৮৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে আমি কৃষ্ণনগর নদীয়ায় আসি। আমি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে হইল, আমি বৃথায় দিন কাটাইলাম, আমার কিছুই হইল না. শ্রীসচ্চিদানন্দ-স্বরূপ রাধাকৃষ্ণ ভজনরস কিছুই আস্বাদন করিতে পাইলাম না। আমি মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যমুনাপুলিনময় বনে একটুকু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। সেই সময় আমি শ্রীআম্নায়সূত্র রচনা করিতেছিলাম। কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে দেখিলাম, প্রভু আমাকে বলিতেছেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য্য আছে—যে গৌরলীলাভূমি অপ্রকাশিত আছে, তাহার কি করিবে?" কিছুদিনের বন্ধে গাড়ী করিয়া নবদ্বীপ গেলাম। যত যাই, চতুর্দ্দিকে ভূমি দেখিয়া আমার অঙ্গ পুলকিত হইতে থাকিল। গঙ্গা পার হইয়া রাণীর বাড়ীতে উঠিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের বন্দোবস্ত করিলাম। দেবদর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় প্রসাদ সেবন করিলাম। ৪৫ দিন পরে অন্নগ্রহণ সেই দিবস। * * * আমি প্রতি শনিবার নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড় দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ নিজ * * ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। ১০টা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গাপার উত্তর দিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায় একটী তালগাছ আছে। অন্যলোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ঐস্থান বল্লালদীঘী, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গ-চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘী গেলাম। তথায় রাত্রে পুনরায় ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐস্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্যভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্তই দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকা বাবু স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপমণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধাম-মাহাত্ম্যে ছাপা হইল। নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ধাম-মাহাত্ম্য লিখিলাম। * * * স্থানে স্থানে নাম প্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। কখনও গোদ্রুম, কখনও কলিকাতা। সময় সময় কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮৯১ সাল উপস্থিত হইল। এই বৎসর বিশেষ যত্ন সহকারে শ্রীগোদ্রুমে গানোৎসব ও শ্রীমায়াপুর-দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব লইয়া গিয়াছিলেন। * * * দ্বারিকা বাবু একদিন বলিলেন যে, শ্রীমায়াপুর প্রকাশ সম্বন্ধে নফর বাবু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাহাতে অনুমোদন করায় কৃষ্ণনগর এ,ভি, স্কুল গৃহে একটী সভা হইল ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভা হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা-প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী নামে একটী সাধারণ সভা সংস্থাপিত হইল, তাহাতে নফর বাবু সম্পাদক হইলেন। ৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিল। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ লোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।"

আমরা উপরে যথাযথভাবে শ্রীল ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনীর কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে নির্ম্মলচরিত্র সত্যানুসন্ধিৎসু, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু কিরূপ গৌর-প্রত্যাদেশে জগতে গৌরধাম-প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর অনির্ম্মলচরিত্র, কুটিল, মৎসর, সত্যের বিরোধী অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যতই না কেন অপ্রাকৃত বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত করুন, তদ্দ্বারা নিত্যসিদ্ধ, পরমবাস্তব, ঔদার্য্যময় গৌরধামের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশে পুষ্টি এবং নিত্যসিদ্ধ বাস্তবসত্যের সুদৃঢ়ভিত্তিই আবিষ্কৃত হইবে।

যাঁহারা তাঁহার 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ', 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য,' 'প্রমাণখণ্ড,' 'গীতাবলী', 'গীতমালা', 'শরণাগতি', 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্', 'সজ্জনতোষণী' প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যগুলি সেবোন্মুখ চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুরের গৌরধাম-সেবাপ্রাণতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। গৌরবনে বৃন্দাবন-সেবা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সুস্পষ্টভাবে প্রচার করিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহার শতাধিক গ্রন্থে ভজন-রাজ্যের যেসকল অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা ভাগ্যবান্ জনগণই আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন। আমরা শ্রীল ঠাকুরের গৌরধাম-প্রচার-কথা তাঁহার নিজজন গৌড়ীয়-সম্পাদকের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধের কিয়দংশ আলোচনা-মুখে অদ্য অনুকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য পাইলাম। পরে আরও বিশেষভাবে ঠাকুর সম্বন্ধে অন্যান্য প্রবন্ধের পুনরালোচনা করিয়া চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস পাইব। শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা (বর্ত্তমান বীরনগর) গ্রামে। অদ্যাপি তাঁহার সেই জন্মভিটা বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব-গীতি গান করিতেছে। ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল—১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৮ই ভাদ্র ত্রয়োদশীতিথিতে (ইং ১৮৩৮ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর)। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবা ব্যতীত গৌরকিশোরানুগত্য-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা-শক্তি-স্বরূপ রূপানুগবর ঠাকুরের পাদপদ্মে আমরা যেন চিরপ্রণত থাকিতে পারি, ইহাই তাঁহার আবির্ভাব-দিবসে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

কীর্ত্তন-বিরোধই শয়তানী

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করার নামই শয়তানী। কীর্ত্তন বিরোধ করা ও শয়তানি—এই উভয়ই পৃথক্ ব্যাপার নহে। শয়তানগণ কীর্ত্তন বিরোধ করে কেন?—তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজেরাই বিষয়-কথা কীর্ত্তন করিবে, ভোগের উপাদান বৃদ্ধি করিবে আর শুদ্ধহরিকীর্ত্তনকারীকে মৌন করাইয়া জব্দ করিবে—এইরূপ দুরভিসন্ধি-বিশিষ্ট। শুদ্ধহরিকীর্ত্তন বন্ধ না করিতে পারিলে তাহাদের ত' আর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেরও সমস্ত চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিসে সত্যের প্রচার বন্ধ হয়। কিন্তু মূর্খ শয়তানগণ চতুশ্চূড়ামণি কৃষ্ণ ও তদীয় কার্ষ্ণগণের নিকট আর কতটুকু বুদ্ধি বা সামর্থ্য রাখে! তাই তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

শ্রীভগবানের প্রকটক্ষেত্র শ্রীধাম, ধামবাসী শুদ্ধকীর্ত্তনকারী ভক্তভাগবত বা বৈষ্ণব, গ্রন্থ-ভাগবত ও তুলসী—এই চারিটী 'তদীয়' বস্তু। স্বয়ংভগবান অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকে এই তদীয়-সেবার নিত্যপ্রয়োজনীয়তা এবং এই তদীয়-সেবার সর্ব্বপ্রারম্ভে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, তাঁহারাই শয়তানের কবলে পড়িয়া আত্মবিনাশসাধনে যত্নবান হইতেছেন। শয়তান তদীয়-সেবার নিতান্ত বিরোধী। অথবা নিজ সঙ্কল্প-সিদ্ধির নিমিত্ত তদীয়-সেবার ভাণ মাত্র দেখাইলেও তাহার সঙ্গ দূর হইতে বর্জ্জন করাই মহাজনোপদেশ।

যাঁহারা শয়তানের কুচক্রান্তে জড়িত হইয়া পড়েন, তাঁহারা আর মহাজন-নির্দ্দিষ্ট বাস্তব সত্য বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান না, নিজেদের সকুণ্ঠ ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সম্বল করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বকে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হন। তখন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ সিদ্ধ মহাত্মগণের নির্দ্দিষ্ট সত্যে আর তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না, ভণ্ড, লম্পট, কপট মর্কটবৈরাগী—শয়তানের নির্দ্দিষ্ট কাল্পনিক সত্যকেই ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস হয়, সুতরাং মহাজন-পন্থার বিরোধ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। তখন সত্যানুসন্ধিৎসা একেবারেই তিরোহিত হয়, কিসে সাধুগণের সাধুচেষ্টায় বাধা প্রদান করা যায়—এই চেষ্টাই প্রবল হয়। সকল সদ্গুণ অন্তর্হিত হইয়া দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য, সাধুনিন্দা, ধাম-নিন্দা প্রভৃতি তদীয়-নিন্দাই তাহাদের একমাত্র ভূষণ হইয়া পড়ে। এইরূপ অমঙ্গলের পঙ্ক হইতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য নহে?

বৈষ্ণবগোষ্ঠী স্বীকার করিয়া, দামবার নাম করিয়া চরিত্রহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া, মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট শ্রীসঙ্গী ও রূপানুগজনের পদাবলেহনে বিমুখ হওয়া, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় বিঘ্ন-উৎপাদনের কুচেষ্টা অবলম্বন করা, শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা প্রভৃতি অসচ্চেষ্টা কি কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে? অথবা ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, সামান্য নীতিবাদীরাও কি উহাকে তাঁহাদের নীতিপুষ্ট কার্য্য বলিয়া সমর্থন করেন? কলির প্রারম্ভেই কি ধর্ম্মের নামে—সাধু চেষ্টার নামে এত শয়তানি চলিতে পারিবে? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার শক্তি কি সকলেই হারাইবেন? সকলেই কি মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া অসৎপক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইবেন? হউন, একায়নপন্থিগণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবেন না; তবে পথভ্রষ্ট-শয়তানের কুচক্রান্তে পতিত ভ্রাতৃগণের বিপর্য্যস্ত বুদ্ধির জন্য তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং ভগবচ্চরণে তাঁহাদের সুবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিবেন।

শ্বেতদ্বীপ গোকুল শ্রীধাম শয়তানের শয়তানি বুদ্ধির গম্য স্থান নহে। শাস্ত্র বলেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন; সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাহা স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ গুলি প্রাকৃত-গ্রাহ্য ব্যাপার হইলে আর সাধন-ক্লেশ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। শুদ্ধভক্তের চিদিন্দ্রিয়-সেব্য বস্তুকে সদসদ্বিবেকবিহীন অর্ব্বাচীনের কৌতুক ব্যাপারে পর্য্যবসিত করিলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হয়। শ্রীধাম শ্রীভগবানের অভিন্ন-বস্তু—তাঁহার লীলা বা লীলা-শক্তি। অর্ব্বাচীনগণ সেই চিদ্বিলাস শ্রীধামকে যদি তাহাদেরই একটী বিলাস-সামগ্রীরূপে কল্পনা করিয়া বসে, তাহা হইলে ধামপ্রভু কৃষ্ণ তাহা কখনও সহ্য করেন না।"

বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসর ধরিয়া ব্রজভাষায় কোন একটী শব্দ গ্রাম্যভাষাভাষিগণের উচ্চারণ দোষে বিকৃত হইলে পরবর্ত্তিসময়ে ব্রজভাষানুগামিগণ যে সেই বিকৃত উচ্চারণটীকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, তাহার কোন যুক্তি-সঙ্গত প্রমাণ দেখা যায় না। গড্ডলিকা-প্রবাহন্যায়ে কোন একটী ভ্রম দুইদশ বৎসর চলিয়া আসিলে যে সেইটাই নজীর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা নহে। মৎসরতাশূন্য হইয়া নিরপেক্ষভাবে বাস্তবসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া মহাজনানুমোদিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে—এবং অপমোদিত হইয়া সত্য বস্তুর সন্ধান মিলিবে, নতুবা শয়তানী বুদ্ধিতে পড়িয়া জীবন বিপন্ন হইবে। কোন একটী ভ্রান্ত ধারণা জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা উৎপাটিত হইতে অনেক সময় লাগে—অনেক ধৈর্য্য ধারণের আবশ্যক হয়।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" বলিয়া নিজে-প্রাজ্ঞ সাজিবার বুদ্ধি ত্যাগ করিলেই বাস্তব-সত্য আমাদের অনুকূল হন, নতুবা সত্যের বিরোধ করিবার শয়তানী বুদ্ধি যতই আমাদের স্কন্ধে চাপিতে থাকে, ততই আমরা ধ্বংসের পথে নীত হইতে থাকি। আমরা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ-মহোদয়-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের লিখিত 'পরিচয়' সংযুক্ত "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থখানি ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তার্কিকগণ মহাজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া যদি তর্ক উত্থাপন করেন এবং প্রাকৃত ঐতিহাসিদ্‌গণের সমর্থন দেখিতে চান, তাহাতেও আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় বলি—

"যদি বা তার্কিক কহে, তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান॥"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার ও ষ্ট্যাটিসটিক্যাল য্যাকাউণ্টের অনেক স্থলে বর্ত্তমান প্রবাহিতা ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে যে নবদ্বীপ-নগরের অবস্থান এবং সেখানে যে অদ্যাপি সেনবংশীয় নৃপতিগণের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বল্লালঢিবি ও বল্লাল-দীঘী বর্ত্তমান থাকিয়া নদীয়ার প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং সেখানেই যে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান, তাহা একাধিকবার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহুস্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরসম্বলিত পত্রিকাযুক্ত 'কাব্যকৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে সেনবংশীয়গণের রাজধানী নবদ্বীপেই যে শ্রীমায়াপুর গ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৯৮ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রী হইতেও পুরাতন নবদ্বীপের স্থান স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। ১১৯৯ সালের জমাবন্দী কাগজে যে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ ছিল, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং কৃষ্ণনগরের বহু উকীল, জমিদার এবং শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' (এই পুস্তকের ভৌগোলিক বিবরণের প্রামাণিকতা সকলেই বা অনেকেই স্বীকার করেন) নামক গ্রন্থে 'বল্লালদীঘীর নিকটেই অঙ্গন এবং বল্লালরাজার বাড়ী তাহার নিকটে, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান, মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটেই বল্লালদীঘী' ইত্যাদি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে এমন কতকগুলি প্রমাণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে তার্কিকগণ খড়্গহস্ত হইবার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে পারেন না।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের স্বলিখিত 'পরিচয়' মধ্যে 'নিত্যানন্দ প্রকাশ' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি [প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ-পণ্ডিত এচ, এচ, উইলসন সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত। ১৮৯১ সালের "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী" নামক পত্রিকায় তাঁহার আলোচনা প্রকাশিত হয়।] হইতে বর্ত্তমান বহতা ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থিত শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে একবার তাঁহার লিখিত মূল্যবান ভূমিকাটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা অল্পবুদ্ধির ন্যায় কেবল অপ্রাকৃত শ্রীধামের অপ্রাকৃত নামটীকে উচ্চারণ-দোষ-দুষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা কখনও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন নাই—ইহা বলিতে আমরা অবশ্য বাধ্য হইব। যেখানে অদ্যাপি কলাকে 'কেলা', টাকাকে 'টেকা', কৃষ্ণকে 'কেষ্ট', প্রহ্লাদকে 'পেল্লাদ', ব্রজকে 'বেরজো', ব্রহ্মাকে 'বেম্মা', ষণ্ডকে 'ষেঁড়' বা 'ষাঁড়', নৃত্যকে 'নেত্ত', নিবারণকে 'নেবারণ', বৃন্দাবনকে 'বিন্দাবন' প্রভৃতি অসংখ্য উচ্চারণ-দোষ আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি, সেখানে মাধবকে 'মেধো', 'মাধো' বা 'মধো' উচ্চারণ যে একেবারেই একটি অসম্ভবনীয় কথা হইয়া পড়িবে, তাহা নহে। সামান্য উচ্চারণ-দোষের নজীর লইয়া একটী বাস্তবসত্যকে অবমাননা করা কতদূর পরিপক্ব বুদ্ধির পরিচয়, তাহা সুধী ব্যক্তি বিচার করুন।

কথায় বলে—"যাকে দেখতে নারি, তা'র চলন বাঁকা।" অর্থাৎ যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রথম হইতেই খারাপ-দুষ্ট থাকে, তাহাদিগের অতি ভাল-কাজকেও আমরা নিন্দা করিয়া বসি। শয়তানই আমাদের মাথায় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঢুকাইয়া দেয়। কাহাকে ধাম বলে, কে সেই ধাম নিরূপণ করিবেন, ধাম-নিরূপণকারীর কি কি যোগ্যতা আছে, ধাম-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে মহাজনগণের মত কি, বিশুদ্ধ অহিংসা ও শুদ্ধাভক্তি কাহাকে বলে, সিদ্ধ-বিরোধ ও রসাভাসদোষ কাহাকে বলে, কৃষ্ণেতর বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট-চরিত্রহীন ব্যক্তির দরবারে কোন স্থান আছে কিনা, সুপবিত্রচরিত্র, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুর নিন্দায় মহারৌরবগমন অবশ্যম্ভাবী হয় কিনা, বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ, নামাপরাধ কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিব না, সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ের কোন প্রয়োজন স্বীকার করিব না, কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিব না অথচ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ থাকিয়াও, শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়াও, মর্কটবৈরাগী থাকিয়াও লোকের নিকট 'ভক্ত' হইবার বাহাদুরী অর্জ্জন করিব আর সাধুর সচ্চেষ্টাকে গর্হণ করিয়া বেড়াইব—সাধুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিঘ্ন উৎপাদন করিব, ইহা নিতান্ত ঘৃণিত অসুরের—পিশাচের—শয়তানের কার্য্য। শ্রীভগবান্ ইহার উপযুক্ত বিচার করিবেন। ক্ষুদ্র দৈহিক অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভগবৎ-ভাগবত-নিন্দা কখনই শুভফলপ্রসূ হয় না। ধনজনাদির দর্প কমিলেই মানুষ এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পায়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনমালীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সদ্মাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমাকান্ত। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীনেপালানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাক্ষেত্র। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীবনমালীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ [illegible] এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবিশ্বম্ভরায় ও শ্রীরাধা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পণ্ডিত মতিলাল কারামুক্ত

রাণাঘাট থানা আক্রমণের জের

ঢাকামেল লাইনচ্যুত

কুষ্টিয়ার সহ-সম্পাদকের বাটীতে খানাতল্লাস

দারোগার বাটীতে বোমা

দমদম জেলে কয়েদীর দুরবস্থা

মিঃ হড্‌সনের অবস্থা

মধ্য কলিকাতার কংগ্রেস সেক্রেটারীর ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

গান্ধী আশ্রমে পুলিশের হানা

ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার মামলার জের

নানা কথা

পণ্ডিত মতিলাল কারামুক্ত

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গত ৮ই সেপ্টেম্বর নাইনী সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি জেলে অনেকবার জ্বরে ভুগিয়াছেন এবং তাঁহার ওজন প্রায় ১৪ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক্তারদের রিপোর্টেও প্রকাশ যে তাহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কোন আশু আশঙ্কার কারণ না থাকিলেও বয়সের আধিক্য নিবন্ধন কিছু দিন চিকিৎসা ও বিশ্রাম না করিলে স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইতে পারে তাই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সভাপতির কার্য্যভার বর্ত্তমানে গ্রহণ না করিয়া ভাল বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে মুসৌরী যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে ধৃত

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম হইতে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অপর দুই জন খাজনা-বন্ধ-নিবারক অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত হইয়াছেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে খানাতল্লাস হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার প্রাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ার কংগ্রেস সহ-সম্পাদকের বাড়ীতে তালা বন্ধ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে পুলিশ কংগ্রেসের সম্পাদক অনিলবিহারী নন্দী, সহ-সম্পাদক নিশীথ রঞ্জন আচার্য্য, কাল-তোষ রায়ের বাড়ীতে ও কংগ্রেস অফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। নিশীথ রঞ্জন ঐ সময়ে বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না, পুলিশ তাঁহার বাড়ীর দরজায় তালাবদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়, কংগ্রেস অফিসেও কেহ উপস্থিত ছিল না, সুতরাং ঐ স্থানেও খানাতল্লাস হয় নাই। অর্ডিনান্স বলেই এই খানাতল্লাসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

থানা আক্রমণের জের

বিগত হরতালের দিনে রাণাঘাট থানা আক্রমণ করিবার অপরাধে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক প্রমুখ স্থানীয় ৩৭ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১৯ জন আসামীর দণ্ড হইয়াছে। বাকী ৯ জনের মুক্তি হইয়াছে। এই ১৯ জন আসামী বিভিন্নকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মিঃ হডসনের অবস্থা

আহত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এরিক হডসনের অবস্থার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। বিশেষ কোন উদ্বেগ নাই। রাত্রিতে ঘুম হইতেছে।

ঢাকামেল লাইন-চ্যুত

প্রকাশ গত ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূরে ২১ সংখ্যক টেলিগ্রাফ স্তম্ভের নিকট বালপুর ও দমদমার মধ্যে ৭নং আপ ঢাকামেলের এঞ্জিনের পশ্চাৎদিকের কয়েকখানা তাজা কয়লার গাড়ী এবং ১০ খানা বগী পথচ্যুত হইয়া পড়ে। ৩য় বগী সেতুর উপর উল্টাইয়া যায় এবং ঐ গাড়ীর ৩ জন ৩য় শ্রেণীর লোক নিহত হয়। এবং প্রায় ৬৩ জন আহত হয়। তাহাদের মধ্যে ১৫ জনকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থানীয় রেলওয়ে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার পর তাহাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। রেল পথচ্যুত হইবার কারণ এইরূপ মনে হয় যে কতিপয় অজ্ঞাত লোক একটা লাইন হইতে ফিস্‌প্লেট ও স্পাইক খুলিয়া লইয়া ছিল। নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং রেলওয়ে সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টরের গত ১ই সেপ্টেম্বর এই বিষয় তদন্ত করার দিন ছিল এবং অন্যান্য রেলওয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দের তথায় উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল।

গান্ধী আশ্রমে পুলিশের হানা

সংপ্রতি মজঃফরপুর গান্ধী আশ্রমে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিশ প্যাটেল পেশোয়ার তদন্ত কমিটির একখানি রিপোর্ট এখান হইতে লইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন, নিখিল ভারত কাটুনি সমিতির বিহার শাখার আফিস এই গান্ধী আশ্রমে অবস্থিত।

জ ের বাটীতে বোমা

৭ই দিনের সংবাদে প্রকাশ রাজসাহী পুলিসের সাবইনস্পেক্টার দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবল শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। কেহই আহত হন নাই।

অজয়পদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক সেই স্থান দিয়া দৌড়াইতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ সে ব্যক্তি পুলিসের নিকট জবানবন্দী দিয়াছে। অজয়পদর বাটীতে খানাতল্লাস করা হয়।

এই সম্পর্কে পরে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কুমারী লজ্জাবতী

পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ অধিবেশনে কুমারী লজ্জাবতী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভার আরও স্থির হয় যে, অমৃতসরে পরবর্ত্তী প্রাদেশিক সম্মিলন বসিবে এবং শ্রীমতী কমলা নেহরুকে উহাতে সভানেত্রীত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রিত করা হইবে।

দমদম জেলকয়েদীর দুরবস্থা

দমদম জেলের কয়েদিগণ তাহাদের স্নানস্থান খাদ্য এবং ডাক্তারী চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত হইতেছেনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগকে খারাপ খাদ্য দেওয়া হইতেছে এবং খুব সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করিতে হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে দমদমজেলে ৭০০শতের অধিক সংখ্যক কয়েদী আছে।

ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার হাঙ্গামার জের

ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমা দুর্ঘটনা সম্পর্কে ধৃত শ্রীযুত বিশ্বনাথ সরকার, শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ উকিল, শ্রীযুত হিমাংশুনাথ বসু, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে গত সোমবারে পুনরায় কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাহাদিগকে পুলিশের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মধ্য কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারী দণ্ডিত ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

মধ্য কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত স্বামী-দ মুখোপাধ্যায়কে ভারতীয় কার্য্যবিধি,১৫৭ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, জে, বিশ্বাসের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যশোহরে গ্রেপ্তার

শুনা যাইতেছে, মতীন লাইব্রেরীতে কতকগুলি বিস্ফোরক বাতির হইবার সম্পর্কে গত মঙ্গলবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধৃত হইয়াছেন, উকীল শ্রীযুত শিশিরকুমার রায় চৌধুরী, উকীল শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বসু, মোক্তার শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার বসু, মোক্তার শ্রীযুত সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য।

এই সম্পর্কে ২১শে আগষ্ট ধৃত শ্রীযুত কৃষ্ণবিনোদ রায় ও অপর ১০ জনকে গত মঙ্গলবার পুনরায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

গৌহাটীতে রাজনীতিক মামলা

রাজনীতিক মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কেবল রাজনীতিক মামলা বিচার করিবার জন্য মিষ্টার এইচ, এম, প্রিচার্ড আই, সি, এস, গৌহাটীতে স্থাপিত হইয়াছেন। তিনি কারাগারের মধ্যে বিচার করিতেছেন।

শিশিরকুমারের মার্কিণ যাত্রা

বঙ্গের প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী, মার্কিন হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া গত ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক হইতে এরিক ইলিয়ট তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মার্কিণবাসিগণ তাহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কংগ্রেস অফিস স্থানান্তরিত

স্থানীয় কংগ্রেস আফিস শ্রীযুত অখিল চন্দ্র দত্তের বাটী হইতে মঙ্গলপুর দুর্গাপুরে ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নোয়াখালীর শ্রীযুত নগেন্দ্র চন্দ্র গুহ রায় গত ৬ই সেপ্টেম্বর তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া নূতন আফিসের উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন বহু ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মুসলমান নেতা ধৃত

গঙ্গারামপুরে কংগ্রেস আন্দোলনের নায়ক মুন্সী মহম্মদ উল্লা প্ররোচনা-নিবারক আইনানুসে গত ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বাটীতে ধৃত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

মুশৌরীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

(২)

শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী প্রয়াগক্ষেত্রে রূপশিক্ষা-প্রচার

(৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিজয়-মহোৎসব

(৪)

কুচবিহার রাজ্যে দেওয়ানগঞ্জে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথির আরাধনা

(৫)

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

মুশৌরীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

মুশৌরী, ৮।৯।৩০

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৮।৯।৩০ তারিখে তার করিয়াছেন— পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ দেরাদুন হইতে গতকল্য প্রাতে সপার্ষদে মুশৌরীতে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। সহরের কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে বেলভেডিয়ারে অবস্থান করিতেছেন। সহরের যাবতীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ভদ্রমহোদয়গণ দলে দলে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনের নিমিত্ত আসিতেছেন। প্রভুপাদ হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষ বিধান করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ এইস্থানে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সহরবাসী আজ স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদপদ্মদর্শন-সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

তীর্থরাজ প্রয়াগ, প্রযাগ বা প্রকৃষ্ট যজ্ঞস্থলী। অতি পুরাকালে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর যজনা করিয়া জগতে বিষ্ণু-সেবার জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। পিতামহের পিতৃ-যজ্ঞের স্থানটী আজও দশাশ্বমেধ ঘাট নামে প্রাচীনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ঐহিক পারত্রিক সুখান্বেষিগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বিশেষভাবেই জানেন। কিন্তু তাঁহারা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে প্রাণহিংসা ও আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছারূপ আত্ম-হিংসা থাকায় যজ্ঞানুষ্ঠাতা যাজ্ঞিক যজ্ঞেশ্বরের নিত্য-সেবা-লাভের পরিবর্ত্তে নিজের জড়েন্দ্রিয়ের সাময়িক সুখের নামে ইন্দ্রিয়-দাস্য লাভ করেন মাত্র।

"অশ্ব" শব্দে প্রাণিবিশেষ বুঝাইলেও শাস্ত্র, "অশ্ব" শব্দে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা সুখেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়পতি যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ করেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর যাজ্ঞিক, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সুবুদ্ধিমান্। কিন্তু এই বুদ্ধিমান্‌জনগণের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দৃষ্ট হয়—এক অতিবুদ্ধিমান্, অপর সুবুদ্ধিমান্। যাঁহারা অতিবুদ্ধিমান্—অতিজ্ঞানী, তাঁহারা জড়বিশেষরূপ দেহকে ইন্দ্রিয়বর্গ-সহ যজ্ঞে আহুতি দিয়া এমন কি দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত স্বস্বরূপ-বিনাশান্তে নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া নিত্য-বিবিধবিলাস-বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুর বিশেষটীও বিশেষহীন করিয়া তৎসহ মিলিত হইবার বাঞ্ছা করেন ফলে—সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ নিজ আরাধকের আরাধনার অন্তর-উদ্দেশ্য অবগত হইয়া যাজ্ঞিককে আত্মনাশী—আত্ম-স্বরূপ, পরস্বরূপবিনাশী জানিয়া অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বৃক্ষ-প্রস্তরাদি যোনিতে নিক্ষেপ করেন

সুবুদ্ধিমান্ জনগণ বড়ই চতুর। তাঁহারা নিজস্বরূপকে আত্মাকে পরস্বরূপ ভগবানের অংশ জানিয়া—নিত্য জানিয়া—সনাতন জানিয়া ইন্দ্রিয়দেহকে সেই আত্মারই আবরণ জানেন। দেহের ইন্দ্রিয়বর্গ মনের অধীনে ভগবন্মায়া-রচিত জড়জগতে রূপরসাদি বিষয় গ্রহণে অনর্থ অমঙ্গল আনয়ন করিতেছে, বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন। তাই তাঁহারা হৃষীকেশ-সৃষ্ট হৃষীককুলকে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-ভোগে বিনিয়োগ করেন না অথবা ইন্দ্রিয়নাশেও প্রবৃত্ত হন না; পরন্তু ইন্দ্রিয়দ্বারে ইন্দ্রিয়ের অধিপতির সেবা করিয়া থাকেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই দশাশ্বমেধ ঘাটে সেই বিষ্ণু—যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য—যজ্ঞেশ্বরেরই সেবার জন্য অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়কুলকে সেবাযজ্ঞে আহুতি বা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কালে কালে কালাধীন জনগণ কৃষ্ণ-সেবায় উদাসীন হয়। জীবের দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয় দীননাথ ভগবান্ সেই জীবদুর্গতি দর্শনের জন্য—বিনাশের জন্য স্বীয় অনুগত ভক্ত-দ্বারে একমাত্র দুর্গতিনাশক সুগতিপ্রদায়ক নিজ-সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রেরণাপূর্ব্বক সেই পদ্মপ্রভু, এইস্থানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন করিয়া দশাশ্বমেধ যজ্ঞে বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে হৃষীকেশ বা আত্মসেবা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের রাজত্বে কালপ্রবাহে সেই কালাতীত মায়াতীত ভগবানের সেবা-সৌন্দর্য্য কালপ্রবাহ-পতিত জীবকুলের ভোগবাদের সম্মুখে আত্মস্বরূপ স্ব-সুষমা সুগুপ্ত করায় জীবের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। অন্যাভিলাষ বা যথেচ্ছাচারিতা, কর্ম্মবাদ বা ভুক্তিভোগ, সিদ্ধিবাদ বা সিদ্ধি-ঋদ্ধি এবং মোক্ষবাদ বা মুক্তি-শুক্তি লোক-লোচন আবদ্ধ করিয়া— আচ্ছন্ন করিয়া যে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল, তদ্দর্শনে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বস্বের প্রাণ কাঁদিল। তাই এবার সেই ব্রহ্মার পিতা ভগবান্ সমস্ত বিশ্বের ভর্ত্তা ও পোষক বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরহরির আগমন হইল। সেই প্রভু—সর্ব্বপ্রভু মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর বেশে —কৃষ্ণ হইয়া গুরু বা কৃষ্ণ-চৈতন্যের বেশে এই প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে অনেক লোক আবার দর্শনার্থীও অগণিত। শেষে শ্রীরূপ প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রভু স্বীয় নাভিনাল হইতে প্রকটিত ব্রহ্মাকে—স্বজনকে কৃপাপূর্ব্বক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব নিজতত্ত্ব প্রেরণা করিয়াছিলেন, এবার তদপেক্ষা অতীব আনন্দিত হইয়া সমুৎসুক হইয়া নিজপ্রিয়স্বরূপ অভিন্নস্বরূপ শ্রীরূপ প্রভুকে সেই দশাশ্বমেধঘাটে দশদিন ধরিয়া শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক কালগর্ভে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা বিস্তার করিলেন।

আর পারাবারশূন্য সেই গভীর ভক্তিরস-সমুদ্রের এক বিন্দুপানে প্রমত্ত হইয়া মহাপ্রভুর হৃদয়জ্ঞাতা শ্রীরূপ প্রভু যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আনয়ন করিলেন, তাহারও এক-বিন্দু পানে জড়রস, কুরস, বিরস বা বিষ-পানে বিষণ্ণ—মৃতপ্রায় অমৃতসন্তান জীব-গণ অমৃতত্ব লাভ করিয়া,—কুরূপ বা বিরূপের সেবা ছাড়িয়া সদ্রূপপ্রষ্ঠা—রস-সমুদ্র রূপসাগরের অভিন্নরূপ শ্রীরূপপ্রভুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রপন্ন হইয়া প্রভুর গণে গণিত হইলেন। আর তদুচ্ছিষ্টভোজী জনগণ কর্ম্মসুকৌশল অবগত হইয়া কর্ম্মের নামে ভোগ বা কর্ম্মত্যাগে ভোগ হইতে অতিভোগ বা মুক্তি ধিক্কার করিয়া শ্রীরূপ-প্রভুর উপদেশ-পতাকা লইয়া প্রতিগ্রামে প্রতিনগরে বলিতে লাগিলেন—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তি-মিচ্ছতা॥

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিজয়-মহোৎসব

গত ২০শে ভাদ্র শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী দিবসে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিজয়-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে; তদুপলক্ষ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ পাঠ এবং পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাবলী প্রভৃতি গীতি-গ্রন্থ হইতে নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। ভক্তবৎসল গৌরহরির ভক্তের প্রতি কত করুণা, ভক্ত যেমন ভগবদ্-বিরহে ব্যাকুল, আবার ভগবান্ তেমন ভক্ত-বিরহে কিরূপ ব্যাকুল হন, ভক্ত যেমন ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনে কোটী কোটি তুণ্ডের আকাঙ্ক্ষা করেন, ভগবান্‌ও আবার ভক্তনামাদি কীর্ত্তনে কিরূপ অনন্তবদন হন, ভক্তের দেহ যে কখনও প্রাকৃত রক্তমাংসপিণ্ড নহে, পরন্তু তাহা যে কৃষ্ণবিলাসের দেহ—অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ, তাহা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য বদ্ধজীব-দেহের ন্যায় তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে, ইহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং ঠাকুর হরিদাসের দেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, (যাহা হইতে ভগবানের ভক্তবিরহ-ব্যাকুলতা, ভক্তপ্রেমবশ্যতা অতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল,) মহাপ্রভুর অনুগামী ভক্তগণ যে অপ্রাকৃতদেহ হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু নিজ হস্তেই যে ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভক্ত-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, হরিদাসের বিরহোৎসবে যে-কোন প্রকার যোগদানকারীই যে কৃষ্ণ-প্রাপ্তিরূপ লাভ হয়—ইহা যে মহাপ্রভুরই আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

এবং এতদ্ভিন্ন সংক্ষেপে ঠাকুরের চরিত্রালোচনামুখে ইহাও আলোচনা করা হইয়াছিল যে,—"বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবুদ্ধি নারকী গতি-প্রাপিকা, জাতিকুলাদির নৈরর্থক্য-প্রতিপাদন-কল্পে মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে অধমকুলেতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। দেবগণ, এমনকি স্বয়ং পতিত-পাবনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবীও হরিদাসের মজ্জন বাঞ্ছা করেন, "গঙ্গার পরশে হয় পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥" শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তের প্রতিজ্ঞা হইবে,— "খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় মোর প্রাণ। তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম॥" হরেকৃষ্ণাদি মহামন্ত্র নাম উচ্চৈঃস্বরেই কীর্ত্তনীয়,—"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে। উচ্চসংকীর্ত্তন পর-উপকার করে॥ উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন। জন্তুমাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥ জিহ্বা পাইয়াও নরবিনা সর্ব্বপ্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি॥ ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে। বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥ কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায়-গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥" নারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্যও, যথা—"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥" হরিকীর্ত্তন-বিরতিই জীবের ব্যাধি, তদ্ভিন্ন জীবের অসুস্থতার কারণ আর কিছুই নাই। দশ-নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বন্ধ করিয়া সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই জীব সর্ব্বানর্থমুক্ত হইতে পারেন। নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম, নামাভাসেই সংসারাদির ক্ষয় হইয়া যায়। হরিদাস-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি স্বীকার ব্যতীত ভক্-

অভ্যোদয়ের কোনও সম্ভাবনা থাকে না।" ইত্যাদি।

অন্ত পুরী স্বর্গদ্বারে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্রের অতি সন্নিকটস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও অহর্নিশ নামসংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীল ঠাকুরের বিজয়-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ শ্রৌতপন্থায় সদ্‌গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত বত্রিশা-ক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নাম-সংকীর্ত্তন-দ্বারা ঠাকুরের বিরহ-তিথির আরাধনা করিতে-ছেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কতকগুলি শ্রৌতপন্থা-উল্লঙ্ঘনকারী বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রের নিকট বদ্ধজীব-কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট ছড়া-নাম কীর্ত্তন করিয়া নামা-পরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। ইহাতে ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রকে যে অসম্মানই করা হইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতে-ছেন না। অবশ্য নামাপরাধি দল ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রের নিকট বসিবার অভিনয় করিলেও যে তাহা হইতে অনেক যোজন দূরে বসিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নামা-পরাধ কীর্ত্তন যে ঠাকুরের সে পূতক্ষেত্রে কখনও পৌঁছায় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটতিথির আরাধনা

(রাজ্য কোচবিহার—দেওয়ানগঞ্জে)

কতিপয় ভক্ত ও সজ্জন সত্যপ্রাণ ব্যক্তির কৃপায় এদীনের কুটীরে শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রকটতিথির স্মরণোৎসব হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

গতকল্য ১৯শে ভাদ্র শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন হইতে এদীনের কুটীরে ভক্তগণ সমাগত হওয়ায় প্রথমতঃ কীর্ত্তন, কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-মাহাত্ম্য বক্তৃতা-মুখে ব্যাখ্যা হয়।

জগতে কর্ম্মী আদি অন্যাভিলাষিগণ জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তির নিকট হইতে জাগতিক বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-স্বরূপ যে প্রকটাপ্রকট উৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহার সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথির স্মরণ-মহোৎসব আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

অন্যাভিলাষিগণ মনে করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিশেষ বিশেষ পুণ্য সঞ্চিত থাকায় যে ব্যক্তিগণ শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই সংসারে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করত জগদ্বরেণ্য হইয়া থাকেন। ইহা যে বদ্ধজীবের প্রাকৃত ধারণা, তাহা যে-কোন সুধী ব্যক্তি অবধারণ করিতে পারেন। অন্যাভিলাষী, বৈষ্ণবাচার্য্যের মহিত ঐ সমস্ত ব্যক্তির আসন সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিতে যাইয়া ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যানুগ ভক্তগণ তথা-কথিত প্রাকৃত ধারণার আদর করেন না। শ্রীভগবান স্বতন্ত্র, তাঁহার সেবক বা নিজজন তাঁহারই ইচ্ছায় জগন্মঙ্গল বিধানার্থে ইহ ধরাধামে যে কোন স্থানে, যে কোন কালে, যে কোন কুলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য-বল তাঁহাদের জগদ্বরেণ্য হওয়ার নিমিত্ত নহে, তাঁহারা নিত্যকাল—জগদ্‌গুরু রূপে অবস্থান করিতেছেন, প্রকটাপ্রকট তাঁহাদের জীবোদ্ধার-লীলামাত্র—ইহাই সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যানুগ ভক্তগণের অপ্রাকৃত অভিমত। ইত্যাদি বিষয় বক্তৃতান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত সব্যাখ্যায় পাঠ করা হয়। পাঠসমাপ্তে মদীয় "স্তুতি-কুসুমাঞ্জলি" পাঠ ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তিত হন। তারপর শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে পরিপ্রশ্নাদি দ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী হয়।

নিম্নলিখিত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর নাম উল্লেখ-যোগ্য—ময়মনসিংহ-নিবাসী ডাক্তার শ্রীপাদ সুরমুনিবন্দ্য দাসাধিকারী প্রভু, মঃ ইং স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মনো-মোহন রায়, দড়িপস্তনী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবগোবিন্দ সংকার, সুপ্রাচীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ পরেশনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীকান্তদাস, শ্রীমান্ তারাচাঁদ আগরওয়ালা ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী। ইঁহারা সকলেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া আমাকে ধন্য করিলেন বলিয়া আমি তাঁহা-দের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আশা করি, বৈষ্ণবা-চার্য্যের কৃপায় তাঁহারা নিত্য কাল বৈষ্ণব-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য কৃপাভাজন হইয়া আমাকে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইবার অবকাশ দিবেন।

শ্রীরাধাচরণ (গোস্বামী-ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)

৬।৭।৩০

ওঁ মহাভক্ত-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে স্তুতিকুসুমাঞ্জলি

ভারত অম্বর পুরে নবঘন রূপে,
ফেলেছিল ঢেকে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম,
ঘন ঘন গরজনে অশনি পতনে,
হয়েছিল স্থানে স্থানে প্রলয় আকার।
[illegible] জনগণ অস্থির
ফিরেছিল অহর্নিশ দিশি দিশি কিন্তু
মানবের প্রায়; পায় নাই কোন স্থানে
খুঁজিয়া-খুঁজিয়া স্বীয় নিত্য শান্তিময়
শান্তির নিলয় প্রিয়তম-তম
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিভু শ্রীচৈতন্যপাদ-
পদ্ম-মকরন্দ-রস; যাহা পানে জীব
লভিয়া অমৃত, ডুবে পরামৃত পূর্ণ
প্রেম-বারিধি-মাঝারে. নাহি জানে কভু
জনম-মরণ-মালা নিরয় জীবন।
হেন [illegible]-মাঝে দেখিয়া জীবের
দুঃখ, শুনিয়া জীবের মহা আর্ত্তনাদ,
কেঁদেছিল যাঁর প্রাণ. সেই তো দয়ার
ঠাকুর ভকতিবিনোদ প্রভু (মো)-সবার
যেই তিথি-বাসরে গৌড়মণ্ডল-ভূমি
করি আলোকিত হইয়াছ অবতীর্ণ
নষ্টধর্ম্ম পুনঃ তুমি করিতে উদ্ধার,
সেই তিথি আজ। তাই রূপানুগবর!
করিতে আরতি তব হ'য়েছে মিলিত
অনুগত জন সবে শ্রীহরিকীর্ত্তনে
করি' মুখরিত গগন পবন আজি
জগতের কর্ম্মকোলাহল স্তব্ধীভূত।
শুদ্ধভক্তি-গাথা যাঁর হৃদে গাঁথিয়াছ
প্রভু, কৃপা-সূত্র-খানি করিয়া প্রেরিত,
কেমনে সে রহে স্থির ছাড়িয়া তোমার
আবির্ভাব-তিথি-স্মরণ-মহোৎসব?
করুণার কথা তব করিলে স্মরণ,
মহা-পাষণ্ড-হৃদয় যাইবে গলিয়া
অঞ্জলী পূরিয়া অর্ঘ্য দিবে তব পদে।
ঠাকুর! মোহেন পামর জনে নিজগুণে কৃপা
কর যদি তুমি, তবেতো সকলি আমার
হইবে মঙ্গলময়. নতুবা জানিনা
কিগতি লভিব এচৌদ্দ ভুবন-মাঝে।
কেহ বলে অতিস্তুতি, কেহ বলে কবি
করিয়া কল্পনা গাঁথিয়াছে বৈষ্ণবের
কল্পিত মহিমা, নহে সত্য কথা।
যার যাহা রুচি তাই ব'লে হোক সুখী,
দেহ মনোধর্ম্মের প্রভাব প্রবল;
নাস্তিকতাই তাঁদের চিরকর্ম্মভোগ,
ভোগিবে লইয়া তাঁরা তাঁদের বালাই।
হায়রে কৃতঘ্ন মানব! মেলরে আঁখ,
দেখ দেখি, কি মহান্ বৈষ্ণব চারিত্র।
যখন বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়
শ্রীবৈকুণ্ঠ হ'তে ইহা ধরা-মাঝে,—
ত্রিদিবের বাসী দেব প্রফুল্লঅন্তরে
পুষ্প বরিষণ করে সেই বিশ্ববাসি-
জনহিত পরম করুণ অন্তঃপ্রতি।
তুমি যে দেবতার অনুগ্রহ লাগিয়া
হয়ে প্রত্যাশিত নিত্য কর আরাধনা,
পুছহ তারই কাছে বৈষ্ণব-গরিমা
বর্ণিতে ক্ষমতা আছে কিনা আছে তাঁর?
তবেই তো তব ভ্রম হইবে নিরাস
বৈষ্ণব-দাস্যাভিমান তখনি লভিবে।
যদি বল [illegible] কেনবা বলিলেন
সত্য যদি তুমি [illegible] থাক পূজা তাঁর
কায়-মনোবাক্যে হ'য়ে একচিত্ত-প্রাণ,
তার ফল তুমি পাইবে সত্বর তবে
আপন কল্যাণ-কথা সর্ব্বশ্রেয়স্কর।
প্রভো! কর আশীর্ব্বাদ, করি প্রণিপাত,
আপন করম দোষে হয় হোক মোর
ভীষণ অনল কুণ্ডে বাস, তবু যেন
নাহি হয় সঙ্গ তার, বৈষ্ণব-মহিমা
শ্রবণে নহে উল্লসিত চিত্ত যা'র।
যেখানে সেখানে রহি, আমি কিবা যদি,
প্রতি জন্মে যেন না পাসরি তব দয়া-
দাস্যানুদান-মহিমা করিতে কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীভকতিবিনোদ-দাসানুদাস-
শ্রীশ্রীপাদরেণু-ভিখারী
শ্রীরাধাচরণ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন ১৩৩১

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে উর্জ্জাব্রতকালে নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীভক্ত-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় উর্জ্জাব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ প্রেমা-নন্দিত হইবেন।

নিম্নে মহোৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ব্রহ্মসূত্র-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর; কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের মুখ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম্ এফ।

(৮) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক- শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই-উ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রায়বাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিসন্দর্ভে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৩। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ- তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি- যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ায় একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, পেটফাঁপা, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার
ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা — নবদ্বীপ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে ভাদ্র ১৩৩৭ শুক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নানা কথা

নেতৃবৃন্দের কারামুক্তি

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুত জে, এম্, সেনগুপ্তের কারামুক্তি হইবার কথা। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এই তারিখের পূর্ব্বে আগামী ২০শে হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেও তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

২। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং শ্রীযুক্ত জে, এম্, সেনগুপ্ত এক তারিখেই বন্দী হন। আগামী ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত জহরলালের বন্দীর মেয়াদ; যদিও তাঁহার বিনাশ্রমকারাদণ্ড হইয়াছিল তথাপি জেলের মধ্যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সে জন্য তাঁহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা শুনা যাইতেছে।

৩। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোসেরও আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর কারা মুক্তির দিন হইলেও শ্রীযুত জে, এম্, সেনগুপ্তের ন্যায় ঐ তারিখের পূর্ব্বেও তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

৪। প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গত ৫ই সেপ্টেম্বর কারামুক্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু হুগলী প্রসেসন কেসের জন্য তাঁহাকে যে ২৫৲ টাকা জরিমানা দেওয়ার কথা ছিল, তাহা না দেওয়ায় তাঁহাকে আরও এক সপ্তাহের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি কারামুক্ত হইবেন।

অদ্ভুত বোমাবিস্ফোরণ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে কাশীতে দুর্গাবাড়ীর নিকট পুলিশ ফাঁড়ির সম্মুখে একটী বোমা ফাটিয়াছিল। প্রকাশ, একজন বয়স্ক স্ত্রীলোক এক-টুকরী ফুল লইয়া রাস্তায় ঐ যাইতেছিল। রাস্তারপার্শ্বে একটী বাক্স দেখিয়া কৌতূহল বশে তাহা উত্তোলন করে। হঠাৎ সেই বাক্স হইতে একটী বোমা মাটিতে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং স্ত্রীলোকটীর শরীরের কয়েকস্থান বিশেষরূপে আহত হয়। তাহাকে ভেলুপুর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ২টী বাঙ্গালীর বাটীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পরে জানা যাইবে।

নেতৃবৃন্দের কারামুক্তি

ভীষণ ডাকাতি—টেলিগ্রাফের তারকাটা

মহাত্মাজীর মুক্তির আশ্বাস

নোয়াখালি জেলে প্রায়োপবেশন

বর্ম্মায় ছাত্রধর্ম্মঘট

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য কামনা

দিল্লী নেতাদের বিচার

ডেপুটিকমিশনারকে ভীতি-প্রদর্শন

অদ্ভুত বোমাবিস্ফোরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস্, সি শ্রেণীর ছাত্র জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদারকে তাহার স্বগ্রাম পূর্ব্বধলা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া ময়মনসিংহে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, ঢাকার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহাত্মাজীর মুক্তির আশ্বাস

বিশ্বস্তসূত্রে শুনা যাইতেছে যে, মাহাত্মা গান্ধীকে শীঘ্র মুক্তিদানের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকেও পক্ষকালের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে শুনা যাইতেছে।

টেলিগ্রাফের তার কাটা

মুন্সীগঞ্জে সংবাদ আসিয়াছে একদল ডাকাত কর্ত্তৃক মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মফঃস্বলে অবস্থিত ইছাপুরা নামক স্থানে ডাকঘর লুঠ হইয়াছে। এইরূপ রিভলভার, বন্দুক, ইলেক্ট্রিক, টর্চ্চ প্রভৃতিতে সজ্জিত প্রায় ২০ জন উক্ত ডাকঘর আক্রমণ করিয়া সরকারী টাকা লুটিয়া লইয়াছে। গত রাত্রি সাড়ে নয়টা পৌনে দশটায় দুর্বৃত্তগণ ডাকঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সরকারী টাকা এবং পোষ্টমাষ্টারের কিছু টাকা কড়ি ও গহনাপত্র লইয়া পলাইয়া পড়িয়াছে। ডাকাতরা কয়েকটা রিভলভার দেখাইয়া পোষ্টমাষ্টার ও অন্যান্য লোককে নিরস্ত করিয়াছিল।

ডাকাতরা উক্ত ডাকঘরের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই।

বর্ম্মায় ছাত্রদের ধর্ম্মঘট

ব্যাপ্টিষ্ট কুশিং স্কুলের প্রায় ২ মগ বৌদ্ধ ছাত্র গত সোমবার একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া ক্লাস হইতে চলিয়া যায়। তাহাদের অভিযোগ, তাহাদিগকে বাইবেল পড়িতে বাধ্য করা হয়, তাহাদিগকে মগ উৎসবে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না, বাইবেলক্লাসে না যাইলে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাদিগকে খারাপ খাদ্য দেওয়া হয়।

ছাত্ররা মঙ্গলবার প্রাতে স্কুলের ফটকে পিকেটিং আরম্ভ করে। পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। স্কুলটি এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ছাত্রসংখ্যা ৯ শত।

ডেপুটীকমিশনারকে ভীতিপ্রদর্শন

প্রকাশ শিলচরের রূসময় আচার্য্য নামক এক ব্যক্তি ডেপুটিকমিশনারকে ভয় দেখাইয়া স্বাক্ষর বিহীন পত্র দেয়। পত্রে লেখাছিল—"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং শ্রীহট্টের উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে অগ্নিসংযোগের কথা মনে রাখিও।" এই ব্যক্তি আরও জানাইয়াছিলেন যে সে এক বিদ্রোহী দলের প্রতিষ্ঠাতা, কংগ্রেসকর্ম্মী দেশপ্রতি ডেপুটীকমিশনার যদি আপোষের ভাব প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে সে শিলচরে আসিয়া সমস্ত সরকারী অফিস এবং বাংলোগুলি পুড়াইয়া দিবে। ডেপুটী কমিশনার মিঃ জি, ডি ওয়াকার রূসময়কে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে ৫০০ টাকা করিয়া দুইটি জামিনে আবদ্ধ করিয়া এক বৎসরের জন্য শান্ত ভাবে থাকিতে বলিয়াছেন।

রূসময় তাহার জবানবন্দীতে কতকগুলি ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে ইহাদেরই প্ররোচনায় সে চিঠিগুলি লিখিয়াছিল।

জোড়াবাগান কংগ্রেসে হানা
২জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত

গত মঙ্গলবার প্রাতে দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয়ে হানা দিয়া পুলিশ ২জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। কার্য্যালয়ে পুলিশ আবার তালা লাগাইয়া গিয়াছে।

সিরাজগঞ্জে প্লাবন

সিরাজগঞ্জের পার্শ্বর্ত্তী যমুনা নদীতে এবৎসর বন্যা হইয়াছে। নদীতে অনেক জলবাড়িয়াছে। ইহার ফলে লোকজনের এবং গবাদি পশুর বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। আমন ধান্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অনেক বাড়ী জলে ভাসিয়াছে। মফঃস্বলে অনেক কাঁচা ভিতের বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। গত কয়েকদিন জল তেমন বাড়ে নাই।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য কামনা

শ্রীযুত এস্, সি, বসু এবং ডাঃ কিরণশঙ্কর রায় পণ্ডিত মতিলালজীর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া এলাহাবাদে তার করিয়াছেন। এবং দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার কথাও এই টেলিগ্রামে উক্ত হইয়াছিল।

ঢাকা হত্যাকাণ্ডের জের

গত সোমবার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লোম্যানের হত্যা সম্পর্কে ধৃত ৭ জন বিচারাধীন কয়েদীকে "এ" শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কারি, মিঃ ধীরেন রায়ের সহিত ঐ দিন প্রাতে মিটফোর্ড হাসপাতালে, গত ৩০শে আগষ্ট রাত্রিতে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উপর পুলিশের প্রহার সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে বোমার জের

প্রকাশ, সহরে সম্প্রতি যে বোমা ফাটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে পুলিশ গত শনিবার পণ্ডিতবাটী ও নিকটবর্ত্তী অন্য দুইটি বাটীতে খানাতল্লাস করে। পণ্ডিতবাটী সংলগ্ন বাগানের খানিকটা জমী খুঁড়িয়া দেখা হয়। দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। একজন পণ্ডিতবাটীতে থাকিতেন; অপর ব্যক্তির বাস মৃত কৈলাসচন্দ্র বসুর বাটীতে।

দিল্লী নেতাদের বিচার

পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট লালা শঙ্করলাল এবং স্থানীয় সমর পরিষদের অধিনায়ক মৌলানা আবদুল্লার বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করা হইয়াছে, মঙ্গলবার প্রাতে সেন্ট্রাল জেলের ভিতর সেই মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে এবং সরকার পক্ষের কয়েক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। সরকার পক্ষের আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য লইবার জন্য মামলা আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

নোয়াখালী জেলে প্রায়োপবেশন

৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, নোয়াখালী জেলে অবস্থিত অসিতারঞ্জন ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত নামক দুই জন অর্ডিনান্স বন্দী জেলে তাহাদিগকে মন্দ খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছে। নোয়াখালী সদর সবডিভিসনাল অফিসার উক্ত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই বিষয় জানাইলে তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

যাবতীয় অর্থদ্বারা ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য

(২)

(ক) পরমার্থ লাভ করিতে হইলে অসদ্গুরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরু-পাদাশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য্য

(খ) সমালোচনা—সাধন ও সিদ্ধি উভয়কালেই গুরুপাদপদ্ম নিত্য আরাধ্য

(৩)

মানভূম গোবিন্দপুরে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

(৪)

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র

অর্থ দ্বারা ভগবৎসেবাই কর্ত্তব্য

(শ্রীপাদ অ—ীকৃয় ভক্তিগুণাকর)

একদা গৃহের দাসী সকল কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় শ্রীমতী যশোদাঠাকুরাণী স্বয়ংই প্রত্যুষে দধি মন্থন করিতেছিলেন। দধিমন্থনকালে তদীয় পয়োধরযুগল কম্পিত ও পুত্রস্নেহ-হেতু তাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। এমন সময় বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সাধারণ বালকের ন্যায় মাতা যশোমতীর স্তন্য পানের অভিলাষী হইলেন।

স্তন্যপানাভিলাষী-কৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, মাতা যশোদা তাঁহাকে কিছুতেই স্তন পানের সুযোগ দিতেছেন না, তিনি মন্থনদণ্ডকে হস্ত-দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন এবং মাতাকে দধিমন্থন-কার্য্যে বাধা দিলেন। দধিমন্থনে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া যশোমতী মাতা, বাল-কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। এমন সময় নিকটে যে দুগ্ধ চুল্লীর উপরে উত্তাপের দ্বারা ঘনীভূত হইতেছিল, তাহা পাত্র হইতে উত্থলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল তখনে মা যশোদা কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া উহার পতন নিবারণে নিযুক্ত হইলেন। মাতা স্তন্যদান করিলেন না দেখিয়া বাল-কৃষ্ণ ক্রোধভরে যে সমুদয় দধি ও ননী, ইতঃপূর্ব্বে যশোমতী মাতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা গৃহের বাহির্দ্দেশে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং বানরগণকে খাইবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

বাল-কৃষ্ণ দেখিলেন, মাতা যশোমতী তাঁহার সেবার প্রতি লক্ষ্য না দিয়া সংসারযাত্রার সুবিধার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই লোক-শিক্ষার জন্য মাতার দ্বারা দধিমন্থনরূপ কার্য্য, নিজের দ্বারা ননী-নিক্ষেপরূপ লীলা ও নিক্ষিপ্ত ননীর বানরগণ-কর্ত্তৃক ভোজনরূপ ব্যবহারের প্রকাশ পূর্ব্বক অজ্ঞ জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, ভগবৎসেবা না করিয়া সংসারের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে 'ভস্মে ঘৃতাহুতি' দেওয়া হয় এবং তাহা পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত ও নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইবার কারণ আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের পদ-সেবিকা। যিনি যে ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা-দৃষ্টিতেই তাহার প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর কৃপালব্ধ ব্যক্তিগণের উচিত ধনের দ্বারা শ্রীনারায়ণের সেবা করা। যদি কেহ তাহা না করিয়া ধনের দ্বারা কেবলমাত্র সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় যাবতীয় অর্থ ব্যয় করিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে লক্ষ্মীদেবী কুপিতা হন এবং লক্ষ্মীদেবীর কোপ দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনারায়ণ, মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গৃহবিবাদাদি সৃষ্টি করত সেই ব্যক্তির যাবতীয় ধন সম্পত্তিকে দস্যু, উকীল, মোক্তার ও বক্কাদির উদর ভরণে ব্যয়িত করাইয়া দেন। নিজ পরিবারবর্গের সেবায় ধন দস্যু উকীলাদির সেবায় ব্যয়িত হওয়া রূপ কার্য্যকে লক্ষ্য করত বালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বানর-দ্বারা ননী-ভোজন রূপ লীলা প্রকটিত হইয়াছে। যে সকল মনুষ্য ভগবদ্ ভজনকে মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, তাঁহারাই "বাঁদুরে" বুদ্ধি-বিশিষ্ট অর্থাৎ বা-(বিকল্পে) নর। ভগবৎ-সেবার উপকরণগুলিকে "বাঁদুরে" বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবই আত্মসাৎ করিতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত অর্থদ্বারা ভগবানেরই সেবা করা। যাঁহারা তাহা করিবেন না, লক্ষ্মীদেবীর কোপে উহা বা-নরের সেবায় অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব। শ্রীল ব্যাসদেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠন-প্রভাবে বদ্ধজীবসমূহ দিব্যজ্ঞান লাভ করত ভবসমুদ্র পার হইতে পারেন। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—এই মহাজনবাক্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বৈষ্ণবের নিকটে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যয়ন করা উচিত। যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহারা উপরিউক্ত দধিমন্থন ও ননী-নিক্ষেপ রূপ লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দুষ্ট বালক ও শ্রীল ব্যাসদেবকে অস্বাভাবিক গল্পলেখক মাত্র মনে করিবেন। যদি বৈষ্ণবের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তত্ত্ব জানিবার ভাগ্য কাহারও উদয় হয়, তবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ও শ্রীল ব্যাসদেবকে তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া বুঝিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলার মধ্যে অজ্ঞ জীবেরও অন্যাভিলাষরূপ অনর্থ-বিধ্বংসী দিব্যালোকের অবস্থান জানিয়া নিজ হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত দধিমন্থন ও বানর-কর্ত্তৃক ননী-ভোজনরূপ লীলায় অভ্যন্তরে "অর্থ দ্বারা ভগবৎ-সেবা না করিলে জীবগণ বানরের সেবা করিতে বাধ্য হয় ও ফলে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতে থাকে"—উক্ত আকার দিব্যজ্ঞানাঙ্কুশ যেমন গূঢ় ভাবে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলার মধ্যেও সেই প্রকার প্রচুর পরিমাণে অনর্থ-বিধ্বংসী শিক্ষা অন্তর্নিহিত আছে। হে পাঠকবর্গ! কৃপা পূর্ব্বক মহাত্ম গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার রহস্য জানিয়া আপনারা অগ্রে ধন্য হউন এবং পশ্চাতে আমাদিগকে তাহা শুনাইয়া ধন্য করুন। ইহাই আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা।

কলথারাপ

(শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী)

বিখ্যাত শোনপুরের মেলার কথা বোধ হয় ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। এই শোনপুর মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডকী নদীর তীরে অবস্থিত। এই মেলার সময়—প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাস।

পাটনায় অবস্থান-কালে এই ভারত-বিখ্যাত মেলা দেখিবার মানসে কয়েকটী বন্ধুর সহিত একবার শোনপুর যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে পালেজা ঘাট নামক ষ্টেসন। গঙ্গা পার হইয়াই দেখি, উক্ত ষ্টেসনে একখানি ট্রেণ 'ন স্থানং তিল ধারণে' অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। এই ছাদে ছাদে অবস্থা। যাহাহউক শশব্যস্ত হইয়া ট্রেণ ফেল করিবার ভয়ে স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যেখানেই যাই, সেই খানেই চীৎকার 'হিঁয়া নেহি, হিঁয়া নেহি'। বড়ই বিপদ, যাই কোথা! অবশেষে অতিকষ্টে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে দাঁড়াইয়া যাইবার মত একটু স্থান দখল করিয়া মেলায় পৌছান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম। এমন সময় শোনপুর হইতে একখানি ট্রেণ ঘাট ষ্টেসনে পৌঁছিল। বহুযাত্রী ট্রেণ খালি পাইয়া সেই ট্রেণে উঠিল। আমাদের গাড়ী হইতেও কতকগুলি লোক নামিয়া গেল। কেহ বলিল, এইটা আগে ছাড়িবে, কেহ বলিল ঐটী আগে ছাড়িবে তাহাকার অবস্থা। যাহা হউক আমরা কয়বন্ধুতে ঠিক করিলাম, যখন উঠেছি, তখন আর নামিব না। সিদ্ধান্ত করিলাম, যখন এটা প্রথম হইতে দাঁড়াইয়া আছে তখন এটা নিশ্চয়ই আগে ছাড়িবে। ও ভগবান্! একি হইল! শেষের গাড়ী যে আগে ছাড়িয়া দিল। উক্ত গাড়ীর যাত্রিগণ আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। আমরা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম আর আমাদের বুদ্ধির ধিক্কার দিতে লাগিলাম। যাহা হউক, এখন উপায়! এ গাড়ী কখন ছাড়িবে? অনুসন্ধানে জানিলাম, ইঞ্জিনের কল খারাপ, কখন ছাড়িবে ঠিক নাই। তখন হতাশ হইয়া সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আর একখানি ট্রেণ পাওয়ায় সেই খানিতে যাত্রী হইয়া শোনপুর যাত্রা করিলাম। প্রথমোক্ত গাড়ীখানি তখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং অসংখ্য যাত্রী আমরা যে ভুলে পতিত হইয়াছিলাম, সেই ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই গাড়ীতেই পড়িয়া রহিল।

জাগতিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এই প্রকার ভুল আমরা অনেক সময় করি ও একটু আধটু ঠকিয়া হয়রাণ হইয়া সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারমার্থিক (পরম প্রয়োজন) ব্যাপারে আমরা এমনই উদাসীন যে, ভুল বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। কে যেন তাহার মোহিনী শক্তির দ্বারায় মোহিত করিয়া রাখিয়া দেয়। আমাদের চেতনতার বৃত্তি একেবারে লোপ করিয়া দেয়। কে এই মোহিনী—যদি অনুসন্ধান করি, দেখিতে পাইব, এটী আর কেহ নহে—এটী ঐ আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র মায়ারূপী অসদ্গুরু। যাহার সঙ্গফলে আমাদের সৎসঙ্গ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। মনে করি, আমরা বেশ আছি, আর দরকার কি? কিন্তু পরমার্থ রাজ্যের কথা ত' ইহা নহে। শাস্ত্র বলেন, যিনি যত সেবা করিবেন, তাঁহার সেবা-বৃত্তি তত বর্দ্ধিত হইবে। আর চাহি না, আর দরকার কি—এ সমস্ত কথা পারমার্থিকের মুখে ত শোভা পায় না। এই অনর্থের মূল কারণ—আমাদের জাড্য।

আজকাল সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করা যে পরমার্থ-পথের পথিকের একান্ত প্রয়োজন—এ কথাটা আমরা অনেকেই স্বীকার করি; কিন্তু সদ্গুরু যে কি বস্তু, তাঁহার তত্ত্ব যে কি, তাহা আলোচনা করিতে আদৌ প্রস্তুত নাহ। আচ্ছা বলি, আমাদের এত ভয় করিবার হেতু কি? যদি প্রকৃত সদ্গুরু লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমাদের শ্রীগুরুদেবের চরণে শ্রদ্ধা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি মেকি হয় তাহা হইলে একটা বঞ্চকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব, এটা কি মন্দ?

তাই বলি হে আমার সহৃদয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদিগের সমীপে এ অধমের এই নিবেদন যে, একবার গুরুতত্ত্ব আলোচনা করুন, নহিলে আমাদের মত কল-খারাপ গাড়ীকে 'ভাল গাড়ী' বলিয়া ভুল হইবে ও বদলাইয়া না উঠিলে স্বস্থানে যাওয়া হইবে না। কারণ আমাদের প্রয়োজন ত' গাড়ী নয়—প্রয়োজন স্বস্থানে পৌছান অতএব একটু পরীক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ কল খারাপের হাতে পড়িতে হইবে।

সমালোচনা

[উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পাঠকগণকে কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী না হইতে হয়, এজন্য আমাদের একটু সমালোচনার আবশ্যক হইল। অপ্রাকৃত বিষয় বলিতে গিয়া প্রাকৃত বিষয়কে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গ্রহণ করিতে গেলে নানা প্রকার অসুবিধা আসিয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের পাঠকগণকে খুব সাবধানে বস্তু-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কলখারাপ

গাড়ীকে অসদ্‌গুরু ও ভাল গাড়ীকে সদ্‌গুরুর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধকার বলিতেছেন—গাড়ী আমাদের প্রয়োজন নহে, স্বস্থানে যাওয়াই প্রয়োজন। ইহা হইতে আমরা যেন না বুঝিয়া বসি, বৈকুণ্ঠ আমাদের স্বস্থান বা গন্তব্যস্থান হইলে তাহা লাভের পর আর গুরুদেবের কোন প্রয়োজন নাই। ঐরূপ বুঝিয়া বসিলেই সর্ব্বনাশ—ভয়ঙ্কর মায়াবাদ-দোষ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিবে। প্রাপঞ্চিক গ্রাম সোনপুর-গমনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে যান এবং যানারোহণরূপ ক্রিয়ার কোন আবশ্যক বোধ হয় না। উহাই কর্ম্মমার্গের বিচার। ভক্তিমার্গ-সম্বন্ধে তাহা নহে; সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনের নিত্য-প্রয়োজনীয়তা ভক্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণই সেবক-বিগ্রহ-রূপে জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত গুরু-রূপে অবতীর্ণ; গুরুদেব আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবোদ্ধারের নিমিত্ত কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তিনি প্রাপঞ্চিক কোন বস্তু নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁহার নিত্যানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ রূপ প্রয়োজন কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সাধনকালেও গুরুপাদাশ্রয়, সিদ্ধি-কালেও গুরুপাদাশ্রয়। সুতরাং ভাল গাড়ীর সহিত তুলনায় সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া যেন কেহ মায়াবাদ-দোষে দুষ্ট না হইয়া পড়েন। প্রবন্ধলেখকগণেরও সাবধান হওয়া উচিত, যেন কোন প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সহিত তুলনা-মূলে অপ্রাকৃত বস্তুকে স্থাপন করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত-বিরোধ দোষ আসিয়া না পড়ে বা পাঠকগণকে অযথা কতকগুলি সংশয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে না হয়। সঃ প্রঃ সঃ]

মানভুম, গোবিন্দপুরে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ

মানভূম জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর-নিবাসী স্বধাম-প্রাপ্ত পরমভাগবত প্রহ্লাদ গরাই মহাশয়ের সুযোগ্য জামাতা শ্রীরজনী কান্ত গরাই মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ১।৯।৩০ তারিখে পণ্ডিত শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এবং ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ জানকী বল্লভ প্রভু, নিত্য কৃষ্ণ প্রভু ও ভক্ত কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দপুর গ্রামে পদার্পণ করেন এবং রাত্রিতে তাঁহার বসত বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন। বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর শ্রীমুখে অমৃত-নিস্যন্দিনী বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বক্তৃতার মর্ম্ম

বক্তৃমহোদয় তাঁহার পরপাণ্ডিত্য-প্রতিভায় শ্রোতৃবৃন্দকে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে ও শ্রবণ-পিপাসার একাগ্রতায় অধিক রাত্রি হওয়ায় ও প্রচুর বৃষ্টিপাতেও কাহারও বাটী ফিরিয়া যাইবার কথা তাঁহাদের স্মরণ থাকে নাই। স্বামিজী তাঁহার স্বভাবসুলভ করুণ ভাষায়—"জীবের কর্ত্তব্য কি? কৃষ্ণভক্তিই জীবের চরম মঙ্গলোপায়, জ্ঞান, কর্ম্ম যোগাদির দেবতা ও তাহাদের কৃষ্ণভক্তির মুখাপেক্ষিত্ব, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মই পাপ পুণ্যের প্রতিপাদক এবং উক্ত পাপ-পুণ্যের ফলে জীবের স্বর্গ-নরকাদি ভোগ হয়, স্বর্গ নরক উভয়ই ভোগ-তাৎপর্য্যে একই বস্তু, জীব যখন দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়, তখনই সে পাপ পুণ্যের বিচার-ভূমিতে বিচরণ করিয়া পাপের পরিণাম ভীষণ যম-যন্ত্রণা এবং পুণ্যের কামনায় স্বর্গাদির উৎকর্ষাদি দর্শনে মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া যম-যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মা-নুষ্ঠান-দ্বারা তৎপরিণতিস্বরূপ স্বর্গসুখ-ভোগান্তে পুনরায় কামনারূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভীষণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করত জনন-মরণ-মালায় জড়ীভূত হইতেছে; গর্ভবাসে ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহার শত জন্মের কথা স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তখন অতিশয় আর্ত্তিসহকারে ক্রন্দন করিতে করিতে সে বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনের শরণাপন্ন হয়, জীবের এইরূপ কাতর ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরম করুণাময় ভগবান্ কৃপাপর-বশ হইয়া তাহাকে দর্শন দানে গর্ভবাস হইতে ত্রাণের উপায় যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, তাহা উপদেশ দানে আশ্বস্ত করেন, জীব তখন ভগবানের পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া একাগ্র-চিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় যে প্রভু হে! এইবার আমায় ত্রাণ করুন, আমি কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কাহারও ভজন করিব না। জীবের কাতরতায় ভগবান্ করুণা-পরবশ হইয়া ত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া অন্তর্হিত হন, জীব ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র গর্ভযন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হইয়া দেহ-মনের স্বভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় অধীর হইয়া দেহমনের সুখ-শান্তির চেষ্টা করিলে মাতা, পিতা, আত্মীয়, স্বজন দেহমনের পুষ্টির বিধান করিয়া অনিত্য দেহের সহিত আত্মীয়তা সম্বন্ধ স্থাপন করেন, জীব তখন নিজ স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বিরূপের ধর্ম্মে ক্রমে ক্রমে পরিচালিত হইয়া অনিত্য বস্তুকে নিত্য জ্ঞানে, অসত্যকে সত্যভ্রমে নিত্য অমঙ্গলকে আহ্বান করিতে থাকে; এমতাবস্থায় পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহার অতি প্রিয় নিজজন সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া পুনরায় জীবের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা স্মরণপথে আনিয়া দেন, ভাগ্যবান্ অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সাধুগণের এই মহতী চেষ্টার ফলে সৎসঙ্গক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজ প্রভুকে চিনিতে পারেন, তখন আর সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার অন্য সঙ্গ ভাল লাগে না এবং কে যে তাঁহার আপন পর, তাহাও বুঝিতে পারেন, তখন নিজ প্রভু পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ বৈষ্ণবঠাকুরের পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরেন ও নিজ দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া দুরবস্থার হাত হইতে ত্রাণের কথা জিজ্ঞাসু হইয়া আর্ত্তিসহকারে বাঞ্ছা-কল্পতরুর আশ্রয় অবলম্বন করত নিত্য মঙ্গলপ্রার্থী হওয়ায় সেই অদোষদর্শি বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার্দ্র হৃদয়ে দয়াপরবশ হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তখন বৈষ্ণবের আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণোপদেশ মন্ত্র প্রদান করত তাঁহাকে নিত্য মঙ্গল প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন।" ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

উপসংহারে স্বামিজী শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বিশেষ রূপে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া বলেন যে, 'জগতে সাধু অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্ত দুর্ল্লভ। 'কোটী মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত'। অতএব এবম্বিধ মহতের যখন আগমন হয়, তখন তাঁহার জীবোদ্ধারণ-কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য থাকে না। "মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥' 'মহদ্বিচলনং হি নৃণাং' ইত্যাদি শ্লোকে তাহা জানিতে পারা যায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য-প্রবরের জীবন্ত প্রচারের ফলে আজ বহু সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, এই-রূপ আচারবান্ প্রচারক ব্যতীত জগতের নিত্য মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকদিগের অপূর্ব্ব কৌশল-যুক্ত প্রচার-ফলে কত যে দীন হীন দুরাচার ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও পাইবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রচারের ফলেই জগতের নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। অন্য কোন রূপ চেষ্টা দ্বারা হইবে না। ইহা অতি সুনিশ্চিত ও সাধু-সম্মত। ইহা কল্পিত জল্পিত নহে। ইহা গালগল্প নহে। ভাগ্যবান্ জনগণই ইহা উপলব্ধি করিবেন। 'দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥' অর্থাৎ ইহা দুর্ভাগা জীবের উপলব্ধির বিষয় নহে। হে শ্রোতৃ-বৃন্দ আমি আজ ধন্য হইলাম। যেহেতু আপনাদের মহামূল্যবান্ সময়ের কথঞ্চিৎ সময় আমার উপকারের জন্য [illegible]দানে বাধিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমি আজ আপনাদের সমক্ষে শ্রী[illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনের সু[illegible] পাইয়া আপনাদের কিঞ্চিৎ সেবা [illegible] চেষ্টা পাইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া [illegible] সেবা গ্রহণ করিলেই আমি নিজেকে সভাগ্যবান্ মনে করিব।"

বক্তৃমহোদয় এইরূপ [illegible] বৈষ্ণবোচিত অমানী মানদ দীনতা[illegible] ভাষায় সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছেন [illegible] শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে [illegible] চারিদিন একাদিক্রমে প্রচার-[illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমরা প্রার্থনা করি যে, প্রচারক অন্ততঃ বৎসরান্তে [illegible] করিয়া আগমন করিলেও বহুলোকের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের সময় এতদঞ্চলের বহু প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিবার [illegible] জানাইয়াছেন।

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার গরাই
সাং গোবিন্দপুর, মানভূম
ইং তাং ৩।৯।৩০

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বাগবাজার—'শ্রীগৌ[illegible]'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ [illegible]
১৮ই আশ্বিন ১[illegible]

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত [illegible] নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রী[illegible] মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রী[illegible] ইচ্ছায় বর্তমান বর্ষে ঊর্জ্জাব্রতকালে নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই [illegible] ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে [illegible] ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর [illegible] পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীভক্ত-[illegible] আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ঊর্জ্জাব্রত-মহোৎসব অবধি শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত [illegible] মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রী[illegible] বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ নন্দিত হইবেন।

নিম্নে মহোৎসবের তালিকা [illegible] হইল। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসা[illegible] গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, সুধাকর, ভক্তিশা[illegible]
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভা[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রি[illegible]
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব? সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপার্থসারথি?, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্ব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা সঙ্কীর্ত্তনের রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—...শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ..., শ্রীগোকুলদাস ব্রজবাসী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা... সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি ..., এম, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য।

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ লায়ন্স, রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

বিজ্ঞাপিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে, বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম; সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

পরিক্রমা খণ্ড

ডবল ক্রোক-র কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

স্বানিয়মদ্বাদশকম্‌

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ আর্ত্তির আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সমন্বিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাস, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ [illegible] পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, পাঁচট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

[illegible]স—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ ক্রমবর্দ্ধে কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

[illegible]নাঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

[illegible]যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

[illegible] কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]দীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা [illegible] হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের [illegible]। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে [illegible] যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible], বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

[illegible]

বটিকায় ধর ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অকালে ভগ্নপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়াদি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকামাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্মরণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রেং ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী
২৯।১, মহর্ষি লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible] করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক [illegible] নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible] বরিশাল।

[illegible] নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা [illegible]গোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

....আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন [illegible] আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের [illegible] দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, রজঃ, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

[illegible] হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ভাদ্র ১৩৩৭ শনিবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

নবীনপ্রেসে খানাতল্লাস

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মুশৌরি যাত্রা

আবগারী দোকানে পুলিশ

ভৈরববাজার রেলপথ বন্যাপ্লাবনে ধ্বংস

শান্তিপুরে পিকেটিং ও ধৃত

প্যাটেল কন্যার ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

মাজুতে ১৩০ জন গ্রেপ্তার

মহাত্মার বাঙ্গালী-সঙ্গী নাসিক হইতে কারামুক্ত

পুলিশবেষে ডাকাতি

নানা কথা

চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কাইজার ই হিন্দ অসুস্থ হওয়া চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই পদের জন্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু প্রার্থী হইয়াছিলেন। সুরেন বাবু এবার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নবীনপ্রেসে খানাতল্লাস

গত বৃহস্পতিবার গোয়াড়ী হাটষ্ট্রীটস্থ নবীনপ্রেস খানা তল্লাস হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রচার পত্র উক্ত প্রেসে ছাপা হয় বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। এই সন্দেহে প্রেসটী খানাতল্লাস হইল।

শ্রীযুক্ত কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাস

নদীয়া জজকোর্টের আমলা শ্রীযুত কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীও পুলিশ কর্ত্তৃক খানাতল্লাস হইয়াছে।

আবগারী দোকানে পুলিশ

গোয়াড়ী আবগারীদোকানে কয়দিন ধরিয়া পুলিশ পাহারা দিতেছে।

শান্তিপুর সংবাদ

প্রায় ৬ মাস যাবৎ শান্তিপুর গাঁজা, আফিম ও মদের দোকানে পিকেটিং হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতী কাপড়ের দোকানেও পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বসমেত মোট ১৪ জন পিকেটিং-অর্ডিনেন্সে ধৃত হইয়া জেলে গিয়াছেন। পুলিশ মাঝে মাঝে ১৭।১৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া, স্থানীয় থানায় লইয়া যাইত। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই অধিকাংশকেই সন্ধ্যার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ৪৩৫ ও ৫১১ ধারা অনুসারে ফণীভূষণ খাঁ, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও কানাইলাল দে নামক তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব ভবেশচন্দ্র রায়ের এজলাসে তাহাদের বিচার হইতেছে।

[illegible]য় খানাতল্লাস

কুষ্টিয়া, ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার যদুবয়রা গ্রামে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুন্সীর বাটীতে পুলিস প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করিয়াছে। পুলিস অনেক জিনিষ লইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে কয়েকখানা ফটোও আছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। শচীন্দ্র বাবু কৃষ্ণনগর কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

পণ্ডিত মতিলালের মুশৌরী যাত্রা

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্য মুশৌরীতে একটী বাসা ঠিক হইয়াছে। তিনি ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মুশৌরী যাত্রা করিয়াছেন।

পুলিসের বেশে ডাকাতী

প্রকাশ: রাজসাহীর অন্তর্গত ভাণ্ডার-গ্রামে তারাপ্রসন্ন চৌধুরীর বাড়ীতে গত সোমবারে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা গহনা ও নগদে প্রায় পনর হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

রাত্রি ১১টার সময় কতকগুলি লোক আসিয়া বাড়ীতে ডাকাডাকি করে। তাহারা বলে, কলিকাতার বোমা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় তাহারা খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছে। এইরূপ বলিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া সিন্দুক খুলিয়া প্রায় ১০০০ টাকা লইয়া উধাও হয়। সকলেই পুলিসের বেশে আসিয়াছিল।

প্যাটেল কন্যার ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

করাচী, ৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ের কন্যা শ্রীমতী মণি বেন ভদ্রপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বি শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

কংগ্রেস বে আইনী

কলিকাতার গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও লাহোর সিটী কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী জনতা বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদক ধৃত

সীতামারী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শুকদেব প্রসাদ গৌর ধৃত হইয়াছেন। ফুলবাড়ী শেরিফের মৌলানা সাযাদ সাহেবের পুত্র মহম্মদ হোসেন বক্তৃতা করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়াছেন

রাজদ্রোহের অভিযোগ

কালনার স্বামী নবগৌরাঙ্গ অবধূত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে হুগলীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, বলাগড়ে তিনি ইতঃপূর্ব্বে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। স্বামিজী এক্ষণে হুগলী জেলে অবস্থান করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অন্য আর একটা মামলা সম্পর্কে তাঁহার প্রতি তিন মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভৈরববাজার রেলপথ বন্যা প্লাবনে ধ্বংস

ময়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে লাইনের অন্তর্গত ময়মনসিংহ ও শম্ভুগঞ্জ নামক ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জলপ্লাবন হওয়ায় ২১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের একটী সেতুর বাঁধ কিছুদূর পর্য্যন্ত একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। এইজন্য কয়েক দিন যাত্রীদিগকে পারাপার করা হইতেছে।

লাহোর বোমার জের

লাহোরে রাবী নদীর তীরে যে ১৪টী বোমা পাওয়া যায়, তাহার সহিত সম্পর্ক আছে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া করাচী পুলিস লাহোরের এক ছাপাখানার পঞ্জাবী হিন্দু কর্ম্মচারীকে গত মঙ্গলবার প্রাতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে পুলিস পাহারায় লাহোরে পাঠান হইয়াছে।

মাজুতে ১৩০ জন গ্রেপ্তার

প্ররোচনা অর্ডিনান্স অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবক কিশোরীমোহন ঘোষ, বলরাম দে, বিভূতিভূষণ সাহা, বলাইচন্দ্র দে, কেশব চন্দ্র শেঠ ও ফটিকচন্দ্র গুছাইতকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মাজুতে এ পর্য্যন্ত ১ শত ৩০ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

দিল্লীতে স্বেচ্ছাসেবকদের কারাদণ্ড

৬ বাক্স বিদেশী লংক্লথ চালান দেওয়ার সময়ে ধরা পড়ায়, গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে কংগ্রেস আফিসে আনয়ন করা হয়। একজন স্বেচ্ছাসেবিকা রাত্রি ১১॥০টা পর্য্যন্ত উহা পাহারা দেন। ঐ সময়ে পুলিশ উপস্থিত হইয়া তথায় সমবেত জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা একজন মহিলা ও চারিজন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে।

সন্ধ্যাকালে কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রয় করিবার সময়ে আরও ২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উক্ত ৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড উহা অনাদায়ে আরও দেড় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দুইজন শিক্ষকের পদত্যাগ

শাঁকরাইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুত অভয় ভৌমিক শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর সাবকুলারের প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করিয়াছেন।

শাঁকরাইল আন্দিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক তরুণ যুবক শ্রীযুত প্রমোদরঞ্জন পতি গভর্ণমেণ্টের দণ্ডনীতির প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ঝরিয়ায় খাদি প্রদর্শনী

১৫ই সেপ্টেম্বর ঝরিয়া ফতেপুর বাজারে "নির্দ্দোষ" খাদি-প্রদর্শনী বসিবে। ১৫ দিন যাবৎ উক্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। উক্ত খাদি-প্রদর্শনী যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন খাদি কেন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সত্যাগ্রহ আফিসে পুলিশ ৫ জন ধৃত

৯ই সেপ্টেম্বর সংবাদে প্রকাশ পুলিশ পাটনা, সত্যাগ্রহ অফিসে উপনীত হইয়া ৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে

ফেণীতে ৫ জন পিকেটার গ্রেপ্তার

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় ফেণী হইতে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া কুমিল্লায় আনা হইয়াছে। কুমিল্লা ষ্টেশনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছে।

মহাত্মার বাঙ্গালী সঙ্গী নাসিক হইতে কারামুক্ত

শ্রীযুত দুর্গেশচন্দ্র দাস মহাত্মাজীর প্রথম অভিযানকালে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর নাসিক জেল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট আসিয়াছেন।

নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী

বোম্বাই প্রদেশের যুব-সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, উক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী হইবে। অন্ততঃ একমাস উক্ত প্রদর্শনীর কার্য্য চলিবে।

মাজদিয়া—নদীয়া

গত ২০শে ভাদ্র শনিবার মাজদিয়া কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দে মাজদিয়া রেলবাজারে গাঁজা ও আফিমের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় ধৃত হইয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ভাদ্র শনিবার—১৩৩৭

(১)

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা প্রচার—

এলাহাবাদ য়্যাজ লো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম

বিষয়—মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়

(২)

শ্রীবৃন্দাবনে বাস প্রকৃতপক্ষে ভক্তিমানের ভাগ্যেই ঘটে

(৩)

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-শ্রীধামবিরোধিদলের সকল কুচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তথাপি তাহাদের 'আক্কেল' হয় না—ইহাই আশ্চর্য্য !

(৪)

প্রয়াগ—শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-মহোৎসব ও শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের অপ্রকট মহোৎসব

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রেরিত)

শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সপ্তাহাধিক কাল শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী প্রয়াগধামে অবস্থান করিয়া অনর্গল শ্রীরূপশিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় হাইকোর্টের বিচারপতি, কলেজের অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, পণ্ডিত, শ্রদ্ধালু প্রভৃতি বহুব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রচারকবরের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদের গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রসমূহের তুলনামূলক শাস্ত্রযুক্তি-সমন্বিত সুসিদ্ধান্তবাণীগুলি সাধারণে সরলভাষায় প্রচারিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলে ৩১শে আগষ্ট রবিবার স্থানীয় এ্যাংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" ও "শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্যবিষয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা স্থির হয়। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ মহোদয় বক্তা হইলেন।

সময়মত সহরের সর্ব্বত্র সংবাদটী প্রচারিত হইল। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বক্তৃতা-স্থানে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা করিয়া শ্রীগুর্ব্বষ্টক গীত হইলেন। সভাপতি ছিলেন—হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সকলের নাম সংগ্রহ করিবার সুযোগ অসম্ভব থাকায় কয়েকজনের মাত্র পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় এ্যাড্‌ভোকেট ভূপেন্দ্রনাথ কর, প্রিন্সিপাল; ইন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় উকীল গণেশচন্দ্র দেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; ব্রজনাথ দে, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; ডাঃ ললিতমোহন রায় হেল্‌থ অফিসার; নলিনবিহারী মিত্র, ঈশানচন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ মুখার্জ্জী, নিরঞ্জন মুখার্জ্জী, হরিচরণ গুহ, সুরেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব ঘোষ, ফকির চন্দ্র ঘোষ, বেণীমাধব ব্যানার্জ্জী, অনিলকুমার লাহিড়ী, জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জী, যতীন্দ্রনাথ সেন, প্রকাশ চন্দ্র মুখার্জ্জী, কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জী, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, জীবনকৃষ্ণ মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

সর্ব্বাগ্রে সভাপতি মহোদয় বলিলেন—ভদ্রমহোদয়গণ ভদ্রমহিলাগণ! আপনারা আজ পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বক্তৃতা শুনতে এসেছেন। আমার কাজ,—তাঁ'র পরিচয় দেওয়া। তিনি,—পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য। আমি সেই পরমহংস ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি খুব বড় পণ্ডিত এবং বাস্তবিকই মহাপুরুষ। সুতরাং যিনি অত বড় মহাপুরুষের শিষ্য, তিনি একটা ছোট, খাট মহাপুরুষ না হ'য়ে যান না। যে বিষয়ের ওপর তিনি বল্‌বেন, সেটা হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বল্‌তে যাওয়া বড় কথা। নিজে ছেলে মানুষ হলেও তিনি বড় কেননা;—"ন খলু বয়স্তেজসো হেতুঃ। যে মানুষ সত্ত্বাবান্ তাঁর পরিচয়—তাঁর কৃতিত্ব—তাঁর প্রাধান্য বয়সের উপর নির্ভর করে না। তিনি খুব ভাবুক এবং চিন্তাশীল। তাঁর শ্রীমুখ থেকে আমাদের পূর্ব্বে শুন্‌বার সুযোগ না হলেও শুনেছি—তিনি খুব বড় বক্তা। যা হোক, আমরা প্রার্থনা কচ্ছি—তিনি মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বোলবেন্—আমরা উপকৃত হবো।

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে শ্রীরূপজীবন শ্রীগৌরহরির বন্দনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সুধীমণ্ডলি! আজ আমার উপর একটা গুরুভার অর্পিত হয়েছে। ইতঃপূর্ব্বে মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মানবজীবনের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব কতদূর, তার আভাস তিনি দিয়েছেন। তবে আমার সাহস এই যে, আমি যতই অল্পবুদ্ধি হই না কেন, বক্তব্য বিষয়ে যদি আমার নিজের কথা বলি—আমি বলিতেছি, অভিমান করি, তবে তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষগুলি আস্‌তে পারে। কিন্তু শ্রৌতপরম্পরায় বা গুরুপরম্পরায় অর্থাৎ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হ'তে গুরুমুখী হ'য়ে যে কথাগুলি আমাদের চেতনের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং শেষে যে চেতন-বাণী আমাদের সেবোন্মুখ জিহ্বায় প্রকট হন,—সেখানে ভ্রমাদি হয় না। পূত-সলিলা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যে খাত দিয়েই আসুন না কেন—প্রবাহিত হউন না কেন,—পবিত্র। সেইরূপ যে চৈতন্য-সরস্বতী—চেতনবাণী চেতন-বিজলী সঞ্চার করে মানব-জীবন পূত-পবিত্র করে দিতে পারেন, সেই বাণী কতটুকু সার্থকতা মণ্ডিতা হয়েছেন, সেবকের হৃদয়ে সেবা-পূজায় সুসজ্জিতা হয়েছেন, দেখ্‌তে হবে। তবে যে খাত দিয়ে গঙ্গা'র প্রবাহিতা হন, সেই নিত্য-পূত গঙ্গাদির পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সেই খাতও পবিত্র হয়, সেইরূপ আমিও আজ সেই চৈতন্যবাণী—নিত্যপবিত্রবাণী কীর্ত্তন করে পবিত্র হবো।

"মানব জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। প্রত্যেক মানুষের রুচি ভিন্ন, সুতরাং রুচি অনুসারে বিচারও ভিন্ন। তাই, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের,—দার্শনিক সম্প্রদায়ের,—নাস্তিক্যিক সম্প্রদায়ের,—সমাজপতিগণের মধ্যে মতভেদ।

চার্ব্বাক বা জড়যুগত সম্প্রদায় মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বলিতেন—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"।

জৈমিনী বা পূর্ব্বমীমাংসাকার শ্রুতান উঠাইয়া বলিবেন "চোদনা লক্ষণো ধর্ম্মঃ"। যাগ কর, যজ্ঞ কর তপস্যা কর ইত্যাদি।

সাংখ্য বল্‌বেন—ঈশ্বরকৃষ্ণ বল্‌বেন—আধ্যাত্মিক জ্ঞানী বল্‌বেন—ত্রিতাপ হ'তে মুক্ত হওয়াই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

পাতঞ্জলি ব'লবেন চিত্তবৃত্তি নিরোধই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

এইভাবে নানা মত—নানা মতবাদ মানুষের মনে সন্দেহ সংশয় আনিয়া দেয়। এই ভাব—এই বিপদ শুধু ভারতে নয়; পাশ্চাত্য জগতেও বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

সমস্যার মীমাংসায় সকলেই সমান। সকলেই বলিবেন—যে যে কথা বলেন—যে ভাবে চলেন, সেই কথা, ভাব বা পথ ভিন্নমাত্র, কিন্তু চরমে এক। এইরূপ সমন্বয়-বাদের অভাব নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এই সমন্বয় ব'লে সকলে গোঁজামিল দিয়ে থাকেন। কেননা যদি বিচার করে দেখি, তবে দেখা যায় যে, চার্ব্বাকের মতে চ'লে ঋণ ক'রে ঘি খেলে সামাজিক দিক হ'তে বিশৃঙ্খলা হয়। ঋণগ্রহণকারিগণ ঋণ গ্রহণ করতে করতে ধনীর সব ধন নিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করে; তাকেই ঋণদায়ে বদ্ধ করে ফেলে। আবার কেহ যদি জৈমিনীর মতে—কেহ যদি সাংখ্যের মতে চ'লতে থাকে, প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচির অনুকূলে ধর্ম্ম ঠিক করে, তবে ধর্ম্মাচরণের পরিবর্ত্তে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়।

চার্ব্বাক বলেছেন 'ভোগ', আর জৈমিনী বলেছেন-'ত্যাগ'। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোথায়? শান্তি কোথায়?

দেখুন, আমরা যদি সকলের কথা কিছুক্ষণের জন্য তফাৎ রেখে—দূরে রেখে বিচার করে দেখি, তাহলে দেখ্‌তে পাই যে, সকলেরই উদ্দেশ্য আনন্দ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবৃন্দাবনে বাস প্রকৃত-পক্ষে ভক্তিমানের ভাগ্যেই ঘটে

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের হৃদয়ই শ্রীশ্রীরাধা-কান্তের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন। তাই গদাধর পণ্ডিত প্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যথা:—

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভুপাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া॥
তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা-গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ॥

যদিও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের হৃদয়ই শ্রীবৃন্দাবন, তথাপি ভক্তভাব ধরিয়া জীব-উদ্ধারকল্পে ধরাতলে আগমন-হেতু তিনি লোকশিক্ষার জন্য প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবনে গমন-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিষয়মত্ত সাধারণ লোকের ধারণা ভৌম বৃন্দাবন অপ্রাকৃত নহে। তাঁহারা মনে করেন যে, ভৌমবৃন্দাবন অন্য জড়-দেশ-কাল পাত্রেরই সদৃশ এবং যেরূপ অপরাপর জড়বস্তুর সঙ্গ-প্রভাবে জড়-ভাবসমূহ উদিত হয়, তদ্রূপ বৃন্দাবনদর্শনাদি করিলে জড়ীয় মঙ্গল হইতে পারে, পরমার্থ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত বিষয়ে মত্ত ব্যক্তিগণ শ্রীবৃন্দাবন ধামকে যেরূপ ভাবেই বুঝুন না কেন, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনধামের কোন ক্ষতি হইবে না। শ্রীবৃন্দাবনধাম ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত লীলাস্থলী। বদ্ধজীব তাহা ভুলিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে প্রপঞ্চের বিষয়-ভোগ-ক্ষেত্র মাত্র মনে করে এবং শ্রীবৃন্দাবন-ধামের অপ্রাকৃতত্ব দর্শনে বঞ্চিত হয়। বদ্ধ জীবের প্রাপঞ্চিক অনুভূতি খর্ব্ব করিবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন, "মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি।" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনে যেরূপ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন জড়বস্তুর স্থানাভাব, শ্রীবৃন্দাবনেও সেই প্রকার কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য জড়বস্তুর দর্শন সম্ভাবপর নহে। তবে যে বদ্ধজীবসমূহ শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া জড়বস্তু দর্শন করে, তাহা তাহাদিগের হৃদয়স্থ ভোগবুদ্ধির কল্পিত বিষয় ও অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের আবরণ মাত্র। যাবৎ না সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিজ মনকে নিত্য শ্রীবৃন্দাবনরূপে পরিণত করিতে পারিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা ভৌম বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগবুদ্ধি থাকাকালে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনেচ্ছু-গণের উচিত অগ্রে হৃদয়স্থ অন্যাভি-লাষরূপ অনর্থত্যাগের ব্যবস্থা করা। ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

ভক্তব্রুব সহজিয়াগণ যে প্রকার শ্রীবৃন্দাবন ধামের ধারণা করিয়া সংসারে জঞ্জাল উপস্থিত করেন, ভাগবতগণের তাদৃশ ভাব নহে। শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভু নিত্য ব্রজবাসী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ভৌম শ্রীবৃন্দাবন যাইবার প্রসঙ্গ কুত্রাপি কথিত হয় নাই। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীল শিবানন্দ সেন,

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভৃতিরও তাদৃশ যাত্রা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আদি সিদ্ধ মহাত্মগণও নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। আবার ভক্তিবিহীন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীর ভৌম শ্রীবৃন্দাবন-বাস, দর্শন ও গমনাদির প্রসঙ্গও আঘাত হয়। শ্রীধামবাস ভক্তিহীনের নিকট স্বর্গাপবর্গ-দায়ক পাপ-ক্ষয়জ বৈরাগ্য-প্রাপ্য ফল বিশেষ; পরন্তু 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন' শ্লোকের অভিপ্রেত ভক্তিমানের শ্রীধামবৃন্দাবন-বাসই যথার্থ। খেতরি গ্রামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, যাজিগ্রামে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, কালনায় শ্রীল ভগবান দাস প্রভৃতি নামৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ অপ্রকট শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্যধামে বাস করেন নাই। যাঁহার হৃদয় নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছে, তিনি ভৌমবৃন্দাবনে যান বা না যান, তাহাতে ক্ষতি নাই। যদি তাঁহারা ভৌম-বৃন্দাবনে গমন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহার মধ্যে লোকশিক্ষারূপ মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অন্তর্নিহিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু, ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে, ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা ভৌম শ্রীবৃন্দাবনকে সামান্য ভূমিখণ্ড জ্ঞান করেন ও তাহাতে পূজ্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গাধার ন্যায় বোকা, অতএব ভৌম শ্রীবৃন্দাবনকে অপ্রাকৃত পদার্থরূপে বুঝিতে হইলে সামান্য ভূমিখণ্ড-বুদ্ধির যাহাতে উদয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজমনকে শ্রীবৃন্দাবন-চিন্তায় সদা বিভোর রাখিতে যাঁহারা সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সামান্য-ভূমিখণ্ড-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ভৌম শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ব দর্শনে ক্ষম, অন্যে নহে। হে পাঠকবর্গ, আপনারা যদি তাদৃশ দর্শনে বঞ্চিত থাকেন, তবে কৃপা করিয়া—সত্বর সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করুন এবং তাঁহার সেবাধারে হৃদয়স্থ অন্ধতমরাশিকে দূরীভূত করিয়া মনকে শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করুন। মন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হইলে পর যদি শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞানুসারে জীব-শিক্ষার জন্য ভৌম শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আপনারা শ্রীশ্রীগোবিন্দ-সুন্দরের পন্থা অনুসরণ করিবেন, নচেৎ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-মতে যেখানে থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্য্য সেবা করা প্রয়োজন হয়, আপনারা তথায় থাকিয়াই নিত্য শ্রীবৃন্দাবন বাস করিবেন। এঁচোড়ে পাকা হইবার বৃথা চেষ্টা করা কখনই আপনাদিগের ন্যায় বুদ্ধিমানের উচিত হয় না।

নেড়া ক'বার বেলতলায় যায় ?

এখনও কি আক্কেল হয় নাই ?

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী অসুরবর্গ হিরণ্যকশিপুর অনুগত বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী পিশুন-স্বভাব জনগণ শারীর বল বা ধন-জনাদির অহঙ্কার-দৃপ্ত হইয়া বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবের অলৌকিকত্ব ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না, তাই তাঁহাদিগকে তাহাদেরই অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি করে। কিন্তু হতভাগ্যেরা যখন দেখে যে, তাহাদের তাদৃশ অসদভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে, বরং বৈষ্ণব তাহাদের সকল চেষ্টাকেই অসৎ বলিয়া গর্হণ করেন, কোন কার্য্যেই বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, তখন তাহারা ভয়ঙ্কর বিরোধী হইয়া পড়ে, কি উপায়ে বৈষ্ণবকে জব্দ করিতে পারিবে, তাহাই তাহাদের অহর্নিশ একটী প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হয়। বৈষ্ণবকে জব্দ করার চেষ্টা অর্থে তাঁহার প্রভু-সেবায় বাধা প্রদান করা, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান্ নিজ সুদর্শন চক্র দ্বারা যাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ বিষ্ণুবিরোধী হওয়ার পরিণাম অসুরগণ ভাল করিয়াই জানে।

অভিমন্যু নারকীয় প্রকৃতি লইয়া অধুনা যে সকল অর্ব্বাচীন জীব বিষ্ণুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রচারিত বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া অবাস্তব কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, আমরা তাহাদের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেছি। মাৎসর্য্য-বশে এরূপ সাধ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ বরণ করিয়া লাভ কি হইবে? মহাজন-প্রচারিত সত্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। 'ভক্তবাক্য কভু নহে ব্যভিচারী'। স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিতে পারেন না। কিন্তু ভক্ত ভগবান্‌কেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইতে পারে, যেহেতু ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্। ভীষ্মযুদ্ধে ভগবান্ অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিলেও ভীষ্ম তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। ভগবানের স্থানে অপরাধ করিলে ভগবন্নাম-গ্রহণ-ফলে সে অপরাধ দূর হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তস্থলে অপরাধ করিলে আর তাহার নিস্তার নাই। ভক্তাপরাধীকে ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না, তবে যে-ভক্তস্থলে যাহার অপরাধ হয়, সেই ভক্তচরণে শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই নিস্তার; নতুবা কোটিকল্পকাল নরকে পচিয়াও তাহা উদ্ধার নাই। শাস্ত্রের এই সকল কথাগুলি কাঁকুড়-মেঠো-দল অদ্যাপি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, ইহা একটী বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

রামচন্দ্রপুর চড়াটী হইয়াছে যেন বিষ্ণু-বৈষ্ণব ও শ্রীধাম বিরোধের নিত্য নূতন ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হইবার একটী বিরাট্ কারখানা বিশেষ। কারখানার হেড্ মিস্ত্রীটির পূর্ব্ব হইতেই হাতুড়ী পেটান'র অভ্যাসও আছে বলিয়া শুনিতে পাই। তখন দেহে বল ছিল, হাতুড়ী পেটান'র কাজ নাকি নিজের হাত দিয়াই চলিত, এখন সর্ব্বেন্দ্রিয়-দুর্ব্বল ক্ষীণ-কলেবর, তাই মন দিয়াই মতলব বাহির হয়, হাতের কাজ অন্য লোকে করে। শুনিতে পাই, মুক্তিকা নিবাসে মিস্ত্রী মহাশয় মতলব দিয়া লোকের দ্বারা অনেক ভূপতি-বিস্তার কূপলতা সুগুপ্ত সংরক্ষণ করিয়াছেন, সময় আসিলেই সেগুলি বাহির হইবা মিস্ত্রী মহাশয়ের বাহাদুরীটা ঘোষণা করিবে! সূর্য্য চন্দ্র বহির্জগতের সব স্থান প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন চোর, দস্যু, লম্পট প্রভৃতি পর্ব্বত-গুহায় লুকায়িত হইয়া মনে মনে বড়ই গর্ব্ব করিয়া থাকে যে, আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিব। কিন্তু হা অদৃষ্ট! উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপে অত্যাশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়া এবার সকল স্থানই আলোকিত করিয়া খলের সকল দুষ্টামিই প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। পরম দয়াময় গৌর-নিত্যানন্দ জগতের ভাগ্যে সদয় হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব ও শ্রীধাম-বিরোধিদলের সকল ষড়যন্ত্র লোক-সমক্ষে প্রচার করিয়া দিতেছেন! তবে আর কেন!! এখনও কি আর সাধ মিটিবে না? গৌরধাম প্রচার করিবার ভার গৌরসুন্দর তাঁহার উপযুক্ত পাত্রেরই উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। অন্য-স্বার্থান্বেষী ব্যভিচার-পরায়ণ নামাপরাধী কুচক্রান্তকারী মর্কটবৈরাগিকুলের উপর সেভার ন্যস্ত হয় নাই। তবে 'যাঁরে মানে না আপনি মোড়ল' সাজিয়া কি কিছু লাভ আছে? ষড়যন্ত্রকারীদলের সকল কথাই ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এখনও তাঁহাদের সাবধান হইয়া আত্মদোষ-প্রক্ষালনে যত্নবান্ হওয়া ভাল। নতুবা অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—কে জানে!

প্রকটোৎসব

(প্রাপ্ত)

প্রয়াগ, ৫।৯।৩০

আজ গৌরত্রয়োদশী। এই তিথিতে শ্রীগৌরশক্তিধর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌড়মণ্ডলে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন। গৌরৈক-সর্ব্বস্ব ঠাকুর মহাশয় গৌরবিমুখ জগতে গৌরভক্তিমন্দাকিনী আনয়ন করিয়া মরজগতে ভগীরথ নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরপার্ষদ। তিনি গৌরকান্তি শ্রীরূপপ্রভুর অভিন্ন তনু। শ্রীরূপপ্রভু যেমন অভিধেয়ার ভক্তিবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, এই রূপানুগবর্য্য প্রভুও মূর্ত্ত গৌরভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রকট করাইয়াছেন।

প্রয়াগধাম শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী। সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট সনাতন জীবাত্মা শ্রীল সনাতন প্রভুর আনুগত্যে শ্রীরূপপ্রভুর সেবাধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ জীব শ্রীরূপগুরুপাদপদ্ম-দর্শন পান। ঠাকুরভক্তিবিনোদ যখন এই স্থানে শুভাগমন করিয়া স্বীয় প্রভুর আস্পদায় সেবাবিস্তারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এখানে একটী প্রচারকেন্দ্র—শ্রীরূপশিক্ষা-বিস্তার-কেন্দ্র-স্থাপনের মানস করিয়াছিলেন। ভক্তের ভাবনা ভাবগ্রাহী ভগবানেরই ভাবনা। তাই আজ শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত মূর্ত্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রকট করিয়াছেন। স্বীয় আরাধ্যদেব শ্রীবিনোদকিশোরের নিত্যসেবা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীগুরুদেব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অগ্রগণ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথির সেবা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ এবং সংকীর্ত্তনমুখে গুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিরহ-মহোৎসব

২০শে ভাদ্র অনন্তচতুর্দ্দশী। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভুর অপ্রকট ঐ তিথিতে হয়। সুতরাং নামৈক ভজনপরায়ণ জনগণের ঐ তিথি পরম-পূজ্য। শ্রীনাম সাক্ষাৎ নামী ভগবান। শ্রীভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ এবং নাম একই, কেবল লীলাগত ভেদমাত্র।

শব্দব্রহ্মের আরাধনাই শব্দী পরমব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-সেবা প্রদাতা। সেই কৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে নিজের নাম নিজে দান করিতে আসিয়াছিলেন। সেই পরমকরুণাবতারে অমন্দোদয় দয়া—শ্রীনামপ্রভুর অবতরণ-লীলায় অগ্রণী ছিলেন ঠাকুর হরিদাস। সুতরাং পৃথিবীর শিরোমণি চিন্তামণিরও চিন্তামণি নামচিন্তামণি-প্রদাতা ঠাকুরের উপাসনা শ্রীগুরুর আনুগত্যে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ যথাসাধ্য করিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রলীলা পাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৩৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীমানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল; এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ দামক, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গৌড়ীয় [illegible] প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমাবদ্ধ। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

বোল্ড-বর্ণ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

• টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

O. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গৌরভক্তের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৭ সংখ্যা

• শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ভাদ্র ১৩৩৭ সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেসনে চুরি
গোলটেবিল বৈঠকের দিন পিছাইল
নবদ্বীপে গ্রেপ্তার
নারীহরণে প্রধান শিক্ষক অভিযুক্ত
কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার
পণ্ডিত মতিলালের জামাতা গ্রেপ্তার
বোমা বিভ্রাট
শান্তির চেষ্টায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ
কারাবদল
ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদে নির্ব্বাচিত

নানা কথা

নবদ্বীপঘাট ষ্টেসনে চুরি

প্রকাশ গত বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ষ্টেসনঘর খুলিয়া মাষ্টারবাবু দেখিলেন, ষ্টেসনের পশ্চাদ্দিকের বেড়া কাটা রহিয়াছে চোর আসিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইল। আইরণসেফের এক চাবী মাষ্টার বাবুর নিকট থাকে, আর একটা ষ্টেসনারী বাক্সের ভিতর লুকান থাকে। ষ্টেসনারী বাক্সটা নাই দেখিয়া মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নিজের কাছে যে চাবী ছিল তাহাদিয়া আইরণ সেফ খুলিতে গিয়া দেখিলেন কল খোলা রহিয়াছে। ডালা খুলিয়া দেখিলেন ক্যাসবাক্স নাই। উহার ভিতর ৬৪॥৴১৫ ছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া টেবিলের উপরিস্থ কাগজপত্র সরাইতে লাগিলেন, কতকগুলি টিকিট ঝর ঝর করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। টিকিট পাঠ করিয়া বুঝিলেন উহা মহেশগঞ্জ ষ্টেসনের টিকিট। উহাতে তারিখ লওয়া আছে। উহাতে অনুমান হয়, চোর প্রথমে মহেশগঞ্জ ষ্টেসনে প্রবেশ করে, তথায় কিছু না পাইয়া টিকিটগুলি লইয়া আসে। এখানে টেবিলের উপর উহা রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকে। ক্যাস ব্যাগ হাতে পাইয়া আনন্দে ঐ সকল টিকিট লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

নবদ্বীপে গ্রেপ্তার

গত শুক্রবার পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নবদ্বীপের তিনজন কংগ্রেস্-কর্ম্মী কৃষ্ণনগরে নীত হন। স্বদেশ-প্রেমিকগণ বন্দীদিগকে নানাবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া 'বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনিতে দিগন্তমুখরিত করিয়া পায় ঘাট পর্য্যন্ত অগ্রসর হন; বন্দীদিগের মধ্যে একজন স্থানীয় কংগ্রেস্ লিডার।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হুগলী, ও নদীপুরে আবগারী দোকানে পিকেটিংএর জন্য শম্ভুনাথ রায়, রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী—এই কয়জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কারা-বদল

কৃষ্ণনগর জেলের ২৫ জন সত্যাগ্রহী কয়েদীকে গত ১১ই সেপ্টেম্বর উন্টাডিঙ্গি জেলে পাঠান হইয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা এক্সপ্রেসে ৪০ জন রাজনৈতিক কয়েদীকে দমদমার স্পেশ্যাল জেলে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ দেব এবং হেমেন্দ্রচন্দ্র রায় শিলচর জেলে ও শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ দে এবং গোপেশচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট হইতে তেজপুর জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলালের জামাতা গ্রেপ্তার

১২ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জামাতা ব্যারিষ্টার মিঃ এস, আর, পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পরেই তাঁহাকে নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহঃ পূর্ব্বে কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে পেশোয়ার তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেই তদন্ত কমিটীর সেক্রেটারী ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহার জামাতার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়াই মোটর যোগে তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

শান্তির চেষ্টায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎকার

মিঃ আলেকজাণ্ডার নামক বান্ধব সমিতির জনৈক সদস্য সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার মানসে সচেষ্ট হইয়াছেন। গত মঙ্গলবারে ইনি মহাত্মা গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাক্ষাতের ফলাফল এখনও প্রকাশ হয় নাই। মিঃ আলেকজাণ্ডার সত্বর বড়লাট সমক্ষে যাত্রা করিতেছেন; ইহার বিশ্বাস যে, সপ্রু জয়াকরের ন্যায় তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইবে না।

গোল টেবিল বৈঠক

প্রকাশ, সাম্রাজ্য বৈঠক যে সময়ের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা না হওয়ায় নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন সম্ভব হইবে না।

নারীহরণে প্রধান শিক্ষক অভিযুক্ত

হাবাগাদের উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশ্বিনীকুমার দাস রেণুকা-নাম্নী একটি বিবাহিতা বালিকাকে হরণ করিবার অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর এই মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

আন্দোলনে যোগদান

প্রকাশ, আজমীর সত্রজ থানার মধ্যের জনৈক মুসলমান সরপঞ্চের নামে পুলিশে এইরূপ অভিযোগ করে যে, তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন এবং জনসাধারণকে খাজনা বন্ধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন। ফলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে।

নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পিকেটীং

পুনায় নির্ব্বাচন স্থলে ভোটদান নামমাত্র হইয়াছে। নির্ব্বাচনের সময় পিকেটীং হইয়াছিল কিন্তু যাহারা ভোট দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা যায় নাই। সংবাদে প্রকাশ, পুণা সহরে মাত্র ১৫০টী ভোট লিপিবদ্ধ হইয়াছে

বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটীং

৭ জন মাহলা স্বেচ্ছাসেবিকা পুণা বিশ্ববিদ্যালয় হলে পিকেটীং করিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ সদস্যপদে রামস্বামী মুদলিয়র নির্ব্বাচিত

মাদ্রাজ সিটী ও অমুসলমান কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত এ, রামস্বামী মুদলিয়র ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত মুদলিয়র ২৫৭- ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। ২টা ভোটের কাগজ বাতিল হইয়া গিয়াছে। এই দুইটী কাগজের মধ্যে একখানিতে লেখা ছিল 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়" আর একখানিতে লেখা ছিল নেতারা যতদিন জেলে আবদ্ধ থাকিবেন ততদিন আপনারা কাউন্সিলে যাইবেন না।

স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা

১১ই সেপ্টেম্বর একদল সশস্ত্র ও সাধারণ কনষ্টেবল লইয়া ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হবিগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে এবং অন্নপূর্ণা মেসে খানাতল্লাস করেন। কিন্তু অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

গত বুধবার মীরপুরের আবগারী দোকানে পিকেটীংএর অপরাধে ধৃত পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবককে হবিগঞ্জে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এলাহাবাদে পিকেটার দণ্ডিত

এলাহাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১২ই সেপ্টেম্বর পিকেটীং অর্ডিন্যান্সবলে ৮জন স্বেচ্ছাসেবককে ৪ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কলিকাতায় খানাতল্লাসের ধুম

সংপ্রতি কলিকাতায় যে বোমা-বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে গোয়েন্দা-বিভাগের পুলিস বিষম চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ইতোমধ্যে হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বাদুরবাগান প্রভৃতি স্থানে বহু বাড়ী ও মেসে খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ, কোথাও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

জামিনের দায়ে পত্রিকা

আমেদাবাদ ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, 'আমেদাবাদ-সমাচার' নামক পত্রিকার নিকট ৫০০ টাকা জামিন তলব করা হইয়াছে; এই পত্রিকা টাকা জমা দিয়াছে।

বোমা-বিভ্রাট

সম্প্রতি কলিকাতায় যে বোমাবিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্তা শোভারাণী দত্ত, শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় প্রমুখ যে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, গত ১২ই সেপ্টেম্বর তাহাদিগকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রতি আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শোভারাণী দত্তকে পূর্ব্ব-জামীনেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে নির্ব্বাচিত

১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ঢাকা সার অন্নমালাই চেটিয়ার, সার সি. পি রামস্বামী আয়ার, মিঃ কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও দেওয়ান বাহাদুর নারায়ণ স্বামী চেটি মাদ্রাজ অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৩০৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ২৩০০ জন ভোট দিয়াছেন।

জমীদার হাজতে

সন্তিয়াজুড়ির জমীদার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকুমার কর স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আশ্রয় দেওয়ায় দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারা অনুসারে হবিগঞ্জে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শৈলেন্দ্র বাবু জামীন দিতে অসম্মত হইয়া হাজতে গিয়াছেন।

কংগ্রেস অফিসে পুলিসের হানা

পুলিস ১২ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে গৌহাটীর কংগ্রেস অফিস ও খাদি সংগঠন অফিস বেষ্টন করিয়া ৮ জনকে দণ্ডবিধির ১৫৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস কংগ্রেস অফিস এবং উহার সংলগ্ন অন্য দুইটি ঘর তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ভাদ্র সোমবার—১৩৩৭

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৮ সংখ্যার পর)

'আনন্দ'ই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এজগতে যে আনন্দ, যা'র পিছন পিছন সারা বিশ্ববাসী ছুটেছে, সেই আনন্দ যে সাময়িক। সে আনন্দ যে বিচিত্রতাহীন পশ্চাৎ দুঃখপ্রদ।

সংসারে দাস-প্রভুতে, সখায়-সখায়, পুত্র-মাতাপিতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে প্রীতি,—তাহা কি সামান্য নয়? তার মধ্যে আনন্দের স্থায়িত্ব কতটুকু সময়,—বিচিত্রতা কত পরিমাণে?

চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ ও ধর্ম্মমেঘের সন্ধানে যে আনন্দ, তাহাতেও বিচিত্রতা নাই।

সাংসারিক প্রীতির অনিত্যতা দেখে—অস্থায়িত্ব দেখে উহার আদর্শের সন্ধান খুঁজতে প্রবৃত্তি হয়। তখন দৃশ্যজগতের চরম আদর্শ—যা থেকে সব প্রকাশ হয়েছে, সেই উপনিষদুক্ত শ্লোক মনে পড়ে;—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।"

যাহা হইতে সব বস্তুর প্রকাশ—বিকাশ বা বৈচিত্র্য, সেই মূল বস্তুই ব্রহ্ম। যেমন একটী বিম্বের আদর্শ হ'তে প্রতিবিম্ব হয়, সেইরূপ বিশ্বও বিম্বের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য বা চন্দ্রের ছায়া জলে পতিত হয়। সেই ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রের মত দেখালেও কায়া নয়—ছায়া, উহা আমরা ধরতে পারি না। তাহার স্বভাব হ'চ্ছে উল্টো বা বিপরীত। পুকুরের তীরের গাছটা জলের ভিতর দিয়ে দেখলে উল্টো। দেখি—আরশিতে মুখ দেখলে বাম চক্ষু ডান চক্ষু দেখায়। সুতরাং প্রতিবিম্বের স্বভাব বিকৃত ও হেয়।

ব্রহ্ম হ'তে যে বিশ্ব প্রকটিত, তাহা সেই মূল বস্তুর ছায়া। তাই জাগতিক প্রীতি উল্টো হয়। আজ যে দাস আছে, কাল সে প্রভু হ'য়ে প্রভুকে দাসত্বে নিযুক্ত করে, সখায় সখায় প্রীতি ছাড়িয়া শত্রুতাচরণ করে ইত্যাদি। তাই বলতে হয় যে, এ প্রীতি বিচ্ছিন্ন হয় কেন?—না এ যে ছায়া। অবিকৃতের ছায়া—বিকৃত।

এ জগতে যে কান্ত-কান্তায় ভালবাসা নীতিবিরুদ্ধ, সে জগতে সেটাই শ্রেষ্ঠ। তাহাই মধুর রস বা আদি রস।

আনন্দের বিচার করতে হ'লে,—দেশ, কাল ও পাত্র নিয়ে বিচার করতে হয়। দেশনিষ্ঠা, কালনিষ্ঠা ও পাত্রনিষ্ঠা ইষ্টলাভের সহায়ক।

দেশগত বিচারে জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিগণ যে, আনন্দের সন্ধান দিয়েছেন, সে আনন্দলাভ কোন্ দেশে থেকে সম্ভব? আজ যেখানে ধান-ধান্য-পরিপূর্ণ, কোলাহল-পরিপূর্ণ সহর, কাল আগ্নেয়গিরির উৎপাতে সেখানে সমুদ্র প্রবাহিত। আজ যেখানে জনপদ, কাল সেখানে শ্মশান বা মরুভূমি। এ দেশ যে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে। সুতরাং আনন্দের স্থানে দুঃখেরই বসতি। কিন্তু ভক্তি বা সেবা, সে'রাজ্যের সন্ধান দিয়েছেন;—

ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সেই ব্রহ্মকে—পরব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রসকল বা বিদ্যুৎসকল প্রকাশ ক'রতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ ক'রে সূর্য্য প্রভৃতি দীপ্তি পায়। সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই জগৎ দীপ্তি পায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হ'তে একখানা গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এনেছিলেন। তার নাম হচ্ছে ব্রহ্মসংহিতা। সেই গ্রন্থে সে রাজ্যের আভাস দিয়েছেন,—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি
তদাস্বাদ্যমপি চ।

আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আনীত শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা'য় বলিতে পারি—

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতার যাঁহা সাহজিক-বন।
পুষ্প-ফলবিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা—যাঁহা দিব্যগীত।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য প্রতীত॥
সর্ব্বত্র জল—যাঁহা অমৃতসমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ—স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখীকায॥

তিনি কৃষ্ণ, আমরা আকৃষ্ট। তিনি আকর্ষণ কচ্ছেন—আমরাও আকৃষ্ট হচ্ছি। কিন্তু বর্ত্তমানে সে আকর্ষণে আমরা সেই বৃহৎ বস্তু দেখতে পাচ্ছি না, মাঝে একটা আড়াল পড়েছে। তাতে করে আনন্দ নিত্য হচ্ছে না। কিন্তু যখন সেই জিনিষের সাক্ষাৎকার হবে, তখন নিত্যানন্দ লাভ হবে।

আমরা প্রয়াগধামে উপস্থিত। এখানে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু সেই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট হ'তে দশদিন ধরে শিক্ষালাভ করে অতশিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত আমরা আমাদিগকে 'চৈতন্যবাণী—চেতনবাণীতে শিক্ষা দিয়ে দেশের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তারতম্য বিচারে—তাত্ত্বিক ভক্তিবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ।
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

শ্রীল রূপ প্রভু স্বর্গের নামও উল্লেখ করেন নাই। যে লোকে লোক সাময়িক পুণ্যপ্রভাবে পুণ্য-পরিমিত কাল সুখ ভোগ করে, পুণ্যক্ষয়ে ভোগের অতৃপ্তিতে অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া নামিয়া আসে সেই "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" বা কর্ম্মিকু স্বর্গলোকের সন্ধান দিয়ে আমাদিগকে অসুবিধায় ফেলেন নাই। স্বর্গ ত' বা কথা, মহ, জন, তপঃ ও সত্য লোকের কথাও তিনি বলেন না। আবার সে লোকের কথা দূরে রহু, ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজানদী, তার পরপারে ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মলোকের কথাও তিনি বলেন নাই। যদিও সে দেশ মায়ার পরপারে, তথাপি সেখানে আনন্দে বিচিত্রতা নাই। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু' অবস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথায় গমন করেন। সেখানকার আনন্দে নিত্যত্বের আভাস থাকিলেও তাহা বিচিত্রতা হীন।

আনন্দলাভ করতে হলে একজন অপর একজনকে লইয়া আনন্দ করে, সেই ব্যক্তিদ্বয়ের নিত্যত্ব থাকলে—স্বীকৃত হ'লে নিত্যানন্দ লাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবাদীর মতে ত্রিপুটী বিনাশ অর্থাৎ আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন এক হয়ে যাওয়াই আনন্দ। কিন্তু ব্রহ্মলোকে অবস্থিত আনন্দের উৎকৃষ্টত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে গীতা বললেন, মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্—ইহার পর অবস্থায় সাধুসঙ্গে—বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ জগতে বিলাসসহায়কগণের সাক্ষাতে—সঙ্গক্রমে সেই নিত্য-লোকে নিত্য আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনের নিত্যঅবস্থিতিতে নিত্যানন্দ লাভ হয়।

ব্রহ্মলোকের উপর বৈকুণ্ঠলোক। পরৈশ্বর্য্যময় নারায়ণ সেখানকার প্রভু। মুক্তপুরুষগণ সেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসে দাস-প্রভু সম্বন্ধে ভীতি ও সম্ভ্রমযুক্ত সেবায় বর্ত্তমান।

সেই বৈকুণ্ঠ হতে মথুরা শ্রেষ্ঠ। এখানে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বেশ্বর অজ ভগবান্ বসুদেব-দেবকীর সেবায় পুত্ররূপে অবতীর্ণ, অতএব সেবক মাতাপিতার পুত্রভগবানের সেবায় ঐশ্বর্য্য নাই। প্রীতি বশীভূত হয়েছেন।

বৈকুণ্ঠ হইতে বৃন্দাবন আরও শ্রেষ্ঠ। সেখানে উদারপাণি ভগবানের সহিত গোপীগণের মিলন হইয়াছে। আবার বৃন্দাবন হতে গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। কেননা বৃন্দাবনে গোপীগণের সহ সম্মিলনে প্রীত না হইয়া শ্রীমতী রাধারাণী গোপীগণের মণ্ডলী ছাড়িয়া—রাস ছাড়িয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে এসেছিলেন। এখানে কেবল সখীসহ রাধা-কৃষ্ণের মিলন। আবার গোবর্দ্ধন হ'তে রাধাকুণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা;—এখানে কেবলমাত্র বৃষভানুনন্দিনীসহ নন্দনন্দনের মিলন।

আজ রাধাষ্টমী। সর্ব্বৈশ্বর্য্য—সর্ব্বমাধুর্য্যনিলয় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সব চেয়ে বড় প্রীতির পাত্র রাধারাণী। আমরা জড়ের আকর্ষণে কষ্ট পাই, দুঃখ লাভ করি। আমরা যদি চেতনের আকর্ষণে—পরিপূর্ণ চেতন কৃষ্ণচন্দ্রের আকর্ষণে পড়িয়া যাই, তবে সেই সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণচন্দ্রকে আকর্ষণকারিণী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা পেতে পারি।

দেশ-বিচারে জড় দেশ হ'তে চেতনতার দেশ—চেতনার দেশে নির্ব্বিশেষ—বিচারবদ্ধ দেশ হ'তে—সবিশেষ ঐশ্বর্য্যময় দেশ এবং ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ দেশ হ'তে ঐশ্বর্য্য-শিথিল মথুরা, মথুরা হ'তে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দ্ধন এবং গোবর্দ্ধন হ'তে শ্রীমতী রাধারাণীর নিত্যবিহারস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডকে সর্ব্বদেশশ্রেষ্ঠজ্ঞানে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কৃপায় সেই দেশৈকনিষ্ঠা লাভ করতে পারি।

(ক্রমশঃ)

"চোরের মাকে ডাকি' কাঁদিতে নাই"

চোরকে দণ্ড করিলে তাহার মা যেমন পরিত্রাণ বা নিরপেক্ষ বিচারের জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে অথচ বাধ্য হইয়া তাহাকে মৌনাবলম্বন করিতে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ডগণের কুচক্রান্ত যখন ফাঁসিয়া যায়, তখন তাহাদেরও অবস্থা ঐ চোরের মা'র মত হয়। চক্রান্ত সফল না হওয়ায় তাহারা ডাকিয়া চীৎকারও করিতে পারিতেছে না, অথচ 'বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না' গোছের হইয়া তাহাদিগকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ফলে দন্ত-ঘর্ষণ, ভ্রূ-কোটন, অঙ্গুলীস্ফোটন, তর্জ্জনী-আস্ফালন, চক্ষুপকালন,

হৃৎকম্পন, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি ভাব-তরঙ্গ নিঃশব্দেই উঠিতেছে আবার নিঃশব্দেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় বিষাদে নৈরাশ্যে অপমানে মরমে মরিয়াও বাহিরে দেখাইতে হইতেছে—যেন কিছুই হয় নাই। বিষাদের অনুপক্ষ তর্কে বিষাদ বড়ই মর্ম্মভেদ, তাই হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে অথচ তাহা কাহাকেও জানাইবার উপায় নাই। অহো! পাপাসক্তচিত্তের অবস্থা কি ভীষণ! পাপকর্ম্ম দ্বারা ক্ষণিক আনন্দ উপভোগের জন্য মানুষ তাহার জীবনের সমস্ত শান্তিই নষ্ট করিয়া ফেলে। তাই বলি, মানুষ! এখনও মনুষ্যত্বের চিন্তা কর, পশুত্বকে বরণ করিয়া তোমার উন্নত জন্মে আর কলঙ্ক আরোপণ করিও না।

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কীর্ত্তি মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? তদুত্তরে রায় বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি। সুতরাং 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন কর। কৃষ্ণভক্তের হৃদয় মাৎসর্য্য বা পরসুখাসহিষ্ণুতা-দ্বারা প্রপীড়িত নহে, তিনি পরদুঃখদুঃখী। কৃষ্ণভজন-বিরহিত জীবের দুঃখ, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গরাহিত্যই সেই দুঃখের আকর; সুতরাং স্বয়ং ভক্তসঙ্গে ভগবদ্ভজনপর হইয়া জীবকে ভগবদ্ভজনোন্মুখ কর, নির্ম্মৎসর হইয়া মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। বৃথা কেন নরকগমনের পথ প্রশস্ত করিবে? কৃষ্ণভক্তকে সামান্য মানব-জ্ঞানে তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে যতই বিঘ্ন উৎপাদন করিবার কুচেষ্টা করিতে থাকিবে, ততই তোমার মানবত্ব অতিশয় ক্রুরস্বভাব পশুত্বে পরিণত হইতে থাকিবে। ছাত্র যতই শিক্ষকের তাড়ন ভৎসনকে গর্হণ করিতে থাকে, তাহাকে অপমানজনক মনে করিয়া শিক্ষকের দোষানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ে, ততই সে গর্হিত পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাদৃশ নির্ব্বোধ ছাত্রের ন্যায় গুরুবৈষ্ণবের দোষানুসন্ধান-প্রবৃত্তি বা তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থাকে ভ্রান্ত বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাঁহাদের আনুগত্য-স্বীকারই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা।

শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবের তাড়ন ভৎসন কখনও কাহারও পক্ষে অপমান-জনক নহে, বরং তাহাই একমাত্র মঙ্গলের সেতু। বৈষ্ণবগণ মৎসর নহেন, তাঁহারা নির্ম্মৎসর পরদুঃখদুঃখী, সুতরাং তাঁহাদের কোন চেষ্টাই আমাদের অশুভপ্রদ নহে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণহৃদয় আমরা, তাঁহাদের মহত্ব, পরমোদারত্ব না বুঝিতে পারিয়া আমাদেরই কলুষিত-হৃদয়-সাম্যে তাঁহাদিগের বিচারে প্রবৃত্ত হই। বিষয় 'ভোগ' বা 'প্রতিষ্ঠাদি' আসিয়া আমাদিগকে নানাভাবে 'ভক্তির'-বিরোধে উত্তেজিত করে, তখন আমরা হিতাহিত-বিবেক শূন্য হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধাচরণ-কার্য্যে মরিয়া হইয়া পড়ি! নির্ম্মৎসর সাধুগণ তথাপি আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া হিতোপদেশ করেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। 'কামারকে উল্টা ফাঁকি' দিতে নিজের বুদ্ধি-দোষে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ন্যায় আমরা "আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু" "মোর কর্ম্ম, মোর হাতে গলেতে বাঁধিয়া। কুবিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিলেক ফেলিয়া॥" কিন্তু তথাপি নিজ বুদ্ধির বড়াই করিতে ছাড়ি না। 'আমার কার্য্য মন্দ'—একথা মরিয়াও স্বীকার করিতে চাহি না।

"নাচ্‌তে জানে না বামন ভাকরা। উঠানকে বলে বাঁকা টেরা॥" নৃত্যকুশল না হইয়াও নৃত্যকুশলতা দেখাইতে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট অপদস্থ হইলে তখন সেই নর্ত্তকক্রমের ভূমির উচ্চতা-নীচতাদি দোষ-প্রদর্শন ব্যতীত আর গত্যন্তর কি? পরছিদ্রানুসন্ধিৎসুর স্বভাবই এই প্রকার। লোকে তাহার অজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করিলেও সে কিছুতেই তাহার জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে চাহিবে না, অন্যের দোষে তাহার অজ্ঞতা লক্ষিত হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ সে অজ্ঞ নহে—ইহা দেখাইবার জন্যই সে অতি ব্যস্ত হয়, সুতরাং তাহার অজ্ঞতা কখনও সংশোধিত হয় না। নিজের দোষ ঢাকিবার নিমিত্ত 'ঐ চোর' ন্যায়-অবলম্বনে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দোষ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি অত্যন্ত কুটিল কলুষিত-চরিত্রের পরিচয়। ঐরূপ লোকসকল চিরকালই 'চোরের মা' থাকিয়া যায়। বাস্তব সত্যের অনুসরণের ভাগ্য আর তাহাদের ঘটে না। সরল হইলেই মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝিবার সৌভাগ্য হয়। এই সরলতা-অর্থে মূর্খতা নহে, অসত্যে সত্য-বুদ্ধিরূপ কুটিলতা ত্যাগ করিয়া—অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে বাস্তব সত্যানুশীলনের নামই সরলতা। তাদৃশ সরল-প্রকৃতি জনগণের মনে এক, মুখে আর এক থাকিবার কোন আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিরস্ত-কুহক সত্যকথা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

গত ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছে। যদিও এস্থানে সর্ব্বপ্রকার লোকের বাস এবং লোকসংখ্যাও কম নহে, তথাপি হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসার দুর্ভিক্ষ যথেষ্ট দেখা যায়। যাহা হউক, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মোহিনীবাবু তাঁহার অ[illegible]র সহিত আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন ও শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমন্দোদয়া দয়ার কথা আলোচনা করা হয়। পরে কিছুক্ষণ খোল করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত জনগণকে কিছু কিছু মহাপ্রসাদ রূপ পথ্যও বিতরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়ার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ, তিনি গৌর-শক্তি, তিনি স্বরূপ-রূপানুগবর ও শ্রীরূপোপদেশামৃত-মূর্ত্তি এবং ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাতেই আজ আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর সন্ধান পাইয়াছি এবং আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়কে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অশোক, অভয়ামৃত, কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনি জগতে কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকামসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৌরধাম-সেবা

শ্রীগৌরধাম সেবা ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকাম বা ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে জগতে গৌরধাম-সেবা প্রচার করিয়াছেন। আজ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য বহু লোক ধামাপরাধ ও ধাম-বিদ্বেষ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং শ্রীধামকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে প্রাকৃত দর্শনে দেখিয়া ও দেখাইয়া বঞ্চিত হইতেছে; আর মূর্খ বা দুর্ভাগা লোকদিগকে বঞ্চনা করিতেছে। এই বঞ্চকগণের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। নবধা ভক্তির নয়টী দ্বীপ, তন্মধ্যে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন করিবার ও বৎসর বৎসর পরিক্রমা করিবার যে সৌভাগ্য আমরা লাভ করিতেছি, তাহা ঠাকুরের অমন্দোদয়া দয়ারই পরিচয়।

শ্রীনাম-সেবা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে অতি সরল কবিতায় এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামতত্ত্বের বিচার যেরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভজনপথগণের বিপথগামী হইবার অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জনের প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষর বা নামাপরাধকে নাম বা নামাভাস বুঝিয়া নাম শ্রবণের ফলে দুঃসঙ্গ লাভ করিবার এবং বঞ্চকের সহিত বঞ্চিত হইয়া নিরয়-গামী হইবার আশঙ্কা নাই। তাঁহার কৃপায় আমরা সহজভাবে উহাই বুঝিয়াছি যে, অসাধুসঙ্গে ভোগোন্মুখ প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত দশটী অপরাধযুক্ত নামাক্ষরের নাম—নামাপরাধ, সম্বন্ধজ্ঞানশূন্য নিরপরাধে উচ্চারিত নামকে নামাভাস বলে ও নিরপরাধে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত উচ্চারিত নামকে শুদ্ধনাম বলে এবং শ্রীনামরূপে উপায় ও উপেয়ে ভেদ নাই। শ্রীনামই উপায়, শ্রীনামই উপেয়।

কৃষ্ণকামসেবা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণকামের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন ভাষায় শত শত গ্রন্থাবলী, পত্রিকাদি এবং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা "প[illegible] ও পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" এই শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের লীলায় তিনি একাধারে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌর-কামসেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রয়াগ, ৯।৯।৩০

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীগৌরবিহিত-কীর্ত্তন তীর্থরাজ-প্রয়াগে প্রচার করিতেছেন। ইতোমধ্যে পরম-দয়ালু শ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে প্রয়াগে শুভাগমন করিয়া সপ্তাহ কাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ বহু শ্রদ্ধালু তাঁহার শ্রীমুখে শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ ও অদ্ভুত পরম সত্যের কথা শ্রবণে ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ২১শে ও ২৩শে ভাদ্র বাইকাবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মহাশয়ের ভবনে পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনের দ্বারা গৃহস্থের হরিভজনের কথা বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীব যে কোন আশ্রমে থাকিয়া আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের ভজনের অধিকারী। তবে কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল সাধুসঙ্গই সেই ভজনের একমাত্র জীবাতু। সাধুসঙ্গই সর্ব্বপ্রকার সুবিধার আকর। সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রদ্ধালু জীবের শ্রদ্ধায় সাধুসেবন-ফলে উত্তরোত্তর ভজনীয় বস্তুতে অনুরাগ এবং ভজন-প্রতিকূল বিষয়ে বীতরাগ উপস্থিত হয়। দুঃসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গে এবং দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া বিনা সাধুসঙ্গে সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবাপ্রাপ্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই। গত ২২শে ভাদ্র বাইরানা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্র এঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের নব-নির্ম্মিত ভবনে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হইয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীতচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংশ্লিষ্ট একটী সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম্, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীনিত্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ঘাট, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গোপালজীর পুরী সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরু।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাগর, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম বর্ণনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা অত্যাহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ আনা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

• টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীপ্রাম / নবদ্বীপ

Registered No C 1744

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে ভাদ্র ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নয়বৎসর পরে কারামুক্তি

দণ্ডিতা মহিলাবৃন্দ কৃষ্ণনগর জেলে স্থানান্তরিত

ম্যাজিষ্ট্রেটকে লোষ্ট্রাঘাত

কর্ণেল ম্যাকমেহন মেজর জেনারেল পদে উন্নীত

সত্যাগ্রহীর কারামুক্তি

পণ্ডিত মালব্যজীর ও মিঃ প্যাটেলের জেল পরিবর্ত্তন

যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সস্ত্রীক মুশৌরী যাত্রা

বোমার সাহায্যে ডাকাতি

দিনাজপুরে ২০০ শত লোক গ্রেপ্তার

নানা কথা

দণ্ডিতা মহিলাবৃন্দ কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর, শ্রীমতী কোয়র, শ্রীমতী বিন্দুমতী দেবী, শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ রায়, শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী দাস, শ্রীমতী অম্বালিকা রায় চৌধুরী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। প্রকাশ, তাঁহাদের কৃষ্ণনগর জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নয় বৎসরের পর কারামুক্তি জামিনের দায়ে পুনরায় ১ বৎসর

লোহার সিং নামক একজন বিশিষ্ট শিখ নেতা গুরুদ্বার আন্দোলন সম্পর্কে ৯ বৎসরের জন্ম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন। মুক্তি পাইবামাত্র তাঁহাকে কার্য্যবিধি আইনানুসারে ৬ হাজার টাকার জামিন দিতে বলা হয়। লোহার সিং জামিন দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পুনরায় ১ বৎসরের জন্ম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে লোষ্ট্রাঘাত ম্যাজিষ্ট্রেট ঈষৎ আহত

নাটোরের সবডিভিসনাল অফিসার প্রকাশ্য আদালতে জনৈক আসামী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের আঘাতে আহত হইয়াছেন।

এইরূপ লোষ্ট্রনিক্ষেপকারী আসামী একজন পুরাতন পাপী বলিয়া প্রকাশ। ইহার পূর্ব্বে সে ১২ বার জেল খাটিয়াছে। এবার চুরীর অপরাধে ১০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচারের জন্ত একটা দিন স্থির করিয়া তাহাকে হাজতে পাঠাইবার আদেশ প্রদান করেন। আসামী ইহাতে আপত্তি করে এবং নাটোরের মত ছোট জেলে যাইতে অনিচ্ছুক হয়। শেষে সে পকেট হইতে একখণ্ড ইষ্টক বাহির করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়ে। ফলে তিনি হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার হাতঘড়িটা ভাঙ্গিয়া যায়।

এই নূতন অপরাধের জন্ত তখনই তাহার বিচার হইয়া ৩৫৩ ধারা অনুসারে তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। অর্থদণ্ড না দিলে তাহাকে আরও ২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১০৯ ধারা অনুসারে মামলা মুলতুবী রাখা হইল।

কর্ণেল ম্যাকমেহন মেজর জেনারল পদে উন্নীত

সাপ্লাইজ ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের ডাইরেক্টার এচ, এফ, ই, ম্যাকমেহন আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে মেজর জেনারল পদে উন্নীত হইয়াছেন।

দিনাজপুরে ২ শত লোক গ্রেপ্তার

জনৈক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করিবার অপরাধে ৪জন বালককে ভীতিপ্রদর্শন-নিবারক অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ৩ জন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবক তিনটির ৬ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অপর বালকটি প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় অব্যাহতি লাভ করে।

রাজনৈতিক কারণে এই জিলায় ২ শতের অধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১০ জন মুক্তি পাইয়াছে, ১৫ জন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বাকী সকলেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। খদ্দর আন্দোলনের জন্ত নারী কার্য্যসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। গাঁজার দোকানে দিনের বেলা ও দেশী মদের দোকানে দিন-রাত্রি পিকেটিং চলিতেছে।

পণ্ডিত মালব্যজী ও মিঃ প্যাটেলের জেল পরিবর্ত্তন

পণ্ডিত মালব্যজী নাইনী জেলে ও শ্রীযুত প্যাটেল বোম্বাই প্রদেশের কোনও এক জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সস্ত্রীক মুশৌরী যাত্রা

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহার স্ত্রী ও পণ্ডিত জহরলালের কন্যার সহিত মুশৌরী যাত্রা করিয়াছেন।

পণ্ডিতজী মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্ম অবতরণ করিয়া কিং জর্জ্জ মেডিক্যাল কলেজে এক্সরের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করাইবেন। অতঃপর তাঁহারা ডেরাডুন এক্সপ্রেসে অগ্রসর হইবেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যও লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গে যাইতেছেন।

যতীন্দ্রনাথ দাসের স্মৃতি-তর্পণ

গত শনিবার সকালে দক্ষিণ কলিকাতা ন্যাশনাল স্কুল ভবন হইতে কয়েকজন লোক কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে যতীন্দ্র দাসের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিল। শ্মশানক্ষেত্র এই উপলক্ষে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু যতীন্দ্র দাসের চিত্র মাল্যে বিভূষিত করেন। কলিকাতার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও তৎপরে চিতার উপর মাল্য স্থাপন করেন।

বৈকালে দক্ষিণ কলিকাতা ন্যাশনল স্কুলে সাম্প্রদায়িক দরিদ্রকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু প্রমুখ বহু ভদ্রলোক এই সময়েও উপস্থিত ছিলেন।

যশোহরে ধৃত ব্যক্তিরা জামীনে মুক্ত

ম্যাটিন লাইব্রেরীতে বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়ায় অভিযোগে শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র ও প্রমথনাথ জোয়ার্দ্দার অন্যান্য আর কয়েকজনের সহিত গত ২১ আগষ্ট গ্রেপ্তার হন। গত ১০ই তারিখে তাঁহারা জামীনে খালাস হইয়াছেন। ১৫ই তারিখে মামলার শুনানীর দিন আছে।

সত্যাগ্রহীর কারামুক্তি

লবণ আইন অনুযায়ী ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগেরপর যুব সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি বালকৃষ্ণ শর্ম্মা গত ১২ই সেপ্টেম্বর ফতেগড় জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ দিন রাত্রিতে তিনি কানপুরে পৌছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

আশুতোষ বিল্ডিংএ পুলিশ

ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রতি ডেপুটী মেয়র

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে আশুতোষ বিল্ডিংএ পুলিশের প্রবেশ এবং ছাত্রদিগের প্রহার সম্পর্কীয় অপ্রীতিকর ঘটনা সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা পুলিশের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে প্রবেশ করিয়া বিনা উত্তেজনায় তথায় কতকগুলি নির্দ্দোষ এবং নিরীহ ছাত্রকে প্রহার করায় আমার মনে যে গভীর পরিতাপ এবং বিরাগের সঞ্চার হয়েছে, তাহা আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি। সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিয়া পাঠে নিযুক্ত ছাত্রদিগকে প্রহার পূর্ব্বক ঐরূপ গুরুতর ভাবে আহত করিবার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি আপনাকে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের গৃহীত প্রস্তাবে কেবল যে তাঁহাদিগের মনোভাবই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র কলিকাতার অধিবাসীদিগের মনের ভাবও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের অধিকার, গৌরব এবং প্রতিপত্তি হানিকর এইরূপ ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টব্যক্তিগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভ্রম এবং অধিকার রক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা যথোপযুক্তই হইয়াছে। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই তাঁহাদের এই চেষ্টার সমর্থন করিবেন। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যে নির্ভীকতা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই জন্য আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন। স্বাক্ষর—শ্রীসন্তোষকুমার বসু

ডেঃ মঃ।

বোমার সাহায্যে ডাকাতী

সুন্দরলাল ও রাজনারায়ণ প্রমুখ সাত জন লোক বোমার সাহায্যে মতি ঝিলের বাড়ীতে ডাকাতী করায় সংপ্রতি শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া মতি ঝিলের বাড়ীতে যাইয়া একজন খোজাকে প্রহার করে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় ৪৫০ টাকার অলঙ্কারাদি হস্তগত করে। আর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা বোমাও নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাদিগকে অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজনারায়ণের পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

বোমা দুর্ঘটনার জের

৯ জনের অব্যাহতি

সম্প্রতি কলিকাতায় যে বোমা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে শ্রীযুত কালীপদ বন্দোপাধ্যায় ও অপর ৮ জনকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বস্ন বার্ণের আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(২)

ত্রিবেণীতে একদিন

(৩)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

(৪)

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রেরিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৭ সংখ্যার পর)

'পাত্র' বিচারে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

আনন্দের বড় পাত্র শ্রীকৃষ্ণ। পাত্র দুই প্রকার—আশ্রয় ও বিষয়। যাকে নিয়ে আনন্দ প্রকটিত হয় তিনি বিষয়,—আর যাহাদিগের আশ্রয়ে আনন্দ হয় তাহারা আশ্রয়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই এক মাত্র বিষয়। আর সকলই আশ্রয়। আশ্রয়বিচারে আশ্রয়ের তারতম্যে আমরা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বাক্য হইতে পাই ;—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ
স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

সাধারণতঃ পাপী হইতে পুণ্যবান্ শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁহারা অন্যায় কার্য্য—অসৎকার্য্য—যথেচ্ছপরায়ণতা ছাড়িয়া ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু সেই পুণ্যবান্ হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁহারা কেবল কর্ম্মী নহেন। পুণ্যবান্ কর্ম্মফলভোগের জন্য কর্ম্মাচরণ করেন, কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্মমোক্ষহেতু কর্ম্মাচরণকারী। সেই জ্ঞানিভক্ত শ্রীহরির প্রিয়। তাঁহা হইতে জ্ঞান-বিমুক্ত সনকাদি শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানের অতীত ভক্তি-রাজ্যে বাস করেন। তারপর প্রেমই একমাত্র নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে যে শুক-নারদাদির তাঁহারা সনকাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। রোগযুক্ত অবস্থা হইতে রোগমুক্ত অবস্থা ভাল। কিন্তু সেই অবস্থায় স্বাস্থ্যবান্ হইয়া যদি কর্ম্মকরী ক্ষমতা না থাকে তবে লাভ কি? বদ্ধদশা হ'তে মুক্তদশা ভাল। কিন্তু মুক্ত হইয়া যদি কোন কাজ না থাকে—বিচিত্রতা না থাকে তবে তাহাতে কি ফল বা লাভ? তাই মুক্তির পরের কার্য্য ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া গীতা—"মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" বলিয়াছেন। সুতরাং শুক-নারদাদি কেবল মুক্ত নহেন, প্রেম লাভ করেছেন।

শুকনারদাদি হতে ব্রজের গোপ-গোপীগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের কৃষ্ণে মমতা রয়েছে, সকল জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মাদির, পালকরূপে পাল্য জ্ঞান করছেন। সেই গোপগণনাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁহার কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন এই প্রয়াগে এসেছিলেন, তখন যমুনার অপরপার আড়াইল গ্রাম থেকে বল্লভ ভট্ট এসে মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ত্রিহুত্তো পণ্ডিত বৈষ্ণবপ্রবর রঘুপতি উপাধ্যায় মহাপ্রভুকে প্রণাম কর্‌লে মহাপ্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিলেন। উপাধ্যায়ের আনন্দ ধরে না, বিশেষ প্রীত হলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে কৃষ্ণের বর্ণন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। পণ্ডিত নিজকৃত কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়িলেন ;—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

ভবভীত ব্যক্তি সকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে এবং কেহবা মহাভারতকে ভজন করুন ; আমি কিন্তু এই স্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি ;—যাঁহার বারান্দায় পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন। কেননা ;—নন্দ-নন্দনই আনন্দের উৎস।

মহাপ্রভু বলিলেন—"আগে কহ"। পণ্ডিত কহিলেন,—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা
প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং
ব্রহ্ম ॥

কাহাকেই বা বলিতে পারি, এমন কেই বা বিশ্বাস করিবে যে, সূর্য্যতনয়াকুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন।

কৃষ্ণই একমাত্র লম্পট। লাম্পট্য কর্‌বার যোগ্যতা ক্ষমতা অন্যের নাই। ভোক্তা সাজিবার জন্য সকলে বিশেষ চেষ্টা কর্‌লেও সেটা সহ্য হয় না, সুবিধা হয় না ; বড়ই অসুবিধায় ফেলে দেয়।

সাধারণ নৈতিকগণ—নীতিবাদিগণ বলেন, কৃষ্ণ কেন লম্পট হবেন? যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি যদি অন্যায় আচরণ করেন তবে কি অন্যান্য লোকে তাহাই অনুসরণ কর্‌বে না? তার প্রমাণ—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

মানুষ যখন সাধারণদৃষ্টিতে—নায়ক-নায়িকার তুচ্ছ ক্রীড়ার সঙ্গে অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাসলীলা সমানভাবে দেখিতে থাকে তখন কৃষ্ণের উপাসনা ছাড়িয়া রামকেশের সেবা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। আবার যখন সেই ভগবতীগণকে সাধারণ বিবাহিতা—পরিণীতা স্বামী স্ত্রী দৃষ্টিতে দেখে তখন মনে হয় সহস্র সহস্র স্ত্রীগণের স্বামী রামকেশের ভজন অপেক্ষা একপত্নীধর শ্রীরামসীতার ভজনই শ্রেষ্ঠ। আবার সেইভাবে জড়ভাব প্রবল হইলে দেখি—রাম সীতার জন্য স্ত্রৈণপুরুষের ন্যায় ক্রন্দন করেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইত্যাদি। তখন আবার লক্ষ্মী-নারায়ণসেবা ভাল বলে বোধ হয়। তাহাতে আবার জাগতিক পুরুষ-স্ত্রী-বিচার প্রবল হইলে একল বাসুদেব বা পুরুষোত্তমের ভজন ভাল বলে বোধ হয়। কিন্তু সেই রূপ যখন জড়েরই অন্যতম বলে বোধ হয় তখন সাকার উপাসনা হ'তে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মের উপাসনায় আদর হয়। আবার তাহাতেও চেতনের আভাস থাকায় নিগুণব্রহ্ম বা শূন্যবাদে প্রীতি হয়। আরও নামিয়া চলিলে কেহ আছে কিনা—এই সন্দেহবাদ এবং পরিশেষে—অবশেষে নাস্তিকবাদ আসিয়া আমাদের ভজনবাধা দেয়। তখন আমরা বিশুদ্ধ নাস্তিক হয়ে—যথেচ্ছাচারী হয়ে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করি।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। সকল বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য তাঁহাতেই শোভা পায়।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

সকলের সব তিনি। তাঁহাতে লাম্পট্য দোষ নাই—তাঁর পর কেহ নাই,—সকলেই তাঁর।

আমরা যদি আবার ক্রমবিকাশ বাদ আলোচনা করি তবে দেখ্‌তে পাই যে, ভগবানের প্রথম মৎস্যাবতার। সেই অদণ্ডাবস্থার পর বক্রদণ্ডাবস্থা কূর্ম্মাবতার, তারপর অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনরাবস্থা নৃসিংহা-বতার, পরে ক্ষুদ্রনরাবস্থা বামনাবতার, তারপর অসভ্যনরাবস্থা পরশুরামাবতার, সভ্যনরাবস্থা রামাবতার, জ্ঞানাবস্থা কৃষ্ণাবতার, অতিজ্ঞানাবস্থা বুদ্ধাবতার এবং প্রলয়াবস্থা কল্কি অবতার।

ভজনের আরম্ভ হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র হতে। কিন্তু রামচন্দ্রে পঞ্চরসের উপাসনা নাই, আছে কেবল দাস্যরসের ভজন। নারায়ণেও পঞ্চোপাসনা নাই ; কেবল দাস্য এবং গৌরবসখ্য অর্থাৎ সখ্যার্দ্ধ বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণেই পঞ্চরসের উপাসনার পরিপূর্ণতা। এই শ্রীকৃষ্ণভজনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবেণীতে একদিন

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী)

হুগলীজেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। অনেকদিন যাবৎ এই পূতভূমির দর্শনেচ্ছা হৃদয়ে প্রবলা হইতে প্রবলতরা হইতেছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার আমার এই বাসনাটী পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া ই, আই, আর্ লাইনে হাওড়া ষ্টেশনে টিকেট কাটিয়া ট্রেণে স্থান গ্রহণ করিলাম। হাওড়া হইতে ত্রিবেণী ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী, ভাড়া ।৴০। বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় ট্রেণটী হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিল। লিলুয়া, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিস্‌ড়া, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী ষ্টেশনসমূহে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ট্রেণখানা ২।১০ মিনিটের সময় ব্যাণ্ডেল জংসনে উপস্থিত হইল। এই সময় একজন সহযাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ব্যাণ্ডেলের পরের ষ্টেশন বাঁশবেড়িয়া, তৎপরের ষ্টেশনই ত্রিবেণী।

প্রসঙ্গক্রমে একজন স্বনামধন্য মহাত্মার নাম উল্লেখ করিতেছি। এই মহাত্মার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার বর্ত্তমান সেক্রেটারী, ইঁহার নাম রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ। পাঠক-গণ বোধ হয় এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, ইনি দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার এবং যোগ্যপিতার যোগ্যপুত্র। ইঁহার জনক স্বধামগত রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায়মহোদয় পরলোকগত কমললোচন ঘোষরায় মহোদয় কর্ত্তৃক 'দত্তকপুত্র'রূপে গৃহীত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও এবং পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর শত চেষ্টা-সত্ত্বেও সংসারাসক্ত না হইয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আদর্শ লক্ষ্য করত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেন। রায়সাহেব রাধা-গোবিন্দ ঘোষরায় মহাশয়ের জন্মদাতা পরলোকগত জগচ্চন্দ্রঘোষ মহোদয় বিরক্ত বৈষ্ণবের বেশগ্রহণপূর্ব্বক জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী নাম গ্রহণ করিয়া চল্লিশ বৎসর কাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া-ছিলেন ; এই সময় তিনি মাধুকরীদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ রায় মহোদয় ধনাঢ্য জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও বাল্যকালে বিলাসে দিনাতিপাত করেন নাই। অধ্যয়নে চিরকালই উঁহার গাঢ় আসক্তি। স্বীয় প্রতিভাবলে ইনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন এবং লাহোরে পণ্ডিতমণ্ডলীর মহাসভায় সগবেষণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'প্রাজ্ঞ' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই তিনি দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন, প্রথমতঃ কেবলাদ্বৈতবাদ আলোচনা করিলেও পরে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠতা-দর্শনে ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাণ্ডেলষ্টেশনে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ রায় মহোদয়ের সাক্ষাৎ পাই। এবার পুরীতে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার স্বভাবসুলভ সদ্গুণ প্রভাবে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত তাঁহার মোটর-যোগে লইয়া চলিলেন। ইহাঁ'র জন্য ষ্টেশনে দুইখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা প্রথমে চুচুড়ায় তাঁহার জামাতা কাপ্টেন ডাঃ রামনাথ সিংহ এম্, বি, আই-এম্-এস্ মহোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ব্যাণ্ডেল হইতে চুচুড়ার দূরত্ব প্রায় দুইক্রোশ। ডাঃ সিংহ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার বন্ধু কাপ্টেন ডাঃ সীতানাথ ঘোষ এম্-বি মহোদয়ের সহিত আমার আলাপ হয়; ইনি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সার্জ্জন। ডাক্তার সিংহ মহাশয়ের আলয়ে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা মোটরযোগে ত্রিবেণী অভিমুখে গমন করিলাম। ডাঃ সিংহ এবং ডাঃ ঘোষ মহাশয়ও অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদের সহিত আসিলেন। আমি আর কখনও ঐ স্থানে যাই নাই জানিয়া ডাঃ সিংহ মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া চুচুড়া হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহের পরিচয়-প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। চুচুড়া হইতে ত্রিবেণী সাড়ে তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী। ট্রেণে বসিয়াই শ্রীগঙ্গাদেবীর ত্রিধারার সঙ্গম-স্থল দৃষ্ট হইল।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় আমরা প্রাগুক্ত মহোদয়ের ত্রিবেণীস্থ বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলাম। এই গৃহটীর নাম 'শ্রীবাস'। ইহা একটী সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার চতুর্দ্দিকে গোলাপাদি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের বাগান। এই 'শ্রীবাস' গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ভাদ্রের ভরপুরা গঙ্গার দৃশ্য অতীব মনোরম। ভাগীরথীর পূতবারি সমীরণসহ কল-কোলাহল করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে।

'শ্রীবাসে' কিছুকাল বিশ্রামের পরই আমরা রাজর্ষি মহোদয়ের সৌজন্যে গোকুল-চাঁদের মালপুয়া ও সন্দেশ প্রসাদ পাইলাম। তৎপর রাজর্ষি মহোদয় আমাকে তাঁহার ঠাকুর বাড়ী লইয়া গেলেন। তথায় প্রথমতঃ গোকুলচাঁদের গোলাপবাগান দর্শন করিয়া তৎপর গোকুলচাঁদের দর্শন পাইলাম। অতঃপর প্রাগুক্ত মহাশয় আমাকে গৃহের যাবতীয় অংশ বিশেষরূপে দেখাইলেন। গৃহটী একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। অতঃপর আমরা সন্নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে উপবিষ্ট হইলাম। এই স্থানে বসিয়া প্রাগুক্ত মহোদয় শতমুখে জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অলৌকিকত্ব এবং বদ্ধজীবদুঃখে দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদের তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন ও অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে মোটর-যানে এবং শ্রীবাসে অবস্থান কালেও তিনি অতিমর্ত্ত্য শ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলি কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের আচার-ময় প্রচারের বিরুদ্ধাচরণকারী কতিপয় মৎসর ব্যক্তির হীনচেষ্টার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

লিখিতে ভুলিয়াছি—শ্রীবাসে অবস্থান কালে প্রাগুক্ত মহোদয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তির অগ্নি হইতে ভেদ হইলেও যে প্রকার ঐ দাহিকা-শক্তি অগ্নিতেই, তদ্রূপ শক্তির শক্তিমান্ হইতে ভেদ হইলেও শক্তি শক্তিমানেই নিহিত রহিয়াছেন এবং শক্তি শক্তিমানের ইচ্ছায় চালিত হ'ন। এই সময় প্রাগুক্ত মহোদয়ের হেড্‌ক্লার্ক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন ভাদুড়ী মহাশয় এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন এবং নিরীশ্বর সাংখ্যের জগৎকারণত্ব সম্বন্ধে বর্ণন করেন। তখন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ মত খণ্ডনপূর্ব্বক জীব ও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের সম্বন্ধে যে সুসিদ্ধান্ত-স্থাপন করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিকট বর্ণিত হইল। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়টী আলোচিত হইবে। ভাদুড়ী মহাশয় শাক্ত। তাঁহার ধারণা ছিল, বৈষ্ণবগণের কোন সুসিদ্ধান্ত নাই। তিনি আমাকে জানাইলেন শ্রীগৌড়ীয়পাঠে তাঁহার ঐ ধারণা দূরীভূত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

সোমবার অপরাহ্ণ ৬-৩৫ মিনিটের গাড়ীতেই আমার প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজর্ষি মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ঐ রাত্রি আমাকে শ্রীবাসেই অবস্থান করিতে হইল। তাহার পরদিন প্রাতে ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ বাঁধান ঘাটটী দর্শন করিলাম। এই ঘাটেই যাত্রিগণ স্নান দানাদি করিয়া থাকেন। তৎপর প্রাগুক্ত মহাশয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয় আমাকে মোটর যোগে বাসুদেব ও হংসেশ্বরীর মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। এই মন্দিরদ্বয় বাঁশবেড়িয়ার জমিদারগণের স্থাপিত এবং সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন। ইহাদের গঠনপ্রণালী ভাস্করের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীবাসুদেবের মন্দির সংস্কৃত হইতেছে। হংসেশ্বরী হংসোপরি উপবিষ্টা কালীমূর্ত্তি। হংসেশ্বরীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ত্রয়োদশটী শিবলিঙ্গ আছেন। হংসেশ্বরীর মন্দিরটী কায়স্থকুলের কীর্ত্তি—তিনটী সুবৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ।

ত্রিবেণী গ্রামটী একসময়ে বহুজনাকীর্ণ ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এক্ষণে উহাকে উলা বীরনগরের ন্যায় শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। লোকের বসতিস্থলে ভীষণ অরণ্যানী সৃষ্টি হইয়াছে, শ্বাপদকুলের আশ্রয়স্থল হইয়াছে।

ত্রিবেণীর পার্শ্ববর্ত্তী শিবপুর নামক-স্থানটীও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কিন্তু ঐ স্থানে দুইটী চটকল সংস্থাপিত হওয়ায় ঐ সকল জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছে। সত্বরই তথায় শ্রমিকগণের বসতি গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শনান্তে আমরা প্রাগুক্তমহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। প্রাগুক্তমহোদয় তাঁহার শ্বশুরের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় ত্রিবেণীর জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দিনাজপুরস্থ তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধাংশের মালিক, অপরার্দ্ধের মালিক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ ঘোষ রায়। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, দিনাজপুর প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহাদের স্থাপিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ পূজিত হইতেছেন।

বেলা ৭-৪০ মিনিটের সময় ডাঃ সিংহ মহোদয় তাঁহার মটরযোগে আমাকে ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিলেন। উপসংহারে সৌজন্য এবং অমায়িকতার নিমিত্ত আমি তাঁহার এবং তাঁহার পূজ্যপাদ শ্বশুর রাজর্ষি মহোদয়ের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পর্কিত বার্ষিক অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী কৃপাবলে প্রাবৃটের গগন-ভরা জলদজাল কৌমুদীজাল-বিচ্ছুরিত অমল-ধবল-শোভা-প্রাপ্ত হাস্য-লাস্য-বিগলিত জ্যোৎস্নারূপে সমাগত-ভক্তবৃন্দের হৃদয়ানন্দ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। সান্ধ্য আরাত্রিকের মঙ্গল-মধুর আরাবে উদ্বেলিত-হৃদয় ভক্তগণ একাগ্রমনে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের শ্রীমুখ বিগলিত চেতনময়ী শ্রৌতবাণী শ্রবণ করেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার স্বভাব-সুলভ-সুললিত ভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব কালীন সামাজিক অবস্থা নিখুঁতরূপে বিবৃত করিয়া ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ বুঝাইয়া দেন। তাহার পর তিনি শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত-লীলা কীর্ত্তন করিতে বলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু তখন অতি সহজ-সরল ভাষায় ঠাকুরের অমিয়-চরিত-লীলা বর্ণনমুখে গৌড়ীয় মঠের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কিরূপে শত শত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বিমলচরিত্র যুবকমণ্ডলী আজ ঠাকুরের শিক্ষায় শিক্ষিত—তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া—তাঁহার অনুসরণ-ক্রমে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় জীবোদ্ধারিণী চৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহার বর্ণনা করেন। তাঁহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিশ্লেষণ শ্রবণ করিয়া সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও অবসানে শ্রীল ঠাকুরের রচিত পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

সমাগত ভক্তগণকে নানাবিধ বিচিত্র অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে প্রায় তিন শতের অধিক লোক-সমাগম হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত-মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শশধর গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীমঠের সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-চেষ্টায় এই মহোৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সমাহিত হইয়াছে॥

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গই দুঃসঙ্গ-ভয়ের মহৌষধি। তবে মহৌষধি যদি বৈদ্যরাজের ব্যবস্থায় গৃহীত না হয় তাহা হইলে রোগ-নাশক ঔষধিও প্রাণ-নাশকপর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। শ্রীকামদেবের কীর্ত্তন সর্ব্ব-কামনাশী হইলেও কামদেবসেবাসক্ত সম্ভক্ত-গণের সঙ্গে উপদেশ শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিয়া কামসেবক সাধারণের সহিত কীর্ত্তনের ছলনায় অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রাকৃতবুদ্ধি আনয়ন করিয়া আমাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বা কামসেবী করিয়া দেয়। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তের আচার্য্য। সেই আচার্য্যানুগবরগণও আচার্য্য। সুতরাং আচারপ্রচারবান্ আচার্য্যবর্য্যের আচরিত-প্রণালীতে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবাসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সোৎসাহে সেবকসহ সেব্যের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ লাভ করেন। সেব্যনিষ্ঠ সেব্যের সেবকগণের সেবাসাধনা ও সাধারণে সেবাবিতরণ সেবকানুগমনের সংসিদ্ধি। গত ২৪শে ভাদ্র প্রয়াগে আতরসুইয়া পল্লিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের ভবনে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকানুসেবকগণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তভাগবত ও ভগবৎ-কলেবর ভাগবতের সেব্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাংকেত-তীর্থ, পরবিদ্যা পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ রায় প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাযের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

কেরিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্ত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমাবৃত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

উজ্জল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

।৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিকশব্দকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পারমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶৹ আনা মাত্র

৶১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি; ঘুংড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্ত ক্যাটালগের জন্ত কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৯ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে ভাদ্র ১৩৩৭ বুধবার ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নানা কথা

নদীয়ায় ম্যালেরিয়া

যে ম্যালেরিয়ায় ৪০ বৎসরে কৃষ্ণনগরে পাঁচহাজারের উপর লোকসংখ্যা কমিয়াছে, অর্থাৎ প্রতিবৎসর লোকসংখ্যা ১২৫ জন করিয়া কমিতেছে, আবার কৃষ্ণনগরে সেই ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইয়াছে। যখন মিউনিসিপ্যালিটী, কলের জল, বিপুল চেষ্টা সত্বেও জেলার প্রধান সহরের এই দুর্দ্দশা, তখন গ্রামসমূহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারবাহাদুর চেষ্টা করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়।

এ বিষয়ে সরকার বাহাদুর, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং মহকুমা বোর্ড কি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সাধারণের গোচর করিলে উপরওয়ালাদিগের প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকিতে পারে।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা টাক্সদাতাদিগের গোচর করা উচিত।

আবকারী দোকানে পিকেটিং

গত রবিবার কৃষ্ণনগর আবগারী দোকানের সম্মুখে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করিতেছিল। পুলিশ তাহাদিগকে সরাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় পুলিশ জোর করিয়া সরাইয়া দেয় এবং তাহারা রাস্তার উপর শুইয়া পড়ে, তারপর পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে, ১ জনকে ছাড়িয়া দেয়, একজনকে কাঁধে করিয়া নেয় এবং একজনকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়াছিল।

গত শনিবারও ঐ দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করার অপরাধে পুলিশ ১০।১২বৎসর বয়স্ক ৩টী বালককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া ২।৩ ঘণ্টা আটক করিয়া রাখার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যতীন্দ্র-স্মৃতি-উৎসবে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত

কৃষ্ণনগরে গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে ১২৪ ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ, গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্র-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধিজীর জন্মতিথিতে উৎসব

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধিজীর জন্মতিথি উপলক্ষে দিল্লীতে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে কুমারী মীরা বাইও উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। চরকা ও তকলী প্রতিযোগিতার আয়োজন হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশে ৪ হাজার গ্রেপ্তার

কংগ্রেসের সংবাদে প্রকাশ, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশে এযাবৎ ৪ হাজার লোক ধৃত হইয়াছে।

পিকেটিং

নদীয়া-প্রকাশের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—বর্দ্ধমান সহরে মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি বিক্রয় করিবার দোকানসমূহে পিকেটিং বন্ধ হইয়াছে। কারণ জানা যায় নাই।

বর্দ্ধমান জেলার মেমারি নামক সহরে কিছু কিছু পিকেটিং চলিতেছে। পুলিশ বিশেষ কোন অত্যাচার করিতেছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

মগরা হুগলি জেলায় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কিছু কিছু পিকেটীং চলিতেছিল।

প্রায় তিন সপ্তাহ মধ্যে মোট ৭।৮ জনকে বিচারালয়ে পাঠান হয়। একদিনেই এই সমস্ত আসামী চালান যায়।

বালকগণই পিকেটীং করে; তাহারা পিকেটীং আরম্ভ করিবামাত্র পুলিশ তাহাদিগকে থানায় ধরিয়া আনে। সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

হুগলী জেলার বাগাটী স্কুলের কোন কোন ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায় জেল হয়। তাহারা আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ, কারণ তাহারা পূর্ণ এক বৎসর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র থাকিতে পারে নাই। এবিষয়ে শিক্ষাবিভাগের আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা চরম মত প্রকাশ করিতে পারেন।

মহেশের রথ প্রসিদ্ধ; সেই রথের নিকটবর্ত্তী মদ্যাদির দোকানে পিকেটার দেখা গেল না।

হুগলী জেলার ত্রিবেণী মিউনিসিপাল বোর্ড জলের কলের পাইপ বসাইতেছেন। কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সহর হইতে 'ডাকাতে কালী'র মন্দির পর্য্যন্ত নল বসাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে। আজকাল এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী।

কলিকাতায় পিকেটিং

কলিকাতায় পিকেটিং কিছু কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সিগারেট ব্যবহার ভারতবাসীদিগের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নদীয়া-প্রকাশের সংবাদদাতা হুগলি, হাওড়া, চব্বিশপরগণা জেলা এবং কলিকাতা সহরে পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় একমাসের মধ্যে মাত্র একজন ভারতবাসীকে সিগারেট খাইতে দেখিয়াছেন—তাহাও এক নির্জ্জন স্থানে।

পাটনায় খানাতল্লাস

গত ১২ই সেপ্টেম্বর পাটনায় কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী একদল কনষ্টেবলসহ কদমকুয়ানে জিলা কংগ্রেস অফিসে প্রায় ৪ ঘণ্টা যাবৎ খানাতল্লাসের পর ৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

দিল্লীতে স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

সদরবাজারে অনাথ আশ্রমে ধৃত ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যেকে ৩ মাস ১৫ দিন কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাদিগকে আরও ১ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পিকেটিংএ সভাপতি গ্রেপ্তার

"মধ্য প্রদেশীয় মারাঠী "সমর পরিষদের" ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত পি. কে, সদওয়ে আদালতে পিকেটিং করিবার অপরাধে গত বুধবারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আদালতের বিচারে ইঁহার ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৭৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আর ও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

জামালপুরে মদের দোকানীর বাড়ীতে বোমা

গত বুধবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় পাট জড়ান ও সরু তার দিয়া বাঁধা একটা বোমা দেশী মদের দোকানদার শ্রীযুত দীনেশ দত্তের বাটীতে নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটী ফাটে নাই এবং কোন লোক আহত হয় নাই।

সস্তার বাজার

ভারতবর্ষে শিক্ষক-সম্প্রদায় যখনই বেশী মাহিনা দাবি করেন, তখনই তাঁহাদিগকে বলা হয়, "বাজারে মজুত মাল এবং খরিদ্দারের দরকারের অনুপাতে মালের দর হয়। যদি বাজারে মাল বেশী থাকে ও লোকে কম মাল কিনিতে চায়, তাহা হইলে মালের দর কম হইবে। শিক্ষক কম দরকার, অথচ অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তি পদপ্রার্থী। এই অবস্থায় শিক্ষকের বেতন স্বভাবতঃই অল্প হইবে। যদি একটী শিক্ষকের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা হইলে শত শত দরখাস্ত পাওয়া যায়। অনেক আবেদক যে কোন বেতনে কার্য্য করিতে সম্মত। মানুষের স্বভাব এই যে, সস্তায় লোক পাইলে বেশী মজুরী দিয়া লোক রাখে না। শিক্ষক যে বেতনে কাজ করিতে সম্মত, তাহাকে সে বেতন অপেক্ষা বেশী দিতে যাওয়ায় দয়া প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু দোকানদারের হিসাবে তাহা মূর্খতার কাজ।"

এই কথাটী কতদূর বিজ্ঞতা-প্রকাশক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে, ইঞ্জিনিয়ারেরা যখনই কণ্ট্রাক্টারদিগের নিকট দর জানিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন, তখনই তাঁহারা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন যে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কম দরে দ্রব্য গ্রহণ করিতে অথবা কাজ দিতে বাধ্য নহেন। ইঞ্জিনিয়ারেরা জানেন যে, কম দর দিলে শেষ পর্য্যন্ত ঠকিতে হয়।

বাজারে জিনিষ কিনিবার সময় আমরা অতিরিক্ত সস্তা জিনিষ কিনি না। আমরা জানি যে, হয় সে জিনিষ খারাপ, অথবা ওজনে কম, অথবা ভেজাল। একজন ভদ্রলোক পনর টাকা বেতনে একজন কেরাণী রাখিয়াছিলেন। সেই কেরাণী এরূপ কার্য্যকুশল যে তাহাকে তাহার পাঁচ গুণ বেশী বেতন দিলেও অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয় না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ কেরাণীপ্রবর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

শিক্ষকের কার্য্য করিতে হইলে কোনরূপ শিক্ষার আবশ্যক—এ কথা এদেশের লোক মানেন না। তাহার কারণ এই যে, অশিক্ষিত চিকিৎসক যদি ভুল ঔষধ দেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা শীঘ্র ধরা পড়ে, উকিল যদি মোকর্দ্দমা চালাইবার সময় দোষ করেন, তাহার দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহাও শীঘ্র জানা যায়, কিন্তু শিক্ষক যে সকল ভুল বলেন এবং যে সকল কুশিক্ষা দান করেন, তাহার ফল শীঘ্র তত খারাপ হয় না—যদিও পরিণামে ভীষণ ক্ষতিকারক।

আমাদের ধারণা এই যে, যে কোন লোকের কথা কহিবার মত মুখ আছে এবং পকেটে কয়েকটী সার্টিফিকেট আছে, তিনিই শিক্ষকতার উপযুক্ত।

আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের জাতীয় শিক্ষা-সমিতি বলেন, "প্রত্যেক ছেলের জন্য ছইহাজার ডলার বেতনের শিক্ষক চাই।"

আমরা কিন্তু সে কথা মানি না, ছেলেদের শিক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে চাই না, কাজেই শিক্ষা-বিভাগের অবস্থা খারাপ। কুশিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেরা ভবিষ্যতে কিরূপে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবে?

আমাদের গুরুকরণ-বিষয়েও ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। যে কোন লোক মন্ত্র দিলেই গুরু হইল। যে গুরু যত কম ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিবেন, তিনিই তত ভাল গুরু। যে ধর্ম্ম যত স্বেচ্ছাচার অনুমোদন করিবে, সেই ধর্ম্মই তত ভাল। সস্তা গুরুরাগণ যে পথ দেখাইতেছেন, তাহার অবলম্বনের পরিণাম কি, তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি?

আমরা চাই সস্তা গুরু—এত সস্তা যে তাহার জন্য কিছুই স্বার্থত্যাগ করিতে না হয়; আমরা চাই এমন গুরু যাহার দ্বারা আমাদের স্বপেক্ষারে, ইন্দ্রিয়তর্পণে এবং ভোগ বিলাসে কোন বাধা না হয়। এরূপ গুরুর বাজারও সস্তা।

প্রকৃত গুরুর আচার ও প্রচার নিখুঁত। মূল নিষ্কপট আত্মসমর্পণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন!—দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ অনুভাষ্যকার বলেন;—

শ্রীমদাচার্য্যের অ.চরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যত্বের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুরাচারকে কেহ সদাচার বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ প্রকাশত্বের পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে ভাদ্র বুধবার—১৩৩৭

(১)

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(২)

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদের প্রকটমহোৎসব

(৩)

মায়াবাদীর মুখে কৃষ্ণনাম বাহির হয় না

(৪)

দাক্ষিণাত্যে বিদ্ধভক্তিমত খণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি-প্রচার

(৫)

সারকথা কি ?

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"

প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রেরিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৮ সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অর্থাৎ সেই কৃষ্ণই নিজে নিজ ভজনের কথা আচার ক'রে প্রচার করেছেন। সুতরাং মহাপ্রভু অপেক্ষা দয়ালু—পরম দয়ালু আর কেহই নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে দয়া প্রচার করেছেন, সে দয়া পুনরায় মন্দের উদয় করায় না—অমন্দোদয়া দয়া। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই অমন্দোদয়া দয়া প্রচার করেন। সে দয়ার নয়টী লক্ষণ। আমরা শ্রীল দামোদর স্বরূপের বাক্যে পাই;—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ। নানা উপায় অবলম্বন করেও তার ক্লেশ যাচ্ছেনা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া পেলে তার সেই অভাব-জনিত খেদমল অনায়াসে উড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় নির্ম্মল হয়। আবার সেবাজনিত পরমানন্দ সেই হৃদয়ে প্রকাশ পায়। তখন শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ এসে আর প্রতিবাদ ক'রতে পারে না। সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-সার ভগবানের সেবাই সার হয়, দাম্ভিকতা বা দিগ্বিজয়-পিপাসার আশা বলবতী হয় না। সব শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। এমন সেবারসপ্রাপ্তিতে চিত্ত উন্মত্ত হয়, মাধুর্য্যমর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে বাস করায়। তখন জীব কেবল প্রেম-ভক্তিতেই প্রীতি লাভ করেন।

সেই অমন্দোদয়া দয়া বিতরণকারী মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনেই সকল কল্মষ বিনষ্ট হয়। তিনি সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের আটটী ফল বলেছেন;—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

প্রতিপক্ষ যদি বলেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের এত মাহাত্ম্য কেন? তদুত্তর এই যে,—এই জগতে শব্দেরই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যে জিনিষ আমরা দেখি নাই, শব্দেই তাহা প্রকাশ পায়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র কর্ণের দ্বারা শব্দের সাহায্যে আমরা বস্তুর জ্ঞান লাভ করে থাকি। যে দেশ আমি দেখি নাই, সেই দেশের অভিজ্ঞান আমি সেই দেশ হইতে আগত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করে লাভ করি। অথবা সেই দেশের কথা যে পুস্তকে থাকে, তাহা পড়্‌লে পাই। দেখুন,—সেই অক্ষরগুলিও কিন্তু শব্দের অর্দ্ধোপকার। ঘুমন্ত মানুষকে শব্দের সাহায্যে হয় ডাকিয়া, না হয় কোন বস্তুকে আঘাত ক'রে—শব্দ ক'রে জাগাতে হয়। তাই সুপ্তকে প্রবুদ্ধ কর্‌তে হ'লে সেই শব্দ-ব্রহ্মের সাহায্যই একমাত্র প্রয়োজন। তাই উপনিষদ্ বল্‌ছেন;—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

প্রণবই শব্দ ব্রহ্ম। যাঁহা দ্বারা ভগবান্ প্রকৃষ্টভাবে স্তুত হন, তাহাই প্রণব। সেই অসম্প্রসারিত নাদব্রহ্ম বা প্রণবই সম্প্রসারিত শ্রীনাম। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীনামাষ্টকে বলেছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

উপনিষৎ সকল বেদের সারভাগ। সেই উপনিষদ্‌রূপ রত্নমালার প্রভায় যাঁহাকে নীরাজিত করা হয়—হে নামপ্রভো! তোমার পাদপদ্মে নখের শেষসীমা নীরাজিত হইয়েছে। প্রাকৃত-তৃষ্ণাশূন্য মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন। অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।' কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নাম ছাড়া,—শব্দব্রহ্ম ছাড়া সেই অপ্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক বড় দান—শ্রীনামদান গ্রহণ ক'রলে হৃদয়কে প্রশস্ত—সুপ্রশস্ত ক'রে দেয়। অপর মহাজনগণ সম্মাননীয় বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়ার মত—দানের মত আর অতবড় দানের কথা কেহ বল্‌তে পারেন নাই। এতবড় দানের সন্ধানও কেহও রাখিতেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দান—শ্রীনামপ্রভুকে দান—শ্রীভগবান্‌কে দান যে-দিন দীনহীন সমাজে—সংসারতাপক্লিষ্ট জনসমাজে—মুক্তিসিদ্ধিকামী দস্ত্র-সমাজে সমাগত হয়েছে, সে-দিন সকলেই সকল ছেড়ে হাত যুড়ে শ্রীচৈতন্যেরই দান গ্রহণ করেছেন।

কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।—এরূপ কেহ হয় নাই—হইতেছে না ও হইবে না।

এই নাম—এই মহামন্ত্র:—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়। কালা-কালের ব্যবধান নাই।

কালের কথা বল্‌তে হলে সময়ের অল্পতায় আমি এই মাত্র বল্‌ছি—

নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তম্ * * * ॥

সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজনা করি। তথায় ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই, চিন্ময় নিত্যকাল বর্ত্তমান। সুতরাং তথায় নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না।

এজগতে কালের নিত্যত্ব দেখা যায় না। কাল এখানে ভূতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবিষ্যতের আনয়নকারী। সুতরাং নিত্য-লোকে গোলোকে নিত্যকাল শ্রীরাধানুগত্যে অর্থাৎ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

রাত্রি ৮টা হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয়ের অন্যত্র যাইবার প্রতিশ্রুতি থাকায় সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বে অর্থাৎ শ্রবণের অতৃপ্তিতেও বক্তৃতা শেষ করিতে হইল। সভাপতি মহোদয় বলিলেন,—

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ! আমরা যে কি শুনিলাম—কি মধু পান কর্‌লাম তা আর কি বল্‌বো। বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কলিকালে নাম ছাড়া আর গতি নাই—আমরা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছি। নাম করা সহজ এবং এফেক্‌টিভ, গানাৎ পরতরং নাই। যতই নাম করা যাবে, ততই হৃদয় প্রসারিত হবে। আমি বক্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার অন্যত্র যেতে হবে—আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদের প্রকট-মহোৎসব

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, বি, এন, রেলওয়ে ষ্টেশন রাজবাঁধের নিকটবর্ত্তী (পোঃ রাজবাঁধ) আমলাজোড়া গ্রামে যেস্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেইস্থলেই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। "যেস্থানে বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন," তাই স্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধ-গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ এই স্থানটীকে একটী মহাতীর্থরূপে জানেন। এই স্থান হইতে অনেকজন মহাত্মা বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। অত্রত্য গ্রাম-বাসিগণও বিশেষ ভক্তিমান্ এবং শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রহ্মচারী মহোদয় এই মঠের সেবাকার্য্য করিতেছেন এবং উক্ত গ্রামবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ নবেকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও যতিরাজ দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দও তাঁহার সেবাকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন।

গত ১৪ই ভাদ্র শ্রীমঠে রাধাষ্টমী মহোৎসব এবং ১৯শে ভাদ্র শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রকট-মহোৎসব শ্রীগ্রন্থ-পাঠ কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী বহু সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়া ভগবদ্-ভাগবত-গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবন দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

মায়াবাদীর মুখে কৃষ্ণনাম বাহির হয় না

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যথা,—

"প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম-আত্মা-চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর, নামনামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপ-বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দলীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন॥
এই সব রহু কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥"

মায়াবাদিগণ জীব-তত্ত্বকে অপ্রাকৃত-বস্তু ও কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্ম-বস্তুকে (?) জীব এবং ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া মনে করেন। যেহেতু মায়াবাদিগণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে অনিত্য অর্থাৎ মায়াময় বলিয়া ঘোষণা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কৃষ্ণের চরণে মহা অপরাধ-যুক্ত এবং কৃষ্ণের মুখ্য নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক

তাঁহার ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য ইত্যাদি গৌণ নামসকল উচ্চারণে রুচিসম্পন্ন হন। যদি বা কখন গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণনাম-সকল তাঁহাদের মুখে বাহির হয়, তথাপি তাঁহাদের জ্ঞান-দোষে তাহা শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের নাম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ দুইটাই চিন্ময়। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী জীবরূপ দেহী হইতে পৃথক্ এবং পিতৃদত্ত নামও পৃথক্ ও জড়াশ্রিত; কিন্তু কৃষ্ণের সেরূপ নয়। কৃষ্ণের যে দেহ, সেই দেহী এবং যে নাম, সেই নামী। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়-সম্বন্ধ না থাকায় দেহ দেহী ও নাম নামীর ভেদ অসম্ভব। বদ্ধ-জীবের পক্ষেই দেহদেহী ও নামনামীর ভেদ সম্ভবপর অর্থাৎ নাম, দেহ ও স্বরূপ জীব-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ধর্ম্মযুক্ত।

কৃষ্ণনাম চিৎ-স্বরূপ চিন্তামণি বিশেষ। তাহা কৃষ্ণচৈতন্যরসের বিগ্রহ স্বরূপ-পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয় এবং নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময় বা কখন জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কারণ নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি-গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন (অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন) তখনই তাঁহার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

আমিই ব্রহ্ম—এই বুদ্ধি যাহাদের উদয় হয়, তাহাদের মায়া-চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিজ্জ্যোতীরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি রূপ একটু সুখোদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলারূপ চিন্ময় রস-বিলাস হৃদয়ে উদিত করিতে পারেন, তাঁহারা দুঃখের অভাব-বোধাত্মক ক্ষীণ ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ-লীলারসগত বিশুদ্ধ চিৎসুখ ভোগ করেন। তাই উক্ত হইয়া থাকে যে, পূর্ণানন্দলীলারসরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও শ্রীসনৎ সনকাদি চতুঃসন ব্রহ্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলারস আস্বাদনে প্রমত্ত হইয়াছিলেন।

প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-সাম্যা-বস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব জড়-বৈশিষ্ট্য দর্শনে ক্ষম হয় না এবং সেই হেতু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অস্মিতা পরিত্যাগে বাধ্য হয়। বৈকুণ্ঠান্তর্গত শুদ্ধাত্মস্বরূপগত কৃষ্ণদাস রূপ অস্মিতা উদয়ের পূর্ব্বে ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নশ্বর জড় অস্মিতালয়ের পরবর্ত্তী কালে জীব বিরজা-নাম্নী নদীতে অবস্থান করে এবং সেখানে চিৎ বা অচিৎ কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে না পারায় আপনাকে চিজ্জ্যোতীরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ত্রিগুণোত্থ দুঃখের অনুভূতি না থাকায় জীব তখন দুঃখাভাবরূপতাকে একপ্রকার সুখের অবস্থা বলিয়া ভ্রান্তি করে। চিদ্ ভোগই প্রকৃত সুখ বর্ত্তমান। সুতরাং ভগবান্ ও সদ্গুরুর কৃপাবলে যাঁহারা বিরজা পার হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা নিজ শুদ্ধভগবদ্দাস্যের আত্মতত্ত্বগত অস্মিতা লাভ করেন ও ভগবানের রূপগুণলীলাগত দিব্য ও প্রকৃত সুখ আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যে সকল জীব দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভগবান্ ও সদ্গুরুর কৃপা লাভে বঞ্চিত, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে না পারিয়া হয় পুনরায় বাহ্য বিষয় ভোগের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হন, না হয় আত্ম-হারা হইয়া বিরজাতে আভাসিত ভগবদ্-অঙ্গজ্যোতী-রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। গুণত্রয়-সাম্যাবস্থারূপ বিরজা নদীর তাবৎ অবস্থান আছে। বাস্তব অবস্থান নাই। সেই জন্য জীব তথায় দীর্ঘকাল অস্তিত্ব রক্ষণে ক্ষম হয় না এবং তদ্ধেতু যোগ্যতানুসারে বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মাণ্ডে যাইতে অথবা আত্মহত্যারূপ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিতে বাধ্য হয়।

সোজাসুজি যে সমুদয় অসুরগণ ভগ-বানের বিদ্বেষ করে ও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করে, তাহারা তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্য মুক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মায়াবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে ভগবদ্বিদ্বেষ করে ও কঠোর সাধনায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকে, তাহারা যে নিশ্চয়রূপে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। সাধনের ন্যূনতা বশতঃ তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যখন পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাহ্য বিষয় ভোগে প্রমত্ত হইতে বাধ্য হয়, তখন স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, মায়াবাদিগণ অসুরগণ অপেক্ষা বুদ্ধিহীন। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, মহাপ্রলয়ের পর পুনর্ব্বার সৃষ্টি আরম্ভকালে সাযুজ্যমুক্তিফল-লব্ধ ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগার্থে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। জীবের ভগবদ্দাস্যই যখন নিত্য বৃত্তি তখন সাযুজ্য মুক্তির অবস্থা তুচ্ছ হইতে বাধ্য। সুতরাং নিত্যকালস্থায়ী সাযুজ্য মুক্তির আশা করা বাতুলতা এবং বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত ঐরূপ দুরাশা পোষণ অপর কেহ করিতে পারে না।

সার কথা কি?

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ)

আমাদের পূর্ব্ব গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-লিখিত উপরিউক্ত মহা-বাক্যটীর সন্ধান না রাখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—ভগবদুপাসনার কথা গ্রন্থেই শব্দে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ভগবজ্জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং গুরু করি-বার আবশ্যকতা কি?

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। অধঃকৃতম্ (অতিক্রান্তম্) অক্ষজম্ (ইন্দ্রিয়জম্) জ্ঞানং যেন—আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চরম সীমাকে অতিক্রম করিয়া যিনি উহা হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত, তিনিই অধোক্ষজ বস্তু।

ভগবদ্ভজনের কথা সাত্বত শাস্ত্রসমূহে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শাস্ত্রসমূহের তত্ত্বও অধোক্ষজ; প্রাকৃত জ্ঞানে উহার উপলব্ধি হয় না।

অন্ধ বা বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি পাঠে অসমর্থ; কিন্তু অক্ষর অন্ধত্ব বিমোচন করিলে বা বর্ণজ্ঞানহীনকে বর্ণজ্ঞান প্রদান করিলে তাহার পাঠের যোগ্যতা লাভ ঘটে।

পরমার্থ-জগতে অজ্ঞানান্ধ জনগণ শাস্ত্রপাঠে অক্ষম। সদ্গুরু দৈন্যনাশ-কর্ত্তৃক জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান-হানি দূরীভূত হইলে তাঁহারা শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

চক্ষুর হানি কর্ত্তিত হইলে রোগী কিছু দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিয়া বৈদ্যের আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে যে প্রকার তিনি পুনরায় অন্ধ হ'ন, তদ্রূপ শ্রীগুরুকৃপায় শাস্ত্রার্থ কিছুমাত্র উপলব্ধির পরই যদি শিষ্য নিজকে 'সর্ব্বজ্ঞাতা' মনে করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় অজ্ঞানতিমির-সাগরে নিপতিত হইয়া অর্বুদ জন্ম ব্যর্থ অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

অর্থগৃধ্নু অজ্ঞানান্ধ গুরুব্রুবের কদাচার দর্শন করিয়া কেহ কেহ 'গুরু' শব্দ শ্রবণ মাত্রই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহাদের এই ব্যবহারও প্রশংসনীয় নহে। গিল্টি সোনার বর্ণ অনভিজ্ঞকে বঞ্চিত করিলেও জহুরী বা অভিজ্ঞগণের নিকট ধরা পড়ে।

জেকালসর্-জগতে খাঁটি জিনিষ সংগ্রহের নিমিত্ত জহুরী হইতে হইবে। খাঁটি জিনিষের একান্ত প্রয়োজন। উহা না পাইলে জীবন বৃথা। এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মেও যদি খাঁটি জিনিষের সন্ধান না করি, তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী।

পরমার্থ-জগতের একমাত্র জহুরী শ্রীগুরুদেব। এই জহুরীই একমাত্র সাত্বত ধর্ম্মরত্ন রূপ খাঁটি জিনিষ ও মিছা চল বা উপধর্ম্ম রূপে জেকাল দ্রব্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ। সুতরাং অজ্ঞানান্ধ আমাদিগকে এই জহুরীর সন্ধান করিতে হইবে।

এই জহুরীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত এক-মাত্র প্রয়োজন জহুরীর জহুরী শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে নিষ্কপট হৃদয়ে আর্ত্তি-জ্ঞাপন, যথাঃ—

(১)

"অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমার।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায়॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পাবে
দয়াময় নামটী ঘুচাবে।
এ সবম দান কর, দয়া কর দয়াময়
যশঃকীর্ত্তি চিরদিন পাবে॥"

(২)

"আমি ত চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়াপ্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর॥
এ'হেন দুর্জ্জন হ'য়ে এ'-দুঃখ জলধি ব'য়ে,
চলিতেছি সংসার-সাগরে।
কেমনে এ' ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পদ-সেবা মিলে মোরে॥"

নিষ্কপটে এই প্রকার আর্ত্তি প্রকাশিত হইলে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে চৈত্ত্যগুরু-রূপে মহান্ত গুরুর সন্ধান প্রদান করিবেন। তখন নৃদেহরূপ সুদৃঢ় নৌকায় আরূঢ় আমরা শ্রীগুরুকর্ণধারানুগ্রহে কৃষ্ণকৃপা-বাতাসে চালিত হইয়া অনায়াসে দুঃখদ দুস্পার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব।

দাক্ষিণাত্যে স্মার্ত্ত-দলন

বিগত ২৯শে আগষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক ভক্তিসার মহারাজদ্বয় সপার্ষদে কভুর (কোভুর) সংস্কৃত কলেজস্থিত প্রবাসভবন হইতে ওয়েষ্ট গোদাবরী জেলার অন্তর্গত তালুকের হেড্‌কোয়ার্টার ভীমাভরম সহরে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতী সেবা-সৌকর্য্য-সাধনে শুভবিজয় করেন ও তত্রস্থ গোদাবরীকান্ত-ভট্টার্য্যী ধর্ম্মসত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন।

সেইখানে দ্রাবিড়বিদ্যাপীঠ রাজমহেন্দ্রী নগরের প্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মপাঠশালার অধ্যাপক জনৈক স্মার্ত্তপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজের সহিত দেবভাষায় স্বল্পকাল বাক্যালাপ করেন। ক্রমশঃ বাণীপ্রিয় শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত পণ্ডিতপুঙ্গবের সংস্কৃত প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইলে পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপক নিজের অবয়-বিদ্যাবত্তার গৌরব প্রকাশে বিশেষ কৃতোৎসাহী হইলেন, কিন্তু বাগ্মিসম্রাট্ মহারাজ সম তাঁহার সহজবেগবান্ বচন-প্রবাহে ঐ ব্যক্তির যাবতীয় উদ্যম বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় ক্রমে ক্রমে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ভরসা পরিত্যাগ করিয়া কাব্য ও ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই বালশাস্ত্রের বিচারেও নিরুত্তর হইয়া ক্রমে অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। সভায় অন্যান্য আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বদেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নিতান্ত অপ্রতিভ হওয়ায় তিনি ম্লান ও শুষ্ক মুখে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পরে প্রশ্নের উত্তর দিয়া নাম জানাইবেন এই-রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজি মহারাজ তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া কভুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ দাস (দেবশর্ম্মা, বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ)

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। কভুর

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বৈষ্ণবদাস্য শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই্উ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, আমগাব, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পরিচয়

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
অন্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, প্রীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

দ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম ডেমি-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে আচার্য্যগণের অনুসরণ ও প্রয়োজন সহায় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ঐরূপ একটা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
সপ্তম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবজ্ঞানকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রনাশ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুং সকারাতি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ট্রেং ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(ডাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাঁপানি, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

জগৎপুর, পাতিপুকুর পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম কৃষ্ণনগর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সমস্তের অধিক বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা আশ্বিন ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নবদ্বীপে পিকেটার দণ্ডিত

গোয়ালাদের ধর্ম্মঘট—নবদ্বীপে ও গোয়াড়ীতে দুগ্ধবিক্রয় বন্ধ

ভারত ও স্বাধীন রাজ্য

শ্রমিক আন্দোলন—মিঃ এস্, সি, যোশীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য

দেবগ্রামে গ্রেপ্তার

মন্ত্রী কমাব না বেতন কমাব

গোলটেবিল বৈঠকের দিন

গোলটেবিল বৈঠকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত

নানা কথা

গোয়াড়ী ও নবদ্বীপে গোয়ালাদের হরতাল দুগ্ধ বিক্রী বন্ধ

কিছুদিন ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ গোয়াড়ী সহরে দুগ্ধ ভেজাল কিনা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন যাবত গোয়ালারা দুগ্ধে জল মিশাইয়া বেশ পয়সা জমাইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণে তাহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যবিভাগের বড় কর্ত্তা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী। তিনি গোয়ালাদের নানাপ্রকার দুর্ব্যবহারেও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি যথা নিয়মে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। গোয়ালারা অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া গত শনিবার হইতে ধর্ম্মঘট করতঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে দুগ্ধ বিক্রী বন্ধ করিয়াছে। দেখা যাউক ব্যাপার কি হয়।

পূর্ব্বে নবদ্বীপ সহরেও এরূপ ভ্যাজাল দুগ্ধ বিক্রয় হইত। তথাকার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় এরূপ প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের মত সামান্য পল্লীতে যে ভাবে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কৃষ্ণনগরের মত একটা ডিষ্ট্রীক্ট টাউনে কেন তদ্রূপ হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় নবদ্বীপের ভেজাল দুগ্ধ বিক্রী করা বন্ধ হইলেও খাটী দুগ্ধের দাম বৃদ্ধি হয় নাই।

নবদ্বীপে পিকেটার দণ্ডিত

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর নবদ্বীপের, অখিলনাথ দে ব্রজলাই সিং এবং ননী ঘোষ নামক তিন জন স্বেচ্ছাসেবকের পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুসারে পিকেটিং করিবার অপরাধে প্রত্যেকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ঐ তারিখই নবদ্বীপের গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে বয়কোট করার জন্য ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দেবগ্রামে গ্রেপ্তার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর দেবগ্রামের শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় শিবদাস ঘোষ ওরফে পচা, শিবু, শরত চন্দ্র সরকার, কামখ্যা গড়াই, মনীনাক্ষ গড়াই ওরফে নলিন, নলিনী এই ছয় জনের ৪৪৭ ধারা অনুসারে প্রত্যেকের ১০৲ জরিমানা অনাদায়ে ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। প্রকাশ, ইহারা রাত্রে স্থানীয় চৌকীদারের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে চাকরী ছাড়াইবার জন্য নানা রকম প্রলোভন দেখায় ও উৎপাত করে। প্রথমে ইহাদিগকে অর্ডিন্যান্স অনুসারে চালান দেওয়া হয় কিন্তু বিচারকালে অনধিকার প্রবেশের জন্য শাস্তি হয়, আসামীপক্ষে ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইয়া সওয়াল জবাব করিয়াছিল।

ভারত ও স্বাধীনরাজ্য

লণ্ডনে ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লণ্ডনে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি, সরদার বাহাদুর প্রকাশ করেন যে, স্বাধীন রাজ্য সমূহ সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা আছে তাহা বাটলার কমিশন এবং সাইমন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কমিশনদ্বয় এক হস্তে যাহা দান করিয়াছেন অপর হস্তে তাহা হরণ করিয়াছেন। যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য চেম্বার অব্ প্রিন্সেসে (রাজন্য সভায়) পাকাপাকি ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের অসন্তোষের কারণ আছে।

সরদার সাহেব ইংরাজদিগকে অনুরোধ করেন যে তাহাতে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন। তিনি ভারতীয়দিগকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সার লেসলি উইলসন সাহেব সরদার বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত

বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট বলিতেছেন যে লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড স্যাংকী সম্ভবতঃ বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। লয়েড জর্জের ঐ পদ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কোন কোন সদস্য ঐ বৈঠকের খোতাবর্জ্জন করিবেন

এবং বিপক্ষ দলই বা কাহাকে কাহাকে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পদে বরণ করিবেন তাহাও জানা যায় নাই।

বিলাতের হোয়াইট হলে আরও কয়েক খানি ঘর তৈয়ার হইবে। তাহাতে অনেক খরচ পড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাড়ী ভাড়া করিয়া উড়োজাহাজ, শিক্ষা এবং কৃষি বিভাগের কার্য্যালয় করা হইয়াছে। ঐ টাকা বাঁচিয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরের লাভ দাঁড়াইবে।

ইটালির নূতন লাইট ক্রুজার জাহাজ 'এলবার্টো ডা গিয়াগানো' প্রায় চল্লিশ মাইল করিয়া দৌড়াইবে।

গোলটেবিল বৈঠকের দিন

আগামী ১১ই নবেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠক বসিবার কথা আছে। ইহা পার্লামেন্টের একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কে কে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হইবেন এবং কাহাকে চেয়ারম্যানের পদে বসান হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

আগামী সপ্তাহে নিখিল বৃটিশ সাম্রাজ্য বৈঠক বসিবে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারেন নাই; বিশেষতঃ আমদানি রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই স্থির হয় নাই।

বেকার সমস্যা সম্বন্ধেও মন্ত্রিদলের সহিত উদারনৈতিক দলের এখনও মিল হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রী এবং সরকার পক্ষের সমস্ত লোকই নিজ নিজ কর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবলমাত্র হেণ্ডারসন ও গ্রেহাম সাহেব জেনেভায় লীগ এসেম্ব্লিতে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রমিক আন্দোলন

ভারতীয় শ্রমিক মণ্ডলীর প্রতিনিধি মিঃ এন্, সি, যোশী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের দশম অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে এশিয়ার দেশ সমূহের শ্রমিকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য জেনেভায় একটী বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক। তাহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

পাঠক অবগত আছেন যে, প্রাচ্যদেশ সমূহে শিল্প, বাণিজ্য, কলকারখানা প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদিগের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে এই অবস্থান্তরের সহিত শ্রমিক সমস্যাও জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

এসিয়া হইতে প্রেরিত শ্রমিকপ্রতিনিধিবর্গ এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্রতি বৎসরই আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের এবং ভারতের প্রতিনিধিগণ একটী বর্ণনাপত্রে প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন দেশ সমূহের শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ দেশের সমস্যা সমূহের মীমাংসার জন্য চেষ্টিত হউক। ১৯২৯ সালে জাপান ও ভারত শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ স্থির করেন যে ১৯৩০ সালের মে মাসে মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইতে একটী বৈঠক বসাইবেন তাহাতে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের শ্রমিকনেতারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিবেন। কিন্তু নাগপুরের শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সমস্ত ব্যবস্থাই উল্টাইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী কমাব না বেতন কমাব

বোম্বাই সরকারের আর্থিক অবস্থা কাহিল। গবর্ণর বাহাদুর মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। সমস্ত মন্ত্রীগুলিকে রাখিয়া পুরাবেতন দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং হয় মন্ত্রীর সংখ্যা কমাইতে হইবে, নচেৎ মন্ত্রীদিগের বেতন কমাইতে হইবে। বর্ত্তমানে ৩ জন মন্ত্রী প্রত্যেকে চারি সহস্র টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেছেন। হয় ঐ বেতনে দুইজন মন্ত্রী রাখা হইবে অথবা সব কয়জনমন্ত্রীর বেতন কমাইয়া মাসিক তিন হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেকের মাস মাহিনা স্থির করিতে হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন কে কে মন্ত্রী হইবেন—এই সম্বন্ধে বহু কল্পনা জল্পনা চলিতেছে।

এই প্রদেশে বহু সংখ্যক কানারীভাষী লোক আছে, অথচ এপর্য্যন্ত কোন কানারীজ মন্ত্রী হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কোন কানারীভাষী মিঃ বি, ডি, যাদবের স্থানে মন্ত্রী হইবেন। যাদব সাহেব এসেম্ব্লিতে যাইলেন।

মিঃ রামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রমুখ বিলাতের মন্ত্রিবর্গ তথা বিপক্ষ দলের নেতৃবর্গ তাঁহাদের বিশ্রামের দিবস সংখ্যা কমাইয়া শারদ সেসনের বাগ্‌যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে এরূপ মজার যুদ্ধ অনেক কাল হয় নাই এবং হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
 (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
 শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
 (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
 (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
 (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ
 (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
 (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
 ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
 (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
 (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি /০
২৮। গীতাবলী /০

প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

:০:

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার - ১৩৩৭

(১)

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ফলে জীব সদ্‌গুরুসকাশে ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হন, মালী হইয়া সেই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ পূর্ব্বক তাহাতে গুরুমুখপদ্মবাক্য শ্রবণ কীর্ত্তন-রূপ জলসেচন করেন. বীজঅঙ্কুরিত, ক্রমে পল্লবিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম প্রাপ্ত হয়, সেখানেও ভক্তিলতা চিরআশ্রয়-লাভে সমর্থ না হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে নিত্যাশ্রয়-প্রাপ্ত হন

(২)

বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রালোচনা

(৩)

আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাগবত মহোৎসব আরম্ভ হইবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪০৲ টাকা ভিক্ষা স্থলে ২০৲ টাকা ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রাহকগণ এখন হইতে আর ঐ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবেন না। প্রাচীন গ্রাহকগণ ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ কিছুকালের মধ্যেই পাইবেন।

১০ম স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সুচী যন্ত্রস্থ। সমগ্র দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲ টাকা মাত্র।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা:—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ /০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশতক /০
৩৩। অর্থপঞ্চক /০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
 (প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
 (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

ভক্তিলতা-বীজ

যে জাতীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভগবানের সেবা রূপ লতিকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভক্তি-লতা-বীজ বলে। ভক্তি-লতা-বীজের বিপরীত-ভাবাত্মক দুইপ্রকার ইতর শ্রদ্ধা আছে, যাহারা কর্ম্ম বা ভুক্তি-লতা-বীজ, ও জ্ঞান বা মুক্তি-লতা-বীজ-নামে প্রসিদ্ধ। ভুক্তি বা মুক্তি-লতা-বীজ যে-হৃদয়ে রোপিত হয়, সেখানে ভক্তি-লতা-বীজের প্রাপ্তি ঘটে না।

বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি-ফলে ভক্তি-লতা-বীজের প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। অজ্ঞানাবিদ্যা রূপ পিশাচীর তাণ্ডব-নৃত্য-হেতু যাহারা অপার দুষ্কৃতিশালী ও ভক্তি-আলাপযোগী সুকৃতি-সঞ্চয়ে বঞ্চিত, তাহারা ভক্তি-লতা-বীজ প্রাপ্ত হয় না।

সুকৃতি-শালী ব্যক্তিগণ ভগবানের অনুগ্রহ লাভের যোগ্য পাত্র। অনুগ্রহযোগ্য ব্যক্তিদিগকে পরম শ্রেয়ঃপথের পথিক করিবার জন্য ভগবান্ নিজ প্রিয় জনকে শক্তি সঞ্চার করত বৈকুণ্ঠ হইতে ধরাতলে মহান্ত গুরুরূপে প্রেরণ করেন ও তাঁহার দ্বারা নিজ কৃপাশক্তি বিতরণ করাইয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের প্রসন্নতা-হেতু সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ মহান্ত গুরুদেবের 'মারফৎ' শ্রেয়োলাভের জন্য ভক্তি-লতা-বীজ প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ যতক্ষণ অপ্রসন্ন থাকেন, ততকাল মানব ভক্তি-লতা-বীজের বিপরীত যে শ্রদ্ধা, তাহার দ্বারা চালিত হয় এবং ভুক্তি বা মুক্তি-লতা-বীজকে হৃদয়ে রোপণ করত সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এমত অবস্থায় ভগবৎ-প্রেরিত মহান্ত গুরুদেবের দর্শন লাভে হয় সে বঞ্চিত থাকে, না হয় দর্শন পাইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারে না। মহান্ত গুরুদেবকে চিনিতে না পারিলে কোন দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে এবং কেহ বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্গ্রীব হয়। মোট কথা দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণ মহান্তগুরুদেবে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারে না, তজ্জন্য তাহারা ভক্তিলতা-বীজলাভে সমর্থ হয় না।

সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ ভগবদ্ ইচ্ছানুসারে মহান্তগুরুদেবের সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার দর্শন মাত্রেই অতি-মর্ত্ত্য পুরুষ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া থাকেন, যাহার ফলে তাঁহারা অচিরে ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হইয়া শ্রেয়ঃপথের পথিক হইবার সুযোগ লাভ করেন।

মহান্ত গুরুদেব-দত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই ভক্তিপথ বা ভক্তিলতা-বীজের অঙ্কুরাবস্থা। গুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-কথার অগ্রে শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তন রূপ আলবালে জল-সেচন, যাহার দ্বারা ভক্তিলতা-বীজের অঙ্কুরাবস্থা ক্রমশঃ লতাকারে পরিণত হয়।

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগুলিকে ছেদন করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে ভক্তিলতার মূলশাখা বাড়িতে পারে না। ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে ঐ শাখাগুলি আপনা হইতেই বাড়িতে থাকে। সুতরাং অনায়াসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত উপশাখাগুলিকে যত্ন পূর্ব্বক ছেদন করা কর্ত্তব্য।

ভক্তিপথে চলিবার সময় উপশাখা ছেদনের যেমন আবশ্যক, ভক্তাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; কারণ ভক্তাপরাধ রূপ মত্ত হস্তীর উদয় হইলে ভক্তিলতাকে সমূলে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। অসৎ সঙ্গ হইতেই ভক্তাপরাধের উদ্গম সম্ভবপর। সুতরাং অসৎসঙ্গ আদৌ করা কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিধি-নিষেধগুলির পালন-মুখে ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করত মালীকে নিত্যানন্দ-সাগরে মগ্ন রাখিতে ক্ষম হয়, নচেৎ নহে।

ভক্তিলতার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন জড়বস্তুতে নাই এবং ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ বিরজা নদীতে চিৎ বা অচিৎ কোনরূপ বস্তুর প্রতীতি না থাকায় তথায়ও আশ্রয়াভাব। বিরজার ঊর্দ্ধে যে ব্রহ্মধাম তাহাতে চিৎনির্ব্বিশেষ-প্রতীতি বর্ত্তমান। সুতরাং চিদ্বৈশিষ্ট্যের অভাব-প্রযুক্ত ভক্তিলতা সেখানেও আশ্রয় পাইতে পারে না। ব্রহ্মধামের উপরিভাগে ঐশ্বর্য্যপর শ্রীনারায়ণধাম বর্ত্তমান। তথায় চিদ্বিশিষ্ট থাকিলেও বিপ্রলম্ভ-ভাবগত মাধুর্য্য রসের আস্বাদন সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য ভক্তিলতা সেখানেও চিরআশ্রয় লাভে ক্ষম হয় না। ঐশ্বর্য্য-ধামের উপরে মাধুর্য্য নিকেতন এবং তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। এই মাধুর্য্য মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের চরণ রূপ কল্পবৃক্ষই ভক্তিলতার শেষ আশ্রয় স্থান। এই শেষ আশ্রয় স্থান পাইলে ভক্তিলতা অতি-বাঞ্ছিত ফল প্রসব করে, যাহা আস্বাদন করিলে মালী কৃতকৃতার্থ হয়।

বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী-মহারাজ-প্রেরিত)

প্রতিবৎসর অনন্ত-চতুর্দ্দশীর দিবসে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব হইয়া থাকে। এবৎসরও গত ২০শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার শুভ শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে শুদ্ধভক্তিপ্রচারমঠসমূহের অন্যতম ঢাকা জেলা বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে ঠাকুর হরিদাসের বিরহমহোৎসব যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঠাকুরের লীলামৃত কিছুক্ষণ আলোচনার পর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাঁহার নির্য্যাণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। আদি ও অন্ত্যে কীর্ত্তন এবং পরে সমাগত জনসমূহকে কিছু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা
(অপ্রকট কালের অবস্থা)

একদিন শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়সেবক গোবিন্দ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে দিবার জন্য শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন, আসিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুর শয়ন করিয়া আছেন এবং মন্দ-মন্দস্বরে সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন, ঠাকুর! প্রসাদ লইয়া আসিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া আসুন এবং প্রসাদ ভোজন করুন। তদুত্তরে হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—আমি আজ লঙ্ঘন করিব, কারণ সংখ্যা-নাম পূর্ণ হয় নাই—এ অবস্থায় কি করিয়া খাইব! তবে মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহা উপেক্ষা করা উচিত নয়—এই কথা বলিয়া মহাপ্রসাদ বন্দনা করিয়া এক কণা গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের আচরণে শিক্ষার বিষয়

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উপরিউক্ত আচরণে আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। শ্রীনামাশ্রয়কারী সাধকগণের শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা লাভের ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে নামাচার্য্য ঠাকুরের কৃপা লাভ করা আবশ্যক। তিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক যে আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা যথাযথ অনুসরণ করিলেই আমরা তাঁহার কৃপা-গ্রহণে সমর্থ হইব। এস্থলে আমরা ইহা শিক্ষা পাই যে, নামাশ্রিত সাধকগণ সংখ্যা-গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বন্ধের সহিত হরিদাসের (শ্রীগুরুদেব ও সাধুর) আনুগত্যে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নিরপরাধে (অনবধান প্রভৃতি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক) অপতিতভাবে পূর্ণ করিবেন; এমন কি সংখ্যা পূর্ণ না হইলে তিনি জল গ্রহণ করিবেন না—এরূপ দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক। তাই তিনি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও সাধকের লীলাভিনয় করিয়া বলিলেন—আমার সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং আজ আমি কিছু গ্রহণ করিব না—এই বলিয়া মহাপ্রসাদ বন্দনা করিয়া এক কণিকা মাত্র গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিনি সাধককে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ-বিষয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান-বিষয়ে আদর্শ-ব্যবহার শিক্ষা দিলেন। তবে শ্রীনাম পূরণের ছলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য বাদ দিয়া আলস্য বা কপটতার প্রশ্রয় দিলে কোনদিনই সেরূপ কপট ভোগোন্মুখ ব্যক্তির প্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত হইবেন না। কারণ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত ঠাকুরের কথোপকথন

একদিন শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ঠাকুর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দৈন্যোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন—শরীর সুস্থ আছে; কিন্তু আমার মন ও বুদ্ধি অসুস্থ হইয়াছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাধি হইয়াছে? ঠাকুর দুঃখ করিয়া জানাইলেন—সংখ্যা-নাম পূর্ণ হয় নাই। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, এখন বৃদ্ধ হইয়াছ সুতরাং সংখ্যা অল্প করিতে পার, বিশেষতঃ তোমার অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ, এখন আর সাধনাভিনয়ে আগ্রহ দেখাইতেছ কেন? তুমি জগতের পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীনামের আচার ও প্রচার করিবার জন্য নামাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং জগতে নিজের আচরণ দ্বারা নামের মহিমা যথেষ্ট প্রচার করিয়াছ, অতএব এখন সংখ্যা কিছু কম কর।

হরিদাসের দৈন্যবাক্য ও প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন এবং নিজাভিপ্রায়-জ্ঞাপন

হরিদাস ঠাকুর দৈন্যপূর্ব্বক বলিতেছেন—'আমার নীচ কুলে জন্ম, ঘৃণ্য দেহ, আমি সর্ব্বদা হীনকর্ম্মে রত ও অধম পামর। এ হেন অস্পৃশ্য, অদৃশ্য ব্যক্তিকেও আপনি রৌরব নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে তুলিয়াছেন এবং নিজে মহাধিকার দান করিয়াছেন। হে পতিতপাবন প্রভো আপনি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সুতরাং আপনি জগতে যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা, সেই-

রূপে নাচাইতে পারেন। আমায় প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিভিন্ন প্রকারে নাচাইয়াছেন এবং আপনার ইচ্ছাতেই আমি ম্লেচ্ছ হইয়া ব্রাহ্মণের প্রদত্ত শ্রাদ্ধপাত্র খাইয়াছি। এখন আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে—বহুদিন হইতে হৃদয়ে এই বাসনা পোষণ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য নাম,'
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতে লাগে॥"

ইহা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন—হরিদাস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, কৃষ্ণ—কৃপাময়, তিনি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, তবে আমার যা কিছু সুখ তোমাদিগকে লইয়াই, সুতরাং আমাকে ছাড়িয়া তুমি চলিয়া যাইবে, ইহা উচিত হয় না। তখন হরিদাস ঠাকুর তাঁহার চরণে ধরিয়া পুনরায় দৈন্যোক্তি করিতেছেন—হে প্রভো! আপনার চরণে ধরি, আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন, আর বঞ্চনা করিবেন না. আমার মস্তকের মণিস্বরূপ কতকোটি ভক্ত আপনার লীলা পুষ্টি করিতেছেন। একটি পিপীলিকা মরিয়া গেলে যেরূপ পৃথিবীর কিছু ক্ষতি হয় না, সেইপ্রকার আমার মত একটা কীট মরিয়া গেলে আপনার কি হইবে? হে প্রভো! আপনি ভক্তবৎসল, আমি ভক্তাভাস, আমার এই বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'আগামী কল্য আসিব' বলিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন।

নির্য্যাণ-কালে মহাপ্রভুর আগমন ভক্তগণসহ মহাকীর্ত্তনারম্ভ

পরদিন প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ভক্তগণের সহিত সত্বর হরিদাস-কুটীরে আগমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হরিদাস ঠাকুর প্রভুর ও ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার জন্য প্রভুর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি হরিদাসকে বেড়িয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট পঞ্চমুখ হইয়া হরিদাস ঠাকুরের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন।

মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে করিতে ঠাকুরের নির্য্যাণ

হরিদাস ঠাকুর নিজ-সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটী মহাপ্রভুর মুখপদ্মে রাখিলেন ও প্রভুপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সমস্ত ভক্তগণের পদরেণু মস্তকে লইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥

হরিদাসের তনু কোলে লইয়া মহাপ্রভুর নর্ত্তন ও মহাকীর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া হরিদাসের অপ্রাকৃত তনু কোলে উঠাইয়া অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

কীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে সমাধি-দান

এইরূপে কিছুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনাদির পর স্বরূপ গোস্বামীর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াইয়া সমুদ্র-তীরে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে নাচিয়া যাইতেছেন. পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তগণের সহিত বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতেছেন! পরে হরিদাসকে সমুদ্রে স্নান করান হইল, তখন মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হরিদাসের স্পর্শ পাইয়া সমুদ্র আজ হইতে মহাতীর্থ হইল।" ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরের পাদোদক পান করিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রসাদ-চন্দন, বস্ত্রাদি দিয়া বালুকার গর্ত্তে শোয়াইলেন। চারিদিকে ভক্তগণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে নিজে একহস্তে তাঁহার গায়ে বালুকা দিলেন এবং সমাধিপীঠ বাঁধিয়া তাহার চারিদিকে আবরণ করিয়া দিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনাদির পর সমুদ্রস্নান করিয়া সমাধিপীঠ প্রদক্ষিণ করিলেন ও নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য স্বয়ং প্রভুর ভিক্ষা

সিংহদ্বারে আসিয়া মহাপ্রভু নিজে পসারির নিকট ভিক্ষা করিতেছেন, তাই তাঁহারাও সমস্ত প্রসাদ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। তখন স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাদিগকে সমস্ত দিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে এক এক দ্রব্যের চারিটী করিয়া দিলেই হইবে। তিনি মহাপ্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া নিজে মহোৎসব-কার্য্যের ভার লইলেন এবং সঙ্গে চারিজন বৈষ্ণব ও বোঝা বহিবার চারিটী লোক রাখিলেন। এইরূপে তিনি চারিজনের মস্তকে বহু প্রসাদ আনিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়ক ও কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন।

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে পরিবেশন

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবগণকে সারি সারি বসাইয়া চারিজন পরিবেশনকারীর সহিত পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং একজনের পাতে পাঁচজনের উপযুক্ত প্রসাদ দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ভোজন না করিলে কেহ খাইবেন না, সেইজন্য স্বরূপ-গোস্বামীর ইচ্ছামত তিনি পুরী, ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণসহ কাশীমিশ্র-প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিবার জন্য বসিলেন। তাহার পর সকল বৈষ্ণব ভোজন করিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় সকলকেই আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করান হইল। মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ দাও দাও বলিতে লাগিলেন।

মহোৎসবান্তে মহাপ্রভুর বরদান

ভোজন করিয়া আচমন করিলে পর মহাপ্রভু সকলকে মালা ও চন্দন পরাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া বরদান করিতে লাগিলেন—"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন। যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥ যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন। তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥ অচিরে সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'। হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥

প্রিয় ভক্ত-বিরহে মহাপ্রভুর বিলাপোক্তি ও হরিদাসের গুণ-বর্ণন

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥ হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥ ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ। পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥ হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হৈলা মেদিনী॥ জয় জয় হরিদাস বলি' কর ধ্বনি। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্প্রত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহয়গ্রীব দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীনামপ্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপ্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. আই. পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, আম্বগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

স্বরূপ বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট আজ্ঞা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু ; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারস্বতোমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। ‘অমৃতার্ণব অবলেহ’—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। ‘শিশুসখা বটীকা’—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া ‘শিশুসখা’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1044

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা আশ্বিন ১৩৩৭ শুক্রবার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

মালব্যজীর কারাজীবন

কাঁথিতে ৫ শত জনের পদত্যাগ

জন সাইমনের প্রত্যাবর্ত্তন

সার তেজবাহাদুরের ইউরোপ যাত্রা

প্রেসিডেণ্ট হত্যার চেষ্টা

ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ধর্ম্মঘট

লালাজীর বাড়ী খানাতল্লাস

বড়বাজারে পিকেটিং—মহিলা গ্রেপ্তার

বিলাতে বনপর্ব্ব

নানাস্থানে পিকেটীংএর বহর

নানা কথা

মালব্যজীর বর্ত্তমান কারা-জীবন

এলাহাবাদ, ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নাইনী জেলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে ৩টী ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার নিজের পাচক তাঁহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। তাঁহাকে পড়িবার জন্য 'পায়োনীয়ার' ও 'ভারত' সংবাদপত্র দেওয়া হইতেছে।

সারতেজবাহাদুরের য়ুরোপ যাত্রা

সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ১৬ই সেপ্টেম্বর সকালে এলাহাবাদে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তিনি এই মাসের শেষ ভাগে অথবা আগামী মাসের প্রথমে ইউরোপে যাত্রা করিবেন।

সারজন সাইমনের প্রত্যাবর্ত্তন

১৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটীশ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের সহিত সারজন সাইমন আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ধর্ম্মঘট

কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের (চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের) ছাত্রগণ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্ররা বাৎসরিক টেষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই এবং হাসপাতালের কার্য্যও বন্ধ করিয়াছে।

গোল টেবিল বৈঠকের সভাপতি

১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড গোল টেবিল বৈঠকে সভাপতি হইবেন।

লালাজীর বাড়ী খানাতল্লাস

পরলোকগত লালা লাজপৎ রায় ও পিপ্‌ল পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফেরোজচাঁদের বাড়ী কংগ্রেসের পেশোয়ার তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট সংক্রান্ত কোন কাগজ-পত্র সম্পর্কে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিশ কতকগুলি কাগজ লইয়া গিয়াছে।

কাঁথিতে ৫শত জনের পদত্যাগ

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার গত ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ চৌকিদার, দফাদার পদত্যাগ করিয়াছে;— কাঁথিথানার চৌকিদার ১১৭, দফাদার ৩, পঞ্চায়েৎ ৫ জন; ভগবানপুর থানার চৌকিদার ৯২, দফাদার ৮ ও পঞ্চায়েৎ ৯ জন; পটাশপুর থানার চৌকিদার ৪৮ জন; রামনগর থানায় চৌকিদার ৫৪ জন খেজুরী থানায় চৌকিদার ১৮ জন এবং এগরা থানায় চৌকিদার ১৫০ জন।

প্রেসিডেণ্ট হত্যার চেষ্টা

সংপ্রতি হাওড়া জেলার অন্তর্গত পোল্‌গুস্তিয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার অফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে জালালসি ষ্টেশনে ছোরার আঘাত করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

গাঁজা ও মদের দোকান বন্ধ

সিজা খামারগাছি কংগ্রেসকমেটির স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রচারকার্য্য ও পিকেটীং এর ফলে সেখানকার গাজা ও পচাই মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আফিং বিক্রয়ও যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে।

বড়বাজারে পিকেটিং

২ জন মহিলা গ্রেপ্তার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ কালে বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ২ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজার থানায় পাঠান হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলন

নগরায় পিকেটিং চলিতেছে। পুলিশ পিকেটারদিগকে ধরিয়া থানায় আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন।

ত্রিবেণী অঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ খুব বেশী বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাবৃত থাকিত। দুইদিন হইতে বৃষ্টি কিছু কমিয়াছে। তবে অনেক সময়েই আকাশে মেঘ দেখা যায়। কাঁচা রাস্তা সকল কাদায় পূর্ণ হওয়ায় লোকের যাতায়াত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও কলিকাতায় আজকাল পিকেটিং কমিয়া গিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুলিশ মারধর করিবার পর হইতে পুলিশের কড়া পাহারা আর তেমন নাই, তথাপি মাদক দ্রব্যের বিক্রয় এবং বিলাতী বিলাসের দ্রব্যের প্রচলন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয় দিগের মধ্যে সিগারেট পান বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না।

নদীয়া প্রকাশের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে গত জুন মাসে তিনি কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল পুলিশ কোর্টে একজন কনেষ্টবলকে সিগারেট টানিতে দেখেন এবং গত সপ্তাহে একজন মাড়ওয়ারিকে কেনেল আমহার্ষ্ট রোডে সিগারেট টানিতে দেখেন। গত এপ্রিল মাস হইতে অন্য কোন ভারতবাসীকে সিগারেট টানিতে দেখেন নাই। সিগারেট বয়কটের পর হইতে তিনি কোন বাঙ্গালীকে সিগারেট টানিতে দেখেন নাই। শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে একজন বাঙ্গালী পুলিশ ইন্সপেক্টার সিগারেট ধরাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে খোঁচাগ দেওয়ায় তিনি সমস্ত সিগারেট ফেলিয়া দেন।

নদীয়া প্রকাশের হুগলি জেলার সংবাদদাতা বলেন যে, যদিও পিকেটিং কমিয়া গিয়াছে, তথাপি দেশী মদ বিক্রয় একেবারে কমিয়া গিয়াছে। যেখানে দৈনিক একমণ চাউলের মদ বিক্রয় হইত সেখানে আজকাল মাসিক একমণ চাউলের মদ বিক্রয় হয়।

মুটে মজুর শ্রেণীর লোক অধিকাংশই মদ ছাড়িয়া দিয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা তাহাদের নেশার দোকানে কারাবরণ করিতেছে দেখিয়া তাহারা লজ্জায় মদ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহারা দেখিতেছে যে মদ ছাড়িয়া অবধি তাহাদের সাংসারিক উন্নতি হইতেছে এবং পারিবারিক শান্তি আসিতেছে। ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত লোকেরা লুকাইয়া কোটের পকেটের মধ্যে বোতল রাখিয়া মদ আনিয়া খাইতেছে।

মদের দোকানে পিকেটিং করার একটা ফল এই হইয়াছে যে প্রকাশ্য রাস্তায় আর মাতালের গান শুনা যায় না, রাস্তার ধারে নর্দ্দমায় আর মাতাল পড়িয়া থাকে না, যে সকল ভদ্রমহিলা মাতাল স্বামীর হাতে রোজ লাঞ্ছিত হইতেন, তাঁহাদের কপাল ফিরিয়াছে, এবং যে সমস্ত মাতালের ছেলেরা অন্ন বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইত তাহাদের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়াছে।

গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কতলোক মদ খাইয়া মাতলামি করার জন্য জরিমানা দিয়াছে এবং গত বৎসর এই কয়মাসে কতলোক ঐ কারণে জরিমানা দিয়াছে তাহা সরকার বাহাদুর প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অব্ সিভিল এঞ্জিনিয়ার্স নামক প্রতিষ্ঠানে সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল নামক ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হারবার্ট লিভিন্‌ষ্টিন বক্তৃতাকালে প্রকাশ করেন যে, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, বিস্ফোরক প্রভৃতির উপাদান শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু হইতে পাওয়া যাইবে এই উপাদানের নাম সেলুলয়েজ।

অনেক স্থানে রেল লাইনের নীচে দিয়া গাড়ী ও মানুষের চলাচলের সরকারী রাস্তা আছে। ঐ সমস্ত রাস্তার উপর কোন প্রকার আচ্ছাদন না থাকায় পোড়া কয়লা, গরম জল প্রভৃতি এঞ্জিন হইতে রাস্তায় পড়ে। তাহাতে মনুষ্যাদি আঘাত পাইতে পারে। এসম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া উচিত। লাইনের নীচে করোগেটেড্ শীট দেওয়া থাকিলে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

কলিকাতা হইতে হাওড়া, হুগলী এবং বর্দ্ধমান জেলার মেমারীপর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া একটি মোটরগাড়ী যাতায়াত করে। ঐ গাড়ীতে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় তাড়ি চালান আসে। এত পিকেটিং সত্ত্বেও ঐ তাড়ি চালান কখনও বন্ধ হয় নাই।

বিলাতে বনসম্পদ

বিলাতের বন বিভাগ গত বৎসর পাঁচ কোটি বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন। নূতন বন প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

কলিকাতার রপ্তানি ব্যবসায়ে ভাটা পড়িয়াছে। একমাসের মধ্যে এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা কমিয়াছে। গত জুলাই মাসে আট কোটি সাত লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়; আগষ্ট মাসে মোট সাত কোটি এক লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

গত বৎসরের অগাষ্ট মাসে যত টাকার দ্রব্য চালান গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরের অগাষ্ট মাসে ছয় কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কম মূল্যের মাল চালান গিয়াছে।

কলিকাতার আমদানি ব্যবসায় ও গত বৎসরের অগাষ্ট মাস অপেক্ষা তিন কোটি টাকা কমিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদলের নেতা মিঃ ফজলুল হক, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স, অর্থ সচিব সার জর্জ শুষ্টারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যেন তিনি কলিকাতায় আসিয়া পাট ব্যবসায়ের ভীষণ অবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থা করেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রস্তাব করেন যে পাট ব্যবসায়ে যে যে অনুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতিনিধি বর্গকে আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা উচিত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:*:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র　৪০৲
　ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)　২১।৵০
　ঐ (দশম স্কন্ধ　১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
　(৪র্থ সংস্করণ)　৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব　।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য　৵০
৫। ভজনরহস্য　॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
　শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)　১৲
　ঐ (আবাঁধা)　৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
　(বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
　(বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য　॥০
১০। মুক্তিমঞ্জিকা ভগবদ্গৌরজ্ঞঃ সানুবাদ
　(মাধ্ব)　২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
　(রামানুজীয়)　॥০
১২। জৈবধর্ম্ম　২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
　(চতুর্থ সংস্করণ)　৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার　২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)　৸৵০
　ঐ (বাঁধা)　৸০
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন　৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)　।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)　॥০
　ঐ (আবাঁধা)　।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা　৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
　(নবদ্বীপ পরিক্রমা)　৵০
২১। গীতমালা　৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য　৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড　৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
　(৪৪৪ গৌরাব্দ)　৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ　।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ　।০
২৭। শরণাগতি　৴০
২৮। গীতাবলী　৴০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে অসংস্কৃতের সম্পাদকতা বড়ই বিস্ময়াবহ সংবাদ বটে

(২)

"সোয়েল ক্রেচার"

(ক) মাৎসর্য্য সত্যানুসন্ধিৎসার একান্ত পরিপন্থী

(খ) মহতের অনুগত-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী শিষ্যকেও মহদ্গুণালঙ্কৃত হইতে হইবে, নতুবা মহতের বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে

(গ) শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত নিরন্তকুহক বাস্তবসত্য-প্রচার-কেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত শিশুস-স্বভাবের পরিচয় ; মহদাশ্রিতগণ কখনও তাদৃশ হীনতার পক্ষপাতী নহেন

(৩)

সাময়িক সন্দেশ :—

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য বা ভক্ত্যনুকূল ও প্রতিকূল বিচার-পরায়ণ হইয়া গুরূপদিষ্ট ভজন-ক্রম অবলম্বনই শ্রেয়ঃপন্থা

(৪)

গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিপাদগণ

(৫)

শিরিডিতে শ্রীপাদ বেদি মহারাজ

(৬)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভাগবত-মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪০৲ টাকা ভিক্ষা স্থলে ২০৲ টাকা ভিক্ষায় নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রাহকগণ এখন হইতে আর ঐ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবেন না। প্রাচীন গ্রাহকগণ ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ কিছুকালের মধ্যেই পাইবেন।

১০ম স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সূচী যন্ত্রস্থ। সমগ্র দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲ টাকা মাত্র।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:*:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ　১॥০
৩০। সাধনকণা　৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা　৴০
৩২। নবদ্বীপশতক　৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক　৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ　৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)　৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণা　৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)　॥০
　ঐ (আবাঁধা)　।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
　(প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা　॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)　১৲
　ঐ (আবাঁধা)　৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ　।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ　৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
　(বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)　৬৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী　।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?　৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)　।০
৪৮। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা　৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ　৵০
৫০। সাংখ্যবাণী　৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ　॥০
৫২ সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্　।০
৫৩ তত্ত্ব-সূত্রম্　।০
৫৪ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্　৶০
৫৫ গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ　৴০
৫৬ মায়াবাদশতদূষণম্　৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন　।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু　।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্　।০
৬০। রোজাট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুর্স　৴০
৬১। দি ভাগবত　।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অসংস্কৃত সম্পাদক !

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের" নূতন সহকারি-সম্পাদকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত-আচার-বিরোধী ঝুহি-বাউল-সম্প্রদায়ের শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু। তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস-বিভাগে পাশ করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের সম্পাদন-কার্য্যে কি প্রকার যোগ্যতা রাখা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে এই কলিকালেও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-নিয়োগের জন্য সংস্কৃত ও অসাম্প্রদায়িক লোকের এতদূর অভাব হইয়াছে কি ?

"নোমেন ক্লেচার"

সহর নবদ্বীপ বা প্রাচীন কুলিয়ার কতিপয় অধিবাসী কেহ কেহ ষড়্‌রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মাৎসর্য্য-প্রভাবে সত্যের মর্য্যাদা হানি করেন, অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া প্রচার করিবার বাসনা রাখেন, মধ্যে মধ্যে বহিরঙ্গ-বিদ্বেষ তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। শ্রীহট্ট হইতে আমদানী ব্রজমণ্ডলের ফেরৎ জনগণ নানাপ্রকারে ভক্তিবিদ্বেষ করিতে দক্ষতা প্রদর্শন করায় মৎসরধর্ম্মাবলম্বী কাতপয় প্রাচীন-কুলিয়াবাসী বৈষ্ণববিদ্বেষী ছদ্ম-বৈষ্ণবব্রুবের অনুগমন করেন।

প্রসিদ্ধকীর্ত্তি অধামগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি এতদ্দেশবাসীর উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যের আদর বুঝেন, মৎসরতা-ধর্ম্মের আদৌ আদর করেন না। মৎসরতা বা পরহিংসা তাঁহাদের নিকট সমর্থিত হয় না। কিন্তু কতিপয় শিষ্যব্রুবের চিত্তবৃত্তি ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মহতের অনুগামী বলিতে শঙ্কিত হই।

বিবাদবিসংবাদ প্রভৃতি অপস্বার্থপরতা সত্যের অন্তরায় ও জগজ্জঞ্জালকারক। মৎসরতা-ধর্ম্মের প্রবল প্রচারকগণ যখন তাঁহাদের কুবৃত্তি-চালিত হইয়া কুযোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তখন ক্ষীণমতি গুরু-পদাশ্রিত জনগণও নৈসর্গিক পাপপ্রবৃত্তি-বশে অন্যকে—বৈষ্ণববিদ্বেষীকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহাদের দুষ্প্রবৃত্তির পোষণ করেন। নদীয়ার গুরুতত্ত্ব প্রকাশ-কারী নদীয়া-প্রকাশের বিরোধি-সম্প্রদায় প্রাচীন কোলদ্বীপে দুর্গ স্থাপন করিয়া মৎসরতাকে 'ভাগবতধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার-মানসে যে নদীয়া-প্রকাশের অন্তরায় উপস্থিত করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের মানসিক বা ব্যবহারিক উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা নিজ নিজ অমঙ্গলই বরণ করেন। প্রাচীন কুলিয়াবাসী আপনাদিগের পূর্ব্বপরিচয় বিস্মৃত হইয়া বিষয়-প্রমত্ত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি পরসুখ-অসহিষ্ণুতাদর্শে দীক্ষিত হইতেছেন দেখিয়া নদীয়া-প্রকাশ সর্ব্বদাই দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ বর্ত্তমান সময়ে নদীয়া জেলার ডাকঘরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া সাংসারিক জীবন আরম্ভ করেন। পরে ডাকবিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়া উপ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক-পদ লাভ ঘটে। পরলোকগত গোস্বামি-মহাশয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার উত্তম দেখান এবং শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রকটস্মৃতি-স্থাপনের কৌতূহল প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তজ্জন্য সকলেই তাঁহার সাধুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, গুহ মহাশয় শ্রীচৈতন্যের পরিপন্থী সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার বাসনায় তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধী। কিন্তু গুহ মহাশয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অধস্তন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এই কথার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন,—গুহ মহাশয়ের হৃদয় নিজ গুরুপাদপদ্ম-মহিমা বিস্তার করিবার জন্য এত বড় যে, শ্রীচৈতন্য-জন্মভিটার উন্নতিসাধক সম্প্রদায়ের সহিত নির্ম্মৎসর ভাব না দেখাইলেও তিনি বড়ই সাধু।

বিগত কুম্ভমেলায় তিনি কুম্ভসংহিতার অনুসন্ধানে তাঁহার কল্পিত জ্যোতিষে আস্থাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে গুরুজন্মভিটা স্থাপনোদ্দেশে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যজন্মভিটা স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াসশীল মৎসরসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি থাকায় শ্রীচৈতন্যাশ্রিত পরিচয়াকাঙ্ক্ষ সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্য-দাসগণের অকৃত্রিম চেষ্টার বিরুদ্ধে আয়োজন করিতে নিবৃত্ত না করিয়া তিনি উৎসাহ প্রদান করেন।

গৌড়ীয়ব্রহ্ম-সমাজের অবাচারের পোষক-কারি-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বহু দিনের বৈষম্য থাকিলেও তিনি প্রকাশ্য ভাবে মৎসর সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেন না। শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম করায় তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্যের পক্ষপাতী হইলেও যাহাতে কাসগড়ীয় পট্টোটী ভাষা প্রবলতা লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে তিনি বিরুদ্ধ দলের সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। ডাকঘরের অন্তর্গত প্রাচীন গ্রামতালিকায় দোষ প্রবেশ করিয়া থাকিলে যখন সেই প্রকৃত গ্রামের নামের অপভ্রংশ শব্দ পট্টোটী ভাষার শব্দসমূহের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, তখন তাহার পোষণ করা বিষয়ে তিনি সকল কথা সানন্দিত চিত্তে অনুমোদন করেন ও সেই সকল কথার উৎসাহ-প্রদান-জন্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সহিত ন্যূনাধিক যোগদান করেন।

যদিও মোহিনী বাবু স্বীয় ঊর্দ্ধতন মনিব মহাশয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ প্রিয়, তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য নানাবিধ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন এবং তাঁহাকে ঘন ঘন সহর নবদ্বীপের ডাকঘরের পরিদর্শন-উপলক্ষে সর্ব্বদাই তথায় লইয়া যাইবার পক্ষপাতী ও প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ-পোষণ-কল্পে সকল প্রকার নজীর ও চেষ্টা গ্রহণ করায় পক্ষপাত-দুষ্টতা প্রভৃতি ধারণা করান, তাহাতে সত্যের অমর্য্যাদা করা হয়—এরূপ কথা গুহ মহাশয়কে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন না। যেহেতু হিন্দু-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক, তজ্জন্য সত্য ধ্বংস হউক, সেরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া অহিন্দু-সমাজের সহিত যোগাযোগ করাইবার প্রস্তাবেও অসম্মত হন না। কিন্তু গুহ মহাশয় কিছুদিন শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম করায় সংযত হইবার আদর্শ একেবারে বিস্মৃত হইয়া মৎসর সমাজের সহিত যোগদান করিতে গিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন—গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী না হন,—ইহাই আমাদের আলোচ্যবিষয়।

ছলভিসন্ধিমূলে যে সকল অসংযতব্যক্তি সত্যের অমর্য্যাদা করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং দোষচতুষ্টয়ের অন্যতম বিপ্রলিপ্সাকে গুরুপদে বসাইয়া যেরূপ মৎসর নীতির শ্রীবৃদ্ধি করার যত্ন করেন, সেই সকল কথার অনুমোদন করা গুহ মহাশয় ও মোহিনী বাবুর পদোচিত মর্য্যাদা-বহির্ভূত। গুহ মহাশয় ও তাঁহার অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারী মহাশয় কেন কতিপয় প্রাচীন কুলিয়াবাসীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অবিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার রুচি পোষণ করেন, তাহা আমাদের উদ্‌ঘাটন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত নিরপেক্ষজন-গণ সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিরন্তরসূচক-বাস্তবসত্যবাণী প্রচারের জন্য যে কেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক জগদ্বাসীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, উহার নানা প্রকারে বাধা দিবার সঙ্কল্প কি মৎসর-সম্প্রদায়ের অনুরাগি জনগণেরই কর্ত্তব্য নহে ? নিত্যচৈতন্যজন্মস্থান-সমস্যা সকলেই অপস্বার্থপরতার গুরুভক্তির বিরোধ পোষণ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের অনুগত জনগণ কখনই অসংযত হইয়া দুরভিসন্ধির প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, গুহ মহাশয়ের মুখ্য ও গৌণভাবের চেষ্টাসমূহ শ্রীচৈতন্যজন্মস্থানের বিরোধ-পোষণক বা পরবাদ-পোষণে নিযুক্ত না হয়।

ঈর্ষা—মৎসরতা—আর পাঁচটী মানব-বিরোধী রিপু-তাড়নার সরস্বৎ বা পালা মাত্র। ধার্ম্মিক জীবনে সত্যের বিরোধী হওয়া অপস্বার্থপরতার পরিচয় মাত্র। পাশ্চাত্যকবি বলিয়াছেন,—তোমার কোন বন্ধুর নাম কর যাহার পরিচয় আমি জানি, তাহা হইলেই তোমার স্বরূপ আমি বুঝিতে পারিব। যদি গুহ মহাশয় ও মোহিনী বাবু হরিজনবিদ্বেষী, সত্য-সংহারকারী প্রাচীন কুলিয়ার কতিপয় সম্প্রদায়-বিশেষের সাহায্য করিবার জন্য নিরপেক্ষতা হইতে ইতর পথে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ বলিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন। শিকারপুরের গুরুজন্মভিটা জাগরিত হউক—এপ্রবৃত্তি দোষাবহ নহে, কিন্তু আত্মহারা হইয়া গৌরজন্মভিটাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রবৃত্তির সহায়তা কুসাম্প্রদায়িকতা মাত্র ও পক্ষপাত-দোষদুষ্ট। সদ্‌গুরু কখনও এরূপ অমঙ্গল বরণ করিবার সদুপদেশ শিষ্যকে শিক্ষা দিতে পারেন না। যে শিষ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া লৌকিক স্বার্থবশে সত্যের আবরণে মৎসরতার অনুমোদন ও সংবর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই শিষ্যের কপটতা সুধীসমাজ সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্বেষকারী সম্প্রদায় তাঁহার প্রকট কাল হইতে অদ্যাবধি পূর্ণ মাত্রায় স্ব স্ব ক্ষীণা চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রতিপদেই তাঁহারা নিজ অপস্বার্থপরতা-দোষে পরিলক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত আত্মার শুদ্ধবৃত্তি-পরিচালনা-কল্পে যতই বাধা প্রদর্শিত হউক না কেন, সেই গুলি কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় আজ ৪০০ বর্ষের উপর হইল প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে বিলীন হইয়াছে। আর সেইরূপ ক্ষীণা চেষ্টা করিয়া ফল কি ?

সাময়িক সন্দেশ

(ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ)

কোন ধনাসক্ত ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য যাহার যতটুকু দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার অধিক যে কোন উপায়েই হউক না কেন তাহা গৃহীত হইলে ঐ গ্রহণ-কার্য্য 'চৌর্য্য' নামে অভিহিত হইবে। পারমার্থিকগণ বলেন—জীবনধারণের মূল প্রয়োজন হ'চ্ছে ভগবদ্ ভজনের জন্য; সুতরাং যে ব্যক্তি ভগবদ্ভজন-বিমুখ, তিনি যদি জীবন-ধারণ-উপযোগী দ্রব্যমাত্রও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কার্য্য চুরি বা চুরি অপেক্ষাও অধিকতর অন্যায় কার্য্যরূপে নিরূপিত হইবে।

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-
কারণাৎ॥"
——গীতা ৩।১৩

অনেকেই বলেন—প্রথমতঃ দেশ স্বাধীন করা, তৎপর হরিভজন; অবস্থানের স্থান না থাকিলে কোথায় দণ্ডায়মান হইয়া হরিভজন করিব? পারমার্থিকগণ তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি সমর্থন করেন না। "প্রত্যেকেই যে কোন স্থানে স্থিত হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারেন যদি তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে।" নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয় মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিকে নাস্তিকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া এই উপদেশটী শিক্ষা প্রদানের জন্যই বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে প্রহৃত হইয়াও নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ লীলাভিনয় করিয়াছেন আর বলিয়াছেন—

খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

অনেকের ধারণা—বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলাশ্রয়ই ভগবদ্ভজন; প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবদ্ভজন করা যাইতে পারে। পারমার্থিকগণ ভোগ বা ফল্গুত্যাগ কোনটীরই প্রশ্রয় দেন না, তাঁহারা বলেন—ভগবদ্ভজন সর্ব্বপ্রথম বা একমাত্র কৃত্য; অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ইহাঁর অনুকূলে করিতে হইবে।

ভগবদ্ভজনের নিমিত্ত জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয়তা। যাহাতে আমরা সুষ্ঠুরূপে শ্রীহরির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি, তন্নিমিত্ত পরম দয়াময় শ্রীহরি আমাদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মহাপ্রসাদ সেবনের ফলে অবিদ্যা বিদূরিত হয়। কর্ম্মিগণের ন্যায় পারমার্থিকগণ মহাপ্রসাদকে ভোগ্য বুদ্ধি না করিয়া সেবাবুদ্ধি করিয়া থাকেন। যাঁহারা মহাপ্রসাদকে প্রাকৃত বা ভোগ্যবুদ্ধি করেন, সাত্বত-শাস্ত্র তাঁহাদিগকে 'রৌরব' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত বস্তুর প্রতি আসক্তির বৃদ্ধির সহিত অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবানে আসক্তির হ্রাস হইতে থাকে। তাই মহাজনগণ প্রাকৃত আসক্তির আদর না করিয়া 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া' উপদেশ-বাণী শিরে ধারণ করিয়া থাকেন।

অসৎকর্ম্মী অপেক্ষা সৎকর্ম্মীর শ্রেষ্ঠতা, সৎকর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা ভক্তের শ্রেষ্ঠতা সাত্বত শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তমাধিকার ভেদে তারতম্য আছে।

আধুনিক সভ্য জগতে অধিকাংশ কার্য্যের সম্পাদনই গণসমষ্টির মতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিবেক-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। কারণ কলিযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্মের অবসান হইয়াছে। তাই কোন কোন সময় দেখা যায়, শতকরা ৯৫ জন লোকের মতানুসারেও যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরিণামে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

যাহা নিত্যকাল স্থায়ী থাকে, তাহাই সৎ; যাহা থাকে না তাহাই অসৎ। যাঁহার সৎ ও অসৎ বস্তুর জ্ঞান আছে, তিনি বিবেকী; যাঁহার তাহা নাই, তিনি অবিবেকী।

শ্রীভগবানের সত্তা নিত্য, সুতরাং ভক্ত-সঙ্গবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তজনগণই প্রকৃত পক্ষে বিবেকী এবং ভগবদ্বিমুখ জনগণ অবিবেকী। অনেকের ধারণা—নাস্তিক হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, নৈতিক চরিত্রবান্ হইলে তাহাকেই বিবেকী-সংজ্ঞা প্রদান করা যাইবে; কিন্তু স্থিরচিত্ত সাধুগণ তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি সমর্থন করেন না।

নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ভগবদ্ভজন হইলে সাধুগণ উহার আদর করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি জড় ভোগেন্দ্রিয় বৃত্তির জন্য উহার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার নীতি দুর্নীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত-নীতিপরায়ণ জনগণই বিবেকী।

নিষ্কপট সরল-চিত্ত জনগণ সকলেরই আদরের পাত্র; পক্ষান্তরে কপটী লোককে সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর কপট ব্যক্তি আছে, যাহারা বাহিরে সাধুতার দর্পণ দেখাইয়া কোন সরলাভিমানী অজ্ঞ লোককে এরূপ ভাবে ভুলায় যে, সে ঐ কপটীদের পয়োমুখ বিষকুম্ভের বিষ পান করিয়াও আমৃত্যু উহার প্রশংসা করিয়া থাকে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে প্রতারিত জনের চৈতন্যোদয় হইলেও কোন ফল হয় না।

বদ্ধজীবমাত্রই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সত্য সত্য উহার জন্য অনুতপ্ত হন ও নিজের দোষ স্বীকার করেন।

মুক্ত পুরুষকে উপরি উক্ত দোষসমূহ স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী অভ্রান্ত। বদ্ধ, অজ্ঞ জনগণ মুক্ত-পুরুষকে নিজের ছাঁচে দেখিতে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক স্বীয় দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

কামনাযোগগ্রস্ত ব্যক্তি সকলজিনিষকে কলুষেক্ষণের দেখিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকলবস্তু কলুষেক্ষণের নহে; তদ্রূপ বদ্ধজীব স্বীয় অকজ-জ্ঞান-বলে মত্ত হইয়া মুক্তপুরুষের বাণীকে ভ্রান্ত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও উহাঁর অভ্রান্তত্ব মলিনতা স্পর্শ করিবে না। পক্ষান্তরে ভ্রান্ত ব্যক্তির ঐ প্রকার চীৎকারে মহাপুরুষের অভ্রান্ত বাণীর ঔজ্জ্বল্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডি-পাদগণ

নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ এবং শ্রীপাদ রামানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব, বি, এ, মহোদয় মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিয়া এবং কভুরে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপীঠ-মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজমেলে বেলা ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কভুরের শ্রীপাদপীঠ মন্দিরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ চন্দ্রশ্রীবজী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরিধনজী নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ রূপশিক্ষাস্থলী এলাহাবাদে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া উপদেশ-বাণী প্রচার-পূর্ব্বক গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহর খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলা সমূহে শ্রীচৈতন্য-গাথা-কীর্ত্তনান্তে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সদল শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

গিরিডিতে নেমি মহারাজ

গিরিডি, ১৫।৯।৩০

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ৫ জন ব্রহ্মচারী ভক্তসহ বহিরা হইতে গত ১২ই সেপ্টেম্বর গিরিডিতে প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন। স্থানীয় অগ্রমহাজন শ্রীভজনলাল-মুসদ্দী মলের ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র মদন লাল তাঁহার বিশাল পুষ্পারাম গৌধে শ্রীল স্বামিজী মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে আতিথ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহার সৌজন্যে ও শ্রদ্ধায় সন্তুষ্ট ও প্রার্থিত হইয়া স্বামিজী মহারাজ তাঁহার কানন-গৌধে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ ভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলাই বাবুর সাধুচরণে শ্রদ্ধা ও সনাতনধর্ম্ম-প্রচার-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১৪ তারিখে স্বামিজী শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এবং ই, আই, আর কোলিয়ারি অফিসারগণের কোয়ার্টারে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গ মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের উদ্ধার সাধন করুন, ইহাই তাঁহাদের চরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা। ইতি

দণ্ডবৎ প্রণত
বিনীত শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে ঊর্জ্জাব্রতকালে নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীভক্ত-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ঊর্জ্জাব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫৫।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সদাচারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-গীতা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ.।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইষ্ট, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্ণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ শাখর, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেজিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

• উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রী[illegible]শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

স্বাধীনপথ।

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু: ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ সৈকামী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.......................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুকে ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বকামাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রেঃ ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী
২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।
কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণ কান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা আশ্বিন ১৩৩৭ শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

খুন

নবদ্বীপে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে শাস্তি

মাকড় ও ধোকড় নয়

কৃষ্ণনগর আবগারী দোকানে পুলিশ

দেশী ও বিলাতী

আটক আসামীর রক্তামাশয়

উকীল সমিতির সহানুভূতি

ভয়ানক অবস্থা

কৃষ্ণনগর টেকনিক্যাল স্কুলে বিশ্বকর্ম্মাপূজা

বস্ত্রের বাজার

টেগার্ট হত্যার চেষ্টায় আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নানা কথা

নবদ্বীপে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে শাস্তি

নবদ্বীপের ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য পাঙ্গরডাঙ্গার কালীঘোষ ও পূর্ণঘোষ এবং শ্রীনাথপুরের বিপা ঘোষ এই তিনজনের প্রত্যেকের ২০৲ করিয়া জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ায় তাহারা তিনজনেই জেলে গিয়াছে।

নবদ্বীপের সত্যরঞ্জন গাঙ্গুলীর ভেজাল তৈল বিক্রয় করিবার জন্য ২০৲ জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ভেজাল গাওয়াঘৃত এবং মহিষা ঘৃত বিক্রয় করিবার অপরাধে পঞ্চানন ঘোষের ২৫৲ জরিমানা অনাদায়ে ১মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আসামী জামিনে আছে।

বেথুয়াডহরী নিবাসী পঞ্চানন সিংহ-রায় পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত হইয়া ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর আবগারী দোকানে পুলিশ

কৃষ্ণনগর আবকারী দোকানের সম্মুখে পিকেটীং বন্ধ করার জন্য পুলিশ প্রায় রোজই বৈকালে উক্ত দোকানের সম্মুখে আসে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বরও বৈকালে কয়েকজন পুলিশ আসিয়া ৪জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। আরও কয়েকজন পুলিস দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, দুগ্ধ বিক্রেতা গোয়ালাগণ কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালিটীতে ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয় বন্ধ হওয়ার দরুণ দুগ্ধ বিক্রয় করিতে বিরত ছিল, কিন্তু তাহাদের এই ধর্ম্মঘট অনেক দিন স্থায়ী হয় নাই; কেহ কেহ গত মঙ্গলবার হইতেই দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশিষ্ট সকলেই বুধবার হইতে যথারীতি দুগ্ধ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। আমরা আশা করি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর উপযুক্ত হেলথ অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এখানে ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবে।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর গোয়াড়ী সংগোপপাড়া-স্থিত কেদার নাথ মোদকের দোকানে মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে অনুমান অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় উপস্থিত হন, উদ্দেশ্য দোকানের ভেজাল তৈল ঘৃত অন্বেষণ করা; অনেকক্ষণ অন্বেষণের পর ১০টী পাত্র হইতে তৈল এবং ঘৃতের নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। ফলাফল পরীক্ষায় জানা যাইবে।

ট্যাকনিক্যাল স্কুলে বিশ্বকর্ম্মাপূজা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বি, ডি, পাল-চৌধুরী টাক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে খুব জাকজমকের সহিত বিশ্ব-কর্ম্মার পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের বহু গণ্য মান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক ট্যাক্‌নিক্যাল স্কুলের সমারোহপূর্ণ উৎসব দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

টেগার্টহত্যাচেষ্টার পরিণাম আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৫শে আগষ্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা নিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার দণ্ড-বিধির ৩০১ (নরহত্যা) ও ৩০৪ (বিদ্বেষ-পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বোমা রিভলভার নিকটে রাখা) বিস্ফোরক আইনের ৪০৩ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে আলিপুরের স্পেশাল ট্রিবিউনাল কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ট্রিবিউনাল উক্ত মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। নরহত্যার অভি-যোগে দীনেশচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হ'ন নাই কিন্তু অন্যান্য অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকাশ দীনেশচন্দ্র শান্তচিত্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। দণ্ডাদেশের পর তাঁহার মাতা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া-ছিলেন।

দীনেশচন্দ্রের বয়স মাত্র ২২ বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বাটী ছিল ২৪ পরগণা জেলায় অন্তর্গত বসিরহাট গ্রামে।

ভাষাভিজ্ঞের মৃত্যু

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ডগলাস একজন ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা পড়াইতেন। সম্প্রতি তিনি ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন।

তিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ ও করিয়াছিলেন।

আটক আসামীর রক্তামাশয় উকীল সমিতির সহানুভূতি

আটক আসামী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুণ্ডারীর কঠিন রক্তামাশয়ে আক্রান্তির সংবাদ পাইয়া প্রায়োপবেশনের বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র সরকার মহাশয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রকাশ ঐ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের উকীল সমিতি একযোগে চেষ্টা করিবেন।

খুন

ময়মনসিংহের জজ মিঃ জেণ্ডারসন জুরির সাহায্যে কেদার সেখ নামক এক ব্যক্তিকে খুনের মোকর্দ্দমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড বাহালের জন্য রেফার করেন। আসামী পক্ষ হইতে আপীল হয়।

ঘটনা এই যে নিহত ব্যক্তি সুরেশ তাহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র বাস করিত। গত ১৮ই জুন ১৯২৯ সালে সে রাত্রিকালে আহারাদি করিয়া নিজ ঘরে শয়ন করে। একঘণ্টা পরে তাহার ভ্রাতা সুধীর ঐ কুঠারি হইতে শব্দ পায়। সে আসিয়া কেদারকে সুরেশের ঘর হইতে দা হাতে করিয়া পলায়ন করিতে দেখে। সুধীর তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেদার তাহাকে দা দেখাইয়া ভয় বিহ্বল করিয়া পলায়ন করে। সুরেশের গলা কাটা দেখা যায়। হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

ভয়ানক অবস্থা

বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা দেখিয়া আসামের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক বাহাদুর মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছেন যে আমরা মহা অশান্তিপূর্ণ এবং বিপদাকীর্ণ সময়ে বাস করিতেছি। আইনরক্ষক এবং আইন অমান্যকারীদল মৃত্যু সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে। কে বলিতে পারে যে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইবে না।

যখনই রাজনীতিক গোলযোগ আরম্ভ হয় তখনই চালবাজ লোকেরা ছাত্রদিগকে ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় চালনা করে।

কাপড়ের বাজার

কলিকাতার কাপড়ের বাজার অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে। এখন পিকেটিং চলেনা বটে তবে মফঃস্বলের বিক্রয় স্থানে চালান যায় না।

কাপড়ের দামও এখন খুব কম— বিশেষতঃ ধুতির। খরিদ্দারের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; তবে মফঃস্বলের দোকানদারদিগের মাল ফুরাইলে বাজারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ক্রেতাদের হাতে টাকা নাই। সেই জন্য তাহারা কাপড় কিনিতে না পারায় কোন কোন বাজারে বিক্রয় একরূপ বন্ধ আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানায় কিছু কিছু কার্য্য চলিতেছে। তবে কাপড়ের চাহিদা তেমন নাই।

মাদ্রাজ ও করাচীতে বিক্রয় মন্দ হয় না। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে বিলাতী কাপড় আমদানি কমিয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৬৪২২৭ বস্তা আমদানি হয় বর্ত্তমান বৎসর ঐ সময়ে ১২১৮৮৭ বস্তা আমদানি হয়। জাপান হইতে আমদানি বাড়িয়াছে।

দেশী ও বিলাতী

মাদ্রাজ করপোরেশনের অধিবেশনে সত্যমূর্ত্তি একটী প্রস্তাব পেশ করেন যে, যেখানে বিলাতী জিনিষ না কিনিলে কাজ চলিবে না, সেই অবস্থা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে যেন স্বদেশী দ্রব্যই ক্রয় করা হয়। সভাপতি রামস্বামী মুদালিয়ার এ প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেন। তাঁহার মতে এই প্রস্তাবটী মিউনিসিপাল আইনের বিরোধী।

মাকড় ও লোকড় নয়

ইরাকে পূর্ব্বে দেশীয় লোকদিগের জন্য একপ্রকার আইন এবং বিদেশীয় লোকদিগের জন্য অন্য প্রকার আইন ছিল। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও ইরাক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধি পত্র খসড়া করা হইয়াছে, তদনুসারে এই প্রথা উঠিয়া গেল। ইরাকে বিচার পদ্ধতি এত উন্নত যে সেখানে বিদেশীয় দিগের জীবন ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

জাতিসঙ্ঘও এই খসড়া আইনটী পছন্দ করিয়াছেন। এই খসড়া অনুসারে আগামী দশ বৎসর যাবৎ নয় জন আইনজ্ঞ ইংরাজ এখানে থাকিবেন।

জিলা কংগ্রেস অধিনায়ক ধৃত

নোয়াখালী জিলা কংগ্রেসকমিটীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৩১ এবং ১২০('খ' ধারা অনুসারে ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ তাঁহার নিকট 'কংগ্রেস সন্দেশ' নামক প্রচার-পত্র ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা আশ্বিন শনিবার—১৩৩৭

(১)

(ক) ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশুভপ্রদায়িনী

(খ) শুভোদয়ের জন্য কর্ম্ম-জ্ঞানাদি পন্থাবলম্বনের কোন আবশ্যক নাই, যেহেতু ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষা

(গ) প্রাণহীন দেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় ভক্তিহীনের শুভজাত আপাতদর্শনে নয়নমনোমুগ্ধকর হইলেও প্রকৃতপক্ষে দুঃখশোকপ্রদই হইয়া থাকে

(২)

(ক) ভক্তিই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম, সুতরাং তাহাই একমাত্র 'শ্রেয়ঃপথ'

(খ) আত্মা নিত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য হওয়ায় সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দেশ, কাল বা পাত্রভেদে কখনও কোন-প্রকার অনৈক্য সম্ভব হইতে পারে না

(গ) নাম-সংকীর্ত্তনই কলিজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন

(৩)

(ক) সুকৃতি তিন প্রকার—ভোগোন্মুখী, মোক্ষোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী

(খ) ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলেই জীবের ভোগ বা ত্যাগ-মূলক অনর্থ ক্রমোন্মুখ হইয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গক্রমে ভজনোন্নতি লাভ হয়

(৪)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবতমহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪০৲ টাকা ভিক্ষা স্থলে ২০৲ টাকা ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রাহকগণ এখন হইতে আর ঐ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবেন না। প্রাচীন গ্রাহকগণ ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ কিছুকালের মধ্যেই পাইবেন।

১০ম স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। স্কুচী যন্ত্রস্থ। সমগ্র দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲ টাকা মাত্র।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ?
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্বের ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীযুগলশতম্ ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাঙ্গবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রীফ ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড অ্যানেলয়েড্ ডিভোশন

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

ভক্তিই সর্ব্বশুভদায়িনী

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে সর্ব্বশুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি
মনীষিভিঃ॥

ভক্তি যে পুরুষে উদিতা হন, তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্বজগতের অনুরাগ ভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখ লাভ ও অনেক অন্য প্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভক্ত সর্ব্বজগতের কিরূপে প্রীতিবিধান করেন ও অনুরাগ-ভাজন হন, তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি
জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥"

—যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা অর্থাৎ তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন, তিনি সমুদায় জগৎকেই পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, অধিক কি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

ভক্তির সদ্গুণাদিপ্রদত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ॥
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান, এমত অভক্তজনের মহদ্গুণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

স্কন্দপুরাণও বলেন—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো
গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধিবহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভি-
কামিনম্॥"

—হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণসকল হইবে, ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরপীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি-গুণসকলও হরিসেবাকামনাযুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও ভক্তের সদ্গুণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, যথা:—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

এই সমস্ত সদ্গুণই ভক্তির সহচর। জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সাঙ্গেই জীব এই সকল সদ্গুণের অধিকারী হন, যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে কৃত্রিম পন্থাবলম্বনে যে সদ্গুণার্জ্জনের চেষ্টা দেখা যায়, তাহা একে ত' নানা বিঘ্নসঙ্কুল বটেই, পরন্তু বহুকালব্যাপী তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া কোন গুণাভ্যাস করিলেও ভক্তিহীনতা-হেতু তাদৃশ গুণের কোন আদরই থাকে না। মৃতদেহে অলঙ্কার-পরিধানের ন্যায় ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ-সকল দুঃখ-শোকপ্রদই হইয়া থাকে। 'অগ্রে সদ্গুণ সঞ্চয় করিয়া পরে ভক্ত হইব'—এইরূপ বুদ্ধিকে পণ্ডিতগণ মূর্খতা বলিয়া থাকেন। স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সন্তরণ শিক্ষা করিয়া পরে জলে অবতরণ করিব—ইহাও যে প্রকার বুদ্ধির পরিচয়, উহাও সেইরূপ। ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষা, তিনি কখনও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে অপেক্ষা করেন না। বরং কর্ম্ম জ্ঞান-যোগই ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক।

ভক্তিশাস্ত্র-মতে জীবের কোন প্রকার ভক্তিবাসনারূপ সুকৃতি-বলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধুপদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ—অর্থাৎ সদ্গুণ-বিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে সকল অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ-বলে দূরীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্গুণসকল সহজেই উদিত হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্গুণ-প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্গুণ-প্রকাশ একদিকে এবং শুদ্ধভজন বা শুদ্ধ নাম অন্যদিকে যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য, যথা—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

সাধুমুখে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণাদিতে যতদিন জীবের রুচি উদিতা না হয়, ততদিন তাহার অন্যান্য বিষয়ে প্রয়াস দেখা যায়। ততদিনই সে মনে করে, ভগবৎকথা শ্রবণাদি ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্যান্য উপায় আছে। কিন্তু যখন ভাগ্যক্রমে তাহার ভগবৎকথায় শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন সকল চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবন্নামকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করে। নামাশ্রিত হইয়া গুরূপদিষ্টমত নামগ্রহণ করিতে করিতে অচিরেই তাহার সকল অসুবিধা দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলার উদয় হয়। ভক্তিকে হীনবলা জানিয়া যাঁহারা অন্যাপেক্ষা করেন, তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট করেন ও শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হন মাত্র। ভক্তিদেবীর কৃপা হইলে সদ্গুণসকল আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণতা-ব্যতীত অন্য সদ্গুণ হইলেও সেই সকল গুণের কোন মূল্য নাই। সুতরাং শুভোদয়ের অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টা ছাড়িয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্ত্যনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শুভ উদিত হইবে। সাধক সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত হইবেন, সদ্গুণার্জ্জনের জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না।

শ্রেয়ঃপথ

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য,
চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন,
ইহারে করিবে ভিন্ন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥

ঠাকুর মহাশয়ের উপরিউক্ত উক্তি হইতে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, সাধুর বাক্য, শাস্ত্রের শাসন-বাণী এবং শ্রীগুরুদেবের উপদেশে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং কোনও ব্যক্তির বাক্যার্থের সহিত শাস্ত্রের বাক্যার্থের অমিল হইলে [illegible] সাধু বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, সুতরাং তিনি গুরুর পদবী-লাভে অযোগ্য।

অনেকের ধারণা—'দেশকাল-পাত্র-ভেদে মানবের ধর্ম্মও পৃথক্, সুতরাং শ্রীগুরুদেব দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ করিবেন বা করিয়া থাকেন। একযুগের ধর্ম্মোপদেশের সহিত অন্য যুগের ধর্ম্মোপদেশের কোনও সাম্য থাকিবে না।'

জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম দেশকালপাত্র-ভেদে পৃথক্ হইলেও নিত্যধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণ জীবাত্মা সর্ব্বাবস্থায়ই নিত্য, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। তাই আত্ম-জ্ঞান-লব্ধ ঋষিগণ চরম-কল্যাণ-লাভের জন্য অতি প্রাচীন কালে সাত্বত শাস্ত্রসমূহে যে সকল উপদেশ-মালা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, চরম-কল্যাণ-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় স্বীয় শিষ্যের গলদেশে সেই মালা পরাইয়া থাকেন।

যিনি স্বীয় আচরণ-দ্বারা শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তিনিই আচার্য্য। যাঁহার বাক্যের সহিত কার্য্যের পার্থক্য লক্ষিত হয় তিনি আচার্য্য বা গুরু-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। আচারহীন আচার্য্যব্রুব প্রাণহীন দেহের ন্যায় অনাদরের পাত্র।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"চিকিৎসকের ব্যাধি থাকিলেও তাঁহার ঔষধে ত আর ব্যাধি নাই, সুতরাং তাঁহার ঔষধ গ্রহণে দোষ কি? অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা কদাচার-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেও তাঁহার উপদেশ মন্ত্র ত' ঐ ব্যাধিতে সংক্রামিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মন্ত্র কেন গ্রহণ করা হইবে না, তাঁহাকে কেন গুরুপদে বরণ করা যাইবে না।" তাঁহাদের উক্ত কুতর্কের উত্তরে হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

—অর্থাৎ দুগ্ধ পুষ্টিকর এবং উপাদেয় হইলেও সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে যে-প্রকার উহা বিষাক্ত হইয়া পানের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ অভক্তব্যক্তির নিকট অবৈষ্ণব-মুখোচ্চারিত বাক্য পূত হরিকথামৃত বলিয়া মনে হইলেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে হরিকথামৃত নহে,—উহা নামাপরাধরূপ তীব্রতম বিষ।

সর্ব্বশাস্ত্র, জগদ্গুরু, শ্রেষ্ঠ-নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ জীবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভাষায় যে চারিটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন॥
* * * *
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ দুই
কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

শ্রীকৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শ্রীনাম-প্রভুর সেবাই কলিজীবের একমাত্র কৃত্য। কলির জীবের দুর্গতি দেখিয়া অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের দুঃখ-বিমোচনার্থ ঠাকুর হরিদাস-দ্বারা জগতে শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত-নামতত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে নাম-গ্রহণান্তে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সদা সাধু-সঙ্গে অবস্থান

পূর্ব্বক শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিলে শুদ্ধনাম-প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের জিহ্বায় সর্ব্বদা'ই নৃত্য করত তাঁহাকে চিদানন্দে আপ্লুত করেন। নামভজন-প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ-নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ'সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশঅপরাধ ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্তে বিষয়ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড়, আর কর্ম্ম-সঙ্গ।
মর্কট-বৈরাগ্য ত্যজ, যা'তে দেহ-রঙ্গ॥
'কৃষ্ণ আমার পালে রাখে' জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

সুকৃতি ত্রিবিধ

সুকৃতি তিন প্রকার, যথা—ভক্ত্যুন্মুখী, ভোগোন্মুখী ও মোক্ষোন্মুখী। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে ভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে। যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়-ভোগ, সেই সকল কার্য্য বিষয়োন্মুখী বা ভোগোন্মুখী সুকৃতির জনক। আবার যে সকল কার্য্যের ফল মোক্ষ, সেই সকল কার্য্য মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি জন্মাইয়া থাকে।

২। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঔষধিদান, জড়বিদ্যালয়-স্থাপন-দ্বারে সাধারণ ব্যক্তিসমূহকে অর্থকরী বিদ্যাদানের সুযোগ দেওয়া, সকামভাবে দেব-দেবীর উপাসনা করা, স্বর্গাদিসুখের আশায় যাগ-যজ্ঞাদির আবাহন ও ব্রতধারণাদি কার্য্যের সাধন হইতে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা ভোগোন্মুখী সুকৃতি নামে প্রসিদ্ধ। দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ভোগিগণই ভোগোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয়ের পক্ষপাতী। ভোগোন্মুখী সুকৃতির বশে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উত্তরোত্তর ভোগে প্রমত্ত হয় এবং বার বার উচ্চ নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। গর্ভবাস-জনিত দুঃখ ও মৃত্যু-যন্ত্রণার হাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হয় না। জীবিত কালেও তাহারা নানাপ্রকার আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তাপে তপ্ত হয়।

৩। কর্ম্মিগণের ন্যায় জ্ঞানী বা যোগিগণও দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। জ্ঞানী বা যোগিগণ ও কর্ম্মিগণের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কর্ম্মিগণের ন্যায় জ্ঞানী বা যোগিগণ নশ্বর বস্তু ভোগের পক্ষপাতী নহেন। ভোগপথে ত্রিতাপ উপস্থিত হয় দেখিয়া জ্ঞানী বা যোগিগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী হয় এবং অভিজ্ঞতায় নশ্বর বাহ্য বিষয়ের সঙ্গ হইতে উপরত হইবার জন্য শুষ্ক বা নীরস বৈরাগ্য-সূচক আচরণে ব্রতী হইয়া থাকেন। ইঁহারা মোক্ষের অভিলাষী, এবং চেতন সর্ব্বকে বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া বিশেষ রহিত বস্তুতে আটকাইয়া রাখিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় মনে করেন। বিশেষ-রহিত বস্তু, অবস্তু মধ্যে গণ্য। সুতরাং ঐরূপ কাল্পনিক মোক্ষদশা লাভ হইতে পারে না। চেতনধর্ম্ম বাহ্যভাব ত্যাগ করিলে সুপ্তদশায় উপনীত হয় এবং যাহার চেতন-বৃত্তি সুপ্ত হয়, সে দেহান্তে পশ্বাদি যোনীতে জন্মগ্রহণ করে ও চৌরাশী লক্ষ ইতর যোনী ভ্রমণান্তে পুনরায় ভোগ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব দেহ লাভ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষাভিলাষী জনগণ যে শুষ্কবৈরাগ্য-মূলক কার্য্য করে, তাহা মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি প্রসব করত জীবকে জীবিতকালে মহাকষ্টে ফেলে এবং জীবিতোত্তর কালে ঘোর দুঃখজনক চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের যোগাড় আনিয়া দেয় বলিয়া উহাও ভোগোন্মুখী সুকৃতির ন্যায় হেয় ফলজনক।

৪। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি দেহাত্মবুদ্ধির বিনাশক ও জীবের শুদ্ধস্বাত্মস্বরূপগত নিত্য স্বভাবের পুষ্টিকারক। শুদ্ধভগবদ্ভক্ত-গণের ভগবৎ সেবামূলক কার্য্যের সাহায্য-দ্বারাই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয়। এহেন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যখন পুঞ্জীভূতরূপে একত্রিত হয়, তখন ভোগ বা ত্যাগমূলক প্রবৃত্তি ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের নিত্য সঙ্গ ঘটে ও সেইপ্রকার সঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্ভজনের জন্য বিশুদ্ধ রতি বা শ্রদ্ধার উদয় হয়, যাহার ফলে জীব ক্রমশঃ দেহাত্মবুদ্ধির চাঞ্চল্যরূপ অন্যাভিলাষ বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ-গত ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া নিত্যকালের জন্য পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইবার সুযোগ পান। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৫১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২২শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার
ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

এই পয়ারে ভাগ্য-শব্দের দ্বারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন; ভোগোন্মুখী বা মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ভাগ্য-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। অতএব বুদ্ধিমান্‌গণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'

২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ

১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে উর্জ্জাব্রতকালে নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় উর্জ্জব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

উৎসবের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথেশ্বর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বৈষ্ণব শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৸০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ.

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ অরুচি, অম্ল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্মরণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা সন্তোষপ্রদ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রেঃ ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না।

দৈবপ্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে ঔষধের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

......................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি কলমেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই আশ্বিন ১৩৩৭ সোমবার ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

জেলে গোলযোগ
রাজনৈতিক বন্দীগণের উপর অত্যাচার
নির্ব্বাচন ও রক্তপাত
লাহোরে ৩ শত আকালী গ্রেপ্তার
মুক্তির দিন আসিল
নূতন সরকারী খবরের কাগজ
স্বদেশীতে শাস্তি
ভীষণ ডাকাতি—ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্টের পুত্র খুন
গ্রেপ্তার ও অগ্নিকাণ্ড

নানা কথা

স্বদেশীতে শাস্তি

দিল্লীর সহকারী জেলাজজ মিঃ এফ, বি, পুল ৭২ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে ৩ মাস করিয়া জেল এবং ৫০৲ করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। যদি জরিমানা আদায় না হয় তাহা হইলে আরও দেড়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৩৭ জন বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সত্যাগ্রহ আশ্রম এবং কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী সভা বলিয়া প্রচারিত হয়, তাহার পরও ১১২ জন ঐ সমস্ত সভার সভ্য থাকায় তাঁহারা গ্রেপ্তার হন।

বাকী ৩ জনের বিচার আগামী সপ্তাহে হইবে।

নির্ব্বাচন ও রক্তপাত

গত বৃহস্পতিবারে বোম্বাইয়ে নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। প্রাতঃকালে পদপ্রার্থীরা ৫০ জন কনষ্টেবল এবং পুলিশ কমিশনারের দ্বারা টাউনহলে নীত হন। জনসাধারণ পদপ্রার্থিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া নিন্দা-সূচক চীৎকার করিতে থাকে। শত শত স্ত্রীলোক পিকেটিং করিতে আসিয়া গ্রেপ্তার হন। পুলিশের আক্রমণে আড়াই শত লোক আহত হন। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে এরূপ রক্তপাত হইয়াছে যে একজন পদপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

নূতন নেতা

দিল্লীর মৌলানা আমাদ সাহেব উলেমা সভার সম্পাদক। তিনিই ওয়ার কাউন্সিল অর্থাৎ যুদ্ধ সভার নেতা (ডিক্টেটর) নিযুক্ত হইলেন।

রাজনৈতিক বন্দিগণের উপর অত্যাচার
আরও ধরপাকড়

বালেশ্বর (১৮ই সেপ্টেম্বর)

গতকল্য অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় যখন বিচারাধীন কয়েদিগণকে জেলে লওয়া হইতেছিল তখন তাহারা সকলে সমস্বরে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" বলিয়া চীৎকার করে। ইহাদের সঙ্গে জেলের মধ্যকার কয়েদীরাও গলা মিলাইয়া যোগদান করে। তাহাদের সকলের কি আনন্দ! জেলার ইহাতে অপমানিত বোধ করায় ওয়ার্ডার ও জমাদারদিগকে কয়েদিগণের উপর অত্যাচার করিবার আদেশ করেন।

চারিজন কয়েদীকে হাতকড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। স্থানীয় এস্, এল্, সি মহোদয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছেন।

গতকল্য ২৪ জন সত্যাগ্রহী পিকেটিং করার অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। ৭ জনকে বিচারের জন্য পাঠান হইয়াছে। ১৪ জনকে রাত্রি ১০টার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে সারাদিন অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। আবগারী দোকানে পিকেটিং জোর চলিতেছে। মেদিনীপুরের আফিং বিক্রেতা সত্যাগ্রহীদলে যোগদান করিয়াছে।

মুক্তির দিন আসিল

২৭শে সেপ্টেম্বর ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, পাঠকগণের স্মরণ আছে যে ঐ দিনে সুভাষ বাবু, সেনগুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজন কংগ্রেস নেতা খালাস হইবেন।

জেলে গোলযোগ

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় রাজসাহীর জেল পরিদর্শন করিয়াছেন। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণ কয়েদীদিগের সহিত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মিশিতে দিতেছেন না। এই ব্যাপারে ভীষণ গোলযোগ বাধিয়া যায়। এই ব্যাপার বঙ্গদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ প্রিজন্‌সের গোচর করা হয়। তিনি জানাইয়াছেন যে এ বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারকে জানান হইয়াছে।

৩০০শত গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিলাতী কাপড় পিকেট করার জন্য তিনশত অপেক্ষা বেশী আকালী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পৃথিবী পর্য্যটন

ধন পত রায় নামক একজন ভারতীয় অধ্যাপক সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

বিলাতে ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা

বিলাতে ব্যবসায়ের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হওয়ায়, অনেক ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া শিল্প সমবায় সভা নাম দিয়া একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে প্রতিকারের উপায় চিন্তিত হইবে।

আমদানি ও রপ্তানি

কলিকাতায় গত আগষ্ট মাসে ১২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানি হইয়াছে এবং ১৭ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।

হরতাল

দিল্লীর কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় এবং ঐ সভার সভ্যগণকে গ্রেপ্তার করায় দিল্লীতে পূর্ণ হরতাল হয়।

বজবজে গ্রেপ্তার

বকুলি হইতে রাজারাম বিহার এবং হরেন ঘোষ নামক দুইজন বজবজের হাটে পিকেটীং করিতে যায়। তাহারা ভীমাবে করিয়া মদের দোকানের দিকে যাইতে থাকে। সেই সময় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পরে জানা যায় যে বজবজের হাটের দাঙ্গাসম্পর্কে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক বজবজ হাটের আবকারী দোকানে পিকেট করিতে গেলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। পরদিন তাহারা আবার পিকেট করিতে হাজির হয়।

গবর্ণমেণ্ট এবং মুসলমান

দিল্লীতে আর উইন হাসপাতালের জন্য একখণ্ড জমি লওয়া হয়। পরে দেখা যায় যে মাটীর নীচে একটি মসজিদের ভিতর এবং কূপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান মেরামত করিয়া উপাসনার স্থান প্রস্তুত করিতে থাকে। অনেক মুসলমান রাত্রিতে ঐস্থানে শয়ন করিয়া থাকে। সরকার বাহাদুর নীরব আছেন।

গ্রেপ্তার ও অগ্নিকাণ্ড

নেত্রকোণা, বংশীবাজার, তেলেগাটি বাজার প্রভৃতি স্থানে এত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে যে স্থানীয় জেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না।

গত শুক্রবারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে।

নেত্রকোণার বারলাইব্রেরির সেক্রেটারির পদ লইয়া ভীষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। কাগজপত্র এবং ব্যাঙ্কের পাশবহির জন্য ভারতীয় ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৭৪ ধারা মতে ইঞ্জাংশন বাহির হইয়াছে।

সরকারী খবরের কাগজ

বঙ্গ সরকার "ডেলি নিউজ বুলেটিন" নাম দিয়া একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেছেন। গত শুক্রবার হইতে এই দৈনিক কাগজ বাহির হইতেছে।

স্ত্রীহত্যা

বাঁকুড়ার হরিপদ রায় স্ত্রীহত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভীষণ ডাকাতি
ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পুত্র খুন

জাজখালি নিবাসী ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু মতিম চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গত রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় প্রায় ১২ জন ডাকাত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া উপস্থিত হয়। ডাকাতরা সিন্দুকের চাবী মতিম বাবুর নিকট দাবী করে, মহিমবাবু চাবী দিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্র অন্দর মহল হইতে বাহিরে আসিল। যোগেন্দ্রকে ডাকাতরা তৎক্ষণাৎ গুলি করে এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ডাকাতরা টাকাকড়ি এবং মতিমবাবুর বন্দুক লইয়া প্রস্থান করে; ডাকাতের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ডাকাইতের দণ্ড

একজন ষ্টেসন মাষ্টার ডাকাইতির অভিযোগে রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারে দশ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিনা বিচারে দণ্ড চলিবে না

কালা নিগ্রোরা কোন দোষ করিলে আমেরিকানরা বিনা বিচারে তাহাকে মারধর করে কিংবা পুড়াইয়া মারে। রুষিয়ার আমেরিকানরা এক নিগ্রোকে মারায় রুষীয় পুলিস একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখানে এরূপ অবিচার চলে না।

দাঙ্গার জের

পাঠক অবগত আছেন যে ঢাকার নদিয়াজ্জামাল এবং আরও অনেক মুসলমান মিলিত হইয়া স্থশীল নিবাস আক্রমণ করিয়া লুঠ করিতে থাকায় এবং পুস্তকাদি পুড়াইয়া দেওয়ায় ফৌজদারি সোপর্দ্দ হয়। ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল বাহাদুর একজনকে স্বয়ং গ্রেপ্তার করেন। ঐ আসামী সে সময় স্থশীল নিবাসের হাতায় ছিল। স্থশীল নিবাস ঢাকার কারেক্টু লর মধ্যে একখানি বৃহৎ বাসবাটী।

পাঠক অবগত আছেন যে ঢাকার পুলিস সাহেব হডসন গুলির আঘাতে শয্যাগত আছেন। পরীক্ষার জন্য তাহাকে কলিকাতায় আনা হইবে। তাঁহার অবস্থা অনেকভাল।

দম দমা জেলের কয়েদীদিগকে যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া হয় না এই আপত্তি করিয়া কয়েদিগণের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়।

গ্রেপ্তার

কলিকাতার বড় বাজারে পিকেটিং করার জন্য তিন জন মহিলা বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে গ্রেপ্তার হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই আশ্বিন সোমবার—১৩৩৭

(১)

ভিজাগাপত্তনে সিংহাচলপর্ব্বতোপরিস্থিত সুপ্রাচীন সেবা শ্রীবরাহ-লক্ষ্মী-নৃসিংহদেব-মন্দিরের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ

(২)

(ক) কৃষ্ণপ্রেমধনলাভেই জীবের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন

(খ) সাধু, শাস্ত্র, গুরুদেবই সেই গুপ্তধনের সন্ধান-প্রদাতা, সুতরাং তাঁহাদের শরণাপত্তি-স্বীকারই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

(৩)

ধর্ম্ম-সংস্থাপন-বিধি

সিংহাচলে শ্রীবরাহ-লক্ষ্মী-নৃসিংহদেব

(পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ-প্রেরিত)

ভিজাগাপত্তন জিলার অন্তর্গত ভিজাগাপত্তন সহরের সাত মাইল উত্তরে পর্ব্বতমালার মধ্যে 'সিংহাচল' একটী সুন্দর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ পাহাড় এবং মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। ধান্যক্ষেত্রের ধারে ধারে অসংখ্য তাল-তরুরাজি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

ভারত-বিখ্যাত শ্রীনৃসিংহ-মন্দির "সিংহাচল" নামক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। একটি সিংহ তাহার গ্রীবা উচ্চ করিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট থাকিলে যদ্রূপ দৃষ্ট হয়, এই পাহাড়টির আকার তদনুরূপ বলিয়া ইহার নাম "সিংহাচল"। পর্ব্বতের আয়তন ২০০০ হাজার একর এবং উপত্যকা ভূমি হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রায় ৭৫০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতটি বহু প্রকার সুস্বাদু ফল-বৃক্ষে পরিপূর্ণ। "সিংহাচল" গ্রাম ও পাহাড়—উভয়ই ভিজিয়ানাগ্রাম-রাজার সম্পত্তি।

উপত্যকা ভূমি হইতে ৮৫০ ফিট্ উচ্চে শ্রীনৃসিংহদেবের দিব্য মন্দির প্রায় ২০০০ বৎসর যাবৎ অবস্থিত। ১২০০ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ এই শ্রীমন্দির একবার আক্রমণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পাহাড়ের উপরে ৬০।৭০ ঘর মন্দির-সেবকগণের বসতি এবং পাহাড়ের দক্ষিণাংশে প্রায় ১৫০ ঘর পাহাড়ী লোকের বসতি আছে। ইহারা সকলেই ভিজিয়ানাগ্রাম-রাজার দ্বারা প্রতিপালিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত ১২০০ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি উঠিবার কোন বিশেষ সুবিধাজনক রাস্তা ছিল না। এই সিঁড়ির বিশেষত্ব এই যে, যাত্রিগণের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য প্রত্যেক দশটি সিঁড়ির পর দশ-র্গজ করিয়া প্রশস্ত স্থান রাখা হইয়াছে। ইহাতে যাত্রিগণ প্রত্যেক দশ সিঁড়ি উঠিয়া দশ ফিট্ সমতল স্থান প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার সুযোগ পান। ১৯০৫, ১৯১৪ ও ১৯২৩ সালের অত্যধিক জলপ্রপাতে অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১৯২৩ সালে ভিজিয়ানাগ্রামের রাজাসাহেব ৪৫০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সিঁড়িগুলি পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া যশঃসৌরভ অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীহনুমান জীউর মন্দির-সংলগ্ন বিশাল প্রবেশ-দ্বার ১৯১৭ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাহাড়ের পাদদেশে সাত একর পরিমিত ভূখণ্ডে শ্রীনৃসিংহদেবের পুষ্পোদ্যান। এই উদ্যানে শ্রীভগবানের সেবার জন্য বহুবিধ সুগন্ধযুক্ত ফল-পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী শোভা বিস্তার করিতেছে। এই উদ্যানের মধ্যস্থলে গোকটরমণ বালাজিউর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দির অবস্থিত। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পাহাড়ে উঠিবার সুগম রাস্তা ছিল না, সেই সময় এই মন্দিরেই শ্রীনৃসিংহদেবের উৎসবাদি সম্পন্ন হইত। শ্রীবিগ্রহও এখানে বিজয় করিতেন। যাঁহারা উৎসবব্যতিরেকে পূর্ব্বকালে শ্রীবিগ্রহ-দর্শননিমিত্ত পাহাড়ে উঠিতেন, তাঁহাদিগকে এই পুষ্পোদ্যানের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতোপরি বর্ত্তমান প্রবেশ-দ্বারের সন্নিধানে যে বিশাল হনুমান জিউর মন্দির, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের ক্ষুদ্র দরজার ভিতর দিয়া যে রাস্তা ছিল, সেই পথেই উঠিতে হইত। এই ক্ষুদ্র ফটকটি বর্ত্তমানে রুদ্ধ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় এই পথেই শ্রীনৃসিংহমন্দিরে গমন করিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন।

সিংহাচল পর্ব্বতের উপরে বৈদ্যুতিক আলোক থাকায় দরুণ অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ে আরোহণ-অবতরণে যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় না। ভূমি হইতে উপরে উঠিবার সময় দক্ষিণ দিকে পানীয় জলের পাইপ ও বামদিকে অব্যবহার্য্য জলের পাইপ দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের অর্দ্ধপথ আরোহণ করিলে শ্রীহনুমান জিউর শ্রীমন্দির। আরও একশত সিঁড়ি উঠিলে "বেগবতী" নামে একটী "ফোয়ারা" দৃষ্ট হয়। এই ফোয়ারাটী পাহাড়ের ভিতর হইতে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত। এই ফোয়ারার উৎপত্তিস্থলেই "বেগবতী" নাম্নী একটী ১২ × ৮ফিট পরিমিত 'বাঁধান' ঘর। এই গৃহে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহাবীর ও সীতারাম-মূর্ত্তি আছেন। যাত্রিগণ এখানে প্রথমে স্নান করিয়া পশ্চাৎ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে গমন করেন।

শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রাকারের প্রবেশপথে (পশ্চিমদিকে) ধ্বজ-স্তম্ভোপরি গরুড় অবস্থিত। ধ্বজ-স্তম্ভের উত্তরে একটি ছোট মন্দির—ইহার নাম "অভিষেক মন্দির"। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান্ মহাসমারোহে এই মন্দিরে বিজয় করেন এবং অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়।

প্রথম প্রাকারের উত্তর-পূর্ব্বাংশে "কল্যাণ মণ্ডপম্"। এই বিশাল মণ্ডপটি ৮২টি দিব্য স্তম্ভে সুসজ্জিত। কল্যাণ-উৎসবকালে শ্রীনৃসিংহদেব একমাসকাল এই মণ্ডপে অবস্থান করেন।

প্রথম প্রাকারের পূর্ব্বদিকে অতি প্রাচীন প্রস্তরের একটী বিশাল 'রথ' অবস্থিত। কথিত হয় যে, এই রথে ভগবান্ রাত্রিকালে পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করেন।

প্রথম প্রাকারের দক্ষিণে ভোগশালা ও রামানুজকোটম্। উৎসবাদি-সময়ে বৈষ্ণব অতিথিগণকে এই রামানুজকোটে বাসস্থান দেওয়া হয়।

মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারে 'আস্থানম্' এবং তৎসম্মুখে ১৬টি স্তম্ভ সমন্বিত একটী রম্য নাট্যমন্দির। এই স্তম্ভগুলির গাত্রে খোল-করতাল-নৃত্যগীতাদির মনোরম চিত্র দৃষ্ট হয়। আস্থানম্ বা সভা-মণ্ডপ-গৃহে প্রত্যেক বৃহস্পতি, শুক্রবার, পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় এবং অধ্যয়ন উৎসবের এক মাস ভগবান্‌কে বিচিত্র বেশে সজ্জিত করা হয়।

মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারে "প্রহ্লাদ-মন্দিরম্" বা নিজ-মন্দিরম্ অবস্থিত। এই মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব বৎসরের একদিন মাত্র ব্যতীত সর্ব্বদাই চন্দনে পরিপূর্ণরূপে আবৃত থাকেন। এই প্রহ্লাদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ পরিক্রমা করিতে হইলে যাত্রিগণকে এক আনা টিকেট দিতে হয়।

বাৎসরিক উৎসব

(১) **কল্যাণোৎসব**—চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী দিবসে শ্রীনৃসিংহ দেব রথারোহণে মন্দির প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করেন। ঐ দিবস মহামহোৎসব হইয়া থাকে। কল্যাণমণ্ডপে শ্রীভগবান্ সুসজ্জিত হইয়া দিবারাত্র অবস্থান করেন এবং নাট্য মন্দিরে কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

(২) **নিজরূপ-দর্শন**—বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া) দিবসে ভগবান্ স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন। এক বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র এই দিবস ভগবানের শ্রীঅঙ্গ হইতে চন্দন অপসারিত করিয়া স্নান করান হয় এবং জীবগণ তাঁহার শ্রীরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঐ দিবস শত সহস্র নরনারী মন্দিরে উপস্থিত হন। এই "নিজরূপদর্শন" উৎসবই সর্ব্বপ্রধান।

(৩) **অধ্যয়ন উৎসব**—১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত "দ্রাবিড় প্রবন্ধম্" অধ্যয়ন হয়। রামানুজীয় আচার্য্যগণ পাঠ করেন। এই গ্রন্থখানি তেলুগু কবিতায় লিখিত এবং ৪০০০ হাজার শ্লোকের স্তোত্র-সমন্বিত। রামানুজীয়গণের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই উৎসব-সময়ে বিশেষ করিয়া যাত্রিগণ বড় বড় জুতা ও পাদুকা ভগবান্‌কে দিয়া থাকেন—উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস যে, ভগবান্ তাঁহাদের সেই জুতা ও পাদুকা পায়ে দিয়া রাত্রিবেলা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ ভ্রমণে বহির্গত হন।

[শ্রীনৃসিংহ দেবের দৈনিক সেবা-প্রণালী পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

অজ্ঞাত ধনের হঠাৎ প্রাপ্তি

একব্যক্তি দরিদ্রতা নিবন্ধন অতি দুঃখে দিনপাত করিতেছিলেন। একদিন ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় গণনায় একজন জ্যোতির্ব্বিদ উক্ত দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার পিতা প্রচুর অর্থ রাখিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তিনি এতাদৃশ দরিদ্রতা-জনিত দুঃখ কি কারণে ভোগ করিতেছেন? প্রত্যুত্তরে দরিদ্র ব্যক্তি বলিলেন যে, তাঁহার পিতা বাণিজ্য করিতে যাইয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তিনি নিকটে উপস্থিত না থাকায় কোথায় কি ধন রক্ষিত আছে, তাহা জানিবার সুযোগ পান নাই এবং পিতৃত্যক্ত ধনের সন্ধান জানা না থাকায় ভয়ানক দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়াছে, যাহা তাঁহার দ্বারা কোন রকমেই বিদূরিত হইতেছে না। দরিদ্র ব্যক্তির এবম্প্রকার উক্তি শুনিয়া সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ তাঁহাকে বলিলেন, অমুক স্থানে তোমার পিতার ত্যক্ত প্রচুর ধন প্রোথিত আছে এবং সেই স্থানের দক্ষিণ দিকে খনন করিলে ভীমরুল বরুলী উঠিবে ও ধন পাইবে না; পশ্চিম দিক খনন করিলে তথায় যে যক্ষ আছে, সে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে ও ধন লাভ হইবে না, উত্তর দিকে খনন করিলে এক অজগর সর্প বাহির হইয়া সকলকে গ্রাস করিবে ও ধন লাভের ব্যাঘাত করিবে এবং যদি পূর্ব্বদিকে খনন কর, তাহা হইলে অল্প খনন-করিবামাত্র তোমার পিতৃ-ত্যক্ত ধনের পাত্র তোমার হস্তগত হইবে। জ্যোতির্ব্বিদের বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিক বাদ দিয়া ঐ দরিদ্র ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বদিকে খনন কার্য্য আরম্ভ করিলেন, অনতিবিলম্বে প্রোথিত ধন তাঁহার হস্তগত হইল এবং যে পরিমাণ প্রচুর ধনের প্রাপ্তি হইল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র দরিদ্রতা-দুঃখ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই ও জীবনের অবশিষ্ট দিন তিনি ধনলাভ-জনিত সুখে কাটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে জ্যোতির্ব্বিদের কথানুসারে যেমন গুপ্ত বা অজ্ঞাত অর্থের লাভ দরিদ্র ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ মানবগণের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি-ধন লাভও সেই প্রকার সাধু, শাস্ত্র, গুরুদেব ও ভগবৎ আদেশে সম্ভবপর। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২০শ অধ্যায়ে,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মারূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণবশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগ ফল পায়।
সুখ-ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়।

দৈন্যে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥
দারিদ্র্য-নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
প্রেম-সুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়।

জীব মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। এই কথা ভুলিয়া জীব মায়াবদ্ধ হয় এবং ভগবদ্ব্যতীত অন্য বস্তুর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকে। ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্পারা। যাহারা ভগবানের শরণাগত হয়, কেবল তাহারাই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, অন্যে নহে। যেহেতু ভগবানের প্রপত্তি ব্যতিরেকে ত্রিতাপ হইতে নিস্তার ও নিত্যানন্দের প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য জীবৈকসুহৃদ্ ভগবান্ সেবাবিমুখ বদ্ধজীবগণের উদ্ধারার্থে সাধু, শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামিরূপে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার সুব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবের উচিত সাধু, গুরু ও শাস্ত্র-প্রদর্শিত পথে চলা ও ভগবৎ-প্রেমরূপ সুস্বাদুফলের আস্বাদন-সুখে কৃতকৃতার্থ হওয়া। পূর্ব্বোক্ত দরিদ্র কূটতর্কের দ্বারা জ্যোতিষিদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে যেমন পিতৃ-ত্যক্ত অজ্ঞাত-ধনলাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না, সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনে অসমর্থ কূট-তার্কিকগণও সেই প্রকার মায়ার দাসত্ব ত্যাগে ও পরমানন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারে না।

বেদ ও পুরাণ শাস্ত্র অনেক প্রকার সাধনের কথা স্থানে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোনদিকে অজাগর সর্পরূপ যোগ-গত কৈবল্য আছে এবং কোন দিকে অল্প-পরিশ্রমে রক্ষিত ধনের অর্থাৎ শুদ্ধজীবস্বরূপ-গত ভগবৎ-প্রেমের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব বেদশাস্ত্রই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য-জ্ঞানোত্থ ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ইহা বলিয়াছেন। দক্ষিণামার্গীয় সাধন—ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড। যজ্ঞকর্ত্তাগণই দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ফলারোপ করেন। কর্ম্মমার্গে জীব-ভোগ-বাসনারূপ ভীমরুল-বরুলী কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ক্লেশলাভ করেন মাত্র। ভোগ-আশা পূর্ণ হয় না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উত্তরমার্গীয় সাধন, যাহা নির্ব্বাণপর যোগমার্গ। কৈবল্য অজগর সর্পস্বরূপ; শুদ্ধজীবসত্বাকে গ্রাস করে। কাহারও মতে উত্তরমার্গীয় সাধন নিষ্কাম জ্ঞানমার্গ। তথায় সাযুজ্যরূপ অজগর সর্পকবলে শুদ্ধজীবসত্তা গ্রস্ত হয়। যক্ষ ধনের রক্ষাকর্ত্তা, ধনের প্রদাতা নহে। যক্ষের নিকট প্রার্থিগণের বিনাশ ব্যতীত ধন-লাভ দুরাশা মাত্র। জ্ঞানকাণ্ড বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য জীবসত্তার সংহারকর্ত্তা। বস্তুতঃ ধনলোভে দূর করিয়া উহা পরিশেষে প্রার্থকেরই বিনাশ সাধন করে। কৃষ্ণভক্তি বদ্ধজীবের পূর্ব্বধন। তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব নিত্যকালের জন্য ধনী হন। ভক্তিহীন নির্ধন অভাবগ্রস্ত হইয়া কখন কর্ম্মরূপ-ভীমরুলের দংশনে ছটফট্ করেন, ধন পান না। আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় বা যোগে ব্যস্ত হইয়া যক্ষ কর্ত্তৃক ধন হইতে বঞ্চিত হন। উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধজীবসত্তারাহিত্য সাযুজ্য বা কৈবল্যরূপ সর্পগ্রাসে পতিত হইলে ধনলাভ ঘটে না।

শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ মহাভাগবতদেবের চরণাশ্রয় না করিলে ভীমরুল-বরুলী, যক্ষ ও অজগরসর্প রূপ কর্ম্মকাণ্ড, সিদ্ধিকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে আসক্তি জন্মিবে ও ত্রিতাপজ্বালা ঘুচিবে না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" কপট-ভক্তের কপট শিষ্যগণ ত' না ভক্তিপথের পথিক, না কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানকাণ্ডাশ্রয়ী। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যথেচ্ছাচারী নাস্তিক এবং নরকের পথিক। এহেন নারকিগণ শুদ্ধভক্তগণের অযথা নিন্দাচরণ করিতে করিতে মহারৌরব নামক ভীষণ নরকের দিকে ক্ষিপ্রবেগে গতিশীল হইবার জ্ঞাগাকে অজ্ঞাতসারে পুষ্ট করিতে রুচিসম্পন্ন। ভগবৎ কোপানলে তাঁহারা এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের চরণে লুটিয়া না পড়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবৎ-কোপানল হইতে উদ্ধার পাইবেন না। একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন, তবেই তাঁহারা এই রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইতে পারেন; নচেৎ শুদ্ধভক্তগণের বাক্যকে যতই তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন বা বিরুদ্ধভাবে গ্রহণ করিবেন, ততই তাঁহাদিগকে অধিকতর অপরাধ-সংযুক্ত হইতে হইবে এবং অধিকতরভাবে ভগবৎ কোপানলে পড়িতে হইবে।

ধর্ম্ম-সংস্থাপনবিধি

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়াগ্রস্ত ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণকে ভয়, শোক ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া স্ব-চরণকমল-মকরন্দরস-পানোন্মত্ত করিবার জন্য স্বয়ংভগবান্ অথবা তদভিন্ন নিজজন-গণ ধর্ম্মোপদেশ ব্যক্ত করেন। শ্রীভগবান্ বা তদীয় পার্ষদগণ-কথিত ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম। পরম সৌভাগ্যবান্ জীবগণ এই পরমধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অভয়, অশোক ও অমৃতত্ব লাভ করত শ্রীভগবচ্চরণসরোজ-সেবা-রসোন্মত্ততা প্রাপ্ত হন।

এই সংসারটাই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনবহুল। মায়ার অসংখ্য প্রাচীর দ্বারা আবৃত, সুতরাং কালবশে জগতে পাষণ্ডগণের বাহুল্য ও প্রাবল্য ঘটিয়া আসুরিকধর্ম্মদ্বারা জৈবধর্ম্ম আবৃত হইয়া পড়ে। ইহাকেই ধর্ম্মের গ্লানি বলে। সেই সমস্ত গ্লানি দূরীকরণ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম—পরম-ধর্ম্ম সংস্থাপন, দেহ-মনোধর্ম্মী রাধা, শ্যামা, বজুর কার্য্য নহে। তজ্জন্য শ্রীভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন হয়। এমন কি স্বয়ংভগবান্ সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া—"পরিত্রাণায় সাধূনাং" স্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

বর্ণাশ্রমাদি অপর ধর্ম্ম ঋষিগণাদির দ্বারা বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, আর পরমধর্ম্মের (আত্মধর্ম্মের) বক্তা ও প্রচারক শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ নহেন; হইতেও পারেন না। গৃহব্রত বা যত-পাগ্লা হইয়া আমরা যতই ধর্ম্মসংস্থাপকের কাচ কাচি না কেন, সকলেই অল্পাধিক-"ধর্ম্মনাশক", সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দররূপে জম্বুদ্বীপের আশ্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপে শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া পরম (আত্ম) ধর্ম্মের গ্লানি দূর করত বিশুদ্ধধর্ম্ম (ভক্তিধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম পরমধর্ম্ম) সংস্থাপন করেন।

তদীয় অপ্রকটের পর আবার আউল, বাউল, নেড়া প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মিগণ পাষণ্ডতাবশবর্ত্তনে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত করায়, শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ আচার্য্যগণ জগতে প্রকটিত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচার করেন।

এইভাবে কিছুদিন জগতে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মামৃত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহাতে জীবগণকে ত্রিতাপ-জ্বালা অপনোদন করত প্রেমধর্ম্মের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। হরিবিমুখ জনমণ্ডলী নিজের কল্যাণই বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারা অপরের কল্যাণের কথা কি প্রকারে বুঝিবেন। সুতরাং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যাহাতে শীঘ্রই জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হন, তজ্জন্য সকলে সচেষ্ট।

দেড়শত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই জীবের ধর্ম্মাকাশ অধর্ম্ম-মেঘাবৃত হইয়া সৌভাগ্য-সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আবার কলির কৃপায় জগতে অদ্ভুত ও অদৃষ্ট অশ্রুত পূর্ব্বাকারে অভিনব ভাবাবংশী প্রচ্ছন্ন-বেশী কৃষ্ণাভক্তগণের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল। কারণ ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মী, অদ্বৈতজ্ঞানী (মায়াবাদী) প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণ কর্ত্তৃক ভক্তিবিরোধী বিধায় পরিত্যক্ত হইয় অন্যায়-প্রসিদ্ধ চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণব সমাজ হইতে পৃথক্ থাকায় ভক্তি-প্রদ্ধাবান্গণ ইহাদের কুহকে মুগ্ধ হইতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা পরমধর্ম্মে গ্লানি প্রবিষ্ট হইতে পারিল না। তাহার প্রমাণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন—

"কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিবে ভিন।"

তৎপরবর্ত্তিকালে কলিদেব ভক্তিবিরোধী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতিকে [illegible] বেশে অর্থাৎ ভক্তৎ সম্প্রদায়ের বাহ্যাকার ভাবভঙ্গী গোপন করাইয়া [illegible] ভক্তগণের ন্যায় বাহ্যাকারে [illegible] করত বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্লানি প্রবেশ [illegible] নিমিত্ত জগতে বহু চর পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া মহাপ্রভুর নামে জগতে অত্যন্ত অপকৃষ্ট পাপে নিমগ্ন থাকিয়া বহু সহচর সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাদিগের তাণ্ডবনৃত্যে মনে হয়, জগৎ আজ রসাতলে গমনোন্মুখ।

ইহারা বাহ্যে বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বৈষ্ণবদের বুলি মুখে আওড়াইয়া জনগণকে মুগ্ধ করত ভিতরে ভিতরে স্বীয় স্বীয় পাষণ্ড মত প্রচার করিয়া থাকেই সিদ্ধি করিতে থাকায় খুব বুদ্ধিমান্ ও ভজন-বলে বলীয়ান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত কেহই ইহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না।

ইহারা কৌশলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপাদিকে শুদ্ধভক্তির [illegible] প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তিদেবীকে জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করাইলেন। আত্মেন্দ্রিয়তোষণকেই কৃষ্ণভক্তি বা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলিয়া জগন্ময় ঢক্কা-নিনাদে বিঘোষিত করিতে লাগিলেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ প্রাকৃত অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়িকুল সাধু, ভক্ত, বৈরাগী, বাবাজী, গোস্বামী ও মহান্ত নামে পরিচিত হইতে থাকিলেন। পরস্ব ও পরস্ত্রী [illegible] করত উদরপোষণ চারণই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। ইহারা নিজেরা কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তি আচরণ করিলেন না, পরন্তু স্ব-স্ব অনুগত জনগণকেও শুদ্ধভক্তি উপদেশ না দিয়া প্রচুর পরিমাণে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ইহারা অবৈধ স্ত্রী, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত-সঙ্গত্যাগ ত' করিলেনই না, পরন্তু প্রচুর পরিমাণে গ্রহণই করিলেন। মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম শিক্ষা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনকে সকলভক্তিসাধনের সম্রাট্ রূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গুহ্যভজন—মধুর রসের ভজনের ভাণ করিয়া উদরপোষণ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সভারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপ্রভু প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগাদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্বপ্রিয় জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আসল ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্ধুসূচক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, হাঁপ, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ, সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

[illegible]

বটিকায় ধ্বজ ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে অরুচি, অম্লপিত্ত, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অভিনন্দন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কামপবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশ্রমাচার্য্যজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৮০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সত্বরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

……………………আমরা সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) কালীপ্রসন্নকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হ্যাতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক লাইফ এর ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, আর, এস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গৌড়ের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই আশ্বিন ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

জাপানে হাহাকার

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অত্যাচার

কাউন্সিলে মুচী ও চাপরাশী

৭৩ বৎসরের রাজকুমারীর গোপন বিবাহ

জেলের পথে

মিঃ কে, এফ, নারিম্যানের কারামুক্তি

জেলে গুলিচালান

আমেরিকায় শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়

পুলিশ পেটা

বালিকা কলেজে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ

নানা কথা

কাউন্সিলে মুচি চাপরাশী

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র দুইটি কেন্দ্র হইতে ফলাফলের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; একটিতে একজন মুচি জুতা মেরামতকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহার নাম দলু মুচি।

প্রসিদ্ধ সহর, গোবর চাপরাশীকে সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। চাপরাশী মহাশয় অস্পৃশ্য জাতীয়। তিনি একটি স্কুলের চাকর। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ মক্কুটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার এবং একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি। তথাপি তিনি তাহার মিউনিসিপ্যাল স্কুলের চাপরাশীর নিকট প্রায় দুই হাজার ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। তিনি ৬২৬টী ভোট পান এবং চাপরাশী মহোদয় ২৫৫৭ ভোট পাইয়া তাঁহাকে টেক্কা দেন।

পূর্ব্ব সিন্ধু কেন্দ্রে দলু মুচি মহাশয় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং পাবলিক প্রসিকিউটারকে ৩৮৯৫ ভোট পাইয়া হারাইয়াছেন। ব্যারিষ্টার বাহাদুর মোট ৪৪৫টি ভোট পাওয়ায় তাহার জমার টাকা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অত্যাচার

গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশ কর্ত্তৃক আশুতোষ বিল্ডিংএ অনধিকার প্রবেশ ও ছাত্রদিগকে প্রহারের তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শনিবার কলিকাতায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে উহার রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছে। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ছাত্রদের দিক হইতে পুলিশের উপর কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। কোন অবস্থায়ই পুলিশের বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ ও ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার কারণ থাকিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় ও আহত ছাত্রদিগের ক্ষতিপূরণ করা পুলিশের কর্ত্তব্য।

বহু সম্ভ্রান্তলোক এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

পুলিশ পেটা

হাওড়া—আমতা লাইনের হরিশদাদপুরের ষ্টেসনে দুইজন ডিটেক্‌টিভ পুলিশ কর্ম্মচারী বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধ তদন্ত করিতেছিলেন। হৃষীকেশ রায় প্রমুখ কয়েকজন লোক তাঁহাদিগকে প্রহার করে। এই অভিযোগে ৩জনকে ফৌজদারীসোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

বালিকা কলেজে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ

এলাহাবাদ বালিকা কলেজে গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য প্রদান করিবেন না।

শ্রীমতী উষা নেহেরু কলেজ কমিটীর এসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী।

জেলের পথে

বরিশাল

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশগুপ্ত; সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত; রামেন্দ্রলাল দে এবং সুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী পিকেটিং করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বোস নিলফামারীতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাকে বরিশালে বিচারার্থ আনা হইয়াছে গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার গুহ এবং দেবেন্দ্রনাথ দাস গাঁজার দোকানে পিকেটিং করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আমেরিকায় শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীর অভিনয়

পাঠকগণ অবগত আছেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী গত সোমবার আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথায় প্রথমে 'সীতা' অভিনয় করিবেন। তাহাতে তিনি ও মিস্ প্রভা প্রধান অংশ গ্রহণ করিবেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি এখন জার্ম্মানীতে আছেন বোধ হয় এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত হইবেন।

মিঃ কে, এফ, নরিম্যান খালাস

পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী নরিম্যান গত ২২শে মে ৪ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি গত ১৯শে সেপ্টেম্বর নাসিক জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

৭৩ বৎসরের রাজকুমারীর গোপন বিবাহ

রাজকুমারী মেরী কারলোটা কন্‌স্টেন্স ডিব্রোগাইল গোপনে লণ্ডনের রেজিষ্টারি অফিসে অর্লিন্স ও ব্রোরবনের রাজকুমার সূই কাড্রিনেণ্ডকে বিবাহ করেন। রাজকুমারীর বয়স ৭৩ বৎসর মাত্র. রাজকুমারের বয়স ৪১ বৎসর।

বড়লোকের মজলিস

কলিকাতার টেগোর কাসল্ নামক প্রাসাদে বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশের রাজা রাজড়া. জমীদার প্রভৃতি মিলিত হইয়া এক বিরাট দরবার করেন। রাজবল্লী-নিপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

জমিদার-সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই এই মজলিসের উদ্দেশ্য। দশটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমীদারেরা যে সমস্ত স্বত্ব পাইয়াছেন তাহার উপর যাহাতে হস্তক্ষেপ না হয় এরূপ চেষ্টা করা, গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ, সার্টিফকেট জারির দ্বারা খাজনা আদায়, সাইমন কমিশন প্রস্তাবিত কৃষিকর, রাজস্ব প্রদান সম্বন্ধে অসুবিধা, পাটের বাজার খারাপ হওয়ায় প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার লণ্ডন শাখার অধিবেশনে ঠিক হয় যে তাঁহারা ভারতবর্ষের পদাঙ্কুসরণ করিবেন এবং কম্যুনিষ্ট দলের সহিত যোগ দিবেন না।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লী পুলিশ দিল্লী সত্যাগ্রহ আশ্রম হানা দিয়াছিল এবং ৫০ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

জেলে গুলিচালান

পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে দমদমার জেলে যে গোলযোগ হয় তাহাতে পুলিশ গুলি চালায়।

সরকার বাহাদুর প্রকাশ করিতেছেন যে খাবার ঘরে যথেষ্ট স্থান না থাকায় বন্দীদিগকে দুই দলে খাইতে আসিতে হইত। ফলে একদল খাইয়া চলিয়া গেলে তবে অপর দল খাইতে আসত। গোলমালের দিন কয়েকজন প্রথম দলের সহিত খাইয়া পুনরায় দ্বিতীয় দলের সহিত খাইতে বসে এবং সেই কারণে খাবার কম পড়ে। কয়েকজন কয়েদী তালাবদ্ধ ঘরে যাইতে অস্বীকার করায় তাহাদিগের উপর পুলিশ জোর জুলুম করে এবং কয়েকজন কয়েদী আহত হয়। বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করায় সমস্ত শান্ত হইয়াছে। বন্দুক ছোড়া হয় নাই।

জাপানে হাহাকার
খাদ্যাভাবে শিশুরা মৃতপ্রায়

জাপানে বেকারের সংখ্যা ৩৭২,০০০

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে আসানসোল খনি অঞ্চলে এবং বঙ্গের অন্য ২টি জেলার কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। আসানসোল খনি অঞ্চলে উক্ত রোগে মৃত্যু-সংখ্যা ১৮ হইতে ৩, বীরভূম জেলায় ৭ হইতে ০ এবং বাঁকুড়া জেলায় ২২ হইতে ১১ হইয়াছে। বসন্ত রোগে কাণ্ডা, ২৪পরগণা, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা জেলায় ৩টি, ঢাকায় ২টি এবং বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, কলিকাতা, রঙ্গপুর, পাবনা এবং ফরিদপুর জেলায় ১টি করিয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ১২ এবং হুগলী, ২৪পরগণা, দার্জ্জিলিং ও ঢাকা জেলায় ১টি করিয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লরীর আঘাতে মৃত্যু

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর শচীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের শ্বশুর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রকিশোর দাশগুপ্ত গত শুক্রবার বেলা ১-৩০টার সময় লরীর তলায় পড়িয়া যান, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় তিনি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মারা যান।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

কাজী নজরুল ইসলামের প্রণীত 'প্রলয় শিখা' নামক পুস্তক খানি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ছয় মাস সশ্রম

কলিকাতা জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যমুনা প্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে পিকেটীং অর্ডিনান্‌স্ অনুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন।

সি, সি, সি, সি

গত শনিবারে সি. সি, সি, সি কলিকাতা বড় বাজারে পিকেট করিবার জন্য ১৫জন স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছিলেন। সি, সি, সি, সির অর্থ ছি. ছি, ছি. ছি নহে। ইহার অর্থ সেণ্ট্রাল কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী।

শ্রীমতী রমাবাঈ কামদার গ্রেপ্তার

বোম্বে 'যুব-পরিষদের' প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী রমাবাঈ কামদার ২০শে সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহার নিজাবাসে ১১৮ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:*:

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

ডাকঘরের দৌরাত্ম্য

(ক) নদীয়া জেলার ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শুভ-মহোদয়কে যাহাতে মৎসর স্বার্থান্বেষিদলের অসচ্চেষ্টার স্তাবক ও সমর্থকরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার ধার্ম্মিকজীবনে কলঙ্কপাত না করিতে হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়

(খ) শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ সুতরাং নদীয়া প্রকাশ-কার্য্যে বিরুদ্ধাচরণ কখনই নির্ম্মৎসর সাধুজীবনের অবলম্বনীয় নহে

(গ) নদীয়াজেলার বর্ত্তমান সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দূরদর্শিতা, নিরপেক্ষতা এবং সত্যপ্রিয়তার আদর্শ বিদ্বৎসম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বাবলম্বন হইতে, সুতরাং সত্যপ্রচারে বিঘ্নোৎপাদন কার্য্য হইতে সকলকেই সাবধান করুক, ইহাই প্রার্থনা

(ঘ) বৈরনির্য্যাতন অবশ্য-কর্ত্তব্য, কিন্তু মিত্র-নির্য্যাতন কখনও কর্ত্তব্য নহে

(২)

মুক্তানর্থ কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্তপাদপদ্মে প্রপত্তিই ভগবৎকৃপা লাভের একমাত্র উপায়; ভক্তপূজা ব্যতীত ভগবৎপূজা দাম্ভিকতা মাত্র

(৩)

ধর্ম্ম-সংস্থাপন বিধি

ডাকঘরের দৌরাত্ম্য

শুনা যায়, কৃষ্ণের ভক্তগণ পরম সুচতুর। কৃষ্ণসেবাবিমুখ জনগণ চতুরতার অভাবে জাগতিক চাকচিক্যে বিমূঢ় হইয়া নিজ অবৈধ বাহাদুরীকে বহুমানন করে। উহাই চতুরগণের ভাষায় অবৈধ অপস্বার্থপরতা।

অপস্বার্থপরতা নানাবিধ উৎপাত আনয়ন করে, যাহাতে মানবের চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত হয়। অপস্বার্থপরতা অগ্নির ন্যায় চারিদিকে বেষ্টন করিলে জীব নির্লজ্জ হইয়া নানাপ্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। অপস্বার্থপর জীবের আদর্শ দর্শনে যাহারা বিমুগ্ধ হয়, তাহারা কোনদিনই চতুর হইতে পারে না। চতুরতার বিপরীত ভাব—নির্ব্বুদ্ধিতা। যাহাতে আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, উহাই চতুরতা; আত্মস্বার্থের ক্ষতি হইয়া অপস্বার্থকে 'ধন' জ্ঞানে আবাহন করিবার প্রবৃত্তিই নির্ব্বুদ্ধিতা বা চতুরতার অভাব।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীমহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তদানীন্তন মায়াবাদ-প্রচারক শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শাসন করিবার জন্য গঙ্গার পূর্ব্বতট অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিপুরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে ললিতপুর গ্রামে এক অবিবেচক সন্ন্যাসিব্রুবের সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন। সেই সন্ন্যাসী স্বাধ্যায়পারঙ্গত চতুর্দ্দশভুবন-পতি স্বয়ংভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবকে ব্রাহ্মণবটুয়াজ্ঞানে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আশীর্ব্বাদকারীর মূলে কদাকার থাকায় তাঁহার আসবসেবা-প্রবৃত্তি ও পঞ্চ 'ম'কারের সাধ্যাঙ্গ ইন্দ্রিয়-পিপাসা নারীসেবা-প্রবলা ছিল। তাহার ফলেই পুরুষোত্তম-সেবা বঞ্চিত হইয়া যোষাপতি অভিমানে তুর্য্যাশ্রমের কলঙ্ক-পতাকা উড়াইতেছিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবৎপ্রেমসেবাপেক্ষা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণরত দুর্ব্বুদ্ধিকেই বরণীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রাকৃত কলতোষি-সম্প্রদায় যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতে গিয়া আত্মোৎকর্ষের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণকেই সার বস্তু জানেন, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গৌরসুন্দরকে আশীর্ব্বাদমুখে তাঁহার বিত্তলাভ হউক, ধনপ্রাপ্তি হউক, পুত্র-পৌত্রাদি সুখ-সৌভাগ্য হউক, মনোরমা ভার্য্যা প্রভৃতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন হউক—এইরূপ তত্ত্বানুধ্যান করিয়াছিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর যোষিৎসঙ্গী-ন্যাসিব্রুবের চতুরতার অভাব জ্ঞাপন করিয়া 'কৃষ্ণভক্তিই' যে একমাত্র আশীর্ব্বাদের উপকরণ—একথা জানাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের নিত্য চিদানন্দময় বৃত্তিতে আর কিছুই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। এই বোধই চতুরতার লক্ষণ। তাহা হইলেই অষ্টপাশাবদ্ধ জীব বাসনা-শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। কৃষ্ণভক্তি-প্রচারক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণসেবা-বিমুখ জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র কখনই প্রকটিত হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-বিমুখ অবিবেচকগণ নানা প্রকারে পথভ্রষ্ট হইয়া চৈতন্যবিদ্বেষের সংকাজিধানে আপনাদিগকে সেনাশ্রেণী ভুক্ত করিয়া গণপতির নিকট বিঘ্ন-বিনাশের প্রার্থনা করেন।

বিরোধী হইয়া প্রতিযোগিতা করিব—এরূপ মৎসরতা উদিত হইলেই বদ্ধজীবের দর্শন কুযোগি বৈভবে আকৃষ্ট হয়। তখন কৃষ্ণভক্তির সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য অনাত্ম-মনের বিচিত্র প্রয়াসসমূহ আমাদিগকে হরি-গুরুজন-বিদ্বেষে প্রধাবিত করায়। তখন আমাদের মনে হয় যে, কংসজননী উগ্রসেন-পত্নী পদ্মা যেরূপ ভ্রান্তিক্রমে কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধারণার অনুবর্ত্তী হওয়াই প্রয়োজনীয়তা আছে। পদ্মা যাদবগণকে উপদেশ দিলেন যে, গোকুলবাসিগণের কৃষ্ণপ্রীতিরূপ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে কৃষ্ণ যেকাল পর্য্যন্ত ব্রজবাসিগণের দ্বারা লালিতপালিত হইয়াছেন, তাহাতে উহাদের যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে প্রদান করিলেই ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিদূরিত হইবে। এইরূপ ধারণা-বিপর্য্যয়কালে যদি কোন মৎসরসম্প্রদায়ে প্রভুর নিত্যপ্রকটস্থলীকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস উপস্থিত হয়, তবে সেই সম্প্রদায়ে নাম লিখাইবার জন্য নদীয়া জেলার ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের কেন প্রবৃত্তির উদয় হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তত্ত্বাবধায়ক শুহ মহাশয় যে গুরুভক্তিরূপ চতুর-নীতির তাবকস্থলে নিজ গুরুদেবের জন্মস্থানের সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন, তাহা অনেকের চক্ষে শোচনীয় অনুষ্ঠান বোধ না হইলেও আমরা ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলে শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যে সকল প্রবৃত্তির পরিচয় তাঁহার ক্রিয়াকলাপে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের কখনই অনুমোদনের বিষয় নহে। ব্যক্তিবিশেষের গুরু—ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের প্রচারক, সুতরাং বহুলোক-প্রচারিত মায়াবাদিনায়কগণের অনুগমন করিয়া শ্রীধামবিরোধ ঐকার্য্যের সাহায্য করিবে—একথা মনে করা অবিসংবাদিত প্রতিহিংসা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদাসগণ ইন্দ্রিয়ধাসক বিষয়লোভি জনগণের বিরুদ্ধে কোন সমরাভিযানে প্রমত্ত হন না, পরন্তু তাঁহারা বদ্ধজীবের তাদৃশী ভগবৎসেবাবিমুখতা অপসারিত করিবার মানসেই নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যে সমগ্র জগতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা করেন।

প্রতিষ্ঠাশালোভিসম্প্রদায় নিজ নিজ দুষ্কর্ম্মসমূহ আবরণ করিবার জন্য যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-প্রদর্শন-মূলে অবিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম-বিরোধ-কার্য্যকেই জীবনের ব্রত বলিয়া নির্ণয় করেন, উহা যে অপস্বার্থপরতা মাত্র, তাহা আর বিচক্ষণ শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। শুহ মহোদয় শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিয়া অপস্বার্থপর জনগণের দ্বারা কখনই চালিত হইবেন না, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কেননা, যোগজীবনের জনক গোস্বামী মহাশয় সংযমন-ধর্ম্মের প্রতিকূল শিক্ষাবিধানের পরামর্শ কাহাকেও দেন নাই।

নির্ব্বোধ লোক অভিনয় করিতে গিয়া 'রাম' সাজে। থিয়েটারে আমি যে 'রাম' সাজিয়াছি, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়া ভাবি, আমিই বুঝি রাম ও রহিম। কৃষ্ণভক্ত চতুরগণ কখনই কোন অসদ্ব্যবহার করেন না। ভক্তিমান্ জনগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই পরমসুখে অসহিষ্ণুতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বিচক্ষণ শুহ মহাশয় একথা জানিয়াও কেন পঞ্চবিদ্ধ অভক্ত-সম্প্রদায়ের সহিত ঐকমত্য স্থাপন করেন, বুঝা যায় না। ভগবান্ বিপথগামী জীবগণের শিক্ষার জন্য এই প্রপঞ্চে ত্রিতাপরূপ বাতাকল পাতিয়াছেন, ভোগী লুব্ধ-সম্প্রদায় ইহাতে পতিত হইয়া অকালে নিজবিনাশ সাধন করে। উহা তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার ফল। কিন্তু বৈষ্ণবনামধারী সম্প্রদায় নানাপ্রকারে চতুরতার নামে যে সেবা-বৈমুখ্য সংগ্রহ করে, তাহাতে অনুমোদন করা কখনই শুহ মহাশয়ের কর্ত্তব্য নয়। কণ্ট্রাক্টরগণ ব্যবসাদার প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ চৈতন্যগণের প্ররোচনায় যে ধর্ম্মের আবরণে স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকবান্ হন, তাহাদিগের সহিত যোগদান করা কি শুহ মহাশয়ের ন্যায় বিচক্ষণ শিক্ষাবিভাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের আচরণ করা কর্ত্তব্য?

শুহ মহাশয় ত জানেন যে, বিদ্ধ বৈষ্ণবব্রুবসম্প্রদায় শুদ্ধভক্তির আদর না করিয়া নানাপ্রকারে ভক্তিবিরোধ-কার্য্যকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রতিপাদন করিবার যত্ন করেন; তাঁহারা ধর্ম্মকে পণ্য জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মের নামে অর্জ্জিত ধন-স্ত্রী, পুত্র ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে ব্যয়িত করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ছলনা করিয়া আত্মমঙ্গলের পরিবর্ত্তে অপস্বার্থবশে দোষসমূহ পরিহারের পরিবর্ত্তে বানরীর বানরশিশুর সহিত আকৃষ্ট থাকিবার অনুকরণ করিয়া থাকেন, উহা ত' কখনই হরিজনের বৃত্তি হইতে পারে না। প্রাকৃত-বুদ্ধি কখনই অপ্রাকৃতরাজ্যের পথপ্রদর্শন করিতে পারে না। উহাতে যতই যাত্রার দলের রাম সাজিবার প্রয়াস হয়, তাহাতে রামের অনুসরণ হয় না, রামের অনুকরণই হইয়া যায়। ধর্ম্মধ্বজিতা কিছু ধর্ম্মাচরণ নহে।

কাঁকড়ার মাঠকে গৌরজন্মস্থান বলিয়া প্রকৃত জন্মস্থানের বিপর্য্যয় সাধনে কতটুকু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, তাহা কি একবারও শুহ মহাশয় আলোচনা করেন নাই? তিনি কাহাকে কাণ লইয়া গিয়াছে বিশ্বাস করিয়া অপস্বার্থপর সম্প্রদায়ের অনুসরণে কেন প্রবৃত্ত, আমরা কি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারি না? কৃষ্ণভক্তগণ বলেন,—যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়াছে, তাহারই নিরপেক্ষতা সম্ভব। অপরের নিরপেক্ষতা কপটতার অন্যতম ভাবমাত্র।

আজ এক বৎসর হইল, শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার জন্য একটি রাজপথের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বিদ্ধবৈষ্ণবনামধারী সম্প্রদায় কতই না বাধা দিবাতে ও দিতেছে। একটী ডাকঘর এখানে হইলে নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্য প্রচুর পরিমাণে অগ্রসর হয়, একথা জানাইয়া বারবার শুহ মহাশয়ের কর্ণের বাধির্য্য অপনোদন-চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেই কথার অনুমোদন দূরে থাকুক, প্রতিকূল-চেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের প্রতি-পদবিক্ষেপে অনেকেই ন্যূনাধিক লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের মুখ্য আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে দুঃখিত হইতেছি। তিনি বিদ্ধ অভক্ত সম্প্রদায়ের প্রতারণায় কেন প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা

তাঁহার উপস্থিতন কর্মচারিগণের নিকট ও পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিব।

নদীয়া জেলার বর্ত্তমান সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই অপবিত্র—'শুদ্ধ' নামধারী সম্প্রদায়ের সকল চেষ্টাই চক্ষুভাবে নিজ তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার সহিত দর্শন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কি শুদ্ধ মহাশয়ের বিদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হয় না? বর্ত্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা নদীয়াবাসী সকলেই ন্যূনাধিক অনুভব করিতেছেন, তাঁহার অনুপম আদর্শের অনুসরণ করিলেও শুদ্ধ মহাশয় নিজ বিভাগে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে আর তাঁহাকে বিদ্ধসম্প্রদায়ের থামা ধরিতে হইত না। বৈরনির্য্যাতন অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা ত শুদ্ধ মহাশয়ের বৈর নহি, শুভানুধ্যায়ী মাত্র।

ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠতা

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

মায়াবদ্ধজীব দোষ-চতুষ্টয়-সংযুক্ত; সুতরাং তিনি যে প্রতি পদে পদে ভুল করিবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভুলের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত হইতে হইবে। দোষ-চতুষ্টয়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে মায়ামুক্ত হইতে হইবে। মায়ার স্বরূপ ও মায়ামুক্তির উপায় নির্ণয়ে শ্রীভগবান্ গীতার ৭ম অধ্যায় ১৪শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে, উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা কেবল আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হ'ন, তাঁহারাই ঐ মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—মায়া-সমুদ্র পারের একমাত্র ভেলা ভগবৎ-স্বরূপে শরণাগতি। কিন্তু বদ্ধজীবের ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞান নাই। আমরা যাঁহার পরিচয় পাই নাই এবং যাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হয় নাই, তাঁহার নিকট শরণ-গ্রহণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব উক্ত বিষয়ের শরণ লইতে হইলে উঁহার পরিচয় লাভ এবং উঁহার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন একান্ত আবশ্যক। উঁহার পরিচয় পাইতে হইলে যিনি উঁহার পরিচয় জানেন, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে হইবে। তাহা হইলে এমন দেখা যাউক, ভগবৎ-স্বরূপ অবগত আছেন কে? গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনিই বিশেষরূপে ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞানলাভে সমর্থ। উত্তমা ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন,

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

যাঁহাতে অন্যাভিলাষিতা নাই, যিনি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা স্মৃত্যুক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা অনাবৃতা এবং যিনি কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুর অনুশীলনপরা সেই ভক্তি-দেবীই 'উত্তমা ভক্তি' নামে অভিহিতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাঁহার হৃদয়ে স্ব-সুখবাঞ্ছা বিন্দুমাত্রও নাই, ভগবানে যাঁহার ভক্তি স্বতঃ উদিতা অর্থাৎ কর্ম্ম, যোগাদির কষ্টকল্পনাশূন্যা বা অপেক্ষারহিতা এবং যিনি কেবল কৃষ্ণ-প্রীতিকর কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত এবং ভ্রান্তির কবল হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে বা ভবসমুদ্র অতিক্রম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহাতে শরণাগতি ব্যতীত, তাঁহার কৃপা ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানে শরণাগতি অসম্ভব, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'

আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্ম-সংস্থাপনবিধি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৩ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ মাধবচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)

যখন জগতে শুদ্ধভক্তি এই প্রকারে বিপন্না, তখন করুণাময়ের আবার আবির্ভাবের সময় আসিল। তখন তিনি আত্মস্বরূপ পার্ষদবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ করিলেন। ইনি যখন প্রকটিত হন, তখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে বড় দুরবস্থা। সে অবস্থা বর্ণন করিলে একখানা বড় পুঁথি হইয়া যায়, তাই যৎসামান্য আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের শত শত আচার্য্য-বংশ, সহস্র সহস্র ভেকধারী বৈরাগী, লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব-চিহ্নধারী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার স্থান-সমূহ, এমন কি তাঁহার জন্মভিটার চিহ্নমাত্রও লুপ্ত হইয়াছিল। বড় বড় দিগ্‌গজ গোস্বামী বাবাজী বৈরাগী নামধারিগণ মহাপ্রভুর লীলা ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন কি গোস্বামী বাবাজীদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত মহাপ্রভুর জন্ম কিসে? বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর কে? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় মহাশয়গণ নিরুত্তর অথচ ইঁহারাই আবার মহাপ্রভুর শিক্ষার শিক্ষক!

এই সময়ে জগতে একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হন নাই। নানাপ্রকার ভ্রমপূর্ণ ২।১ খানা গ্রন্থ বটতলার কৃপায় পাওয়া যাইত। এমন কি, হস্তলিখিত পুস্তকও সুদুর্লভ ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ এহেন দুঃসময়ে জগতে সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া সজ্জনতোষণীনামক মাসিক পারমার্থিক পত্রিকাদ্বারা, বক্তৃতাদ্বারা প্রচারারম্ভ করেন। প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ-সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাঁহারই প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণে পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রচার করিবার জন্য অনেকেই ব্যস্ততা দেখাইয়া দুইচারি পয়সা লাভ করিয়া কিছু কুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ স্বয়ংও শতাধিকগ্রন্থ রচনা করেন। শুধু তাহাই নহে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথের নির্দ্দেশানুসারে ও তাঁহার দিব্য দর্শনে এবং পূর্ব্বকালের সুপ্রাচীন কাগজ পত্র সংগ্রহ করত বহু বহু প্রমাণ-মূলে যে স্থানটী শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবস্থলী বলিয়া অবিসংবাদিতভাবে নিরূপিত হওয়া সম্ভব, তৎকালের বহু বহু গণ্য মান্য বিদ্বন্মণ্ডলিগণ সহ সেই স্থানটীতেই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া শ্রী-ভূ-লীলা সহ শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চা-বিগ্রহ রূপে আবির্ভূত হন ও শ্রীজীবপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হন।

জগতে আমরা বল্মীক ও মুষিক-প্রকৃতির কতকগুলি লোক বিচরণ করি। আমরা কাহারও হিত করিতে সমর্থ না হইলেও অহিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি। অধুনা আনুকরণিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সেই ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের আবিষ্কৃত শ্রীগৌরজন্মস্থলী লোক-লোচনের আড়ালে ফেলাইবার জন্য এবং তাঁহার-আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রবাহ রোধ করিবার জন্য কতই না কলা কৌশল বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন লাভ লোকসান নাই, শুধু স্বার্থহানির কাল্পনিক আশঙ্কা। অবশ্য এই বিরোধ-কল্পে শ্রীধাম মায়াপুর-স্মৃতি হইতে জগতের কিছুও অবসর না থাকিলে ইহাকে কংস, শিশুপাল ও জরাসন্ধাদির ন্যায় সাযুজ্য-গতি লাভ করার সম্ভাবনা অত্যধিক, কিন্তু শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া "সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম—ঐক্য" উক্ত সম্প্রদায়ের এইরূপ ঘৃণ্য গতি লাভের প্রয়াস করিয়া বৃথা কাল-ক্ষেপ হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপাদি-মিশ্রিত ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে। মূর্খতা, শাঠ্যতা, ভক্তচরিত্রে থাকিতে পারে না। অসৎসঙ্গে নামসূর্য্য স্বপ্রকাশিত হন না। হৃদয়ের কুজ্ঝটিকা ও মেঘরাশি অপসারিত না হইলে শ্রীনাম প্রকাশিত হন না, চেঁচাইলে শুধু পিত্তই বৃদ্ধি পায়। শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীকৃষ্ণকামই ভক্তের কাম্য বস্তু। গৃহ-ব্রত—গৃহস্থ নহে। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বানভিজ্ঞগণ কখনও শ্রীকৃষ্ণনাম, গুণ ও লীলা; শ্রীকৃষ্ণধাম—মথুরা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন; শ্রীকৃষ্ণকাম—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সেবাধিকার লাভের যোগ্য কোন কালেই নহেন। এই সমস্ত অন্যাভিলাষযুক্ত ভণ্ড ও পাষণ্ডগণের তাণ্ডব নৃত্য প্রশমন-জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পূর্ব্বাচার্য্য এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অভিন্ন-শক্তি-বিগ্রহরূপে বর্ত্তমান জগদাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব।

এই যুগাচার্য্যবরের আবির্ভাবে জগতে উদাসীন, জড়প্রায় জনমণ্ডলীর মধ্যেও চেতনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এখন আর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্-জনমণ্ডলী, গোস্বামিদল দেওয়া কুদার্শনিক বা অদার্শনিক কথায় কর্ণপাত করেন না। ধর্ম্মের নামে 'ফাজ্‌লামী' কখনও সাধুজনের কর্ত্তব্য নহে—ইহা শুদ্ধভাবে সকলেই অবগত হইয়াছেন। অধুনা অধর্ম্ম-প্রবাহ যত প্রবল, কলি-বিমুখ-মোহিনী-মায়ার তাণ্ডব-নৃত্য যে প্রকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কলি-সম্প্রদায় কর্ম্মের কোলাহলে যেরূপ ভাবে মজিয়া গিয়াছেন, ব্যভিচারি-সম্প্রদায় যেভাবে সকলকে গ্রাস করিতে মুখ-ব্যাদান করিয়া বসিয়াছে, ভারতের ঐতিহাসিক যুগে এইরূপ চিত্র ইতঃপূর্ব্বে ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় দেখা যায় না। এমতাবস্থাতেও যিনি শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীতে বান ডাকাইয়া বিশ্বপ্লাবন যোগ উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি মানুষ রূপধারী হইলেও শ্রীগোলোকাগত অতিমর্ত্ত্য মহা-পুরুষ—শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-স্বরূপবিগ্রহ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় সত্যান্বেষী ও সত্যবিশ্বাসীর নাই ধ্রুব সত্য। আমরা যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের বিধি স্বীকার করি, তাহা হইলে ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মূর্ত্তবিগ্রহ রূপে জানিতে পারিব এবং তাঁহার আনুগত্যই একমাত্র মঙ্গলোপায় জানিব।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৫৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সদ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ স্বর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনুভ ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল্, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদামকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গাঁধক, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গৌড়ীয় কার্য্যালয় প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
গ্রন্থ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২্ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২্ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড
ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-দর্শন। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রোজ-র কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বস্তুর অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২্ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাধনকোষকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩্ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১্ এক টাকা ২য় খণ্ড ১্ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ; ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে
৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে
বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২্ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, দুধতোলা, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১্ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফেরনাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

০ C ৪৪

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [১৭৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই আশ্বিন ১৩৩৭ বুধবার ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কিরণশঙ্কর রায়ের মুক্তি

তামিল নাইডু কংগ্রেস সভাপতি গ্রেপ্তার

বন্যায় টেলিগ্রাফ নষ্ট

খিদিরপুরে স্বদেশী মেলা, বাসন্তীদেবী কর্ত্তৃক উদ্বোধন

সাতমণ ওজনের রমণী

মদের দোকানে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

বিলাতে মোটর ডাকাতি

সম্পাদকের দণ্ড, কানাডায় বেকার

বিলাতে প্রবল ঝড়

ধুবড়ীতে ভূমিকম্প ; রাজকুমারীর দোকান

নানা কথা

কিরণ শঙ্কর রায়ের মুক্তি

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় গত শনিবার রাত্রি ৯টার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। রায় মহাশয় জেলে যাইবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার তেওতার জমীদার ৺হরশঙ্কর রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৯১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বন্যায় টেলিগ্রাফ নষ্ট

ধলেশ্বরী নদীতে ভীষণ বন্যা হওয়ায় নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে টেলিগ্রাফের খুঁটী সকল নদীতে পড়িয়া গিয়াছে।

তামিল নাইডু কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি গ্রেপ্তার

তামিল নাইডু কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ স্বামীনাথ শাস্ত্রী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে খুন

কামিনীকুমার সাহা নামক এক ব্যক্তিকে তাহার আবাস ভবন হইতে কয়েক মাইল দূরে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে। কারণ জানা যায় নাই।

লিবার্টির পুনঃপ্রকাশ

গত সোমবার হইতে লিবার্টি একবাণী, ও নবশক্তি পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতে প্রবল ঝড়

ইংলণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝড় ও ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহাতে ইংলিশ-চ্যানেল রুদ্রমূর্ত্তিধারণ করিয়া অনেক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করে। পেডিংটন হইতে প্রেরিত দুইখানি মাল গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছিল; কেহই প্রাণে মারা যায় নাই।

ধুবড়ীতে আবার ভূমিকম্প

পুনরায় ধুবড়ীতে ভূমিকম্প অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে ৯ বার স্পন্দন হইয়াছে।

সাতমণ ওজনের রমণী

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় রমণী সিনরিনা জাক্তির মাত্র ২১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ওজন ছিল মাত্র সাত মণ ১৫ সের। তিনি কোন মোটর বা রেলগাড়ীতে উঠিতে পারিতেন না। কেননা দরজা দিয়া তাঁহার শরীর ঢুকিত না। অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছিল। রোম নগরীতে ইহার জন্ম হয়।

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

স্থানীয় মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কটকে

স্থানীয় মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং খুব জোরে চলিতেছে। প্রত্যহই দুই একজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইতেছেন। শ্রীযুক্তা রমা দেবী ও মালতী দেবী খুব উৎসাহের সহিত কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য চালাইতেছেন।

বরিশালে ধরপাকড়

বাবুগঞ্জ বাজারে পিকেটিং করার অভিযোগে সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিলাল গাঙ্গুলী ও আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুত মাখনলাল দত্ত ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিলাতে মোটর ডাকাতি

কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একদল মোটর আরোহী ডাকাত "লণ্ডন মিডল্যাণ্ড ও স্কটস্ রেলওয়ের" ব্যাঙ্কিং বিভাগে হানা দিয়াছিল। তখন আফিসে দুইজন কেরাণী বসিয়া অর্থ মিলাইতেছিল, এমন সময় ডাকাতের দল তথায় প্রবেশ করিয়া রিভলবার দেখাইয়া অর্থ লইয়া পলায়ন করে। তাহারা নগদ প্রায় ১২০ পাউণ্ড হস্তগত করিয়া পলায়ন করে। কেহই ধরা পড়ে নাই।

সম্পাদকের দণ্ড

শ্রীহট্ট বিশ্বনাথ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত মনোরঞ্জন সোমকে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহার প্রতি একমাস সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাজকুমারীর দোকান

বর্দ্ধমান মহারাজের কন্যা শ্রীমতী ললিতা রাণী দেবী লণ্ডনে একটি দোকান খুলিয়াছেন। এই দোকানে ভারতীয় আসবাব, চীনামাটির বাসন, বুটিদার কাপড় বিক্রয় হয়।

ইংরাজেরাই ভারতে ব্যবসার দ্বারা টাকা রোজগার করিয়া বিলাতে লইয়া যায়। বিলাতের টাকা বিলাতে বসিয়া রোজগার করার চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম।

খিদিরপুরে স্বদেশী মেলা

খিদিরপুরের ছাত্র সমিতি একটী স্বদেশী মেলার আয়োজন করিয়াছেন। বিগত শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এই মেলার উদ্বোধন করিয়াছেন। মেলা ১২ দিন খোলা থাকিবে। ইহাতে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচুর সমাবেশ হইয়াছে। শনিবার দিন সভার শেষে বাসন্তী দেবী এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ভারত ও ব্রহ্ম

ব্রহ্ম দেশের লাটসাহেব আইন সভার বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে সাইমন কমিশনের প্রস্তাবিত ভারত ও ব্রহ্মে বিচ্ছেদ অধিকাংশ ব্রহ্মবাসীরই অকৃত্রিম আনন্দ এবং সন্তোষের কারণ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ যাহাতে গোল টেবিল বৈঠকে স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে তাহার জন্য তিনি বড়লাট সাহেবকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন।

যে সমস্ত ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিতেছে তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সার জোসেফ্ অগাষ্টাস মঙ গাই নামক একজন কর্মীকে অস্থায়ী লাট নিযুক্ত করায় আইন পরিষদ রাজাকে এবং ব্রহ্মদেশের শাসনকর্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

কানাডায় বেকার

কানাডাদেশে বেকার সমস্যা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় কানাডা সরকার কতকগুলি আইন পাশ করিয়া যাহাতে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বেশী বিক্রয় হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টিত। কার্য্যও কতকটা অগ্রসর হইয়াছে।

যুক্ত সাম্রাজ্য এবং ইউরোপীয় মহাদেশ হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি হয় তাহার উপর বিলাতী মাল অপেক্ষা বেশী শুল্ক লাগিবে।

দেশী জুতা

(মজার গল্প)

যদিও গল্প বলিয়া লিখিত হইল এবং গল্পের ন্যায় শুনায়, তথাপি ঘটনাটী মিথ্যা গল্প মাত্র নহে; কারণ ইহা সিন্ধ অবজারভার এবং র‍্যাডিকাল নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সত্য ঘটনা বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

করাচীর পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিচার্ডসনের আদালতে জগি কাঠিয়া নামক এক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিতে আসেন। তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। তাহার পায়ে দেশী চটি জুতা ছিল। সে গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিচারালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র বিচারক দেখিলেন যে তাহার পায়ে দেশী চটি জুতা; সাহেব তাহাকে জুতা খুলিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "জুতা খুলিয়া ফেল"।

সাক্ষী। কেন খুলিব? আমি খুলিব না। আমি কেবলমাত্র দেবমন্দিরে এবং আপন গৃহে জুতা খুলিয়া থাকি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এ জুতা পরিয়া তুমি আদালতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সাক্ষী। তবে আমার সাক্ষ্য না লইলেই হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যে জুতা পড়িয়াছ তাহা দেশী জুতা, তোমাকে জুতা খুলিতেই হইবে।"

সাক্ষী। আমিও দেশীয় লোক এবং দেশীয় জুতা পরিয়া থাকি। তবে তুমি যদি বল, তবে আমি সাক্ষ্য প্রদান করিবার সময় জুতা খুলিয়া সাক্ষীর কাটরায় উঠিব।

সাক্ষ্য প্রদান করিয়া সাক্ষী বাহির হইবার সময় যখন জুতা পরিতে আরম্ভ করিল, তখন সাহেব বলিলেন, "তোমার জুতা হাতে করিয়া লইয়া বাহিরে যাও"

সাক্ষী। কেন আমি জুতা হাতে করিব? পুনরায় সাক্ষী জুতা পরিতে আরম্ভ করিলে সাহেব একজন আরদালিকে বলিলেন যে, সাক্ষী যাহাতে তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা কর।

সাক্ষী আরদালিকে বলিল, "হাথ মৎ লাগাও" আমার গায়ে হাত দিও না, এই কথা বলিয়া সাক্ষী সদর্পে বাহির হইয়া গেল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। মুক্তিমাল্লিকা অণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) জড়ীয় দেশকালপাত্রের সঙ্কীর্ণ-স্বার্থান্বেষণমূলক ঔদার্য্যকে জগজ্জীবের নিত্যকল্যাণবিধানমূলক মহৌদার্য্যের সহিত সমন্বয় প্রয়াসই ঘোর কলির কার্য্য

(খ) নশ্বর দেহ-মনের সুখানুসন্ধানই যেখানে সকলের স্বার্থগতি, সেখানে একদেশের লোকের অন্য দেশের সহিত বিবাদ করা ত' দূরের কথা, নিজেরাই পরস্পরে বিবদমান, সুতরাং কে কাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে?

(গ) জীব-মাত্রের স্বার্থগতি বিভিন্নমুখিনী না হইয়া একায়নপন্থী হইলে অর্থাৎ একই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাভিমুখিনী হইলে তবেই বিবাদের বা কলির চির প্রশান্তি, নতুবা জড়-স্বার্থান্বেষি দল কখনই উদার হইতে পারেন না

(২)

কৃষ্ণভক্তই সুচতুর, আত্মানাত্মবিবেকহীন কৃষ্ণাভক্তগণের বুদ্ধির মূল্য অন্ধকপর্দ্দকও নহে

(৩) ও (৪)

গোলোকের পারকীয় রস ; শান্তরতি

(৫)

গৌড়ীয়মঠে ভাগবত মহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪০৲ টাকা ভিক্ষা স্থলে ২০৲ টাকা ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রাহকগণ এখন হইতে আর ঐ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবেন না। প্রাচীন গ্রাহকগণ ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ কিছুকালের মধ্যেই পাইবেন।

১০ম স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সূচী যন্ত্রস্থ। সমগ্র দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲ টাকা মাত্র।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০ সাধনকণ ⁄৬
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২ নবদ্বীপশতক ⁄৬
৩৩ অর্চ্চপকক ⁄০
৩৪ সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬ আচমকণ ৷০
৩৭ সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৬
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সাম্যংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

ঘোর কলি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহোদয়-লিখিত)

বর্ত্তমানে ঘোর কলিকাল উপস্থিত। সেই জন্য ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণও পৃথিবীর অন্যান্য অধর্ম্মাচারীদিগের ভাবে বিভাবিত হইয়া দেহমনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য রাজনৈতিক ব্যাপারে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানকার হিন্দুগণ ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন। ধর্ম্মের আলোচনা প্রবল থাকায় ভারতবাসী হিন্দুগণ রাজনীতি, বৈশ্য-নীতি বা শূদ্রনীতিকে ধর্ম্মনীতিরই অধীন বুঝিতেন। কাজেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-স্বভাব-বিশিষ্ট হিন্দুগণ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না; বরং যথাসাধ্য আনুকূল্যই করিতেন। কলিযুগের আগমনে ঋষিগণ-প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকায় উহা বর্ত্তমানকালে শৈথিল্যের প্রায় চরমভূমিকায় পৌঁছিয়াছে এবং তজ্জন্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক হিন্দুব্যতীত অধিকাংশ হিন্দুগণই রাজনৈতিক ব্যাপারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তীরস্থ ব্যক্তি যেমন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অধিকাংশ হিন্দুগণকে ধর্ম্মনীতির অধীনতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অশুভপ্রদ রাজনৈতিক ব্যাপারে গা ঢালিতে দেখিয়া মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণও সেই প্রকার রাজনীতির তুমুল আন্দোলনকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" ন্যায় অনুসারে রাজনীতি-কুশল ব্যক্তিগণ যদি ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুদিগের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণই ধর্ম্মনীতির অধীনতা-শূন্য হেয় রাজনীতির আলোচনা-ফলে দেহান্তে ভীষণ নরকগতি লাভ-মুখে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

রাজনীতির আন্দোলন-দ্বারা দেহমনের ভাবি সুখ-স্বচ্ছন্দতার সাহায্য হইতে পারে বটে; কিন্তু সে সুখ স্বচ্ছন্দতার ভোগ মাত্র কএক দিনের জন্য সম্ভবপর; কারণ দেহান্ত হইলে দেহের অভাবে দৈহিক সুখ সম্ভোগ করা অসম্ভব। দেহ মনের সুখের নশ্বরতা দেখিয়াই আর্য্য ঋষিগণ আত্মার সুখের পক্ষপাতী ছিলেন। আত্মা নিত্যবস্তু এবং ভগবৎসেবায় আত্মার সুখ হয়। সেই সুখ আত্মা নিত্যকাল আস্বাদন করিতে পারেন। সুতরাং নিত্য আত্মার নিত্যকাল স্থায়ী সুখ সাধন করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মনীতির আশ্রয় ব্যতীত যখন তাহা লাভ করা যায় না, তখন ধর্ম্মনীতির আনুগত্য করা মানব মাত্রেরই উচিত। স্বভাবের পার্থক্য হেতু যদি কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মনীতির আশ্রয় লইতে অপারগ হন, তাঁহাদের উচিত ধর্ম্মনীতির আনুগত্যে অন্যান্য নীতি-পুষ্ট আচরণ করা এবং সেইরূপ আচরণ করিতে করিতে যেকালে অন্যান্য নীতির সংশ্রব ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনীতির আনুগত্য করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হইবে, সে সময় হইতে কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা নির্ম্মল ভাবে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করা।

একদেশ-দর্শিতা বা কোনরূপ দর্শন হইতে ধর্ম্মনীতির আনুগত্য-বর্জ্জিত হেয় রাজনীতির ভাব মানব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সর্ব্বদর্শী বা বিশাল দৃষ্টি-সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গ না করিলে একদেশদর্শিতা বা কোনরূপ দর্শন লাভ অনিবার্য্য। কোনরূপ দর্শন জীবকে দেহমনের সুখান্বেষণে রত করায় ও তদ্ধেতু হেয় রাজনীতির ভাব ফুটাইয়া তুলে। সর্ব্বদর্শী ধার্ম্মিকগণের সংস্রবে কোনরূপ দর্শন কাটিয়া গেলে আত্মার সুখ অন্বেষণের প্রবৃত্তি লাভ ঘটে এবং তখন জীব ধর্ম্মনীতির পক্ষ গ্রহণ করিতে উন্মুক্ত হইয়া থাকেন।

হেয় রাজনীতির আন্দোলনকারিগণ বলেন যে, পূর্ব্বে একটী মাত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন আর বর্ত্তমান কালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের তুল্য লক্ষ লক্ষ মানব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যে সব ব্যক্তি আইন অমান্য করিয়া জেলে যাইতেছে এবং প্রায়োপবেশন দ্বারা দেহ ত্যাগ করিতেছে—তাহাদিগকেই উহারা শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গসুন্দরের তুল্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্। মায়াবদ্ধ নশ্বর দেহধারী মানবকে ভগবানের সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করা অতীব অপরাধজনক ব্যাপার এবং মহারৌরব নামক ভীষণ নরকের প্রাপক। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের সঙ্গ অভাবেই জীব হেয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয় এবং দেহান্তে ভীষণ নরক-গতি লাভের জন্যই চর্ব্বাক্য বলিতে সাহসী হয়। মুড়ী ও মিশ্রিকে এক জ্ঞান করা কি কোনরূপ দর্শনের কার্য্য নয়? পুরাণ পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, পুরাকালে ধর্ম্মাধীন ক্ষত্রিয়রাজগণ রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন; কিন্তু এরূপ চর্ব্বাক্য ত' কখনই প্রয়োগ করেন নাই। তাই বলিতেছি, ঘোর কলি আগত! হে সরলমতি ভ্রাতৃগণ, ঘোর কলিকে চিনিয়া তাহার দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করুন এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সঙ্গ আদরের সহিত করিতে থাকুন; নচেৎ বর্ত্তমান হেয়-স্রোতে ভাসিয়া যাইবেন এবং মানব-জীবনকে ধন্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায় অনুসারে হেয়-রাজনীতি-কুশলব্যক্তিগণ মনে করেন, যে, আইন অমান্য করিয়া জেলে বাস করিলেও জেলের মধ্যে প্রায়োপবেশন-দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলে খুবই ধার্ম্মিক হওয়া যায়। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি যেমন বিবর্ত্তের পরিচায়ক, হেয়-রাজনীতি-কুশল ব্যক্তিগণও সেইরূপ বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে ঐরূপ প্রলাপ বকেন। শাস্ত্র-আলোচনার অভাবে হিতে বিপরীত জ্ঞান হওয়াই সম্ভবপর। "ধীরাঃ পশ্যন্তি নারায়ণময়ং জগৎ" এই কথাটী শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। পেচক যেমন সূর্য্যদর্শনে বঞ্চিত, নাস্তিকভাবাপন্ন হেয় রাজনৈতিকগণ সেইরূপ ভগবৎ সূর্য্যের আলোকাভাবে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারে না এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার জন্য লাঙ্গুলহীন শৃগালের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হা ভারতবাসিগণ! আপনাদের পূর্ব্বস্মৃতি কি সমূলে নষ্ট হইয়াছে? শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ কি প্রকারে ধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়াছিল! আর বেশীদিনের কথা নয়, ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের রোলে সমগ্র ভারতবাসীকে কি প্রকার উন্মত্ত করিয়াছিলেন! সেই ভগবৎ-প্রেম-মুখরিত ভারতবর্ষ আজ ভগবৎ-ভাগবতবিরোধিগণের প্রচারিত হেয় রাজ-নৈতিক আন্দোলনে কি প্রকার বিপরীতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, ইহা কি আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নহে? এ প্রকার দুর্ভাগ্যগ্রস্তভাবে আপনারা আর কত কাল কাটাইবেন? ঐ দেখুন—বেদ বলিতেছেন—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত॥

সে বড় চতুর

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

আমরা, চতুর বলিলে ইহাই বুঝিয়া লই, যিনি জগতে যত বেশী প্রকারে কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া ধন, মান, যশঃ-সংগ্রহে যত বেশী দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি তত বড় চতুর। যিনি নানাপ্রকার বাগ্ বৈখরী-দ্বারা লোক সমাজে বাহবা লইয়া অনায়াসে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে পারেন, তিনি আধুনিক বিচারে অত্যন্ত চতুর।

যিনি স্বীয় চাতুর্য্য-প্রভাবে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া নিজের বুদ্ধির বাহবা প্রদর্শন করিতে পারেন, আমরা জগদ্বাসী সেই চাতুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে অক্ষম থাকিয়া, সেই ব্যক্তিটিকেই যুগাবতার খাড়া করিয়া ভোট দিতে ও সংগ্রহ করিতে থাকি। অবশ্য আমাদিগের চতুরতার অভাব-নিবন্ধন যাহারা নাকে দড়ি দিয়া আমাদিগকে ভবের গাছে ঘুরিয়া ঘুর পাক খাওয়াইতে পারেন, তাঁহারা কতুক, বায়সাদির ন্যায় অবশ্যই বুদ্ধিমান্ বা চতুর সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বাস্তব চতুর, বুদ্ধিমান্ কুশল, তাঁহারা চতুর-চতুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত চতুরগণের মূল্য অর্দ্ধ-কপর্দ্দকও স্বীকার করেন না। বরং উঁহারা বৃথা কার্য্যে বুদ্ধি ব্যয় করেন দেখিয়া উঁহাদিগকে চতুরের বিপরীত বলিয়াই জানেন। শুধু নিজে নিজে জানেন না, জগৎকেও জানাইয়া দেন—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে—সে বড় চতুর"। ইহাই বাস্তব চতুরের চতুরতা বা কৌশল। যে চতুরতায় কৃষ্ণভজন-কৌশল নাই, তাহা চতুরতা নহে, ধূর্ত্তের ধূর্ত্তামী; ঠকের ঠকামী; বা অবৈধ দোবাজ্যা, পরপীড়ন-জনিত সুখ বা জীবহিংসন ব্যাপার।

কৃষ্ণ-ভক্তগণ কত বড় চতুর, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায়,—তাঁহারা যদিও জগতে বাস করেন, তথাপি জাগতিক কুকেতর কোন কার্য্যে তাঁহাদিগের সংযোগিতা নাই। তাঁহারা জন বা গণ-মতে তথাকথিত ধূর্ত্ত বা মৎলববাজ লোকদিগের সাহচর্য্যে কোন অনুষ্ঠানে প্রশ্রয় দেন না। এমন কি সে-জন্য যদি কিনি তথাকথিত জন বা গণ-বল হইতে বঞ্চিতও হন, তথাপি শ্রীগুরুদেবের চিবলে বলীয়ান থাকিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন।

জন বা গণ-মত যদি কৃষ্ণভক্তি-বিরোধি মত,—প্রাকৃত-সহজিয়া-মত হয়, তাহা কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বপ্রযত্নে গর্হণ করিয়া থাকেন। তবে কোন বিরোধ উপস্থিত করেন না; তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ এবং তরোরপি সহিষ্ণু নীতির আদর্শ থাকিয়া অহিংসা চতুরতার সহিত তাঁহাদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বথা পৃথক্ থাকেন।

কৃষ্ণভক্তগণ জানেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনোভীষ্ট অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় যাবতীয় চতুরতা নিয়োগ করা। তাঁহারা শ্রীগুরুদেব বা ভক্তভাগবতগণের আনুগত্য ভিন্ন, মৎলববাজ জড়বাদী প্রাকৃতের বিচারোত্থ কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন না।

যদিও বা কৌশলী কৃষ্ণভক্তগণ তথাকথিত সভা-সমিতিতে যোগদানের অভিনয় করেন, তাহা একমাত্র মুকুন্দ-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তনার্থী হইয়া;

উঁহাদিগের প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদে সায় দেওয়ার জন্ত নহে।

প্রাণ গেলেও—বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও কৃষ্ণভক্তগণ প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে তাহাদের দেহ-মনোধর্ম্মোত্থ মতবাদের প্রশ্রয় দেন না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সাহস করিয়া ধৃষ্টতা বশতঃ যদিও মনে করেন যে, আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণ ইদানীং দলে বলে বড়; তখন অঙ্গুলি-পর্ব্বে গণন-যোগ্য কৃষ্ণভক্তগণকে টানিয়া টুনিয়া আমাদিগের পল্লীমঙ্গল, নারীমঙ্গল, দরিদ্র-ভাণ্ডার, অনাথ-আশ্রম, বিধবা-আশ্রম, মাতৃমন্দির, সেবা-সমিতি ও বান্ধব-সমিতি প্রভৃতি ব্যাপারে যোগ দেওয়াইতে পারিব না কেন?

ইহা জগতের মতে চতুরতার বিশুদ্ধ সংস্করণ হইলেও, কর্ম্মিগণের বিচারে সর্ব্বোত্তম পরোপকার হইলেও স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য-সমদর্শী কৃষ্ণভক্তগণ, তাহা অবাধে ধরিয়া ফেলেন। এই খানেই তাঁহাদিগের চাতুর্য্যের দুর্ব্যাবস্থা প্রাপ্তি হয়। (ক্রমশঃ)

গোলোকের পারকীয় রস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬২ সংখ্যার পর)

আবার বাৎসল্য রসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্মব্যাপার নাই। জন্মাভাবে নন্দযশোদার যে পিতৃমাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়, পরন্তু অভিমান মাত্র, যথা—"জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্ত ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য' অভিমান মাত্র নিত্য হইলে দোষ মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোকতত্ত্ব প্রকট হ'ন তখন প্রাপঞ্চিক জগতে প্রপঞ্চময় দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এই মাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণজন্মাদি লীলারূপে প্রতীত হয়, এবং শৃঙ্গাররসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্তই শাস্ত্রে বলেন যে, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ"। এই জন্তই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক দুই প্রকার; যথাঃ—"পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ ইতি"। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য-উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া মিলন-জন্ত রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাহাদের পৃথক সত্তা-যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাহাদের পরকীয় অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং 'রাগে-গোঢ়ল্লঙ্ঘন্ ধর্ম্মং' ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিক-চক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্য ভেদাভেদ—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পারকীয়-সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধিশূন্য রমণ, তদুভয়ে এক রস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগতভ্রষ্টগণের অন্য প্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান। গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াদ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—"যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত পরম সত্য, সুতরাং পরদারত্ব-রূপ প্রতীতিও যথার্থ সত্য। তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই, কেননা তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়-বুদ্ধিতে যে হেয় প্রতীতি হয় তাহাই ছল, তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না।

শান্ত-রতি

ভক্তি ভেদে রতি-ভেদ পঞ্চবিধ, যথা শান্ত-রতি, দাস্ত-রতি, সখ্য-রতি, বাৎসল্য-রতি ও মধুর-রতি। শুদ্ধভক্তি-পথে বিচরণ করিতে থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে শান্ত-রতির উদয় হয়। এই শান্ত-রতিই আবার বিকশিত হইয়া পর পর ভাবে অপর চারি প্রকার রতির আকারে পরিণত হইয়া থাকে

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ হৃষীকপতি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেবনের নামই ভক্তি। সেবার দুইটী প্রধান লক্ষণ অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকা ও কেবল কৃষ্ণপর হইয়া নির্ম্মল ভাবে সাধন ভক্তির অনুশীলন করা। ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা নামক পিশাচীদ্বয় ভক্তিপথের সাধক। ভক্তিতে স্বীয় উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্ত কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না।

ভক্তির তিনটী অবস্থা, যথা সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতে ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে অন্যাভিলাষ রূপ অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, শ্রদ্ধাবৃত্তি ততই উচ্চোচ্চ-ভাব লাভ করত নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও রতি এই সকল নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ভাব অনর্থ-শূন্য হইলেই রতি নামে পরিচয়-যোগ্য হয়।

কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে শম ধর্ম্মটীর উদয় হয়। শমধর্ম্ম হইতে শান্তরতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। শান্তরতিতে কৃষ্ণই এক পরমার্থ-স্বরূপ এবং সমস্ত নিখিল ইতর বস্তু ইত্যাকার নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। শান্তরসে জড়ভোগ-বুদ্ধি অপনোদিত হইলে জীবের স্বরূপ-বুদ্ধির উদয় হয়। স্বরূপ-বুদ্ধির উদয়ে জীবস্বরূপ-গত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং শান্ত-রতির গুণ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা ও ইতর বস্তুতে তৃষ্ণা ত্যাগ।

শান্তরতিতে সচ্চিদানন্দ ভগবদ্ বিগ্রহের স্ফূর্ত্তিতে প্রচুর সুখ লাভ হয়। মাত্র সাক্ষাৎকার জন্য সুখাধিক্য শান্তরতির উদয়ে আস্বাদন-যোগ্য; ভগবানের দাস্যাদি-লীলাসাহচর্য্য-হেতু রুচি শান্তভক্তের তাদৃশ হয় না।

শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ও ইতরবিষয়ে বিতৃষ্ণা রূপ দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা (অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার) এই ধর্ম্মটি নাই। সুতরাং শান্তরসের উপাস্য বস্তুটী পরব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি। সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা আমার প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্য দাস এইরূপ মমতা জ্ঞান যখন সংযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকসিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়। দাস্যরসে ঈশ্বর জ্ঞান ও সম্ভ্রম প্রচুর পরিমাণে থাকে। শান্তরসে সেবা ছিল না, দাস্যরসে তাহা আরম্ভ হয়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে পরপর ভাবে এক একটী করিয়া নব নব গুণের সংযোগ হয়, তজ্জন্য সেবার সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মধুর রসেই সেবার পরাকাষ্ঠা।

পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে যাঁহারা সদ্গুরু-দেবের চরণাশ্রয় করিবার ও তাঁহার আনুগত্যে ভক্ত্যঙ্গযাজন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই শুদ্ধভাবে ভক্তিপথে বিচরণ করিতে ও ক্রমোন্নতিমুখে শান্তাদি রতিবিশিষ্ট হইতে পারেন, নচেৎ নহে। যে সকল ব্যক্তি নিজ চেষ্টা বা কোন কপট ভক্তের ইঙ্গিতানুসারে ভগবদ্ভজনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা কদাপি অনর্থ ত্যাগে সমর্থ হন না এবং তদ্ধেতু শান্তাদিরতি-লাভে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদিগের ভজন ব্যাপারকে ভক্ত্যাভাস বলা হয়। উহা কখন শুদ্ধভক্তি মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ভক্ত্যাভাসের আচরণকারিগণ কপটী। কপটতা হেতু তাহারা মহান্তগুরুর চরণাশ্রয়ে বঞ্চিত থাকে। মহান্তগুরুর চরণাশ্রয় করিলে পাছে ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়েই তাহারা মহান্তগুরুর চরণাশ্রয় করিতে সাহসী হয় না এবং নিজ কপটতাকে ঢাকিবার জন্ত তাহারা অনেক সময় মহান্তগুরুর নিন্দা ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হয়। যদি অজ্ঞানকৃত সুকৃতিফলে কোন দিন তাহারা শুদ্ধভক্তি-পথে চলিবার বুদ্ধিলাভ করে, তবেই তাহারা নিজদিগের পূর্ব্বকৃত কাপট্য বুঝিতে সমর্থ হইবে, নচেৎ নহে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'

২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ

১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও ভক্তীয়গণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসবসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যাসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে ঊর্জ্জাব্রতকালে নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীভক্ত-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় ঊর্জ্জব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের সার্ব্বিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

উৎসবের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

———

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপ্রভু প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার-রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বেদপন্থা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্রলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়লে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্ত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা।
আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড
ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমাবৃত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনব-দ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলীঃ—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবদ্ধ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবদ্ধ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন প্রভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

রুক্ষঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরার্স কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরার্স কুইনিনের ২।৩টা ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টা ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রেঃ ৩৲ টাকা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী
২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ গৈলাগ্রাম, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ক্যাপসুল ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**
কম্বেপুর, পাতেলঘাট পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা—
নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৮ই আশ্বিন ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কলিকাতায় ভূমিকম্প

কণ্টাইতে গ্রামবাসীর বিপদ—
পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃত্যু

বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ

সকল কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী

আন্তর্জ্জাতিক নৌবল

বম্বে, নাদিয়াদ প্রভৃতি স্থানে মহিলা গ্রেপ্তার

নেতা বিচারালয়ে

পুলিশের গুলিতে ৪ জন হত ও ৫০ জন আহত

সীমান্তে শান্তি

নানা কথা

সকল কংগ্রেস কমিটী বেআইনী
পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র খানাতল্লাস

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে সমস্ত কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী কারণ ঐ সকল কমিটী গভর্ণমেণ্টের আইন ও আদেশে হস্তক্ষেপ করে এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের বিঘ্ন উৎপাদন করে।

এই আদেশ প্রকাশিত হইবার পর পাঞ্জাবের বিভিন্ন সহরে পুলিশ কংগ্রেস আফিস ও সত্যাগ্রহীদের গৃহ খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসিতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। এই খানাতল্লাস মধ্য রাত্রে হয়। জাতীয় পতাকা, সাইন বোর্ড কাগজ এবং এমনকি রুটী পর্য্যন্ত পুলিশেরা লইয়া গিয়াছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী জগৎ নারায়ণ গত রাত্রে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নেতা বিচারালয়ে

নিউ দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, যুদ্ধ সভার নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ আসাফালির বিরুদ্ধে রুজু মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছেন।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে তাঁহ আনসারির গ্রেপ্তারের পর আসামী আপনাকে ডিক্টেটার বলিয়া প্রচার করেন। এবং একটী সভায় বলেন যে তিনি টাকা এবং লোক চাহেন।

কলিকাতায় ভূমিকম্প

গত ২২শে সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রি ৮-১০ মিঃ সময়ে কলিকাতায় সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছিল। কম্পনের কাল ১ মিনিট স্থায়ী ছিল।

কণ্টাইতে গ্রামবাসীর বিপদ
পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃত্যু

সার্কেল অফিসার; পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং বহু কনষ্টেবল মিলিত হইয়া চরপণিয়া গ্রামে চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিতে যান। গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া ট্যাক্স দিতে অসম্মতি জানায়। সারকেল অফিসার তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু তাহারা চলিয়া যায় নাই। তখন পুলিশ গ্রামবাসিগণকে আক্রমন করে।

পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

চারিজন হত ও পঞ্চাশ জন আহত

পুলিশ গিটুল জেলায় বরদেতি গ্রামে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। সেখানে আসামীদের স্বজাতীয় গণেরা পুলিশকে বাধা দেওয়ায় পুলিশ গুলি চালায়। ফলে চারি জন হত এবং পঞ্চাশ জন আহত হয়।

সীমান্তে শান্তি

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আর কোন গোলযোগ নাই। নিয়মিত দৈনিক তারের খবর কল্য হইতে বন্ধ হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক নৌবল

ফরাসী এবং ইটালীর মধ্যে জেনেভায় শক্তি পুঞ্জের আপেক্ষিক নৌবলের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। মতভেদ এত বেশী হইয়াছে যে কথাবার্ত্তা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

আট জন মহিলা গ্রেপ্তার

নাদিয়াদ হইতে সংবাদ এই যে মদের দোকানে পিকেট করার জন্য ৮ জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের কোলে একটী ছয়মাস বয়স্ক শিশু ছিল।

কাশ্মীর ষ্টেটের আদেশ

মহামান্য কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন যে,—

(১) রাজনৈতিক কোন মিছিল শোভাযাত্রা বা কথাবার্ত্তা তাঁহার রাজ্যে হইতে পারিবে না।

(২) কোনরূপ পিকেটিং হইতে পারিবে না।

(৩) কৃষক শ্রেণী যাহাতে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে না পারে তদ্বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীরা হুঁসিয়ার থাকিবেন যাহাতে তাঁহাদের সন্তানেরা ইহাতে যোগদান না করে।

(৫) কোন ছাত্রেরা রাজনৈতিক গণ্ডগোলে যোগদান করিতে পারিবে না; যোগদান করিলে তাহাদিগকে স্কুল বা কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের নাম পুলিশকে দেওয়া হইবে।

(৬) এবং তাঁহার রাজ্যে জাতীয় পতাকা কেহ উত্তোলন করিতে পারিবে না অথবা 'ইনকুইলাব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি আপত্তিকর বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর মহামান্য স্যার হ্যাগ ষ্টিফেন্সন সস্ত্রীক দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

প্রাতঃকালে মহামান্য আগাখান বাহাদুর সস্ত্রীক বোম্বে হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

গত সোমবার বড় বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার দরুণ ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মৌলানা সাহেব নামক এলাহাবাদের জনৈক প্রসিদ্ধ কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মহিলা গ্রেপ্তার

বোম্বে 'সমর পরিষদের' অষ্টম প্রেসিডেণ্ট, শ্রীমতী রমাবাঈ কামদার, ১৯ বৎসর বয়স্কা কুমারী বিলসেদ সাহেব 'কংগ্রেস বুলেটিনের' সম্পাদক, সমর পরিষদের তিনজন মেম্বার এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন জামিয়েট্‌ সিং সকলে কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশিত করিবার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীমতী কামদার ও কুমারী সাহেব তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য সকলে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ

বিশ্ববিদ্যালয়-সঙ্ঘ ষষ্ঠ বৎসরে পৌঁছিল। উক্ত সঙ্ঘ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাসমূহে ইংরাজী ভাষার লোকপ্রিয়তার হ্রাস হইয়াছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন গত বৎসর এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই সঙ্ঘের চেষ্টায় বেতার বার্ত্তা কোম্পানী শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথা দেশময় শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের বেকার সমস্যার সমাধানে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর।

ভারত সরকার এই সঙ্ঘের উপকারিতা জানিতে পারিয়া এই সঙ্ঘ হইতে ৪ জন প্রতিনিধিকে নিখিল ভারত ক্রীড়াসভায় স্থান দিয়াছেন।

চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগেও দুইজন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

তথাকথিত কর্পূরতলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘকে জানাইয়াছেন যে কর্পূরতলার রাজ-সরকার ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তুলিয়া দিয়াছেন।

অনেক স্থান হইতেই এইরূপ বাজে উপাধি দেওয়া হয়। এই সমস্ত বন্ধ করিবার উপায় এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ নিখিল বিশ্বজাতি সঙ্ঘের সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিগণের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। এবং বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর এই সঙ্ঘের সহিত সহযোগীতা করিতেছেন।

উক্ত সঙ্ঘ একটি ব্যায়াম চর্চ্চার সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা পাটনা এলাহাবাদ, আলিগড় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যায়াম সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন।

বাজার দর

চাউল

দাদখানি	১২৲ হইতে ১৪৲
কাটারি ভোগ	
বাদসা ভোগ	৮৷৷৹ হইতে ৯৲
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৮৷৷৹ " ৯৲
ঐ (মাঝারি)	
কোরা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৭৷৷৹
ঐ (মাঝারি)	৭।৹
ভাসা মাণিক	৬৷৷৹ হইতে ৭৲
নাগরা	
ঝিঙ্গাশাল	৬৷৷৹
পাটনাই (সরেশ)	৬৷৷৹ হইতে ৬৸৹
ঐ (মাঝারি)	৬।৹
কলমা	৫৷৷৵৹ হইতে ৫৸৹
চাটা বালাম	৮৲ হইতে ৮৷৷৹

কলিকাতা

গোর চোর

মিরাটের নিকট একজেনার আর্ক-ডিউক জোহন এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি আছে। যখন আর্কডিউককে প্রোথিত করা হয় তখন তাঁহার তরবারি এবং অন্যান্য বহু মূল্য দ্রব্য তাঁহার সহিত প্রোথিত হয়। তাঁহার স্ত্রীর গাত্রে ও বহু মূল্য অলঙ্কার আছে।

চোরেরা পাথরের গোর খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা উপরের পাথর সরাইয়া ফেলিলেও কফিন ভাঙ্গিতে সমর্থ হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর নিমন্ত্রণপত্র

(২)

'বাল্‌তী'জাতীয় সকুণ্ঠ সঙ্কীর্ণ বিষয়ে অভিনিবেশ-বিভ্রমানে বৈকুণ্ঠ-বস্তু শ্রীধামতত্ত্ব নির্ণয়ের স্পর্দ্ধা বামনবটুর চন্দ্রলোকে হস্ত-প্রসারণের ন্যায় হাস্যাস্পদই হইয়া থাকে, সুতরাং উহা বহির্ম্মুখলোকরঞ্জনোদ্দেশে যত্নপর প্রাকৃত-নটের পক্ষেই শোভনীয় হইতে পারে

(৩)

মৎসরগণ স্বীয় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও বাস্তবসত্যের বিরোধী হইবার দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারে না

(৪)

কৃষ্ণভক্তই সুচতুর

(৫)

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাধু-শাস্ত্রের সেবাফলেই ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতির বা ভাগ্যের উদয় হয়, তাহাই কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সাধুসঙ্গে রুচি প্রদান করে, সাধুসঙ্গ হইতেই ভজনোন্নতি হয়

(৬)

অহঙ্কারই জীবের আত্মবিনাশের মূল কারণ

পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর নিবেদন-পত্র

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ৭ই কার্ত্তিক (১৩৩৭), ২৪শে অক্টোবর (১৯৩০) শুক্রবার হইতে ১৫ই কার্ত্তিক (১৩৩৭), ১লা নভেম্বর (১৯৩০) শনিবার পর্য্যন্ত নয় দিবস কাল প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা-সভার অধিবেশন হইবে। আলোচ্যবিষয়ের পঞ্জী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই আলোচনা-কার্য্যে আপনাদের সহায়তা বিশেষ আদরণীয় জানিয়া আলোচ্যবিষয়সমূহে আপনাদের অভিমত প্রার্থনা করি। এতদুদ্দেশ্যে কএকটী জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য একটী প্রশ্ন-পত্রিকা এতৎসহ সংলগ্ন হইল। আশা করি, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে আপনাদের সম্প্রদায় বা আপনাদের ধর্ম্মের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তাকারে আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩০) শুক্রবার তারিখের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঠিকানায় প্রেরণ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। সম্মেলন-কালে ভবদীয় উপস্থিতি ও আমাদের প্রার্থনার অন্তরম বিষয়।

বিনীত—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (আচার্য্যত্রিক, ভাগবতরত্ন)

নয় দিবসের মূল আলোচ্য-বিষয়ের

১। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) চিদচিদ্বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের আকর, যন্ত্র, সিদ্ধান্ত, সঙ্গতি ও ধারণা।

২। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) আত্মজিজ্ঞাসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, পরিকর-জিজ্ঞাসা, অন্যাশ্রভেদ, সশক্তিক ও নিঃশক্তিক বিচার, স্বরূপ-নির্ণয়।

৩। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) উপাস্য-পর্য্যায়, উপাসক-পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব বস্তু-বিজ্ঞান।

৪। (অভিধেয়-পর্য্যায়) প্রবৃত্তিমুখে বিভিন্ন সাধন-চেষ্টা ও তাহাদের স্থান-নির্ণয় (যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তির সাধারণ বিচার)।

৫। (অভিধেয়-পর্য্যায়) ভজন-প্রকার-ভেদ

৬। (অভিধেয়-পর্য্যায়) ভক্তিস্বরূপ।

৭। (প্রয়োজন পর্য্যায়) প্রয়োজন-তত্ত্ব বা পরমার্থ-নির্দ্দেশ।

৮। ব্যতিরেকমুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সমাধান।

৯। অন্বয়মুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সমাধান।

[প্রশ্ন-পত্রিকা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে আবশ্যক কি ?

শ্রীধাম মায়াপুর টীনের বালতীর মত একটা জিনিষ নহে। ধর্ম্ম একটা পেট চালাইবার বস্তু নহে। তথাপি সারুটিয়ার কেরাণীর এজেণ্ট শ্রীমান্ নটবর দত্ত কতকগুলি অসত্য কথা সত্য বলিয়া চালাইবার কন্‌ট্রাক্ট পাইয়াছেন। এইরূপ অসত্য কথা বহুবার সারুটিয়ার কেরাণী দুর্ভিসন্ধিমূলে চালাইতেছিল। এক্ষণে সেস্থান অধিকার করিয়াছেন কণ্ট্রাক্টার সাহেব। 'চিরে নবদ্বীপ' পাঠ করিয়া মানে বুঝিতে না পারিলেই এইরূপ অনভিজ্ঞতা ও মূর্খতার বশবর্ত্তী হইতে হয়।

একটু লেখা পড়া শেখা থাকিলে ভাব-জ্ঞান আশা করা যাইত ; কিন্তু দোকান ঘর শিক্ষা-মন্দির না হওয়ায় সাধারণ বিচার অতিক্রম করিয়া যে ন্যাকা বোকা সাজিবার প্রয়াস, তাহা আমরা আদর করিতে পারি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যাঁহারা বেলাল-এর সময় মনে করেন, তাদৃশ অর্ব্বাচীনের সহিত কোন ব্যক্তি আলাপ করিতে প্রস্তুত নয়। যাহাদের মস্তকের ক্রু-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহারাই নটবরের নাট্য দর্শনে তাহাকে নাচাইবে।

আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ !

শ্রীশ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুরের বিদ্বেষিদলের মধ্যেই উৎবিউক্ত মাৎসর্য্যভাবটী বেশ ফুটীয়া উঠিয়াছে, দেখা যায়। নিজেদের ধর্ম্ম যায়, খ্যাতি যায়, কুল, ধন, মান—যথা-সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয়, তাহাও স্বীকার, এমনকি এমন সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনটী বৃথা চলিয়া যাউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই, তথাপি মৎসর ধর্ম্মধ্বজিদল শ্রীধামমায়াপুরের সেবা-সৌষ্ঠব কিছুতেই দেখিতে পারিবে না, শ্রীধামবাসিগণের কিসে মন্দ করিবে, এই চেষ্টাই তাহাদের প্রবল হইয়াছে। ধিক্ তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে—ধিক্ তাহাদের সরলতায়—ধিক্ তাহাদের সত্যানুরাগে আর শতধিক্ তাহাদের মনুষ্যত্বে ! একটী মহাজন-বিঘোষিত বাস্তবসত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও তাহাদের এখনও চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না ! ধন্য তাহাদের মৎসর প্রাণ ! সত্যাবিষ্কারের পন্থা কি মাৎসর্য্য ?—কুটীলতা ?—অসৎ-সঙ্গলোলুপতা ?—অসত্যপ্রিয়তা ? —ভগবৎভাগবত-কৃপোপেক্ষা ? না—তদ্বিপরীত নির্ম্মৎসর মহাজন-পন্থানুসরণ ? জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া কি এখনও সামান্য দুষ্টবালকের ন্যায় পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে হইবে ? এখনও কি সাবধান হওয়া ভাল নয় ? পরের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজেরই অনিষ্ট হয়, ইহা অজ্ঞবালকেও ত' জানে। ভগবৎ-কৃপা-বলে বলীয়ান মহতের কোন অনিষ্ট করার কাহারও সামর্থ্য নাই। সত্যানুসন্ধান সম্বন্ধে মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সেই পন্থা অবলম্বনই বাস্তবিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শ্রীভগবান্ সরলচিত্ত অজ্ঞকে ক্ষমা করেন, কিন্তু কুটীলচিত্ত বিজ্ঞকে কখনও ক্ষমা করেন না—ইহা পরম সত্য কথা। সত্যই বিজয় লাভ করেন, অসত্য চিরকালই পরাজিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত হইয়া থাকে।

সে বড় চতুর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৫ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত)

মায়াশক্তি-পরিচালিত প্রাকৃত সভা-সমিতি কখনও মঙ্গল দিতে সমর্থ নহে। জাগতিক বিচারে যাহা মঙ্গল বলিয়া কথিত, কিন্তু বাস্তব অমঙ্গল, তেমন কিছু লাভ হইতে পারে। মায়া নিজেই বহিরঙ্গা শক্তি থাকিয়া জীবকে বহির্ম্মুখ ধর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিবার নিমিত্ত সতত উৎকণ্ঠিতা।

সেবা করা ধর্ম্ম মায়ার আচরণে নাই। শুধু সেবাগ্রহণ অর্থাৎ ভোগ-প্রবৃত্তি শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার স্বাভাবিকধর্ম্ম। ঐ সকল সমিতি 'বান্ধব-সমিতি' বলিয়া পরিচয় দিলেও যে পর্য্যন্ত তাঁহারা আত্মমঙ্গলেচ্ছু হইয়া নিত্য পাকড়, পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনানুসন্ধানে নিযুক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বান্ধবের কাচ কাচিলেও অবান্ধব বা 'বঞ্চন' নামক দস্যু বই আর কিছুই নহেন।

অবশ্য সকলের উপকার করা বাস্তব সত্যকথা। কিন্তু নিজে উপকৃত না হইয়া নিজে দারিদ্র থাকিয়া অপরকে উপকৃত করিতে যাওয়া বা দান করিতে যাওয়া যেরূপ বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তেমন আর কিছুই নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যাচার।

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণবিষয়ে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব অবগত হইয়া নিজের জন্ম সার্থক করিতে হইবে। তৎপর শ্রীগুরুদেবের আদেশে পরের উপকার করিতে হইবে।

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই
দেশ॥"

সেই জনই বাস্তব চতুর, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যের বর্ণে বর্ণে সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া জাগতিক নিরর্থক ব্যাপারে প্রীতি করেন না।

প্রাকৃত সহজিয়া-সঙ্গে অধঃপাতে যাইয়া কোটী কোটী জন্মাবধি প্রাকৃত সমিতি গঠন করিলেও নিজের বাস্তব কোন মঙ্গল হইবে না। সেই ত্রিতাপে বিদগ্ধ হইতেই হইবে, সংসার দাবানল নিরন্তর দগ্ধীভূত করিতেই থাকিবে, পরন্তু মন্দোদয়া দয়ার আবাহন করিতে যাইয়া, যে পল্লী, যে নারী, যে বিধবা, যে দরিদ্র, যে অনাথগণের মঙ্গল করিতে যাইব এবং যাহাদিগের বান্ধব হইয়া সমিতি গঠন করিতেছি বা সেবা করিতেছি, একদিন হয় তাহারাই আমার অমঙ্গল চিন্তা করিবে নতুবা আমিই প্রাকৃতিক নিয়মে অন্য-সঙ্গ হইতে বাধ্য হইয়া বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্তাবস্থায় তাহাদের পরম শত্রু হইয়া নিয়ত অমঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টিত হইব। ইহা জাগতিক ঘটনার নিত্য-নৈমিত্তিক কথা-সার।

একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বা তদ্ভক্তগণের দয়া বা দানে, মন্দের উদয় হয় না। তাঁহাদের দয়া অমন্দোদয়দয়া এবং তাঁহারাই একমাত্র অমন্দোদয়দয়ানিধি। যাঁহারা অলসতা বা কপটতার দোষে দুষ্ট থাকিয়া এই অমন্দোদয়দয়ানিধির কোন সন্ধান রাখেন না অথবা রাখা প্রয়োজন বোধ করেন না, বৃথা কার্য্যে সময়াতিবাহিত করেন, কৃষ্ণভক্তগণ তাঁহাদিগের কোনপ্রকার বুদ্ধি-কৌশল বা চতুরতার প্রশংসা করেন না বরং অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া নিত্য মঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার করেন।

যিনি যে পরিমাণে কৃষ্ণ সেবা-পরায়ণ, কৃষ্ণভজন করেন, তিনি সেই পরিমাণে এইসকল বিষয়ে সজাগ ও চতুর। আবার মহাজনের বাক্য—'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।' বাস্তবপক্ষে কৃষ্ণভজন হইতেছে, কি ভণ্ডামী হইতেছে, এই চতুরতাদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়।

ভাগ্যে থাকে হবে

(শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী লিখিত)

আমরা অনেকেই বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে পাশ কাটাইয়া পালাইবার জন্য নানা-

যুক্তি তর্কের আবাহন করিয়া থাকি। যদি তাঁহারা একটু বেশী কড়াকড়ি করিয়া ধরেন, তাহা হইলে বলিয়া থাকি, মহাশয় অত যুক্তি তর্কে কাজ কি, "ভাগে থাকে ত' হবে"। আপনাদেরই ত চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে :—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

অতএব সব ভাগ্য। তিনি যদি কোন দিন আমাদের সংসার-বাসনা ক্ষয় করান, তা'হলেই হবে, নচেৎ উপায় নাই।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মহাশয় ভাগ্যটী কি বস্তু এবং কোথা হইতে উহার উৎপত্তি? প্রত্যুত্তরে কেহ বা নীরব থাকেন আবার কেহ বা তর্ক উঠাইয়া বলেন ঐ পয়ারেই ত' রহিয়াছে—সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে হয়। এখন বক্তব্য, যদি সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের এমন এক ভাগ্যের উদয় হইবে, যাহার ফলে আমাদের সংসার ক্ষয় হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিবে তাহা হইলে সাধন ভজন ইত্যাদি মহাজন-বাক্য-গুলির আর সার্থকতা কোথায়? ভাগ্য ত' একটা অন্ধ ঘটনা। নিজেরা ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পাছে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়, তাই পতিতপাবন অভিন্ন-গৌরহরি শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী ঠাকুর আমাদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন :—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

আমরা যদি প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্য জানিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান-মদ ও বিদ্যামদ দুটী একটু ছাড়িয়া বৈষ্ণব ঠাকুরের আনুগত্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে, নচেৎ আমাদেরও কাবুলি সাহেবের কাঁটাল ভক্ষণের অবস্থা হইবে অর্থাৎ সার ফেলিয়া অসারে মজিয়া লাভ হইবে শ্মশ্রু গুম্ফগুলির লোপ-সাধন। অতএব ভাই সব খুব সাবধান! কারণ ভাগ্য-ফলে ভগবদ্ভক্তি হয় সত্য, কিন্তু আবার ভাগ্য-ফলেই আমরা এই মায়া-কারাগারে আসিয়া ত্রিতাপজ্বালায় ক্লিষ্ট হইতেছি। এটী যেন ভুল না হয়। কিরূপ ভাগ্যফলে ভগবৎ-চরণে রতি হয়, তাহা বারান্তরে "ভাগ্য" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

অহঙ্কার

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী-লিখিত)

বাল্যকালে একটি গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা এই :—

কোন একটি পুষ্করিণীতে একটি ভেক বাস করিত। তাহার কতকগুলি ছানা ছিল। একদা ভেক আহারান্বেষণে গমন করিলে, একটি হস্তী সেই পুষ্করিণীতে জল-পান করিতে আসে। ছানাগুলি অতবড় জন্তু কখনও দেখে নাই। হঠাৎ সেই বিপুলকায় হস্তীকে দেখিয়া তাহারা অতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের মাতা ফিরিয়া আসিলে, তাহার নিকট ঐ হস্তীর আগমনসংবাদ ও বৃহদাকারত্ব সম্বন্ধে ছানাগুলি অনেক কথাই বলিতে লাগিল। তখন ভেক নিজের শরীরটা একটু ফুলাইয়া ছানাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল "সেই জন্তুটি এত বড় হইবে কি?" ছানাগুলি উত্তর করিল, "উহা অপেক্ষা অনেক বড়।" তখন ভেক তাহার শরীরটাকে আরও একটু ফুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি এত বড়?" তাহারা উত্তর করিল, "উহা হইতে অনেকগুণ বড়।" এইরূপে একটু করিয়া ফুলাইতে ফুলাইতে পেটটি ফাটিয়া ভেকপ্রবরের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল।

শাস্ত্র অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবার জন্য জীবগণকে বহু উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিকৃতমস্তিষ্ক জীবগণ সেই অহংকারকে বাড়াইতে বাড়াইতে একেবারে 'সোহং' অর্থাৎ আমিই ভগবান্ হইবার জন্য প্রয়াস করে এবং ঐ ভেকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অহংকারকে বৃদ্ধি করিতে করিতে যে 'সোহহং' হইবার প্রচেষ্টা, তাহা কিছু অহংকার ত্যাগ নহে। এইরূপ বড় হইবার চেষ্টা অসুরগণেই পরিলক্ষিত হয়। অসুরগণ বড় হইবার নিমিত্ত শুদ্ধ, শান্ত দেবগণের সহিত বহুযুদ্ধ করিয়া থাকেন এবং অবশেষে ঐ ভেকের দশা লাভ করেন, এতদ্বিষয়ক প্রমাণের শাস্ত্রে অভাব নাই।

জীবে ভগবানে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জীব সহস্র চেষ্টা করিলেও 'সোহহং' হইতে পারিবে না। ক্ষুদ্র ভেকের স্বরূপে যেরূপ হস্তীর মত বৃহৎ হইবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপাদান নাই, ক্ষুদ্র জীবের স্বরূপেও সেইরূপ শ্রীভগবানের ন্যায় বৃহৎ হইবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপাদান নাই। ভেকের যেরূপ হস্তী হইবার চেষ্টা বৃথা ও সঙ্কটময় তদ্রূপ জীবেরও 'সোহহং' হইবার চেষ্টা বৃথা ও সংকটময়।

সাত্বত শাস্ত্রসমূহ বলেন—জীবে ভগবানে ভেদাভেদ তত্ত্ব। জাতীয়ত্বে জীবে ভগবানে ভেদ নাই বটে, কিন্তু পরিমাণগত সত্তায় জীবে ভগবানে অনেক পার্থক্য। জীব ও ভগবান্ উভয়ই চৈতন্যময় বস্তু, সুতরাং অভেদ, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ অণু এবং ভগবান্ স্বরূপতঃ বৃহৎ, সুতরাং ভেদ। শ্রীভগবান্ হইতেই জীবগণের উৎপত্তি। সূর্য্য হইতেই কিরণকণসকল নিঃসৃত হয় বটে; কিন্তু কিরণকণ কখনও সূর্য্য হইতে পারে না, কারণ পরিমাণগত পার্থক্য বর্ত্তমান। জাতীয়ত্বে এক হইলেও পরিমাণগত পার্থক্য-হেতু জীব মায়াবশযোগ্য, কিন্তু শ্রীভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা, কোন অবস্থাতেই মায়াবশযোগ্য নহেন। শাস্ত্র বলেনঃ—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে ইত্যাদি।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভগবত্তাই এইটুকু যে, তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই বশীভূত হন না, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব প্রকৃতিস্থ হইলে প্রকৃতির গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া যায়। তত্ত্বমুক্তাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি যে,—

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি-
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥

অর্থাৎ হে জীব, যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত-তরঙ্গ বর্ত্তমান, তদ্রূপ আমরাও চিৎসমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্তজীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেমন কখনই 'সমুদ্র' বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমি কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।

অর্থাৎ জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

অর্থাৎ শ্রুতিগণ কহিলেন :—হে নিত্যস্বরূপ, শরীরধারী জীব-সংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত' এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া, যদি কেহ বলে যে, 'জীব' ব্রহ্মার ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি সেব্য—এই নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বস্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্যসদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণ-স্থানীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশ রূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ববিষয়ে আপনার সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥
যেই মূঢ় কহে—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেইত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

সুতরাং জ্ঞানিগণের যে 'সোঽহং' হইবার প্রচেষ্টা, তাহা ভেকের ন্যায় বাহাদুরী বই আর কি?

প্রশ্ন-পত্রিকা

[সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনক্রমে গুম্ফিত শতাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক (১২৫) প্রশ্ন]

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিষয়ক

১। জ্ঞানের স্বরূপ কি?

২। জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপ কি?

৩। জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব সংরক্ষণের কালের পরিমাণ কি?

৪। জ্ঞাতা কে? জ্ঞাতার বিশেষণ কি?

৫। জীবের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি?

৬। জীবের পূর্ণ-জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব কি না? যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ণজ্ঞাতৃত্ব কাহার?

৭। পূর্ণজ্ঞাতার অজ্ঞানাশ্রয় সম্ভব কি না?

৮। জ্ঞানের স্থূলাধার, জ্ঞেয়ের স্থূলাধার ও জ্ঞাতার স্থূলাধার এবং তাহাদের সূক্ষ্ম আধারের মধ্যে কাহার কতদিন আয়ু?

৯। অজ্ঞান-অমিশ্র শুদ্ধজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানাশ্রিত বোধের পার্থক্য কোথায় এবং কি পরিমাণ পার্থক্য?

১০। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মের কিরূপ ধারণা করিতে হইবে?

১১। দৃশ্য জগতের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধ কতকাল স্থায়ী?

১২। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে; শ্রোতা, শ্রবণীয় ও শ্রবণ বিলীন হইলে; নাসা, ঘ্রাণ ও গন্ধ একীভূত হইলে; জিহ্বা, আস্বাদন ও রসের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইলে; ত্বক্, স্পর্শ ও সংযোগের বৈশিষ্ট্য না থাকিলে জ্ঞান-রাহিত্য বা জ্ঞান-সাহিত্য কোন্‌টী অবহিত হয়?

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিক-পত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্মারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথস্বর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীত্রিবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য।

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল প্রাচীন

সর্ব্বাবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

স্বপ্নাদিষ্ট

মদন মঞ্জরী

ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, মধুমেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"মন্মথবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ট্রং ৩৲ টাকা।

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… …………….আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সঞ্জীবনের ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কস্তেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তোলগ্রাফেরনাম
"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Registered No. C 1F44,

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই আশ্বিন ১৩৩৭ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

বঙ্গের নেতৃবৃন্দের মুক্তি

গোলটেবিলবৈঠকে মিঃ জোসির নিমন্ত্রণ

দ্বীপান্তর

৪,০০০ হাজার টাকার অবৈধ কোকেন

মিঃ গান্ধির জন্মোৎসব

মিঃ হড্‌সনের অস্ত্রোপচারে ডাঃ এস্‌, সি, ঘোষ

কংগ্রেস নেতার পীড়া

ময়মনসিংহে ২ জন খুন

মিঃ প্যাটেল সংবাদ

পোষ্টমাষ্টারের দণ্ড ; পুলিশ খুনে খালাস

নানা কথা

বঙ্গের নেতৃবৃন্দের মুক্তি

সুভাষবোস ও সেনগুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম্‌ সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুত সুভাষ বোস গত মঙ্গলবার রাত্রি ৯টার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। মুক্তির সংবাদ জেলরক্ষকগণ পূর্ব্বে জানান নাই সুতরাং বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন কাহাকেও খবর দিতে পারা যায় নাই। জেল হইতে বাহির হইবার সময় জেলের সমস্ত কয়েদীগণ 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনিতে সেণ্ট্রাল জেল মুখরিত করিয়াছিল।

দ্বীপান্তর

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফরিবদার খাঁর বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় যে সে নবাব নবাব আলি চৌধুরী নামক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সভার সভ্য মহোদয়ের বেগম মহোদয়ার নিজস্ব দাস আবদুল কাদেরকে খুন করিয়াছে। ময়মনসিংহের চতুর্থ অতিরিক্ত-দায়রা জজের আদালতে বিচার হয়। জুরিগণ একমত হইয়া আসামীকে খুনী সাব্যস্ত করেন। জজসাহেব তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীর উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

শুনা যায় যে আসামী ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ এর বংশধর।

কাঁথিতে বোমা

গত রবিবার অপরাহ্নে কাঁথিতে একটী বোমা বিস্ফোরিত হয়। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে বোমাটী প্রথমে ভূপতি ভূষণ ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীর অঙ্গনে ছোঁড়া হইয়াছিল কিন্তু বোমাটী তথায় ফাটে নাই। মনাদাসী নামক জনৈকা স্ত্রীলোক তখন বোমাটী তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া যায় এবং তথায় বোমাটী ফাটে। স্ত্রীলোকটী সাংঘাতিক আহত হইয়াছে পুলিশ এবিষয় অনুসন্ধান করিতেছে।

মিঃ প্যাটেল

মিঃ প্যাটেলকে আম্বালা জেলে পাঠান হইয়াছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে একজন পুলিশকর্ম্মচারী প্যাটেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী জিরওয়ার সিংএর নিকট যায় এবং পরে লালা বনওয়ারি লালের নিকট যায়। তাঁহাদিগকে বলা হয় যে প্যাটেল সাহেব তাঁহাদিগকে ডাকিয়াছেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া দিল্লীর জেলে যান। দেখা শুনা হইবার পর বনওয়ারি লাল সেখানেই থাকেন এবং জিরওয়ার সিংকে প্যাটেল সাহেবের সহিত আম্বালা জেলে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া হয়, তাহা কেহ তাঁহাদিগকে বলে নাই, তবে তাঁহাদের মোটর চালক পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে এবং রাস্তায় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কোন রাস্তা দিয়া আম্বালা জেলে যাইতে হইবে। জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন। মিঃ প্যাটেলের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মন্দ নয়, তবে তাঁহাকে কোন খবরের কাগজ দেওয়া হয় না।

তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে দিনে মাত্র একবার ভোজন করেন।

গান্ধির জন্মোৎসব

মহাত্মা গান্ধির জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে ১৯শে তারিখে একটী সভা হইয়াছিল। অসংখ্য লোক যোগদান করিয়াছিল। সকলেই গান্ধির প্রতি সহানুভূতি দেখান।

গোলটেবিল বৈঠকে মিঃ জোসির নিমন্ত্রণ

দেওয়ান চামানলাল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অস্বীকার করায় মিঃ এন, এম্‌, জোসীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

৪,০০০ হাজার টাকার কোকেন

লালকুয়ানের নিকট একজন লোকের কাছে ৪,০০০ টাকার অবৈধ কোকেন পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গাম পোড়াইবার অভিযোগে সদর কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেক্রেটারী ও ক্যাপ্টেন এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ডাঃ এস্. সি. ঘোষ

ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ...কে কৃতকার্য্যতার সহিত অস্ত্রোপচার করায় ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক এবং ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসার প্রধান শিক্ষক ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম আজ পৃথিবীর সকল শিক্ষিত সমাজে প্রতিদিত।

আমরা শুনিতে পাইয়াছি—ডাঃ ঘোষ মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালের প্রধান অস্ত্র চিকিৎসকরূপে আসিয়া তথায় সর্ব্বপ্রথম গ্যাষ্ট্রো জুজুনষ্টমি অপারেশনে (পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় অস্ত্রোপচারে) কৃতকার্য্য হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক উৎকট অস্ত্রোপচারে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন যাহারা ডাঃ ঘোষের সহিত একবার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার রসিকতার এবং রোগিগণকে আনন্দে রাখিবার ক্ষমতা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চুড়াইন গ্রামে ডাঃ ঘোষের জন্মস্থান। আমরা আশা করি তিনি স্বীয় গ্রামের অনেক উন্নতি-কর কার্য্য করিতেছেন এবং আজীবন করিবেন।

নেতার পীড়া

পেশোয়ার কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ঘোষ এবং বোম্বাইয়ের নেতা মিঃ নরিম্যান পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ ঘোষ হাসপাতালে আছেন এবং নরিম্যান সাহেবকে ডাক্তারেরা কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নরিম্যান সাহেব জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশ খুনে খালাস

পাঠক অবগত আছেন যে ঢাকার ... হাতায় যখন পুলিশ লাঠি চালাইতে থাকে, তখন অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একজন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার্থীর মাথায় আঘাত লাগিয়া মারা যায়। অজিতের ভ্রাতা পুলিশের উপর খুনের দায় চাপাইয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

দুইজন খুন

ময়মনসিংহ হইতে সংবাদ এই যে ফিউলা থানার গাঁএর কামিনীকুমার সাহা নামক একব্যক্তি কুসীদ ব্যবসায় করিত। সে একদিন কাজে গিয়াছিল কিন্তু আর গ্রামে ফিরে নাই। বহু দিবস পরে তাহার লাস পাওয়া গিয়াছে।

একজন মুসলমান পঞ্চায়েৎ ও এরূপ অবস্থায় প্রায় এক মাস পূর্ব্বে খুন হয়।

পোষ্টমাষ্টারের দণ্ড

পার্থসারথি নাইডু নামক একজন পোষ্টমাষ্টার ভেদাককম পোষ্ট অফিস হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক দুইশত টাকা লওয়ার অভিযোগে টুটিকরিণের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কর্ত্তৃক তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এক শত টাকা জরিমানাও হইয়াছে যদি জরিমানার টাকা না দেয় তাহা হইলে তাহার আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইবে।

অপঘাত

কালুচন্দ্র চৌধুরী নামক একব্যক্তি বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটের নিকট রেল পার হইবার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু একখানি মালগাড়ী পথ রোধ করিয়া থাকায় সে যাইতে পারে নাই। সে অসহিষ্ণু হইয়া গাড়ীর নীচে দিয়া পার হইবার সময় গাড়ীটী চলিতে আরম্ভ করে। কালু ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া মারা যায়।

পথরোধ

কলিকাতার হ্যারিসন রোড এবং চীৎপুরের মোড়ে কালিপদ নামক একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক নিউ ইণ্ডিয়া, চ্যালেঞ্জ এবং সত্যাগ্রহসংবাদ বিক্রয় করিতেছিল। তাহাকে পথরোধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অধিকন্তু, সে যে সমস্ত কাগজ বিক্রয় করিতেছিল, তাহাতে সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের নাম না থাকায় তাহাকে আইন মতে দোষী করা হয়।

আসামী বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই।

আসামী কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

খুলনা থানায় বোমা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে খুলনা থানায় একটী বোমা বিস্ফোরিত হয়। একজন প্রধান কনষ্টেবল এবং একজন সাবইন্‌স্‌পেক্টার আহত হইয়াছে। কেহ ধরা পড়ে নাই।

জেলে প্রায়োপবেশন

ময়মনসিংহ জেলের প্রায় ৫০ জন রাজনৈতিক 'সি' শ্রেণীভুক্ত কয়েদী প্রায়োপবেশন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কারণ তাহাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা নাকি নেহাৎ মন্দ ও অপুষ্টিকর।

৬০ বৎসরের বৃদ্ধ দণ্ডিত

মৌলবী মির্জ্জা এমদেকাই নামক জনৈক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ উত্তেজনাপূর্ণ রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা দিবার অভিযোগে তিন সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা পরমসত্য নিরূপিত হইতে পারে না; শব্দ-প্রমাণানুগত্য স্বীকার ব্যতীত কেবল যুক্তির সাহায্য স্বীকার করিলে শুষ্কতর্কপন্থার আবাহন হয়; সুতরাং বাস্তবসত্যানুশীলনে বিঘ্নোপস্থিত হয়

(খ) যুক্তির স্বাধীনতা নাই, জীবের উদ্দেশ্যানুযায়ী যুক্তির বিভজ্যমানতা দৃষ্ট হয়; কর্ম্মী ভোগেচ্ছায়, জ্ঞানী ত্যাগেচ্ছায় ও ভক্ত ভগবদ্ভজনেচ্ছায় অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করেন

(গ) আত্মার বহির্ম্মুখতা বা সেবোন্মুখতা কোন বিষয়েই যুক্তির দায়িত্ব বা প্রাধান্য লক্ষিত হয় না; যুক্তিই আত্মার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক আত্মার ইচ্ছানুসারে অনুকূল বিচার প্রকট করে

(ঘ) সাধু-শাস্ত্র-যুক্তি বা ভক্তিসিদ্ধান্ত আত্মার ভগবদ্ভজনানুকূল বিচারপরায়ণ হওয়ায়, তাহাই আদরণীয়; বদ্ধজীব-মনঃকল্পিত যুক্তি অনর্থোৎপাদক জ্ঞানে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

(ঙ) যুক্তির অনুগত ভগবৎপ্রীতি না হইয়া প্রীতির অনুগত যুক্তিরই সজ্জন-সমাজে আদর দৃষ্ট হয়; যে প্রীতি যুক্তির অধীন, তাহা স্বাভাবিকী নহে

(২)

পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনীর প্রশ্ন-পত্রিকা

(৩)

যিনি শ্রোত্রীয় পরব্রহ্মনিষ্ণাত সদ্গুরুপাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হন, সুতরাং শ্রীভগবানে ও তদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন, তিনিই ভট্ট, ভট্টদেশিক বা ভট্টাচার্য্য উপাধিতে মণ্ডিত হইবার যোগ্য, নতুবা 'গোস্বামী' 'ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি উপাধি শৌক্রপদ্ধতি গত করা কর্ত্তব্য নহে

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪০৲ টাকা ভিক্ষা স্থলে ২০৲ টাকা ভিক্ষার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রাহকগণ এখন হইতে আর ঐ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইবেন না। প্রাচীন গ্রাহকগণ ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ কিছুকালের মধ্যেই পাইবেন।

১০ম স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সূচী যন্ত্রস্থ। সমগ্র দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲ টাকা মাত্র।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :—
ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা ভগবৎসৌরভম্ঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

—:০:—

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩০। সাধনকণ ⁄১
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২ নবদ্বীপশতক ⁄১০
৩৩ অর্চ্চপঞ্চক ⁄০
৩৪ সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬ অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭ সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীকৃষ্ণনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। শিক্ষা-সরস্বতী-বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।
৬০। রোজাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ টুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

যুক্তি

আজ কাল যুক্তির যুগ চলিতেছে। যুক্তি না দেখাইলে কেহ কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। জড়-বিদ্যার প্রচুর অনুশীলন-ফলেই মানব যুক্তির পক্ষপাতী হইয়াছে। এ হেন যুক্তির প্রাচুর্য্য-লীলা-কালে একটী মহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুক্তির স্বরূপ কি তাহা কেহ বিচার করিতেছেন না। যদি যুক্তির স্বরূপ আবরণ-মুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে যুক্তির মূল্য খুবই কম এবং অনেক স্থলে যুক্তি আমাদিগকে শত্রুর ন্যায় বিপথগামী করে ও ফলস্বরূপে দুঃখরূপ ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া দেয়।

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ ভক্তগণ আমাদিগের বাস্তব বন্ধু। অকিঞ্চিৎকর ও কোন সময় শত্রুতা-সাধনোন্মুখ যুক্তির কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে ভগবৎ-প্রেরিত ভক্তগণ আমাদিগের নিকট যুক্তিকে নগ্ন করত উহার স্বরূপ দর্শনের সুযোগ দিয়া বলেন যে, জীবাত্মার ইচ্ছা স্বাধীন (অর্থাৎ যুক্তির অধীন নহে) এবং জীবাত্মা যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা কিম্বা ভোগ স্বীকার করে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে আত্মার বহির্ম্মুখতার জন্য যুক্তিকে দায়ী করা যায় না অথবা আত্মার ভগবৎ-সেবোন্মুখতা যুক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না।

জীবাত্মার ইচ্ছা স্বাধীন হইলে যুক্তি তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে অসমর্থ। যুক্তি যখন আত্মার উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে যুক্তিই আত্মার অধীনতা স্বীকার করে এবং আত্মার ইচ্ছানুসারে অনুকূল বিচার প্রকট করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য ভোগিকুল ভোগেচ্ছায়, জ্ঞানী ত্যাগেচ্ছায় এবং ভক্তগণ ভগবৎ-সেবা করিবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহার অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যুক্তি বা বিচার দ্বারা জড়জগতের প্রতি আসক্তি অথবা অপ্রাকৃত ধামের ও সেই ধামবাসিজনের প্রতি আকর্ষণ উৎপন্ন হয় না। অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি আত্মার আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং সেই জন্য যুক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি প্রীতি উৎপাদনের কথা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না। আবার যুক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতি অপ্রমাণ করিবার চেষ্টাও অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হয়। জড়-জগতে প্রীতি দ্বারা অনর্থ সাধিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে যুক্তি ও প্রীতির মধ্যে ঐক্যের অভাব আছে এবং জীবের বুদ্ধিকে ভ্রান্তি পথে চালাইবার জন্য যুক্তি কূট আকার ধারণ করিতে বাধ্য। এই কূটযুক্তিকে শত্রু জ্ঞান করা উচিত। যাহারা উহাকে মিত্র বলিয়া বুঝে তাহারা ভ্রান্ত ও অজ্ঞ। অপ্রাকৃত রাজ্যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সেখানে যুক্তি কূট আকার ধারণ না করিয়া সাধুভাবে প্রীতির অনুকূলে কার্য্য করে এবং প্রীতির শুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভ্রান্ত অনাত্ম-জ্ঞানীদিগের কূট বা অস্বাভাবিক যুক্তি এই জগতে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব করিবার অভিনয় করে। বদ্ধজীব জানে যে যুক্তির স্বতন্ত্রতা নাই ও সে তাহার আত্মার ইচ্ছার অধীন। সুতরাং বিমুখ-মোহিনী ভগবন্মায়াদ্বারা প্রতারিত হইয়া বদ্ধজীবসমূহের কেহ কূটযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীতি-সম্পন্ন হয় এবং সত্যের সেবা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য কূট-যুক্তিকে উপাদের বিষয় বলিয়া বুঝে ও জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে। ভগবদ্বিমুখতার জন্য আত্মারই অজ্ঞানগ্রস্ত হওয়া সঙ্গত কিন্তু অনাত্মজ্ঞানী অজ্ঞ ব্যক্তিসকল আত্মার বিচার-হীনতা কল্পনা করিয়া যুক্তির স্কন্ধে আত্মার বহির্ম্মুখ অবস্থার জন্য দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করেন। ইহা কিন্তু অলৌকিক। ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করিবার ফলে আত্মা ভগবন্মায়া কর্তৃক অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয় ও জড় পদার্থের সঙ্গ করিবার জন্য অভিলাষযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গ-প্রভাবে পুনরায় ভগবৎ-সেবা করিবার অভিলাষযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াদত্ত অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিতে পারে না। যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহকারে সাধুর সঙ্গ ও আনুগত্য করিবেন, তাঁহারা আত্মার শুদ্ধভাবাপন্ন যুক্তিসঙ্গত শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া ভগবৎসেবানিষ্ঠ হইবেন। সাধুসঙ্গ ও তাঁহার আনুগত্য না করিয়া কূটযুক্তির আশ্রয় লইলে অজ্ঞানান্ধকার না ঘুচিয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং ক্রমে নাস্তিকতার চরম ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারসাগরে হাবুডুবু খাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর লাভ হইবে না। অতএব যুক্তিকে যুক্তি পূর্ব্বক বিদায় দিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহারা আপনার গলায় ফাঁসী পরাইবেন এবং আত্মহত্যারূপ মহারৌরব নামক ভীষণ নরকে যাইয়া নিদারুণ দুঃখ উপভোগ করিবেন।

প্রশ্ন-পত্রিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১৩ সংখ্যার পর)

১৩। চিৎ ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? অথবা কি উভয়ই এক?

১৪। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান কি না?

১৫। জীবের বদ্ধ ও মুক্ত—উভয় দশা আছে কি না?

১৬। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি?

১৭। পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত বস্তু ও অভিন্নতত্ত্বগণের স্বরূপগত ভেদ আছে কি না?

১৮। জীব কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করে? কে ক্লেশ ভোগ করে? জীবের মুক্তির সম্ভাবনা আছে কি না?

১৯। মুক্ত জীবের অবস্থান কোথায়?

২০। স্বরূপ ও বিরূপের মধ্যে সমন্বয় বা পার্থক্য কোন্ কোন্ অবস্থায় বর্ত্তমান?

২১। বিশ্ব সত্য কি না?

২২। মায়িকব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা কিরূপ?

২৩। ত্রিগুণ ও নির্গুণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

২৪। ত্রিগুণের অতীত রাজ্য কিরূপ?

২৫। উপনিষৎ-প্রোক্ত ব্রহ্মপুর নিত্য না অনিত্য? বিচিত্রতাযুক্ত না নিরাকার?

২৬। মায়া-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? মায়া নিত্যা না অনিত্যা? স্বাধীনা না পরাধীনা? তত্ত্ব, না অতত্ত্ব? ছায়া না কায়া? ছায়া হইলে কাহার ছায়া?

২৭। প্রমাণশিরোমণি কি?

২৮। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বেদান্তের বিবদমান ভাষ্য-সমূহের মধ্যে কোন্‌টী নিরাপদে সূত্রকারের সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য?

২৯। বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র কি ভিন্নার্থক, না একার্থক? পুরাণ কি বেদ হইতে ভিন্ন?

৩০। তামস, রাজস, সাত্ত্বিক ও নির্গুণ পুরাণের বিবদমান মতের সমন্বয় কিরূপে হইবে?

৩১। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতির মত গ্রাহ্য; কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে বেদান্তে তাহার তাৎপর্য্য মূলা, আবার বেদান্তের তাৎপর্য্যে যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কাহার মত অভ্রান্তরূপে গ্রাহ্য হইবে?

৩২। অবতার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? অবতার কি প্রাকৃত ও অনিত্য? অবতার ও অবতারীতে পার্থক্য কি? অবতারীর স্বরূপ কি?

৩৩। 'সচ্চিদানন্দময়' শব্দের তাৎপর্য্য কি? সচ্চিদানন্দময় বস্তু নির্ব্বিশেষ না সবিশেষ?

৩৪। পরমেশ্বর এক, না বহু? এক হইলে দেবতাগণ কিরূপে 'সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর' শব্দবাচ্য হইবেন?

৩৫। পরমেশ্বরের অনন্ত নাম ও দেবতাগণের বিভিন্ন নাম কি এক তাৎপর্য্য-বাচক? পরমেশ্বরের নামের মুখ্য ও গৌণ-বিচার আছে কি না? যে কোন দেবতার নাম পরমেশ্বরের নামের অন্যতম কল্পনা করিলেই পরমেশ্বরের নামের ভজনের চরম উদ্দেশ্য লাভ হইবে কি না?

৩৬। পরমেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যবান্ কি না? পরমৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ কি না? সর্ব্বশক্তিমানে কোন শক্তির অভাব থাকিতে পারে কি না? সর্ব্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধশক্তিমত্তা থাকিতে পারে কি না?

৩৭। পরতত্ত্বে 'দেহ দেহী' 'ধর্ম্ম-ধর্ম্মী' ভেদ আছে কি না?

৩৮। 'রসো বৈ সঃ' শ্রুতি মন্ত্রে কি বুঝায়? রসময় তত্ত্বের স্বরূপ কি? 'রসো বৈ সঃ, শ্রুতিমন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পুরুষ কি প্রকারে নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন?

৩৯। কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা পরমসত্য নির্ণীত হইতে পারে কি না? শব্দপ্রমাণ স্বীকার না করিয়া কেবল যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলে অসুবিধা কি?

৪০। পরমেশ্বর কি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় তত্ত্ব, অথবা সামরিক চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা কাম-সাধনের কল্পিত যন্ত্রবিশেষ? পরমেশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইলে পরমেশ্বরে দোষ ও জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইবে কি না?

৪১। পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা নিত্য কি না? ইহারা পরস্পর ভিন্ন না অভিন্ন?

৪২। পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কি জীবকল্পিত, না পরমেশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ? লীলা ও কর্ম্মে ভেদ কি? কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও পরমেশ্বরের জন্ম-আবিষ্কার কি এক?

৪৩। উপাস্যের স্বরূপ কি? সেবকের বা স্বরূপ কি? উভয় স্বরূপের নিত্যতা আছে কি না?

৪৪। বদ্ধ ও মুক্তের অবস্থাভেদ স্বীকৃত হইলে উপাসকের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় কি না?

৪৫। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর বিবর্ত্ত-বিচারে তাঁহাকে অক্ষজ্ঞানীয় ধারণা করা যাইতে পারে কি না?

৪৬। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ স্বীকৃত হইলে কি কি দোষ উপস্থিত হয়?

৪৭। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জানিলে তাহাকে বিবর্ত্তের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া গেল জানা যায়?

৪৮। ভূতাকাশ ও কেবল চিদাকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? থাকিলে কি প্রকার পার্থক্য?

৪৯। 'এন্থ্রপমরফিজ্‌ম্' (মানবোচিত বিলাসগত ভগবদধিষ্ঠান) এবং 'এপথিয়সিস্' (মানবে দেবারোপবাদ) কল্পনামূলে বাস্তব-বস্তু নির্দ্দেশের পন্থা উদ্ভূত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

৫০। পরমেশ্বর-তত্ত্বে মাতৃত্বারোপ, দুহিতৃত্বারোপ, পত্নীত্বারোপ, বন্ধুত্বারোপ, দোষাবহ কি না?

৫১। ভগবত্তার কাম্যত্ব, অপত্যত্ব, বন্ধুত্ব, প্রভুত্ব ও নিরপেক্ষত্ব সম্ভব কি অসম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কিরূপে?

৫২। পরতত্ত্ব-নির্ণয়ে অদ্বয়তত্ত্ব সংশয়াধীন, অজ্ঞেয়, শূন্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয়—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী?

৫৩। কৃষ্ণলীলা কি কাল্পনিক? না বুদ্ধিসঙ্কোচিত অন্ধ বিশ্বাস?

৫৪। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হয় কি না? ভগবান্ মায়ামিশ্রিত হইয়া জগতে আসেন কি না? তাহাতে তাঁহার ভগবত্তা থাকে কি না? ভগবল্লীলাগুলি রূপকব্যাপার কি না?

অভিধেয়তত্ত্ব-বিষয়ক

১। জ্ঞান কিরূপে লভ্য হয়?

২। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ; তপস্যা ও ভক্তির স্বরূপ কি?

৩। নৈষ্কর্ম্য বলিতে কি বুঝায়?

৪। স্বাধ্যায়, যোগ, তপস্যা, নির্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত ভক্তির কিছু তারতম্য আছে কি না?

৫। ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি—ইহাদের মধ্যে নিত্য পার্থক্য অবস্থিত কি না?

৬। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির আশ্রয়স্থান কোথায়? ভক্তির সহিত উহাদের পার্থক্য কি? কিরূপে মুক্তি লাভ হয়?

৭। "রসো বৈ সঃ" শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট পরাৎপর রসময়তত্ত্ব ব্যতীত অন্য বস্তুতে 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে কি না? ইতর-দেবতা ও জড়মায়াশক্তি প্রভৃতিতে 'ভক্তি' শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করে কিনা?

৮। বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবার ও মায়িক বস্তুর সেবার কোন ভেদ আছে কি না? এবং তাদৃশ বিভিন্ন বস্তুর সেবার ফল কি এক, না পৃথক্?

৯। ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মযোগ ও ভগবৎসেবার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা কিরূপ অবস্থায় স্থিত ও উপযোগী?

১০। মনোধর্ম্মজীবিগণের আধ্যাত্মিক বিচার-প্রণালী অধোক্ষজ ভূমিকায় কিরূপে ও কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে?

১১। নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত হইতে পারেন কি না?

১২। ঐহিক জীবনে পরমার্থ-অন্বেষণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

১৩। বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় বিষয় কি না? বৈরাগ্যের অপব্যবহার ও আসক্তির অপব্যবহারের দ্বারা কোন নিত্য-মঙ্গল লাভ হয় কি না?

১৪। একজগদ্‌গুরুবাদ, বহুজগদ্‌গুরুবাদ, তথাকথিত কুলগুরুবাদ বা লৌকিক গুরুবাদ কিম্বা অন্যাভিলাষিগুরু, কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, সর্ব্বগুরু-বাদের মধ্যে কোন্‌টী স্বীকার্য্য এবং কোন্‌টী কি কারণে অস্বীকার্য্য?

১৫। গুরুবিমুখবাদ বা গুরু-অস্বীকার-বাদ ত্যাজ্য, কি গ্রহণীয়? কি কি কারণে ত্যাজ্য এবং কি কি কারণেই বা গ্রহণীয়?

১৬। মহাজ্ঞগুরুবাদ জাতিসামান্য-বাদের কবলে কবলিত হইতে পারে কি না?

১৭। আরোহবাদ ও অবরোহবাদের অনুকূলে ও প্রতিকূলে কি কি কথা আছে?

১৮। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদের কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য? ইহাদের বিবাদ কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা সুসমন্বিত হইতে পারে?

১৯। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি ঐ সকল মতবাদের ন্যায় আর একটী প্রতিযোগী বিবদমান মতবাদ? অচিন্ত্য-ভেদাভেদের 'অচিন্ত্য' শব্দটী কি প্রতারণামূলক?

(ক্রমশঃ)

বাগভট্ট

ভটতি-শাস্ত্রার্থং ইতি-ভট্ট। ভট্টদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ অথবা যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে আচরণশীল ও অপরাপর ব্যক্তি-সমূহকে সদাচারে স্থাপন করেন, তিনিই ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইবার যোগ্য, অন্যে নহে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার শ্রীভগবানে পরভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। ভট্টগণ যখন শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান এবং শ্রীগুরুদেবেও তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-সম্পন্ন; নচেৎ শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ কখনই তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইত না।

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন যথা,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" অর্থাৎ সেই ভগবদ্বস্তুর প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্-হস্তে বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা কায়মনোবাক্যের দ্বারা অর্থাৎ একান্তভাবে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য বা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিয়া সদাচারপুষ্ট না হইবেন, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হইবেন না এবং সুধীসমাজ তাঁহা-দিগকে ভট্ট, ভট্টদেশিক, বা ভট্টাচার্য্য-সংজ্ঞায় বিভূষিত দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। "কাণা ছেলের নাম পদ্ম-লোচন" ব্যাপারটী যেমন হাস্যজনক, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থে অনভিজ্ঞতা-সত্ত্বে ভট্ট, ভট্টদেশিক বা ভট্টাচার্য্য উপাধিধারণরূপ বিষয়ও সেই প্রকার হাস্যোদ্দীপক।

আজকাল "সোনার পাথর বাটীর" ন্যায় অনেকে পূর্ব্বপুরুষের ভট্ট বা ভট্টাচার্য্য উপাধিকে শৌক্র প্রণালী-অনুসারে টানিয়া আনিয়া নিজ নিজ নামের সহিত সংযুক্ত করিতেছেন। ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারি বিদ্যা না শিখিলে যেমন ডাক্তার উপাধি পায় না, ভট্ট বা ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিবার ও অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনের সুযোগ পান নাই, তাঁহারাও সেই প্রকার ভট্ট বা ভট্টাচার্য্য উপাধি লাভের অযোগ্য। অযোগ্য ব্যক্তি যদি ভট্ট বা ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জগৎ জঞ্জাল আনয়ন করেন, কারণ সরল-মতি অজ্ঞলোকসকল তাঁহাদিগের উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে যোগ্যব্যক্তি মনে করে এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তাহারা গুরুগণসহ অন্তিমে নরক-গমন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, যথাহি হরিভক্তিবিলাসে,—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥"

অর্থাৎ যিনি (ভট্টাচার্য্য বেশে) অন্যায় পূর্ব্বক সাত্বত শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) তাহা শ্রবণ ও অনুশীলন করেন, তাঁহারা উভয়েই দেহান্তে অনন্তকালের জন্য ঘোরনরকে গমন করেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভট্ট, শ্রীল ভট্ট ইত্যাদি মহাজনগণ যথার্থই ভট্ট উপাধির যোগ্যপাত্র। এই সমুদয় মহাজনগণ ব্যতীত যে সব ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে বিরাজমান আছেন, তাঁহারা অন্যায়ভাবে ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যায়ভাবে ভট্টাচার্য্য উপাধি-ধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের ব্যাকরণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে শ্লেষ পূর্ব্বক শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রভু বলিয়াছেন যথা,—

"ব্যাকরণের সন্ধি-কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য উপাধি তাহার॥"

আবার ব্যাকরণের জ্ঞান আছে, অথচ ভোগবুদ্ধির প্রাবল্য হেতু সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণ-নিষ্ঠা-লাভে বঞ্চিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস প্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন, যথা,—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥

কদর্য্য-স্বভাব ব্যক্তিগণ নিজ কদর্য্যতাকে আবরণ করিবার অভিপ্রায়ে আপনা-দিগকে ভট্ট উপাধির দ্বারা অন্যায় ভাবে মণ্ডিত করে। অতএব তাহারা কার্য্যতঃ ভট্ট নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে ভট্টক্রুব বা বাগ্‌ভট্ট বলিয়া বুঝাই যুক্তিসঙ্গত। যে সকল ব্যক্তি ভট্টাচার্য্য উপাধি না লইয়া পরোপদেশের জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করে ও পাণ্ডিত্য দেখাইবার ধৃষ্টতা দেখায়, তাহারাও বাগ্‌ভট্ট সংজ্ঞায় মণ্ডিত হইবার যোগ্য।

বর্ত্তমানকালে অর্থকরী ইউনিভারসিটী বিদ্যা অর্থাৎ জড়বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি-গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিগণই বাগ্‌ভট্ট। তাই কোন কোন মহাজন গাহিয়াছেন। যথা—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
অনিত্য সংসারে, মোহ জনমিয়া,
জীবকে করয়ে গাধা॥

যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই-দিকেই জড়বিদ্যার প্রচুর অনুশীলন হই-তেছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কথিতপ্রকার মহাজনোক্তির ইঙ্গিতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জড়বিদ্যার অনুশীলনকারিগণ বাগ্‌ভট্টের স্তরে উপনীত হইয়া মনুষ্যেতর পশু (অর্থাৎ গাধার) সহ সমবৃত্তিশালী হইতেছে। মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণভজন, তাহা ভুলিয়া গিয়া অধিকাংশ মানবগণই গাধার ন্যায় সংসারের বোঝা বহিতেছে এবং আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদিতে বিভোর হইয়া দুর্লভ জীবনকে নষ্ট করিতেছে। হে বাগ্‌ভট্টগণ! আর অজ্ঞান-ঘোরে ঘুমাইবেন না। আসুন! মানবোচিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করুন। ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্‌-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে ‘নদীয়া-প্রকাশ’ যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রী প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সদ্মাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠ সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. বি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিবরণসূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা।

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ভক্তি ও অনিত্য সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

উজ্জ্বল শ্লোক-যুক্ত ক্যালিকো উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্ভাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের আস্বাদন ও প্রেমবিকাশ করায় অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ঐছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারসংগ্রহকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাথার্থ্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৩ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখন:—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-শিল্প ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রী ৭৪নং মাধাপুর [illegible] হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গৌরভক্তের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড]　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　[১৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই আশ্বিন ১৩৩৭ শনিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নানা কথা

কুষ্টিয়ার সংবাদ

অর্থসংগ্রহে মহিলা

প্রকাশ কৃষ্ণনগর ও কুষ্টিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশের কতিপয় মহিলা জাতীয় আন্দোলনের জন্য বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

স্কুলে আপোষ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে আপোষ হইয়া যাওয়ায় আবার যথানিয়মে স্কুল চলিতেছে।

মেদিনীপুরে দাঙ্গা

জনতার উপর গুলিবর্ষণ

৫০ জন গ্রেপ্তার

ক্ষিতীশ মণ্ডল এবং আরও ৪৯ জন ব্যক্তিকে গত মঙ্গলবার অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট বিচারার্থ আনা হইয়াছিল।

আসামীরা ৫০০০ লোকের সহিত মিলিয়া বে-আইনী জনতা করিয়াছিল। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইতে বলিলেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। ফলে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। গুলির আঘাতে ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৫০ জনের অধিক আহত হইয়াছে।

মামলা মুলতুবী আছে।

শ্রীযুত জে, এম, সেন গুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত কারামুক্তির পর বঙ্গীয় আইন অমান্য সমিতির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ

উৎসবোপলক্ষে

আগামী ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর রবিবার

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের

বহুচিত্র সমন্বিত

একটী বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে

নগদ ভিক্ষা /০, /১০ টিকেট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হইবে

এখনই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন,—

ম্যানেজার, নদীয়া প্রকাশ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পর্য্যালোচনা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ মূলতঃ পারমার্থিক-পত্র। সুতরাং ইহার কোনও সংখ্যাই পুরাতন হয় না, পক্ষান্তরে পাঠকের ভজনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই পাঠ করা যায়, শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মাধুর্য্যের আস্বাদনও ততই বর্দ্ধিত হয়। তাই পাঠকগণকে পূর্ব্ব-প্রকাশিত বিষয়-সমূহের পর্য্যালোচনার অবসর প্রদানের নিমিত্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আগামী ১২ই আশ্বিন হইতে ১৭ই আশ্বিন সাধারণের নিকট নূতনাকারে প্রকাশিত হইবেন না।

এতদ্ব্যতীত আগামী ১৯শে ও ২০শে আশ্বিনও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, তদীয় ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে শুদ্ধভাগবতগণের শ্রীমুখ হইতে অবগত হইবার নিমিত্ত সুযোগ প্রদান করিয়া আগামী ২১শে আশ্বিন হইতে পুনরায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবেন।

পণ্ডিত মতিলালজীর স্বাস্থ্য

মুসৌরীর ডাঃ মিঃ টী, বি, বুচার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মতিলালজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন—

পথশ্রম অবসান হওয়ার পর পণ্ডিত মতিলাল অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েন। গত-মঙ্গলবার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি কিছু কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়ে অবশ্য কিছু উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর তাহার অবস্থা ভাল এবং আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক।

কলিকাতায় পিকেটিং

কলিকাতার বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কম হইলেও পিকেটার ও পুলিশের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য ব্লু গার্ড নামক একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিশ ও ব্লু গার্ড উভয়ে মিলিয়াও পিকেটিং বন্ধ করিতে পারিতেছে না।

শ্যামবাজার অঞ্চলে আর, জি, কর রোডে বহু সংখ্যক পাহারাওয়ালা মোতায়েন আছে। কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটে সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই। মোটর লরিও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বড়বাজারেই গোলমাল বেশী। ভবানীপুর অঞ্চলে আরও বেশী। সেখানে বিলাতী কাপড় পরিয়া সদর রাস্তায় বাহির হওয়া সুবিধাজনক নহে। সিগারেট একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে।

লণ্ডনে স্যার মহম্মদ সফি ও তাঁহার কন্যা গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি

২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার মহম্মদ সফি, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার কন্যা মিসেস্ সা নওয়াজ লণ্ডনে পৌঁছাইয়াছেন। স্যার মহম্মদ সফি ও তাঁহার কন্যা দুই জনেই গোল টেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি।

স্যার মহম্মদ সফি বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠক দ্বারা অনেক কাজ হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

ই, বি রেল লাইন ভগ্ন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের কাটীহারের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানাইতেছেন যে পূর্ণিয়া কোর্ট এবং কীর্ত্তানন্দ নগর—এই দুই ষ্টেশনের মধ্যে কোন এক স্থানে অবস্থিত কালিকাঠী ব্রিজের ২০ ফুট বিস্তৃত একটা খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নদীগর্ভশায়ী হইয়াছে। গাড়ী বদলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতায় এক বৎসরের জন্য নিষেধাজ্ঞা

কলিকাতার পুলিশ কমিসনারের নিম্নলিখিত ইস্তাহার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে;—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬২ এ ধারার ২ (১) উপধারা ও কলিকাতা সহরতলী পুলিশ আইনের ৩৯এ ধারার ২ (১) উপধারা অনুসারে আমি কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ স্থানে ছোরা, তরবারি, বর্শা, যষ্টি, লাঠী, বন্দুক অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্র লইয়া গমন করা নিষেধ করিতেছি। যাহারা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় অস্ত্রসংক্রান্ত নিয়মের ১৪ ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা যাহারা কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা অস্ত্র আইনের পাশ অনুসারে যাহারা কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারী, তাহারা এই নিষেধাজ্ঞার অধীন হইবে না।

দারোগা ও সহকারী দারোগার নামে মামলা

অস্থায়ীভাবে উভয়েরই কর্ম্মচ্যুতি

মেদিনীপুর, ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ময়না থানার দারোগা শ্রীযুক্ত নলিনী মুখার্জ্জী এবং সহকারী শ্রীযুক্ত রজনী মাইতি গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। তমলুকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমদাদুল হকের এজলাসে তাহাদের বিচার চলিতেছে।

ভবগৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে বদ্ধজীবের ধারণা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর)

তাঁহারা জানেন না যে, ঐ সমস্ত অসুর-লীলাভিনয়কারী অদ্বিতীয় বীরগণ ভগবৎ পার্ষদ, ভগবদিচ্ছায় অর্থাৎ ভগবানের যখন যুদ্ধলীলা করিবার অভিলাষ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত শক্তি জগতের জীবের নাই, থাকিতে পারে না; সুতরাং যাহারা আমার পার্ষদ বা ভক্ত তাহাদিগকে জগতে পাঠাইয়া, তাহাদের চিত্তে বৈরী ভাব জাগাইয়া, (নতুবা আমারই ভক্ত আমার সহিত বিরোধ করিবে না) যুদ্ধ-লীলার অভিনয় করিব"। অতএব ঐসকল অসুরই বা কোথায়? আর আমরা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি মনুষ্য-জাতিই বা কোথায়?

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা

ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কঃ ১ম অঃ ২৯ শ্লোক)

শিশুপাল কৃষ্ণ-বিদ্বেষ-ফলে কেন সাযুজ্য-মুক্তি-যোগ্য, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ-ক্রমে তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া তাঁহার গতি লাভ করেন। শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎশত্রু ও প্রিয় ব্যক্তিদিগের একতত্ত্বপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সে সকল কিরণ-স্থানীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্য-স্থানীয় কৃষ্ণের একত্ব-বিচারস্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র।

ফল কথা—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাস-শূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন।

যথা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা
হতাঃ॥

—তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন, পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই স্থান লাভ করিবেন।

অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বদ্ধজীবের দেহ-মনোধর্ম্মোত্থ বা শাস্ত্রাদেশের একদেশী (অপূর্ণ) বিচারে যে ধারণা, তাহা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষে দুষ্ট।

বোম্বাইয়ে বাণিজ্যের অবস্থা

বোম্বাইয়ে ১৪ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র আমদানী হ্রাস হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আশ্বিন শনিবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা-বাগবাজারস্থ-নবনির্ম্মিত-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশমহামহোৎসবামন্ত্রণম্ ।

(অধ্যাপক-শ্রীপাদ-গৌরেন্দ্রসম্প্রদায়ি-ব্যাকরণতীর্থোপদেশক-ভক্তিপ্রদীপ ত্রিদণ্ডি বিরচিতম্)

(১)

ধন্যো ধন্য ইহ ক্ষিতৌ হরিগুরুপ্রেমাস্পদং সজ্জনৈঃ
শ্রেষ্ঠ্যার্য্যৈঃ সুজনৈঃ প্রশংসিতযশা দেবৈর্জগদ্বন্দ্যকঃ ।
বিষ্ণোঃ সদ্মবরং সুমেরুরুচিরং গঙ্গোপকণ্ঠাশ্রমং
নেত্রামোদকরং হি যেন রচিতং গৌড়ীয়মঠশ্রী জয়ে ॥

(২)

নানাস্থানবিচিত্রধাতুপচিতং তেজঃসমুদ্ভাসিতং
কেতুস্তোমলসদ্বিশালশিখরং বৈকুণ্ঠধামাত্মকম্ ।
পুষ্পাকীর্ণসুবর্ণকুম্ভনিচিতদ্বারং জিতস্বঃপুর-
মহর্ন-স্বস্বর্ণগৌরকরজোতাকল্পস্কাকম্ ॥

(৩)

পুণ্যেঽস্মিন্ সদনে গরাদ্ভুবিদিতে গৌরাখিলে বাসরে
শ্রীশ্রীমদ্গুরুগৌরকৃষ্ণসহিতো গৌড়ীয়ভক্তব্রজঃ ।
বাদিত্রানকমঞ্জুতূর্যনিনদৈর্নামালিসঙ্কীর্ত্তনৈঃ
কেতুচ্ছত্রসুদণ্ডশোভিতকরঃ সপ্রীতি সংবেক্ষ্যতি ॥

(৪)

মাসং ব্যাপ্য সভক্তিকে সনিয়মং জাতুৎসবে প্রত্যহং
প্রাতর্ভাগবতশ্রুতির্ভগবতাং সঙ্কীর্ত্তনাত্রিকম্ ।
মধ্যাহ্নে বিবিধপ্রসাদভজনং নির্মাল্যসুস্বাদনং
সায়াহ্নে চরিতামৃতার্থকথনং রাত্রৌ মহাকীর্ত্তনম্ ॥

(৫)

শুদ্ধৈর্ভক্তজনৈরনুষ্ঠিতমহে পাপাপহে ভক্তিদে
শ্রীগৌড়ীয়মঠে নবে জনমনোমোদাবহে নির্ম্মিতে ।
আহ্বানং ক্রিয়তে সদস্যনিকরৈরস্মিন্ জগদ্বাসিনাং
ভোঃ সন্তঃ! সমুপস্থিতিঃ সহৃদয়ৈর্বঃ প্রার্থনীয়েতি নঃ ॥

(১)

বঙ্গবাণীর পাঠকের পত্র

(২)

অর্থ ও পরমার্থের বিচার

(৩)

ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ে বদ্ধজীবের ধারণা

(৪)

পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনীর প্রশ্ন-পত্রিকা

প্রাপ্তপত্র

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

মহাশয়,

চরিত্রহীনতা নিবারণ-কল্পে ভূর্গাপিতুড়ী লেনে একটী কার্য্যালয় উন্মুক্ত হইয়াছে। ঐ কারখানার আলস্যের ও অকর্ম্মণ্যতার প্রশ্রয় নাই প্রকাশ। কারখানার সম্পাদক শ্রীনটবর দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিবেন না। তিনি ধর্ম্মের মুখোশ পরিবেন না। 'র'কারকে 'ড়'কার উচ্চারণ তাঁহার কুলগত বৈশিষ্ট্য হইলেও মুখুশ পরা এবং মুখোষ পড়ার মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা তিনি এখনও জানিবেন না। তিনি গৃহস্থগণকে চরিত্রহীনের বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিবেন। স্বয়ং আচরণ করিয়া পরকে শিখান' নীতি অবলম্বন করায় তিনি তাঁহাদের সামাজিক কলঙ্কতার অপসারিত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ষড়যন্ত্র করা, কপটতা করা, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রভৃতি চরিত্রহীনতার প্রশ্রয় দিবেন না। তবে কেন তাঁহার শ্রীগৌরজন্মস্থান-ষড়যন্ত্রে আলস্য-পরিত্যাগ অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন? তিনি ষড়যন্ত্রের সাফল্যে আলস্য করেন নাই। তাঁহার শিক্ষার অভাব, সাধারণ বিচার-দৌর্ব্বল্য, মিথ্যার প্রশ্রয় দিবার কুপ্রবৃত্তির কথা যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সেরূপ চক্ষে দেখিবেন না। গলাবাজী করিলেই যদি মানুষ হওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক প্রাণীকেই মানুষ বলা যাইত।

অতিরিক্ত মৎস্য-গ্রহণকারী জিহ্বা-লম্পটগণ, পরদার-রঞ্জনগণ, স্বৈণগণ, কপট জুয়ার খেলোয়াড়ের অনুকরণে পাটয়ারগণ, নানাপ্রকার মাদক-সেবারত জনগণ এবং নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরহিংসারত জনগণ চরিত্রহীন—একথ বৈষ্ণবসভার কারখানার সম্পাদকগণ অবশ্যই জানেন। তাহা হইতে বিরত হইয়া নির্ব্বিবর না হইলে বৈষ্ণবসভার সভ্য হওয়া যায় না। তদীয়গণের অর্চ্চন ব্যতীত বৈষ্ণবলতা হইতে পারে না। উহা নাস্তিকতা হয় মাত্র, ইহাই শাস্ত্র বলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অচ্ছোবতারের কুণ্ডকে প্রাচীন বলিয়া কপটতা করা কি সম্পাদকের কপটতা নহে? তিনকড়ি বাবু তো এরূপ কপটতার প্রশ্রয় দিবার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমানীকে উপাদেশ করিয়া যান নাই। ইতি!

—বঙ্গবাণীর জনৈক পাঠক।

অর্থ ও পরমার্থ

অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি অর্থের ও পরমার্থের নির্দ্দেশ করিতে ভ্রান্ত হন। ভগবৎসেবা উদ্দেশ্য ব্যতীত যে সকল প্রয়োজনের প্রার্থনা হয়, তাহাই নাম অর্থ। যেরূপ বীরভূমের শ্রীযুক্ত কুলদা-প্রসাদ মল্লিক মহাশয় টিকা লইয়া বক্তৃতা করেন এবং সেই অর্থ নিজের ব্যবহারিক কার্য্য, স্ত্রী-পুত্রাদি-প্রতিপালন এবং পুনরায় অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নিজের শরীর ধারণের জন্য ব্যয় করেন। বালতি বিক্রেতাচর শ্রীনটবর দত্ত যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা ছলভিক্ষামূলে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থকারী সারুটিয়ার ভেকধারীর অনুসরণ মাত্র। নির্ম্মৎসর ভক্তগণের উপাস্য শ্রীগৌরজন্মস্থানকে স্থানান্তরিত করিয়া যে অর্থ মৎসরগণ লাভ করে, উহা ভগবৎসেবা-বিমুখতা বা অভক্তি। কেননা, ভক্তি ও অভক্তি উভয়ের ভেদ আছে। লৌকিক ইন্দ্রিয়-তর্পণের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দালালি ভক্তি নহে। সুতরাং ইহাও অর্থোপার্জ্জনের অর্থ মাত্র। পরমার্থের স্বরূপ কুলদা বাবু ও ঠিকাদার নটবর বাবু যে দিন বুঝিতে পারিবেন, সেই দিন বৈষ্ণবনিন্দা হইতে পৃথক্ হইয়া ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন।

পরমার্থ, স্থূল সূক্ষ্মশরীরের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি মাত্র নহে। উহা সাধুজনলভ্য ব্যাপার-বিশেষ। যাহারা ভাগবত পাঠ করিয়া খায়, ত্রৈবর্গিক ফললাভের জন্য ভুক্তিকামী, তাহারা কখনই ভাগবতরত হইতে পারে না, ভাগবতংশের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। অপ্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন—দুষ্ট মনোধর্ম্মজীবীকে মনঃশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হইবার জন্য গাহিয়াছেন—"লৌকিক অর্থান্বেষী ভোগী দুষ্ট মন—তোমার কনক, ভোগের জনক কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" একথা বালতির দোকানে বা বীরভূম পত্রিকার জড়প্রমত্ত ভূমিকায় আদর না হইতে পারে। কাপট্যসমৃদ্ধ হইয়া সরললোকের নিকট প্রতারণা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনও পরমার্থ-পথিকের প্রয়োজনীয় কথা নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরমার্থ প্রচার করিতেছেন আর ভাড়াটিয়া বক্তা ও ঠিকাদার পাঠক নিজের পেট পূজা করিতেছেন। তাঁহারা একদিনও মনে করেন না যে, জিহ্বোপস্থধৃতি ব্যতীত পরমার্থের পথে যাওয়া যায় না। "আত্মবৎমন্যতে জগৎ" বিচারপরায়ণ-জনগণ নিজ নিজ বিচারে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকে ভগবৎসেবাবিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় জড়ভোগ-বিষয়ে অলস মনে করেন; উত্তম ভোজন-চেষ্টা ও যথেচ্ছা বিহার ও তৎপদকে যে সকল অর্থের উপাদান, তাহা ঠিকাদার ও ভাড়াটিয়াগণের অনর্থের হেতু বলিয়া শ্রীশঙ্করপাদ মোহ-মুদ্গরের দ্বারা আঘাত করিয়াছেন। মূঢ়াধিকসকল নিজ নিজ লৌকিক ব্যবসায় দ্বারা যে সকল অর্থোপার্জ্জন করেন, সেই সকল অর্থ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত না করিলে ভোগী কর্ম্মবীর হইয়া যমদণ্ড্য হইতে হয়—এই কথার প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ উদর-পূজকগণের চেষ্টাকে অনর্থই জানেন। আর মায়াবাদাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের বিচারকেও লৌকিক অর্থের প্রকারান্তর অনর্থ জানিয়া কৃষ্ণসেবাই একমাত্র প্রয়োজন—এই কথা বিচার করেন। মায়াবাদী ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচারক উভয়ের অর্থ সোনা-লোহার ন্যায় বৈষম্যধর্ম্মযুক্ত, আকাশ পাতালের ন্যায় পৃথক্; কিন্তু গোলে হরিবোল দিয়া, বোকামি ন্যাকামি করিয়া ঠিকাদারী ও ভাড়াটিয়া পাঠকগিরি এবং সেলদার ছাগশিশু সংহার প্রভৃতি কার্য্যের তুলনায় ভগবৎসেবাকার্য্য সমশ্রেণীস্থ মনে করা—অনর্থযুক্তের সৎশিক্ষার অভাব। পারমার্থিক শিক্ষায় অশিক্ষিত বর্ব্বরতায় যেরূপ পরহিংসা প্রভৃতি পৈশুন্য, খলতা ও কপটতা আশ্রয় করে, সেইরূপ নির্ব্বোধ-প্রাণিগণের মধ্যে প্রতারণা বিস্তার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্যকে মৎসরতা-সম্পন্ন জনগণের বৃত্তির সহিত এক মনে করা পরমার্থ-বিরোধ মাত্র।

পারমার্থিকগণ রাজা শালগ্রামসিংহের বা শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম শঙ্কর মিশ্রের বিচার অবলম্বন করিয়া সংসার ভোগ প্রবৃত্তির কিয়দংশ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিয়োগ করা-প্রথাতে স্বল্প পারমার্থিকতা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহের সেবায় নিয়োগ করেন। ঠিকাদারগণ, মর্কট বৈরাগিগণ, ভণ্ডক বক্তৃগণ, ধর্ম্মজীবিগণ যে পাপে পতিত হন, সেইরূপ পাপ বহুদূর হইতে গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তগণকে প্রণিপাত করে মাত্র, ভাগবতজীবী ঠিকাদারী বুদ্ধি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জড়প্রমত্ততা ভোগোন্মত্ততা, গৌড়ীয়মঠের বহির্দ্বারে যে দুর্গন্ধ-পবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে সুগন্ধিযুক্ত করিবার প্রয়াস করেন।

পারমার্থিক বলেন—'কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।'

এই বলিয়া লম্পট সম্প্রদায়ের মত-ভূমিকারাদির সভারতার উপলক্ষ্যে ইতর কার্য্যে উদ্বেগাবিশিষ্ট হইয়া যে হরিসেবা-শৈথিল্য আলস্য দেখা যায়, তাহা ফল্গু-বৈরাগ্যোচিত প্রবৃত্তি মাত্র। পরমার্থ হইতে উহা শত শত যোজন দূরে অবস্থিত। ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া পরিক্রমা, পাঠ, ঘণ্টাসঞ্চালন, জন্মস্থাননিরূপণ, সাহিত্যের আবরণে পরচর্চ্চা, সাধুনিন্দা প্রভৃতি কুশিক্ষা, অর্দ্ধশিক্ষা লাভ করিয়া অধিক উদরপূর্ত্তির প্রয়াস-মাত্র। গৌড়ীয় মঠ সেরূপ নীচ প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট জনগণের আর্থিক আচরণকে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জনের দ্রব্য জানিয়া ভগবদর্থের অপব্যয়কারী টিকনমিষ্টগণের সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। অর্দ্ধশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একবর্ষধারিগণকে শিক্ষা ও গলাবাজী করিয়া ভগবৎসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ আদৌ সমর্থন করেন না। নটবর-ন্যায়ে যে সকল অন্যায় অবৈধ কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পারমার্থিকের দর্শনাভাবে ভাড়াটিয়া বক্তার শিষ্যরূপে নটবর-ন্যায় যে টিকনমিক্যাল সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া ছোটমুখে বড় কথা আনেন, উহা ভোগীর অনর্থ-প্রতিপাদকমাত্র। স্বতন্ত্র সাহেব সার্ভে শাস্ত্রের প্রচুর পণ্ডিত, পরবিদ্যানিপুণ শ্রীল জগন্নাথদাস তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তাণ্ডবনৃত্যে পরমোন্মত্ত নহেন—একথা বলিয়া যে তুলনামূলক নটবরন্যায়ে কপটতা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে পরমার্থ কিছুই নাই। পরন্তু ভক্তবিদ্বেষজনিত প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপরূপ অর্থোপার্জ্জন মাত্র। উহা "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞকম্॥"

—এই স্মৃতি-কথিত প্রায়শ্চিত্ত বিধির আসামী মাত্র হওয়া অর্থ কখনই পরমার্থ বলা যায় না। প্রকৃত অর্থসংগ্রহের কপটতা আর কতদিন চলিবে? ভাড়াটিয়া-গিরি ধর্ম্ম নহে।

এই কথা দ্বিতীয় বৈঠকেও ভুবারকেড়ীর নিকটবর্ত্তী গুরুরতলে প্রচারিত হইয়াছে পরীক্ষিতের নিকট, শ্রীনৈমিষারণ্যে ঐ কথা পুনঃকথিত হইয়াছে। আর আজ তার বিকৃতি সম্পাদনের জন্য লাগিয়াছেন দশটাকার ঘণ্টা বক্তা ও ভণ্ডক পাঠক! ঐ দশটী টাকা লইয়া কেহ বা পুত্রের পাখী মারিবার বন্দুক কিনিয়া দিতেছেন, বেশ্যালয়ে যাইবার খরচ যোগাইতেছেন, কেহবা চা পান, চুরুট, পান খাওয়া শারীরিক প্রয়োজন মনে করিতেছেন আর কেহবা ছাগশিশুর এবং কুক্কুটের দেহপাত করিয়া নিজ ক্লেশপুষ্ট দেহ রক্ষায় যত্ন করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠ এরূপ অর্দ্ধশিক্ষিত অজীর্ণ-শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের ইন্দ্রিয়ের লোলুপতা-বৃত্তির আদৌ আদর করেন না। তাঁহারা জগতে পরমার্থ আলোচনা করিবার জন্য ভণ্ডক বক্তা, ভণ্ডকপাঠক শূদ্র ও জড় বাণিজ্য-পরায়ণ ব্যক্তিকে স্ব স্ব অপস্বার্থের অর্থ হইতে বিযুক্ত করিবার বাসনায় যে কথা বলিতে

বলিয়াছেন, তজ্জন্য যাঁহারা প্রাণৈষ্বৈ-র্ধিয়া পাচা প্রেম আচরণং সদা"—

শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে গঠিতজীবনের সহিত তাড়াটিয়া ধর্ম্মধ্বজিগণ বা মিস্ত্রী-খানার ঠিকাদারগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পরমার্থ-বঞ্চিত এবং "মিথ্যাং কুর্ব্বন্তি" শ্লোকের প্রায়শ্চিত্তার্হ পর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্য মাত্র। সেই জন্য গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তনে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থ নিবৃত্তিই শিক্ষার চরম-সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমেণী বৃত্তিতে স্ত্রৈণ পুরুষগণ যেরূপ আচ্ছন্ন হন, ভাগবত-ধর্ম্ম তাহাকে 'অনর্থ' বলেন। রাধাকুণ্ডের পল্লী মীরা, শিশিরের পত্নী লক্ষ্মী, জয়দেব-পত্নী পদ্মা প্রভৃতির প্রতি বীরভূমবাসী কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়াগণের যেরূপ প্রাকৃত মতসমর্থন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে বীরভূমিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজের প্রাকট্য লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আধুনিক দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বীরভূমবাসী যদি গৌড়ীয় মঠের বিচার শ্রবণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মিস্ত্রীখানার প্রবৃত্ত জনগণের ন্যায় আরও কিছুকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আসানসোলে মিস্ত্রিখানার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও চীনের মিস্ত্রিখানার ঠিকাদারী পারমার্থিক রাজ্যের জীবগণের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্ত-গণের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মিস্ত্রীখানার কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ হইবে না। আত্মধর্ম্মের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ভাগবতী কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

প্রশ্ন-পত্রিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৭ সংখ্যায় পর)

২০। মতভেদ হয় কেন এবং কিরূপে হয় ?

২১। 'সমন্বয়' শব্দের তাৎপর্য্য কি ? সকলের সকল কথায় সায় দিবার নামই কি সমন্বয় ? সত্য কি বহু, না এক ?

২২। জন্মান্তরবাদ স্বীকারে দোষ কি ? ভোগ ও ত্যাগমূলা ধারণায় পরমার্থ-বিষয়ে কি কি গুণ-দোষ উপস্থিত হয় ?

২৩। কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করিলে সেই পূজা পূজ্যবস্তুতে কি প্রকারে উপনীত হয় বা হইতে পারে ?

২৪। অর্চ্চাবতার-সম্বন্ধে আপনার ধারণা বা সিদ্ধান্ত কি ?

২৫। জীবের কেন ক্লেশ উপস্থিত হয় ? ক্লেশমুক্তি বা সুখোদয় কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

২৬। সাধনের প্রক্রিয়া কিরূপ হইবে ?

২৭। পারমার্থিকগণের ব্যবহারিক-জীবন পরমার্থের কিরূপ অনুকূলভাবে যাপন করিতে হইবে ?

২৮। জাগতিক সকল ধর্ম্মমতের দ্বারাই সমাজ, জগৎ বা ব্যক্তিগত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় কি না ? আর সেই সকল মঙ্গলের পরিমাণ সমান কি না ? কোন কোন্ ধর্ম্মমত মানুষের সৃষ্ট, আর কোন্ ধর্ম্মই বা ভগবৎসৃষ্ট ?

২৯। সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ? অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও সৎসাম্প্রদায়িকতা—উভয়েই সমান কি না ? যথেচ্ছাচারিতা উদারতা কি না ?

৩০। নামাশ্রয়-সম্বন্ধে আপনার অভি-মত কি ? "হরের্নামৈব কেবলম্" বাক্যে যে 'কেবলম্' শব্দের দ্বারা অন্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করণ-বিষয়ে আপনার বিচার কি ?

৩১। অহঙ্কার ও দৈন্য—ইঁহাদের স্বরূপ কি ?

৩২। অনুসরণ ও অনুকরণের বিচার কি ? উভয়ের কোন্‌টীর দ্বারা কি লাভ হয় ?

৩৩। প্রতিষ্ঠা বরণীয় কি না ? কোন্ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বরণীয় প্রতিষ্ঠার কি সুবিধা ও অসুবিধা আছে ?

৩৪। বিলাস ও বিরাগের মধ্যে কোন্‌টী কি-ভাবে গ্রহণীয় ?

৩৫। মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান কিরূপে হওয়া উচিত ?

৩৬। বহুগণবাদ কি ধর্ম্ম-মতের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক ?

৩৭। সাধুসঙ্গের কোন আবশ্যকতা আছে কি না ? অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী—সকলেই সাধু কি না ? ইঁহাদের সঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গের চরম ফল লাভ হয় কি না ?

৩৮। জীব চেষ্টা কিম্বা ভগবৎকৃপা, কোন্‌টী দ্বারা আমাদের প্রয়োজন লাভ হয় ?

৩৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও পারমহংস্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

৪০। পরমহংস কাহাকে বলে ? অভক্তি-মার্গের দ্বারা পারমহংস্যাবস্থা লাভ হয় কি না ?

৪১। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও পারমহংস্য—কোন্‌টীতে হরিভজনের অধিক যোগ্যতা ?

৪২। বর্ণাশ্রম সাধ্য কি না ? পরমহংস বর্ণাশ্রমের অধীন কি না ? সংসার ও সন্ন্যাসের দ্বন্দ্বের সুসমাধান কি ?

৪৩। সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হইলে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ?

৪৪। শ্রাদ্ধ-বিধান-সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? চার্ব্বাক, ব্রাহ্মণ ও জৈমিনী—উভয়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-বিধান লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সুসমাধান কিরূপে হয় ?

৪৫। কাহার শ্রাদ্ধ কে করিবেন ? কোন্ উপকরণের দ্বারা করিবেন ?

৪৬। অধিকার বিচার করা কর্ত্তব্য কি না ? অধিকার বিচারের চরম সাধ্য কি ?

প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ক

১। প্রয়োজন বা পরমার্থ-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? স্বর্গপ্রাপ্তি, বিভূতিলাভ, নির্ব্বাণ, মুক্তি ও প্রেমা সকলই কি এক ?

২। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা ভগবদিতর বস্তুর ভোগ কিম্বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান জীবের নিত্য প্রয়োজন কি না ?

৩। মুক্তি-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

৪। ভগবৎপ্রেমের সহিত চতুর্ব্বর্গের বৈশিষ্ট্য আছে কি না ?

৫। পশু-পক্ষীর কাম ও ভগবৎপ্রেমা কি এক বস্তু ? পূর্ব্বোক্ত কাম কি ভগবৎ-প্রেমার জনক ?

৬। ভগবৎ-প্রেম ও ব্রহ্মানন্দ কি এক ? ভগবৎ-প্রেমা কি ব্রহ্মানন্দের নিম্ন-স্তর বা পূর্ব্বাবস্থা ? এ-বিষয়ে যুক্তি ও শব্দ-প্রমাণ কি ?

৭। ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা ও ভোগ্যের অস্তিত্ব আছে কি না ? ব্রহ্মানন্দের আনন্দ নিত্য না অনিত্য ?

৮। অবস্থা ও যোগ্যতাভেদে প্রয়ো-জনের তারতম্য আছে কি না ?

৯। অব্যক্তাসক্তচিত্তগণের আনন্দের পরিমাণ কতটুকু ?

১০। অব্যক্তাসক্তচিত্ত, ব্যক্তাসক্তচিত্ত এবং চিদ্‌বিলাসাসক্তচিত্ত—ইঁহাদের সাধনে কি কেবলমাত্র ক্লেশজনিত তারতম্য বর্ত্ত-মান ? অথবা প্রয়োজনগত তারতম্যও বর্ত্তমান ?

১১। পার্থিব ইন্দ্রিয়-পরিচালনা অথবা মনের যথেচ্ছাচারিতা-দ্বারা নিত্য-পূর্ণ জ্ঞান-সম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিত হইতে পারা যায় কি না ?

১২। চিদ্বিলাস স্বীকার্য্য কি না ? চিদ্‌বিলাস ও জড়বিলাসে পার্থক্য কি ? জড়বিলাসের হেয়তাদর্শনে চিদ্বিলাস-সেবায় বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য কি না ? প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত বিলাস-বৈচিত্র্য কি সম্বন্ধ ?

১৩। মানব জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োজন কি ?

১৪। ভগবৎপ্রেম প্রয়োজন হইলে বহুলোক সেইদিকে ধাবিত হয় না কেন ?

১৫। অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কি এক বস্তু ?

১৬। মহাভাব কি দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিবিশেষ ?

১৭। প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ ও কৃত্রিমতা—উভয়ের ফলই কি এক ?

১৮। ভগবৎপ্রেমাকে প্রয়োজন স্বীকার না করিলেই বা ক্ষতি কি ?

১৯। পারকীয়-রস জুগুপ্সিত নহে কেন ?

২০। 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়' 'ক্রীড়াবান্' শব্দে উপনিষদ্ কি লক্ষ্য করেন ?

২১। বিষয়-কামনা ভোগ করিতে করিতে কি কৃষ্ণপ্রেমরস উদিত হইতে পারে না ?

২২। প্রাকৃত কামের আস্বাদন ব্যতীত ভগবৎপ্রেমার আস্বাদন হইতে পারে কি না ?

২৩। রসের মধ্যে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ ? চরম উপাস্য-তত্ত্ব কোন্ রসের বিষয় হইবেন ?

২৪। অপমার্গে পরলোকে জীব কিরূপে অবস্থান করে ?

২৫। রস ও রসাভাস এক কি না ? রসাভাসের দ্বারা রস লাভ হয় কি না ? রস ও রসাভাসকে এক না বলিলে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা হয় কি না ?

ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ে বদ্ধজীবের ধারণা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, কাব্যশাস্ত্রী-লিখিত)

আমরা বদ্ধজীব। ভগবান্ সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদিগের বদ্ধ স্বভাবে নাই। আমরা সাধু বা ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গে তর্কে জিতিবার জন্য অনেক সময় ব্যগ্র থাকি, যে কোন প্রকারেই হউক ভগবানের সঙ্গে দেখাটা হইলেই হইল।

এই প্রকার বিচারে উদ্দীপিত হইয়া আমরা কেহ হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কেহ রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কেহ শিশুপাল-দন্তবক্র প্রভৃতির দোহাই দিয়া খুব বীরত্ব দেখাই। কথায় বলে—"চন্দ্রীর বিষ্ঠা দেখিয়া পেঁচ-শিয়ালীর কুহুন যে তাহারও ঐ প্রকার একটা বড় প্রকারের [illegible] না ? বলিই বা হয় !"

(অতঃপর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় [illegible])

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাংস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নদীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের রচিত গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যথানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী [illegible], এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীফুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনদীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ সেনগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ পার্ক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেজিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন,

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পরিচয়

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

'উৎকৃষ্ট' কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ⁄০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনন্তাবস্থা লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ইহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (যে খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

৪৪৪শ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকা এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ :- "প্রকাশ" নবদ্বীপ

মঠপ্রবেশ-সংখ্যা

Regtd No C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিঙ্গিল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা /০

পারমার্থিক-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭ রবিবার ৫ই অক্টোবর, ১৯৩০

মঠপ্রবেশ ও সম্বন্ধ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-লিখিত)

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামবাসস্তু রাজসঃ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

মায়া-সম্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ-জন্য জ্ঞানাদি চর্চ্চার উদ্দেশ্যে নির্জ্জন অরণ্যাদিতে বসচেষ্টা সাত্ত্বিক বাস। রাজনৈতিক, সামাজিক বা পারিবারিক সম্বন্ধে প্রীতি-বিশিষ্ট হইয়া গ্রাম ও নগরাদিতে বসবাস রাজসিক বাস। সদসদ্ বিষয়ে উদাসীন ও অনিয়ন্ত্রিত মুগ্ধব্যক্তির তাৎকালিক প্রবৃত্তি-হেতু ক্রীড়াস্থানাদিতে অর্থাৎ ক্লাব, মদ্যালয় বা বেশ্যালয়াদিতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন অতি নিন্দিত তামস-বাস। আর শ্রীভগবন্মন্দিরে শ্রীভগবানের সেবক-স্বরূপে বাস নির্গুণ বসবাস। অর্থাৎ এই শেষ প্রকার অবস্থান ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-দেবীর অধিকারের বাহিরে। যদিও জড় চক্ষে মন্দিরবাসী ভগবৎসেবকগণকে সাধারণের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি-বর্জ্জিত বিষ্ণুদাসগণের জড়াভিমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় তাঁহারা গুণাতীত নির্গুণ শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রকটিত ভূমিকায় সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবা-তৎপর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

সুতরাং জীব যখন মায়া-সদন পরিহার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে গুর্ব্বানুগত্যে মঠে বা সংসঙ্ঘারামে বা বৈষ্ণবাশ্রমে বা বিষ্ণু-মন্দিরে আবাস-জন্য প্রবেশ করেন, যখন জড়-প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া নববিবাহিতা বধূর ন্যায় পরম-পতির পাদপদ্মে নিবেদিতা হইয়া পতিসেবায় আত্মসমর্পণ করেন ও পতিপ্রীতি-সম্পাদন-জন্যই পতিমন্দিরে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার মঠপ্রবেশ সিদ্ধ হয় বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। কেননা অনাদি বিকার-দূরীভূত শুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বপতি কৃষ্ণের সহিতই জীবের মূল সম্বন্ধ। অতএব শুদ্ধসম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ে মঠ-প্রবেশ বা প্রকৃত মঠপ্রবেশেই সম্বন্ধজ্ঞানোদয় যুগপৎ সিদ্ধ হয় এবং একের অনুপস্থিতিতে অন্যের অভাব সূচিত হয়। পক্ষান্তরে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে স্বগৃহে বাস করিয়াও উদিত-সম্বন্ধ ব্যক্তি মঠেই বাস করেন, আবার আমার মত জাগতিক বিচারে মঠবাসী প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে গৃহেই বাস করিয়া থাকেন।

গৃহে বা ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিয়া কেহই বিশ্রাম ভোগ করিতে চায় না। ব্রহ্মাণ্ড-পারে পরব্যোমে মঠপ্রবেশেই শান্তি। সুতরাং মঠ-প্রবেশই সর্ব্বলোকের একমাত্র অভীষ্ট এবং মঠপ্রবেশেই সর্ব্বজীবের একমাত্র পরম সিদ্ধি। কবে আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগণের কৃপায় স্বরূপ-সম্বন্ধ লাভ করিয়া মঠবাসী হইব!

উদিত-সম্বন্ধজ্ঞান প্রকৃত মঠবাসীর পরিচয়ে মহাজনপাদ, যথা—

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের উনত্রিংশ চূড়াসমন্বিত শ্রীমন্দির
এই শ্রীমন্দিরে পাঁচটী প্রকোষ্ঠ আছে—

অন্তঃ প্রকোষ্ঠে—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজিউ
দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে—ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি
তৃতীয় প্রকোষ্ঠে—রুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী
চতুর্থ প্রকোষ্ঠে—সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক
পঞ্চম প্রকোষ্ঠে—শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ

যাহা পূজা করিয়াও উৎকৃষ্টগতি লাভ করে, আর বলি সেই চরণে তাঁহার সমস্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করিয়াও কি নিগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন ?" তখন ভগবান্ কহিলেন, —ব্রহ্মন্ ! আমি যাঁহাকে দয়া করিয়া থাকি, তাঁহার যাবতীয় অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি। কেননা, অর্থ দ্বারা জীবের মত্ততা উপস্থিত হয়, তাহাতে মানব লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্ম্ম-হেতু পরাধীন হইয়া কৃমি-কীটাদি নানা যোনি ভ্রমণান্তে অবশেষে যখন নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা ঐশ্বর্য্য বা ধনাদি-জন্য গর্ব্ব না করে, তাহা হইলেই জানিতে হইবে যে, তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। জন্মাদির অভিমানই জীবের যাবতীয় মঙ্গলের প্রতিকূল। আমার ভক্তেরা কখনও এই সকলের দ্বারা মুগ্ধ হয় না। সাধুকীর্ত্তি বলি দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে, কষ্ট পাইয়াও বলি মুগ্ধ হয় নাই। বিত্তহীন হইয়াছে—স্থানচ্যুত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—শত্রুকর্ত্তৃক বিষম-রূপে বদ্ধ হইয়াছে—জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত হইয়াছে—বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে—গুরু শুক্রাচার্য্য-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াছে, তথাপি সত্যব্রত বলি তাহার সত্যধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। সুতরাং এই ব্যক্তি অতিশয় ভক্তিমান্ ও সত্যবাদী। যেস্থান দেবতাদিগেরও দুর্লভ, আমি সেই পরমস্থান বলিকে প্রদান করিলাম। বলি মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত সুতলে বাস করিবে। সাবর্ণি মন্বন্তরের ইন্দ্র হইবে।" অতঃপর শ্রীভগবান্ বলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বলি, তুমি দেখিতে পাইবে, সেস্থলে আমি সর্ব্বদা তোমার নিকট উপস্থিত আছি।'

শ্রীভগবানে আত্মনিবেদনের ইহাই ফল যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ংই ভক্তের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। জগতের যত প্রকার কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তিশূন্য জীব অচেতন শব-তুল্য। শ্রীমদ্ভাগবত তাহাকে 'জীবন্মৃত'—'শবতুল্য' বলিয়াছেন। ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আজ শুধু নিজে কীর্ত্তিমান্ হইয়া চিরজীবী হইলেন না, পরন্তু জগজ্জীবকেও কীর্ত্তিমান্ হইয়া চিরজীবী হইবার মহাসুযোগ প্রদান পূর্ব্বক সত্য সত্যই মহান্ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। গুরুগতপ্রাণ গুরুপ্রেষ্ঠ ভাগবত ও গৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাই শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সকল সৌভাগ্যের মূল। তাঁহারই কৃপায় তিনি আজ তাঁহার 'জগবন্ধু' নামের সার্থকতা সম্পাদন

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া

করিয়াছেন, (তাঁহারই কৃপায় তিনি আজ বিশ্ববৈষ্ণবের সংকীর্ত্তন-সভায় বান্ধব হইলেন।) সুতরাং আজ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের জয় গানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জগবন্ধু-বান্ধব—ভক্তিরঞ্জন-রঞ্জন আচার্য্যত্রিক প্রভুরও জয়গান করিয়া তাঁহার নিকট গৌরবাণী-বিনোদ-সেবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিব। কেননা, "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর-প্রতি হবেন সদয়॥" বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত গুরুগৌরাঙ্গে আত্ম-নিবেদন সিদ্ধ হয় না, দাম্ভিকতা থাকিয়া যায়। বলি মহারাজ যেমন শিক্ষা প্রদান করিলেন—'বৈষ্ণব-চূড়ামণি প্রহ্লাদ-কৃপায়ই আমার বামনদেবে আত্মনিবেদনরূপ সেবা-সৌভাগ্য লাভ হইল, নতুবা আমি 'ভূম্যাদি দান করিয়াই সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি' এরূপ দাম্ভিকতাই অর্জ্জন করিতাম। পিতামহ প্রহ্লাদানুগ্রহেই ভগবান্ আমাকে আমার আত্মনিবেদনের সুযোগ প্রদান করিলেন', ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ও তেমনই শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, গুরুপ্রেষ্ঠের কৃপাতেই আজ তিনি গুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে কেবল ভূম্যাদি নিবেদন নহে, আত্মনিবেদনেরও সুযোগ পাইয়াছেন। জীবের স্বতন্ত্রতাকে ভগবদ্ ভাগবত-পাদপদ্মে নিবেদন না করা পর্য্যন্ত ভূমি ও অর্থাদি-দান-দ্বারাই অক্ষয় কীর্ত্তি-ভাক্ হওয়া যায় না, বহির্ম্মুখ জনসাধা-রণের নিকট 'দাতা' নাম কিনিয়া দাম্ভিক-তাই অর্জ্জন করা হয় মাত্র। জগবন্ধু সেরূপ দাম্ভিকতা অর্জ্জনের জন্য লালায়িত নহেন বলিয়াই তিনি আজ গুরুবৈষ্ণবের এত কৃপা-ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবা-প্রচারের সহায়ক জানিয়া দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতেছেন। ধন্য জগবন্ধু ! তুমিই জগতে সার্থকজন্মা ! তোমার আদর্শ অনুসরণ করিয়া যেন আমরাও আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহা কিছু, সমস্তই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিষ্কপটে নিযুক্ত করিতে পারি।

জগবন্ধু কেবল ভূমি ও অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া দিবারাত্র উপস্থিত থাকিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দৈববিড়ম্বনা সত্ত্বেও অচল অটলভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত শ্রীমন্দিরের কার্য্য পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী এবং তাঁহার সেবক-বৃন্দ যেস্থানে বসিবেন, সেই স্থানকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ও তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ করিলেন। ইতোমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতেই বহুলোক আসিয়া শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছেন। লণ্ডন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণও শ্রীমন্দির দর্শনে হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। গুণিগুণগ্রাহক সারগ্রাহী মাত্রেই শতমুখে জগবন্ধুর কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। মৎসর ধর্ম্মধ্বজগণই আজ ঈর্ষায় ফাটিয়া মরিতেছে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর মধ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইল, ইহাতে ব্যবসায়িদলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। হায়, মানব ! ইহাই কি তোমার মানবত্বের পরিচয় ? সত্য কথা শুনিতে তুমি এতই ভীত ও এত পরাঙ্মুখ ?

জগজ্জীবের ভাগ্যাকাশ আজ সুপ্রসন্ন। দেবগণ অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া আজ কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতে-ছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনামোদী প্রকটাপ্রকট সকল কৃষ্ণপার্ষদগণই শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিহারস্থলী দর্শনে আগমন করিয়া গৌড়ীয়গণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গগনপবন সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত করিতেছেন। ভাগ্যবান্‌গণই আজ অনুভব করিতেছেন, সাক্ষাদ্ভাবে দর্শনও করিতে-ছেন যে—কালপ্রভাব কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দকে একটুও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অন্যাভি-লাষি-কর্ম্মিজ্ঞানিগণ নিকৃষ্ট আপনাদিগকে যতই না কেন শুদ্ধকীর্ত্তনবিরোধী বলিয়া গর্ব্ব করুন, মূর্খ তাহারা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিক্রমকে পরাভূত করিবার কোন সামর্থ্যই তাহাদের নাই। দুর্ভাগ্যজনগণই কেবল কীর্ত্তনের উচ্চরোল শুনিতে না পাইয়া কৃষ্ণলীলাকে তাৎকালিক বা কাল্পনিকজ্ঞানে বঞ্চিত হন। কিন্তু ভাগ্যবান্‌গণ জানেন—অদ্যাপি আপামভাব বিভাবিত বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র গৌরহরি সপার্ষদে নিত্য নৃত্য-কীর্ত্তন-বিলাস করিতেছেন।—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়-ধূলিতে। কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" অদ্যাপি নিত্যানন্দ-নন্দনে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, শচী-মাতার রন্ধনে, রাঘব-ভবনে গৌরসুন্দর নিত্য বিরাজমান। অভিন্ন-নিত্যানন্দ গুরুদেব ভক্তবৃন্দসহ যেখানে শুদ্ধ-কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত, সেখানে মহাপ্রভু সপার্ষদে বিরাজিত। ইহাতে অবিশ্বাস হইলেই দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হইবে। 'নিতাইচরণ সত্য, নিতাই-সেবক নিত্য'। সুতরাং কোন সময়ের জন্যই নিতাই-পাদপদ্মের আবির্ভাবকে ও নিতাই-সেবকগণের আবির্ভাবকে অবিশ্বাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কীর্ত্তন-সেবাকে—গৌরবাণীবিনোদ-সেবাকে —সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-সেবাকে উপেক্ষা করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয় জয় ধ্বনিতে, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ধ্বনিতে আজ গৌড়ীয় মঠ মুখরিত। ভক্তগণের চিত্ত নব-মঠ-প্রবেশ-জনিত আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা। জাগতিক কোন আনন্দের সহিত কি আর সে আনন্দের তুলনা হয় ? শারদীয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা কবি গাহিয়াছেন—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।" কিন্তু হায় ! কবির সেই গানের মধ্যেই আবার একটা মর্ম্মভেদী করুণ সুর মূর্চ্ছনা দিয়া উঠিতেছে—ওগো কবি ! কোথায় তোমার সে আনন্দ ? আজ যে

ভারতের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, ভারত যে আজ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে, ঔষধ-পথ্যাদির অভাবে রোগে শোকে নানাপ্রকারে মুহ্যমান ও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত? যদিও বা কাহারও মুখে একটু মন্দহাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তাহা যে চপলার ন্যায় ক্ষণেকের জন্য উদয় হইয়াই কোথায় লুকাইয়া যায় ও হায়! হায়! ভারত আজ কি লইয়া বাঁচিবে? তাহার শত শত সন্তান যে আজ রাষ্ট্রীয়-সংঘর্ষে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। ভারতের বুকে যে দাউদাউ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! ভারত যে আজ একটী বিরাট শ্মশান-ক্ষেত্র।" তবে কবিবর! কোথায় তোমার আনন্দ? তুমি কাহাকে বল আনন্দ? ধন দাও, মান দাও, বিদ্যালক্ষ্মী দাও, মনোরমা ভার্য্যা দাও, পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজনকে নীরোগ রাখ, তাহাদিগের স্নেহ-ভালবাসা উপভোগ করিতে দাও অর্থাৎ দেহমনের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান কর!—কবিবর! ইহাই কি তোমার আনন্দের স্বরূপ জ্ঞান? তুমি দেহমনের আনন্দ কতদিন ভোগ করিতে পার? আর তাহাও কি তোমার ইচ্ছানুযায়ী পার? মুহূর্ত্তের জন্য যে আনন্দ তোমাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহা বিলীন হইয়া তোমাকে দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়, সেই দুঃখের দালাল আনন্দকে পাইবার জন্যই কি তোমার আনন্দময়ীর উপাসনা? না, না কবিবর! এত ভুল করিও না। আনন্দের স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-হেতু জড়ানন্দকেই 'নিত্যানন্দ' বলিয়া ভ্রান্তি হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিক্ষোভ হইয়া তোমাকে প্রায়শ্চিত্তাভিমুখ হইতে হইবে। পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তুমি যাহাকে আনন্দ বলিয়া আলিঙ্গন করিবে, পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহাকে নিরানন্দ বলিয়া চিরবিদায় দিতে বাধ্য হইবে। গৌড়ীয়মঠ আজ তোমাকে কখনই সেরূপ ক্ষণিক আনন্দের মোহমুগ্ধ হইতে অনুমোদন করিবেন না; যেহেতু নিত্যানন্দলাভই যে তাঁহাদের মূলমন্ত্র।

তৈত্তিরীয় (২।৭ অনুবাক) বলেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।" অর্থাৎ "অখণ্ডজ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মাই রস। সেই রসকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।" বেদান্তসূত্র (১।১।১২) বলেন—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবদনুশীলন হইতেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সঞ্চার হয়। এই জন্যই তাঁহার নাম আনন্দময়; খণ্ড-নশ্বর-জড়-দেহ, বা চিদাভাস মন আনন্দের জনক হইলে বেদ দেহ-মনেরই অনুসন্ধান করিবার আদেশ প্রদান করিতেন। বিষ্ণুগীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—

"মামানন্দময়ং জ্ঞাত্বা জ্ঞানী ভবতি ক্ষণেন।
তস্য শোকভয়ং নাস্তি প্রলয়ে শতশোঽপি বা।"

—"আমি আনন্দময়, আমাকে জানিতে পারিলে লোকে নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। শত শত প্রলয় (প্র অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে লয় বা ধ্বংস—সর্ব্বনাশ) সংঘটিত হইলেও তাহার শোক বা ভয় উপস্থিত হয় না।

আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, এই আনন্দের কোন কালে বিরাম বা ধ্বংস নাই। তাঁহার আনন্দতেই সমুদায় সংসার পূর্ণ হইয়া আছে। এই জন্যই তিনি আনন্দময়। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত নিত্য—'আনন্দ' উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, 'আনন্দঃ স হরিঃ স্বয়ম্।' আনন্দময় ভগবানের চিচ্ছক্তিই আনন্দময়ী হ্লাদিনী। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী সংযোগ ব্যতীত জীব কখনও পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। বদ্ধজীব মায়াশক্তিগত-হ্লাদিনী-সংযোগ হইতে যে জড়ানন্দলাভে সমর্থ হন, তাহার পরিণাম কেবল দুঃখময়। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানের ক্ষমতা শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়া-শক্তি মায়ার আদৌ নাই।

গৌড়ীয় মঠ জড়জগৎকে ভোগ বা ত্যাগ করিবার প্রভু সাজিয়া তুচ্ছ আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত নহেন; সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে এবং আপনাকে দৈন্যবশতঃ সেই কার্ষ্ণদাসানুদাস জ্ঞানেই তাঁহার আনন্দ। সেই আনন্দের নিকট তিনি নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর পরম-প্রয়োজন ব্রহ্মানন্দকেও অতি-সামান্যরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয় মঠের অদ্যকার আনন্দের পরিমাণ বর্ণনে কে সমর্থ! গৌড়ীয় আজ তাঁহার প্রাণ-প্রভুকে সপার্ষদে নূতন মন্দিরে বসাইবেন, এই আনন্দ-সংবাদ অনেকদিন হইতেই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তাই গৌড়ীয়-মঠ আজ লোকে লোকারণ্য। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার অন্যতম প্রিয়ভক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজকে দিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারের ভার। শৃঙ্গার-সেবা-কুশল স্বামিজী বিচিত্র-সজ্জায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বস্বকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইতেছেন। শ্রীবিগ্রহকে পুরাতন মঠ হইতে নূতন মঠে লইয়া যাইবার জন্য অপূর্ব্ব রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, নবমঠের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ-বহিঃপ্রকোষ্ঠ—সর্ব্বত্রই বিচিত্র পুষ্পমাল্য-পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি দ্বারা অপূর্ব্বভাবে সুশোভিত হইয়াছে। গৌড়ীয়ের একমাত্র গৌরবের বস্তু—গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্বধন স্বরূপরূপানুগবর্য্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং প্রভুর প্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরকে অগ্রে করিয়া গৌড়ীয়গণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আজ তথায় শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহন-মিলনোৎসব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতনমন্দিরের স্থান—১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীমঠের সন্নিকটেই গঙ্গা প্রবাহিতা। শ্রীমঠ হইতে প্রায় ৩॥০ মাইল উত্তরে গঙ্গাতটে শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস ভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট বরাহনগর-মালিপাড়া। শ্রীশ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারকবর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, মহাপ্রভু যে সময়ে বরাহনগরে শুভবিজয় করেন, "সেই সময় বোধ হয় এই স্থানেই তিনি সগণে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাই আজ মহাপ্রভুই কৃপা-ক্রমে সেই স্থান সঙ্কীর্ত্তন-বিহারভূমী রূপে প্রকটিত হইল। নতুবা কেহ না জানিত এই স্থানই ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্য-বিহারাস্পদরূপে প্রকটিত হইবেন?" গৌরসুন্দরের নিজজনগণই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের প্রাকট্য সাধন করেন। শ্রীশ্রীগদাধর দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাট এঁড়িয়াদহও এস্থান হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতটে অবস্থিত। সুতরাং এই স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত।

সঙ্কীর্ত্তনবিহারাস্পদই সাক্ষাৎ শ্রীধাম। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে তীর্থবাস মনোধর্ম্ম মাত্র, তদ্দ্বারা তীর্থবাসের কোন ফল হইবে না। শুদ্ধভক্তিসদাশ্রিত হইলেই জীবের চেতনবৃত্তির উন্মেষ সাধিত হয়—জীব তখন গৌড়-ব্রজ অভেদ জ্ঞানে গৌরধামে ব্রজধাম দর্শন করেন। যাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়ানুগত্যে গৌরধামবাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে অগ্রে বৃন্দাবন বাসকে প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ধাম দর্শন হয় না। তীর্থযাত্রা-জন্য পরিশ্রমই সার হয় মাত্র। সুতরাং গৌড়ীয় মঠ-প্রবেশোৎসবে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা জীব-মাত্রেরই আছে। গৌড়ীয়মঠ সত্যানুসন্ধিৎসু জীবমাত্রেরই একমাত্র সত্যানুসন্ধান-মন্দির। তাই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ আজ বিশ্ববাসী সকলকেই গৌড়ীয় মঠে আহ্বান করিতেছেন।

(অতঃপর ১৩ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভ হইতে পাঠ্য)

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

কলিকাতা, ২৪।৯।৩০

অদ্য ৭ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমান পাটুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্য প্রায় চারি বৎসর হইল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়াছেন। দীক্ষাকালে তিনি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর দাসাধিকারী সংজ্ঞা-লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারের তৃতীয় সংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে গোদাবরীতীরে শ্রীরামানন্দ প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীরামানন্দ-দাসত্ব প্রতীতি হইয়াছিল। তিনি ভক্তিশাস্ত্রী ও বিদ্যার্ণব উপাধি-বিশিষ্ট। তিনি শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের রক্ষাকার্য্যের সেবা করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিমেও প্রায় দুই বৎসর-কাল প্রচার-কার্য্য ও মঠরক্ষণ-কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। উত্তর-ভারতের নানাস্থানে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়া কিছুদিন হইল দক্ষিণ দেশে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে জীবনের অবশেষকাল শ্রীভগবানের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সকল লৌকিক পরিচয় পরিহার পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-বিধি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ-কালে কোটী কোটী জীবের মধ্যে এরূপ সৌভাগ্য হয় না। কেহ কেহ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ-বিচার পরিহার পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হন। উপকুর্ব্বাণগণ সমাবর্ত্তনের অধিকার লাভ করেন। যাহাতে ভগবদ্-বিমুখতা না আসে, এজন্য গৃহধর্ম্মে অবস্থান-কালে 'সর্ব্বেষাং মণ্ডপাসনম্' বিচার গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ কনিষ্ঠাধিকারোচিত সেবা করেন। অধিকারের মাধ্যমিকতায় অবস্থান-কালে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বিষয়-মদনোন্মত্ত জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন। মায়াবাদাচার্য্য যে অষ্টোত্তরশত সন্ন্যাসিগণের মধ্য হইতে দশনামী প্রথা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই প্রথা কিছুকাল একদণ্ড-সমাজে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্রিদণ্ড গ্রহণের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি এয়োদশনামীর অন্যতম মূল পুরুষ হইলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ড ভিক্ষু-নাম **শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ**। বিলাস-পরায়ণ বৈষ্ণবনামধারী অবৈষ্ণব গৃহব্রতগণ শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণে কখনই না অপরাধ করেন। তাহা প্রাণগণের জন্য শ্রীগৌড়ীয়গণের শুদ্ধসংস্কার-বিধির সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত]

আজ বড়ই আনন্দের দিন—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ-মহামহোৎসববাসর। মহাচার্য্য-বর্য্য প্রভুপাদ এই মহোৎসবের নামটী দিয়াছেন—শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব।

নামকরণদ্বারা আচার্য্যবর্য্য কি শিক্ষা দিলেন, তাহার বিচার আবশ্যক।

জগতের লোক যেরূপ নামকরণ করেন, যথা, অন্ধব্যক্তির নাম পদ্মপলাশলোচন, কদাকার শিশুর নাম ভুবনমোহন, মরণ-শীল পুত্রের নাম অমর, ইহা সেইপ্রকার বিচারশূন্য—অর্থহীন নামকরণ নহে। আচার্য্যবর্য্য এই নামকরণটীর দ্বারা মঠ-প্রবেশার্থীকে ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ-মালার বিষয়—গভীর গবেষণাময়ী ভক্তি-সিদ্ধান্ত উপলব্ধির কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। সেই উপদেশ ও উপলব্ধির বিষয়-গুলি বিশেষরূপে বিচার না করিলে—ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে—সম্যকপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম না হইলে দৈবীমায়ার সুদৃঢ় অভেদ্য ও অত্যুচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া বা উল্লঙ্ঘন করিয়া কারামুক্ত হইতে পারিব না, সুতরাং সংসার-কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় টিকিট কাটিয়া বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে বাহ্যদর্শনে প্রবেশ করিলেও—গৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করিলাম বলিয়া অভিমান করিলেও মঠপ্রবেশ হইবে না; গুণময়ীমায়া ভোগাগারে বা ত্যাগাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্যের আদর্শ-শিক্ষা

নিখিল জৈবজগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নিত্যমুক্ত নিত্যপার্ষদ হইয়াও কারা-রক্ষককে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হইবার অভিনয় দেখাইয়া তাঁহার প্রাণধন বিষয়জাতীয় সম্বন্ধবিগ্রহ শ্রীরাধামদনমোহনের অন্বেষণলীলা করিয়া কাশীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট সম্বন্ধা-ভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া-ছিলেন এবং শ্রীরাধামদনমোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত হইয়াও কিরূপভাবে বিষয়জাতীয় সম্বন্ধবিগ্রহের সেবায় অধিষ্ঠিত হইতে হয়, তাহার জ্বলন্ত আদর্শ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

উপদেশ ও উপলব্ধির কথা

স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্যের অহৈ-তুকী কৃপাভিষিক্ত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় ও শ্রীচরণার্চ্চন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণধন বিষয়জাতীয় সম্বন্ধবিগ্রহ শ্রীরাধামদনমোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত হওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ। শ্রীগৌড়ীয় মঠে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা নাই—তাহা কৃষ্ণকামতৃপ্তিরূপ মহামহোৎসব-ময় শ্রীচৈতন্যবাণীবিলাস-ক্ষেত্র। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদিগকে অন্যাভিলাষ, ভোগবাঞ্ছা ও ত্যাগচেষ্টারূপ আবরণ বা পরিচ্ছদ পরি-ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ অপ্রাকৃত, নিত্য ও দিব্য শোভা-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ দ্বারা আত্মাকে সুসজ্জিত করিতে এবং অপ্রাকৃত নবীন-মদনমোহন-মহা-মহোৎসবে হৃদয় অভিষিক্ত করিতে হইবে।

ভোগাগার ও ত্যাগাগার হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য

ভোগাগারে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্প-ণোৎসব হইয়া থাকে। সেখানে ভোগি-কুলের বাস। তাঁহারা বিষয় সংগ্রহের জন্য অখিলচেষ্টা বিশিষ্ট হইয়া ভোগযজ্ঞে ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন। তথায় উপাস্যবস্তু—কলি। কেহ ভোগীর পোষাক পরিয়া, কেহ বৈরাগীর কাচ কাচিয়া, কেহ কেহ মিছাভক্তের বেশে, কেহ বা জাতিগোস্বা-মীর সাজে, কোন কোন ব্যক্তি সখীভেকী হইয়া, কতকগুলি লোক গৌরনাগরী হইয়া—ইত্যাদি বহুলোক বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কলির সেবায় নিযুক্ত-কলির উপাসক হইয়া কলির উপাসনায় মত্ত। এখানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত, পানাসক্ত, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত, জীবহিংসায় উৎসাহবিশিষ্ট এবং কনকের দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত।

ত্যাগাগারে আত্মবিনাশ-চেষ্টা হইয়া থাকে। সেখানে কল্পবৈরাগীর বাস; তাঁহারা হরিসম্বন্ধীয় বস্তু প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করেন। তথায় উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব নাই। তাঁহারা এই ত্রিপুটী বিনাশ করিয়া 'আমি' এই অভিমান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্যাভিলাষ-ভোগা-ভিলাষ-ত্যাগাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত কৃষ্ণাভিলাষ-মহামহোৎসবময়; শ্রীরাধামদনমোহনের সম্ভোগোৎসবই গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধ। শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যবাণী মূর্ত্তিবিগ্রহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতেছেন, তাই ইহার নাম শ্রীচৈতন্য-বাণীবিলাস ক্ষেত্র। ইহা ইষ্টক বা প্রস্তর-স্তূপ নহে।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সেবানুগত্যের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম সেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। ইহা একটী অমন্দোদয়-দয়াসদন গৌড়ীয়-বান্ধব-চিকিৎসালয়, এখানে সদ্গুরুবৈদ্যরাজ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মহৌষধ ও মহাপ্রসাদরূপ পথ্য শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ করিতেছেন; সুতরাং সকলেরই এখানে আসিয়া—এখানে বাস করিয়া চিকিৎসিত হইবার অধিকার আছে—সর্ব্বসাধারণের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের ও মহাপ্রসাদ গ্রহণের অধিকার আছে, তাই গৌড়ীয় মঠ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং করিবেন।

শ্রীআচার্য্যদেবের বিশ্রম্ভসেবার ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশাধিকার

এখন আমরা বুঝিলাম, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রাকৃত মন্দির নহে। ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহল-পূর্ণ মহামন্দির—কলিস্থান-পঞ্চক-পরি-বর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠ ভক্তাশ্রয়পঞ্চক সেবাসদন—একমাত্র কৈতবশূন্য বাস্তবসত্যবিজ্ঞানানু-সন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার। সুতরাং মঠে প্রবেশ করিতে হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয় কৈতবশূন্য করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যবর্য্যের অনুগমন করিতে হইবে। আমাদের জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতি নিষ্কপটে ছাড়িয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে মস্তক [illegible] করিয়া সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়ো-জনতত্ত্ব জানিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণী অনবধানশূন্য হইয়া শ্রবণ করিয়া সেই শ্রৌতবাণী তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু এবং অমানী মানদ হইয়া নিরন্তর নিরপরাধে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত কীর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপে আচার্য্যবর্য্যের নিষ্কপট বিশ্রম্ভ-সেবা-ফলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিব এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশাধিকার হইবে।

যদি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহুদূরে আছি, সুতরাং টিকিট কাটিয়া সেখানে না গেলে গৌড়ীয়মঠে প্রবেশ হইবে কেন? এইরূপ বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুসেবা পরিত্যাগ করিয়া নিজের খেয়ালমত কোন ব্যক্তি গেলেও মঠ প্রবেশ হইবে না, আবার শ্রীগুরুদেব যদি আহ্বান করেন, [illegible] যদি এরূপ বিচার করি যে, "এখানে

(অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠার ৩য় স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচার-কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীমহোদয়ঃ॥"

প্রতিষ্ঠাশা

(গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু)

মনুষ্যমাত্রেই অথবা জীব মাত্রেই প্রতিষ্ঠা চাহেন। যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা [illegible] না করেন, তিনি বা তাঁহারা অসত্য বা অস্বাভাবিক কথা বলেন। প্রতিষ্ঠা—স্বাভাবিক অবস্থান; অপ্রতিষ্ঠা—অস্বাভাবিক।

মানুষ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বসংসারকে [illegible] করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা কর্মবীর, ধর্মবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, যুদ্ধবীর সাজিয়া থাকেন—প্রতিষ্ঠা, সম্মানের জন্য নিজ প্রিয়তম প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করেন—আত্মদান, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা তিল তিল জীবন বিসর্জনের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, অথবা বিপুল প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের আশায় কাহারও অনেক সময় লোকের [illegible] পরিত্যাগ করেন; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, দেশ, সমাজ, এমন কি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অর্থ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির প্রলোভনে প্রবল বাত্যাবেগের ন্যায় মানুষের হৃদয়ের আনাচে-কানাচে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের এমন অসাধ্য কার্য নাই—এমন লোক-বিস্ময়কর ত্যাগ, বৈরাগ্যের প্রদর্শনী নাই, যাহা করাইয়া না থাকে।

কনক, কামিনী না হইলে মানুষ বরং জীবনধারণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা না হইলে মানুষ এক মুহূর্তও জীবনধারণ করিতে পারে না। অনেক যোগী, তপস্বী বনে, জঙ্গলে, কিংবা ঘোর গহ্বরে বায়ুভক্ষণ বা পত্রপুষ্প ভক্ষণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্থূল কনক-স্পর্শের আবশ্যকতা হয় না, তাঁহাদের অনেকে স্থূল কামিনীর স্পর্শ করেন না, কিন্তু এ সময়েও তাঁহাদের আত্মসংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন হয়—প্রতিষ্ঠা। কনক-কামিনীর পিপাসা প্রতিষ্ঠা-পানীয়ের প্রাচুর্যের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশার পিপাসা কোন কনক-কামিনী-দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না। প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্যের উন্মাদনা ও মাদকতা স্থূল কনক, কামিনীর প্রয়োজনীয়তা-বোধকেও অনেক সময় ভুলাইয়া রাখিতে পারে।

যাঁহারা বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠা চাহি না—তাঁহাদের বিশেষভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা না-চাওয়ারূপ আত্মপরিচয়ের বিজ্ঞাপন-প্রচারের দ্বারা অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চাহেন। কেহ কেহ প্রতিষ্ঠার ভয়ে নিজ কীর্তন করেন না, কবিকৃত প্রশংসা প্রচারের পক্ষপাতী হন না, নির্জনে ধ্যান, জপ, স্মরণ মননের অভিনয় করেন, কেহ বা সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য হইতে আপনাকে সংরক্ষিত বিচার করেন। কেহ কেহ টাকার [illegible] স্পর্শ করেন না, মুদ্রা স্পর্শ করেন না, টিকিট [illegible] কাহারও অর্থাদি স্পর্শ করিতে হইবে ভয়ে দেশে দেশে [illegible]। প্রতিষ্ঠার জন্য লোভ এবং প্রতিষ্ঠার [illegible] কারী এই সকল লোকের [illegible] বৃহিক বিশেষভাবে [illegible] বাসনা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য [illegible] মায়ার [illegible] হইয়া যায়, [illegible] তাঁহারা অধিকতর [illegible] কথা বিজ্ঞাপন প্রচার [illegible] বলে,—' [illegible] প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কৌপীন-পরিত্যাগকারী অবধূতদিগের অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধানী শ্রীরূপশিক্ষালোকের দ্বারা দর্শন করিলে তাঁহাদের অন্তরে ঐরূপ ব্যবসায়েই প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইবে। পাছে কিছু প্রদান করিলে আমার অজ্ঞতা ও মূর্খতা ধরা পড়িয়া যায়, সেইজন্য অনেক সময় আমরা মৌনব্রতী সাজিয়া থাকি, পাছে হরিকথা প্রচার করিলে আমার আদর্শের অভাব ও অসামঞ্জস্যগুলি লোকে ধরিয়া দেয় এবং তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এইজন্য আমরা অনেক সময় প্রচারক হওয়া অপেক্ষা নির্জনভজনকারীর পদের প্রতিষ্ঠা-বরণ ভাল মনে করি। গাম্ভীর্য প্রকাশ না করিবার প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন আমি নিজে ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রচার না করিলেও আমার কোন শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তি উহা কোন না কোন উপায়ে লোকের নিকট প্রচার করিয়া দিবে, অন্তরে জানিয়া আমি নিজে দীন, হীন ও নির্লোভের বাহ্য প্রতিমূর্তি দেখাইয়া পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করি। সুতরাং স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে আমরা সকলেই প্রতিষ্ঠা চাই। যাহারা মুখে সরলভাবে প্রতিষ্ঠা চাই বলি, তাহারাও চাই-ই, আর যাহারা কপটভাবে মুখে প্রতিষ্ঠা চাই না বলি, তাহারাও 'প্রতিষ্ঠা-পাগলা' [illegible] অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চাই। অতএব প্রতিষ্ঠা চাওয়াই আমাদের স্বভাব, না চাওয়া কথাটী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অসত্য ও অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম, শ্রীরূপের ধর্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম স্বাভাবিকতা, সত্য ও সরলতায় প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা রূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত, তাঁহারা স্বভাব, সত্য ও সরলতার উপাসক। তাঁহারা দেখেন, কোন প্রতিষ্ঠাটী প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। 'প্রতি' পূর্বক 'স্থা' ধাতু ভাবে 'ক্ত' করিয়া 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'স্থা' ধাতুর অর্থ—অবস্থান, স্থিতি। কোন জিনিষ বা কাহার জিনিষে আমাদের স্থিতি পূর্ণ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে? জন্ম-ভঙ্গের দেশে, জন্ম ভঙ্গের কালে ও জন্ম-ভঙ্গের পাত্রে যে স্থিতি, তাহা নিত্য স্থিতি নহে; সাময়িক স্থিতি মাত্র। সকল স্থিতি-শক্তি বা সত্তা-শক্তি যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 'সন্ধিনীশক্তি' বলা হয়, তাহার মালিক বা শক্তিমদ্‌বস্তু কে? সেই মূল পুরুষের অনুসন্ধান করা হউক। অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দই নিখিল স্থিতি-শক্তির পূর্ণ মালিক। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে সকল সত্তা নিঃসৃত হইয়াছে। যাবতীয় প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক—একমাত্র নিত্যানন্দরাম। সেই নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ই জীবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রকাশমূর্তি জগদ্গুরুর শ্রীচরণে আশ্রিত, তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত—তাঁহারাই প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারী।

যাবতীয় প্রতিষ্ঠা আমার গুরুদেবের সম্মুখেই নিত্যকাল প্রতীক্ষা করেন। আমার গুরুদেবের মত আর প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন জগতে কাহারও থাকিতে পারে না—কেহ তাঁহার [illegible] পারে না; প্রতিযোগিতা করিলে তাহার 'অপ্রতিষ্ঠা' বা 'পতন' অনিবার্য। নিখিল জগৎ সেবোন্মুখ সর্বেন্দ্রিয়ে আমার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার আরতি করিলেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তখন তাঁহারা জানিতে পারেন, 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'-অভিমানই তাঁহাদের নিত্য প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার পতাকা প্রচার করাই—বার্ষভানবীর প্রতিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা।

অস্থায়ী স্থান, কাল, পাত্রের প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা নহে; উহা অপ্রতিষ্ঠা বা পতন। ভোগী প্রতিষ্ঠার মোহে প্রলুব্ধ হইয়া যতই কর্মবীর, ধর্মবীর সাজুন না কেন, আর ত্যাগী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনীর ভয়ে ভীত হইয়া হিমালয়ের গহ্বরে লুকাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা পতনোন্মুখ; কিন্তু যাঁহারা নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠা-পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহারা গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস অভিমান প্রবল করিতে পারিয়াছেন, নিখিল প্রতিষ্ঠা তাঁহাদেরই; তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির ভয়ে ভীত নহেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মেই প্রতিষ্ঠার পারিপাট্য রক্ষিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য হইতে বিচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠা-সতীর আনুকরণিক প্রতিযোগিনী 'ধৃষ্টা শ্বপচরমণী' শৌকরবিষ্ঠাতুল্যা জড় প্রতিষ্ঠা বহুরূপিণী হইয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐ বহুরূপিণীর ব্যভিচারের কথা আলোচনা-মুখে তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের বাণীর আবৃত্তি করিব।

গৌড়ীয় হাসপাতাল

এই হাসপাতালে একটী অদ্ভুত রোগী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডাক্তার বাবুর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, মোটামুটি বৎসরত্রয় রোগে রোগীটী বিষম কষ্ট পাইতেছে।

জাত-গোসাই-হাসপাতালে এ রোগীটী চিকিৎসিত হইতে যাইয়া, মর্কট-বৈরাগিগণের চরিত্রহীনতা-দোষ নাশ করিতে গিয়া রোগের আরও প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গোড়ায় পয়সা-রোজগার-রোগে রোগীটাকে ধরিয়াছিল। রোগীটী তুলসীর সহিত গলায় গলায় ভাব না করিয়া প্রাণিবিশেষের কলার পরিয়া রোগ বাড়াইয়াছে। ভক্তজনের প্রসাদ ভোজনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রাণি-বিশেষের খাদ্য তাহার রুচিপ্রদ হইয়াছে। গজরাজের ন্যায় স্থিরচিত্তে সংসারে বিচরণ করিবার পরিবর্তে প্রাণি-বিশেষের ন্যায় বিরক্তিকর ধ্বনি দ্বারা গজরাজের বিরক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের জন্য তুলসীদাস পূর্বেই দোঁহা লিখিয়াছিলেন।

আমরা এই জীবটীর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ডাক্তার বাবুর যে রিপোর্ট পাইয়াছি এবং চিকিৎসা-প্রণালীতে যে ফললাভ হইতেছে, সেই ঔষধ ও পথ্যাদি এই শ্রেণীর জীবদিগকে নিজ নিজ স্থানে চিকিৎসা করিবার উদ্দেশ্যে সকল কথা প্রকাশ করিতেছি। (ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির নয় দিবস পূর্ব হইতে নয় দিবস কাল শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়ের আনুগত্যে বহু বহু লোক বিরাট্ সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রার সহিত নবদ্বীপের ৯টী বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এবার ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

বিভিন্ন দ্বীপে উপনীত হইয়া প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তত্তৎ দ্বীপের মাহাত্ম্য পঠিত, বক্তৃতাদির দ্বারা মহাপ্রভুর লীলা ও প্রচারিত বার্তাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। এই পরিক্রমা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহের ভৃত্য শ্রীঈশানের সঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি মহাজনগণ নিজজনগণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' সামান্য ভাবে এই নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন, অনেক দিন পর্যন্ত এক নবদ্বীপ পরিক্রমা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি পুনঃপ্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ, পরমহংসপ্রবর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাজনগণের অভীষ্টানুসারে এই লুপ্ত ভুবনমঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠানটীকে পুনঃ প্রবর্তিত করিয়াছেন। পরিক্রমার অন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে বিশেষ কীর্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠ-তীরে শ্রীগৌরকুণ্ডের দৃশ্য

ব্রজধামাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ ধাম সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তিদ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। সেবোন্মুখবৃত্তিদ্বারা প্রপঞ্চাতীত শ্রীধামের স্বরূপ বিশুদ্ধান্তঃকরণে উপলব্ধ হ'ন।

'নবদ্বীপ' নাম কেন?

শ্রীনবদ্বীপ-ধামের পরিধি ১৬ কোশ দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া 'নবদ্বীপ' নামে খ্যাত। এই নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত (১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ,—এই দ্বীপচতুষ্টয় মধ্য গঙ্গার পূর্ব্বতটে এবং (১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ, ও (৫) রুদ্রদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিমতটে অবস্থিত, যথা ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে—

> গঙ্গার পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
> পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
> গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
> কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
> রুদ্রদ্বীপ—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

ভক্তিরত্নাকর পাঠে আরও জানা যায়, নবদ্বীপের মধ্যে এত গাম ছিল যে, শ্রীধাম-মায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তথায় পৌছিতে হইয়াছিল, যথা শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে—

> নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
> লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥

অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম-মায়াপুর

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ: শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদন ক্ষেত্র। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ **শ্রীযোগপীঠে** শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন শ্রীগৌরজন্মভিটা। এইস্থানে অচ্ছেদ্য শ্রীতুলসীবন বিরাজিত এবং নিম্ববৃক্ষবর অদ্যাপি বালক নিমাইর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। তন্মূলে একটী কুটীরে শ্রীশচীমাতার সূতিকাগৃহ এই স্থানে শিশু নিমাই খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করিয়া আছেন, শচীমাতা পার্শ্বে উপবিষ্টা। শ্রীমন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে সিংহাসনোপরি শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণু-ভক্তি-স্বরূপিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রী-শক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং নীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মালিঙ্গিত চিন্তামণি ভূমিরূপে বিরাজিতা। অদূরে পৃথক্ সিংহাসনে মহাভাব-শ্রীগৌরবিগ্রহ ও রসরাজ শ্রীরাধামাধব-যুগল মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন। পৃথক্ কক্ষে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিরাজিত।

শ্রীবাস-অঙ্গন—খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা

যোগপীঠের শতহস্ত উত্তরে শ্রীবাস-অঙ্গন অবস্থিত, শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী। শ্রীবৃন্দাবনলীলার রাসস্থলী ও নবদ্বীপলীলার শ্রীবাস অঙ্গন একই বস্তু। চাঁদকাজি এইস্থানে ভক্তবৃন্দের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানকে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলে।

শ্রীঅদ্বৈত ভবন

শ্রীবাস-অঙ্গনের দশ ধনু উত্তরে শ্রীসীতানাথালয় শ্রীঅদ্বৈত-ভবন। এইস্থানে আচার্য্য অদ্বৈতরায় গঙ্গাতুলসীযোগে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে কৃষ্ণ আরাধনা করিয়া গৌরকৃষ্ণকে জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রিদল সরস্বতী-নদী পার হইয়া গোদ্রুমে যাইতেছেন

বল্লালদীর্ঘিকা

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের পার্শ্বেই সেনবংশীয় বল্লালসেনের হ্রদ সদৃশ প্রাচীন দীর্ঘিকা বিরাজিতা।

শ্রীচৈতন্য মঠ

বল্লালদীর্ঘিকার উপরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন শ্রীব্রজপত্তন-ক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠ। এইস্থানে গৌরসুন্দর প্রথম নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন। এইস্থানে ঊনত্রিংশ চূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে অপূর্ব্ব **শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজীউর** শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। চারিপার্শ্বে চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যচতুষ্টয় তাঁহাদের সেব্যবিগ্রহের সহিত সেবিত

অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান

এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে মায়াপুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রৌঢ়া-মায়া, শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্রপাল বৃদ্ধশিবের আলয়, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ ঘাট, মাধাইয়ের তপস্যা স্থান, মাধাইয়ের ঘাট, বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বারকোণাঘাট, পঞ্চশিবালয় স্থান, শ্রীগৌরচন্দ্রের কীর্ত্তন-বিশ্রাম-স্থান—**শ্রীধর-অঙ্গন** (যেস্থানে শতছিদ্র লৌহপাত্রে রক্ষিত জল পান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন), (কৃষ্ণলীলার কংস) ভক্ত **চাঁদকাজীর সমাধি** (যাহার উপর চারিশত বৎসরের পুরাতন গোলোক চাঁপাবৃক্ষ বিরাজিত), বল্লালস্তূপ প্রভৃতি

শ্রীমায়াপুর নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

ঊর্দ্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্র, কাপিলতন্ত্র, ব্রহ্মযামল, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নবদ্বীপশতক এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীনবাক্য-প্রমাণে 'শ্রীমায়াপুর' শব্দের উল্লেখ আছে; যথা—

ঊর্দ্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্রে,—

> বহুস্রোত নবদ্বীপে নিত্য দেবি মহেশ্বরি।
> ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্॥

কাপিল তন্ত্রে,—

> অন্তর্দ্বীপে কলৌ দেবি **মায়াপুরে** দ্বিজালয়ে।
> জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে,

> অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
> **মায়ায়াঞ্চ** ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে

সমুদ্রগড়

শ্রীসমুদ্রগড়তীর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীমযুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেন রাজাকে শুদ্ধভক্ত জানিয়া দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে [illegible] করেন; এই স্থান সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ।

জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্য দ্বীপ, অপভ্রংশ ভাষায় জান্নগর ইহা বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। এই স্থানে জহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর—সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। সর্ব্বযুগের সর্ব্ব ঋষি এই স্থান হইতে বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই বাল্মীকি কাব্য, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্র, বেদব্যাসাদি ঋষিগণ বহুবিধ পুরাণ রচনা করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হ'ন। শ্রুতিগণ এই স্থানে শ্রীগৌর আরাধনা করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মোদদ্রুমদ্বীপ

মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যাখ্য দ্বীপ। রামলীলায় ভগবান বনবাসিরূপে এই স্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীরবাসী হইয়াছিলেন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে "মোদদ্রুমদ্বীপ" বলিয়া থাকেন। ইহা বৃন্দাবনের ভাণ্ডীর বন হইতে অভিন্ন। এই দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি গ্রাম। এই স্থান শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবনের ক্রীড়াক্ষেত্র ও বাসস্থলী। অদ্যাপি সেই ব্যাস পীঠ বৃক্ষরাজিতে আকীর্ণ থাকিয়া ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীনৈমিষারণ্যের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহা "শ্রীগৌড়ের নৈমিষ"। এই স্থানেই শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। এই স্থানে ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভিটার অদূরে শ্রীগৌর-পার্ষদ পরদুঃখদুঃখীর আদর্শ চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। এবং গৌর-পার্ষদ শার্ঙ্গ ঠাকুর বা শার্ঙ্গমুরারি বা শ্রীঠাকুর মুরারি (চৈঃ চঃ আ ১০।১১১ দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। পঞ্চ-পাণ্ডব এই স্থানের একদেশে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্থানের নাম মহৎপুর (মহৎ—শ্রেষ্ঠ) বা মাতাপুর।

রুদ্রদ্বীপ

রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য দ্বীপ। এই স্থানে নীললোহিতাদি একাদশরুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্মধ্যানে রত হইয়াছিলেন। এই স্থানে শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈতমতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। সম্প্রতি এই দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—

শ্রীচৈতন্যমঠ-মহাকল্যাণকল্পতরুর প্রধান স্কন্ধ

সদ্‌গুরু বৈদ্যরাজ, শ্রীকৃষ্ণনাম-মহৌষধ, মহাপ্রসাদ-পথ্যপূর্ণ অমন্দোদয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য-ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব-তত্ত্ব ভাগবত বেদান্ত-সারস্বত-একায়নাসন।

পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বারাজ্য-প্রচারের রাজসভা।

পঞ্চরাত্র-ভাগবত-সমন্বয়-প্রদর্শনী।

শ্রীসজ্জনতোষণী গৌড়ীয়-নদীয়াপ্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহগণের উদয়াচল।

অজরূঢ়িপ্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ির অবতারপীঠ।

স্বরাট্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম-নাম কামসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক

কলিকোলাহল মুখর বিশ্বে কৃষ্ণকোলাহল মুখর মন্দির।

কলিস্থানপঞ্চক-পরিবর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গপঞ্চক-সেবা সদন।

অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা নির্ম্মুক্ত অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপর রূপানুগ সারস্বত তীর্থ।

অজ্ঞ বা আংশিক অভিজ্ঞতাবাদদোষ অভিযোগবাদ-[illegible]কারী অধোক্ষজ-অবরোহজ্ঞান-বিজ্ঞান-মন্দির।

অকৈতব বাস্তব সত্যানুসন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার।

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাহীন-নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট সাধুগণের নিশ্চিন্ত নিবাস।

কৃষ্ণার্থে অখিলোদ্যম বা অন্তর্মুখী অর্থ-নীতি-শিক্ষার একমাত্র মহাবিদ্যালয়

ফল্গুবৈরাগ্য-নিষেধক যুক্তবৈরাগ্য-মণ্ডলমণ্ডিত মহা-চূড়ামণি মহামন্দির।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সর্ব্বদ্বারার সার্ব্বকালিক মহা-প্লাবনক্ষেত্র।

শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিনোদ-কীর্ত্তন-কুঞ্জ।

শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-মধ্ব নিত্যানন্দাশ্রিত আম্নায়াচার্য্যগণের পূজাপীঠ।

কেবলাদ্বৈতবাদ-নিরাসপর শুদ্ধাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-শুদ্ধদ্বৈতবাদের চিৎসমন্বয়কারী অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত সুদর্শনের বৈভবমূর্ত্তি।

[illegible] শ্রীবার্ষভানবীমহিম-সাম্প্রদায়িকতা [illegible] মতকল্পনানিরাসকারী শ্রীরাধৈক-[illegible]পর একায়নপন্থিগণের ভজনাগার।

কীর্ত্তনমুক্ত যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ[illegible]

শ্রীনামভজনেই শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণ, কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ—ভাগবত গোস্বামি-সিদ্ধান্তের মঞ্জুষা।

অদ্বয়জ্ঞান অচিন্ত্যশক্তিমৎপরতত্ত্বের স্বরূপ তদ্রূপবৈভবই সেবা, জীব-প্রধান সেবা নহে—বিচারাচারপ্রচারপর প্রতিষ্ঠান।

সৎসঙ্গসেবাবৃত্তের কামধেনু, হরিকথার সমৃদ্ধির খনি।

ভোগি-মায়াবাদি ইতরাভিলাষি দুঃসঙ্গ-দমনের দুর্ভেদ্য দুর্গ।

নাম-নামাভাস-নামাপরাধ, প্রেম কাম, অপ্রাকৃত-প্রাকৃত নির্ণয়ের নিকষ পাথর।

মুক্ত-বদ্ধ, ভক্তি-ভুক্তি, আত্মধর্ম্ম-মনোধর্ম্ম, কৃষ্ণ-কৃষ্ণমায়া, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-নির্ণয়ের দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র।

কৃষ্ণাভিলাষ-পুণ্যাভিলাষ-শূন্যাভিলাষ, শুদ্ধভক্তি-বিদ্ধভক্তি-মিশ্রভক্তি নির্ণয়ের অদ্বিতীয় নিরপেক্ষ তুলাদণ্ড।

কৃষ্ণব্রত-গৃহব্রত, গোস্বামি গোদাস, গুরু-গুরুব্রুব, শিষ্য শিষ্যব্রুব, অনর্থমুক্ত-অনর্থযুক্ত-বিচারের মানদণ্ড।

সজ্জনসঙ্গ নির্জ্জনসঙ্গ, অকৈতব-কৈতব, চিদ্বিলাস-জড়-বিলাস, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম-প্রাকৃতসহজধর্ম্মের [illegible] পার্থক্য-দর্শনের অন্তর্ভেদী অতিমর্ত্ত্য আলোক

অনুকূল-প্রতিকূল, অমায়া-মায়া, অর্থ-অনর্থ, ব্যবহার-পরমার্থ, অনুসরণ-অনুকরণের সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রদর্শনের অতিমর্ত্ত্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্র

নিত্য-অনিত্য, বস্তু-অবস্তু, সত্য-কুহক-নির্ণয়ের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র

চিদিন্দ্রিয়-নিরিন্দ্রিয়-জড়েন্দ্রিয়, চিদ্বিলাস-চিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাগার।

জড়কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণকনক-কামিনী-বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা নৈষ্ঠিক ঔদার্য্যমাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য-রসসেবাফলের কল্পদ্রুম।

ত্রয়োদশ চৈতন্যানুগব্রুব অপসম্প্রদায়ের কাপট্যপ্রদর্শক ও শ্রীচৈতন্যরূপানুগ নিষ্কপট গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের স্বরূপনির্দ্দেশক।

জড়সম্ভোগবাদ-নিরাসপর চিদ্‌বিপ্রলম্ভের প্রধান শিক্ষক।

শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবত ভারত পঞ্চরাত্র-বিহিত বৃত্তগত বর্ণাশ্রমের সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র।

প্রেয়ঃপথোদাসীন শ্রেয়ঃপথোপজীব্যগণের নিকেতন।

জড়ভোগাতীত নির্ম্মল অধোক্ষজ ভজনাগার।

স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহারামিগণের ভোগ ত্যাগ নিরাসপর বৈকুণ্ঠ।

স্বরূপ রূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র বিশুদ্ধ মহাভাণ্ডার

কনিষ্ঠ-মধ্যম উত্তম ভাগবতের যথাক্রমে আদর-প্রণতি-শুশ্রূষাবিধানের এবং বালিশ বিদ্বেষীর যথাক্রমে কৃপোপেক্ষার আদর্শ শিক্ষা ভবন।

বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্যের সেবানুগত্যপর ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসীর সঙ্ঘারাম।

অপ্রাকৃত কামদেবের সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পণপর-সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞস্থলী।

গোবর্দ্ধনগিরিধারীর অহৈতুকী সেবাময়ী কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির ভক্তিবিনোদ দয়াধারার উদ্গম স্থান।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচারের মহাবিশ্ববিদ্যালয়।

[illegible] বিপ্রলম্ভ-বিধুর স্বকীয়-পরকীয় বিলাসের উজ্জ্বল [illegible]

ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবার নিষ্কপট বা [illegible] নিত্যানন্দপীঠ।

শ্রীশ্রীগুরু গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক

কলিকাতা বাগবাজারে নবনির্ম্মিত মঠ-মন্দিরে ভক্ত ও ভগবানের অধিষ্ঠান-মহামহোৎসব উপলক্ষ্যে জনৈক দর্শক রচিত

জগদ্বন্ধু-প্রশস্তি

জগৎ যখন উঠ্‌লো মেতে ভোগের উগ্র মত্তপানে,
আত্মায়ণের আসন যখন স্পর্দ্ধাভরে সবাই টানে,
সত্য হ'ল আচ্ছাদিত স্বার্থ ঘন কুজ্ঝটিকায়,
আলো কেবল রইলো দু'না দুই চারিটি খদ্যোতিকায় ;—
এমন দিনে জগদ্বন্ধু ক'রলে জগদ্বন্ধুরই কাজ,
নাস্তিকতার নৃত্য-সভায় আনলে জ্ঞানালোকের সাজ।

শান্তি যেদিন আকাশকুসুম জ্ঞানের মাথায় পাষাণ চাপা,
স্বেচ্ছাচারের রাজ্যে কেবল নরক যাবার রাস্তা খাকা ;
কপটতার মস্ত আদর, জ্ঞানমিশ্র উচ্ছৃঙ্খল,
ধর্ম্ম-ক্রিয়াদির শুষ্কতার কোনোরূপে বাগ্‌ছে মান,—
এ দুর্দ্দিনে জগদ্বন্ধু ক'রলে জগদ্বন্ধুরই কাজ,
পরিপূর্ণ সত্যবাণীর বৈজয়ন্তী পুঁতলে আজ।

শাস্ত্রচর্চ্চার দরকার যবে শুধু উপদেশের বেলায়,
দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞান উল্লঙ্ঘিত নিজের সময় হয়তো হেলায়,
ধর্ম্ম যখন পণ্য সমান স্থূলকে হয় বেচা-কেনা,
আসল নকল ভণ্ড সাধু যে যুগে আর যায় না চেনা—
ভাগবতের আচার-প্রচার-উজ্জ্বল কষ্টিপাথর দিয়ে
শুদ্ধদেবক জগদ্বন্ধু গ'ড়লে তখন দেউলটি এ!

বিশ্বগ্রাসী ভোগের ক্ষুধা বিরাট অক্টোপাসের মত
কালসাগরের যাত্রী-জাহাজ ডুবাচ্ছে সব অবিরত ;
অভ্রভেদী মন্দিরের ওই চূড়া হ'তে আলোক দিয়ে
মায়াদরিয়ার আর্ত্তজনে আনবে তীরে আশ্বাসিয়ে।
ওগো জগদ্বন্ধু তোমার মন্দিরে যাঁর চরণ রাজে,
পীড়নে তাঁর ধন্য যে হয় কালীয় নাগ সর্পরাজে।

বিশ্ব এবার আসবে ধেয়ে জগদ্‌গুরুর চরণতলে,
ভ্রান্ত পথিক শুনবে যখন বাস্তবজ্ঞান কোথায় মিলে ;
সত্যং শিবসুন্দরমের সন্ধান ও তত্ত্ব দিতে
মূর্ত্তিমন্ত চৈতন্যবাণী অবতীর্ণ অবনীতে!
বিশ্ববৈষ্ণবসভায় এবার জগদ্বাসী নিমন্ত্রিত,
সভ্যগণের যোগ্য আসন শ্রেষ্ঠার্য্য! দেখ চিনে ত'!

আচার্য্যদেব পরম কৃপায় চাইলেন যখন তোমার পানে
ভক্তিবন্ধন! রইতে তখন প্যারলে না আর আঁধার কোণে
অমরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সেদিন তোমার সহায় হ'য়ে
ভক্ত-ভগবানের আসন-গঠন-কলা দিলেন ক'য়ে।
জগদ্বন্ধুনামটি তোমার পূর্ণ হ'ল সার্থকতায়,
শান্তিসদন গৌড়ীয়মঠ প্রকট হ'তে দীপ্তপ্রভায়।

কলির প্রধান বিহার-ক্ষেত্র কলিকাতার বুকের 'পরে
কলিদমন এমন দেউল গ'ড়লে বল কেমন ক'রে!
শ্রীচৈতন্যবিনোদবাণী-মন্দাকিনী-ধারার কণা
শ্রবণপথে হৃদয়তটে প'শলে জাগার উন্মাদনা।
পরমমধুর পরশ পেয়ে সোনার কমল উঠ্‌ল ফুটে,
অতীন্দ্রিয় গন্ধ তাহার দিকে দিকে বেড়ায় ছুটে।

মন্দিরটি নয়কো গড়া ইটলোহা-কাঠ-পাথর-চূণে,
ভক্তপ্রাণের অর্ঘ্য যে এ শুভ্র শতদল প্রসূনে!
হেথা মন্দির মায়িক রাজ্যে বৈকুণ্ঠেরই অবতরণ ;
শুশ্রূষাদি মানবকুলের নয়তো ভোগের উপকরণ।
ভক্ত-গৌরমনোহভীষ্টদানে যাঁর অতুল রতি,
তজ্জনের আদর্শস্থল জগদ্বন্ধু! তোমার নতি।

অনন্তব্রহ্মাণ্ড ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পূর্ব্বাভাস

পরমকরুণাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় আজ তাঁহার অতিপ্রিয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সভ্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়া তদীয় শ্রীমুখ নিঃসৃত—

'পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

—এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাই আজ বিশ্ববাসী শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গের আনুগত্যে গৌড়ীয়গণের সহিত ভবনে প্রবেশ উৎসবে যোগদান করিয়া স্ব স্ব সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাই আজ অনন্তকোটি কণ্ঠ কৃষ্ণকোলাহলে কর্ম্ম-নিপুণ বিশ্বকে স্তব্ধ করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিনোদকগণের জয় দিতে দিতে রথরশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক আপনাদেরকে প্রিয়তম মন্দিরে লইয়া যাইতেছেন। আজ কলিকাতা মহানগরীর—শুধু কলিকাতা মহানগরী কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র গৌড়ীয়গণের সুবামাথা হরি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সুকৃতিসম্পন্ন সমীরণ জলে, স্থলে, আকাশে—সর্ব্বত্র এই সুমধুর বাণী বহন করিয়া ধন্য হইতেছেন। আসুন পাঠকগণ, আমরা এই শুভদিনে শুভক্ষণে গৌড়ীয়গণের আনুগত্যে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া ধন্য হই।

বিরজাবেষ্টিত অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্ম দোলায় আরূঢ় জনগণ পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, তল, বিতল, অতল, ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহর্, জন, তপঃ, সত্য—এই চতুর্দ্দশ লোকে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশের আবাহন করিতেছেন। সহস্র সহস্র সম্প্রদায় এই ক্লেশের প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক জগদ্বাসীকে ইহার কবল হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিতেছেন; কিন্তু 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং অপরান্ সাধয়েৎ'—যাঁহারা কখনও প্রকৃত শান্তির কথা স্বপ্নেও দর্শনের সৌভাগ্য পান নাই, তাঁহারা অপরকে কি প্রকারে শান্তি প্রদান করিবেন? তাই তাঁহাদের যাবতীয় উদ্যম "ভস্মে ঘৃতাহুতির" ন্যায় ব্যর্থ হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই প্রকার সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের মত আর একটী মণ্ডলী নহেন। গৌড়ীয়মঠ জগতের ভোগযুক্ত ধারণার হিতকর বা অহিতকর কার্য্য করেন না, কারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ জানেন—যে মুহূর্ত্তে জীবগণ স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে ভোগবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই পরশান্তি তাঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইল। সেই শান্তির পুনঃ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় অধোক্ষজের সেবা-লাভ, তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগদ্বাসীর প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া গুরু-গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

"অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই সমগ্রজীবের আত্মধর্ম্ম" এতদ্ব্যতীত আর সমুদয় সেবা অনাত্মধর্ম্মের অন্তর্গত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আরও বলেন,—'জগতের সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়—বিশ্বের সকল পশু-পক্ষী তৃণ-গুল্মই আমাদের স্বজন, যেখানে যত চেতন, সকলেই আমাদের প্রভুর; আমরা আমাদের আত্মীয়গণকে মায়াবিনীর কুহক হইতে ঘরের দিকে লইয়া যাইব, কুহকে পতিতকে আরও অধিকতরভাবে কুহকিনীর মায়ায় পাতিত করিবার সাহায্য করিয়া তাঁহাদের প্রতি আপাতমধুর সহানুভূতি দেখাইব না, তাঁহারা মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া আমাদের চেষ্টার বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকারে আকাশ-পাতাল পরিপূর্ণ করিলেও আমরা তাঁহাদের নিকট অমৃতের বার্ত্তা ঘোষণা করিব!

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন—'হরিকীর্ত্তন' ব্যতীত অপর চেষ্টা সংসারের সেতু—পূর্ব্বদিকের উল্টা রাস্তা, আর সর্ব্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন'—বিভিন্ন দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া 'পূর্ব্বমুখী হওয়া' বা 'বাড়ীর দিকে চলা'।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন,—কীর্ত্তনকারীর অনুকরণ করিও না। 'অনুকরণের' অপর নাম 'ঢং'। 'ঢং' বা 'সং' সাজিলে লোক-বঞ্চনা করা যায়, তাহাতে নিজ-উপকার বা 'পর উপকার' হয় না। হরিকীর্ত্তনদ্বারাই যুগপৎ স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা সাধিত হয়।

'নামাপরাধ' বা 'নামাভাসে' যে দুর্ভিক্ষ নিবারণাদি ভোগ বা মুক্তি লাভ হয়, তাহা অপেক্ষাও কোটীগুণে অধিক নিত্যমঙ্গল লাভ যাহাতে হয়—জীবের চিরকল্যাণ-কুসুম যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই 'শ্রীনাম' বিতরণ করিবার জন্য গৌড়ীয় মঠ সচেষ্ট। তাঁহারা সাক্ষাৎ "কৃষ্ণ" বিতরণ করিবার জন্য সচেষ্ট।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ আচার করিয়া প্রচার করেন যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে 'আত্মোপকার' ও 'পরোপকার' হইতে পারে না। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-দেয়-মুক্তির আবাহনেও সেবা হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন—ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করা উচিত নহে। শ্রীহরিকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীহরির সেবা করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন,—হরিভক্তের অনুকরণ বা 'যাত্রায় নারদ সাজা' হরিভক্তের অনুসরণ বা প্রকৃত শ্রীনারদের আনুগত্য হইতে বহু দূরে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন,—কেবল মনোরম স্বর, তান, লয়, "হরিকীর্ত্তন" নহে, উহা ত' অচেতন গ্রামোফোনে বা বিকৃতচেতন বারবনিতাতেও আছে। প্রকৃত চেতনতা চাই—অনন্ত জীবন চাই—আত্মার বৃত্তি প্রস্ফুটিত করা চাই—আচার-প্রচার যুগপৎ চাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন যে, যিনি চরিত্রবান্ নহেন, তিনি মনুষ্যপদবাচ্যই নহেন, ধার্ম্মিক ত' দূরের কথা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিস্থানপঞ্চক হইতে দূরে থাকেন। কলির স্থানগুলি ভাগবতের মতে এই—(১) তাস-পাশা প্রভৃতি দ্যুতক্রীড়া, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি, (২) পান, তামাক, মদ্যাদি বিলাস-সম্ভার গ্রহণ, (৩) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা নিজ স্ত্রীতে আসক্তি, (৪) পশুবধ, লোকের নিকট সত্য কথা কীর্ত্তন না করিয়া অসত্যদ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করা, জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন না করা, নিষ্কপট হরিকথার পরিবর্ত্তে অন্য পরামর্শ দেওয়া, (৫) লোককে ঠকাইয়া কিম্বা সাধারণের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালন কিম্বা নিজ ভোগসম্ভার বৃদ্ধি করা, জীবের কায়মনোবাক্য, প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি—সমস্ত বস্তুকে সকল বস্তুর মালিক—সকল ধনের অধিপতি শ্রীবিষ্ণুর সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত না করা।

অনুক্ষণ আচারের সহিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়া পরমাত্মীয় সূত্রে সমগ্র জীবকে গৃহাভিমুখী করাই যথার্থ বিশ্বপ্রেমিকতা, যথার্থ পরোপকার, যথার্থ দয়া এবং যথার্থ জীবনের কৃত্য। গৌড়ীয় মঠ বিশ্ববাসী সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া সকলকে ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া নিরন্তর এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রচারক হইবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

বোষ্টম হওয়া হলো না

কাল্ কলিকাল, ... তাতে অকাল
কতই কলির খেলা।
বাল্‌তি সেরা, খুদে চাচা
হলেন সিংহীর চেলা॥
খেয়েন ভায়া, ঘুঁটের হাওয়া
চাতুড়ি মায়া ভোগ।
দেখে অকূল, ছেড়ে সে কূল
ধর্ম্মে দিলেন যোগ॥
করলেন ভাল, ভেজাল গেল
বকুনির চাত হ'তে।
ভাগ্য-দোষে, পড়্‌লেন শেষে
সাক্ষাৎ কলির হাতে॥
আমিষ খাওয়া সিংহী ভায়া
ছিলেন সবে ভাল।
নয়ন-দোষে প্রেমের ফাঁদে
বাধালেন্ জঞ্জাল॥
ছাড়্‌লেন ঘর, হ'য়ে ত্যাগিবর
ধ'রে বৈরাগীর বেশ।
সেবাদাসী, ছুট্‌লো আসি'
ছেড়ে পতিকুল, দেশ॥
বাঁধ্‌লো কুটীর, যমুনার তীর
কর্‌তে কামের খেলা।
হয়ে গেল বাম, যেই রাধাশ্যাম
ভাঙ্গ্‌লো স্বপ্ন মেলা॥
ছেড়ে ব্রজধাম, আর রাধাশ্যাম
কেঁকড়াগর্ত্তে গতি।
করলে বাস, গঙ্গার পাশ
পাপে হলো মতি॥
নদীর চড়ায় সিংহী মশায়
মেয়াপুরী চীৎকার।
গৌরপাদ-পাদের যুগলনামের
করবেন আবিষ্কার॥
ছেড়ে সংসার, কায়া আমার
নূতন কাযের কাজী।
ভাব্‌লেন এবার নয়া আবিষ্কার
মারবে এক বাজী॥
ছেড়ে প্রভুধাম, পুরাতন গ্রাম
কাঁকড়ার মাঠে নেমে।
খুঁড়্‌লেন মাটী, দিন রাত খাটি
ফির্‌লেন না পেয়ে॥
ই বিপদ, গণে আপদ
রণজিত্তিতে চান।
সব সঙ্গি জান মাজান' বসান
মরা পোলো পান॥
বয়সের লোক, পেয়ে বড় শোক
বুদ্ধি কর্‌লেন স্থির :
হয়ে কলি-চেলা, ঘুর জেলা জেলা
ধর্ম্মের বিরোধী বীর॥
সাধুগণের নামে অপবাদ দানে
উঠ্‌লেন দৰ্ম্মালয়ে।
নিজে নিজ দোষে পড়্‌লেন শেষে
হলা পান ক্ষমা চেয়ে॥
হেন গুরুবর, ...
পেলেন ভাগ্য-গুণে॥
গুরুর গৌরবে গরব আহবে
ছুটেছেন প্রাণপণে॥
নিজ গুরু-নিন্দা, মোহ ও অবিদ্যা
পেয়ে দোকানদার।
গুরুর গুরুত্ব, না জানি মহত্ত্ব
(সাধু) নিন্দা করলো সার॥
ভাষণে কটু, নাচনে পটু
সাধুপদে কেন দ্বেষ?
ছাড়ি অসৎসঙ্গ, যদি সাধুসঙ্গ
রক্ষা কর আদেশ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহোৎসব

(৮ পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

অত্র সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নবমঠ প্রবেশ), আগামী ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন ও অন্নকূট) এবং ১৯শে কার্ত্তিক ৫ই নভেম্বর বুধবার প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা)।

সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন-প্রভুপাদই—শ্রীমদনমোহন-পাদপদ্ম প্রদাতা। তিনিই ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্ বিস্মৃত জীবকে ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। প্রাকৃত-বিষয়-মদনে মুগ্ধ জীবকে তিনিই অপ্রাকৃত বিষয়-মদন কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইবার সৌভাগ্য প্রদান করেন। যাঁহারা নিজ-বলবুদ্ধির সাহায্যে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া, শ্রীবলদেব শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ চিদ্বলকেই একমাত্র সম্বল করিয়া, আপনাকে পঙ্গু বলিয়া দৈন্যাশ্রয় করিতে পারিয়াছেন, ভক্ত্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি মহাদম্ভাভিমানীর অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর স্বল্পবুদ্ধি-জ্ঞানে প্রাকৃতবিষয়াবিষ্ট হইবার দুর্ভাগ্যকে দিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণানন্দবিধানের বাঞ্ছা মুক্তি অবলম্বন অতিপটু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের দুর্কির অপেক্ষাযুক্ত হইয়া আপনাকে মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি জানিয়া অতি দীন জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই পরম-প্রেষ্ঠা কৃপাবারিধি সনাতন-প্রভুপাদের কৃপায় অগতির একমাত্র গতি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-পাদপদ্মকেই সর্ব্ব-সম্বল জ্ঞান করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনদেবের জয়গান করিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর ন্যায় গতো নিজাভীষ্ট দেবতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে পারেন যে—

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম
মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ শ্রীশ্রীরাধামদন-
মোহনৌ॥"

শ্রীসনাতন-গুরুপাদপদ্ম হইতে বিন্দু-মাত্র স্বতন্ত্র হইবার বাসনা থাকিলেই আমরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান বঞ্চিত হইয়া জড়-সম্বন্ধ-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইব। তখন "অয়ি নন্দতনুজ, কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥" প্রভৃতি প্রার্থনা আর আমাদের আলোচ্য বিষয় থাকিবে না। "গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃত হইয়া আমরা গুর্ব্ববজ্ঞা, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি কালসর্পতুল্য অনর্থ-রাশিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নরকগমনের পথই প্রশস্ত করিব। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণ-কামানুশীলনের পরিবর্ত্তে জড়নাম, জড়ধাম ও জড়কামানুশীলনে প্রমত্ত হইয়া কামক্রোধাদি রিপু-তাড়নে সর্ব্বদাই অসৎপথে প্রধাবিত হইব। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক গুরুকৃপাক্রমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইতে না পারা পর্য্যন্ত আর আমাদের এ ভাগ্যহীনতা দূর হইবার নহে, আমরা মায়াদেবীর জীব-মোহ-বর্দ্ধক অচিদ্-বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত থাকিয়া আত্ম-বিনাশের পথেই অগ্রসর হইতে থাকিব। গৌড়ীয়মঠ তাই আজ আমাদের নিকট "রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল"—এইমাত্র ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া আমাদিগকে জড়-ভোগারাম হইতে কৃষ্ণভজনোদ্যানে মঠ-প্রবেশ-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছেন। তাঁহা-দের এই সস্নেহ সকরুণ আহ্বানে আপাত-দৃষ্টিতে যদিও আমাদের ভোগসুখে বাধা-প্রদানরূপ নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান, তথাপি একটু নিরপেক্ষ হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব,—তাহাতে মহাসঙ্কটে পথভ্রান্ত পথিক আমা-দের নিজ গৃহে ফিরিবার কি অপরিসীম আনন্দ বর্ত্তমান!

জগতে আমরা যে সকল বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন পাই, তাঁহারা আমাদিগকে কুপ্রবৃত্তিকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমাদের জড় দেহ-মনের তাৎকালিক সুখ-শান্তির চেষ্টা ব্যতীত আর কি করিতে পারেন? কিন্তু বিশ্ববান্ধব গৌড়ীয়মঠের বন্ধুতা বা আত্মীয়তা সেরূপ কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ নহে, তাঁহারা আমাদিগকে নিত্য গৃহের অনু-সন্ধান দিয়া, আমাদের সকল দুঃখদৈন্য চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া আমাদিগকে গোলোক-বৃন্দাবনের নিত্য নবনবায়মান-ভাবে বর্দ্ধনশীল পরমানন্দের সন্ধান প্রদান করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। গৌড়ীয়মঠই আমাদিগের দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর করিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ভগবানের বাস্তবপথ-প্রদর্শক অকৃত্রিম বান্ধব। গৌড়ীয়মঠই আমাদিগকে সনাতনপ্রভু পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণের সদ্বুদ্ধি-প্রদাতা।

গৌড়ীয়-কৃপায়ই আমরা সনাতনপ্রভু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-চক্ষে হর্ষোদ্বেলিত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে পারিব—

> বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
> রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
> কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
> সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি

'যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর; আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, আমার সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতনপ্রভু-পাদপদ্মে আমি প্রপন্ন হইতেছি।' সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা গুরুদেবের কৃপা হইলেই তদভিন্ন ভজন-শিক্ষা গুরু শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ও তৎপ্রেষ্ঠপাদ-সেবাধিকার প্রদান করেন। সম্বন্ধাভিধেয়-তত্ত্বাচার্য্যের কৃপা-ক্রমে প্রয়োজনতত্ত্ব চার্য্য শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর কৃপালাভ হইলে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীরবাসী হইবার যোগ্যতা লাভ হয়; আমরা তখন শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের অষ্টকালীয় বিশ্রম্ভ সেবা লাভ করিয়া সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করি। শ্রীগুরুদেবই এই সৌভাগ্যো-দয়ের মূল এবং গৌড়ীয়ই আমাদের সেই গুরুপাদপদ্মের সন্ধান-প্রদাতা পরম বান্ধব।

আজ সনাতন-প্রভুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা গৌড়ীয়গণ গুরুদেবের মনোহভীষ্ট সম্পাদনে কত আবেগে না যত্নশীল। তাঁহাদের সেবা-কার্য্যে কি অদম্য উৎসাহ, কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! নিজেন্দ্রিয়তর্পণের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই, আছে কেবল অনন্য-ভাবে কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রীতি-অন্বেষণ। শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমাভিন্নাত্মাগণের দল আজ উন্মুক্ত। ভাবপ্রাপ্ত মহাভাগবত ভাণ্ডারী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ... পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু-প্রমুখ প্রভু-শ্রেষ্ঠগণ মাদৃশ সেবাবিমুখ জীবের সেবোন্মুখতা-সাধন-জন্য প্রভুমুখ নিঃসৃত চৈতন্যবাণীসমূহকে কত আবেগে না সুসজ্জিত করিয়া পরাপরাভিজ্ঞদিগের মুখপাত্র 'গৌড়ীয়'-দ্বারে জগজ্জীবকে পরিবেশন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র পরিবেশকগণের পরিবেশন-নিপুণতায় সত্য ভাগ্যবান্ মানবই আজ অচিদ্বিলাসবিলাস বা অচিন্ত্যাভিবিলাস-সাম্রাজ্য অর্থাৎ জড়গবিশেষ বা অজড়নির্বি-শেষপ্রতিষ্ঠাকে হেয় অনুপাদেয় জ্ঞানে অনাদর পূর্ব্বক চিদ্বিলাস সাম্রাজ্য বা পরমসিদ্ধিতাকে পরমোপাদেয়-জ্ঞানে সেবা

বাহ্যত্যাগ-প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া সেবা-সুখে আস্বাদন-জন্ত লালায়িত হইয়াছেন। পর-সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের নিকট অপর সাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে অতি ক্ষীণপ্রভ করিয়া পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণসংকীর্ত্তনৈক-নিষ্ঠ হইতেছেন।

এস নিখিল মানব!—এস অশান্তির অনল বুকে করিয়া পতিত [illegible] জন্মজন্ম শোক-মোহ-প্রপীড়িত, কামাদি-রিপু-কবলিত, [illegible] দ্বারা উৎপীড়িত অপমানিত [illegible] অভাবগ্রস্ত মানব! এস কর্ম্মি, জ্ঞানি, যোগি, তপস্বি! এস সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকল সাম্প্রদায়িক! এস পাপি-পুণ্যবান, মূর্খ-বিদ্বান, নির্ধন-ধনবান, অকৃতী-কৃতীমান! এস প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উচ্চ-নীচ—সকল অধিবাসি! এস স্ত্রী-বৃদ্ধ বালক-যুবা! এস [illegible]! এস অদ্বৈতবাদি! এস চতুঃসম্প্রদায়ের সকল বৈষ্ণব ভ্রাতৃবৃন্দ! এস মহাত্মা [illegible]-কথিত ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের সকল বৈষ্ণব-নামধারি! এস ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র! এস ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ, সন্ন্যাসি! এস যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি! এস দেব-ঋষি-ভূত-আপ্ত-নৃ-পিতৃগণ! এস চতুর্দ্দশ ভুবনের সকল অধিবাসি!—গৌড়ীয় আজ তোমাদের সকলকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্ত সাদরে আহ্বান করিতেছেন—সকলেই আজ সকল সংকোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্ব—তোমাদের সকলেরই সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অনুরক্ত হও, তোমাদের নিজ নিজ গৃহের সন্ধান অবগত হও। আজ যে, ভগবান স্বয়ংই সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গৃহের দিকে লইয়া যাইতেছেন! ভগবদ্গৃহই যে আমাদের একমাত্র নিত্য শাশ্বত শান্তিময় গৃহ! সেই গৃহ ছাড়িয়া আর আমরা কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইব? এস ভাই, গ্রাম্যকোলাহল ছাড়িয়া—সকল স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-[illegible]-প্রাণ গৌড়ীয়-গণের [illegible] যোগদান কর! গৌড়ীয়ের [illegible]-খোল-করতালের মধুর [illegible] তোমাদের [illegible] হইয়া দিগ্‌দিগন্ত [illegible] করিতে [illegible] হউক, [illegible] কর্ম্মকোলাহল [illegible]! তোমাদের বাক্য—কৃষ্ণকীর্ত্তন করুক, [illegible] করুক, [illegible] আজ সঙ্কীর্ত্তন [illegible]! তাহা হইলেই সঙ্কীর্ত্তন-[illegible] তোমাদের মঙ্গল করিবেন, সকলের [illegible]—সকল অজ্ঞান—[illegible] দূর হইবে—সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর কৃপা-প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবে! সকলেই ভগবদ্ গৃহাগমন-জনিত আনন্দ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হইবে।

হে জগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! গৌড়ীয়কে তোমরা তোমাদের পর ভাবিও না, গৌড়ীয়কে তোমাদের পরমাত্মীয়—পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব বলিয়া জ্ঞান কর, গৌড়ীয়ের কথাগুলি শুনিবার জন্য একটু অবসর করিয়া লও, একটু ধৈর্য্য ধারণ কর, তোমার বক্তব্যগুলি কিছুসময়ের জন্য স্থগিত রাখিয়া গৌড়ীয়কে তাঁহার বক্তব্য বলিতে দাও, তাঁহার কথাগুলি নিরপেক্ষ-ভাবে স্থিরচিত্তে অনুধাবন কর। গৌড়ীয়ের আপাত-তীব্র বাক্য শ্রবণে [illegible] হইও না ভাই! গৌড়ীয় [illegible] গৌড়ীয়—নির্ম্মৎসর বাস্তব সত্যের সেবক গৌড়ীয় মৎসর নহেন, তিনি কাহারও বাস্তব সুখে বাধা প্রদান করিবেন না, বরং তদ্গুণগ্রাহী [illegible] সর্ব্বপ্রাণে সহায়তাই করিবেন। গৌড়ীয় কামকামী বুভুক্ষু বা মোক্ষকামী মুমুক্ষু নহেন, তিনি একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিকামী বলিয়া [illegible] সম্পূর্ণ নিষ্কাম, অতএব শান্ত; বিশ্বমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জীবমাত্রের মঙ্গল বিধানরূপ মহদুদ্দেশ্য লইয়াই গৌড়ীয়ের জীবন-সেবা! সকলের স্বার্থগতি যেখানে, যে বিষ্ণুপাদপদ্মসেবায়, শ্রীগৌড়ীয়ের স্ব স্ব [illegible], গৌড়ীয় কাহারও হিংসার পাত্র নহেন। সুতরাং আজ গৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। সুতরাং সকলেই গৌড়ীয়ের জীবন-সেবায় যোগদান করিয়া গৌড়ীয়ের শুভেচ্ছা অনুধাবন কর, দূর হইতে উপহাস করিয়া চলিয়া যাইও না। গৌড়ীয়ের গৃহ—তোমাদের সকলের গৃহ, সুতরাং গৌড়ীয়মঠ প্রবেশ মহোৎসব—বিশ্ববাসী সকলেরই মহোৎসব।

আগামী ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া নব দিবস কাল অর্থাৎ ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন হইবে। আমরা এতৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। তৎপর দিবস শ্রীউত্থানৈকাদশী এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব। ইহার পর হইতে পারমার্থিক প্রদর্শনী পক্ষাধিককাল শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গণে উদ্ঘাটিত থাকিবে। এই প্রদর্শনীর বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠে ছাত্রগণকে প্রাচীন ঋষিযুগের ন্যায় পরবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব

(৭ম পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভের পর)

থাকিয়াও যখন মঠপ্রবেশ হয়, তখন সেখানে যাইবার আবশ্যক কি? সেখানে বরং উৎসবের হৈঃ চৈঃ হইবে, তাহাতে আমার নির্জ্জনভজনের ব্যাঘাত হইবে।" এইপ্রকার মনোধর্ম্মের বিচার দ্বারা চালিত হইয়া যদি আচার্য্যদেবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি, তাহা হইলেও মঠপ্রবেশ হইবে না। মোটকথা আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইতে হইবে—কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে তাঁহার অনুগত হইতে হইবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিতে পারিব নিকটে থাকিয়া বা দূরে থাকিয়া মঠ-প্রবেশের অধিকার লাভ করিব—শ্রীরাধা-মদনমোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিব—শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে হৃদয়কে অভিষিক্ত করিতে পারিব।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে ভক্তগণ

ভক্তগণ নিজের কোন স্বতন্ত্রতা রাখেন নাই। তাঁহারা স্বরূপরূপানুগবর শ্রীপাদের অশোক অভয়ামৃত কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাই শ্রীগুরু-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া শ্রীআম্নায়বাণী প্রচার করিতেছিলেন, শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে যোগ-দান করিবার জন্য, শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছিলেন। এখন আবার আচার্য্য ঠাকুরের ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসিয়া মহোৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কায়মনো-বাক্যে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত, কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহলে প্রমত্ত। তাঁহারা আজ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ গুরুবরের আনুগত্যে শ্রীরাধামদন-মোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত সেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত, শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে তাঁহাদের হৃদয় আজ অভিষিক্ত।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগদ্বন্ধু

যিনি আচার্য্যবর্য্যের কৃপাভিষিক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণের একটী স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণে তাঁহার সারাজীবনের ভাগ্যলক্ষ্মীকে শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্মে প্রাণভরা অকৃত্রিম অঞ্জলি দিয়াছেন সেই শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন আজ সেবানন্দে বিভোর। তাঁহার প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি সর্ব্বস্ব দিয়া রচিত নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন আজ অধিষ্ঠিত হইবেন এবং আচার্য্যঠাকুর আজ ঐ মন্দিরে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য সনাতন প্রভুর চরণাঙ্কন এবং সনাতনের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের মিলনোৎসব সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সাধন করিবেন, তাই তিনি স্ব সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া আনন্দে আত্মহারা।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে কলিকাতা মহানগরী

কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ কলিকাতা—কলির রাজধানী কলিকাতা আজ বিষয়কোলাহল শূন্য হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহলে মুখরিত। কলিকাতাবাসীর ভাগ্যবশে—বিশ্ববাসীর ভাগ্যবশে আজ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনকে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করাইয়া বিরাট সংকীর্ত্তনশোভা-যাত্রামুখে নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। আচার্য্য-বর্য্যের অনুগমনে সহস্র সহস্র ভক্ত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নগরভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত দিব্য কারুকার্য্যখচিত শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-পতাকা শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বিভিন্নপ্রকার বাদ্যধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়াছে, শতসহস্র সুসজ্জিত অশ্ব-যান, শতসহস্র সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক যান ভাগ্যবান আরোহিগণকে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

শোভাযাত্রার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিবার জন্য—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরি-ধারীর ভুবনমোহনরূপ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহল শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র, যে যেখানে আছেন, সকলেই স্ব স্ব কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া একবার দেখিবার জন্য আসিয়া বিস্মিতচিত্তে পুস্তকবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। দেবগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহারা মানবের বেশে আসিয়া দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। গঙ্গাদেবী আনন্দিতা হইয়া তরঙ্গায়িত হইতেছেন, এমন কি শ্রীচৈতন্যবাণীর অহৈতুকী কৃপায় সঙ্কোচিত চেতন পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ ও আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত ধন্য হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে, পর্ব্বতাদি স্থাবর দেহপ্রাপ্ত হইয়াও প্রতিধ্বনি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে! এই শোভাযাত্রার অপূর্ব্বভাব বর্ণনাতীত। যাঁহারা দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের ধারণার অতীত। তাই বলি, কলিকাতা মহানগরী আজ ধন্যা, কেবল কলিকাতা কেন বসুন্ধরা আজ ধন্যা, সমগ্র বিশ্ব আজ ধন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন—

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সবারে ডুবায়॥"

দীক্ষাবিধি

বিবাদতর্কে শৌক্রবিচারের শুদ্ধতার অভাব ; পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায়ই শুদ্ধি—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্র-সদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

'দীক্ষা' কাহাকে বলে ?—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য়ঃ বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

—যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন।

পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষায় নৃমাত্রেরই পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)

—যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (**বৈষ্ণবী**) **দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।**

টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

(শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী)

টীকার অর্থ—'নৃণাং' শব্দে দীক্ষিত সকলেরই ; 'দ্বিজত্বং' শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ **ব্রাহ্মণতা** (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)।

আচার্য্য বিনীত শিষ্যদিগকে সংস্কার প্রদান করিয়া মন্ত্রার্থ বলিবেন—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

—আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রগণকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষাবিধি।

মহাভারত-প্রমাণ—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

—হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এইসকল কর্ম্মফল দ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন।

ভাগবত প্রমাণ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামী—শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ। (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা-বাগবাজারস্থ-নবনির্ম্মিত-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশমহা-মহোৎসবামন্ত্রণম্।

(অধ্যাপক-শ্রীপাদ-গৌরদাসব্রহ্মচারি-ব্যাকরণতীর্থোপদেশক-ভক্তিশাস্ত্রিণা বিরচিতম্

(১)

ধন্যো ধন্য ইহ ক্ষিতৌ হরিগুরুপ্রেমাস্পদঃ সজ্জনঃ
লোকার্থৈঃ স্বজনৈঃ প্রশংসিতযশা দেবৈর্জগদ্বন্ধুকঃ।
বিষ্ণোঃ সদ্মবরং সুমেরুরুচিরং গঙ্গোপকণ্ঠামলং
নেত্রামোদকরং হি যেন রচিতং গৌড়ীয়সৎপ্রীতয়ে॥

(২)

নানাস্থানবিচিত্রধাতুরুচিরং কৈলাসমুদ্ভাসিতং
কেতুস্তম্ভমলসদ্দিশাং শিখরং বৈকুণ্ঠধামোপমম্।
পুষ্পাকীর্ণসুবর্ণকুম্ভনিচিতদ্বারং জিতস্বঃপুর-
মম্বর্ণাস্বসুবর্ণতীরকরজোতাং কল্পস্তোককম্॥

(৩)

পুণ্যেঽস্মিন সদনে গরাস্মর্ম্মিতে সোমাখ্যে বাসরে
শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুগৌরকৃষ্ণসহিতো গৌড়ীয়ভক্তব্রজঃ।
বাদিত্রানকমঞ্জুমঞ্জুনিনদৈর্নামানিসঙ্কীর্ত্তনৈঃ
কেতুচ্ছত্রসুদর্শশোভিতকরঃ সপ্রীতি সংবেক্ষ্যতি॥

(৪)

মাসং ব্যাপ্য সভক্তিকে সনিয়মং জাতুৎসবে প্রত্যহং
প্রাতর্ভাগবতস্য কীর্ত্তনকথাঃ সঙ্কীর্ত্তনানাং ক্রমম্।
মধ্যাহ্নে বিবিধপ্রসাদভজনং নিত্যানামুষ্ঠানং
সায়াহ্নে চরিতামৃতার্থকথনং রাত্রৌ মহাকীর্ত্তনম্॥

(৫)

শুদ্ধৈর্ভক্তজনৈরমুস্মিন্ সমহে পাপাপহে ভক্তিদে
শ্রীগৌড়ীয়মঠে জনমনোমোদাবহে নির্ম্মিতে।
আহ্বানং ক্রিয়তে সদস্যানকৈরেভির্ন জগদ্বাসিনাং
ভোঃ সন্তঃ ! সমুপস্থিতিঃ সজ্জনৈঃ প্রার্থনীয়েতি নঃ॥

—মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেস্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। শমাদি-গুণ-দর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্ণয় করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতির দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থ যাহার ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা নাই, এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধা না করিয়া লক্ষণ দ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়ী হইতে হইবে।

বৈষ্ণব" কোটী কোটী সর্ব্ববেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের গুরুদেব—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বাক্য)

—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

বিশুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থাবলীর তালিকা

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদি যুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য সার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সার সহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য এই গ্রন্থের বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রয়োজনীয় স্থলসমূহে নানা গূঢ় রহস্যের বিস্তৃত সমালোচনা সহ সুমীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। পাত্র ও স্থান-সূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা সাধারণ পক্ষে ২১॥৵০ টাকা এবং গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০, সমগ্র ভাগবতের ভিক্ষা ৪০৲।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা তথা-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন, কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। বিশুদ্ধ সংস্করণ, ভিক্ষা ১২৲ টাকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা, উপদেশ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ। নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের সারভূত এই গ্রন্থামৃতের অনায়াসে আস্বাদনার্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত "অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য" ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরলিখিত "অনুভাষ্য" শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র প্রমাণ-সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ বিরাট্ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ফর্ম্মার ৩৩২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব পর্য্যন্ত ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲ টাকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত—ইহাতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দশবিধ সিদ্ধান্তের গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য—আম্নায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ আম্নায় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার পরিচয়—বিবিধ ...—গোড়ীয় বৈভব-বিলাস—স্বাংশ ও অবতারতত্ত্ব আদিরস...—কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব—দার্শনিক মতভেদ নিরাস—পরিচ্ছিন্নবাদ—মায়াবাদ—পরিণামবাদ—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন—জীবের সংসার দশার কারণ—তদ্বহির্মুখতার উপায়—মুক্তিবিষয়ক সমালোচনা—চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মহাপ্রভুর মহাচিৎসমন্বয় ভক্তির স্বরূপ ও প্রকার—রাগানুগবিধান—ভাব ও প্রেম বিচার—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপভজন শিক্ষাদান প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত সকল ক্রমান্বয়ে প্রমাণাবলী ও মীমাংসা সহ সরল বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। সংহিতা ও শ্রুতিপ্রমাণমুখে যে ... বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ ...নীয় গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

ভজনরহস্য—ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস ; গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ আনা মাত্র।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবস্থা নহে ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য- মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশ-তত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভূমিকা সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধন

।৵৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আতুর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নতুন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু : ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷/৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩৹ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্লেজ-ড্ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি

—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীঅষ্টপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী গুটিকাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

গুণাবতারত্রয়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান, যথা—ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। এই ত্রিবিধ প্রধান শক্তি-দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ তিনটী পৃথক্ রূপে অভ্যুত হন, যথা ইচ্ছাশক্তি-প্রধান শ্রীকৃষ্ণরূপে, জ্ঞানশক্তি-প্রধান শ্রীবাসুদেব রূপে এবং ক্রিয়াশক্তি-প্রধান শ্রীসঙ্কর্ষণ রূপে। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি বিনা সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। সেই জন্য ইচ্ছা শক্তি-প্রধান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা চিচ্ছক্তি-বিলাসরূপ গোলোক-বৈকু আদি নিত্যধাম ও চিৎ-শক্তির ছায়া-রূপ মায়া-শক্তির দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক নশ্বর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল।

নশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে শ্রীসঙ্কর্ষণ দেব অংশরূপ ধরিয়া কারণার্ণবে শয়ন করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের এই অংশরূপ প্রথম পুরুষাবতার বা মহাবিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়া-জড়, সুতরাং স্বতঃ কার্য্যক্ষম নহে। মহাবিষ্ণু এই জড়া মায়াতে কালরূপ বীর্য্য আধান করায় তাহা হইতে অগ্রে হিরণ্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ [illegible] অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃ করে।

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইলে মহাবিষ্ণু অংশরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবে করেন। ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট মহাবিষ্ণুর অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু বা দ্বিতীয় পুরুষাবতা কহে। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে একটী পদ্ম উঠে এবং সেই পদ্মের উ তিনি ব্রহ্মরূপে প্রকট হন ও প্রব হইয়া উক্ত পদ্মের নাভিনালে চতুর্দ্দশ ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ২০শ অধ্যায়ে,—

তাঁর নাভিপদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হইল চতুর্দ্দশ ভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু, স্পর্শ নাহি মায়া সনে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনের অধিকার

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যথা—
"ক্ষীরং যথা দধিবিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ বিকার-বিশেষ-যোগে দুগ্ধ যেরূপ দধি- পুরুষ যে গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা বা ব্রহ্মতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। রুদ্র বা ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। মায়া-সঙ্গে বিকার লাভ কর[illegible] এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহ অভেদ। বিষ্ণুর সহ, কখনও ভিন্ন নহেন; [illegible] মায়াবশে শিব, ব্রহ্মাদি, বিষ্ণু হইতে ভিন্ন মায়াসংযোগেই ভেদ। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, সুতরাং শিব বা ব্রহ্মা গুণাবতার-সংজ্ঞক; কৃষ্ণতুল্য বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বর রূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপে অন্তরিত হওয়া দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও দুগ্ধ-পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও, মায়াধীনত্ব সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেই স্থানেই শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মা ও রুদ্র ভেদাভেদ নত্ত্ব হইয়াও গুণাবতার; কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার বিষ্ণুর সত্ত্ব গুণ দৃষ্টি পূর্ব্বক তাঁহাকে মায় গুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু অংশ ও কৃষ্ণ অংশী। সুতরাং অংশ অংশীর ন্যায় স্বরূপৈশ্বর্য্য-পূর্ণ। ব্রহ্মা হরির নিয়োগে সৃষ্টি করেন এবং শিব হরির আজ্ঞামতে সংহার করেন। ত্রিশক্তিধৃক্ হরি স্বয় [illegible]

[illegible] অতীত [illegible] নির্গুণ পুরুষ হরি। তিনি সর্ব্বদৃক্ ও ব্রহ্মা রুদ্রাদিরও উপদেষ্টা; অতএব অব্যক্ত হরিকে ভজন করাই যুক্তিসঙ্গত ও তাঁহার ভজন করিলেই জীব নির্গুণ হই পারে। ব্রহ্মা ও শিব যখন হরিভজনতৎপর, তখন হরি ব্যতীত আর কাহা ভজন করা আদৌ উচিত নহে। বৃক্ষ মূলে জল দিলে আর শাখা পল্লবে দিবার প্রয়োজন হয় না। মূলে জল দিয়া শাখাপল্লবে জল দিলে যেমন মরিয়া যায়, কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া বিরিঞ্চি আদি তেত্রিশকোটী দেবতার ভজন করিলেও মৃত্যুভয় নিবারিত হই পারে না। দেবতাগণ জানেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। সকল জীব সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন বাদ দিয়া অন্যান্য দেবতার ভজনে নি হয়, সেই সমুদয় দেবতা পূজা গ্রহণ নিজ উপাসকদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হই পরিবর্ত্তে রুষ্ট হন ও অভিশাপ-দ্বারা তা দিগকে দণ্ডভোগ করাইয়া থাকেন। বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণৈক লাভের উপায় নাই। সুতরাং যাঁ দেবতা উপাসনা-মুখে দণ্ডভোগ হ পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা সদ্ [illegible]

নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ ক[illegible] জীবনের শেষদিন কখন উপস্থিত হ[illegible] তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন যথা [illegible] চরণ করা বিবেচক বুদ্ধিসম্পন্ন মান[illegible] আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম :— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা /০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন ১৩৩৭ বুধবার ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

মোটর দুর্ঘটনা

একখানি মোটর বাস চুয়াডাঙ্গা হইতে ঝিনাইদহ অভিমুখে যাইতেছিল। ভিজ্ঞাদহে ঐ মোটরের একটী চাকা খুলিয়া যায়। তাহার ফলে গাড়ীখানি একটী গাছে ধাক্কা লাগায় গাড়ীর সমস্ত আরোহীই অল্পবিস্তর আহত হইয়াছেন।

দাঙ্গা

সালেম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২১ জন লোক আহত হইয়াছে।

নির্ব্বাচনে সঙ্ঘর্ষ

কিউবা দ্বীপের নির্ব্বাচন সম্পর্কে পুলিশ ও ছাত্রগণের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচন কংগ্রেস সঙ্গঠন-সম্পর্কে।

সভাসমিতির অধিবেশন সম্বন্ধে স্বাধীনতা সঙ্কোচের চেষ্টাই এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের মূল।

সভা মুলতুবী

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সভাপতি সাহেব প্রচার করিতেছেন যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু শীঘ্র মুক্তি পাইবেন বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা যে ৭ই অক্টোবর তারিখে যে সভা করিবার কথা ছিল তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখিলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটীর সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইল।

আর ১০১ বিমানপোত ভস্মসাৎ

সারনাথে বৌদ্ধবিহার

বিমান-সচিব লর্ড টমসনের মৃত্যু

রবার চাষীর দুর্দ্দশা

ব্যবস্থাপকসভায় ডোম সদস্য

বিপ্লবের ডায়েরী ৪।১০।৩০

জার্ম্মাণীতে বাঙ্গালীর চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা

কলিকাতায় স্বদেশী সভা

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী অভিযুক্ত

১৬০০ বর্ষের প্রাচীন বৃক্ষ

চুরি ডাকাতি

মাগুরা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাটের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় চুরি ডাকাতির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীপুর থানার অন্তর্গত একজন তালুকদারের বাটি হইতে কয়েক শত মণ ধান্য চুরি গিয়াছে।

বিলাতে দলাদলি

বিলাতে কয়লার খনি সম্বন্ধে একটি আইন পাশ হইবার কথা হইতেছে। খনির মালিকেরা এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন।

কংগ্রেসের বিপক্ষ

অমন সভা সেখুপুরা প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। সেখুপুরায় একজন খৃষ্টান সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি লাহোরের প্রধান অফিসের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করেন।

ব্যাঙ্ক কমিটী

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগ এক ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট কয়েকজন বিদেশীয় বিশেষজ্ঞকে ভারতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যাঙ্ক কমিটিকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্রই ভারতের পয়সায় ভারতে আগমন করিয়া নিজ কার্য্য সমাধান করিয়া চলিয়া যাইবেন।

প্রধান মন্ত্রী অভিযুক্ত

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর নামে অভিযোগ আনিয়াছে যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের নামে সোনার খনি ক্রয় করা সম্পর্কে অনেক টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

রবার চাষীর দুর্দ্দশা

ওলন্দাজদিগের অধিকারে যে সমস্ত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহাতে রবার চাষের অত্যন্ত দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য ওলন্দাজ-গবর্ণমেণ্ট একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন।

বিলাতের যুবক যুবতী

লণ্ডনের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কয়েকজন যুবক যুবতী প্রকাশ্য মাঠে দল বাঁধিয়া চীৎকার করায় এবং পুলিশকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি করায় অভিযুক্ত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায়ে লিখিয়াছেন যে, "এ কালের যুবকগণ কাকাতুয়ার মত মস্তিষ্কহীন। কয়েকজন যুবতী সঙ্গে থাকায় তাহাদের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল, তাই তাহারা এরূপ অসভ্য ব্যবহার করিয়াছিল।"

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। শ্রীকৃষ্ণমাধ্বিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄১
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৶১
৩৭। নামকণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিৎসর সমালোচক' অঁধকার ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসভ্যসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন বুধবার-১৩০৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পল্লীবাসীদলের এক ভেকধারীর পৃষ্ঠপোষকতায় কুতর্ক পাঠক অনৈক জাতি-গোস্বামীর সভাপতিত্বে এবং কুতর্ক কথক অপর জাতি গোস্বামীর সহকারী সভাপতিত্বে ১৪নং ঠাকুরদাস পালিতের লেন-স্থিত শ্রীযুক্ত ভল্‌কানাইজিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণের গৃহে বৈষ্ণবতীর্থ-সংস্কার-সমিতির কার্য্যকরী শাখার অধিবেশনের সংবাদ এক গ্রাম্য বার্ত্তাবহে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে মৎস্যাশী গৃহবাউল দলের কাঁকড়াবেঠোমির কপটতা নাই তো? যদি থাকে, তাহা হইলে এই সকল দুর্নীতিসন্ধি সাধারণে প্রকাশিত হওয়া উচিত। বৈষ্ণবতীর্থের সহিত এই কার্য্যকারকগণের কি কি সম্বন্ধ, তাহার বিবরণী না জানিয়া যে সকল আত্মগুপ্তী অসত্য কথা প্রচারিত হয়, তাহার মূল্য নাই। গ্রাম্যবার্ত্তাবহদলের সহিত একটু দরকম্ মহরম্ থাকিলেই যে কোন "নয় কথা" "নয় কথা" সংবাদপত্রস্তম্ভ কলঙ্কিত করে।

এই ঠিকানায় শ্রীনটবর দত্ত কিছুদিন আগে যাতায়াত করিয়া এক ম্যাজিক লণ্ঠনের কারখানা খুলিয়া দিয়া দেশবিদেশে মজা লুটিতে ছিলেন। ইন্দোরের অন্নদা মিত্রের দলীয় দুএকটী লোকও এই ম্যাজিক-ওয়ালা দত্ত সাহেবের সহ যোগদান করেন, শুনা যায়। প্রাকৃত সহজিয়ার মতবাদ যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম হইত, হিংসাবৃত্তি লইয়া সত্যকে মিথ্যাবরণ দিয়া যদি ঘরপাগলাগিরি ধর্ম্ম-সম্মত হইত, তাহা হইলে আর অবৈষ্ণবতা কি জিনিষ, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। বৈষ্ণবতীর্থ সংস্কারের নামে যদি চরিত্রহীন জনগণ প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে তাদৃশ কুসংস্কার প্রবর্ত্তনের সমর্থন করাও একাপাপ। কুতর্ক পাঠকতা, কুতর্ক কথকতা, মর্কট বৈরাগ্য, মিথ্যা কথন কপটতা দ্বারা লোকপ্রতারণা কখনও বৈষ্ণব শব্দের প্রযোজ্য বিষয় হইতে পারে না। উঁহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজন-অস্ত্র চরিত্রবস্তু বলা যাইতে পারে না।

বাল্‌ভির ব্যবসা, কাঁকড়ার মাঠে বিধবা বিবাহের সভা করা যদি তীর্থসংস্কার হয়, চরিত্রহীনতা সংরক্ষণ করা বা গোপন করা, ধর্ম্মের ছলনায় বক্তৃতা, জন্মস্থান নির্ম্মাণের নামে পরচর্চ্চা পরনিন্দা করিয়া যদি টেকা দিবার দুর্ম্মতি হয়, মিথ্যা কথা প্রচার, মিথ্যা নিন্দার আরোপ করিয়া যদি কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে সেরূপ কুসংস্কার প্রবর্ত্তন করিলে জগতের কিরূপ মঙ্গল হইবে? সত্যকে মিথ্যা করায় ব্যবসা বা ভিক্ষাকে সত্য বলিয়া লোক প্রতারণা করা কলির স্বভাব হইতে পারে, তজ্জন্যই কবি গাহিয়াছেন 'কলিকুকুর কদন যদি চাও হে, কলিযুগ-পাবন, কলিভয় নাশন শ্রীসচ্চিদানন্দ গাও হে।"

ঠিকাদারের নাট্য

(বিজ্ঞপ্তি লিখিত ২৫শে সেপ্টেম্বর)

শারদীয়া পূজা আগতপ্রায়। সুতরাং নানাপ্রকারে সং সাজিয়া পূজার আনন্দ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। মালদহের বাউল 'ছুটো ক্ষেপা' ভেক রাখিয়াছেন বলিয়া তিনকড়ি মল্লীর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমান করিয়া এক নটবর,গৌরকুণ্ডের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে কাপট্যের নাট্যই দেখা যায়। শ্রীমদ্ অর্দ্ধানন্দের গৌরসুন্দরের সেবাকার্য্যে মন্ত্রী মহাশয় পুষ্করিণী খননের উদ্যোগ করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন গৌরকুণ্ড। শিক্ষার অভাবে, ঈর্ষার প্ররোচনায়, নাস্তিকতায় ধৃষ্টতায় তাহাদের হইতে গিয়া কপট নাট্যে উক্ত প্রাচীন গৌরকুণ্ড বলিয়া লোককে ধাঁধা দেওয়া হইল। পূজা আসিবার পূর্ব্বেই এবার আপকারী বন্ধ হওয়ায় অনেক মাতালের মাতলামির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জনৈক ঠিকাদার নাচিতে নাচিতে সেই লীলা দেখাইয়া ফেলিলেন। বিষ্ণু কাহাকে বলে, বৈষ্ণব কাহাকে বলে, সত্য কাহাকে বলে, সত্যতা কাহাকে বলে, অবৈষ্ণবতা কাহাকে বলে তাহার সন্ধান না করিয়াই নাটুয়ার নাট্যকলা-পুষ্ট বলা যাইতে পারে না। দুধের ছাওয়ালের নাচের অপেক্ষা ওষ্ঠপ্রবাহিত দুগ্ধই তাহার বালচাপল্যের পরিচয় দিয়া থাকে। নাচিতে নাচিতে দুলালিয়া ঠিকাদার এক বৈষ্ণব-সভা খুলিয়া ফেলিলেন। সেই সভা আলস্য-নিধারিণী সজ্জা-বিরহিণী সভা। নটরাজ সজ্জা পরিধান করিলেন না আহির করিলেন। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বিধবা বিবাহের সভায় দৌড়াইয়া গিয়া কেঁকড়ার মাঠ স্থাপন করিলেন। ছোট ছেলের মুখে যেমন বড় কথা ভাল শোনায় না, দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাজলামী যেমন অনাদরের বিষয়, পূজার পূর্ব্বে আবগারী বন্ধ হওয়া সত্বেও মস্তিষ্ক-বিকার-ফলে নাটুয়া আবার নানা প্রকার অন্ধতা দেখাইয়া ফেলিয়াছেন।

পাটোয়ারীদিগের ইঙ্গিতক্রমে বর্ণিয়া করিতে গিয়া নাটুয়ার নৃত্য ভেঙাছনের সার্ভে ঘরে মকোশনি উঠিতে চলিল। পাগলের সাজে নেকামির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া ক্ষেপা ডেপুটী সব্‌কণ্ট্রাক্টার যে বিকৃত-মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে পুটলার সাহেব স্থানদিঘী মৌজার একটী পাড়ার নাম তাঁহার ম্যাপের ভিতর লিখেন নাই এবং কপটীদিগের চেষ্টায় ধর্ম্মাশ্রম-জীবিগণের প্ররোচনায় তাহা খণ্ড করিয়া যে নাম ঈর্ষামূলে লিপিবদ্ধ করান হইয়াছে, তাহা শোধনযোগ্য নহে; একথা বলিবার মাতৃস্নেহ অশিক্ষিত দুধের ছাওয়ালকে কে অর্ব্বাচীনতা শিখাইল?

যেহেতু মহাভারতে সুবর্ণ বণিক বলিয়া একটী জাতিবিশেষের আখ্যায়িকা নাই বলিয়া পরবর্ত্তিকালে সংসারে সেই নামের একটী জাত জাতি হইতে পারিবে না—একথা কি পুটলার সাহেব সমর্থন করেন? পুটলার সাহেব কি বলেন যে—চৈতন্যদেবের সময়ের সমসাময়িক রেনেল সাহেব ১৯২১ সালের কাইডার সাহেবের অধস্তন-ধরৌষ্ঠি ভাষা-নিপুণ কর্ম্মচারী যদি অশিক্ষিত চাষী-মুখকে অনার্থবেদসাকাঙ্ক্ষায় ভ্রান্তিতে পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রামবিশেষের নাম নামান্তর লাভ করিবার যোগ্য হইবে? নাটুয়ার নীতিবিদ্যাসম্বন্ধির জনসমাজ চাঞ্চল্য উৎপাদন করাইতে পারে তাহাতে সামাজিকগণ উঁহাকেন আদর করিবেন?

নাটুয়া নাচিতে নাচিতে আপনাকে বৈষ্ণব কহলাইয়া যে ছুটো ক্ষেপার স্থান লইয়া ঘরপাগলাগিরি চালাইবার জন্য সংবাদকল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে যে সকল শয়তানী মিথ্যাকথা প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য কি নর্ত্তনকুশলের আস্বাদে লোক ভুলিয়া যাইবে? কয়েকটা পাটোয়ার ছোঁড়ার ইঙ্গিতক্রমে এই দুধের ছাওয়ালটি কেঁকড়ার মাঠে যে নৃত্যকুশলতা দেখাইয়াছিল, তাহা ছোট মুখে বড় কথা হইয়া গিয়াছে।

সুবিজ্ঞ হাকিম সম্প্রদায় সকল কথা বিবেচনা করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে বাল্যচাপল্য করিতে গিয়া যে সকল প্রতারণার উদ্দেশ্যে সত্য আবৃত হয় তাহা কি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এর রিপোর্টে ধরা পড়ে নাই, না ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই সকল কথা গোপন আছে?

পূজায় সং দেখাইতে গিয়া যে নাট্য পূজার পূর্ব্বেই অভিনীত হইল, সে নাট্য কিছু হরিসমদিরা-মদাভিমত্ত জনের নাট্য নহে। কিন্তু পরহিংসা ষড়যন্ত্রমূলে লোকপ্রতারণা মাত্র। আমাদের আলোচ্য নাটুয়াটি চিরে নবদ্বীপ নামক গ্রন্থখানি পড়িবার সুযোগ পান নাই এজন্য নেকামি করেন। আর যত বাজে কথা বলিয়া সারকিয়ার ভেকধারীর পো ধরেন। কিন্তু দুধের ছাওয়াল নাটুয়ার জানা আবশ্যক যে তাঁহার পিতৃপিতামহ তুল্য পূজ্যজনগণ তাঁহার বোম্বচপলী চালাইতে দিবেন না। মৌতাতের মধু খাওয়া নাটুয়াগিরি সাহিত্যে মূল্য নাই। সুতরাং জিনাথের সত্যানন্দতা নিখরচের নিখে আদর পাইবে না। পরহিংসা, ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র চরিত্রহীনতার অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং উহা সমর্থন করিয়া কোন আজ্ঞা হইতে পারিবে না।

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭৯ সংখ্যার পর পরিশিষ্ট)

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে দুরন্ত কলি ও পাষণ্ডিগণ

কলিবৈরিগণের কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করিয়া কলি আজ রাজধানী হইতে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার পথ অন্বেষণ করিতেছে এবং শ্রীচৈতন্যসরস্বতী বিজয়পতাকা দেখিয়া মৎসরভাবশে পাষণ্ডিগণের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাই ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন—"হরি ব'লে মোদের গৌর এলো। এলরে গৌরাচাঁদ প্রেমে এলো গেলো॥ নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল। সংকীর্ত্তনের মেতে নাম বিলাইল॥ নামের হাটে প্রেমে জগৎ ভাসাইল॥ গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল। ভক্তবৃন্দ-সনে আসি হাট জাগাইল॥ নদীয়া ভ্রমি গোরা এল নামের হাটে। গৌর। হাটে সঙ্গে নিতাই এল হাটে॥ মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে (তোরা দেখে যা রে) অদ্বৈতাদিভক্ত নাচে ঘাটে ঘাটে। পলায় দুরন্ত পড়িয়া বিভ্রাটে॥ কি সুখে ভাসিল গোরাচাঁদের নাটে। দেখিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—"শুনিয়া গোবিন্দ

আপনি পালাবে সব, সিংহরবে যেন করিগণ।"

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে প্রসাদ-বিতরণ

প্রেষ্ঠাচার্য্য জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভোগের বহু আয়োজন করিয়াছেন। পৃথিবীতে যেখানে যত সেবোপকরণ আছে, তাহা তিনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন; বহু ব্রাহ্মণ বিচিত্র অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত; নানাপ্রকারের ফল, মূল, মিষ্ট দ্রব্যাদিতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। শ্রীরাধা-মদনমোহন নবমন্দিরে অধিষ্ঠিত হইলে পর তাঁহার অর্চ্চনাদি এবং রাশি রাশি বিচিত্র উপকরণ তাঁহার ভোগের জন্য অর্পিত হই। তাহার পর সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে—বহু সহস্র লোককে ভবরোগের পথ্য বিচিত্র মহাপ্রসাদ পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিতরিত হইল। সমাগত ভাগ্যবান্ ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই সাশ্রুপুলকবিগলিত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে করিতে ও আনন্দচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি—হরিধ্বনি করিতে করিতে দেববৃন্দেরও দুর্লভ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হইলেন।

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার আবাহনের পরে বিসর্জ্জনের অন্তে পরস্পরে প্রীতি-সম্ভাষণ গৌড়দেশবাসীর মধ্যে অনেকদিন হইতেই একটী বিশেষ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এপ্রথাটী মন্দ নহে বটে, কিন্তু আবাহন বিসর্জ্জন—ভাঙ্গা-গড়া—সঙ্কল্প-বিকল্পের ধারণা লইয়া যে সম্ভাষণ, তাহাতে তাৎকালিকী ব্যতীত সার্ব্বকালিকী প্রীতির অনুষ্ঠান কখনও সম্ভবপর হইবার নহে। আমরা আমাদের নদীয়াপ্রকাশের পাঠকপাঠিকাগণের প্রতি এরূপ লৌকিকী প্রীতি প্রদর্শনের আদৌ পক্ষপাতী নহি। জড়দেহমনের সহিত যে জড়দেহমনের প্রীতি, তাহা কখনই নিত্য সুখাবহ হইবার নহে, বরং তাহা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই আবাহক হইয়া থাকে। চেতনের সহিত চেতনের প্রীতিই নিত্য সুখাবহ। অণুচেতন জীববৃন্দ সকলেই সদ্-গুরুপাদাশ্রয়ে স্বস্বরূপ—বিভুচেতন ভগবদ্-দাস্য উপলব্ধি করিয়া সকলের স্বার্থ একমাত্র শ্রীভগবৎসেবোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের মিলন বাস্তব সুখাবহ হইবে, নতুবা তাহা একটি লৌকিক শিষ্টাচার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এবং তাহাতে স্ব-পর-বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দর সমগ্র চেতন-জীবকে অন্যের সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া চেতনের সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বজীবস্বার্থ একায়ন-পন্থী হইলেই জগতের সকল অশান্তি কাটিয়া গিয়া জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। মহাপ্রভু বিজয়া-দশমীর দিনে আশ্রয়-জাতীয় লীলা প্রদর্শন করিয়া যে শ্রীমদ্ ভাগবত-কথিত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞানজিজ্ঞ জনে তত্ত্বোপদেশ রূপ কৃপা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীকে উপেক্ষা দ্বারা বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন,—

'বিজয়া দশমী—লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহারে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় করে বারবার॥

—চৈঃ চঃ ১৫।৩২-৩৫

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি পাদ তাঁহার শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ১৫শ বিলাসে এই বিজয়া দশমী সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয় প্রার্থনা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবগণের সহিত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দশমীতে বিজয়োৎসব করিবেন। 'আমি সীতা দর্শন করিয়াছি'- হনুমানের এই বাক্য শ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র বানর সৈন্যগণের সহিত এই দিনে শমীবৃক্ষতল হইতে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন।" সুতরাং শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রই এই উৎসবের প্রবর্ত্তক। জীবগণ ভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তসঙ্গে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করুন—মহামায়ার রাজ্যে মায়াসঙ্গে স্বতন্ত্র-ভাবে আনন্দপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ সেবানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হউন, তাহা হইলেই বিজয়োৎ-সবের সার্থকতা; নতুবা জগন্মাতা সীতা দেবীকে ভোগ করিবার দুরাশা-বিশিষ্ট মায়াসুস্থর রাবণ-জাতীয় বুদ্ধিবশে যতই না কেন প্রীতি-সম্ভাষণ করুন, তাহাতে কপটতা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। স্বার্থগতি যেখানে বিভিন্নমুখিনী, সেখানে প্রীতি কখনও কপটতা-শূন্য হইতে পারে না।

কর্ম্মী ভুক্তি-স্পৃহায় এবং জ্ঞানী মুক্তি-স্পৃহায় যে প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাহার স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিজ্ঞগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, তাহা কিরূপ কপটতা ও জীবহিংসা-পরিপূর্ণ। যে প্রীতি আপাত-সুখদায়ক হইয়া পরিণামে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে, যে প্রীতিতে জীবাত্মার নিত্যমঙ্গল নাই, তাহা কখনও অকৃত্রিম প্রীতিশব্দবাচ্য হইতে পারে না। 'রাধা কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল—এইমাত্র ভিক্ষা চাই' বলিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমগ্র বিশ্ব-বাসীকে যে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতেই সাধুগণ প্রকৃত প্রীতির নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশ্ববাসীকে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসনাতনপ্রভু-পাদপদ্মাশ্রয়ে সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনসেবায় আত্মোৎসর্গের জন্য সম্ভাষণই যথার্থ প্রীতি-সম্ভাষণ।

আজ আমরা শ্রীশ্রীসনাতন-গুরুপাদানু-সরণে আমাদের কৃপাময় পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥"

ইহাই আমাদের সকলের প্রতি বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ, আর ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যেন আমরা অচৈতন্যের উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ে নিখিলকাল যাপন করিতে পারি। নিখিল জগৎকে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-সেবোপকরণরূপে দর্শন করিতে পারিলেই তৎসমূহের ভোগ বা ত্যাগস্পৃহা-জনিত অশান্তি দূর হইতে পারে, আমরা নিত্য শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে স্থান পাই। ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহারূপা পিশাচীদ্বয় যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কাহাকেও প্রীতিভরে সম্ভাষণ করিতে পারিব না; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য রিপুষট্কের দাস হইয়া কেবল আত্ম-পর-বঞ্চনায়ই প্রবৃত্ত হইব—আমাদের জীবন ভীষণ দুঃখময় হইবে। সকলের সর্ব্বে-ন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারিলে আর আমাদের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভাস-জনিত কলহ থাকিবে না, আমরা সকলেই এক তাৎপর্য্যপর হইয়া সকলকে নিষ্কপট প্রীতির সহিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবজ্ঞা নয় ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য নির্ণয়, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভণিতাভুক্ত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। সিল্ক গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বসন, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসজ্জনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵৹

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্ত্যবত্ত লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

গীত

উজ্জ্বল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌর-পঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত পরিহারসমন্বিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরভাবে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মঠ নীর্দ্দে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যায় অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ অবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এই স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুঞ্জ-গোপাল।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামচাঁদ দেওঘরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, মেন্ন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

বেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গালীর বৃত্তিলাভ

জার্ম্মাণীর 'রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইভিউস একাডেমী' শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র চৌধুরী এম্. বি, মহাশয়কে বৃত্তি দিয়া টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণা করিতে পাঠাইয়াছেন। ইনি শিশুচিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

আবার বোমা

এলাহাবাদের নিকট সাগঞ্জ নামক স্থানে একটী নিমবৃক্ষের নিম্নে গত ৫ই অক্টোবর তারিখে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া কয়েকজন আহত হয়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সীমান্তে যুদ্ধ

পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পয়াচিনাও ওত্তাম কানিগণ সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। খাওয়াজাক ও খানিখেল জাতীয় লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র বৃটিশ সরকারে জমা দিয়াছে।

চীফ কমিশনার বাহাদুর সমস্ত ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিয়া পেশোয়ারে ফিরিয়াছেন।

অতি বৃদ্ধ

বিলাতে ইয়র্ক শায়ারে একটী ষোল শত বৎসর পুরাতন ওক গাছ আছে। তাহার একটী কোটরে একশত বালক বালিকা এক সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই গাছটী কাটিলে দুই হাজার মণ তক্তা হইতে পারে।

বিমানে বিপদ

আর—১০১ নামক উড়োজাহাজ বিলাত হইতে ভারতে আসিবার সময় ফ্রান্সের একটী পাহাড়ের চূড়ায় সহিত ধাক্কা লাগিয়া পুড়িয়া যায়। আরোহীরা প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছেন। বিলাতের বিমান-সচিব লর্ড টমসনও মারা গিয়াছেন।

এই জাহাজ খানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ উড়োজাহাজ বলা যাইতে পারে।

ডোম সদস্য

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন অস্পৃশ্য জাতীয় লোক সদস্য পদের প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দুইজন ডোম জাতীয় লোক ইতঃপূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ বিহার

বুদ্ধদেবের প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র সারনাথে বৌদ্ধগণ এক কোটি টাকা খরচ করিয়া একটী বিহার নির্ম্মাণ করিতেছেন। চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ চাঁদা তুলিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহার সহিত একটী বিশ্ববিদ্যালয়ও গঠিত হইবে।

ফেব্রুয়ারি মাসে বিহারের উদ্বোধন-কার্য্য হইবে।

বিনা পয়সায় দুগ্ধ

কলিকাতার করপোরেশন গত বৎসর শিশুদিগকে বিনা পয়সায় দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য পাঁচটী কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। মোট ৩৮৭টী শিশুকে দুগ্ধ দেওয়া হয়।

স্বদেশী সভা

কলিকাতার এলগিন রোডে স্বদেশী দ্রব্য নির্ম্মাতৃগণ একটী সভার অধিবেশন করেন। কলিকাতার মেয়র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সুভাষবাবু বক্তৃতায় বলেন যে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতৃবর্গের মধ্যে পরস্পর সাহায্য এবং সহানুভূতি আবশ্যক।

রেল নষ্ট

পূর্ণিয়া ও পূর্ণিয়া কোর্ট ষ্টেশন দ্বয়ের মধ্যে রেল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। এখন জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া লোকজনকে যাতায়াত করিতে হইতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই পুলের উপর দিয়া লোকজন যাতায়াতের মত পথ প্রস্তুত হইবে।

জেলে বিচার

লাহোর হইতে সংবাদ এই যে আদালতের বাহিরে আন্দোলনকারিগণ নানারূপ উৎপাত করায় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুইস আজ্ঞা দিয়াছেন যে অতঃপর রাজনৈতিক মোকর্দ্দমা সমূহ বোরষ্টাল জেলে হইবে।

লাহোরের কংগ্রেসকর্ম্মী মিঃ আলা বক্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী মোকর্দ্দমা করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ধারা মতে রাজদ্রোহের মোকর্দ্দমা আনা হইয়াছে।

বিপ্লবের ডায়েরি ৪।১০।৩০

গত ৩রা অক্টোবর তারিখে ঝিনাগঞ্জের ছয় জন স্বেচ্ছাসেবক আফিমগাঞ্জ গাঁজা, মদ ও আফিমের দোকানে পিকেট করিতে যায়। পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। ঝিনাগঞ্জ হইতে এপর্য্যন্ত মোট ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরামবাগ মহকুমায় গাঁজা আফিমের কাটতি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এখানে চারিদিকে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন চলিতেছে।

গোয়ালন্দঠ, খুলনা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রেরা মিলের কাপড় পরিয়া দেব দর্শনাদি করিবে না, তাহারা খদ্দরই ব্যবহার করিবে। অনেকে সূতা প্রস্তুত না করায় কাপড় ক্রয় করে নাই, কারণ খাঁটি খদ্দরের কাপড় পাওয়া যায় না। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া সকলেই পূজার আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বন্দনিলার পুলিশ সব ইন্সপেক্টার বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায় ও হেমগোপাল মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করেন। শরৎ বাবু স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার।

যশোহর বোমার মামলায় পুলিশ এখনও চার্জ্জশিট দেয় নাই। তবে ম্যাজিষ্ট্রেট ইতোমধ্যেই পাঁচজনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মোহান্তের বিজ্ঞাপন

প্রকাশ যে তারকেশ্বরের মোহান্ত পদের জন্য একজন গিরি সন্ন্যাসী আবশ্যক। এজন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয়ের অভ্যর্থনা

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধিগণ সহ সার আকবর হায়দারী যোগদান করিবেন।

তাঁহারা লণ্ডনে পৌঁছিলে সেখানকার বড় বড় লোকে তাঁহাদের বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

মুক্তি

আগামী ১০ই অক্টোবর তারিখে তামিল নাইডু কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সি রাজ গোপালচারী ৬ মাস জেল ভোগ করিয়া মুক্তি পাইবেন।

পুলিসের কার্য্যে প্রতিবাদের শাস্তি

যশোহর হইতে সংবাদ এই যে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেসের জন্য ভিক্ষা করিতেছিল। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। সেখানে শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি সরকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুলিশের কার্য্যের প্রতিবাদ করেন এবং এই সম্বন্ধে যে মামলা হইবে তাহাতে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য চীৎকার করিয়া জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এইজন্য পুলিশ তাঁহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা আনে যে তিনি জনসাধারণের শান্তি নষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তারও করে।

বিচারে তাঁহার একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

জামতাড়াতে নেমিমহারাজ

জামতাড়া ১৯।৯।৩০

কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ৫ জন ব্রহ্মচারী ভক্ত সহ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিশিক্ষাবাণী প্রচারার্থ ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার ট্রেণে সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত জামতাড়াতে উপস্থিত হন এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্রীপতি পাল মহাশয়ের বাটীতে পদার্পণ করেন। পরদিন স্বামিজী তাহার বাটীতে সন্ধ্যাতে দুই ঘণ্টা কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু সংখ্যক ভদ্রলোক উক্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর মুখে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমাশ্রয় অমল পুরাণ পরমহংস-বিজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের অশ্রুত, অদ্ভুতপূর্ব ব্যাখ্যা ও স্বামিজীর গভীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারবান্ প্রচারকগণের মুখে এইরূপ বাস্তবসত্যের কথা শুনিবার সৌভাগ্য পান, তজ্জন্য স্বামিজীর নিকট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পর দিবস স্বামিজী রাত্রি ৮ ঘটিকার ট্রেণে সদলবলে আসানসোল গমন করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদিগের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচার করুন, ইহাই তাঁহাদের চরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত—শ্রীশশাঙ্কশেখর পাল

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম :— নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম. খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২ শে আশ্বিন ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

হাভানায় ষড়যন্ত্র

মহিলা নেত্রীদের কারামুক্তি

যুক্তপ্রদেশে নূতন গভর্ণর

১১ জন ধরসনাযাত্রীর ২ মাস কারাদণ্ড

নির্ব্বাচনে ডোম

রাজসাহী জেলে হাঙ্গামায় কয়েদীদের সুবিধা বন্ধ

দিল্লীতে মিঃ সেনগুপ্ত

জার্ম্মাণ বিমানপোতে দুর্ঘটনা—৭জন আরোহীর মৃত্যু

ব্যাঙ্কম্যানেজারের দণ্ড

জেল—জরিমানা—গ্রেপ্তার

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

নদীয়া সত্যাগ্রহী দলের প্রবীণ কর্ম্মী শ্রীযুত কালীবিলাস মিত্র ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫১ ধারা অনুসারে গত পরিবার ধৃত হইয়াছেন। বেথুয়াডহরীতে আবগারী দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে তিন জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই কৃষ্ণনগরে আনয়ন করা হইয়াছে। ৯ই অক্টোবর তারিখে মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য আছে।

মহিলা নেত্রীদের কারামুক্তি

বোম্বাই কংগ্রেসের সমরপরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী পবিত্র রোম কাপ্তেন ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী কংগ্রেস বুলেটিন বাহির করিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্যের অপরাধে এবং শ্রীযুত ডি, আর, বরপুরে ও কে, মুন্সী (ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি,) লবণ সত্যাগ্রহের জন্য কারাগারে নিরুদ্ধ হন। তাঁহারা দণ্ড সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া মুক্তি পাইয়া আসিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

কংগ্রেসের সমরপরিষদের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত নীমটাদ পানাচাদ শা ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ আবদুল রহমন সুলেমান কাসাম মিঠা ও ২ জন সহযোগী সম্পাদক প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশের জন্য গত ৬ই অক্টোবর প্রাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কংগ্রেস বুলেটিনের বালক সম্পাদক শ্রীমান সরস্বতীচন্দ্রকান্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মেটা শ্রীযুত ডি, পি, শা প্রমুখ বোম্বাই কংগ্রেসের সমরপরিষদের নেতৃস্থানীয় ৪ জন ব্যক্তিকে ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও কংগ্রেস বুলেটিনের বালক সম্পাদককে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

হাভানায় ষড়যন্ত্র

হাভানার এক সংবাদে প্রকাশ, কর্ত্তাকায় পদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে হত্যা করিবার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের নেতা ধৃত হইয়াছে এবং কতকগুলি বোমা ও অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মাদ্রাজে নূতন সাপ্তাহিক

শ্রীযুত কে, ডি, মেনন সম্পাদিত "সভার্ণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা গত ৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইহাতে স্বাধীন ভাবে নানা বিষয়ের আলোচনা করা হইবে ও জাতির সেবা করা হইবে। রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে।

১১ জন ধরসানা যাত্রীর ২ মাস কারাদণ্ড

আমেদাবাদ, ৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ নওজোয়ান ভারত সভার ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক পদচারে ধরসানা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। গত বুধবার দিনে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধরসানা লবণ গোলা আক্রমণই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। গত সোমবার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত আসামীগণ ২ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পাকেরহাটে

খানসামা থানার অন্তর্গত পাকেরহাটের গাঁজার দোকানে পিকেটিংএর জন্য ছয় জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমার এই দ্বিতীয়দল ধৃত হইল।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ০৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা)
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। শ্রীকৃষ্ণমাত্রিকা ও শ্রীগৌরতত্ত্বঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-প্রদর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। আত্মনিবেদন ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রেজাট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অভিজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দরদময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক।

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২. দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দোনক নদায়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার-১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহোৎসব

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন, বাগবাজার গঙ্গাতীরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী সুপ্রশস্ত নূতন শ্রীমন্দির ও আসন নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ১৮ই আশ্বিন (১৩৩৭), ৫ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পুরাতন আসন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ হইতে একটী বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপার সার্কুলার রোড, বীডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার হইয়া ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউ সুসজ্জিত রথোপরি বিরাজিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত মহানগরীর সর্ব্বত্র বিজয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপায় আকাশ দেশ পরিষ্কার ছিল। সুতরাং শোভাযাত্রা অতিসুখেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রোসেসনটী প্রায় দেড় মাইল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। রাস্তার দুইধারে ফুটপাথের উপর, বাড়ীর ছাদে, বারান্দায় যে যেখানে পারিয়াছে, সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের বিজয় দর্শন করিয়াছে। আমরা নিম্নে প্রোসেসনের একটী ক্রমসূচী ও রথাগ্রে কীর্ত্তিত পদাবলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত প্রদান করিলাম—

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-মিলন-মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ-মহোৎসবে বিরাট্-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার ক্রমসূচী

১ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত পতাকাধারী
২ অশ্ব
৩ হাইল্যাণ্ডার ব্যাণ্ড (৩৬ জন)
৪ শিখ্ ব্যাণ্ড (২৪ জন)
৫ কাবুলী ব্যাণ্ড (২০ জন)
৬ সি, ডি, আর ব্যাণ্ড (৩৬ জন)
৭ ফ্ল্যাগম্যান্ (৩২ জন)
৮ অগ্র কীর্ত্তন-দল (প্রথম তৃতীয়াংশ)
৯ পতাকাধারী ভক্তগণ
১০ আশা-সোটা-ধারী (১৫০ জন)
১১ ব্যাগ্‌পাইপ বাদক (২০ জন)
১২ বিগ্‌ল ব্যাণ্ড (১৬ জন)
১৩ পথমার্জ্জনকারী—ভক্তবৃন্দ
১৪ গঙ্গাজল-সেচনকারী ব্রহ্মচারিবৃন্দ
১৫ উপকুর্ব্বাণব্রহ্মচারিগণকর্ত্তৃক গুর্ব্বষ্টকগান
১৬ পতাকাধারী ভক্তগণ
১৭ [illegible] ব্রহ্মচারিগণকর্ত্তৃক চন্দ্রামৃত-গান
১৮ পতাকাধারী ভক্তগণ
১৯ [illegible]গণের সংকীর্ত্তন
২০ [illegible]
২১ চক্র-খুন্তি-পতাকা-ছত্র-ব্যজনধারি-ভক্তবৃন্দ
২২ শ্রীল প্রভুপাদ
২৩ আড়ানী-আশা-সোটা-বন্দুকধারিগণ
২৪ শিবিকায় শ্রীভক্তি-গ্রন্থাবলী
২৫ শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরবাদক ভক্তগণ
২৬ ধূপ-ধূনাধারী ও পুষ্পবর্ষণকারী ভক্তগণ
২৭ শ্রীরথ-আকর্ষকগণ
২৮ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজীউ ও শ্রীরথ
২৯ অনুব্রাজক ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদগণ
৩০ বরিশালের ঢোলবাদকগণ
৩১ রোসনচৌকি (৮ জন)
৩২ অগ্র কীর্ত্তনদল (দ্বিতীয়াংশ)
৩৩ পতাকাধারিগণ
৩৪ কন্সার্টপার্টি (৩ দল)
৩৫ গৃহস্থগণ
৩৬ মাদ্রাজী ব্যাণ্ড (১২ জন)
৩৭ গোয়ানিজ্ ব্যাণ্ড (২০ জন)
৩৮ লক্ষ্ণৌ ব্যাণ্ড (১২ জন)
৩৯ স্বদেশী ব্যাণ্ড (১৮ জন)
৪০ অগ্র কীর্ত্তনদল (শেষ তৃতীয়াংশ)
৪১ কন্সার্ট পার্টি (২ দল)
৪২ পানীয় জল
৪৩ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পতাকা।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ জীউর রথারোহণে প্রবেশোৎসবে রথাগ্রে কীর্ত্তন

মাতল হরিজন বিষয়-রঙ্গে।
পূজল রাগপথ গৌরবভঙ্গে॥
ত্রযল ছাড়ি ভোগ চিন্ময় রঙ্গে।
লাগল পথি পথি ভকত-সঙ্গে॥
ছাড়ল পরঘর অচ্চিতে গঙ্গে।
বুঝল রসনীতি নাচত চন্দ॥

গোরা রথে চলে রাধা-মদন-মোহন।
আগে নৃত্য করি' চলে সাত্বতগণ॥
পূর্ব্বে যৈছে জগন্নাথে সব গৌরজন।
কৃষ্ণের দর্শন লভি' আনন্দিত মন॥
এবে গৌড়ে গৌরবাণী নিজগণসঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ এক তনু গৌরে দেখে রঙ্গে॥
পূর্ব্বে যৈছে গোরা পঁহু আসি' নদীয়াতে
কৃষ্ণ হই' কৃষ্ণভক্তি বিলায় জগতে॥
এবে সেই গৌরশক্তি আসি' নীলাচলে।
গৌরাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা শিখায় ভূতলে॥
শ্রীকৃষ্ণভজনে যৈছে রাধাসেবা সার।
শ্রীরাধারহিত—কৃষ্ণসেবা অবিচার॥
তৈছে গুরু গোরা ছাড়ি যেই অভিমানী
রাধাকৃষ্ণ-পদ সেবে সে বড় অজ্ঞানী॥
কৃপা করি' জীবে দিলা ভজন-বিজ্ঞান।
ভকতিসিদ্ধান্তবাণী নাশিল অজ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ হ'য়ে, প্রকৃতি ভজিয়ে,
বিষয়ে হৈনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, হইয়া সদয়
গুরুরূপে মোর লাগি'॥
(ভাইরে) গুরুদেব গুণের সাগর।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত জনে, দয়া বিতরণে,
কৃষ্ণ দিতে অগ্রসর॥
শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া, সংসারে আসিয়া,
ভোগত্যাগে সদা ভুগি'।
ভোগাসব পানে, ভোক্তা অভিমানে,
নিজ-কর্ম্মফল-ভাগী॥
নাশি' ভোগরোগ, দিয়া ভক্তিযোগ
ভকতিসিদ্ধান্তবাণী।
যত গৃহব্রত, কৃষ্ণসেবারত,
করিছে মঠেতে আনি'॥
গৃহে গ্রাম্যসুখ, মঠে সেবাসুখ,
গৃহ, মঠ এক নয়।
গৃহ—বদ্ধাশ্রয়, মঠ—সেবালয়,
মঠে ভক্তগণ রয়।
হরি-সেবাময়, গৌড়ীয়-আলয়,
হরি বলি' চল ভাই।
যথা হরিজন, দিবে ভক্তিধন,
ভক্তিবলে হরি পাই॥
ভক্তসেবা-ফলে, হরিসেবা মিলে,
সিদ্ধান্ত বচন সার।
ভক্তসেবাবাদ, সেবা-অপরাধ,
নাশয়ে ভজন আর॥
চলি চলি আসি সবে মঠে প্রবেশিল।
প্রভুআজ্ঞায় প্রাঙ্গনাথে মন্দিরে তুলিল॥
বাগবাজার "বাণীকুট" বাণী আগমনে।
যথা গৌরবাণী-বিলাস বিনোদ-আসনে॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দ জিউর শ্রীরথ শ্রীমন্দির-তোরণের সম্মুখে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। চা[illegible] লোকে লোকারণ্য। শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতাল ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি-সহ সমবেত কোটি কোটি কণ্ঠোত্থ নাম-সংকীর্ত্তন [illegible] তৎসঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর কৃষ্ণকোলাহল উত্থিত হইল, তাহা আর বর্ণন করিবার ভাষা নাই। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজিউ কলি-প্রপীড়িত জীববৃন্দকে তাহাদের নিজ গৃহের সন্ধান দিয়াছেন, তাই তাঁহার কৃপাকর্ষণে পড়িয়া মনে হইল আজ যেন সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী উন্মত্তের ন্যায় গৌড়ীয় মঠের দিকে ছুটিয়াছে!

শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ জিউর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ স্বগণ-সাথে তাঁহার প্রাণধনকে শ্রীমন্দিরে উঠাইলেন। চারিদিকে জয় জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। ভক্তগণ দণ্ডবৎ হইয়া করযোড়ে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কোন কোন ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শৃঙ্গার-সেবা-কুশল ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে অভিষেকের আয়োজন হইল। অভিষেকান্তে যথাবিধি পূজা, আরাত্রিক ও ভোগরাগাদি হইল। অতঃপর শ্রীমন্দিরের দ্বার উদঘাটিত হইলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে আমরা প্রসিদ্ধ দেশনেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম, তাঁহার সঙ্গেও অনেক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমঠ-মন্দিরাদি দর্শনে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণমিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীও আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। কয়েকজন পাশ্চাত্যবাসীও আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও শুদ্ধভক্তিপ্রচারের বিরাট্ আয়োজন দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ গোদাবরী জেলার কব্বুর নামক স্থান হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীমঠ-প্রবেশ-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আসিয়াছেন।

পুনরায় ভোগ রাত্রিকের পরে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় [illegible] পর্য্যন্ত সমানভাবে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। আমরা যতটুকু সময় প্রসাদবিতরণলীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়া-

[illegible], বিংশতি সহস্রেরও অধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। ভগবৎপ্রসাদ লাভের লোকের আগ্রহও একটী দর্শনের বিষয়। বিশুদ্ধ ঘৃতপক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন-সহ লেডুয়ায়, পুষ্পান্ন, পুরী ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রসাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পূরিয়া দেওয়া হইয়াছে। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর সুবন্দোবস্তে এরূপ বিরাট্ ব্যাপার খুব শৃঙ্খলার সহিতই সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু-ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবা-সৌষ্ঠবের প্রশংসা মুখে নাই, এমন লোক আমরা কাহাকেও দেখি নাই। স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার নিজজন শ্রীগুরুদেব যাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে শত মুখ, তখন লোকে যে তাঁহার গুণ গান করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি! জগদ্বন্ধু কেবল ধনরত্ন দিয়া নাম কিনিতে চাহিলে লোকে তাঁহার প্রতি একটু লৌকিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু করিত না; কিন্তু যেহেতু তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই হেতুই তিনি আজ অযাচিতভাবে সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমঠমন্দিরের ভিতর ও বাহির অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিচিত্র পুষ্পমালা-পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত মঠমন্দির দর্শনে দর্শকগণ যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটে প্রবেশের মুখপথেই একটী প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই তোরণটীকেও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ও পুষ্পমাল্যপতাকাদিদ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীরথ এই স্থানেই দণ্ডায়মান হন, এখান হইতেই রথোপরিস্থ শ্রীবিগ্রহকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মঠপ্রবেশের পর হইতে প্রায় দেড়-মাসকাল প্রত্যহই শ্রীমঠে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুযায়ী কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। তন্মধ্যে আগামী ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর হইতে ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৯ দিবসকাল পরমার্থ বিষয়-আলোচনা-সভার অধিবেশন হইবে। ইহার পর একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী পক্ষাধিক-কালের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে উদ্ঘাটিত থাকিবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ আত্মমঙ্গল-প্রার্থী সকলকেই এই বিরাট্ কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদানের জন্য সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছেন।

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

ঢাকাবাসীর মধ্যে অনেকের একটি নিয়মাগ্রহ আছে—তাঁহারা বিজয়াদশমীর পরদিন হইতে একমাস কাল নিয়মসেবা উপলক্ষে নিয়মপালন করিবার জন্য অমেধ্য দ্রব্যাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক ভাড়াটিয়া পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অভিনয় করেন এবং বিষ্ণুমন্দিরে যাইয়া অন্যান্তর বস্তু-কামনামূলে দণ্ডবন্নতি ও গড়াগড়ি দিয়া ধূলায় ধূসরিত হন, পরে স্বহস্তে নিজ গণ্ডস্থলে কেহ সজোরে, কেহ বা মৃদুমন্দভাবে কয়েকবার চপেটাঘাত করিয়া কর্ণ নাসিকাদি মর্দ্দন করেন। এরূপ নিয়মাগ্রহের সহিত মাসব্যাপী নিয়মসেবা পালনের অভিনয় করিয়া তাহার পরদিন দ্বিগুণ উৎসাহে অমেধ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। এমন কি শুনা যায়, সেদিন ঢাকা সহরে আমিষের মূল্য দুই তিন গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উক্তবাজারে 'আমাকে দাও, আমাকে দাও' শব্দে মহাকোলাহল হইয়া থাকে। যদিও নিয়মসেবা একটী পারমার্থিক ব্রত, কিন্তু তাঁহারা লৌকিকভাবে ব্রতপালন করায় ব্রতের মুখ্যফললাভে বঞ্চিত হন এবং অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ বিষাক্ত কথা হরিকথা-ভ্রমে শ্রবণজন্য ফলস্বরূপে দুঃসঙ্গ এবং বিষয়ে অত্যাসক্তি লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত নিয়মপালনই হস্তীস্নানবৎ ক্ষণিক ও লোকদেখান হয় মাত্র।

নিয়মাগ্রহ

স্বাধিকারগত বা ভক্তিপোষক নিয়ম বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রাকৃত বৈষয়িক নিয়মে বা কর্ম্মাধিকারগত নিয়মে আগ্রহকে নিয়মাগ্রহ বলে। ভক্তগণ সারগ্রাহী, তাঁহারা নিয়মের সারমর্ম্ম বুঝিয়া নিয়মপালন করেন; কিন্তু কর্ম্মিগণ নিয়মের প্রকৃত তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া ভারবাহীর মত নিয়মের ভার বহন করেন বা বাহ্য অনুষ্ঠানটীই করিয়া থাকেন। নিয়মসেবার সময় আমিষ বর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট গণ্ডস্থলে চড় চাপড় দেওয়া এবং কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার তাৎপর্য্য কি?—তাহার বিচার করিলেই আমরা কর্ম্মিগণের ভারবাহিত্বের পরিচয় পাইব। অমেধ্যদ্রব্য ভোজন জীব-হিংসার কার্য্য এবং বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া দ্রব্যাদি ভোজনও পাপ কার্য্য; সেইজন্য নিয়মসেবার সময় হইতে ঐ প্রকার ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট গণ্ডস্থলে চড় চাপড়াদি দিয়া জানান হয় যে—তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া—তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া বলা হয় যে—"হে ঠাকুর! আমি জন্ম-জন্মান্তরে জন্মে বহু জীবহিংসাদি পাপকার্য্য করিয়াছি, আমি অদ্য হইতে আপনার শ্রীচরণ-সমীপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ঐ প্রকার পাপ কার্য্যাদি আর কখনও করিব না এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা—হরিকথা শ্রবণ ও সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিব এবং শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিব অর্থাৎ ভব-রোগের ঔষধ হরিনাম ও পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিব।" তাঁহারা নিয়মসেবার এই প্রকৃত দৃশ্যটী উপলব্ধি না করিয়া কেবল লোকদেখান' অনুষ্ঠান করেন সেইজন্য পাপবীজ অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় নিয়মসেবা-কালে নিজ গণ্ডস্থলে চড় চাপড় দিবার সময়েও তাঁহাদের হৃদয়ে পাপবাসনাটী—মাসান্তে পাপকার্য্য করিবার প্রবৃত্তিটী ষোল আনা বজায় থাকে এবং এক মাস পরে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে। তাঁহারা চড় চাপড় দিবার কালে জগাই মাধাইয়ের মত "আর নারে বাপ" বলেন না, বলিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করেন না।

এরূপ নিয়মাগ্রহের কারণ কি?

প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিবার—শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য যত্ন না করা এবং অসাধুকে সাধুভ্রমে—ভৃতক-পাঠককে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকভ্রমে—ভাড়াটীয়ার নামাপরাধ কীর্ত্তনকে হরিকীর্ত্তন ভ্রমে অসৎসঙ্গ করিবার ও অসাধুমুখনির্গত নামাপরাধ শুনিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হওয়াই এরূপ নিয়মাগ্রহের কারণ। "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-কথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" তাঁহারা এই শাস্ত্র কথাটীর অবজ্ঞা করেন। তাই হিতে বিপরীত হয় অর্থাৎ পরদুঃখদুঃখী, নিরস্তকুহক-বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের অনাদর এবং বঞ্চিত ও বঞ্চক, আত্মঘাতী ও জীবহিংসক ভৃতক-পাঠক কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি অভক্ত এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডিগণের প্রতি আদর দেখা যায়।

যুগাচার্য্যের অমন্দোদয়-দয়া

ঢাকাবাসীর এই অবিদ্যা-দুঃখ দূর করিবার জন্য—মায়ার ঢাকনি খুলিয়া দিবার জন্য যুগাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর ইচ্ছাক্রমে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা সহরে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছেন এবং আচার্য্যবর্য্যের অনুগ আচারবান্ প্রচারকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার হইতেছে। মঠে নিত্য মহোৎসব এবং নিরন্তর হরিকীর্ত্তন হইলেও ঊর্জ্জব্রত কালে প্রতিবৎসরই নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। এবৎসরও আচার্য্য ঠাকুরের আজ্ঞা মতে গত ২রা আশ্বিন শুভ শ্রীহরিবাসর হইতে পাঠ কীর্ত্তনাদি হইতেছে। তবে এখানে অধিকাংশ ব্যক্তিরই নিয়মাগ্রহ এত প্রবল যে তাঁহারা নিয়মসেবা ব্যতীত অন্য সময়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না।

ঢাকার দুর্ঘটনায় শিক্ষার ও সতর্কতার বিষয়

ঢাকায় যে ভীষণ লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা হইয়া গেল,—যাহার ফলে দেশ উজাড় হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যাহার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, নির্ধন সকলেই এখনও সর্ব্বক্ষণ আতঙ্কিত—যে প্রকার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঢাকার ইতিহাসে শুনা যায় না বা দেখা যায় না, সেই অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা হইতে সতর্ক হওয়া ঢাকা বাসীর—ঢাকাজিলার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য নহে কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, এত প্রকার ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কোথাও হইয়াছিল কি না এবং কি কারণে হইয়াছিল, তাহার খোঁজ খবর লইলেই এবং সেই ঘটনাটি বিচার করিলেই আমরা ইহার কারণ জানিয়া সতর্ক হইতে পারিব। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য় পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রখানের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই ব্যক্তি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে অপরাধবশতঃ অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ভীষণ শাস্তি স্বরূপে তাহার জাতি-ধন-জন সব নষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অপরাধক্রমে সব দেশ উজাড় হইয়াছিল।

যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অপরাধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল॥
স্ত্রী, পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যে দেশ যে গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥

তাই বলি ঢাকা-দেশবাসী—ঢাকা-সহর-বাসী ভ্রাতৃগণ, আপনাদের অগোচরে কেহ বা কোন কোন ব্যক্তি কোন [illegible] মহাপুরুষের এবং তদনুচরগণের প্রতি কখনও কোন প্রকার অবজ্ঞা করিয়াছেন কি না? বিদ্বেষ করিয়াছেন কি না? কিম্বা এখনও করিতেছেন কিনা? তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করুন। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া না দিলে মহান্তের চরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী যে, দেশের হত অপেক্ষা আরও গুরুতর অবস্থা—কল্পনাতীত অবস্থা—অস্তিত্বলোপকারী অবস্থা না ঘটাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহার চরণে অপরাধ তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া ব্যতীত অপরাধ মোচনের অন্য কোন উপায় নাই। তাই বলি, ভাই সব সাবধান! [illegible]! সাবধান!!!

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবয়জ্ঞা নয় ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথঃ

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে কিরূপে ষট্ প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা অহরহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাহতোষকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় ৪। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৩ ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ ... নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ... প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রস্থান-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা [illegible]লীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যাহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-[illegible]ের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাঃ কার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীফুল শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাযের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্না[illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

বিবিধ সংবাদ

কাটনীতে পুলিশের লাঠিতে আহত

কাটনীর সংবাদে প্রকাশ, পুলিসের লাঠিচালনার ফলে কতিপয় ব্যক্তি জখম হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিস যে সময় পিকেটিংরত পুলিসের টেক্স আদায় করিতেছিল, সেই সময় কয়েক ব্যক্তি পুলিসের জিনিসপত্র ক্রোকে বাধা দেয়। ফলে পুলিস জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য লাঠি চালায়।

গুজরাট-কমিটীর সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত

৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কল্যাণরায় যোশী ঐদিন ২ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ১মাসের অতিরিক্ত কারাভোগ।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দণ্ড

সম্বলপুর, ৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ ম্যাড্রাস ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পট্টনায়েক দণ্ডবিধি ৪২০ ধারা অনুসারে ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

খোরশালে ডাকাতী

শাহজাদপুর থানার খোরশাল গ্রামে সুকুমার সাহার বাড়ীতে ডাকাতী সম্পর্কে ২ জন মহাশূদ্র ও আর ৯ জন (তন্মধ্যে একজন মুসলমান) দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে বিচারার্থ চালান গিয়াছে। ডাকাতগণ বাড়ীর কর্ত্তাকে প্রহার করে এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১৮০ টাকার টাকার জিনিষ লইয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, বিশেষ তদন্তের ফলে পুলিশ অপহৃত দ্রব্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জার্ম্মাণ বিমানপোত দুর্ঘটনা
৭ জন আরোহীর মৃত্যু

৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ বার্লিন হইতে ভিয়েনা যাত্রী যাত্রাবাহী একখানি বিমানপোত ঐ দিন ড্রেসডেনের নিকটে বিধ্বস্ত হইয়াছে। উহার সমস্ত লোক, চালক, মিস্ত্রী ও ৭ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে এরূপ গুরুতর দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই।

নির্ব্বাচনে ভোট

মেম্বারদের সহর ও মফঃস্বলের নির্ব্বাচন কেন্দ্রে দুইজন ভোট নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আরও কতকগুলি অস্পৃশ্য নির্ব্বাচনপ্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা আছে।

দিল্লীতে মিঃ সেন গুপ্ত

মিঃ জে. এম. সেন গুপ্ত মিসেস সেনগুপ্তার সহিত গত সোমবার প্রাতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সহরের ভিতর দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

রাজসাহী জেলে হাঙ্গামার জের
রাজনৈতিক কয়েদীদিগের সুবিধা প্রদান বন্ধ

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাজসাহী জেলের মধ্যে যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, যে সকল রাজনৈতিক কয়েদী তাহাতে বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, সংপ্রতি কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁহাদিগের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জেলের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে সামান্য সামান্য সুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, এই হাঙ্গামার পর তাঁহাদিগকে নাকি সেই সমস্ত সুবিধা আর ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রজনীমোহন সান্যাল এই জেলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু গত হাঙ্গামার পর তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জে

কিশোরগঞ্জ কংগ্রেস হইতে যে প্রথম স্বেচ্ছাসেবক দল আজীমগঞ্জের মদের দোকানে পিকেট করিতে গিয়াছিলেন, ৩রা অক্টোবর তারিখে তাঁহাদের পিকেটিং অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কিশোরগঞ্জ থানার দারোগা পরে দুই জনকে ছাড়িয়া দেন। অতঃপর একে একে আরও দুইজন ধৃত হয়।

বর্দ্ধমান

নীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জলভূষণ রায়, ভিনকড়ি রায় এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য্যকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারায় পাটুলীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ৩রা অক্টোবর তারিখে পুলিশ কাটোয়া কংগ্রেস কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে।

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা অক্টোবর প্রাতঃকালে কলিকাতার বিশেষ বিভাগের পুলিস নবাব বদরুদ্দীন ষ্ট্রীটের দুইখানি বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তিন জন পাঞ্জাবী শিখকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ফরিদপুর

অর্দ্ধেন্দুকুমার সাহা নামক জনৈক কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। সে এক্ষণে হাজতে অবস্থান করিতেছে। স্থানীয় দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে মধুপুরের দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখনও তাহাদিগের বিচার হয় নাই।

কালিকটে লবণ-সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

কালিকট "সমর পরিষদে"র সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩ জন সত্যাগ্রহী গতকল্য সকালে সমুদ্রতীরে যাইয়া লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। ইহারা লবণজল সিদ্ধ করিবার কালে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়।

ধৃত লোকদিগের নাম

যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগের নাম—সাধনদাস, সুরেন গোপাল ও আত্মারাম। প্রকাশ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্কে নাকি এই খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রথম লোক দুইজন সেই মামলার পলাতক আসামী বলিয়া প্রকাশ। তাহারা নাকি রাওলপিণ্ডি হইতে কলিকাতায় আসিয়া গা ঢাকা দিয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশেও কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা

৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যুক্তপ্রদেশের সরকারের মতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং আইন পরিচালনে বাধা দিতেছে বলিয়া নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান গুলি তাঁহারা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন:—(১) মীরাট জিলার সকল কংগ্রেস কমিটী, (২) বুলন্দসহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী, (৩) বুলন্দসহরে তহশীল কংগ্রেস কমিটী, (৪) বুলন্দসহরে জিলা কংগ্রেস কমিটী, (৫) সিকন্দ্রাবাদে তহশীল কংগ্রেস কমিটী ও (৬) খুরজার তহশীল কংগ্রেস কমিটী।

যুক্তপ্রদেশে নূতন গভর্ণর

সার ম্যালকম হেলি ইংলণ্ড যাত্রা করায়, তাঁহার স্থলে সার জর্জ ল্যাম্বার্ট অস্থায়ী গভর্ণর হইবেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ সার শা সুলেমান তাঁহাকে ১৮ই তারিখে নাইনীতালে শপথ গ্রহণ করাইবেন।

নরহত্যার অভিযোগ

কলিকাতা ওয়েলেসলী লেনে ছোরা দ্বারা মুন্সী সিদ্দিককে নিহত করিবার অভিযোগে মিষ্টার একরাম খোন্দকার এ.

মিষ্টার আবদুল মল্লিককে গত সোমবারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। আগামী ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদান হইয়াছে। অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আবার বিমানের বিপদ
মিসেস ক্রসের সংবাদ নাই

গত ৫ই অক্টোবর বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় মিসেস ক্রস [illegible] অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। [illegible] পরে তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মিসেস ক্রসের সংবাদ জানিবার জন্য পারস্য উপসাগরের [illegible] ও জাহাজে অনুসন্ধান করা হইয়াছে কিন্তু সোমবার বেলা ৩টার পূর্ব্বে মিসেস ক্রসের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

করাচির সরকারী কর্ম্মচারীরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে মিসেস ক্রস যদি জোয়াস হইতে যাত্রা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত ও সংবাদ দিত।

বোম্বায়ে ২০ হাজার নারীর শোভাযাত্রা

গত ৩রা অক্টোবর অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে সহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ২০ হাজার স্ত্রীলোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। মিসেস লীলাবতী মুন্সী, মিসেস পেরিন কাপ্তেন মিসেস কমলামণি শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন। শোভাযাত্রা প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল।

সীমান্তের অবস্থা

প্যারাচিনার ও চামকানীগণ সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। [illegible] ও খানিজেলদের নিকট [illegible] দাবী করা হইয়াছিল তাহার [illegible] দিয়াছে।

চীফ কমিশনার ও মিসেস [illegible] ৩ দিন সাংকেশে অবস্থানের পর পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গন্টুরে ৩ জনের ৬ মাস

গন্টুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রত্যেকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে রাজমহেন্দ্রী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় যে বিশেষকদের সমগরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেন রিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

আয়ুর্ব্বেদোক্ত

মদন মঞ্জরী

রতিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অনঙ্গ সঙ্কোচাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"অনঙ্গবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়া। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য আনন্দময়ী, কেশবতী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২৷৩টী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০৷১২টী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ড্রাং ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরী

২৯৷১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

TO LET

APPLY SOON

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাক: "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

DACCA 48, ...

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অদ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে আশ্বিন ১৩৩৭ শুক্রবার ১০ই অক্টোবর, ১৯৩০

বিপ্লবের ডায়েরি
নূতন আন্তর্জ্জাতিক স্ত্রীসঙ্ঘ
সন্দেহে গ্রেপ্তার
রাণাঘাটে সন্তরণ প্রতিযোগিতা
শ্রীযুত সেনগুপ্তের কথা
বোম্বাইয়ে সাধারণ শ্রেণীর সভা
রবীন্দ্র ও রুষিয়া
যুক্তপ্রদেশের লাটের পদত্যাগ
সাহিত্য সম্মিলন
মার্কিণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

নানা কথা

রাণাঘাটে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত বৃহস্পতিবার ২রা অক্টোবর রাণাঘাট 'দেশবন্ধুস্মৃতি-সঙ্ঘের' উদ্যোগে স্থানীয় চুর্ণীনদীতে পাঁচ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমন্মথনাথ পাত্র, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকেশব চন্দ্র মিত্র, শ্রীশ্যামাপদ বসু, শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। শ্রীমন্মথনাথ পাত্র (১ম) ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য়) উভয়ে ২ খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রবীন্দ্র ও রুষিয়া

কবীন্দ্র রবীন্দ্র রুষিয়ায় গিয়াছেন। তিনি সোভিয়েট রুষিয়ার কমিউনিষ্ট মত সমূহ ভারতে কিরূপ কার্য্যকর হইতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন বলিতেছেন যে মস্কোএ রবীন্দ্র নাথ উত্তমরূপে অভ্যর্থিত হইবেন এবং তাঁহার আদরের সীমা থাকিবে না, কারণ তিনি জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক এবং তদুপরি তিনি ভারত বাসী।

প্যালেষ্টাইনে একটী সমাধির স্বত্ব লইয়া খৃষ্টান ও মুসলমান আরবীদিগের মধ্যে যুদ্ধ হয়। একজন খৃষ্টান সংবাদ পত্রের সম্পাদক হত হন এবং অনেকে আহত হন।

প্রথমতঃ এই ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, কিন্তু প্রায় অনেক দুর গড়াইয়াছে। সারা দেশময় সাম্প্রদায়িক বিবাদের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিপ্রহরের উপাসনার পর—খৃষ্টানেরা মুসলমানদিগের ধর্ম্ম মন্দির অপবিত্র করায় বিবাদের সূত্রপাত হয়।

সাহিত্য সম্মিলন

ঢাকা, হলদিয়া সাহিত্য পরিষদের শারদীয় অধিবেশন গত ১৮ই আশ্বিন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রবীণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল সাহা সম্পাদকদ্বয়ের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ্র মহাশয় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক এক অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সাহা মহাশয় গ্রাম্য জীবন শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহা বি, এ, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু নাগ এম, এ, শ্রীযুক্ত যাদবলাল বণিক, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সাহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্বারা সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার বিষয়ে পরিষদের সর্ব্বতোমুখীন প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবের ডায়েরি ৭।১০।৩০

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সরকারের মনোনীতা সভ্যা শ্রীমতী অনসূয়া বাইকেল মহাশয়া দশম কংগ্রেস নেত্রী নিযুক্ত হইলেন। পুলিশ উপর্য্যুপরি নয় জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত সভা-সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারের মতে ঐ সমস্ত সভা-সমিতি শাসন এবং আইন পরিচালন বিষয়ের পরিপন্থী হইয়াছে।

(১) মীরাট জেলার সমুদয় কংগ্রেস কমিটী

(২) বুলন্দ সহরের কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি

(৩) বুলন্দ সহরের তহশীল কংগ্রেস কমিটী

(৪) বুলন্দ সহরের জিলা কংগ্রেস কমিটী

(৫) সেকান্দ্রাবাদের তহশীল কংগ্রেস কমিটী

(৬) খুর্জার তহশীল কংগ্রেস কমিটী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক য়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রেয়ঃকথা

মানুষকে সব ছাড়িয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইতে হইবে, ইহাই গীতার সর্ব্বগুহ্যতম কথা। কৃষ্ণৈকশরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যতই না কেন আনন্দ লাভের বিভিন্ন পন্থা কল্পনা করি, আমরা কিছুতেই 'নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ' বলিয়া কোন বস্তু পাইতে পারি না। কৃষ্ণপাদপদ্মই পরিপূর্ণ আনন্দের ভাণ্ডার, সেই পাদপদ্ম সেবা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। গীতার এই কথা বুঝিতে আমরা যতই বিলম্ব করিব, ততই অশান্তি ভোগ করিয়া মরিব।

আনন্দই আমাদের আবশ্যক, ইহা আমরা বেশ বুঝি; কিন্তু সেই আনন্দের স্বরূপ-বিচারে অসমর্থ হওয়ার আপাত-সুখদায়ক খণ্ডানন্দকেই আমাদের 'প্রয়োজন' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছি। ইহাই হইতেছে আমাদের অজ্ঞতা। কিন্তু বিজ্ঞাভিমানী আমরা তাহা কিছুতেই বুঝিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে চাহি না। জাগতিক শত শত আনন্দের পরিণতি আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি, পরোপদেশেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেছি. কিন্তু তথাপি আমাদের কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইতেছে না, আপাত-সুখটীকে বরণ করিতে গিয়া পরিণাম দুঃখময় করিয়া ফেলিতেছি! নদীয়া-প্রকাশ আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া আমাদিগকে প্রত্যহ অনেক করিয়া সাবধান করিতেছেন, কিন্তু তাহা কে শুনিবে? চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!

জাগতিক স্বার্থ লইয়া পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি হিংসাহিংসি বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি সংবাদ গুলি আমাদের নিকট এতই প্রিয় যে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য আমরা দিবসের সমস্ত সময়টী ব্যয় করিয়াও তৃপ্ত হই না, তাহা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেও [illegible] হই না। পারমার্থিক সংবাদ সংগ্রহের সময়ই আমাদের অর্থ ও সময়ের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়ে! আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলের প্রতি এতই উদাসীন! আবার দুই চারিটা ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজী ব্যভিচার-রত পাষণ্ডীর কদাচারের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা সমস্ত পারমার্থিক সৎসম্প্রদায়ের উপরই দোষারোপ করি ও পরমার্থালোচনার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাই এবং প্রকাশ করি, আমরা কতই না বুদ্ধিমান্! কিন্তু ইহাতে বুদ্ধিমত্তার কি আছে, তাহা সুধী জনেরই বিবেচ্য।

নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ যে সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা একটু ধৈর্য্য সহকারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার অবসর করিয়া লইলেই আমরা নদীয়া-প্রকাশকে দৈনন্দিন পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিব। আমরা অতি-বিজ্ঞ সাজিয়াও যে কথাটী আদৌ বুঝিতে পারি না, নদীয়া-প্রকাশ সেই কথাটীই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সুযোগ দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাকে একটী সাধারণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মধ্যে গণ্য না করিয়া ইহার সেবায় প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাই প্রত্যেক শ্রেয়ঃপ্রার্থীর একান্ত কর্ত্তব্য। যিনি আমাদিগকে নিত্যানিত্য-বিবেক দান করিয়া অনিত্যের অনুশীলনে বৃথা সময়-ক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন, নিত্য বস্তুর সন্ধান দিয়া যিনি আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, তিনিই কি আমাদিগের বাস্তব বান্ধব নহেন? তিনিই কি আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় নহেন?

স্বার্থে কি মানুষ পাগল হয়?

শ্রীধাম মায়াপুর যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা অবিসংবাদিত ভাবে বার বার সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভি-দলের নিষ্ফল চেষ্টার শেষ নাই। চাঁদ-কাজির সমাধি, বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, বল্লালদীঘী প্রভৃতি প্রাচীন স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অসন্ত সাক্ষ্য দিলেও তৎসমস্ত গোপন করিয়া কতক-গুলি মিথ্যা উক্তি মাত্রকে সম্বল করিয়া শ্রীধামাপরাধ করিবার জন্য এবং জন-সাধারণকে ভ্রান্তপথে চালাইয়া নিজ নিজ অপস্বার্থ-সাধন-মানসে ঠিকাদার নটবর দত্ত ও তাঁহার অপ্রকাশ্য সাহায্যকারী গুড় মহাশয়, মোহিনীবাবু ওভারশিয়ার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং বিজ্ঞাপনে ও নানাপ্রকারে অসত্য কথার ছড়াছড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। বল্লালদীঘীর সন্নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের নাম বিপর্য্যয় করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। উক্ত শ্রীধামে স্থাপিত পোষ্টাফিসের নামকরণ সময়ে ঠিকাদার মহাশয় স্বয়ং কৃষ্ণনগর গিয়া নানাপ্রকার বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাগুলিকে প্রমাণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিরপেক্ষ তদন্ত তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়া জন-সমাজের নিকট তাঁহার চাতুরী প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। তাই তিনি তাঁহার প্রলাপোক্তিগুলিকে এক্ষণে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে জাহির করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি-গণকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টায় আছেন।

দোকানদারগণের যদি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করা থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই শ্রীধাম মায়াপুর। প্রভুর প্রকটকালে গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে গাদিগাছা, মাজিদা, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর প্রভৃতি অবস্থিত। কাজির বাড়ী, শ্রীবাস অঙ্গন, প্রভৃতি স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটেই অবস্থিত। 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ স্থানকে শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

প্রাচীন ও হাল বহু সরকারি ও জমিদারি কাগজ হইতেও জানা যায় যে, এই প্রাচীন নবদ্বীপই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, পশ্চিমপারে কোলেডাঙ্গার মাঠে নহে। কিন্তু সংপ্রতি দোকানদারগণ অসূয়া-পরায়ণ হইয়া তৎসমস্ত গোপন করিয়া ১৯২০ সালের একটী ভ্রমপূর্ণ আধুনিক মানচিত্রকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া বেড়াইতেছেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে কোন্ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাজিকলণ্ঠন ওয়ালারা এই প্রকার পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছেন এবং কাল্পনিক মিথ্যা কথাগুলিকে প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন? সংপ্রতি দোকানদারগণের কাছে যদি সত্য সত্যই কোনও প্রাচীন প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের তদন্ত-সময়ে প্রকাশ করেন নাই কেন? বিজ্ঞাপনে কতকগুলি অলীক কথা বা দলিলাদির অবতারণা করিয়া ঠাকুরদাস পালিতলেনের ম্যাজিক-লণ্ঠনওয়ালারা সাধারণকে ভ্রান্তপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু বিচার ও তদন্তের কষাঘাতে লাঙ্গুলাহত শৃগালের ন্যায় পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হন। [illegible] বার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াও যে ঠিকাদার ও তাঁহার দল ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না, ইহা কি তাঁহাদের মস্তিষ্কবিকৃতির ফল? স্বার্থে কি তাঁহারা এতই অন্ধ হইয়াছেন যে একই প্রকার কতকগুলি মিথ্যা কথা পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করিয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছেন? বলিহারী স্বার্থ! তবে আমরাও ঠিকাদার মহাশয়কে জানাইতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তি ও ভক্তবিদ্বেষিগণের সকল চেষ্টাই সর্ব্ব সময়েই বিফল হইয়া থাকে

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম লিখিত)

আজ বিশ্ববাসী সকলেই অবগত আছেন, জগদ্বাসিগণের সর্ব্বতঃখের অপনোদন-বিস্তারণ উন্মোচনপূর্ব্বক পরবিদ্যার পরম-শান্তি-প্রদানার্থ পরদুঃখদুঃখী ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে একটী পর-বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যা-পীঠে প্রাচীন যুগের ন্যায় ছাত্রগণকে [illegible] খরচায় আহার ও বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালে ছাত্রগণ ভগবদ্-জ্ঞানলাভের জন্য সমিৎ হস্তে শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইত এবং শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে পরবিদ্যা শিক্ষা দিতেন তখনকার গুরুগৃহের বিদ্যা ও বর্ত্তমান যুগের স্কুল-কলেজের—এমন কি টোলের বিদ্যার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখনকার গুরুগৃহ ছিল বস্তুতঃ পক্ষে মঠ, ঐ মঠে স্বতন্ত্র ও মানবজন্মের সার্থকতা কি প্রকারে সম্পাদন করা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইত, আর এখনকার বিদ্যালয়-সমূহে মায়াশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইবার সুব্যবস্থা আছে। তখনকার বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যালাভের অন্তই—বিদ্যাবধূজীবন ভগ-বানের আরাধনার জন্য বিদ্যার চর্চ্চা হইত আর এখনকার বিদ্যালয়সমূহে অর্থলাভের জন্য বিদ্যার আলোচনা হয়। তখন ছাত্রগণ সর্ব্বদাই শ্রীগুরুদেবের সকাশে থাকিত। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও সর্ব্বোপরি তাঁহার আদর্শ চরিত্রের প্রভাব ছাত্রগণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইত, সুতরাং তাহারাও আদর্শ চরিত্র হইত। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বদাই শ্রীগুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত বলিয়া তাহারা কখনও অসৎসঙ্গে পতিত হইত না। সুতরাং কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে কখনও অসচ্চিন্তা স্থান পাইত না। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণ মাত্র কয়েকঘণ্টাকাল শিক্ষকের নিকট

[illegible] করে, সুতরাং শিক্ষকের প্রভাব তাহাদের উপর খুব কমই বিস্তার লাভ করে। [illegible] বর্ত্তমানযুগের অনেক ছাত্রের একটী বিষম অমঙ্গলপ্রসূ হৃদয়-ভাব এই যে, কর্ম্মচারী যে প্রকার বেতনের জন্য কার্য্য করে, শিক্ষকও সেই প্রকার অর্থলাভের জন্য কার্য্য করে—তাহারা বেতন দেয়, তাই তিনি তাহাদিগকে পড়ান, সুতরাং শিক্ষকগণ তাহাদের কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যাহাদের হৃদয়ের ভাব এই প্রকার তাহাদের বিদ্যার নমুনা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রত্যেকটী মঠই বস্তুতঃ পরবিদ্যা-শিক্ষামন্দির। এই শিক্ষা-মন্দিরসমূহে ছাত্রগণ আদর্শ-চরিত্র বৈষ্ণবগণের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক পরবিদ্যা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা [illegible] সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা মঠবাসী হইতে অনিচ্ছুক; এই প্রকার প্রকৃতির ব্যক্তিসকলের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছেন। এই পরবিদ্যাপীঠে ভক্তিসম্মত ব্যাকরণ, সাংখ্য, কাব্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ এবং ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমায় পরীক্ষা গৃহীত হয়। বর্ত্তমান পরীক্ষার্থিগণ সকলেই ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত দুই বৎসর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদের ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে।

এবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক ভাগবত-মহামহোৎসব উপলক্ষে ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

নৈমিষারণ্য—ভাগবত-পাঠশালা

নৈমিষারণ্যে শ্রীশুকগোস্বামী প্রভু ষষ্টি-সহস্র ঋষির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যক্ষেত্রে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরমহংসমঠ অবস্থিত। মঠটী নিমসার ষ্টেসন হইতে ৩৪ মিনিটের পথ। এই মঠে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা-প্রদানার্থ আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীভাগবত-পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে।

খণ্ডবুদ্ধি

অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় মানবগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হয়। খণ্ড-বুদ্ধিই স্বার্থপরতার জনক।

একটী বস্তুকে যদি বহু খণ্ডে বিভক্ত করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন খণ্ড একটী পৃথক্ বস্তুরূপে দৃষ্ট হইতে পারে। বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি যখন পৃথক্ বস্তুরূপে দৃষ্ট হয়, তখন একটী বিচ্ছিন্ন খণ্ডের স্বার্থ-সিদ্ধির দ্বারা অপরাপর বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলির স্বার্থসিদ্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন খণ্ড পৃথক্ রূপে স্বার্থের [illegible] সুতরাং [illegible] যাইতেছে যে খণ্ডবুদ্ধির উদয়ে প্রত্যেক বস্তু পৃথক্‌রূপে স্বার্থপরতাপরায়ণ হয় এবং তজ্জন্যই সকলে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে।

খণ্ডবুদ্ধির বিপরীত অখণ্ডবুদ্ধি। যাঁহারা অখণ্ডবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন, তাঁহারা আপনাদিগকে অখণ্ড-বস্তুরূপী ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া বুঝেন এবং ভগবানের স্বার্থকেই নিজদিগের স্বার্থরূপে অনুভব করেন। সুতরাং খণ্ড-বুদ্ধিজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ ব্যক্তি-গত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অখণ্ড-বুদ্ধিচালিত ব্যক্তিদিগকে ব্যস্ত [illegible]

অজ্ঞানতা হইতে খণ্ডবুদ্ধির উদয় হয় [illegible] যাবৎকাল পর্য্যন্ত খণ্ডবুদ্ধি ও তজ্জন্য ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার মূলোচ্ছেদন সম্ভবপর নহে। অখণ্ড-বস্তুরূপী ভগবানের কৃপায় শুদ্ধভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সেইকালে অখণ্ডবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া সাধককে ভগবানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে। সাধক তখন ভগবানের স্বার্থকে নিজের অপরাপর প্রাণীর স্বার্থ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন।

খণ্ড-বুদ্ধিজনিত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ-পরতাই হিংসা, দ্বেষ, কলহ, অপ-মৃত্যু মারামারি ইত্যাদি নানাবিধ অসদ্‌বৃত্তি কার্য্যের সংঘটনকারী। যাহারা অসদ্‌বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহারা জীবিত কালে ত্রিতাপদগ্ধ [illegible] ভুগে উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত সঙ্গ দ্বারে যে সকল ব্যক্তি দিব্য-[illegible] অখণ্ড বস্তুরূপী ভগবানের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ বলিয়া বুঝিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জীবিত-[illegible] শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ নামক পরমানন্দপূর্ণ রাজ্যে যাইয়া নিত্যকাল পরমোজ্জ্বল [illegible] আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন।

নশ্বর বাহ্য-দেহে অভিমান অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন। এই দেহাত্মবুদ্ধির সহচর খণ্ডবুদ্ধি। যেকালে জীব শুদ্ধ আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ করে, সে সময় সে আপনাকে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ বা ভগবানের [illegible] হয় এবং ভগবানের স্বার্থকে নিজের ও অপরাপর বস্তুসমূহের একমাত্র স্বার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। আমার দেহমনের ও আমার স্ত্রীপুত্রাদির দেহমনের সুখ হইলে আমি কৃতার্থ হইব, ইত্যাকার ধারণা দেহাত্মবুদ্ধি ও তৎসহচর খণ্ডবুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং তখন জীব ভগবানের [illegible] পারে না। আবশ্যক হইলে ভক্তকর্ত্তৃক সংগৃহীত ভগবানের উপভোগ্য বস্তুগুলিকে খণ্ডবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্মসাৎ করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীশালগ্রামশিলার দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া [illegible] ব্যক্তিগণ চির-উদ্ধত।

যাঁহাদিগের পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হইয়াছে তাঁহারা ভগবানের কৃপা-যোগ্য। কৃপা-যোগ্য ভাগ্যবান্ জীবদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ নিজপ্রিয় পার্ষদভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে সময়ে সময়ে ধরাতলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ভগবৎ-প্রেরিত এই ভক্তসমূহকে ভাগ্যবান্ জীবসমূহ নিজদিগের উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিতে থাকেন এবং [illegible] কৃতার্থ হন। যে সকল ভাগ্যহীন [illegible] বিশিষ্ট খণ্ডবুদ্ধিচালিত অজ্ঞব্যক্তি [illegible] স্বার্থান্বেষী মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গ করিতে ও সঙ্গ-মুখে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না। ভগবৎ-প্রেরিত ভক্তসমূহকে ভগবানের ভেদাভেদ-প্রকাশ অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক-স্বার্থপর বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভগবৎচরণে অপরাধ করা হয় এবং তাহার ফলে অখণ্ডবুদ্ধির উদয় হয় না। ভগবানে যাঁহার ঐকান্তিকী প্রীতি আছে, ভগবৎ-প্রেরিত-জনেও তাঁহার তুল্য প্রীতি থাকা উচিত। যদি ভগবৎ-প্রেরিত-জনের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম প্রীতি দেখান হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া যায় না। যাঁহার বাক্যে পূর্ণ মাত্রায় শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া যায় না—তাঁহার বাক্য পালনে শিথিলতা আসিয়া পড়ে। বাক্য পালনে শিথিল-প্রযত্ন হইলে—অজ্ঞান দূরীভূত হয় না এবং ফলে অখণ্ড জ্ঞানের উদয়-লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব বুদ্ধিমান্ জনগণের উচিত ভগবৎ-প্রেরিত-জনের বাক্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। ভগবৎ-প্রেরিত-জনের সেবাই ভগবৎ-সেবা; কারণ ভগবৎ-প্রেরিত জন ভগবানের সহ এক-তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেরিতজনের সেবাকে ভগবৎসেবা হইতে ন্যূন মনে করিবেন, তাঁহারা খণ্ডবুদ্ধিসম্পন্নই থাকিয়া যাইবে [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সর্ব্ব[illegible]) ১৯ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস [illegible] বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এক গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাঁড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এক গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌর-পঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত শিক্ষাগুসমৃদ্ধ প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতির সংকলিত গীতাবলী স্তবাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যা পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীতচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নবীনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটা সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি, পি

সহকারী—শ্রীফেলারামানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীনারায়ণী-দাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান

১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামচন্দ্র দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিবিধ সংবাদ

চরকা প্রদর্শনী

বিগত ১২ই আশ্বিন সোমবার মহা-সপ্তমী দিবসে হাওড়া নীলমণি মল্লিক লেনস্থ "হাওড়া সঙ্ঘের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব" মণ্ডপে বৈকাল ৪ ঘটিকায় এবং ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার মহাষ্টমী দিবসে হাওড়া নরসিংহ দত্ত রোডস্থ, 'দক্ষিণ বাঁটরা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব' মণ্ডপে বৈকাল ৫॥০ ঘটিকায়, চিত্তরঞ্জন কর্ম্ম-মন্দিরের উদ্যোগে "বিরাট চরকা প্রদর্শনী" হয়।

শ্রীমান্ মনরঞ্জন কুণ্ডু (বয়স ৭ বৎসর) শ্রীমান্ সদানন্দ পাল (বয়স ৭ বৎসর) শ্রীমান্ তারাপদ দে (বয়স ৯ বৎসর) উক্ত তিনটী বালক বিশেষ ভাবে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিত্তরঞ্জন কর্ম্ম-মন্দিরের কর্ম্ম-সচিব শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বসু মহাশয় তুলা ধোনা, পাঁজ তৈয়ারী করা দেখান এবং জনসাধারণকে মিলের পাঁজ ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন ও হাতে তৈয়ারী পাঁজ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। চিত্তরঞ্জন কর্ম্ম-মন্দিরের চরকা শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মস্লিনের উপযোগী সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন। সর্ব্বশেষে চরকার উপকারিতা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

সন্দেহে গ্রেপ্তার

বোমা বিস্ফোরণ সম্বন্ধে আরও অনু-সন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পুলিশ ৩ জন যুবককে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রথমে মনে করা হইয়া-ছিল যে, উহারা বাঙ্গালী। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, একজনের বাড়ী মোরাদা-বাদে এবং অন্য ২ জন পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কোন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। উহাদিগকে প্রথমে হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরে প্রত্যেককে ১ হাজার টাকার জামীন এবং মুচলেকা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১৬ই অক্টোবর তারিখে তাহাদের বিচার হইবে।

মার্কিণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ওয়াশিংটন ৬ই অক্টোবর।

আমেরিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ যে উদ্বোধনসূচক বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অধিবাসিগণ যেন তেন প্রকারে এবং যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে।

ডোমার সেবক সমিতি

বিগত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই আশ্বিন ডোমার (রংপুর) সেবক সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে চরকা, তকলী ও বিবিধপ্রকার ব্যায়ামের প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিযোগি-তায় স্থানীয় বহু ছাত্র ও যুবক যোগদান করিয়াছিল। প্রতিযোগিতা অন্তে প্রথম স্থানীয় প্রতিযোগিগণকে রূপার পদক, রূপার তকলী, চরকা, পুস্তক প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। অতঃপর শ্রীযুত নগেন্দ্রমোহন বক্সী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভায় সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়ম ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করা হয়।

এলাহাবাদে বোমায় জখম

এলাহাবাদ সহরের সাহগঞ্জ পল্লীর নিকটে একটা বোমা বিস্ফোরণের ফলে কয়েকজন লোক অল্প জখম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ৪ঠা তারিখে রাত্রিতে একটা নিমগাছের তলায় ঐ বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ শীঘ্রই ঘটনাস্থলে যাইয়া পৌঁছে এবং তদন্ত আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

যুক্তপ্রদেশের লাটের পদত্যাগ গোলটেবিল বৈঠকে গমন

ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকে পরামর্শ-দাতারূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য যুক্ত-প্রদেশের লাট স্যার্ ম্যালকম্ হেলী ১৬ই অক্টোবর হইতে পদত্যাগ করিবেন। সম্রাট তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থলে উক্ত প্রদেশের শাসন পরি-ষদের সদস্য স্যার জর্জ্জ ব্যানক্রফট্ ল্যাম্বার্টকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বৈঠকের কার্য্য শেষ হইলে স্যার্ ম্যালকম্ হেলী ভারতে আগমন করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

পিকেটীং বন্ধ

নাগপুর হইতে সংবাদ এই যে কলেজ অব সায়েন্স এবং মরিস্ কলেজ খুলিয়াছে। পিকেটীং বন্ধ হইয়াছে। কয়েকজন ছাত্র কলেজে উপস্থিত হইতেছে।

পাঞ্জাবের মন্ত্রিদল পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এবারেও সেইরূপ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বঙ্গদেশ হইতে মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এবং মিঃ এ, এইচ্ গজনভি বিলাতের রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেন্সে প্রতিনিধিস্বরূপে যাইবেন।

বোম্বাইয়ে সাধারণ শ্রেণীর সভা

বোম্বাইয়ের সাধারণ শ্রেণীর লোক-সকল একটি সভায় গোলটেবিল বৈঠকের বিরুদ্ধে আলোচনা করে। সভা শেষ হইবার পর কিছু গোলযোগ হয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ শান্তি স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং ঐ কার্য্যে অল্পবিস্তর আহত হন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেস

কেপটাউন, ৬ই অক্টোবর।

ট্রান্সভালের ভূমি সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে এসিয়া বাসীর ব্যবসা বাণিজ্য ও বসবাসের বিষয়ে অনেক কঠোর বিধি নিষেধ আছে। এই আইনের বিচারার্থ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে এবং তাহাতে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মন্তব্য ধার্য্য হইয়াছে যে, আফ্রি কার যুক্ত গভর্ণমেণ্টকে ঐ আইন প্রত্যাহৃত করিতে অনুরোধ করা হইবে। তাঁহারা যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে গোল-টেবিল বৈঠকে ঐ জন্য জিদ্ করা হইবে। তদ্ব্যতীত ভারত গভর্ণমেণ্টকে দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে অনুরোধ করা হইবে এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের যে প্রতিনিধি তথায় আছেন, তাঁহাকে তথা হইতে চলিয়া আসিতে বলা হইবে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কথা

দিল্লী, ৭ই সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মুঙ্গের হইতে এখানে আসিয়া গত রাত্রিতে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানীয় সত্যাগ্রহ আশ্রম ও কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই কংগ্রেস কমিটীকে স্থানীয় সরকার ইতঃপূর্ব্বে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, দিল্লীতে যে কাজ হইয়াছে, তাহা খুবই সন্তোষজনক। তার-পর তিনি বলেন, যাঁহারা গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদিগের যাতায়াতই সার হইবে। তাঁহারা কিছুই অর্জ্জন করিতে পারিবেন না।

অতঃপর তিনি বলেন, অহিংসার জয় অবশ্যম্ভাবী ভারত তাহার জন্মগত অধিকার —স্বরাজলাভ করিবেই করিবে। মিঃ আলেকজাণ্ডার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন।

বোম্বায়ে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন

বোম্বাই, ৭ই অক্টোবর।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আগামী কল্য সকালে তুফান মেলযোগে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিবেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কোলাবা ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন বলিয়া বন্দোবস্ত করিতেছেন। এই ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে ফোর্ট অঞ্চলের মধ্য দিয়া কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হইবে। শ্রীযুত সেন-গুপ্ত যে কয়দিন বোম্বায়ে থাকিবেন, সে কয়দিনের জন্য কার্য্যতালিকা রচিত হইয়া রহিয়াছে।

মিঃ নরীম্যান ও সেনগুপ্তের বোম্বাই যাত্রা

নয়া দিল্লী, ৭ই অক্টোবর।

শ্রীযুত জে, এম সেনগুপ্ত ও কে, নরীম্যান আজ প্রাতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

প্রতিনিধিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য

ভারত-সচিব চেষ্টারফিল্ড গার্ডেন নামক যে বাড়ী বৈঠকের প্রতিনিধিগণের জন্য ভাড়া লইয়াছেন, উহা লণ্ডনের একটি পুরাতন বাগান বাড়ী এবং অল্পদিন পূর্ব্বে উহা একটি ক্লাব্ বাড়ী ছিল। গভর্ণ-মেণ্টের ইচ্ছা, প্রতিনিধিগণ এই বাড়ীটি ক্লাবের মত ব্যবহার করেন। ইহার পরিচালন ভার প্রতিনিধিদিগের উপরই ন্যস্ত হইবে। গোলটেবিল-বৈঠকের আড্ডা সেণ্ট জেমস্ প্যালেস্ হইতে চেষ্টারফিল্ড গার্ডেন ১০।১২ মিনিটের পথ মাত্র। উহা সাজাইবার জন্য রাত্রদিন কাজ চলিতেছে। ১৫ই অক্টোবর নাগাদ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ গেলেই ঐ বাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ঐ বাড়ী সুসজ্জিত করিবার জন্য নানা স্থান হইতে শিল্প-সামগ্রী সকল সংগৃহীত হইতেছে।

নূতন আন্তর্জ্জাতিক স্ত্রীসঙ্ঘ

ভাইকাউণ্টেস্ রণ্ডা'র সভানেত্রীত্বে জেনেভায় একটা বিরাট স্ত্রীসভার অধি-বেশনে 'ইকোয়াল রাইট্স্ ইণ্টারন্যাশনাল' নাম্নী একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য সমান অধিকার স্থাপন করা। ১৯২৯ সালে কয়েকজন ফেমিনিষ্ট মিলিত হইয়া একটা সমিতি স্থাপন করেন। এক বৎসরের মধ্যে এই সমিতিতে বহু স্ত্রীসভ্য ভর্ত্তি হইয়াছেন।

যে সমস্ত রাজ্য এক সঙ্গে সহি করিবেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব পুরুষদিগের স্বত্বের সমান হইবে।

এই সমিতি মনে করেন যে জগতের সমস্ত প্রগতিই আন্তর্জ্জাতিক। একদেশে স্ত্রীলোকদের যেরূপ স্থান অপরদেশেও কতকটা তাহার অনুরূপ না হইয়া থাকিতে পারে না।

ইউরোপের সাতটা রাজ্য স্ত্রীপুরুষের সমস্বত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম :- “[illegible]”
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৶৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আশ্বিন ১৩৩৭ শনিবার ১১ই অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

ব্রাজিলে ভয়ানক বিদ্রোহ
৮০০০০ সৈন্যের যুদ্ধ-যাত্রা

ব্রাজিলের বিদ্রোহ ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। ৮০০০০ সৈন্য সাও-পোলো ও রাইয়োডি জেনোবার দিকে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছে। তাহারা সরকার পক্ষকে আক্রমণ করিবে।

বিবাদ মীমাংসা উপলক্ষে লর্ড গৃহে মজলিস

বৃটীশ সাম্রাজ্যের অংশসমূহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে একটা বিচারালয়ে ঐ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে এই সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় স্থির করিবার জন্য বিলাতের লর্ড সভাগৃহের মোসেস্ রুম নামক প্রকোষ্ঠে একটি মজলিস বসিয়াছে।

সিরাজগঞ্জে একটী কুম্ভীরের উপর দুইজন গুলিবর্ষণ করে। কাহার গুলিতে কুম্ভীর হত হয়, এই বিষয় লইয়া মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়। বাদী নরেন্দ্র নাথ বলে যে, সে প্রথম গুলি মারে। ভোলানাথ চৌধুরী প্রতিবাদী বলে যে তাহার গুলিতে কুম্ভীর মরে। আদালত মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস করেন।

কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পিকেট করার জন্য কানপুরে দুই জন কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিপ্লবের ডায়েরী ৯।১০।৩০

লাহোরে বিরাট্ শোভাযাত্রা—আসামীদিগের প্রতি সহানুভূতি

বোম্বাইয়ে মিঃ সেনগুপ্ত

ব্রাজিলে ভয়ানক বিদ্রোহ, ৮০০০০ সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা

জেল পরিবর্ত্তন

মদের বোতল ভাঙ্গাতে ফৌজদারি সোপর্দ্দ

লর্ডগৃহে মজলিস্।

পিকেটিং বিপ্লবে মহিলার কারাদণ্ড

মুসৌরীতে পণ্ডিত মতিলাল

লাহোর ডি, এ,ভি কলেজে পুলিশের অত্যাচার-সম্বন্ধে সাব কমিটীর অভিমত

বোম্বাইয়ে মিঃ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত জে, এম্. সেনগুপ্ত বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি শোভাযাত্রার আয়োজন হয়।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কথা

গত ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীযুত জে, এম্. সেনগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী এবং নরীম্যানের সমভিব্যাহারে বোম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কোলাবা ষ্টেশনে তাঁহা-দিগকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বহু কংগ্রেসকর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের সমাগম হইয়াছিল। বোম্বে সমর পরিষদের প্রেসিডেণ্ট প্রমুখ অনেক নেতৃস্থানীয় লোকও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহা-দিগের কণ্ঠে পুষ্পমালা প্রদান করিয়াছেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎ সিং প্রমুখ আসামীদিগের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

অতঃপর তিনি সেখান হইতে সরাসরি কংগ্রেস অফিসে যান। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই বহু লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, যে বোম্বাই সর্ব্বদাই সমগ্র ভারতকে নূতন বাণী শুনাইয়া আসিতেছে সেই বোম্বাইকে আজ আমি আর কি নূতন কথা শুনাইব?

স্বাধীনতার বাণী

বোম্বাই সর্ব্বপ্রথম সকলকে শুনাইয়াছে, আজও সেই বোম্বাই-ই সমগ্র দেশকে তাহা শুনাইতেছেন। অতঃপর তিনি বলেন আমি যেখানেই পদার্পণ করিয়াছি, সেখানেই [illegible] উৎসাহ-উদ্যম প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহাতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তম হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

জেল পরিবর্ত্তন

দিল্লীর সমর পরিষদের তৃতীয় অধিনায়ক পাঞ্জাবের গুজরাট জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অপর ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক বন্দীকে পাঞ্জাবের অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

১৪৪ ধারা অমান্যের ফলে জেলাবোর্ডের মেম্বর গ্রেপ্তার

মালাবার জিলাবোর্ডের মেম্বর মিঃ মেনন ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার নোটীশ অমান্য করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
৫। ভজনরহস্য ।৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।
১০। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৷৵৹
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২১। গীতমালা ⁄১৹
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶৹
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৷৵৹
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৭। শরণাগতি ⁄৹
২৮। গীতাবলী ⁄৹
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১৹
৩৬। অর্চ্চনকণ ৻১৽
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।⁄৹
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।৹
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵৹
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৬। সারার্থদর্শনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।৹
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬১। দি ভাগবত ।৹
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥৹
৬৪। সাধন পথ ।৹
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥৹
৬৬। গীতাবলী /১৹
৬৭। শরণাগতি ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, সম্বন্ধজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসজ্যসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵৹

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵৹ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥৹; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

নক নদায়াপ্রকা

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আশ্বিন শনিবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিরন্তর হরিকথা-বন্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-উৎসব হইতে প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীহরিকথা-ভাগীরথীর প্লাবনে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভাসমান হইয়া পরমানন্দে মগ্ন আছেন। সুবৃহৎ মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে ত্রিদণ্ডিপাদগণ মণ্ডলী করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গতকল্য সন্ধ্যারাত্রিকের পর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সুবৃহৎ নাটমন্দিরে সহস্র সহস্র শ্রবণপিপাসুর নিকট জীবের চরমমঙ্গল-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত, ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥'—শ্লোকটি উচ্চারণপূর্ব্বক বিশেষরূপে ইহার ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। তৎপর সমবেত ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজিউর নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা

অদ্য ২০শে আশ্বিন, ১৩৩৭, কলিকাতা বাগবাজার শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কর্ত্তৃক **ভক্তিশাস্ত্রী** পরীক্ষা গৃহীত হইল। ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত আগামী বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মেলনে আলোচ্য শতাধিক-পঞ্চবিংশতি প্রশ্নমধ্যে যে কোন একশতটীর উত্তর প্রার্থনা করা হইয়াছে। পূর্ণসংখ্যা ১০০, সময় ৫ ঘণ্টা। এই পরীক্ষা প্রতিবর্ষে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটোৎসব-কালে গৃহীত হইবার নিয়ম ছিল; এই বৎসর যথাসময়ে গ্রহণ করা হইলেও শ্রীমঠ-প্রবেশোৎসব উপলক্ষ্যে পুনরায় পরীক্ষার্থিগণের পক্ষে সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। পরীক্ষার্থিগণের সংখ্যা ৩১। পরীক্ষার ফলাফল অতঃপর কিয়দ্দিন মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২১শে আশ্বিন বুধবার দিবস **সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষার কাল** নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনিবার্য্য কারণে ঐকাল পরিবর্ত্তন করিয়া আগামী **৩রা কার্ত্তিক নির্দ্ধারিত হইল**। পরীক্ষার্থিগণ ঐ দিনে কলিকাতা ১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্ ভবনে উপস্থিত হইবেন।

নিম্নে এইবারে উপস্থিত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার্থিগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।
২। „ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।
৩। „ শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ
৪। „ শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ
৫। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল্।
৬। „ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী
৭। „ প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া।
৮। „ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী।
৯। „ আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্য
১০। ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ্, ভক্তিকুসুম।
১১। শ্রীপাদ বীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।
১২। „ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৩। „ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৪। „ নিয়মানন্দ দাসাধিকারী।
১৫। „ মহানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৬। „ ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৭। „ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।
১৮। „ সৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৯। „ যশোদাকুমার দাসাধিকারী।
২০। শ্রীপাদ সখিদানন্দ দাসাধিকারী বি, এ।
২১। „ অনুপম দাসাধিকারী বি, এল্।
২২। „ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি,এ।
২৩। „ ঊর্দ্ধগন্ধী দাসাধিকারী।
২৪। „ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী।
২৫। „ ব্রজমোহন দাসাধিকারী।
২৬। „ সনাতনগুহ্ভক্তিচরণ দাসাধিকারী
২৭। „ শার্ঙ্গমুরারি দাসাধিকারী।
২৮। „ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৯। „ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী।
৩০। „ প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী।
৩১। „ সূর্য্যনারায়ণ পাণ্ডে।

শ্রীগৌরজন্মস্থান

সাকুটিয়ার রাধাকিশোর সিংহ ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য উদ্ধারের জন্য যে শ্রীধামবিরোধ-কার্য্যে অবৈধভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া বালতী-কণ্ট্রাক্টার শ্রীনটবর দত্ত তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" নীতির অবতারী—সাব্‌ডেপুটী নহেন। এই কণ্ট্রাক্টর অল্প বয়স্ক এবং ভবিষ্যদ্দর্শন-রহিত হইয়া সাকুটিয়ার ভেকধারীর সেনাপতিরূপে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আজ দুই বৎসর হইল ইঁহার উদয়কাল দেখা যাইতেছে। গৃহী বাউল দলের অধ্যক্ষ পরলোকগত স্বরূপবাবুদিয়ার গিরিশ নন্দীর পুত্র ব্যাধি-বিশেষের চিকিৎসক উক্ত সাকুটিয়ার রাধাকিশোরের দুরভিসন্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অদস্তন সূত্রে যৌতোগের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু সেই গৃহী বাউল সম্প্রদায়ের মত সমর্থনের প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ সাহিত্য-পরিষদের এবং চাল্‌তে বাগানের পক্ষ হইয়া গৃহী বাউল-মতকেই শ্রীচৈতন্যদাস্য বলিয়া প্রচার-বাসনা করিতেছেন।

উক্ত গৃহীবাউলসম্প্রদায়ের নেতা পরলোকগত প্রিয়নাথ দাস নন্দী সুবর্ণবণিক জাতিকে প্রচুর পরিমাণে কটাক্ষ করায় তাঁহার অধস্তন পাটোয়ারীবুদ্ধিজীবী কতিপয় ব্যক্তি কণ্ট্রাক্টর বাবুকে স্বদলভুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি ভদ্রজাতিসমূহের জুগুপ্সাবৃত্তি সম্বর্দ্ধিত না হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিরোধী গৃহীবাউলসম্প্রদায় উক্ত দত্তকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাদ্ভাগে লাঙ্গুল নাড়িতেছেন। কিঞ্চিন্মাত্র ঈর্ষা সম্বল লইয়া এই ব্যক্তির যে সকল আচরণ দেখা যায়, তাহাতে তাহার অভিসন্ধির কথা নির্লজ্জ-ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

কাসিমবাজার রাজের কোন কর্ম্মচারীর প্ররোচনাক্রমে পরলোকগত কাশিমবাজারের মহারাজের সাহায্যে এই ব্যক্তি নানা উপায়ে নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত অপ্রকাশ্যভাবে কি কোন কার্য্য করাইয়াছিলেন? প্রকাশ্যভাবে উক্ত বণিজাগ্রগণ্য এই শ্রীধামবিরোধি দলের কমিশনার হইয়া কৃষ্ণনগরে যে কীর্ত্তি-কলাপ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

উক্ত কণ্ট্রাক্টর মনে করেন, আমার পণ্যদ্রব্য যেরূপ টিন, সেইরূপ টিনের ন্যায় পণ্যদ্রব্য শ্রীধাম মায়াপুরও ম্যাজিকলণ্ঠনের দ্বারা অর্থসংগ্রহের ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে, সাকুটিয়ার ভেকধারীর ইঙ্গিতক্রমে! সুতরাং এবিষয়ের কণ্ট্রাক্ট লইয়া টকনমি শাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই তাঁহার অভীপ্সিত ফল লাভ ঘটিবে।

কতিপয় ভগবদ্ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি সাহিত্যের ছলনায় ধনিব্যক্তিদিগের জাতিগত কেয়ভাবের উপর প্রভুত্ব করিতে চান, কতকগুলি ব্যক্তি ব্যবসাদার বণিক্‌দিগকে ব্যবসায় প্রলোভনে ভুলাইয়া ধর্ম্মকে বা ধর্ম্মের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহকে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞগণ, অচঞ্চল-স্বভাব যোগিগণ এবং ভজনপরায়ণ নির্ম্মৎসর ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তির অনুষ্ঠানকে অন্যদ্রব্যের সাহিত্য জ্ঞানে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রচার, তাহাতে পাটোয়ারী বুদ্ধির চালনা, তাহাকে বাণিজ্যে নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য করেন না। কিন্তু যে বণিক্, স্ব-স্ব জাগতিক বণিগ্‌বৃত্তি পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে বণিক্‌শ্রেণিমাত্রে পর্য্যবসিত করা সজ্জনগণের অভিপ্রেত নহে। এজন্য পাটোয়ারীবুদ্ধিজীবিগণ সুবর্ণ-বণিক্‌সম্প্রদায়ের মুখপাত্র কণ্ট্রাক্টর বাবুজীকে অগ্রগামী করিয়া পাটোয়ারী প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহার ফলে ঠিকাদার শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্ত-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মায়াপুরের স্থানি দল-ছলনা লইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে জাতিগোস্বামিক্রুর সম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যাশ্রিত উদাসীন গোস্বামী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবৈধ চেষ্টার দাবার চাল দেখা যায়।

একদিন ব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিদল গৌরভক্তির আশ্রিত শিশির কুমারকে কায়স্থ জাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—দিনাজপুরের রায় সাহেব বাহাদুরকে কায়স্থ জাতিমাত্রে এবং ভক্ত বনমালী রায় মহোদয়কে সেইরূপ শ্রেণিভুক্ত মাত্র জানে কায়স্থত্বই ভক্তির আশ্রয় প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়া সার্ব্বজনীন ভক্তির প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। এবারও পাটোয়ারী দলের আশ্রয়ে জাতিগোস্বামিদল নিজ বাণিজ্য রক্ষায় জন্য নানা প্রকার চাল চালিতে গিয়া ধনকুবের নটবর দত্তকে পরলোকগত কাশীমবাজার মহারাজের স্থানে খাড়া করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানে বৈষ্ণব চিনিবার অধিকার তাদৃশ সাতো অধিক পাওয়া যাইবে না।

জাতিগোস্বামিদল বেশ সুখে নিজ নিজ বাণিজ্যকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছিলেন, কিন্তু উহা যখন ধর্ম্ম নহে, তাহা যখন ফুটিয়া বাহির হইল, যখন সাধারণেই যে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম নহে, উহা যখন প্রচারিত হইল—ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে লীলা-

গান, ভগবান যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র নহে ও অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা লক্ষে প্রকাশিত হইল, তখন পারেও ভাগীরথীর সংকীর্ণতা সুধীসমাজ বুঝিতে পারিলেন, তখন এই সকল অবসাদার নিজ অমঙ্গলের বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পাটো-য়ারীগিরি দর্শ—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ক্ষীণবুদ্ধি দোকানদারদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু আমরা বলি, জনগণের প্রজ্ঞতার উপর পাটোয়ারী বুদ্ধি চলিবে না, তদনুগত ভাগিগোস্বামিগিরির কথায় চাল চলিবে না, ধনকুবেরের স্কন্ধে অর্থের পথ চাপাইয়া তর্জ্জ প্রত্যাচরণ চলিবে না। কেননা শ্রীমায়াপুরচন্দ্রই তাঁহাদের সহায়, তাঁহারা সকল প্রকার কূটনীতির অকর্ম্মণ্যতা নিজ নিজ সবলতা দ্বারা জগতের সুধী সম্প্রদায়ের নিকট জানাইয়া দিবেন। পাপের রাজ্য অগ্রসর হইতে দিবেন না।

শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার অভেদ্য দুর্গ। তাহাতে বৃত্তিজীবি ব্রাহ্মণতা, বৃত্তিজীবি কায়স্থতা, বৃত্তিজীবি বাণিজ্য, বৃত্তিজীবি শূদ্রতা, বৃত্তিজীবি সাম্রাজ্য প্রভৃতি স্থান পাইতে পারে না। তবে কেন ক্ষীণবুদ্ধি তাড়িত হইয়া নটবর বক্ষ কলিকাতার ধর্ম্মকে পণ্যদ্রব্য বিচারে শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিদ্বেষ করিতেছেন, বুঝা যায় না!

শ্রেয়ঃকথা

"বলবত্তা সৎসঙ্গেন কষায়পাকে বিদ্যা ভবতি" (ব্রঃ সূঃ বলদেবভাষ্য ৩।৪।৩৭)—বলবান্ সৎসঙ্গ দ্বারা অবিদ্যাকষায় পাকে পরবিদ্যার উদ্ভব হইয়া থাকে; নতুবা পরবিদ্যার্জ্জনের অন্য কোন উপায় নাই। সৎপ্রসঙ্গলব্ধ ভগবৎকথা-শ্রবণাদি হইতেই চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধ চিত্তেই ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হন।

শ্রীব্রহ্মপুরাণ বলেন—

"মলিনে মানসে ভাতু শুদ্ধো মনোময়ো বিভুঃ।

ন ভাতি দর্পণে যদ্বৎ মলিনে বিম্বমেব তৎ॥"

—শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে শুদ্ধ মন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দর্পণ মলিন হইলে যেমন তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রস্ফুরিত হয় না, তদ্রূপ মন বিষয়াদি সংসর্গে কলুষিত হইলে তাহাতে আর তিনি প্রতিভাত হন না। সুতরাং বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১২ শ্লোকে জড়ভরতের প্রতি মহাভাগবত পরমহংস জড়ভরতের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি—"মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।" অন্যত্র ৭।৫।৩২ শ্লোকে প্রহ্লাদোক্তি হইতেও জানা যায়—"যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থ নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।"

শ্রীগীতোপনিষদেও শ্রীভগবদ্ বাক্য যথা (১০।৯,১০)—"যে সকল ব্যক্তি আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে পরস্পর ভাব-বিনিময় ও আমার কথা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পরিতোষ (সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ) ও সুখ (সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ-প্রেমাবস্থায় রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎসহ রমণ-সুখ) প্রাপ্ত হন, নিত্যভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সকল ব্যক্তিকে আমি এইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যে তদ্দ্বারা তাঁহারা আমার পরমানন্দ ধামপ্রাপ্ত হইতে পারেন। শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর অন্য কেহই এই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিতে পারেন না, আর সেই বুদ্ধিযোগ পাইবারও মূল—সাধুসঙ্গ। সুতরাং সাধুসঙ্গ কোন প্রকারেই হেয়নীয় নহে।

চলচ্চিত্রে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর দুই দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে গত ৫ই অক্টোবর তারিখের শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলন-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহোৎসবের বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। বহু দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। ৭ই অক্টোবর বেলা ২টা ও সন্ধ্যা ৬টায় এবং ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা ও রাত্রি ৯টায় দেখান হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এতৎসম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ব্রহ্মপুরাণ বলিতেছেন—

বিষয়াসক্ত-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।

বারুণীদিগ্গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

যতন্তে নিয়তং দূরে বর্ত্তন্তে পরমাত্মনঃ॥

"বহির্বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিগণের গতি কি হইবে? যেহেতু তাহারা পরমাত্মা শ্রীহরি হইতে নিয়ত দূরে অবস্থান করিয়া থাকে।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি রাখিয়া আমরা যতই না কেন ভক্তাঙ্গ যাজন করিতে থাকি, তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। বরং উত্তরোত্তর আমরা ক্রমশঃই দাম্ভিক হইয়া পড়িতে থাকিব এবং ভগবৎপাদপদ্ম হইতে আরও দূরে নীত হইব। ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র উপায়—কুল, ধন, পাণ্ডিত্য ও রূপের সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া নিষ্কপটে নিষ্কিঞ্চনভাবে শ্রীগুরুভক্ত-পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করা। ভগবদ্দাস হইবার পরিবর্তে ভগবদ্দাসানুদাস হইবার প্রবৃত্তিতেই ভগবান্ প্রসন্ন হন। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের অনাদর যেন কখনও কোন প্রকারেই না হয়।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বজীবের প্রতিই করুণা-বিশিষ্ট, সকলেরই হিত সাধনে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট। কাহারও কোন প্রকার অহিত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ থাকিতে পারে না। আমাদেরই দুরদৃষ্ট-বশতঃ কোনরূপ দর্শন-হেতু আমরা তাঁহাকে সঙ্কীর্ণচেতা রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার সুদুর্লভ সঙ্গলাভে বঞ্চিত হই। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার-বিচারাদি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে নিন্দা করিয়া থাকি এবং তাঁহার ভজনে অশেষ উপায়ে বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকি। স্থূলবুদ্ধি আমরা বুঝি না যে, ভগবান্ স্বয়ং যাঁহাকে তাঁহার সুদর্শন চক্রদ্বারা সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, আমরা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিব? বরং নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া বরণ করিব। গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ ও সজ্জনতোষণী আমাদিগকে বার বার কত ভাবেই না সাবধান করিতেছেন, কিন্তু এমনই দাম্ভিক আমরা, মনে করি, উঁহাদের কথা শুনিলে আমাদের মান সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হইবে। এইরূপ দাম্ভিকতাই আমাদের আত্মবিনাশের মূল কারণ। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ হইতেই এই আত্মবিধ্বংসী দাম্ভিকতা দূর হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅচিন্ত্যসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আধবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ,
ভিক্ষা ৵৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব ধরিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ আন্তর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তাঁহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে বর্ণিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাথার্থ্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

৶১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড
ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ সমাবৃত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-টু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীনাম-পঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতির সংকলিত গীতাবলী ক্ষুদ্রাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্‌-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, পয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিবিধ সংবাদ

বিপ্লবের ডায়েরী ৯।১০।৩০

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদিগের শাস্তি হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্য বোম্বাইয়ে বিরাট্ হরতাল হইয়াছে।

পিকেটীং বিপ্লবে মহিলার কারাদণ্ড

সরকারী স্কুল-কলেজে পিকেটিং করার জন্য লাহোরে পাঁচজন মহিলা গ্রেপ্তার হন।

লুৎসী ভগ্নীযুগলের গ্রেপ্তার হইবার সময়েই অনেক ছাত্র ক্লাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। ঐ ভগ্নীযুগলের মাতাও বর্ত্তমান বিপ্লবে যোগদান করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাগারে বাস করিতেছেন।

পিকেটিং সম্পর্কে আরও বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পাঁচমিনিট অন্তর দুইজনকে পিকেটীং করিবার জন্য পাঠান হয়।

রাস্তায় লোক জমিলে পুলিস লাঠি চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

কানপুরে বিরাট্ হরতালের আয়োজন হইয়াছে।

লুৎসী ভগ্নীদ্বয়ের গ্রেপ্তারের সময় একদল ছাত্র ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং কলেজের দ্বারে বহু লোক সমবেত হয়। পুলিশ লাঠি চালাইতে আরম্ভ করে। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ নিরস্ত্র জনতাকে লাঠির দ্বারা আক্রমণ করে। বহু লোক জখম হয়।

ফোরম্যান খৃষ্টান কলেজেও পুলিশ লাঠি চালায়।

লাহোর হইতে সংবাদ এই যে শরী সহর হইতে এক শোভাযাত্রা বিপ্লবাত্মক ধ্বনি সহ সহরের বড় বড় রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া ব্রেডল হলে সমবেত হয়। সেখানে এক সভার অধিবেশন হয়।

কলেজে পুলিশের অত্যাচার এবং ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের দণ্ডের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বোম্বাইয়ে ভগৎসিং দিবস অনুষ্ঠান

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মত গত ৮ই অক্টোবর তারিখে ভগৎসিংদিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত স্কুলকলেজ, কাপড়ের কল এবং ট্রাম কোম্পানীর কারখানা বন্ধ ছিল।

মুসৌরীতে পণ্ডিত মতিলাল

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মুসৌরীতে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে গীর্জ্জায় চ্যাপলেন তাঁহার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া গীর্জ্জার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই কারণে চ্যাপলেনের উপর রুষ্ট হইয়া কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন।

পণ্ডিতজীর রোগমুক্তির জন্য ভগবান্ গীর্জ্জার তাঁহার উপাসনা শুনেন, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা নহে। তথাপি ভগবান্ চ্যাপলেনের কথায় কর্ণপাত করিয়াই যেন মতিলালের রোগের উপশম করিতেছেন।

দিল্লী টিব্বিয়া কলেজে ধর্ম্মঘট

দিল্লী টিব্বিয়া কলেজের ইউনানী ও কবিরাজী বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। কারণ এই যে দুইজন অধ্যাপক জয়েণ্টসেক্রেটারি কর্ত্তৃক সরকারী অধ্যক্ষের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

সেক্রেটারি গোলযোগের মীমাংসা করিবার চেষ্টা না করিয়া এবং তত্ত্বাবধায়ক সমিতির অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ না করিয়াই কলেজ এবং ছাত্রাবাস বন্ধ করিবার আদেশ দেন।

মামুদাবাদের মহারাজ অসুস্থতা নিবন্ধন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

সম্পাদকের ১ বৎসর কারাদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে সংবাদ এই যে ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং অভ্যুদয় পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য রাজদ্রোহ অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লাহোর ডি, এ, ভি কলেজে পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সাব্ কমিটীর অভিমত

লাহোরের ডি, এ, ভি কলেজ সাব্ কমিটী কলেজের অভ্যন্তরে পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে বলেন যে পুলিশ কলেজে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অধ্যাপনার সময়ে অধ্যাপক শান্তরাম শরালকে ও কলেজের ছাত্রগণকে প্রহার করায় কমিটী পুলিশের বে-আইনী কার্য্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন।

এলাহাবাদ হইতে সংবাদ এই যে সওয়ার্স হাইস্কুলে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে যে সমস্ত লোক অধ্যক্ষকে পতাকা উত্তোলনে বাধা করিবার চেষ্টা করিয়া দাঙ্গা করে। তাহাদের বিচার চলিতেছে। আসামীগণ স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

ঘটনা গুরুতর বলিয়া অধ্যাপক শরালের পক্ষ হইতে আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার কথা হইয়াছে।

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ মোকর্দ্দমা সমূহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। ছাত্রদের প্রহার সম্বন্ধেও কমিটী যথোপযুক্ত প্রতীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

খাজনা বন্ধে গ্রামত্যাগ

বোরসাদ তালুকের প্রজাগণ রাজস্বদান বন্ধ করিয়াছে। তালুকের মামলতদার নোটিশ দেন যে ৫ই অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে। ফলে সমস্ত প্রজা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে জিনিষপত্র সরাইয়া নিজেরাও ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকের সহিত ভারতীয় কংগ্রেসের সহানুভূতি নাই। তথাপি সার তেজবাহাদুর সপ্রু যখন এলাহাবাদ ত্যাগ করেন তখন কোন গোলযোগ হয় নাই কং গ্রসনেত্রী শ্রীমতী নেহেরু বলেন যে লোককে বিব্রত করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নহে।

মদের বোতল ভাঙ্গাতে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ

সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস সদস্য শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী একজন মদ্য-ক্রেতার বোতল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইয়াছে

লাহোরে বিরাট্ শোভাযাত্রা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদ জন্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। নরনারী সকলে নগ্নমস্তকে বাহির হইয়া আসামীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

অমৃতসরেও হরতাল হয়।

দিল্লীতে আংশিক হরতাল হয় অনেক স্কুল বন্ধ ছিল। ছাত্রগণ সেণ্ট-ষ্টিফেন্স্ কলেজে জাতীয়পতাকা উত্তোলন করে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে বাধা দেন নাই।

ভারত সেবাদলের কয়েকজন ড্রিল মাষ্টারের উপর ৪ দিনের মধ্যে কোলার জেলা ত্যাগ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ ডাঃ দিলীপচাঁদ বাহীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার এলেকা ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আম্বালার গান্ধী আশ্রমে জাতীয়-পতাকা উত্তোলনের এবং তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উৎসব চলিতেছে। পতাকার সহিত চতুর্থ রং পীতবর্ণযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আসামের গৌরীপুরে বিলাতী বস্ত্র-বিক্রেতা এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটী আপোষ মীমাংসা হইবার কথা হয়। কিন্তু ফলে কিছুই না হওয়ায় পিকেটিংএর দ্বারা বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

বোম্বাই যুদ্ধ সভার সভাপতি মিঃ কি, পি, সা এবং আরও তিনজন বোম্বাইয়ের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদক অপরাধ বলিয়া তিন মাস বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশ পাইয়াছেন।

আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। যুদ্ধসভার সহকারী সভাপতি বলেন, "যদি দেশ প্রেমিকতা অপরাধ হয়। তাহা হইলে আমি অপরাধী, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমি নিরপরাধী।

মিঃ কে, পি, সা গ্রেপ্তার হইবার পরই মিঃ নগিন দাসকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান।

জার্ম্মাণী ও সুইজারল্যাণ্ডে এরূপ ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে যে শায়িত লোকসমূহ শয্যা হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

জোড়াবাগান কংগ্রেস সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার নূতন বাজার, চাঁদনী চক, ক্রস স্ট্রীট প্রভৃতি স্থানের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছে নূতন বাজারে একজন মাড়োয়ারি পিকেটারদিগকে প্রহার করিতে আসে। বাঙ্গালী দোকানদারেরা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে রক্ষা করে। মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিও গ্রাণ্টষ্ট্রিট, মল্লিক বাজার প্রভৃতি স্থানে পিকেটিংএর বন্দোবস্ত করেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বহু ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাধিক শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৮০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব সর্বকার্য্যকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২৩টী ইনজেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সংশ্লিষ্ট উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—

মূল্য ২৲, ইন্ট্রাঃ ৩৲ টাকা।

বাই ও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়া চোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

TO LET

APPLY SOON

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম :— "প্রকাশ" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৭ সোমবার ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩০

মিঃ পি, ভি, প্যাটেল আহত

গান্ধীটুপী খুলিয়া লওয়ায় মোকর্দ্দমা

ঢাকায় জামানে মুক্তি

এলাহাবাদের ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচন শেষ

করবন্ধ আন্দোলন

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতি সংবাদপত্রের অভিমত

মাদ্রাজ রাণাডেহলে সভা

বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার

বোম্বায়ে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত

ভারতে বাণিজ্য-শুল্ক

নানা কথা

মিঃ পি, ভি, প্যাটেল আহত

রেঙ্গুনে মিঃ পি, ভি, প্যাটেল কাহারও ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালে আছেন। তাঁহার প্রাণিকা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যাইবার সময় পথিমধ্যে আক্রান্ত ও অপহৃত হন। দস্যুরা তাঁহার নিকট গোপন সংবাদ জানিবার চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রহারও করে। তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় দস্যুরা তাঁহাকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া পার্শী ক্লাবের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। এই ব্যাপারে স্থানীয় পার্শী-সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

গান্ধিটুপী খুলিয়া লওয়ার মোকর্দ্দমা

লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লালা পরশ রাম বি, এ, এম, এল, সি'র মস্তক হইতে একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী গান্ধী টুপি খুলিয়া লওয়ায় তিনি তাহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিবার ভয় দেখান।

তাহাতে ইউরোপীয় ভীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে।

এলাহাবাদের ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচন শেষ

এলাহাবাদে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইল। ২৪। হাজার ভোটারের মধ্যে মাত্র নয় শত ভোটার ভোট দেয়, অর্থাৎ শতকরা ৩৪ জন ভোট দেয়। কয়েকটী কেন্দ্রে কেহই ভোট দেয় নাই। ভোটের বহু বাক্স শূন্য আছে। একজন মুচি এবং একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ রাণাডে হলে সভা

মাদ্রাজের রাণাডে হলে এক সভায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর আর, এন, আরোগ্যস্বামী মুদালিয়র বলেন যে উদার-নীতিকেরা লোক ভাল, কিন্তু দেশে তাহাদের অনুগামী দল নাই। তাঁহারা ভারতবাসীর প্রতিনিধি নহেন। দেশবাসীর তাঁহাদের উপর আস্থা নাই। সভায় গোল-টেবিল বৈঠকের নিন্দা করা হয় এবং তাহার সহিত সম্পর্কত্যাগ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের প্রতি সংবাদপত্রের অভিমত

লণ্ডন, ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ 'টাইমস্' পত্র বলেন, গোল টেবিল বৈঠকের বৃটিশ প্রতিনিধিগণের তালিকা যে খুব সত্বর প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের কার্য্য বৈঠকের অধিবেশনের সঙ্গেই আরম্ভ হইবে না, তথাপি উহার আলোচনা হইতে সাফল্যলাভের আশা করিলে, প্রথম প্রয়োজন এই যে, প্রতিনিধিগণ একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সম্মিলিত হইবেন। উক্ত পত্রের বিবেচনায় বৃটিশ প্রতিনিধিগণকে একটা সাধারণ ভিত্তিনির্ণয়ে অধিক সময় অপব্যয় করিতে হইবে না।

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন' বলেন, প্রতিনিধিগণের তালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। তবে, উহাদিগকে একটি ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানের সাফল্যের উপর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক বিষয় নির্ভর করিতেছে।

এণ্ডরুজের উক্তি

শান্তিনিকেতন, ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ সি, এফ, এণ্ডরুজ কোন বন্ধুর নিকট পত্রে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষে যে সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি কংগ্রেস-নেতাদিগকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। তিনি বা কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেহই সেরূপ অনুরোধ জানান নাই। মিঃ এণ্ডরুজ বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই কখন সেরূপ অনুরোধ করিবেন না; কেন না, তাহা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। কবিবর কেবল বলিয়াছিলেন, আপোষের কোনরূপ উপায় করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন, কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হয়, যে পর্য্যন্ত পুলিশের ভীতিপ্রদর্শন চলিবে, সে পর্য্যন্ত তাহা সম্ভব হইবে না।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
  - ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶৹
  - ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
- ২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
- ৩। গৌড়ীয়-গোরব ।৵৹
- ৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶৹
- ৫। ভজনরহস্য ॥৹
- ৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸৹
- ৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
- ১০। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত (মাধ্ব) ।
- ১১। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।
- ১২। জৈবধর্ম্ম ।
- ১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ।
- ১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ।
- ১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹
  - ঐ (বাঁধা) ৸৹
- ১৬। দ্বীপ-দ্বীপ দর্পণ ৵৹
- ১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶৹
- ১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
  - ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
- ১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
- ২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
- ২১। গীতমালা ৴১৹
- ২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
- ২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶৹
- ২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶
- ২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
- ২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
- ২৭। শরণাগতি ৴৹
- ২৮। গীতাবলী ৴৹
- ২৯। **চিত্রে নবদ্বীপ** ১॥৹
- ৩০। সাধনকণ ৴
- ৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
- ৩২। নবদ্বীপশতক ৴
- ৩৩। অথশতক ৴
- ৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
- ৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
- ৩৬। অচ্ছলক ৴১৹
- ৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
  - ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
- ৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
- ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
- ৪০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸৹
- ৪১। মনঃশিক্ষা সানুবাদ ।৹
- ৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
- ৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
- ৪৪। অমৃতবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
- ৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
- ৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।৹
- ৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
- ৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
- সংখ্যাবাণী ৴৹

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

- ৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশত্রয়ঃ ॥৹
- ৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
- ৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
- ৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
- ৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
- ৫৬। সারার্থবর্ষিণী ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৭। নামভজন ।৹
- ৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
- ৫৯। বেদান্তম্ ।৹
- ৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
- ৬১। দি ভাগবত ।৹
- ৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥৹
- ৬৪। সাধন পথ ।৹
- ৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥৹
- ৬৬। গীতাবলী ৴১
- ৬৭। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক' অকৈতব জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, ন্যায়, এক্তায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈনন্দিন প্রভৃতির নিরপেক্ষ সারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভিঃ পিতে ৩৶৹

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶৹ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥৹; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আশ্বিন সোমবার—১৩৩৭

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

গত ১৭ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর শনিবার শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজের কৃপায় ও অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ মহোদয় অষ্টোত্তর শতনামি-ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে বাঁকুড়া-জেলার ভূস্বরকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। তিনি বিগত ৫ বৎসর যাবৎ গৌড়ীয় মঠের পত্র ও গ্রন্থ-সম্পাদন-বিভাগে অতি সুদক্ষতার সহিত শাস্ত্রানুকীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়াছিলেন। প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হইয়া কৃষ্ণবিমুখ সংসারের অনিত্যতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকী কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি সন্দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এক্ষণে তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া নিরন্তর হরিগুরু-বৈষ্ণব-মহিমা-কীর্ত্তনে অধিকার দান করিলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস নাম—**শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।**

গত ৬ই অক্টোবর সোমবার অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয় কটকে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তিরত্ন মহাশয় নিখিলবৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের সহযোগী এবং বহুকাল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও পরবর্ত্তিকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার বিষয়ে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি যখন ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কুয়ামারা স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে কুয়ামারার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম-সমূহের বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তির পন্থা সাদরে অবলম্বন করিয়াছিলেন। উহা ভক্তিরত্ন মহোদয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফল বলা যাইতে পারে। কটক নগরীতে ১৯২৮ সালে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ভক্তিরত্ন মহোদয় কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রতিষ্ঠার সর্ব্ব-প্রধান স্থানীয় উদ্যোগী ছিলেন। শ্রীসচ্চিদা-নন্দমঠ উড়িষ্যার প্রধান নগরীতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে উহাঁর স্থানীয় প্রধান প্রারম্ভিক উদ্যোগতার যথার্থ অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কটকবাসী সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিরত্ন মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টায় শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপালাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষার অনুপ্রাণিত না হইলে জগতের অনাদি বহির্ম্মুখতা-প্রসূত সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধির হস্ত হইতে কাহারও উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় নাই। শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয় সমগ্র কটক-বাসীর চরম কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়া-ছেন সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-রত্ন মহোদয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ের শ্রদ্ধাবৃত্তির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ভক্তিরত্ন মহোদয় সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা সমূহে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সুললিত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বেদান্তোপলব্ধির উপায়

বেদান্ত কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্তমত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন এবং সেই পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্র বিশেষ। তাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈদান্তিক মত। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক

বেদের শিরোভাগকে উপনিষৎ বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশটী তাত্ত্বিক উপনিষৎই প্রসিদ্ধ। সেই উপনিষদ্‌বাক্যের নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

উপনিষদ্‌বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। উপনিষদ্‌গ্রন্থে বিষয় বিভাগ পূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অল্পমেধাবী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষদ্‌বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

পরম দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমন বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষদ্‌বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া "বেদান্ত-সূত্র" বা "ব্রহ্মসূত্র" বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহা-পুরাণ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থ রূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদান্ত-বাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতকে অনাদর করিয়া যাঁহারা বেদ বা বেদান্ত পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা বেদার্থ উপলব্ধির জন্য বেদপাঠ করেন না, পরন্তু 'পণ্ডিত' বলিয়া দাম্ভিকতা অর্জ্জনের জন্যই তাঁহা-দের বেদ-পাঠাদিতে রুচি লক্ষিত হয়। গরুড় পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বলিতে-ছেন—"পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ"। অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ। যেহেতু "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" —অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রকটিত এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় পুরাণের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত, শতবিচ্ছেদ-সংযুক্ত (অর্থাৎ ৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত) অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। স্কন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন—"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ। ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥ কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥ যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥ যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে। অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" অর্থাৎ এই কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা যায় না। এরূপ ব্যক্তি বিপ্র হইলেও চণ্ডালাধম। হে নারদ! কলিকালে যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেই সেই স্থানে দেবগণের সহিত ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। হে মুনে! যে ব্যক্তি নিত্য প্রযত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণপাঠের ফল লাভ করেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগত হইয়া পাঠ করিতে হইবে। স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত-প্রচার-দ্বারা জীবমঙ্গল বিধানার্থ সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি জগতে অবতীর্ণ। সুতরাং শ্রীগৌরভক্তগণের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত জীবের নিত্য-মঙ্গললাভের আর অন্য উপায় নাই।

অধুনা গৌরভক্তনামধারী বহু লোক গৌর-প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে শ্রীমদ্-ভাগবত-পাঠাদি করিয়া থাকে। অসাধুর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সেই সকল ভক্তবেশী ভণ্ড শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়া বহু লোককে বিপথে লইয়া যাইতেছে। শ্রেয়োলাভেচ্ছু ভ্রাতৃগণ যেন সেই সকল ভণ্ডের ভণ্ডামিতে ভুলিয়া আত্ম-বিনাশ বরণ করিবেন না, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। ভণ্ডদল নিজেদের ভণ্ডামিকে লোকের নিকট 'ভক্তি' বলিয়া পরিচিত রাখিবার জন্য প্রকৃত সাধুগণের সচ্চেষ্টার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। আবার সাধুসেব্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকাম-সেবার নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। ঐরূপ অসাধুসঙ্গে বহু বর্ষ ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেও শ্রীভগ-বান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যাইবে না।

যাঁহারা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া চলিতে পারেন না, তাঁহারা কখনও ভাগবত-বক্তা হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বিচার করিয়া জীব আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে রত হউক, ইহা কখনও শ্রীভগবদিচ্ছা নহে। যে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব (কপটতা) শূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যে ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তু-তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ, যাঁহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, যে ভাগবত ব্যতীত নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য আর কোন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন হয় না, সেই ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করিয়াও যাহারা মৎসরতা, কাপট্য, ত্রিতাপ, অশিব ও অজ্ঞানদ্বারা প্রপীড়িত হইতেছে, ভগবানকে হৃদয়ে বাঁধিবার পরিবর্ত্তে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে হৃদয়ে বাঁধিতেছে, শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগশাস্ত্রব্যতীত অসচ্ছাস্ত্রাদিতে প্রীতিবিশিষ্ট হইতেছে, তাহারা কখনও ভাগবত-বক্তা হইতে পারে না। ভাগবতের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভাগবত পাঠকের নামে তাহারা বরং ভাগবত-বিদ্বেষী। এই জন্যই মহাজনের আদেশ—শুদ্ধভক্তভাগবত বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত-বিচার শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বেদ-বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবিজ্ঞান লাভ হইবে।

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ"—অধুনা কলিকালে নষ্টদৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীবসকলের নিমিত্ত এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—"অর্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্‌বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপাদ্যতে" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যরূপে বলায় তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কাহারও যে সম্যক্ বস্তু-প্রকাশ-সামর্থ্য নাই, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীব-মাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিৎ আচারবান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচারণপর হইতে হইবে।

অনর্থ-নিবৃত্তি ও অর্থলাভ

(শ্রীপাদ-রাধাচরণ গোস্বামি ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

জাগতিক নীতিশাস্ত্রকারগণ বলেন, অর্থই অনর্থের মূল। তাঁহারা ধনৈশ্বর্য্যাদিকেই অর্থ আখ্যা দেন; ঐ অর্থমদই মানবের [illegible] জীবন সঙ্কটাবস্থায় পরিণত করে বলিয়া তাঁহারা অর্থকেই অনর্থের জনক বলিয়া বিচার করেন, এমন কি এই বিচারে বহু ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংসার ত্যাগেও প্রবৃত্ত হন। অন্য কথাটা তাঁহারা দেখিবার মত নহে। জাগতিক সমস্ত অর্থই যদি স্বার্থগতি বিষ্ণু-সেবোপকরণ বলিয়া জানিবার মত সৌভাগ্য-যোগ উপস্থিত না হয়, তবেই অনর্থের আমন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী

অর্থ ও অনর্থ নিরূপণ বিষয়ে বিভিন্ন-রুচিবিশিষ্ট মানবের বিশ্বাসভেদে সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থ অন্যাভিলাষীর সহিত এক নহে, আবার ভগবৎ-সেবকগণ পূর্ব্বকথিত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর সহিত একমত হইতে পারেন না। অভক্তগণ ভক্তগণের ধারণা সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ। অভক্তগণ যে প্লাটফরমে থাকিয়া তাঁহাদিগের অক্ষজ-জ্ঞানবিশিষ্ট দৃষ্টিশক্তিকে পরিচালনা করেন, তেমন দৃষ্টি ভক্তের সান্নিধ্যলাভ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ভক্তগণ বলেন, স্বার্থগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীব মাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণেতর বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু অনর্থ। কৃষ্ণ সূর্য্য স্বয়ম্প্রকাশ ও নিত্য বস্তু। অনর্থ মেঘ দ্বারা আবৃত হইলেই জীব কৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল অনর্থ-পীড়নেই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করেন। অনর্থ মেঘ নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য প্রকাশিত হন না, সুতরাং অনর্থাবস্থায় কৃষ্ণভজন অসম্ভব।

স্বার্থগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ব্যূহ-চতুষ্টয়, কারণোদক-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্য, কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস-সহচর স্বরূপ-বৈভব গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্য পার্ষদ-সমূহও অর্থের অন্তর্গত।

যেখানে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ নাই, সেই খানেই অনর্থ বা অর্থাভাব লক্ষিত হয়। তাহাই জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই; যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন, সেখানে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-রূপ অনর্থ থাকিতে পারে না। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখ বদ্ধজীব বলিয়াই, অর্থ হীন হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিবারাত্রি যাপন করিয়া দীনাতিদীন সুদীন হইয়া পড়িতেছি। পুনরায় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদে সুকৃতিলাভ হইয়া সুদিন উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাকৃতাভিমানও যাইবে না, অর্থহীনতাও ঘুচিবে না; জগতে দীনহীনাবস্থায়ই জন্ম-মরণমালা পরিতে হইবে।

অনর্থ-জড়িত জীব আমরা বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া রিপুষট্‌কের আশ্রয় গ্রহণ করত কৃষ্ণসেবা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; তাই দুঃখের পরিসীমা নাই। দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অসংখ্য প্রকার যত্ন করিলেও সাফল্য লাভ হইতেছে না, যেকাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরু-কৃষ্ণে অভেদবুদ্ধিতে শরণাগতি লাভ হয়।

জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইবার বাসনা করেন, কেহ কেহবা পুণ্য-সঞ্চয়-মানসে নৈমিত্তিক শরণাগত হন, কেহবা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি কল্পনায় মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন, কেহ বা বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে নির্ব্বিষয়জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহং-গ্রহোপাসনায় নিযুক্ত হন। কেহ বা জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, কেহ বা শাকাসিংহ প্রভৃতির মত গ্রহণ করিয়া অনর্থমুক্ত হইবেন মনে করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এত করিয়াও অনর্থসমূহের প্রবলাকর্ষণে ভবসংসারে বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়।

কেহ বা অক্রেয়তা বাদ, সন্দেহ বাদ, নিরীশ্বর বাদ, বহ্বীশ্বর বাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস্ ও চার্ব্বাকাদির হাতে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া দিবান্ধ মতের পোষণ করেন। ইঁহারা কেহই কৃষ্ণসেবার জন্য যত্নে যত্নশীল হন নাই, নিজ নিজ ভোগবিষয়ে মুগ্ধ। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥ অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥ সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥ বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥"

আচার্য্যের কৃপায় আমরা জানিতে পারিলাম, শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বানর্থ বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ হ। যেখানে ধনের (শ্রীকৃষ্ণসেবার) আদর আছে, অধনের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেতর-বিষয়ে আগ্রহের অভাব, সেইখানেই কর্ম্মফল ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমলাভের যত্ন হইয়াছে, সেইখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বিষরূপ হলাহল পানে জীব সতত মৃত্যুপথগামী হইয়া শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসামৃতের আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন।

জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া অর্থ-লাভ ঘটিলেই, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ-লাভ ঘটে, নতুবা আমার ন্যায় ৪।৵৹ আনার টিকিট করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে জন্মোৎসব দর্শনের অভিনয় করিলেও বাস্তব নবদ্বীপে প্রবেশ-লাভ ঘটে না। কেবল গৌর-সেবাই জীবের নিজার্থ। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ধনরত্ন শ্রীধাম মায়াপুরের একটী রজঃকণের মূল্য হইতে পারে না। বিরজা-নদীর সমগ্র প্রবাহ নির্গুণ জীবকে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। ব্রহ্মাণ্ডাতীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতিঃ শ্রীধাম মায়াপুরের পথ স্বচ্ছরূপে আলোকিত করিতে সমর্থ নহেন।

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ,—সত্য, মহ, জন ও তপলোকবাসী সাধুগণ, দ্যুলোকবাসী দেবগণ স্ব স্ব ধনাগারের প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াও শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণানুগ শ্রীচৈতন্য মঠবাসী নিষ্কিঞ্চন অনর্থ-নিবৃত্ত গৌরকৃষ্ণ সেবাপর ভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই ভগবদভিন্ন শ্রীধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া অর্থ লাভ হইবে।

বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের
মাসাধিকব্যাপী বিরাট্
সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে
সকলে যোগদান
করুন।

গত ১৮ই আশ্বিন হইতে উৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পৌত্তলিকতার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসাধনপথ

৸৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুপাদ উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবাচস্পত্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি

—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীনাম-পত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতির সুসংহিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নিতাইচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মনোগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সন্ধ্যাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুঁয়েরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাবনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীগৌরপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গার্লিক প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিবিধ সংবাদ

ভারতের বাণিজ্য-শুল্ক

লণ্ডন ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্যার সি ওয়েক্রে কবেট বলেন বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্য দেশের সহিত বাণিজ্যের যাহাতে প্রসার হয়, ভারতবর্ষ সে বিষয় সকল প্রস্তাব সুবিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ আবশ্যকমত রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তনের নীতি একেবারে পরিহার করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই হেতু ভারতবর্ষ উপনিবেশ-সমূহের পণ্যের উপর অপেক্ষাকৃত অল্পহারে শুল্ক গ্রহণ করিবার বন্দোবস্তে যোগ দিতে সম্মত নহে, তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উপস্থিতক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, সেই পর্য্যন্ত করিতে ভারতবর্ষ সমর্থ।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন

লণ্ডন, ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ মার্কিণ ইংরেজ খৃষ্টান এসোসিয়েশনের এসিয়া সংক্রান্ত সেক্রেটারী ডাক্তার সন্ উড্স এডি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিণদিগের অভিমত বিষয়ে লণ্ডনে এক বক্তৃতা করেন. তাহাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনভার অবিলম্বে প্রদান করিলে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই বিষম ব্যাপার হইবে। তাহা হইলে চীনের অবস্থা অপেক্ষাও ভারতবর্ষের অবস্থা মন্দ হইবে। তিনি বলেন, ১০ হইতে ২০ বৎসরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ক্রমে ক্রমে হস্তান্তরিত করা আবশ্যক।

পণ্ডিত সি, কে মালব্যের উক্তি

লক্ষ্ণৌ, ৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ এলাহাবাদের প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মালব্য সম্প্রতি ফৈজাবাদ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কানপুর গমনপথে লক্ষ্ণৌয়ে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করেন। "হিন্দুস্থান টাইমসের" প্রতিনিধির নিকট তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, ফৈজাবাদ কারাগারে ৩ শতের অধিক রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ কিছুই নাই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্দ্দার বাহাদুর গঙ্গা সিং সহৃদয় সুরুচিসম্পন্ন কর্ম্মচারী ও ভদ্রলোক। কিন্তু স্বাস্থ্য ও স্থান হিসাবে ফৈজাবাদ কারাগারে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীর বাসের উপযোগী নহে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস কমিটীর যুবা অধিনায়ক বন্দী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল আছে। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল।

গোলটেবিল বৈঠকের সমালোচনা

লণ্ডন, ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ জলযোগের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে লর্ড বার্কেণ্‌হেড সে বক্তৃতা করেন, তাহাতে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি নিয়োগের ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, প্রতিনিধির তালিকায় অনেক প্রথিতনামা ব্যক্তির নাম আছে সত্য, কিন্তু যে সকল ব্যক্তির নাম তিনি আশা করিয়াছিলেন, তালিকায় তাহা একেবারেই নাই। তন্মধ্যে স্যার জন সাইমনের নাম না থাকায় তিনি যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছেন। কংগ্রেস দলের লোক বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় লর্ড বার্কেণ্‌হেড দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহার একটি মন্দ ফল এই হইবে যে, অপরে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে লর্ড লয়েডের নাম না দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। বৃটিশদিগের কার্য্য বড়ই কঠিন হইবে, এমন কি, মিঃ জে, এইচ, টমাস তর্কবিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মোকাবিলা সহজে সহজে পারিবেন না। বৈঠকের কোনরূপ গুপ্ত অধিবেশনের বিষয়ে তিনি সতর্ক হইতে বলেন। তিনি বলেন, গুপ্ত অধিবেশন অপেক্ষা সকল অধিবেশনে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের উপস্থিতি অনেক গুণে শ্রেয়ঃ। তিনি বলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধিবেশন হইলে অনেক রটনা অস্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্মদিনে হাতে কাটা সূতা উপহার

বারাণসী, ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, কাশীতে শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্মদিন পালন উপলক্ষে ১১ শত ৫০ জন পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে উপহার দিবার জন্য নিজেদের হাতে কাটা সূতা প্রদান করিয়াছেন।

বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার

ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে নরেশ নন্দীকে পুলিশ কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করে। তিনি তাহাকে মুক্তি দেন কিন্তু পুলিশ তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

ঢাকায় জামীনে মুক্তি

ঢাকায় মিঃ লোম্যানের হত্যা সম্পর্কে যাহাদিগকে ধরা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তিনজনকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

বোম্বাই ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মচারীদিগের সহিত শ্রমিকসঙ্ঘ সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান আন্দোলনে বোম্বাইয়ের শ্রমিকগণ যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

করাচী গমন

করাচী ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও ২ জন সেক্রেটারীর সহিত বোম্বাই হইতে মেল বোটে করাচীতে যাইতেছেন। ঐ মেল বোট খুব সম্ভব শনিবার অপরাহ্ণে তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি বেশী দিন সে অঞ্চলে থাকিবেন না ও তাঁহার শরীর ভাল নয় বলিয়া তিনি কেবল করাচী ও হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটী পরিদর্শন করিবেন। উভয় সহরেই তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। করাচী মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাকে দিয়া দেশবন্ধু দাশের আলেখ্য প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করাইবেন।

চরকা ও তকলি প্রতিযোগিতা

বেরিলি, ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বেরিলী সহরে শ্রীযুত গান্ধীর দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্পর্কে চরকা ও তকলি প্রতিযোগিতা হইয়া যোগ্যতমদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু পুলিস উহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। পুলিস শোভাযাত্রাকারীদিগের হস্ত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করা উপলক্ষে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। কাহাকে কাহাকেও চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

করবন্ধ আন্দোলন

কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার ফুলবেড়্যা গ্রামের অধিবাসীরা জানাইতেছেন, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের ন্যায় তাঁহাদের গ্রামেও কর বন্ধ আন্দোলন চলিতেছে, ফলে গ্রামবাসীদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সকলের এমন কি, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরও দর্শনীয় হইয়াছে। তাঁহাদের গ্রাম পরিদর্শনের জন্য তাঁহারা সকলকে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছেন।

বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব

বিগত ১৩ই আশ্বিন ময়মনসিংহে মুসাইদ কাছারীতে জনপ্রিয় নেতা মৌলানা মাকসুদ আলী তালুকদার সাহেবের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মৌলানা সাহেব বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের উপকারিতা, হিন্দু-মুসলেম একতার প্রয়োজনীয়তা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ব্রিটিশ ভারতের পক্ষ হইতে সরকার স্বেচ্ছায় যে সকল লোকদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাড়ে পনর আনা লোকই জনসাধারণের নেতা নহেন।

যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের নেতা, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সরকার আমন্ত্রণ করেন নাই। সেই জন্য এই সম্মিলনী গোল টেবিল বৈঠকের পক্ষপাতী নহেন।

ভারতের দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের সহিত, বৃটিশ ভারতের প্রজাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অচিরে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সম্মিলনী মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাদুর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

চরকা প্রতিযোগিতা

মজঃফরপুর, ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মজঃফরপুরে শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্ম উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় মহিলাগণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে একটি চরকা ও তকলি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

লাহোর কলেজে পিকেটিং

লাহোর কলেজ পিকেটিং সম্পর্কে গত ৮ই অক্টোবর তারিখে ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে ১৫ জন মহিলা এবং একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। তথায় তিন হাজার মহিলার একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়।

ব্রেলস্‌ফোর্ডের ভারতে আগমন

লণ্ডনের সংবাদপত্রসেবী মিঃ আইচ, এন, ব্রেলস্‌ফোর্ড ভারতে আসিয়া নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং মিঃ গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবেন। তিনি গোলটেবিল সম্বন্ধে ভারতবাসীর মতামত সংগ্রহ করিতেছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়; ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

বৈদ্যের অমূল্য

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সংকোচনকারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস কুইনিনের ২।৩টী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—
মূল্য ২৲, ট্রং ৩৲ টাকা।

ষ্টাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী
২৯।১ হজুরীমল লেন, কলিকাতা

TO LET

APPLY SOON

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফ :— নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে আশ্বিন ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১২ই অক্টোবর, ১৯৩০

পণ্ডিত জহরলাল কারামুক্ত

আইন-ব্যবসায়ী আসামীর নির্ভীকতা

দিল্লী ও লায়ালপুরে হরতাল

হাওড়ায় আইন-অমান্য সম্পর্কে গ্রেপ্তারের সংখ্যা

কলেজে পুলিশের অত্যাচার

কংগ্রেসকর্ম্মীর শাস্তিতে অজ্ঞাতব্যক্তির মর্ম্মবেদনা

বিপ্লবের ডায়েরী ১২।১০।৩০

বোম্বাইয়ে করবন্ধের প্রস্তাব—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প

৭৪ কংগ্রেসসমিতি বেআইনী

৩০ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

নানা কথা

পণ্ডিত জহরলাল কারামুক্ত

গত ১১ই অক্টোবর তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহর লাল নেহরু কারামুক্ত হইয়াছেন।

তিনি আনন্দ ভবনে কংগ্রেসের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার সহিত মুসৌরীতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

আইন ব্যবসায়ী আসামীর নির্ভীকতা

তিন জন আইন ব্যবসায়ী লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত আসামী ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আসামীগণ বিলাতে আপীল করিতে চাহেন না। আপীল করিয়া ফলের আশায় বসিয়া থাকা অপেক্ষা তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র ফাঁসি হওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন।

দিল্লী ও লায়ালপুরে হরতাল

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার প্রতিবাদ স্বরূপে সিমলা এবং লায়ালপুরে হরতাল হইয়াছে এবং দিল্লীর "এ" শ্রেণীর বন্দীরা প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

হাওড়া জেলায় আইন অমান্য-সম্পর্কে গ্রেপ্তারের সংখ্যা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মাজুতে ১৩৫ জন, হাওড়া সহরে ৯২ জন, আন্দুলে ৪৫ জন, বালিতে ২২ জন, মাকারদহতে ১৫ জন, বাগনানে ২০ জন, শ্যামপুরে ১৩ জন, মুন্সিরহাটে ২৫ জন, আমতায় ৩৮ জন, কাশিয়ায় ১৩ জন, ডোমজুড়ে ২০ জন মোট ৪৩৮ জন হাওড়া জেলা হইতে গ্রেপ্তার এবং আইন অমান্য সম্পর্কিত আইন অনুসারে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩০ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

গত ১২ই অক্টোবর রবিবার তারিখে হুগলী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ৩০ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছে।

কলেজে পুলিশের অত্যাচার

পাঠক অবগত আছেন যে লাহোরের দয়ানন্দ আংলো বৈদিক কলেজে পুলিশ অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে। অধ্যাপক দয়াল ক্লাসে পড়াইতেছিলেন। কোন গোলমাল ছিল না। হঠাৎ পুলিশ ক্লাসের পারিপার্শ্ব ঘিরিয়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ক্লাসের ভিতর প্রবেশ করে এবং শান্ত ভাবে উপবিষ্ট ছাত্রগণ এবং শিক্ষককে বিনা কারণে মারিতে থাকে।

বিপ্লবের ডায়েরি ১২।১০।৩০

নোয়াখালিতে শ্রীযুক্ত তারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী মহাশয় গ্রেপ্তার হইবার পর স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মজুমদার মহাশয় বিপ্লবীদের নেতা হইলেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গঞ্জ চণ্ডীপুর প্রভৃতি ৭।৮টী স্থানের কংগ্রেসের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সদরে ফিরিয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে মজলিস বসাইয়া আবশ্যক বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন।

জেলার উকিল মহাশয়েরা কংগ্রেস কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

একমাত্র বোম্বাইয়ে ৭৪টী কংগ্রেস অনুষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা

বে-আইনী সমিতি অর্ডিনান্স অনুসারে বোম্বাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন কংগ্রেস অফিসে অনেক ধরপাকড় চলিতেছে।

একমাত্র বোম্বাইয়ে ৭৪টী কংগ্রেস অনুষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কেবলমাত্র বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি বে-আইনী বলিয়া প্রচারিত হয় নাই।

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
  ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৶০
  ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাধকত্ব ৶০
৫। তত্ত্বমালবক্ষ ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃক্মাত্রকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমামবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
  ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
  ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
  ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অদ্বয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিকীর্ত্তনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ২৭শে আশ্বিন মঙ্গলবার - ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আজ শেষ দিবস। গত ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর রবিবারে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ-বাসরে সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) মঙ্গলবার শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুরের এবং ২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর) রবিবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আগামী রবিবারে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের এবং তৎপরদিবস সোমবারে শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব, তৎপরে ৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর) বুধবার অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-মহোৎসব এবং শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট। সকাল সন্ধ্যায় যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। বিশাল নাট্যমন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। ভাড়াটিয়া পাঠক, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়ার রঙ্গরস শুনিবার পরিবর্ত্তে লোকের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ চাহে বিষয় ভোগ করিতে। সুতরাং যাঁহারা আমাদের সেই ভোগ-সুখের সুবিধা-জনক কথা বলেন, আমরা তাঁহাদিগেরই কথা শুনিতে ভালবাসি ও প্রশংসায় শতমুখ হই, ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান জগতের অবস্থা। যাঁহারা আমাদের শ্রেয়ঃপন্থার অর্থাৎ আপাত-প্রীতিকর কিন্তু পরিণাম—দুঃখময় বিষয়াসক্তির অনুপকারিতা বুঝাইয়া আমাদিগকে শ্রেয়ঃপন্থা অর্থাৎ আপাত-দুঃখজনক হইলেও পরিণাম-সুখময় নিত্যমঙ্গল লাভের উপায় বলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা আমাদের আর প্রীতিদায়ক হয় না।

ভাড়াটিয়া কথক পাঠক কীর্ত্তনীয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে লোকের মনোরঞ্জক অনেক ভাবভঙ্গী দেখায়, পাছে হানি হইবার ভয়ে লোকের মনোধর্ম্মে আদৌ আঘাত প্রদান করে না, নিজেরা অসৎসঙ্গবর্জ্জিত আদর্শচরিত্র নহে বলিয়া অন্যকে অসৎসঙ্গ ত্যাগের কথা সেরূপ জোর করিয়া বলিতেও সাহস পায় না, কেননা লোকে যদি কোন প্রকারে তাহাদের দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলেই তাহাদের পসার নষ্ট! মূর্খ লোক তাহাদের কপটতা না বুঝিতে পারিয়া মনে করে, অসৎসঙ্গাদি বজায় রাখিয়াও যদি ভক্ত হওয়া যায়, তবে ক্ষতি কি! তখন 'ভক্ত' হইবার নামে তাহারাও ভক্তের দলভুক্ত হয়। সাধনক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধের ভূমিকায় আরূঢ় হইবার ভাণ দেখায় এবং তদনুরূপ শরভাব প্রকাশ করে। এইরূপেই কপট ধর্ম্মধ্বজিদল দেশে প্রচ্ছন্ননাস্তিক্য আনিয়া দিতেছে।

ভণ্ডদলের ভণ্ডামি দেখিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মচর্চ্চায় একেবারেই বিতৃষ্ণ হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম কর্ম্ম বোধ হয় মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণেরই একটা উপায় বা শোকমোহভয়াদিজন্য একটা হৃদ্দৌর্ব্বল্যের পরিচয় মাত্র; শোকাদির প্রশমন-হেতুই লোকে একটু ভাবপ্রবণ হইয়া পড়ে ইত্যাদি। অথবা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিলেও অধুনা সত্য সত্য ধার্ম্মিক বলিয়া কেহ নাই। "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া"র ন্যায় তাঁহারা এরূপ অমূলক সন্দেহে পতিত হইয়া বাস্তব-সত্যের অনুশীলন হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজনগণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু তাঁহার ভক্তও নিত্যবস্তু, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে বিশুদ্ধ প্রেম তাহাও নিত্য। ভণ্ডের দল সেই বস্তুকে কোন প্রকারেই বিকৃত করিতে পারে না, নিজেরাই নরকগামী হয় মাত্র। শ্রীভগবানকে পাইবার প্রকৃত ইচ্ছা হইলে ভগবানই তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ইহা সার্ব্বকালিক সত্য। সুতরাং বৃথা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া লাভ কি? দুর্ভাগা লোকে শুদ্ধভক্তি চাহিবে না বলিয়া আমাকেও সেই দলে মিশিতে হইবে, এরূপ বুদ্ধি আদৌ সমীচীন নহে। ভণ্ডের দলভুক্ত হইবার বা নাস্তিক হইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া সকলেরই সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্—এক অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব এবং জীব—তাঁহারই অণুচিদংশ। সুতরাং জীবের একমাত্র ধর্ম্ম ব্যতীত বহু প্রকার ধর্ম্ম কেন থাকিবে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কেন এক এক জনের এক এক প্রকার হইয়া পরস্পরে কলহের সৃষ্টি হইবে, ভগবান্‌কে তুষ্ট করাই জীবমাত্রের অতিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইলে জীবগণের মধ্যে কেন এক এক জনের মনোভাব এক এক প্রকার থাকিবে? ভগবৎপ্রেমই সর্ব্বজীবের সাধারণ স্বার্থ হইলে এবং সেই প্রেমের ভাণ্ডার অক্ষয় অপার হইলে কেন আমরা পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া মরি? শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই সকল বিষয় প্রত্যহ বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছেন। আগামী ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিনকাল অর্থাৎ ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সেই সম্মিলনীতে যোগদান করুন।

দেশে যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বাপণ করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন নাস্তিকদল যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে সে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। 'আস্তিক' বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষিদল তাঁহাদের আস্তিক ভাবের পরিচয় কি নিজ নিজ মনগড়া পথে চলিবার দিতে চাহেন? "ভগবান্ বলিয়া জগতের কর্ত্তা একজন থাকেন থাকুন, আমরা আমাদের ইচ্ছা-মত সুখ-শান্তির চেষ্টা করিয়া লইব"—ইহাই কি আস্তিক্য-দর্শন? না, উহা নাস্তিকতা হইতেও ভীষণ! ভগবদিচ্ছানুসারে না চলিতে পারিলে জীব কখনও বাস্তব সুখের সন্ধান পাইতে পারে না। নশ্বর দেহ-মনের তাৎকালিক সুখ-লাভেচ্ছায় নাস্তিকতা বরণ না করিয়া—ভ্রাতায় ভ্রাতায় মারামারি কাটাকাটি না করিয়া আত্মার সুখ যাহাতে, তাহার অনুসন্ধান করাই আস্তিক্য বুদ্ধির পরিচয়। ভগবৎসেবানন্দই আত্মসুখ। ভগবদ্বিমুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ এই মায়িক বিশ্বে সুখশয্যা পাতিবার আশা নিতান্ত বালসুলভ চপলতা মাত্র। ভগবদুন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ার শাসন হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই। দুঃখ কষ্ট বলিয়া আমরা যাহা মনে করি, তাহা মায়িক রাজ্যের সুখচেষ্টা ছাড়িয়া ভগবদ্রাজ্যে যাইবার জন্য ভগবানেরই একটী ইঙ্গিত মাত্র। মায়ার দেওয়া সুখই বরং ভয়ের কারণ; কেন না, তাহাতে আরও মায়ামুগ্ধ হইয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় নহে, বরং তাহাতেই বলের বিশেষ পরিচয় আছে। জড় বিষয়-ভোগ-পিপাসু উদ্দাম চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট করার শক্তি অযুত হস্তীর বল ধারণ করিয়াও লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ বলদেবের চিদ্বল পাইলেই অনায়াসে জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী হইয়া পরা শান্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাই আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের সৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা কি, তাহা শ্রৌতপন্থায় আলোচনা করিয়া তদনুসারে নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন, তাহা হইলেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব

গত ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুভ শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শুদ্ধদ্বৈতবেদান্তমত-প্রচারক মুখ্যবায়ুর অবতার আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থের আবির্ভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ মহাপ্রভু দাস প্রভু সুললিত কণ্ঠে সুদীর্ঘ কীর্ত্তন করিলে পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহার অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা হয়। পরে কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় মহোৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের আবির্ভাব-বিবরণ

উডুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তীরে বিমানগিরি নামক একটি উচ্চ পর্ব্বত অবস্থিত। সেই পর্ব্বতের এক মাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরাম স্থাপিত ধনুস্তীর্থ নামক একটি কুণ্ড বিরাজিত। উক্ত কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম পাজকা-ক্ষেত্র। ঐ স্থানে বেদাদি শাস্ত্রকুশল সদাচার-পরায়ণ নারায়ণ ভট্ট নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতীর সহিত বাস করিয়া শেষশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। বেদবতীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হওয়া অল্পকালের মধ্যেই তাহাদের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। তখন তাঁহারা অমর পুত্র লাভের জন্য দ্বাদশ বর্ষ কেবলমাত্র দুগ্ধপান

করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় শ্রীভগবান্ প্রীত হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ কুজ্ঝটিকাকে জগদাকাশ হইতে দূর করিয়া জীবন্মৃত জীবকুলের প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া ৪০৩৯ কল্যব্দে আশ্বিন শুক্লাদশমী তিথিতে বুধবারে মুখ্য বায়ু জগতে আবির্ভূত হয়েন। ইনিই পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরী পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর -হনুমজ্জী-রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন এবং অষ্টাবিংশীয় দ্বাপরযুগে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভীমসেনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন।

উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন

বাসুদেব শৈশবকালে অলৌকিক লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়া স্বজনগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন এবং পাজকাক্ষেত্র হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে দণ্ডতীর্থ নামক স্থানে একজন বিপ্রের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য উপস্থিত হন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাব (অধ্যাপক সমীপে)

অধ্যাপক একদিন বাসুদেবকে সহাধ্যায়িগণের সহিত ক্রীড়াপ্রমত্ত দেখিয়া তাঁহাকে অতিশয় ভর্ৎসনা করেন। তখন বালক বাসুদেব অধ্যাপকের নিকট অধীত ও অনধীত সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ অনর্গল কীর্ত্তন করিয়া সকলের পরম বিস্ময়োৎপাদন করেন। এইরূপে দশমবর্ষ বয়সে বাসুদেব নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পিতৃসমীপে অলৌকিক-প্রভাব

একদিন বাসুদেব পিতার নিকট একটী শুষ্ক-যষ্টি হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"পিতঃ! আমি সমস্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি, এখন আমি মায়াবাদ-খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" সামান্য বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমার হস্তস্থিত শুষ্ক-যষ্টি খণ্ডটীর যেরূপ বৃহৎ সজীব বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব, সেই প্রকার তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র বালকের দ্বারাও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"পিতঃ! ভগবচ্ছক্তি-প্রভাবে এই শুষ্কযষ্টিখণ্ডের যেরূপ বৃহৎ সজীব বৃক্ষাকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে, সেই প্রকার আমার ন্যায় বালকের দ্বারাও মায়াবাদ খণ্ডন এবং জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রচার-কার্য্য অসম্ভব নহে।" এই কথা বলিয়া তিনি শুষ্ক যষ্টি-খণ্ডটি মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিবামাত্র উহা মহান বট-বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। পাজকাক্ষেত্রে সেই বৃক্ষটি অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ

নারায়ণ ভট্ট বাসুদেবের বাল্যকাল হইতেই পরমার্থ অনুরাগ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য বিবাহ বন্ধনে বাঁধিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরম বুদ্ধিমান বাসুদেব তাহা বুঝিয়া তিনি দশ বর্ষ বয়সে পিতা মাতা প্রভৃতি কাহারও না জানাইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং "পিতা ন স ভ্রাতা—জননী ন সা স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্"—এই শ্লোকটীর মর্ম্ম নিজ আচরণের দ্বারা দেখাইলেন। পরে সরস্বতীরূপে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা-সাধনপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট এক বর্ষকাল বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষের প্রারম্ভে ৪০৫০ কল্যব্দে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার আনন্দতীর্থ বা "মধ্ব" নাম হইল অর্থাৎ তিনি "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য" নামে খ্যাত হইলেন।

আচার, প্রচার ও পাষণ্ডদলন

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আচার প্রচার ও পাষণ্ডদলন কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাসুদেব নামক একজন তার্কিক পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডিত্য-মদোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন তাঁহার এই জয়পত্রিকা গ্রহণের উদ্দেশ্য নহে, বরং পাণ্ডিত্য-মদোন্মত্ত ব্যক্তির লোকত উন্নত বা কাটাইয়া দিয়া—তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিত জড়প্রতিষ্ঠারূপ শূকরী বিষ্ঠা নামক মলিনতা মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাকে কৃপা করা এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গলবিধান করাই উদ্দেশ্য। ক্রমে ক্রমে 'বাদিসিংহ' 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি উপাধি-প্রাপ্ত অতিশয় প্রভাবশালী মায়াবাদী কুতার্কিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সজ্জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তিনি রামেশ্বর দর্শন-ছলে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্তশয়ন দেবালয়ে কুড়ুপুত্তর গ্রাম হইতে আগত শঙ্করাচার্য্যের (দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) সহিত বিচার করিয়া দ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে গমন করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদিগণের পাষণ্ডমতসমূহ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। পয়স্বিনী নদীতটে একটী ব্রাহ্মণ-সভায় শাস্ত্রবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া "সর্ব্বজ্ঞ যতি" নামে খ্যাত হইলেন। এই প্রকারে কতিপয় শিষ্য সঙ্গ করিয়া, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসকল পরিভ্রমণ করিবার কালে তথাকার বিরুদ্ধমতবাদী পণ্ডিত সভায় তাঁহাদের কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্য নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে জয় করিয়া নিজ শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

বদরিকাশ্রমে অলৌকিক ঘটনা

শিষ্যগণের নিকট বদরিকাশ্রমের নিকটস্থ কোন স্থানে তিনি গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ দেখিলেন যে আকাশ হইতে একটী অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ আসিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতির সহিত মিলিত হইলেন। আচার্য্য এই ঘটনা দ্বারা মহাবদরী হইতে ব্যাসদেব তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন জানিয়া ব্যাসদেবের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্রসমূহের গূঢ়মর্ম্ম, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন।

বিপন্ন নৌকা সঞ্চালন ও বালকৃষ্ণ মূর্ত্তিপ্রাপ্তি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন উড়ুপী হইতে সমুদ্রস্নানে গিয়া দেখিলেন যে একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন তিনি হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিবামাত্রই নৌকাটী ভাসিয়া উঠিল। নাবিক এই প্রকার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাহার নিকট দ্বারকা হইতে আনীত একটী বৃহৎ গোপী-চন্দন-খণ্ড গ্রহণ করিলেন। তাহা আনিবার সময় পথিমধ্যে ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু বিরাজমান। (এই শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার প্রকট কালে এই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাবসানে অর্জ্জুন দ্বারকায় সমুদ্র তীরে গোপীচন্দনে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। কালে উহা লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছিলেন।) ত্রিশজন বলশালী ব্যক্তি ঐ শ্রীমূর্ত্তি তুলিতে অক্ষম হওয়ায় আচার্য্য নিজেই সেই বালকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং বৃহৎসরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহাদের উপর বালকৃষ্ণের সেবার ভার দিলেন এবং শাস্ত্র প্রচারের আদেশ করিলেন।

কটিভিলক্ষেত্রে স্বকৃত গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপী হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে কটিভিলক্ষেত্রে নিজকৃত গ্রন্থাবলী তাম্রপত্রে মণ্ডিত করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন এবং তাহার উপর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটীর নাম ব্যাসতীর্থ। একটী কৃষ্ণসর্প নিয়োজিত থাকিয়া গ্রন্থাবলীকে রক্ষা করিতেছে। পূজার সময় সর্পটী দূরে সরিয়া যায় কিন্তু কোনপ্রকার সেবার ত্রুটি ঘটিলে কৃষ্ণসর্পটি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে পূজকের নিকট সদাচারে পূজা করিবার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলে পুনরায় সেইস্থান পরিত্যাগ করে। কালপ্রভাবে মাধ্বশাস্ত্রসমূহ লুপ্ত হইলে মধ্ব-শিষ্য বিষ্ণুতীর্থ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি উদ্ধৃত হইয়া প্রচারিত হইবে।

কর্ম্মী রাজাকে পুষ্করিণী খনন-কার্য্যে নিয়োগ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রাকালে মহাদেব নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশে কর্ম্মচারিগণ সশিষ্য আচার্য্যকে মৃত্তিকা খননকার্য্যে বাধ্য করাইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে কর্ম্মী রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া সদলে সেইস্থান পরিত্যাগ করেন।

ভ্রমণকালে অলৌকিক প্রভাব

হিন্দু মুসলমানে বিবাদকালে নদীপার হইবার নৌকা না পাওয়ায় তিনি শিষ্যগণকে লইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া সন্তরণ দ্বারা সুবিস্তৃত নদী পার হন; কিন্তু যবনদেশ অমান্য করিবা তীরে উঠিয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তখন তিনি রাজসমীপে গমন করিয়া রাজাকে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন দিয়া এবং সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা এতদূর মুগ্ধ করেন যে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাহা গ্রহণ না করিয়া তথা হইতে চলিয়া যান। পথিমধ্যে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মহাবলী আচার্য্য অনায়াসে তাহাদের বিনাশ সাধন করেন। একদিন সত্যতীর্থ নামক তাঁহার জনৈক শিষ্যকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে ব্যাঘ্রের হাত হইতে উদ্ধার করেন এবং ব্যাঘ্রকে বিদূরিত করেন।

আচার্য্যের অসীম বল

তিনি স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া ৩০ জন পুরুষের বলধারী এক ব্যক্তিকে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে বলিলে সেই বলশালী ব্যক্তি অমিতবল প্রকাশ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। নদীর বেগ প্রশমনের জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটী বৃহৎ প্রস্তর আনাতে অসমর্থ হওয়ায় মহাবলী মধ্বাচার্য্য সেই শিলাটী অনায়াসে এক হস্তে আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

দেবগণের পুষ্প বর্ষণ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রজতপীঠপুরে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেবগণ তাঁহার ব্যাখ্যা-কৌশলে ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-পারদর্শিতায় মুগ্ধ হইয়া আনন্দপ্রকাশ-জন্য তাঁহার উপরে মন্দার পারিজাতাদি দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট উপনিষদ ব্যাখ্যা করিতে করিতে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অদৃশ্য হয়েন। তিনি ৭৯ বৎসর প্রকট লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য বাদিরাজ স্বামী "সরসভারতীবিলাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অদৃশ্যরূপে উড়ুপীতে এবং দৃশ্যরূপে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত আছেন। অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরাবসান পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পরে নিত্যধামে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও তাঁহাদের সহিত উক্তকাল পর্য্যন্ত বদরীতে অবস্থান করিয়া পরে মুখ্যবায়ুরূপে প্রবিষ্ট হইবেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

২১

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—প্রণীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদ কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বা অপর কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার তুলিকৃত সূচী, কণামার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্ত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

জৈবধর্ম্ম

সাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আত্যন্তিক লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্তায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নতুন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-

১ম খণ্ড এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৫ম খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

/০ মাত্র

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুঙ্‌ড়া, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকায় এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমপ্রদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যাহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামস্ক, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেসকর্ম্মীর শাস্তিতে অজ্ঞাত-ব্যক্তির মর্ম্মবেদনা

গুজরানওয়ালার কংগ্রেসকর্ম্মী এবং এড্‌ভোকেট মিঃ বখসি কানহাইয়ালাল গুজরাট স্পেশ্যাল জেলে কারারুদ্ধ আছেন; তাঁহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করায় জজ সাহেব তাঁহার শাস্তির পরিমাণ কমাইবার জন্য হাইকোর্টে সুপারিশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎকার করেন এবং অবগত হন যে, তিনি কাহাকেও এরূপ দরখাস্ত করিতে বলেন নাই; তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী সুতরাং কোন কারণেই তিনি আদালতে কোন দরখাস্ত করিতে পারেন না, তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে চাহেন না এবং তিনি এরূপ দরখাস্তের বিরোধী।

তিনি বলেন যে কেহ যেন তাঁহার হইয়া জামীন না দেন, তিনি নিজে জামীন অথবা মুচলেকা দিবেন না।

কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহার জামীনের জন্য দরখাস্ত করায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ে করবন্ধের প্রস্তাব বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প

বোম্বাই হইতে সংবাদ এস যে আট নামক গ্রামের প্রজাবর্গ একটী সভা করিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে তাহারা সরকারকে কর দিবে না। তাহাতে যতই বিপদ আসুক না কেন, তাহারা সমস্তই বরণ করিবে। তবে যদি শ্রীযুক্ত গান্ধী ও বল্লভ ভাই প্যাটেল কারামুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তাহারা কর প্রদান করিবে।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পর সকলে নিজ নিজ সম্পত্তি নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করে।

এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া প্রায় ৬০ খানি গ্রামের লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

জালালপুরের মামলাতদার নোটিশ জারি করিয়াছেন যে গ্রামবাসীরা যেন গ্রাম ত্যাগ না করে এবং জিনিষপত্র যেন চালান না দেয়। কিন্তু প্রজাবর্গ বৃটিশ রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছে।

গত ৬ঠা অক্টোবর তারিখে কবাদী নামক স্থানে চরকা ও কাপাসগাছের পূজা হইয়া গিয়াছে। ছয় হাজার নরনারী লবণ আইন অমান্য করিয়াছেন।

কলিকাতায় পিকেটিং

গত ৮ই ও ৯ই অক্টোবর তারিখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ মধ্য কলিকাতা কংগ্রেসকমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত যোগদান করিয়া কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে পিকেটীং করিয়াছে। আর একদল বড়বাজারে পিকেটীং করিতেছে। অনেক টাস ফিরিঙ্গি ও নীচজাতীর লোক পিকেটীং-এর বিরোধ করিতেছে।

— —

বি, এন্ রেলের খড়্‌গপুর কারখানার দুইজন শিখ শ্রমিক মেদিনীপুরে কংসাবতী নদীর কালগাংঘাট পার হইতে চেষ্টা করে। তাহাদের ধারণা ছিল যে নদীতে জল কম, কিন্তু যখন তাহারা ভুল বুঝিতে পারিল তখন তাহারা অসহায় ও বিপন্ন।

রাজনারায়ণ সিং নামক একজন আদালতের সিপাহী এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া জলে ঝম্প প্রদান করে এবং ঐ দুইজনকে উদ্ধার করে। রক্ষাসমিতি এই বিষয় জানিতে পারিয়া রাজনারায়ণকে একখানি পদক ও একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পুলিশ ‘বন্দে মাতরম্’ অফিস খানাতল্লাস করিয়াছে।

গান্ধি বা ভগৎসিং শীর্ষক এক হ্যাণ্ডবিল সম্পর্কে পুলিশ আমেদাবাদের পাঁচটী ছাপাখানা খানাতল্লাস করিয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশের ধর্ম্মগুরু পীর পাগারোর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের কয়েক ধারা মতে এবং একটী বালককে অবৈধভাবে আটক রাখা এবং আরও অকথ্য অশ্লীলতাপূর্ণ অভিযোগে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা হয়। পীরের তরফ হইতে আপীল হয়। আপীলে বিচারকগণ মত প্রকাশ করেন যে সমগ্র সিন্ধুদেশে পীরের ন্যায় ক্ষমতাশালী ধর্ম্মগুরু আর নাই। তিনি যে অকথ্য অপরাধ করিয়াছেন তাহা কল্পনাতীত।

ঝড়ে জাহাজ বন্ধ

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে যে সকল জাহাজ ম্যাঙ্গেলার হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিল সেগুলি যাত্রার সময়েই ভীষণ ঝঞ্ঝা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সেদিন ছাড়িতে পারে নাই।

কলিকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার ব্যাপারে আরও ৪ জনকে ধরিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে গোরখপুরে বিশেষ পসার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সরকার বাহাদুরের নিকট একটি আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহাকে অনেকগুলি অসহায় পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয়।

তিনি দেড় বৎসর পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হন। এ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ পান নাই। ইহা তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ।

সংসারে তিনি ভিন্ন আর উপার্জ্জনক্ষম লোক নাই।

সকলেই জানেন যে তিনি নির্দ্দোষভাবে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েকমাস শয্যাগত থাকেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই সমস্ত কারণে তাঁহার অনেক দেনা হইয়াছে।

তিনি প্রার্থনা করেন যে তাঁহাকে জেলের মধ্যে অথবা নিকটে চিকিৎসা করিতে দিবার অনুমতি দেওয়া হউক। তাহা হইলে তিনি সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবেন।

অমৃতসর হইতে সংবাদ এই যে পুলিশ গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে সর্দ্দার রতন সিং আজাদের টাইপ রাইটার যন্ত্রখানি লইয়া গিয়াছে। তিনি ঐ টাইপ রাইটার ফেরত পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার যন্ত্র ফেরত দিবার আদেশ দিয়াছেন।

দমদম জেলে যে সমস্ত সত্যাগ্রহী বন্দী আছে, তাহারা গত ২রা অক্টোবর কারাগারে গান্ধীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব করিয়াছিল।

ভগৎ সিংএর পিতা তাঁহার পুত্রের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন বলিয়া শুনা যায়।

কলিকাতায় ও সহরতলীতে ডাকাতি ও রাহাজানির সংখ্যা বাড়িয়াছে। এইজন্য পুলিশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে। কিছু মালপত্রও পাওয়া গিয়াছে।

কুড়িগ্রাম খদ্দর প্রচার সমিতি জোর প্রসার কার্য্য চালাইতেছেন। রংপুর নিলফামারী প্রভৃতি স্থানে সুন্দর প্রচার কার্য্য চলিতেছে।

কলিকাতা বড় বাজারে সাতজন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহারা বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতেছিলেন।

মুঙ্গেরের কংগ্রেস নেতা শ্রীকৃষ্ণ সিং কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যে দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সা মহম্মদ জুবেয়ার দেহত্যাগ করিলেন।

অমৃতসরের একটী পুরাতন কাপড়ের বাজারে একটী বোমা ফাটিয়া দুইজন হিন্দু আহত হয়। দোকানদারেরা ভয়ে দোকান বন্ধ করে।

আমেদাবাদের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়দ্বয় গুজরাট কংগ্রেস সমিতি আক্রমণ করিয়া পঞ্চম সেক্রেটারি মিঃ মোরার দেশাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন।

পুলিশ এই জেলার প্রধান কংগ্রেস অফিস এবং অন্যান্য অনেক সমিতির অফিস সিল দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

শতাধিক পুলিসের লোক ভিলপালে সত্যাগ্রহ অফিস ঘেরাও করে এবং অবশেষে বাড়ী দখল করিয়া লয়। তাহারা ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সুরাট এবং বরদোলীর স্বরাজ আশ্রম এবং বরোচ সেবাশ্রম পুলিস কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। আশ্রমস্থ সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নূতন বঙ্গীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ বি, বি ঘোষ বঙ্গীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

হত্যা

মহম্মদ হানিফ নামক এক ব্যক্তি হাইদার হোসেনকে খুন করার অভিযোগে শিয়ালদহ কোর্টে আনীত হয়।

আসামী মৃত ব্যক্তির নিকট মদ কিনিবার জন্য টাকা চায়, সে সম্মত না হওয়ায় আসামী চলিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হোসেনের গলায় ছোরা বসাইয়া দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

কারাগারে কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ মিত্রকে ছয় বা বেত্রদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়া প্রেসিডেন্সী সেণ্ট্রাল জেলে আছে। তাহাকে যে কার্য্য দেওয়া হয় সে তাহা করিতে অসম্মত হয়।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের সময় সে বলে যে তাকে আরও ২।১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক কিন্তু তাহাকে যেন প্রেসিডেন্সী জেলে না পাঠান হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি “শ্রীধাম” নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে আশ্বিন ১৩৩৭ বুধবার ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩০

পিকেটিংএ কস্তুরীবাই গান্ধী

পরলোকে ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

ঝাড়ুদার সদস্য

টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী আক্রমণ

যশোহরে বোমার মামলা

জাতীয় পতাকা উত্তোলনে ২০ হাজার লোক সমাগম

লাহোরে মহিলা পিকেটিং

কংগ্রেসের বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক

লবণ আইনভঙ্গের ষড়যন্ত্র

সাহেবের অসাবধানে রক্ষিত গুলিতে সেক্রেটারী আহত

নানা কথা

পরলোকে ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান কিছুদিন ধরিয়া যক্ষারোগে ভুগিতেছিলেন। রোগাক্রান্ত হইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ৩টী পুত্র ও ২টি কন্যা সন্তান রাখিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। তিনি বহুদিন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান থাকিয়া সহরের বহু হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার উদারতা ও অমায়িক ব্যবহারে কৃষ্ণনগরবাসী সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ঝাড়ুদার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

মিঃ ভিকন একজন ঝাড়ুদার। তিনি মীরাট আলিগড় সহর অমুসলমান কেন্দ্র হইতে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী আক্রমণ

ময়মনসিংহে গত ৯ই অক্টোবর তারিখে মুখোস পরিহিত তিনজন সশস্ত্র লোক ডাক ও টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী আক্রমণ করে। তাহারা চাপরাশীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিল। তদন্ত চলিতেছে।

যশোহরে বোমার মামলা

স্থানীয় মডার্ন লাইব্রেরীতে বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কার সম্পর্কে সন্দেহবশে গত ২১শে আগষ্ট তারিখে উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও অন্য দশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শনিবার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এস, লার্কিনের এজলাসে মামলা উঠিবার কথা ছিল কিন্তু পুলিশ এখনও কোনরূপ চার্জ্জ সিট দাখিল না করায় শুনানী আবার ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বিনোদ বাবু, অমর কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ পাঁচজন হাজতে আছেন অপর ছয়জন জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন।

বেলগাঁয়ে জাতীয়-পতাকা উত্তোলনে ২০ হাজার লোক সমাগম

বেলগাঁওয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসবে কুড়ি হাজার লোক সমাগত হয়। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা তিন হাজার।

লবণ আইন ভঙ্গের ষড়যন্ত্র

চব্বিশ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত বিপিনবিহারী ও অন্য চার জন কংগ্রেস কর্ম্মী জনসাধারণকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিতে ও লবণ আইন ভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। শনিবার আলীপুরে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব বি, সি, চাটার্জ্জির এজলাসে এই মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

বাদীপক্ষের কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর আসামীগণের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট তৈয়ার করা হয়।

মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

সাহেবের অসাবধানে রক্ষিত গুলিতে সেক্রেটারী আহত

গত ৭ই অক্টোবর তারিখে নারায়ণগঞ্জের বাণী থিয়েটারে কয়েকজন ইউরোপীয় বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। একজন ইউরোপীয়ের পকেট হইতে একটী গুলিভরা পিস্তল মেঝেতে পড়িয়া যায়। তাহাতে একটা গুলি আওয়াজ হইয়া নারায়ণগঞ্জ বণিক সমিতির সেক্রেটারি মিঃ জে, এচ, কার্ক সাহেবের গোড়ালীতে লাগিয়া লাগে। তাঁহাকে ঢাকা হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

লাহোরে পিকেটিং—জনতার উপর পুলিশের লাঠি

লাহোরের কলেজ সমূহে পিকেটিং এবং সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিসের লাঠি চলিতেছে।

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদ কংগ্রেসকমিটির সম্পাদক ও হেডক্লার্ক গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কোমারস ও আমেদাবাদ নগর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোতিভ মেহটা এবং গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কমলাল মেনার গত রবিবার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বাড়ী হইতে ডাকাইয়া আনা হয় এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারূপে থাকিতে চাহেন কি না? তাঁহারা থাকিতে চাহেন জানাইলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুক্ত মোতি ভ মেহতা ও শ্রীযুক্ত কোমারসী সম্প্রতি নাসিক জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পিকেটীংএ নেত্রী শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই গান্ধী

শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই গান্ধীর নেতৃত্বে ১২টি তাড়ির দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। সুরাট, জালালপুর, ও বলসাদ, ও চৌরাসী প্রভৃতি স্থানে মদ্য বর্জ্জন আন্দোলন জোর চলিতেছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ

নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে স্কুলের সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হয়।

ঐ স্কুলের পরিচালক সমিতির কংগ্রেস সদস্যদের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন।

চৌকাদারী ট্যাক্স বন্ধ

বেগুসরাই এ অনেক চৌকীদার পদত্যাগ করে এবং জনসাধারণ চৌকীদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। পুলিশ আইন অনুসারে কয়েকজনকে স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাহারা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তাহাদিগকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করা হয়।

মামলা স্থানান্তরিত করার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করায় হাইকোর্ট রুল জারি করিয়াছেন।

সারণ জিলা কংগ্রেস কমিটির মুক্ত সম্পাদক পাণ্ডে গিরিশ তেওয়ারী হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্ত পাইয়াছেন। বিরাট শোভাযাত্রাসহ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

কংগ্রেসের বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক

কেণ্ডোর্ড মা ছাপ্টের কয়েকটি দোকানে পিকেটিং বিরোধী স্বেচ্ছাসেবকগণকে দাঁড় করান হইয়াছিল। যে সকল দোকানে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তৃক পিকেটিং করা হইয়াছিল, সেই সকল দোকানে ক্রেতাগণ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে তাহারা তাহাই সাহায্য করিতেছিল। কংগ্রেসের এই বিরুদ্ধ দলের পিছনে কাহারা আছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু পিকেটারগণ যে সকল দোকানে ছিল, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

অভিযোগ প্রত্যাহার

কংগ্রেসকর্ম্মী লালা ঠাকুর দাসের পত্নী পুরাণ দেবীর বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (   ) ধারা অনুসারে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ফরিয়াদী পক্ষ কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে বিলাতে শ্রমিক রাজনীতিকদিগের একটী সভায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষে মিঃ ফেনার বক্তৃতায় বলেন যে ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সংহতি জ্ঞাপক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হউক; গভর্ণমেণ্ট যেন তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের চৌকীদারের কার্য্যে বিরত হন। বর্ত্তমান কঠোর দমননীতির জন্য গভর্ণমেণ্টই দায়ী তাঁহার মতে সিপাহী বিদ্রোহের পর এরূপ দমননীতি আর অনুসৃত হয় নাই। ভারতবাসীদিগকে সাম্রাজ্যমধ্যে সমান অধিকার দিতে হইবে এবং লর্ড আরউইন পদত্যাগ করিলে শ্রমিক দলের এক ব্যক্তিকে বড়লাট করিতে হইবে।

আবগারী দোকানে পিকেটিং

ফরিদপুরের গোয়ালমারি আমে অমাক পারদের স্বেচ্ছাসেবকগণ আবকারি দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিলে ভূষণা থানার পুলিশ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাহাতে হাটের লোক বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া নিজেরা পিকেটীং আরম্ভ করে। আবকারি দোকানে বেচাকেনা একেবারে কমিয়া গিয়াছে।

পেশাওয়ারের তালুক আগনকুলু কন্‌ফারেন্সে সভাপতি স্থানীয় গভর্ণরের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে নাথেমন, মালয়ামার, ওরাগিমন ও উদায়ার সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজনকে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করা হউক। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষের ও অধিক।

পুলিস ভাগলপুর জেলার বিহপুরের কংগ্রেস শিবির দখল করিয়া লয়। ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ঐ ছাউনি পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিলে পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। স্বেচ্ছাসেবকেরা ধর্ম্মশালায় আছে।

আসানসোল মহকুমার অধীন প্রতাপপুর গ্রামে আবকারি দারোগা তিনটী বে-আইনী চোলাই ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বিচারে আসামীদের শাস্তি হইয়া গিয়াছে।

বি, এন, রেলের খড়্গপুরে শ্রমিক সভার অধিবেশনে অনুপযুক্ত বেতন, শ্রমিক পরিদর্শক গণের নতুন উৎপীড়ন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বাহিরে গমনে অনুমতি লাভে অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বেতন হইতে পিউনিটিভ পুলিস কর কর্ত্তন করা হইয়াছে। কাজ কালে আহত শ্রমিকদিগকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া হয় না।

বড়লাট সাহেব একটী নূতন অর্ডিন্যান্স প্রচার করিয়াছেন। ইহার নাম "অবৈধ সমিতি" অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে প্রাদেশিক সরকার অবৈধ বলিয়া ঘোষিত যে কোন সমিতির স্থাবর সম্পত্তি দখল করিতে পারিবেন এবং যাবতীয় অবস্থায় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎসিংএর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ইহা পাঠক অবগত আছেন। আসামীর পিতা এই আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিবেন বলিয়া সরকারকে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং আপীলের ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ফাঁসি স্থগিদ রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

বোম্বাই হইতে সংবাদ যে লামিংটন থানার সার্জ্জেণ্টটেলর ও তাহার পত্নীকে কে বা কাহারা গুলি করিয়া আহত করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বারজন এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মিঃ সেনগুপ্ত, মিঃ নরিমান এবং মিঃ নেহরু স্থির করিয়াছেন যে সরকারি আদালত সমূহের পার্শ্বে কংগ্রেস জাতীয় আদালত স্থাপন করিবেন। যাঁহারা এই সমস্ত নূতন সৃষ্ট আদালতে না আসিয়া সরকারি আদালতে যাইবেন তাহাদিগকে বয়কট করা হইবে।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নেতারা বোম্বাইয়ের ব্যবসায়দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

হাওড়া জেলার বাঙ্গালটে মদের দোকানে পিকেট করার জন্য সাতজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ যে যদি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গোল টেবিলের কাজ শেষ না হয় তাহা হইলে সে মাস পর্য্যন্ত বৈঠক মুলতুবি থাকিবে।

লাহোরে পিকেটীং ১৬ জন মহিলার কারাদণ্ড

লাহোরের কলেজে পিকেটিং করার জন্য ১৬ জন মহিলার একমাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড।

পুরীতে গাঁজা ও আফিমের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৩ দল স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ তাড়াইয়া দিয়াছে।

কালিকট হইতে সংবাদ এই যে ৭ জন কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে নোটীশ জারি করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা যেন দুই মাস কালের মধ্যে কংগ্রেস অফিসে প্রবেশ না করে।

বিহপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ২৮টি গ্রামের লোক বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আইন অমান্য করে, এই অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকেরা মাধীপুর হাইস্কুলে এবং বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করে, আদা সামরিক শিবির স্থাপন করে এবং সরকারের আধিপত্য তুচ্ছ করে।

এই সমস্ত কারণে সরকার বাহাদুর এখানে বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পুলিশ এক বৎসর কাল এখানে থাকিবে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা এই পুলিশের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে।

নারায়ণগঞ্জে পিকেট করার জন্য ৩ জন মহিলার তিন মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে।

সুরাটের নবযুগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ নামক ছাপাখানায় সত্যাগ্রহ নামক একটী কাগজ বাহির হইত। সরকার ঐ প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের রক্ষকও ১৫ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের মালিক ঐ বাজেয়াপ্তের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকারে আবেদন করায় ফলে প্রেসটী তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর-২৮শে আশ্বিন বুধবার-১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

(ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম-লিখিত)

কলিকাতাবাসীর সৌভাগ্য

করুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায়, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ অনুগ্রহে আজ ভারতের সর্ব্ব-প্রধাননগরী কলিকাতা কৃষ্ণভক্তি-প্রবাহে ডুবু-ডুবু। কলিকাতা-বাসী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রশংসা—শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ-দেব শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদা-নন্দজিউর অ র্ব্ব ভুবনমোহন-রূপ-মাধুরীর প্রশংসা — শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের সাত্ত্বত-দর্শন বৈষ্ণব-দর্শনের পূর্ণচেতনময় সুগভীর তত্ত্ব-সমূহের নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-প্রশংসা—আচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদগণের, বানপ্রস্থ-গণের, ব্রহ্মচারিগণের নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রশংসা—নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের প্রশংসা—গত ১৮ই আশ্বিন রবিবার তারিখের ক্রোশব্যাপী সুবৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার প্রশংসা। অতি-বৃদ্ধগণও বলিতেছেন—তাঁহারা জীবনে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের এরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ পূর্ব্বে কখনও দেখেন ত নাই-ই—এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। তাই আজ তাঁহারা এই সঙ্কীর্ত্তনের উদ্যোক্তা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে হৃদয়ের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইতেছেন।

যাত্রি বন্যা

মঠ-প্রবেশের দিন হইতে প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী কলিকাতা, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, হাওড়া এবং সহরতলী হইতে শ্রীমঠ এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিতেছেন। হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি মর্য্যাদা-সম্পন্ন সজ্জনগণ সপরিবারে বাগবাজারে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন। শ্রীমঠ সুকৃত-সম্পন্ন ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ—তিলধারণের স্থান নাই। শ্রীমঠের অন্তস্তোরণ হইতে রাজ-পথস্থ বহিস্তোরণ পর্য্যন্ত ভূভাগ মোটরে পরিপূর্ণ। সুধী ব্যক্তিগণ অতিশয় ভিড়ের নিমিত্ত তোরণাতিক্রমে অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়াও সকলের প্রাণের ঠাকুর দর্শন করিতেছেন; সেই অবসরে ঠাকুরের সেবকগণ তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের পরিচয় প্রদান-মুখে চেতনময়ী শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্ত ও ভগ-বানের এই অপূর্ব্ব মিলন দর্শনে হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে নিমজ্জিত হয়। এই মিলন দর্শন যতই হয়, দর্শনাকাঙ্ক্ষা ততই বর্দ্ধিত হয়; আর মনে হয় —"হে করুণাময় গৌরসুন্দর, সেই দিন আর কত দূরে, যে দিন সমগ্র বিশ্বের সমগ্র অধিবাসী সাত্ত্বত-ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রীশারদমার্গ আগমন করিয়া তোমার প্রেষ্ঠের শ্রীচরণতলে উপবেশন পূর্ব্বক তোমার সুমধুর উপদেশামৃত শ্রবণ পূর্ব্বক অজর অমর হইবেন?" এই প্রার্থনাতেও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করিতেছে না— আকাঙ্ক্ষা দ্রুতগতিতে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে—দেখিতে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা অসীম সমুদ্রে পরিণত হইল; এখন আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করিতেছে যে—"হে করুণাবারিধি গৌরহরি! সেইদিন কতদূরে, যে-দিন অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসিয়া তোমার প্রেষ্ঠের পাদপদ্ম-স্পর্শে ধন্য হইয়া নিরন্তর তোমার সেবায় নিযুক্ত হইবেন? হে ভক্ত-ভগবানের মিলন-দর্শনে আকুলা-ব্যাকুলা আকাঙ্ক্ষা দেবি! তোমার শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিও। তুমি পরানন্দলাভের জননী; সুতরাং তোমার কৃপা লাভ হইলে আনন্দময়-বিগ্রহের শ্রীচরণে আপনা হইতেই ভক্তিতে মস্তক অবনত হইবে, সুতরাং জীবনও সার্থক হইবে।

উৎসবের দৈনন্দিন তালিকা

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমঙ্গলারাত্রিক, উষঃ-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—শ্রীভোগারাত্রিক কীর্ত্তন মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী

অপরাহ্ণে—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

সায়াহ্নে—শ্রীসন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন,

রাত্রি—৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন, ১০-১২টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী

ছায়াচিত্রে বক্তৃতা

কলিকাতা ১২।১০।৩০

গত কল্য রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠের পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ ছায়া-চিত্রযোগে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন পূর্ব্বক সঙ্কেতযোগে তাঁহাদের প্রচারিত বিষয়সমূহ কীর্ত্তন করেন।

চলচ্চিত্রে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রত্যহ ১৩৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের ক্রোশব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দেখান হইতেছে। শনি ও রবিবার বেলা ২ টায়, সন্ধ্যা ৬ টায় এবং রাত্রি ৯॥ টায় এবং অন্যান্য দিন ৬টা ও ৯॥ টায় দেখান হয়। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ত্তমান বিজ্ঞাপন—

স্মরণ রাখিবেন

প্রত্যহ চিত্রাবলীর সহিত শ্রীরাধা-মদনমোহন-মিলন-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রেমের মহোৎসবের **বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দেখান হইবেক।**

ভাগ্য

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী-লিখিত)

প্রত্যেক কথায় আমরা ভাগ্যের দোহাই দিয়া থাকি। এমন কি সময়ে সময়ে দুঃখে ক্ষোভে পড়িয়া মঙ্গলময় শ্রীভগবান্কেও দোষারোপ করিতে পশ্চাৎপদ হই না। সেই ভাগ্যটা কি? ইহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, আর কিছুই নহে, জীবের কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফল বিশেষ অর্থাৎ জীব যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ফল পায়। এই কর্ম্মের উৎপত্তি কোথা হইতে? এবং কেনই বা আমরা কর্ম্ম করি আর কে বা করায়? যদি আমরা ইহার অনুসন্ধিৎসু হই, তাহা হইলে আমাদিগকে জীব-তত্ত্বের মূলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়।

জীবের স্বভাব যখন গঠিত হয়, সে সময়ের কর্ম্মকর্ত্তা কেবল ঈশ্বর বৈ আর কেহ নন। জীব চেতন বস্তু বলিয়া স্বতন্ত্রতা উহার একটা স্বভাব-সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ চিদ্ধর্ম্মের গঠনেই স্বাতন্ত্র্য অনুস্যূত আছে। অতএব গঠন-কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ গঠনের সহিতই রহিল। পরে যে সকল কার্য্য হইবে, তাহার সহিত আদি কর্ত্তার (ঈশ্বরের) আর সম্বন্ধ থাকে না। স্বাতন্ত্র্য-বশে জীব প্রথমেই হয় ভগবদুন্মুখ, নয় ভগবদ্বহির্ম্মুখ। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য। তদ্ব্যাপার জীবের মুখ্য কর্তৃত্ব। সেই কার্য্য সময়ে তাহার ফলদান-ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অনুমন্ত-কর্ত্তৃত্ব। অবিদ্যাপ্রবেশের পর অর্থাৎ যেমন জীব স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার-ফলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইল, অমনি কর্ত্তৃত্ব আবার বিবিধ হইয়া উঠিল। (১) জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাঁহার মুখ্য কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। (২) প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার 'গৌণ-কর্ত্তৃত্ব'। (৩) ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের 'অনুমন্ত-কর্ত্তৃত্ব'। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভি-নিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে সকল ফলোন্মুখ হইলেই 'ভাগ্য' নামে অভিহিত হয়। জীবের ভাগ্য জীবের কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফল বিশেষ। কর্ম্ম-সকল দ্বিবিধ অর্থাৎ পারমার্থিক ও আর্থিক, আর্থিক কর্ম্মে আর্থিক ভাগ্যোদয় হয়। পারমার্থিক কর্ম্মে পারমার্থিক ভাগ্যোদয় হয়। পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সমুদায় পারমার্থিক, যথা—সাধু-সেবা, ভগবন্নাম ও ভগবৎ-সেবা। এ গুলি ব্যতীত যে সমস্ত কার্য্য আমরা করি, সে গুলি আর্থিক কর্ম্ম মাত্র; তন্মধ্যে প্রকৃত গৃহস্থ-ভক্তের অনন্য-নিষ্ঠার সহিত বাহ্যে লোক-ব্যবহাররূপ অনাসক্ত হইয়া যে বিষয়সমূহ স্বীকার, সে গুলি মাদৃশ গৃহব্রত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আর্থিক দৃষ্ট হইলেও সেগুলি প্রকৃত পারমার্থিক-পর্য্যায়ভুক্ত।

জীব যে প্রবৃত্তিতেই সাধুসেবা, ভগব-ন্নাম ও ভগবৎসেবা করুন না কেন, তাহারা ভক্তিবাসনারূপ এক প্রকার সংস্কার উৎপন্ন করে। সে সংস্কার ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া জীবের "সৌভাগ্য" নাম লাভ করে। সেই সৌভাগ্য-শক্তিকে জীবের সংসারে-বাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন সেই সৌভাগ্য-সংস্কার অধিকতর পুষ্টি-সহকারে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। সেই শ্রদ্ধার ফলে ক্রমে ভজন, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর কৃষ্ণরতির উদয় হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়।

সংসার ভ্রমিতে ভ্রমিতে কিরূপ ভাগ্যের ফলে আমরা এই ভবসমুদ্র হইতে তরিতে পারি। সেই ভাগ্যের উৎপত্তি কোথা হইতে ও কিরূপে হয় এবং তাহার জনক কে বা কাহারা এ অংশ সেটুকু শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আরম্ভ করিয়াছে সেটুকু মাত্র বর্ণনে সাহসী হইল। যদি কোন সহৃদয় পাঠকের এবিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ থাকে বা একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে "নদীয়াপ্রকাশ" পত্রিকায় প্রশ্ন করিলে প্রকৃত সদুত্তর পাইবেন।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা

(শ্রীমদ্ভক্তিপ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু-লিখিত)

আমরা দেখিতে পাই যে, যে বস্তুর আকার আছে এবং তাহা যদি চেতন-পদার্থ মধ্যে গণ্য হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তরে ইচ্ছার উদ্গম অনিবার্য্যরূপে হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবানকে যদি সাকার ও চেতন বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারও অন্তরে ইচ্ছার উদ্গম স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবানকে চেতন বস্তু বলিয়া বুঝেন অথবা তাঁহার আকার স্বীকার করিতে অক্ষম, সেই সকল অপসিদ্ধান্তপর ব্যক্তিগণ ভগবদ্দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে না পারা হেতু উক্ত দেহের অভ্যন্তরস্থিত ইচ্ছোদ্গম স্থান এবং তথা হইতে ইচ্ছার উদ্গমরূপ ক্রিয়া এই উভয়বিধ বিষয় অস্বীকার করিতে বাধ্য হন।

বস্ ধাতু হইতে বস্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাজেই যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা বস্তু মধ্যে গণ্য এবং যাহার অস্তিত্ব নাই (অর্থাৎ যাহা অশ্বডিম্ববৎ- অস্তিত্ব হীন বা অলীক) তাহা অবস্তু বা শূন্য-জাতীয় তত্ত্ব। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো" ন্যায়ানুসারে অবস্তু বা শূন্য তত্ত্ব হইতে ইচ্ছার উদ্গম অসম্ভব হইলেও বস্তু হইতে ইচ্ছার উদ্গম সম্ভবপর নহে, ইত্যাকার ধারণা অযৌক্তিক। যাহা বস্তু মধ্যে গণ্য, তাহা সৎ অর্থাৎ আকার-বিশিষ্ট; অতএব তাহা হইতে ইচ্ছার উদ্গম প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ-যোগ্য বিধায় সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত। বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ ব্যতীত এই সত্য-মূলক ধারণা অপর কেহ অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাঁহারা যে বিকারগ্রস্ত প্রলাপকারী ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন।

সাত্বত-শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান্ বাস্তব বস্তু, পূর্ণ চেতন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যকাল বিরাজমান এবং জীব সকল তাঁহার বিভিন্নাংশ তত্ত্ব বিধায় আশ্রিত বস্তু, অণুচেতন ধর্ম্ম-যুক্ত ও শুদ্ধ অপ্রাকৃত দেহযুক্ত। ভগবান যেমন স্বতন্ত্র, জীবগণও সেই প্রকার স্বতন্ত্র; তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ভগবদ্দেহে মায়াধীনতা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাকে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হয় না এবং জীবদেহে মায়াধীন হইবার যোগ্যতা থাকা হেতু তাঁহাকে সময় সময় অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিলে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা জীবের পক্ষে সম্ভবপর।

ভগবান জীবগণের একমাত্র সুহৃদ। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার-ফলে যে সমুদয় জীব ত্রিতাপে কষ্ট পাইতে থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর-যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের কল্যাণার্থে বলিয়া গিয়াছেন, যথা—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু' ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা ভগবানের এই অহৈতুকী-কৃপা-মূলক অমৃততুল্য বাণী অনুসারে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারফলে নিত্যকাল প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি নিজ মনোময়ী ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করিতে উদ্যত, তাঁহারা স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারফলে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে ও মুহুর্মুহুঃ ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন।

ভগবানের যদি আকার থাকে এবং তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় পুরুষ হন, তবেই তাঁহার পক্ষে ধরাতলে ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরণ ও অজ্ঞজীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া সদুপদেশ দান সম্ভবপর। যাঁহারা ভগবানের নিত্য কৃষ্ণরূপের অবস্থান এবং স্বেচ্ছায় মূর্ত্তিমানরূপে অবতরণ স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা যে নিজ মনো-ময়ী ইচ্ছাকে সঙ্কোচ করিতে নারাজ, ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং নিত্যানন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যে চিরকাল ত্রিতাপে দগ্ধ হইবার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত, ইহাও ততোধিক সুস্পষ্ট। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার-পটু আত্ম-বঞ্চক ব্যতীত অপর কেহই ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি প্রকাশ করিতে সাহসী হয় না। সুমেধাগণ জানেন যে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের ভোগ বা ত্যাগমূলক যাবতীয় ইচ্ছা, কু-ইচ্ছা মধ্যে গণ্য এবং ভগবানের অমৃতময় বাণী যে সুইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার সহিত নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া লইলেই প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের পথে চলা সম্ভবপর, নচেৎ নহে তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন, যথা—"তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইয়া, ভক্তিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল।"

অনেকে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন। এই অমূল্য গ্রন্থে উপরিউক্ত অমৃততুল্য ভগবদ্বাণীদ্বয় লিপিবদ্ধ আছে। এই বাণীদ্বয়ের অধ্যয়ন-প্রভাবে যিনি ভগবানের ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা মিশাইয়া নিষ্কিঞ্চনতার সহিত ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইবার ভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই গীতাপাঠ সার্থক। যে ব্যক্তি গীতাপাঠের পর অন্যাভিলাষ বর্জ্জনে অক্ষম অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে অপারগ, [illegible] ন্যায় তাঁহার গীতাপাঠের মূল্য একটি কাণা-কড়িও নহে। তিনি আত্মবঞ্চক ও নরকের যাত্রী। গীতার উক্ত বাণীদ্বয়ে শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তি যে শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমপ্রমাদ-যুক্ত সাধারণ মানব মনে করেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান ও তাঁহার একমাত্র সুহৃদ বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তাঁহার অমৃততুল্য বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজ মনোময়ী ইচ্ছার বশ্যতা স্বীকার করিতেন না। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা-যুক্ত হইতে বাধ্য; কারণ ভগবানের রূপ ও বাক্যে কোন ভেদ নাই। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন একটীতে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই বিষয়ের মত অপর অন্যান্য বিষয়েও নিশ্চয়ই শ্রদ্ধাযুক্ত; তাহা না হইলে তাঁহাকে সুধী সমাজ ভেদদর্শী ও নারকী মধ্যে গণ্য করিতে ত্রুটী করিবেন না।

প্রাণীর প্রতি দয়া

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি ভূ. ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

শ্রীহরি-পরায়ণ সাধুগণ সকলেই জগতে নিষ্ঠুরতা-নিবারণ-কল্পে সবিশেষ যত্নবান্ ও উৎসাহশীল। তাঁহারা 'জীবে-দয়া' জ্ঞান-প্রসারক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাবলীর অনুমোদন সর্ব্বতোভাবেই করিয়া থাকেন। হরিবিমুখ-জীবে হরিভক্তি-বিস্তারই সর্ব্বোত্তম দয়ার কার্য্য—ইহা একমাত্র শ্রীহরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণই অবগত আছেন। তাই তাঁহারা প্রাণিগণকে মনোবাক্যে কোন প্রকার উদ্বেগ দেন না এবং প্রাণিগণ যাহাতে কোন রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা উদ্বেগ পান, তেমন কোন প্রতিষ্ঠানের জগতে বিদ্যমানতা আশা করেন না।

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর অতীত হয়, সজ্জন-তোষণী বোম্বাই প্রদেশস্থ জ্ঞান-প্রসারক ভাণ্ডারের অবৈতনিক কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লালু ভাই গোপাল চাঁদ ঝাবেরি মহোদয়ের প্রেরিত একখানি পত্রের মর্ম্ম সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক মানুষেরই যে জীবে দয়া বিষয়ে, প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ কল্পে সবিশেষ যত্নশীল থাকিয়া মানবেতর জীবে দয়া করিতে করিতে উন্নত স্তরে শুদ্ধ মানবের প্রতি প্রকৃত দয়ার আদর্শ জীবের বিবেককে স্পর্শ করিবে, ইহাই শিক্ষা দিতেছেন।

কালী প্রভৃতি শক্ত্যুপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে যে জীবোৎসর্গ ও বধাদি ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রথা অনেকানেক শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সদ্ধর্ম্মতত্ত্বের বিরুদ্ধ বলিয়া মীমাংসিত হওয়ায় ভারতে ভিন্ন ভিন্ন নগরে পশু-হননাদি প্রথা উৎসাদিত হইয়াছে।

কাদি জেলার তের শত খানি নগরে; ঝান্দ, শিবগঞ্জ এবং বাঁশপুরো ও মান্ডো-রায়ের সাত শত চুরাশীখানি গ্রামে ফিরোজপুর, কানপুর, আম্বালা, বিকানীর, ছোট উদয়পুর, বিবলা প্রভৃতি নগরের নামসমূহ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

এই প্রকারে শক্ত্যুপাসকগণ ধর্ম্মের আবরণে পশুহত্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া জীব বলির পরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন, ফলাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একশত পঁচিশ জন দেশীয় রাজন্যবর্গ দয়া পরবশ হইয়া নিজ নিজ রাজ্যাভ্যন্তরে দশহরা-পর্ব্বে পশুবধাদি-প্রথা রহিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর জনয়িতা ভগবানের কল্যাণ-ভাজন হইয়াছেন।

১। বরদা ২। জম্মু ও কাশ্মীর ৩। জুনাগড় ৪। আলবর ৫। ভরতপুর ৬। জামনগর ৭। ভবনগর ৮। পরেরপুর ৯। গণ্ডাল ১০। পালনপুর ১১। কাছে ১২। ধনগাড়্রা ১৩। পঙ্কানের ১৪। মর্ভি ১৫ রাজকোট ১৬। বাঁশদা ১৭। পরবন্দর ১৮ নিম্বাদি ১৯। সুনাকড়া ২০। কিষণগড় ২১। কুশনগড় ২২। পলনপুর ২৩। সাচীন ২৪। পাকটর ২৫। ধরমপুর ইত্যাদি আরও একশত দেশীয় রাজ্যে জীবে দয়ার ব্যবস্থার কথা শুনিয়া জীবে দয়া বিষয়ে বিদগ্ধগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে আশা করা যায়।

সকল সাধু-হৃদয় মানব-সমাজ উপরি-কথিত রাজন্যবর্গের সদুদ্দেশ্যের অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মের আশ্রয়ে পশুহনন-প্রথা নিবারণ করিয়া ভগবানের অশেষ কল্যাণ ভাজন হউন, ইহাই প্রার্থনা। এতৎকল্পে যাঁহারা প্রতিবদ্ধক হইয়া পশুহনন-প্রথা নিবারণ করিবেন, তাঁহাদের সংবাদ, জীবে দয়া জ্ঞান-প্রসারক কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় জানিবার প্রার্থনা করেন।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবস্থা নব ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বত ধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক শাস্ত্রের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

ঋষিগণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবেশ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যসত্য শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ব্যাকুল আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাষার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄৹, নবদ্বীপশতক— ⁄৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন টিকশায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄৹ মাত্র

৪৪৯ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মঠ নীড়ে শ্রীভক্তি-সামায়ুক ব্যাকরণাদি-বেদান্তসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-স্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলাধীশ্বর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীভাবকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি প ট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এস্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবশৃঙ্গী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ পার্ক, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাণীকান্তানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচ

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় চোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অরুণপাক, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অকালবার্দ্ধক্য ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৮০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
(আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৲১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশমত্রয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, রসায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

টেলি "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 44

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [১৮৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে আশ্বিন ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩০

পণ্ডিত জহরলালের উক্তি

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক

বিলাতে শ্রমিক সমস্যা

বিলাতে গোলটেবিল ও পার্লামেণ্ট

অর্থনাশে আত্মহত্যা

"বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্র পুলিশকর্ত্তৃক অপহৃত

পুলিশসার্জ্জেণ্টেরউপরগুলি

সিভিলসার্জ্জেন ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাঠিতে আহত

বোম্বাই কাউন্সিল মুলতুবী

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সস্পেণ্ড

নানা কথা

পণ্ডিত জহরলালের স্বাধীনতার উক্তি

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এলাহাবাদের প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, কংগ্রেস শুধু কথা অথবা স্তোকবাক্যে ভুলিবেন না। কংগ্রেস চায় পূর্ণ স্বাধীনতা।

পেশোয়ারে মদের দোকানে পিকেট করার জন্য আট জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদের কংগ্রেস অফিস হইতে পুলিশ কয়েকখানি পুস্তক লইয়া যায়।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক

মুসৌরী হইতে সংবাদ এই যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রক্তবমন হইয়াছে। বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে।

বিলাতে শ্রমিক সমস্যা

বিলাতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট উপনিবেশ সমূহের প্রতিনিধি বর্গকে স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে হঠাৎ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য তাহারা করিবেন না এবং অন্যান্য শক্তির সহিত যে সমস্ত সন্ধিসর্ত্ত হইয়াছে তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভঙ্গ করিবেন না। আন্তরসাম্রাজ্যিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সমস্ত উপনিবেশই মিঃ বল্ডুইনের দিকে তাকাইয়া আছে।

যদি এই সমস্ত ব্যাপারে খাদ্য দ্রব্যের উপর টেক্স বসে, তাহা হইলে বিলাতে দলাদলির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

বিলাতে গোলটেবিল ও পার্লামেণ্ট

বিলাতে প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে কৃষি, কয়লার খনি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটা আইনের পাণ্ডুলিপি আলোচিত হইবে। যদি গোলটেবিলের একটা কিছু মীমাংসা পার্লামেণ্ট বসিবার পূর্ব্বেই হইয়া যায় তাহা হইলে ভারত সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।

অর্থনাশে আত্মহত্যা

পুনার একজন ইউরোপীয় ঘোড়দৌড়ে অনেক টাকা হারে। সে আপন শরীরের উপর অনেক আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করে। অর্থনাশের মনস্তাপে সে এই কার্য্য করে।

সিংহলের কালুতারা প্লাটার্স এসোসিয়েসন নামক চাকরদিগের সভা সিংহল গবর্ণমেণ্টের নিন্দাসূচক একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সিংহল গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরীন অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা চা-কর-দিগের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি কারক।

"বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্র পুলিশ কর্ত্তৃক অপহৃত

গত ১০ই অক্টোবর হইতে কাশী হইতে 'বন্দে মাতরম্' নামক একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। উহা [illegible] সাইক্লোষ্টাইল ছাপা। একজন স্বেচ্ছাসেবক উহা বিক্রয় করিতে থাকায় পুলিশ [illegible] লইয়াছে।

ষড়যন্ত্রকারীর পুলিশ সার্জ্জেণ্টের উপর গুলিবর্ষণ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার [illegible] ভগৎসিং প্রভৃতির উপর ফাঁসির [illegible] হওয়ায় তাহার প্রতিশোধ কল্পে [illegible] ষড়যন্ত্র হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা বোম্বাইয়ের [illegible] সার্জ্জেণ্ট টেলার এবং তাহার স্ত্রীর [illegible] গুলি বর্ষণ করে।

গাপড় নামক একজন মোটর [illegible] ঐ ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। [illegible] সে প্রকাশ করে যে, পুরুষ [illegible] একজন গুজরাটী স্ত্রীলোক, তাহার [illegible] এবং পুত্র ঐ মোটরে থাকাকালে মোটর হইতে গুলি চালায়।

স্পেনে অশান্তি

স্পেনে অশান্তি দেখা দিয়াছে। [illegible] লোককে সরকারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে। সরকার পক্ষও বসিয়া [illegible] যতদূর সম্ভব দমননীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

সিভিলসার্জ্জন ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাঠিতে আহত

রংপুরের সিভিলসার্জ্জন এবং জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কোন লোক মাথায় লাঠি মারিয়া ক্ষেপাত করে। তাঁহার ক্লাব হইতে বাড়িতে ফিরিবার সময়ে একটী গলি হইতে একজন হঠাৎ বাহির হইয়া এই ব্যাপার করে।

ডাক্তার সাহেব বলেন যে তিনি আঘাতকারীকে চিনিতে পারিয়াছেন। সে সরকারী হাসপাতালের একজন পাহারাওয়ালা ছিল। সে ঐ দিনই ডাক্তার সাহেবের নিকট শাস্তি পাইয়াছিল।

আঘাতকারী পলাইয়াছে। তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

আফ্রিদিগণের অত্যাচার

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পার্ব্বত্য জাতি বারংবার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পেশওয়ার আক্রমণ করে। ইংরাজের সহিত তাহারা পারিয়া উঠে না, কিন্তু তাহারা লুট পাট করিয়া পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অনেকে শীতকালে পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ভারত আক্রমণ করে। এই সমস্ত গুপ্ত ইংরাজেরা দমন করিয়া লইলে কি হয় বলা যায় না।

আফ্রিদিরা গত এপ্রিল ও আগষ্ট মাসে পেশওয়ার আক্রমণ করে। তাহারা সশস্ত্র হইয়া শস্যক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে; সেই কারণে ইংরাজ ফৌজ তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। তাহারা প্রায়ই সম্মুখ যুদ্ধ করে না।

এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে অনেক রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া এবং সীমান্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ সমস্ত অসভ্য জাতির আক্রমণ ভয় নিবারণ করিতে হইবে।

শীঘ্র আফ্রিদি জির্গা বসিবার সম্ভাবনা আছে। আফ্রিদিদিগের বিভিন্ন দলের মধ্যেও বহু পরামর্শ চলিতেছে। বিরোধী দল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যাহাতে সংবাদ বিনিময় না করে তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

বাগ নামক স্থানে এক বাজার আফ্রিদি এক জির্গায় যোগদান করিয়াছিল। লালকুর্ত্তিদের আন্দোলনের আভাষ দেখা যাইতেছে।

সম্রাটপুত্র আবিসিনিয়ার প্রধান অতিথি

ভারত সম্রাটের ৩য় পুত্র আবিসিনিয়া যাইতেছেন। সেখানে তিনি নূতন সম্রাট ফাফারি মেকোনেনের রাজ্যাভিষেকোৎসবে যোগদান করিবেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজ রাজ পরিবারের কেহ আবিসিনিয়া দেশে গমন করেন নাই।

বিলাতের রাজপুত্র আবিসিনিয়ার ভাবী সম্রাটের জন্য অনেক উপহার লইয়া যাইতেছেন।

এই উৎসব এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে; আমাদের সম্রাটপুত্রই প্রধান অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন।

বালক আসামীদের পরিণাম গঠন

আলিপুরে বেলভেডিয়ার রোডে "দি হল অফ্ ফটার কেয়ার" এসোসিয়েসন নামক একটী সমিতির প্রতিষ্ঠান হইয়াছে;

যে সমস্ত বালক বা কিশোর অপরাধী জেল হইতে বাহির হয়, তাহারা যাহাতে সৎভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার মত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এই সমিতি সেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সভ্য দেশসমূহে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত দাগী আসামীদিগকে রীতিমত সুশিক্ষা দিলে তাহারা সমাজের উপকার করিতে পারে।

বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে এই সমিতি একটি হোটেল করিবেন। সেখানে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীরা যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত, শিক্ষিত, সৎস্বভাব নাগরিক না হবে ততদিন বাস করিবে। তাহাদের কোন খরচ পড়িবে না।

ডাকাতের রাজা গুলিতে আহত

জেক ডায়মণ্ড নামক একজন ডাকাতের রাজাকে তাহার নিজের দলের লোকেরা নিউইয়র্ক সহরে তাহার নিজের হোটেলে গুলি করে। সে জার্ম্মাণি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে হাসপাতালে আছে।

সাড়ে ৪ দিনে লণ্ডন হইতে ভারতে আগমন

উইঙ্গ কমাণ্ডার কিংস্ ফোর্ড স্মিথ গত ১০ই অক্টোবর তারিখে করাচী পৌঁছিয়াছেন। তিনি সাড়ে চারিদিনে লণ্ডন হইতে ভারতে আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে এক অল্প সময়ে কেহ বিলাত হইতে ভারতে আসিতে পারেন নাই।

ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট হিল এলাহাবাদ হইতে আকিয়াব পর্য্যন্ত এক দৌড়ে বিমানপোতের সাহায্যে আসিলেন। এ পর্য্যন্ত এক দৌড়ে কেহই এতদূর যাইতে পারে নাই।

বোম্বাইয়ের, লামিংটন রোডে যে গুলি চালানর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতেছে। যে মোটর কার হইতে গুলি ছোড়া হয় তাহা বোম্বাই হইতে ১৫ মাইল দূরে আন্ধেরি নামক গ্রামের জমীদার মিঃ পিন্টের মোটর গ্যারেজে পাওয়া যায়। তাহার নম্বরটীর উপর কাল কাপড় বসাইয়া দেওয়া হয়। অনুসন্ধানে মোটরের উপর কার্টিজ পাওয়া যায়।

অনেক লোককে এই সম্পর্কে ধরা হইয়াছে। তাহার মধ্যে সরকারি কর্ম্মচারীও আছে।

বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গোলযোগে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং যাহাতে সীমান্ত আক্রমণ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বলিতেছেন। আফ্রিদিগের মধ্যে লাল কামিজ অর্থাৎ রুশীয় বলশেভিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বোম্বাই কাউন্সিল মুলতুবি

বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কাউন্সিল অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রহিল। ইহার বয়কট কমিটী, পিকেট কমিটী এবং রিক্রুয়াটমেণ্ট কমিটী উঠাইয়া দেওয়া হইল।

ওয়েলসে একটী কয়লার খনি ধ্বসিয়া যাওয়ায় ৪ জন লোক চাপা পড়ে। সমস্ত দিন বাতাস পাম্প করিয়া তাহাদিগকে সজীব রাখা হয়। বেলা একটার সময় গর্ত্ত কাটিয়া তাহাদিগকে গরম চা দেওয়া হয় এবং আর কিছুক্ষণ মাটি কাটিয়া পথ প্রশস্ত হইলে তাহারা বাহির হইয়া আসে। তাহারা যখন উপরে আসে তখন তাহাদের সহাস্য বদন।

এক সপ্তাহে ২৫০ জন গ্রেপ্তার

বিহারের ৮টি জেলায় এক সপ্তাহ মধ্যে প্রায় আড়াই শত লোক বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রাজকীয় শ্রমিক কমিশন সিংহলে চা-বাগান পরিদর্শন করিতেছেন এবং প্রমাণাদি গ্রহণ করিতেছেন।

গত ১১ই অক্টোবর তারিখে পুলিশ রাজসাহীর অন্তর্গত কুৎকাপাড়ার সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধানে যায়। সুশীল বাবু বাড়ীতে না থাকায় পুলিশ ফিরিয়া যায়। ইনি মোটরের আসবাব ব্যবসায়ী। খানা-তল্লাসের কারণ অজ্ঞাত।

কলিকাতায় আমদানি শুল্ক-আদায়ের শোচনীয়তা

কলিকাতায় গত সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ব মাস অপেক্ষা ২৪ লক্ষ টাকা আমদানি শুল্ক কম আদায় হয় এবং পূর্ব্ব বৎসর সেপ্টেম্বর অপেক্ষা ৬৬ লক্ষ টাকা কম আদায় হয়।

বিলাতের সলিসিটার জেনারেল স্যার জেমস্ মেলভিল অসুস্থতার জন্য কাজে জবাব দিলেন।

বিলাতের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বলেন যে কানাডা এবং ইংলণ্ডের মধ্যে বেতার সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে।

তিনি উপনিবেশ সমূহের সহিত বেতার সংবাদ চালানর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন এবং উন্নতির প্রস্তাব করেন।

বিলাতের রয়েল এম্পায়ার সোসাইটিতে মিঃ রিচি বক্তৃতাকালে প্রকাশ করিয়াছেন যে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের বহু দোষ থাকিলেও তখন ভারতের অবস্থা বৃটিশ আমলের ভারত অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। তখন ভারতকে অভাবগ্রস্ত হইয়া পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইত না। ভারতের সমস্ত অভাব ভারতই পূরণ করিতে পারিত।

গোলটেবিল বৈঠকের ফলে বিলাতের লোক ভারত সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং রয়েল এম্পায়ার সোসাইটী ভারত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মোটরকারের মূল্য হ্রাস

লণ্ডন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মোটরকারের মূল্য অনেক কমিয়াছে। আউষ্টেকার এবং এসেক্স সুপার সিক্স এর দাম কমিয়া যথাক্রমে ১৫২ পাউণ্ড ও ২২৫ পাউণ্ড হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:•:-

দৈনিক প্রক

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৭

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ভক্তিবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে (প্রথম বৃষ্টি, দ্বিতীয় ধারায়) লিখিয়াছেন—"জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচার-কার্য্য করেন। কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রচারকগণকে অসীম শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কারের আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এই জন্যই অন্যান্য ধর্ম্মে আজকাল বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ যথেষ্ট ফল হয় না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন:—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাল' গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশ করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্যকৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্ব স্বাধীন অবস্থা করিবে।"

আমরা উপরিউক্ত বিষয়টী বিচার করিয়া দেখিতে পাই—ভালবাসা, প্রীতি বা প্রেমই জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহাই জীবের আনন্দ। প্রেম ব্যতীত আনন্দের দ্বিতীয় পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই প্রেমের বিশুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে অসামর্থ্য-হেতুই জীবের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয় ও তাঁহাকে শোকমোহভয়াদি অনর্থ-প্রপীড়িত হইতে হয়। নশ্বর বস্তুর সহিত অবিনশ্বর আত্মার প্রেম সম্ভবপর না হওয়ায় জীব মায়িক জগৎ হইতে বহুপ্রকার আনন্দ লাভের কল্পনা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়া পড়েন। জীবদুঃখদুঃখী ভগবান্ তাই জীবকে নিত্য আনন্দের সন্ধান দিবার জন্যই সপার্ষদে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণ-লীলা প্রকট করেন। জীবের বিশুদ্ধ প্রেমলাভের অন্তরায় স্বরূপে যে সকল ভাব বর্ত্তমান, তাহারাই পাষণ্ড। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এবং তাঁহার পার্ষদগণ অবতীর্ণ হইয়া প্রেমপথের কণ্টক স্বরূপ সেই সকল পাষণ্ডের কপটতা লোকসমক্ষে প্রচার দ্বারা প্রেমারুরুক্ষু জীবগণকে সাবধান পূর্ব্বক প্রেমধন বিতরণ করেন। সৌভাগ্যবান্ সাবহিত জীবগণ ভগবদ্ভাগবত-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়া তৎপ্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে বিমল-প্রেমধনের অধিকারী হন এবং শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণের মনোভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণে ক্ষমতা লাভ করেন।

উৎকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান পাইলে তাহার প্রচার অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়। কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের এমনই চমৎকারিতা বর্ত্তমান যে, তাহার কণামাত্র আস্বাদনের সৌভাগ্য পাইলে জীব বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সেই সৌন্দর্য্যাস্বাদন-জনিত ভাবাবলী প্রকট করেন। কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাবিলাস-সৌন্দর্য্য বর্ণনে আত্মহারা হওয়া এবং তদ্ব্যতীত ইতরানুশীলনে প্রবৃত্ত জীবগণকে তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করা কৃষ্ণসৌন্দর্য্য-লুব্ধজীবের পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক হয় যে, তিনি কেবল নিজে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। জীব যখন নিজ স্বরূপ কৃষ্ণদাস্যকে কৃষ্ণকৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধে দেখিতে গিয়া 'সকলেই কৃষ্ণভজন করুন'—এরূপ ইচ্ছা তাঁহার স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে এবং উহাই যে ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছা তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাঁহারা জীবে-দয়ার নামে নশ্বর দেহমনের বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা অর্থাৎ স্থূলভোগ বা সূক্ষ্ম-ভোগেচ্ছা মিটাইবার জন্য স্ব-পর-ভেদদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া জগন্ময় একটা অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা যে জীবাত্মাকে তাঁহার প্রাপ্য সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার স্পর্দ্ধায় কত অধিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা সুধী সারগ্রাহিগণেরই বিচার্য্য বিষয় হইতেছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহাত্মবাদী জীবগণ তাঁহাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ ধারণাটিকে যে আজ উদারতা বলিয়া লোকসমক্ষে চালাইবার ধৃষ্টতা করিতেছেন, তাহাতে যে জগতের কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। বিজ্ঞানি-মানিগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানগরিমায় অত্যন্ত স্ফীত হইয়া অধোক্ষজজ্ঞানকে যে অত্যন্ত অনাদর করিতে চাহেন, তাহার প্রত্যক্ষ পরিণাম স্বরূপ সেদিনকার 'আর-১০১' বিমানপোত এবং তাহার কিছুদিন পূর্ব্বের 'টাইটানিক' বাষ্পীয়-পোতের ধ্বংস-লীলা হইতে বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত সম্বিৎ-সংযোগ ব্যতীত জীবশক্তিগত সম্বিৎ বাস্তব হিতাহিত বিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কৃষ্ণকৃপালব্ধ জীব কৃষ্ণকৃপার কথা—নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের কথা প্রচার-কার্য্যে অসীম শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাসনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া তথায় কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনা জাগরূক হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেমধন প্রচারের বিনিময়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের পিপাসা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র বর্ত্তমান নাই। যেখানে জাগতিক পূজা লাভ বা প্রতিষ্ঠাশা বর্ত্তমান, সেখানে প্রেম-প্রচারের যোগ্যতার আত্যন্তিক অভাব। কৃষ্ণপ্রেমধন একটী সামান্য সঙ্কীর্ণধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু নহে যে, তাহা জীবহৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার অবস্থিতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুমোদন করিবেন। হৃদয়ে হেয় বণিগ্বৃত্তি পোষণ করিয়া মুখে বা লেখনী-দ্বারা কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য বা হরিভজন করিবার যুক্তিপ্রদর্শনকে প্রেম-প্রচারণ বলে না। নিজ হৃদয়ের সর্ব্ব-প্রকার ভক্তিপ্রতিকূল পাষণ্ডতা যাঁহার সদ্গুরুকৃপায় দলিত হইয়া নিজ হৃদয় প্রেমময় হইয়াছে, তিনিই শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ কার্য্যের উপযোগী. তিনিই শ্রীভগবানের ইচ্ছার ইচ্ছা মিশাইতে সমর্থ। কৃষ্ণপ্রেম লাভ না করিলে যিনি যতই নিজেকে চরিত্রবান্ বলিয়া গর্ব্ব করুন, তিনি কখনই বিশুদ্ধ-চরিত্র হইতে পারেন না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় যতক্ষণ না তাহাদের একমাত্র পতি হৃষীকেশ গোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ তাহারা ব্যভিচার-দোষদুষ্ট লম্পট হইবেই হইবে।

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥"—এই মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সকলকেই নিত্যধর্ম্মধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইবে। তজ্জন্য সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যক। গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে আত্মধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং গুরুদেব যে উপদেশ করেন, তাহা কায়মনোবাক্যে অনুশীলনের জন্য যত্ন করিতে হইবে। গুরু-কৃপায় ইতরবিষয়গ্রহণ-পিপাসা দূর হইলে জীবাত্মা নিত্য স্বভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। জীব তখন কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতে করিতে দয়ার স্বরূপ-জ্ঞানে সমর্থ হইয়া সেই দয়া সর্ব্বজীবে বিস্তার করিবার সাধ-বিশিষ্ট হইবেন।

নিজেরা শোক-মোহ-ভয়াদিতে আচ্ছন্ন থাকিয়া যখন যে ভাবটীকে তাহা হইতে মুক্তিলাভের অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রচার করিয়া জীবগণকে আমার ভ্রান্ত ধারণা বা খেয়ালের অনুবর্ত্তী করিয়া দুঃখসাগরে নিপতিত করা কখনও প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার বা জীবহিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় নহে। যেমন, একজনের মনে, জাগিয়া উঠিল—স্বদেশ-সেবা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোথায় সে স্বদেশ, আর কোথায়ই বা পরদেশ, কে সেই স্বদেশের অনুসন্ধান দিতেছেন, কে তাহার সেবা করিবেন, স্বদেশ-সেবার প্রণালী কিরূপ, স্বদেশ-সেবা করিতে হইলে বিদেশ বা পরদেশের প্রতি মাৎসর্য্য-ভাব পোষণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা—এ সকল বিচার না করিয়াই তিনি কতকগুলি লোককে 'স্বদেশ' 'স্বদেশ' করিয়া উন্মত্ত হইতে বলিলেন। বহির্জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহার কথা শুনিয়া গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় লোকেও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ফলে যাহা হইল, তাহা আর বর্ত্তমান জগতের পাঠকগণের অবিদিত নাই।

স্বদেশ-সেবার নামে স্বদেশের কতলোককে, যে কত কষ্টের মধ্যে ফেলা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাকথিত স্বদেশ-সেবিগণ

বিচার করেন না যে, যে ব্যক্তি আজ ভারতবর্ষকে তাহার 'স্বদেশ' বলিতেছে, মৃত্যুর পরে যখন তাহাকে লণ্ডনে যাইতে হইবে, তখন তাহার পক্ষে কোনটী 'স্বদেশ' হইবে? তাহা হইলে কি কোন কালেও এ বিবাদের প্রশান্তি সম্ভব? কখনই নহে। 'স্ব' বলিতে উপনিষদ্ বলেন, আত্মা ও পরমাত্মা। তাঁহাদের দেশ গোলোক-বৈকুণ্ঠ। কুণ্ঠাবিশিষ্ট মায়িকরাজ্যকে 'আমার' 'আমার' করিয়া কোটি কল্পকাল চীৎকার করিলেও বিবাদের মীমাংসা হইবে না। জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না। আপাততঃ ভারতবাসী যে দুঃখ বরণ করিতেছে, তাহার পরিণাম 'শান্তি' [illegible] ও' বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করার সার্থকতা? কিন্তু শত সহস্র উদাহরণে প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে যে, ভ্রমপ্রমাদাদি দোষদুষ্ট বদ্ধজীবের সুখশান্তি লাভের কোন চেষ্টাই সাফল্য-মণ্ডিত হয় না! তবে বৃথা দুঃখ বরণ করিয়া লাভ কি? প্রাকৃত জনদর্পনে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় এ কথার উপর খড়্গহস্ত হইবেন এবং রুষ্ট করিয়া বলিবেন—"তাহা হইলে কি মহাশয়, আমাদিগকে ভট্‌চাজ্‌ সাজিতে হবে?" আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা এরূপ হঠকারিতা না করিয়া ভারতবাসীর কর্ত্তব্য বিচার করুন। নিত্যসুখ শান্তিলাভের জন্য যতই না কেন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু অনিত্য সুখ-স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া "আগচ্ছ [illegible] অপানং প্রবিশ" ন্যায়াবলম্বন করা [illegible] বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল। সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥"—এই মহাজন-বাক্য একবার সকলেরই বিচার্য্য বিষয় হউক।

পতিতের আত্ম-কাহিনী

(প্রাপ্ত)

আমাদের যাবতীয় অসুবিধার মূল কারণ—'আমি সব জানি, সব বুঝি এবং সব করি' বুদ্ধি। যে প্রকার প্রতি মুহূর্ত্তে জীব-জন্তুর মৃত্যু দেখিয়াও নানাপ্রকার কার্য্যাদিতে 'চিরদিন এই দেহেই আমার অবস্থান হইবে' এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের 'আশ্চর্য্য' উৎপাদন করি, তদ্রূপ প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বুদ্ধি অন্যের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে ইহা অনুভব করিয়াও 'আমি অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্'—এই গর্ব্বে সর্ব্বদাই স্ফীত। প্রকৃত বুদ্ধিমান্ জনগণ আমার এই গর্ব্ব-দর্শনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না; তাঁহাদের হাস্য-দর্শনে আমি 'তেলে আগুনে' জ্বলিয়া উঠি এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাই; কিন্তু ধীরচিত্ত বুদ্ধিমানগণ আমার এই প্রকার মূর্খতা-দর্শনে অধীর বা ক্রুদ্ধ হ'ন না—পক্ষান্তরে তাঁহারা নানাপ্রকার উপদেশদানে আমাকে সংশোধিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাদের উপদেশামৃতে আমার ক্রোধাগ্নি-শিখা বর্দ্ধিত হয়। তখন আমি পারিলে উঁহাদিগকে প্রদগ্ধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করি, অন্যথা—ক্ষেপা পাগলা শেয়ালের ন্যায় যা'কে তা'কে দংশন করিতে চেষ্টা করি, ফলে সুধীগণের শাস্ত্রাস্ত্রাঘাতে আমার বিষ-দন্ত ভগ্ন হয়, কিন্তু তথাপি আমার দংশন-প্রবৃত্তি নিবৃত্তা হয় না, রোগ হয় আমৃত্যু হইবেও না। আমার ঐ মন্দভাগ্য প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাকে নিরয়গামী করিতেছে।

আমি আত্মজ্বালায় সর্ব্বক্ষণ জ্বলিয়া মরিতেছি; হিংসা ও মাৎসর্য্যানল সর্ব্বক্ষণ আমাকে দগ্ধ করিতেছে। লোকের মুখে শুনিতে পাই—দুঃখের কথা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিলে দুঃখ অনেকটা কমিয়া যায়, তাই আজ পাঠকের নিকট আমার দুরদৃষ্টের যাবতীয় কাহিনী ব্যক্ত করিতেছি—কৃপাময় পাঠক, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক একটু শ্রবণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমার জন্ম নীচবংশে হইলেও ভগবান্ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কিঞ্চিৎ স্বপতি-বিদ্যার জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার অপব্যবহার করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলাম, ফলে শীঘ্রই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলাম; তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক জন্মান্তর গ্রহণ করিলাম। পাঠক, আমার 'জন্মান্তর' শব্দের অর্থ বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ আরও স্পষ্টীকৃত হইত, যদি আমি 'নামান্তর' ও 'বেশান্তর' শব্দদ্বয় ঐ 'জন্মান্তর' শব্দ স্থানে ব্যবহার করিতাম। ভেকগ্রহণ করিলে মাতৃকুক্ষি হইতে জন্মের পরিচয়াদি লোপ পায়, তাই আমি পুলিসের ভয়ে ভীত হইয়া "......... দাস" নামগ্রহণ পূর্ব্বক মহাভাগবতের বেষ কলুষিত করিতে যত্নবান্ হইলাম এবং ডোর কৌপীনাদিও পরিধান করিলাম। বাহিরে কৌপীন আঁটিলে কি হয়, আমার মন কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার দিকেই রহিল, তাহাকে দমন করিতে পারিলাম না, দমন করিবার চেষ্টাও করি নাই। একবার সৌভাগ্যক্রমে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণ সেবায় আসক্তি জন্মিলে ইতর বিষয় হইতে মন আপনা হইতেই নিবৃত্তি লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্তি জন্মিল না, সুতরাং বেষাশ্রয় করিয়াও আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম। তবে বেষের একটী মহিমা এই যে—পুলিসের লোক আমাকে আর ধরিতে পারিল না, যে প্রকারেই হউক, তাহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলাম।

স্থূল দৃষ্টিতে আমি বৃন্দাবনবাসী হইলেও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের নিকট আমার কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আমার অসৎ কর্ম্মের নিমিত্ত জরিমানা করিলেন।

হায়, বেষ-গ্রহণ পূর্ব্বক কত প্রকার সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা অন্তর্হিত হইল। ভাবিয়াছিলাম—যখন পরমহংসের বেষ গ্রহণ করিয়া পুলিসকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়াছি, তখন বৈষ্ণব-সমাজ সম্বন্ধে আর কা কথা, তাঁহারা আমার অভিপ্রায়াদি ও কার্য্যকলাপ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের চাতুরীর নিকট আমার চাতুরী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া জরিমানার টাকা দাখিল করিলাম—এই সময় টাকা দাখিল করিবার আর একটী কারণ—যদি টাকা না দেই, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যান্য লোক আমার কুকার্য্যের বিষয় অবগত হইবেন, সুতরাং আমার অর্থোপার্জ্জন বন্ধ হইবে এবং মান, সম্ভ্রম—সকলই বিনষ্ট হইবে।

অর্থদণ্ড প্রদান করিয়াও আমার চিত্তবৃত্তির কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইল না। কিছুকাল পরে স্বামি-পরিত্যক্তা কোনও রমণীকে গ্রহণের দুষ্পিপাসা আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি দু'টী শ্লোকও আওড়াইতে পারেন; সুতরাং তাঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্যও ভাবিতে হইবে না। জড়ানন্দের সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। এই কার্য্যের জন্যও বৈষ্ণব-সমাজ আমাকে দণ্ড করিলেন; কিন্তু এবার আমি কিছুতেই দণ্ড গ্রহণ করিলাম না, ফলে আমাকে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল।

প্রসঙ্গতঃ একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিলে মহিলার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন হইবে না এবং তজ্জন্য একটী পাপকর্ম্মের আবাহন হইবে, তাই উহা প্রকাশ করিতেছি। আমি অনেক-কাল এই মহিলার অর্থে পুষ্ট হইয়াছি। অবশেষে তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডার নিঃশেষ-প্রাপ্ত হইল। তখন পুনরায় আমাকে অর্থোপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। এবার শুধু আমার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিলেই চলিবে না, সেই মহিলা এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের জন্যও অর্থের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং আমি মহা চিন্তায় পড়িলাম। কিন্তু সেই মহিলা আমাকে এই চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। তাঁহার সাহায্যে একটী গ্রন্থ রচিত হইল। মনে করিলাম—এই গ্রন্থ ছাপাইতে পারিলে ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমাদের অর্থের অনটন দূরীভূত হইবে। কিন্তু গ্রন্থ ছাপিবার টাকা কোথায়? অনেক চিন্তার পর এক মহানুভবের কথা আমার মনে উদিত হইল। তাই তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি স্বীয় বৈষ্ণবোচিত তৃণাদপি সুনীচতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বাহ্যে লোক-ব্যবহারক্রমে আমাকে সম্মান প্রদান করিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকট আমার হৃদয়গত ভাবটী ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু বাবা, যাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে 'কুসুম হইতেও মৃদু' দেখিয়াছিলাম, এখন তিনি 'বজ্র হইতেও কঠোর'! আমি পরমহংসবাবাজীর বেষ গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোকের ভরণ-পোষণে ব্যস্ত—এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সিংহনাদে আমাকে ঐ প্রকার অসচ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু—

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং
বিষ-বর্দ্ধনম্।
উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায়
ন শান্তয়ে॥"

তাই বৈষ্ণব প্রবরের উপদেশবাণী আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি ক্রোধান্ধ হইলাম এবং কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠজনের' অসুবিধা কেহই ঘটাইতে পারে না, যাহারা ঘটাইতে যায়, তাহারা সুদর্শনের কোপে পতিত হইয়া দুর্ব্বাসার ন্যায় মহাবিপদের আবাহন করে মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত সর্ব্ব-প্রথম আমি নানা প্রকার যত্ন করিলাম; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া অবশেষে ধাম-বিরোধ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কার্য্যে আমার ন্যায় বঞ্চিত অনেক লোক আমাকে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইলেন। তাঁহারাও ঐ মহাপুরুষের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্বলন্ত শাস্ত্র-বাণী সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করত আমার সহিত নিরয়ের যাত্রী হইয়াছেন। এখন আমার ভরসা হইল—আমরা নরক বেশ গুলজার করিতে পারিব। আমি আমার নূতন বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ধামবিরোধ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া পরম বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে মিথ্যা চৌর্য্য-অপরাধে জড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেও পশ্চাৎপদ হইলাম না; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদের সহায়, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাঁহাদের কি করিতে পারে?

তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্ত আমি যে জাল বিস্তার করিতে গিয়াছিলাম, বরং সেই জালে পড়িয়া আমার প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইল। মহাত্মগণ অনায়াসে মিথ্যা চৌর্য্য অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমি অতিকষ্টে মিথ্যা মোকদ্দমা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আমার ক্রোধ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুধীগণ অবগত আছেন—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ নবদ্বীপমণ্ডলের নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপে অবস্থিত। এই নিত্য সত্য বিষয়টী অনেক কাল জগদ্বাসীর অজ্ঞাত ছিল, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার নিজ জন সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়—ইহা প্রকাশ করেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ সাতকুলিয়াকে কোলদ্বীপ বলিয়া ঘোষণা করিলাম। কিন্তু যখন সাধারণ লোকের নিকটও কোনও প্রকারে তাহা প্রমাণ করিতে পারিলাম না, তখন বাধ্য হইয়া নিজেদের ভ্রান্তি, নির্ব্বুদ্ধিতা ও মৎসরতার প্রমাণ দিলাম।

অতঃপর আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ অবগত আছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবীর গতি ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় শ্রীধাম মায়াপুরের অধিবাসিগণ অন্যত্র স্থান গ্রহণে বাধ্য হ'ন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ সহরও স্থানান্তরিত হইতে থাকে। ফলে নবদ্বীপ সহর একবার বর্ত্তমান নিদয়া-নামক স্থানে স্থিত হয়, পরে তাহা গঙ্গাগর্ভজাত হইলে, বর্ত্তমান বাবলা আড়িতে উহার পত্তন হয়। কিন্তু কালক্রমে তাহাও গঙ্গাদেবী আত্মসাৎ করিলে কোলদ্বীপে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ মুসলমানগণের নিকট ওসমানপুর নামে পরিচিত।

অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুর অনেককাল সাধারণ লোকের লক্ষ্যের বহির্ভূত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত নিজজনগণ তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয় পঞ্চম শতাব্দির প্রারম্ভে ইহা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটায় শ্রীযোগপীঠে নিম্ববৃক্ষ-নিম্নে শিশু নিমাইর এবং শ্রীমন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ, ২য় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে পঞ্চতত্ত্বের সেবা প্রকট করেন। এতদ্ব্যতীত দিব্যদৃষ্টিতে ও শ্রীভক্তিরত্নাকরের নির্দ্দেশানুসারে রাসস্থলী শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের বাড়ী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর টোলবাড়ী এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যপ্রভুর ভবনে শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপার্ষদ-কীর্ত্তন-লীলা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং পঞ্চতত্ত্বের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীচৈতন্তদেব ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীচৈতন্তমঠে সুরম্য উনত্রিংশ চূড়াধৃক্ শ্রীমন্দিরের মধ্য-প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজিউর শ্রীবিগ্রহ এবং চারিপার্শ্বে ৪টী প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয়—শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক এবং শ্রীরামানুজ আচার্য্য স্ব স্ব গুরুবর্গের সহিত পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ নাটামন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলি-কর্ত্তৃক ক্রমশঃই এই সেবা-সমূহের উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। এতদ্দর্শনে আমার অন্তরের মাৎসর্য্যানল সবেগে জ্বলিয়া উঠিল। আমি পেচকধর্ম্মে দীক্ষিত; সুতরাং সেবালোকদর্শনে আমার অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। কি প্রকারে এই আলোক নির্ব্বাপিত করিব, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। আমি নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ' যে চিদালোক—আমার ন্যায় জড়-শরীর-ধারী পোকা যে ইহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না, নির্ব্বাপিত করিতে গেলে নিজেরই যে সর্ব্বনাশ আবাহন করিবে, ইহা আমার চিন্তার বিষয় হইল না। বিবেক আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও মাৎসর্য্য আমাকে ঐ কথা শুনিতে দিল না। মাৎসর্য্যের আজ্ঞাধীন হইয়া এমন সব অপকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা মুখে ব্যক্ত করিতেও ঘৃণা বোধ হয়—এই সব একনিষ্ঠ ভগবৎ সেবকগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য আমি অহিন্দুগণের পদাবলেহন পর্য্যন্ত করিয়াছি, কিন্তু তথাপি সফলকাম হইতে পারিলাম না।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্তমঠ হইতে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নামক একটী পারমার্থিক দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয়। তদ্ব্যতীত এই যন্ত্রালয় হইতে অনেক ভক্তি-গ্রন্থও প্রকাশিত হয় এবং ভারতের, শুধু ভারতের কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ডাকযোগে ঐ গ্রন্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তাই এখানে একটী পোষ্ট অফিসের প্রয়োজনীয়তা দর্শনে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এখানে 'শ্রীমায়াপুর' নামে একটী 'সব'-পোষ্ট অফিস খুলিয়াছেন। ইহাতে আমার মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ কল্পনাদর্পনে দর্শন করুন, কারণ আমি আমার উক্ত 'বুক-ফাটা' কথা ব্যক্ত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি যুগপৎ দুঃখ-শোক মোহ ও মাৎসর্য্যে অভিভূত হইয়া প্রথমতঃ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলাম, তৎপর অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আমারই ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তির সহিত ডাকঘরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অনেক চিন্তার পর কয়েকজন অনভিজ্ঞব্যক্তিকে মিথ্যা ও চাতুরীপূর্ণ বাক্যে ভুলাইয়া একটী কাগজে তাহাদের নাম ও টিপসহি গ্রহণপূর্ব্বক একটী দরখাস্তের সহিত উহা সংযোজিত করিলাম। তৎপর উহা পি, এম্, জি'র নিকট পাঠাইলাম। পি, এম্, জি উহার বিচারার্থ নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট পাঠাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সুতীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের আভ্যন্তরিক গুপ্তরহস্যসকল ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ঘটনাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পোষ্টাফিসের 'শ্রীমায়াপুর' নামই বহাল রাখিলেন। আমাদের সকল আশায় ছাই পড়িল। এই প্রকারে প্রতিপদবিক্ষেপে অপদস্থ হইয়াও আমার জ্ঞান হইতেছে না! মাৎসর্য্য হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে—ক্ষণকালের জন্যও কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না! এখন উপায় কি?

ইতি—

ক্যাঁকড়াদাস নটীবর বাবাজী

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

(মাধবতিথি-মাহাত্ম্য)

[ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী-মহারাজ-লিখিত]

কোন মহাজন বলিয়াছেন—"মাধব-তিথি, ভক্তিজননী, যতনে পালন করি।" শ্রীহরিবাসর, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌরপূর্ণিমা, মাঘীশুক্লাত্রয়োদশী প্রভৃতি তিথির মত ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথিকেও মাধব তিথি বলে। মাধব তিথিতে ভক্তগণ শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের লীলামৃত পাঠ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কীর্ত্তন-মহোৎসব এবং উক্ত দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা পরদিনে ভগবানের পরম শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণরূপ মহোৎসব করিয়া শুভ তিথির সম্মান করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে—তাঁহাদের আনুগত্যে শুভতিথির পূজা করিলে ভক্তি-জননীর কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারিব।

আবির্ভাবতিথি-মাহাত্ম্য

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি-খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাবতিথির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া প্রকট বাসরের আরাধনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

* * *

সর্ব্বযাত্রামঙ্গল এ দুই পুণ্য-তিথি।
সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন॥
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥
ঈশ্বরের আবির্ভাব যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥

বিরহোৎসবে যোগদানকারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরদান

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে যেরূপ আবির্ভাবতিথির মাহাত্ম্য দেখা যায়, সেই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ১১শ পরিচ্ছেদে হরিদাসের (অর্থাৎ সকল ভক্তদাসগণের) বিরহমহোৎসবে যে কোন প্রকার যোগদানকারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মনঃকাম॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরাতে সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥

শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর রবিবার শুভ কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভোর সাড়ে চারিটার সময় মঙ্গল আরতির পর শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিয়া মহোৎসবের কার্য্য আরম্ভ করা হয়। শ্রীমৎপ্রভুদাস প্রভু শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদকান্ত জীউকে বহুবিধ অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক ও কীর্ত্তনের পর রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-গৌরবোত্তম শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত পদটী কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব" আত্মমর্ত্ত্য মহাজনের এই অমূল্য উপদেশটী তাঁহাদের আচরণে জয়যুক্তরূপে প্রতিফলিত দেখিয়া যেন আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারি। কীর্ত্তিত পদটী এই—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা নরোত্তম ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে এ অধম দাস॥

হে শ্রদ্ধাবান্ বিশ্ববাসি সজ্জনগণ! আসুন, আমরা সকলেই বিশ্ববৈষ্ণবচক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কীর্ত্তিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া আচার্য্য ঠাকুরের অশোক-অভয়ামৃত-কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

"যদ্ভক্তিঃ কিমহং কিমেষ বৈরাগ্য-সারস্তস্মাল্লোকে।
সংস্থাবাতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥"

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উলটাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথস্বরূপ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাবনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিনী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ শাসক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ২৫শে অক্টোবর

(১)

৭৭৪ থাংজারি ৩০ দাবি ১০৩।০

ডিঃ দুর্গারাণীদেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সরলা বালা দাসী সাং ও পোঃ ঐ

১। থানা কোতোয়ালীর ঘূর্ণী গ্রামে ৩০৪ ও অধিন ৩০৫-৩১৫ খতিয়ানে ব্রহ্মোত্তর জমি ৫-৯১এঃ জমী মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা ঐ কৃষ্ণনগর গোবিন্দসরক গ্রামে মহীরাজ স্টেটাধীন ৫৬৮ খতিয়ানে ৮৲ জমার জমী মূল্য আঃ ২০৲

৩। নিজ কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭০০ ও অধিন ৭০১-৭০৬ খতিয়ানে ১২৲ জমা মায় প্রজাদিসক মূল্য আঃ ২০৲

(২)

১১৪৮ থাংজারি ৩০ দাবি ৫৫.৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র মোদক সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখালদাসসিংহ অধীন ৪৫ ও ৪৬।১ খতিয়ানে ৪ ৮৪ একর জমী উটবন্দী স্বত্ত মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১১৭১ থাংজারি ৩০ দাবি ২৯৫৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোঁসাই দাস প্রামাণিক সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির বাজিয়াবনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৯৯।১০০ খতিয়ানে ২ ৫৭ এঃ জমী উটবন্দী স্বত্ব মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১১৮৭ থাংজারি ৩০ দাবি ২৫৮৶৯

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ ইলাই বক্স মণ্ডল সাং জানকীনগর পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯৯ খতিয়ানে ৮৩শঃ জমী ৮৶০ নিরিখ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১১৮৮ থাংজারি ৩০ দাবি ৩৯৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ওছমান সেখ দিং সাং মীড়া পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯৪ খতিয়ানে ৮২শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১২২২ থাংজারি ৩০ দাবি ১৭৮।০

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অবিনাশ ঘোষ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পার শক্তুনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৭।৮৬।৯৭৩।১৬০।১৬২ খতিয়ানে ৫-২২এঃ জমী মূল্য আঃ ৭৫৲

(৭)

১২২৩ থাংজারি ৩০ দাবি ৬৪৮৩

ডিঃ ঐ

দেঃ দাগুসেখ দিং সাং বাহাদুরপুর মোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পার শক্তুনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯৬ খতিয়ানে ১-৪৫ এঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১২৭৮ থাংজারি ৩০ দাবি ২৪॥৶৬

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ গোলাম সেখ সাং ও পোঃ দোগাছিয়া

থানা কোতোয়ালীর দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৪৯ খতিয়ানে ৯৩শঃ জমী ৩॥৫ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৯)

১৩৩৭ থাংজারী ৩০ দাবি ২১৯৶০

ডিঃ নলিনী নাথ দত্ত সাং কাশীরাডাঙ্গা

দেঃ নারায়ণ ঘোষ সাং গাবরকুলি পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতোয়ালীর গাবরকুলি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৪ খতিয়ানে ১০-৭৫ এঃ জমী ৪৪॥৶ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

১৩৪২ থাংজারি ৩০ দাবি ১০৮৸৶৩

ডিঃ রামপদ সেন দিং সাং মাটিয়ারি

দেঃ আবদুল বাছের মণ্ডল সাং রাউতারা পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের অধীন ছোট আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১১-১৯ খতিয়ানে ৮-৪৬ এঃ জমী ১৯/৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৩৪৩ থাংজারি ৩০ দাবি ৬৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ বলাই দাস দিং সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২৫ খতিয়ানে ৩-৮৬ এঃ জমী ১৩৶১০ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

(১২)

১৩৪৪ থাংজারি ৩০ দাবি ৬৯৲

ডিঃ ঐ

দেঃ চনাই সেখ সাং রাউতারা পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২।৯২ খতিয়ানে ৩-২০ এঃ জমী ১০।০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

১৩৪৬ থাংজারি ৩০ দাবি ৬১॥৶

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা।

দেঃ পটেশ্বরী দাসী দিং সাং থাটুরা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ।

থানা কোতোয়ালীর ধাঁপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯০—২৯৩ খতিয়ানে ৯-৪৮ এঃ জমী ৮৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

১৩৪৯ থাংজারি ৩০ দাবি ১২৯৫।৶৩

ডিঃ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ সাং সেওড়াকুলি

দেঃ অবনীন্দু চট্টোপাধ্যায় সাং জাতিশালা পোঃ হাটচাপড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বীরপুরগ্রামে ২ক ২গ ও ৩।৪ খতিয়ানে ও ম্যাচপোতা গ্রামে ৩৪২।৩৪৩ খঃ ডিক্রীদার সরকারে ৪২৫।৶১৪ জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৫)

১৩৬৬ থাংজারি ৩০ দাবি ৭৭৸৶৭

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী মোঃ বেলপুকুর

দেঃ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতোয়ালীর পোলতা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৭ খতিয়ানে ৭-১৭ এঃ জমী ১২৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(১৬)

৫০১ থাংজারি ৩০ দাবি ১৬১৸৶৯

ডিঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং সপ্তদীপ থানা কাটোয়া

দেঃ যুগল ঘোষামী সাং চকবেগে পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের চকবেগে গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২৯.১৩১।১৩২ ও ১৩২.১ খতিয়ানে ৬-৬৬ এঃ জমী ২০।৶ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

৫০২ থাংজারি ৩০ দাবি ৬৪.৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তারাপদ দত্ত সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের চকবেগে গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২৪ খতিয়ানে ২-৪৩ এঃ জমী ১৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৭৩০ থাংজারি ৩০ দাবি ২৮।৶৯

ডিঃ এরাকুব মণ্ডল দিং সাং রাউতারা

দেঃ আফেজদ্দিন সেখ দিং সাং বিষ্ণুপুর

থানা কোতোয়ালীর রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৫ খতিয়ানে ২৪শঃ জমী ৪॥৶৫ কোর্ফা জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

১১১৭ থাংজারী ৩০ দাবি ৫৩৮৶

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোণাডাঙ্গা

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভরতপুর ২ খং গোবিন্দপুর ৮খং ডিক্রীদার সরকারে পত্তনী জমা ২৬৮॥৩ মূল্য আঃ ৫০৲

(২০)

১২৪৭ থাংজারি ৩০ দাবি ৮৭৶০

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ উপেন্দ্র নাথ দে দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পার শক্তুনগর ডিক্রীদার সরকারে ৩৮০ খতিয়ানে ১-৩৬ এঃ জমী মূল্য আঃ ৩০৲

(২১)

১২৪৮ থাংজারি ৩০ দাবি ৪৬৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ অতুলা সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পার শক্তুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৬ খতিয়ানে ১-৬৮ এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

৫৮৯ থাংজারি ৩০ দাবি ৭৮৲

ডিঃ মনোরঞ্জন পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ রঞ্জন মণ্ডল দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭৪ খতিয়ানে ২৫০-৮৫ এঃ জমী ৪০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

৫৯০ থাংজারি ৩০ দাবি ১৪৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ মূল্য ঐ

(২৪)

৫৯১ থাংজারি ৩০ দাবি ৪৪৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ও মূল্য ঐ

(২৫)

৬৯৮ থাংজারি ৩০ দাবি ৪০৶৩

ডিঃ গৌরিশচন্দ্র রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মোবারক সেখ সাং ভেবরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের ভেবরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫২৫ খতিয়ানে ৮৫শঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(২৬)

১২৪৬ থাংজারি ৩০ দাবি ৩৪।৶০

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পানিনালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৬ ও অধীন ৪৭—৫৪ খতিয়ানে ৪৭-৫৪এঃ জমী ১৬৵।। জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১৪১৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৯৬/০

ডিঃ ঐ

দেঃ নুরমহম্মদ মণ্ডল দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর চরনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০০ খতিয়ানে -৫৪শঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

৪৭১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৮৮।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শৈলেশচন্দ্র পাল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার যুগপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৩-১৬৬খতিয়ানে ৮-৮৬এঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে গর্ব্বদাস পালের অধীন ১৫১ খতিয়ানে দরমৌরশী জমা ৸/৮ জমী -৭১ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে অন্নপূর্ণা দাসীর অধীন ৮৪ খতিয়ানে ২-১২এঃ জমী ২॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

১৩৮৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৯৮৸৩

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ জেকের মোল্লা সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৪৪খতিয়ানে ৭-৯৫এঃ জমী ১৫৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১২৬২ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪।/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ এন্তাই সেখ সাং পচাচাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের পচাচাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০খতিয়ানে -৬৩শঃ জমী ১৶৩ নিরিখ মূল্য ৫৲

(৩১)

৯৭৭ দেংজারী ৩০ দাবি ৫৮৭/০

ডিঃ উত্তমাসুন্দরী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ হরিমোহন গোস্বামী দিং সাং পোঃ ঐ

থানা মৌজে নবদ্বীপ হরিপদ ভট্টাচার্য্যের অধিন ৪০১৫ খতিয়ানে -২ শঃ জমী ১৲ জমা মায় পাকা কুঠারী ১টা টীনের চালা ১ খানা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩২)

৮৮৩ দেংজারী ৩০ দাবী ১২৮৫,৫

ডিঃ ভুবীলকুমারী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কুমুদিনী দাসী সাং পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ কালিদাস নন্দীর অধীন ১৬৭৮ খং /২॥ কাঠা জমী ২৲ জমা মায় পূর্ব্বদ্বারি ২ কুঠারি ১ পশ্চিম দ্বারি টীনের ঘর ১ খানা রাঃ ঘর ১ খানা প্রাচীর পায়খানা সদর দরজা মূল্য আঃ ৪০০৲

(৩৩)

১১১২ দেংজারি ৩০ দাবি ২৯০।৶৬

ডিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার দিং সাং ও পোঃ ঐ

১। থানা কালীগঞ্জের দেবগ্রাম গ্রামে অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সেরেস্তায় ২৬৪৭ খতিয়ানে -৪৫ শঃ জমী ১,১৭॥ রায়তিস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐ গ্রামে নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৯১।৫৫ খতিয়ানে ১-৬০ এঃ জমী মৌরশী জমা ১/.৫ মূল্য আঃ ৪০

৩। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১২০৫ খতিয়ানে ৪-০৫ জমী ৪৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১৪৩৯ খং ৬-৭১ এঃ জমী মৌরশী জমা ৬,১৫ মূল্য আঃ ৭৫৲

(৩৪)

২৪২ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৭৭৭৶০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেসন লিঃ—কৃষ্ণনগর

দেঃ হারাধন নন্দী সাং ও পোঃ শান্তিপুর, সূত্রাগড়

থানা শান্তিপুরের বাঁশডোব গ্রামে শিবকুমারী দেবীর অধীন ৪৪৲ জমার মৌরশীস্বত্ব ১১৮ খতিয়ানভুক্ত ৩২-৩১ এঃ জমী মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৫)

১১৫০ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৫২২৸৶৯

ডিঃ বসন্ত কুমারী ঘোষ সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ বুড়োশিবতলা ৩৭০৭।১ খতিয়ানে -০৩শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মায় ছকুঠারী ১ খানা পাকের ঘর, প্রাচীর, পাকা পায়খানা কুয়া ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫০৲

(৩৬)

১৪৩৭ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৪১৩।০

ডিঃ শ্যামাপদ সরকার সাং বুড়াপাড়া

দেঃ রাখাল দাস সিংহ সাং ফুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের ফুলবাড়িয়া গ্রামে প্রমথনাথ সান্যাল অধীন ৩০৬ খতিয়ানে ১০৬২ একর জমী ১৪৸৵৫ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৭)

১৩৩৮ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১১০।৶০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ উষাবালা দাসী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর বৈকুণ্ঠসড়ক

থানা কোতোয়ালীর দোগাছিয়া গ্রামে নদীয়ারাজ ষ্টেটাধীন ২/ জমী ১৶১০ জমা মায় পাকা দোতালা ১১ কুঠারী ইমারত দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

১৫৬৪ দেংজারী ৩০ দাবি ৬০১৸৶৬

ডিঃ অনঙ্গমোহিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ কালী মিত্র দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর (পুরাতন কলেজের পাশে)

থানা কোতোয়ালীর গোয়াড়ী পুরাতন কালেজের ডাক্তার তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ।২ কাঠা জমী ১০॥০ জমা মায় পাকা ঘর ৩ কুঠারি খড়ুয়া ঘর ১টী, কুয়া, পায়খানা, প্রাচীর মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৯)

১৪৪৯ দেংজারী ৩০ দাবি ৩৫৮৲

ডিঃ কালী দাসী দেবী সাং ঘূর্ণী

দেঃ এনাত সেখ সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর খড়ুরেপাড়া

থানা কোতোয়ালীর চাট গোয়াড়ীর খড়ুরা পাড়ার গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় অধীন /৩॥/০ কাঠা জমী ৩॥০ জমা মায় কোঠাঘর ২টী সাজসরঞ্জামাদিসহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪০)

১৫৪৬ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৬৮৸১০

ডিঃ মেহেরুদ্দিন সেখ সাং চাঁদসড়ক

দেঃ কুতুবদ্দি সেখ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর চাঁদসড়ক গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ০৭শঃ জমী ২।৶০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর ১ খানা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৫ খং ৮৬ রায়তিস্থিতিবান জমা -১৪ শতক জমী বাগান মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৪ খং -১৩শঃ জমী ৸/০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ গ্রামে ১৪৬খং -২১শঃ জমী ॥৩ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

৫। ঐ গ্রামে বিপুসেখের অধীন ২৫০খং -১০শঃ জমী ১॥০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর ১খানা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

১৩৫৮ দেংজারী ৩০ দাবি ২৩৬১।১০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারি কোং লিঃ কুঠী আমঝুপী

দেঃ আজাহারালী বিশ্বাস সাং ইব্রাহিমপুর পোঃ দামুড়হুদা

১। থানা দামুড়হুদার ইব্রাহিমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩ খং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ১৩/০ জমী দেঃ ।৶ অংশ মূল্য ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬৬ খং দেঃ নিজাংশে ৭।১॥৶০ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মায় পাকা কোঠাঘর ১টী, দালানঘর ১টী, সিড়িঘর, চিলাকোটাঘর মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য ২৫০৲

৩। মৌজে গোপালপুর গ্রামে ৩১৩ খং নিজাংশে ৭৸৩ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ৭০৲

৪। মৌজে ইব্রাহিমপুর, ৩১২ খং নিজাংশে ১।১।৶ জমী ২৸/১॥ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৫। মৌজে রামনগর গ্রামে সম্রাটের অধীন ৩খং ও কলা বাড়ী গ্রামে ১৮খং নিজাংশে ১৩॥৪॥০ জমী ৩॥৮ জমা মালেকী স্বত্ব মূল্য আঃ ৭০৲

৬। মৌজে ইব্রাহিমপুর ডিক্রীদার সরকারে ৩৭৪ খং নিজাংশে ৪৫/২৲/ জমী ৪৬,৭॥ মৌরশী জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬ খং নিজাংশে ৫৸১।/ জমী ১।৶১॥ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪২)

১০৮৮ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১৮৪০/১৫

ডিঃ কুষ্টিয়া লোণ আফিস লিঃ

দেঃ হরিসত্য কর দিং সাং কমলাপুর পোঃ কুষ্টিয়া

১। থানা কুষ্টিয়ার জগন্নাথপুর গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ রায় অধীন ২নং দাইকের অংশে জমী ১২॥০।৶ জমা ১৫৶১৸ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২নং দাইকের অংশে ৫/ জমী ৪॥/১০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

৩। মৌজে কমলাপুর গ্রামে যজ্ঞেশ্বর করের অধীন ঐ দাইকের ৭/ জমী ৭৲ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৪। মৌজে মন্মথপুর গ্রামে অক্টেভিয়াস ষ্টিল এণ্ড কোং অধীন ৩৩ খং -৩৫শঃ জমী মূল্য আঃ ১৫০৲

(৪৩)

১০৯০ মণিজারি ২৮ দাবি ২১৮৫৻৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ অরবিন্দুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ হাটশালা

১। থানা চাপড়ার মহেশনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৫৮-৬৬৭ খতিয়ানে ৩৬-২০এঃ ৯৪৸৩ জমা দেঃ ॥/১২ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। থানা নাকাশীপাড়ার রাধানগর গ্রামে ২১২।২১৩।২১৪ খতিয়ানে ৭-৯০এঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ॥/১২ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

৩। থানা চাপড়ার মহেশনগর গ্রামে ও নাকাশীপাড়ার রাধানগর গ্রামে ডিক্রী-

দার সরকারে ৯৫০৲ মৌরশী জমা ৷/১২ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

১৩৫৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৬৩০৷৷/৬

ডিঃ রামপদ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ বেণুপদ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের মাটীয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীন ১০৭ খতিয়ানে ০৬শঃ জমী ১০/৯ জমা দেঃ ।০ অংশ মায় ২ কুঠারি খড়ুয়া ঘর ১খানা বৈঠকখানা খড়ুয়া ঘর ১খান মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৬৪১ খতিয়ানে ০২ শঃ জমী ।০/৬ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মায় ২ কুঠারী খড়ুয়া ঘর ১ খানি দোকানঘর ১ খানি সরঞ্জামাদি মূল্য ৪০৲

(৪৫)

১৪৫৬ মণিজারি ৩০ দাবি ১৫৪।০/৯

ডিঃ নন্দগোপাল বিট সাং নবদ্বীপ

দেঃ ভূপতি ভূষণ দত্ত সাং ও পোঃ বাজালঝি

থানা নবদ্বীপের নন্দীপাড়া গ্রামে তারাপদ চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৩১৩ খতিয়ানে ১৭শঃ জমী ১৮/ জমা দেঃ ।০ অংশ মায় বাড়ীঘর মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

১১০৯ মনিজারি ৩০ দাবি ১৩৯৷৷০/৬

ডিঃ প্রমদা সুন্দরী দাসী সাং নিমতলা

দেঃ পঙ্কজিনী দাসী মোঃ বানিডাঙ্গা পোঃ হাটচাপড়া

থানা কোতোয়ালীর গোবিন্দসড়ক গ্রামে মাণিকলাল মিস্ত্রীর অধীন ৪০৩ খতিয়ানে ৭শঃ জমী মকররি মৌরশী জমা ১৲ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৭

১৩১৫ মণিজারি ৩০ দাবি ১৬৮০/০

ডিঃ গোরাচাঁদ বিশ্বাস সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ গয়াদাসী সাং ও পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ সরোজ কুমার মুখোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৩১০৮ খতিয়ানে ২শঃ জমী ১।৴ জমা মায় তদুপরিস্থিত [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৮)

১২০৩ মণিজারি ৩০ দাবি ৪৩৬।৴০

ডিঃ বিষ্ণুপদ শ্রীমণি দিং সাং কলিকাতা

দেঃ রামমণী মজুমদার সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক নিলমণি প্রামাণিকের সেরেস্তায় ৪৯২ খতিয়ানে ০০৪শঃ বসতবাড়ী ১৮/০ জমা মায় ৩ কুঠারি পাকা ইমারত দুয়ার জানালা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৯)

১৪৯৯ মণিজারি ৩০ দাবি ১১০৮০

ডিঃ শরত্কুমারী দেবী সাং মাথুরিয়া

দেঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা ও মৌজে কালীগঞ্জ ব্যোমকেশ সান্যালের অধীন ১৭০ খতিয়ানে ০৯১শঃ জমী ১।৴৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

১০৬৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৪২৪।৩

ডিঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস সাং শান্তিপুর

দেঃ গিরীন্দ্রনাথ নাগ সাং ও পোঃ ঐ (সুত্রাগড়)

১। থানা শান্তিপুরের সুত্রাগড় গ্রামে ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন ১/০ বিঘা জমী ৫৲ জমা ও উপর নীচে ৭ কুঠারী পুরাণ দালান ১টি দরদালান কুয়া পায়খানা পাচীরাদি মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় জমী।০ কাঠা ২৲ জমা মায় কুঠারী ১টী লম্বা পাকা ঘর গুদাম ঘর ১টি মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে রজনীকান্ত ঠাকুর অধীন ।০ কাঠা জমী ১।০ জমা মায় পাকা কুঠারী ৪টা কুয়া পায়খানা মূল্য আঃ ২০

৪। ঐ গ্রামে পাঁচুগোপাল ঠাকুর অধীন ৮০ কাঠা জমী কায়েমী মকররী জমা ২৷৷০ মায় আমকাঠাদি মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন /৩ কাঠা জমী ৮০ জমা কুঠারী ১টী কুয়া পায়খানা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫১)

১৩২৭ মণিজারি ৩০ দাবি ১০৯৮/৬

ডিঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ পরাণ চন্দ্র পাল সাং ও পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩১২৮ খতিয়ানে ১৭শঃ জমী মায় পাকা বাড়ী ও যাহা কিছু আছে দেঃ ।/৬৷৷/ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫২)

১৩০৩ মণিজারি ৩০ দাবি ১৭১।৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকভাতিশালা

দেঃ পাঁচু মণ্ডল মহৎপুরে সাং সোণাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৬৬ খতিয়ানে ১০৬৩এঃ জমী ১১৮/৯ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১১০৩ খং ৪১শঃ জমী ০/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১২৬খং ১০২৫এঃ জমী ১০৷৷৯ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

৬৫৯ মণিজারী ৩০ দাবি ৩০৪৮০/৯

ডিঃ কেশবচন্দ্র বিশ্বাস সাং পাদিনালা

দেঃ আনেরুদ্দি বিশ্বাস দিং সাং ডিমপুর পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার ডিমপুর গ্রামে জ্যোতিন্দ্র বসুর অধীন ১৯ ও অধীন ২০—২৯ খতিয়ানে ২৯-২৪ এঃ জমী ৩৪।০/৩ জমা ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধিন নিষ্কর চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব ৭৫৭ খং ৫০১৩ এঃ জমীর ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ গ্রামে অপনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৬৩১ খতিয়ানে ৩০৮৯ এঃ জমী ৪।৪ রায়তি মকররি জমা ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে অক্ষয়পদ মুখোপাধ্যায় অধীন ৯০৬ ও অধীন খতিয়ানে ২২-৫৫ এঃ জমী রায়তি মকররি জমা ৩৫।৴০ দেঃ ০/০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ গ্রামে অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় অধীন ৬৪৮ খতিয়ানে ৩০৫০ এঃ জমী ৫৷৷০/ জমা ।০ অংশ মূল্য আঃ১০৲

(২)

৯১৫ মণিজারী ৩০ দাবি ১২৲

ডিঃ রাসবিহারী বিশ্বাস সাং শিবপুর

দেঃ আশুতোষ সেখ দিং সাং মেচপোতা

১। থানা নাকাশীপাড়ার মেচপোতা গ্রামে শ্রীরাধানন্দদাস জমাদারের অধিন ৫৯ খতিয়ানে ০২১শঃ জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬-২৭ এঃ জমী ২৭৲ জমার ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

১৩০০ মণিজারী ৩০ দাবি ৩৫।৴৬

ডিঃ পঞ্চাননী দাসী সাং কালিঙ্গা

দেঃ রব্বানি সেখ সাং ও পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার বাজালঝি গ্রামে মন্মথ পাল চৌধুরীর অধিন ৪১০ খতিয়ানে ৩৪ শঃ জমী ১।৩ জমা মূল্য আঃ ১০

(৪)

১৩৯৫ মণিজারী ৩০ দাবি ২৮৷৷৴৮

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ অধর মণ্ডল সাং চাপড়া পোঃ বাজালঝি

১। থানা ও মৌজে চাপড়া রাখাল দাস সিংহের অধীন ১৩ খতিয়ানে ৬-৪৯ এঃ জমির ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। মাজদিয়া গ্রামে ঐ অধীন ২০ খতিয়ানে ৭-৪৯ এঃ জমির ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। মালমগাছা গ্রামে ঐ অধীন ৯ খতিয়ানে ০৯১ শঃ জমীর অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১১৯১ মণিজারী ৩০ দাবি ১১১৮৴০

ডিঃ যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ অধর মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা ও মৌজে চাপড়া গ্রামে রাখালদাস সিংহের অধীন ১৩ খতিয়ানে ৬-৪৯ এঃ জমী দেঃ ৮০ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানা মাজদিয়া গ্রামে ঐ সেরেস্তার ২০ খতিয়ানে ৭-৪৯ এঃ জমী উটবন্দী দেঃ ৮০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা মালমগাছা গ্রামে ঐ সেরেস্তার ৯ খতিয়ানে ৯১শঃ জমীর ৮০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১৩৯৭ মনিজারী ৩০ দাবি ৮৭৮০

ডিঃ বসন্তকুমারী দাসী সাং বাণিয়াখড়ি

দেঃ হাজিয়ান বিবি দিং সাং ঐ পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার বাণিখড়ি গ্রামে নফরপাল চৌধুরী দিং অধীন ১৩১ খতিয়ানে ৬০০১ জমী রায়তি মকররি জমা ৯৮/৩ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে কুঞ্জবিহারী বসুর অধীন ৪১২ খতিয়ানে ০৩২শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

৩। আলকা গ্রামে নফরপালচৌধুরী অধীন ৭৯ খতিয়ানে ৭ ৮৩ এঃ জমী ১[illegible] জমা মূল্য আঃ১০৲

(৭)

১৩৯৬ মনিজারি ৩০ দাবি ২৯।৯

ডিঃ সুখাননী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাটেশ্বরী দাসী মোঃ ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার লক্ষ্মীপুরা গ্রামে মন্মথ পাল চৌধুরীর অধীন ২১১ খতিয়ানে ৯৭শঃ জমি ১।৴ জমা ৷ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৮৮৬ মণিজারী ৩০ দাবি ৫৮৮০

ডিঃ ভোলানাথ কর্ম্মকার সাং মহেশনগর

দেঃ হজরৎ দফাদার সাং ঐ পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার মহেশনগর গ্রামে শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর অধীন ১৭ খতিয়ানে ১০০৪৭ এঃ জমী ১১৲ জমা দেঃ ০/০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

৮৮৯ মণিজারি ৩০ দাবি ৭১।৴৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ সিদ্ধেশ্বরী দাসী সাং ও পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার হাটরাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯৬ খতিয়ানে ২-৭৯এঃ জমী স্থিতিবান জমা ৮৬ দেঃ ৷৴৮ অংশ মা ০ আম কাঁটাল বাগান মূল্য আঃ ৫০৲

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৬০৲
  - ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৲
  - ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৲
- ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
- ৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
- ৫। শুদ্ধমতত্ত্ব ।০
- ৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- ৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ১০। যুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ১১। বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ১২। জৈবধর্ম্ম ৲
- ১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
- ১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
  - ঐ (বাঁধা) ৸০
- ১৬। বীণ-বিদগ্ধ দর্শন ৶০
- ১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
- ১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ।৶০
- ১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
- ২১। গীতমালা ৴১০
- ২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
- ২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
- ২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
- ২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
- ২৭। শরণাগতি ৴০
- ২৮। গীতাবলী ৴০
- ২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
- ৩০। সাধনকণা ৴
- ৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
- ৩২। নবদ্বীপশতক ৴
- ৩৩। অর্থপঞ্চক ৴
- ৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
- ৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১৲
- ৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ।৴০
- ৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
- ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- ৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
- ৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
- ৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
- ৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

- ৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
- ৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
- ৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
- ৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
- ৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
- ৫৬। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৭। নামভজন ।০
- ৫৮। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
- ৫৯। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
- ৬০। চোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
- ৬১। দি ভাগবত ।০
- ৬২। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
- ৬৪। সাধন পথ ।০
- ৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
- ৬৬। গীতাবলী ৴১৲
- ৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, চরিত্রনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্‌—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার যুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রা[illegible] ([illegible])

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ২৫শে অক্টোবর

(১০)

১৩৫০ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২৭৮৲

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার সাং মাধবপুর

দেঃ দেলজান বিশ্বাস সাং পিপড়া-গাছি পোঃ বাজালঝি

১। থানা চাপড়ার পিপড়াগাছি গ্রামে গগন চন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ২৭১:৫২ খতিয়ানে ৪।২। জমী ৫।৷৵৫ জোত জমা মায় ৪ চালা খড়ুয়া গোয়ালঘর ১টি ঐ ৫ চালা বাসের ঘর ১খানা ঐ রান্নাঘর ১খানা ঐ ৫ চালা বাসের ঘর ১খানা ঐ ৮ চালা বাসঘর ১খানা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে জয়দুর্গা দাসীর অধীন ১৫১ খতিয়ানে নিজাংশে ৪-১৭এঃ জমী ৬৵ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১১)

১৫২১ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২১৯৵

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল দিং সাং বাকিরগাছি

দেঃ খাজেবান্নু বিবি দিং সাং দিগড়ি পোঃ কাটচাপড়া

থানা চাপড়ার দিগড়িগ্রামে জয়দুর্গা দাসীর অধীন ৬১ খতিয়ানে ২৭-৬৮এঃ জমী রায়তি মকররি জমা ৩৫৷৴১০ ইহার রকম ।০ আনার ৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

১৩৭৭ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৪৫৷৶৯

ডিঃ আবদুল রহমান বিশ্বাস সাং ভৈরবচন্দ্রপুর

দেঃ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেতনা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর বেতনাগ্রামে ১১৪৮।১১৪৭।১১৪৬।১৯২।৯৫৬।২০৭।৪০৬ ৪০৭।৬০৮।৩১৭।৩৫৪।১৭২৪।১৭২৯।১৭৩৩। ১৭৭০।১৮৩৭।১৮৩৯দাগে ৪০॥০। দিঘা লাখরাজ জমী মূল্য আঃ ২০০৲

(১৩)

১১৫৪ খাংজারি ৩০ দাবি ১৯৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালীপদ দত্ত সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া নারায়ণপুর গ্রামে [illegible] সরকারে ৫৫ খতিয়ানে ১৩শঃ [illegible] জমা মূল্য আঃ ৮৲

(১৪)

১১১[illegible] খাংজারি ৩০ দাবি ৩৯।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ হেবলু সেখ সাং শালিগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া শালিগ্রামে ডিক্রী-[illegible] সরকারে ১৯ খতিয়ানে ২-৩৬ এঃ জমী ১।০ নিরিখ মূল্য আঃ ২৮৲

(১৫)

১৭৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২১৭৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নৃসিংহ দাস সিংহ দিঃ সাং কাশিয়া ডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া জগন্নাথপুর গ্রামে নলিনাক্ষ দত্তের সরকারে ৬৯।৭২০ খতিয়ানে ১-৮৮ এঃ জমী মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা ২॥৮, ইহার ৶৬॥৴৴০ অংশ মূল্য ১০০৲

(১৬)

১২৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৯॥৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ লক্ষীবিবি সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৬১৭ খতিয়ানে ৫-৫৩ এঃ জমী ১০৶৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

১১১২ খাংজারি ৩০ দাবি ২৮।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আতল সেখ সাং গোয়াল চাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৮৪৬ খতিয়ানে ৯৬ শঃ জমী ১৵০ নিরিখ মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

১১২৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২৮।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তুইু মণ্ডল সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৫ খতিয়ানে -৯৭শঃ জমী ১৵৬ নিরিখ মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

১১৫৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪৶৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গৌরচন্দ্র পাড়ুই দিং সা নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার নারায়ণপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬৫ খতিয়ানে -৮৬শঃ জমী ২॥৶২ জমা মূল্য আঃ ১৪৲

(২০)

১৩৭৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৪১৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ অমূল্য ঘোষ সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৭৪ খতিয়ানে ১-৫৫এঃ জমী ১৵০ নিরিখ মূল্য আঃ ৩০৲

(২১)

১১১৬ খাংজারি ৩০ দাবি২৭৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভোলাকুয়া সেখ দিং সাং ভোলা-ডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯৯ খতিয়ানে -৯১শঃ জমী উটবন্দী ১।০ নিরিখ মূল্য আঃ ১৮৲

(২২)

৯৮৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১০॥৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ বাছু সেখ কয়াজী সাং ও পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার বাজালঝি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৶৩৵০ জমী ১৵৫ জমা মূল্য আঃ ৪৲

(২৩)

৯৮১ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মবনাগী সেখ সাং ও পো বাজালঝি

থানা চাপড়ার বাজালঝি গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে ৩২৪ খতিয়ানে ৪।১৶৶০ জমি ৭৷৫ জমা মূল্য আঃ ১০

(২৪)

৯৮৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭৶৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল ঘোষ মটকাউড়া সাং জামিরাডাঙ্গা পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার মহৎপুর গ্রামে ডিক্রি-দার সরকারে ২৷০। জমী উটবন্দী ১।০ নিরিখ মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

১২৫৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৮।৶৯

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ সাং বোয়ালমারি

দেঃ ফণীভূষণ শুকুল সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা হাসখালীর মুচিকুলবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৩৮ খতিয়ানে ৬-৩০ এঃ জমী ৯॥৶৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

১২৬২ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৫॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ৩৪৫ খতিয়ানে ৯-৯৬এঃ জমী ২৪।৮ অস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১১৩০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪।৬

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাজিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ বাবুমণ্ডল সাং ভীমপুর পোঃ বাজালঝি

থানা হাসখালীর দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৬৬ খতিয়ানে -৬২শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

৭৯০ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৮৶৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিজয়বিলাল ঘোষ সাং গোপাল-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার গোপালপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৩ খতিয়ানে ৫-৭৬এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

৯৫৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭১॥৶৬

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী দিং সাং ঘুর্ণী

দেঃ দেরাজতুল্লা মণ্ডল সাং জয়পুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর জয়পুর গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ১০১৯।১২২৭ খতিয়ানে ৪৬।৪।৴ জমী ৭।৭॥ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

১২৪৯ খাংজারি ৩০ দাবি ২০৮।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এমামালি মণ্ডল সাং জয়পুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর জয়পুর গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ৭৭৭ খতিয়ানে ৩৪৶০৶ জমী ৩৪৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩১)

১৭১৩ খাংজারি ২৯ দাবি ১০০৶৶৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ মোঃ কাঠাল পোতা

দেঃ আজিরন বিবি দিং সাং মুন্সীপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার রাজিনপুর গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ১৮৮ খতিয়ানে ৬-২৩ এঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(৩২)

৭৩১ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৯৫।৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ খেপাই মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ৬৫৭।৫৯৪ খতিয়ানে ৩০-৭১ এঃ জমা কণভারসন মধ্যে ৬৩৴০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

১১৪৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৮।৴৩

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাজিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পঞ্চু ঘোষ সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ৭৯৮০ খতিয়ানে ১-৩২ এঃ জমী ৫।৴০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১১৩৯ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪০॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালু মণ্ডল দিং সাং চাকুলিয়া পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর চাকুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৮।৮১।৮২।৯৩।১০৫

খতিয়ানে ৬-৩৩এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

১০৪১ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফজু মণ্ডল সাং বাগবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বাগবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮২ খতিয়ানের জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৩৬)

১১৪৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২২৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সুশীলাবালা দাসী দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩ খতিয়ানে ১-৬৭এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

১০২৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৬৸৵৩

ডিঃ গগন চন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ নীরোদ গোপাল রাহা দিং সাং পাটুলী পোঃ বানকুল্লা

থানা হাসখালীর পাটুলী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫ ও অধীন ৬ খতিয়ানে ১২-৮২ এঃ জমী রায়তি মকররী জমা ১৮।৶১০ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৮)

৬০[illegible] খাংজারি ৩০ দাবি ১৮৶৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ সুবোধ খ্রীষ্টান সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মাজদিয়া গ্রামে রাখালদাস সিংহের অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ২-৩৪ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৮০১ খাংজারি ৩০ দাবি ১১৪৸৵৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং চকহাতিশালা

দেঃ কানাইলাল সিংহরায় দিং সাং ও পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার ক্ষীদিরপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২০ খতিয়ানে ৫৮-৭১ এঃ জমী ১৭৸৶ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪০)

৭৯১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৪৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামলাল সেখ সাং গোপালপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার গোপালপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২০ খতিয়ানে ১-৩৮ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

৬৭২ খাংজারী ৩০ দাবি ১৩৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিহারিলাল ঘোষ দিং সাং গোপালপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার গোপালপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৪ খতিয়ানে ১০-৮৫এঃ জমী ১২৸৶১৭॥ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

১৮৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২৩৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালু মণ্ডল দিং সাং চণ্ডীপুর মপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার মালমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২ খতিয়ানে ৪·৮৫ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান্ জমা ৬৷৶১০ মূল্য ২৲

(৪৩)

১২২৭ খাংজারী ৩০ দাবি ৯৪।৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচু মোল্লা সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১।৩২ খতিয়ানে ৯/।৶০ জমী উটবন্দী মূল্য ১৫৲

(৪৪)

৫০৪ খাংজারী ৩০ দাবি ১২৯৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মানাজ সেখ মল্লিক দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিলকুমারী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯২ খতিয়ানে ১৪-৮৪ এঃ জমী ২৯৸৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৫)

৫৪৭ খাংজারী ৩০ দাবি ৭৬॥৶৩

ডিঃ ছায়াবতি দেবী সাং কালনা

দেঃ আহাম্মদালি সেখ দিং সাং উমারপুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর উমারপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪১৬ ও অধিন ৪১৭ —৪২১ খতিয়ানে ১৭-১৪ এঃ জমী ১৫৸০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

৫৪৮ খাংজারী ৩০ দাবি ২৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাহাদত বিশ্বাস দিং সাং বুনারি পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর উমারপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪১৫ ও অধীন খতিয়ানে ১৬-৫৮ এঃ জমী .৪॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৭৩৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৮।৶

ডিঃ সুধাময় রায় সাং দিগম্বরপুর

দেঃ চাঁদেবালী মণ্ডল দিং সাং পাথীটড় পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর উমারপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৯৮ ও অধীন ৯৮—১০২ খতিয়ানে ৯-৯০ এঃ জমী ৬৸০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

৭৬৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২৩৲

ডিঃ সুধাময় রায় সাং দিগম্বরপুর

দেঃ হীরালাল ঘোষ দিং সাং উমারপুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর উমারপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২২ খতিয়ানে ৩৪শঃ জমী ২৶ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১০৩১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫॥৵৩

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ সর্ব্বসুন্দরী দাসী দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদারে সরকারে ৮৮১ খতিয়ানে ৩-৩২ এঃ জমী ৪৲ জমা মায় স্বপ্রজা মূল্য ১০৲

(৫০)

১৪০৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৬২৩।৶৬

ডিঃ কালীকুমার মুখোপাধ্যায় সাং দক্ষিণ হরধাম

দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় সাং ও পোঃ সোনাডাঙ্গা

ডিক্রীদার সরকারে থানা চাপড়ার অধীন বৃত্তিহুদা ৯৩নং তালুক হুদা ১৮৭ নং লক্ষ্মীগাছা, ৬২২ নং গোখুরাপোতা, ৩৩৬ নং কাপাস ডাঙ্গা, ১৫২৯ নং গাটরা, ৪৩৫ নং মহেশপুর, ৪৬২ নং পত্তনী জমা ৫৩৫॥৶০ জমী ১১৪/৪ বিঘা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫১)

১২২৬ খাংজারী ৩০ দাবি ২১।৬

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালীমতি বিবি সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৪৬১ খতিয়ানে ৪৯শঃ জমী ২৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৩৲

(৫২)

১০৯৯ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৸৶৯

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ জবেদ মল্লিক সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫২৭ খতিয়ানে -২৩শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১৲

(৫৩)

১১০২ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কাফেল মল্লিক সাং লক্ষীগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৫০ খতিয়ানে ১-৮৩ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৭৲

(৫৪)

১১০৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শীতল সেখ দিং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৬৬ খতিয়ানে ২-৯৭ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

১১০৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৪৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির চাঁদ মণ্ডল সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৫০ খতিয়ানে ৫-১৬ এঃ জমী ১৩।/৬ গরকায়েমী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

১২৮৪ খাংজারি ৩০ দাবি ২৯॥৶

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ সুপান বেওয়া সাং বাদলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বাদলাঙ্গি গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৪২৪ খতিয়ানে ৬-৭৮ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৭)

১২৮৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফেলী বেওয়া সাং কুলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কুলিয়াদহ গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১৬২ খতিয়ানে ২-১৬ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৫৮)

১২৮৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৪৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটীক সেখ সাং কুলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কুলিয়াদহ গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১৫৮।১৬০ খতিয়ানে ২-৮৭এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৫৯)

১০৩৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ চাঁদের হালসানা দিং সাং কুলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কুলিয়াদহ গ্রামে রাখালদাস সিংহ সরকারে ৩৮ খতিয়ানে ৫-৪২এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৩০৲

(৬০)

১২৮৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৭॥৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মোহিনী বিবি সাং কুলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কুলিয়াদহ গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং সরকারে ২০৩খতিয়ানে ৫-৭৫এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২০৲

(৬১)

১২৮৮ খাংজারি ৩০   দাবি ১৮৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার কুলিয়াদহ গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং সরকারে ২০৪ খতিয়ানে ১-২২এঃ জমী অস্থায়ী ৬৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬২)

১২৯৮ খাংজারি ৩০   দাবি ৯৪৮/৬

ডিঃ চন্দ্রশেখর রায় সাং দাহুপুর

দেঃ হৈমবতী বর্ম্মণা সাং সুধাকরপুর পোঃ কাশিয়াডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন সুধাকরপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৪৭ ও অধীন ৩৪৮-৩৫৩ খতিয়ানে ৫-৭৫ ৫ঃ জমী ১৮৸৶৩ রায়তিস্থিতিবান্ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

(৬৩)

১০৩০ খাংজারি ৩০   দাবি ৫৬৻৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং আড়ংঘাটা

দেঃ বসন্তকুমারীদেবী সাং ও পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর পশ্চিম হরিণডেঙ্গী গ্রামে ৩৬৭।৩৬৮ খতিয়ানে ৩-৪৫ একর মৌখালী গ্রামে ২১৬—২২৩ খতিয়ানে ৯-৮২ একর জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্র মায় প্রজা মূল্য আঃ ৪০৲

(৬৪)

১৩০৫ খাংজারি ৩০   দাবি ১০৬৸৶৯

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ একাব্বর মণ্ডল সাং পাটুনী পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর পাটুনী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৫ খতিয়ানে ১২-৮৭ এঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ৩৩৶৮ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৫)

১২৯২ খাংজারি ৩০   দাবি ১৯৷৷৩

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাজিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ কজের মণ্ডল সাং বাগবারিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার গাটরাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬২ খতিয়ানে ২-৫৪ একর জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৬৬)

১১৮২ খাংজারি ৩০   দাবি ১৮৸৵৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মোক্তার সেখ দিং সাং ও পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৪৩ খতিয়ানে -৮২শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১১৬৪ খাংজারি ৩০   দাবি ১৫৻৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভণ্ডুলি সেখ সাং পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার গোপীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩১ খতিয়ানে -২৬শঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য ২৲

(৬৮)

১২২৮ খাংজারি ৩০   দাবি ৪৫৷৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হজসেখ বেড়ে সাং শিকরা পো বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৯ খতিয়ানে ১·৫৬ একর জমী উটবন্দীজোত মূল্য ১০৲

(৬৯)

১১৬৫ খাংজারি ৩০   দাবি ২৯৷৷/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নবাই সেখ সাং ও পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩।৩২২।৮৭৪ খতিয়ানে ১-১১এঃ জমী ৸৵৮ জমা উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৭০)

১১৬৬ খাংজারি ৩০   দাবি ৮৫।০

ডিঃ ঐ

দেঃ মকবুল সেখ সাং ও পোঃ বড়-আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার গোপীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৬ খতিয়ানে ৩-২৪ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

১১৬৭ খাংজারি ৩০   দাবি ৩৬৷৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির সেখ সাং পোঃ বড়-আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৬৮ খতিয়ানে -৪১শঃ উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ৭৲

(৭২)

১১৬৮ খাংজারি ৩০   দাবি ১৯৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তজসেখ ফকির সাং পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৩৭ খতিয়ানে -২২শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২৲

(৭৩)

১১৭০ খাংজারি ৩০   দাবি ১৪৸৵

ডিঃ ঐ

দেঃ কেনরাম লাল সিংহ দিং সাং পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সামিল বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৩৪ খতিয়ানে -০৮ শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৪৲

(৭৪)

১১৬৯ খাংজারি ৩০   দাবি ১৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ লক্ষীকান্ত সিংহ সাং পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৭৩ খতিয়ানে -০৭শঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৲

(৭৫)

১১৭১ খাংজারি ৩০   দাবি ৪০৷৷৶

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকছেদ খাঁ সাং পোঃ বড়-আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৫৫ খতিয়ানে -৯৩ শঃ জমী ৪।৵০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭৬)

৯২৭ খাংজারি ৩০   দাবি ১৫৬৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হামেদা বিবি দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯৬ খতিয়ানে ৬-৮৩ এঃ জমী উটবন্দী জমা ১৩৸৶১৫ মূল্য আঃ ৩০৲

(৭৭)

১০৮১ খাংজারি ৩০   দাবি ৩৭৸৶৯

ডিঃ বদরি নারায়ণ চেৎলাজিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পিজরদ্দি মণ্ডল দিং সাং মহেশ চন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের মহেশচন্দ্র পুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯৩ খতিয়ানে ১-২২ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৭৮)

১১৪৫ খাংজারি ৩০   দাবি ২০৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা ও মৌজে কৃষ্ণগঞ্জ ডিক্রীদার সরকারে ৭৯ খতিয়ানে ৭শঃ জমী ১৷৷৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭৯)

১১৫১ খাংজারি ৩০   দাবি ৭১৷৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিক্ষু বিশ্বাস দিং সাং ঢাকুরে-পোতা পোঃ হাসখালী

থানা কৃষ্ণগঞ্জের দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৭ খতিয়ানে ৫-৬৮ এঃ জমী ৯৻১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮০)

১০০৫ খাংজারি ৩০   দাবি ১৭৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জোলশি বিবি দিং মোঃ ভাবনা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালির মৌরহাট গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৬।৬৭ খতিয়ানে ৩২শঃ জমী ১৷৷০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮১)

৯৮০ খাংজারি ৩০   দাবি ২২৭।৯

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাজিয়া

দেঃ গৌর গোপাল বিশ্বাস দিং সাং চন্দননগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের চন্দন নগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৯২—৯৯।৩১৫।৩১৬।৫২০ ৫২১।৭৫১।৬৫০—৬৫৪ খতিয়ানে ২১-১এঃ জমী ৩৪।৶৯ জমা মূল্য আঃ ১৭০৲

(৮২)

১০৪২ খাংজারি ৩০   দাবি ১০৫/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গহরালি মণ্ডল সাং বেতনা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর বেতনা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৯৭—৯০৪ খতিয়ানে ১৪-১৩ এঃ জমী ২২৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৮৩)

১০৭৯ খাংজারি ৩০   দাবি ৩৯৻৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চু ঘোষ সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৮ ৩।৭৬ খতিয়ানে ২-৭৮এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৮৪)

১০৮২ খাংজারি ৩০   দাবি ৩২।০

ডিঃ ঐ

দেঃ জেকেরালি মণ্ডল সাং বাগবারিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বাগবারিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৩৭।২০৮ খতিয়ানে ১-৩৪ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২০৲

(৮৫)

১০০৯ খাংজারি ৩০   দাবি ৮৩৷৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং সাং চন্দন-নগর মোং কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০০।৩৭৪।৩২৪।৫৬০ খতিয়ানে ৩-৯২এঃ জমী ১০।৵১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৬)

১০০৮ খাংজারি ৩০   দাবি ৪৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্মথনাথ দত্ত দিঃ সাং মাটীয়ারি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের কৃশবা মাটিয়ারি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৩৯-১০৪৫ খতিয়ানে ১৫০২০এঃ জমী ১৮॥০ জমা মূল্য আঃ ৩৬৲

(৮৭)

১০২২ খাংজারি ৩০ দাবি ১৯৮৵৬

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ ইমানদ্দি মণ্ডল সাং পাটুলী পোঃ বাদকুল্লা

থানা হাসখালীর পাটুলী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০ খতিয়ানে ১৩-২২ বিঘা জমী ৩০৶৯ রায়তিস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৮)

১২১২ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বেজা বেওরা সাং কাটগড়া পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার কাটগড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৪৯ খতিয়ানে -১০শঃ জমী ॥০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(৮৯)

১০২৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১১২॥৶৬

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ গোকা হাহা দিং সাং পাটুলী বাদকুল্লা

থানা হাসখালীর পাটুলি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭ ও অধিন ৩২-৩৬ খতিয়ানে ৬-৪২ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১৩৸৶৩ মূল্য আঃ ২৫৲

(৯০)

১০২৭ খাংজারি ৩০ দাবি ১৪০৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা হাসখালীর বাদকুল্লা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭০ ও অধিন ৭১।৭২ খতিয়ানে ১০-৯২ এঃ জমী রায়তি মকররি জমা ১৯॥৶৩ মূল্য আঃ ৪০৲

(৯১)

১২২২ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৭০৶৬

ডিঃ দয়াময়ী দেবী সাং ভবানীপুর কলিকাতা

দেঃ ক্ষেত্র মোহন ঘোষ দিং সাং বড় মুড়াগাছা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর বড় মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৫ খতিয়ানে একের সাত অংশে পত্তনী জমা ৯৬৸১১৫৪ ঐ সম্পত্তির মূল্য আঃ ৫০০৲

(৯২)

১৩২০ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৩॥৶০

ডিঃ কুসুম কুমারী দাসী সাং টুঙ্গি

দেঃ ফকির চাঁদ মণ্ডল দিং সাং বাণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বাণপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৬ খতিয়ানে ৪-৯৭ এঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ৭৶০ মূল্য আঃ ১৫৲

(৯৩)

১৪৪৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৫৸৶৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ খুদীবালাদাসী সাং গোটপাড়া শিবতলার পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বেকযাইল গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০ খতিয়ানে ৮-৯৬একর জমী উটান্দী মূল্য ৩০৲

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।

ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।

কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই!

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে সকলে যোগদান করুন।
গত ১৮ই আশ্বিন হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বিদ্ধভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, শ্রীগুরুপরম্পরাগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের যাবতীয় নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার ক্রমিকসূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও [illegible] সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তআচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি "শ্রীপ্রাঙ্গ" নবদ্বীপ

Registered No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে আশ্বিন ১৩৩৭ শুক্রবার ১৭ই অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

বিলাতে হাহাকার

বিলাত হইতে ভারতে যে কাপড় আসিত তাহা বন্ধ হওয়ায় বিলাতে হাহা-কার পড়িয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের অনেক কল অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজ সাম্রাজ্যের দুঃখ ঘুচিবার উপায় উদ্ভাবন

লর্ড বীভার ব্রুক প্রস্তাব করেন যে, ইংরাজদিগের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে তাহার সহিত ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্য চলুক এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতে আমদানি মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করিলে ইংরাজ সাম্রাজ্যের দুঃখ ঘুচিবে।

সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর

বিলাতে আমদানি মাল এবং স্বদেশে প্রস্তুত মালের মূল সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ মনে করেন যে শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া আমদানি মালের উপর শুল্ক বসাইলে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৩০৲ টাকা করিয়া আমদানি শুল্ক ধার্য্য না করিলে কোন সুবিধা হইবে না।

বিলাতী মালের মূল্য, আমদানি মালের অপেক্ষা অনেক বেশী; সেইজন্য লোকে আমদানি মালই বেশী ব্যবহার করে। ফলে বিলাতের মাল বিক্রয় হয় না, কার-খানাসমূহ উঠিয়া যাইতেছে। লোকেরা বেকার বসিয়া আছে, কাজ পায় না।

বিলাতে হাহাকার

ইংরাজ সাম্রাজ্যের দুঃখ ঘুচিবার উপায় উদ্ভাবন

সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যুদ্ধসভার সভ্য নির্ব্বাচিত

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

ব্যবসায়ীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান নিষেধ

বারুদ জ্বলিয়া উঠায় মৃত্যু

খেলাফত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

সাঁওতালার বিদেশী-বর্জ্জন

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটিতে ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি

আবার দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩০৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি করিলে লোকেরা অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাদের কষ্ট বাড়িবে। যে মন্ত্রী-মণ্ডলী শুল্ক বাড়াইবেন তাহার পতনও হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যুদ্ধসভার সভ্য নির্ব্বাচিত

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য একটী বিশেষ সভায় উক্ত কমিটী স্থির করিয়াছেন যে উহার অধীন যুদ্ধ সভায় অতঃপর সাত জন সভ্য থাকিবেন না—মোট তিন জন সভ্য থাকিবেন। সমস্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা যুদ্ধসভার হাতে দেওয়া হইবে।

যুদ্ধ সভাই অতঃপর বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য করিবেন।

যখনই উক্ত সভায় সভ্যগণ গ্রেপ্তার হইবেন, তখনই তাঁহারা উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দিবেন। তাঁহারা গ্রেপ্তার হইলে নূতন সভ্যগণ কার্য্য চালাইবেন।

মিঃ নগিনদাস মাষ্টার নূতন যুদ্ধসভার অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পুনর্গঠন করিতে-ছেন। এবং স্বেচ্ছাসেবকদিগের শিবির এবং শাখাকর্ম্মস্থলীর সংখ্যা কম করিয়া ফেলিতেছেন।

বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডব্লিউ গ্রেহাম্ এ্যাবার্ডিনের একটী সভায় প্রকাশ করেন যে বাজারের অবস্থা ভাল করিবার জন্য এবং বেকার সমস্যার মীমাংসার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সাধ্য মত চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার মতে আমদানী শুল্ক বসাইয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

ব্যবসায়ীর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান নিষেধ

বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সভা গোলটেবিল বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করায় কেহই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বারুদ জ্বলিয়া উঠায় মৃত্যু

তিরুপুর হইতে খবর আসিল দূরবর্ত্তী খোটাম গ্রামে একটী পাথরের বাড়ী ভাঙ্গা হইতেছিল। পাথর সরাইবার জন্য বারুদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। একজন মিস্ত্রী বারুদে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিবার পূর্ব্বেই বারুদ জ্বলিয়া উঠায় সে মারা যায়।

বিবিধ সংবাদ

খেলাফত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

কলিকাতার এলবার্টহলে খিলাফত কমিটির কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে কয়েকটী গুরুতর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আসাম, মাদ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশ হইতে বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে কোন সভ্য লওয়া হয় নাই এ সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

বাঙ্গলা হইতে আরও বেশী মুসলমান প্রতিনিধি লওয়া উচিত ছিল।

উক্ত সম্মেলনের মতে মুসলমান প্রতিনিধিগণের উচিত তাহারা যেন নিখিল ভারত মুসলমান সম্মেলনের গত ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে গৃহীত দাবী সমূহ সমর্থন করেন।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ মুসলমানদিগের দোকানে পিকেট করেন—এ বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করা হয়।

সমাজসেবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলমানদিগের জাতীয় সপ্তাহ প্রতিপালিত হওয়ার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

মুসলমান রাজা ও বাদশাদিগের অসম্মানসূচক ছবি যেন বায়স্কোপে দেখান না হয় এবং এরূপ নাটক যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হয় এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার প্রস্তাব হয়।

জয়পুরের মুসলমানদিগের উপর অত্যাচারের বিষয় সরকার বাহাদুরকে জানাইবার ব্যবস্থা হয়।

সম্মেলনের মত এই যে, শাসন-পদ্ধতি এবং কংগ্রেসের প্রতিপত্তিই ভারতের সীমান্তে গোলযোগের কারণ। শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটিতে ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি

হিসাব পরীক্ষক বলিতেছেন যে দিল্লী মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি মোটর লরি কিনিয়া টেক্স দাতাদিগের ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি করিয়াছেন। প্রায় ৭৮ হাজার টাকায় ৭টী লরি কিনিয়া কয়েকমাস পরেই সেইগুলি বিক্রয় করায় এই ক্ষতি হইয়াছে।

যাহাতে পুনরায় এরূপ মূর্খতার কাজ না হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

জোসেনী গ্রাম মতিহারীর নিকট ঐ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত সম্পৎ উপাধ্যায়ের ভূমির উপর স্থানীয় কংগ্রেস অফিস স্থাপিত হয়, এই অপরাধে তাহাকে পুলিস গ্রেপ্তার করে

পাবনায় বিজয়া দশমীর দিন পিকেট করার জন্য মদের দোকানের নিকট দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। পুলিশের কথায় এবং ফরিয়াদির কথায় কোন অংশে মিল না হওয়ায় সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর আসামীদিগকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

গয়া জেলাবোর্ডের উচ্ছেদ করিয়া সরকার বাহাদুর সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন। ১৯২৮ সালে এই ব্যাপার ঘটে। তাৎকালীন চেয়ারম্যান মহোদয় দেখাইয়া দেন যে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ করার কোন কারণ থাকে নাই। গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ এবং দমনের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন এবং অনেক পুরাতন কর্ম্মচারীকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আগামী নবেম্বরে নির্ব্বাচন হইবে। যাহাতে ভূতপূর্ব্ব স্বরাজদলের চেয়ারম্যান পুনরায় বোর্ডে প্রবেশ করিতে না পারেন সরকার পক্ষ তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পাঠক অবগত আছেন যে আর ১০১ নামক সুবৃহৎ বিমানপোত বিলাত হইতে ভারত আসিবার পথে ফ্রান্সে ধ্বংস হয়।

তাহার চালক এবং পথিকগণ, যাঁহারা মারা গিয়াছেন—তাহাদের সমাধি মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। কার্ডিংটনের সেণ্ট মেরিস্ চার্চ্চ নামক স্থানে তাহাদিগকে সমাহিত করা হয়।

যাঁহাদের নাম জানাছিল, তাহাদের নাম এলুমিনিয়ামের পাত্রে লেখা ছিল। ৩৪ জনের নাম জানা যায় নাই। তাহাদের শবাধারে লেখাছিল "অজ্ঞাত নামা বিমান যাত্রীর স্মৃতিকল্পে।"

এই উপলক্ষে একটী বিরাট শোভাযাত্রা হয়, তাহাতে প্রায় এক লক্ষ লোক ছিল।

স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ উপস্থিত থাকিয়া মৃতব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সাঁওতালীর বিদেশী বর্জ্জন

সাঁওতাল পরগণার সরাইয়া, কর্মাট এবং কেরা প্রভৃতি গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বিদেশী কাপড় এবং বিদেশী কাচের চুড়ি পুরা বন্ধ করিয়াছে। তাহারা গালার চুড়ি পরিধান করিতেছে।

কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস

গত সোমবারে হাওড়া জেলার রামরাজাতলায় বহু কনষ্টেবল এবং সার্জেণ্ট ঢুকা-গমন পূর্ব্বক অনেক ঘর এবং কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস করে এবং সাঁতরাগাছী কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারি প্রমুখ কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া যায়।

চট্টগ্রাম আক্রমণ সম্পর্কে যে মোকর্দ্দমা চলিতেছে, তাহার আর তিনজন আসামীকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেপাজতে রাখা হয়। তাহাদিগকে জামিন দেওয়া হইয়াছে।

জমীদার, রায়ত, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কলিকাতার ঠাকুর প্যালেসে একটী সভায় স্থির করেন যে এই বিষয়ে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরকে জানাইবার জন্য তাঁহারা গবর্ণর সাহাদুরের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

লাট সাহেবের দেখা পাইবার কখন সুবিধা হইবে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট একখানি টেলিগ্রাফ পাঠান হয়।

ময়মনসিংহের শ্রীমান যোগেশ মজুমদার দমদমা জেল হইতে বাহির হইবার সাতদিন পরেই পুলিশ তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; সাতজন স্বেচ্ছাসেবককে গাঁজার দোকানে পিকেট করার জন্য পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। দুইজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা পাইয়াছে

ইটালীর কার্ণেরা নামক মুষ্টিযুদ্ধবিৎ আমেরিকায় গিয়াছেন। যেখানকার মুষ্টিযুদ্ধ সভা তাঁহাকে কাহারও সহিত লড়িতে দিবেন না বলিয়া স্থির করা সত্বেও মালোনী নামক মার্কিণ বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করায় উক্ত সভা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মালোনীকে কাহারও সহিত লড়িতে দিবেন না।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কংগ্রেসের সহিত লিপ্ত যুবক সরদারগণ ভারত আক্রমণ করিতেছেন অথবা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তবে বৃদ্ধ সরদারগণ এখন ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যে টাকা ইংরাজের নিকট হইতে পাইতেন। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটায় সে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে আর বন্ধ না হয় সে জন্য তাঁহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে উৎসুক।

ডিব্রুগড় হইতে সংবাদ এই যে ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর দোকানে পিকেট করার জন্য ৪ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গত ১১ই অক্টোবর বরিশালের খবরে প্রকাশ যে পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে ৩ জনের ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মদের দোকানে পিকেট করায় বিহারীলাল সমজদার প্রভৃতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কাপ্তেন ম্যাথু অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছিলেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় ও পোত বিকল হওয়ায় তিনি রেঙ্গুনে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। পরে পুনরায় যাত্রা করিবার সময় ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গাপুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বিমানপোত ভূপতিত হয়।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সস্‌পেণ্ড

গোয়ালপাড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অপর দুইজন কর্ম্মচারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েক ধারা অনুসারে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়ায় সাসপেণ্ড হইয়া আছেন।

সারণ জেলার সোনপুর থানার এলেকাধীন নয়াগাঁও নামক গ্রামের মদের দোকান উঠিয়া গিয়াছে। ক্রেতা নাই বলিলেও চলে। বাঁকিপুর, দানাপুর, মানেরার, ইমামগঞ্জ, ফাতুহা, বক্তিয়ারপুর, বাররাজঃ বাড়, মোর, পাণ্ডারথ, সারেরা নুরসরাই, সোহ, রোহিনী এবং একাঙ্গর সরাইয়ে অস্থায়িভাবে মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ করা হইয়াছে।

কেদার নাথ মোক্তার মতিহারী জেলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন তাহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং ২০০ টাকা জরিমানা হয় টাকা অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আরও ৪ জনের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ত্রিশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে এই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ৮ বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৭

ভক্ত ও ভগবান্

মিলন ও বিচ্ছেদ

প্রত্যহ রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর গৌড়দেশবাসি-ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে আগমন করেন এবং চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাপন করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় গৌড়দেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। প্রভুপাদপদ্ম হইতে প্রভু-বিচ্ছেদ-বিহ্বল ভক্তগণ বিদায়-গ্রহণের সময় প্রভুপাদপদ্মে তাঁহাদের কতই না দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন করেন, প্রভুও আবার তাঁহাদিগকে কত প্রকারেই না সান্ত্বনা প্রদান করেন, মাদৃশ ভক্তিহীনের তাহা উপলব্ধি করিবার মত সৌভাগ্যের অত্যন্ত অভাব। ভক্ত-বিরহে ভগবান্ ও ভগবদ্-বিরহে ভক্ত কিরূপ ব্যাকুল হন, তাহার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য থাকিলে আমরা আর ক্ষণমাত্র-কালও কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইতাম না। কৃষ্ণপ্রীতির অনুভূতির অবর্ত্তমানতাই আমাদের যাবতীয় দুর্দ্দৈবের মূল।

অদ্বয়-জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের একমাত্র ভালবাসার বা প্রেমের পাত্র, আর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহাও আমাদের ভালবাসার পাত্র, তিনি পূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিয়া পূর্ণানন্দ পাওয়া যায়, খণ্ড সসীম বস্তু আমাদের ভালবাসার প্রতিদান-স্বরূপ দুঃখ, শোক, ভয়, মোহই প্রদান করিতে থাকে, তাহাতে আত্মার শাশ্বত শান্তি নাই,—এই কথা বুঝিতে পারিলে আর কি আমাদের দুঃখের কোন কারণ থাকিত?

অবশ্য ভগবান্‌কে ভালবাসিয়াও পরি-তৃপ্তি নাই, সত্য, তবে তজ্জন্য অতৃপ্তিই কিন্তু পরম পরিতৃপ্তির বিষয়। যেখানে ভালবাসিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় মনে হয়, সেখানে ভালবাসার স্বরূপোপলব্ধির আত্যন্তিক অভাব। কৃষ্ণপাদপদ্মকে ভাল বাসিয়া অতৃপ্ত হইলেও জাগতিক অতৃপ্তির ন্যায় তাহা দুঃখশোকাময়প্রদ নহে।

আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের নাম কাম, সেই কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধের উদয়, ক্রোধোদয়ে সম্মোহ, তাহা হইতে স্মৃতি-ভ্রংশ, স্মৃতিলোপ হইতেই বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধি-নষ্ট হইলেই আত্মবিনাশ-লাভ। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামের অতৃপ্তি হইতে ভক্তের যে ক্রোধাদির উৎপত্তি, তাহাই কৃষ্ণের আস্বাদ্য বিষয়। ভক্ত চক্ষুদ্বারা ভগবদ্রূপ দর্শন করিতে গিয়া যে অশ্রু-পুলকাদির নিন্দা করেন, তুণ্ডদ্বারা ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া যে বহুতুণ্ডাভাব জন্য বিলাপ করেন, কর্ণদ্বারা কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে গিয়া যে অর্ব্বুদকর্ণের স্পৃহা জ্ঞাপন করেন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিয়াও যে 'কৃষ্ণ ভজন হইল না' বলিয়া অতৃপ্তি প্রকাশ করেন, তাহা ভক্তের কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয়, তাহারই নাম বিপ্রলম্ভ রস, কৃষ্ণ তাহাই আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা সতৃষ্ণ।

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ মহাপ্রভু

ভক্ত-ভগবানে বিদায় গ্রহণ লীলা হইতেছে। মহাপ্রভু তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন আর আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন—তোমরা সকলেই প্রত্যহ রথযাত্রা দর্শনচ্ছলে নীলাচলে আসিও। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন—আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করিও। নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন—গৌড়দেশে গিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রকাশ করিও; রামদাস গদাধর আদিকে তোমার প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য দিলাম। মধ্যে মধ্যে আমি গৌড়ে গিয়া অন্যের অলক্ষিতে তোমার নৃত্যদর্শন করিব। শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নৃত্য করিব, তুমিই তখন আমার দেখা পাইবে, আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, মাতাকে এই বস্ত্র ও প্রসাদ দিবে এবং বলিবে তাঁহার রন্ধন আমি নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকি। রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন—তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার বশীভূত। আবার সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া তাঁহার কৃষ্ণ-সেবা-প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইঁহার "পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম," নারিকেল ভোগ-প্রদান ইঁহার এক অলৌকিক নিষ্ঠার পরিচয়। এই বলিয়া পণ্ডিতকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। শিবানন্দ সেনকেও ঐরূপ সম্মান দিয়া বলিলেন—তুমি বাসুদেবদত্তের সরখেল হইয়া তাঁহার আর ব্যয় সমাধান করিবে, আর প্রত্যহ সকল ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গুণ্ডিচায় আসিবে। কুলীনগ্রামীকে বলি-লেন—তোমরা প্রতিবৎসর জগন্নাথের জন্য পট্টডোরী লইয়া আসিবে; গুণরাজখানের রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়গ্রন্থের "নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ"—এই একটী বাক্য হইতেই আমি তাঁহার বংশে আত্মবিক্রয় করিয়াছি, তোমাদের কিবা তোমাদের গ্রামের অন্যলোকের কথা ত' দূরে থাক্, তোমাদের গ্রামের কুকুরটী পর্য্যন্তও আমার প্রিয়।

কুলীনগ্রামীর প্রশ্ন ও মহাপ্রভুর উত্তর

প্রথমবৎসর

কুলীনগ্রামী সত্য-রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজ খান—ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ বসুবংশোদ্ভব গৃহস্থ বৈষ্ণব; ইঁহারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সাধন কি?' মহা-প্রভু উত্তর করিলেন—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই গৃহস্থ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।" সত্যরাজ বুঝিলেন—কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থলে বৈষ্ণব-সেবার কথা থাকায় বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ঐ দুইটী কৃত্য কখনই শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না, আবার বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলেও বৈষ্ণব সেবন-কার্য্যটী বড়ই কঠিন হয়; তজ্জন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে? বৈষ্ণব কে? তাঁহার সামান্য লক্ষণ কি? তাহা আমাকে বলুন?" মহাপ্রভু বলিলেন—যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য বৈষ্ণব। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লৌকিক বা পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ গুর্ব্বানুগত্যে শাস্ত্রানুশীলন-দ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপথ আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, এই জন্যই কেবল শ্রীমূর্ত্তিপূজককে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' প্রভৃতি শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে, 'বৈষ্ণব' বলা হয় নাই। মহাপ্রভু কিন্তু কুলীনগ্রামীকে ঐরূপ প্রাকৃত বৈষ্ণবের কথা বলিতেছেন না। কুলীন-গ্রামী প্রথমবৎসর মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-সেবার কথা জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিতেছেন—অন্যাশ্রয় প্রতীতি-শূন্য হইয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া নিরপরাধে একবারও কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধবৈষ্ণব,' বৈষ্ণবপ্রায় নহেন, গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন। সম্মান-দ্বারা মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই, কেননা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদিদোষে দূষিত থাকিতে পারেন, ভক্তসেবার মূল্য না বুঝিতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভু-কথিত নামাপরাধ-শূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী নামাশ্রিত বৈষ্ণবের সে সকল দোষ থাকি-বার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং গৃহস্থ-লোকের পক্ষে বৈষ্ণব সেবার জন্য এরূপ কৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবা-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রী-কৃত 'উপদেশামৃতে' বলিয়াছেন—"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ।" এই শ্লোকে শ্রীরূপ-প্রভু কর্ত্তৃক ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, "যাহা হইতে জড় ভোগবাসনাতীত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত-তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাসনা থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবে।" যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত-চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নামীর সহিত অভিন্ন জানিয়া—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হয় জানিয়া পরমশ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, কৃষ্ণনামে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধার প্রাকট্য বশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে পারঙ্গত না হওয়ায় শুদ্ধভক্তের উপাদানগুলিকে ও শুদ্ধভক্তকে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগুরুর সেবা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ-ফলে ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অর্থাৎ দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। শ্রীনামে প্রীতিরহিত, কেবলমাত্র শ্রীঅর্চ্চায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সুতরাং নামাশ্রিত ভক্তে মৈত্রী ও অজ্ঞানভক্তজনে কৃপা করিতে অক্ষম ব্যক্তি নাম-নামী অভিন্নজ্ঞানে নামভজনে রুচিবিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভক্ত বা ভক্ত-প্রায় অর্থাৎ নামে মাত্র ভক্ত থাকিয়া যান। অবশ্য তথাপি শাস্ত্র তাঁহাকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। তিনি ক্রমে ক্রমে নামভজনে রুচিবিশিষ্ট হইলে মহাপ্রভুকথিত 'কনিষ্ঠ বৈষ্ণব' হইতে পারেন।

নামভজনে যাঁহার নৈরন্তর্য্য আসিয়াছে, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব, যাঁহাকে দেখিবামাত্র মুখে হরিনামের আবির্ভাব হয়, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। কুলীনগ্রামী প্রথমবর্ষে তাঁহার 'বৈষ্ণব কে?' প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভুর শ্রীমুখে "যার মুখে শুনি একবার কৃষ্ণনাম" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পর বৎসর নীলাচলে আসিয়া যথাসময়ে পুনরায় স্বকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে মহাপ্রভু এবার বলিলেন—বৈষ্ণব-সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন এই দুই করিলেই শীঘ্র কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইবে। কুলীনগ্রামী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে বৈষ্ণব? তাঁহার লক্ষণ কি?' তখন মহাপ্রভু তাঁহার পুনরায় বৈষ্ণবলক্ষণ জিজ্ঞাসার আন্তর ভাব জানিয়া হাসিয়া কহিলেন "যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিতে পাও, তাঁহাকেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণ নিরন্তর ভজন কর।" (ক্রমশঃ)

কুসিদ্ধান্ত-নিরাস

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি, এল্)

রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যেমন সর্ব্ব-ব্যাধিনিরাময়কারী প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন তাহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার-কারী ও আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ সদ্গুরুপাদাশ্রয়-বিহীন অনাদিবহির্ম্মুখ ভবরোগগ্রস্ত আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট গীতায় শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞাটী— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥'—বড়ই আশাপ্রদ ও রুচিকর বলিয়া মনে হয়। যখন শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যানুযায়ী তাঁহাকে যে ভাবেই উপাসনা করা যাউক না কেন, অথবা কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্মা প্রভৃতি যে নামেই তাঁহাকে ডাকা যাউক না কেন, অথবা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি যে উপায়েই তাঁহার ভজন করা যাউক না কেন, সে একই কথা ও তাহাতে কিছু আসে যায় না এবং তিনি তাঁহার ঐরূপ নামকীর্ত্তনকারীকে ও ভজন-কারীকে সমান ফলই প্রদান করিয়া থাকেন, তখন আবার ভাবনা কিসের? অর্থাৎ প্রাপ্যবস্তু সকলেরই এক, মাত্র যত মত, তত পথ।

হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধির অভাব হইলে মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের এইরূপ কুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভ্রান্ত, বিকৃত ও প্রাকৃত বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সেবার বিষয় প্রবল হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥" এই উক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ দেবপূজক, পিতৃপূজক ও ভূতপূজকগণের সহিত নিজ সেবকগণের প্রাপ্য লোকের বৈষম্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকের দ্বারা প্রাকৃতবিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের কুসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়াছেন। শ্রীভগবানে যিনি যেরূপ ভাবে প্রপন্ন হন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি স্বর্গাদি-কামী হইয়া ভোগের জন্য প্রপন্ন হন, ভগবদ্বহিরঙ্গাজননী মায়াশক্তি তাঁহাকে জড়-ভোগ ফল প্রদান করিয়া চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করেন এবং জন্মমরণমালায় কর্ম্মচক্রে তাঁহাকে নাগর দোলায় মত 'কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥' যাঁহারা মুমুক্ষু হইয়া আত্মবিনাশপ্রার্থী হইবেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে নির্ব্বিশেষ প্রাপ্তিরূপ আত্মবিনাশ প্রদান করিবেন। আবার যাঁহারা নিত্য ভগবৎসেবাপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্য সেবানন্দ প্রদান করিবেন। ন্যায়পরায়ণ রাজা যেরূপ চোর ও সাধুকে সমান ফল প্রদান করেন না, নিরপেক্ষ শ্রীভগবানও সেইরূপ 'চোর' ও 'সাধু' 'ধার্ম্মিক' ও 'অধার্ম্মিক', 'কর্ম্মী' 'জ্ঞানী' 'যোগী' ও 'ভক্ত'কে সকলকেই সমান ফল প্রদান করেন না।

সুতরাং যিনি যেভাবে ভগবদ্ভজন করুন না কেন, তিনি ভজনানুকূল ফল প্রাপ্ত হইবেন সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীর প্রাপ্য ফলের সহিত নিত্য অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা প্রার্থীর ফল এক হইতে পারে না। ধর্ম্মার্থ কামীর ফল নশ্বর স্বর্গাদি, মোক্ষকামীর ফল আত্মবিনাশাদি এবং অহৈতুকী হরি-সেবার ফল নিত্য নবনবায়মান হরিসেবা লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং বিভিন্ন ফলাকাঙ্ক্ষীর প্রাপ্য ফলে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়ার দ্বারা তিনি জগৎসৃষ্টি-কার্য্য করাইয়া থাকেন। জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যটি তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগ-মায়ার কার্য্য নহে। যাঁহারা জড়জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অন্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবাবিমুখ নির্ব্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহা-মায়া বা রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা জীবের পঞ্চম পুরুষার্থরূপ নিঃশ্রেয়স যে ভগবৎ-প্রেম তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। ভগবানের চিদ্ধামের কার্য্য তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা হইয়া থাকে। যাঁহারা চিদ্ভাবে শ্রীভগবানের অহৈতুকী সেবা-প্রার্থী হইবেন, তাঁহারা যোগমায়ার নিকট নিষ্কপট কৃষ্ণোন্মুখী কৃপা লাভ করতঃ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভে অধিকারী হইবেন এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিরূপ অন্যাভি-লাষশূন্য হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে ভগবদ্গীতার 'যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' এই উক্তি অনুযায়ী সেই অশোক, অভয় ও অমৃতপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে পরম-পদলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। কিন্তু যোগ-মায়া ও মহামায়ার উপাসনাকে এক করিয়া 'মুড়ী' ও 'মিছরী' সমান দরে চালাইতে গেলে নির্ব্বুদ্ধিতা ও ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির অভাবই পরিলক্ষিত হইয়া পড়িবে।

সাধারণ কোন বদ্ধজীবের সম্বন্ধে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম সকলের মধ্যে তাহাকে যে কোন নামেই ডাকিলেই যেমন সমান ফল পাওয়া যায়, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে কিন্তু সেরূপ নহে। শ্রীভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই এবং তাঁহার নাম তাঁহার বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নয়। তাঁহার নাম বহুবিধ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে অন্য একটী নাম অজ্ঞতা বা মূর্খতা বশতঃ ব্যবহার করিলে তাহাতে রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ দোষ উপস্থিত হয়। শ্রীভগবানকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিলে কৃষ্ণবিমুখ জীবের অজ্ঞজ্ঞানেরই প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। সৃষ্টি কার্য্যটী ভগবানের স্বরূপশক্তির বা যোগ-মায়ার কার্য্য নহে এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না। 'ব্রহ্ম' শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তির পরিচায়ক বিধায় ঐ নামটীতেও তাঁহার সম্যক্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের স্ফূর্ত্তি হয় না। 'পরমাত্মা' নামটীও শ্রীভগবানের আংশিক পরিচয় মাত্র, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না।

যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য লাভ করিয়া সেবাবুদ্ধির সহিত শ্রীভগবানের 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। প্রতিজ্ঞাটীর অনুধাবন করিবেন তাঁহারা কখনই অজ্ঞজ্ঞানবাদীর প্রাকৃতবিচারের মত সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়া অনর্থসাগরে নিমজ্জিত হইবেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই কুসিদ্ধান্তপূর্ণ গর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে শাস্ত্রবক্তা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ নিজজন ও তাঁহারই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তাই এই কল্মষকলুষিত কলিযুগে বহুতর্কসমাচ্ছন্ন অজ্ঞানতামসাবৃত আকাশে যিনি আজ 'গৌড়ীয়' সূর্য্যের উদয় করাইয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়কে শাস্ত্রের সৎসিদ্ধান্ত-পূর্ণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া জীবের চরম কল্যাণের পথস্বরূপ ভগবদুপাসনার প্রকৃষ্ট উপায় স্বয়ং অহর্নিশ আচার পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন, সেই আচার্য্য প্রবরের বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

'জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়, শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী। * * * * শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সার, শুনি লাগে চমৎকার, কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি॥"

"সময় নাই"

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম-লিখিত)

সংসারে যদি কাহাকেও ভগবানের কথা আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তিনি উত্তরে বলেন, 'সময় নাই'। এই 'সময় নাই'র পৃথিবীর সকলেরই। আমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ভগবানের কথা আলো-চনায় আমাদের জাগতিক কোন প্রকার সুখোদয় হয় না অথবা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি ইন্দ্রিয়সকলের জড়ভোগপ্রীতি লাভ না হইয়া ইন্দ্রিয়কুলের ভোগবাধা উপস্থিত করে।

ভোগই ভোগিগণের জীবাত্মা। ভোগ ছাড়িয়া তাহারা এক মুহূর্ত্তও ভোগাগার বিশ্বে অবস্থান করিতে পারেন না। এই ভোগবাসনাই জীবকুলকে সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথের সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া সাময়িক সুখের নামে নিত্য দুঃখের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছে। ভোগরোগ তাহার অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছে।

ভোগের নেশা বড় নেশা। তাই ভোগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া ভোগী পদে পদে শাস্ত দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিবার অবকাশ পায় না। তাহার চতুর্দ্দিকে ভোগানলে দগ্ধ-বিদগ্ধ সহযাত্রিগণের দুর্দ্দশা এবং প্রাণনাশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াও নিজের সুযোগ সুবিধা করিয়া লইবার অবকাশ তাহার হয় না।

ভোগ যে জিনিসের ভোগায় ভোগীকে পাগল করায় সে জিনিষ চিরকাল থাকে না এবং ভোগীরও জগতে চিরকাল থাকিবার সুযোগ হয় না। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে ভগবানের কথা আমাদিগের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া নিত্য সুবিধাদানের ব্যবস্থা করে সেই কথা শুনিবার অবকাশ আমাদের নাই। কিন্তু যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবানের নিজজনের সঙ্গ আমাদের হয় এবং নিষ্কপট হইয়া যদি আমরা তাঁহার সঙ্গ করি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই জগতে বেশী দিন থাকিবার সময় আমাদের নাই।

'সময় নাই'—অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের মৃত্যু হইতে পারে—এই কথা যখন আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি তখন যে আমরা ভগবানের কথা শুনিবার সময় নাই বলিতাম সেই আমরাই বলিব 'বাজে কথা বলিবার সময় আমাদের নাই।'

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাক্ত-গ্রন্থাবলী।

১। জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি কাপড়, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

১৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুরে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আন্তর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাস্তব তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৴৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী গোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিস বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আ‍ং

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং যক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকা এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি বি-এল, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ দাসস, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ।

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
  ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
  ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৯৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা ১৸৴
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
  ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
  ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ৴-
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴·
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ·১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
  ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১.
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অকৃত্রিম ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপদেশক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হার্মনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ||০ আনা, পাইট ||৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

অতিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, মেহজ্বর, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঙ্কোচনি ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২৩টী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, প্যারালিসি সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা কার্ত্তিক ১৩৩৭ শনিবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

গোলটেবিল বৈঠকে

৫০ হাজার টাকা মূল্যের বিলাতি পশমি কাপড়ের অর্ডার নাকচ

লাজপত রায়ের কন্যা ধৃত

মৌলানা কিফায়েতুল্লার গ্রেপ্তারে দিল্লীতে হরতাল ও বিরাট্ সভা

দারোগার উপর গুলি

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

মিঃ সেনগুপ্তের উক্তি

ট্যাক্স বন্ধে পুলিশের অত্যাচার

চন্দননগরে গ্রেপ্তার

৫৬ বৎসর বয়সে ৬৯টী সন্তানের জননী

নানা কথা

গোলটেবিল বৈঠকের খেলা

তামিল নাইডু কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঃ রাজাগোপালাচারী জেল হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে লণ্ডন সহরে গোলটেবিল বৈঠকের খেলা চলিতেছে কিন্তু প্রকৃত সংগ্রামের ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ—লণ্ডন নহে।

৫০ হাজার টাকা মূল্যের বিলাতি কাপড়ের অর্ডার নাকচ

মজফরপুরের দোকানদারেরা কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুসারে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের বিলাতী পশমী কাপড়ের অর্ডার নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

বিলাতী পশমী কাপড়ের বিজ্ঞাপন সমূহ অপসারিত করা হইয়াছে।

লালা লাজপতরায়ের কন্যা গ্রেপ্তার

লালা লাজ পতরায়ের কন্যাকে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারা অনুসারে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

যখন পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে যায় তখন সমস্ত রাস্তায় পুলিশের কড়া পাহারা বসিয়াছিল।

লাজপত দুহিতা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী দেশের কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার ফলে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে নারী কারাগারে মিঃ ডিসন বলেন যে তাঁহাকে ১০ হাজার টাকার মুচলেকা এবং পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দুইটী জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। মামলার শুনানির দিন হাজির হইবার জন্য তাঁহাকে আরও দুই হাজার টাকার জামীন দিবার জন্য বলা হয়।

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী মুচলেকা ও জামীন দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাকে জেলের হাজতে রাখা হইয়াছে।

মৌলনা কিফায়েতুল্লার গ্রেপ্তারে দিল্লীতে হরতাল

মৌলানা মুফতী মহম্মদ কিফায়েতুল্লার গ্রেপ্তারে দিল্লীতে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৩ই অক্টোবর তারিখে পূর্ণ হরতাল হয় এবং দুই মাইল লম্বা শোভাযাত্রার পর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া একটী সভা করে। বহু মুসলমান নেতা উপস্থিত ছিলেন।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

প্রকাশ ঢাকার করোনেশন পার্কে একটী সভায় স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, লতিফ উপস্থিত ছিলেন।

সভা ভঙ্গের পর জনতা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাঁহারা কিছু মারধর ভোগ করিয়া পলায়ন করেন এবং শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

তদন্তের সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রকুমার বসু, যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং অমূল্য কুমার পালকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়।

ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, জি, সরদার মহোদয়ের বিচারে প্রত্যেক আসামীই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছে।

করাচীতে মিঃ সেন গুপ্তের উক্তি

মিঃ সেনগুপ্ত করাচীতে গিয়াছেন। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছে। ব্যবসায়ীদের একটী সভায় তিনি প্রকাশ করেন যে যে সমস্ত লোক বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন তাহাদের কেহই ভারতের প্রতিনিধি নহেন। গোলটেবিল বৈঠকে যে কোন কার্য্যই হইবে না, তাহা এখন হইতেই বলা যায়।

মিঃ সেন গুপ্তের মতে কংগ্রেস কমিটীর আদেশ প্রত্যেক লোকেরই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

মিঃ সেনগুপ্ত ঐ অঞ্চলে যাওয়ায় একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

ট্যাক্স বন্ধে পুলিসের অত্যাচার

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী বোম্বাইয়ের নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। বর্ত্তমান ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের হাতে তাহাদিগকে নিজের বাটীতেও অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং উত্যক্ত হইতে হইতেছে এমন কি অনেকে পুলিসের অত্যাচারে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া মাঠে বাস করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

চন্দননগরে গ্রেপ্তার

চন্দননগরে কলিকাতার পুলিশ একটী বাড়ী আক্রমণ করিয়া কয়েকজনকে ধরে; তাহাদের মধ্যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী নামে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এক শত টাকা জামিনে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

---

৫৬ বৎসর বয়সে ৬৯টী সন্তানের জননী

কার্ম্মাণিতে মার্গার্ড মেইনসর্গ নাম্নী একটী মহিলা ৬৯টী সন্তানের জননী হইয়া ৫৬ বৎসরে মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্বামী দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন এই বিবাহের ফলে ও ১৮টী সন্তান হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অশান্তি

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদিরা ইংরাজগণকে মোটে শান্তি দিতেছে না। সেখানে তিন কোটী টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপনের ব্যবস্থা চলিতেছে। আফ্রিদিরা অন্যান্য জাতির সাহায্য চাহিতেছে।

তাহাদিগের জির্গা এখন বসে নাই।

জাতীয়-পতাকা উড্ডীনে বাদানুবাদ

বোম্বাই হইতে সংবাদ এই যে রত্নগিরি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অফিসবাড়ীতে একজন জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। বোর্ডকে না জানাইয়া এবং বোর্ডের বিনা অনুমতিতে কালেক্টার সাহেব একজন পিয়নের সাহায্যে ঐ পতাকা সরাইয়া নষ্ট করিয়াছেন। কালেক্টার সাহেব কৈফিয়ত দেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের সহিত এক প্রাঙ্গণে জেলাবোর্ডের অফিস স্থাপিত, এইজন্য তিনি ঐ পতাকা নষ্ট করিয়া দেন। জেলাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে জেলাবোর্ডের অফিস তাহার নিজের অফিস নহে, অতএব সহর পতাকা নষ্ট দেওয়া উচিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন যে পতাকা নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।

দারোগা ও পুলিশের উপর গুলি

ময়মনসিংহের জামালপুরে একজন দারোগা ও একজন কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করিয়া ৩ জন লোক গুলি ছুড়িয়াছিল। পুলিশও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কেহ হতাহত হয় নাই।

ব্রাজিলের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রয়টার জেনেরার সংবাদে প্রকাশ যে, সরকার সৈন্য সমস্ত জয়লাভ করিতেছে। তাহারা বিদ্রোহীদিগকে মিনাস গেরাস হইতে বিদূরিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিতেছে।

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে বিদ্রোহীরা মিনাস গেরিস প্রদেশের কএকটা দখল করিয়াছে এবং রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আরও প্রকাশ যে তাহারা সাওপোলার সীমান্তে ফেডারেল সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের মুলজী জেঠা নামক বিলাতী কাপড়ের বাজার বন্ধ ছিল। সম্প্রতি বাজার খুলিয়া সমস্ত কাপড় দীপালির মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার মতলব করিয়া দোকানদারগণ সেই অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

তাহাতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক, দেশসেবিকা, হিন্দুস্থান সেবাদল এবং বানর সেনা স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং করিবার জন্য মুলজী জেঠায় সমবেত হয়। জনসাধারণের মানসিক অবস্থা দেখিয়া ব্যবসায়ীরা আবার বাজার বন্ধ করিয়াছেন।

পাঠক অবগত আছেন যে ঢাকা জিলার রোহিতপুর নামক গ্রামে মুসলমানেরা লুটপাট করে। এই সম্পর্কে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হুকুম আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি ১৯শে জুন জামীনে মুক্ত হন, কিন্তু গত ২রা জুলাই তারিখে পুনরায় ধৃত হন।

ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয় নাই হাইকোর্টে জামীনের দরখাস্ত করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে ১১০ খানি বাড়ী লুট হয় এবং আবেদনকারীই প্রধান উত্তেজক। প্রমাণে প্রকাশ যে আসামী বহু সভা সমিতি করিয়া সাক্ষীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকারে পুলিসের তদন্তে বাধা দিতেছেন।

হাইকোর্ট আদেশ দিয়াছেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছানুরূপ জামীন লইয়া আসামীকে মুক্তিদান করিতে পারেন।

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে বর্দ্ধমানে আবকারি দোকানে পিকেট করার জন্য কয়েকজন বালক ধৃত হয়। তাহাদের মধ্যে ১০।১১ বৎসরের বালকও ছিল।

নারায়ণ গঞ্জে গত ১২ই অক্টোবর তারিখে একজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটার পুলিস কর্ত্তৃক আহত হয়। ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলালের নিষ্ঠীবনের সহিত এখনও রক্ত উঠিতেছে।

হুগলী কংগ্রেস অফিস হয়বার খানাতল্লাস হইয়াছে।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী ভগৎ সিং এর পিতা এই কথা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন যে সণ্ডার্স হত্যার দিনে ভগৎ সিং অকুস্থলে ছিলেন না; তিনি কলিকাতায় ছিলেন।

এই প্রচেষ্টায় ভগৎ সিং মর্ম্মাহত হইয়া পিতাকে লিখিয়াছেন যে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং করিতে চাহেন না, তাহার পিতা দুর্ব্বলতার বশেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে ঘটনার দিবসে ভগৎ সিং কলিকাতায় ছিলেন।

যদি এই দুর্ব্বলতার প্রশয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে অন্যান্য আসামীদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে; ভগৎ সিং যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হাস্যমুখে মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহেন।

ভগৎ সিং এর পিতা ভগৎ সিং এর প্রাণ রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভগৎ সিং এর মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

চুঁচুড়া হইতে সংবাদ এই যে, শ্রীযুত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ১৪৪ ধারার নোটিশ অমান্য করায় ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

কানপুরে মদের দোকানে পিকেট করার জন্য তেরজন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হয়।

মধ্যরাত্রিতে পুলিশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়।

আমেরিকায় শিশির কুমারের সম্বর্দ্ধনা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ভাদুড়ী আমেরিকায় গিয়াছেন।

সেখানে তিনি সসম্মানে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

শিশির বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে প্রফেসারের কার্য্য করিতেন। অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন।

যে বাটীতে বর্দ্ধমান জিলা কংগ্রেস অফিস অবস্থিত, তাহার মালিক নোটিশ দিয়াছেন যে কংগ্রেসকে ঐ বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। কারণ এখনও জানা যায় নাই।

মজঃফরপুর হইতে সংবাদ এই যে রাজ্যেশী সারকেলের পঞ্চের সদস্য আমিরুল হোসেন গবর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন।

একদিনে তিনবার সত্যাগ্রহ আশ্রম আক্রমণ

ভাগলপুর হইতে সংবাদ এই যে পুলিশ একদিনে তিনবার সত্যাগ্রহাশ্রম আক্রমণ করে।

ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার মেটিয়া বুরুজ থানায় সংবাদ পাঠান যে, একটী কুলী বালিকা হত হইয়াছে। ম্যানেজার সাহেব একটী কুলীকে চাপিয়া ধরায় সে স্বীকার করে যে, সে কুলি বালিকাটিকে খুন করিয়াছে এবং তাঁহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া বালিকাটির মৃতদেহ দেখায়। কুলিটির অথবা বালিকাটির নাম জানা যায় নাই এবং কেন যে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল তাহা কেহই বলিতে পারে না।

আলিপুরের জেলা পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

বালুর ঘাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের বাজার পড়িয়াছে। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অত্যন্ত বেশী হইতেছে। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব এই সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করিবার জন্য বালুরঘাটে আসিয়াছিলেন।

লোকের আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

---

১৮ অক্টোবর তারিখে মসলিপট্টমে নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম্ম বৈদিক কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জনকোলাহল-পরিপূর্ণ কলিকাতা সহরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চেতনবাণী প্রচারের জন্য দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। আচার্য্যের আচরণ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিজ প্রভুসেবা-বিস্তারণের প্রচেষ্টার পরিচয় যুগ পরিমিতকাল আচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত সেবকগণ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। শুধু সেবকগণ কেন, বিশ্ববাসী আজ ভগবানের নিজজনের ভাবসেবার পরিচয় বাহিরে দেখিতেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্যের মালিককে সর্ব্বত্যাগী কাঙ্গাল ভক্ত কভু না ঐশ্বর্য্য-সম্ভারাদির দ্বারা হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেবা করেন, আর যদি তাঁহারাই প্রকাশ করিয়া দেখান তবে সকলে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তবে এই সেবা-বিকাশ মূর্ত্তিমান্ জনগণের পরম আদরের বস্তু—উপাসনার বস্তু এবং আশ্রয় হয়, আর ভাগ্যহীন জনগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগন্নাথের রাজসেবা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া—মর্ম্মাহত হইয়া মহান্ অপরাধ সঞ্চয় করে।

জগতে জীবকুল জগন্নাথের সেবা-বিমুখ। সুতরাং যেকালে জগন্নাথের সেবকোত্তম পরজগৎ হইতে ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়া সেবাবিমুখ জীবকুলকে সেবাশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সেবা-সদন প্রকট করান, সেকালে বিমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে তাহাদেরই অন্যতম বিষয়িজ্ঞানে তৎপ্রতি অসূয়া-পরবশ হয়। কিন্তু অজাতশত্রু, অদোষদর্শী সেই বিষ্ণুপদ বিষ্ণুসেবকগণের বর্ত্তমান সেবাবিমুখতা রোগের প্রলাপ বাক্য এবং অন্যায় ব্যবহার সন্নিপাতের মত সহ্য করিয়া তাহাদিগকে চরমমঙ্গলের পথে আনয়ন করেন। আচার্য্যের এক সহিষ্ণুতা তরু অপেক্ষাও অধিক এবং এই অমানী মানদ ধর্ম্ম দাম্ভিক ও মানাভিলাষী জনসমূহপরিপূর্ণ জগতে দুর্লভ।

ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য সবই সহ্য করেন। সেবা প্রকাশের মূর্ত্তবিগ্রহ গুরুদেব মরজগতে অমর সেবামন্দাকিনী আনয়নকারী। তিনি ত্রিতাপতপ্ত ত্রিগুণাধীন জীবকুলের পরমশান্তিদাতা এবং গুণমোচন করিয়া গুণাতীত স্বস্বরূপের জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রদাতা। তাই তিনি অশান্তির রাজ্যে পরাশান্তি-সদন স্থাপন করিয়াছেন।

গত ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী দিনে নূতন মন্দিরে আচার্য্যদেব অনুচরগণ-সঙ্গে আরাধ্যদেবকে আনয়ন করিয়াছেন। অভিনব সুবিশাল মঠ মন্দির নির্ম্মাণের প্রারম্ভ হইতে বহুদূর দেশ হইতে বহু লোক যাতায়াত করিলেও সেইদিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সর্ব্বক্ষণই দর্শনার্থিগণ-পরিপূর্ণ।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী নির্ধন সকলেই আর্ত্তিভরে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর অপূর্ব্ব দর্শনলাভান্তে পুনঃপুনঃ দর্শনের অভিলাষ লইয়া ফিরিতেছেন। যিনি একবার দেখিতেছেন তিনি বারবার আসিতেছেন। নিজে আসিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে আনিয়া দেখাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না।

শ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠসমূহের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবাসৌষ্ঠব দর্শনে সকলেই সেই সর্ব্বচৈতন্যের প্রাণ ও আশ্রয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণে এবং বিশ্বে বিশ্বম্ভরের চৈতন্যবাণীর অভিমর্ত্ত্য সেবাবিগ্রহের সৌন্দর্য্যে সমাকৃষ্ট হইতেছেন।

কুলীনগ্রামীর প্রশ্ন ও মহাপ্রভুর উত্তর

দ্বিতীয় বৎসর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮৮ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভুর এবারের শিক্ষা,—বাচ্য 'কৃষ্ণ' এবং বাচক 'নাম'—এই উভয় স্বরূপের মধ্যে কৃষ্ণবিরহ-কাতর বৈরাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীভগবানের বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচক স্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া জ্ঞান করেন। কেননা শ্রীনামই বিরহ-কাতর ভক্তের জীবাতু। ভক্ত বলেন—"হে ভগবন্, জীবসকল তোমার বাচ্য-স্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচক-স্বরূপ তোমার নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই নিরপরাধ হইয়া ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।" মহাপ্রভু তাঁহার বাচ্যাভিন্ন বাচক-স্বরূপ শ্রীনামে রুচি দেখিয়া এবার নামাশ্রয়ী বৈষ্ণব ও শ্রীনাম সেবা হইতেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বলিলেন। নামাশ্রিত বৈষ্ণব ও নাম সেবা দ্বারাই যে কৃষ্ণসেবা পরিপূর্ণরূপে হইতে পারে, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। প্রথমেই জীবের নামৈকনিষ্ঠার সাধারণভাব লক্ষিত হয় বলিয়া মহাপ্রভু বলেন—"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" গুরু কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-কার্য্যরূপ মন্ত্রোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সাধকের কৃষ্ণনামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার উদয় হয়। তখন তিনি কৃষ্ণনামগ্রহণকে অপূর্ব্ব ভাবিয়া অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনে অধিক রুচিবিশিষ্ট হন না, অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গযাজন করিলেও তিনি শ্রীজীবপাদকৃত ক্রমসন্দর্ভ-বাক্য—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব" উপলব্ধি করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-রূপে বরণ করেন এবং এক নাম-কীর্ত্তন হইতেই যে সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয়—কৃষ্ণের সম্যক অর্পণ সাধিত হয়, তাহা নিঃসংশয়িত চিত্তে বিশ্বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই কুলীনগ্রামীকে উদ্দেশ করিয়া নামনিষ্ঠগণকে মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিলেন—যিনি অন্তর বা ব্যবধান শূন্য হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন, তিনিই মধ্যম বৈষ্ণব, তাঁহাকে ভজন করিবে। নিরন্তর নামগ্রহণকারী মধ্যম বৈষ্ণবের সেবা হইতেই নামতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তাঁহার (মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের) শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার কখনও কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন এবং শুদ্ধভক্ত ও ভগবানে প্রীতিরহিত বিদ্বেষিজনকে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপানুভূতিরহিত আবৃতচেতনবৃত্তি ও কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের নামনিষ্ঠা থাকিলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান-বিষয়ে অজ্ঞতা থাকায় তাঁহার সঙ্গদ্বারা ভজনোন্নতি-প্রার্থীর পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে, সেজন্য মহাপ্রভু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে মনের দ্বারা আদর বা সম্মান করিতে বলিয়াছেন। অনন্তর সেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবও উত্তমাধিকারীর সঙ্গ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্তবিৎ হইয়া উত্তমাধিকার লাভ করিবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভু "প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্" বাক্যে মধ্যমাধিকারী ভাগবতের পরস্পরের প্রতি প্রণাম রূপ ব্যবহারের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেছেন—দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) বৈষ্ণব যদি নিরন্তর নাম গ্রহণ দ্বারা ভজনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবে।

নামগ্রহণের অন্তরায়

নিরন্তর নামগ্রহণের পক্ষে অন্তরায় বা ব্যবধান-স্বরূপে শাস্ত্র এই সকলকে বলিয়া থাকেন—কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সুতরাং কৃষ্ণ-ভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে স্বভোগ্যজ্ঞানে গ্রহণেচ্ছা, যজ্ঞ, দান, তপ, ব্রতাদির আচরণদ্বারা স্বর্গাদি নশ্বর ফলভোগাদি-কাম রূপ কর্ম্ম, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুকে অতত্ত্বজ্ঞানে নিরসনপূর্ব্বক নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান, ভক্তিকে অন্যাপেক্ষাযুক্ত মনে করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগসাধনপূর্ব্বক পরমাত্মসাযুজ্যরূপ কৈবল্যানুসন্ধান অথবা নিরীশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্রাভ্যাসপ্রভৃতি শৈথিল্যরূপ জাড্য, দেহাত্মবুদ্ধি, ধন অথবা শিষ্যাদির প্রতি লোভ, দুঃসঙ্গবর্জ্জনে শৈথিল্য, লোভ অর্থাৎ জিহ্বোদরোপস্থলাম্পট্য এবং পাষণ্ডতা (অর্থাৎ শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিকে মৃচ্ছিলাদিবুদ্ধি, গুরুদেবে সামান্যমনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদককে সামান্য জল-বুদ্ধি, বিষ্ণুর নাম মন্ত্রে বা বৈষ্ণবের সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নামে জাগতিক শব্দসামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তিবর্গে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সমবুদ্ধি) অচিতের সহিত চিৎকে সমানজ্ঞানরূপ চিজ্জড়সমন্বয়-প্রয়াস, অচিৎ হইতে চিতের উপলব্ধি চেষ্টা, হরি-গুরু-বৈষ্ণবস্বরূপে অন্যান্য জ্ঞান প্রভৃতি ইহারাই নিখিল অপরাধের জনক। এই সকলের কোন একটী থাকিতেও নিরন্তর নামগ্রহণ সম্ভব হয় না।

আবার এই সমস্ত অপরাধ দূর করিবার একমাত্র উপায়ও গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক গুরুদেবের সেবামুখে নামগ্রহণ। অন্য উপায়ে অনর্থ দমন করিবার পরে নাম গ্রহণ করিতে হবে, এরূপ যুক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নাম সর্ব্ব-শক্তিমান্, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সমস্ত অনর্থ নামকৃপায় অচিরেই দূরীভূত হইবে। পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন, "শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারী সাধুনিন্দা, শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ নামদাতা গুরুদেবে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিমূলে অসূয়া বা অবজ্ঞা, বেদ ও সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা, হরিনামমাহাত্ম্যে অতিস্তুতি এবং ভগবন্নাম-সমূহকে কল্পিত

বলিয়া মনে করা বা প্রকারান্তরে অর্থ-কল্পনা করা, নাম-বলে পাপাচরণ, অন্য শুভ কর্ম্মকে নাম-সহ সমান-জ্ঞান, অশ্রদ্ধধান বা বিমুখজনে নামোপদেশ, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও অহংমমরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ-শ্রবণে "অনাদর প্রকাশ" এই দশটী নামাপরাধ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ না করিলে কখনও 'নিরন্তর' নাম-গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে না। নিরন্তর নামগ্রহণকারি-বৈষ্ণব-সঙ্গ-ফলেই নামগ্রহণের পক্ষে সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হয়, সুতরাং নিরন্তর নামগ্রহণেচ্ছুর মধ্যমাধিকারীর সেবা করিতে হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর কুলীনগ্রামীর দ্বিতীয় বৎসরের প্রশ্নের উত্তর। নামাপরাধ ও সেবাপরাধ সম্বন্ধে সাবধান হইবার জন্যও সদ্গুরুমুখে শ্রবণ কর্ত্তব্য।

কুলীনগ্রামীর প্রশ্ন ও মহাপ্রভুর উত্তর

তৃতীয় বৎসর

বর্ষান্তে কুলীনগ্রামী পুনরায় মহাপ্রভুকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন "প্রভো! বৈষ্ণব কে? তাঁহার লক্ষণ কি?" সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভুও কুলীনগ্রামীর অন্তর বুঝিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবের তারতম্য শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বতঃ উদিত হন, তাঁহাকেই তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' বলিয়া জানিবে। উত্তমাধিকারী মহাভাগবত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান। অর্থাৎ মহাভাগবতের বহির্দর্শনের অভাব হেতু অপ্রাকৃতভাবপ্রাবল্যে তিনি সর্ব্বত্র সেব্যসেবকভাবাবস্থিত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন করিতেছেন। সমস্ত ভূতে আপনাকে সেই সকল ভূতের ভোক্তৃরূপে দর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ-ভোগ্য কার্ষ্ণ-জ্ঞান পূর্ব্বক কৃষ্ণকেই নিজের এবং সকলভূতের সেব্যতত্ত্বরূপে দর্শন করিতেছেন; আবার শ্রীকৃষ্ণেও আপনাকে এবং সকলভূতকে তাঁহার সেবকরূপে দর্শন করিতেছেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপু সর্ব্বত্র ভগবান আছেন, ইহা বিশ্বাস না করিয়া প্রহ্লাদকে স্তম্ভমধ্যে হরি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রহ্লাদ 'স্তম্ভেও আমার প্রভু আমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন' বলিয়া সেই স্তম্ভেও নিজ উপাস্য-দেবকে দেখাইয়াছিলেন। আবার বৎসল-রসিকা মা-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জঠরে আপনাকে এবং সর্ব্বভূতকে কৃষ্ণেরই সেবক-রূপে বর্ত্তমান দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতের কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেম বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবরজঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। কৃষ্ণপ্রেমিকের ইহাই স্বাভাবিক দর্শন। তাঁহার দর্শনে উচ্চাবচ ভাব নাই। ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি—এই দর্শনই তাঁহার সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত। পরমেশ্বর কৃষ্ণ ভজন এক মাত্র আদি হরি বা অন্য জ্ঞান তাঁহার নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু স্বীয় উপদেশামৃতে "শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা"—অর্থাৎ অন্যনিন্দা-শূন্য ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ বোধে সর্ব্বতোভাবে শুশ্রূষা করিবে—এই বাক্যদ্বারা মহাভাগবতকে 'শুশ্রূষা' করিবার উপদেশ করিয়াছেন।

"যে ভক্ত নামভজনে পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানসসেবারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজনপারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্য-বস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি-ভেদভাব-রহিত, এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয় আশয়-স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল-শ্রেষ্ঠ উত্তমসঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন: * * (১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করি সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায়— কৃষ্ণভজন-পরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর বিশিষ্ট; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রের বাহ্যান্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি পাইয়া অধঃচ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণনামে অখিলমঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গলবিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাতে যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যমভাগবত কনিষ্ঠভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমান-ক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন।"—(উপদেশামৃত, অনুভাষ্য)

প্রভু কুলীনগ্রামীর প্রশ্নের উত্তরে এই প্রকারে তিন বৎসরে রতি ও প্রেম-তারতম্যে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণব-লক্ষণ বিচার করিলেন। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবীদীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নহে; কেবল 'সুহৃৎ, অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক। কিন্তু একবারও যিনি নিরপরাধে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী হইলেও নামাশ্রিত বৈষ্ণব বলিয়া আদরের বস্তু। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষা—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।

স্বয়ং ভগবান ব্যতীত তাঁহার ভক্তের তারতম্য আর কে জানিবে? তাই ভগবানই ভক্তলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ত-পূজা-কামী মধ্যম ভাগবতের প্রার্থনা পূরণ করেন। কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান প্রভৃতি মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত, তাঁহারা সকলেই ভক্ততত্ত্ববিচারে অভিজ্ঞ, তথাপি জীব-মঙ্গলবিধানার্থ জীবকে ভক্ততত্ত্ব বিচারে নিঃসন্দেহ ও সুদৃঢ় করিবার জন্য পরদুঃখদুঃখী প্রভুগণ ভক্তবৎসল ভগবানেরই শ্রীমুখ হইতে ভক্ততত্ত্ব শ্রবণ-লীলাভিনয় করিলেন। ভক্তমহিমা-কীর্ত্তনে ভগবান্ অনন্ত-বদন, আবার ভক্তও ভগবন্মহিমাকীর্ত্তনে অনন্ত-বদনের প্রার্থনা করেন। ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইলে ভক্তকৃপা আবশ্যক, আবার ভক্তকৃপা প্রার্থনা করিতে হইলে ভগবৎ কৃপা আবশ্যক। ভক্তপূজা না হইলে ভগবৎপূজাই হয় না, তাই মহাপ্রভু কুলীন-গ্রামীর কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তন বলিলে কুলীন-গ্রামী অগ্রেই বৈষ্ণবসেবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ভগবদ্ভজনাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু যাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের কি আর জ্ঞাতব্যের কিছু অবশিষ্ট আছে? শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধোক্ত ত্রিবিধ ভাগবতের তারতম্যও তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন। তথাপি তাঁহারা নামাশ্রিত বৈষ্ণবের তারতম্য-প্রচার-কল্পেই কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তন-পিতা মহাপ্রভুর নিকট "বৈষ্ণব কে? তাঁহার লক্ষণ কি?" ইত্যাকার প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। নামাশ্রিতভক্ত সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুরূপে যজন করিয়া থাকেন শ্রীনামসংকীর্ত্তনই একাধারে সাধন ও সাধ্য হওয়ায় এবং শ্রীনামই স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণ বলিয়া অন্যনিরপেক্ষ হওয়ায় 'একমাত্র শুদ্ধনামাশ্রিতেরই বৈষ্ণবত্ব সূচিত হইয়াছে। অতএব নাম, নামাভাস ও নামাপরাধবিচার গুরুমুখে শ্রবণ কর্ত্তব্য। নাম নামী হইতে অভিন্ন বলিয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহরবে যেমন করিগণ পলায়ন করিতে থাকে অথবা সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ সংসারের ক্ষয় ও পাপাদির বিনাশ হইতে থাকে। নামের সাক্ষাৎ ফল—কৃষ্ণপ্রেম, ভব-নাশাদি নামাভাস হইতেই লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণসম্বন্ধী বিষয়ের ভোগ বা ত্যাগেচ্ছা দূরীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নামাশ্রিত জন কৃষ্ণাকর্ষণ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া থাকেন।

যদিও শ্রীনাম অন্যনিরপেক্ষ হওয়ায় নামগ্রহণকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্য-স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চন-মার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ অর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শুদ্ধনাম গ্রহণে সুগম করিবার জন্য সদ্গুরুসকাশে ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রগ্রহণ বিহিত হইয়াছে। মন্ত্রসমূহের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ শব্দাদি ভূষিত অর্থাৎ নামানুগত্যভাব-যুক্ত। মন্ত্রসমূহে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তি-বিশেষ আহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করেন। এই জন্যই প্রেমানন্দ সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া অন্যাভিলাষাদিযুক্ত জীবগণকে মহাপ্রভু বলিলেন—'কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥' কিন্তু ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করিয়া বসেন, তাহা হইলে আর গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা কি? গুরুপাদাশ্রয়ের নিত্যাবশ্যকতা আছে। গুরুমুখে শ্রুত নামেরই অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে। কৃষ্ণনামাদি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় না হওয়ায় গুরুসেবোন্মুখ জিহ্বাতেই নামের স্ফূর্ত্তি সম্ভব। জড়-ভোগোন্মুখ জিহ্বায় অপরাধ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামাদি কখনই উদিত হন না। 'অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥' (ক্রমশঃ)

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ১৮৮ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের তৃতীয় পৃষ্ঠার ৪র্থ স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তিতে 'বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন। সম্মান-দ্বারা' স্থলে 'বৈষ্ণবকে সম্মান-দ্বারা সেবা করিবেন' হইবে।

উক্ত পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে চত্বারিংশত্তম পংক্তিতে 'পট্টডোটী' স্থলে পট্টডোরী হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞান নয় ভেদ—প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈষ্ণব-ধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম, অধিকারী গুণভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। ইহার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৴০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের শিক্ষা ও অনিত্য সামাজিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এরূপ এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৴০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে নামের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট নাম ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবস্থা লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র অনাথবন্ধু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৴০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

৴১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রভৃতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে
৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে
বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ||৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে অক্ষমতা, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটি ১৲ এক টাকা।

"[illegible] জরাজ্বালাগ্নি ঘৃত"

পুরাতনব্যাধি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শাস্ত্রানন্দজী, কেশববতী

৫১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফেরাস্ কুইনিন্

ম্যালেরিয়ার যম

এই ফেরাস্ কুইনিনের ২।৩টী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ১০।১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সংস্থ উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ট্রঃ ৩৲ টাকা।

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

২৯।১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৫০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা কার্ত্তিক ১৩৩৭ সোমবার ২০শে অক্টোবর, ১৯৩০

মিঃ প্যাটেল

সৈন্যদলের মধ্যে ইস্তাহার বিলিতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ

রাপীয় সভা

নদীয়ায় নূতন এডিসনাল ও সেসনজজ নিযুক্ত

সরকারের ১৬ কোটী টাকা ঋণ

নব অর্ডিন্যান্স বলবৎ করিতে পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশ

বোমাসম্পর্কে মহিলা গ্রেপ্তার

করাচীতে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন

অমৃতসরে পাগলা জাঠ

নানা কথা

মিঃ প্যাটেল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আজ কারাগারে ইহা পাঠক অবগত আছেন। তাঁহার অর্শরোগ হইয়াছে।

মধ্যে গুজব উঠিয়াছিল যে তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত। একথা মিথ্যা। দেখাসাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাধা আছে, তিনি সে সমস্ত দূর করিতে চাহেন। মাসের কয়েকদিন মাত্র তিনি বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা করিতে পায়েন এবং যেখানে দেখা করিতে দেওয়া হয় সেখানে বসিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি কাহারও সহিত দেখা করা ভাল বিবেচনা করেন না।

মিঃ প্যাটেলকে কোন জেলকর্ম্মচারী হাজার শত্রু বলায় তিনি তাহার উপর নোটিস দিয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে তিনি তাহার নামে নালিশ করিবেন।

নদীয়ায় পঙ্গপাল

নদীয়া ১৯শে অক্টোবর

বাবুনপুকুর, মোল্লাপাড়া, মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে অদ্য বেলা ৯ টার সময় পঙ্গপালে আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে দৃষ্ট হইল। ভবিষ্যতে কৃষিজীবিগণের শস্যাদির হানিজনক হইবে সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে নদীয়ায় এরূপ অধিক সংখ্যক পঙ্গপাল কখনও দেখা যায় নাই।

সৈন্যদলের মধ্যে ইস্তাহার বিলিতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ

রুড়কিতে স্যাপার্স ও মাইনার্স সৈন্য দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরীলাল, রতনলাল এবং হংসকুমার নিম্নলিখিত ইস্তাহার বিলি করায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছেন;—

ইস্তাহার—

অন্ত ভারতবাসীর মত সৈন্য ও পুলিশেরও দেশকে স্বাধীন করা কর্ত্তব্য। সৈন্য ও পুলিশ ভারতীয় জাতি ভাই। তাঁহারা যেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদিগকে শত্রু মনে না করেন। শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র লোকদিগের উপর পাশব বল প্রয়োগ করিতে পুলিশ ও সৈন্যগণ বাধ্য নহে। সাহসী সৈন্য নিরস্ত্র শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে আঘাত করে না—বরং তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া দেয়। তোমরা বীর—শান্ত জনগণকে প্রহার করিতে অস্বীকার করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

জজ সাহেব, আসামীদিগকে তিন বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

স্বদেশীনেতা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন কারামুক্ত হইয়াই প্রাদেশিক অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি নূতন অর্ডিনান্সের কথা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবাসীকে আরও কঠিন হইতে হইবে, কংগ্রেসের কার্য্যতালিকাকে নূতন রূপ দিতে হইবে এবং বিদেশী বর্জ্জনের কার্য্য আরও জোরে চলিতে থাকিবে। এই নূতন অর্ডিনান্স এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইতিহাসে এমন কোন আইনের কথা তিনি পাঠ করেন নাই। আসল কথা এই যে ভারতবাসী আর জেলকে ভয় করে না সরকার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পঞ্চাশ হাজার লোক জেলে গিয়াছে এবং আরও তিন চার লক্ষ লোক জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু জেলগুলি পরিপূর্ণ। সেই জন্যই এই নূতন অর্ডিনান্স, যাহাতে কংগ্রেস কার্য্য করিবার জন্য আর বাসা না পান।

একটা অহিংস আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার যদি কঠিন উপায় অবলম্বন করেন এবং ফলে কোথাও যদি হিংসা আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে কংগ্রেসের দোষ কোথায়?

নদীয়ায় নূতন এডিশনাল ও সেসনজজ নিযুক্ত

শিক্ষানবীশ সাবডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ সাহা নদীয়ায় কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্র কুমার দত্ত নদীয়ার এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ নিযুক্ত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ

বোম্বাইয়ে পটকা বিক্রয় বন্ধ

পিকেটিংএর ফলে বোম্বাইয়ে পটকা-বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়াছে। দোকানদারেরা পটকা বিক্রয় করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং একজন তাহার দোকানের পটকাগুলি সদর রাস্তার উপর জমা করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

বোম্বাইয়ে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারি করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে সপারিষদ বোম্বাইয়ের গবর্ণর বাহাদুর জানিতে পারিয়াছেন যে বোম্বাই সহরে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। অতএব ১৪৪ ধারা মতের যে নোটীশ ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বলবৎ আছে তাহার কার্য্যকাল আরও দুইমাস বৃদ্ধি করা গেল। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এস্প্লানেড ময়দানে উক্তকাল কুচ কাওয়াজ করিতে পারিবে না।

স্বেচ্ছাসেবকদলের আচরণ সন্তোষজনক নহে

কৃষকের উপর খাজনার তাগিদ

সুরাট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে জালালপুরের মামলাতদার পাদ্রি, সারপুর এবং সাত্তামগ্রামের অনেক কৃষকের উপর আদেশ দিয়াছেন যে মাঠ হইতে ফসল সরাইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আগামী বৎসরের খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।

একজন স্ত্রীলোক ফসল কাটাইতেছিল। সরকারি লোক তাহাকে নিষেধ করে এবং তাহার হাত ধরে। তিনি তাহাকে হাত ধরিতে নিষেধ করেন এবং তাহার কথা অবহেলা করিয়া শস্য কাটাইয়া লইয়া যান। সর্ব্বাজ আশ্রম সম্পর্কীয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লইয়াছেন।

ময়মনসিংহে পল্লীসমিতি স্থাপন

আগামী ৯ই কার্ত্তিক তারিখে ময়মনসিংহের রায়ত ও কৃষকদিগকে লইয়া একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। আলোচ্য বিষয়—কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য এক বা ততোধিক গ্রাম লইয়া পল্লীসমিতি-স্থাপন, সামান্য সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন, প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের চেষ্টা, ইউনিয়নবোর্ড ও চেকপোষ্টের ইষ্টানিষ্ট বিচার, পাটের দর সম্বন্ধে গবেষণা।

বৌবাজারে কৃষকমণ্ডল সমিতি স্থাপন

কলিকাতায় ১২২।এ বৌবাজার ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় কৃষকমণ্ডল নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য :—

১। বঙ্গীয় কৃষকদিগকে এরূপভাবে সাহায্য করিতে হইবে যে, তাহারা স্বকীয় শক্তির সাহায্যে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে পারে।

২। পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে সে বিষয়ে যথাসাধ্য প্রতীকার করা।

এই সমিতির কর্ম্মিগণ শীঘ্র মফঃস্বলে কৃষকদিগের মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইবেন এবং সংবাদপত্রে কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা সাধারণের গোচর করিবেন।

নব অর্ডিন্যান্স বলবৎ করিতে ৫ হাজার সশস্ত্র পুলিশ

বোম্বাইয়ে নব অর্ডিন্যান্স বলবৎ করিবার জন্য পাঁচ হাজার পুলিস সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত ছিল এবং সৈন্যগণকেও পাহারায় নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল। প্রকাশ যে এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু কার্য্যকালে হইয়া উঠে নাই।

বহু কংগ্রেস অফিস তালাবন্ধ মালপত্র বাজেয়াপ্ত

কংগ্রেসের বিস্তর কার্য্যালয় ও আশ্রমে তালা পড়িয়াছে, মালপত্র বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, এমন কি, দুইখানা মোটরকার কোন কার্য্যালয়ের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিল সে দুইটাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

আফ্রিদিরা ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ইংরাজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মালয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বিশেষ ধনশালী জহর রাজ্যের সুলতানের সহিত হেলেন উইলসন নাম্নী এক স্ত্রীলোকের লণ্ডনে বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্বস্বামী সিঙ্গাপুরের ডাক্তার ছিলেন। তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

কাশীতে বোমার সম্পর্কে মহিলা গ্রেপ্তার

কাশীর দুর্গাকুণ্ডের নিকট বোমা বিস্ফোরণের সম্পর্কে শ্রীমতী রাধারাণী সেন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি জামীনে মুক্ত আছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

লাহোরে আর একটী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ১৩ জন পলাতক আসামী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন মহিলা আছেন।

ছোটনাগপুর বিচরা বাজারে কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারগণ বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট করিয়া উহার বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন।

বড়দিঘার কয়েকজন লবণ পিকেট করায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। সেখানে মদের ও গাঁজার দোকানে বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

রণপুর তদন্ত কমিটীর সদস্যগণ নিম্ন আদালতের বিচারে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

মীরাটের শ্রীমতী প্রকাশবতী আপনাকে বে-আইনী কংগ্রেসের প্রথম সদস্য বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার পোষাকের উপর ঐ মর্ম্মের এক ছাপ দেন। বিস্তর লোক কাপড়ের উপর "মীরাট কংগ্রেস কমিটীর সদস্য" এই ছাপ লাগাইয়াছেন। সেখানে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ এ জিৎ সিং নামক এক ব্যক্তির চাকর রামদীন, বাড়ীর বাহিরে বসিয়াছিল, এমন সময় জিৎসিংএর ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং চার বৎসর বয়স্কা কন্যা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাঁকর ছুঁড়িতে থাকে। রামদীন প্রতিশোধ লইবার জন্য শিশুদ্বয়কে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

অমৃতসরে পাগলা ঝাঠ

অমৃতসরে পাগলা ঝাঠ বলিয়া একটী দল সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলে যে, পাঁচদিনের মধ্যে সকলকে বিলাতী কাপড় পরিধান পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ পাগলা ঝাঠ তাহাদের বিলাতী কাপড় ছিঁড়িয়া দিবে।

আফ্রিদিজির্গা আসি আসি করিয়াও আসিতেছেন না। প্রকাশ যে, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে জির্গা না আসে তাহা হইলে টিরা অভিযান আরম্ভ হইবে। ইংরাজ খাজুরি উপত্যকা দখল করিয়া লইবেন এবং আফ্রিদিগকে আক্রমণ করিবেন।

ভারত সরকার ১৬ কোটি টাকা ঋণ

ভারত সরকার বিলাতে আর ১৬ কোটি টাকা ঋণ করিতেছেন। উহার জন্য বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে। গত ছয় মাসের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট তিনবার টাকা কর্জ্জ করিলেন। এই কয় মাসে ৬০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিতে হইল।

প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা

বোম্বাই সরকার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন :—

১। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী
২। কংগ্রেস মুসলেম পার্টি
৩। জেলা কংগ্রেস কমিটি
৪। হিন্দুস্থান সেবাদল
৫। সত্যাগ্রহ শিবির
৬। ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার
৭। নিখিলভারত প্রভাত ফেরি সঙ্ঘ
৮। রাষ্ট্রীয় স্ত্রীসভা

জামালপুর হইতে সংবাদ এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে এ স্থানের প্রায় দুই শত কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

করাচীতে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন

পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন করাচীতে হইবে, কিন্তু সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করায় বিশেষ বাধা পড়িবার সম্ভাবনা। যাহা হউক অভ্যর্থনা সমিতি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া এবারের কংগ্রেসের সাফল্য চেষ্টা করিতেছেন।

কারাগারে শ্রীযুক্ত নলিন দাস

শ্রীযুক্ত নলিন দাস কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সমর পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার স্থানে ওসমান সোভানী প্রেসিডেণ্ট হইলেন। স্থির হইয়াছে যে অতঃপর মুসলমানগণই সমগ্র কংগ্রেস পরিচালনা করিবেন।

কলিকাতায় ইউরোপীয় সভা

কলিকাতার ইউরোপীয়ানরা ডালহাউসী ইনষ্টিটিউটে এক সভার অধিবেশন করেন। সভায় মিঃ জি, এন্ এণ্ড নামক একজন সাহেব বলেন যে যদি গোলটেবিল বৈঠকের ফলে গ্রেটবৃটেন ও বৃটিশ ভারতের অস্তিত্ব লোপ হয় তাহা হইলে ভারতস্থ ইংরাজদিগকে স্থায়ী ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যে ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ও স্বায়ত্ত শাসন চাহিতেছে তাহা নিছক আবর্জ্জনা মাত্র—এবসলিউট রাবিশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৭

কুলীনগ্রামীর প্রশ্ন ও মহাপ্রভুর উত্তর

তৃতীয় বৎসর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮৯ সংখ্যার পর)

শ্রীনামের পুরশ্চর্য্যা-বিধিরও অপেক্ষা নাই। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে নিত্যপূজা, নিত্যজপ, নিত্যতর্পণ, নিত্যহোম ও নিত্য ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। 'মন্ত্র' সিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা; কিন্তু 'মহামন্ত্র'—শ্রীনামের পক্ষে তাদৃশ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। যেহেতু একবার নামোচ্চারণের ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফললাভ ঘটে, তখন শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। তবে নামদাতা গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদপদ্মসেবাই নামাশ্রিতের একমাত্র পুরশ্চরণ। গুরুকৃপাতেই জীবের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা দূর হইয়া শুদ্ধনামগ্রহণে যোগ্যতা আসে, জীব কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে সমর্থ হন। কৃষ্ণনাম স্বয়ং পতিতপাবন হওয়ায় আচণ্ডাল সকলকেই তিনি পবিত্রীকরণে সমর্থ। বদ্ধজীব কৃষ্ণনামগ্রহণে প্রাকৃত জ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। 'জ্ঞানযোগাদি মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া পরে ভগবন্নাম গ্রহণ করিব' এরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে নামাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। নিরন্তর সৎকারে গুরুসেবা-মুখে নামগ্রহণ করিতে করিতেই নামাভাস ও নামাপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধ নামোদয় সম্ভব হইবে।

মহাপ্রভু এই প্রকারে কুলীনগ্রামীকে লক্ষ্য করিয়া জীব শিক্ষার্থ নাম ও নামগ্রহণকারী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি এই তিনজনই মুখ্য। মহাপ্রভু মুকুন্দকে অত্যন্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া জানিতেন; তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রের সেবা-কার্য্য-বিভাগকালে মুকুন্দের ধর্ম্ম ও ধন উপার্জ্জন, রঘুনন্দনের শ্রীমূর্ত্তিসেবন এবং নরহরির ভক্তসহ অবস্থানরূপ সেবাভেদ নিরূপণ করিলেন। সার্ব্বভৌমকে কহিলেন—তুমি এখানে দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর। [illegible]বাচস্পতিকে কহিলেন, শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর। অতঃপর মুরারিগুপ্তের রাম-নিষ্ঠা; বাসুদেবদত্তের 'জীবে দয়া' এবং এই প্রকারে সকল ভক্তের সকল প্রকার গুণ কীর্ত্তন করিয়া সকলকে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥

আহা! ভক্তের প্রতি ভগবান্ কতই না করুণ, আর ভক্তও ভগবান্‌কে কতই না ভাল বাসেন। আমাদের পক্ষে এই স্বাভাবিক ভাবটী এখন হইয়া পড়িয়াছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ভগবান্ নিজে বলিতেছেন—'ওরে মূঢ় জীব, আমি তোদের আপনার জন, আমারই ভজনা কর।' গুরুরূপে বলিতেছেন,—'অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি পন্থা ছাড়িয়া ভক্তিপন্থা অবলম্বন কর।' গীতাভাগবতাদি শাস্ত্ররূপে বলিতেছেন,—'ভগবান্‌কে ভক্তিযোগে ভজনা কর। এইরূপে অন্বয়মুখে এবং ব্যতিরেকমুখে মায়া দ্বারা জগদ্ভোগের বা জগত্ত্যাগের কুপরিণতি দেখাইয়া কত ভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তথাপি কি আমাদের চৈতন্য হইবে? আবার ভগবান্‌কে ভালবাসিবার প্রয়োজন বুঝিতেছি না—এ মূর্খতা অপেক্ষাও ভগবান্‌কে ভালবাসিবার ভাণ করিয়া যে কদ্দাকার ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা, তাহা আরও ভীষণতর অপরাধ। আর এইরূপ অপরাধীর সংখ্যাই হইয়াছে অত্যন্ত বেশী। তাহাদের আবার সিদ্ধান্ত—ভাল জিনিষের ভাণও ভাল! জানিনা, ইহার মধ্যে কি ভালই না আছে! ধর্ম্মের নামে কপটতা করিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ দ্বারা কি কখনও কাহারও মঙ্গল হইতে পারে? কপটতা ছাড়িবার বুদ্ধি আসিলে অবশ্য ভাল, কিন্তু কপটতা থাকিতে কখনও কেহ ভগবৎকৃপাভাজন হইতে পারেন না।

গৌড়দেশের ভক্তগণ সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে টোটা-গোপীনাথের সেবা প্রদান করিলেন, পুরী গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ, কাশীশ্বর প্রভৃতি মহাপ্রভুর সঙ্গে রহিলেন। ভক্তগণ ভগবদ্দেশে সেবাপদেশে যেখানেই থাকুন না কেন, সেইখানেই তাঁহারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। সেবা-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া ভগবানের নিকট বসিবার অভিনয় করিলেও ভগবান্ হইতে বহুদূরে দেবীধামেই বসা হইয়া যায়। ভগবদ্ভাগবত সেবাই ভক্তের জীবাতু। সেই সেবা নিজের ইচ্ছামত হইলে চলিবে না, [illegible] হওয়া চাই। আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা বুঝিয়া যে সেবা কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা সেবার নামে ভোগই হইয়া যায়। ভগবান্ এবং তাঁহার প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুদেবই যদি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দ না পাইলেন, তাহা হইলে আমাদের ভগবদ্ভাগবতদর্শনের অভিনয়ই মাত্র সার হয়। গুরুদেব আমাদের যে সেবা অনুমোদন করেন সেই সেবাই আমাদের সেবা, নতুবা স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে আমরা যাহাকে সেবা মনে করিয়া লই, তাহা আমাদের ধারণায় বা আমাদের সমতুল্য অন্যের ধারণায় যতই না কেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হউক, তাহা আদৌ বুদ্ধিমত্তা নহে, পরন্তু মহামূর্খতামাত্র। আমরা দীক্ষা-মন্ত্র লইবার জন্য খুব সেবা-চেষ্টা দেখাই, দীক্ষা হইয়া গেলে সে যে আমাদের সেবা-বুদ্ধি ছুটিয়া যায়, আমরা তখন মনে মনে ভজন কল্পনা করিয়া লই। উহার নাম দীক্ষা লওয়া নহে। গুরুদেব আমাদিগকে ভগবদ্-ভজনাধিকার প্রদান করিলে গুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিতে করিতে তবে অনর্থ নিবৃত্ত হইতে থাকিবে। অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে থাকিবে এবং অচিরেই আমাদের কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হইবে। গুরুদেব ভজনাধিকার দিলেই তাঁহার আনুগত্যে থাকিয়া ভজন না করিয়াই অথবা নিজের মনগড়া ভজন করিয়াই যে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। গৃহ বা বন সকল স্থানই ভাল, যদি গুরুদেব তাহাকে আমার ভজনানুকূল স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সেখানে থাকিয়া যদি আমি সত্য সত্যই নিষ্কপটে গুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি সাধন করিতে পারি। মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের সেবা-নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকেও বা নিজের নিকটে রাখিলেন, কাহাকেও বা অন্যত্র পাঠাইলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে যথাস্থানে থাকিয়া প্রভুপ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, প্রভুর সঙ্গে থাকিতে কাহার না ইচ্ছা হয়! তথাপি সেবা সে নিয়ম জানিয়া সকলে প্রভুবিচ্ছেদব্যথা সহ্য করিয়াও প্রভুর প্রিয়কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে [illegible] রথযাত্রার সময় আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ভক্ত-ভগবানের এই প্রকার মিলন ও বিরহপ্রসঙ্গ আমাদের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

জীবের ত্রিবিধ অবস্থান

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থায় অবস্থিত, ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত, ভগবান্ কখনও বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধজগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড়মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করে। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থাশক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন। বিভুচৈতন্য ভগবান্ তটস্থ শক্তিজাত নহেন।

জীব যখন জড়জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির অধীন। অণুচৈতন্য জীব তটস্থশক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গাশক্তির আশ্রিত। এই জড়জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয়ধামে জীবের অবস্থান সম্ভব বলিয়া তিনি তটস্থশক্তির পরিণাম।

জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী রেখাকে তট বলে, সেই প্রকার ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গাশক্তির অন্তঃস্থলে তটস্থাশক্তির অধিষ্ঠান। ইহা অনির্ব্বচনীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ মত প্রকাশ করিতে যাইয়া স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চতুর্ব্বিধ বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বনির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ প্রভু ইহার স্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়া ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য ও মায়াবাদের হেয়ত্ব প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ভগবত্তা স্বরূপবিগ্রহ, গোলোকের বৈকুণ্ঠপার্ষদ ও তথাকার বস্তুসকল তদ্রূপ বৈভববিগ্রহ। জীব তটস্থবিগ্রহ। প্রধান, অচিৎ ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্তধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক। জীব তটস্থস্বভাবতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্য। জীব যখন প্রকৃতির অধীন তখন স্থূলশরীর ও প্রাকৃতজ্ঞানে লিঙ্গ শরীর বা মন তাহার আশ্রয়দাতা। জীবের অহং-মমতাবোধ দেহাত্মবুদ্ধি বদ্ধাবস্থা।

ভগবান্ তটস্থভাবে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের

অস্মিতা বিধান করেন। তিনি অন্বয়ভাবে প্রাকৃত ধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন। ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। তিনি বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থায় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়াও ঐ স্থানে অবস্থিত নহেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এরূপ বিপরীত ভাব শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বলিয়া তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব নাম।

জীবের অস্মিতা ভেদাভেদ যুগপৎ সম্ভব নহে বলিয়াই জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত হওয়ার যোগ্য। জীব বদ্ধ ও তটস্থাবস্থায় কখনও মুক্তরাজ্যের স্বরূপপরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। নির্বিশেষ-বাদিগণ আপনাকে বদ্ধ বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে যাইয়া তটস্থাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হন। তটস্থাবস্থায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-বাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থার নিত্য সত্য স্বীকৃত, আর কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় নিত্য সত্য বলিয়া অস্বীকার করেন।

ভগবৎসেবাময় সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি অর্থাৎ অনুকূলাবিষ্ট (কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া) আসক্তি-রহিত (কৃষ্ণেতরবিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া) তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়।

ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার

সিদ্ধান্তবিষয়ে নিরসন হইয়া বেদের সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলেই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার লাভ হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত না জানিয়া বেদের কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ডকে "ভক্তি" বলিয়া ভ্রম করিলে, ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক উক্ত মার্গদ্বয়ই ভক্তিপথ মনে করিয়া ভ্রমসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভক্তি-মার্গে প্রবেশাধিকার থাকে না।

সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত অনুষ্ঠানসমূহ কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

শ্রীমহাপ্রভুর দাসগণের ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য ও প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী প্রভু। ভক্তি-সিদ্ধান্তসুনিপুণ শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু। তাঁহার রচিত অপ্রাকৃত বেদান্তভাষ্য "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ। উহা ভক্তমাত্রেরই জীবনস্বরূপ। এই হরি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অবহেলাক্রমেই আজ বর্ত্তমান ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাকৃত কল্মষ প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীজীব-পাদপ্রভু সম্বন্ধজ্ঞান বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই শ্রীজীবপাদপ্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ-আচার্য্য। শ্রীদামোদর-স্বরূপের কৃপাপাত্র শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ শ্রীরূপানুগত্যে স্বীয় "স্তবাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে অভিধেয়তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের অভিধেয়তত্ত্বাচার্য্য।

এখন দেখা যাইতেছে ভগবদ্ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীজীবপাদের শ্রীচরণে শরণাগতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান কালে শ্রীজীবপাদ ও শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধাভিধেয়তত্ত্বাচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সম্বন্ধতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে কলমে অভিধেয়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার দিতেছেন। মঠপ্রবেশই ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ। বদ্ধজীবকুল যখন ভক্তিতত্ত্বসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা-কটাক্ষে নিপতিত হন তখনই শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণমুখে প্রাকৃতাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ কামনায় শুদ্ধভক্তিমঠে প্রবেশ করেন।

দেবত্ব

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণশাস্ত্রী, বেদান্ত-ভূষণ, ভক্তিরঞ্জন-লিখিত)

[প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন—নঃ প্রঃ সঃ]

পূজ্যপাদ শ্রীপাদ পণ্ডিত হরিনামা-স্তোত্র-মধুপান-মত্তবিবেক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে ১৮ই আশ্বিন প্রবেশ-মহোৎসবে যোগ দিতে আমার [illegible] দিলেন। এবৎসর আকুট গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, তজ্জন্য আমার নিকট ঔষধ লইতে ২।৩ ক্রোশ হইতে রোগী বা তাহাদের লোক আসিতেছিলেন, তজ্জন্য বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের আহ্বানে আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু তৃতীয়বার যখন পত্র পাইলাম তখন "শীঘ্র আসিতেছি" বলিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। ১৫ই আশ্বিন ভোরে (পাছে রোগীরা কেহ নিবারণ করেন) বাটী হইতে রওনা হইয়া এখানে পৌঁছিয়াছিলাম। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন এত স্নেহ করেন জানি না, ইহা আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভিন্ন কিছুই নহে; কারণ আমি আসিয়া তাঁহাকে চতুর্ভুজ করিয়া দিব না। তিনি লিখিয়াছিলেন "আপনি না আসিলে আমাদের আনন্দ পূর্ণ হইবে না।" ইহা আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভিন্ন কিছুই নহে-

> কর্ম্ম কঃ স্বকৃতমত্র ন ভুঙ্‌ক্তে
>
> নৈষধচরিতে ৫।৬

এ পামরকে তাঁহার যে অনুরাগ, তাহাও পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি—

> জন্মান্তরাধিগতকর্ম্মবিপাকজন্মে-
> বোন্মীলতি কচ কস্য চ মানুরাগঃ॥
>
> ঐ ১৩।৩৮

অন্যত্র

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥
>
> সজ্জন-সেবকে প্রথম বর্ষে ১৭ পৃষ্ঠা
>
> (আকর গ্রন্থ জানিনা)

অন্যত্র

> অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ
> প্রহ্লাদতে মনঃ॥
>
> ভারবিঃ ১১ সর্গে ৮।

তাঁহার সহিত এ পামরের তুলনাই হয় না। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তবকালীন যেরূপ বলিয়াছিলেন—

> কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
> সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
> কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
> বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥
>
> শ্রীভাগবতে ১০।১৪।১১

অথবা

> কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ
> শ্রীনিকেতনঃ।
> ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং
> পরিরম্ভিতঃ॥
>
> ঐ ১০।৮১।১৬

অথবা

> চাহং মানুষী দীনা ক্বচ দেবো
> জনার্দ্দনঃ
>
> কল্কী পুরাণে ৬ অধ্যায়ে।

তাঁহার কৃপাতে বহু কালের বাসনা সাগর দর্শন হইয়াছে এবং তাহাতে ভগবানের বিচিত্র লীলা তাহাও দেখিয়াছি, তাঁহার কৃপায় নবদ্বীপ পরিক্রমাও হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে তাঁহাদের মঠে ছিলাম, আমার জন্য বিদ্যা-ভূষণ মহোদয় তথাকার ব্রহ্মচারিগণকে বলিতেন, 'আপনার যাহা খাইতে মন যায় বলিবেন। পাইখানায় আপনার জল দিয়া আসিব,' প্রতিদিন দধি, দুগ্ধ ঘৃত ও বৈকালে জলখাবার পয়সা পাইতাম। পেনশন চঃদ্বীর সেবায় ব্যয় করিতাম। সুতরাং বিদ্যাভূষণ প্রভুর দয়া এ জীবনে ভুলিব না, ভুলিলে আমার মত নারকী কেহ নাই।

এখানে আসিবার আরও কারণ যে ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি মহারাজের পাত্রাবশেষ-জন্য। তাহা শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু যোগাড় করিয়া দেন। সুতরাং তাঁহার কৃপা এ জীবনে ভুলিব না। আরও পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজের শ্রীচরণস্পর্শ করিতে পাই নাই। এবারে মনের সুখে তাঁহার পদরজঃ লইতে পারিয়াছি। তিনি অন্তর্যামী, তাঁহাকে মহাপ্রভুর পার্ষদ বলিয়া জানি, অনেক দিনের বাসনা তিনি পূরণ করিতেছেন। অথচ আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুব কুমার তাঁহার অগ্রে গোস্বামী মহারাজের পাদোদক লইতে আসিয়াছিল, তিনি দেন নাই; তখনই জানিয়াছিলাম যে, সে অধিকদিন নশ্বরধামে থাকিবে না।

এখানে আসিয়া এবার এই দেখিলাম যে গোস্বামি মহারাজের শিষ্য কত। চট্টগ্রাম, আসাম, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি প্রভৃতি এদিকে উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, উত্তরপশ্চিম, পাঞ্জাব, রাজপুতনা। ইঁহার ক্ষমতা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাজন-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্ গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় জন্মালোয়ে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

স্বাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

। গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুঃ শ্রীগোবর্দ্ধনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশ ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্ত্যবদ্ধ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক,

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ, ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৭৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনব[illegible]

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আ[illegible]

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় [illegible] করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরি[illegible] করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার [illegible] তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুঙ্ড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশু [illegible] সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত [illegible]য় পত্র লিখুন—

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্বন্ধ-তীর্থ, পরানন্দ-পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রী

— ১।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও [illegible]াধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, [illegible] শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বৈষ্ণব শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible]বা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত [illegible], শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর [সমা]ধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) [এখা]নে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের [সমা]ধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-[মাধ]বের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী [illegible], এম, এন।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীরামজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
   ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
   ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
   ঐ (আবাঁধা) ৸
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ৲
   ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
   ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃত্তিমালিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
   ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
   ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
   ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
   ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
   ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্পক্ষ সমালোচক' অকপট ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়ার্দ্র, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২১শে অক্টোবর, ১৯৩০

কলিকাতায় গুণ্ডা গ্রেপ্তার

গোলটেবিল বৈঠকে দেশীয় রাজপ্রতিনিধিগণের খসড়া

আফ্রিদিগণের জির্গা

কানপুরে মদের দোকানে পুলিশের সর্ব্বক্ষণ পাহারা

বন্দুকের লাইসেন্স বন্ধ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত আসামীর মুক্তি

দারোগার বাটীতে বোমা

কলিকাতা অক্সফোর্ড মিশনে খানাতল্লাস

লোমহর্ষণ ডাকাতি

কাশীতে হরতাল ও শোভাযাত্রা

নানা কথা

কলিকাতায় গুণ্ডা গ্রেপ্তার

কলিকাতার এক মাড়োয়ারী ও তাহার এক কর্ম্মচারী ছয় শত টাকা লইয়া রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় কয়েকজন গুণ্ডা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া টাকা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। তদন্তের ফলে দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকে দেশীয় রাজ-প্রতিনিধিগণের খসড়া

গোলটেবিল বৈঠকের যে সকল দেশীয় রাজ-প্রতিনিধি বিলাতে আছেন তাঁহারা ভারতের ভাবী সংস্কার সম্বন্ধে এক খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, উহাতে সাময়িক সাবধানতা-সহ ভারতকে ঔপনিবেশিক অধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থা প্রদান করিতে বলা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কম করা হইয়াছে।

আফ্রিদিগণের জির্গা

কয়েকজন আফ্রিদি মালিক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যে, তাহারা একটী জির্গা জামরুদ নামক স্থানে বসাইবেন। ইহাতে মিনপেলদলের কাহারও স্বাক্ষর নাই, টিরা হইতে কেহ যোগ দেয় নাই এবং যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারাও জির্গা বসাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। তবে আকাখেল দলের কয়েকজন জামরুদে আসিয়াছে।

কানপুরে মদের দোকানে পুলিশের সর্ব্বক্ষণ পাহারা

কানপুরে মদের দোকানের সম্মুখে পুলিশ লাঠি লইয়া পাহারা দিতেছে। যাহাতে মদ বিক্রয়ে বাধা না পড়ে তাহার জন্য পুলিশ পক্ষ সজাগ আছে। পিকেট করার জন্য ১৪ জন মহিলা, বানর সেনার ৪০ জন অল্পবয়স্ক বালক বা শিশু এবং ১২জন স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এইজন্য হরতাল হইয়া গিয়াছে।

বন্দুকের লাইসেন্স বন্ধ

ঢাকা কায়েতটুলির শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার নন্দী একজন পেনসন্-প্রাপ্ত সরকারি কর্ম্মচারী; কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বন্দুকের লাইসেন্স পুনরায় দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ জানা যায় নাই; তবে এই সম্পর্কে একটা কথা যে, গত হাঙ্গামার সময় মুসলমানেরা প্রসন্ন বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে, কিন্তু ঐ বাড়ীর অমিয় বালা এবং অনিন্দ্যবালা নাম্নী কুমারীদ্বয় বন্দুকের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত আসামীর মুক্তি

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কলিকাতার পুলিশ কলুটোলা ষ্ট্রীটের দুইজন মুসলমানকে ধরিয়াছে। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিয়াছেন।

দারোগার বাটীতে বোমা

বরিশালের দারোগা মিঃ মুকসেদের বাটীতে বোমা পাওয়া যায়। সেই সম্পর্কে কয়েকজনকে ধরা হয়। বিচারে তাহারা মুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা অক্সফোর্ড মিশনে খানাতল্লাস

কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিসনে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিস সেখান হইতে অসিত ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। একই ষ্ট্রীটে একজন যুবক ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। এ সমস্ত গ্রেপ্তার বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে।

কাশীতে হরতাল ও শোভাযাত্রা

"অবৈধ সমিতি" অর্ডিনান্সের বলে কাশী মিউনিসিপালিটীর শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক এবং আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ায় কাশীতে হরতাল, শোভাযাত্রা এবং সভাধিবেশন হইয়াগিয়াছে।

কংগ্রেসের আবেদনের ফলে মাদ্রাজের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দীপালির খরচ কমাইয়া কতক টাকা স্বদেশী অনুষ্ঠান সমূহে দিবেন।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় লোমহর্ষণ ডাকাতি

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতা বড়বাজারে লোমহর্ষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ৪২ নং আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে পান্নালাল ভবনে মানিকচাঁদ গোকুল চাঁদের গদীতে সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়া ২০ হাজার টাকা লইয়া যায়, দারবানকে রিভলভারের গুলিতে খুন করে এবং অপরাপর লোককে ছোরা দেখায়।

যখন ডাকাতেরা দারবানকে খুন করিয়া বাহির হইতেছে সেই সময় পাহারায় নিযুক্ত হেড কনষ্টেবল রামানন্দ মিশির একজনকে ধরিয়া ফেলে। ডাকাত হেড কনষ্টেবলের মাথায় ও বাহুতে ছুরির আঘাত করে কিন্তু হেডকনষ্টেবল তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। ইতিমধ্যে পুলিশের আরও বহুলোক আসিয়া আসামীকে ধরিয়া ফেলে।

বড়বাজার পুলিশ, উত্তর বিভাগের কমিশনার মিঃ গর্ডন এবং গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মিঃ হান্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বাড়ীর উঠানে একটী রিভলভার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ডাকাতদের হাতে রিভলভার থাকায় পথিকগণ তাহাদিগের অনুসরণ করিতে পারে নাই। বহুস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ধৃত আসামীর নাম সুরেশ চন্দ্র দাস।

সিরাজগঞ্জের কংগ্রেসকর্ম্মী মৌলবী আবদুল্লা সিরাজী আরুণী নামক স্থানে স্বদেশীগ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ব্যবসায়িদিগকে কেবলমাত্র স্বদেশী বস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য করেন।

ভগৎ সিংএর পিতা সর্দার কিষণ সিং গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, যে সমস্ত আসামী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন, তাহাদিগকে বিলাতের প্রিভি কাউনসিলে আপীল করিবার জন্য সুবিধা দেওয়া হউক। তাঁহারা যেন আইনজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা পান।

প্রেসিডেন্সী কারাগারের একজন ওয়ার্ডার নিজের জন্য তামাক রাখায় দণ্ডিত হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটি ইস্তাহারে ব্যবসায় করস্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রথমতঃ কানারা জেলায় এই নূতন কর বসাইবার চেষ্টা হয় কিন্তু ঐ জেলার মিউনিসিপাল এলেকার বাহিরে ব্যবসায় নাই বলিলেও চলে সুতরাং ঐ জেলা বাদ দিয়া অন্য একটী লোক বহুল এবং ব্যবসায়-বহুল স্থান বাছিয়া লওয়ার আবশ্যক হওয়ায় সরকার কর্ত্তৃক ব্রোচ জেলা বাছিয়া লওয়া হয়।

এই কর আদায় হইলে যে আয় হইবে তাহা হইতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির পুষ্টিসাধন করিবার প্রস্তাব আছে।

এই সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

নোয়াখালী ডাকাতি মামলায় ১৭০ জনের মধ্যে ১৫০ জন সাক্ষীর এজাহার লওয়ার পর জজসাহেবের অসুস্থতার জন্য মোকদ্দমা মুলতুবি আছে।

গত ১৬ই অক্টোবর তারিখের বোম্বাইয়ের খবরে প্রকাশ যে মাণ্ডবীতে নবপ্রতিষ্ঠিত ভবনে কাজ চলিতেছে। মিল অঞ্চলে সামরিক ফৌজ ছিল। এখন সেখানে কোন গোলযোগ না থাকায় ফৌজ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই সহরে তিন দিন হরতাল হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে আরও ৪৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ মাণ্ডবীর কংগ্রেস অফিসে হানা করিয়াছিল।

বঙ্গীয় তন্তুবায় সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রী'ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দে কলিকাতার ৭৮ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশ করিতেছেন যে, তন্তুবায় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্তুবায় জাতীয় যে কোন স্ত্রীলোক পরীক্ষা দিতে পারিবেন। রামায়ণ মহাভারত, শুশ্রূষা, চিকিৎসা, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষা হইবে।

পৌষ মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা আছে। কার্য্যালয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পণ্ডিত অটল হরদই কারাগারে ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং চিকিৎসার প্রয়োজন সাপেক্ষ। তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ আনিয়া বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মুসলমানেরাই বোম্বাই কংগ্রেস চালাইতেছেন। বোম্বাই সমর পরিষদের নূতন অধিনায়ক মিঃ সেজানি গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে কাজী নুর মহম্মদ আমেদ অধিনায়ক হইলেন।

মর্শিদাবাদ জিলার বহু গ্রামে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। অনেক মামলা আদালত পর্য্যন্ত না গড়াইয়া এখানেই মীমাংসিত হইয়া যাইতেছে। এই প্রথা প্রবর্ত্তনের অগ্রণীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

হরিবন্ধু মহাপাত্র নামক একব্যক্তির পুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করায় তিনি পুনরায় হিন্দু হইলেন।

এলাহাবাদে প্রথম মহিলা গ্রেপ্তার

এলাহাবাদে গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে প্রথম মহিলা গ্রেপ্তার হইলেন; ঐ মহলা দারাগঞ্জের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীমতী কেশরী।

নারায়ণগঞ্জের কয়েকজন বালক কর বন্ধের আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় আনয়ন করিয়াছে।

সরস্বতী প্রতিষ্ঠানে ৩০০শত নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতা হ্যারিসন রোডে সরস্বতী প্রতিষ্ঠান পুলিশ খানাতল্লাস করে এবং ৩০০ নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন লইয়া যায়।

ধনলোভে নারীহত্যা

কান্দী হইতে সংবাদ এই যে শীতল বৈষ্ণবীকে দিবাকর অবিনাশ ঘোষ নামক দুই ব্যক্তি ধনলোভে হত্যা করার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার ও চালান হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বোম্বাইয়ে জাতীয় সপ্তাহ পালন

মিঃ সেজানি প্রত্যেককে নিজ নিজ বাটীতে একজন সেক্রেটারির অধীনে কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিতে বলেন প্রত্যেক বাটীতে যেন একখানি করিয়া সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দিয়া যে কংগ্রেস শাখা আছে তাহা যেন জানাইয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ প্রত্যেক শাখা সমর পরিষদের অধীনে কার্য্য করিবে। ১৯শে হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে জাতীয় সপ্তাহ পালন হইতেছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিস এলাহাবাদের স্বরাজ-ভবনে। এখানে পুলিশ গত বৃহস্পতি বারে আগমন করে এবং তিন ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি ওয়ার্কিং কমিটির রিপোর্ট, বুলেটীন ও চিঠি লইয়া গিয়াছে।

আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস হয়। সেখান হইতে পুলিশ অঙ্গুলিপির যন্ত্র লইয়া গিয়াছে।

এই খানাতল্লাস সপ্তম অর্ডিনান্সের বলে হইয়াছে। "ক্রান্তি" নামক বে-আইনী প্রচার পত্র সম্পর্কেই এই ব্যাপার।

চন্দননগরের হাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী নাম্নী এক স্ত্রীলোককে ধরা হয়। কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাহাকে জামিনে মুক্তি দিয়াছেন। আগামী ২৯শে অক্টোবর তারিখে তাহাকে হাজির হইতে হইবে।

দিল্লীতে এ পর্য্যন্ত মোট আট হাজার লোক বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯ জন স্ত্রীলোক।

পরলোকগত সরকারি উকিল রায় সাহেব গিরিধর লালের কন্যা চাঁদ বিবি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত স্বদেশী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

নাসিকের মদ চোলাই খানা সশস্ত্র পুলিসের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ভয় করেন যে কংগ্রেসের লোক উহা আক্রমণ করিবে।

রাঁচি জিলা স্কুলের বাটীতে ছোটনাগপুরের জমীদারেরা একটী সভার অধিবেশনে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন।

জমীদারেরা বিশেষ ভাবে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। সাইমন কমিশনের অভিমত অনুসারে কার্য্য হইলে ঐ অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। ছোটনাগপুর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইবে তাহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র পদ্ধতি দেখা দিবে।

সাইমন কমিশনের প্রস্তাবানুসারে কর বৃদ্ধি হইবে।

সভায় এই সমস্ত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ হয়।

মজঃফরপুরের চকবিবিতে কুম্ভকারেরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছে যে, তাহারা কেহই তাড়ি প্রস্তুতের সরঞ্জাম তৈয়ারি করিবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব

আগামী ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব। শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীরূপপ্রভুর প্রাণধন ও অভিধেয় শুদ্ধা ভক্তির অধিদেবতা। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অন্যান্য ভক্তাঙ্গের অধিনায়িকা। সেই কীর্ত্তন-বাণীই শব্দান্তরে 'গো'-শব্দ অভিহিত। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবের দিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা। 'গো' অর্থাৎ বাণী বা কীর্ত্তনের বর্দ্ধন বা প্রসারের পূজাই অভিধেয়দেবতার উৎসবের মহাযজ্ঞ। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই গোবর্দ্ধন পূজারই নিত্য-পীঠ। গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট—গৌড়ীয় মঠের সদাব্রত। একদিকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার, আর একদিকে পর্ব্বত-পরিমাণ ভগবৎপ্রসাদ-বিতরণ; একদিকে শ্রীচৈতন্যবাণী নিস্তারকরূপ মহৌষধ-বিতরণ-কার্য্য, আর একদিকে রাশি রাশি ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণরূপ পথ্য-দান-দ্বারা কলিহত ভবরোগগ্রস্ত জীবের উদ্ধার—অমন্দোদয়-দয়া-দাতব্যচিকিৎসালয় শ্রীগৌড়ীয়প্রতি-ষ্ঠানের নিত্যব্রত। তথাপি অন্তরঙ্গ-ভজননিপুণগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও শ্রীরূপপ্রভুর মাথুরবিপ্রলম্ভময়ী নিগূঢ়া সেবার কথা শ্রীরূপানুগবর্য্য গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে পারিয়া সেই দিবস অধিকতর উৎসবময় হইতে পারিবেন। অধিকারভেদে উৎসবের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রতীতি উপলব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু কীর্ত্তন-বাণীই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। শ্রীরূপানুগগুর্ব্বানুগত্যে শতকোটি লক্ষ হরিনাম-সংখ্যা-কীর্ত্তন-ব্যতীত শ্রীরূপপাদ-পদ্ম মিলিবে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রবেশ-মহামহোৎসব

— —

অভূতপূর্ব্ব শোভাযাত্রা

মন্দিরে বিরাট্ জনসমাগম

(লিবার্টি ২য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যা কলিকাতা সংস্করণ ১২ই অক্টোবর, রবিবার হইতে সংগৃহীত)

গত ৫ই অক্টোবর রবিবার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোপলক্ষে উত্তর কলিকাতার বড় রাস্তাসমূহে যে বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ভক্তসমূহ দলে দলে কলিকাতা সহরে সমবেত হইতে থাকেন। রবিবার প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের শিষ্য ও সহানুভূতিকারিগণ পুরাতন মঠের চতু-ষ্পার্শ্বে মিলিত হইতে থাকেন এবং দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহরমধ্যে সার্কুলার রোড ও মাণিকতলা স্পার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎকালে সকলেই সাগরতরঙ্গের ন্যায় অফুরন্ত নিবিড় নরমুণ্ডমালা আন্দোলিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শত শত সংকীর্ত্তন দল, ঐকতানিকদল ও সমরবাদ্য বিশারদগণ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল।

শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধিপের শ্রীশ্রীগৌরবিনোদা-নন্দজি সহস্র সহস্র কণ্ঠনিনাদিত তুমুল নামকীর্ত্তনধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। সার্দ্ধ চুই ঘটিকায় শুদ্ধভক্তগণের ও সমবেত জনগণের গগনভেদী জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রা আরম্ভ হইলে ভক্তগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রসমূহ বাজিয়া উঠিল। বেদমন্ত্র ও বিষ্ণু-স্তোত্র সকল গীত হইতে থাকিল। এই সমুদয় বিপুল সংকীর্ত্তনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া অম্বর ভেদ করিয়া উঠিল। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামীঠাকুর দেবা-দেশ জ্ঞাপন করিলেন, রথ চলিল, ভক্তগণ ও বিপুল জনতা অগ্রপশ্চাৎ ধাবিত হইল। সহস্র সহস্র বিজয়বৈজয়ন্তী শতশত রৌপ্যনির্ম্মিত আশাসোটা, রজত-ছত্র প্রভৃতি শোভাযাত্রার শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সমস্ত সহর ব্যাপী দুই মাইল ব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব্ব ভগবদ্যাত্রা দেখিয়া সার্থকদৃষ্টি হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজির রথ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ও সময়োপযোগী সজ্জায় সজ্জিত, জীবমাত্রের আত্মমনোহারিণী শ্রীমূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের নয়নোৎসব বিধান করিয়া-ছিলেন। যে যে পথে শোভাযাত্রা গমন করিয়াছিলেন, দর্শকগণ কাতারে কাতারে গৃহের ছাদে, বারান্দায়, ফুটপাথে থাকিয়া সমুৎসুকচিত্তে দর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রাচীনতম অধিবাসিগণও তাঁহাদের জীবনে এরূপ বিরাট ভগবৎ শোভাযাত্রা দর্শন করেন নাই।

দর্শনীয় বিষয়

[এই বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার দর্শনীয় বিষয়ের ৪৩ প্রকার ক্রম-সূচী ১৮১ সংখ্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া এই অংশ পুনঃপ্রকাশিত হইল না—নঃ প্রঃ সঃ]

এই বিরাট্ শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে হালসী বাগান, আপার সার্কুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট্ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইয়া তত্রস্থ নূতন মঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় উপস্থিত হয়, তৎকালে অন্যান্য যানবাহনাদি সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

মঠের উদ্দেশ্য

এই বিবদমান প্রবল জড়বাদের যুগেও রাস্তার দুই পার্শ্বের অগণিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই ভক্তিনম্রশির। মুক্তজীবের অনাসক্ত জড়সমৃদ্ধি স্তব্ধ করিয়া ধীরে ধীরে অধোক্ষজ ভগবানের সেবাপ্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য। শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী মহারাজ আজ নিখিল জীবাত্মার নিত্য প্রয়োজনীয় একমাত্র বৈকুণ্ঠ বস্তু সেবা প্রকট করিয়াছেন।

সুযোগ্য নিকেতন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাগবাজারস্থ নূতন সৌধ একজন কলিকাতাবাসী স্বনামধন্য সৎপুরুষের আত্মোৎসর্গের ফল। তিনি প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়াছেন যে, মুক্তিকামী মাত্রকেই জড়জগতে বন্ধনের মূল কারণ-স্বরূপ দেহ ও মনের ভোগবিলাসের বস্তু সমূহ আত্মার প্রকৃত কল্যাণের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। আচার্য্যের অমন্দোদয়-দয়ার প্রভাবে জগদ্বন্ধু মহাশয়ের সরল নিষ্কপট হৃদয় আজ বিশ্বে শাস্ত্রীয় বাস্তবসত্য প্রচারকার্য্যের কেন্দ্র প্রকট করিল।

শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীমহারাজ যখন নব-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সংস্থাপন করিতে ছিলেন তখন কলিকাতাবাসী ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে আগত সমবেত জনমণ্ডলী সমুৎসুকচিত্তে দর্শন ক[রিতেছিলেন।]

উপস্থিত জনগণ মঠের উপদেশসমূহ অবহিতচিত্তে [শ্রবণ] করিতেছিলেন। সমবেত জনগণের নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নয়। তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহাপ্রসাদ অপর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, যে সমস্ত ভক্ত শোভাযাত্রা পরিচালন, নবমন্দিরসজ্জীকরণ, মহাপ্রসাদ প্রস্তুত ও পরিবেশন এবং অন্যান্য সেবা কার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

মঠে মেয়রের আগমন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

শ্রীভগবান ও ভক্তগণের শ্রী [মন্দির] প্রবেশমহোৎসব উপলক্ষে সামন্ত রাজ হইতে সম্রান্ত নরপতি পর্য্যন্ত যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন তাহা [গণনা] করা বা তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা [আদৌ] সম্ভবপর নয়। শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার বহিদৃষ্টিতে নিজ অধিকারে প্রকটিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শুদ্ধভক্তগণের মঠপুরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র আগমন করিয়া যথাযোগ্য নম্রতাসহকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গের প্রসিদ্ধ জননেতা, সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত, জনপ্রিয়, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভুপাদের নিকট হইতে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত মন্দিরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার পর মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সারস্বত নাট্য-মন্দিরের বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত বিরাট্ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-মুখে বলেন,—

"উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি, আজ আমি পূজ্যপাদ সরস্বতী প্রভুর উপদেশ শুন্তে এসেছিলাম। কিছুদিনের জন্য দূরদেশে গমন করছি। এই দূরদেশ-যাত্রার মধ্যে এই মহাপুরুষের উপদেশ মনে নিয়ে, প্রাণে নিয়ে বল পাব, ভরসা ক'রেছি। আজ তাঁ'র নিকট হ'তে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবার পূর্ব্বে আপনাদের কাছে দু'একটী কথা নিবেদন ক'রে যাচ্ছি। এক মহা-পুরুষ নিজের কি এক অমানুষিক প্রাণপণ-চেষ্টায় জীবন-মন-দেহ দ্বারা অকৃত্রিম

আদর্শ প্রকাশ ক'রে সেবা-কার্য্য ক'রেছেন—সংসারক্লিষ্ট নানাবিধ কার্যে অভিনিবিষ্ট জীব আমরা অনুসরণে ঐ সকল কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হ'তে না পারলেও আমরা এ মহৎকার্য্যের উপকারিতা পাচ্ছি নানাভাবে এই মহাপুরুষের প্রচারিত মহান্ সত্যের প্রতিভা প্রবাহিত হচ্ছে—সে জন্য আমাদের লোকের বা তাঁদের সমাজের প্রতি যে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করা উচিত, তা' আমরা ভুলে যাই। যিনি কর্ম্মময় সংসার হ'তে—এ অকারণ থেকে টেনে আমাদিগকে অপার্থিব নিত্য নন্দনকাননে দেন, তাঁ'র চরণে আমাদের ভক্তির ডালি প্রদান করা উচিত, আমরা সব সময়ে মনে রাখি না। তিনি আজ যে গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানটী গ'ড়ে তুলেছেন—যে সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি কিছু পূর্ব্বে তাঁ'র বক্তৃতায় সেই সুন্দরের কথা বললেন, তাঁ'র নিজের সৌন্দর্য্যময় জীবনে—তাঁ'র সৌন্দর্য্যময় সেবা দ্বারা তিনি যে-সকল মহান আদর্শের মন্দির রচনা ক'রে তাঁ'র অভীষ্টদেবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করছেন, তাঁ'র সেই সৌন্দর্য্যময় অভীষ্টগুলি—তাঁ'র সেই সৌন্দর্য্যময়ী বাণীগুলি যেন আমাদের দেশে সকলের প্রাণের দ্বন্দ্ব, কালিমা অসামঞ্জস্য নিদূরিত ক'রে প্লাবিত হ'তে থাকে—যেন তাঁর সেই প্রেমের প্লাবন আমাদের দেশ অতিক্রম ক'রে সমুদ্রের ওপারে বিদেশীয়গণকেও সুন্দর ক'রে দিতে পারে—তাঁ'দের মনোবৃত্তি পরিশুদ্ধ ক'রে প্রেমের হাট পত্তন করতে পারে। আমরা মহাপুরুষের নিকট এই প্রার্থনা করছি, যেন আমরা তাঁ'র বাণীর একটুকু কণিকা নিয়ে গ্রহণ ক'রে আমাদেরও জীবন সুন্দর করতে পারি। বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে আমি তাঁ'র নিকট হ'তে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করছি, যেন আমরা তাঁ'রই উপদেশের কথার মত সুন্দর হ'তে পারি, উদার হ'তে পারি, মহীয়ান্ হ'তে পারি। এই সারস্বত-মন্দিরের শোভা আমার বিদেশ-যাত্রার কালেও যেন আমার চিত্তে নৃত্য করতে থাকে।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এরূপ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ-প্রণাম-পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর লোকহিতকর-কার্য্যে আত্মনিয়োগের বিবরণ উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি যতীন্দ্রবাবুর নানাবিধ শ্রদ্ধার নিদর্শন উল্লেখ করিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে যথাবিহিত অভিনন্দন প্রদান করিলেন। যতীন্দ্রবাবু বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে বিবিধ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দেনাস্ত্র

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যভূষণশাস্ত্রী, বেদান্ত-ভূষণ, ভক্তিরত্ন-লিখিত)

[প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন—নঃ প্রঃ সঃ]

১৭ই আশ্বিন ১লা উল্টাডিঙ্গাতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-ভবনে ছিলাম; স্নানান্তে ফিরলে কাপড় শুখাইতে গিয়া দেখিলাম, ঝুপাকার পেচরাম, অন্ন, তরকারী রহিয়াছে, কেহই নাই। মনে করিলাম, বুঝি ভুই হইয়াছে, তজ্জন্য পক্ষিগণের ভোজনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। পরে মনে হইল, মহাপ্রসাদে কোন দোষ নাই। তাহা হইলে এ দ্রব্য এখানে কেন? পরে দেখিলাম, বৈদিশালের তারে কয়েকটি কাক বসিয়া আছে, অথচ তাহারা স্পর্শও করিতেছে না। আমাদের বাটীতে দেখি যে, কাক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খাদ্য-দ্রব্য লইয়া পলায় (যদিও তাহাদিগকে খাইতে দেই), কিন্তু এখানে খোলা-শূন্য-স্থানে কেন কাকগুলিতে অন্নাদি স্পর্শ করিতেছে না! তাহা কি মহাপ্রভুর কৃপা নহে? তিনি কাকগুলিকে এরূপ প্রবৃত্তি দিতেছেন যে, যেন তাহা স্পর্শ না করে। তাহা কি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের ক্ষমতা নহে? আমার মনে হয় ভক্তের দাস ভগবান্; তজ্জন্য মহাপ্রভু তাঁহার দাস হইয়া কাকগুলিকে নিবারণ করিতেছিলেন। এ ক্ষমতাতেও কতকগুলি গোস্বামিহিংসক তাহার নিন্দা করে। এত দেখিয়াও হিংসকগণ মনের স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারিলেন না! কথায় বলে "স্বভাব যায় না মলে।"

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥
মাঘঃ ১৭২

অথবা—

ন জহাতি প্রবোধেন স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৪।৫০

তাহাতে ইহাঁর কোন ক্ষতি হইবে না কারণ উনি সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করেন না—

করীন্দ্রে ভ্রাম্যমানেঽপি স্তূয়মানে স্বপুরুষৈঃ।
বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চেৎ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে॥
সিদ্ধান্তদর্পণে অষ্টমপ্রভায়াং

অথবা—

হস্তী চলে বাজার মে কুত্তা বুকে হাজার।
সাধুন কে দুর্ভাব নেহি যও নিন্দে সংসার॥

গুণিগণ তাঁহার সুখ্যাতি করেন কিন্তু নিন্দুকহৃদয় দুর্জ্জনগণ তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে—

গুণা দোষায়ন্তে সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধেঃ বারি মধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥
উদ্ভট।

অন্যত্র—

গুণিগণগুণিতঃ কাব্যে স্মরতি খলো
দোষং ন জাতু গুণম্।
মণিময়মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা
ছিদ্রম্॥
শুভমুক্তাবল্যাঃ ১১৬

হিংসকগণ, বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া একবার দেখিয়া যাও যে প্রতিদিন দুই বেলা কত পাত পড়িতেছে। কেবল চচ্চড়ী, ভাত, ডাল নহে; লুচি আলুর দম, পুলাম, খেচরান্ন, মল্লপূপ বড়া, রসগোল্লা, রাধাবল্লভ, ৪ রূপ তরকারি, কিসমিস দেওয়া টক। যাহার যাহা মন, পাইতেছেন! তোমরা ভেট ভিন্ন ঠাকুর দেখিতে দাও না। আমার চক্ষে দেখা, সোনার গৌরাঙ্গ দেখিতে গিয়া ভেট না পাইয়া এক গোস্বামী প্রভু একটী লোককে ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিয়াছিলেন। প্রসাদ ত' দূরের কথা! আমাদের দেশের একটি লোক আমায় বলিয়াছিলেন যে তিনি কোন গোস্বামীর নিকট প্রসাদ চাহিয়াছিলেন, তিনি "দিব" বলিয়া দ্বিপ্রহরের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। যখন তিনি গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট পয়সা চাহিয়াছিলেন। অগত্যা তিনি খাইতে পান নাই! আর তুমি ত' তোমার উদরোদর পূর্ণ করিলে! কষ্টের জন্য অনুরাগও হইল না! তুমি কি গোস্বামী, তিন অক্ষরের কিম্বা কেবল আদি অক্ষরের যে গৌরাঙ্গ ও নিতাই অকাতরে নাম বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেখিতেও পয়সা! ধিক্ জীবন! এ পয়সা লইয়া স্ত্রীর অলঙ্কার হইবে ত'? কেমন সাজিবে! পাপ হইলই বা! যে নবদ্বীপ দেখিলে হৃদয় শুদ্ধ হইয়া যায় তখন সেই নবদ্বীপ বলিয়া জানিতাম! একস্থানে গৌরনিতাইকে দেখিতে গিয়াছিলাম ভেট চাহিয়াছিল, দেখি নাই।

নিন্দুকগণ! এখানে আসিয়া দেখ শ্রীল গোস্বামী মহারাজের কত ব্রাহ্মণ শিষ্য। তোমাদের মত মৎস্যাশী বা পূয, রক্তভোজী ব্রাহ্মণ নহেন। পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণদিগের কত উচ্চ হৃদয় দেখ, তাঁহারা শুক্রশোণিত বিচার করিতেন না। একজনকার ব্রাহ্মণপুত্র, শূদ্র হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ। একরূপ গোস্বামীর পুত্র (গোস্বামী) হইলেও তিনি গোস্বামী; কিন্তু পূর্ব্বের সময়ে কর্ম্ম লইয়া বিচার করিতেন! গৃৎসমদমুনির ৫ পুত্র ছিলেন, ৪ পুত্রের ৪ প্রকার ক্রিয়া দেখিয়া ৪ রূপ জাতি করিয়া দিয়াছিলেন—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য
শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা-
স্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভি-
র্দ্বিজাঃ
বায়ু পুরাণে (গভর্ণমেণ্ট এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি মুদ্রিত)
পূর্ব্বভাগে ৩০।৪

অন্যত্র

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং
প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ॥
বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৮ অধ্যায়ে।

অন্যত্র

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
শ্রীহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ২৯।৭।
(বোম্বাই মুদ্রিত)

অন্যত্র

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ
ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
ঐ ১১।৯

গোস্বামিপ্রভু তুমি তাহা পার কি?

যখন তুমি মৎস্য খাও তখন ত তুমি রাক্ষস! স্মৃতিকারগণ মৎস্যাশী ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়াছেন যথা—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ
শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা
দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রিসংহিতায়াং

বিনা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন তিনি ব্যাধ—

মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো
নিষাদ উচ্যতে।
ঐ

যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতে নির্দ্দয় সে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, যথা

নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥
ঐ (ক্রমশঃ)

কাগজ বন্ধ

আগামী কল্য ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান মায়াপুর-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকপাবন প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যথানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীপ্রেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
  ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
  ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
  (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য।৵০
৫। ভজনরহস্য ||০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
  শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
  (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
  (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ||০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
  (মাধ্ব)
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
  (রামানুজীয়) ||০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
  (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
  ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ||০
  ঐ (আবাঁধা)।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
  (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
  (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ।০
২৭। শরণাগতি /০
২৮। গীতাবলী /০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১||০
৩০। সাধনকণা /
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশতক /
৩৩। অর্থপঞ্চক /
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ||০
  ঐ (আবাঁধা)।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
  (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ||০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
  (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
  ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ||০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
  শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।০
৫৯। বেদান্তিজম্।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
  আনেলয়েড্ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ||০
৬৪। সাধন পথ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ||০
৬৬। গীতাবলী ৵১
৬৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা, গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, প্রজ্ঞানোপাদক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১||০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৷০ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বুধবার ২২শে অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

বামনপুকুর সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন

গত ২০শে অক্টোবর সোমবার বামনপুকুর গ্রামের সাধারণ-পাঠাগারের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন নদীয়া জজকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রথমে বালকগণ নানাবিধ আবৃত্তি করে; তাহাদের আবৃত্তি মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। তৎপর পাঠাগারের সম্পাদক বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, বামনপুকুর এম্-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, উকীল শ্রীযুক্ত প্রবাল কুমার প্রামাণিক প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষ সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

———

যমুনায় ভাঙ্গন

সিরাজগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে যমুনা নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। কাটাখালের নিম্ন বাঁধের দক্ষিণ ভাগ ও তাহার সংলগ্ন ৫০ ফুট জমি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসার দিকে নদী অগ্রসর হইতেছে। যমুনা নদীর জল হ্রাস হইলেই এইরূপ ভাঙ্গন হয়।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনরায় গ্রেপ্তার

রাজদ্রোহের অভিযোগ

গত ১৯শে অক্টোবর রাত্রি নয়টার পর পুরুষোত্তম দাস পার্কের জন সভা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা (রাজদ্রোহ) অনুসারে পণ্ডিত জহরলাল গ্রেপ্তার হন।

জেলমুক্তির পরদিন তিনি এলাহাবাদে এক বক্তৃতা প্রদান করেন, সেই সম্পর্কেই এই গ্রেপ্তার বলিয়া জানা যায়।

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে পণ্ডিত জহরলালের উপর এক আদেশ দেওয়া হয় যে তিনি আগামী দুই মাসের মধ্যে এলাহাবাদে কোন জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন না।

———

পণ্ডিত জহরলালের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

পণ্ডিত জহরলাল ডেরাডুনে এক বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় তাহার উপর ১৪৪ ধারার নোটিস দেওয়া হয়।

তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবামাত্র সরকার পক্ষ হইতে ১৪৪ ধারায় নোটিস দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেখানে তাঁহাকে সরকার বাহাদুর বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

———

কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদক বাবু ভাই পারেখের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন শত টাকা অর্থদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাভোগ হইবে। অভিযোগ- ইনি অবৈধ-সমিতির সভ্য ছিলেন।

ধুবড়ীতে ৩৮৩ বার ভূমিকম্প

ধুবড়ীতে ভূমিকম্প হইতেছে। এখানে এপর্য্যন্ত ৩৮৩ বার কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

———

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পূর্ব্বতন সম্পাদক মিঃ বি, এন, ভট্ট ৬ মাস কারাদণ্ড এবং একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও দেড় মাসকাল কারাভোগ। উহার অপরাধ এই যে উনি অবৈধ-সমিতির সভ্য ছিলেন। এই অপরাধে একদিনে বোম্বাইয়ে আরও ২৮ জনের শাস্তি হইয়াছে।

———

বোম্বাই সমর পরিষদের সভাপতি মিঃ ইসমাইল সুফির ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাবাস। অপরাধ অবৈধ সমিতির সদস্য পদে থাকা।

———

সালুর ঘাট হইতে সংবাদ এই যে, ভবানী প্রসাদ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত না হওয়ায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৫১ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হয়।

কংগ্রেস সেবক মহিম এবং বিনোদ ৫নং অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুসারে ফৌজদারিসোপর্দ্দ হওয়ায় তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ পাইয়াছে।

জনসাধারণের অর্থ কষ্ট অত্যন্ত বেশী; তাহারা খাজনা দিতে না পারায় কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় আলোক দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

শোভাযাত্রা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা

পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল যে, গত রবিবারে বোম্বাইয়ের বানর সেনাদল একরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক সহরময় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইবে। পুলিশ কমিশনার এই ব্যাপার অবগত হইয়া এই শোভাযাত্রা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বালকদিগের অভিভাবকদিগকে জানাইয়াছেন যেন তাঁহারা স্ব স্ব শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে অনুমতি না দেন।

কাঁথিতে ১২৪ জন চৌকীদারের কার্য্যে জবাব

কাঁথি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পটাশপুর থানার ১২৪ জন চৌকীদার কাজে জবাব দিয়াছে।

বোম্বাই-এর সমর পরিষদের অধিনায়ক মিঃ শেরওয়ানীর বিরুদ্ধে দুইটী অভিযোগ সরকার পক্ষ হইতে হয়। প্রথম অভিযোগে তাহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা অর্থদণ্ড হয়; জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাবাস।

দ্বিতীয় অভিযোগেও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হয়।

সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে এই সমস্ত অভিযোগ ও শাস্তি হইয়াছে।

মিঃ শেরওয়ানী বলিয়াছেন যে তাঁহার দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া সহরবাসী যেন হরতাল না করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৭

শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব

রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন বিশ্বব্যাপী ভক্তিধর্মবিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবে—শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনোৎসবে যোগদান করিবার জন্য। আজ সেই মিলনোৎসবের শুভদিন। তাই শুভাকাঙ্ক্ষী জনগণ—বিশেষ ভাগ্যবান্ জনগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছেন এবং এখনও আসিতেছেন—আসিয়া সকলেই অচঞ্চল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন—শ্রীরূপপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ রূপানুগবর আচার্য্যঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিত্য অধিবাসী হইতেছেন। আচার্য্যবর্য্যের কৃপায় তাঁহাদের চিত্তদর্পণ ধূলি অনায়াসে বিধৌত হইয়াছে—রূপানুগবরের অনুগ হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তদর্পণটী নির্ম্মল হইয়া রূপবিশিষ্ট হইয়াছে—চিত্তশতদলটী ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উত্তরোত্তর শোভা বিস্তার করিতেছে এবং তাঁহারা রূপানুগবর প্রভুপাদের পাদপদ্ম—শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্ম—শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম—শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম সেবার অধিকার পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপায় তাঁহাদের চিত্ত হইতে শাস্ত্রীয় বাদপ্রতিবাদ চিরতরে বিদূরিত হওয়ায় তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইয়া ভগবৎপ্রসে নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীনাম শ্রবণ করিয়াছেন এবং 'অপরাধদশক' বর্জ্জন করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু অমানী-মানদ-চিত্ত, আশাবদ্ধ ও সমুৎকণ্ঠার সহিত নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা গোবর্দ্ধনপূজা করিতেছেন অর্থাৎ অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণীর বিস্তার করিতেছেন; পরে তাঁহারা নিবৃত্তানর্থ হয়—কুরূপ ও নিরূপকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া—ধূৎকার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নমনোমুগ্ধকারী রূপানুগবরের রূপের সৌন্দর্য্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের নয়নোৎসবযোগ্য রূপ দেখাইবার অধিকারী হইতেছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবর্দ্ধন করিয়া গোবর্দ্ধন পূজা করিতেছেন। এইরূপে তাঁহাদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা ক্রমে ক্রমে স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছেন অর্থাৎ প্রেমের কলিকা শ্রীনাম—নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম—অদ্ভুত-রস-ধাম শ্রীনাম ঈষৎ বিকসিত হইয়া নামগ্রহণকারীকে নিজরূপ দর্শন করান বা শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান, শ্রীনাম আরও বিকসিত হইয়া জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান,

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত

শ্রীরূপ-শিক্ষার আদর্শ

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়। 'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা ॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'। 'লাভ', 'পূজা' প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥
এই ত পরমফল 'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় 'প্রেম' উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়। পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীনাম পূর্ণবিকসিত হইয়া জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। তখনই তাঁহারা রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্যের কৃপায় উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রার্থী হইয়া শ্রীরূপপ্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্বদান, শ্রীরূপানুগগণের জীবাতু ও নিত্যসেব্য সেই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' রূপ প্রসাদামৃত সেবনে তুষ্ট, পুষ্ট এবং নবনবায়মানভাবে অনুক্ষণাভিষিক্ত হইবার অধিকারী হ'ন।

আমার অযোগ্যতা ও অন্তরায়

এখন দেখা যাইতেছে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবে যোগদান করিতে হইলে রূপানুগ হইতে হইবে—রূপবিশিষ্ট হইতে হইবে কিন্তু আমি এখন যে রূপের অনুগ—যে রূপবিশিষ্ট—সে রূপ কি কৃষ্ণাকর্ষক? এ'রূপ যে কুরূপ! যে শ্রীরূপ রাধাগোবিন্দের প্রিয় স্বরূপ—যে শ্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট সেই শ্রীরূপের অনুগ আমি হই নাই—শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মে আমি আকৃষ্ট হই নাই আমি যে রূপের অনুগ হইয়াছি—যে রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি সেইটা বিশ্বমোহিনী মহামায়ার জগন্মোহক রূপ, তাহার নাম মাতৃরূপ, রমণীরূপ, প্রতিষ্ঠারূপ। তাই আমি আজ রূপানুগবরের অনুগ অভিমান না করিয়া কখনও অভিমান করিতেছি মানবরূপ, কখনও ভাবিতেছি দেবতারূপ, কখনও মনে করিতেছি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, প্রেতাদিরূপ, আবার সময় সময় কল্পনা করিতেছি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপ, এবং কোন কোন সময়ে ব্রহ্মচারিরূপ, গৃহস্থরূপ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী রূপ বলিয়া গর্ব্ব করিতেছি। আমি এখন বহির্জ্জগতের বাহ্যকুরূপে আকৃষ্ট হইয়াছি—বহিরঙ্গা মায়ার দাস হইয়াছি—বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে অজস্র হইয়া পড়িয়াছি, তাই শ্রীরূপ প্রভু আমার দুর্ভাগ্য দেখিয়া—আমাকে সেবাবিমুখ দেখিয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমার স্বরূপে কুরূপ নাই বটে তবে এখন বাহিরের কুরূপ আসিয়া—বাহিরের অনর্থ আসিয়া আমার স্বরূপকে—আমার সুরূপকে আবৃত করিয়াছে, তাই আমি আজ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব দর্শন করিবার অযোগ্য হইয়াছি। তবে "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্"এই মহাজন-বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে যাহার যে পরিমাণে অযোগ্যতা শ্রীভগবানের কৃপা তাহার প্রতি ততোধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। তবে আমার প্রতি কৃপা বর্ষিত হইতেছে না কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে—আমি অযোগ্য হইয়াও 'যোগ্য' এই অভিমান করিতেছি 'আমি অযোগ্য' এই প্রকার নিষ্কপট দৈন্যের অভাব হইতেছে; তাই আশ্রিতজাতীয় ভগবান্ রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের কৃপাবারি আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও

করিব ও প্রার্থনা-রস-চিত্তে উপলব্ধি করিব—

শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হ'বে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ান।
সে রূপ মাধুরীরাশি, প্রাণ কুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া,
এ' অধম লইল শরণ॥

দেবত্ব

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন-লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯১ সংখ্যার পর)

তাহা হইলে ব্যাধ কিম্বা চণ্ডাল ব্রাহ্মণ কি প্রকারে বিষ্ণু বা গৌরাঙ্গের গায়ে হাত দেয়; গোস্বামী প্রভু যে গৌরাঙ্গের পূজা করেন, তাঁহার কি ভিতরে দেবত্ব আছে? মৎস্যাশী ব্রাহ্মণের দন্তের বিষ্ঠাগন্ধে তিনি পলাইয়াছেন, কেবল খোলসটা আছে। গোস্বামী প্রভু বোধ হয় জানেন যে, খাদ্য-পানীয় ভগবানকে নিবেদন করিয়া খাইতে হয়, যদি নিবেদন না করা হয় তাহা হইলে তাহা বিষ্ঠামূত্রের সমান। তিনি কি নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করেন? যদি না করেন তাহা হইলে তিনি কি ভক্ষণ পান করেন চিন্তা করুন।

ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং পিবন্ত্যপাঃ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ২ ৪৩

গলে সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, [যদিও] শ্রীভাগবতে কলিকালে ব্রাহ্মণের লক্ষণ তাহাই বলিয়াছেন—

বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।

শ্রীভাগবতে ১২

সূত্র অর্থ দড়ি, গলে দড়ি থাকিলে যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ছাগও ব্রাহ্মণ, পোষা কুকুরও ব্রাহ্মণ!

কিন্তু ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা
ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যোঽধ্যেতি হি সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা
ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যস্ত চাত্মসমো লোকে ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মনস্বিনঃ
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

*   *   *   *

মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে
(বোম্বাই মুদ্রিত)

ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত, যথা—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

ঐ উদ্যোগপর্ব্বণি ৪৩।২১

কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণ, হিংসাকারী, জীবসমূহ মারা ত দূরের কথা, অহিংসক মৎস্যও বধ করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন।

ভক্তচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন ভার লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।

শ্রীভাগবতে ১০।৭৫।৫

ব্রাহ্মণের উচ্চস্থান বলিয়াই নারায়ণ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞে হুত চরু, পুরোডাশাদি ভক্ষণ করিয়া সে আনন্দ লাভ করি না, যেরূপ ব্রাহ্মণের মুখে খাইয়া আনন্দ লাভ করি—

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥

ঐ ৩।১৬।৮; এবমেব স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে ৪।৯০

কিন্তু এ ব্রাহ্মণের মুখ পূয়রক্তক্ষরণ-কারী ব্রাহ্মণের মুখ নয় জন্যই বলিয়াছেন যে, লক্ষণ ধরিয়া জাতিবিচার করিবে—

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৮৯।৫

অন্যত্র

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

মনুসংহিতায়াং ১০।৪০

অন্যত্র

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষং চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

ঐ ১০।৪২

অন্যত্র—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।

শ্রীভাগবতে ৭।১১।৩৫

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, যে মৎস্য ভক্ষণ করে সে সকলই ভক্ষণ করে—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ পরিবর্জয়েৎ॥

মনুসংহিতায়াং ৫

এখানে "মৎস্য" শব্দের অর্থ, শূকর, গরু, কুক্কুট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ যে ভক্ষণ করেন তাহা বেদেও বলিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং ৮।৪।১৯।
শুক্লযজুর্ব্বেদঃ ৩৪।১১;
অথর্ব্ববেদঃ ১৯।৬।৬

পৃথু রাজা হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ব্যতিরেকে সকলে আমার শাসনে থাকিবে—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

শ্রীভাগবতে ৪।২১।১২

অন্যত্র—

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্॥

ঐ ৪।২১।৩৭

সেই ব্রাহ্মণ হইয়া পূয় রক্ত ভক্ষণ!

বিদ্বেষী গোস্বামী বা ব্রাহ্মণগণ! স্থূল শরীরে আমি ব্রাহ্মণ এই অভিমান ত্যাগ কর। শরীর দ্বিতীয় নরক। যমালয়ের নরক কল্পনার চক্ষে দেখিতে হয়, কিন্তু এ শরীর নরক চর্ম্মচক্ষে দেখ। এই শরীরে কি আছে—

মাংসাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭।৬৩

অন্যত্র-

অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিত-লেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধং পূর্ণং মূত্র-পুরীষয়োঃ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯ ৪২-৪৩; মনুসংহিতায়াং ৬।৭৬ ৭৭; সাংখ্যদর্শনে ৩৫ সূত্রে প্রবচনং।

অন্যত্র—

ইমং চর্ম্মপুটং তাবৎ স্ববুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু।
অস্থিপঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞাশস্ত্রেণ মোচয়॥
অস্থীন্যপি পৃথক্ কৃত্বা পশ্য মজ্জানমন্ততঃ।
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয়॥

বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকায়াং ৫ পরিচ্ছেদে ৬২, ৬৩

অন্যত্র—

কো ব্যক্তি যেযো নরকং বহেৎ।
[illegible]
যেয়োঽস্থিমাংসমজ্জা সৃক্সংঘাতেষু স্মৃন্‌ [illegible]।
শরীরে ব্যক্তি কা শোভা সদা বীভৎস-দর্শনে॥
[illegible] ও আক্ষেপ

সেই দেহও অনিত্য—

অদ্যৈব [illegible] বা বৎসর শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।

মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি ৭৮।১৭

সুতরাং এই আধার দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করুন। তাহা হইলে মনের অন্ধকার দূর হইয়া মন আলোকিত হইবে। পরকাল কি চিন্তা করিবেন না? আর কত কাল বা জীবিত থাকিবেন? সংসার নাট্য-শালায় ত শেষ অভিনয় করিতেছেন?

হে বিদ্বেষিগণ আপনাদিগকে যাচিয়া উপদেশ দিলাম আপনাদের মঙ্গলের জন্য। আপনারা যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনাদেরই মঙ্গল হইবে, শরণ গ্রহণ না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না

বদ্ধাকরো যদ্যপি চাতকোঽয়ং
পানীয়পানং ন করোতি মূঢ়ঃ।
আশ্বক্ষতিস্তস্য [illegible]
[illegible] ন পুনঃ প্রয়াতি।

ইনি কত গুণধারণ করেন আপনারা আসিয়া দেখিবেন। আমাপেক্ষা আপনাদের ক্ষমতা অধিক, কারণ এক গুণ ত্যাগ করিয়া আপনারা দোষই গ্রহণ করেন। আপনাদের দুইটা গুণ, আর আমাদের এক গুণ যে কেবল গুণই দেখি। তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই জন্যই ক্ষান্ত হইলাম, গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিলাম বলিয়া ক্ষান্ত হই নাই—

নাহং মানং যদুঃকীর্ত্তা স্তব সংস্থিরতে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥

বিষ্ণুপুরাণে ১০।৩২১

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে সকলে যোগদান করুন।

গত ১৮ই আশ্বিন হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ১০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরাবিদ্যা-পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের তদাত্ম বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারণে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি[illegible]। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্মাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীক্ষেত্রপালনন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীতারপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গার্নেট প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৴০
দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৶০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৶০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
০। ব্রাহ্মমাত্রিকা গুণসৌরভঃ সাঙ্গবার (মাধ্ব) ২৲
১। বেদান্তভাষ্যসার ভাষ্যপাঠ (রামানুজীয়)
২। জৈবধর্ম্ম ২৲
৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৶
৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৫। প্রেমাপবস্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৶০
৬। দ্বীপ-মণ্ডল দর্শন ৵০
৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৶০
০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৴০
১। গীতমালা ৵১০
২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৬। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৭। শরণাগতি ৵০
৮। গীতাবলী ৵০
৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
০। সাধনকণা ৴
১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩২। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৩৬। অর্চ্চনকণ
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪১। মণিমঞ্জরী সাঙ্গবার ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৶০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৶০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সংখ্যাবাণী ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধ-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। কৃষ্ণ-স্তবম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৵১০
৬৭। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1844

নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ শুক্রবার ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০

গোলটেবিলে নৈরাশ্য

বোম্বায়ে জনসভায় গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনা

বৈঠকে সকলেই একমত

লণ্ডনে গোলটেবিলের ভারতীয় প্রতিনিধি

কারাগারে অধিনায়ক

শ্যামবাজার অঞ্চলে নূতন মেয়র সুভাষ বাবু

ঢাকায় বোমা আবিষ্কার

১০ দিনে ১২০০০ হাজার মাইল অতিক্রম

প্রেসঅর্ডিন্যান্সের সমাপ্তি

অমৃতসরের দ্বাবিংশ সমর-পরিষদের অধিনায়ক গ্রেপ্তার

নানা কথা

গোলটেবিলে নৈরাশ্য

সার তেজবাহাদুর সপ্রু বলেন যে ভারতে গোলটেবিল বৈঠকের সম্বন্ধে নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দিগের অবিশ্বাসই ইহার প্রধান কারণ। মহাত্মা-গান্ধীর সিদ্ধান্ত ভালই হউক বা মন্দই হউক, তাহার বিচার করা বাতুলতা, কারণ আজ সারা ভারত তাঁহার কথায় চলিতেছে। ভিক্ষা দিবার মত একটু আধটু সংস্কারের দিন অতীত হইয়াছে এবং বিরাট গঠন মূলক পরিকল্পনা ব্যতীত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। ইংরাজ যদি আজ একথা অস্বীকার করেন তাহা হইলে বৈঠক ব্যর্থ হইবে। আবার ভারত যদি নিজ বাক্যে অন্ধ হইয়া থাকেন, সংখ্যায় স্বল্প ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথায় কর্ণপাত না করেন, এবং দেশরক্ষার সমস্যার কথা বিবেচনা না করেন, তাহা হইলেও বৈঠক ব্যর্থ হইবে। ভারতবাসী ও ইংরাজের বিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতা সঙ্কট অবস্থার প্রতীকার সাধনে সমর্থ হইতে পারে।

বৈঠকে সকলেই একমত

সাপ্রু ও জয়াকর ডোগ হেরাল্ডের সংবাদদাতাকে বলেন বৈঠকে যে একটী বিষয় বিচার্য্য প্রতিনিধিগণের সকলেই সে সম্বন্ধে একমত অর্থাৎ অবিলম্বে ভারতকে যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করা হইবে তাহার প্রকৃত রূপ কি? ইহা ব্যতীত সৈন্য ও পররাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে আপাততঃ কিরূপ বিধি নিষেধ থাকিবে। তাহাও এই সকল আলোচনা তাহার বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে একটী খসড়া প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম কি পরিমাণ অধিকার পাইলে তাহারা তুষ্ট হইবেন, তাহার উল্লেখ থাকিবে। জাহাজে প্রতিনিধিগণ ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ভারতীয় রাজন্যগণ মিলিয়া প্রতিদিন যে আলোচনা চলিত তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, যেদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিবেন, সেইদিনই সাম্প্রদায়িক সমস্যা পরস্পরের আপোষে সম্পূর্ণ মিটিয়া যাইবে। বৃটিশগণ যদি প্রথমেই এই ধারণা করেন যে অবিলম্বে ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনাধিকার না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। এবং আমরা সেই সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে আসিয়াছি তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব হইবে।

হায়দ্রাবাদ হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত স্বতিস্তম্ভে মাল্য প্রদান করিয়া তাহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্যামবাজার অঞ্চলে নূতন মেয়র সুভাষ বাবু

গত রবিবার তারিখে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় [illegible] ওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া যায় এবং সমস্ত অঞ্চল "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে নিরন্তর মুখরিত হয়।

সুভাষ বাবু এবং অপর কয়েকজন ভদ্রলোক বাস সিণ্ডিকেটের অফিস পরিদর্শন করেন।

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা, তথাপি শত শত খদ্দর পোষাকধারী ভদ্রলোক এবং লাল পাগড়ীধারী পুলিশের লোক পাড়া জমকাইয়া লইয়াছিলেন।

লণ্ডনে গোলটেবিলের ভারতীয় প্রতিনিধি

গোলটেবিল বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভারতসচিব মিঃ বেন তাঁহাদিগকে যে কোনো চেষ্টারফিল্ড ভবনে বে-সরকারিভাবে অভ্যর্থিত করিবেন।

বিবিজানের হাকালীপাড়ার ১৭ (ক) কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক গোয়েন্দার ১০৮ ধারা অনুসারে সন্দেহক্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

অবিশ্রান্ত সন্তরণে প্রথম স্থান অধিকার

মিঃ সফি আহাম্মদের কৃতিত্ব

ওয়াদিংএ সন্তরণ করিয়া মিঃ সফি আহম্মদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তিনি একাদিক্রমে ৬৯ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এত দীর্ঘ সময় অবিরাম সাঁতার কাটিতে পারেন নাই

তিনি যখন সাঁতার কাটিতে ছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ সমবেত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে ছিলেন মাঝে মাঝে মুর্গীর সুরুয়া পান করিতে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

জল হইতে তীরে উঠিলে তাঁহাকে সংজ্ঞা দেওয়ার কথা হয়। মিঃ সফি আহাম্মদ তাহাতে অসম্মত হন। অতঃপর তাঁহাকে এম্বুলেন্স কারে করিয়া লণ্ডনে লইয়া যাওয়া হয়, চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন অন্ততঃ তিন দিন বিছানায় শুইয়া থাকাই মিঃ সাফি আহম্মদের কর্ত্তব্য।

এই বৎসর তিন জন বিশিষ্ট সন্তরণ কারী দীর্ঘ সময় সন্তরণের প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। কে কত সময় সাঁতার কাটিয়াছেন তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল :—

নাম	ঘণ্টা
সি, কে ঘোষ (কলিকাতা)	৬৭ঘঃ ১০ মিঃ
এ, ফিলো (মণ্ট)	৬৮ঘঃ ১১ মিঃ
সফি আহম্মদ (ওয়াদিং)	৬৯ ঘঃ ০ মিঃ

ভারতের দেশীয় রাষ্ট্রসমূহ হইতে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যে সমস্ত প্রতিনিধি গিয়াছেন ২৫শে অক্টোবর তারিখে সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে তাঁহাদের এক প্রাথমিক সভা বসিবার কথা; এই সভায় ভূপালের নবাব ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন।

ভূপালের নবাব বাহাদুর ৫ই নবেম্বর তা রখে বিলাতে পৌছিবেন।

অমৃতসরের দ্বাবিংশ সমর পরিষদের অধিনায়ক গ্রেপ্তার

অমৃতসরের দ্বাবিংশ সমর পরিষদের অধিনায়ক সর্দ্দার ঠাকুর সিং একস্থানে বক্তৃতা দিতেছিলেন। সেখানেই তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। আরও তিনজন বক্তৃতা করেন এবং পুলিশকে বলেন যে পুলিশ তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করুক। পুলিশ তাঁহাদের কথামত গ্রেপ্তার করে।

বোম্বাইয়ের জনসভায় গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনা

মিস্ সোফিয়া সমজী গ্রেপ্তার

গত ২১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্যারেলে এক বিরাট জনসভা হয়। ঐ সভায় "সমরপরিষদের" প্রেসিডেণ্ট মিস্ সোফিয়া সমজী, সহ সভাপতি মিঃ নুরআলি ও কংগ্রেস বুলেটীনের সম্পাদক মিঃ কাসেম আলি উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন।

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৫০ জন কনষ্টেবল, ২৫ জন সশস্ত্র পুলিশ ও কতিপয় সার্জ্জেণ্ট সভাস্থল ঘিরিয়া ফেলে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্মিথ সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। মিস্ সমজী তখনও বক্তৃতা করিতে থাকায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে এবং আরও তিনজন নেতাকে পর পর গ্রেপ্তার করেন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ করে কিন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় পুলিস্ জনতার উপর ৪ বার গুলি চালায়। গুলির আঘাতে কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই তবে পুলিশের লাঠিতে অনেকেই আহত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কংগ্রেসের সভাপতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর উপর ভার অর্পণ করেন। তিনি বলেন যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শীঘ্রই কারামুক্ত হইবেন। তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মনোনয়ন করেন এবং কারামুক্ত হইলেই তাহাকে এই কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া যান।

পণ্ডিত মতিলালের নির্দ্দেশানুসারে মিঃ জে, এম্ সেনগুপ্তকে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মুক্তিকাল পর্য্যন্ত কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতির কার্য্য করিতে মনোনীত করিয়াছেন।

হোসিয়ারপুর জেলার বাহাউদ্দি গ্রামের সরদার বিরাজ সিং ১০৮ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আসামী এজলাসে বলেন, "আমি কোন বক্তৃতা দিনাই। আমি সাক্ষী উপস্থিত করিব। পুলিশ কনষ্টেবল একমুঠো কড়ার সহিত রসিকতা করিয়াছিল, সেই জন্য গ্রামের লোক পুলিসকে ভর্ৎসনা করে। আমি ঐ ব্যাপার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কতকগুলি শত্রু পুলিসকে আমার নামে মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিতে বলে। সেই জন্যই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকর্দ্দমার উদ্ভব।

সরকার পক্ষের সাক্ষী মিশনস্কুল হক পাটওয়ারি বলেন যে আসামী ২৯শে আগষ্ট তারিখে বক্তৃতা করেন এবং সাক্ষী কালো কালি দিয়া লিখিয়া লইয়াছেন। তাহার পর সাক্ষী কয়েকছত্র ডায়েরি হইতে পাঠ করেন। সাক্ষীর লিখিয়া লইবার শক্তি কতদূর তাহা পরীক্ষায় জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতার কয়েকছত্র পাঠ করেন এবং তাহাকে লিখিয়া লইতে বলেন। কিন্তু একটী লাইন ও লিখিতে না পারায় সাক্ষী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মামলা ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

১০ দিনে ১২০০০ মাইল অতিক্রম

কিংসফোর্ড স্মিথের কৃতিত্ব

ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া বিমানপোতে চড়িয়া মিঃ কিংসফোর্ড স্মিথ ১০ দিনে ১২০০০ মাইল অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এত অল্প সময়ে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মিঃ হিনক্লারের সময়ে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন অপেক্ষা ৫॥০ দিন কম সময়ে কিংসফোর্ড স্মিথ পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিস এমি জনসন অপেক্ষা তাঁহার ৮ দিন সময় কম লাগিয়াছে।

যাইবার পথে মিঃ কিংসফোর্ড স্মিথকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত ১০ দিনে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেলের নিকট তার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এবং বিমান সচিব লর্ড থমাসন অভিনন্দনসূচক তার প্রেরণ করিয়াছেন।

ঢাকায় বোমা আবিষ্কার

সস্ত্রীক ডাক্তার গ্রেপ্তার

গত ২১শে অক্টোবর সকালবেলা নবাবপুরে কোনও এক বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়া চারটি বোমা এবং বোমা প্রস্তুত করিবার উপাদান সমূহ আবিষ্কার করে।

এই সম্পর্কে তিন জন যুবক এবং তিন জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে. আসামীদের একজনের নাম অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশ, তিনি একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় আগমন করিয়াছেন। যে তিন জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার স্ত্রীও রহিয়াছেন।

অপর দুই জনের মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা এবং আর একজনের নাম ত্রিপুরা সেন। ত্রিপুরা সেন মানিকগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী।

যুবকত্রয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। মহিলাগণকে পুলিশ পাহারায় বাড়ীতেই থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রেস-অর্ডিন্যান্সের সমাপ্তি

বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে প্রেস-অর্ডিন্যান্সের কার্য্যকাল শেষ হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের আইন-সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে আইন-সঙ্গতভাবে উক্ত অর্ডিন্যান্সের পুনঃপ্রবর্ত্তন অসম্ভব।

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে অপরাহ্নে সিন্ধুদেশের ডিটেক্‌টিভ পুলিস সাইক্লোষ্টাইল কলের সন্ধানে করাচী সত্যাগ্রহ অফিসে হানা করে। তাহারা সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া এবং সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও কলের সন্ধান পায় নাই।

তাহারা কিছু কাগজপত্র লইয়া যায়।

কারাগারে অধিনায়ক

অমৃতসরের একবিংশ সমর পরিষদের অধিনায়ক হাতে মহম্মদ ৮ মাস, সমর পরিষদের সভ্য সত্যপাল ও কংগ্রেসকমিটির সভাপতি ছয় মাস এবং প্রাদেশিক নওজোয়ান ভারতসভার সম্পাদক বিহারীলাল পাঁচ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ইহারা সকলেই অমৃতসরের ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ধারামত বাবা মোহন সিং নামক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীর দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০্ টাকা জরিমানার আদেশ হয়।

মীর্জ্জাপুরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য টাঙ্গাইলের উকীল ললিত বাবুর পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৭

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারীর প্রিয়তম শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধ ভক্তিমঠ-সমূহে অভিধেয় বিষয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায় হইতে স্বরাট্ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রজগোপবৃন্দের ইন্দ্রাদি ইতর দেবতার পূজার পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ ভগবত্তত্ত্ব গোবর্দ্ধনগিরিরাজের পূজা, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের ব্রজনাশার্থ বারিবর্ষণ ও তন্নিবারণার্থ গিরি উত্তোলন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোকুলরক্ষা-লীলা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট নিবিড় কুঞ্জ হইতে ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীশ্রীগোপালকে উত্তোলন ও শৈলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক অন্ন-কূট-মহোৎসব-লীলা পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সারাংশ প্রদান করি-তেছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবাসদন নব-নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র লোক বিচিত্র মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। সহস্র সহস্র দরিদ্র বাগবাজার ষ্ট্রীটে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত অন্নকূট মহোৎসবের মহাপ্রসাদ-সম্মানে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই মহোৎ-সবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

গোবর্দ্ধন পূজা

শ্রীভগবান্ আমাদিগকে অজ্ঞানের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণসহ নানাবিধ লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। ব্রজগোপবৃন্দ তাঁহার নিত্য পার্ষদ; তাঁহারা নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকিতে পারে না। তথাপি বদ্ধজীবগণ যাহাতে জীব-তত্ত্বান্তর্গত ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া ভ্রম না করেন তন্নিমিত্ত তাঁহারা ইন্দ্র-পূজার আয়োজন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক উহার হেয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের পূজার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোপবৃন্দের ইন্দ্র-যাগার্থ উদ্যম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের এই যাগ শাস্ত্রানুমোদিত কিনা। তদুত্তরে নন্দ মহারাজ বলিলেন, "ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন; তাহার ফলে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হওয়ায় প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন; জলব্যতীত কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রের সন্তোষার্থে ইন্দ্র-যাগের অনুষ্ঠান করিতেছি।" তচ্ছ্র-বণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে স্ব স্ব কর্ম্মের নিমিত্ত জীবগণ জন্ম-গ্রহণ করে এবং কর্ম্মানুসারী বিবিধ দেহে সুখ-দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের অবসানে তাহারা ঐ দেহ পরিত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু, কর্ম্মই মিত্র, কর্ম্মই বদ্ধজীবগণের গুরু এবং ঈশ্বর। জীবগণের কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখের অন্যথা করিতে ইন্দ্রের সামর্থ্য নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য হইয়া থাকে। রজোগুণে চালিত হইয়াই মেঘগণ বারি-বর্ষণ করিয়া থাকে। গোপগণের জীবিকা গোরক্ষণ দ্বারাই সাধিত হয় এবং তাঁহারা বনে ও পর্ব্বতে বাস করেন; অতএব তাঁহাদের গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের পূজা করাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়া ইন্দ্র-যাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্যসমূহের দ্বারা গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের পূজা করাইয়া স্বয়ং অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধননিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিলেন এবং গোপগণকে জানাইলেন যে, তাঁহারা এতকাল ইন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু ইন্দ্র কখনই প্রত্যক্ষ হন নাই আর গোবর্দ্ধন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলকে গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তিনি গোপবৃন্দসহ স্বয়ং গৃহীতাভিনবরূপে আপনাকে প্রণাম করিলেন।

ইন্দ্রের ক্রোধ এবং পরাজয়

ব্রজের গোপবৃন্দ ইন্দ্রের পূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনের পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজকে ঈশ্বর অভিমানে বলিতে লাগিলেন যে, আত্মানুসন্ধানরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন কর্ম্মময় চতুর যজ্ঞদ্বারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে, তদ্রূপ অজ্ঞ প্রাকৃত শিশু কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া মদগর্ব্বিত গোপগণ তাঁহার (ইন্দ্রের) অবমাননা করিয়াছেন। ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের সেই গর্ব্ব অপনয়নার্থ প্রলয়কারী সাম্বর্ত্তক মেঘগণকে প্রেরণ করিয়া বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজ-বাসিগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। গোপগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি অন্তর্যামিরূপে উহা ইন্দ্রের কৃত উপদ্রব জানিয়া তদ্গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে মাত্র এক হস্তে গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিলেন এবং সেই গিরিগর্ত্তে গোপগণকে আশ্রয় দিলেন। অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল গিরি ধারণ করিয়া থাকিলে ইন্দ্র উহা শ্রীকৃষ্ণের যোগপ্রভাব বুঝিতে পারিয়া মেঘগণকে নিরস্ত করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দকে গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। গোপগণ প্রেমাপ্লুতপুলকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন; তখন স্বর্গ হইতে দেব-গণ পুষ্পবৃষ্টি ও স্তব করিতে লাগিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার উপাখ্যান হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে, নানা দেবদেবীর পূজার প্রয়োজনীয়তা আদৌ নাই; কারণ তাঁহারা কর্ম্মাধীন বলিয়া তাঁহাদের নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য নাই। জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মই তাহাদিগকে ভাবিকালে ফল-ভোগ করায় এবং জন্ম-মৃত্যুর হেতু হয়; তাই তাহাদের পক্ষে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মের এতাদৃশী ক্ষমতা দৃষ্টে কর্ম্মী ও স্মার্ত্তগণ স্বয়ং ভগবান্‌কেও কর্ম্মের অধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের এরূপ বিচারে ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে কারণ ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহ ক্ষমতা আছে এবং তিনি স্বরাট্। যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয় পদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করেন তিনি অচিরে কর্ম্ম-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেবাভূমিকায় গমনপূর্ব্বক পরাশান্তি লাভ করেন।

"আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]

বিশ্বে অনেক আশ্চর্য্য বস্তু আছে। এক, দুই, তিন করিয়া ক্রমে ক্রমে সাতটী আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমার কলিকালের কাল-মহিমায় অষ্টম আশ্চর্য্যের অভাব না হইলেও "আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য" আমাদিগকে অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধি ও ধারণাই আমাদের অবলম্বন। সেই বুদ্ধি ও ধারণায় সীমা অতিক্রম করিয়া, নিত্য নূতন নূতন ঘটনা-সমন্বিত সংসারে, যখন অদ্ভুত কিছু দেখিতে পাই, তখনই তাহাকে আমরা একটা আশ্চর্য্য, অভিনব ও অদ্ভুত বলিয়া বিচার করি। যেমন টেম্‌স্ নদীর সেতু। আগ্রার তাজমহল ইত্যাদি।

জগতে সকলেই জাগতিক বা জ হইতে দেখিয়া শুনিয়া প্রাপ্তজ্ঞানের গর্ব্ব করিয়া থাকেন। যিনি, যে ভাবেরই কথা বলুন না কেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিউন না কেন,—নিজকে জ্ঞানী বলিয়া জাহির না কেন, প্রকৃতির রাজ্যে, প্রকৃতির আবহাওয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রকৃতি-জাত দেহ-ধারণ করিয়া, প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থে সেই প্রাকৃত দেহ পুষ্ট করিয়া প্রকৃতির অধীনতা ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সুতরাং প্রাকৃত জগতে সকলেই প্রাকৃত-জ্ঞানে জ্ঞানী।

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। রজঃ সত্ত্ব এবং তমঃ সেই প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয়-প্রদাতা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রকাশক গুণত্রয়ের মধ্যে রজঃ গুণের দ্বারা প্রত্যেক বস্তু প্রকাশিত হয়, সত্ত্বের দ্বারা স্থিতি-লাভ করে এবং তমোগুণের দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অতএব জগতে প্রত্যেক বস্তুই জন্ম, স্থিতি-ও ভঙ্গের অধীন। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে সকল বস্তুর প্রকৃতি, উৎপত্তি অবস্থিতি ও নাশ জানিয়াও কি যেন এক নেশা, অজ্ঞান আনিয়া প্রকৃতিমুগ্ধ মানুষের প্রকৃতির বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে। সকলে জানিয়া শুনিয়াও বলিয়া ভাবিয়াও অনিত্য, অস্থায়ী, বিনাশী বস্তুর বিনাশ-বোধ লাভ করিতেছে না। তাই মহাভারত আর এক প্রকার 'আশ্চর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া-ছেন;—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ-
পরম্॥

প্রকৃতির রাজ্যে, প্রকৃতি হইতেই সকল প্রাকৃত বস্তুর প্রকাশ। কিন্তু প্রকৃতির সেই সৃষ্টি প্রকরণের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, প্রকৃতি জড়া, প্রকাশ বা সৃষ্টিক্ষমতা তাহার নাই। তবে প্রকৃতিপতি পরমেশ্বর, যে কালে স্বীয় জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টিশক্তি নিক্ষেপ করেন, সে কালে প্রকৃতি নিজ প্রভুর প্রভাবেই সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করে। যেমন জড় জগতে উত্তাপবিহীন লৌহখণ্ড, অগ্নির সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নি হইতে প্রাপ্ত উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া অপর বস্তু দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। শাস্ত্র হইতে তাঁহারই কৃপায় তিনটী প্রধান শক্তির পরিচয়, পাওয়া যায়। সেই তিনটী শক্তি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা। দৃশ্যজগৎ—বিশ্ব সেই বহিরঙ্গা প্রকৃতি-জাত। আর এই জড়বিশ্বে যে চেতন জীবাত্মা বা জীব বিচরণ করে,—যে জীব, জড়বস্তুর ন্যায় জড় বা অচেতন নহে এবং চেতন হইলেও পরিপূর্ণ চেতন বা পরমেশ্বর নহে। সেই জীবাত্মা ভগবানের অংশ এবং ভগবানেরই তটস্থা প্রকৃতি বা শক্তিজাত জীবপ্রকৃতি বা জীবশক্তি। সেই জীবাত্মা জড়দেহে অবস্থান করিয়া জড় শরীরকে,—জড়বস্তুসমূহকে শয্যাসনাদির ন্যায় গ্রহণ করে মাত্র। জড়জগৎ বা চতুর্দ্দশ ভুবনযুক্ত বিশ্ব যেমন ভগবানের জড়শক্তিজাত, অদৃশ্য বা অপ্রাকৃত জগৎ সেইরূপ সেই ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে প্রকাশিত। তবে চিচ্ছক্তিজাত সেই চেতনজগতের সকলই চেতন, জড়ের কোন প্রকার স্পর্শ বা স্পর্শাভাস-গন্ধ সেখানে নাই আর অচিচ্ছক্তিজাত এ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই চেতনবিহীন অচৈতন্য বা জড়। জীব এই দুই শক্তিজাতলোকে ভ্রমণ করিবার যোগ্যতা পাওয়ায় তটস্থ বা উভয়গ। কিন্তু যেকালে জীব চেতনজগতে বিচরণ করেন সেকালে তিনি সকল চেতনাচেতনের প্রকাশক প্রভু পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকায় মুক্ত আর যেকালে তিনি সেই প্রভুসেবাভ্রষ্ট, সেকালে সেবাপরাধ-হেতু জড়জগতে আগত বদ্ধ। সুতরাং জগৎ প্রকৃতির রাজ্যে জীব প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতি হইয়াও প্রাকৃতবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি বা স্বরূপে জড়াপ্রকৃতির কোনও প্রভাব নাই অর্থাৎ তিনি জড় নহেন।

সংসার-দশা বা বদ্ধদশা জীবের শাস্তি-দশা। এই দুর্দ্দশার কারণ নিজ প্রভুর সেবা না করিয়া,—সেবক না থাকিয়া প্রভু হইয়া সেবা লইবার বাসনা। সুতরাং সংসারে আমরা সকলেই প্রভু বা কর্ত্তা ও ভোক্তাভাবে বিভাবিত। কিন্তু ভোক্তৃভাবে বিভাবিত থাকিয়া বিশ্বের সকল বস্তুর ভোগে প্রমত্ত হইলেও প্রকৃতি আমাদিগের উপর এরূপভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে, আমরা কোন বস্তুর প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে সেই বস্তুর বাধ্য বা অনুগত ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি। পদে পদে ভোগ-লালসা আমাদিগকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করিলেও আমরা আপন স্বভাবের সন্ধান পাইতেছি না। শুধু তাহাই নহে,—এই ভোগলোভ আমাদিগকে সকল কারণ-কারণ ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ দিতেছে না।

আমরা চেতন। আমাদের চেতনতার স্বাধীনতা বৃত্তি অবস্থিত। সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার—নিজ প্রভুর অধীনতা, আর অপব্যবহার—প্রভুর অধীনতা ত্যাগে ভোগ বা দেহ-মনের অধীনতা স্বীকার। স্বাধীনতা বৃত্তির অপব্যবহারের অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ আমাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আমরা উদ্যোগী না হইলেও পরমকরুণাময় প্রভু আমাদের, আমাদিগকে নিজ পদবী প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থার প্রথম প্রকরণ এই যে,—যে সংসারে আমরা ভোগনেশায় প্রমত্ত হইয়া যে বস্তু ভোগ করিবার জন্য ছোটাছুটি করিতেছি, সেই আমাদিগকে নানাপ্রকার দুঃখ, ক্লেশ ও তাপ প্রদান করিতেছে। সর্ব্বদা অশান্তির রাজ্যের অধিবাসী করিয়াছে

প্রকৃতির রাজ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয় নিত্য অবস্থিত। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবকুলকে ত্রিবিধভাবে প্রপীড়িত করিয়া প্রকৃতি স্বীয় প্রভুর সেবা করিতেছে। কিন্তু যখন এত ক্লেশভোগ করিয়াও জীব, ভোগের কষ্ট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সচেষ্ট না হয়, তখন শ্রীভগবান নিজে অবতীর্ণ হইয়া নিজহস্তে অসুরকুল ধ্বংস বিধ্বংস করিয়া সুরকুল বা ভক্তগণের দ্বারা নিজ সেবা প্রকাশ করেন। সেই প্রকটলীলা স্বেচ্ছায় অপ্রকট   স্বাভাবিক করুণাবশে তিনি শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে বিশেষ সর্ব্বদা প্রকট রহিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা এই নামপ্রভু ও বিগ্রহপ্রভুর সেবায় উদাসীন।

আমাদিগের এই উদাসীনতায় শ্রীভগবান্ উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি আমাদিগকে শ্রীশ্রীচরণে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহারই অভিন্ন কলেবর অতিমর্ত্ত্য পুরুষকে এই মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়া দেন। তিনি আবার সগণে অবতীর্ণ হইয়া সংসারে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে অবস্থান করিবার লীলা করেন। কিন্তু তাঁহার সকল কার্য্য সাধারণের মত নহে,—সাধারণকে ছাড়িয়া; সাধারণের ধারণাতীত অসাধারণ। সংসারের যে কনক, যে কামিনী এবং যে প্রতিষ্ঠানিষ্ঠা আমাদিগকে কনকদাস, কামিনীকুমার, কামিনীকান্ত বা কামিনী কিঙ্কর এবং প্রতিষ্ঠা পরিচায়ক করে, সেই অসাধারণ পুরুষ, সেই কনককামিনী প্রতিষ্ঠা স্বীয় প্রভুসেবায় নিযুক্ত করিয়া ভূলোকে গোলক মাহাত্ম্য প্রচার করেন। আমরা যেমন নিজের অর্থ, অপরের অর্থ নিজের ভোগে নিয়োগ করিয়া নিজে পরমার্থ লাভের যত্ন করি না অথবা অপরকে পরমার্থ-পথের পথিক হইবার সুযোগ প্রদান করি না; সেই অতিমর্ত্ত্য পুরুষ নিজের সর্ব্বস্ব সর্ব্বপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না; সকলের সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেন। আমরা যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের সাহায্যে নিজেরই বিপদ আহ্বান করি, সেই সততযুক্ত সাধুপ্রবর প্রাণাদির দ্বারা প্রাণনাথের সেবা করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে প্রাণ প্রভৃতির দ্বারে সেবকের সেবক হইবার সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু কি বলিব। দুঃখের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে যে, আমরা শ্রীভগবানের সেই কৃপাশক্তির দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ প্রবরকে আমাদিগেরই ন্যায় অন্যতম ভোগী বা আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিচার করি।

হে ভগবন্! হে আমার-নিত্য প্রভো! আমি তোমাকে ভুলিয়া—তোমার সেবা ভুলিয়া তোমার কোটিচন্দ্রসুশীতল পদতল হইতে দূরে, বহু দূরে চলিয়া আসিলে তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই। তুমি আমার অন্তরে, শুধু আমার অন্তরে নহে সর্ব্ব জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছ। আবার তুমিই বিরাট্‌রূপে আমার সম্মুখে অবস্থিত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব? আমি তোমার এই উভয় প্রকার স্বরূপসন্ধানে বিরত। কিন্তু হে নিজসন্ধানপ্রদাতা প্রভো! তুমিই আমার বিরক্তিকে বিরক্তি দিয়া তোমার চরণে রতি বৃদ্ধি করিবার জন্য গুরুবৈষ্ণবরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত। কি করিয়া তোমাকে সেবা করিতে হয়—কি করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া সকল জিনিস দিয়া তোমার সেবা করিতে হয়, আজ সেই সেবা শিখাইবার জন্য তুমি যে মূর্ত্তিতে—শ্রীগুরুরূপে সাধুরূপে আমার নিকট আসিয়াছ, তোমার সেই সেবকরূপকে যে আমি উপেক্ষা করিতেছি, অনাদর করিতেছি, আমারই ন্যায় ভোগী মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দল পাকাইবার ব্যবস্থা করিতেছি, ইহাই না "আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য।" যে ভোগাগ্নির কুণ্ডের দিকে পতঙ্গের ন্যায় উড়িয়া পড়িয়া প্রাণ নষ্ট করিতেছে সেই জীবকুলকে ফিরাইয়া কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তুমি যে ভাগবতরূপে ভোগময়বিশ্বে সেবা-বিপ্লব বা বন্যা আনয়ন করিয়াছ আমি যে, বন্যায় ডুবিতে পারিলাম না! হায়! হায়!! হায়!! মোহনিদ্রা কি ভাঙ্গিবে না, এত সাড়ায় কি জাগিব না, সাড়া দিব না? প্রভো! তুমি আমারই প্রভো! তুমি দয়া করিতে বিমুখ না হইলেও আমি যে দয়াগ্রহণে বিমুখ। প্রভো! আমার এ বিমুখতায় বিমুখতা দিয়া তোমার ও তোমার ভক্তের সেবায় উন্মুখতা দাও।

"দৈনিক নদীয়া প্রকাশের" বিশেষ সংখ্যা

আমরা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র "মঠপ্রবেশসংখ্যা" দর্শন ও পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। মঠপ্রবেশ-সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন পরিচয়, বিবরণ এবং নানাবিধ বৈশিষ্ট্য-বিচার বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। বিভিন্ন সুলেখক ও পরমার্থিকগণের লেখনী-রঞ্জিত শ্রৌত প্রবন্ধগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণের কাগজে বিভিন্ন চিত্র-সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত নদীয়াপ্রকাশের বিশেষ সংখ্যা ভাগবতগণের বিশেষ আদরের বস্তু হইবে, সন্দেহ নাই। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পারমার্থিক বিশ্বের ইতিহাসে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের কোথাও পারমার্থিক কথায় দৈনিক সাময়িক পত্র প্রচারিত নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবভূমি হইতে শ্রীচৈতন্যের বাণী দৈনিক-পত্রাকারে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। ইহা শুধু বাঙ্গালার গৌরব নহে, ভারতের গৌরব—বিশ্বের গৌরবের কথা। "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" শ্রীগৌড়ীয়-মঠপ্রবেশ-সংখ্যা প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যের দ্বারা গৌড়ীয়ের আত্মসাৎএর গীতিক পুনরাবৃত্ত করিয়াছেন। —শ্রীগৌড়ীয়

অ্যাডভান্সের পূজা-সংখ্যা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও সুবহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রের শারদীয়া পূজার বিশেষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয়, "শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান" শীর্ষক একটী তিন স্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাবু স্বয়ং শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকাকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি সেই প্রবন্ধে গ্রথিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সাধারণের রুচির অনুকূল পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি, সরসতা এবং বর্ণনীয় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য সাধারণে প্রচারিত সাময়িকপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধটী কএকটী চিত্রের দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীনিম্ববৃক্ষরাজ ও বল্লালঢিবির দৃশ্য প্রভৃতির আলেখ্য প্রবন্ধের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। কৃতী লেখকের লেখনী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ভূমির বর্ণনায় সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে। *

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৯০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযত্নবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৫।	ভজনরহস্য	৷০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷০
১০।	বৃহদ্ধর্ম্মিকা ভগবদ্‌গীতা সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸·
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৬।	দীপ-নির্দ্দেশন	৶০
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২১।	গীতমালা	⁄১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৩।	ঐ, প্রমাণখণ্ড	৶০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৬।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৭।	শরণাগতি	⁄০
২৮।	গীতাবলী	⁄০
২৯	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩০	সাধনকণ	⁄·
৩১	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩২।	নবদ্বীপশতক	⁄
৩৩।	অর্থপঞ্চক	⁄
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	⁄১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
	ঐ (আবাঁধা)	।⁄০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১.
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪২।	গোবিন্দভাষ্যম্	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫০।	সাংখ্যবাণী	⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৫।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৬।	সারাৎশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬০।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইসোটেরিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড অ্যানেলেক্ট ডিভোসন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷০
৬৪।	সাধন পথ	।০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	৷০
৬৬।	গীতাবলী	⁄১·
৬৭।	শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক' অধোক্ষজ ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভক্তিযোগোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের

বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 44

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ শনিবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০

কুষ্ঠিয়ার সংবাদ

রাত্রিতে বিমানপোত চালনার ব্যবস্থা

ডেলিমেলে ব্যবসায়ার মত

অধিবেশন পুলিশ কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ

মিসেস সেনগুপ্তার বক্তৃতা

বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষা

কারাবদল

কংগ্রেস অফিসে পুলিশের হানা ও গ্রেপ্তার

বিদেশী বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

বিহারে ৯২৬১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

নানা কথা

কুষ্টিয়া সংবাদ

কুষ্টিয়ায় পঙ্গপাল

গত ২০শে অক্টোবর বেলা ১টার সময় এক ঝাঁক পঙ্গপাল কুষ্টিয়া ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎ একখণ্ড লাল মেঘের ন্যায় পঙ্গপাল দল সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

প্রাপ্ত-পত্র

মহাশয়!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংবাদটি আপনার সুপ্রসিদ্ধ "নদীয়া-প্রকাশে" প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনাদের অনুকম্পা ও সহানুভূতি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের একমাত্র ভরসা। ইতি

ভবদীয়
শ্রীকালিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান পরিচালক।

বঙ্গ-ভাষায় উপাধি পরীক্ষা

"বঙ্গ-সাহিত্য মহামণ্ডল"

বঙ্গ-ভাষার উন্নতি সাধনমানসে "বঙ্গসাহিত্য-মহামণ্ডল" কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সাহিত্যসেবিগণ স্ব স্ব মনোনীত যে কোন একটি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া এই পরীক্ষায় যোগদান করিতে পারেন। উত্তীর্ণ লেখক ও লেখিকাদিগকে রচনা সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ "বিদ্যাবিনোদ", "ভারতী" উপাধি প্রদান করা হইবে। পণ্ডিত কালীশ্বর বিদ্যারত্ন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, পোঃ খাগড়া, বহরমপুর, বেঙ্গল এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

যশোহরের বোমা ব্যাপারের জের

১৪ জন আসামীর মুক্তিলাভ

যশোহরের বোমা ব্যাপার সম্পর্কে উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখ ১৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ২০শে অক্টোবর তিনজন ব্যতীত তাঁহাদিগের সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায়, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কুণ্ডু এই তিন জনের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিসেস সেনগুপ্তার বক্তৃতা

এলাহাবাদ, ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত জে, এম্ সেনগুপ্তের পত্নী মিসেস সেনগুপ্তা ও মিসেস মুন্সী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু বোর্ডিং-এ ছাত্রদিগের এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ বাজিতপুরে পিকেটিংএর জন্য ৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠক

সম্রাট কর্ত্তৃক উদ্বোধন

আগামী ১২ই নভেম্বর মধ্যাহ্নে লর্ডস হাউসের রাজকীয় গ্যালারীতে সম্রাট মহোদয় গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করিবেন।

অধিবেশন পুলিশকর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ

বোম্বাই সমর-পরিষদের নূতন সভাপতি ভুলাভাইকে অভিনন্দিত করিবার জন্য চৌপাটীতে একটী সভার অধিবেশন হয়। বহুসংখ্যক পুলিশ আসিয়া সভায় বলপূর্ব্বক ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বহু ব্যক্তি আহত হয়।

আজাদ ময়দানেও ঐ উদ্দেশ্যে একটী সভার অধিবেশন হয়। সেখানে পুলিশ বেশী হস্তক্ষেপ করে নাই।

রাত্রিতে বিমানপোত চালনার ব্যবস্থা

বিলাতের সংবাদেরা অনুযোগ করিতেছেন যে বর্ত্তমানে বিমানে ডাক প্রেরণ করিলে বিলাত হইতে ভারতে সংবাদ পৌঁছিতে সাত দিন লাগে; ভারতের ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হন না; সেইজন্য যাহাতে রাত্রিতেও বিমানপোত চালাইবার ব্যবস্থা হয় এবং বিমানের রাস্তা আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশে আলোকের উদ্ভব করিতে হইবে। আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে সমস্ত সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস অফিসে পুলিশের হানা ও গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ কংগ্রেস অফিসে পুলিশ ২১শে অক্টোবর তারিখে হানা দেয় এবং তিন জনকে ধরিয়া লইয়া যায়।

চট্টগ্রামের ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত হন। তাহাদের মধ্যে ৭ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কারাবদল

[illegible] হইতে সংবাদ এই যে স্থানীয় [illegible] নেতা মিঃ এম, ডি অভয়ঙ্করকে [illegible] জেল হইতে নাগপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিদেশী বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

বর্দ্ধমানের ব্যবসায়ীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে তাহারা আর বিদেশী বস্ত্র আমদানি করিবে না এবং কোটের জন্য বিদেশী থান ব্যবহার করিবে না।

বিহারে ৯২৬১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

বিহার প্রদেশে এপর্য্যন্ত ৯২৬১ জন স্বেচ্ছাসেবক বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগদানের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যার ফিরোজ সা সেথনার গোলটেবিলে যোগদানে যাত্রা

স্যার ফিরোজ সা সেথনা প্রমুখ কয়েকজন মডারেট নেতা গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার পি, সি, রামস্বামী আয়ার বলেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং সৈন্য বিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক বিচারের মামলা ভারত-বাসীরা নিজেরাই মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে।

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ বলেন যে, তিনি এক্ষণে কিছু বলিতে চাহেন না, কেবল ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছেন।

মিঃ সি. ওয়াই. চিন্তামণি বলেন, "আমি ভগ্নদেহ বাহকেতি এবং ভারতের ফিরিয়া আসিব বলিয়া আশা রাখি।"

মিঃ যোশি বলেন যে, তিনি আপোষ মীমাংসা হইবার আশা রাখেন।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেট করায় উমাইলে ছয় জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পিকেটের মামলা

কুমিল্লায় গাঁজার দোকানে পিকেট করার অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন দেব, শ্রীযুক্ত বিনোদ কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বসু, মিঃ মুকন্দ, শ্রীযুক্ত সুবোধ সেন দাস ও পলাতক শ্রীযুক্ত গোপীভূষণ বিশ্বাস, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২০শে অক্টোবর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

যশোহরের উকীল মিঃ কাদের খুলনার গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটে সাহায্য করায় জন্য ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের বলে তেজপুরের অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ১৩ জনের সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন।

পেশোয়ারে ২০শে অক্টোবর তারিখে পিকেট করার জন্য ৩১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ঢাকা নবাবপুরে একটী বাটীতে কয়েকটী বোমা এবং অনেক বোমা প্রস্তুত করিবার মালমসলা পাওয়া যায়। পুলিস একজন যুবক এবং একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার এবং তাঁহার পত্নী বলা হয়।

স্ত্রীলোক তিনজনকে ঐ বাটীতেই পুলিশের পাহারায় রাখা হইয়াছে এবং যুবকদ্বয় হাজত বাস করিতেছে।

স্যার টি বিজয় রাঘবাচারিয়া আন্তর্জাতিক কৃষি সমিতির সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বিলাতের ব্যবসায়ীর মত প্রকাশ

বিলাতের ষ্টেটসম্যান কাগজে একজন ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে ভারতের বয়কট ব্যাপারটাকে তুচ্ছজ্ঞান করা সংবাদের যোগ্য নয়। ভারতে বয়কট মানে ইংরাজের সর্বনাশ। ভারতবাসী বিলাতী মাল বয়কট করিলেই বিলাতে ঘোর সমস্যা আসিয়া পড়িবে, যে কোন উপায়ে ভারতের বাজার আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

গান্ধীর অনুচরদিগের আক্রমণ যখন লঙ্কাশায়ের অর্দ্ধেক ব্যবসায় অচল করিয়া যখন তাহারা শান্ত থাকিতে চায় তখন শাসন কর্তাদের বুদ্ধির দৌড় ফুরাইয়া যায়।

ভারতে আমদানি বৃটিশ পণ্যের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং মার্কিন, জাপানী প্রভৃতি দ্রব্যের উপর পুরা শুল্ক বসান হউক। তাহা হইলেই বয়কট ধ্বংস হইবে।

পদত্যাগ

মালদহ জিলার আমডাঙ্গী থানার ২নং ইউনিয়নের ৩০২ বিষ্ণুর সরকারী পঞ্চ সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের শাসন ব্যাপারে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদিত ম্যাণ্ডেটের সর্ত্ত মানিয়া চলাই ইংরাজের অভিপ্রায়।

প্যালেষ্টাইনে গভর্ণমেণ্ট একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিবেন তাহাতে হাই কমিশনার ছাড়া আরও ১০ জন সরকারী সদস্য থাকিবেন। বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা হবে ১২ জন।

নিখিল বিশ্ব ইহুদি সমিতির সভাপতি বৃটীশ নীতির প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ইহুদি কংগ্রেস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

জামসেদপুর হইতে সংবাদ এই যে শিকুপুর বাজারে আটজন স্বেচ্ছাসেবক ভীতি প্রদর্শন অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত মহদেব দেশাই ১২৪ ধারা অনুসারে কারাগারে প্রেরিত হন। সম্প্রতি তিনি জেল হইতে বাহির হইয়া তমলুক ও কাঁথির রাজনৈতিক অবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন।

কদবিলা ইউনিয়নের রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার পুরোহিত বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিয়াছেন যে শরৎ বাবু তাঁহার বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার ৫০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

পূর্ব্বে একবার রাজেন বাবুর অভিযোগমূলে শরৎ বাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

চীন হইতে সংবাদ এই যে, উচাও নামক স্থানে একটী নদীতে এক ভাসমান হোটেল ছিল। হঠাৎ তাহাতে আগুন লাগিয়া যায় এবং ঐ অগ্নি নিকটবর্ত্তী জলযানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে প্রায় শত শত লোক প্রাণ হারায়। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন যে, চীন দেশে বহু সংখ্যক লোক নদীর উপর নৌকায় সপরিবারে বাস করে।

বিলাতের কর্ম্মবীর, দানবীর এবং মহাজন মৌলবী আবদুল বারি বিলাত যাইয়া মারা গিয়াছেন। ইনি বেঙ্গলবর্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী নামক জাহাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন।

করাচীর গত ২১শে অক্টোবর তারিখে 'প্রভাত ফেরি'গণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার সময় পুলিস আক্রমণ করিয়া বহু লোককে জখম করে।

পাঠক অবগত আছেন যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আবার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তকে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির কার্য্য করিতে মনোনীত করিয়াছেন।

কয়েকটী বোমা দুর্ঘটনা সম্পর্কে পুলিস অমৃতসরের শ্রী ও শ্রী কানাইলালের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ যে ডায়মণ্ডপুর বোমা দুর্ঘটনার কার্য্যে আসামীরা কানাইলালের মোটর ব্যবহার করে।

গত ২১শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই-য়ের প্যারেলে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিস গুলি বর্ষণ করে।

পুলিসের লাঠির আঘাতে বিশ জন লোক আহত হয়।

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৫০ জন কনষ্টেবল, ২৫ জন সশস্ত্র পুলিশ এবং অনেক সার্জ্জেণ্ট সভাস্থল ঘিরিয়া ফেলে।

সভার পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিস্ সোফিয়া সমজী, সহকারী সভাপতি মিঃ নূর আলি এবং কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদক মিঃ কাশেম আলি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৭

প্রভু-কৃপা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক-ভারতী মহারাজ-লিখিত]

অন্তর মাঝারে তুমি অন্তর্যামী,
বিশ্বে বিরাট্‌রূপ ওহে পর-স্বামী,
আদি-মধ্য অন্তে সর্ব্বত্র হে তুমি,
তোমা বিনা প্রভু নাহি কিছু আর।

তুমি সঙ্কর্ষণ, মূলাধার তুমি,
কারণ-বারিতে বিরাজিত স্বামী,
সকল-কারণ-কারণ হে তুমি,
তোমার মহিমা বেদগান সার॥

গর্ভ-উদকেতে রহি তুমি প্রভু,
সমষ্টি জীবেরে পালক হে বিভু,
তোমার করুণা বিনা কেহ কভু,
পারে না জানিতে তোমা এ'সংসারে

পুনঃ ক্ষীরোদধি করিয়া আশ্রয়,
ব্যষ্টিরূপে যত জীবের হৃদয়,
নিত্যধাম প্রভৃতি কত যে প্রণয়,
না পারে বলিতে এ' অধম ছারে॥

এত রূপে প্রভু বিরাজ সতত,
তবু, তবপদে নহে মোর চিত,
কিন্তু পুনঃ তুমি করিবারে হিত
হয়েছ উদিত, ধরি' গুরুরূপ।

চিত্তে চৈত্ত্যগুরু, পরমাত্মরূপে,
বাহ্যে দীক্ষাগুরু, মহান্ত-স্বরূপে,
নিজ উপদেশ, গ্রন্থ শাস্ত্ররূপে,
এ'সেছ উঠাতে হ'তে ভবকূপ॥

সাধু আর শাস্ত্র, গঙ্গা ও তুলসী,
চতুর্ব্বিধরূপে মরতে আসি,
অধমের তরে কতরূপে আসি
করিছ করুণা ওহে দয়াময়।

তাই,তব পাশে,এ'মোর প্রার্থনা
ক্ষমি অপরাধ, ঘুচাও বাসনা,
(তব) গুরু-নাম-রূপে নৈষ্ঠিক সাধনা
বল দিয়া কর সেবার উদয়॥

গুরুরূপে তুমি, নর-নারায়ণ,
সেবিছ আপনা,—আমার কারণ,
সেই নিত্যরূপে, ওহে সনাতন!
মর্ত্ত্য-বুদ্ধি যেন কভু নাহি হয়।

তব নাম-গানে রুচি দাও মোরে,
তব ধামে বাস দেহতে আমারে,
তব কাম লাগি, যেন সদা ফিরে,
তোমার সেবক, তোমার দয়ায়॥

উৎসাহ

শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু স্বীয় উপদেশামৃতের তৃতীয় শ্লোকে ভক্তি-সাধক ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-
প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ
প্রসিদ্ধ্যতি॥

ভক্তিলতার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত এই ছয়টি বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক, আমরা পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে তাঁহাদের আলোচনা করিব। প্রথমে 'উৎসাহ' আমাদের আলোচ্য।

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য,ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই জাড্য বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়। অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তি যোগ করিতে হয়, ইহা গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন, যথা :—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-
সংজ্ঞিতম্
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-
চেতসা॥
৬।২৩

এই শ্লোকের ভাষ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন "আত্মযোগাক্ষমমনসং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা।" যে কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য মনন করা যায় সেই-কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদশূন্য-চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে একাদশে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ
কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু
কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ
পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥

পরমার্থ সাধকচিত্ত অবস্থাক্রমে তিন প্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণচিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত, এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তি-রহিতচিত্ত। যোগও তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত কর্ম্মত্যাগী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়। কামী অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণ অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্য-ক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর। তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা কেবল জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানই চরমলাভ। যাঁহাদের জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধিকারক কর্ম্মযোগ বই আর গতি নাই। যাঁহারা জড়ীয় কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সমস্ত জড়-কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিত্তদেহের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণ জড়কর্ম্ম স্বীকার করেন কিন্তু সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়-সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবত ফলরূপে উদয় হইতে থাকে। ভক্তিযোগীদিগের লক্ষণ এই—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়-
নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্ব্বেদ-জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড় কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ; কেবল সেই সেই কর্ম্ম যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয় ততটুকুই তাহাকে অনাসক্ত ভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তি সাধন হয় না, যে সকল কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সে সমুদায় দুঃখাত্মক। কামকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব সেই সেই সাধারণের পক্ষে দুঃখফলজনক কামফলকে তুচ্ছবুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন এবং তত্তৎকাম-ভোগদ্বারা জীবনের আবশ্যক নির্ব্বাহ করত ভক্তিযোগে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম্ম-প্রাপ্য কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাকে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্ভক্তি সাধক-বৃত্তি আছে তাহাকে আদর করত যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত। কর্ম্মে অনাসক্ত বটে কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উক্তি-প্রক্রিয়া একাদশে [illegible] যথা—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিল-
াত্মনি॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে
ভবেৎ॥

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়স্থ কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। অবিদ্যাগ্রন্থি দূর হয় এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্মস্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্যরূপ অতি বড় শ্রেয় হয়। তাৎপর্য্য এই যে হৃদয়গত কামনাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যা নাশের জন্য অন্য প্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু ভগবদনুশীলন রূপ ভক্তিযোগ করিতে করিতে অবিদ্যা কাম, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎকৃপাবলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা,অন্য আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

কর্ম্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে ভজন-ক্রিয়া দ্বিবিধ অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধুকৃপায় ভজনশিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে নিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া হয়। যতদিন নিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়া হয় না ততদিন অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া কাজে কাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা

গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থ-প্রকাশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবস্থান্তর ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিনিপাত, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বত ধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার তত্ত্বানুক্রম সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত ধামামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আধবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য [illegible] ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

৷৴৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট আজ্ঞা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য বস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল তথ্য সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১৩৩৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবংশ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবপস্থা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারমণ ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। দুর্জ্জয়াত্মক্য অণুসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১২। জৈবধর্ম্ম
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭ শরণাগতি ৴০
২৮ গীতাবলী ৴০
২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০ সাধনকণ ৴
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অচ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১.
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৪০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশবিষয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোমাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক [illegible] অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-শ্রী র একমাত্র অহৈতুক বরাভয়, হরিজনোপাসিত, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাজাসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়,এম,এ ; প্রাজ্ঞ ([illegible])

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভি পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাশার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মঞ্জু

মস্তিষ্কের রক্ত ও বায়ুবিকার, স্মরণশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত ও আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"পুংসকাশ্মি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে, দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম, বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপচ্ছলে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক— "শ্রীগৌরাঙ্গ"
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ সোমবার ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে পিকেটীং

মাদ্রাজে মন্ত্রীদের পদত্যাগ, লাটসমীপে দলের নেতা

পণ্ডিত জহরলালের বিচার

ট্যাক্স অনাদায়ে ধরপাকড় গ্রামবাসীদের গ্রামত্যাগ

মেদিনাপুরে গোরা সৈন্য

কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত গোলটেবিল ব্যর্থ

লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

জেলে অসদ্ব্যবহারে প্রায়োপবেশন

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য

দেড়হাজার পুরুষ ও পাঁচশত মহিলার জেলের অনুরূপ খাদ্য আস্বাদন

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কৃষ্ণনগর ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মদের দোকানে পিকেটীং কিছু-দিন বন্ধ ছিল, গত ২১শে অক্টোবর হইতে তাহা আবার আরম্ভ করা হইয়াছে।

ট্যাক্স অনাদায়ে ধরপাকড়, বহু গ্রামবাসীর গ্রামত্যাগ

গত ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার পুলিশ কাঁথি পটাশপুরে আসিয়া ছয় জনকে বাঁধিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে পুলিশ শিবিরে লইয়া যায়। ঐ দিন রাত্রিতে তাহাদিগকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পরদিনও তাহাদিগকে কেবলমাত্র মুড়ি ও চিড়া খাইতে দেওয়া হয়।

গত ২৩শে আশ্বিন তারিখে দাঁতনের প্রসিদ্ধ উকিল চারুবাবুকে পুলিশ তাঁহার নিজ বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়।

গত ২৫শে আশ্বিন পূর্ব্ব-আমর্ষ গ্রামে ধরপাকড় চলে।

গত ২৫শে আশ্বিন হইতে ক্রোক আরম্ভ হয়। গ্রামবাসীরা মাঠে বাস করিতেছে, তাহারা বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়াছে তথাপি তাহাদের কেহই এক পয়সা টেক্স দিতেছে না।

পুলিশ কুলবেড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে কিন্তু গ্রামে কেহই ছিল না। গ্রাম শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। তমলুকের 'সুতা হাটা' থানায় ভীষণ মাল ক্রোক চলিতেছে।

মেদিনাপুরে গোরা পল্টন

সম্প্রতি মেদিনীপুর জিলার মফঃস্বলে এই মর্ম্মে জনরব রটিয়াছে যে, একটি পুরা রেজিমেণ্ট দার্জ্জিলিং হইতে বেরেলী ক্যাণ্টনমেণ্টে বদলী হইবার সময় পথে জিলার কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য মেদিনীপুরে থাকিবে। আর, ঐ সময় নাকি ঐ গোরা সৈন্যেরা রাজনৈতিক গোলযোগের প্রধান কেন্দ্র গুলিতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এই জনরব রটার ফলে তথায় বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিভ্রমণের পর রেজিমেণ্ট নাকি এলাহাবাদ রোড হইতে "রাণীগঞ্জ রোড দিয়া বাঁকুড়া পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইবে। সেই সময় তাহারা পথে শালবনী, গড়বেতা, বিষ্ণুপুরে থাকিতে পারে।

পণ্ডিত জহরলালের বিচার

রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি তিনটা চার্জ্জ

গত ২৫শে অক্টোবর এলাহাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে পণ্ডিত জহর-লালের বিচার হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজী জেল হইতে খালাস হইয়া ১২ই অক্টোবর এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে তিন দফা চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে। (১) ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪ (ক), (২) লবণ আইন ভঙ্গ, (৩) আট আনার লোকের সম্মুখে সরকারকে ট্যাক্স না দেওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা।

চার্জ্জগুলি শুনিয়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না। ঐদিন বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। রায় মুলতুবী আছে।

অমৃতসরে এক বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ীর উপর সাধারণের পক্ষ হইতে নোটিশ জারি করা হইয়াছে যে, হয় তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা করিয়া লইবেন নচেৎ তাঁহাকে দোকান ত্যাগ করিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

ট্যাক্স বন্ধে সশস্ত্র পুলিশ

বাঁকুড়া জেলার নারায়ণপুর, পাত্র সায়েরে চৌকীদার, দফাদার বা বোর্ডের মেম্বর প্রেসিডেন্ট কিছুই নাই। আপোষে বোর্ড স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইয়াছেন। চৌকীদার না থাকা সত্ত্বেও ট্যাক্স আদায় চলিতেছে। গত বৎসর অপেক্ষা ট্যাক্স ৫।৭ গুণ বাড়িয়াছে।

স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, পাত্রসায়েরের থানার সাব্ ইন্সপেক্টর আর্দ্দালি সহিত চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিতে আসেন। কিন্তু কেহ ট্যাক্স দেয় নাই।

তাহার দুইদিন পরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ লইয়া নারায়ণপুরে আগমন করেন ও একজন বার বৎসরের বালককে লোকের বাড়ী দেখাইয়া দিতে আদেশ করেন। কিন্তু বালকটী অসম্মতি প্রকাশ করে।

স্থানীয় কংগ্রেস অফিসের পতাকা প্রভৃতি পুলিশ নষ্ট করিয়া দেয়।

অনেকের বাড়ীতে মাল ক্রোক করা হয়। সকাল ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ক্রোক কার্য্য চলিতে থাকে।

বিলাতের একটি সভায় বক্তৃতাকালে মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড (লর্ড রোনাল্ডসে) বলেন যে সত্য সত্য ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনে ঘোর বাধা আছে। যে ভারতে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর তথায় কলমের এক খোঁচায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনমণ্ডলী অসম্ভব। সৈন্য-দলের নিয়ন্ত্রণ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা বিষম সমস্যার বিষয়।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিচারের অব্যবহিত পরে নাইনী সেন্ট্রাল জেলের প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ৮ই অক্টোবর তারিখের এক বক্তৃতা-সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুযায়ী তিনি ধৃত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

মহিষাদলের গাঁওয়াখালি নামক গ্রামে মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেট করার জন্য পুলিশ একজন স্বেচ্ছাসেবককে ধরে, পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

দেড়হাজার পুরুষ ও পাঁচশত মহিলার জেলের অনুরূপ খাদ্য আস্বাদন

মধ্যপ্রদেশ মারাঠা সমর পরিষদের সম্পাদিকা শ্রীমতী অনুসূয়া বাঈ জেলের খাদ্য কিরূপ তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেই খাদ্যের অনুরূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেড় হাজার পুরুষ ও পাঁচশত মহিলাকে খাওয়াইয়াছিলেন। এইরূপে এবৎসর নাগপুরে দেওয়ালি উৎসব সম্পন্ন হয়।

জেলে অসদ্ব্যবহারে প্রায়োপবেশন

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারি আইনের ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বারাণসী যাইতেছিলেন, এমন সময় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ জেলে তাহার প্রতি যে কুব্যবহার করা হয় তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি পাটনা জেলে ১০ দিন যাবৎ প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। তাঁহাকে বারবঙ্গের রাজ-নৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে যে, নাকি ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইবে।

লোম্যান হত্যার জের ৩জন আসামী জামীনে খালাস

২৪শে অক্টোবর দায়রা জজের আদালতে লোম্যান হত্যা সম্পর্কে ধৃত আসামী জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, শৈলেশ রায় ও জ্যোতির্ম্ময় গুহের পক্ষে যে জামীনের আবেদন করা হইয়াছিল, কল্য তাহার শুনানী হইয়া গিয়াছে।

সরকারী উকিল বলেন যে, আবেদনের বিরুদ্ধে বলিবার জন্য তিনি কোন উপদেশ পান নাই সুতরাং বিচারক হাকিমের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে ১০হাজার টাকা জামীন দিতে আদেশ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে প্রবল

গত ২৪শে অক্টোবর রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টির ফলে মাদ্রাজ সহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং বাত্যায় বিমারপল্লীর নিকটে ব্যারাক রোডে আদি দ্রাবিড়দের প্রায় ২০০ কুটীর পড়িয়া গিয়াছে। কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চৌকীদারের পদত্যাগ

১৩নং কুতিয়ালের উত্তর নারিকেলদা গ্রামের চৌকীদার পদত্যাগ করিয়াছে।

কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত গোলটেবিল ব্যর্থ

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় স্যার হরি সিং গৌর বলেন যে কোম্পানীর রাজত্ব হইতেই ভারতের অবনতির প্রারম্ভ। ভারত চিরদিন স্বাতন্ত্র্যশীল। কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনে ভারতের উন্নতি অন্যের সাহায্য না পাইয়াই হইয়াছে।

সঙ্ঘবদ্ধতায় ভারত চিরকাল হীন। সেই কারণে সঙ্ঘবদ্ধ পাশ্চাত্য জাতীর লোক ইংরাজ ভারতকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। স্যার হরিসিং গৌর কোম্পা-নীর রাজত্বকে জঘন্য বলিয়া উল্লেখ করেন। বর্ত্তমানে ভারত আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান সমূহে স্থান পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা মোটেই নাই। কিন্তু জগতের অন্য জাতির পক্ষে, এ সমস্তই উল্টা ব্যবস্থা।

তিনি সাইমন রিপোর্টকে নিন্দা ও অভিসম্পাত করেন। তিনি উক্ত রিপোর্টকে সম্পূর্ণ পশ্চাদ্বর্ত্তন সূচক এবং ইংরাজের নামের কলঙ্ক সূচক বলিয়া বর্ণনা করেন। কংগ্রেসের সাহায্য বিনা গোলটেবিল ব্যর্থ হইবে।

জেলের ব্যবহার

বোম্বাই হইতে যমুনাদাস দ্বারকাদাস লিখিতেছেন যে জেলে সৌভাগ্য ক্রমে তিনি ২ মাস কাল বল্লভ ভাই প্যাটেলের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা হইত অথচ খুনে আসামী জেলের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিত। এ শ্রেণী অপেক্ষা বি ও সি শ্রেণীর বন্দী-দিগের উপর অত্যাচার বেশী হয়। এ শ্রেণীর বন্দীদিগকেও বাগুলা হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদী ও ওয়ার্ডারের অধীন থাকিতে হয়। মহাত্মাজী এক জেলে থাকিলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নিষেধ ছিল।

গত ২৭শে আশ্বিন এগরা থানার দারোগা বলেন যে পানিপরুল হাটে থানা বসিবে। তিন দিন পরে এ, এস, আই পাঁচরোলের জমীদারের কাছারি দখল করিয়া লয় এবং জমীদারের লোকজন দখল দিতে অস্বীকার করিলেও তিনি তথায় আশ্রয় লন এবং তথায় বে-আইনী সমিতি হয় বলিয়া সকলকে ভয় দেখান। থানার কার্য্য হইবে বলিয়া উহা ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং তাহারা অস্বীকার করিলে জোর করিয়া তথায় বাস করেন এবং জিনিষপত্র ক্রোক করিবার ভয় দেখান।

লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুত সেনগুপ্ত আবার ১৪৪ ধারার নোটিশ

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত ভ্রমণের জন্য সপত্নীক লক্ষ্ণৌয়ে আগমন করেন। তিনি ২৪শে অক্টোবর বেলা ১১টার সময়ে কানপুর হইতে এখানে আসেন এবং অপরাহ্ণে পেশোয়ার মেলে অমৃতসর যাত্রা করেন। অমৃতসর হইতে তিনি লাহোরে গমন করিবেন।

এলাহাবাদ ও কানপুরের ন্যায় লক্ষ্ণৌতেও তাঁহার উপর ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করিয়া বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

তাহার উপর এরূপ নোটীশ দেওয়া হয় "বর্ত্তমানে দেশে যে চাঞ্চল্য চলিতেছে, তাহাতে আপনি জনসভায় যে কোন বক্তৃতা করিলেই তদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে ও সাধারণের শৃঙ্খলার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। সেজন্য আমি কানপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, এস, জে, সেল ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনু-সারে আপনাকে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিতেছি—

আজ হইতে ২ মাসকাল আপনি কানপুর মিউনিসিপালিটী ও ক্যান্টন-মেন্টের এলেকার মধ্যে কোন জনসভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। (স্বাঃ) খে, এফ, সেল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।"

এই আদেশ সত্ত্বেও শ্রীযুত সেনগুপ্ত বক্তৃতা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া-ছিলেন। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির জন্য সভা করা সম্ভব হয় নাই।

মাদ্রাজে মন্ত্রীদের পদত্যাগ লাট সমীপে জাষ্টিস্ দলের নেতা

মাদ্রাজ, ২৪শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুব্বারায়ন এবং তাঁহার সহকর্মীরা পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। লাট জাষ্টিস দলের নেতা দেওয়ান বাহাদুর মুনুস্বামী নাইডুকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন।

দেওয়ান বাহাদুর মুনুস্বামী নাইডু গত ২৫শে অক্টোবর লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন খুব সম্ভব তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর আগামী কল্য পুনরায় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ধুবড়ীতে এখনও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হইতেছে। সাধারণতঃ রাত্রি তিনটার সময় ভূমিকম্প হয়। গত রবিবারে বেলা একটার সময় ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-১০২-

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ১০ই কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

ও

মঠনির্ম্মাণকারী পরমভাগবত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের মহা মহা বদান্যতায় কলাভাসে কীর্ত্তন

হে ভক্তিরঞ্জন, প্রভুবর তুমি,
শ্রীগুরুচরণ পূজিলে।
শ্রীগুরু-পূজায়, সকল সজ্জায়,
তুমি সবারে দেখা'লে॥
গৃহস্থ জীবনে, আদর্শ মহান্,
জগবন্ধু তব নাম।
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া, প্রভুর চরণে,
সাধিলে আপন কাম॥
স্ব'-ইচ্ছি পূরণে, বলি মহারাজ,
কৃষ্ণে দিল সব দান।
তুমিও তেমনি, দাতা-শিরোমণি,
কৃষ্ণদেবে দিলে দান॥
অনিত্য বৈভব, এ মর-জগতে,
বৈকুণ্ঠ-বৈভব সেবিলে।
বৈকুণ্ঠ-দূতের, অপার করুণা,
সাদরে শিরে ধরিলে॥
অভিন্ন-গোলোক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
যুগকাল ধরি' আছে।
শ্রীগৌর-বাণীর, বিনোদ-কুঞ্জে,
শুদ্ধভক্তি প্রচারিছে॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু,
সকল-জীবৈক-গতি।
স্বপার্ষদগণ, অবতীর্ণ হই',
পবিত্র করিল ক্ষিতি॥
যুগাচার্য্য মোর, প্রভু সরস্বতী,
অভিন্ন নিতাই চাঁদ।
গৌর-মনোভীষ্ট স্থাপিতে ভূতলে,
বিস্তারিলা বহু ফাঁদ॥
নগরে নগরে, শ্রীকৃষ্ণ-বসতি,
স্থাপিলা সেবক-দ্বারে।
তা'র মাঝে এই, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
নির্ম্মিতে কহিলা তোরে॥
তুমিও মহান্, সেবকে প্রধান,
প্রভুর আদেশ পালিলে।
প্রভুর চরণে, আত্মনিবেদনে,
হৃদয় উৎসর্গ করিলে॥
আচার্য্যবরের, করুণ বাণী,
(যেদিন) পশিল তোমার কাণে।
হৃদয়-দুয়ার, খুলিয়া অমনি,
মন্দির স্থাপিলে মনে॥
মূর্ত্ত-বাণীর, বিগ্রহ সেবা,
তাহার অভীষ্ট সহ।
প্রাণ ঢালি দিয়া, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
নিরমিলে অহরহ॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, নির্ম্মাণ করিয়া,
স্থাপিলে অক্ষয় কীর্ত্তি।
সেবার আলোকে, উদ্ভাসিত হ'ল,
তোমার পবিত্র মূর্ত্তি॥
কর্ম্মকোলাহল, এ মহানগর,
ভাসিছে মায়ার স্রোতে।
এ হেন সময়ে, তুমি ভক্ত বীর,
চ'লেছ ব্রজের বাটে॥
বাণী-বিনোদের, কীর্ত্তন কুঞ্জ,
তোমার হৃদয়ে রাজে।
হৃদয়-দুয়ার, খুলিয়া দেখালে,
এ বিশ্ববাসীর মাঝে।
তোমার মহিমা, শিক্ষা ব্যাপিয়া,
গাহিবে বিশ্বের জন।
তব সেবা দেখি', পরানন্দে আজি,
মগন গৌড়ীয়গণ॥
ধন্য ধন্য তুমি, ভক্তিরঞ্জন,
জনম সার্থক করিলে।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে, রাধা-গিরিধরে,
হৃদয়-মন্দিরে বসালে॥
ধন্য তোমার, জনক জননী,
ধন্য তোমার কুল।
ধন্য তোমার, জন্ম ভূমি,
তীর্থ সমতুল॥
তব জয় ধ্বনি, উচ্চ কণ্ঠে আজ,
গাহিছে গৌড়ীয়গণ।
তব পদধূলি, কৃপা-পরসাদ,
মাগয়ে এ দীন জন॥
তোমার মহিমা, বর্ণিতে আমার,
ভাষার শকতি নাই।
যাচি আশীর্ব্বাদ, নিত্যকাল যেন,
বৈষ্ণবের গুণ গাই॥

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

(ভক্ত-মাহাত্ম্য)

জীবের যতদিন সৌভাগ্যের উদয় না হয়, ততদিন তাঁহাদের লৌকিক বিচার প্রবল থাকে, তখন তাঁহারা ভাগ্যবান্ পারমার্থিকগণকেও লৌকিক বিচারের অধীনে রাখিতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের অকৃত্রিমতাকে লৌকিক জাতি-বিচারেই উচ্চ নীচ, জ্ঞান ও জ্ঞানহীন বিচার করেন; ও ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষযুক্ত সদাচারত ভক্তদিগকে বাতুল, আচারবর্জ্জিত প্রভৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করেন; এই প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, মৎসরতাবশে নানাপ্রকারে নিষেধ করিয়া অনন্ত নিরয়ের পথ পরিষ্কার করেন।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিভিন্নপ্রকার অপরাধজনক বিচারের মধ্যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি একটী প্রধান। তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া যে পথে অগ্রসর হন, সেইপথের যাত্রী বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসাহান্বিত হন ও নানা প্রকার বাক্যজাল বিস্তার করিয়া মূর্খ লোকগুলিকে আকর্ষণ করেন এবং আত্মহিংসা ও জীবহিংসা করিয়া থাকেন। সত্যানুসন্ধিৎসু-জনগণ যাহাতে সেই সকল দুঃসঙ্গে পড়িয়া বঞ্চিত না হন—আত্মঘাতী না হন, সেইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ভক্ত-মাহাত্ম্য কিছু আলোচনা করিব। কারণ জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মহাজনের পাদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তপস্যাদ্বারা, অর্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাস-পালন দ্বারা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা, অথবা স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না।

শোচ্যদেশে ও শোচ্যকুলে বৈষ্ণবের জন্ম হয় কেন?

কৃষ্ণবিমুখ জীব কর্ম্মের নাগর-দোলায় চাপিয়া কর্ম্মফল বশতঃ কখনও পুণ্য ভূমিতে ও উচ্চকুলে জন্ম লাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা সেরূপ লৌকিক বিচারে উন্নত হইয়াও যদি সৎসঙ্গে হরিভজন না করেন, তবে পুনরায় অপরাধফলে শোচ্যদেশে ও শোচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মফল-বাধ্য নহেন। তাঁহাদের এই প্রপঞ্চে আবির্ভাব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নহে। তাঁহারা যে কোন দেশে এবং যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। তাঁহারা জগতে আবির্ভূত হইয়া পতিত জীবকে উদ্ধার করেন ও যে দেশে, যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশ ও কুল পবিত্র হয়। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

দেবগণের গর্ভস্তুতিতে ভক্ত-মাহাত্ম্য

যখন শ্রীশ্রীগৌর ভগবান্ শচীগর্ভ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব করিতে গিয়া ভক্ত-মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যে তোমার পাদপদ্ম নাম নিত্য করে।
তা সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতাল দিতে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক্ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ হেন নিষ্ঠা হেন তোর দাস॥

ভক্ত-মুখে হরিদাস-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ষোড়শ অধ্যায়ে [illegible] উপাখ্যান আলোচনা করিলে [illegible] যায়—একদিন এক ভদ্রলোকের বাটীতে এক ভক্ত-সদস্যে বিষ্ণুভক্ত নাগ [illegible] কথা মৃদঙ্গমন্দিরা-সংযোগে [illegible] লীলাগান করিতেছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিরন্তর থাকিয়া [illegible] মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে হুঙ্কার [illegible] করিতে থাকেন এবং অশ্রু-কম্প-পুলক সাত্ত্বিকবিকারসকল প্রকাশিত [illegible] তখন ভক্ত এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই [illegible] ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করেন ও [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া হরিদাস ঠাকুরের [illegible] প্রেম দর্শন করিতে থাকেন। [illegible] একজন চরিত্র মৎসরতার বশবর্ত্তী [illegible] এবং লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠার [illegible] হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া [illegible] কালি দেখাইতে লাগিল। [illegible] তাহার অন্তরের কপটতা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য ঘাড়ে মুড়ে বেত্রাঘাত করিয়া সে বাপ বাপ বলিয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনা দেখিয়া দর্শকগণের [illegible] হইয়াছিল তাহার উত্তর দিবার [illegible] মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ যে হরিদাস মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আলোচনা করিলে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইতে রক্ষা পাইয়া বৈষ্ণবপদরজে অভিষিক্ত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন।

এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও'নৃত্যদর্শনে॥
উহান যে যোগ্য পদ হরিদাস [illegible]
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান [illegible]
নিজাঙ্ক উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।

সে অধম পায় কৃষ্ণপাদ-পদ্মাশ্রয় ॥
[illegible] প্রিয় হরিদাস যেন ভক্ত-সঙ্গ।
জাতিবুদ্ধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥
সেই কুল সব নির্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥
হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন ॥
শত বর্ষে শত মুখে উহার মহিমা।
কহিলেও নারি পারি করিবারে সীমা ॥
[illegible] যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর রবিবার অপরাহ্নে শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর প্রদত্ত বিচিত্র [illegible] শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউকে অর্পণ করিয়া সেই মহাপ্রসাদ সমাগত ভক্তবৃন্দকেই বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় কাটোয়া হইতে চারি মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-লেখক শ্রীলোচনদাস ঠাকুর সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখা যায়—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥

শ্রীমুকুন্দদাস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মুকুন্দদাস সরকার ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীল রঘুনন্দনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে—

খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন ॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥
আমাসবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥

উপরি লিখিত ঘটনাটিতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই আলোচ্য। শ্রীল রঘুনন্দন যে শ্রীল মুকুন্দ দাস ঠাকুরের পুত্র, এই লৌকিক পরিচয় জানিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে—শুদ্ধভক্তগণ লৌকিক বিচার অপেক্ষা পারমার্থিক বিচারকেই বেশী আদর করেন; তাহা তাঁহার নিজজনের আচরণ দ্বারা এবং নিজজনের মুখে প্রচার করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া মুকুন্দ দাস ঠাকুরও বলিলেন—"রঘুনন্দন আমার পিতা, আমি রঘুনন্দনের পুত্র যেহেতু রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে।" লৌকিক বিচারে জগতে জীব ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে বয়স গণনা করা হয় এবং সেই হিসাবে যাহার যত বয়স, তাহা ধরিয়া ছোট বড় বিচার করা হয়। আবার লৌকিকগণের বিচারে যাঁহার ঔরসে জড়দেহটী উৎপন্ন হয়, তিনিই পিতা; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে জগতে জন্মলাভ করিয়াও কৃষ্ণভক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে জীবনের কোন মূল্যই নাই, সেই জন্য জীবের যখন কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তখন হইতেই বয়স গণনা করা হয় ও উত্তম, মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে বড় ছোট বিচার করা হয় এবং যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই গুরু বা পিতা।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নিম্নলিখিত পরিচয় লিখিত আছে—

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় সঙ্গী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(প্রাপ্ত)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য বিচার করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে সম্যগ্‌রূপে প্রণিধান করিতে হইবে যে উভয়ের পার্থক্য মূলতঃ প্রভেদ কোথায়। কর্ম্মীর লক্ষ্য কি আর ভক্তের চরম উদ্দেশ্যই বা কি তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য করিতে হইবে। শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মের প্রশংসা আছে; কিন্তু কর্ম্মীর সেই কর্ম্মই যদি পরম দেবতা বিষ্ণুর তুষ্টি বিধানের জন্য কৃত না হয়, তবে উহার দ্বারা মুক্ত হওয়া ত দূরের কথা, বিবিধ কর্ম্মবন্ধনই দৃঢ় হইয়া থাকে।

যথা—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৯)

যদি সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীহরির প্রীতি-কামনায় কর্ম্ম কৃত না হয় তবে লাক্ষাকীট যদ্রূপ গুটী রচনা করিতে করিতে নিজ লালানিঃসৃত সূত্রে নিজকে আবদ্ধ করে, প্রাকৃত কর্ম্মী তেমনই কর্ম্মপাশে নিজকে চিরদিনের নিমিত্ত আবদ্ধ—জড়ীভূত করিয়া ফেলে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, মাকড়সা নিজকৃত সূত্রজালে আপনাকে দৃঢ়রূপে জড়িত করিতেছে, প্রাকৃত কামিগণও তদ্রূপ নিজকৃত কর্ম্মব্যূহে নিজকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ভবার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছে। কর্ম্মিগণ ফলাভিলাষী; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্য অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যের জন্য তাহাদের কোন চেষ্টা নাই। সংশাস্ত্রসমূহ কর্ম্মিগণকে অজ্ঞ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। বহু জন্মের সুকৃতি সঙ্গে যখন সাধুগুরুকৃপায় তাঁহার চেতনবৃত্তি জাগরিত হয়, তখনই তিনি নিজের ভীষণ দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তি সহকারে, ক্রন্দন করিয়া দীনবন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া থাকেন যথা—

"অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয় হলাহলে, দিবা নিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ্ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্ম ধূলি করি,
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥"

—পরম কারুণিক চিদ্বিলাস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদের ন্যায় বদ্ধ কামদর্শী জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত অমৃতময়ী ভাষায় এই নিত্য-কল্যাণদায়িনী গীতকাটী রচনা করিয়াছেন। আজকাল অজ্ঞবাদী অনেকেরই এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানে ভক্তি উদিত হইবে; কিন্তু অমল পুরাণ সাত্বত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও লোকশিক্ষক পরম বদান্য ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা স্পষ্টবাক্যে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

"কর্ম্মনিন্দা কর্ম্ম ত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২)

জগতে অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণ যে পাপ-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তদপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু তাদৃশ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারাও কৃষ্ণে প্রেমভক্তিলাভ কোন প্রকারেই সম্ভাব্য নহে। কর্ম্ম জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির হেতু-স্বরূপ, জীবের সুখ বা ক্লেশ-প্রাপ্তির দ্বারা ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রুতিশাস্ত্রও কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, যথা—"ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ (কঠ ১।২।১০—) "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মুণ্ডক ১।২।৭)

উক্ত স্বর্গচিত্তলিপ্সি পাপাসক্ত ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে উৎসাহান্বিত করিবা পরে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। পরমহংসসংহিতা শ্রীভাগবত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন—"যেহ বৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়, ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥" (৩।২৩।৫৬)—"যাঁহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাঁহার ধর্ম্ম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাঁহার বৈরাগ্য পূর্ণসাধনাশ্রয় ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত না হয় সে ব্যক্তি জীবন্মৃত।" ঈশবিমুখ জীবের স্বরূপভ্রম-বশতঃ নিরন্তর কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। জীব মায়া-মোহিত হইয়া, নানা কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্মের নাগর দোলায় ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। কর্ম্মী মনোধর্ম্মের বশীভূত, কর্ম্মফল-বাধ্য। কর্ম্মী, কর্ম্মচক্রে নিরন্তর ভ্রমণরত।

কর্ম্মী স্বার্থাবেষণে সতত ব্যস্ত, নিজ ইন্দ্রিয় সুখপরিবর্দ্ধন ইত্যাদির সুখ-সাধনে অস্থির এবং জগতে বড় প্রতিষ্ঠার বিজয়-স্তম্ভ রচনা করিতে প্রয়াসপর। অপবর্গপরাঙ্মুখ হইয়া তাহারা আজীবন কর্ম্ম করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। মুক্তামালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ๗০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ๗০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄১
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬ অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ๗০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম ๗০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অকপটজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-শ্রী ব একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, চরিত্রনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের
বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে মদ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অরুণপাক, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

মোহর রবার স্ট্যাম্প

করগেট টিন, জানালা, দরজা, দালানের মাল ... ইত্যাদি, বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের একমাত্র বাঙ্গলা-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক- -প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

খাজনা বন্ধে জমী বাজেয়াপ্ত

বার্দ্দোলী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচার করিয়াছেন যে সারভন গ্রামের লোকেরা খাজনা না দিলে তাহাদের সমস্ত জমি জায়গা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। এই নোটিশ পাইবামাত্র গ্রামবাসীরা একযোগে গ্রামত্যাগ করিয়াছে।

মিঃ গান্ধীর সহিত মিঃ সেনগুপ্তের একমত

মিঃ সেনগুপ্ত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে মিঃ গান্ধী, মিঃ মতিলাল এবং মিঃ জহরলাল যে দাবী করিয়াছেন তাহার কমে গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি হইতে পারে না। মিঃ সেনগুপ্ত তাঁহাদের সহিত এবিষয়ে একমত হইয়াছেন।

মেডিকেল কলেজে চুরি

শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ উপাধ্যায়, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী অবলাবালা দেবীকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চক্ষু চিকিৎসার জন্য লইয়া যান। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একব্যক্তি একটী ষ্টেথেস্কোপ লইয়া পরিচয় দেয় যে সে কলেজের ছাত্র এবং সে ঐ স্ত্রীলোকটীর চক্ষু পরীক্ষা করিবে। সে বিভূতি বাবুকে কৌশলে সরাইয়া মহিলাটীর নিকট হইতে সোনার চুড়ি কয়টী গ্রহণ করে। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় যে এই ভিড়ে অলঙ্কার পরিয়া থাকা ঠিক নয়, সেইজন্য তাঁহার স্বামী ঐ গুলি চাহিতেছেন।

খাজনা বন্ধে জমা বাজেয়াপ্ত

মিঃ গান্ধীর সহিত মিঃ সেনগুপ্তের একমত

মেডিকেল কলেজে চুরি

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে ইংরাজ জাহাজ

২০বৎসরেদ্বীপান্তরেরফেরৎ

পুণ্ডরীকজীর ভারত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বোম্বাইয়েনূতনসমরপরিষদ

মহিলা বন্দিনীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে

কানপুরে চাঞ্চল্য

পোষ্টাফিসে বোমা

ভীষণ ডাকাতী—তিন জনের ফাঁসির হুকুম

যখন সে স্ত্রীলোকটীকে ফাঁকি দিয়া চুড়ী কয়গাছি হস্তগত করিতেছিল, সেই সময়ে মেডিকেল কলেজের একজন মেথর তাহাকে সন্দেহ করিয়া ধরে এবং পুলিশে দেয়।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বিচারে তাহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।

---

২০ বৎসর পরে দ্বীপান্তরের ফেরৎ

২০ বৎসর পূর্ব্বে তিন জন হত্যাপরাধের অভিযোগে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়। তাহারা স্বদেশে ফিরিয়াছে। তিনজনেই মহা ধনী হইয়াছে।

একজন কাপড়ের ব্যবসায় করে, ২য় জন মাছের কারবার এবং তৃতীয় লোকটী চাষবাস করে।

তাহারা বলে যে আন্দামান-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া বিনামূল্যে জমী দিয়াছেন।

চীৎপুর রোডে (কলিকাতায়) একজন লোক ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া মারা যায়। পুলিশ কর্ত্তা সিং নামক মোটর চালককে চালান দেয়। কর্ত্তা সিং বলে যে ঘটনার দিন তাহার গাড়ী চীৎপুর রোডে আসে নাই। সে ঘটনার কিছু জানে না। এক বিবি তাহার গাড়ী ঐ সময়ে ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। পুনরায় অনুসন্ধান চলিতেছে।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে ইংরাজ জাহাজ

উইলিয়ম স্কোরসবি নামক ইংরাজ জাহাজ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য যাইতেছে।

পুণ্ডরীকজীর ভারত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বিরাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকজীকে ভারতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বিদেশীদিগের উপর প্রযোজ্য আইনের বলে ঐ আদেশ দিয়াছেন।

গত এপ্রিল মাস হইতে শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকজী সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে বেলগাঁওয়ে রাখা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের পীপলস্ ব্যাটেলিয়ন নামক সঙ্ঘ আয়কর আফিসে পিকেট করিতেছে। তাহারা লোকদিগকে আয়কর দিতে নিষেধ করিতেছে। তিনজন গেপ্তার হইয়াছে। এইটি একটী নূতন উপায়।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কানপুর জেলার সমুদয় কংগ্রেস কমিটী, যুবসঙ্ঘ, হনুমানগাড, সত্যাগ্রহ সমিতি এবং বানর সেনাদলকে বেআইনী সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত সঙ্ঘ শাসন কার্য্যে বাধা দিতেছে এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতেছে।

বিবিধ সংবাদ

মহিলা বন্দিনীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে কানপুরে চাঞ্চল্য

পাঠক অবগত আছেন যে, কানপুরের খ্রাফি রোডে জেম লেসলীর মদের দোকানে পিকেট করায় যোল জন মহিলা কারারুদ্ধ হন। পরে প্রকাশ পায় যে, কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় জন্য তাঁহারা প্রায়োপবেশন করেন।

সহরে ঐ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবামাত্র বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং সকলেই কারাগারাস্থ মহিলাগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কাহাকেও সাক্ষাতাধিকার দিলেন না। তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, রবিবারে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ মিলিবে; কিন্তু ইতোমধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে বন্দিনীদিগকে রাত্রি তিনটার সময় ফতেগড় সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ যে, কানপুরের অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দী মহিলাবন্দিনীদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপে প্রায়োপবেশন করেন।

অন্যান্য জেলে অবরুদ্ধ আসামীদিগকে অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই সমস্ত দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ কল্পে কানপুরে একটী বিরাট মিছিলের আয়োজন হয় এবং শনিবারে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার একোবাল পাটুল নামক ক্ষুদ্র গ্রামের ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেট করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভীষণ ডাকাতী
তিনজনের ফাঁসির হুকুম

গণেশপুরের মুরলী ব্রাহ্মণের বাটীতে ১২ জন লোক বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া ডাকাতি করিতে আসে। মুরলীর পুত্র ভগবতী চীৎকার করিলে তাহারা তাহাকে প্রহার করে। মুরলী এবং ভগবতী পলায়ন করিতে চেষ্টা করায় বাচ্চু এবং আরও একজন ডাকাত তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া বন্দুক ছোড়ে এবং উভয়েই গুলির আঘাত পাইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পরে দস্যুরা বাটীর অন্দরে প্রবেশ করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয় এবং অন্য ধনের সন্ধান লয়।

চীৎকার এবং বন্দুকের শব্দ পাইয়া গ্রামের লোক আগমন করে। কিন্তু তাহারা প্রাণ ভয়ে ডাকাতদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই।

একজন লোক পুলিশে খবর দেয়। পুলিশের সহিত একটি জঙ্গলে ডাকাতদিগের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয় পক্ষে গুলি চালাচালি হয়।

পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তিনজনের ফাঁসির হুকুম হয়।

বাচ্চু পলাতক থাকে। সম্প্রতি সে ধরা পড়ায় দায়রা আদালতে বিচার হইয়া গিয়াছে এবং সে প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াছে।

লাক্ষ্ণৌএর প্রধান আদালত মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কাষ্টমস্ হাউসে পিকেট করার জন্য কয়েকজন পিকেটার দণ্ডিত হইয়াছে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে তাহারা বে-আইনী সামাজিক সমস্ত না হইলেও তাহারা ঐ সমিতিকে সাহায্য করিয়াছে। কংগ্রেস বে-আইনী সমিতি। পিকেটারগণ তাহাকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে নূতন সমর পরিষদ

বোম্বাইয়ে নূতন সমর পরিষদ গঠিত হইয়াছে। শ্রীমতী অবন্তিকা বাই তাহার প্রেসিডেন্ট, মহম্মদ আলদার রহমান তাহার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অরবিন্দ দিবাতিয়া এবং বী, পী, নিগম সেক্রেটারী এবং কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সমর পরিষদ স্থির করিয়াছেন যে, প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণের বিলাতী কাপড়ের গুদামের নিকট পিকেট করার জন্য মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা প্রেরিত হইবেন।

অহিফেন সেবনে মৃত্যু

কলিকাতার ট্রাণ্ড রোড নিবাসিনী শান্তবালা দাসীর বয়স ত্রিশ বৎসর। সে কোন অজ্ঞাত কারণে অহিফেন সেবন করে। তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মেয়ো হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সে সেখানে মারা যায়।

১৯৩১ সালের ২৮শে মে তারিখে জেনেভা সহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা কত কম বয়সের লোক শ্রমিক হইতে পারিবে এবং কয়লার খনিতে কত ঘণ্টা করিয়া কার্য্য চলিবে সেই বিষয়ের মীমাংসা হইবার কথা আছে।

আমেরিকার প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্র

আমেরিকার প্রদর্শনীতে কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্র সমূহ বিশেষ আদর পাইয়াছেন। তাহার শরীর কিছু সুস্থ; তিনি সম্ভবতঃ আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পৌঁছিবেন।

পোষ্টাফিসে বোমা

কাহরাবাদের পোষ্ট-অফিসে দুইটী বোমা পাওয়া যায়। ষ্টাম্প বসাইবার সময় একটী বোমা ফাটিয়া যায়।

অমৃতসর বোমার ব্যাপার সম্পর্কে একটী নীলবর্ণ কার পুলিশ ধরিয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে বেড়াইতেছেন যেখানেই তিনি যাইতেছেন সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে।

দীপালিতে বিপত্তি

রাজসাহী হইতে সংবাদ এই যে দীপালির দিবসে পুলিশ তিনজন লোককে থানায় ধরিয়া আনে। পুলিশ বলে যে তাহারা এখানে পটকা নিক্ষেপ করে। এই ব্যাপারে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং থানার দরজায় একত্রিত হয়। পুলিশ ইতোমধ্যে থানার দরজার কপাট লাগাইয়া দিতে আরম্ভ করে এবং পাগলা ঘণ্টা বাজায়। মালোপাড়া হইতে অনেক পুলিশের লোক আসিয়া পড়ে। তখন পুলিশ জনতাকে আক্রমণ করে এবং অনেককে আহত করে।

মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত কানপুরে যাইলে তাহাকে আর্য্যসমাজ হলে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই; তাঁহার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে নোটিশ জারি করেন।

দীপালিতে ৫৩ জন জুয়ারী ধৃত

কলিকাতার বড়বাজারে দীপালির রাত্রিতে পশ্চিমা লোকেরা জুয়াখেলা করে। বর্ত্তমান বৎসরে ঐ রাত্রিতে কলিকাতা জোড়াবাগানের পুলিশ এবং বড়বাজারের পুলিশ ৫৩ জন জুয়ারীকে ধরিয়া চালান দেয়।

---

৪১ হাজার টাকা চুরি

কোয়েটার পীপলস্ ব্যাঙ্ক হইতে ৪১ হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের লোক-গণনা বয়কট

তামিল নাইডু কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ সি, রাজা গোপালাচারিয়ার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ জহরলালের নিকট তার করিয়া গবর্ণমেণ্টের লোকগণনা বয়কট সম্বন্ধে মত চাহিয়া পাঠান। স্থির হইয়াছে যে জনসাধারণ লোকগণনা কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে বয়কট করিবেন। কেহই অবৈতনিক কর্ম্মচারী রূপে কার্য্য করিবেন না এবং কেহই গবর্ণমেণ্টের লোককে কোন খবর দিবেন না।

বিলাতে সমিতি গঠন

বিলাতে নিখিল বৃটিশ সাম্রাজ্য বিষয়িনী সমিতির উপসমিতি সমূহ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন। একটী শাখাসমিতি সাম্রাজ্যের বাজার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং কি রূপে এই বাজারের উন্নতি করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে মতামত স্থির করিতেছেন।

অপর একটী সমিতি যুক্ত রাজ্যে উৎপন্ন গোধূম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত উপনিবেশ আছে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসার জন্য একটী আদালত সৃষ্ট হইবার কথা আছে। ঐ আদালত কতকটা আপোষ মীমাংসার স্থান বলিয়াই গণ্য হইবে। সে সম্বন্ধেও গবেষণা চলিতেছে।

সম্রাটের নিযুক্ত শ্রমিক কমিশন ব্রহ্মদেশের খনি সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। বর্ম্মা করপোরেশনের খনির তত্ত্বাবধায়কের আহার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা মান্দালয়ের দিকে গেলেন।

পণ্ডিত জহরলালের গ্রেপ্তারে বাঙ্গালোর অঞ্চলের কলেজ সমূহে ছাত্রগণ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে ও পিকেটে যোগ দেয়।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, কারাগারে তাঁহার প্রতি সকলেই ভাল ব্যবহার করিয়াছিল, তবে অন্যান্য বন্দীদের প্রতি জেল কর্ম্মচারীদের ব্যবহার মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। সিক্লাসের বন্দীদিগকে অখাদ্য খাদ্য দেওয়া হয়। বন্দীদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইত না।

পাইকপাড়ার বেলগেছে অধিবাসী একব্যক্তি হারমোনিয়ম চুরি করিবার অভিযোগে শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

·:•:·

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৭

গৌড়ীয় মঠের অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পরমহংস ঠাকুরের ইচ্ছায় গত ৫ই কার্ত্তিক ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার কালকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহামহোৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই মহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র মণ চাউলের অন্নের সুবৃহৎ পর্ব্বত শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজিউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবৃহৎনাটমন্দিরে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতরাজের চতুর্দ্দিকে ৩৫৫ প্রকারের বিবিধ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য-পেয় সামগ্রী সুসজ্জিত ছিল। সন্দেশ-সামগ্রী-প্রস্তুত একটী মন্দির ও বৃক্ষাদি সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিল। আমরা পরবর্ত্তী কোনও সংখ্যায় পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত এই সমুদয় ভোগ-সামগ্রীর তালিকা লিপিবদ্ধ করিব

অন্নের পর্ব্বতরাজের শিখরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য প্রকারের ফলরাজি বিচিত্র শোভা বিস্তার করত দর্শকের হৃদয়ে এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ দর্শক একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা জীবনে এই প্রকার পারিপাট্যপূর্ণ অন্নকূট মহোৎসব ত' দেখেনই নাই—পরন্তু এই প্রকার একটী অভিনব ব্যাপার হইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত কেহই ইহার ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যিনি এই মহোৎসবটীতে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনেতিহাসের আশ্চর্য্য পর্ব্বের একটা অধ্যায় নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিক সুসম্পন্ন হইলে পর লক্ষ লক্ষ প্রসাদপ্রার্থী শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেত হন। শ্রীমঠের ভূমি হইতে ত্রিতল ছাদ পর্য্যন্ত কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। সকলের মুখেই 'দীয়তাম্' রব। প্রসাদপ্রার্থি-গণের দ্বারা শুধু যে শ্রীমঠটীই পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাজপথসমূহও জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠসেবক এবং শত শত স্বেচ্ছাসেবক মহাপ্রসাদ বিতরণ [illegible] [illegible]। অতিথিনির্ব্বিশেষে সকলেই বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হ'ন।

এই ত' গেল শ্রীমঠ হইতে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত স্বেচ্ছাসেবক-গণ শত শত গাড়ী মহাপ্রসাদে পরিপূর্ণ করিয়া মঠের বাহিরে যাইয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা সকলেই হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোল্লাসে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

প্রসাদপ্রার্থিগণ শুধু আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ সম্মানেই তৃপ্ত হন নাই, পরন্তু মহাপ্রসাদ মহৌষধি দ্বারা অনর্থ রোগ বিধ্বংসার্থ আত্মীয়বর্গের নিমিত্ত মহা-প্রসাদ বাটীতেও লইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু সকলকেই মুক্ত হস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণের নিমিত্ত লোকগণকে উৎসাহিত করেন; তিনি তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বহস্তেই সন্দেশাদি মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে থাকেন।

যে সকল স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্র এই প্রকার কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেবাকার্য্য করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উত্তরোত্তর তাঁহাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যমঠে ইষ্টগোষ্ঠী

সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের একান্ত কৃপাপাত্র অপ্রাকৃত-রসরসিক বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু অধুনা প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তবৃন্দকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভু বলেন—"শ্রীশ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখাব্জবিগলিত সিদ্ধান্তবাণীর আলোচনা যত অধিক হইতে থাকিবে, ততই আমাদের হৃদয়গুহার অনাদি কাল-সঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতে থাকিবে। অনর্থ দূর করিবার ইহা অপেক্ষা দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃষ্ণ—স্বরাট্, স্বেচ্ছা-ময়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, অধোক্ষজ, লীলাময় পরম পুরুষ; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে আমরা যতই না কেন এই জড়জগতের ভোগ বা ভোগ-জনিত আনন্দ লাভ করিতে যাই, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বলিয়া কিছু পাইব না, আমাদের বৃথা পরিশ্রমই সার হইবে, যেহেতু কৃষ্ণেচ্ছাই বলবতী। সুতরাং কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সুখদুঃখের চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণানুশীলনই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ আমাদের সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার এক-মাত্র ভোক্তা, তিনিই আমাদের একমাত্র সুহৃৎ অর্থাৎ নিরপেক্ষোপকারক, তিনিই সর্ব্বলোকমহেশ্বর অর্থাৎ বিধিরুদ্রাদিরও মহেশ্বর—সর্ব্বকারণ-কারণ। কৃষ্ণকে সুহৃৎ জানিয়া তাঁহাতে মমতা-যুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের সংসার-নিবৃত্তিরূপ পরাশান্তির আস্বাদন লাভ হয় এবং ক্রমে মমতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করা যায়। কৃষ্ণ অন্তঃকরণ হইয়া স্বয়ং এবং স্বভক্ত-দ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশ-দানে আমাদের হিতকামনা করেন। এতাদৃশ কৃপা-বারিধি পরমসুহৃৎ কৃষ্ণকে মমতাস্পদ না জানাই আমাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের মূল কারণ। কৃষ্ণ আমাদের হৃদ্দেশে চৈত্ত্যগুরুরূপে, বাহিরে সাধু গুরু শাস্ত্ররূপে, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া নানাভাবে আমাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেছেন। তথাপি কেন যে আমরা ইতস্ততঃ নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় ঘুরিয়া বৃথা ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতেছি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাই না। আমাদের পরমসুহৃৎ কৃষ্ণচন্দ্রের সুদর্শন লাভের জন্য আসুন আমরা সদ্গুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে প্রণত হই, রাজন্যনীতি বিশ্বাস অবলম্বনে কৃষ্ণেতর বিষয়-স্পৃহা দূরীভূত করি, গুরু-কৃষ্ণেচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া গুরু-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রার্থনা করি, সমর্থ, বদান্য, কৃতজ্ঞ, সুহৃৎ গুরু-কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে দিব্যদর্শন দান করিবেন, আমরা কৃষ্ণের অসামান্য রূপ-মাধুরী দর্শন লাভ করিয়া মায়িক জগতের সমস্ত রূপের প্রশংসা ছাড়িয়া দিব, অপ্রাকৃত মদন-মোহন আমাদের সমস্ত হৃদয়টী জুড়িয়া বসিয়া প্রাকৃত মদনকেলিবিলাসকে বিদায় প্রদান করিবার প্রচুর বলদান করিবেন। তাঁহারই অচিন্ত্যপ্রকাশ গুরু-দেবের চিহ্নে বলীয়ান্ হইয়া আমরা তখন না পারি কি! ভবসমুদ্র তখন আমাদের নিকট গোষ্পদের সমান হয়, আমরা জ্ঞানীর অশেষ প্রয়াস-লব্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দকেও বিদায় প্রদান করিয়া, এমন কি পরব্যোমের লক্ষ্মীপতিরতিকেও ত্যাগ করিয়া ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের অহৈতুকী প্রীতিই একমাত্র লোভনীয় বস্তু বলিয়া জ্ঞান করি! গুরু-মুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথার পুনঃপুনঃ অনুশীলন হইতেই আমরা এই মহাসৌভাগ্যসম্পদের অধিকারী হইতে পারি। সুতরাং কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকে আদৌ অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে।"

আমরা অতীন্দ্রিয় প্রভুর অতীন্দ্রিয়-বাণী ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিব। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়, নিরুৎসাহকে উৎসাহিত করে। ভক্তিগুণগ্রাহক শ্রেয়োলাভার্থিগণ আসুন, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গুরুগৌরাঙ্গের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন। শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ দিয়া ভগবান্ তাঁহার অনেক নিগূঢ় ভজনরহস্য প্রকট করিয়া থাকেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভের সুযোগ কোনক্রমেই অবহেলনীয় নহে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকের অনুগ্রহে তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়পত্রের প্রতি সংখ্যাতেই আমরা ভক্তিরাজ্যের অনেক নূতন নূতন কথা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। একে কৃষ্ণকথামৃত স্বভাবতঃই সুমধুর, তাহাতে আবার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনের শ্রীমুখামৃত-দ্রব সংযুক্ত হইয়া তাহা আরও সুমধুর হইতেছে। অবশ্য রসবিশেষভাবনাচতুর সারগ্রাহী রসিকগণই তাহা আস্বাদন করিয়া নিত্য নবনবায়মান আনন্দানুভব করিতেছেন। জড়রসরসিক বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার ধ্বজাধারিগণ তাহাতে আনন্দের কিছুই না পাইয়া হতাশ মনে মাৎসর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাহা হউক, আমরা ভারবাহি-দলের কুৎসিৎ হৃদয়ের দিকে দৃকপাত না করিয়া অপ্রাকৃত রসরসিক সারগ্রাহিগণের আশ্রয়ে শ্রীগৌড়ীয় শ্রবণ, পঠন ও বিচারণপর হইয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিব।

ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে বিরক্তি বা বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় রোগের মূল কারণ। অনেকে দুই চারি খানি শাস্ত্র গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়াই "সব জানা" হইয়া বসিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিৎ সাধুর মুখনিঃসৃত বা লেখনী-প্রসূত

হরিকথানুশীলনে তাঁহাদের নাকি মর্য্যাদার হানি হয়। ইহা তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তাঁহাদের ভাগ্যে মহাপ্রভু-কথিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের মর্ম্মার্থ লাভ হইয়া নিরপরাধে সপ্রেমে নামগ্রহণ সুলভ হইতেছে না। তাঁহারা বিদ্যা-ধন-কুলমদে মদান্বিত হইয়া বৈষ্ণবাবজ্ঞাফলে ভীষণ নরকাবর্ত্তে পতিত হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতেছেন। আমরা এখনও তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়ের সুসিদ্ধান্তবাণী অনুশীলনের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেছি

শ্রীগৌড়ীয় ৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় পূজ্যপাদ সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বে প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, মৃদঙ্গযন্ত্র—"শ্রীচৈতন্যের বড় খোল।" এবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবোপলক্ষে রথের অনুগমনে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণকে শ্রীচৈতন্যের "জীবন্ত মৃদঙ্গ" রূপে প্রকট করিয়া প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তভাণ্ডারের আর এক নূতন দান আবিষ্কার করিয়াছেন। নাগরাজার প্রভুপাদের পরিভাষায় "নামহট্ট" অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর হাট বা বাজার। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম নবদ্বীপে নামহট্ট পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, আজ কলিকোলাহল-কুক্ষিত কলিকাতানগরীর বাগবাজারে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাণীহট্ট স্থাপন করিয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীনামের অমন্দোদয়-দয় দাতব্যচিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। এরূপ অহৈতুকী অনর্পিতচরী দয়ার আদর্শ এই অহৈতুকসর্ব্বস্ববাদের যুগে কত—কত উদার, কত মহান্, তাহা বিশ্ববাসী আত্মস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখুন।"

শ্রীগৌড়ীয়ের উক্ত সংখ্যায় 'শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের চৌদ্দ মাদল" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক মহোদয় যে কয়েকটি সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে পুনরালোচনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবন্ধটী নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণের আস্বাদনের নিমিত্ত নিম্নে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম—

শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের চৌদ্দ মাদল

শ্রীগৌরসুন্দর পুরীধামে রথাগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা এবং সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল-সংযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-রোলধ্বনি প্রকাশ করিয়া জগতের জীবকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক-সেনাপতি মহামহাবদান্য আচার্য্যবর্য্য স্বয়ং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং পরমহংস-শিরোমণি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত-তনু হইয়াও আপনাকে [illegible]

ও প্রচারক-অভিমানে মৃদঙ্গতুল্য এবং সিদ্ধান্তগত ত্রয়োদশ সন্ন্যাসীকে ত্রয়োদশটী সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গরূপে শ্রীরথের অনুগমন করাইবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। 'মৃদঙ্গ' শব্দ—মৃত্তিকাময় অঙ্গ। যাঁহারা জগদ্‌দ্ভুবনকারী—কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগী, তাঁহারা অবৈষ্ণবগণের ন্যায় দেহে আত্মবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা নিজ দেহকে মাটীর বিকার জানিয়া দেহের গৌরব পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই যত্ন করেন অর্থাৎ তাঁহারা ফল্গু সন্ন্যাসীর ন্যায় আপনাদিগকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি অভিমানে দেহে বিবর্ত্তবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা অতি দৈন্যভরে স্থূল-সূক্ষ্মদেহের নশ্বরতা স্মরণপূর্ব্বক আত্মদেহের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত হন। তাঁহাদের কৃষ্ণানুশীলন—সঙ্কীর্ত্তনময়। মৃদঙ্গ যেরূপ দুই দিকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শব্দোচ্চারণ করিতে থাকে, মৃদঙ্গাভিমানী অথবা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবন্ত মৃদঙ্গস্বরূপ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণও মস্তকে শ্রীগুরুদেবের হস্তস্পর্শরূপ আশীর্ব্বাদ এবং পদদেশে জগদ্বাসী শিষ্যবর্গের পদধূলি গ্রহণরূপ হস্তস্পর্শের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীচৈতন্য-বোল উদ্গীরণ করিতে করিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বেড়ান। ত্রিদণ্ডিগণই—গোস্বামী; জগৎ তাঁহাদের শিষ্য। ইহাই উপদেশামৃতের শিক্ষা। জগদ্বাসী তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের অভিমান আসিতে পারে না। তাহাতে তাঁহাদের কীর্ত্তনস্পৃহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, কেন না, তাঁহাদের মস্তকে সর্ব্বদাই শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-হস্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই হস্ত সর্ব্বদাই আঘাত করিয়া বলিতেছেন,—

যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ॥
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজনগণ বিশ্বের সকল জীবকেই কৃপা বিতরণ করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জীবই সর্ব্বাগ্রে শ্রীভগবানের সেই দান উপলব্ধি করিয়া জগদ্বাসীকে ভগবানের দানের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীভগবানকে ভালবাসা ত' দূরের কথা, তিনি আমাদের দুঃখে কত দুঃখী, আমাদের প্রতি কত করুণ, আমরা তাহা একটীবার স্মরণ করিয়াও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর পাই না! ভক্তগণ তাই শুক্লকৃষ্ণের দানের কথা অকৃতজ্ঞ নরাধম আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক করিয়া দিয়া আমাদিগকে গুরু-কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করার ইঙ্গিত [illegible] "শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তনের চৌদ্দ মাদল"

শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সেবা-নিরত আমাদিগকে যে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণীহট্টের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল:—

বিজয়োৎসবে প্রভুপাদের দান

গত বৎসর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-দিবসে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বের এক নব-ইতিহাসের অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই বিজয়োৎসবের দিবস পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদ বাঙ্গালার বুকে এক নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। এ বৎসর বিজয়া-দশমীর অব্যবহিত পরেই যখন মায়িক রাজ্যের গণগড্ডালিকা মহামায়ার বিসর্জ্জনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব স্বরূপকে 'অগাধ সলিলে' ডুবাইয়া দিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই প্রকার স্রোতকে উল্টাইয়া দিবার জন্য উল্টা ভঙ্গি হইতে মহানগরীতে এক সঙ্কীর্ত্তন-মহাবন্যা চালনা করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে বিপুলতর বাণীহট্ট প্রকটিত করিলেন। বিজয়া দশমীর পরবর্ত্তী শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে সঙ্কীর্ত্তন-সম্ভারধাম শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দিনও বিশ্ববৈষ্ণবরিখে একটী যুগান্তরের দিন।

পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী

গত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার হইতে আগামী ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক বিষয়ের আলোচনা-সভার অধিবেশনের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে পারমার্থিক সংবাদ-পত্র-সমূহে ও বিজ্ঞাপন এবং নিবেদন পত্রাদিতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গের নিকট পারমার্থিক আলোচনা-সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অনেকেই নানা কারণ বশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান করিয়া উঠিতে না পারায় তাঁহাদের অনুরোধ-মতে উক্ত অধিবেশনের কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিল। আমরা আশা করি, আগামী ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যেই অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময় সংবাদপত্রাদি দ্বারা ঘোষণা করা হইবে।

ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৫ সংখ্যার পর)

ভক্তের লক্ষ্য অন্যরূপ। বিশ্বাত্মা শ্রীহরির প্রীতিবিধানই ভক্তের সেবার উদ্দেশ্য বাহ্যদৃষ্টিতে কর্ম্মীর কর্ম্মে ও ভক্তের সেবানুশীলনে বিশেষ পার্থক্য প্রাকৃতজন না দেখিতে পাইলেও বাস্তবপক্ষে আত্মবৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভক্তিতে ও ফলকামী অন্যাভিলাষী কর্ম্মীর কর্ম্মে, আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

ভক্তিশব্দে সেবা বুঝাইয়া থাকে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিশব্দের নিম্নলিখিত অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" "সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"—

অর্থাৎ "কৃষ্ণেতর বিষয়-অভিলাষ-শূন্য নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান নহে), স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম এবং আদিশব্দে বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা অনাচ্ছাদিত, আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।"

ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে "অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।" এই বাক্যটী আছে। ভক্তের হেতুরহিত যে অপ্রতিহতা সেবা-প্রবৃত্তি তাহাই ভক্তি।

কাম অপবিত্র, অবিশুদ্ধ আর ভক্তি চিন্ময়বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

আরাধ্য দেবতার সেবা ভিন্ন ভক্ত মহাযোগিগণেরও প্রার্থিত মুক্তি পর্য্যন্ত কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না। মুক্তিদেবী স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা ভক্তের চরণ সেবার জন্য আদেশ প্রতীক্ষা করেন। যথা:—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোর-
মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(কর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

ভগবদ্ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। যিনি কায়মনোবাক্যে শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তাঁহার যত্ন ব্যতীতই মুক্তিপদ লাভ হয়। কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই মুক্তির কারণ নহে; ভক্তির আনুষঙ্গিক ও অবান্তর যে ফল, তাহাই "মুক্তি"। যিনি ভক্ত তিনই মুক্তপুরুষ। পরমেশ্বরে পরানুরক্ত ব্যক্তিই ভক্ত। সর্ব্বোপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানে ঐকান্তিক শরণ গ্রহণ ও শুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা যে হৃষীকেশের সেবা, তাহাই 'ভক্তি'। ভক্তের ভগবৎ সেবাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন অন্য অভিলাষ নাই (ক্রমশঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক —শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়জ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

নবগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য আনন্ত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট আজ্ঞা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ এতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লেখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸ ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা /৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ[illegible] তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

যে যে জিনিষ বঙ্গলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং [illegible] করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুংড়া, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

[illegible] জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমেশ্বর চক্রবর্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিপন্থা-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীনামপ্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ক হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—দেবশর্মা শ্রীনারদব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবিবাসাদ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজমোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাবনোদ-রায়ের সেবা বর্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ মার্কস, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবকান্তানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মকরধ্বজের গুণ বধার মত্ত ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মঞ্জ

বীর্য্যের বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... অজীর্ণ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষ্মীবিলাস ঘৃত"

... রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"... বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টিন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি লভে বিক্রয় করি

২৭ ওয়েলিংটন স্ট্রীট ফোন ৪৪

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল কলিকাতা

শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ বার আনা মাত্র।

... হইতে—শ্রীমৎ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীপ্রাণ"
টেলি— নবদ্বীপ

Registered No C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বুধবার ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩০

নানা কথা

কুষ্টিয়া, নদীয়া
কারাবরুদ্ধ

কুষ্টিয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে গত ২৩শে অক্টোবর কৃষ্ণনগর জেল হইতে খড়্গপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে "এ" শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন, কিন্তু জেল পরিদর্শককে মারপিঠ করার অভিযোগে "সি" শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জালিনওয়ালাবাগে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার

গত ২৫শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অমৃতসরে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ঐ দিন রাত্রিতেই জালিনওয়ালাবাগে এক বক্তৃতা দেন। তাঁহাকে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জালিনওয়ালাবাগে ৩০ হাজার লোকের এক সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। সভাস্থল বহু সশস্ত্র পুলিশ এবং অশ্বারূঢ় পুলিশে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ১৪৪ ধারার নোটিশ দেখান হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বক্তৃতা দিতে উঠেন। তিনি গুটি কয়েক কথা বলিবার পরই পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। রাত্রি ৮টা ২৫ মিনিটের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার

কুষ্ঠিয়ার কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের কারাবদল

হত্যা ও ফাঁসি

দিল্লীতে অগ্নিকাণ্ডে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি

জেলে বিদ্রোহ

রুড়কিতে পুলিশের সহিত দাঙ্গা—বহুলোক আহত

আট হাজার হত্যা

ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেণ্টের জরিমানা

রাজমাতার মৃত্যু

আশিহাজার লোক স্থানান্তরিত

গ্রেপ্তারের পর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে স্থানীয় জেলে লইয়া যাওয়া হয়। এই সংবাদ পাইবার পরই সহরের নানাস্থানে হরতাল হয়।

হত্যা ও ফাঁসি

কয়াম ব্যাটোর নামক স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সুবায়া গাউণ্ডন নামক একব্যক্তি করুপাকাল নাম্নী বালিকার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু কন্যা পক্ষ সম্মত না হওয়ায় তাহাকে হতাশ হইতে হয়; অপর এক পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইতেছিল, এমন সময় সুবায়া বিবাহ সভায় আগমনপূর্ব্বক বরকে খুন করিতে চেষ্টা করায় একব্যক্তি তাহাকে বাধা দেয়, সুবায়া তাহাকেই খুন করে।

কয়াম ব্যাটোরের দায়রা জজ সুবায়ার ফাঁসির আজ্ঞা দিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে বোধ হয় পার্লামেণ্টের শাসনের অবসান হইল। হিণ্ডেনবার্গ ব্রানিংকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে যদি পার্লামেণ্টের ক্যাবিনেটের প্রস্তাবিত খরচ মঞ্জুর না করে তাহা হইলে যেন পার্লামেণ্টের শাসনের ইতি করিয়া দেওয়া হয়।

ক্যাবিনেট মনে করেন যে এই সমস্ত প্রস্তাবই শেষ মীমাংসা বলিয়া গৃহীত হইবে কিন্তু সোস্যালিষ্টরা কখনই এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না।

জগতে দুর্দ্দিন

আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র জগতে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন উপস্থিত। সমস্ত পৃথিবীময় হাহাকার পড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অবস্থা অন্য সমস্ত রাজ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। সুতরাং আমেরিকার উচিত বর্ত্তমানে অন্য সমস্ত রাজ্যকে সাহায্য করা।

পান-দোষ

যুক্তপ্রদেশে সরকার বাহাদুর পান সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির মত এই যে ঐ প্রদেশে পান-দোষ অত্যন্ত বেশী নহে। সুতরাং সরকার বাহাদুরের এসব বিষয়ে মাথা ঘামানর কোন প্রয়োজন নাই। বে-সরকারি সমিতিসমূহই এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারবে।

যুদ্ধে সাহায্য

জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক মজলিসে আক্রান্ত রাজ্যসমূহকে যুদ্ধকালে সাহায্য দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৯টা রাজ্যের প্রতিনিধি এই চুক্তিপত্রে সহি করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

আবার পুলিশের গুলি

তমলুক মহকুমার চৌকখোলায় পুলিশের সহিত জনসাধারণের এক দাঙ্গা বাধে। তাহাতে পাঁচ জন পুলিশের লোক আহত হয়।

পুলিশের সহিত একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গিয়াছিলেন। জনতা ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলে তাঁহারা অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আসেন।

পুলিশের দল একজন আসামী ধরিবার জন্য অকুস্থলে গমন করে, কিন্তু আইন অমান্য সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং আরও অন্যান্য সহস্রাধিক লোক পুলিশের পথরোধ করায় পুলিশ গুলি চালায়।

বিদ্রোহ

পোলাণ্ডের ইউক্রেনিয়ান জাতীয় লোকের উপর সরকার বাহাদুর অত্যাচার করায় তাহারা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছে। সরকারি সেনানিবাস সমূহে তাহারা অগ্নিকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং অগ্নিনির্ব্বাপক কর্ম্মচারিগণকে অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে দেয় নাই। সরকার পক্ষ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে ক্রমাগত বাধা দিতেছে।

অগ্নিতে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি

দিল্লীর চাঁদনীচকে একটি অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটী দোকান পুড়িয়া যায় এবং তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

ফরাসী ও ইরাকের যুদ্ধ সম্ভাবনা

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছেন যে, তাঁহার ইরাক রাজ্যের অধীন বাগদাদ হাইফা রেলের ধার দিয়া মোসাল তৈল খনি হইতে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত তৈল বাহক নল প্রোথিত করিবেন; কিন্তু ইরাক গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, ঐ লাইন সিরিয়ার মধ্য দিয়া লইয়া গেলে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। ফরাসী ইরাককে ভয় দেখাইয়া বাধা করিবার প্রয়াস করিতেছেন।

জেলে বিদ্রোহ

রাজসাহী জেলের কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী জেলারকে আঘাত করেন। এই কারণে জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে অসময়ে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। এই ব্যাপার লইয়া মার ধর আরম্ভ হয় এবং কয়েকজন কয়েদী আহত হয়। বন্দীরা প্রায়োপবেশন করে।

পুলিশের সহিত দাঙ্গা

রুড়কিতে একটী সভার অধিবেশন হইবার কথা হয়। ১৪৪ ধারা মতে ইস্তাহার দেওয়া হয় যে, কোন স্থানে পাঁচ জনের অধিক লোক একত্র সমবেত হইতে পারিবে না।

জনসাধারণ ঐ আদেশ অমান্য করে; ফলে পুলিশ লাঠি চালায় এবং তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া গুলি চালায়।

দুই জন কনেষ্টবল এবং সভার অনেকে আহত হন। কংগ্রেস হাসপাতালে ২৫ জন ভর্ত্তি হয়; ৩০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আশিহাজার লোক স্থানান্তরিত

ইটালীর অয়রেনাইকা উপনিবেশের মধ্য ভাগে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় সেনাপতি গ্রাজিয়ানি আশি হাজার অধিবাসী এবং ছয় লক্ষ গৃহপালিত জন্তুকে উপকূলের দিকে যাইবার আজ্ঞাপ্রদান করেন। ঐ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে।

ডাকাইতি

গত রবিবার রাত্রিতে ত্রিশ জন লোক বন্দুক, দা এবং অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সালমনিয়া গ্রামের হরিশ সরকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং প্রায়

রাজমাতার মৃত্যু

কণিকার রাজা, বিহার ও উড়িষ্যাগবর্ণরের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য দি অনারেবল্ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জ দেও মহোদয়ের মাতা গত ৩রা অক্টোবর তারিখ প্রাতে ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের জরিমানা

আলার ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহোদয় চোরাই লবণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। যদি জরিমানা আদায় না হয় তাহা হইলে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তথাপি তিনি জরিমানা না দিলেও তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে তাঁহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় হইবে।

খানাতল্লাস

পুলিশ খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটী খানাতল্লাস করিয়াছে। পুলিশ মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র কালিদাসকে ধরিবার জন্য এই কার্য্য করে; কিন্তু কালিদাস সে সময় স্বগ্রামে থাকায় পুলিশ কৃতকার্য্য হয় নাই।

যুদ্ধ বাধান

ফরাসীর রাজকীয় দল মনিয়েত্রারেগুকে ফরাসী ও জার্ম্মাণির মধ্যে যুদ্ধ বাধানর অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন।

পাদরি বিবি খুন

চীনদেশের ফুচু হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিবি নেটলসন এবং বিবি হেরিসন নাম্নী দুইজন ইংরাজ রমণী মিশনারিকে ফুকিয়েন প্রদেশের দস্যুরা ধরিয়া লইয়া যায়। তাহারা দুই জনকেই গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

প্রথমে দস্যুরা বলে যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা না দিলে তাহারা বিবি নেটলসনের অঙ্গুলি সকল কাটিয়া ফেলিবে। তাহার পরে দস্যুরা বলিয়া পাঠায় যে যদি তাহারা দাবীর টাকা না পায় তাহা হইলে উভয় রমণীকে খুন করিবে।

জার্ম্মাণিতে অশান্তি

জার্ম্মাণির লিপজিকের প্রধান আদালতের বিচারে সৈন্য বিভাগের তিনজন কর্ম্মচারী রাজদ্রোহের অভিযোগে ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইয়া দণ্ডিত হন। এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ফাসিষ্ট সম্প্রদায় ভীষণ গোলমাল আরম্ভ করে। পুলিশের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ হয়।

পুলিশসাহেব হত্যার চেষ্টা

লাহোরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর আবদুল আজিজ গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মোটরে চড়িয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একটী ঝোপের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কে বা কাহারা প্রায় ২৫টী গুলি ছোড়ে। তাঁহার সশস্ত্র আরদালি এবং মোটর চালক আহত হন, তবে তাঁহার শরীরে মোটেই আঘাত লাগে নাই। আক্রমণকারিগণকে ধরিতে পারা যায় নাই।

গোলটেবিল ও হরতাল

পাঠক অবগত আছেন যে বিলাতে একটী গোলটেবিল বৈঠক বসিবে। সেখানে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা চলিবে। ভারত হইতে যে বাইশ জন ডেলগেট যাইতেছেন তাঁহাদের উপর জনসাধারণের অনাস্থা জানাইবার জন্য বোম্বাইয়ে হরতাল হইয়াছে।

পুলিশের সঙ্গে লড়াই

ধানবাদ দুর্গাবাড়ীর নিকট সাঁওতালদিগের সহিত পুলিশের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়া অনেকে জখম হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের কয়েকস্থানে ভীষণ অশান্তি হওয়ায় পুলিসের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে।

আট হাজার হত্যা

একদল কমিউনিষ্ট ডাকাত সৈন্য চীনের সিসিন নগর আক্রমণ করিয়া আট হাজার লোককে হত্যা করিয়াছে।

তাহারা যুবতীদিগকে বাদদিয়া বাকী সকলকে বধ করে এবং পাশবিক অত্যাচার করিবার জন্য যুবতীদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৭

প্রকৃত আস্তিক কে ?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই যে আস্তিক হওয়া যায়, তাহা নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বস্তু মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ভুবন-মোহন কলেবরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-বিদ্বেষী পাষণ্ড বলিয়া বিবেচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত। অজ্ঞতা-নিবন্ধন যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম তাঁহারা সোজাসুজি নাস্তিক ; কিন্তু ঈশ্বরের দিব্য কলেবর স্বীকার করিলে পাছে তাঁহার সেবা করিতে হয় এই ভয়ে যে সকল ভোগ বা মোক্ষকামী ব্যক্তি স্বার্থ-সিদ্ধির দুরভিসন্ধিমূলে ঈশ্বরের দিব্য আকারকে উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা দেখায় সেই ঈশ্বরবিদ্বেষী পাষণ্ডগণকে নাস্তিকাধম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঈশ্বরের আকার স্বীকারকারিগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর বস্তুকে চিত্রকর-অঙ্কিত বা ভাস্কর-নির্ম্মিত কোন অচেতন বা প্রাণহীন জড়পদার্থবৎ অচল পদার্থরূপে দর্শন বা অনুভব করেন, তাঁহারাও প্রকৃত-পক্ষে নাস্তিকপর্য্যায়-ভুক্ত। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে শক্তিহীন অচেতন-পদার্থরূপে দর্শন বা অনুভব করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর-বিদ্বেষী পাষণ্ড মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলে যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের কৃপা-শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরকে ভুবন-মোহনতনু-বিশিষ্ট, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও লীলাবিহারী-রূপে অবগত হন, তাঁহারাই প্রকৃত আস্তিক। প্রকৃত আস্তিকগণ জানিতে পারেন যে, ঈশ্বর অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব ও নিখিল চরাচর বস্তুর একমাত্র সেব্য-তত্ত্ব এবং যে সমুদায় অজ্ঞ জীব তাঁহার সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বসুখ-সাধনার্থে ভোগ বা ত্যাগপর ভূমিকায় বিচরণ করেন, করুণাময় ঈশ্বর মায়াশক্তি-দ্বারা দণ্ড-মুখে তাঁহাদিগের হৃদয়কে কুসংস্কার-নির্ম্মুক্ত করেন ও কৃপাবল দ্বারা তাঁহাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়কে বলীয়ান করত তাঁহার আজ্ঞা পালনে তৎপর করিয়া থাকেন।

অজ্ঞতা-নিবন্ধন বদ্ধজীবগণ ঈশ্বর ব্যতীত অপরাপর বস্তুর বাহ্যরূপ দর্শনে সমর্থ থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা স্বস্বপাপে কখন বাহ্যরূপের সঙ্গ লাভের জন্য ও কখন বাহ্যরূপের সঙ্গ ত্যাগের জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। ঈশ্বর-কৃপায় যখন তাঁহারা নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে ঈশ্বরের ভুবন-মোহন-রূপ দর্শন করিবার সুযোগ পান, তখন তাঁহারা তাঁহার (ভগবানের) মুখনিঃসৃত কল্যাণময়ী বাণী যথা—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ, আপনে আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাও, যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপ-দেশ" প্রভৃতি শুনিতে থাকেন ও সেই উপ-দেশ পালনের জন্য তীব্র লালসা-যুক্ত হয়েন। অজ্ঞতার স্তর হইতে পূর্ণ জ্ঞানের ভূমিকায় আরোহণ করিবার পর তাঁহারা ঈশ্বরের অসীম দয়ার কথা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার নিকট অহেতু কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন ও এতাবৎ কাল বৃথা নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন।

সর্ব্বজীব-সুহৃৎ ঈশ্বর, পরমাত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়ে থাকিয়া, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য যত্ন করিতেছেন। অজ্ঞতা-হেতু বদ্ধজীবগণ তাহা বুঝিতে পারিতে-ছেন না দেখিয়া তিনি বাহিরে মহান্তগুরু-রূপ ও নানা প্রকার ভক্তবেশ ধরেন ও তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এহেন দয়াল ঈশ্বরকে যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, হৃদয়েশ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীচৈতন্যদেব, বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিবার সুযোগ পান এবং একান্তভাবে তাঁহার আজ্ঞাপালনে নিবিষ্ট-চিত্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত আস্তিক পদবাচ্য, অন্যে নহে। যাঁহারা নশ্বর বাহ্য বস্তুকে হৃদয়েশ ও ঈশ্বররূপী যথার্থ হৃদয়েশকে বাহ্য জড়বস্তুবৎ বা কল্পনা-প্রসূত নিরাকার ও নিঃশক্তিক পদার্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভাগ্যহীন নাস্তিকাধম। সরলপ্রাণ নাস্তিকগণ কালে সাধুসঙ্গে আস্তিকতার ভূমিকায় উপনীত হইতে পারিবেন ; কিন্তু কপট নাস্তিকাধমদিগের পক্ষে আস্তিকতার ভূমিকায় উঠিবার আশা সুদূরপরাহত। অতএব প্রকৃত আস্তিক হইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহাদিগকে ভীষণ দণ্ড পাইতে হইবে, কারণ তাদৃশ পাষণ্ডদিগকে দণ্ড দ্বারা সংশোধন করাই ঈশ্বরের বিধান।

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ
(দীপালীর মর্ম্ম)

দেখা যায় এই ভারতে বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত সময়ে দীপালী হইয়া আসিতেছে। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রায় সকলেই দীপালীর দিবসে দীপালী মহোৎ-সবে প্রমত্ত ; প্রদীপ আন, তৈল আন, পলিতার যোগাড় কর ইত্যাদি রবে প্রতি ঘরে ঘরে একটা হৈঃ চৈঃ পড়িয়া গিয়াছে, অন্যের বাড়ীতে কত দিতেছে, তাহা অপেক্ষা আমাদের বেশী প্রদীপ দিতে হইবে—এতদ্রূপ চিন্তাস্রোতে সকলকে আত্মহারা করিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, ঐ যে মুহুর্মুহুঃ ফট্ ফাট্, দুড়ুম দাড়ুম নানাপ্রকারের শব্দ হইতেছে, রাস্তায় রাস্তায়, গৃহের প্রাঙ্গণে, নানাস্থানে অগ্নির ফোয়ারা উঠিতেছে, ঘন ঘন সশব্দে আকাশের দিকে কি যেন উঠিয়া কতকগুলি উজ্জ্বল তারকা প্রকাশ করিতেছে কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই উক্ত তারকাবলি আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে, এগুলিও ঐ দীপালী মহোৎসবেরই অঙ্গ। শ্রেয়ঃকামী ভারতবাসী আজ ভারবাহী হইয়া গড্ডালিকা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে, কলিরাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া হৃদয়াসিংহাসনে বসাইতেছে, তাই প্রজাবৎসল কলিরাজও আজ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যবিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে—পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রদত্ত পাঁচটী স্থানই সর্ব্বত্র পাইয়াছে। কিন্তু দীপালী করিয়া কলিকে আহ্বান করা বা কলির আগমনে দীপালী মহোৎসব করিয়া জড়ানন্দে প্রমত্ত হওয়াই কি দীপালীর উদ্দেশ্য ? না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয় কি ? যদি দীপালীর অন্য কোন মর্ম্ম থাকে, তাহার যদি খোঁজ খবর আমরা না লই, তবে ভারবাহী গর্দ্দভের মত ভার-বহন করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত হইব।

মেয়েলীবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণই ভারবাহী হয়

মানুষ ভারবাহী হয় কি প্রকারে তাহা বুঝিবার জন্য এবং যাহাতে ভারবাহী না হইয়া সতর্ক হইতে পারি—মূর্খতার পরিচয় না দিই, সেই জন্য নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা শুনিয়াছি—গৃহস্থের বাড়ীতে বিবাহ-সভায় বরযাত্রিগণ উপস্থিত হইলে একটি কাল বিড়াল সেখানে আসিয়া নানা প্রকার বিঘ্ন করিতেছিল, তাহা নিবারণের জন্য বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা গৃহিণী সেই বিড়ালটীকে একটী ধামা চাপা দিয়া রাখিলেন, তাহার পরে শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হওয়ায় বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার নবাগত পুত্রবধূ গৃহাভ্যন্তর হইতে দেখিলেন যে, শ্বশ্রূমাতা বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবাহ সভায় একটি কাল বিড়াল ধামা চাপা দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার শ্বশ্রূমাতার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তিনিই গৃহিণী হইলেন। সেই নব গৃহিণীর কন্যার বিবাহবাসরে বরযাত্রী উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ কিছুক্ষণ পরে বলিলেন শুভ কাল সমাগত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নব-গৃহিণী গৃহকর্ত্তার দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমাদের একটি কুলপ্রথা আছে—বিবাহ-মণ্ডপে একটি কাল বিড়াল ধামা চাপা দিয়া বিবাহ ক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়। ১০৲ টাকা দিয়া একটি কাল বিড়াল আনিতে পাঠান হইয়াছে, শীঘ্রই লইয়া আসিবে, অতএব বিড়ালটি না আসা পর্য্যন্ত বিবাহ কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে না, অপেক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ কুলপ্রথা উল্লঙ্ঘনের জন্য বিশেষ অমঙ্গল হইবে।" এই স্থলে যে প্রকার নবগৃহিণী পূর্ব্বে তাঁহার শ্বশ্রূমাতাকে বিবাহ-মণ্ডপে একটী কাল বিড়াল ধামা চাপা দিতে দেখিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি কি জন্য এরূপ কার্য্য করিলেন, তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিবাহের কালে একটী কাল বিড়াল ধামা চাপা দেওয়াই কুলপ্রথা এবং এই প্রকারে সেই কুলে একটী কুলপ্রথা সৃষ্টি হইয়া বংশানুক্রমে নিয়মের ভারবহন-কার্য্য চলিতে লাগিল, সেই প্রকার কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজে অনেক ভারবহন-কার্য্যের প্রচলন দেখা যায়। প্রচলিত প্রথাটী কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কি উদ্দেশ্যে আরব্ধ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলে এরূপ ভারবাহী হইতে হয় না।

দীপালী মহোৎসবের মর্ম্ম ও ইতিহাস

ত্রেতাযুগে মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভোগ্য শ্রীঅযোধ্যা-পুরীকে প্রাকৃত মনে করিয়া ভোগ-প্রবৃত্তির উদয় হইলে দশরথের নিকট প্রাপ্য বর গ্রহণের সুযোগে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস দিয়াছিলেন। শ্রীরামভক্ত অযোধ্যাবাসিগণ শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিরহে জলহারা মীনের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। পরে যখন অযোধ্যা-বাসীর শুভদিন সমাগত হইল—চৌদ্দ বৎসর অতীত হইলে যে দিন শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পুনঃপ্রত্যাগমন করিলেন, সেইদিন পুরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, দরিদ্র সকলেরই হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে—

হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। সেদিন ঘোর অমাবস্যার নিশি হইলেও অযোধ্যা-নগরে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, তাই নগর দিব্য আলোকে আলোকিত—নগরবাসীর হৃদয় সুস্নিগ্ধ দিব্য চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, তাই পুরবাসিগণ তাঁহাদের প্রভুকে বরণ করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকের শোভা—নগরের দিব্যালোকের ছটা মন্থরা কৈকেয়ী প্রভৃতির ন্যায় অকরুণদিগকেও দেখাইবার জন্য অযোধ্যানগরীর গৃহে গৃহে, প্রাকারে প্রাঙ্গণে, গৃহচূড়ায়, বাতায়নে, মাঠে, ঘাটে, অন্তরীক্ষে, স্রোতে সর্ব্বত্র দীপাবলী জ্বালিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রেতাযুগ হইতে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট তিথিতে এই প্রকারে দীপাবলী প্রদান করিয়া আনন্দোৎসবের প্রথা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই দীপাবলী প্রদান করিবার উদ্দেশ্য কি? কাহার সম্মানের জন্য এই দীপাবলী প্রদান করিতে হয় তাহা, আমরা অনেকেই জানি না। তাই আমরা বৎসরের পর বৎসর দীপালী মহোৎসব করিয়াও মন্থরার ন্যায় গুরুদ্রোহের কুমন্ত্রণায়—কুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নরকের পথে চালিত—কৈকেয়ীর ন্যায় রামসীতাকে বনবাস দিয়া অভ্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া রামচন্দ্রের ভোগ্য বিষয় ভোগ করিবার জন্য প্রমত্ত, আবার অনেকে রাবণের মত অসৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া কপট সাধুর বেশে পরস্ত্রীহরণাদিতে রত এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিদ্বেষ করিবার জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ উৎসাহবিশিষ্ট। তাই বলি, হে ভ্রাতৃগণ! ইহাই কি দীপালী মহোৎসবের ফল? আমরা যে প্রকার গর্হিত আচরণ করিতেছি, অযোধ্যাবাসী রামভক্তগণ কি এইরূপ কপটতাচরণ করিয়াছিলেন? না তাঁহাদের অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার ছিল, তাহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিব না? তাঁহারা কি আমাদের মত রামচন্দ্রের ভোগের উপকরণ ভোগ করিয়া ক্ষণিক জড়ানন্দে মত্ত হইয়াছিলেন? না নিজের প্রীতি-বাঞ্ছা ছাড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রকেই একমাত্র ভোক্তা জানিয়া তাঁহারই প্রীতিবিধানের জন্য সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিত্য সেবানন্দে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহা কি একবারও বিচার করিব না? তাই বলি এস এস ঢাকাবাসি! অবিদ্যার আবরণে আবৃত হে বিশ্ববাসি! আমাদের অন্তরের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া—অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া—অন্তরটীকে নিত্য মহোৎসবান্বিত করিবার জন্য—নিত্য আনন্দময় ধামে যাইবার সুবিস্তৃত পথ দেখাইবার জন্য—অমিয় নিত্যানন্দ আচার্য্যবর্য্যের অশোক-অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মের সন্ধান দিবার জন্য—ঢাকার ঢাকনি খুলিয়া তীর্থীভূত করিবার জন্য "শ্রীভক্তিপ্রদীপ" দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং তোমাদের নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও কতই না সহিষ্ণুতার আদর্শ, তৃণাদপি সুনীচতা, অমানী ও মানদ হইবার আদর্শ শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং এখন মধ্যে মধ্যে আগমন করিতে ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সন্ধান দিতে বিরত হন না, সেই ত্রিদণ্ডি-অগ্রণীর—সেই ভক্তিপ্রদীপের সঙ্গ লাভ করুন, তাঁহার সাচ্চা কথা শ্রবণ করুন, সেই জীবন্ত মৃদঙ্গের পাদপদ্মে চক্ষু প্রদান করুন, তাহা হইলেই সেই মৃদঙ্গ হইতে যে বোল বাহির হইবে, যে চৈতন্য বোল নির্গত হইবে, তাহা সকলের কর্ণরন্ধ্র দিয়া হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরের নিত্য প্রদীপটী জ্বালিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিষ্কপটে দীপালী মহোৎসব করা হইবে; সে প্রদীপ নিত্য প্রদীপ, তাহা কখনও নিভিয়া যাইবে না। তখন আমাদের আর জড় অভিমান, ভোগবুদ্ধি থাকিবে না। তখনই রাবণত্বকে পদাঘাত করিয়া নিত্য সুখময় ধামে নিত্যকালের জন্য প্রবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের আনুগত্যে নিত্য সেবানন্দ লাভ করিতে পারিব।

প্রশ্নোত্তর

গত ১৮৬ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশে শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাস অধিকারী মহোদয়ের "ভাগ্য" প্রবন্ধে একস্থলে লিখিত আছে—"স্বাতন্ত্র্য-বশে জীব প্রথমেই হয় ভগবদুন্মুখ, নয় ভগবদ্বহির্ম্মুখ। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য।" ইহাতে জনৈক পণ্ডিত মহাশয় বেদান্তসূত্রের ২।১।৩২,৩৩ ও ৩৪ সূত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন যে, কর্ম্ম অনাদি হইলে জীবের প্রথম কার্য্য কি প্রকারে হয়?

কর্ম্ম অনাদি—এবিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক শাস্ত্রবচন-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই 'অনাদি' শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা উপলব্ধির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা আবশ্যক। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈব-ধর্ম্ম' গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে কর্ম্মকে 'অনাদি' কেন বলা হয়, তাহা এইরূপে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন, যথা—"সমস্ত কর্ম্মের মূল কর্ম্মবাসনা, কর্ম্মবাসনার মূল অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম 'অবিদ্যা'। সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।"

"কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে; কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্রবাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্রবাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণসাম্মুখ্য বজায় থাকে; তাহার অপব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে জীব মায়াকে ভোগ করিতে চায়। * * স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত হওয়ার ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।"—জৈবধর্ম্ম ১৬শ অঃ। ঐ সুব্যবহার বা অপব্যবহারকেই জীবের প্রথম কার্য্য বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে কর্ম্মের অনাদিত্ব বাধিত হইবে কেন?

"কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক-জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এই জন্যই "অনাদি বহির্ম্মুখ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া প্রবেশকাল হইতেই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।"—জৈবধর্ম্ম ১ম অধ্যায়।

"ভাগ্য" প্রবন্ধের লেখক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদের (১৬-১৭ পৃষ্ঠার) সহায়তা লইয়াছেন। সুতরাং বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ আলোচনা-দ্বারা নিবৃত্ত-সংশয় হইতে পারেন।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৬ সংখ্যার পর)

কর্ম্মী নানা কামনায় সর্ব্বদা ব্যাকুল। বাহ্যতঃ ভক্তের আচরণকারী ও পঞ্চোপাসক কর্ম্মীর পূজন স্তবন ইত্যাদি বিষয়ে এক রূপ সমতা দৃষ্ট হইলেও অন্তর্গত বিলক্ষণ তারতম্য বর্ত্তমান। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সেবার্থে যে চিদনুশীলন করেন, তাহাই ভক্তি। তাহা ফল-অন্বেষণ-তৎপর প্রাকৃতকর্ম্মীর কর্ম্মের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কর্ম্মিগণ যে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে চাহেন, তাহা কেবল মৌখিক। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহারা শুধু নিজকর্ম্মফলদাতা প্রয়োজন-পরিপূরক মাত্র জ্ঞানে পূজা অথবা সম্মান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ দ্বারা নিজ সেবা করাইয়া লওয়াই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণসুখ-বিধান তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। এস্থলে কৃষ্ণকে অর্থদ জ্ঞানে সম্মান করা, মান্য করা অথবা পূজা করা ইহাই কর্ম্মীর কৃষ্ণপূজা।

মনুষ্য জন্মিবামাত্রই দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ, আপ্তঋণ ও পিতৃঋণে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। কর্ম্মী এই জগতে পঞ্চবিধ ঋণে আবদ্ধ। কিন্তু অনন্যশরণ, মুকুন্দে দৃঢ়চিত্ত ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে কথিত হইয়াছে, "কাম ত্যাজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥" শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মী সেই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে থাকেন; কিন্তু যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ শোধের জন্য উপযুক্ত অনুষ্ঠান ব্যতীতও পরিশোধিত হইয়া যায়। এই প্রাকৃত জগতে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত অনেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কামনা মূলা কর্ম্ম দ্বারা কেবল দুর্নিবার কাম-পিপাসাই বর্দ্ধিত হয়। বাসনার তীব্রতা সংযত হওয়া দূরের কথা ক্রমশঃ বিশ্বপতির সৃষ্টি বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। প্রত্যহ নবীন অভাবের তাড়না, প্রতিনিয়ত নূতন সুখোপকরণ সংগ্রহ-নিমিত্ত ব্যাকুল অভিযান, একটি অভাব দূর করিতে যাইয়া শতেক অভাবের শৃঙ্খলে জড়িত হইতে হয়। এই ভাবে দুঃখে সুখে কর্ম্মী সংসারচক্র পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

মায়াদেবীর নিকট কামকামীর 'দেহি' 'দেহি' প্রার্থনায় আর বিরাম নাই। ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও আয়ুঃ দাও, সুন্দরী ভার্য্যা দাও, সন্তান দাও, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়মুকুট দাও, স্বাস্থ্য দাও, বল দাও, বিদ্যা দাও (অবিদ্যা), জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা দাও—এই প্রকার অসংখ্য 'দেহি' শব্দে সে সর্ব্বক্ষণ 'আদুরে ছেলের' মতন ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যকর্ত্রী মহামায়ার নিকট আব্দার করিতেছে। বিমুখমোহিনী মায়াদেবীও আদুরে ছেলের প্রার্থনা পরিপূরণে কৃপণ নহেন। নানা ভোগৈশ্বর্য্য দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া সন্তানের নিকট 'দয়াময়ী' নাম পাইতে তিনিও লালায়িত। এই যে কর্ম্মজগতে সর্ব্বগ্রাসী দেহি দেহি রব উঠিয়াছে, ইহার যেন আর বিরতি নাই। কিন্তু হায়! এত দান পাইয়াও কি কর্ম্মীর কামনার শেষ আছে? কণ্ডুপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ কণ্ডুয়ন দ্বারা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না, ক্রমাগত যাতনা বাড়িতেই থাকে, তদ্রূপ কামধর্ম্মী ব্যক্তিও ভোগপর কর্ম্ম দ্বারা কখনই শান্ত হন না। সাধু ভক্তের সঙ্গ-ক্রমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় কামকামী যখন নিজের দুর্ব্বার কামপিপাসায় দুরবস্থা বুঝিতে পারেন, তখন কাতর ক্রন্দনে শ্রীহরি-চরণে আপন ক্লেশকর অবস্থা নিবেদন করেন, যথা—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধ-বুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু) (ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সর্ব্বশাস্ত্রের অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুদাস দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

—স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মৈমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীবনগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

হরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈঃ—নদীয়া-প্রকাশ
নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩০

সম্বলপুরে নরবলি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে উপাধি দিতে অসম্মত

পিকেটীংএ মহিলার বিক্রম

ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার মামলার জের

বিবাহের জন্য জুতা চুরি

৩০ হাজার টাকার ঠাকুরের অলঙ্কার আত্মসাৎ

মৃতের গুলিবর্ষণ

নাটোর কংগ্রেস অফিস তালাবন্ধ

ফ্রান্সে বিমানপোত দুর্ঘটনা

চীনের ডাকাতগণের ৪০০.০০০ ডলার দাবী

নানা কথা

সম্বলপুরে নরবলি

সম্বলপুর জেলার বারপালি গ্রামে একটী নরবলি হইয়াছে। বহু সোনারি নামে এক ব্যক্তি এক ডাইনের চেলা ছিল, তাহার কূপের মধ্যে একটী সাত বৎসরের বালকের মস্তক হীন দেহ পাওয়া যায়। পশু বলি সম্বন্ধে একটী তুলট পত্রের পুঁথিও তাহার বাটীতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে উপাধি দিতে অসম্মত

লাহোরের গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ গ্যারেট প্রস্তাব করেন যে রাজনৈতিক কারণে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও তাহাকে উপাধি দেওয়া হইবে না।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

প্রকাশ যে কুমারী মনোমোহিনী জুৎসী যাহাতে উপাধি গ্রহণ করিতে না পান সেই উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রস্তাব করেন।

পিকেটীংএ মহিলার বিক্রম

বালুরঘাট মহকুমার গাঁজা ও মদের দোকানে স্ত্রীলোকেরা পিকেট করিতেছেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে বাধা দেয় এবং স্বয়ং সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর তাঁহাদিগকে বিরত হইতে অনুরোধ করেন; মহিলারা বলেন যে তাঁহারা কোন কালেই গাঁজা ও মদ বিক্রয়ে বাধা দিতে বিরত থাকিবেন না। স্বরাজ লাভ হইলেও তাহারা লোকদিগকে গাঁজা ও মদ কিনিতে দিবেন না—তখনও পিকেটিং চলিবে।

বিবাহের জন্য জুতা চুরি

জোড়াবাগানের এডিশনাল প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহাম্মদের এজলাসে একটী বিবাহের দায়ে চুরির অভিযোগে ছয় জন আসামীকে হাজির করা হয়।

প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী স্বীকারোক্তি করে; সে বলে যে শ্যামসুন্দর গোস্বামীর বাটীতে যাতায়াত করিত। শ্যাম বলে যে টাকার অভাবে তাহার বিবাহ হইতেছে না। অবশেষে সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ করে যে চুরি ও ডাকাতি করিয়া টাকার সংস্থান করিতে হইবে।

তাহারা একটী জুতার দোকানে চুরি করিবে স্থির করে এবং একদিন রাত্রিকালে সেই দোকানের সম্মুখে এক বারান্দায় শুইয়া থাকে। রাত্রি দুইটার সময় পাহারাওয়ালা চলিয়া গেলে তাহারা অনেক জুতা চুরি করে এবং আপনাদের পরিবার জন্য ভাল ভাল জুতা রাখিয়া দিয়া বাকী জুতা দুইশত টাকার বিক্রয় করে। ঐ টাকায় বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

বারেজার কংগ্রেসনেতা গ্রেপ্তার

ছাপড়া হইতে সংবাদ এই যে সারণ জেলা কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বারেজার [illegible] কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত বাবু বাবনসিংহ গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলেজে প্রায়োপবেশন

নাগপুরের সিলক বিদ্যালয়ের অধীন একাডেমিকেল সায়েণ্টিফিক ট্রেণিং কলেজ অব্ ফাইন আর্টসের অধ্যাপক মিঃ বি, জি, কোঠারী গত ২৫শে অক্টোবর তারিখ হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ছাত্রদিগকে কলেজ ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগদান করিতে বলিবার উদ্দেশ্যে কলেজের দ্বারে বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ সভার সদস্যগণ তাঁহাকে প্রায়োপবেশনে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তিনি অচল ও অটল।

পাটনায় এগার জন স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বিলাতী কাপড় বয়কট করিবার জন্য প্রচার করিতেছিল। তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পুলিশ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে, তাহারা ঐ কথা গ্রাহ্য না করায় পুলিশ বলে যে তাহারা অবৈধ জনতা করিয়াছে।

দিনাজপুরে দীপালির রাত্রিতে প্রত্যেক বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং কংগ্রেস অফিসে বিলাতী কাপড় পোড়াইয়া রোশনাই করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পাটনায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

পাটনা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সবজী বাগ অঞ্চলে শ্রীমতী সি. সি. দাসের নেতৃত্বে বহু স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকা রাস্তায় রাস্তায় প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহারা মহিলাদিগকে কিছু বলে নাই।

ডালহাউসী স্কোয়ারে বোমার জের

কলিকাতা ডালহৌসী স্কোয়ারের বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কিত মোকদ্দমার জের চলিতেছে। আরও ১৩ জন আসামীর বিচার চলিবে। তাহাদের বিচারের জন্য ৩ জন বিচারক মিলিয়া একটী স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল বসিবে।

পায়নামবুকো ও রিয়ে ডিজেনেরো হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্রথমে ছাত্রগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করে। পরে সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদিগের নেতৃত্ব করে।

নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ এই সমস্ত বিদ্রোহদলের সহিত যোগদান করায় ব্যাপার গুরুতর করিয়া তোলায় শাসনকর্ত্তাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে জিনস্ ট্যাসেকাজোসো এবং জেনারেল ব্যারেটো পরিচালিত সৈন্যগণ শাসনকার্য্য চালাইতেছে। মধ্যরাত্রের কিছু পরে পুলিশ এবং সৈন্যগণ সভাপতির নিবাস আক্রমণ করে। কয়েকঘণ্টাব্যাপী তর্কের পর সভাপতি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সভাপতি দেশত্যাগ করিয়াছেন, সহকারী সভাপতি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

এই সমস্ত ব্যাপারে বিদ্রোহীর দল সুবিধা পাইয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, পথঘাট এখন বিশৃঙ্খল, লোক চলাচল বন্ধ, দোকানপাট ও বাজারে কাজকর্ম্ম বন্ধ

মৃতের গুলীবর্ষণ

ওয়েনজেল কোকোস্ক নামে একটা লোক আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টার, যোসেফ স্নাকুল এক ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া দেখিতে যান, লোকটি মুখ বুজিয়া পড়িয়াছিল; ইনসপেক্টারটি যেমনি তাহাকে নড়াইতে গিয়াছে অমনি বিদ্ধ হইয়া পড়িল। লোকটির হাতে পিস্তলটি তখনও ধরা ছিল। ছুটিয়া গিয়া ইন্সপেক্টর পেটে গুলী লাগিয়া গেল। তিনি এখন হাসপাতালে পড়িয়া আছেন, জীবনের আর কোন আশা নাই।

নাটোর কংগ্রেস অফিসে তালাবন্ধ

রাজসাহী, ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ লালদীঘির নিকট নাটোর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর অফিস গৃহ গৃহের স্বত্বাধিকারী কর্ত্তৃক তালাবদ্ধ হইয়াছে। তিনি কংগ্রেস কমিটীকে উক্ত গৃহে স্থান দিতে অসম্মত হইয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস করিয়াছিল, কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস অফিস নাটোর লালবাজারে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মিঃ গুরুসদয় দত্ত

মিঃ গুরুসদয় দত্ত যখন ট্রেণে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। জিলার প্রধান প্রধান ব্যক্তি ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিরাট সম্বর্দ্ধনা দেন।

সিউড়ীর নানাস্থানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পুষ্পতোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাচী জেলে প্রায়োপবেশন

গত ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ স্থানীয় জেলের সকল রাজনৈতিক বন্দীরা গত বুধবার হইতে প্রায়োপবেশনে আছেন। জেলকর্ত্তৃপক্ষ সূতাকাটার জন্য চরকা ও তকলী দিতে অসম্মত হওয়াতেই নাকি বন্দীগণ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে ব্যবসায়

লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পর হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ চারি মাসের মধ্যে বোম্বাইয়ের আমদানি ব্যবসায় পাঁচকোটি টাকা কমিয়াছে।

ইহাতে দেশের লোক গড় পড়তা দশ পয়সা করিয়া লাভবান হইয়াছে।

বিলাতে ভারত প্রতিনিধি

গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বোম্বাই হইতে ২২ জন প্রতিনিধি বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

টিকিট দিয়া আদালতে প্রবেশ

পোল্যাণ্ডের কৃষকদলের ডেপুটী মাদাম আহরিণ কস-মোসকা পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেত্রী।

তিনি মার্শাল পিলসুদ্স্কির বিরুদ্ধে বক্তৃতা কালে বলেন যে পোল্যাণ্ড একজন পঙ্গু দ্বারা শাসিত হইতেছে।

এই কারণে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া বিচারালয়ে আনয়ন করা হয়। বিচার দেখিবার জন্য এত জনসমাগম হয় যে আদালতে টিকিট দিয়া প্রবেশের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

লণ্ডনে সংবাদ আসিয়াছে যে পেরাগোয়ের রাজস্ব সচিবকে কে রিভলভারের গুলিতে আহত করিয়াছে।

নয় জন কারামুক্ত

রাজসাহীর বন্দীদলের মধ্যে যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নয় জন কারামুক্ত হইয়াছেন।

দুই শত টাকার ইনশিওর চুরি

মজঃফরপুরের জেলাজজ রাঁচিতে অবস্থান কালীন একটী দুই শত টাকার ইন্সিওর খাম পান। কিন্তু খাম খুলিয়া দেখা গেল যে নোট নাই। সমস্ত টাকা চুরি গিয়াছে।

সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

ঠাকুরের অ[illegible]

কলিকাতা জোড়াবাগা[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ ব[illegible] একপাসে শ্রীগিরধারীলাল ম[illegible] শ্রীযুগলকিশোর মল্লিকের [illegible] দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বা[illegible] মূল্যের ঠাকুরের অলঙ্কার অ[illegible]

সরিকগণ এক এক ব[illegible] করিত। আসামীগণ তা[illegible] সম্পত্তি বাদীদের হাতে [illegible] গহনাপত্র দেয় নাই। প্র[illegible] বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।

আসামী কিশোরী কতক অলঙ্কার আদালতে হাজির করে। সে জামীনে খালাস আছে। বাকি অলঙ্কারের জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

ফ্রান্সে বিমানপোত দুর্ঘটনা
দুই জনের শোচনীয় মৃত্যু

লা বুর্গে নামক স্থানের অধিবাসী কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীর উপর অকস্মাৎ এক বিমান পোত নিপতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। মিঃ গিলবার্ট লেন ও মিঃ লোরনিকোলাস নামক দুইজন বৈমানিক দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। ইঁহারা বিমানপোতে চড়িয়া কাইরো যাত্রা করিয়াছিলেন।

চীনের ডাকাতগণের ৪০০,০০০ ডলার দাবী

কামউানচগণ দোকান সংঘটি দখল করিয়াছে। তাঁহারা রেভাঃ পি, এম, টজেট এবং মিস হ্যিফেনসন নামক দুইজন ধর্ম্মপ্রচারককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। বন্দী থাকিয়া ইহারা হ্যাঙ্কোস্থিত মার্কিন দূতের নিকট এক পত্র দিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ যে, ডাকাতেরা তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, ৪০ ডলার মূল্য না পাইলে আর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে না।

ভৃত্যের মামলায় আপীল

ভূতপূর্ব্ব হোলকার স্যার তুকাজী রাও এখন ফ্রান্সে বাস করিতেছেন। তথায় আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার এক ভৃত্য আহত হয়। এই অজুহাত দেখাইয়া সে ক্ষতি পূরণের জন্য মামলা করে। প্রথম আদালতে স্যার তুকাজীর বিরুদ্ধে ডিক্রি হয়। ইহার বিরুদ্ধে তিনি আপীল করিয়াছিলেন। আপীল প্রথম আদালতের রায় উল্টাইয়া দিয়াছেন। ফলে ভূতপূর্ব্ব হোলকারেরই জয় হইয়াছে।

করাচীতে বৈমানিকদ্বয়

করাচী ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বৈমানিক মিসেস ভিকটার ব্রুস জাস্ক হইতে বেলা ২টা ৫৫ মিনিটের সময় করাচী বিমানপোত বন্দরে আসিয়াছেন। বৈমানিক অস্কার গার্ডেন অষ্ট্রেলিয়া যাইবার পথে বেলা ৩টা ১০ মিনিটের সময় এখানে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

অহঙ্কার-লিপ্ত ব্যক্তি অন্তর্যামীর কার্য্য লক্ষ্য করিতে অক্ষম

ভগবান্ সর্ব্ব জীবের হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। হৃদ্দেশে অন্তর্যামিরূপে ভগবত্তত্ত্বের অবস্থান-হেতু বদ্ধজীবসমূহ নিত্যকাল যথেচ্ছাচরণে সমর্থ হয় না। কোন না কোন সময়ে অন্তর্যামী ভগবানের প্রেরণায় তাহারা যথেচ্ছাচরণে বিরত হয় ও বহির্দ্দেশে আচার্য্যরূপে অবস্থিত ভগবন্মূর্ত্তির আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

যদি ভগবান জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে ও বহির্দ্দেশে আচার্য্যরূপে অবস্থান না করিতেন, তাহা হইলে জীবের শুদ্ধ-স্বরূপগত কল্যাণ কথা কর্ণ-পথে শ্রবণ করিবার ও হৃদয়ে সেই সকল তত্ত্বকথার অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা থাকিত না এবং ফলে বদ্ধজীব চিরদিনই বদ্ধাবস্থায় বিচরণ করিতে বাধ্য হইত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীর বাঙ্মনোভির্যৎকর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে
তস্য হেতবঃ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

এই উক্তির সারার্থ এই যে, অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার) করণ (ইন্দ্রিয়বর্গ), বহুবিধ প্রাণাদির চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার নিয়ামকের সহায়তা রূপ পঞ্চকারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না। শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা মানব যে কর্ম্মই করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ দ্বারা সাধ্য হয়। এ স্থলে যে ব্যক্তি কেবল নিজেকেই কর্ত্তা মনে করে, সে অকৃতবুদ্ধি ও দুর্ম্মতি-বিশিষ্ট। সে যথার্থরূপে দেখিতে পায় না। উক্ত পঞ্চবিধ কারণকে যাঁহারা সকল কর্ম্মের কারক বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয় না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কার-দ্বারা মোহগ্রস্ত (অর্থাৎ লিপ্ত) হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকে হনন করেন না এবং হননরূপ কর্ম্মের ফলেও আবদ্ধ হন না।

শ্রীগীতার পূর্ব্বোক্ত প্রবচন হইতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, কর্ম্ম-নিষ্পত্তি-রূপ ব্যাপারে অন্তর্যামী ভগবানই মূলহেতু। সুতরাং "আমি কর্ম্মের কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমান যে অজ্ঞতামূলক, ইহাও সুস্পষ্ট। বহির্ম্মুখস্রোতে ভাসমান জীবকে যে হঠাৎ প্রত্যগ্‌গতি-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, অন্তর্যামী ভগবত্তত্ত্ব কর্ত্তৃকই যে উহা সংঘটিত হয়, ইহা অনন্ত মস্তকে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। যাঁহারা এখনও খরতর বেগে পরাক্‌স্রোতে ভাসমান, বুঝিতে হইবে যে, অন্তর্যামী ভগবান্ ঐরূপ গতির ভিতর দিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে সংশোধিত করিতেছেন এবং কালে তাঁহারাও হঠাৎ 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' রূপ ভগবদাজ্ঞা পালনে রত হইবেন। ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে অন্তরে ও আচার্য্যরূপে বহির্দ্দেশে থাকিয়া জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী থাকেন বলিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সত্ত্ব বলা হয়। এই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট হইবেন এবং ভগবৎ প্রেম লাভ করত ধন্য হইবেন।

যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমানে ভগবান্ ও ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহাদিগের হৃদয়কে একদিন না একদিন স্ব-চরণাভিমুখী করিবেন। "পশূনাং লগুড়ো যথা" ন্যায়ানুসারে অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে নিদারুণ কষ্টে ফেলিয়া পিষ্ট করিবেন এবং যখন তাঁহারা কষ্টে পড়িয়া "হা হতোঽস্মি" রূপে অনুতাপ করিবেন, তখন ধীরে ধীরে স্বচরণাম্বুজের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিজাভিমুখে গতি-বিশিষ্ট করিবেন। যাঁহারা "ভবিষ্যতে নিদারুণ দুঃখ না হউক" এরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের উচিত কালবিলম্ব না করিয়া অন্তর্যামী ভগবানের বাহ্য আচার্য্য-রূপের আজ্ঞা পালনে সত্বর নিযুক্ত হওয়া।

পরমাত্মদর্শন

তৃতীয় মুণ্ডক প্রথমখণ্ডের নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয়ে যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণিত আছে, যথা —

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

—"ব্যষ্টিজীবাত্মা ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ বা পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপ দুইটী পক্ষী এই অনিত্যদেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা সংযুক্ত ও সখ্যভাবাপন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব মায়াধীনতা-প্রযুক্ত দেহকে দেহী অর্থাৎ আত্মা ভ্রমে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল রূপ পিপ্পলফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন অর্থাৎ মায়াধীশ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে পরিদর্শন করেন।

কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া পরমাত্মা যে তাঁহার প্রভু ও সুহৃৎ অর্থাৎ নিরপেক্ষোপকারক, তাহা বিস্মৃত হন এবং স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক শোকাদি-প্রপীড়িত হইয়া সংসারাবর্ত্তে পতিত হন। পরে সেই পরমাত্মদাস্য-বিস্মৃত মায়ামোহমুগ্ধ শোকার্ত্ত জীব যখন ভক্ত্যুন্মুখ-সুকৃতি-ফলে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন সাধুজন-সেবিত সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবদ্দাস্যস্মৃতি-জন্য সমস্ত শোক তাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-মাহাত্ম্য অনুশীলন করেন।

যেকালে লব্ধ-স্বরূপ দ্রষ্টা জীব সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ-কারণ জগৎকর্ত্তা পরমপুরুষকে দেখিতে পান, তখন তিনি পরবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী-বিদ্যা-প্রসূতা পাপ-পুণ্য-ধারণা সম্যগ্‌রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মলচিত্ত ও পরম সাম্য লাভ করেন। অর্থাৎ আত্মস্বরূপ পরমাত্মদাস্য অবগত হইয়া পরমাত্মসেবানন্দে নিমগ্ন হন।'

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিমন্ত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—শ্রীভগবান্ অংশরূপে নিত্যকাল আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার সহিত আমরা সেব্য-সেবকভাবে নিত্য সংযুক্ত। তিনিই আমাদের একমাত্র সুহৃৎ—এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবে আমরা ভগবদিতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভয়-শোক-মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইতেছি। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে আমাদের অভিধেয় ভগবদ্ভজন-রহস্য অবগত হইয়া পুনরায় ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গুরূপদিষ্ট-মত ভজন-প্রভাবেই আমাদের শোকাদি নৈসর্গিক ধর্ম্ম অপগত হইয়া নিত্যধর্ম্ম লাভ হইবে, আমরা নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন থাকিতে পারিব। এই বেদবাণী পালনে আমরা যতই পরাঙ্মুখ হইব, আনন্দাপ্তির অন্য পন্থা অন্বেষণ করিব, ততই আমরা মায়াক্রান্ত হইয়া ক্লেশ পাইতে থাকিব।

গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পরমাত্মদর্শনের চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গীতা (২।৫৯ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—"দেহ-বিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধ বিধান। অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার লোকসম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অজ্ঞবুদ্ধি ব্যক্তিজনের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, আমাদের পরমাত্মদর্শন লাভ করিতেই হইবে, নতুবা অনাত্মপ্রীতি ঘুচাইবার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে? বিষয়-ভোগ হইতে

ও' বিষয়ে আসক্তি জন্মেই, পরন্তু ত্যাগ হইতেও আরও ভয়ঙ্কর আসক্তির উদয় সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। (গীতার ধ্যায়তো বিষয়ান্ ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য।) সুতরাং অর্থই ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তি উভয়কেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই আমাদের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সেই বৈকুণ্ঠবস্তুর কথা সাধুমুখে শুনিতে শুনিতেই আমাদের জগৎকে ভগবৎসম্বন্ধী রূপে দর্শন হইয়া কুণ্ঠা দর্শন অপগত হইবে, আমরা ভগবৎ পাদপদ্মসেবার জন্য লোভবিশিষ্ট হইব; সুতরাং ভগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি তখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইবে।

ভক্তিকে অন্যাপেক্ষাযুক্ত জানিয়া যোগাদি কৃত্রিমপন্থা অবলম্বন করিতে গিয়াই মানুষ ভ্রমে পতিত হয়; কিন্তু ভক্তিকে অন্য-নিরপেক্ষা জানিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলে আর জীবের পতনের আশঙ্কা থাকে না। তখন জীব "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া নির্ভয়ে ভক্তি অনুশীলন করেন। শুদ্ধভক্তসঙ্গেই জীব ভক্তিমাহাত্ম্য অবগত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে উৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করেন। অনর্থনিবৃত্তি অতি সহজ হয়। শুদ্ধভক্তসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে অব-হেলা করিয়া কোটিকল্পকাল ধরিয়া শাস্ত্রাদির অনুশীলন বা অনর্থনিবৃত্তির জন্য যোগাদি পন্থাবলম্বন করিয়াও জীব কিছু-মাত্র লাভবান্ হইতে পারেন না। ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহার বহু কৃচ্ছ্র সাধ্য তপ, জপ সমস্তই বৃথা হইয়া যায়।

পরমাত্মলাভই যখন আমাদের স্বরূপের স্বাভাবিক বৃত্তি, তদ্ব্যতীত কিছুতেই যখন আমাদের শান্তি নাই, পরমাত্মাই যখন আমাদের একমাত্র আপনার জন, তিনি ভিন্ন আমাদের প্রেমের পাত্র আর কেহই হইতে পারেন না, তখন তিনিই যাহাতে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর হন, তাঁহার প্রীতিবিধানেই যাহাতে আমরা অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করাই আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভের উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং শ্রেয়োলাভার্থীর অবিলম্বে সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৭ সংখ্যার পর)

ভক্তের কর্ম্মীর ন্যায় নানাবিধ কামনা নাই। তিনি একান্ত শরণাগত চিত্তে আরাধ্য দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে এই কামনা করেন,—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"॥ জাগতিক অবর্ণনীয় দুঃখক্লেশ-ভোগেও তাঁহার এভাব বিচলিত হয় না, একমাত্র অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই তাঁহার কাম্য। কামকামী বাঞ্ছিত কর্ম্মফল-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে অথবা আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলোদয় না হইলে ক্রোধে ও নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন। সময় সময় এক দেবতা ত্যাগ করিয়া ফল প্রাপ্তির জন্য দেবান্তরের পূজা-বিধানে ব্যস্ত হন, যথা "মা কালীকে পুত্রের রোগশান্তির জন্য এত ঘটা করিয়া পূজা দিলাম, ছাগশিশুর রুধিরেও দেবীর পরিতৃপ্তি হইল না, যাক্ এ দেবীর পূজায় আর দরকার নাই; শনির নিকট 'মানসিক' করিতেছি, যদি পুত্র পীড়া-মুক্ত হয়, তবে ভাল করিয়া নৈবেদ্য দিয়া শনি পূজা করিব।" কর্ম্মীর পূজা এইরূপ কর্ম্মফলাশায় আবাহন বিসর্জ্জন মাত্র। কর্ম্মী ও ভক্তের আচরণে প্রভেদ কোথায়, সুধীগণ ধীরচিত্তে বিবেচনা করিলেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মীর হরিতোষণের একটি সামান্য নমুনা এইরূপ, কর্ম্মী হরিলুটের মানৎ করিতেছেন, "কন্যাটীর বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র মিলিতেছে না, যদি ইতিমধ্যে সুপাত্র মিলে তবে কন্যার ওজনে বাতাসাদি হরির লুট দিব।" কর্ম্মীর কর্ম্ম এইরূপ কামনা-মূলক। প্রকৃত পক্ষে নিজ কর্ম্মফলাশাহীন হইয়া মাত্র শ্রীহরির প্রীত্যর্থে যে অনুশীলন, ভক্তগণ তাহারই যাজন করিয়া থাকেন।

ভক্তবৎসল শ্রীহরি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই ভক্ত সুখী, তাঁহার নিজের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। ভগবান্ তাঁহার প্রতি যখন যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত—এ জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকে। হরিভক্ত নিষ্ঠায় অচল অটল; গিরিরাজ হিমালয়ের অচলতা অটলতা হইতেও তিনি অধিক সুদৃঢ় ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত। সাধকভক্ত দৃঢ় নিষ্ঠায় বলিয়া থাকেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণ-
নাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ভক্তের পূজায় কর্ম্মীজনের ন্যায় আবাহন, বিসর্জ্জন নাই। ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে বিকশিত ভক্তি-শতদলের উপর হৃদয়বল্লভ অপ্রাকৃত চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণ-শোভা নিত্যবিরাজিত। নিত্য-নবনবায়মান অপূর্ব্ব সুষমাযুক্ত সেবোপকরণ-দ্বারা ভক্ত সতত আরাধ্য-দেবের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে-ছেন। কর্ম্মী যদি বহু জন্ম শ্রবণকীর্ত্তনও করেন, তথাপি ভক্তিহীন বলিয়া কৃষ্ণপদে পরমপুরুষার্থ প্রেমধন লাভ করেন না। কর্ম্মী কৃষ্ণতোষণকামী নহেন বলিয়া অন্যাভিলাষী —অতএব আত্মঘাতী। তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম-ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া দেব-দেহ লাভ করিতে পারেন বটে; নন্দনকাননে পারিজাত-সৌরভে বিভোর হইয়া অপ্সরা-কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতসুধা পান করিতে করিতে একদিন কিন্তু তাঁহার দেব দেহের আয়ু-ষ্কালও গত হইবে, তখন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি"। পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যধামেই পতিত হইতে হয়।

যদি এই জগতে বহুবিধ লোক-হিতকর কর্ম্মে অপার যশোরাশি লাভ হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠাই বা কয়-দিন স্থায়ী? কাল-সাগরের প্রবাহাঘাতে যশো গরিমা কতদিন? কত কর্ম্মী সুউচ্চ মনোহর সৌধাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি বলিয়া কতই না আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, কিন্তু হায়! তাঁহার সে মনোমুগ্ধকর প্রাসাদাবলী কয়-দিনের জন্য পৃথিবী বক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবে? কালের করাল-গ্রাসে একদিন নিশ্চয়ই তাহা কবলীকৃত হইবে।

প্রাচীনমিশরের অমিত-বিক্রমশালী রাজগণ বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পরে এই দেহেই পুনরায় জীবনসঞ্চার হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা দেহ যাহাতে ধ্বংস না হয়, তজ্জন্য কতই না বৈজ্ঞানিক কৌশল-পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ভোগাশায়, অতুল ধন সম্পৎ পূর্ণ কত রত্ন-পেটিকা, কত বহুমূল্য রাজোচিত ভোগোপকরণ সমাধিগৃহে সজ্জিত করিয়াছিলেন, এমনকি পুনরায় জীবিত হইয়া আহার করিতে হইবে, এই বিশ্বাসে প্রচুর আহার্য্য-সামগ্রীও তথায় রক্ষা করিতেন। কিন্তু হায়! সেই অতুল পরাক্রমশালী কর্ম্মবীর 'ফেরোয়া' রাজগণের কীর্ত্তি এখন কোথায়? শুধু অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ কয়েকটি সমাধি-মন্দির মরু-প্রান্তরে এখনও দণ্ডায়মান হইয়া কর্ম্মীর নশ্বরতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কর্ম্মবীর যবন-নৃপতিগণের কত মনোহর সৌধশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ আজও ভারতের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া কর্ম্মের নশ্বরতারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কর্ম্মাভিমানে প্রমত্ত হইয়া অসভ্য 'হূণ' দলের দলপতি 'এটিলা' একদিন সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমার বিজয়ী অশ্বের খুর যে স্থানে পতিত হয়, তথায় আর দূর্ব্বাও জন্মে না।" সাম্রাজ্য-লিপ্সু অত্যাচারী সেই কর্ম্মিপ্রবর আজ কোথায়! একদিন যাঁহাদের পদভরে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, মাসিডোনিয়াধিপতি কর্ম্মবীর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধমদমত্ত ভুবন-বিজয়ী সেই সেনাদল আজ কোথায়? যে বিজয়ী জুলিয়াস্-সিজার ইন্দ্রতুল্য বীর ছিলেন, তাঁহার বীরত্ব-গৌরবও কালবশে ম্লান। ফরাসী দেশের জাতীয় দল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, কর্ম্মবীরাগ্রণী সাহসী সম্রাট্ নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক স্থাপিত সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য আজ কোথায়? কারাগারে—স্বজন-বান্ধবহীন নির্জ্জন কক্ষে জীব-নান্তই কি কর্ম্মবীরের যোগ্য পুরস্কার দান হইয়াছিল? ইতিহাস তারস্বরে কর্ম্মীর নশ্বরতাই কীর্ত্তন করিতেছে।

বাবিলনের অধিপতি দ্বিতীয় নেবুচাড্-নেজারের সেই অপরূপ শূন্যোদ্যান আজ আর ধরা পৃষ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে না। সুরম্য মসোলিয়াম সমাধি-মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ উপকার কর্ম্মের নিদর্শন রোডস্ ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যস্থিত আলোকাধারস্বরূপ পিত্তলমূর্ত্তি—যাহার দিকে পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া, আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করিত, সেই বৃহৎ পিত্তলমূর্ত্তি কালপ্রভাবে পতিত হইয়া গিয়াছে। কালের অধীন দ্রব্য কালবশে সকলই এইরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। অজন্তাগুহার অপরূপ বর্ণসুষমা-মণ্ডিত কারুকার্য্যখচিত চিত্রশোভা কালবশে আজি ম্লান, ক্রমে তাহারও অস্তিত্ব ধরণী-বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে। আজ যে পত্নীপ্রেমিক সম্রাট্ সাজাহান-নির্ম্মিত আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যখচিত স্মৃতিমন্দির—'তাজ-মহল' বিশ্বের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, আর কয়েকশত বৎসর পরে ধরাবক্ষে উহা বর্ত্ত-মান থাকিবে কি? অনাগত কাল বলি-তেছে—কখনই নহে, অন্যান্য বিখ্যাত সৌধাবলীর ন্যায় উহাও একদিন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সকলই যখন অনিত্য, নশ্বর, তখন নিত্য কি? কর্ম্মীর কর্ম্মের ন্যায় ভক্তের ভক্তিও কি কালবশে বিনষ্ট হইবে না? এস্থলে উত্তর এই যে, ভক্তের সেবা-প্রবৃত্তির কখনই ধ্বংস-প্রাপ্তি ঘটে না, উহা শাশ্বত, সুন্দর, উহাই প্রকৃত নিত্য, কাল-ধর্ম্মের কবলীকৃত বস্তু নহে। কাল তাহার আয়ুঃ হরণ করিতে অসমর্থ। ভক্তের চিন্ময় হৃদয় মন্দিরে শ্রীহরি নিত্য পূজিত। তাহাতে কর্ম্মীর বৃথা আড়ম্বর নাই, ত্যাগীর ফল্গু ত্যাগ নাই, যোগীর শুষ্ক জ্ঞান নাই। বিমলা অপ্রতিহতা সেবানন্দে ভক্ত সর্ব্বদা বিভোর। তপোধর্ম্মী যে বিশ্বামিত্র তপস্যা-প্রভাবে পৃথক্ স্বর্গ রচনা করিয়া-ছিলেন তাহাও তো কর্ম্মীরই কর্ম্ম? শ্রীকৃষ্ণের তোষণকল্পে যাহা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহাই কর্ম্ম। ভক্ত যে জাগতিক কর্ম্মী হইতে কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহা শাস্ত্রে ভূরি প্রমাণ-দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম

জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—প্রভৃতিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈদীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়-বজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পরমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি, সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার তদবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম, [illegible], সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অতিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

[illegible]ভাষ্য সম্বলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্ত্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়রাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৬৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয় ... ব্রমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে এ ... শ্রীমদ্ভাগবত, শ্র ... থাকে। মঠরক্ষ ... শ্রীপাদ অনন্তব ... শ্রীপাদ রাসবি ... কৃষ্ণগোপাল দা ... শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভ ... চট্টোপাধ্যায় বে

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রী...

চিকুলিয়া, ব...

এখানে ... গিরিধারীর নি... ব্রজবাসী শ্রী... পরানন্দ।

(১৮) আমল...

রাজব...

এই স্থানে ... গিরিধারীর নি... ব্রজবাসী শ্রীহ...

(১৯)

স্বর্গ...

এখানে শ্রী... সেবা বর্ত্তমান ... নন্দ বিদ্যারত্ন.

(২০)

আলবরন ... জগন্নাথ ... প্রভুর অ... শ্রীপরমেশ্বরী ... সহকারী

(২১)

উ...

এখানে ... জীর নিত্যসে... শ্রীযাদবানন্দ

(২২)

৪নং ... গৌর-... এখানে সে... শ্রীজানকীন... শেখর।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়দ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও বাহ্যিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকতারি ঘৃত"

ধ্বজভঙ্গাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য ... করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"... বিলাসিনী বটিকা"

... মতোশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

ফোন ৪৪

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"

নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible] শ্রীপ্রমোদভূষণ [illegible]

৫ম খণ্ড] [১৯৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩০

জে, এম, সেনগুপ্তের মামলা

গোলটেবিল সম্বন্ধে মিঃ লীজস্মিথের মত

ট্রেণ দুর্ঘটনা

জাতীয়-পতাকা উত্তোলনে ২১ জন মহিলা

বন্যায় রেললাইন ভগ্ন

বোম্বাইয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কীর্ত্তি

পিকেটিংএ স্কুল মাষ্টার

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত

নিখিল সাম্রাজ্য সমস্যা

ইউরোপ ও পারস্যে বেতার কথাবার্ত্তা

নানা কথা

পাঠক গোলটেবিল বৈঠকের বিষয় অনেক পাঠ করিয়াছেন, কেহ কেহ পরিহাস করিয়া উহাকে স্কোয়ার টেবিল বৈঠক অর্থাৎ বর্গটেবিল বৈঠক বলেন। প্রকৃত-পক্ষে উহা গোলও নহে এবং চতুষ্কোণও নহে। কনফারেন্সের মেম্বরগণ একটী ৫৯ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৩৮ হাত লম্বা ডিম্বাকৃতি টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীসম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

গোলটেবিল সম্বন্ধে মিঃ লীজ স্মিথের মত

বিলাতের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মিঃ লীজ স্মিথ বলেন যে কেহ যেন মনে না করেন যে গোলটেবিল বৈঠকের একদিকে ইংরাজেরা বসিবেন ও অপর দিকে ভারতবাসীরা বসিবেন এবং পরস্পর গালিগালাজ করিবেন। ইহাতে সকল সদস্যই প্রাণ খুলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিবেন এবং যাহাতে ভারতের তথা ইংলণ্ডের মঙ্গল হয় [illegible] একটা মীমাংসায় উপনীত হইবেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের মঙ্গলজনক কিছুই হইতে পারে না।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের মামলা

পাঠক অবগত আছেন যে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তকে দিল্লীর জেলে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে আগামী ৩রা নবেম্বর তারিখে তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলার শুনানি হইবে।

তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ সেনগুপ্ত প্রফুল্ল ভাবে অবস্থান করিতেছেন তবে রক্তের চাপ এখনও আছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

এস্, আই রেলওয়ের পোদনুর দিন্দিগল লাইনে একটী প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ইঞ্জিন এবং চারিটী বগি গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় ফায়ারম্যান মারা যায়। একটী স্ত্রীলোক লাইনের ধারে গোচারণে নিযুক্ত ছিল সেও মারা গিয়াছে। এক-জন সাহেব প্যাসেঞ্জার ঈষৎ আহত হইয়াছে।

বন্যায় রেললাইন ভগ্ন

মাদ্রাজের বৃদ্ধাচলম নামক স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ভীষণ বন্যাহেতু হইয়া তালানালুর এবং বেপন্নাদমের মধ্যে লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে লাইন সারিয়া দেওয়ায় গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। লাইনের অবস্থা কিরূপ থাকিবে তাহারা এখনও বলা যায় না। বন্যা এখনও আছে।

এগমোরের রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন যে কেবলমাত্র তাঞ্জোর পর্য্যন্ত টিকিট দেওয়া হইবে। তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনপল্লীরমধ্যে এবং ত্রিচিনপল্লী হইতে এড়োরপর্য্যন্ত লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা চলাচল বন্ধ আছে। আরও অনেক স্থানে লাইন ভগ্ন হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের স্থানে আমেদাবাদের মিষ্টার মহাদেও দেশাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারির পদে বৃত হইলেন।

নিখিল সাম্রাজ্য সমস্যা

বিলাতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়াছেন। রাজনৈতিকক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অংশের পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে সে সম্বন্ধে বিচার হয়।

এই সমস্ত অংশগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহার বিচার জন্য একটী নিখিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিচারালয় স্থাপিত হইবে।

উরগ্রামে একটী কুলিকে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচ্যুত করেন। তাহার ফলে ৩৫ জন কুলি কর্ম্মস্থলে যাইয়া হাজিরা লিখাইয়া কার্য্য করিতে অসম্মত হয়।

তাহারা দাবী করে যে পদচ্যুত শ্রমিকটীকে পুনরায় নিযুক্ত করা হউক। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলিরা পুনরায় কাজে আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সর্দার হিদায়তুল্লা মস্কো কন্সাল জেনারেল

সর্দার হিদায়তুল্লা ভারতের আফগান কনসাল জেনারেল ছিলেন তিনি মস্কোতে কনসাল জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেন্টের কমার্স মেম্বর ইণ্ডিয়ান সণ্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দান করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি বম্বে মিল ও উনার্স এসোসিয়েশনের মেম্বরদিগকে দেখা দিয়াছিলেন। ইঁহারা সিল্ক এবং কাপড়ের উপর যে শতকরা পনর টাকা শুল্ক আছে তাহার বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন।

পিকেটিংএ স্কুল-মাষ্টার

মির্জাপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ সান্যাল পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি দমদমার স্পেশ্যাল জেলে ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ রুজু করিয়া তাঁহার বিচারার্থ তাঁহাকে টাঙ্গাইলের জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আমেদের আদালতে আগামী ৩রা নবেম্বর তারিখে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী হইবে।

সার সাহাবুদ্দিন পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। এইবার শুদ্ধ মিলিয়া তিনি বারবার তিনবার প্রেসিডেন্ট হইলেন।

বাবু বংশী নামক একজন ঝাড়ুদার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে তিনি কাহার পুতুল নহেন, সভাস্থ সদস্যগণ যেন স্মরণ রাখেন যে তিনি তাঁহাদের মত একজন মানুষ। উক্ত ব্যবস্থাপক সভার তিনটী দল সৃষ্ট হইয়াছে।

(১) ন্যাশন্যাল রিফরমিষ্ট পার্টি ইহাদের অধিকাংশই শিখ।

(২) ন্যাশন্যাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি—ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান।

(৩) ন্যাশন্যাল রিফর্ম্মস্ পার্টি—ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু।

নারায়ণগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, জি, রায়ের এজলাসে দুইটী ডাকাতির মোকদ্দমার শুনানি চলিতেছে। একটী মোকদ্দমার ঘটনা এই যে গত জুন মাসের ২০শে তারিখে একদল ডাকাত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া এবং প্যাণ্ট ও শার্টে সজ্জিত হইয়া ও মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এলেকাধীন কামটাল গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে প্রবেশ করে। রাত্রি দুইটার সময় সকলেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই সুযোগে ডাকাতেরা অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া মহেন্দ্র বাবুকে হত্যা করে। তদনন্তর তাহারা লোহার সিন্দুক এবং অন্যান্য বাক্স ভগ্ন করিয়া পাঁচশত টাকার দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করে।

তাহার পরে দস্যুরা মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী আক্রমণ করে। তখন রমণ বাবু রাম দাএর আঘাতে একজন ডাকাতের হস্তচ্ছেদনে সমর্থ হন, তখন দস্যুরা পলায়ন করে।

এই ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস দুইজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই দুইজনকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশে মান্দালয়ের নিকট একটী মেল ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়া যায়। তাহার ফলে তিনজন মারা যায় ১২ জন আহত হয়।

নলিনম্ এবং বীরকোদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেললাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গাড়ী চলাচল বন্ধ আছে।

বৃক্ষতলে কংগ্রেস অফিস

পুলিশ কাশীর বাঙ্গালী টোল কংগ্রেস অফিস আক্রমণ করে। তিনবার এইরূপ আক্রমণ হওয়ায় সহরময় মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কাশী দশাশ্বমেধ চিত্তরঞ্জন পার্কেও পুলিশ হানা করে।

একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টার ১২জন কনষ্টেবল লইয়া বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস অফিস এবং ক্যাম্পে আগমন করিয়া ধ্বজা এবং সাইনবোর্ড লইয়া চলিয়া যায়। এইটী প্রথম আক্রমণ। ইহা গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে বেলা সাড়ে চারিটার সময় ঘটে।

দ্বিতীয় আক্রমণ সাড়ে ছয়টার সময় হয়। এই আক্রমণ গাছতলার কংগ্রেস অফিসে হয়। প্রথম আক্রমণের অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ গৃহত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে তাঁহাদের কর্ম্মস্থলী করেন।

এই আক্রমণের সময় মহিলারা জাতীয়-পতাকা পরিবেষ্টন করায় পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পতাকা কাড়িয়া লয়।

পুলিশের তৃতীয় আক্রমণ সন্ধ্যা সাতটার সময় হয়। তখন পার্কের বাহদেশে কংগ্রেসের কর্ম্মস্থল হয়। যখন পুলিশ সত্যাগ্রহীদিগকে থানায় লইয়া যায়, তখন সহস্রাধিক লোক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়।

বোম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবকের কী

বোম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবকেরা এক মজা আরম্ভ করিয়াছে। পীপলস্ ব্যাটেলিয়ন নামক একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহারা হোম সেক্রেটারীর কর্ম্মস্থলে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু দ্বারীরা তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাহারা ডেপুটি সেক্রেটারীর কর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। তাহারা সেখানে কয়েকটি খালি চেয়ারে বসে। পরে তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রস্থান করে।

পরে তাহারা পুনরায় ঐ স্থানে আসিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং পত্রিকা বিলি করিতে থাকে। ঐ সমস্ত পত্রিকার রাজদ্রোহসূচক ব্যাপার ছিল। পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া এসপ্লানেডের হাজতে লইয়া যায়।

জাতীয়-পতাকা উত্তোলনে ২১ জন মহিলা

বোম্বাইয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে ২১ জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগকে যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ইউরোপ ও পারস্যে বেতারে কথাবার্ত্তা

পারস্য, ইউরোপ ও ইরাকের মধ্যে বহুদূরগামী বেতার টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইউরোপ ও পারস্যের মধ্যে সোজাসুজি কথাবার্ত্তা চলিবে।

মিঃ চার্চ্চিল একটী বক্তৃতায় গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠকের সাধ্য নাই যে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা প্রদান করে।

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে বক্তৃতাকালে ইয়র্কের আর্চ্চবিশপ বলিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধীর পাশ্চাত্যবর্জ্জন কোন রাজনৈতিক কারণবশতঃ হয় নাই।

জগৎ অনিত্য এবং ভোজবাজী—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মিঃ গান্ধী পাশ্চাত্য 'বলাম' এড়াইয়া চলিতেছেন।

ভারত অবতারবাদের পক্ষপাতী এবং ঈশ্বরশক্তিই যে জগৎ নিয়মিত করিতেছে তাহা মানে।

অমৃতবাজার পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি-অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু মাখনলাল সেন মহাশয় বিনা জামীনে অমৃতবাজার পত্রিকা বাহির করিতে পারিবেন।

বোম্বাইয়ে বাণিজ্য-সচিব

ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব সার জর্জ রেনিনী ২৫শে অক্টোবর সকালে করাচী হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে ৫ দিন থাকিবেন এবং কলওয়ালা সমিতির সদস্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বোম্বাই সার জর্জের ২৯শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা।

শোভাযাত্রা

গত ২১শে তারিখে বৈকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ-কল্পে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সয়দাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর, কাদাই প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে।

পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

আবগারী দোকানে পিকেটিং করায় দরুণ ২১শে তারিখ গোরাবাজার হইতে ৬ জন, ২২শে খাগড়া ও গোরাবাজার হইতে ৭জন এবং ২৩শে খাগড়া হইতে [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ২২শে তারিখের গ্রেপ্তারের স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে মুর্শিদাবাদের অন্যতম সত্যাগ্রপটু শ্রীমান শ্যামাদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৭

ভক্তবৎসল ভগবান্

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, "শ্রীভগবান্ কেবল তাঁহার ভক্তকেই বিমুক্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার চরণান্তিকে লইয়া যান, আর অভক্তের প্রতি তাঁহার কোনও লক্ষ্য নাই, তাহা হইলে কি সর্ব্বেশ্বর ভগবানের রাগদ্বেষাদিকৃত বৈষম্য দোষ আছে?" তাহাতে শ্রীভগবান্ তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ বলিতেছেন যে—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

—"আমার সাধারণ বিধি এই যে, যেহেতু আমি স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সেহেতু সর্ব্বভূতেই আমি সমভাবাপন্ন, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাঁহাদিগের প্রতি আসক্ত থাকি।" তাৎপর্য্য এই যে,—মেঘের যেমন বীজবিশেষের প্রতি দ্বেষ বা প্রীতি নাই, সকল বীজেই তিনি সমভাবে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ভগবান্ সকলের প্রতিই সমভাবে তাঁহার কৃপা-বারি বর্ষণ করিতেছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের সেই কৃপা উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহারাই ভগবানের ভক্ত। অপর সকলে ভগবৎকৃপা উপলব্ধির অভাবে অভক্তপর্য্যায়ে পরিগণিত। এই ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার নিমিত্তই শ্রীভগবান্ 'তু' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

যাঁহারা ভগবানে অনুরক্ত হইয়া ভগবৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুশীলনে প্রবৃত্ত, ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হন। মণি-সুবর্ণ ন্যায়ে ভগবানেরও ভক্তে ভক্তি বর্ত্তমান। শ্রীশুকদেব গোস্বামী এইজন্যই শ্রীভগবান্‌কে "ভক্ত-ভক্তিমান্" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র অবিষমদর্শন হইয়াও স্বাশ্রিতবাৎসল্যলক্ষণাত্মক বৈষম্য বা ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ দোষ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন। এখানেই শ্রীভগবানের স্বরাট্ পুরুষোত্তমত্ব। এই গুণটী ভগবানের ভূষণ-স্বরূপ, পরন্তু দূষণ নহে।

শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণই প্রসিদ্ধ, 'ভক্তবৎসল' বলিয়া ডাকিয়াই ভক্ত আনন্দ প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিবাৎসল্য বা যোগিবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ প্রসিদ্ধ নহে। সাধারণ লোকে যেমন নিজভৃত্যের প্রতিই বৎসল হয়, অন্য ভৃত্যের প্রতি তাহার সেরূপ বাৎসল্য থাকে না, ভগবান্‌ও সেইরূপ রুদ্রভক্ত বা দেবীভক্তাদির প্রতি বৎসল না হইয়া নিজভক্তের প্রতিই বৎসল।

ভগবানের সহিত কল্পবৃক্ষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাও আংশিক, কেননা কল্পবৃক্ষফলাকাঙ্ক্ষিগণ তদাশ্রিত হইলেও তাহাতে আসক্ত হয় না, ফলপ্রাপ্তি হইয়া গেলেই তাহারা বৃক্ষের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখে না, কল্পবৃক্ষও স্বাশ্রিতে আসক্ত হয় না অথবা সেই আশ্রিতের বৈরীকে শাস্তি প্রদান করে না; কিন্তু স্বাশ্রিতবৎসল ভগবান্ স্বাশ্রিতের প্রতি বৈরাচরণকারীকে স্বহস্তে শাস্তি প্রদান করেন। শ্রীভগবানের এই ভক্তবাৎসল্য গুণ অভক্তকেও তচ্চরণে আকৃষ্ট করে। আকৃষ্ট ব্যক্তি আর কখন ভগবানে বৈষম্য-দোষারোপ করিতে সাহসী হয় না।

যিনি ভগবানকে যে রসাশ্রিত হইয়া (অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—যে কোন রসাশ্রিত হইয়া) ভজন করেন, তিনি (ভগবান্) তাঁহার (ভজনকারীর) সেই রসের উপাস্য-বিগ্রহ রূপে তাঁহাকে ভজনা করেন অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ সর্ব্বভাবেই ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, প্রভৃতি অন্যাভিলাষীকেও ভগবান তাহাদের বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রদান করেন। কিন্তু তাহা ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা নহে।

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্যকামনা-বশে লোকে দেবতান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করুক, ইহা ভগবদিচ্ছা নহে, অবশ্য ইহাতে ভগবান্ যে অন্য দেবতাকে নিন্দা বা ঘৃণা করিতে বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইবে না। যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "দেবগণ আমার বিভূতি—আমার গুণাবতার, যাঁহারা ঐ দেবতত্ত্ব ও আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া আমার গুণাবতার বলিয়া দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহাদের পূজা বৈধ অর্থাৎ উন্নতিবিধান-সম্বন্ধ। কিন্তু যাঁহারা ঐ দেবগণকে 'নিত্য' জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন, এজন্য তাঁহাদের নিত্যফল লাভ হয় না।"

শ্রীভগবান্ স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কোন দেবতা নাই। অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভজন করিলেই আর জীবের গত্যাগতি লাভ করিতে হয় না। ভক্ত ভগবদ্রূপ ব্যতীত অন্য কোন রূপকে নিত্যোপাস্য নিত্যপ্রেমাস্পদরূপে জানেন না। ভগবানও তাহাই চাহেন। তাই "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥", "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" "যান্তি দেবব্রতা দেবান্, পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥" প্রভৃতি শ্লোক পরপর বলিয়াছেন। আবার সপ্তমাধ্যায়েও "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকেও অন্যদেবপূজার নৈরর্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুতরাং ভগবানের এই অযাচিত করুণা উপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি কত অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের নিত্যারাধ্য ভগবান্ তাঁহার নিজমুখে আমাদের নিকট তাঁহার ভজন যাচ্ঞা করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে একটা বড় শ্লাঘার কথা নহে। ভগবান্ নিজলাভ-পরিপূর্ণ হইয়াও অতত্ত্বজ্ঞ আমাদিগকে তাঁহার তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাতে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, ইহা যে আমাদের প্রতি তাঁহার কত কারুণ্যের পরিচয়, তাহা কি আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিব না? শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ, তাহাই হইয়াছে বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে যেন একটী কত বড় অস্বাভাবিক কার্য্য! আমাদের স্বরূপের নিত্যাবৃত্তি ভগবদ্ভজন ছাড়িয়া যেন আমাদের কত ভিন্ন ভিন্ন কাজ পড়িয়া গিয়াছে! এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, আগে দেশোদ্ধার, পরে বসিয়া বসিয়া 'ভগবান্' 'ভগবান্' করা যাইবে, অন্য সম্প্রদায় বলিতেছেন—"আগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া লই, কন্যা পুত্রের বিবাহাদি হউক, সংসারের অভাব অভিযোগ মিটিয়া যাউক, বৃদ্ধ কাল আসিলে তখন না হয় ভগবান্‌কে ডাকা যাইবে, এখন কেন?" আবার আর এক সম্প্রদায় জড়বিজ্ঞানাদির উন্নতি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ভগবানের অস্তিত্বকেই উড়াইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন, প্রকৃতিই সব, প্রকৃতিকে ভাল বাসিলেই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কৃত হইল!" এইরূপে নাস্তিকতা, সন্দেহ, অজ্ঞেয়তা, শূন্য, জড়নির্ব্বিশেষ, জীবব্রহ্ম প্রভৃতি বাদাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বনে ভগবদ্ভক্তি-লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। বঞ্চিতগণকে লইয়া মায়াদেবীও দণ্ডপ্রদান-মুখে নানা ভাবে শিক্ষা দিতেছেন। মায়াদেবীর এই ব্যতিরেকমুখী কৃপায় যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের অন্বয়মুখী কৃপা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বপদান্তিকে টানিয়া লইয়া প্রেমসাগরে সিক্ত করিতেছেন। সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপার অভাব নাই। আমাদেরই দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হই, আর বলি, ভগবান্ আমাদেরই উপর কেবল নির্দ্দয়!

জগদ্-ভোগ-কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলেই ভগবান্ আমাদের বিচারে নির্দ্দয় হইয়া পড়েন, কিন্তু সেই ভোগ-কার্য্যে বাধা প্রদান করাই যে ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়ার পরিচয়, তাহা কাম-দ্বারা অপহৃত-বিবেক আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? ভক্তই বুঝিতে পারেন, ভগবানের কৃপা পতিত জীবের প্রতি কিরূপ অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। অভক্ত যে দোষ প্রদর্শন করিয়া ভগবানকে দোষারোপ করিতেছে, ভক্ত তাহাকেই তাঁহাদের প্রতি ভগবানের পরম দয়া বলিয়া বিচার দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবে আসক্ত হইতেছেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌ও তাঁহার অন্তর্য্যামী ভক্তের প্রেমে স্বতঃই বশীভূত হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীভগবানের এই ভক্তপ্রেমবশ্য লীলাই জীবকে তচ্চরণপ্রাপ্তির আশায় আশান্বিত করে। অভক্ত যে ভগবানকে ভক্তপক্ষপাতী দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়, ভগবানে বৈষম্যদোষ আরোপ করে, তাহাতে সে ভগবানের স্বরাট্ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়ত্বলীলায় বাধা প্রদান করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয় এবং পরিশেষে আরও দুর্ভাগ্যবশে ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ ধারণায় লইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়ে।

শ্রীবাসাচার্য্য

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৯০ শ্লোকে) বর্ণিত আছে—শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠসুহোদরঃ॥” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—“শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। দুই ভাই- দুই শাখা, জগতে বিদিত॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। চারিভাইর দাস দাসী গৃহ-পরিকর॥ দুই শাখার উপশাখায় তা' সবার গণন। যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন। সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা। গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবীদেবা॥” শ্রীনিধি—নবনিধির অন্যতম। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদেবী সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা লিখিয়াছেন—“অম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং মালিনী নাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী॥” শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননী। “শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥ এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব। প্রেমাবিষ্ট হয়ো প্রভুর সহজ স্বভাব॥”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় প্রথমেই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে ঈশতত্ত্ব বিচারে লিখিতেছেন—“শ্রীবাসের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম॥” অতএব শ্রীবাসের কৃপা ব্যতীত কখনও গৌরকৃপা লাভ হইতে পারে না। নিত্যানন্দাদ্বৈত—মহাপ্রভুর দুই অঙ্গ, সেই অঙ্গের অবয়ব- গণ উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ। সংকীর্ত্তন-সেনাপতি—নিত্যানন্দাদ্বৈত আর তাঁহাদের পারিষদ-সৈন্য (চৈঃ চঃ আ ৩।৭৪)। শ্রীবাসাচার্য্য প্রভুকে 'শ্রীনিবাসাচার্য্য'ও বলা হইত। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৭; ১৩।৩,১০৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।) একমাত্র চৈতন্য গোসাঞি একলা ঈশ্বর। আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর॥ গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু, সম, আর্য্য (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৪)। “প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র- সম॥” (চৈঃ চঃ আ ৬।৩৭)। “শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর। মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর। এসব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ব। চৈতন্যের দাস্যে সবার করয়ে উন্মত্ত॥ এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস। লোকে উপদেশে 'হও চৈতন্যের ভক্তগণ। 'শুদ্ধভক্ত' তত্ত্ব-মধ্যে তাঁ' সবার গণন॥ গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি-অবতার। 'অন্তরঙ্গ' ভক্ত করি গণন যাঁহার॥” (চৈঃ চঃ আ ৭।১৬-১৭)। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তের তত্ত্বমধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে—“শক্তিতত্ত্ব মধুর রসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। উভয় হইয়া তারতম্য বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুররসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন।”—(অনুভাষ্য) 'গদাধর পণ্ডিতাদি' বলিতে দাস গদাধরকেও মহাপ্রভুর 'অন্তরঙ্গ' জানিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে 'ভক্ত-পরিবারের' অবতরণ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত তন্মধ্যে একজন, যথা (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৫৫) মহাপ্রভুর জন্মলীলাকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু মহানন্দে গঙ্গাস্নান ও হরিসংকীর্ত্তন করেন এবং মানানন্দে নানা ধনাদি দান করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সমীপে আসিয়া মহাপ্রভুর জাতকর্ম্মাদি করান। (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১০১, ১০৭)।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকট করিলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ “ওঁ সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্” প্রভৃতি পুরুষসূক্তমন্ত্র (সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন। মহাপ্রভু সেই ভক্তদত্ত সামগ্রী সমস্তই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সপ্ত প্রহর যাবৎ মহাপ্রভুর ঐ ভাবের আবেশ ছিল। এই জন্য শ্রীবাসগৃহের মহাপ্রভুর এই লীলাকে কেহ কেহ 'সাত প্রহরিয়া ভাব', আবার কেহ কেহ 'মহাপ্রকাশ'ও বলিয়া থাকেন। (চৈঃ চঃ আ ১৭।১৮ অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভু এই দিনে সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্ব-গুহ্য সংবাদসকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন এবং সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের দেবানন্দ পণ্ডিত স্থানে ভাগবত-শ্রবণে অদ্ভুত প্রেমাবেশ, পড়ুয়াগণের তাহা না বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি দুর্ব্যবহার, তাহাতে শ্রীবাসের প্রেম-ভঙ্গ-জন্য দুঃখ দর্শনে মহাপ্রভুর তদ্দেহে আবির্ভাব ও কীর্ত্তন করিতেই শ্রীবাস প্রেম-বিহ্বল হইয়া অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অভিষেককালে শ্রীবাসের দাসদাসীগণও জল আনয়ন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। ভক্তগণ সেই জল দ্বারা মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়াছিলেন। শ্রীবাসের 'দুঃখী' নাম্নী এক ভাগ্যবতী দাসীর ভক্তিযোগ-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া 'সুখী' নাম রাখিয়াছিলেন। (বিস্তারিত-বিবরণ চৈতন্যভাগবত মধ্য ৯ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

(ক্রমশঃ)

ও ভক্তের তারতম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৮ সংখ্যার পর)

প্রাকৃত কর্ম্মীর উদ্দেশ্য পার্থিব সুখসম্পদ্ লাভ, জগতে গণ্যমান্য বরেণ্য হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। অথবা লোকহিতকর পুণ্যজনক কার্য্যাদি করিয়া ইহকালেও সম্মান প্রতিপত্তি লাভ এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখভোগ। প্রতিষ্ঠাশায় লোলুপ হইয়া কর্ম্মী কখনও দেশ-সেবক সাজেন, ভগবানেরই প্রীতি-কামনায় দেশ-মাতৃকার পরাধীনতা শৃঙ্খল অপনোদন মানসে দৃঢ়ব্রত হইয়াছি; জীবনের সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া মাতৃসেবা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি—এইপ্রকার বাণী বিন্যাস করত ঢক্কানিনাদ করিতে থাকেন। কখনও বা বন্যাপীড়িত নিরন্ন দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারীর ক্ষুধা নিবারণার্থে সমিতি গঠিত করিয়া চাঁদা সংগ্রহে ব্যাপৃত হন; এই কার্য্যই ভগবৎ সেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য্য—এইরূপ লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণে দারিদ্র্যের আরোপ করিয়া মায়াবাদের চরম দুর্গতিতে উপস্থিত হইয়া “দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি, ইহাতেই ভগবৎপ্রীতি লাভ করিব”, এরূপ বাক্য আধুনিক কর্ম্মিগণের অনেকেরই মুখে শুনা যায়।

বন্যাপ্লাবিত স্থানে সাহায্য-সমিতি গঠন, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অন্নবস্ত্রাদি দানের ব্যবস্থা, ব্যাধি-ক্লিষ্ট নরনারীকে ঔষধ-পথ্য দান, মৃত ব্যক্তির শবদাহ, মুমূর্ষুকে জলদান প্রভৃতিই বর্ত্তমান কর্ম্মীপুরুষগণের কর্ম্মাদর্শ হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম জগদ্বাসীর ভীতি-উৎপাদক অসৎকর্ম্ম সমূহ হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া কি ভক্ত অপেক্ষা কর্ম্মীকে বড় মনে করিতে হইবে? সমস্তজগদ্বাসী প্রাকৃত জনগণ মায়াদেবীর বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি-প্রভাবে এরূপ বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন যে, ইহারাই জয়গানে উন্মত্ত হইয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মিগণের কর্ম্মাদর্শ সমাজে ইহারাই শত সহস্র লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিপূর্ণ বরণ-ডালার দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইতেছেন। কর্ম্মী ভক্তগণকে স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতেছেন এখন আর ভক্তির ভাব-কেলির সময় নাই, “এস চরকা ধর, তাহাতে নাম-জপ অপেক্ষা অধিক সুফল হইবে। এযুগে চরকাই জীবের মুক্তির উপায়, যতক্ষণ মালা জপ করিবে, ততক্ষণ চরকায় সূতা কাটিলে জগতের উদ্ধার সাধনে সহায়তা হইবে ইত্যাদি।” এই সকল কর্ম্মী নিষ্কাম জানিয়া বা নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম বলিয়া যে কর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা হরিতোষণপর নহে বলিয়া অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীহরির ভাব-বিবর্জ্জিত বলিয়া জীবন-রহিত প্রাকৃত চেষ্টামাত্র। যে সময় কর্ম্ম কেবল শুদ্ধভক্তের সেবায় কৃত হয়, তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়।

প্রাকৃত কর্ম্মী একদেশদর্শী, 'সত্যকেই প্রচার করিতেছি' বলিয়া অসত্যকেই বরণ করিয়াছেন। এমন কি বিশ্বমানব যাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছে সেই বিশ্বমানবের মহীয়ান্ প্রতীক্ মহাত্মা গান্ধীজীর বাক্যে পর্য্যন্ত প্রকৃতিবাদই সূচিত হইতেছে।

সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর স্বরাট্ স্বতন্ত্র ও ইচ্ছাময়। সেই স্বরাট্ পুরুষ পরমেশ্বর লৌকিক লাভ, ক্ষতি, লৌকিক প্রয়োজন, সাময়িক সত্য অথবা বিবাদকারী দলের মধ্যবর্ত্তী কোন কাল্পনিক বস্তু নহেন। পরম সত্যস্বরূপ স্বরাট্ পুরুষে অসত্যারোপ-দোষে বর্ত্তমান কর্ম্মিশ্রেষ্ঠও অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই।

ফলান্বেষণ-তৎপর কর্ম্মিগণ অভীষ্ট পরিপূরণকল্পে লৌকিক দেবতাগণের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য সতত ব্যগ্র। কখনও বা তাঁহারা বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবকালে ভয়ার্ত্ত হইয়া শীতলা দেবীর পূজা-আয়োজনে ব্যস্ত। কোন সময় বা ওলাউঠা ব্যাধির প্রকোপভয়ে ভীত হইয়া করালী কালিকা দেবীর মন্দিরে দেবীর তৃপ্তি-বিধানার্থে ছাগ শিশু প্রদানে প্রয়াসপর; কখনও সর্প-ভয়ে মনসাদেবীর শরণাগত—সর্পভয় ভীতকণ্ঠে বিষহরি স্তবে নিযুক্ত। আবার কোন সময় বা আকস্মিক বিপৎপাতে অধীর হইয়া শনিদেবতার কোপ শান্তির জন্য তৎপূজাকল্পে নানা দ্রব্যসম্ভার আহরণে ব্যতিব্যস্ত। কোন স্থলে সন্তান স্নেহ-বৎসলা জননীগণ শিশুর আয়ুঃপ্রার্থী হইয়া ষষ্ঠীমাতার পদমূলে পূজানিরতা। ঘেঁটু, ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী, মাকাল প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বদাই কামকামিগণের পূজা-লাভের জন্য বহুবিধ ষড়যন্ত্রেই নিযুক্ত। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-প্রদেশে ব্যাঘ্রের দেবতা “দক্ষিণরায়” প্রমুখ লৌকিক দেবতাও মানবের পূজালাভে ইচ্ছুক। (ক্রমশঃ)

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক —শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাবে উপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট আজ্ঞা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা-সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্‌ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী— শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সম্মার্গে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকশ্রাবায় প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, শালগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) — ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) — ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶০
৫। ভজনরহস্য — ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৶০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) — ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৶০
২১। গীতমালা — ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড — ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) — ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৭। শরণাগতি — ৴০
২৮। গীতাবলী — ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩০। সাধকবণ — ৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক — ৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক — ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) — ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ — ৷১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) — ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী — ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ — ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন — ।০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০
৬১। দি ভাগবত — ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড আনেনলয়েড্ ডিভোসন — ৶০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি — ॥০
৬৪। সাধন পথ — ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু — ॥০
৬৬। গীতাবলী — ৴১০
৬৭। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শ্রুত, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, জৈবাদি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাক্তন (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি- ————
নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পারমার্থিক-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
এই সংখ্যা /০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ শনিবার ১লা নভেম্বর, ১৯৩০

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজ কাল প্রত্যহই বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতেছেন। ইহা একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ বটে। "পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শ্রীনামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা এখন অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। কোন মহাজন বলিয়াছেন—"ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছেন। আশা করি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত খোল করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অতি শীঘ্রই যে চৈতন্য-ধর্ম্ম সর্ব্ব-জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

আমরা গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা হইতে জানিলাম—ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ; শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়; শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি, এল; পাইকপাড়া ষ্টেটের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম, এ পঞ্চতীর্থ; 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন; অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি,এ; দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বুরনিবাসী নিষ্ঠাবান্ মাধ্বব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ভেঙ্কট রাও গারু; 'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; সিটি কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব নাথ মৈত্র এম, এ; হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্ভোকেট আর্ট ও আহিতাগ্নি-নামক পুস্তক-লেখক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন এম, এ,বি, এল; সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের কন্সাল জেনারেল মিঃ ভিসেণ্টা এক্রিলেনো সাহেব; এঃ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য; লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি; অ্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ বসু এম, এ, বি, এল; কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস্ ও তাঁহারই একৈক আত্মীয় রাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর-ষ্টেটের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ কলিকাতা করপোরেসনের কণ্ট্রোলার অব্ ষ্টোর্স শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী; শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রস্তাবিত পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়া আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে পরমার্থালোচনা শ্রবণ করিতেছেন।

———

আগামী ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিশেষভাবে কীর্ত্তন-মুখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

———

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও সুহৃদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৫ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-
মহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং
শান্তিমৃচ্ছতি॥

এই শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে (১) যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, (২) সর্ব্বলোক-মহেশ্বর এবং (৩) সর্ব্বভূত-সুহৃদ্রূপে জানিয়া নিরন্তর তাঁহার আজ্ঞা পালনে রত থাকেন, তাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন ও অন্তে ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব এবং তজ্জন্য তিনি বদ্ধজীবের সংসার-বন্ধন ছেদনে সমর্থ। তাহাতে আবার তাঁহাকে যদি জীবমাত্রেরই সুহৃদ্ অর্থাৎ নিরপেক্ষ উপকারক এবং বিধি-রুদ্রাদি যাবতীয় প্রাণীর অধীশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিরন্তর তাঁহার সেবা অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অতএব স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, যাঁহারা নিরন্তর ভগবদাজ্ঞা-পালনে রত থাকেন না, তাঁহারা ভগবান্‌কে সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, যজ্ঞ-তপস্যার পালক ও সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যিনি যে পরিমাণে ভগবানের এই ত্রিবিধ পরিচয় অবগত হন, তাঁহার ভগবদাজ্ঞা-পালনে অবকাশ সেই মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়।

ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় জীব ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ। যেকালে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হয় না, সে সময় ভগবদ্বস্তুকে যজ্ঞ তপস্যার পালক, সর্ব্ব-লোকমহেশ্বর ও সর্ব্বভূত-সুহৃদ্রূপে অবগত হওয়ার ত' কথাই নাই। যেহেতু ভগবান্ সকল জীবের নিরপেক্ষ সুহৃদ্, তন্নিমিত্ত তিনি অজ্ঞ জীবের যাহাতে কল্যাণ হয়, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করেন, যাহার ফলে অজ্ঞ জীবগণ কালে সাধুসঙ্গ লাভ করত তাঁহাকে চিনিতে ও তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হয়।

পরমাত্মরূপে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বাস, বহির্দ্দেশে শ্রীআচার্য্য ও গুরুরূপে অবস্থান, যুগে যুগে স্বয়ং বা অংশরূপে ধরাতলে অবতরণ, শ্রীনাম ও অর্চ্চাবিগ্রহ আকারে

অজ্ঞজীবের কর্ণ ও লোচনের গম্যরূপে প্রকাশিত হওয়া, বেদাদি শাস্ত্ররূপে প্রকট থাকা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় ভগবানের নিরপেক্ষ উপকারের পরিচয়স্থল। এহেন সুহৃদ্‌রূপী ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নশ্বর বাহ্যবিষয়ের সেবায় প্রমত্ত থাকেন, তাঁহারা মনুষ্যাকারধারী পশু ও অত্যন্ত নির্ব্বোধ। অবশ্য তাঁহারাও একদিন না একদিন ভগবানের আকর্ষণ-কৌশলের দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন; তবে সাধু, শাস্ত্র ও আচার্য্যদেবের বাক্যে অবহেলার ফলে এবং শ্রীনাম ও অর্চ্চা-বিগ্রহে তুচ্ছ বুদ্ধি করা হেতু তাঁহাদিগকে কিছু কাল নিদারুণ তাপে তপ্ত হইতে হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে নিদারুণ তাপে তপ্ত হইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগের উচিত কালবিলম্ব না করিয়া সাধু ও শাস্ত্রের সাহায্যে শ্রীভগবানকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজীব-সুহৃদ্‌ ও যজ্ঞ-তপস্যার পালক বলিয়া বুঝিবার জন্য যত্নশীল হওয়া।

শ্রীভগবানকে সর্ব্বেশ্বর তত্ত্বরূপে বুঝিয়া, যদি সুহৃদ্‌ বলিয়া বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বৈধভাবে আজ্ঞা-পালন হইতে থাকিবে। বৈধভাবটী শাস্ত্রের শাসন হইতে উৎপন্ন হয়। তাহাতে স্বারসিকতার পরিবর্ত্তে কঠোরতার ভাব আবৃত থাকে। সর্ব্বেশ্বরতত্ত্বকে সুহৃদ্‌ বলিয়া বুঝিতে পারিলে বৈধভাবটী রাগে পরিণত হয় এবং তখন আজ্ঞাপালন-রূপ কার্য্যটী অত্যন্ত প্রীতি বা আনন্দের সহিত হইতে থাকে। তাই ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
কায়মনে গোবিন্দ সেবিব।

ভক্তরাজ—শ্রীবাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৯ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন। তৎকালে নগরবাসী অনেক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণাপসদ বৈষ্ণবদিগকে নানাভাবে পরিহাস করিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন 'গোপাল চাপাল' নামক এক পাষণ্ডী-প্রধান, দুর্ম্মুখ, বাচাল ব্রহ্মবন্ধু রাত্রিতে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া দেবীপূজার সজ্জ—কলাপাতের উপর জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দুর রক্তচন্দন ও তণ্ডুল এবং তৎপার্শ্বে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া ঘরে গিয়াছিল। পরদিন প্রাতে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহা দেখিয়া গ্রামের বড় বড় লোককে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণসজ্জন॥" শিষ্টলোকসকল ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্য দূর করিয়া সেই স্থান জল-গোময়দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। তিন দিন পরেই সেই বৈষ্ণবদ্বেষী গোপাল চাপালের ভয়ঙ্কর গলৎকুষ্ঠ ব্যাধি হইল এবং তাহাতে সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিত। একদিন মহাপ্রভুর নিকট গ্রাম-সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া কহিল—"আমি গ্রামসম্বন্ধে তোমার মামা, আমাকে উদ্ধার কর।" মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে বৈষ্ণবদ্বেষী তাহাকে কহিলেন—'আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥ পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু প্রচার॥" এই বলিয়া মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন। বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সেই ব্রাহ্মণক্রব ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল;—"সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ" অতঃপর যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গিয়া তথা হইতে পুনরায় কুলিয়া গ্রামে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) আসিলেন, তখন সে পুনরায় মহাপ্রভুর শরণ লইলে মহাপ্রভু তখন তাহার প্রতি করুণ হইয়া কহিলেন— "শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ। তথা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥ তবে তোমার হবে এই পাপ-বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥" অতঃপর সেই বিপ্র শ্রীবাসের শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপায় তাহার পাপ বিমুক্ত হইল। (চৈঃ চঃ আ ১৭।৩৪ ৫৯)। "যে বৈষ্ণবের স্থানে যা'র অপরাধ হয়। পুনঃ সেই সে ক্ষমিলে তবে অপরাধ যায়॥" —(চৈঃ ভাঃ) অম্বরীষ-দুর্ব্বাসা-সংবাদ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

একদিন মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাস-পণ্ডিত 'বৃহৎ সহস্র নাম' পড়িতে আরম্ভ করিলে তন্মধ্যে 'নৃসিংহ' নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপ্রভু নৃসিংহাবেশে গদা লইয়া "পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া।" মহাতেজোময় মহাপ্রভুর হাতে গদা দেখিয়া পথ ছাড়িয়া লোকসকল ভয়ে পলাইতে লাগিল, তদ্দর্শনে মহাপ্রভুর বাহ্য হইল, পুনরায় শ্রীবাস-গৃহে যাইয়া গদা ফেলিয়া বিষাদভরে বলিলেন— "শ্রীবাস, লোক ভয় পায়, ইহাতে আমার অপরাধ হয়।" তখন শ্রীবাস বলিলেন— "প্রভো, তোমাকে দেখিলেই লোকের কোটি অপরাধ ক্ষয় হয়, তোমাকে যে দেখিয়াছে, তাহার সংসারবাসনা দূর হইয়াছে।" শ্রীবাসের সেবায় তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু আপন ভবনে গমন করিলেন।

একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। পাছে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের রসভঙ্গ হয়—এই ভয়ে প্রভু-শ্রীবাস গৃহের সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। নিজেও বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত হন নাই। তাহাতে মহাপ্রভু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্যকীর্ত্তন করেন। অতঃপর কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, গৃহে কোন বিপদ্‌ হইয়াছে। তখন শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সেই মৃত-শিশুর সম্মুখস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন ছাড়িয়া যাইতেছ?' মৃতশিশু বলিল—'আমার যে কয়দিন শ্রীবাস-গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতেছি। আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব—তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই।' মৃতশিশুর এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল। আর কোন শোক রহিল না। তদনন্তর মৃত শিশুর সৎকার হইল। তখন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—'শ্রীবাস, তোমার যে পুত্র ছিল, সে ছাড়িয়া গেল। এখন আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে কখনও ছাড়িতে পারিব না। (চৈঃ চঃ আ ১৭।২১৭-২২৯ ও চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী কোন যবন-দর্জ্জি শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিতেন। শ্রীবাসের কৃপায় তাঁহারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজরূপের চিন্ময়ভাব দর্শন করাইলেন। দর্জ্জি তখন —"দেখিনু, দেখিনু বলি হইল পাগল। প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল (অগ্রগণ্য)॥" (চৈঃ চঃ আ ১৭।২৩১ ২৩২)।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৯ সংখ্যার পর)

বর্ণাশ্রমিগণ কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বরানুশীলন করেন, তাহা ভক্তি নহে, নৈতিক বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার অনুশীলন করেন, তাহা নৈতিক কার্য্য বিশেষ। নীতিই সে স্থলে প্রভু, ভগবদানুগত্য ধর্ম্মটী তথায় দাসরূপে

[illegible]

কি পারলৌকিক বাঞ্ছামূলা। কর্ম্মীর কর্ম্মে ও ভক্তের সেবায় পার্থক্য এইস্থানে। ভক্ত ঐহিক কি পারত্রিক কোন আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করেন না। একমাত্র বিশ্বাত্মা স্বরাট্‌-পুরুষ পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পরিপূর্ত্তি-সাধনই তাঁহার সেবার উদ্দেশ্য। প্রাকৃত কর্ম্মী ঈশ্বরে সমান স্বতন্ত্র একটি নীতি-কার্য্য-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন। ভক্তের সেবায় কোন প্রকার স্বতন্ত্রতা নাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সত্যস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের প্রীতি সাধনই ভক্তহৃদয়ের একান্ত কাম্য-ধন।

ভক্ত জাগতিক ক্লেশে অধীর হইয়া কখনই আরাধ্য দেবতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত কর্ম্মীর ন্যায় আজ এ দেবী-মন্দিরে, কাল অমুক ফকিরের নিকট, পরশ্ব অমুক সন্ন্যাসীর নিকট হেয় জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান না। তিনি জানেন যে, সকলের প্রভু শ্রীগোবিন্দের পূজা-বিধানেই সমস্ত দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; কৃষ্ণপূজনেই সকলের পূজা হইয়া থাকে।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ-
স্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব
সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১২)

ভক্তগণ শাখায় উপশাখায় পত্র-পুষ্পে জলসেচন না করিয়া তরু-মূলেই জলসেক করিয়া থাকেন। শরণাগতিই ভক্তের মূল মন্ত্র। শ্রীহরিচরণে তাঁহারা আন্তরিক আর্ত্তিসহকারে এই নিবেদন করেন, "রাখবি মারবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥ জন্মাওবি মো এ ইচ্ছা যদি তোর। ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥ কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস। বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ॥" পরমোপাস্য প্রভুর রাতুলচরণে একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহারা নিজকৃত কর্ম্মফল ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া থাকেন। কর্ম্মীর অর্থ-সংগ্রহ—জাগতিক কি পারত্রিক কোন সুবিধাজনক ফললাভেচ্ছু হইয়া; অথবা তাঁহার ধনী আখ্যায় অভিহিত হইবার বাসনা হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে। আর ভক্তের অর্থ-সংগ্রহ প্রাণাভিরাম হৃদয়নাথ শ্রীহরির সেবা-সৌন্দর্য্য বিস্তারের জন্য। অর্থ সেখানে সর্ব্ব অনর্থের আকর নহে, পরন্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের সেবালাভে পরম অর্থপ্রদ।

(ক্রমশঃ

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১০ই নভেম্বর

(১)

১৭২০ মণিজারি ৩০ দাবি ১৫১১৸৬

ডিঃ তারক নাথ সাহা দিং সাং বাড়াদি

দেঃ আয়নদ্দিন সথাতি দিং সাং ভবানিপুর পোঃ কুষ্ঠিয়া

১। থানা কুষ্ঠিয়ার সোণাই ডেঙ্গি গ্রামে বিধুমুখী দাসীর অধীন ২৮ খতিয়ানে ৫-৪৪ এঃ জমী চিরস্থায়ী কোর্ফা জমা ১৮৷৷৬ দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৫৲

২। ঐ গ্রামে এঞবন্ধু সরকারের অধীন ২৪১ খং ১-৭৬ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ৫৸৵৬ দেঃ ৸০ অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ গ্রামে হাজারি মৃধার অধীন ১৯৮ খং ১-৫৩ এঃ জমী চিরস্থায়ী কোর্ফা জমা ৪৷৷০ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

৪। ঐ গ্রামে প্রমথ ভূষণদেব রায়ের অধীন ৩২১ খং ১-৫৭ এঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর দেঃ ,১৫৷৷১৪ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ গ্রামে মদনা চরণ ভট্টাচার্য্যের অধীন ৩২২ খং ১-০৬ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১।/৪ দেঃ ৵৬৷৷// অংশ মূল্য আঃ ৩৲

৬। ঐ গ্রামে হরিপ্রিয়া রায়ের অধীন ২১৪ খং ১-৮৮ এঃ জমী ৪৷৷০ জমা দেঃ ৵১৩/ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১৬ খং -৯২ শঃ জমী ২৶০ জমা দেঃ ।০ অ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ গ্রামে বিধুমুখী দাসীর অধীন ১২৯ খং ১-১৯ এঃ জমী চিরস্থায়ী কোর্ফা জমা ২৸০ দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

৯। ঐ গ্রামে রজনী নাগের অধীন ১৬০ খং ১-৩৯ এঃ জমী চিরস্থায়ী কোর্ফা জমা ৮।৵৬ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৪৲

১০। ঐ গ্রামে ছবিরন্নেছার অধীন ৬০ খং -৪৭ শঃ জমী ১৷৷৶০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৲

১১। ঐ থানা মাধুপুর গ্রামে যদুনাথ গোস্বামীর অধীন ৬১৯ খং ১-৮৬ এঃ জমী ৪৸৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

১২। ঐ থানা কাঞ্চনপুর গ্রামে যোগেন্দ্র সরকারের অধীন ১৫৩৬।১৮৩৬ খং দুর্গাচার গ্রামে ৯২৮ খং ৭-৬৩ এঃ জমী ১৫।০ জমা দেঃ ৵৬৷৷// অংশ মূল্য ২০৲

১৩। কাঞ্চনপুর গ্রামে রামগোপাল মজুমদারের অধীন ১৪৭৮।১৬৭৩ বরুইটুপী দুর্গাচার গ্রামে ৯৪৩ খং ৩-৪০ এঃ জমী ১৪৸৶০ জমা দেঃ ৵৬৷৷// মূল্য আঃ ১০৲

১৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৬৩ খং -১৭ শঃ জমী ৷৷৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৲

১৫। ঐ গ্রামে ১০৬১ খং -২০ শঃ জমী ৷৷৶০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৲

১৬। ঐ গ্রামে গোপীসুন্দরী দাসীর অধীন ২১৯ খং -৭৫ শঃ জমী ২৷৷০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

১৭। ঐ গ্রামে বিধুমুখী সরকারের অধীন ১৬৩৯ খং -৬৪ শঃ জমী ২।৶৫ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

১৮। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬৫২ খং ১-৪৩ এঃ জমী ৪৸০ জমা দেঃ ৵৬৷৷// অংশ মূল্য আঃ ৩৲

১৯। ঐ গ্রামে ১৫৬৪ খং -৮১ শঃ জমী ১৵০ জমা দেঃ ৵৬৷৷// অংশ মূল্য আঃ ১৲

২০। ঐ গ্রামে শ্রীকান্ত সরকারের অধীন ২০৮৭ খং ১-০১ এঃ জমী ৩৸৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

২১। ঐ গ্রামে শরৎচন্দ্র সরকারের অধীন ১৪১৩ খং ও বরুইটুপী দুর্গাচার গ্রামে ৯৭৮ খং ১-৪৩ এঃ জমী ৫৸৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

২২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬১৮ খং -৩৬ শঃ জমী ১৲ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

২৩। ঐ গ্রামে রজনী চৌধুরীর অধীন ১৮৩৯ খং -৫১ শঃ জমী ১।০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৲

২৪। ঐ গ্রামে কাশীশ্বর বিশ্বাসের অধীন ৬৬৮ খং -৯৯ শঃ জমী ১৸০ জমা দেঃ ৵৬৷৷// অংশ মূল্য আঃ ২৲

২৫। ঐ গ্রামে যোগেন্দ্র সরকারের অধীন ১৫৩৬ খং ৫ চালা চৌরী ঘর ১ খানা, ৮ চালা চৌরী ঘর ১ খানা, ২ চালা ১ খানা, টীনের গোলা ১টী, খড়ের বৈঠকখানা ১টী মূল্য আঃ ১৫০৲

(২)

১৩২৮ মণিজারি ৩০ দাবি ১০২৸৯

ডিঃ মোল্লা মহম্মদ আবদুল হালিম সাং বামনপুকুর

দেঃ মতলেব সেখ দিং সাং পোঃ ঐ

১। থানা নবদ্বীপের বামনপুকুর গ্রামে বিমলা প্রসাদ দত্তের অধীন ১০৭১ খং ৩-০৭ এঃ জমী ৩।০ জমা দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৩ খং -৯ শঃ জমী ।৩ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪১৫ খং -১৫ শঃ জমী ১৸৶৩ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

(৩)

১২১৩ মণিজারি ৩০ দাবি ২০৷৷৵৩

ডিঃ নন্দলাল চৌধুরী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কুসুমকুমারী দেবী সাং পোঃ ঐ

থানা মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ১৩৭ খতিয়ানে -১১ শঃ জমী ১।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১২১৫ মণিজারি ৩০ দাবি ২২৷৷১

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রেমদাসী বৈষ্ণবী সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ৪৮১ খতিয়ানে -৯ শঃ জমী ১৷৷০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১২১৪ মণিজারি ৩০ দাবি ১৪৷৷১

ডিঃ ঐ

দেঃ অশ্বিনীকুমার দাস বৈরাগ্য সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ৪৪ খতিয়ানে -০৩ শঃ জমী ৷৷/০ জমা মূল্য ৫৲

(৬)

১২১০ মণিজারি ৩০ দাবি ২২৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাসবিহারী দাস বৈরাগ্য সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ৪০৮ খং -০৭ শঃ জমী ১৷৷০ জমা মূল্য ১০

(৭)

১৫২৭ মণিজারি ৩০ দাবি ৬৭।৵৩

ডিঃ পাঁচুগোপাল সরকার সাং বেরিজ

দেঃ পাঁচু সেখ সাং পোঃ শ্যামনগর

থানা কোতালীর শম্ভুনগর গ্রামে ৫৪০ খতিয়ানে ২-৯৭ এঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৩৫৲

(৮)

১৪৭৩ মণিজারি ৩০ দাবি ৮৫৷৷৵০

ডিঃ ইন্দুমতি দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ভজহরি মোদক দিং মোঃ পোঃ দিগনগর

১। থানা কোতালীর দিগনগর গ্রামে নদীয়া মহারাজ ষ্টেট ৬২০ খতিয়ানে ১ এঃ জমী মোকররি জমা ২৬৶৮ ও পাকা দুই কুঠরি সমেত পায়খানা প্রাচীরাদি দেঃ ৸০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭০৮ খতিয়ানে ১-২৮ এঃ বাগান মোকররি জমা ৯/৭ দেঃ ৸০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

১৫৪৭ মণিজারি ৩০ দাবি ৮২৮।০

ডিঃ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী মোঃ কলিকাতা

দেঃ খোকা বানার্জ্জী দিং সাং রাজারামপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের রাজারামপুর গ্রামে অঘোর নাথ বন্দো অধীন ২৭০ খং ২-৮৯ এঃ জমী ৪৷৷০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে আশুতোষ মল্লিক দিং অধীন ৩৬ খতিয়ানে ৪-৭০ এঃ জমী ৫৷৷৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

৩। থানা ঐ সামুদপুর গ্রামে দক্ষিণা কালী দেবীর অধীন ৩০৪ খতিয়ানে -৫৬ শঃ জমী ১৸৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ গ্রামে কালীদাসী দাসীর অধীন ২৯৭ খং ১-৫৮ এঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর দেঃ ,৬৷৷// অংশ মায় পুষ্করিণী মূল্য ২৫৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯৮ খং -১৪ শঃ জমী ।/০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৬। ঐ গ্রামে আশুতোষ মল্লিক অধীন ৩৩৬ খং ১-১৩ এঃ জমী ৸৶০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ গ্রামে চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য অধীন ১৬০ খং -৬৪ শঃ জমী ১৲ জমা দেঃ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৮। ঐ গ্রামে কালীদাসীর অধীন ২৫৯ খং -৯০ শঃ জমী ২।৶০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৯। ঐ গ্রামে সীতাকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় অধীন ১৫৭ খং ২ ৫৩ এঃ জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

১৭৩১ মণিজারি ৩০ দাবি ৪৭।/৯

ডিঃ পাঁচি বিবি সাং কুকুণপুর

দেঃ জুবান সেখ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতালীর কুকুণপুর গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরীর অধীন ২১৪ খতিয়ানে -৩৮ শঃ জমী ২৷৷/৬ রায়তি স্থিতিবান জমা মায় ঘর মূল্য ২০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১৫ খতিয়ানে ৩-৫২ এঃ জমী ১১৷৷৩ জমা মূল্য ২০৲

(১১)

১৭২৩ মণিজারি ৩০ দাবি ১৫৭১৸/৬

ডিঃ শান্তিপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ মন্মথ নাথ প্রামাণিক দিং সাং পোঃ কোটচাঁদপুর জিঃ যশোহর

থানা ও মৌজে শান্তিপুর ১৩৭ খতিয়ানে ৯২০ দাগে সদর রাস্তার উত্তরে ।৩ জমী ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত কুয়া পায়খানা মূল্য আঃ ৫০০৲

(১২)

১৭২২ মণিজারি ৩০ দাবি ১২৩১।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

শান্তিপুর মৌজে সূত্রাগড় ১৮৬ খং ১১৬০।.১৭০ দাগে জমি ।১ কাঠা ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত কোঠা ৩টী প্রাচীর, কূয়া পায়খানা মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৩)

১৫৪৯ মণিজারি ৩০ দাবি ১৩৫।৶৯

ডিঃ বাস গয় খাঁ দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় দিং সাং পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ বুইচাড়া পাড়ায় ২৪১৮ খতিয়ানে ৫০৪৯ দাগে নিষ্কর জমি /৪॥ কাঠা ও তদুপরিস্থিত ১ কুঠরি ২টী, বৈঠক খানা ১টী, পোচীর, কূয়া, পায়খানা সাজসরঞ্জাম মূল্য ১০০৲

(১৪)

১৫৪৮ মণিজারি ৩০ দাবি ২৩৯৴৬

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং বয়রা

দেঃ খোদা বক্স সরদার সাং আহশ-তলা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতালীর সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২২১ খতিয়ানে রায়তি স্থিতিবান জমা ২৯৶৴০ জমী ১৬-০১ এঃ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২২৫ খতিয়ানে ৯ শঃ জমী ১৷৴৩ জমা মায় ঘর ৩ খানা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১৫৩৭ মণিজারি দাবি ৫০৶/০

ডিঃ ইব্রাহিম মিস্ত্রী সাং জাহাঙ্গীরপুর

দেঃ জামেনা খাতুন বিবি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর জাহাঙ্গীরপুর গ্রামে হৃষীকেশ লাহার অধীন ৭৫ খতিয়ানে ৩৩-৯৪ এঃ জমী জমা ৩৮৷১০

দেঃ /১০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

১৫০১ মণিজারি ৩০ দাবি ৫১।০

ডিঃ অধরচন্দ্র দাস সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ খোকা সেন সাং নেদিয়ার পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়ায় রামগোপাল দত্তের অধীন ৩৩৭৯।৩৩৯৭ খতিয়ানে ১-১৬ এঃ জমী ৪/০ জমা মায় ২ কুঠরী কোঠা ২টী, প্রাচীর ১০০ হাত, কূয়ার ॥০ অংশ, আম, কাঁঠাল, লিচুগাছ মূল্য আঃ ৬০৲

(১৭)

১৩৮৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৭৩১/০

ডিঃ সত্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ কাশীনাথ নন্দন দিং সাং পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতালীর গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়কে প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের অধীন ৮৭৪ খতিয়ানে ৪ শঃ জমী ।/৩ জমা ও পাকা ইমারত বাড়ী ১টী মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৮)

১৭৩৩ মণিজারি ৩০ দাবি ২০০।৶৩

ডিঃ গোকুলচাঁদ দত্ত সাং কাশীয়াডাঙ্গা

দেঃ কপিলদ্দি সেখ সরকার সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া কাশীয়াডাঙ্গা গ্রামে নলিনাক্ষ দত্তের অধীন ৩২ খতিয়ানে ৭৭ শঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১৮৷৴১০ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৫৪ খতিয়ানে ১-৬৫ এঃ জমী ১১॥/১২॥ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৯)

১৭৫১ মণিজারি ৩০ দাবি ৬০৫।৶৬

ডিঃ • তারাপদ নন্দী সাং নবদ্বীপ

দেঃ রাধাগোবিন্দ দাস সাং পোঃ ঐ

নবদ্বীপ রামসীতা পাড়ায় পঞ্চানন রায়ের অধীন ২৭৪৩ খতিয়ানে /১॥০ জমী ১৲ জমা মায় পাকা ২ কুঠারী রোয়াক ও টীনের চাল, প্রাচীর, কূয়া, পায়খানা মূল্য আঃ ৫০০৲

(২০)

১২৩৪ মণিজারি দাবি ১৮৶৩

ডিঃ নন্দলাল চৌধুরী সাং নবদ্বীপ

দেঃ গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ৫(ক) খতিয়ানে /৩ জমী ১॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১২১২ মণিজারি ৩০ দাবি ২১।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গৌরগোপাল চক্রবর্ত্তী দিং সাং পোঃ নবদ্বীপ

মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ২৩৩ খতিয়ানে ৯ শঃ জমী ১॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১৩৬২ মণিজারি ৩০ দাবি ২২০॥৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ রসিক মণ্ডল সাং সোণাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতালীর সোণাতলা গ্রামে ১১০০ খতিয়ানে ৭৩ শঃ জমী ৫॥/০ জমা মূল্য ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৫৮২ খতিয়ানে ৪-৩৯ এঃ জমী ৩০৷৴৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ৫৪০ খতিয়ানে ৩৪ শঃ জমী ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১৩৬৪ মণিজারি ৩০ দাবি ৪৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ তবিরণ বিবি দিং সাং সোণাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৬৭ খতিয়ানে ৮-০৭ এঃ জমী ৯৶১০ মৌরশী জমা দেঃ ।/৬॥// অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(২৪)

৯৩৫ মণিজারি ৩০ দাবি ১১৩৫/৯

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দারিয়াপুর

দেঃ রাজারাম সিংহ দিং সাং বল্লভপুর পোঃ মেহেরপুর

১। থানা মেহেরপুরের বল্লভপুর গ্রামে ৬৮৪ খতিয়ানে ৫৫ শঃ জমী নিষ্কর দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ৬৮৭ খং ও অধীন খতিয়ানে ৪ এঃ ব্রহ্মত্তর জমীর ॥০ অংশ মূল্য ১০০৲

৩। ঐ গ্রামে ৭১৭ খং ও অধীন ৭১৮—৭২৫ খং ২-৫১ এঃ ব্রহ্মত্তর ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে ৬৯৬ খং মধ্যস্বত্ব নিষ্কর জমীর ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

৫। ঐ গ্রামে ৭২৬ খং ৫৩ শঃ নিষ্কর জমীর ।০ অংশ মূল্য ৫০৲

৬। ঐ গ্রামে ৭২৭ খং -৬২ শঃ জমীর ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ গ্রামে জীবনকালী দেবীর অধীন ৪০৯ খং ৩০-৭৬ এঃ জমী মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী ৪৮৷৴৩ জমীর ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৮। ঐ গ্রামে রাসমোহিনী দাসীর অধীন ৭৮৪—৭৮৬ খং ১-০৮ এঃ জমী নিষ্কর ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৯। থানা মেহেরপুরের গৌরনগর গ্রামে ২৯ খং দারিয়াপুর ৬১ খং ৩-৮৭ এঃ জমী ৭৷৶২ জমা মূল্য ৫০৲

(২৫)

১৫৫০ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৬৪৫৲১৫

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ মুটবিহারী রায় সাং পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ ৩৫৭১ খতিয়ানে ৪/ বিঘা জমী ব্রহ্মত্তর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ২০৲ জমা ধার্য্যে দেঃ খরিদ করিয়াছে মূল্য আঃ ৫০০৲

(২৬)

১৭৩৫ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৪৮৯৶৩

ডিঃ রাজেন্দ্র নাথ নাথ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সুরেন্দ্র দফাদার সাং পোঃ ঐ

নিজ কৃষ্ণনগর নিকারী পাড়ায় মন্মথ পালচৌধুরীর অধীন ২৬৩৫ খতিয়ানে ৯ শঃ বাড়ী ২৷/০ জমা ও ৬ চালা ঘর মায় সরঞ্জামাদি মূল্য আঃ ১০০৲

(২৭)

১৭৫২ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১০৫৷০

ডিঃ বীণাপানি দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ সামসের আলী সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। গোয়াড়ী কাঠুরিয়া পাড়ায় ৫১ খতিয়ানে /১॥৶০ জমী

২। মৌজে গোবিন্দ সড়কে ৭৮১ খং ॥২ জমির একের পঞ্চম অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৫২৪ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৬৫॥৶৩

ডিঃ হাজারি বালা দেবী সাং বামন পুখুরিয়া

দেঃ জামাতালী মল্লিক দিং সাং পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের বামন পুখুরিয়া গ্রামে খন্দকার আবদুল খালেপ দিং অধীন ৮৮৪ খতিয়ানে নিজাংশে জমী ॥২ কাঠা জমা ১/১ ও খরুয়া ৪ চালা ঘর ১, কাঁঠাল গাছ ৩টী, আমগাছ ১, এজমালী বাঁশ ঝাড়ের ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৯০৯ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৮১॥৴১৫

ডিঃ রজনীকান্ত সাহা দিং সাং মীড়া

দেঃ তাহার সেখ দিং সাং পাঁচপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের পাঁচপোতা গ্রামে বিভূতি মজুমদারের অধীন ১৬৮ খং ৮২ শঃ জমী ১॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে রঘুনাথ মজুমদারের অধীন ১৮২ খতিয়ানে ১-২০ এঃ জমী ২৷০ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(৩০)

১২৮৪ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২২॥৯

ডিঃ সুব্রত নাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ নবী সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর জালাল খালী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৭০ খতিয়ানে ৭২ শঃ জমী ৩৲১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

১৮১৯ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২০৮২৷৫

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ রায় সাং বল্লভপুর

দেঃ কালীদাসী দাসী দিং সাং ঐ পোঃ মেহেরপুর

১। থানা মেহেরপুরের বল্লভপুর গ্রামে ৮।১০।১২।৫৬৬ খতিয়ানে ॥৩ লাখরাজ জমী ও পাকা ইমারত ৪ কুঠরি ঘর মায় সরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে সতীশ চন্দ্র রায় অধীন ৬৬ খতিয়ানে /৩ জমী ।৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৫।৬০৭ খং ১/ জমী ২।৴০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

১৪৬৪ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১৫২৩/৫

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ সাদি মণ্ডল দিং সাং ডিঙ্গল পোঃ কালীগঞ্জ ●

১। থানা কালীগঞ্জের ডিঙ্গল গ্রামে ৩৸৩ খতিয়ানে ১-৯৭ এঃ লাখরাজ জমী ও পুষ্করিণী বসত বাড়ী মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে সুরেন্দ্র নাথ গড়াইর অধীন ৩৫২।২ খতিয়ানে ২॥২ বিঘা জমী ২॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৭৮।৭৯।৮০ খতিয়ানে ৬৩॥৩॥০ জমী মৌরসী মকররি জমা ২৭৲১৫ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩৩)

১৪৬৭ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১৯১৸৶৩

ডিঃ সৌরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং পোঃ দিগনগর

থানা কোতালীর দিগনগর গ্রামে লাখরাজ জমী ৯।২ বিঘা মায় তদুপরিস্থিত পাকা কুঠরী ৩টী, বাঁশ ২৫ গোছা, আম গাছ ১৫টী, কাঁঠাল গাছ ৮টী, জাম গাছ ১টী মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

৮৫৯ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১৬৭৪।/০

ডিঃ কুমুদিনী দেবী সাং বড় বয়রা

দেঃ দৌলতি বিবি দিং সাং বল্লভপুর পোঃ কুমারখালী

১। থানা কুমারখালীর বরইচারা গ্রামে মাণিকচন্দ্র কুণ্ডু অধীন নিজাংশে ২।১৸০ জমী ৩৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা ঐ বল্লভপুর গ্রামে কালী মজুমদার অধীন নিজাংশে ১।৪ জমী ২॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে হৃদয়নাথ মজুমদার অধীন ৫৸১।০ জমী ১১॥৶০ জমা মূল্য ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে চন্দ্রমোহন মৈত্রের অধীন ১।৩ জমী ১৸/১৫ জমা মূল্য ৫০৲

৫। ঐ গ্রামে প্রসন্নময়ী দেব্যার অধীন নিজাংশে ৫॥০৸ জমী ৫৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৬। ঐ গ্রামে সুরেন্দ্র আচার্য্যের অধীন ২/১॥ জমী ১৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৭। বরইচারা গ্রামে পাঁচি বিবি অধীন ॥৪॥৶০ জমী ১৲১৫ জমা মূল্য ২৫৲

৮। বল্লভপুর গ্রামে কুশি মামুদ খামার অধীন ॥৪ জমী ১৶১০ জমা মূল্য ২৫৲

৯। ঐ গ্রামে হাবিজুল্যা সেখ প্রভৃতির অধীন ৩৯॥১॥৶০ জমীর ৶০ অংশে ৪৸৩৸০ জমী ৩৲১৸ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৫)

৫৬৪ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪১।০

ডিঃ সৌরিশচন্দ্র রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ দাশরথি ঘোষ দিং সাং কালিনগর পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯৪ খতিয়ানে ৬-৬০ এঃ জমী দখলিস্বত্ববিশিষ্ট মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৩৯৩ খং ২-৯২ এঃ জমি ১৯।৶৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৬১২ খাংজারি ৩০ দাবি ১১০।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ ছোট সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭৯ খতিয়ানে ২-০১ এঃ জমী ১৭॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

৬১৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২২৬॥৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বলাই বিশ্বাস সাং কালিনগর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৮৯ খতিয়ানে ৫-০১ এঃ জমী ৩২॥০ জমা দখলিস্বত্ববিশিষ্ট মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

৬৯৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৮।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নেঙ্গাই সর্দ্দার সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৬৯ খতিয়ানে ১-২৫ এঃ জমী দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা ৭॥/০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

১০৪১ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪৫৸/৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ইন্দির ঘোষ সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর ইটনা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৫৭—৪৬৭ খতিয়ানে ২২-৭৬ এঃ জমী ৩৩॥৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

১২২৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১৩৭৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষীরোদলাল মুখোপাধ্যায় সাং পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতালীর রাখাল গাছি ও বামন পাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮।১২ খং ২১-০৭ এঃ জমী পত্তনী জমা ৫০৲ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১২৭৯ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫৲

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীগ্রাম

দেঃ অবিছন্নেছা বিবি সাং সাহেবডাঙ্গা পোঃ শান্তিপুর

থানা কোতালীর দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৪১১ খতিয়ানে ৮৫ শঃ বাড়ী রায়তি স্থিতিবান জমা ১॥৶০ মূল্য আঃ ৪৲

(৪২)

১৩৩১ খাংজারি ৩০ দাবি ১০১৸৬

ডিঃ সৌরীশচন্দ্র রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অধর সেখ নালা সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৯৫।৯৬ খতিয়ানে ২-৪১ এঃ জমী দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা ১৪।৶১ মূল্য ২৫৲

(৪৩)

১৪৫৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২৯॥৶০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণী

দেঃ খেলান বিবি দিং সাং ভাণ্ডার কোলা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতালীর নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯৮—২০০ খতিয়ানে ২-১২ এঃ জমী অস্থায়ী গর কায়েমী জমা ৩।০ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

১৪৭১ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৪৸৶৬

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ [illegible] বিবি সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর সিংহাটী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৪৫ খতিয়ানে ৯ শঃ জমী ॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

১৪৮০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪৸৶৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়াল মারি

দেঃ বিধু বিবি দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৯ খতিয়ানে বিলভরাটী পয়স্থি জমী ৫/ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৫২১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫।৶৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি

দেঃ রাখালপদ রাজবংশী দিং সাং ফুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় ফুলবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮৫ খতিয়ানে ১৪ শঃ জমী রায়তি স্থিতিবান্ জমা ১৶১৭॥০ মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

১৫৬৩ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫৮২।৶৯

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ মোঃ আমঝুপী

দেঃ নাজির হোসেন জোয়ারদার দিং মোঃ পোঃ চুয়াডাঙ্গা

থানা চুয়াডাঙ্গার অধীন মাথালডাঙ্গা ও ভিমরুল্লা গ্রামে ৩ খতিয়ানে ডিক্রীদার সরকারে পত্তনী জমা ৫০০৲ উক্ত জমা মূল্য আঃ ১০০০

(৪৮)

১৬৭৩ খাংজারি ৩০ দাবি ১০২৸৶০

ডিঃ জগৎমোহিনী দাসী সাং মহলন্দী

দেঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কাটোয়া

নদীয়া কালেক্টরীর ৩১১১।৪[illegible]৮৫ তৌজিভুক্ত ডিক্রীদার সরকারে ৮৫৶[illegible] পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

১৭১৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৫০২।৶৬

ডিঃ বদরি নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ আবদুল জব্বর বিশ্বাস দিং সাং বেরিজ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতালীর রুইপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৭৯।৮৫০ খতিয়ানে ২৯-৫২ এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য ২৫০৲

(৫০)

১৭১৭ খাংজারি ৩০ দাবি ১০৫৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ তরফদার দিং সাং গাদিগাছা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপের গাদিগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৩—১৭৩ খতিয়ানে ৩০-৮১ এঃ জমী ৩৫৸০ জমা মূল্য ১০০৲

(৫১)

১৮৪৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২৬।/৩

ডিঃ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সাং ধুবুলিয়া

দেঃ হাফেজ মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতালীর ধুবুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৫১ খতিয়ানে ১-৮৩ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান্ জমা ৪৲ মূল্য ১০৲

(৫২)

১৮৪৯ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫৪॥/০

ডিঃ রামপদ সেন দিং সাং মাটিয়ারি

দেঃ লোকমান সেখ সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৮১ খতিয়ানে ৯-৪১ এঃ জমী ২৩/৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৩)

১৮৫০ খাংজারি ৩০ দাবি ৯২।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভৈরবচন্দ্র আদিত্য সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৪ খতিয়ানে ৪-৫৩ এঃ জমী ১৪৶৯ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১০। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১২। জৈবধর্ম্ম ৩৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩০। সাধনকণ ৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৷০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম. অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ. বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত. গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত. শ্রীচৈতন্যভাগবত. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি. পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷৷০; ভিঃ পিঃ তে ২ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

(৫৪)

১৮৫১ খাংজারি ৩০ দাবি ১০৭৮৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৫।২।১১৬ খতিয়ানে ৫-৭২ এঃ জমী ১৭৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

১৮৫২ খাংজারি ৩০ দাবি ৩০৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হেমলতাদাসী সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৭ খতিয়ানে ৪৬শঃ জমী ৪০/৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৬)

১৮৫৩ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মরিয়ম বেওয়া সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৯ খতিয়ানে ৫৩শঃ জমী ১॥২ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৭)

১৮৫৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৩।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আরজদ্দি সেখ সাং বাজুখলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯ খতিয়ানে ৩-২৩এঃ জমী ১০৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৮)

১৮৫৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৭৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হেমলতা দাসী সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৮।২।৪৬।১২৮।২৪২ খতিয়ানে ১-৮৪এঃ জমী ৫।৶৬ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৯)

১৮৫৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪/৯

ডিঃ রামপদ সেন সাং মাটীয়ারি

দেঃ রামশশী মজুমদার সাং বড় আটাকী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬১।২।১৫৮।২১৫।১৫৩।১৩ খতিয়ানে ২-৬০এঃ জমী ১০॥৶ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

১৩৫০ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৫॥৶৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ শিবপদ ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাধালদাসসিংহ অধীন ২২৭ খতিয়ানে ৩-৭৫এঃ জমী উটবন্দী মুক্ত মূল্য আঃ ১৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১০ই নভেম্বর

(১)

১৩৫৫ মণিজারি ৩০ দাবি ৩৯।৶৩

ডিঃ জ্যোতিশচন্দ্র কুণ্ডু সাং বাঙ্গালঝি

দেঃ রবখানি সেখ সাং ও পোঃ ঐ

থানা চাপড়ার বাঙ্গালঝি গ্রামে মন্মথ পাল চৌধুরীর অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ৫শঃ বাড়ী ঘর জমা ।২ মূল্য ৫৲

(২)

১৪৭৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১১৪১।৶৯

ডিঃ সরোজ কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ ধীরেন্দ্র নাথ সরকার দিং সাং নতিপোতা পোঃ দামুড়হুদা

থানা নাকাশীপাড়া ডিক্রীদার সরকারে ৫ খতিয়ানে দরপত্তনী জমা ৬৯৯।৶৫॥০ উক্ত জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩)

১৪৯৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৯।/৬

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারি

দেঃ মনের মণ্ডল সাং পুগরাগাছি পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের পুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১ খতিয়ানে ১-৮৯এঃ জমী ৫।৶১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৪৯৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৮০৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ইজ্জত বিশ্বাস সাং পুগরাগাছি পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের পুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫০ খতিয়ানে ৪-২০এঃ জমী ১২।৶০ জমা মূল্য ২৫৲

([illegible]

১২৪৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৫৸/৯

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ হাজারি সেখ সাং জয়পুর কাগমারি পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬১৪।১২৭৪।১২৭২ খতিয়ানে ২-২৭এঃ জমী ১০।/৪॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১০৯০ খাংজারী ৩০ দাবি ২৪।৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলি দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ সাতাদৎ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৫২ খতিয়ানে ১-১৬ এঃ জমী ৩৸১৫ জমা মূল্য ১০৲

(৭)

১০৮৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীবাস মুচি সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪২৬ খতিয়ানে ৯২শঃ জমী ২।৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৮)

১২৩২ খাংজারি ৩০ দাবি ২২।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামিনী বেওয়া সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০২ খতিয়ানে ১-৬৬ এঃ জমী ৪।/১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

১০৮৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৬।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মুটু মল্লিক সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৭ খতিয়ানে ৪-২২এঃ জমী ১০৸১০ জমা মূল্য ২০৲

(১০)

১০৮৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৪৻৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঈশান মণ্ডল দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৭ খতিয়ানে ৩-৪৩এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

১০৮৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২১৲

ডিঃ ঐ

দেঃ চন্দ্র মল্লিক দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৪ খতিয়ানে ১-৫৭এঃ জমী ৪৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১০৬৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৬/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মোক্তার সেখ সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩৮৫ খতিয়ানে ৩-২৯ এঃ জমী ১০।/১২॥ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৩)

১৪৯৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭০।৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ জোনাবালী বিশ্বাস সাং পুগরাগাছি পোঃ রতনপুর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের পুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১০১ খতিয়ানে ৩৫-৪০ এঃ জমী ৩৫৸৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

১৩১৮ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪।৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং রাণাঘাট

দেঃ গুজল মণ্ডল দিং সাং তারাপুর পোঃ রতনপুর

থানা চাপড়ার ভাতগাছা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬০ খতিয়ানে ৩-৫৬ এঃ জমী ২॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

১৩০৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৬॥/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জোসেফ খৃষ্টান দিং সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ৬ ৭৯ এঃ জমী ৫৻৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

১৩০৯ খাংজারী ৩০ দাবি ১১৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু সেখ সুপারি সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৫ খতিয়ানে ১-১৯ এঃ জমী ১।/৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৩১৭ খাংজারী ৩০ দাবি ২১।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রজবিবি সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯৩ খতিয়ানে ২-৬২ এঃ জমী ২॥/৬ জমা মূল্য ২৫৲

(১৮)

১১৩১ খাংজারী ৩০ দাবি ৬৯৸/৯

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মো গোয়াড়ী

দেঃ মকবুল বিশ্বাস সাং মহেশচন্দ্রপুর পোঃ খাল বোয়ালিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৮৫।১৮৬ খতিয়ানে ৩-১৬ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

১১৬৩ খাংজারী ৩০ দাবি ১২৯৸৶৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ বিষ্ণুচরণ ঘোষ সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৸২॥৶ জমী ১৪॥৶১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

১২৫৬ খাংজারী ৩০ দাবি ৩১।৶৩

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ মোহর মিস্ত্রী সাং পোঃ কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া

থানা হাসখালীর জয়পুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১১২৮।১১২৯ খতিয়ানে ৭/১৶ জমী ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

১০৭২ থাংজারী ৩০ দাবি ৯৫৻৩

ডিঃ অমলাবালা হালদার দিং সাং খালিডাঙ্গা

দেঃ রোহিনী বিবি দিং সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কালিয়াদহ গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৭-১৮ এঃ জমী ১২৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

১০৩৩ থাংজারি ৩০ দাবি ৮৶০

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী দিং সাং মাধবপুর

দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার কাটগড়া গ্রামে গগন বিশ্বাসের অধীন ২৬৭ খতিয়ানে ৬-৮৭এঃ জমী ১৪৷৴৮ জমা মূল্য ৭৲

(২০)

১৩০২ থাংজারি ৩০ দাবি ১৫২৷৴৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আজগর মণ্ডল সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৬ খতিয়ানে ১০-৬৫ এঃ জমী ২৩/১০ জমা মূল্য আঃ ১২৫৲

(২৪)

১২১৩ থাংজারি ৩০ দাবি ১৩৷/৯

ডিঃ গগন চন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ বেজা বেওয়া সাং কাটগড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কাটগড়া গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৯৫ খতিয়ানে --০৬শঃ জমী ১৶০ জমা মূল্য ৩৲

(২৫)

১০২৩ থাংজারি ৩০ দাবি ৫১৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্তাজ মণ্ডল দিং সাং পাড়ুয়া পোঃ বাদকুল্লা

থানা হাসখালীর পাড়ুয়া গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১১৬ খতিয়ান ১-৫৯এঃ জমী স্বাবস্তি মোকররী জমা ৬৲ মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১১৬২ থাংজারি ৩০ দাবি ২৭৶৯

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ তজহরি বুনা সাং বিষ্ণুপুর পোঃ বোয়ালিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ২৩৫ খতিয়ানে ৬৫ শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৩৲

(২৭)

১২১৮ থাংজারি ৩০ দাবি ১১৪৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বাউল বিশ্বাস দিং সাং শ্যামনগর পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের চকশ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৮।৫৯ খতিয়ানে ১৮-৮৩ এঃ জমী ২২/৯ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(২৮)

১১৩৩ থাংজারি ৩০ দাবী ১৯৭৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ মহম্মদ মৃধা দিং সাং বেতনা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর বেতনা গ্রামে ডিক্রী-দারের অধীন ৪২০—৪৩৪ ও ৮৯৬ থং ২১-৬১এঃ জমী ৩০/৮ জমা মূল্য ১০০৲

(২৯)

১০৪৩ থাংজারি ৩০ দাবি ৩১৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সুবল চন্দ্র মেথুর দিং সাং নাহুড়ে পোঃ বাদকুল্লা

থানা কৃষ্ণগঞ্জের চকপ্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১৩৩ খতিয়ানে ১-১২ এঃ জমী ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

১০০৪ থাংজারি ৩০ দাবি

ডিঃ ঐ

দেঃ রূপচন বিবি দিং সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাগুলা

থানা হাসখালীর মোরভাট গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৪।৫৫।৫৯ খতিয়ানে ৯শঃ জমী ১।৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

১০০৩ থাংজারি ৩০ দাবি ২৫৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা হাসখালীর মোরভাট গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩৯৯—৪০১।১২৮ খতিয়ানে ১-৮৭এঃ জমী ১৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

২৮৩ থাংজারী ৩০ দাবি ৬০৩৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং পোঃ হাতীশালা

১। থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৮১ খতিয়ানে ২-১৯ এঃ জমী ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ থং ব্রহ্মত্তর জমী ৬-৬৯ এঃ মায় পাকাইমারত মূল্য ১৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৮৫—৮৮৮ থং ও ৮৯৬।৯০৩।৯০৪।৯০৬।৯০৮ থং ৪-৩৩ এঃ জমী ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৮১।৮৯৬। ৯০৩।৯০৪।৯০৬।৯০৮ থং ১১-৬৮ এঃ জমী ব্রহ্মত্তর মায় পাকা ইমারত মূল্য আঃ ১৫০৲

৫। ঐ গ্রামে ৪ দফার থং ৭-৭২ এঃ জমী মূল্য আঃ ৭০৲

(৩৩)

১০৬৪ থাংজারী ৩০ দাবি ১১৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ভেদাই মণ্ডল দিং সাং পোঃ হাসখালী

থানা ও মৌজে হাসখালী ডিক্রীদার অধীন ২৫ খতিয়ানে ২৭ শঃ জমী ৸৶ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

১০৮৩ থাংজারী ৩০ দাবি ১৪৷৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ চামের মণ্ডল সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কড়ুইগাছি গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১০ খতিয়ানে ৮ শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৩৫)

১০৬৬ থাংজারী ৩০ দাবী ২৩৷৴

ডিঃ ঐ

দেঃ সামসুদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং শ্যাম-নগর পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৩৩৪ খতিয়ানে ৯১ শঃ জমী ১৸/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৬)

১৭৩ থাংজারি ৩০ দাবি ২৫৷৶৯

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং মোং কৃষ্ণনগর

দেঃ ছিরম মণ্ডল দিং সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার ফুলকলমী গ্রামে ডিক্রী-দার সরকারে ৫৭ খতিয়ানে ২-৪৬ এঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৬৭১ থাংজারি ৩০ দাবি ১২৫৷৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ কেরামত মল্লিক দিং সাং পিতা-ম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার পিতাম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১৭-৪১ এঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৮)

৯৮৯ থাংজারি ৩০ দাবি ১৫৷৶৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ পাচুদাস সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মহৎপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৩১৮৭ খতিয়ানে ৭৷৷৶০ জমী ৩৸৶ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৯৯০ থাংজারি ৩০ দাবি ৫২৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বেলকুণ বিবি সাং পুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মহৎপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১২৮৭ খতিয়ানে ১-৪৭এঃ জমী ৬৷৶/১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১২৩৯ থাংজারি ৩০ দাবি ১৭৶৯

ডিঃ ত্রিগুণা প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস সাং চিচু-রিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া গতীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬ খতিয়ানে ১০-২২ এঃ জমী ১৫৷৷/ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

১২৪১ থাংজারি ৩০ দাবি ২৯৻৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিশিকান্ত ঘোষ সাং কড়কড়িয়া ভেবোডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বস্তলক্ষ্মী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫১ খতিয়ানে ৮-১২এঃ জমী ৩৬৷৷৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪২)

১১৮০ থাংজারি ৩০ দাবি ২৩৸৶৩

ডিঃ নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফজরালী দফাদার সাং পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়া বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৬২ খতিয়ানে ৪-৫৭ এঃ জমী ৮৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

১২৮৩ থাংজারি ৩০ দাবি ২৮২/৯

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং সেওড়াফুলি

দেঃ কালি কুমার পাল সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার যুগপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫/ বিঘা জমী ৪২৷৷৶/১৩৷০ জোত জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

৯৪৯ থাংজারি ৩০ দাবি ৮৪৷৷৶৬

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ সবুর মণ্ডল দিং সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর মোরভাট গ্রামে ২৫৬ থং ও শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ১০৩ থং ৫২-৭১এঃ জমী ৮২৷৷৶৯৷০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

১০৩৫ থাংজারি ৩০ দাবি ১৪৪৸৶

ডিঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ব্রহ্মশাসন

দেঃ হরিপদ বসু সাং তালদহ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা হাসখালীর দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৭১—১৩৭৬ খতিয়ানে ১৬-২২এঃ জমী ১৯৷০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১৪৬৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৬।৵০

ডিঃ ফিকোদ প্রসাদ দত্ত সাং গোয়াড়ী

দেঃ ছুহু মণ্ডল দিং সাং কুমারী পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর রামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭৩ খং ১-৪৭ এঃ জমী কোর্ফা জোত মূল্য আঃ ২০৲

(৪৭)

৫২৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৮।।/৬

ডিঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সাং রাণাঘাট

দেঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর রামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২৮ খতিয়ানে ১৫-৫এঃ জমী ৯।।৪ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৮)

৮০০ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৭১।৶৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ কানাইলাল সিংহ দিং সোণাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার জগদানন্দপুর ৪৫৫ খং খিদিরপুর ২৬১ খং চৌদ্দা ৫১৫ খং দেঃ ।/১২ অংশে জমিদারীস্বত্ব জমা ১৪।৶৬ মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৯)

১৪৪৯ দেংজারি ৩০ দাবী ৩৯০।।/৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ নেপাল সর্দ্দার দিং সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালী

১। থানা হাসখালীর গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২০ ও অধীন ৫২১ – ৫২৭ খতিয়ানে ১৯-৫৫এঃ জমী ১৯৶১০ জমা ইহার ৵৮ পাই অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৯২।৭০৭ ও অধীন ৭০৮ খতিয়ানে ৮৩ শঃ জমী ২।।১০ জমা মূল্য আঃ আঃ ১০৲

(৫০)

১৪৭১ দেংজারি ৩০ দাবি ৩১৪৶৩

ডিঃ গৌরচন্দ্রনাথ দিং সাং হাটখোলা

দেঃ হরিপদ দিং সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার হাটখোলা গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরীর অধীন ২১৮।২২১ খতিয়ানে ৪৫ শঃ জমী ৬৶০ জমা মায় ঘর ৫ খানা আমগাছ ২টা কাঠালগাছ ১টা তেতুলগাছ ৩টা বাঁশঝাড় ১টা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

১৬০৩ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৯০৮৶৬

ডিঃ হেমন্তকুমারী দাসী সাং পেপুলবাড়িয়া

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ দিং সাং গাজন পোঃ হাসখালী

১। থানা হাসখালীর গোয়ালাকমলপুর গ্রামে চন্দ্রকান্ত দত্তের অধীন নিজাংশে ১২/ জমী ৪।।২ জমা মূল্য ২০০৲

২। থানা হাসখালীর কমল ও ফতেপুর গ্রামে ২৮৩ খং ভাতঘাটা গ্রামে ৯৩।৯৪।২৮৪-২৮৭ খং ও কমলপুর গ্রামে ৫.৫ খং চারুশীলা দাসীর অধীন নিজাংশে মোট ২১-৭ এঃ জমী ১৩।।০ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৫২)

১৪৪৮ দেঃজারি ৩০ দাবি ২০১।।০

ডিঃ খেতাঙ্গিনী দাসী সাং নাটুদহ

দেঃ ইছব হালসানা সাং মধুপুর পোঃ বাজালঝি

১। থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ৬৩।৬৬ খতিয়ানে ১-৩৩ এঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঈশান কুণ্ডুর অধীন নিজাংশে ৬।২ জমী ৪৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন নিজাংশে ৯/১ জমী ৬৸৶১২।। জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৩)

১৪৪৭ দেঃজারি ৩০ দাবি ৭৬১৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ দাউদ চৌধুরী দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়ার ইছাপুর গ্রামে আশুতোষ হালদারের অধীন ৪৭ খতিয়ানে ১৪-১০ এঃ জমী ২২/৫ জমা ইহার ।।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES, BOILS, SORES, CUTS, ... BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE GOURI SANKAR MALAM 94 SOVABAZAR St. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ুসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

রতিকার্য্যে বল ও দ্রুতবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস অত্যাচারে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত, আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুপুং সকামারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারাম শর্ম্মা, বেনারসওয়ালা
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

“[illegible]”
দৈনি-
নবদ্বীপ

Registered No. C 44

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ সোমবার ৩রা নভেম্বর, ১৯৩০

ছোরার আঘাতে বন্ধু হত্যা

পরলোকে রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়

ছয়টী রেলওয়ে সেতু ভগ্ন

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

বড়লাটের সফর

প্লাবনে ২৫০০ পরিবার গৃহহীন ও ১১৩ জনের মৃত্যু

বিমানপোত দুর্ঘটনা

মধ্যপ্রদেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভীষণ ভূমিকম্প

বরোদার যাত্রীদের উপর ইংরেজের দাবি

নানা কথা

পরলোকে রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়

গত ৩১শে অক্টোবর সকালবেলায় কৃষ্ণনগরের প্রবীন উকীল রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া নদীয়া ডিষ্টীক্টবোর্ডের ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকিয়া দেশের বহু হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ পারমার্থিক প্রদর্শনীর এড্‌ভাইসারী কমিটির সদস্য ছিলেন। এবার তিনি শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা বিশেষ দুঃখিত।

বন্ধুকে ছোরার আঘাতে হত্যা

কুমায়ুন জেলার গোপাল সিং নামক একজন দুর্দ্দান্ত লোক তাহার বন্ধু তুলারামের সহিত একত্র আহার করে, তাহার পর তুলারাম গোপাল সিংহের মুখে জল ঢালিয়া দেয় এবং গোপাল সিং সেই জল পান করে। এই সময় হঠাৎ দুই এক ফোঁটা জল গোপালের মস্তকে পতিত হয়। গোপাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তুলারামকে গালাগালি করে এবং তাহাকে ছোরার দ্বারা দুইবার আঘাত করে। তাহার ফলে তুলারাম মারা যায়। গোপাল সিং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ছয়টী রেলওয়ে সেতু ভগ্ন

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের নীলগিরি রেলওয়ের ছয়টী সেতু ভগ্ন হইয়াছে। সেই সমস্ত মেরামত করিতে ছয় মাস সময় লাগিবে। ঐ ছয় মাস রেল পথ বন্ধ থাকিবে। কোটাগিরি এবং কুনোরঘাট রোড এখনও বন্ধ।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের বিরুদ্ধে এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রাজদ্রোহ অভিযোগের চার্জ্জগঠন করিয়াছেন। গত ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি যে বক্তৃতা করেন সেই বক্তৃতায় তিনি রাজদ্রোহ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিতজী আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন।

বড়লাটের সফর

আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতের বড়লাট বাহাদুর পূর্ব্বসীমান্ত পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

প্লাবনে ২৫০০ জন গৃহহীন এবং ১১৩ জনের মৃত্যু

অতিবৃষ্টির ফলে স্মার্ণায় ভীষণ প্লাবন হয়। তাহাতে ২৫০০ পরিবার গৃহহীন হইয়াছে এবং ১১৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গৃহহীন লোকদিগকে মসজিদে ও বিদ্যালয় সমূহে বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রায় ২০ ক্ষতি হইয়াছে।

বিমানপোত দুর্ঘটনা

ভারতের বিমানডাকবাহী পোত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈমানিক গোতার ভীষণ আহত হইয়াছেন। মেল ব্যাগসমূহ ঠিক অবস্থায় আছে।

মধ্যপ্রদেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সেখানে স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা করেন।

তিনি জনসাধারণকে বিদেশী বস্ত্র এবং সিগারেট সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার মতে হিন্দু মুসলমান বিবাদ এবং অস্পৃশ্য সমাজের পরিপন্থী এবং হিন্দী ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

ভাগলপুরের জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য পণ্ডিত কেদারনাথ শর্ম্মা ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারা মতে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

ডাক্তারের বিশ্বাসঘাতকতা

উলসুরের উপকণ্ঠে ত্রিমল্লরাও নামক একজন ডাক্তার একটী বালিকার চিকিৎসার জন্য তাহার উপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে এবং এই সুবিধায় তাহার অলঙ্কার পত্র অপহরণ করিয়া লয়। ষ্টেসন ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। আপীলে সেসন্স-জজ তাহাকে অব্যাহতি দান করেন। বাঙ্গালোরের সর্ব্বোচ্চ আদালত রেসিডেন্টস্ কোর্টের বিচারে ডাক্তার সাহেব দোষী সাব্যস্ত হয়। আসামীর উপর দুই বৎসর ভাল ভাবে থাকিবার মুচলেকা দিবার আজ্ঞা হয়।

ভূকম্প

গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে প্রাতঃ ৮টার সময় ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সেনি গালিয়া জেলায় ২২জন লোক মারা গিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ বিপন্নের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন।

এনকোণাতে অনেক ঘরবাড়ী ভূপতিত হইয়া অনেক লোক হতাহত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের উপর সমুদ্রের জোয়ার আসিয়া এনকোনা সহরকে প্লাবিত করে। এনকোনার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

একটী গীর্জ্জার উপাসনা চলিতে থাকে ছাদ পড়িয়া গিয়া গীর্জ্জায় অনেকে মারা যায়। ধর্ম্মযাজকও মারা যান। ৮ জন হত ও ৫৪ জন আহত হইয়াছে।

মানরাখিতে কুটুম্ব হত্যা

এটোয়া জেলায় সামোখান সিং নামক এক ব্যক্তির এক বৃদ্ধা কুটুম্ব ছিল। তাহার নাম ঠাকুরাণী। সে ভিক্ষোপজীবিনী ছিল।

ঠাকুরাণী সামোখানকে বলে যে তাহার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধ বয়সে সে সামোখানের বাটীতে থাকিয়া বাকী দিনকয়টা কাটাইতে চায়।

ভিখারিণী জাতি বিচার না করিয়া যেখানে পাইত সেখানেই খাইত। এ অবস্থায় বৃদ্ধার সান্নিধ্যে থাকিলে সামোখানের উপর সামাজিক অত্যাচার হইতে পারে এই ভাবিয়া সে এক দিন ঠাকুরাণীকে ভুলাইয়া মাঠে লইয়া গিয়া হত্যা করে। বিচারে তাহার ফাঁসি হইয়াছে।

বরোদার যাত্রীদের উপর ইংরাজের দাবি

যে সমস্ত ভারতীয় প্রজা ইংরাজ রাজ্য হইতে বরোদা রাজ্যে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দাবী করেন যে তাহাদিগকে ইংরাজাধিকৃত ভারতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। পাঠক অবগত আছেন যে ট্যাক্সদানে অসম্মতি প্রকাশ করার জন্য অনেক ভারতীয় প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের বিবাদ হয় তাহার ফলে তাহারা দশকোটি টাকার মূল্যের সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাজত্ব হইতে বরোদায় গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধা জেলায় ঈশ্বর সিং নামক একজন ধনী মালগুজার এবং অপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে অন্যায় আটক, গৃহে অনধিকার প্রবেশ এবং দাঙ্গার অভিযোগে নাগপুরের এডিশনাল জুডিশিয়াল কমিশনারের বিচারে তাহাদের সাড়ে তিন বৎসর, আড়াই বৎসর এবং ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

প্রকাশ যে রুক্মিণী বাই নাম্নী এক আত্মীয়ার সহিত বিষয় সম্পর্কীয় গোলযোগ হওয়ায় আসামীগণ একযোগে রুক্মিণী বাইয়ের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করে এবং আটক করিয়া রাখে। আপীল চলিতেছে। সেসন জজ জামীন দেন নাই। হাইকোর্টে জামীন দিয়াছেন।

শেখ মহম্মদ নামক একজন দুর্দ্দান্ত লোক কুর্দ্দিদিগকে ইরাক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। তিনি ইরাক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিভঙ্গ করিয়া এই কার্য্য করিতেছেন এবং সুলেমানি প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন।

মিঃ বল্ড্উইন বিলাতের রক্ষণশীল দলের নেতা। তাঁহাকে ঐ নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার জন্য একটী সভা আহূত হয়। ৫৭৯ জন রক্ষণশীল সভ্য ঐ সভায় যোগদান করেন। বল্ড্উইন্ ৪৬০টী ভোট পান তাঁহার বিপক্ষে মাত্র ১১৬টী ভোট হয়। সুতরাং তাঁহার নেতৃত্ব রক্ষিত হইল।

দক্ষিণ প্যাডিংটনের নির্ব্বাচনে এম্পায়ার ক্রুসেডার ভাইস এড্মিরাল টেলার পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ফ্রান্সের অন্তর্গত বলোনের নিকট এক ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বিমানপোত ধ্বংস হইয়া ছয় জনের মধ্যে তিনজন মারা গিয়াছেন।

টাকা জাল করিবার যন্ত্র প্রাপ্তিতে গ্রেপ্তার

কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানার ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী জোড়াসাঁকো থানার এলাকাধীন আপার চীৎপুর রোডের একটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া টাকা জাল করিবার কয়েকটি যন্ত্র প্রাপ্ত হন।

পুলিশ সন্দেহবশে পরমানন্দ নামক একজন পাশ্চমা লোককে গ্রেপ্তার করে।

গত শুক্রবারেও পুলিশ অপর একজনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত চলিতেছে।

বগুড়াজেলার পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায় শতাধিক গ্রামে সাড়ে তিন সহস্র ঘর লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ রিলিফ সমিতি সমূহ গঠিত হইয়াছে।

সোনাহার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে জগন্নাথের হাটে ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর লোক জনসাধারণের মধ্যে সিগারেট বিতরণ করিতেছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন বলিতেছেন যে ভারতের লোক আর বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিতে চায় না। বিনা পিকেটিংএ যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা বোধ হয় না। কারণ ভারতের লোকের অভ্যাস এবং স্বভাব খদ্দরেরই অনুকূল।

কলিকাতার পোড়াবাজারে কিং কার্ণিভেলের সম্মুখে কয়েকজন পিকেটার, লোকদিগকে কিং কার্ণিভেল দেখিতে নিষেধ করিতে থাকে। তাহাদের চারিদিকে লোক জমিয়া যায়। তাহাদের অনুরোধে এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে কার্ণিভেলের বিশেষ ক্ষতি হয়।

পুলিশ আসিয়া পিকেটারদিগকে বিরত হইতে বলে; কিন্তু কেহই পুলিশের কথায় কর্ণপাত না করায় পুলিশ বলপ্রকাশ পূর্ব্বক লোক হটাইয়া দেয় এবং পিকেটারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

মাধব পাশাভিটাজারে এক ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে।

কলিকাতার নিকট সাঁতরাগাছী কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদিগের আড্ডা স্বরূপে ব্যবহৃত কয়েকটী ঘরে পুলিশ খানাতল্লাস করে। পঞ্চাশ জন কংগ্রেস ভলণ্টিয়ার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সাতরাগাছীর শ্রীযুক্ত জহরলাল কুণ্ডু মহাশয়ের বাটী খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

রামরাজাতলার একটী মেসে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া শ্রীযুক্ত অশ্বিনী দাসকে ধরিয়া লইয়া যায়। ফলে মেস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মোরাদাবাদ জেলায় অবস্থিত সমস্ত কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

বৈঠকে সার হিদায়েতুল্লা

দেরাদুন, ৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সার ইব্রাহিম রাহমতুল্লা বৈঠকে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় বড়লাট বোম্বাই গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মাননীয় সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লাকে বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

তিনি ১লা নভেম্বর বোম্বাই হইতে রওনা হইবেন।

কুইন্স গার্ডেনে কয়জন জখম

গত ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে দিল্লীর কুইন্সগার্ডেনে যে হাঙ্গামা ঘটে, সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ, ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক মস্তকে আঘাত পান। ক্লকটাওয়ারের সভা কয়টি প্রস্তাব গ্রহণের পর বিনা গোলমালে শেষ হইয়া যায়।

পুলিস সার্জ্জেণ্ট দণ্ডিত

এলাহাবাদ, ৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ দায়রা জজ ইন্সপেক্টর ক্যাটেলারীকে সন্দেহের সুযোগে অব্যাহতি দিয়াছেন। সার্জ্জেণ্ট ফ্রান্সিস ৯ মাসের পরিবর্ত্তে চুরির অপরাধে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গোটপাড়ায় শ্রীশ্রীগোপীনাথের রাসযাত্রা

আগামী ১৯শে কার্ত্তিক বেথুয়াডহরি ষ্টেশনের অধীন গোটপাড়ায় অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবের রাসযাত্রা ও তদুপলক্ষে সাতদিন মেলা এবং যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ হইবে। দোকানদারদের ও সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। মেলায় দোকানের খাজনা লওয়া হইবে না। আহার ও বাসস্থানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৭

শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

গত ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার শুভ গৌর প্রতিপদ তিথিতে শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠে ব্যাসাবতার শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ গৌরভক্তাগ্রণী শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এবং ভক্তগণের স্তবনীয় হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা উপলক্ষে শ্রীকীর্ত্তন-মহোৎসব ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পরে কিছুক্ষণ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও সুমধুর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত বর্ণনার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা এবং শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের বিষয় আলোচিত হয়। পরে—"শুদ্ধভকত, চরণ-রেণু, ভজন অনুকূল। ভকতসেবা, পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল॥" শরণাগতির এই কীর্ত্তনটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি ১০টার পর হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে কীর্ত্তনসংযোগে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত মহোৎসবের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী শ্রীনদীয়া-প্রকাশে আলোচিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার লীলামৃত পুনরায় আস্বাদন করিবার জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপে (বর্ত্তমান নাম মামগাছী গ্রামে) শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহার গৃহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসের স্থান, সেই ভক্তবর শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম নারায়ণী। শ্রীনারায়ণীর চারি বৎসর বয়সের সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্ব হইতেই নারায়ণী শ্রীচৈতন্যের উচ্ছিষ্টলাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে সম্বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। পরে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীর পিত্রালয় মোদদ্রুম দ্বীপ বা মামগাছীতে শ্রীনারায়ণীর বিবাহ হয়। শৈশব কালেই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাঠাকুর মহাশয় সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় করেন নাই বলিয়া তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। পিতৃসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের উপলক্ষে ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় মল্লেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রামে অবস্থান করিতেন, পরে উক্ত সম্পত্তি তাঁহার রামহরি নামক শিষ্যকে দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দবিগ্রহ মামগাছী গ্রামেই স্থানান্তরে সেবিত হইতেছেন। ওঁবিষ্ণুপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার আবির্ভাবস্থলীতে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছেন। অল্পকালমধ্যেই তথায় সেবা প্রকটিত হইবেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন ও তিনি গুরু শ্রীনিত্যানন্দসেবায় সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বৈষ্ণবাচারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ভক্তি-প্রতিকূল স্মার্ত্তসমাজ নানাপ্রকারে বিঘ্ন চেষ্টা করিলেও তিনি পরম সহিষ্ণুতার সহিত অবিচলিতভাবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটিত নিরস্তকুহক শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই বা তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তথাকথিত নৈতিকগণ সাহিত্যিকগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ দুঃসঙ্গফলে বৈষ্ণববিদ্বেষ-ভাব পোষণ করায় গৌড়ীয়-সাহিত্যাকসূর্য্য গৌরভক্তাগ্রণী ঠাকুর মহাশয়ের তৃণাদপি সুনীচতার সৌন্দর্য্য দর্শনে অসমর্থ। তাঁহারা যখন দুঃসঙ্গ ও মৎসরতা ছাড়িয়া নিরপেক্ষ হইবেন—যখন গুর্ব্ববজ্ঞা করার দরুণ অনুতপ্ত হইবেন, তখন তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের—"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মার তার শিরের উপরে॥" এই উক্তির মধ্যেই তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতার সৌন্দর্য্য ও অমন্দোদয়-দয়ার চরম আদর্শ দেখিবার ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে ঠাকুরের পরিচয়

ওরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যা'তে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটী নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
সংক্ষে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তিঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারীর শেষামৃত মোরে কিছু দিলা।
তবে ত ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবই জীবেদয়ার পরাকাষ্ঠা

জীবেদয়ার স্বরূপে অনভিজ্ঞ জনগণ বদ্ধজীবের ভোগের ইন্ধন যোগান'কেই জীবেদয়ার চরম আদর্শ মনে করেন। তাঁহারা জীবের স্থূল লিঙ্গ দেহের তাৎকালিক অভাব নিবারণ রূপ মন্দ-উদয়া দয়া এবং জীবের সর্ব্বপ্রকার অভাবের সমূলে বিনাশরূপ—ভবরোগগ্রস্ত জীবের অনাদিকালের যাবতীয় উপসর্গের—সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল কারণটি ঔষধ ও পথ্য দ্বারা নিত্যকালের জন্য বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিত্য স্বাস্থ্যবান্ করা রূপ অমন্দোদয়দয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন না, তাই তাঁহারা আজ দলে দলে মন্দ-উদয়া দয়ার কার্য্যে ব্রতী হইয়াও জগজ্জীবের দুঃখ স্থায়ীভাবে দূর করিতে অসমর্থ হইতেছেন। আজ যে দুঃখ নিবারণ করিতেছেন, দুদিন পরে সেই দুঃখ আবার দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়া আসিতেছে। আজ এক প্রকার দুঃখ দূর করিলেন, কয়েকদিন পরে সহস্র প্রকারের দুঃখ সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করে; ইতিহাস তাহার প্রমাণ। গাছের গোড়াটী না কাটিয়া শাখাপ্রশাখা কাটিলে যেরূপ আরও শাখাপ্রশাখা গজাইয়া উঠে—রোগের মূলকারণের চিকিৎসা না করিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করিলে যেরূপ রোগ আরোগ্য না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপের মূলকারণটি দূর করিবার জন্য চিকিৎসা না করিলে অনন্তকাল অনন্তলোকে অনন্তপ্রকারের চেষ্টা করিলেও জীবের দুঃখ ঘুচাইতে পারিবেন না। সেই ত্রিতাপের মূলকারণ অবিদ্যা।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

এই অবিদ্যা রূপ অন্ধকারটী শ্রীহরিনামরূপ সূর্য্য উদিত হইলেই নিত্যকালের জন্য বিদূরিত হয়, তখন সমস্ত দুঃখের—সমস্ত উপসর্গের মূলটী বিনষ্ট হওয়ায় জীবের সর্ব্বপ্রকারের দুঃখও নিত্যকালের জন্য ঘুচিয়া যায়। ইহার নাম অমন্দোদয়-দয়া। তাই আজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তদাশ্রিত জনগণকে আদেশ করিয়াছেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥"

এবং "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

'গো' অর্থে ইন্দ্রিয়, সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবর্দ্ধনই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট পালন করাই গোবর্দ্ধন পূজা আবার 'গো' অর্থে বাণী, অতএব শ্রীচৈতন্যবাণী বর্দ্ধন বা প্রচারই গোবর্দ্ধন-পূজা। এখন বুঝা গেল যে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি-বিধানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী বা শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র প্রচার করাই গোবর্দ্ধন-পূজা এবং এই গোবর্দ্ধন পূজাই জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা, কারণ শ্রীহরিনাম প্রচার দ্বারা জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল অবিদ্যা চিরতরে বিনষ্ট হওয়ায় জীব নিত্য ধামে নিত্যসেব্য শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবার অধিকার লাভ করেন ও নিত্য সেবানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—"* * *

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে॥
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও বিনোদ-সেবক-প্রাণ,

নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবন মাঝে ॥
জীবের কল্যাণ সাধন কাম,
জগতে আসি এ মধুর নাম,
অবিদ্যা তিমির তপনরূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ॥

* * *

চেতোদর্পণমার্জ্জন-ভবমহাদাব-নির্ব্বাপণবৃত্তি ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ॥

* * *

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনকীর্ত্তি ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি ॥
পদে পদে পীযূষস্বাদ প্রদাতা ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥
বিনোদ-সেবক আত্মস্নপনবিধান ॥
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিধান ॥

শ্রীচৈতন্যানুচরগণ নিরন্তর নিত্যব্রতরূপে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জীবকে ঔষধ বিতরণ করেন ; কিন্তু ঔষধের সহিত পথ্যোরও আবশ্যক, তাই তাঁহারা সদাব্রতরূপে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব করিয়া সুপথ্য বিতরণ করেন। মহাজন বলিয়াছেন—"প্রসাদ সেবা, করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" ভগবদ্ভক্তগণ—ভবরোগ-বৈদ্য সাধুগণ যুগপৎ এই ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়া যে দয়া প্রকাশ করেন, তাহার ফলে আর কখনও দুঃখ আসে না—অমঙ্গলের উদয় হয় না, তাই এই দয়ার নাম অমন্দোদয়া দয়া ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া আর কিছুই নাই।

ভক্তরাজ—শ্রীবাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০০ সংখ্যার পর)

একদিন মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিকট গোপীগণের কৃষ্ণবংশীহরণ, বৃন্দাবন-মাধুর্য্য, বংশীবাদ্যে কৃষ্ণের গোপীগণকে বনে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বন-বিহরণ, বড় প্রভুর লীলাবর্ণন, মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি, রাসবিলাস প্রভৃতি সুমধুর কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হন ও শ্রীবাসকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করেন। (চৈঃ চঃ আ ১৭।২৩৩-২৪০)।

শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই নিজ নিজ ভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য—এই তিন ভাবে ভক্তরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সখ্য ও দাস্য—এই দুই ভাবে, শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীরূপাদি ভক্তশক্তিগণ মধুররসে এবং শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তবৃন্দ দাস্য রসে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। (চৈঃ চঃ আ ১৭।২৯৩-৩০১)।

কুলিয়া গ্রামে (কোলদ্বীপ—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠ-কালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম ও ২১শ অঃ দ্রষ্টব্য) দেবানন্দ তাহা দেখিয়াও নিবারণ না করায় শ্রীবাস-চরণে অপরাধী হন। বহুপরে একদিন মহাপ্রভু নগরভ্রমণচ্ছলে ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার বহু সৌভাগ্যক্রমে একবার (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে) বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে মহাপ্রভুর মহিমা অবগত হন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিব্যাখ্যা করিতে বলেন। (চৈঃ চঃ ম ১।১৫৩ ; চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য)। কুলিয়ায় শ্রীবাস-চরণে অপরাধী গোপাল চাপালের অপরাধ ভঞ্জনের বিষয়ও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ ম ১।১৫৩)।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা করিয়া যখন রামকেলীতে আসেন, তখন শ্রীবাস মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। 'নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর। মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি বক্রেশ্বর॥' (চৈঃ চঃ ম ১।২১৯)।

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে প্রত্যব্দই শ্রীবাস গৌড় হইতে নীলাচলে গিয়া চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেন। (চৈঃ চঃ ম ১।২৫৫)।

একদিন নীলাচলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু ভক্তগণের প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন॥ ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন। স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন॥" এমন সময় অসংখ্য লোক আসিয়া "জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি' করে কোলাহলে॥" "জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার। জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥ বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত। দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥" বলিয়া গৌর-জয়ধ্বনি ও আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকিলে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দিলেন এবং "বাহু তুলি বলে প্রভু বল হরি হরি। উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥" মহাপ্রভুকে দেখিয়া সকলেই প্রেমানন্দে অধীর হইয়া 'ভগবান্' বলিয়া স্তুতি করিতে থাকিলে শ্রীবাস তখন বলিতে লাগিলেন—"ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ॥' কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত। ইহা সবারে মুখ ঢাকা দিয়া রাখ' হাত॥ সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে। বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে॥" শ্রীনিবাসের অনুযোগ শ্রবণে "প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা। সবে মেলি কর মোরে কতেক লাঞ্ছনা॥" (চৈঃ চঃ ম ১২৬৯-২৮১)।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের কয়েকদিন পরে যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে মনস্থ করিলে শচীমাতা তাঁহাদিগের নিকট মিনতি করিয়া তাঁহার প্রাণধনকে আচার্য্য-গৃহে অবস্থানের কয়েকদিন ভিক্ষা দিবেন বলিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। জননীর প্রার্থনা শ্রবণে সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। (চৈঃ চঃ ম ৩।১৫৩,১৬৮)।

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পর নীলাচলে আসিলে নিত্যানন্দাদির পরামর্শে কালাকৃষ্ণদাস আসিয়া গৌড়ে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ প্রভু-দর্শনার্থ নীল চলে যাত্রা করেন। (চৈঃ চঃ ম ১০।৬৯-৮৮)।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর "শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম॥" (চৈঃ চঃ ম ১০।১১৭)।

রথযাত্রাকালে গৌড় হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে দেখিবার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র ইচ্ছা জানাইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমি সকলকে চিনি না, তবে চিনিতে ইচ্ছা হয়। গোপীনাথাচার্য্য সকলকে জানেন, তিনিই আমাদিগকে চিনাইয়া দিবেন। এই স্থির করিয়া তিন জনে অট্টালিকার ছাতে উঠিলেন। গোপীনাথ একে একে সমস্ত ভক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতও তন্মধ্যে ছিলেন। আচার্য্য বলিলেন—"কতেক কহিব এই দেখ যতজন। চৈতন্যের গণ সব—চৈতন্য-জীবন॥" চৈঃ চঃ ম ১১।৮৪)।

অতঃপর মহাপ্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলন হইলে মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করেন। (চৈঃ চঃ ম ১১।১২৯)। এবং শ্রীবাসাদিকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন—আমি তোমাদের চারিভাইর নিকট বিক্রীত। শ্রীবাসও বলিলেন—প্রভো আমরা চারি ভাই কৃপা-মূল্যে তোমার ক্রীত। যথা—"শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত। তোমার চারি ভাইর আমি হইনু বিক্রীত॥ শ্রীবাস কহেন,—কেনে কহ বিপরীত। কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত॥" —(চৈঃ চঃ ম ১১। ১৪৪,১৪৫)।

সন্ধ্যায় মহাপ্রভু ভক্তগণ-সহ জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বেড়া-নৃত্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চারিসম্প্রদায় হইল। অষ্টমৃদঙ্গ ও বত্রিশ করতাল বাজিয়া উঠিল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস-এই চারিজন চারি সম্প্রদায়ের মহান্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু মধ্যে থাকিয়া চারিজনের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন—মহাপ্রভু আমাকে দর্শন করিতেছেন। (চৈঃ চঃ ম ১১।২২৮)। গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনকালেও শ্রীবাস উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ প্রসাদ সম্মানার্থ উপবেশন করেন। (চৈঃ চঃ ম ১২।১৫৭)।

রথাগ্রে যে সাত সম্প্রদায় ও চৌদ্দমাদলের কীর্ত্তন হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক ছিলেন—শ্রীবাস, নর্ত্তক ছিলেন—স্বয়ং নিত্যানন্দ এবং শ্রীবাসের দোহার ছিলেন—গঙ্গাদাস, হরিদাস (বড় ?), শ্রীমান্, শুভানন্দ এবং শ্রীরাম। (চৈঃ চঃ ম ১৩।৩৮)। পরে মহাপ্রভুর যখন নিজের নর্ত্তনেচ্ছা হইল, তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া স্বরূপের সহিত শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব ও গোবিন্দ এই নয়জনকে দিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১৩।৭৩)। আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গান করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর সহিত ঐ দশজন নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু অলাতচক্রের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবেশে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তখন আশপাশ ধাইয়া দুই হস্ত বাড়াইয়া মহাপ্রভুকে রক্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুর পিছনে থাকিয়া বারম্বার 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষণার্থ তিনটী মণ্ডল হইল। প্রথম মণ্ডলে স্বয়ং বলদেব মহাবল নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর, মুকুন্দাদি, তৃতীয় মণ্ডলে প্রতাপরুদ্র রাজা লোকভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার পড়িছা হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া আবিষ্টচিত্তে মহাপ্রভুর নর্ত্তন দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিতও প্রেমাবিষ্ট চিত্তে রাজার সম্মুখে থাকিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। রাজভৃত্য হরিচন্দন অবাধে রাজার দর্শন-সুযোগ জন্য—"হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে—হও এক পাশে।" নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরে বার বার ঠেলিতে সেবা-বিঘ্ন-হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীবাস—"চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।" চপেটাঘাত পাইয়া হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে শ্রীবাসকে কিছু বলিতে উদ্যত হইতেই প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন—"ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা।" শ্রীচৈতন্যভক্ত শ্রীবাস শ্রীচৈতন্যপ্রেমে এমনই উন্মত্ত ! (চৈঃ চঃ ম ১৩।৯২-৯৫)।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১.
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অজ্ঞজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপালক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারি সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মনোগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমাপ্রসাদ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদগদাধরজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীবনগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসজ্জনপথঃ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহান্তার পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও ঋতুগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অসময়ে স্খলন, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিঃশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES, WHITLOWS, BOILS, DOLORS, BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 84 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ক্ষতাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শাঁখারীবাজার, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি——————
নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক- প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩০

কারাগারে ১৪৮৫০ জন

মিঃ সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারে কলিকাতায় হরতাল

কনষ্টেবলের উপর গুলি

সতীন সেনের বিচার—৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

পুলিশের সহিত দাঙ্গা

মিঃ রাজার কারাদণ্ড—আদালতে যুবকের অদ্ভুত কার্য্য

পেশোয়ারে বোমা

পুলিশ কমিশনারের বাসায় বোমা নিক্ষেপ

ছুরির আঘাতে মৃত্যু

কুষ্ঠিয়ার হাঙ্গামায় একজন খুন

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় হাঙ্গামায় এক জন খুন

গত ৩০শে অক্টোবর আলামপুরে এক "হাঙ্গামা" হইয়া গিয়াছে। সেই হাঙ্গামার ফলে একজন লোক খুন হইয়াছে। প্রকাশ, দুই দলের মধ্যে জমজমি সম্পর্কে মনোমালিন্য হয়। সেই মনোমালিন্যের ফলেই এই হাঙ্গামার উদ্ভব হয়।

মিঃ সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারে কলিকাতায় হরতাল

পাঠক অবগত আছেন যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ঐ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবার তারিখে কলিকাতায় হরতাল হয়।

মুসলমানেরা হরতালে যোগদান করেন। সকল শ্রেণীর লোকেরাই দোকান পাঠ, কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখে।

কলিকাতা বড়বাজারের দৃশ্য শ্মশানের মত হয়।

কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, হ্যারিসন রোড, চীৎপুর, রোড, বউ বাজার ষ্ট্রীট এবং ভবানীপুরের দোকান সকল বন্ধ হইয়াছিল। অতি অল্প সংখ্যক দোকান খোলাছিল।

যে সমস্ত রাস্তায় সাধারণ অবস্থায় লোকের ভিড় এরূপ হয় যে যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, সেখানেও জনসমাগম হইলনা বলিলেও চলে।

সহরময় পিকেটারগণ এবং পুলিশ অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। গ্রেপ্তারের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন এবং মহিলা-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ এম্প্রেস থিয়েটারের দ্বারের নিকট পিকেট আরম্ভ করে। খবর পাইয়া অনেক কালা পুলিশ ও সার্জ্জেণ্ট আসিয়া পড়ে।

পিকেটকারিগণ বলেন যে হরতালের দিন যেন লোকে আমোদ প্রমোদে যোগদা না করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতবাসী যেন বায়োস্কোপ দেখিতে না যান; কারণ তাহাতে দেশের টাকা বিদেশী ফিল্ম-প্রস্তুত কারকদিগের হাতে পড়িবে। পিকেটারদিগের অনুরোধমত কেহই বায়োস্কোপে যাইবার টিকিট কেনেন নাই।

কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কারাগারে ১৪৮৫০ জন

বঙ্গদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ১৪০০০, আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কার্য্যে ৫০০ এবং বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্সে ৩৫০ জন মোট ১৪৮৫০ জন বর্ত্তমানে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

কারামুক্তি

কুষ্টিয়া কংগ্রেস-নেতা ফণীন্দ্রমোহন নাগ এবং পুলিনবিহারী গুপ্ত গত ৩০শে অক্টোবর কারামুক্ত হইয়াছেন।

কনষ্টেবলের উপর গুলি

দিল্লী, ১লা নভেম্বর।

চাঁদনীচকে পাহারায় নিযুক্ত জনৈক কনষ্টেবলকে রিভলবার দ্বারা তিনবার গুলি করা হয়। কনষ্টেবল গুরুতররূপে আহত হইয়াছে এবং সিভিল হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। আততায়ীকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নাম ধন্বন্তরি বলিয়া জানা গিয়াছে। সে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার জনৈক পলাতক আসামী।

সতীন সেনের বিচার
৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিংএর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ১লা নভেম্বর এই দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তিনি ১৮৬ ধারা মতে দণ্ডিত হইলেন। শ্রীযুক্ত সেন মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

শ্রীযুক্ত সেনের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে, তবে পায়ের একটা ব্যথায় তিনি কিছু কষ্ট পাইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

ছুরির আঘাতে মৃত্যু

... স্ট্রীটের জনৈক মাড়োয়ারী ... দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ২ জন গুণ্ডা তাঁহার নিকটে আসিয়া টাকা দিতে বলে। তিনি অস্বীকৃত হইলে গুণ্ডেরা তাঁহার অঙ্গে ছোরা বসাইয়া দিয়া পলায়ন করে। মাড়োয়ারী লোকটিকে মেয়ো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পেশোয়ারে বোমা

গত ৩১শে অক্টোবর রাত্রিতে পেশোয়ার সহরের কিসাখানি বাজারের ফুটপাথে একটি দেশী বোমা পড়িয়াছিল। বোমাপাতের ফলে একজন উকিলের মহরী আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পাঠক অবগত আছেন যে চন্দননগরে কলিকাতার পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদের মধ্যে সুহাসিনী দেবী নাম্নী এক মহিলা ছিলেন। তাঁহাকে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

... মতিহারী হইতে সংবাদ এই যে কর্তিক নিকুলাম নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকদের গালি দিয়াছিল এবং প্রহার করিয়াছিল। পঞ্চায়েতের নিকট তাহাকে মাথা নত করিতে হয় এবং পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে।

পার্লামেন্টের মেম্বর মিঃ ব্রেলস্‌ফোর্ড বলেন 'যখন আমি বোম্বাইয়ে অবতরণ করিলাম, তখন দেখিলাম যে সহরে দুইটি গবর্ণমেণ্ট শাসন করিতেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত ভারতীয় সিপাই, কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েকজন সাবেকপন্থী। বোম্বাইয়ের বাকী সমস্ত লোক গবর্ণমেণ্টেরই একজন কয়েদীর দাসত্ব করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের বন্দীদের মধ্যে গান্ধী একজন মাত্র। কিন্তু তিনি বন্দীশালে আবদ্ধ থাকিয়া প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া আদেশ প্রচার করেন। কারাগারে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঐ হুকুম রহস্যজনক ভাবে জনসাধারণের গোচরীভূত হয় এবং ঐ আজ্ঞা পালন করা অসম্ভব হইলেও সমস্ত লোকই সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ঐ আজ্ঞা পালনে অগ্রসর হয়

সেনগুপ্তের মামলার রায়

দিল্লী, ১লা নভেম্বর।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মামলার রায় ৩রা নভেম্বর সোমবারে প্রকাশ হইবার কথা।

সড়িয়াবাড়ীতে খানাতল্লাস

সরিষাবাড়ীর পুলিস খানাতল্লাসী পরোয়ানা গ্রহণ করিয়া গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে ডাক্তার অমূল্যচরণ সেনের বাটীতে উপনীত হইয়া তথায় খানাতল্লাস করে। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল তথায় খানাতল্লাস হয়। পুলিস তথায় আপত্তিকর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

সম্পাদকের অর্থদণ্ড

'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সাহানি ৫০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই টাকার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল এবং হিন্দুস্থান টাইমস কোং লিমিটেডের নিকট তাঁহার প্রাপ্য বেতন হইতে এই জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত সরকারের অতিথি হিসাবে নয় মাস কাল কাটাইয়া গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় একটা বে-আইনী মিছিল বাহির করায় শাস্তি পান।

কয়েকজন দস্যু কলিকাতার লোকবহুল আর্মেনিয়ান্ ষ্ট্রিটে প্রবেশ করিয়া একজন কাপড় ব্যবসায়ীর দোকান হইতে টাকা লুণ্ঠন করে। দারবান বাধা দেওয়ায় তাহারা তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াফেলে।

কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ বেলিয়া ঘাটা মেনরোডে ঘর খানাতল্লাস করিবার কালে সন্দেহ ক্রমে তিনজন বঙ্গীয় যুবককে গ্রেপ্তার করে।

২৪পরগণার কয়েকটী ডাকাতি সম্পর্কে ষষ্ঠীতলার একজন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

টাঙ্গাইলে গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল, ৩১শে অক্টোবর

আবগারী দোকানের সম্মুখে পিকেট করিবার অভিযোগে গত ৩০শে অক্টোবর ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত হন। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা নাকি হাজতে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজদ্রোহের অভিযোগে অধ্যাপক উপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য অধ্যাপক ব্রজনারায়ণ উপাধ্যায় বারাণসী জিলায় একটী বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অপরাধ অস্বীকার করিয়া মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।

পুলিশের সহিত ভীষণ দাঙ্গা

গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত চান্দৌসীর নিকটস্থ একটী গ্রামে কংগ্রেসের সভা বসে। করবন্ধ করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

সভায় পুলিশের সহিত জনসাধারণের দাঙ্গা বাধিয়া যায়। সভার লোকেরা ইষ্টক বর্ষণ করে এবং পুলিশ রিভলভারের সাহায্যে গুলি চালায়। দুইজন দারোগা একজন হেড্ কনষ্টেবল এবং সাতজন কনষ্টেবল আহত হয়। সভার লোকদিগের মধ্যেও তিনজন আহত হয় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ কমিশনারের বাসায় বোমা

কলিকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার মিঃ রবার্টসনের ম্যাকলাউষ্ট্রীটের বাসায় বোমা ফাটে। তিনি যে কক্ষে শয়ন করিতেন। তাহাতে সে রাত্রিতে শয়ন না করায় বাঁচিয়া গিয়াছেন। গত মঙ্গল বার রাত্রি দেড়টার সময় এই ব্যাপার ঘটে। কে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

মুন্সীগঞ্জ হইতে সংবাদ এই যে, দীঘির পাড় হাটের ১৫টি বড় দোকান পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দোকানদারগণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

বোম্বাই সহরের সাতটি ওয়ার্ডে সাতটি স্বদেশী প্রদর্শনী খোলা হইবে।

যশোহরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শঙ্কর সিং, তাহার পিতা এবং ২জন জাতি অভিযুক্ত হয়। শঙ্কর সিং বলে যে, সে হামির সিংকে ফেলিয়া দিয়া তাহার নাক কাটিয়া লয়, কারণ হামিরের ভ্রাতারা গত বৎসর শঙ্করের পিতার নাক কাটে, উভয় পরিবারের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়া আসায় তাহা বর্ত্তমানে নাককাটা কাটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মিঃ রাজার কারাদণ্ড

আদালতে যুবকের অদ্ভুত কার্য্য

গণবাহিনীর (পিপ্‌লস্ ব্যাটালিয়নের) প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এইচ, ডি, রাজা গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে ধৃত হইয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রাজদ্রোহের দুইটি অভিযোগে তাঁহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪ শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

মিঃ এইচ, ডি, রাজার মামলার রায় প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে আদালতে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। উক্ত গণবাহিনীর একজন সদস্য হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনের নিকট গমন করিয়া রায় দিতে আরম্ভ করে। উহাতে তাহাদের নেতাকে খালাস দেওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ও দর্শকগণ ঐ ব্যাপারে এরূপ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, উক্ত যুবককে রায় প্রদান করিতে দেওয়া হয়; রায় প্রদানের পর সে যখন আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল তখন পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

সে বলে, "আমি মিঃ রাজার মামলায় রায় দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমরা স্বরাজ লাভ করিয়াছি এবং আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণ অনুযায়ী রায় দিবার অধিকার পাইয়াছি। আমি আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে খালাস দিলাম।

উক্ত ঘটনায় আদালতে বিশেষ কৌতুক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ধৃত যুবককে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পেশওয়ার হইতে সংবাদ এই যে ভারতে প্রস্তুত একটা গোটা বোমা উটমান্‌জাইএর সুবাদার মেজর নিয়ামতুল্লার বাড়ীতে পাওয়া যায় পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৭

আত্মপ্রসন্নতা লাভের উপায় কি ?

ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষির "আত্মা সুপ্রসন্ন হ'ন কিসে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—অধোক্ষজ (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত) পরমপুরুষ শ্রীভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম, তাহাতেই জীবাত্মার সুপ্রসন্নতা-লাভ সম্ভব। যতদিন না মানবজাতি সেই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা-নিরত হইতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের অভাব—অসন্তোষ বা দারিদ্র্য ঘুচিবে না, আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হইবে না, সুতরাং নিরন্তর উদ্বেগপূর্ণ হইয়া অশান্তিতেই কাল যাপন করিতে হইবে। ত্রিকালদর্শী মনীষিগণ মানবজাতির এই অশান্তি দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সদ্‌গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য বিচার করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আমরা আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়তই আমরা যাহা হইতে সুখশান্তি পাইব মনে করি, সেই ধন-জনাদির পরিণাম লক্ষ্য করিতেছি, দেখিতেছি, যাহা লাভের জন্য আমরা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, তাহাই আবার প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন পথহারা পথিক্ আমাদিগকে যেন চপলার ন্যায় একটু উপহাস করিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া যায়! অথবা আলেয়ার ন্যায় পথপ্রদর্শকের ছলে কুপথে লইয়া গিয়া আমাদের প্রাণাবনাশেরই ব্যবস্থা করে! ভ্রান্ত—মোহান্ধ—অজ্ঞানান্ধ আমরা, পুনঃ পুনঃ তাহারই জন্য লালায়িত হই! কেহ ধনজনাদিকে ভোগের জন্য ব্যস্ত, আবার কেহ বা ঐ গুলিকে ত্যাগ করিয়াই শান্তি পাইব—এইরূপ মনে করিয়া থাকি। ধন-জনাদি যখন আমাদের সুখদায়ক হয় না, তখন ঐগুলি না থাকিলেই হইত—এই বলিয়া ভগবানের সৃষ্ট জগৎকেই নিরর্থক প্রতিপাদন করিতে থাকি; শেষে 'নেতি', 'নেতি' বিচারে আত্মসত্তাকেও 'ইতি' দিয়া বসি। এ'রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার আশ্রয় না লইয়া "ধনজনাদি ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু, আমার ইচ্ছামত আমি তাহাদিগকে ভোগ বা ত্যাগের মালিক নহি, ভগবদনুশীলনোদ্দেশে জীবন-ধারণার্থ সেই স্বরাট্ পুরুষোত্তম লীলাময় ভগবান্ যাহা কিছু তৎপ্রসাদরূপে আমার জন্য অনুমোদন করেন, তাহাই আমার অনাসক্তভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য" ইত্যাকার বিচারই মহাজন-সম্মত এবং সেই বিচারের আনুগত্যেই আমাদিগের ধন-জনাদির বিয়োগাশঙ্কা, বিগত হইলে শোক, পুনরায় তৎপ্রাপ্তির জন্য স্পৃহা, প্রাপ্তবস্তুতে মোহ ও উত্তরোত্তর ভোগ-লালসা-বৃদ্ধি, নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি ও সেই দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধিরূপ অজ্ঞতা দূর করিয়া আমাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মসেবা-প্রদানরূপ পরম শান্তির অধিকারী করিতে একমাত্র সমর্থ। মহৎপাদরজে অভিষিক্ত হইয়া মহৎকৃপা-ক্রমে ভগবৎপাদপদ্মসেবা-সম্পদ লাভ ব্যতীত জীবের ভয়-শোক-মোহাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ কখনই সম্ভব নহে।

গত ২১শে আশ্বিন, ১৩৩৭ বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতায় মানবজাতির দারিদ্র্য-মোচনের যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকেরই আলোচ্য। আমরা 'দরিদ্র' বলিতে ধনহীনকেই বুঝি। 'ধন' বলিতে জীবদ্দশায় জাগতিক সুখসাধন বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির উপায় ব্যতীত আমাদের ধারণা আর অধিক উচ্চে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু মহাজনগণ বলেন, কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় ধন, সেই ধনে ধনী না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের জীবন-ধারণ বৃথা। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ ও মন-বুদ্ধ্যহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ উভয়ই অনিত্য, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মও অনিত্য; তাঁহার অংশ জীবাত্মাই নিত্য। সেই জীবাত্মার স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্মই কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেম উহা উপলব্ধির অভাবই জীবের দরিদ্রতা। শ্রীকৃষ্ণের একনাম—দারিদ্র্যভঞ্জন। তাই স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচনের জন্য আসিলেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরসুন্দর-রূপে তাঁহার প্রেমধনের ভাণ্ডার বিলাইতে।

জগতে যে সকল দানের পরিচয় আছে, যাহা দ্বারা লোকে দাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা জীবের নিত্য অভাব দূরীকরণের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজনে আসে নাই বা আসিতেছে না। জগতের দাতৃগণ প্রার্থীর আশানুরূপ দান করিতেও সমর্থ নহেন। প্রার্থিগণ যাহা চায়, তাহা পাইয়াও তাহাদের সাধ মিটে না, কি যেন তাহাদের একটী অভাব—অতৃপ্তি থাকিয়াই যায়, অজ্ঞতা বশতঃ সে অভাবের কথা তাহারা ব্যক্ত করিয়াও উঠিতে পারে না, দাতৃগণও জীবের অভাব কোথায় তাহা না বুঝিয়া দাতা সাজিতে গিয়াও প্রার্থীর মৌখিক ব্যতীত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক স্তুতি-বাক্য শুনিতে না পাইয়া দুঃখে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হ'ন।

জাগতিক দাতা 'প্রতিষ্ঠা চাই না' বলিয়া ভাণ দেখাইলেও ঐ 'চাই না'র ভিতর দিয়াই কত চাওয়া যে তাঁহার অন্তরের নিভৃত কোণ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারে, তাহা তাঁহার অন্তর্দর্শীই বুঝিতে পারেন। মুখে তিনি যতই বলুন, তাঁহার অন্তর কখনও প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িতে পারে না। অমন্দোদয়দয়ানিধি, সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গলবিধাতা, জীবের অভাব কি এবং তাহা কিসের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ গৌরসুন্দরের দান তাদৃশ জাগতিক অসম্পূর্ণ, অভাবের সৃষ্টিকারক, ভয়শোকমোহাদি অশান্তিবর্দ্ধক অনিত্য বিষয়ের দানের ন্যায় নহে। পরিপূর্ণ বস্তু ভগবান জীবকে পরিপূর্ণ বস্তু দান করিয়া পরিপূর্ণভাবে তাহার অভাব দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ। জাগতিক দাতার ভাণ্ডার দানের পরে যেমন কমিয়া যায়, কৃষ্ণপ্রেমধন-প্রদাতা মহাবদান্য মহাপ্রভুর ভাণ্ডার সেরূপ কমিয়া যাইবার নহে। তাহা পরিপূর্ণ হওয়াও উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে—জগৎকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে।

শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ মহামহা-বদান্যাবতার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের সেই দানের কথা আজ অনন্ত বদনে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে সেই দান গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অভাবের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য নিষ্কৃতি পাইবার পরামর্শ দিতেছেন। প্রভুপাদ বলিতেছেন—

"শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—এ'কথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাবতেও আশা কর্‌তে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব, সেইজন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য সকলেই এমনকি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

"আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাব-গ্রস্ত, অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তবসত্যের অনু-সন্ধান ক'রতে পারি না। এ'জন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা'হলে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোস্বামীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই গৌরসুন্দরের দানের সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মূলমূল। যে প্রেম একমাত্র মুগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটী মূলমন্ত্রগান ক'রেছিলেন, সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই;—

> অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ
> কদাবলোক্যসে।
> হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
> কিং করোম্যহম্॥

ভারতবর্ষে এত দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্রপুরীপাদ; জগতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তা'রই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হ'য়েছে, আর যাঁ'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়ো-জনীয়তা যিনি বুঝ্‌লেন না, তাঁর মানব-জীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভপ্রীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল একবালে ভুবিয়ে অভিনবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রে-ছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলীর- সেবায় নিরত

হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যে বিপ্রলম্ভরসের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। 'গৌড়-দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি। ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা-দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা-মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গে'য়েছিলেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে বলে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দনন্দনকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বল্লেন,—মথুরানাথ; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন; এ'সকল গান বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিদ্রূপ ক'চ্ছেন, তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ', আমাদের প্রীতি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে সুতরাং দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আস্‌তে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ, আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চলে গেছ।

হে নন্দতনয়, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাক্‌বে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন কর্‌তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু, আমাদের জ্ঞান নাই বলে দেখ্‌তে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞানভূমিতে চলে গেছ, সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে, আমাদিগের চিত্তবৃত্তি সেই দেখা দ্বারা হরণ করেছিলে, আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চলে গেল! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণাবলোকনবিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধ কোথায়? সেই জিনিষটি হচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূল মন্ত্র,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥

গৌরসুন্দর বল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর হাটপাঁজের মুটেগিরি কর্‌তে কর্‌তেও তার পরি বিরক্তি এসে কি প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এ'সে উপস্থিত হবে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুযোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক

ভক্তরাজ—শ্রীবাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০১ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভু ভক্তগণসহ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে বিবিধজলকেলি করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীবাস মহাপ্রভুর সেই লীলার অন্যতম পুষ্টিকারক ছিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীবাসের সহিত জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১৪।৮১)

নীলাচলে হেরাপঞ্চমী-লীলাস্বাদনমুখে শ্রীবাস আপনাকে দাস্যরসের ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত বলিয়া অভিমান করিয়া শ্রীদামোদরস্বরূপকে ঐশ্বর্য্যহীন ব্রজবাসী জানিয়া প্রেমকলহ করিতে লাগিলেন। "শ্রীবাস হাসিয়া কহে—শুন, দামোদর। আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর॥ বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প কিসলয়। গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাফলময়॥ বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ। শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ (অস্বস্তিযুক্ত)॥ এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন। তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥ তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি'। পত্র-ফল-ফুল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী॥ এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ-শিরোমণি? লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ আনি॥ এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণে। কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর (জগন্নাথের) নিজগণে॥ লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি। ধনদণ্ড লয় আর করায় মিনতি॥ রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন। চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ॥ সব ভৃত্যগণ কহে যোড় করি হাত। কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ। তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর। আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য-অগোচর॥ দুগ্ধ আউটি' (আবর্ত্তন করিয়া) দধি মথে তোমার গোপীগণে! আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে!" নারদপ্রকৃতি শ্রীবাসের এইরূপ পরিহাস শ্রবণে শ্রীরাধা-গোবিন্দৈকনিষ্ঠ রাগাত্মিকভক্তিযুক্ত গদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন—"শ্রীবাস, তোমার নারদ-স্বভাব। ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে ঈশ্বর-প্রভাব॥ ইঁহো দামোদর স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী। ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি॥" দামোদরস্বরূপ কহিতে লাগিলেন—শ্রীবাস, শুন সাবধানে। বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে। বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎ সিন্ধু। দ্বারকা-বৈকুণ্ঠসম্পৎ তাঁ'র এক বিন্দু॥' সেই বৃন্দাবন ধাম কিরূপ? না—স্বয়ং ভগবান্ পরম-পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যেস্থানে বৈকুণ্ঠাগত সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পত্রপুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, সেই স্থানের নামই বৃন্দাবন ধাম। সেই ধামের কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ; কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু; সমস্ত ভূমিই—চিন্তা-মণিময় অর্থাৎ চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণবংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ অনুভূত।' অতএব সেই বৃন্দাবন ধামই পরম আস্বাদ্য। শ্রীবৃন্দাবন-ব্রজাঙ্গনাগণের চরণ-ভূষণই চিন্তামণি, লীলাম্বুজ সকল পুষ্পগুচ্ছই কল্পবৃক্ষ (সুরতরু) এবং কামধেনুই ব্রজের পরমধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শ্রীল দামোদর স্বরূপের এইরূপ বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যবর্ণনা শ্রবণে শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১৪।২০৩-২২৯)।

(ক্রমশঃ)

ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০০ সংখ্যার পর)

জগদ্‌বাসী আপামর সাধারণ সকলেই হয়ত বলিবেন,—"কর্ম্মী ও ভক্তে পার্থক্য কোথায়? ঐ তো আমাদেরই ন্যায় তাঁহারাও দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন, জনবহুল নগরে কর্ম্ম ব্যপদেশে ঘুরিয়া বেড়াইছেন, সকলেরই ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাঁহারাও কাতর, তাঁহারা ভক্ত হইয়া আবার উৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহে ব্যস্ত কেন? অরণ্যজাত শাকপত্রেই তো তাঁহাদের উদর নিবৃত্তি করা কর্ত্তব্য! ভক্ত জগতের এমন কি উপকার করেন, যাহার ফলে জাগতিক কোন শ্রেষ্ঠ দ্রব্যের অধিকারী হইবেন? তাঁহারা ভজন সাধনের জন্য গিরিকন্দরে প্রবিষ্ট না হইয়া জগতেই নানা ক্ষেত্রে কেন বিচরণ করিতেছেন? জগৎ তো কর্ম্মীরই ভোগ্য, কেননা তাঁহারা কর্ম্ম-প্রচেষ্টা-দ্বারা পৃথিবীর অশেষবিধ উন্নতি সাধন করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মি-গণইতো নব-উদ্ভাবিত বিজ্ঞানবলে মানবের ক্লেশলাঘবজনক কত সুবিধা বিস্তার করিয়াছেন, বিংশশতাব্দীর জ্ঞানালোক ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছে, ভক্ত এ'সব কেন ব্যবহার করিবেন? কর্ম্মীর সৃষ্ট কোন বিষয়ে ভক্তের কি প্রাপ্য আছে?" ইত্যাদি। কর্ম্মীদের বিচারে ভক্তও তাঁহাদেরই ন্যায় জন্ম-মরণশীল সাধারণ মানব মাত্র! ভক্ত যে জন্ম-মরণশীল সাধারণ মানব মাত্র নহেন, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই যে শ্রীহরির সেবার্থে কৃত হয়, তাহা কর্ম্মিগণ বুঝিতে অক্ষম।

ভক্ত-বৈষ্ণব-হৃদয় গোলোকপতি শ্রীগোবিন্দের নিত্য বসতিভূমি। যথা—

"গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ।
বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা আমার বিশ্রাম॥"

ভক্তই বিষ্ণু-সেবক বৈষ্ণব। ভক্ত-বৈষ্ণবের চিত্তসিংহাসন ব্রজবিহারী শ্রীশ্যাম-সুন্দরের বিশ্রামস্থলী।

কর্ম্মীর আজীবন কর্ম্ম চেষ্টার শেষ গতি কিরূপ তাহা শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"নিজ ভাল ভাল বলি যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হইয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে মূঢ় কৃষ্ণপাসরিয়া॥
(চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড)

কর্ম্মী মায়ামোহিত,—মায়াদেবীর ক্রীড়নক মাত্র। সে চিন্ময় সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরই অণু অংশ চিৎকণ জীব, নিত্যচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের দাস—এ' স্মৃতি তাহার নাই। পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে মায়ামুগ্ধ জীবেরও সে ভাব উদয় হইয়া থাকে। তখন সে—

"আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র,
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকেবা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

—এই ভাবে ভ্রমিতে থাকে। কাম-কামীর গতি শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার
গতি।
স্থাবর দেহ, দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি॥"

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। শ্রীকৃষ্ণামৃতকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৴০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৴০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄৫
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ⁄১৫
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১.
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। ব্রাহ্মণ পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টা দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্ত্ত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথ্য প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকসাধারণ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি [illegible]

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ রামকৃ. প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাষ্ক-গ্রন্থাবলী।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। সিল্ক, গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই কেয়ার্স কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ড্রাং ৩৲ টাকা

বার্ড ও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, যুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Registered No. C 1044

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ বুধবার ৫ই নভেম্বর, ১৯৩০

গান্ধির সেক্রেটারীর মত

মিঃ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বেত্রাঘাত বে-আইনী ঘোষণা

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

বিদেশী-বর্জ্জনে ভারতের উন্নতির পরিমান

চট্টগ্রামে আবার ১৪৪ ধারা

গোলটেবিলে সার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা

পৃথিবীর মোটরগাড়ীর সংখ্যা

জহরলালের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ

পুনায় মিউনিসিপ্যাল সভা বন্ধ

লণ্ডনে মিসেস্ সা—নওয়াজ

বাঙ্গালোরে শিক্ষাবিভাগে নূতন আইন

নানা কথা

মিঃ গান্ধীর সেক্রেটারীর মত

মহাত্মা গান্ধির সেক্রেটারি মিঃ কৃষ্ণদাসের সহিত কলিকাতা বড়বাজার যুবসঙ্ঘের একজন প্রতিনিধির সাক্ষাৎ হয়। মিঃ কৃষ্ণদাস বলেন যে যখন বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় মাড়ওয়ারি ব্যবসাদারগণের হাতে এবং দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্তনেতারা জেলে পচিতেছেন দেখিয়াও মাড়োয়ারীরা বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় ত্যাগ করিতেছেন না, তখন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেস ভলান্টিয়ারগণ যে তাঁহাদের পাগড়ী কাড়িয়া লইয়া দগ্ধ করিয়া দিবে—ইহাও সমর্থন করা যায় না। এইরূপ অত্যাচার এবং গুপ্ত হত্যায় কখনও স্বরাজ আসিবে না। ইহাতে আন্দোলনের ক্ষতিই হয়।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের মতে বেত্রাঘাত বে-আইনী

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদালতে মিঃ জে, এম্, সেনগুপ্ত বুঝাইয়া দেন যে পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া বে-আইনী। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বিশেষ চিন্তার পর মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ঐ আইনে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।

কলিকাতার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গত ২৯শে অক্টোবর তারিখে পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ৩ জনের উপর বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। ঐ মোকর্দ্দমা সম্পর্কেই এই বিষয় মীমাংসিত হয়।

বিদেশী-বর্জ্জনে ভারতের উন্নতির পরিমাণ

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে মোট ৪৩৬ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানি হয়। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১১৭ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানি হইয়াছে। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনের ফলে ভারতের এক-মাসে ৩১৯ লক্ষ টাকা বাঁচিয়াছে কেবল মাত্র কাপড় বাবদে। ধূসর বর্ণের কাপড় ১৬৫ লক্ষ হইতে ৩৩ লক্ষে নামিয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৮০ টাকার বিদেশী কাপড় কম আমদানি হইয়াছে। শ্বেতবস্ত্র ১১৮ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ এবং রঙিন কাপড় ১৫৩ লক্ষ হইতে ৫৪ লক্ষতে নামিয়াছে।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

কলিকাতার ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি পদব্রজে ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে আবার ১৪৪ ধারা

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া মিউনিসিপাল এলাকার সভার অধিবেশন ও শোভাযাত্রা গঠন করিতে নিষেধ করিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে যে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, আগামী ৩ই নভেম্বর হইতে ২ মাস কালের জন্য উক্ত আদেশের সময় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

গোলটেবিলে গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা

সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার স্থানে গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা গোলটেবিলে যোগদান করিবার জন্য বড়লাট সাহেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি এবং মিঃ এ, এইচ গজনবি গত ১লা নবেম্বর তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন।

পৃথিবীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা

আজকাল সারাজগতে যত মোটর গাড়ী আছে তাহার মোট সংখ্যা তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ অর্থাৎ প্রত্যেক ৫৫ লোকের ভাগে একখানি করিয়া মোটর গাড়ী পড়ে। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে ৩০ লক্ষ ৯২ হাজার ৮২৬ খানি মোটর বাড়িয়াগিয়াছে। এই যে কোটী কোটী মোটর গাড়ীতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাদের অধিকাংশই মার্কিণ মুলুকের; শত করা ৮৮ খানি মোটর আমেরিকার তৈয়ারী। এক আমেরিকাতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা হইল ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৫০ অর্থাৎ প্রতি চার জনের একখানি করিয়া মোটর আছে।

বিবিধ সংবাদ

বিনা টিকিটে ট্রেণ ভ্রমণ গার্ডকে রিভলভার দেখাইয়া পলায়ন

প্রকাশ, গত সপ্তাহের কোনও এক রাত্রিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের কিশোরগঞ্জ এবং ভৈরব ষ্টেসনের মধ্যে ৩ জন যুবককে বিনা টিকিটে ভ্রমন করিতে দেখিয়া ট্রেণের গার্ড তাহাদিগকে একটি কামরায় আটক রাখে এবং এক জনকে পাহারা রাখিয়া দেয়। প্রকাশ, পরবর্ত্তী ষ্টেসনে, গাড়ী থামিলে উক্ত যুবকত্রয় রিভলভার প্রদর্শন করতঃ ভয় দেখাইয়া এবং গার্ডকে প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

বাঙ্গালোর শিক্ষাবিভাগে নূতন আইন

বাঙ্গালোরের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী প্রচার করিয়াছেন যে, (১) যে সমস্ত ছাত্র রাজনৈতিক কারণে একদিন অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদিগকে সাতদিন অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে। (২) এই কারণে এক বৎসরকাল এক শ্রেণীতে আটক থাকিতে পারে। (৩) এইরূপ প্রথম অপরাধে এক মাসের বৃত্তি বন্ধ হইবে এবং পুনরায় এইরূপ অপরাধ করিলে চিরকালের জন্য বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাইবে।

মাদ্রাজে কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

মাদ্রাজ ১লা নভেম্বর।

পুলিশের ভিতর অসন্তোষ প্রচারের অভিযোগে সুন্দরম্ পিল্লাই নামক জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বরিশালে মিছিল ও সভা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দণ্ড ও জে, এম, সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এখানে এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তারপর এই সম্পর্কে টাউনহলে এক বিরাট্ সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা মানদা সুন্দরী আইচ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিলাতের একটী ভোজে ভারতের রাউণ্ড টেবিলের স্যার মহম্মদ শফি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অনেক প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ম্যাকডোনাল্ড চিরকালই ভারতের বিশেষ বন্ধু। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ধন্যবাদের প্রতিদান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

লণ্ডনে মিসেস সা-নওয়াজ

ভারতীয় প্রতিনিধিগণের অন্যতম মিসেস সা-নাওয়াজ মোটরে চড়িয়া সিণ্ডফোর্ড দিয়া যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধা মাতা ছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন মোটর সাইকেল আরোহী আসিয়া তাঁহার মোটরের উপর পতিত হন। ইহাতে মোটর আরোহীর একজন সঙ্গী আহত হইয়াছে। তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আর কাহারও আঘাত লাগে নাই।

খৃষ্টান প্রতিনিধির আশা

ভারতীয় খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ কে, টি, পাল রয়টারের কোন প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য যখন তিনি ভারত হইতে যাত্রা করেন, তখন গোলটেবিল বৈঠকে শাসনপ্রণালী গঠন সম্বন্ধে ভারতবাসীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন নাই। কিন্তু মহাসভায় এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার বহু সদস্যের এবং ইংলণ্ডের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তির সহিত আলাপের পর তাঁহার মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চুন্টা মাহল অঞ্চলে গোকর্ণ গ্রামের একজন মুসলমানকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া মস্তক, হস্ত, পদ ইত্যাদি দেহচ্যুত করিয়া এক নৌকায় লাশ ফেলিয়া দিয়াছে।

খুলনার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর পাঁচজন সাবইন্স্পেক্টর এবং ৪০ জন কনষ্টেবল লইয়া খুলনার কংগ্রেস ক্যাম্প আক্রমণ করেন। তাঁহারা ছয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান এবং থানার রাস্তায় নির্দ্দয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করেন। ভোরের সময় এসিষ্টাণ্ট ক্যাপ্টেন শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অপর সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

দশরথ সরদারকে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হয়। সে না যাওয়ায় তাহাকে মারধর করা হয়।

চট্টগ্রামে ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে ৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা, সভাধিবেশনাদি বন্ধ করিবার আজ্ঞা প্রচার ছিল। এই নিষেধ আরও দুই মাস কাল বলবান্ থাকিবে।

দালাল নামক বিজনোরের এক ব্যক্তির সহিত কানাইয়া নামক অপর একজনের এক স্ত্রীলোক লইয়া বিবাদ হয়। দালাল বিবাদকালে কানাইয়াকে এরূপ প্রহার করে যে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

বিজনোরের সেসন্স জজ বাহাদুর দালালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। হাইকোর্ট দণ্ড কমাইয়া তাহা সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্ত্তিত করেন।

আসামী স্বীকারোক্তিতে বলেন যে, সে প্রথম কানাইয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কানাই তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করে। কিন্তু তাহার হস্ত হইতে লাঠি পড়িয়া যায়। তখন দালাল তাহার মাথায় লাঠি মারে এবং কানাই মরিয়া যায়।

হাইকোর্ট বলেন যে, হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ডই আসামীর উপযুক্ত। কিন্তু প্রমাণাভাবে আসামীর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিচার করায় প্রাণদণ্ড বাতিল হইল।

চট্টগ্রামে আসামীদের মুক্তি

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার পলাতক আসামী অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে শশী দেড়, বিপিন চৌধুরী ও প্রফুল্ল দেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন্সনের এজলাসে তাহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাদিগের সকলকেই অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

আসামীরা অব্যাহতি লাভ করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেই পুলিশ প্রফুল্লকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে আবার গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুনায় মিউনিসিপ্যাল সভাবন্ধ জহরলাল গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিস সোমজি এবং মিসেস গোখেল প্রভৃতির কারাদণ্ডে ১লা নভেম্বর পুনা মিউনিসিপালিটীর সভা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

গয়াপ্রসাদের আবেদন

কোনও এক হত্যা ব্যাপারে আড়ালে থাকিয়া সাহায্য করার অভিযোগে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ গয়াপ্রসাদ প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডিত আসামিগণ প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট আবেদন পত্র না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে গুলিছোড়া মামলা

ল্যামিংটন রোডের গুলীছোড়া ব্যাপার সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগের প্রতি যে কয়েক দিনের হাজত বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া যাওয়ায় ১লা নভেম্বর আবার তাহাদিগকে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতি আবার হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সে আবেদন না মঞ্জুর করিয়াছেন।

আইন-অমান্যে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

আইন অমান্য আন্দোলনে এ পর্য্যন্ত অমরাবতীতে ৮০১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে অমরাবতী জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মিষ্টার ভি, এইচ্ সহস্রবুদ্ধির এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

একজন মিস্ত্রী বেলগেছিয়াতে ছাদের উপর কার্য্য করিতে করিতে পড়িয়া যায়। তাহার আঘাত ভীষণ হইয়াছে। সে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে আছে।

কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া যাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিস্ শান্তি দাস, এম, এ মহাশয়ার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁহাকে সরকার বাহাদুর প্রেসিডেন্সী জেল হইতে দার্জ্জিলিঙে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

সার ডিন্‌শা এফ মোল্লা বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের বিচার বিভাগের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

চীনদেশ হইতে লোক পাঠাইয়া আমেরিকার টাকা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

পরলোকে ত্রিপুরার মহারাণী

ত্রিপুরার প্রচারবিভাগের চীফ সেক্রেটারী তারযোগে আগরতলা হইতে জানাইতেছেন যে মাননীয়া ত্রিপুরার মহারাণী সাহেবা গত ২রা নভেম্বর সকাল ৮-৩৫ মিনিটের সময় টাইফয়েড রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামীর বিরহ-মহোৎসব

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী দিবস আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত সভার আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে নিয়মিত পাঠ-কীর্ত্তন ব্যতীত সান্ধ্য-রাত্রিকের পর একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাবাজী-মহারাজ-সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বদ্ধজীবের মৃত্যু এবং জীবোদ্ধারার্থ প্রপঞ্চাগত নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের অপ্রকটের মধ্যে প্রভেদ, বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধদান, বৈষ্ণবের গুণাবলী, বিরহমহোৎসবানুষ্ঠানের কারণ, প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপর তিনি শ্রীসজ্জন-তোষণী হইতে বাবাজীমহারাজের কৃপাপাত্র বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-লিখিত **'আমার প্রভুর কথা'** শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

বক্তৃতা ও পাঠের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-রচিত নিম্নলিখিত সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপকুসুমাঞ্জলি কীর্ত্তন হয়—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ, রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত-পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব॥
সে' সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে' সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের লীলামৃত আলোচিত হয়। তৎপর কিছুক্ষণ খোল-করতাল-সংযোগে ভক্ত-মাহাত্ম্য ও মাধবতিথি-মাহাত্ম্যসূচক মহাজনরচিত পদাবলীর কীর্ত্তন হয়; সর্ব্বশেষে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে পুষ্পান্ন, মিষ্টান্ন ও বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি শ্রীমহাপ্রসাদ কীর্ত্তন সংযোগে এবং সমস্বরে পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত বিতরিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল শাহ বণিক্য মহাশয় এই মহোৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন এবং "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"—ইহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করি তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ বিকসিত হউক। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমা নগরী কলিকাতায় যেরূপ এক জগদ্বন্ধু সারাজীবনের অক্লান্তপৌরুষলব্ধ জগৎলক্ষ্মীকে অসামান্য গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় অকাতরে ঢালিয়া দিয়া নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ রচনা করিয়াছেন আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাবুও শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাভিষিক্ত হইলে বঙ্গদেশের দ্বিতীয়া নগরী ঢাকায় দ্বিতীয় জগদ্বন্ধুরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের নিমিত্ত নবসৌধ রচনা করিতে পারেন।

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

গত ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর বুধবার শুভ গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে তাঁহাদের সুমধুর চরিত্রালোচনা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণদ্বারা মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা আরত্রিক

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু

কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে 'এঁড়িয়াদহ' গ্রাম; শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় আসিয়া পরে তথা হইতে এঁড়িয়াদহ গ্রামে আগমন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। তাঁহাকে গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়গণেই গণনা করা হইয়াছে। কেননা তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে ভক্তিপ্রচারের জন্য পাঠাইলেন তখন তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর প্রচারের প্রধান সহায় হইয়া গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁ'র পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁ'র সাথে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস, গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন—

রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ
পুরা ব্রজে।
সঃ শ্রীগৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ্যো
গদাধরঃ॥
পূর্ণানন্দা সাস্ত ব্রজে যাসীদ্বলদেব-প্রিয়াগ্রণী।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্॥

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতী রাধিকার বিভূতিস্বরূপা চন্দ্রকান্তি এবং গোপীভাবে পূর্ণানন্দা। শ্রীদাস গদাধরেই শ্রীবলদেবের প্রিয়াগ্রণী প্রবেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশিত করিবার জন্য পণ্ডিত গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল গদাধরদাস নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর রসের রসিক ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হ'ন। গৌরগণ—ব্রজের মধুররসের রসিক, নিত্যানন্দগণ শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যাদিরসের রসিক।

কাজী উদ্ধার

এঁড়েদহ গ্রামের কাজী কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। একদিন রাত্রিকালে শ্রীদাস গদাধর প্রভু দুর্দ্দান্ত কাজীকে উদ্ধার করিবার মানসে নির্ভয়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীগৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কাজীর অনেক লোকজন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াও কিছুই বলিল না—তাহাদের মুখ হইতে কোন বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন তিনি গুরু-গম্ভীর-স্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—অরে কাজী বেটা, কোথায় আছিস! তুই শীঘ্র কৃষ্ণ বল্, নচেৎ এখনই তো'র মুণ্ড ছেদন করিব। ইহা শুনিয়া কাজি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নীরব হইয়া বলিলেন—গদাধর তুমি এখানে কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অবতীর্ণ হইয়া জগতের সকলকেই হরিনাম বলাইয়াছেন কেবলমাত্র তুমি হরিনাম কীর্ত্তন কর নাই তাই আজ আমি তোমাকে হরিনাম বলাইবার জন্য আসিয়াছি অতএব তুমি পরমমঙ্গলময় হরিকীর্ত্তন কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব। সেই কাজী মহাহিংসক হইলেও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কাল্ হরি বল্‌ব, আজ তুমি বাড়ী যাও। তখন দাস গদাধর প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, কাল্ আর কেন? এই ত' এখনই তুমি হরিনাম করিলে সুতরাং আর তোমার কোন অমঙ্গল নাই। এই বলিয়া আনন্দে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া বহুক্ষণ হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিয়া পরে নিজ মন্দিরে আসিলেন। যথা,—

শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০)

হাসি, কাজি বলে শুন দাস গদাধর।
কালি বলি যাহ্ হরি আজি যাও ঘর॥
হরিনাম মাত্র শুনিলে তা'র মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেম সুখে॥
গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তো'র অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ॥
এত বলি' পরম উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে॥
হেন মতে গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাহার গণনা॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)

শ্রীরাধাভাবে ও গোপীভাবে দধি-দুগ্ধ-বিক্রয়

শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিবার পথে শ্রীদাস গদাধর বাহ্য পরিচয় বিস্মৃত হইয়া শ্রীরাধাভাবে মহা অট্ট হাস্য করিতে করিতে দধি বিক্রেতা হইয়াছিলেন যথা—

হইলা রাধিকার ভাব গদাধর দাসে।
"দধি কে কিনিবে ?" বলি' মহা অট্ট হাসে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)

আবার এক সময় এঁড়িয়াদহ গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া দেখিলেন দাস গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছেন। যথা—

একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তাঁর প্রীতি করিবার তরে॥
গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দ ময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গো-রস"॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম—

গদাধর ভবনে 'দানখণ্ড' অভিনয়

একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দাস গদাধরের ভবনে আসিয়া দিব্যমূর্ত্তি শ্রীবাল-গোপালকে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন; তখন অনন্ত-হৃদয়ে শ্রীবালগোপাল দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রীতি বিধানের জন্য সুমধুর কণ্ঠে দানখণ্ডগান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু আবিষ্ট হইয়া গদাধর দাসকে লইয়া নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে অদ্ভুত 'দানখণ্ড নৃত্য' আরম্ভ করিলেন; তখন নিত্যানন্দ প্রভু যাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন তিনি কৃষ্ণ রসে মত্ত হইতেছেন, কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই; তখন নিত্যানন্দ-প্রসাদে যে সে ব্যক্তি যোগীন্দ্রাদি মুনিগণের বাঞ্ছিত ভক্তি লাভ করিলেন। এক শিশু নিত্যানন্দ কৃপায় প্রেমোন্মত্ত হইয়া একমাস আহার করেন নাই তথাপি ও তিনি সিংহপ্রায় বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি' অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি॥
সুকৃতি গদাধর দাস করি' সঙ্গে।
দান-খণ্ড নৃত্য প্রভু করে নানা রঙ্গে॥

* * *

যে দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিকে স্ত্রী পুরুষ কৃষ্ণ রসে ভাসে॥

* * *

একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহপ্রায় সব ব্যবহার॥

সমাধি-মন্দির

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব হইলে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ গঙ্গাতটে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন এবং তখন হইতে উদাসীন বৈষ্ণবগণ তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। কালক্রমে সহযোগিগণ সেই সমাধির অধিকার লাভ করেন। কাল্নাপ্রবাসী বৈষ্ণবসমাজ-মুকুটমণি যাযাবর শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী মহোদয় সেই সমাধি সংস্কার করাইবার অভিলাষ করায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী পরলোকগত মধুসূদন মল্লিক মহোদয় পাট বাড়ীর ভার গ্রহণ করেন এবং ১২৫৬ সালে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সুরম্য নিকেতন ও সেবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি শ্রীগদাধর দাসের পাটবাড়ী সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে। এখন তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ মল্লিক স্থানটী রক্ষা করিতেছেন এবং তিনি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। একটী গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী দিবসে তথায় শ্রীল গদাধরদাসের তিরোভাব মহোৎসব হয়।

গুরু ও শিষ্য

১। সারগ্রাহী ও ভারবাহী

গুরু—শুন বৎস, ইহ জগতে মানবগণের মধ্যে দুই প্রকার প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা :—সারগ্রাহী প্রবৃত্তি ও ভারবাহী প্রবৃত্তি। সারগ্রাহী প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মহোদয়গণের সংখ্যা অতিশয় অল্প কিন্তু ভারবাহী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সারগ্রাহী মহোদয়গণ সারগ্রহণ-বৃত্তি বলে অতি যত্নের সহিত সাধুগুরু সন্নিধানে যাগপূর্ব্বক শাস্ত্র তাৎপর্য্য আয়ত্বকরত নিজ নিজ আত্মার উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হ'ন। ইঁহারাই জগতে যথার্থ মনুষ্য শব্দ বাচ্য। ইঁহাদের সঙ্গফলে ভারবাহিগণ সারগ্রাহিতার উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিবার যোগ্য হ'ন এবং ক্রমে সারগ্রহণে যত্নবান্ হইয়া মনুষ্যজন্ম সফল করিতে সমর্থ হ'ন।

সারগ্রাহী জনগণ ব্যতীত বাকী সকলেই ভারবাহী। তাহারা জগজ্জঞ্জাল স্বরূপ এবং অপস্বার্থপর। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মের ধার ধারে না। কেহ কেহ নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া জাহির করিতে সতত সচেষ্ট। তাহাদের তথাকথিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কপটতাময়। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ঐ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মধ্যে অতি গোপনীয়ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে তাহাদের ঐ কপটতা ধরিতে না পারিয়া তাহাদের দ্বারা বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সারগ্রাহী মহাশয়গণ অনায়াসে তাহাদের ঐ কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট উহাদের চাতুর্য্য শোভা পাইতে পারে না।

আবার আর এক শ্রেণীর ভারবাহী আছে, তাহারা অল্পবুদ্ধি, অলস এবং মন্দভাগ্য। তাহারা শাস্ত্র তাৎপর্য্য গ্রহণে যত্নবান্ না হইয়া, সাধুর বাহ্যাচার পালনে এতদূর চেষ্টাবিশিষ্ট হয় যে আসলকাজে তাহাদের মনোযোগ দিবার সুযোগ থাকে না। এ'কারণ তাহাদের সাধনোন্নতি হইতে পারে না। সাধকের ন্যায় বাহ্যাঙ্গসকলই অতি মনোযোগসহকারে প্রতিপালন করিতে গিয়া ছুৎমার্গ অবলম্বন করে এবং শ্রীভগবৎসাধনে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে ছুৎমার্গের সাধনায় জীবনাতিপাত করে। ফলে 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসবাস করিতে থাকে। ইহারা চিনির বলদসদৃশ। চিনির বলদ যেমন সারাজীবন চিনি বহিয়া, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চিনির আস্বাদন তাহার ভাগ্যে ঘটে না, ইহারাও তদ্রূপ সাধকের বাহ্যাচার পালনে দুর্ল্লভ জীবন অতিবাহিত করে, সাধনার ফলে মধুর ভগবদনুভূতি লাভে সমর্থ হয় না। এবম্বিধ লোকের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবদনুভূতির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া, ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ পালনে শিথিল হয় এবং ক্রমে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সারগ্রাহী বৃত্তির অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত তাহাদের কোনরূপ সুবিধাই হইতে পারে না।

বৎস, তোমাকে সারগ্রাহিতা ও ভারবাহিতার ফলাফল বলিলাম। তুমি কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর ?

শিষ্য—প্রভো, সারগ্রাহিবৃত্তিই আপনার কৃপায় আমার অবলম্বন হউক।

গুরু—আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ করিব, তাহা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহি-বৃত্তির পরিবর্ত্তে, সারগ্রাহি-বৃত্তির অবলম্বনে বুঝিতে চেষ্টা করিও।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০২ সংখ্যার পর)

শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীন হইয়া বদ্ধজীবের দুর্দ্দশার সীমা নাই। মায়াদেবী তাহার কৃষ্ণবিমুখতার দণ্ডও উপযুক্ত রূপেই প্রদান করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণভুলি' সেইজীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

মায়াদেবী ভগবদ্বিমুখতার যে শাস্তি জীবকে প্রদান করেন তার ফলে কর্ম্মিগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ে জারিত হইতে থাকেন, তাহারা দুর্ব্বার বলশালী ষড়রিপুর দাস হইয়া মায়া পিশাচীর লাথি ঝাঁটা খাইতে থাকেন।

ভক্তিবিহীন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালন-তৎপর গণও নরকই লাভ করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমী তাহাদের আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও যদি কৃষ্ণভজন না করে, তাহা হইলে তাহারা জড়াভিমানে বশতঃ বহু উচ্চ পদ লাভ করিলেও, অবশেষে তাহাদের কৃতকর্ম্ম ফল পুণ্য ক্ষয়ে নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়।

জীব-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে কহিতেছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে।

কৃষ্ণভক্তিলেশহীন সেই আশ্রমধর্ম্ম-পালনের ফলও রৌরব-লাভ। ভক্তি-সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসীর কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম, বানপ্রস্থাবলম্বীর বন-বাস ক্লেশ, গৃহস্থের গৃহধর্ম্মপালন সকলই কর্ম্মীর প্রাকৃতকর্ম্ম মাত্র। ভক্তের সেই বিমল-সেবানন্দসুখ কর্ম্মীর প্রাপ্য নহে। অপ্রাকৃত ভক্তির চর্চ্চা ভিন্ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মী কর্ম্মীরও মঙ্গল নাই।

কর্ম্মীর আমিত্বের অহঙ্কার প্রবল, আমি দেশসেবক, আমি সমাজ-সংস্কারক, আমি অশিক্ষিত লোকের মধ্যে শিক্ষা-স্থাপন-প্রয়াসী, আমি দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থী, আমি চিকিৎসক, আমি পরাধীনতা-ক্লেশ-মোচন-কামী, আমি রাষ্ট্রনৈতিক, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সাহিত্য-সেবক ইত্যাদি বহু অভিমানে কর্ম্মী অহঙ্কারযুক্ত। মায়াদেবীর মোহিনী যাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ কর্ম্মী আমি ও আমার এই প্রকার বহুবিধ অভিমান প্রকাশ করে। ভক্তের উপর মায়াদেবীর অধিকার নাই, কারণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত অভিন্ন—

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়ার অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ শ্রাদ্ধ

গত ৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী মহাশয়ের মাতা-ঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য, শুদ্ধবৈষ্ণব-বিধানানুসারে গত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ নরোত্তম প্রভু অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ উৎসবের দিন শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কীর্ত্তন অতি সুমধুর ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। বিচিত্র ভোগ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। কাশী-ধামস্থ বহু ভক্ত, ব্রাহ্মণ ও সজ্জন শ্রীমহা-প্রসাদের বিচিত্রতা আস্বাদন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। মঠরক্ষক ব্রহ্ম-চারিজী ও শ্রীপাদ ননীগোপাল দাসাধি-কারী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, রক্ষক শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বেদগর্ভা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এই স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত [illegible]—গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিঃটি. গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা [উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৫৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিরূপে মুদিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

/৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ভ্রম [illegible]

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্ আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible] করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার [illegible] উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ৩৲

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং ভজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই [illegible] দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র [illegible] করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বা[illegible] যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে [illegible] করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক [illegible] স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও [illegible] করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। [illegible] নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—[illegible] পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ [illegible] 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, ঘুঙ্‌ড়া, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য [illegible] ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে [illegible] তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য [illegible] এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৮০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৬ই নভেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রি-সঙ্ঘ

গত উত্থানৈকাদশী হইতেই রাসোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে বহুযাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহাদি এবং শ্রীধামস্থ যাবতীয় দর্শনীয় বিষয় দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছেন।

গত ২।৩ দিন হইতে আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে বারিপাতও হইতেছে, সে কারণে যাত্রীদের একটু অসুবিধা হইলেও তাঁহারা শ্রীধাম দর্শনে বিরত হইতেছেন না।

ই, বি, রেলের কর্ত্তৃপক্ষ, যাত্রীদের অবগতির জন্য ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শ্রীধামে যাইবার সুবিধা অবগতির জন্য সম্প্রতি সেখানে একটা প্লাকার্ডে উক্ত বিষয় লিপি-বদ্ধ করিয়া যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলস্

ত্রিশ বৎসরের উপর কঠোর সংগ্রামের পর কুষ্টিয়া মোহিনী মিল আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই মিলের মূলধন, মজুত, তাঁত, লভ্যাংশ—প্রভৃতি সমস্তই আশ্চর্য্য-রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিত্য নূতন ডিজাইনের পাড়যুক্ত ধুতি ও শাড়ী বাহির হইতেছে কাপড়ের জমিও অতি চমৎকার হইয়াছে সকলেই অবগত আছেন যে, এই মিলে এক্ষণে নিজস্ব কলে তৈয়ারী সূতার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে; ইহারা উৎকৃষ্ট প্রণালীর

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রি সঙ্ঘ

কুষ্টিয়া মোহিনীমিলের উন্নতি

পুরী দেবমন্দিরে ধর্ম্মঘট

ফরিদপুরের পল্লীতে কর্ম্মিগণের প্রচার ও জনসভা

লণ্ডনে ভারত প্রসঙ্গ

পেশোয়ারে সম্প্রতি পিকেটিং বন্ধ

উকিলের কৈফিয়ৎ তলব

সম্পাদকের ৫০০ শত টাকা জরিমানা আদায়

ট্যাক্স আদায়ে নোটিশ

কর্ম্মী-সংবাদ ; বন্দিগণের স্বাস্থ্য

সূতার কল আনাইয়া ৬০নং পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রের অভাব মিটাইয়াছেন। নূতন কলের প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন মালে যে সকল ত্রুটী হওয়া স্বাভাবিক তাহা সংশোধন করিয়া ইঁহারা ক্রমেই উৎকৃষ্টতর সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন করিতে-ছেন। স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই মিলের উৎপন্ন ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করা উচিত।

লণ্ডনে ভারত প্রসঙ্গ

শুনা যাইতেছে যে প্রায় ৫০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। নানাস্থানে ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা হইতেছে। প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে-ছেন।

এক প্রীতিভোজে সার মহম্মদ সফি, প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—রাজনীতিক্ষেত্রে লোকের আশা আকাঙ্খা চিরদিন সমান থাকে না, উহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। আজ ভারতবাসী যাহা পাইলে সুখী হইবে, কাল হয়ত তাহাতে তাহাদের আশা মিটিবে না—ইতিহাসের এই সত্যটি বিস্মৃত না হইয়াই ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ইহার কোনই উত্তর দেন নাই।

সার মির্জ্জা ইসমাইল "স্পেক্টেটার" পত্রে লিখিয়াছেন—গুরুতর দায়িত্বমূলক অধিকার হস্তগত হইলেই ভারতবাসী শান্ত ও সংযত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা ভারতবাসীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া এই বিরাট যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার হওয়াই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

পেশোয়ারে পিকেটিং বন্ধ

উত্তর 'রবিনহুড' ইব্রাহিম বেগ মুজাফফরিক আফগানিস্থানে উত্ত্যক্ত করিবার ফন্দী করিয়াছে। এই ব্যক্তি স্বার্থবাহকদিগকে পথিমধ্যে উত্ত্যক্ত করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পেশোয়ার সহরে আদৌ পিকেটিং হইতেছে না।

ট্যাক্স আদায়ের নোটিশ

সেন্ট্রাল ইউনিয়ন বোর্ড হইতে ইউনিয়নের অধীনস্থ গ্রামগুলিতে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৫ দিনের মধ্যে ট্যাক্স না দিলে অস্থাবর ক্রোক করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পুরী দেবমন্দিরে ধর্ম্মঘট

গত সোমবার জগন্নাথদেবের মন্দিরের পাণ্ডারা ধর্ম্মঘট করিয়া ঐ দিবস জগন্নাথদেবের সেবা, পূজা, এমন কি ভোগরাগ অবধি বন্ধ করিয়া সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ও সমাগত তীর্থযাত্রীদের সবিশেষ অসুবিধার ফেলিয়াছিলেন।

প্রকাশ, জনৈক পাণ্ডাকে রাজাদেশে মন্দির প্রবেশে নাকি নিষেধ করা হইয়াছিল; ইহাতে পাণ্ডারা বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হন।

পাণ্ডারা ধর্ম্মঘট করিয়া এ বিষয়ের নিষ্পত্তি কামনা করেন। ধর্ম্মঘট দিবসব্যাপীও স্থায়ী হয় নাই। ইহার ফলে কষ্টভোগের ভাগী হইয়াছিল—যাত্রীবৃন্দ এবং যাঁহারা দেবভোগ ভিন্ন অন্য কিছু আহার্য্য গ্রহণ করে না তাঁহারা। সহরে ঐদিন বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যাঁহারা নবাগত তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া দেবদর্শন করিতে পারেন নাই; অবশেষে নানাদিক হইতে চাপ পড়ায় বৈকালে ৪টার পর পূজার্চ্চনাদি ও দেবসেবার ব্যবস্থা হয়। প্রসাদ না পাইয়া সেদিন ভক্ত তীর্থযাত্রীদের যে ক্ষোভ হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বালিয়াকান্দী, ফরিদপুর পল্লীতে প্রচার ও জনসভা

শ্রীযুত গঙ্গাচরণ মজুমদার শ্রীযুত শিশিরকুমার লাহিড়ী প্রমুখ কতিপয় কংগ্রেস কর্ম্মী নারুয়াহাট, তেঁতুলিয়া, ইন্দুরদি প্রভৃতি ছোট বড় হাট ও গ্রামে স্বদেশী জিনিষ গ্রহণ করিবার জন্য প্রচার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। এই প্রচার কার্য্যোপলক্ষে গত ২৯শে অক্টোবর ইন্দুরদি গ্রামের এক নিভৃত ময়দানে শ্রীগঙ্গাচরণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় কতিপয় মহিলা এবং অনেক মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সমাগম হইয়াছিল। দেবেন বাবু ও গঙ্গাবাবুর বক্তৃতার পর কয়েকজন মুসলমান ও নমঃশূদ্র ভাই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, পাট চাষের নিয়ন্ত্রীকরণ, দেশবাসীর কর্ত্তব্য, স্বদেশী জিনিস গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে।

উকিলের কৈফিয়ৎ তলব

পণ্ডিত জহরলালকে পুনরায় ধৃত করার জন্য গত ২৫।১০।৩০ তারিখে দিনাজপুরে পূর্ণ হরতাল হয়। সেই উপলক্ষে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় উকিল মহাশয় কোর্টে যাওয়া স্থগিত রাখেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে ঐ দিন তাঁহার একটি আপীল মোকর্দ্দমা ছিল। উকিল মহাশয়ের অনুপস্থিতির দরুণ এক পক্ষকাল সময় প্রার্থনা করেন। প্রকাশ—ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশ বাবুকে কারণ দর্শাইতে এক কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

স্কুলে সাহায্য বন্ধ

দিনাজপুর টাউনের উপর তিনটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব দিনাজপুর জিলা স্কুল। অপর দুইটী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় ও মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল। এই দুইটী বিদ্যালয় বহুদিন হইতে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। স্কুলে পিকেটীংএর ফলে ও তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে অভিভাবকদের মতানুসারে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য শেষোক্ত বিদ্যালয় দুইটী বন্ধ রাখেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুলের মাসিক সাহায্য ২৭৫৲ [illegible] বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বালিকা [illegible]লয়ের সাহায্য ঠিকই আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট।

বন্যার জলে ১৬ ঘণ্টা

বন্যা সম্বন্ধে তাঞ্জোরের কালেক্টর মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিবরণে বলিয়াছেন যে, ফোর্ড মোটর কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ ইভানস্ এবং তাহার চাকর ১৬ ঘণ্টা কাল বন্যার জলে আবদ্ধ ছিলেন। ভোরে তাহাদিগকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় তাঞ্জোরে আনয়ন করা হয়।

তাঞ্জোর জিচি রোড দিয়া অগ্রসর হইবার সময় তাহার গাড়ীখানা নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, তিনি একটী ফোর্ড বাস প্রাপ্ত হন। বাসটী যখন পাকা রাস্তার উপর দিয়া বন্যা খাল পার হইতেছিল তখন উহা হঠাৎ খালে পড়িয়া যায়। ফলে তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া যান। বাসের মধ্যে কেবল মাত্র মিঃ ইভানস্, তাহার চাকর এবং ড্রাইভার ছিলেন। মিঃ ইভানস্ এবং তাহার চাকর পাথরের স্তম্ভ ধরিয়া স্রোতের পথে আপনাদিগকে রক্ষা করেন কিন্তু ড্রাইভার বেচারা অসমর্থ হওয়াতে তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মিঃ ইভানস্ এবং চাকরটি সমস্ত রাত্রি এই অবস্থাতেই অতিবাহিত করেন। প্রাতে তাহাদিগকে দড়ির সাহায্যে উদ্ধার করা হয়।

ম্যালেরিয়া

এ বৎসর ম্যালেরিয়া অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা বেশী; বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে।

কাশীধামে 'রণভেরী'

বে-আইনী সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশ নিষেধ করিয়া যখন অর্ডিন্যান্স জারি হয়, তখন হইতে এখানে সাইক্লোষ্টাইলের সাহায্যে 'রণভেরী' নামে একখানি সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১লা নবেম্বর এই পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে এই সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে, এই পত্রিকার মেশিন খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া পুলিশ একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে। পত্রিখানি আরও লিখিয়াছে—"যদি আর কখনও এমন কোন অর্ডিন্যান্স জারি হয়, তাহা হইলে 'রণভেরী' আবার নিনাদিত হইবে।"

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদের রায়পুর জাবরকোল, বহরপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক বাড়ীর অধিকাংশ লোকই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে পথ্য যোগাইবার লোকও নাই। ফল কথা বর্ত্তমানে এখানকার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ।

বালিয়াকান্দী স্কুল

ফরিদপুরের জেলা-ইঞ্জিনিয়ারের নির্দ্ধারিত 'স্কিম' অনুযায়ী স্থানীয় বালিয়াকান্দী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দালাননির্ম্মাণের প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। নিয়মিতভাবে কার্য্য চলিলে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, আশা করা যায়।

বন্দিগণের স্বাস্থ্য

পাথরায়ের থানার অন্যতম নেতা বেহুড় কংগ্রেসকমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ পালিত ও সত্যাগ্রহ কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর পালিত, কংগ্রেসকর্ম্মী মৃত্যুঞ্জয় সরকার, সোণামুখী পিকেটীংএ ধৃত শ্রীমান অনিল ঘোষ, অভয় আশ্রমের ডাঃ ননীগোপাল গুহ রায়, সরকারের নবনির্ম্মিত খড়্গপুর জেলে অবস্থান করিতেছেন। খবর পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা ভাল আছেন। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার, শ্রীযুক্ত শ্যামল পালিত ও শ্রীপ্রভাত রায় মেদিনীপুর জেলে সুস্থ শরীরে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সিংহ দমদম জেলে আছেন। তাঁহার ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্পাদকের জরিমানা আদায়

"হিন্দুস্থান টাইমস্" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সাহানী ৫০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই টাকার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল এবং হিন্দুস্থান টাইমস্ কোং লিমিটেডের নিকট তাঁহার প্রাপ্য বেতন হইতে এই জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে।

কর্ম্মী সংবাদ

অভয় আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিখিল ঘোষ ও বিমল দত্ত সম্প্রতি রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা ও বিশ্রামলাভের জন্য গমন করিয়াছেন। কুমিল্লার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জলধর দাস মহাশয়ও অসুস্থাবস্থায় কলিকাতায় আছেন। ইঁহারা সকলেই সুস্থ হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বকার্য্যে যোগ দিবেন।

খুলনার ব্যবসায়িগণের প্রতিজ্ঞা

ফুলতলা বাজারের সমস্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন বিলাতী বা বিদেশী কাপড় বাজারে আমদানী করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত

বর্দ্ধমান কাটোয়া লাইট রেলে কৈচর ষ্টেসন হইতে এক মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শীতলগ্রামে শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বাস। কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে আসিয়া শীতলগ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন, পরে ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া শীতল গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামদর্শনে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মেমারী ষ্টেসনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে কিছু দিন অবস্থান করিয়া তথায় তাঁহার সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। এ'জন্য সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামকেও লোকে ধনঞ্জয়ের পাট বলিয়া থাকেন। এখন উক্ত গ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শন নাই, তবে শীতল গ্রামই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বর্দ্ধমান জেলার ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে লোকনগর ডাকঘরের অন্তর্গত জলন্দিগ্রামে দেব-সেবা প্রকাশ করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন। শুনা যায় তাঁহার বংশ নাই। সঞ্জয় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা (কেহ কেহ শিষ্য বলেন) ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত জলন্দি গ্রামেই তাঁহার শ্রীপাট। সঞ্জয়ের পুত্রের নাম রামকানাই ঠাকুর। বর্দ্ধমান বোনপুরের সন্নিহিত মুলুক গ্রামে রামকানাইয়ের শ্রীপাট। শীতলগ্রামে এখন যাঁহারা সেবায়েত আছেন, তাঁহারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর।

শীতলগ্রামস্থ দেবালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা

বর্ত্তমান দেবালয়টী খড়ের ঘর, চারিদিকে মাটীর প্রাচীর-বেষ্টিত। বহুকাল পূর্ব্বে 'বাজারবন কাবাসী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা গৃহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর হইল সে মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। মন্দিরে প্রবেশ-পথের বাম দিকে একটী তুলসী বেদী আছে, উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধিবেদী. একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহ মধ্যে শ্রীধনঞ্জয়সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাইগৌর এবং শ্রীদামোদর বিগ্রহ আছেন। দেবালয় হইতে অল্প দূরে একটি বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া প্রতি বৎসর তিরোভাব মহোৎসব হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বসুদাম সখা। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিম্নলিখিত উক্তি আছে—

> ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহাবিলক্ষণ।
> যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥
> (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)
>
> নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
> অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
> (চৈঃ চঃ আদি ১১শ)

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য

বর্দ্ধমান কাটোয়া রেল লাইনে দাঁইহাট ষ্টেসন হইতে চাখন্দি গ্রামে যাইতে হয়। এই চাখন্দি গ্রামই শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব স্থান। যথা ভক্তিরত্নাকর ২য় তরঙ্গে—

> চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের যে রীত।
> এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত॥
> চাখন্দি নিকট যে যে ভক্তের আলয়।
> তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয়॥

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থানের পর শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ তদানীন্তন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথের আজ্ঞামালা দিয়া বহু গ্রন্থসহ প্রেরণ করিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর আদেশে জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি গ্রন্থবহন করিবার জন্য গোযান ও বর্ষাভয় নিবারণের জন্য কাঠের সিন্দুক এবং চোর দস্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রে পশ্চাতে কতিপয় পদাতিকের ব্যবস্থা করিলেন। আচার্য্যপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুও প্রেরিত হইলেন।

পথিমধ্যে দস্যু উদ্ধার লীলা

'একজন ধনবান্ ব্যক্তি বহু ধনরত্নাদি লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন'—এই প্রকারে জনরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরের দস্যুস্বভাব রাজা বীরহাম্বীর এক কথা শুনিলেন। তাঁহার গণকগণও গণিয়া দেখিলেন যে এক গাড়ী রত্ন লইয়া কোন মহাজন যাইতেছেন। এ'দিকে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ বনবিষ্ণুপুরের নিকট বনমধ্যে একটী গ্রামে আসিয়া ভাবিলেন যে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে গৌড়দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আর কোনও ভয়ের কারণ নাই। এই মনে করিয়া তাঁহারা অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রাগত হইলেন। এই সুযোগে বীরহাম্বীরের প্রেরিত দস্যুগণ সকলেই গাড়ী সমেত গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুকটী অপহরণ করিলেন। রাজা বহু ধনরত্ন পাইবার আশায় সিন্দুকটী খুলিয়া তাহাতে বহু গ্রন্থরত্ন দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইল, ভাই গ্রন্থ ভাগবতের স্পর্শ হইবামাত্রই—দর্শনকরিবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তভাগবতের পাদপদ্ম চিন্তার উদয় হইল—পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কি প্রকারে এই গ্রন্থের মালিকের শ্রীচরণ দর্শন পাইবেন, এই চিন্তায় [illegible] হৃদয় আকুল হইয়া পড়িল। [illegible] আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হ[illegible] এবং মন ফিরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা[illegible] অনুগত ব্যক্তিগণেরও মন ফিরিয়া গেল।

> "অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল।
> ঘুচিল লোকের দুষ্ট চেষ্টা সকল॥"

এ'দিকে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভু নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া গ্রন্থসম্পুট দেখিতে না পাইয়া পাগলের প্রায় হইয়া পড়িলেন। সকলেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনও গ্রন্থ পাইলেন না। তখন তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

> নরোত্তম কহে—'আমি প্রাণ তেয়াগিব।'
> শ্যামানন্দ কহে—'এই অনলে পশিব॥'
> শ্রীনিবাসাচার্য্যের মনে হৈল যাহা।
> কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥

এমন সময়ে হঠাৎ একজন লোক আসিয়া আচার্য্য প্রভুকে বলিলেন—"বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজ-স্থানে।" এই কথা শুনিয়া অপহৃত গ্রন্থ উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্য প্রভু নিজে তথায় থাকিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে খেতুরী এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে অম্বিকা হইয়া উৎকল দেশে প্রেরণ করিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু রাজসভায় প্রবেশ করিয়া গ্রন্থ-চুরির সম্বন্ধে কোন কথা শুনিবার পূর্ব্বেই রাজার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের চরণে চাপিয়া পড়িলেন এবং নিজ দস্যুবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অদোষদর্শী, পতিত-পাবন, শরণাগত পালক ও মহামহাবদান্য আচার্য্য-প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন—তাঁহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন, তখন আর তিনি দস্যু রহিলেন না—মহাবৈষ্ণব হইলেন। আচার্য্যপ্রভু কিছুকাল হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হৈল—'চৈতন্যদাস'। রাজমহিষী এবং রাজকুমার ধীরহাম্বীরও দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

আচার্য্যঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী বা পার্ষদ ও নিত্যসিদ্ধ। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ ভাবের সহায়ক তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা গৌর-মনোহভীষ্টের পূরণকারী তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পূরণকার্য্যে সতত নিযুক্ত হ'ন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে "গৌরাঙ্গের সঙ্গী" বলা যাইতে পারে না। 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত। মহাপ্রভুর হৃদগত ভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভ ভাবের পরিপোষক; সুতরাং তিনি গৌরাঙ্গের "সঙ্গী" বা "পার্ষদ" ও "নিত্যসিদ্ধ"।

গুরু ও শিষ্য

পরমার্থে অধিকার

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাসাধিকারী)

গুরু—বৎস, পরমার্থপথে 'নৃমাত্রাধিকারিতা' অর্থাৎ নরমাত্রেরই অধিকার আছে। পরমার্থপথে শ্রদ্ধা নরমাত্রকেই তাহাতে অধিকার প্রদান করে। জগতের

অধিকাংশ জনগণই গর্দ্দভসদৃশ ভারবাহী, পরমার্থতত্ত্বে তাঁহাদের আদৌ শ্রদ্ধা নাই। সারগ্রাহিগণ পরমার্থতত্ত্বে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারাই পরমার্থতত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। সেই পরমার্থতত্ত্ব আলোচনাকারিগণের অবস্থাভেদে তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, যথা :—কোমল শ্রদ্ধ বা নিম্নাধিকারী, দৃঢ়শ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারী এবং সুদৃঢ় শ্রদ্ধ বা উত্তমাধিকারী।

যাঁহাদের স্বাধীন বিচার-শক্তির উদয় হয় নাই, তাঁহারা কোমলশ্রদ্ধ বা নিম্নাধিকারী। বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। শাস্ত্রকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীভগবদাজ্ঞা বলিয়া না মানিয়া লইলে, তাঁহাদের অধোগতি হইয়া পড়ে। তাঁহারা শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্থূলার্থের অধিকারী, সূক্ষ্মার্থ বিচারে তাঁহারা সমর্থ নহেন। যে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ দ্বারা ক্রমোন্নতিসূত্রে তাঁহারা উন্নত না হ'ন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাসের আশ্রয়ে আন্তরিক যত্ন করিবেন। কোমলশ্রদ্ধজনগণের পতনের আশঙ্কা অত্যধিক, সুতরাং তাঁহারা অতিশয় যত্নের সহিত দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

বিশ্বাসবিষয়ে যাঁহারা সুযুক্তি যোগ করিতে সমর্থ হইতেছেন অথচ সম্পূর্ণ পারঙ্গত হয়েন নাই, তাঁহারা দৃঢ়শ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারী। ইঁহাদের স্বাধীন বিচার-শক্তির উদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই।

বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত পারঙ্গত পুরুষেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধ। তাঁহারা অর্থসকল দ্বারা সহজ এবং স্বাধীন-চেষ্টাক্রমে পরমার্থ-সাধনে সমর্থ। ইঁহারাই সুদৃঢ়শ্রদ্ধ বা উত্তমাধিকারী।

প্রত্যেক সাধকের নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হওয়া উচিত। অধিকারে বিপর্য্যয় ঘটিলে অধঃপতন হয়। নিম্নাধিকারীর কখনও উচ্চাধিকারীর আচার কপটতা ক্রমে গ্রহণ করা উচিত নহে, তবে উচ্চাধিকার লাভের জন্য সর্ব্বদা সরলতার আশ্রয়ে যত্ন করা আবশ্যক, নচেৎ উচ্চাধিকার কখনও লাভ হইবে না। যত্নের সহিত নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী সাধন করিতে করিতে উচ্চাধিকার সহজ হইয়া পড়িলে, বুঝিতে হইবে যে তাঁহার অধিকার উচ্চ হইয়াছে।

বৎস, তুমি বর্ত্তমানে কোমলশ্রদ্ধ। খুব সাবধানে দুষ্টসঙ্গবর্জ্জনে যত্ন করিবে। দুষ্টসঙ্গবর্জ্জনে যথোপযুক্ত সাবধান না হইলে যে কোন সময়ে দুষ্টসঙ্গে তোমাকে গ্রাস করিয়া তোমার অধঃপতন ঘটাইবে। সত্য ও সরলতার আশ্রয়ে নিজ অধিকার উন্নত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। কখনও মিথ্যা ও কপটতাকে আশ্রয় করিও না, তাহা হইলে অনন্তকাল ধরিয়া সাধকের 'কাচ কাচিলেও' তোমার কোনই সুবিধা হইবে না, উপরন্তু বিষম অসুবিধায় পতিত হইবে। কথাগুলি বুঝিলে ত' বৎস?

শিষ্য—প্রভো, বুঝিলাম। আমার হৃদয়ে আপনি যে সকল চিত্রাঙ্কন করিতে প্রয়াস করিতেছেন, যে সকল আপনার কৃপায় ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকুক, আপনার জয় হউক।

ব ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৩ সংখ্যার পর)

আলোক-বর্ত্তমানে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইপ্রকার মায়াদেবীও ভক্তের চিদালোক-বিভাসিত হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন জ্ঞানী, কর্ম্মী, অন্যকামিগণকে মায়া স্বদীয় বিকট করাল কবলে গ্রস্ত করে। কর্ম্মীর ন্যায় কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা অস্থিরচিত্ত নহেন—তাঁহারাই প্রকৃত শান্ত, প্রকৃত নিষ্কাম কিন্তু ভোগকামী ব্যক্তি ভোগাভাবে সতত অশান্তমতি।

কর্ম্মীর হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় সতত কামতরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

মুখে যতই শান্তিকামী হউন না কেন ভক্ত ব্যতীত প্রকৃত শান্তি কাহারও লভ্য হয় না। ভক্ত পর-শান্তি-দানের একমাত্র অধিকারী। কর্ম্মিগণ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা 'এই ভাল, এই মন্দ' এইরূপ বিচার করেন। কর্ম্মীর কর্ম্মাদর্শ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। সে অদ্য যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া সম্পাদন জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছে, কল্যই পুনরায় তাহার নিশ্চয়তা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপর কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতেছে। অদ্য যাহাকে চরিত্র প্রতিভায় অতুলনীয়, দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেছে, দু'দিন পরে তাহারই জীবন নাশে কৃতসংকল্প হইতেছে, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে তাহারই নিন্দা লিপিবদ্ধ করিতেছে, সভাগৃহে তাহারই কুৎসাগানে পঞ্চমুখ হইতেছে। কর্ম্মীর নীতি ত' এইপ্রকার। কত কর্ম্মী দুঃখীর দুঃখ-নিবারক সাজিয়া দরিদ্র দেশবাসীর নিকট হইতে সহস্র সহস্র অর্থ চাঁদা তুলিয়া থাকেন, তৎপর তাঁহার পারিতোষিক প্রবৃত্তি চিরদিনের জন্য গুপ্ত লক্ষিত হয়। ইহা কি সত্যতার মুখাবরণে নিজকে লুক্কায়িত করিয়া দস্যুবৃত্তি নহে? সাক্ষাৎভাবে পরস্বাপহারী দস্যু ত এই শ্রেণীর 'লোকবন্ধু' হইতে বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মীর পরোপকারে আর ভক্তের পরোপকারে কত বিভিন্নতা তাহা সুধী-ব্যক্তি বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারেন। ভক্তই প্রকৃত পক্ষে জীবের ব্যথার ব্যথী। মায়াগ্রস্ত জীবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া সর্ব্বদা ভক্তগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ ভক্ত জীব-দুঃখে দুঃখী শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর একদিন শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি
নরক-ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভব রোগ॥

এই প্রকার প্রকৃত দরদী কর্ম্মী-সমাজে কোথায়? ভক্তের দয়াবৃত্তি প্রাকৃত কর্ম্মীর ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে, ক্ষণিকের অন্ন দুঃখ-মোচন সে দয়ার ফল নহে। ভক্তই প্রকৃত সদ্‌বৈদ্যরাজ, ব্যাধি যেরূপ গুরুতর, তাহার চিকিৎসাও তদ্রূপই বিধান করিয়া থাকেন। জীবের সাময়িক অভাব নিবারণে আর কতটুকু দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে; আপাত দৃষ্টিতে ক্লেশের লাঘব দৃষ্ট হইলেও নিত্য নূতন অভাবই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ বার নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া দুঃখানলে জীব দগ্ধ হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ সুখ বিধান একেবারেই অসম্ভব।

জীবের সাময়িক ক্লেশ মোচন ভক্তের দয়ার উদ্দেশ্য নহে সেইজন্য পরম কারুণিক ভক্ত বৈষ্ণবগণ, যে মায়ানুরক্তিবশতঃ জীবের ভবমহাদাবাগ্নিজ্বালারূপ ক্লেশ ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিয়া জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে সতত চেষ্টাযুক্ত। কর্ম্মী যে ক্ষণিকের অভাব পূর্ণকরণ-দ্বারা জীব-ক্লেশ দূর করিবার প্রয়াস করেন, তাহা শুক্তি দ্বারা সাগরবারি সেচনের ন্যায় বৃথা চেষ্টা মাত্র। সাধুসঙ্গে, সাধু ভক্তের কৃপায় সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ে জীবের যখন কৃষ্ণদাস অভিমান হয়, তখনই তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন, বিমুখমোহিনী মায়াদেবী তখন আর তাঁহাকে নিত্য নূতন ফাঁদে জড়ীভূত করিয়া ক্লেশ দিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালে প্রাকৃত স্বদেশভক্তগণ প্রচলিত রাজ-শাসন অমান্য করিয়া কারা-বরণ করাকেই সম্মানজনক মনে করেন, দেশাত্মবুদ্ধ-প্রণোদিত অনেক কর্ম্মী-প্রবরই কারাগৃহে গমন করাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন ইহার দ্বারা স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের সাহায্য হইবে। এই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত ধারণায় যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা সম্পাদনের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ-উপার্জ্জনাদি, নিজের ক্লেশ বিপত্তি কিছুই গণনা না করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, সেই জন্যই সাধারণ সকলের নিকট এত সম্মানের পাত্ররূপে গণিত হইয়াছেন। যে স্বদেশ স্বদেশ করিয়া তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতেছেন, সেই স্বদেশের প্রকৃত সংজ্ঞা কি? স্বদেশ আমরা কাহাকে বলিতেছি? স্বরূপ-ভ্রমে এই ভব-কারাগার, একান্ত বিদেশ, তাহাই আমাদের নয়নে স্বদেশ-রূপে প্রতিভাত; ভক্তের কৃপায় আমরা এই যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারিতেছি। জীবের প্রকৃত বন্ধু ঈশভক্তগণ জগৎজীবের উদ্ধারের জন্যই কারাকর্ত্রী মহামায়ার রচিত কারাগার-তুল্য ধরণীধামে আগমন করিয়াছেন। এ ভব কারাগারে তাঁহাদের শোধনের আবশ্যকতা নাই, কারণ ভক্ত নিত্যমুক্ত। কিন্তু বদ্ধজীবের প্রতি তাঁহাদের এমনই কৃপা যে তাহাদিগকে নিত্য স্বদেশে লইয়া যাওয়ার জন্য, পরশান্তিধাম প্রকৃত স্বদেশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নিত্য কল্যাণময়ী মৃতসঞ্জীবনী চেতনবাণী পরিবেশনার্থে, তাঁহারা কারাগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তই বদ্ধজীবের প্রকৃত আত্মীয়, তাই মহামায়ার কারাগৃহে বন্দী জীবের কারাবরোধের কারণমূলে যে ঈশ-বিমুখতা বর্ত্তমান তাহা নাশ করিবার জন্য কতই না সাহায্য করিতেছেন।

প্রাকৃতকর্ম্মী প্রতিষ্ঠা-কামী; যিনি প্রচার করেন যে, আমার প্রতিষ্ঠা-কামনা নাই, তাঁহারও অন্তরে কিছুনা কিছু খ্যাতি-কামনা নিহিত আছে। ভক্ত প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠার তুল্য জ্ঞান করেন। তিনি প্রতিষ্ঠাশাকে দুষ্টা চণ্ডালিনী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; সতত প্রতিষ্ঠা-রূপিণী দুষ্টা চণ্ডালরমণীর বিষবৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। ভক্ত জড়জগতের প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহেন, তথাপি প্রতিষ্ঠারই এই রীতি, যে বাঞ্ছা করে না, তাহার যেন আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠা আসিয়া সমুদিত হয়। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ভক্তকে পরিত্যাগ করে না।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে সহজ পরমহংস ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥"

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৵১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৷০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৵০
২৮। গীতাবলী ৵০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৵
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩২। নবদ্বীপশতক ৵
৩৩। অর্থপঞ্চক ৵৲
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৵১০
৬৭। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নিম্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, গ্রন্থ, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামভীষ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ শাদক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম—শ্রীঅচিন্ত্যসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত চতুর্থ সংস্করণ ৸৹

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ।৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পাশ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে অবসাদ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষ্মীবিলাস ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারাম জী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

ALL SORTS OF CARBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS BRUISES ETC

DASS & BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কণ্ডপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ শুক্রবার ৭ই নভেম্বর, ১৯৩০

শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার বিচার

দিল্লী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি মিঃ সেনগুপ্তের উক্তি

সদস্যপদে শ্রীমতি হেমপ্রভা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথকে মিশরে আহ্বান

পণ্ডিতগোবিন্দমালব্য দণ্ডিত

বিদেশী বস্ত্রের আমদানি হ্রাস

বার্দ্দৌলাতে জনসভা

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব

পোষ্টমাষ্টারের আত্মহত্যা

মুর্শিদাবাদে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়

নানা কথা

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার বিচার

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের পত্নী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের এজলাসে সংশোধিত ফৌজদারী বিধির ১৭ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্তা হন। গত ৪ঠা নভেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি ৪ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা নেলী আদালতে এক বিবৃতি করেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি কি করিয়া জানেন আমি জামীন চাই না, কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিব না? ইহাকে প্রকৃত আদালতের বিচার বলে না। ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহার যে কি পরিবর্তন হয় তাহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ হয়। এইজন্যই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাই না।

দিল্লী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি মিঃ সেনগুপ্তের উক্তি

শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দিল্লীতে জন সভায় বক্তৃতা করিয়া রাজদ্রোহ প্রচার করায় তাঁর এক বৎসর এবং ভারতদর্শন অভিযান অনুসারে ছয় মাস ও ফৌজদারী সংশোধন আইনে [illegible] কারাদণ্ডাজ্ঞা হয় সমস্ত [illegible] একসঙ্গে চলিবে।

দিল্লীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই রায় প্রকাশ করিলে, মিঃ সেনগুপ্ত অবিচলিত-চিত্তে রায় শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে অধিকতর শাস্তি পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অতঃপর আমাদের সাক্ষাৎকার হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথকে মিশরে আহ্বান

মিশরের রাজা ফুয়াদ পৌরাই সদ-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়কে আগামী জানুয়ারী মাসের সভার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

উত্তরে হীরেন্দ্র বাবু জানাইয়াছেন যে তিনি এখন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম, কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হই-রাছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে মিশরের অধিবাসীরা প্রাচীন কাল হইতেই সভ্য। স্বাধীনতার সহিতে উঁহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ তথাপি তাঁহারা আজ ভারতবাসীর ন্যায়ই সাম্রাজ্যবাদের জালে নিজড়িত। তিনি ভারতের বর্ত্তমান অহিংসা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মিশরের অধিবাসীদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

সদস্য পদগ্রহণে শ্রীমতী হেমপ্রভা

ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী হেমপ্রভা [illegible] নিখিল ভারত কংগ্রেস [illegible] সদস্য পদ গ্রহণ করিতে সম্মত [illegible]

পোষ্টমাষ্টারের আত্মহত্যা

নোয়াখালি হইতে সংবাদ [illegible] যে ত্রিপুরা জেলার চিওরী পোষ্ট [illegible] পোষ্টমাষ্টার নবীনচন্দ্র দে একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ঐ দিন সকাল বেলায় পোষ্ট অফিসের ইনস্পেক্টার পরিদর্শনে আসিয়া দেখেন যে অফিসে পোষ্টমাষ্টার মহাশয় নাই। অফিসের খাতাপত্র পরীক্ষা করায় জানিতে পারা যায় যে ২৩৮ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে

অনুসন্ধানে প্রকাশ ঐ পোষ্টমাষ্টার মহাশয় আত্মহত্যা করিয়াছেন। মৃতদেহ সৎকারের জন্য আত্মীয়দিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

আগামী পূজার ছুটিতে বহরমপুরে নদীয়া ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য দণ্ডিত

এলাহাবাদে পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অভিযোগ উপস্থিত হয়। এলাহাবাদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং পাঁচশত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য প্রসিদ্ধ দেশ-নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক।

রায়ে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তিনি কংগ্রেস নেতাদের অনেক বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য যেরূপ উগ্র বক্তৃতা দিয়াছেন সেরূপ বক্তৃতা একটিও পড়েন নাই।

আসামী বহুবার গবর্ণমেণ্টের অবিচার ও অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আসামী বয়কটের নীতি সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বিলাতী কাপড় বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পিকেটিং অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদে শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য মহোদয় সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী, পাঁচথুপী, রসোড়া, জজান, বাগিয়া, জেমো, শিবসপাড়া ও দিনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম ঘুরিয়া বহরমপুরে গিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি কায়স্থ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচথুপী বৈষ্ণব সভায় ৭০ টাকা, বাণী মন্দিরে ২৭০ টাকা, রসোড়া কায়স্থ সভায় ২৫ টাকা, বহরমপুর কায়স্থ সভায় ১ শত টাকা, কান্দী কায়স্থ সভায় ৫০ টাকা ও কয়েকটি দেবালয়ে ২ শত টাকা দান করিয়াছেন। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ, বিবাহে ব্যয়সংক্ষেপ ও পণ প্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার, আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলন, স্বদেশী ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বক্তৃতাদি করিতেছেন।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের প্রথম দণ্ড গত অসহযোগ আন্দোলনে ১৯২২ সালে ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য ৩ মাস সশ্রম কারাবাস।

দ্বিতীয় দণ্ড রেঙ্গুনে রাজদ্রোহ প্রচার জন্য রেঙ্গুনের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দশ দিন বিনাশ্রম কারাবাস।

তৃতীয় দণ্ড কলিকাতায় জেস্কা পুষ্করিণীর নিকট নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করায় ছয় মাস সশ্রম কারাবাস।

গত ২৫শে অক্টোবর অমৃতসরে ১৪৪ ধারা অমান্য সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অমৃতসরের ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযোগের প্রত্যাহার করেন।

দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে ১২৪ক ধারায় শমন পাঠাইয়া অমৃতসর জেল হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেন।

কলিকাতায় নূতন আদালত

কলিকাতা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য একটী বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এজলাসে ষোলটী বোমার খোল উপস্থিত করা হয়।

সরকারী উকিল বলেন যে, এই মামলায় ১৩ জন আসামী। ইহারা সকলেই শিক্ষিত যুবক এবং সামাজিক মর্য্যাদা বিশিষ্ট। আসামীদের মধ্যে তিন জন বিজ্ঞান এবং ডাক্তারির গ্রাজুয়েট এবং একজন কলিকাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার।

একজন মাড়োয়ারি যুবক দুই শত টাকা সঙ্গে লইয়া ঘাটশিলার খেয়াঘাটে আসিয়া খেওয়ার পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নদী সন্তরণ করিয়া পার হইবার চেষ্টা করে। সে খরস্রোতা সুবর্ণ রেখার স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া জলমগ্ন হয়। পরদিবস তাহার লাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু টাকার থলিয়াটী পাওয়া যায় নাই।

আরও দুইজন লোক পারকই নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বার্দ্দোলীতে জনসভা

গত ২রা নবেম্বর তারিখে বার্দ্দোলীর বিশিষ্ট অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কেশব লাল, নগীন দাস এবং জেঠালাল রামজী সাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটী জনসভার অধিবেশন হয়। মাড়োয়ারি যুবসঙ্ঘের ডিক্টেটার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভাপাতিয়া সভাপতির আসন সুশোভিত করেন। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়। পুলিশ অনেক ছিল বটে কিন্তু কোন গোলমাল করে নাই।

সভাপতির ঘোষণা মতে বর্ত্তমান সপ্তাহ গান্ধী সপ্তাহ এবং ৫ই নবেম্বর জুবলী মিছিল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সভাস্থলে বার্দ্দোলীর কৃষকদের দুর্দ্দশা, তাহাদের ইংরাজ রাজ্য ত্যাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

গোল টেবিল বৈঠক সংবাদ

৩রা নবেম্বর অপরাহ্নকালে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের এক প্রাথমিক সভা হইয়াছিল। সেণ্ট জেমস্‌প্রাসাদের সিংহাসন কক্ষে সভার অধিবেশন হয় এবং ৫৭ জন ভারতীয় প্রতিনিধির ভিতর ৫৫ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় আগা-খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার বৈঠকের কার্য্য তালিকা এবং অন্যান্য খুটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। ৫ই নবেম্বর তারিখে উক্ত প্রাসাদে প্রতিনিধিদিগের পুনরায় সভা হইবার কথা হয় উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যে সকল সংবাদের প্রয়োজন হইবে, সেই সকল তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য বৈঠকের জেনারল সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা হয়।

গোলটেবিলের উদ্বোধন

ভারতীয় কংগ্রেসের লণ্ডন শাখা এক বিরাট অধিবেশনের আয়োজন করেন। লণ্ডনে উপস্থিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তাঁহারা যোগদান করেন নাই। কয়েকজন জানাইয়াছেন যে তাঁহারা অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

আগামী ১২ই নবেম্বর তারিখে গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন হইবে; তবে ১৭ই নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ইহার কার্য্য পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ষড়যন্ত্র মামলার রায়

আলিপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল সরিষাবাড়ী ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিয়াছেন।

অভিলয়ার নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্ত হইয়াছেন।

শিশির রায় এবং তারক কর বিস্ফোরক পদার্থ রাখিবার অপরাধে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড পাইয়াছেন।

শিশির, অবনী ঘোষ, সুনির্ম্মল সেন ও ক্ষিতীশ চৌধুরী বিস্ফোরক প্রস্তুত করিবার অপরাধে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে আসামীরা মানিকতলা একটী কেমিক্যাল কোম্পানী হইতে বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করেন।

কংগ্রেস ডিক্টেটরের দণ্ড

কংগ্রেসের পঞ্চম ডিক্টেটর মিসেস্ বেদীর প্রতি ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, মিসেস্ জৈরাণীর দুই শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুইমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, পণ্ডিত এম, এন, হাক্সরের প্রতি ৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও আর ৪ জনের প্রত্যেকের প্রতি দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিসেস্ বেদীকে বি শ্রেণীতে, মিসেস্ জৈরাণী ও পণ্ডিত হাক্সরকে "এ" শ্রেণীতে ও বাকী অন্যান্য সকলকে "বি" শ্রেণীতে দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২৫ জন গুর্খারও কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব

গত ৪ঠা নভেম্বর পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় বৈকালিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল পুরী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ট্রাইবিউনালের বিচারাধীন আসামীদিগকে মামলার শুনানী হইবার ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারাবলে সরকার পক্ষীয় সাক্ষীদের তালিকা ও প্রমাণ এবং জবানবন্দী গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব ৩টি অধিক ভোটে সভায় গৃহীত হইয়াছে এবং সরকারের পরাজয় হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার অভিষেক উৎসব

গত ২রা নবেম্বর তারিখে আবিসিনিয়ার সম্রাট রাসতেফারির অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল। রয়টার বলেন যে এই উপলক্ষে আদিম বর্ব্বর যুগের আড়ম্বর প্রদর্শিত হয় এবং বিশেষভাবে নির্ম্মিত একটী গীর্জ্জায় এই উৎসব সম্পন্ন হয়।

আবিসিনিয়ায় এখনও আদিম যুগের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত আছে। বৈদেশিক দূতগণ নবাভিষিক্ত সম্রাটকে অভিনন্দিত করেন।

বিদেশী বস্ত্রের আমদানি হ্রাস

গত বৎসর আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রায় সাত লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় আমদানি হয়। বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসে প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় আমদানি হইয়াছে। অর্থাৎ শত করা ৭৫ টাকা মূল্যের কাপড় কম আমদানি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বিলাতী কাপড় আমদানি শত করা ৬৬ করিয়া কমিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ২রা নভেম্বর বা ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী দিবসে কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব কীর্ত্তন মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত নাটা-মন্দির-প্রাঙ্গণে মঙ্গলারাত্রিকের সময় হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত নাম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। অনন্তর অপরাহ্নে কীর্ত্তিত হইলে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের অনুগতাভিমানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে থাকেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য শ্রীঅর্চ্চা মূর্ত্তিকে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর সুউচ্চ আসনে রাখিয়া পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। প্রভুপাদ দৈন্যভরে বাবাজী মহারাজের আলেখ্য মূর্ত্তিকে দণ্ডবৎপ্রণতি বিধান করিয়া সমবেত সজ্জনসমক্ষে বলিতে লাগিলেন—

"আজ মদীয় গুরুপাদপদ্মের অপ্রকট বাসর। কিন্তু আমরা জানি তিনি আমাদের নিকট নিত্য প্রকট। সেব্য বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই সেবক আশ্রয়বিগ্রহ গুরুরূপে প্রকটিত হইয়া আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ জীবোদ্ধার-লীলা প্রকট করেন। সেই গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত কাহারও কৃষ্ণভজন সম্ভব হইতে পারে না। কৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বভজন বিতরণ করেন বলিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণতি ব্যতীত—গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য ব্যতীত কাহারও নিত্য মঙ্গল লভ্য হইবার নহে। একগুরুবাদ, জগদ্গুরুবাদ, মহান্তগুরুবাদ, 'আমার গুরু, তোমার গুরু'বাদ প্রভৃতি বিচার-দ্বারা গুরুতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি করিলে গুরু-দর্শন না হইয়া লঘুদর্শনই প্রবল হয়। গুরুতত্ত্ব এক, তাঁহাতে লঘুত্ব বলিয়া কোন সঙ্কীর্ণতা আদৌ থাকিতে পারে না।

গুরুদেব গোলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তর্কপন্থা, অশ্রৌতপন্থা বা আরোহপন্থা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া শ্রৌতপন্থা বা অবরোহপন্থা স্বীকার পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে নমস্কার বিধান করিতে হইবে। 'ন'কার অহঙ্কার-বাচক এবং 'ম'কার তন্নিষেধক। আধ্যক্ষিক বা প্রাকৃতেন্দ্রিয়জাত জ্ঞানপ্রয়াস দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরুপাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক তন্মুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণপুটে সেবা করিতে থাকিলে অজিত ভগবান্‌কেও জয় করা যায়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ও সর্ব্বসংশয় নিরাকৃত হয়, হৃদয়ের যাবতীয় মালিন্য দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অসামান্য রূপ-মাধুরীর দর্শন লাভ হয়।

কৃষ্ণ 'আমার ভজন কর' বলিলে কেহ যদি মনে করেন, 'কৃষ্ণ স্বার্থপর, তজ্জন্য তিনি আমাদিগকে দিয়া তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইতে চান', তাই কৃষ্ণই সেবক-বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক গুরুরূপে—আচার্য্যরূপে স্বয়ং কৃষ্ণভজন করিয়া ভজন-ফল যে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-লাভ এবং সেই প্রেমধন-লাভেই যে জীবের অনাদিকালের দারিদ্র্যমোচন, পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দ-প্রাপ্তি ব্যতীত জীবের অন্য কোন অর্থ-প্রাপ্তি বা প্রয়োজন-লাভ যে তাঁহার নিরানন্দ দূরীকরণে আদৌ সমর্থ নহে, তাহা নিজ আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করেন। গুরুকৃপালব্ধ জীবই বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণের স্বার্থ বা নিজ প্রয়োজন বলিতে ভক্তপ্রেমাধীনত্ব এবং ভক্তেরও স্বার্থ বলিতে কৃষ্ণপ্রেমাধীনত্বকে লক্ষ্য করে। গুরুকৃপাবলেই জীবের এই স্বার্থ জ্ঞান লাভ হয়, জীব তখন একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত জগতের কোন কর্ত্তব্যকেই বহুমানন করেন না।

'আমার গুরুপাদপদ্ম' বলিতে গিয়া প্রভুপাদ দৈন্যভরে আমাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বলিলেন—অত্যন্ত দাম্ভিক বিদ্যাধনকুলমদোন্মত্ত হইয়াও আমি 'আমার গুরু' বলিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করি, কিন্তু গুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া 'আমার গুরু' বলিবার এমন কি স্পর্দ্ধা আমার আছে? 'আমার গুরুপাদপদ্ম' বলিবার অত্যন্ত অযোগ্য পাত্র আমি। তথাপি গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়া আমার জড় পাণ্ডিত্যাদিকে শিক্ষার প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তুমি সব ছাড়িয়া আমার কাছে এস, আমি তোমাকে উত্তম বাসস্থান দিব, তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা দিব, তুমি এখানে আসিয়া কৃষ্ণভজন কর।" এত কৃপা আমার গুরুপাদপদ্মের।

বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ আমার গুরুদেব। আমরা বাল্যকালে স্কুলে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা॥" প্রভৃতি শ্লোক পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ভগবানের 'বৈরাগ্য' বলিয়া একটী ঐশ্বর্য্য আছে জানিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছি আমার গুরুপাদপদ্মের বৈরাগ্য হইতে। এরূপ বৈরাগ্য মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না; মানুষ কনক-কামিনী ছাড়িলেও প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িতে পারে না, প্রতিষ্ঠাশা থাকিতে ফল্গু-বৈরাগ্য ব্যতীত কখনও প্রকৃত বৈরাগ্য সম্ভবপর হয় না।

আমার গুরুপাদপদ্মের অবস্থানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। তিনি অনিকেত ছিলেন। ভাগীরথীতটে একটী সামান্য ছৈয়ের নিম্নে থাকিয়া তিনি ভজন করিতেন। এক সময়ে বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী আমরা যাঁহার শিষ্য অভিমান করিয়া থাকি, তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া ভাগীরথী-তীরে আগমন পূর্ব্বক বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিয়া নিবেদন করেন, তাঁহার ভবনে একবার তাঁহার (বাবাজী মহাশয়ের) পদধূলী দিতে হইবে। তাহাতে বাবাজী মহাশয় বলেন—"তুমি রাজ্যাদিকে তোমার সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া এখানে এস, আমি তোমাকে খাওয়া পরা ও থাকার স্থান সমস্তই দিব, তোমার কোন রাজস্ব দিতে হইবে না, তুমি নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিতে পারিবে; কিন্তু আমি তোমাদের ওখানে গেলে শেষে আমাকে হয়ত রাজস্ব না দেওয়ার দরুণ রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, সুতরাং আমি কোথায়ও যাইব না।" আর এক-সময় কোন ব্যক্তি নবদ্বীপে ৫ কাঠা জমি কিনিয়াছেন বলিয়া বাবাজী মহাশয়কে জানাইতে আসিলে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বলেন—"যে নবদ্বীপের একটী ধূলিকণার মূল্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য একত্র করিয়াও কেহ দিতে পারে না, আর সেই নবদ্বীপে আপনি ৫ কাঠা জমি কিনিয়াছেন? তাহা হইলে ত' আপনি একজন মস্ত বড়লোক। তা' আমি ক্ষুদ্র লোক, ওরূপ স্থানে বাস করিবার যোগ্যতা আমার নাই।" অর্থাৎ তাঁহার শিক্ষা, যাঁহারা শ্রীধামে প্রাকৃত বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহারা মনে করেন, টাকা খরচ করিয়াই শ্রীধামের বাসিন্দা হওয়া যায়; কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ধামবাস বলে না। যথার্থ ধামবাসী হইতে গেলে ধামবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত হইতে হইবে।

গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে গুর্ব্ববজ্ঞা নামক নামাপরাধ হইয়া যায়, তাহাতে কখনও ভজনোন্নতি হয় না। আপনাকে লঘুজ্ঞানে গুরুতত্ত্বের শরণাপন্ন হইলেই গুরুকৃপা-বলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয়। গুরুদেব মনোধর্ম্মী জীবকে যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা জপ করিতে করিতেই তিনি মননধর্ম্ম হইতে নিস্তার লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলানুশীলনের সৌভাগ্য লাভ করেন। গুরু-কৃপায় জীব দিব্যজ্ঞান-লাভরূপ দীক্ষা লাভ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। গুরুপাদপদ্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা হইতে পারে না, গুরুদেবকে কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন দর্শন করিলেও অজ্ঞান-তিমির ঘুচিবে না। গুরুদেব আপনাকে দৈন্যভরে শ্রীচৈতন্যের দাস অভিমান করিলেও শিষ্য তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বিগ্রহ—তাঁহার অত্যন্ত প্রেষ্ঠ বা প্রিয়জন বলিয়াই জানিবেন।

দুই চারিখানি পুঁথি মুখস্থ করিয়াই আমরা আমাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি এবং সেই জ্ঞান-বলে সাধু-নিন্দা, গুর্ব্ববজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধের আবাহন করিয়া নরকযাত্রা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্ম তাদৃশ জ্ঞানের অহঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়া শুদ্ধভক্তি-যোগাবলম্বনে কৃষ্ণৈকশরণ হইতে বলেন। গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টের সংস্থাপক, তাঁহার শিক্ষা মানবজাতির মধ্যে প্রচারিত হইলে মানবজাতি সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া সত্য সত্য লাভবান্ হইতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে আমরা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রালোচনা-মুখে তাঁহার শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রচার করিতে পারিব।"

শ্রীল প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা প্রায় আড়াই ঘন্টাকাল কীর্ত্তন করেন। "গৌড়ীয়" পত্রিকায় তাঁহার উক্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম যথাযথ সবিস্তারে প্রকাশিত হইবে। আমরা আমাদের স্মৃতিপথে যাহা কিছু ধারণ রাখিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে অসংলগ্ন ভাবে

লিপিবদ্ধ করিলাম। বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌরকিশোর।"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই বিপ্রলম্ভগীতিটী এবং "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন"—এই প্রার্থনাটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় তাঁহার সুললিত কণ্ঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্যান্য পদাবলী গান করেন। অনন্তর উদ্দণ্ডনৃত্য ও মুহুর্মুহুঃ গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের জয়গানের সহিত মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে রাসোৎসবে যাত্রিসমাগম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে বহু যাত্রি-সমাগম হইতেছে। অভিন্নমথুরাধাম শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী মহাযোগপীঠে, অভিন্ন-শ্রীরাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে, শ্রীঅদ্বৈতভবনে এবং অভিন্ন শ্রীগিরিরাজ রাধাকুণ্ডতট ব্রজপত্তন শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবন শ্রীচৈতন্য মঠে ভক্তগণ সমবেত যাত্রিসাধারণের নিকট শ্রীধামে আগমনের উদ্দেশ্য, শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম এবং শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরকৃষ্ণের দর্শনোপায়, শ্রীরাধাগোবিন্দের রাসদর্শনের যোগ্যতা লাভ কি প্রকারে হয়, শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তির বিচার প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ধামে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতেছেন। অর্থব্যয় ও নানাবিধ ক্লেশ স্বীকারের প্রকৃত সার্থকতা কিসে হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যাঁহারা প্রাকৃত চর্ম্ম চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক নূতন নূতন স্থানের কতকগুলি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াই ধামদর্শন হইল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন না।

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।"—ইহাই মহাজনবাক্য। যাঁহারা তীর্থভ্রমণ দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের তীর্থ-ভ্রমণে কেবল পরিশ্রম মাত্রই সার হয়। পরন্তু যাঁহারা তীর্থে আসিয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গ-ক্রমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-লাভ কিসে হয় তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হন, তাঁহাদেরই তীর্থযাত্রা সার্থক। নিরীহ যাত্রিগণকে এই সকল সাধু-শাস্ত্র-বাক্য বুঝাইয়া দিলেই তাঁহাদের প্রকৃত উপকার করা হয়, নতুবা ঠাকুর দেখাইবার নামে তাঁহাদের নিকট হইতে নানা কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন এবং সেই অর্থ দ্বারা ঠাকুরসেবা করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগ করিলে যাত্রিগণের উপকার করা ত' দূরের কথা, তাঁহাদের অপকারই করা হইয়া থাকে।

ঠাকুর দেখাইয়া ভগবানের নাম, মন্ত্র, চরণামৃত ও প্রসাদবিক্রয় এবং ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই অর্থ দ্বারা জড়েন্দ্রিয়তর্পণ ভগবচ্চরণে অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক। যাঁহারা সেই অপরাধের আবাহন করেন এবং যাঁহারা সেই অপরাধের প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা উভয়েই নরকগতি লাভ করেন, ইহা শাস্ত্র ও মহাজনগণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ বিশেষ অবহিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে এ সকল কথা বিচার করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

গৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী

গত ১৯শে কার্ত্তিক বুধবারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা হইতে গৌড়ীয় মঠে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। একপক্ষ কাল উহা উন্মুক্ত থাকিবে। ইহাতে জৈব-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা, মানবজীবনের কর্ত্তব্য, শুদ্ধা ও বিদ্ধাভক্তি। পার্থক্য প্রদর্শন-মূলে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-বিচার এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয় বহুপ্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলা কৌশলের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ মূল্য নাই। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনী

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমার্থ-কথা শ্রবণ পিপাসু সজ্জনগণের নিকট পরমার্থ-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রে যথা সময়ে সেই সকল বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইবে।

ভক্তরাজ—শ্রীবাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০২ সংখ্যার পর)

চাতুর্ম্মাস্য-শেষে মহাপ্রভু সমস্ত গৌড়দেশবাসী ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় সাক্ষাৎকার-জন্য উপদেশ দিয়া বিদায়দানের সময় শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী শ্রীবাস পণ্ডিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে নিত্য নর্ত্তনাঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন। কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥"

মাতৃবৎসল মহাপ্রভু মাতাকে সান্ত্বনার্থ শ্রীবাস-হস্তে প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ দিয়া দিলেন এবং শ্রীবাসকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নিত্যই মাতার সহিত সাক্ষাৎকার ও মাতৃ-পাচিতান্ন ভোজন করেন, মাতা যেন তাঁহার (মহাপ্রভুর) তাঁহাকে (মাতাকে) ত্যাগ-জনিত কোন দুঃখ অনুভব না করেন। (চৈঃ চঃ ম ১৫।৪৫-৭৬)।

তৃতীয় বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নীলাচল যাত্রা করেন, সেই বৎসর শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী, সীতা-ঠাকুরাণী, শিবানন্দ-পত্নী, চন্দ্রশেখর-পত্নী প্রভৃতি ঠাকুরাণীগণও মহাপ্রভু-দর্শনে যাত্রা করেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মালিনী দেবী মহাপ্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া প্রভু-সেবা করিয়াছিলেন, যথা—"প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী। 'ভক্ত্যে দাসী'-অভিমান, স্নেহেতে জননী। (চৈঃ চঃ ম ১৬।১৬, ২২, ৫৬)

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণলীলাভিনয় করিলে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন-গমনপথে পাণিহাটিতে রাঘবভবনে একদিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, যথা—

"একদিন প্রভু তথা (রাঘব-ভবনে) করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস॥" (চৈঃ চঃ ম ১৬,২০৫ এবং চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব স্থান, যথা—

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥ এই চারি ঠাঞি প্রভু। সদা আবির্ভাব। প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫)। অন্যত্র—"এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন। শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥ নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে। নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে। (চৈঃ চঃ অন্ত্য। ২।৭৯,৮০)।

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণে মনে বিস্ময় জন্মে। বর্ষান্তরে শ্রীবাসাদি ভক্ত নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু—'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—এই উত্তর প্রদান করেন। শ্রীবাস তখন ত্রিবেণীতে হরিদাসের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন —প্রকৃতিদর্শনকারীর উহাই প্রায়শ্চিত্ত। যথা—"হরিদাস কাঁহা'—যদি শ্রীবাস পুছিলা। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা॥ তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল। যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥ শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত। প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥ (চৈঃ চঃ অ ২।১৬০-১৬৫)।

শ্রীসনাতনগোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে নীলাচলে আসেন। এদিকে রথযাত্রাকালে গৌড় হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের সহিত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মিলন করান। (চৈঃ চঃ অ ৪।১০৭-১০৮)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় রথযাত্রার সময় গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিলেন। রথযাত্রা দিনে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সাতসম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল বাজিল। পূর্ব্বের ন্যায় অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত গদাধর এই সপ্ত কীর্ত্তনীয়া সপ্তস্থানে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (চৈঃ চঃ অ ৭।৭০,৭১)।

অদ্বৈত-প্রমুখ নীলাচলযাত্রী ভক্তবৃন্দমধ্যে শ্রীবাস, যথা—"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সব অগ্রগণ্য। আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য॥" (চৈঃ চঃ অ ১০।৪) পুনরায় সপ্তসম্প্রদায়ের বেড়া-সঙ্কীর্ত্তনে সপ্তকীর্ত্তনীয়ার মধ্যে শ্রীবাস—অষ্টম, (চৈঃ চঃ অ ১০।৬০)। গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দের মহাপ্রভুকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা হইলে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী প্রভু বিশুদ্ধ ভোজনে উপবেশন করিলেন। গোবিন্দ প্রত্যেক নৈবেদ্যদাতা গৌড়ীয়ভক্তের নামোল্লেখপূর্ব্বক পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের নৈবেদ্য সম্বন্ধে বলিলেন—"শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার। পিঠা,পানা,অমৃতমণ্ডা, পদ্মচিনি আর॥" (চৈঃ চঃ অ ১০। ১১৯)। মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণকারী গৌড়ীয় ভক্তগণের অন্যতম শ্রীবাস। —(চৈঃ চঃ অ ১০।১৩৯)।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা). ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত শুদ্ধগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-সাধারণ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীপ্রেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীভূষণ-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ সেনগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য মনোহর

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সু বধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পাশ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] বয় ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] তরুণাস্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকাম্বান্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রী-ধারণ কারক সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যা জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

OF ALL SORTS OF CURBUNCLES [illegible] BOILS, CUTS BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহে রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সতকাটা, থুজন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—দাদ, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স
হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌড়- নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ শনিবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

অসতর্কতায় মোটরবাস বিধ্বস্ত

সভায় সম্রাটের অভিভাষণ

ট্রেণে খানাতল্লাসে কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

৫০০ শত বোমা আবিষ্কার

বেলারী জেলে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়ার

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

২ হাজার নরনারীর গ্রাম হইতে প্রস্থান

মহিলা-সভা ও শোভাযাত্রা

রেলকর্ম্মচারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নানা কথা

অসতর্কতায় মোটর বাস্ বিধ্বস্ত

গত ২১শে কার্ত্তিক বুধবার অপরাহ্ণ ৬-৩০ মিনিটের সময় নবদ্বীপ লাইটরেলওয়ের আমঘাটা ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে একখানি মোটরবাস ২৫।৩০ জন আরোহি সহ নবদ্বীপাভিমুখে যাইতেছিল, এবং নবদ্বীপ হইতে একখানি বাস্ কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছিল। উভয় বাস উপরিউক্ত স্থানে পাশা পাশি যাইতে একখানি বাস্ রেল লাইনের উপর উঠিয়া যায় তথা হইতে নামিতে গিয়া বাসখানি উল্টাইয়া পড়িয়া অধিকাংশ ব্যক্তি বিশেষ জখম হইয়াছে। আরোহীদের মধ্যে অনেক ভদ্রমহিলা [illegible] শিশু পুত্র ছিলেন। [illegible] একটি শিশুর চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরোহীদের মধ্যে যে ২।১ জন লোক আহত হয়েন নাই তাঁহারা আহত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে মোটরট্যাক্সি করিয়া কৃষ্ণনগর হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যায় মোটর চালক পলাতক অবস্থায় আছে। উক্ত বাসখানি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোটর চালকগণের এরূপ অসতর্কতা বিশেষ অপরাধজনক।

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

গত ৫ঠা নভেম্বর পুলিস শ্রীযুক্ত [illegible] সরকারের বাটিতে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, দোগাছি ডাকাতী সম্পর্কে এই খানাতল্লাস। অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

উদ্বোধনে সম্রাটের অভিভাষণ

পার্লামেন্টের উদ্বোধন উপলক্ষে সম্রাট যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন মহাসভায় রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে সেই অভিভাষণ সম্পর্কে এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। প্রস্তাবের পক্ষে ২৫০ এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে ২৮১ ভোট হওয়াতে মহাসভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

গ্রাম হইতে ২ হাজার নর-নারীর প্রস্থান

বোরসাদ, এই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ রাধবপুরের দুই হাজার নরনারী তাহাদের গৃহ-পালিত গবাদি পশু সঙ্গে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ২শতাধিক বাড়ীতে তালা চাবি পড়িয়াছে। পুলিস তথায় এখনও ছাউনীতে অবস্থান করিতেছে। তাহারা ষ্টেটের সর্দারের বাংলো ও ষ্টেটের অন্যান্য বাড়ীতে পাহারা দিতেছে। পুলিস যাহাদিগকে খুঁজিতেছে তাহাদিগকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

ভাটনী কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত অপূর্ব্বকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষাল, ও শ্রীযুত রবিচন্দ্র, নীতি-প্রদর্শন অর্ডিনান্সের বিধানানুসারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার গোলাম কাদিরের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহারা মামলায় কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

রেল কর্ম্মচারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বি, এন, রেলের একজন হেড মিস্ত্রী ও আর ২ জন কর্ম্মচারী গোরক্ষপুরের দায়রা জজের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গত আগষ্ট মাসে তাহারা রেল সরাইয়া একখানা যাত্রী গাড়ী ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল। অন্য এক কর্ম্মচারীকে চোরী করা মিস্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল। হাইকোর্টের আপীলেও দণ্ড বাহাল আছে।

বেলারী জেলে শ্রীযুত রাজা গোপালাচারিয়ার

তামিল নাড়ু কংগ্রেসকমিটির সভাপতি শ্রীযুত সি, রাজা গোপালাচারিয়াকে মাদ্রাজ হইতে বেলারী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বিকানীরের নূতন প্রধান মন্ত্রী

কোন কোন সংবাদপত্রে বিকানীর রাজ্যের জন্য নূতন মন্ত্রী নিয়োগের জনরব প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই জনরব সত্য নহে। উক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সার মনুভাই মেহতা গোল-টেবল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে উপস্থিত আছেন। প্রধান মন্ত্রীর উপর বিকানীর মহারাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমে নাই। গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য শেষ হইলেই তিনি বিকানীর রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য

রবীন্দ্রনাথের পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে তার করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক হইতে ৩রা নবেম্বর তারিখে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে তিনি অনেকটা ভাল বোধ করিতেছেন।

বোমার সম্পর্কে গ্রেপ্তার

কলিকাতার বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সত্যরাণী দত্ত ও কালীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বুধবার কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ তাঁহাদিগকে খালাস দিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ত্তমান জামীনের মেয়াদ ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভোলানাথ দত্তকে ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

করাচীতে খানাতল্লাস

সম্প্রতি করাচীতে যে বিপ্লবাত্মক দেওয়াল বিজ্ঞাপন বিভিন্ন রাজপথের ধারে দেওয়ালে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ও সিন্ধুর সত্যাগ্রহ বুলেটিন সম্পর্কে সিন্ধুর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন গত ২রা নভেম্বর অপরাহ্ণে সহরের পাঁচ ছয় জায়গায় একযোগে খানাতল্লাস আরম্ভ করেন। বুলেটিন ছাপার কোন যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পুলিশ কলিকাতার উত্তর অংশে নানাস্থানে খানাতল্লাস করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী।

পুলিশ ৬নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের মেডিক্যাল মেস খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। এবং রাজসাহীর নরেশচন্দ্র তালুকদার ও মৌলবীবাজারের কণাভূষণ দে-কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহারা মেডিক্যাল কলেজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

পুলিস ৫৭নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র লইয়া যায় এবং মেডিক্যাল কলেজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র প্রভাতকুমার মল্লিককে গ্রেপ্তার করে। সুনীলচন্দ্র রায় নামক ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের জনৈক ছাত্রকে পুলিস তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলে।

৬১নং সীতারাম ঘোষষ্ট্রীটে এক মেসে খানাতল্লাস করিয়া পুলিস এম, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র নীরেশ্বর সেনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তিনি বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামের অধিবাসী এবং সিন্ডিকেট ওয়ার্কসের কর্ম্মচারী।

পুলিস সেণ্ট্রাল এভিনিউর এক বাড়ীতেও খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, তথায় তাহারা কোনও আপত্তিকর জিনিষ পায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সম্প্রতি কলিকাতায় ও পূর্ব্ব বঙ্গের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক অপরাধ সম্পর্কে ঐ সমস্ত খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রেণে খানাতল্লাস কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

৪ঠা নভেম্বর প্রাতে ভৈরবের ট্রেণ আসিয়া পঁহুছিলে ট্রেণের বহু কামরায় খানাতল্লাস করা হয়। স্থানীয় কলেজের একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের কোন কর্ম্মচারীর ২টি পুত্র (উভয়েই ছাত্র) ও একজন ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ দিন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিত্যাগীর ছাদে নাকি একটী ছোট কাগজের বাক্সে রিভলভারের অনেক টোটা পাওয়া গিয়াছে।

অনশনে ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদী

৫ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ১২ জন কয়েদী বর্ত্তমানে সেন্ট্রাল জেলে আছেন। জেলের ব্যবহারের প্রতিবাদে তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ শোভাযাত্রার জের

সোমবার রাত্রিতে এলাহাবাদের শোভাযাত্রার ঘটনা সম্পর্কে শ্রীযুত গুরুনারায়ণ খান্নাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিকারপুরের ৮ম অধিনায়কের ২ বৎসর কারাদণ্ড

শিকারপুরের ৮ম অধিনায়ক ২বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মহিলা-সভা ও শোভাযাত্রা

গত ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় পিমুলতলায় স্বেচ্ছাসেবিকাদের এক সভা হইয়াগিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু স্ত্রী পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কোতোয়ালী পাড়া কংগ্রেসকমিটির উদ্যোগে একটী শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিরুপদ্রবে পরগণার প্রধান পথগুলি পরিভ্রমণ করে।

পিকেটিংএ দাঁড়ানর অপরাধে গ্রেপ্তার

করাচীতে মদের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য গত ৩রা নভেম্বর অপরাহ্ণে সহরের নানাস্থানে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩রা নবেম্বর জেলে বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, এন, রিচার্ডসন বলিয়াছেন, পিকেটীং অর্ডিন্যান্স অনুসারে কেবল দাঁড়াইয়া থাকাও অপরাধ, তাহারা কোন খরিদ্দারকে মদের দোকানে প্রবেশে জোরপূর্ব্বক বাধা দিয়াছিল কি না, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

প্রত্যেক মামলায় কেবল ১জন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সাক্ষ্য দেন। ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবককে ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ১ জন ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ২ জন স্বেচ্ছাসেবক মুসলমান।

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

গত ৪ঠা নভেম্বর রাত্রিতে করাচীর আইন ভঙ্গকারীদের লইয়া পুলিস কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। করাচীর কতিপয় মদের দোকানের সম্মুখ হইতে পুলিস ১৯ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করে। এই ব্যাপার অবলম্বনে জনতার মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। সন্ধ্যা ৭॥০ টার পর কয়েক হাজার লোক একটা স্থানে আসিয়া সমবেত হয়। অল্পক্ষণ পরেই নাকি জনতার মধ্য হইতে পুলিসের প্রতি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পুলিসের দলের নিকটে যে কয়েদী গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল, তাহার চতুর্দ্দিকে জনতা ঘিরিয়া দাঁড়ায়। পুলিস অতঃপর জনতাকে সতর্ক করিয়া দিয়া লাঠী দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করে। উভয় পক্ষে হট্টগোলের মধ্যে একজন সাব ইন্‌স্পেক্টর ও অপর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আহত হয়েন। জনতার মধ্য হইতেও প্রায় ৩০ জন লোক জখম হয়।

যে সকল পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের বিচার আগামী শনিবার জেলের মধ্যে আরম্ভ করা হইবে।

দিল্লীতে ৫ শত বোমা আবিষ্কার

দিল্লী কর্পূরচাঁদ জৈন নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে ৫ শত বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কর্পূরচাঁদকে গত ৩রা নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বোমাগুলি ব্যতীত আরও একটি পিস্তল ও রসায়ন দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। কর্পূরচাঁদের নিকট আরও একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ পত্রে লিখিত আছে যে, পুলিসের লোক ব্যতীত আর কাহাকেও গুলী করা হইবে না। তাহার নিকট আরও পুলিসদিগের নাম লিখিত আর একখানি তালিকাও পাওয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রায় তিন শত সহরে এবং বরোতে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন চলিতেছে। শ্রমিকদলের বাট জন পদপ্রার্থী এবং রক্ষণশীল দলের আটষট্টিজনের পরাজয় হইয়াছে।

গত রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বৈঠকখানা বাজারে পিকেটিং করার জন্য চারি জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র পথিক মাত্র।

বেলগেছিয়াপুলের নিকট একটী মদের দোকানে তিনজন পিকেটার ধৃত হয়।

পেশোয়ার হইতে সংবাদ এই যে খাইবার অবস্থা নিরাপদ নহে, এই কারণে খাইবার গিরিপথে দর্শকদের জন্য রেলপথ ও অন্যান্য পথ বন্ধ।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন ইউরোপীয়ান রাত্রিতে ক্যান্টনমেণ্টগুলির সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবে না। যাওয়া নিষেধ।

পেশওয়ার জেলায় ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের নিরাপদে ভ্রমণ অসম্ভব। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও নওশেরা মালাকান্দ রোড ব্যতীত অপর কোনও রাস্তায় কোন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ভ্রমণ করিতে পারিবেন না। এই দুই রাস্তায় বেড়াইতে হইলেও ইউরোপীয় পুরুষ সঙ্গী আবশ্যক। বেলা দুইটার পর কোন অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক বাহির হইতে পারিবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২শে কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব দর্শনার্থ বহু যাত্রী আসিয়েছেন, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পুষ্পমাল্যাদি-শোভিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন, বহু পাঠক কীর্ত্তনীয়ার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলা-পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন এবং পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতেছেন! কাহারা রাসোৎসব দর্শন করিবেন, আর কেই বা তাহা দর্শন করাইবেন, কাহারা রাসলীলা শ্রবণ করিবেন, আর কেই বা তাহা শ্রবণ করাইবেন এবং দর্শন ও শ্রবণের যোগ্যতাই বা লাভ হয় কি প্রকারে, এসকল বিচার করিবার প্রবৃত্তি আসিতেছে কয়জনের? কেহ বা বিচার করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিমধুরলীলা বর্ণন বা শ্রবণ করিবামাত্র কৃষ্ণের বিষয়-ভোগস্পৃহার উদয় হওয়া কৃষ্ণলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনের ফল কি না? আর কেই বা ব্যক্তিগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী হইয়া তাঁহাদের যাহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়, তাহার জন্য যত্নশীল হইতেছেন?

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা হইয়াছেন যেন ব্যবসায়ীদলের উদরভরণের একটী উপাধিস্বরূপ পণ্য দ্রব্য, আর বিচারহীন ব্যক্তিগণও তাহা অর্থ-বিনিময়ে ক্রয় করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন! ধর্ম্মের নামে যে এই প্রকার বণিগ্‌বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই হইয়াছে জগতের সর্ব্বনাশের মূল। পয়সা খরচ করিলেই ধামে আসা যায়, ঠাকুর দেখা যায়, মহাপ্রসাদ কেনা যায়, পাঠকীর্ত্তন শুনা যায়, গুরু করা যায় ইত্যাদি ধারণা লোকের মনে উদিত হইয়া লোককে একেবারেই নাস্তিক করিয়া তুলিতেছে। চার্ব্বাক প্রভৃতি সোজা-সুজি 'ভগবান্ নাই' বলিয়াছিল, কিন্তু উপরিউক্ত প্রকারে যেরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বা ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি দেশে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের পক্ষে বড়ই একটা কলঙ্কের কথা।

ধর্ম্মের নামে এইরূপ ব্যবসাদারীর প্রচলন হইতেই লোকের মন হইতে আত্মতত্ত্বের অনুশীলন একেবারেই উঠিয়া যাইতেছে। 'আত্মা' কি বস্তু, তাঁহার সহিত ভগবানের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, যদি থাকে তবে তৎপ্রতি অভিধেয় বা কর্ত্তব্য কি এবং তাঁহার নিকট প্রাপ্তব্যই বা কি—এ সকল কথায় জিজ্ঞাসা আদৌ নাই। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমাই যে পরম প্রয়োজন—এসকল বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে যেন আমাদের পক্ষে গৌণকৃত্য, আমাদের মুখ্যকৃত্য হইয়াছে—জড়দেহ-মন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। আত্মা আছে কি না আছে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ। আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা অন্বেষণ করিয়া থাকি। অবশ্য পরমার্থানুশীলনের নামে অনেক অর্থব্যয় ও ক্লেশস্বীকার করা হয় সত্য; কিন্তু তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূলে না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেরই অনুকূলে হইয়া থাকে। জানিনা, জগতের ভাগ্যে এমন শুভোদয় কবে হইবে যে, জগদ্বাসী এই স্ব-পরবঞ্চনা রূপ অনাত্মধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সত্য সত্য আত্মধর্ম্মানুশীলনে তৎপর হইবেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নামে ব্যবসাদারী ভাল নয়, এইটুকু মাত্র বুঝিয়া একেবারে রিলিজিয়াস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকেই উঠাইয়া দিবার বিচার করেন, আমরা অবশ্য ওরূপ বিচারের বহুমানন করিতে পারি না। লোক, ধর্ম্মের নামে ভগবানের সহিত ব্যবসাদারী না করিয়া সত্য সত্য ধার্ম্মিক হউন—নিজসুখ-প্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া কিসে ভগবানের সুখ হয়, ভগবৎপাদপদ্মে তাঁহাদের প্রণয়বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখুন, তাহা হইলেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণবস্তুকে পণ্যদ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইবে। প্রাকৃত কোন মূল্যের বিনিময়ে কি আর মহামূল্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণবস্তু মিলিতে পারে? অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণলীলাদিতে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা লালসাই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

রাসাদি মধুরলীলা-শ্রবণ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"

—"সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ (সমর্থ ব্যক্তির) আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিতে পারেন। রুদ্র ব্যতীত অন্য কেহ মূঢ়তা-বশতঃ তাদৃশ আচরণ করিতে গেলে তাঁহার বিনাশ-লাভ অবশ্যম্ভাবী।" সুতরাং ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অনধিকারচর্চ্চা করা কর্ত্তব্য নহে। অপ্রাকৃত রাসাদি মধুরলীলা-রস আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধা-সহকারে সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয় করিয়া গুরূপদিষ্টমতে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গুরুদেব শিষ্যের অধিকার অনুযায়ী যখন যাহা আলোচনা করিতে বলেন, তাহাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ কি বস্তু, তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ তাঁহার প্রতি আমাদের অভিধেয় কি, তাঁহার নিকট প্রয়োজনই বা কি—এসকল বিষয়ের আলোচনা গুরুপাদাশ্রিতকে শ্রবণ ও সেই শ্রুতবিষয়ের অনুশীলন না করিয়া উচ্চাধিকারীর আলোচ্য বিষয় অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত হইলে ক্রমপন্থা-উল্লঙ্ঘন-জন্য অপরাধ হয়। অভিন্ন রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু দ্বারে দরজা দিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে কীর্ত্তন-বিলাস করিয়াছেন। সকলেরই সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার থাকিলে দ্বাররুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গসনে রসাস্বাদন এবং বহিরঙ্গসঙ্গে নামসংকীর্ত্তনলীলা ও অনধিকারচর্চ্চা নিষেধ করিতেছেন।

অধুনা কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অচিৎভোগপর মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা ও যোষিদ্দর্শন-প্রবৃত্তিহীন বিরক্ত বিবৎ সন্ন্যাসিশিরোমণি অধোক্ষজ-দ্রষ্টা মহাভাগবত আত্মারাম শ্রীরামানন্দগোস্বামীর কৃষ্ণসেবাপর অলৌকিক অপ্রাকৃতভজনস্বময় মনোরাজ্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অবৈধভাবে তাহার অনুকরণপ্রিয় হইতেছে এবং তৎফলে নানা ব্যভিচারদোষের আবাহন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বল লীলা-বিলাসকে কতকগুলি কামুকলম্পটের উপভোগ্য ব্যাপার বিশেষ করিয়া তুলিয়াছে! কোথায় ঘৃণিত কাম আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও অনধিগম্য উন্নতোজ্জ্বল অপ্রাকৃত মধুর রতি!

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (১০।৩৩।৪১)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

"যদি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।"—(চৈঃ চঃ অ ৫।৪৮ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)।

'শ্রদ্ধান্বিতঃ' অর্থাৎ প্রাকৃত ধারণা বা বিশ্বাস লইয়া নহে, অপ্রাকৃত দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত সেবোন্মুখ হইয়া। 'অনুশৃণুয়াৎ' অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্তি, বহির্ম্মুখজনসঙ্গ ও মায়াবাদাদি প্রাকৃত ব্যবধান-রহিত হইয়া সদ্‌গুরু-মুখে মধুর রসাশ্রিত ব্রজবধূগণের সহিত নন্দনন্দনের রাসাদি অপ্রাকৃত ক্রীড়া অনুক্ষণ শ্রবণ ও শ্রবণানন্তর রূপানুগ ক্রমপন্থানুসারে সেই কৃষ্ণনামাদির সঙ্কীর্ত্তনপর হইলে ভগবদ্বহির্ম্মুখতাজনিত যে স্ত্রীপুংব্যবহারেচ্ছা-রূপ, কাম, তাহা দূর হইয়া যায়, জীব বাক্য মনঃ, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়্‌বেগজয়ী অচঞ্চল রাগানুগ গোস্বামী হইয়া অচিরেই শ্রীকৃষ্ণে পরমোৎকৃষ্টা প্রেমভক্তি লাভ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস কৃষ্ণভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥"—(চৈঃ চঃ অঃ ৫,৪৫-৪৭)

প্রাকৃত সহজিয়াগণ মনে করেন, "প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ভোগময় রাজ্যে বাস করিয়া সাধনভক্তি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া একেবারে সিদ্ধের ভূমিকায় প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ভোগ্য জ্ঞানে তাহার শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিলেই তাঁহাদের জড় কাম দূর হইবে"; ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিষাদ'-শব্দদ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন।

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"—শ্রীরূপ-কথিত এই শ্লোকে রসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'রস' আস্বাদন করিতে হইলে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজন-ক্রমাবলম্বনে এই জগতের ভাবনার পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যেই আপনাদের অস্তিত্ব অনুভব করেন। প্রাকৃতানুভূতি বর্ত্তমান থাকা কালে অনুন্নত অবস্থায় গুরূপদিষ্ট ভজনমার্গ অবলম্বন না করিয়াই নিজ মনোধর্ম্মের রুচি অনুযায়ী উন্নতাধিকারীর আলোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে ভজন-প্রতিকূল অনর্থেরই আবাহন করিতে হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রিয় অসদ্‌গুরুগণ শিষ্যগণকে সকল অধিকারই দিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের ও শিষ্যগণের উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সুতরাং সকলেরই আত্মমঙ্গল বিচারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না।

শ্রীগৌর-গদাধর মঠে
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও
অন্নকূট মহোৎসব

(প্রাপ্ত)

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর লাইনের নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ অন্তর চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী নামক একটী গ্রাম আছে, এই গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীল দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর শ্রীবিগ্রহ আছেন। কালক্রমে সুষ্ঠুরূপে তাঁহার সেবাকার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছে না দেখিয়া বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী পরমহংস ঠাকুর ঐ সেবাভার গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় শ্রীগৌরগদাধরমঠ স্থাপন করিয়াছেন। এখন ঠাকুরের কৃপাপাত্রগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে শ্রীবিগ্রহের সেবা-সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইতেছে।

আমরা পাঠকবর্গকে অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৫।১১।৩৭ তারিখে উক্ত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরমঠে অতি সমারোহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের অলিন্দে অন্নের পর্ব্বত স্থাপিত হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, ডাল, ডালনা, ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নাদি সুসজ্জিত হইয়াছিল। বেলা ৮ঘটিকা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে অতিশয় পারিপাট্যের সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ এবং শ্রীশ্রীগৌরগদাধর জিউর পূজা হয়। তৎপর আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে সমবেত নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। মঠসেবক শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। যে সকল গ্রামবাসী এই উৎসবে সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি।

ভক্তরাজ—শ্রীবাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৫ সংখ্যার পর)

প্রতি বর্ষের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তগণ আবার বর্ষান্তরে প্রভুদর্শনার্থ পুরী যাত্রা করিলেন এবং শ্রীবাসাদি চারি ভাই ও শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবীও সঙ্গে চলিলেন। (চৈঃ চঃ অ ১২।১১)।

আমরা এযাবৎ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পণ্ডিত শ্রীবাসের অমৃতময় চরিত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। অতঃপর ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে অতিরিক্ত যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহা ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিল। "ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ॥" এজেন ভক্তচরিত্র আস্বাদনের সুযোগ না পাইলে কেহ কখনই ভগবচ্চরিত্র আস্বাদন করিতে পারেন না। ভক্তের শ্রীভগবানে প্রীতি-পরাকাষ্ঠা এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় যত অধিক আলোচনা হইতে থাকিবে, ততই আমরা ভগবান্‌কে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সুহৃদ্‌রূপে দর্শন করিতে পারিব, তাঁহার প্রীতি-বিধায়ক কার্য্য ব্যতীত আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের আর কোন ইতর চেষ্টা থাকিবে না। ভক্তকে অবহেলা করিয়া স্বাধীনভাবে ভগবচ্চিন্তায় কেহই অগ্রসর হইতে পারেন না। ভক্ত-প্রেমবশ্য ভক্তভক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তকৃপা-উপেক্ষাকারীর কোন পূজাই গ্রহণ করেন না।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৪ সংখ্যার পর)

প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বোত্তম যে দৈন্যবী প্রতিষ্ঠা, তাহা ভক্তগণেরই স্বাভাবিক প্রাপ্য; কিন্তু যে সকল প্রাকৃত কর্ম্মী কপট দৈন্য প্রদর্শন করতঃ প্রতিষ্ঠা-কামনা-বর্জ্জিত বলিয়া ছলনা করেন, তাঁহাদের ভক্তজনের ন্যায় তৃণাদপি সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণুতা-পূর্ণ অপ্রাকৃত ভাব কখনই সম্ভব নহে। রায়রামানন্দ-সংবাদে আমরা জ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, "কৃষ্ণদাসত্বই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশঃ বা প্রতিষ্ঠা।" অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীর দুলাল শ্রীগৌরসুন্দর জীবের কোন্ খ্যাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই প্রসঙ্গে ভক্তবর রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিতেছেন—"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" পণ্ডিতশিরোমণি রামানন্দ রায় উত্তর প্রদান করিতেছেন,—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥"

কৃষ্ণভক্তের 'ভক্ত' খ্যাতি, পৃথিবীর সকল কর্ম্মবীরের যশোগৌরব একত্র পুঞ্জীভূত করিলেও, সকল খ্যাতি, সকল কীর্ত্তির শিরোদেশে নিত্য অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

প্রাকৃত কর্ম্মফলকামীর তীর্থ-ভ্রমণ এবং প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের তীর্থাদি পরিভ্রমণে অনেক তারতম্য বর্ত্তমান। পুণ্যফল-লাভেচ্ছু হইয়াই কর্ম্মীর তীর্থযাত্রা। অমুক তীর্থে ত্রিরাত্রি বাস করিলে আর পুনর্জ্জন্ম নাই, অমুক তীর্থ-বিশেষে দণ্ডী (মায়াবাদী) সন্ন্যাসী ভোজন করাইলে পিতৃ, পিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহের স্বর্গ-প্রাপ্তি, কোথায়ও পিতৃ-পিতামহের প্রেত-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অক্ষয়-স্বর্গসুখাশা, কোন তীর্থে স্নান করিলে পতিসহ স্বর্গলোকে বাস—এইপ্রকার নানা অভিলাষ-মূলে কর্ম্মী তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ভগবানের পদ-রেণু-পূত তীর্থের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। ভক্তের ন্যায় ভগবল্লীলা-স্থানসমূহ দর্শনে জীবন সফল করিবার জন্য তাঁহার তীর্থযাত্রা বিহিত হয় না। এইরূপ তীর্থযাত্রাকে উদ্দেশ করিয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।"

শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসম্বন্ধিস্থল তীর্থধাম অভিন্ন-জ্ঞানে ভক্তগণ প্রেমাশ্রুসজ্জিত ভক্তিপূর্ণ নয়নে শ্রীধামসমূহ দর্শন করেন, একান্ত ভক্তির সহিত ধামের সেবা করেন। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত প্রণয়িজনসঙ্গে, প্রভুর অমিয়বর্ষী নাম-গুণ-কীর্ত্তন-শ্রবণাদি করিতে করিতে ভক্তি-গদ্‌গদ হৃদয়ে শ্রীগৌর-পদাঙ্ক-পূত ধামসমূহ পরিক্রমা করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু অনুতপ্ত ভাষায় বলিয়াছেন—"গৌর আমার, যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরিব আমি, প্রণয়িভকতসঙ্গে।"

ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, "যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল, তাহাই অতিশয় শ্লাঘ্য। যেহেতু তদ্দ্বারা সংসার-রূপ মরুভূমির দুর্গমপথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" কর্ম্মিগণের ন্যায় ভক্তগণ বৃথা কর্ম্মফলাশায় এ'তীর্থে ও'তীর্থে ঘুরিয়া পণ্ডশ্রম করেন না। কর্ম্মফলাশা-পীড়িত জীবগণের নিত্য কল্যাণদায়ক কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে এই গীতিকাটী দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—"যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূর দেশ! যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ। কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে, সলিল তথায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন, আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥" বিশুদ্ধবৈষ্ণব-পাদপদ্মের দ্বিভিক স্থান ভিন্ন কর্ম্মিগণের ন্যায় তাঁহারা ইট, কাঠ, পাথর, নদী, মরুভূমি দেখিয়া বেড়ান না। ভক্তগণের দৃষ্টি প্রকৃত নির্ম্মল, তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ নয়নে আরাধ্যদেবের দিব্য কিশোর মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না।

মহাভাগবত পরমহংসের দর্শন এই প্রকার—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥"

"যিনি ভাগবত-শ্রেষ্ঠ, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীর ন্যায় ভক্তের স্বতন্ত্র সুখবাসনা নাই, স্বরাট্ পুরুষ দেবাদিদেব শ্রীঅচ্যুতের সেবাবিধানেই ভক্তের আনন্দ। বহু বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইলেও ভক্ত সেবা ছাড়িয়া দেন না বরং বিঘ্ন বাধাতে প্রতিহত হওয়া দূরে থাকুক বর্ষাকালের বেগবতী জাহ্নবী-ধারার ন্যায় সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বেগবতী হইতে থাকে। ভগবানের সেবা করিতে যাইয়া যদি অপমান হয়, এমনকি নিগ্রহ লাভও হয়, তথাপি সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিজস্বার্থান্বেষণ প্রয়াসী হন না। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২০৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—সেবাপরা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরূপবাসুদেবজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চেরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামঞ্চ, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈদান্তিক ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা [উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

১৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সকল ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ১২টি ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকায় এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি-
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১১ই নভেম্বর, ১৯৩০

কারামুক্তি

ধর্ম্মদা ও বেথুয়াডহরী কংগ্রেস অফিস তালাবন্ধ

ছোরার আঘাতে রক্তারক্তি

অগ্নিকাণ্ডে ৫০০০০ হাজার টাকার ক্ষতি

লাহোরে আবার বোমা

স্কুলে দাঙ্গা ও অগ্নি প্রদানের অপরাধ মামলার রায়

কাবেরীতে জলবৃদ্ধি

কলিকাতায় খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

সর্দ্দারজীর দিল্লীতে নিমন্ত্রণ

কংগ্রেস অফিস তালাবন্ধ ; রাজনৈতিক কয়েদী অসুস্থ

নানা কথা

কংগ্রেস অফিস তালা বন্ধ

ধর্ম্মদা ও বেথুয়াডহরী কংগ্রেস আফিসে পুলিশ তালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে স্বেচ্ছা-সেবকগণের চলা ফেরার উপর পুলিশ বিশেষ নজর রাখিতেছে তাঁহারা বৃক্ষ-তলে বাস করিতেছেন। কংগ্রেস আফিস বাটীর মালিকের উপর ১৫৭ ধারা মতে নোটীশ জারি হইয়াছে।

বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালী বিলাস মৈত্র মহাশয় আজ প্রায় দেড় মাস হইল হাজতে আছেন। পুলিশ তাঁহার বিরুদ্ধে এখনও কোন চার্জ্জসিট দাখিল করে নাই। আগামী ১৪ই তারিখে তাঁহার মামলার দিন আছে।

কারান্তর

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামপদ রাও ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ রায় মহাশয়দিগকে কৃষ্ণনগর জেল হইতে খড়্গপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কারামুক্তি

পলাশী হইতে ধৃত দুইজন স্বেচ্ছাসেবক ছয় মাস কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কাবেরীর জল বৃদ্ধি

গত ৬ই নবেম্বর কাবেরী নদীতে ৬ ফুট জল ছিল, ৭ই তারিখে বাড়িয়া ১০ ফুট হয়। সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ত্রিচিনো-পল্লীতে এক ও পদুকোটা রাজ্যে ২টী জলাশয় এবং কোয়ারায় ও আরিয়ার নামক ২টি নদীর তীর প্লাবিত হওয়ায় যে সমস্ত স্থান মেরামত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শোলানপুর, আউলিয়ার,, অগ্রাহাম, প্রভৃতির আলি-মুগাই প্রভৃতি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে।

সর্দ্দারজীর দিল্লীতে নিমন্ত্রণ

দিল্লী কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুত মহাদেব দেশাইকে এলাহাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক দিন দিল্লীতে থাকিয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ডে ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি

গত শনিবার বৈকালে কলিকাতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড টেলিফোন ও কেবল কোম্পানির নিম্ন তলস্থ গুদামে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গিলাণ্ডার হাউসের পশ্চাতে এই গুদাম অবস্থিত। গুদামে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি, সীসামোড়া কেবল প্রভৃতি বহু সরঞ্জাম সজ্জিত ছিল।

সংবাদ পাইবামাত্র দমকল ঐস্থানে যাইয়া ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত জল নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গুদামের মাল বীমা করা ছিল।

স্কুলে দাঙ্গা ও অগ্নিপ্রদানের অপরাধ মামলার রায়

এলাহাবাদ, ৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মডার্ণ হাই স্কুল দাহ মামলায় ৫ ব্যক্তি দাঙ্গা করা ও স্কুলের আসবাবপত্রা-দিতে অগ্নিপ্রদানের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে মহা-বীর প্রসাদ নামক একজন আসামী খালাস পাইয়াছে।

গঙ্গা ও ব্রজকিশোর নামক অপর ২ জন উক্ত আসামী ২ দফার অপরাধের জন্য যথাক্রমে ১ বৎসর ও ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তাহাদের এক শত টাকা জরিমানাও হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ৩ মাস কাল কারাক্লেশ ভোগ করিতে হবে। উক্ত উভয় প্রকার কারা-দণ্ডই একসাথে চলিবে।

বাঁশী ও চাঁদপ্রতাপ দাঙ্গা করিবার অপরাধে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

১৪৪ ধারা অমান্য

কালিকটের এক সংবাদে প্রকাশ, কেরল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও উকীল শ্রীযুত কুনীশঙ্কর মেনন ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও এক মাসকাল কারাভোগ। শ্রীযুত মেননের অপরাধ, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রচারিত ১৪৪ ধারার নোটিশ অমান্য করিয়াছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতা শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ দত্তকে স্থানীয় কংগ্রেস অফিস হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহারের জের

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রহার করিবার অভিযোগ সম্পর্কে পটুয়াখালীর প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুত আনন্দচরণ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হয়। ৬ই নভেম্বর তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে জামীনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় পটুয়াখালীতে তাঁহার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, সেগুলি ইতিপূর্ব্বেই ক্রোক করিয়াছে।

কারা-মুক্তি

বরিশাল জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৬ মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া দমদমার বিশেষ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গত ৫ই নভেম্বর বরিশালে আগমন করিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট কোন্নগর মদের দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে রিষড়া কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কানাইলাল দে প্রত্যেকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৬ই নভেম্বর তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কাঁথিতে করপ্রদান বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে কার্য্য করিবার অভিযোগে হেজিলীপাড়ার শ্রীযুত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্ত হওয়া ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডকাল পূর্ণ হওয়ায় হুগলী জেল হইতে সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি ৭ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। শিয়ালদহ হইতে তিনি দমদম জেলে তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

নেত্রকোণা কংগ্রেসকমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত শান্তিচন্দ্র মজুমদার, উক্ত কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রকিশোর দত্ত ও শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ৭ই নভেম্বর দমদম স্পেশাল জেল হইতে পূর্ণকাল কারাভোগ করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন।

মীমাংসার সম্ভাবনা

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বলেন যে, হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান যোগ হয় অসম্ভব হইবে না। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ উহারা মিঃ জিন্নার ১৪টি সর্ত্ত লইয়াই আলোচনা করিবেন।

মোটামুটীভাবে হিন্দু সদস্যগণ এই বলেন যে, ঔপনিবেশিক অধিকার পাইলে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হইবে।

মুসলমানগণ কিন্তু গোড়াতেই একটা নিষ্পত্তি করিয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, মুসলমানদের পূর্ণ সম্মতি না লইয়া যদি কোন প্রকার শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হয় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত উহা বিফল হইবে।

লাহোরে আবার বোমা

শ্রীযুত চানোচরণ নামে এক কম্পাউণ্ডারের নিকট একটা বোমা ও কতকগুলা রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাকে গত ৭ই নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিংএর জন্য ঐ দিন ২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজনৈতিক কয়েদী অসুস্থ

প্রকাশ, মাদারীপুরের শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দমদম জেলে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহাই আহার করিতেছেন, তাহাই বমি হইয়া যাইতেছে। কিছুই পাকস্থলীতে থাকে না।

কংগ্রেস আফিসে খানাতল্লাস

৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "ভগৎ সিং ও গান্ধীজী" নামীয় পুস্তিকা সম্পর্কে পুলিশ দারোগা শ্রীযুত রাণ ব দেবের একদল পুলিস মোদাবাদ তাবুক কংগ্রেস কমিটীর আফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে কিন্তু আপত্তিকর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

জনসাধারণকে কর প্রদানে নিষেধ করিয়া একটি বক্তৃতা দান সম্পর্কে শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র মুন্সী ১২ দিন পূর্ব্বে ধৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ছোরার আঘাতে রক্তারক্তি

গত ৮ই অক্টোবর মীরবহরঘাট ষ্ট্রীট দিয়া আশুতোষ চৌধুরী নামক জনৈক লোক যাইতেছিল। সেই সময় হঠাৎ আর এক জন লোক পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে ছোরা মারে। নিকটেই পুলিস ছিল, পুলিশ দেখিয়াই সে সরিয়া, পড়িবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই তাহাকে অকুস্থলেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। লোকটী তেমন ভাবে আহত হয় নাই। তাহাকে মেয়ো হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধৃত লোকটির প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

অসুস্থ সর্দ্দারজী

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল বর্ত্তমানে 'আনন্দভবনে' বাস করিতেছেন। সর্দ্দারজী অসুস্থতানিবন্ধন মিউনিসপালিটী প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

মুক্তিলাভ

শ্রীযুত দ্বারকা গোস্বামী সুরেশচন্দ্র দাস মহেন্দ্রপুরকায়স্থ, ক্ষিতীশ পাল নওগাঁ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীহট্ট পৌঁছিয়াছেন। এই ৪ জন সত্যাগ্রহী শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির গত এপ্রিল মাসে যখন স্থানীয় মদ, গাঁজার দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে গ্রেপ্তার হন।

শ্রীমান তারাপদচন্দ্র চৌধুরী শিলচর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ৭ই মে তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য যে পাঁচজন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

শ্রীমান বীরেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল চাটার্জ্জী, শচিন্দ্রনাথ দত্ত বণিক্য আপত্তের দোকানে পিকেটিং করিয়া ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ৬ই নভেম্বর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ জাতীয়দলের প্রস্তাব

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার প্রধান প্রতিপক্ষ জাতীয় দলের এক সভায় স্থির হয় যে—অহিংস অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির সুপারিশ করিয়া সভায় তাঁহারা একটি প্রস্তাব পেশ করিবেন। এই দল আরও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন যে, সংখ্যালঘু দলের জন্য উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা সমেত ঔপনিবেশিক অধিকার ব্যতীত আর কিছুই ভারতের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

---

১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য

আরামবাগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক হুগলী জিলা কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইয়া ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। খুলনায় একটী বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। হুগলী কারাগার হইতে তাঁহাকে দমদমা কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাস
১ জন গ্রেপ্তার

গত ১৩ অক্টোবর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ গোয়াবাগান লেনের একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তাহারা এখান হইতে দিবাকর পাত্র নামক জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। সংপ্রতি কলিকাতায় যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে এই ধর পাকড় হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কালীঘাটের শ্রীযুত জিতভক্তি বানার্জ্জীর বাড়ীতে গত ৭ই নভেম্বর পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, এখানে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

কাগজ বন্ধ

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাসোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৪শে কার্ত্তিক সোমবার নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত করেন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনী

আমরা ৯ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয় পত্রে গত ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত নিখিল পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন বিবরণ পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। পারমার্থিক সম্মিলনী আহ্বানকারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে যে একটী সম্পাদকীয় নিবেদন পাঠ করেন, তন্মধ্যে সম্মিলনী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য বিধায় আমরা এস্থলে তাহার পুনরালোচনা করিতেছি।

"আমাদের আহূত সম্মিলনী পারমার্থিক বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় শ্রৌতপথ বা অবরোহবাদেরই পূর্ণানুগত্য করিবে। কোন প্রকার বাক্যাড়ম্বর তর্কপথ দ্বারা এই সম্মিলনীর পারমার্থিকতা আক্রান্ত হইতে পারিবে না। তবে অকপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা শ্রৌতপথ-লব্ধ পারমার্থিকতার সম্মুখীন হইবার জন্য যত্ন করা যাইতে পারিবে।

"আমরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সজ্জনবর্গের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে, তাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের জিজ্ঞাসামূলে তাঁহাদের প্রবন্ধাদি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ভারতেতর স্থানের ধর্ম্মপ্রতিনিধিগণের নিকট হইতেও সময়ের অভাব-হেতু অদ্যাপি প্রশ্নের উত্তর বা প্রবন্ধাদি আসিয়া পৌঁছে নাই। এমতাবস্থায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় একটী বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, এই পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর আর একটী অধিবেশনের বিশেষ আবশ্যকতা বর্ত্তমান এবং তাহা আরও পূর্ণাঙ্গতর হইবে বলিয়া আশা করি। এতদ্বিষয়ে আমরা ইংরাজী ও বাঙ্গলা [illegible] পাঠ্য সংবাদ-পত্রে সাধারণের নিকট নিবেদন জানাইয়াছি।

"পারমার্থিক আলোচনা শ্রৌতপথাবলম্বিগণের নিত্যকর্ত্তব্য-বিচারে বর্ত্তমানে আমরা এতৎসম্বন্ধে প্রারম্ভিক আলোচনা গ্রহণ করিব। শ্রৌতপথাবলম্বিগণের বাস্তবসত্যান্বেষণমুখে তৎসম্মুখীন হওয়াই শুদ্ধ পারমার্থিক আলোচনার পদ্ধতি।

"এখানে পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর আলোচনা পদ্ধতি-সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বাঙ্গলা ও ইংরাজী নিবেদনপত্র-সমূহের বিষয় স্মরণ করাইয়া আমরা সজ্জনমণ্ডলীর নিকট নিবেদন জানাইতেছি, যাঁহারা গত ৩০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখের মধ্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্নসমূহের উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত সন্দর্ভাকারে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরসমূহই পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর সভাপতি মহোদয় উপযুক্ত বিচার করিলে তদবলম্বনে আলোচনা করিবেন। যাঁহারা ঐ সময়ের মধ্যে সন্দর্ভাকারে কোন উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের কোন প্রকার তাৎকালিক বক্তৃতাদি গৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহারা সন্দর্ভাকারে উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও পারমার্থিক আলোচনার চিরন্তনী রীতি অনুসারে শ্রৌত পথের অনুসরণ করিবেন। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র পরিপ্রশ্ন থাকিলে তাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং পরবর্ত্তিকালে সভাপতির আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে তাঁহাদের স্বতন্ত্র পরিপ্রশ্ন বিষয়ে সাময়িক পত্রে বা অন্যত্র আলোচনা হইতে পারিবে। যাঁহারা উপযুক্ত যুক্তি, প্রমাণ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘন কিম্বা আত্মপরিচয়-প্রকাশে কুণ্ঠা-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ পারমার্থিক সম্মিলনীর পক্ষে অযোগ্য বিবেচনায় পারমার্থিকগণের দ্বারা স্বভাবতঃই প্রত্যাখ্যাত হইবে। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে সাধারণের উপকারার্থ অবরোহবাদের পুষ্টির জন্য সাময়িক-পত্রাদিতে ব্যতিরেকভাবে উহার আলোচনা হইতে পারিবে।"

প্রথম দিনের অধিবেশনে পরমার্থপ্রিয় সজ্জনবর জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতির যোগ্যতম পুরুষরূপে বৃত হন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ স্ব দৈন্য প্রকাশ-চ্ছলে ভগবদ্ভজনকারীর যোগ্যতা শিক্ষা প্রদান করিয়া সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক পারমার্থিক সিদ্ধান্তসকল শব্দপ্রমাণমূলে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা-সহ অভিভাষণ-পাঠ-দ্বারা শুশ্রূষু সজ্জনগণের শ্রুতিগোচর করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ও অভিভাষণের ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এবং অভিভাষণটী শ্রীগৌড়ীয়পত্রের ৯মবর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী ভাষণগুলিও গৌড়ীয়পত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হইবে।

হরিকথাই—অন্ন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিগ্‌দর্শন শ্রীপত্রের ১৯৬ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ৯ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় উক্ত উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ উক্ত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। আমরা নিম্নে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত গৌড়ীয়ে প্রকাশিত ভোগসামগ্রীর তালিকা প্রদান করিলাম। শ্রীগৌড়ীয় বলিয়াছেন—'দর্শনার্থিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় ৫০০ প্রকার ভোগ-সামগ্রী সজ্জিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা ততোধিক, কেহ কেহ বা অগণিত বলিয়াছেন। আমরা সেইসকল ভোগ-সামগ্রীর নামসংখ্যা যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম, তবে এই তালিকা সম্পূর্ণ কি না, আমরা বলিতে পারি না।'

ভোগ-সামগ্রীর তালিকাটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা গৌড়ীয়ের অন্নকূট প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরালোচনা করিয়া লইতেছি:—

'শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীরূপের প্রাণধন ভক্তের সেব্য। সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের গোবর্দ্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা বাণীর জনক, উদ্ধার ও প্রসারই গোবর্দ্ধন-পূজা।

শ্রুতি "অন্নং বৈ ব্রহ্ম" মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অজ্ঞরূঢ়ি বা সাধারণ রূঢ়িবৃত্তিতে 'অন্ন' শব্দকে যে প্রাকৃতিবাচক বস্তু বিশেষ বলিয়া বিচার করা হয়, তাহা দ্বারা প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধিরই পুষ্টি সাধিত হয়। প্রাকৃতিবাচক বস্তুকে শ্রুতি কখনও 'ব্রহ্ম' বলেন নাই, কারণ ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত বস্তু সুতরাং 'অন্ন' শব্দের অর্থ বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, আত্মার যাহাতে পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, তাহাই শ্রুতির উদ্দিষ্ট ব্রহ্মবস্তু—অন্ন। হরিকথামৃতই সেই শ্রুতিকথিত অন্ন। হরিকথারূপ চিন্ময় অন্ন গ্রহণ করিলেই আত্মা বিকশিত ও সঞ্জীবিত হয়। সেই অন্নই—ভগবৎপ্রসাদ। হরিকথাতেই ভগবৎপ্রসাদ লক্ষীভূত রহিয়া থাকে। সেই হরিকথা-রূপ অন্নই—ব্রহ্ম। তাহা স্বয়ং হরিবস্তু। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে বিষ্ণুই লক্ষিত হন।

রূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতে এই হরিকথারূপ অন্নের পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়ের নবনবায়মান উদ্ধার অর্থাৎ গোবর্দ্ধনপূজা করিতেছেন, তাহাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুখে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার দিন প্রকট করিয়াছিলেন।

অন্নকূট মহোৎসবে গিরিধারীর ভোগরন্ধনের ধূম্র কর্ম্মকাণ্ডীয় [illegible] ব্যাপার নহে,—ইহা সুবিচারকগণের হৃদয়ে বিজ্ঞাপিত করিয়া কৃষ্ণের ভোগসমূহের ধূম্র জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নির্বিশেষ তর্পণ-যজ্ঞের ধূম্ররাশিকে পরাজয় করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—ভবরোগগ্রস্তের দাতব্য চিকিৎসালয়। জগতের সকল ভবরোগগ্রস্ত জীবকে শ্রীহরিনামৌষধি ও শ্রীভগবৎপ্রসাদরূপ পথ্য-বিতরণই জীবের প্রতি শ্রীগৌড়ীয় মঠের দয়ার কার্য্য। অগণিত লোকসংখ্যা, অসংখ্য পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, জ্ঞানী, মানী আর অনুন্নত ব্যক্তির সহিত এই মহাদাতব্য চিকিৎসালয়ে অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্যের প্রার্থী [illegible]

দেখিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে অকাতরে শ্রীহরিনামের সহিত ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

জগদীশক্ষেত্রের আনন্দ-বাজার আরও অনন্তগুণে প্রসারিত হইয়া বাগবাজার বা বালীহট্টে অবতীর্ণ হইলেন। জগদীশ-ক্ষেত্রের আনন্দ-বাজারে জাগতিক অর্থের বিনিময়ে মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়, কিন্তু আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বতমন্দিরের আনন্দ-বাজারে কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে সকলের নিকট মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল।

গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ না করিয়া সাধারণ জীব যদি কোনরূপ অভিলাষের সহিত ও অজ্ঞাতভাবে শুদ্ধভক্তগণের নিবেদিত ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া কোন প্রকারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসঞ্চয়ের সুযোগ পান, এই জন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সারস্বত নাট্যমন্দিরে ভগবৎপ্রসাদের পর্ব্বতসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—"আজ বৈষ্ণবী অন্নপূর্ণাদেবী যেন কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া গিরিধারীর প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য বালীহট্টে আগমন করিয়াছেন। কাশীধামের অন্নকূট এত বৃহৎ নহে।

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী, দেবাদিদেব মহাদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরমভক্ত। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুভক্তগণ নিত্যকাল কৃপা করিয়া থাকেন। যেখানে বিষ্ণুর বিধিপূর্ব্বক পূজা সম্পন্ন হয়,—যেখানে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, বৈষ্ণববর শ্রীশম্ভু ও শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী সেইখানেই নিত্যকাল অবস্থান করেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বিষ্ণুর প্রসাদের জন্যই ভিখারী সাজিয়াছেন। শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভুকে নিত্যকাল এই বিষ্ণু-প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকেন। বালীহট্টে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিষ্ণুর বিধিপূর্ব্বক পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া আজ এই অন্নকূট মহোৎসবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী বালীহট্টে উপনীতা হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীঅন্নপূর্ণার কপট কৃপা চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ও নশ্বর অন্নের ভিখারী হন, আর যাঁহারা বৈষ্ণবী শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর নিষ্কপট কৃপা চাহেন, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুর সেবা, বিষ্ণুর প্রিয়তর্পণরূপ আত্মার নিত্য-খাদ্য বা অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অন্নপূর্ণাদেবী ভগবৎপ্রসাদ বা ভগবৎকথা-রূপ অন্নের দ্বারা নিত্যকাল তাঁহাদের আত্মার আধার পরিপূর্ণ রাখেন।

"কীর্ত্তনমুখে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা সকল শ্রেণীর কাঙ্গালগণেরও দীনদুঃখী দরিদ্রগণেরও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসঞ্চয় অর্থাৎ ভাবিকালে তাহাদিগকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভগবৎসেবার প্রতি ধাবিত করিবার উদ্দেশ্যেই জীবের ভবরোগের দাতব্য চিকিৎসালয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠ কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের উদরের কিয়ৎকালের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি বা তাহাদের জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয়ের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রসাদ বিতরণ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। উহা রাজসিক লোকের প্রতিষ্ঠার্জ্জন, কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ বা কর্ম্মবীরাভিমানী আধুনিক মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অশাস্ত্রীয়-কতিপয় উক্তির ন্যায়ও কার্য্য নহে।"

ভোগ-সামগ্রীর তালিকা

১। ঘৃতান্নের পর্ব্বত, ২। পুষ্পান্ন, ৩। জগন্নাথের কণিকা, ৪। খেচরান্ন, ৫। মোটিকা, ৬। গন্ধপুষ্প, ৭। রাধাবল্লভী, ৮। নিম্ব-কিঞ্চুকখণ্ড-ঝোল, ৯। নিম্ব-বার্ত্তাকু, ১০। পটোলভাজা, ১১। পটোল ফুলবড়ি ভাজা, ১২। ভ্রষ্টপটোল নিম্ব-পাত, ১৩। ভ্রষ্টবার্ত্তাকু, ১৪। ভ্রষ্ট-ফুলবড়ি, ১৫। বাস্তুকশাক, ১৬। ঝিঙ্গেশাক, ১৭। পালংশাক, ১৮। কচু-শাক, ১৯। ঢেঁকিশাক, ২০। গিমাশাক, ২১। কলমিশাক, ২২। চোলাইশাক, ২৩। মটরশাক, ২৪। বিবিধ শাক, ২৫। পঞ্চশাক, ২৬। নালিতাশাক, ২৭। মেথি শাক, ২৮। শতপুষ্পিকা শাক, ২৯। মিশ্রীশাক, ৩০। পটোলশাক, ৩১। সুষুনী শাক, ৩২। মারিষ শাক (নটিয়াশাক) ৩৩। ব্যঞ্জনভাত, ৩৪। লাফ্‌রা ব্যঞ্জন, ৩৫। ভ্রষ্ট মাস-মুদ্গ-সূপ, ৩৬। বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড-বড়ি. ৩৭। মানচাকি, ৩৮। মাসবড়া, ৩৯। মুদ্গবড়া, ৪০। মুদ্গসূপ, ৪১। ছোলার ডাল, ৪২। কাঁচামুগের ডাল, ৪৩। খেসারী ডাল, ৪৪। মটর ডাল ৪৫। অড়হরের ডাল, ৪৬। নালিতাকুষ্মাণ্ড, ৪৭। দুগ্ধতুম্ব, ৪৮। চাট্‌নী (আলুবখরা) ৪৯। মুগের ডালের চাট্‌নী ৫০। চালতের চাট্‌নী, ৫১। আদার চাট্‌নী ৫২। পেঁপের চাট্‌নী. ৫৩। কিসমিসের চাট্‌নী, ৫৪। আম-কাসুন্দি, ৫৫। আমসির চাট্‌নী, ৫৬। আমড়ার চাট্‌নী. ৫৭। কুলের আচার, ৫৮। আমসত্ত্বের চাট্‌নী ৫৯। জলপাইর চাট্‌নী, ৬০। লাউয়ের চাট্‌নী, ৬১। কাঁচা আমের চাট্‌নী, ৬২। আমের গুড়, ৬৩। ইঁচড়ের আচার, ৬৪। ডালিমের চাট্‌নী ৬৫। জলপাইর আচার, ৬৬। পোস্তের আচার, ৬৭। আমচুরের আচার, ৬৮। চালতের আচার, ৬৯। আলুর চাট্‌নী, ৭০। আনারসের চাট্‌নী. ৭১। ঝাল কাসুন্দি, ৭২। ক্ষীরসার, ৭৩। শষ্কুলী, ৭৪। নানাবিধ পিষ্টক, ৭৫। পীযূষগ্রন্থি, ৭৬। কর্পূরকেলি, ৭৭। অমৃতকেলি, ৭৮। অমৃতকর্পূর, ৭৯। অমৃতগুটিকা, ৮০। অমৃতমণ্ডা, ৮১। অমৃতী, ৮২। অমৃত-পূপ, ৮৩। দধি, ৮৪। ঘৃত, ৮৫। মাখন, ৮৬। নবনী. ৮৭। ছানা, ৮৮। সর, ৮৯। দুগ্ধ, ৯০। দইবড়া. ৯১। দুগ্ধলকলকি, ৯২। দুধের পায়স, ৯৩। গোকুলভোগ, ৯৪। চিড়াখণ্ড, ৯৫। চিড়ার পুলি, ৯৬। আলুর পুলি, ৯৭। ছানার পায়স, ৯৮। লাল আলুর পুলি, ৯৯। কুষ্মাণ্ডখণ্ড, ১০০। মুগ পুলি, ১০১। রসগোল্লা, ১০২। পানতোয়া, ১০৩। ক্ষীরবড়া, ১০৪। নারিকেল, ১০৫। কুষ্মাণ্ড, ১০৬। কুষ্মাণ্ড-পায়স, ১০৭। কাঁঠালের পায়স, ১০৮। কুচো পিষ্টক, ১০৯। কলাবড়া, ১১০। দুগ্ধ-ঘনাবর্ত্ত, ১১১। রসমাধুরী, ১১২। খইয়ের পুলি, ১১৩। ক্ষীর, ১১৪। নারিকেল-বরফি ১১৫। সন্দেশের ভবন, ১১৬। ক্ষীরসর, ১১৭। চন্দ্রপুলি, ১১৮। পেঁপের পায়স, ১১৯। কিসমিসের পায়স, ১২০। সুজির পায়স, ১২১। আতার পায়স, ১২২। চিড়ের পায়স, ১২৩। আলুর পায়স, ১২৪। কমলার পায়স, ১২৫। লবঙ্গলতিকা, ১২৬। ক্ষীরপূপ, ১২৭। ক্ষীরপুরী, ১২৮। পাটীসাপ্‌টা, ১২৯। কর্পূরকাণ্ড, ১৩০। পক্কান্ন, ১৩১। খাজাগজা, ১৩২। রসবড়া, ১৩৩। রস পুলি. ১৩৪ নারিকেল খণ্ড, ১৩৫। বকুলভোগ, ১৩৬। বৃহৎকর্পূর, ১৩৭। রাবড়ী ১৩৮। নাটোর সন্দেশ, ১৩৯। অমৃতরসাবলী, ১৪০। ক্ষীরপুলি, ১৪১। জিলেপী, ১৪২। লুচি, ১৪৩। মেঠাই. ১৪৪। তিলের লাড্ডু, ১৪৫। আখরোটলাড্ডু, ১৪৬। কেশীবাতাসা, ১৪৭। নারিকেলের চিড়া, ১৪৮। নারিকেলের জিরা, ১৪৯। নারিকেল প্রস্তুত বৃক্ষ, ১৫০। নারিকেলের ঝুরি, ১৫১। ঝুরিভাজা, ১৫২। খেজুর, ১৫৩। মিশ্রির সরবৎ, ১৫৪। শিখরিণী, ১৫৫। ফেণী, ১৫৬। সন্দেশের বৃক্ষ, ১৫৭। লাড্ডুর তোরণ, ১৫৮। তিলুয়া, ১৫৯। চিড়ার মুড়কি, ১৬০। চিনির সরবৎ, ১৬১। খৈ-লাড্ডু, ১৬২। মাঠা, ১৬৩। মিশ্রি, ১৬৪। খৈয়ের মুড়কি, ১৬৫। খৈয়ের লাড্ডু, ১৬৬। চিড়েভাজা, ১৬৭। চিড়ের মোয়া, ১৬৮। জয়নগরের মোয়া, ১৬৯। মিঠা-পুরি-পিষ্টক, ১৭০। দধিচিড়া ১৭১। মুড়িমোয়া, ১৭২। শর্করা, ১৭৩। ছানার মুড়কি, ১৭৪। বাতাসা, ১৭৫। ছোলাভাজা, ১৭৬। পেস্তা, ১৭৭। নিচুফল, ১৭৮। পাতবাদাম, ১৭৯। বাদাম, ১৮০। নারিকেলকোরা, ১৮১। বাতাবিলেবু, ১৮২। তরমুজ, ১৮৩। শশা, ১৮৪। মর্ত্তমান কলা, ১৮৫। অগ্নীশ্বর কলা, ১৮৬। চাঁপা কলা, ১৮৭। আম, ১৮৮। ডালিম, ১৮৯। কমলালেবু, ১৯০। আঙ্গুর, ১৯১। বেদানা, ১৯২। পানিফল, ১৯৩। বিবিধফল, ১৯৪। পটোলের ডাল্‌না, ১৯৫। ছানার ডাল্‌না, ১৯৬। ইঁচড়ের ডাল্‌না, ১৯৭। আলুর দম, ১৯৮। বরবটি চচ্চড়ি, ১৯৯। কুমড়ার চাট্‌নী, ২০০। পল্‌তাবেশন, ২০১। কাঁচকলার বড়া, ২০২। ঝালবড়া, ২০৩। লাউঘণ্ট, ২০৪। মোচার বড়া, ২০৫। বেগুনবেশন, ২০৬। বেগুনভাজা, ২০৭। ডুমুরভাজা, ২০৮। ঢেঁড়স-ভাজা, ২০৯। থোড়বড়ি, ২১০। চাল-কুমড়ার ঘণ্ট, ২১১। লাউয়ের সহিত রাইসরিষা, ২১২। শাকরকন্দ ভাজা, ২১৩। শাকরকন্দের লুচি, ২১৪। শাকরকন্দের পায়স, ২১৫। পানিফলের লুচি, ২১৬। পানিফলের মোহনভোগ, ২১৭। পেঁপের মোহনভোগ, ২১৮ ইঁচড়ের পায়স, ২১৯। ক্ষীরকুষ্মাণ্ড, ২২০। দধিপূরণ, ২২১। পাত্রীপূরণ, (দুইপ্রকার), ২২২। কৎবেলের আচার, ২২৩। চন্দ্রকান্তি, ২২৪। আমিক্ষা, ২২৫। কুণ্ডলিকা, ২২৬। কুন্দপল্লী, ২২৭। মনোহরা, ২২৮। মহামাধুরী, ২২৯। সুমথিত, ২৩০। অমৃতগোমুখী, ২৩১। জগন্নাথবল্লভ, ২৩২। সরপুপী, ২৩৩। সরপুরী, ২৩৪। সরভাজা, ২৩৫। পিঠাপায়স, ২৩৬। তাল-বড়া, ২৩৭। পিয়াল, ২৩৮। পীতমুদ্গমিশ্র পায়স, ২৩৯। মণ্ডাকর্পূরপুপী, ২৪০। পদ্মচিনি, ২৪১। পদ্মমধু। ২৪২। কমলামধু, ২৪৩। পিণ্ডখর্জ্জুর, ২৪৪। গোপীনাথের ক্ষীর, ২৪৫। ঘনদুগ্ধপুর, ২৪৬। চৈমরিচ, ২৪৭। চিরঞ্জী. ক্ষীরসার, ২৪৮। কুঙ্কুম, ২৪৯। ওরিবলক, ২৫০। সৌগন্ধি, ২৫১। গুড়িখণ্ড, ২৫২। আমলকীর মোরব্বা, ২৫৩। বেলের মোরব্বা, ২৫৪। চালকুমড়ার মোরব্বা, ২৫৫। আদার মোরব্বা, ২৫৬। পেঁপের মোরব্বা, ২৫৭। কাঁঠালের মোরব্বা, ২৫৮। আলুর মোরব্বা ২৫৯। দশমূলের মোরব্বা, ২৬০ মসলামিশ্রিত দধি, ২৬১। ক্ষীরোদন, ২৬২। পেশিখণ্ড, ২৬৩। কলিচূর্ণ, ২৬৪। কলিগুটি, ২৬৫। আম্রকলি ২৬৬। আমপিণ্ডক, ২৬৭। এলাচিদানা, ২৬৮। মকুলদানা, ২৬৯। তণ্ডুলভাজা, ২৭০। তিলখাজা-২৭১। দধিভাত, ২৭২। দধিচিঁড়া, ২৭৩। ডালিমবিচি লাড্ডু, ২৭৪ সুবাসিত বারি ২৭৫। তাম্বুল ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্যপ্রকার।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) — ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) — ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶০
৫। ভজনরহস্য — ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৷৷৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৷৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৷৷৹
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ৷৷৹
১০। মুক্তিফলটীকা ভগবৎসারত্বঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১১। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) — ৷৷৹
১২। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৷৷৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
ঐ (বাঁধা) — ৷৷৹
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) — ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ৷৷৹
ঐ (আবাঁধা) — ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৷৷৹
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৶০
২১। গীতমালা — /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড — ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) — ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৭। শরণাগতি — /০
২৮। গীতাবলী — /০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ — ১৷৷০
৩০। সাধনকণ — /০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০
৩২। নবদ্বীপশতক — /০
৩৩। অধপঞ্চক — /০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ — /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) — /১০
৩৬। আচনকণ — ৎ১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) — ।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা — ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৷৷০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৷৷০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৷৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — /০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) — ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী — /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ৷৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ — ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন — ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — /০
৬১। দি ভাগবত — ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি — ৷৷০
৬৪। সাধন পথ — ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু — ৷৷০
৬৬। গীতাবলী — ৲১
৬৭। শরণাগতি — /০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্কৎসর সমালোচক' অকরজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনি
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্বাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নরগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমঙ্গল প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বেদশাস্ত্রী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, আম্রগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামজীবন দেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসুদেবনারায়ণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) মোরাদপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গাঙ্গনার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES, ETC.

DASS BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR St. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুজীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শাঁখারীপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অদ্যাপি বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কক্ষেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীঅবধূত [illegible]
দৈনি-
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি [illegible] ৯৲
[illegible] ৩॥০
[illegible] ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

[illegible] মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

করাচী থানায় বোমা নিক্ষেপ

কলিকাতা এলবার্টহলে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর অভিনন্দন

বন্দুকের পাশ বাজেয়াপ্ত

ভোটগ্রহণ-কেন্দ্রে দাঙ্গা—মাথায় লাঠির আঘাত

লাইব্রেরীতে সাহায্য বন্ধ

সম্রাট-সকাশে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

ঝরিয়ায় ভীষণ দুর্ঘটনা

গোলটেবিলে সকলের সমবেত চেষ্টা

চট্টগ্রাম মামলার জের

বঙ্গীয় কংগ্রেস সভাপতির পাবনায় যাত্রা

নানা কথা

করাচী থানায় বোমা নিক্ষিপ্ত

গত [illegible] তারিখের রাত্রে দশটা [illegible] করাচী সিটি থানার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহই আহত [illegible]। এই বোমা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিক্ষিপ্ত বোমার অনুরূপ এবং [illegible] একই স্থানে উক্ত বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গত দুই মাসের মধ্যে করাচীতে [illegible] তৃতীয়বার এইরূপ কাণ্ড হইল।

কলিকাতা এলবার্টহলে মেয়রের অভিনন্দন

গত [illegible] তারিখে রবিবার বঙ্গীয় জন-সংঘের পক্ষ হইতে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে এলবার্ট-হলে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। সভায় বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে সভার-কার্য্য আরম্ভ হয়।

[illegible] হইতে বহু প্রকারে [illegible] নির্দিষ্ট [illegible]। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]।

[illegible] বাজেয়াপ্ত

পুলিশ [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। [illegible] ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দুকের পাশ বাতিল [illegible] পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। এখানকার অন্যান্য ভদ্রলোকগণের বন্দুকও পুলিশ একবার করিয়া দেখিয়া গিয়াছে।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দাঙ্গা
মাথায় লাঠির আঘাত

৮ই [illegible] প্রান্তে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের সময় জেমো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও কংগ্রেস সেবী কোন জমিদার প্রার্থী [illegible]দের এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জেমো [illegible] আশ্রমের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ রায় মাথায় লাঠির আঘাত পাইয়াছেন।

লাইব্রেরীতে সাহায্য বন্ধ

আগামী বৎসর হইতে যুক্তপ্রদেশের সরকার কারমাইকেল লাইব্রেরীতে আর তাহাদের বার্ষিক দান হাজার টাকা দিবেন না—ইহা জানাইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। লাইব্রেরী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে—ইহাই তাহার অপরাধ।

চট্টগ্রাম মামলার জের

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীকে অসুস্থতার জন্য চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি বহুদিন পলাতক অবস্থায় ছিলেন এবং অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে চট্টগ্রাম হইতে বারো মাইল দূরে একটা গ্রামে ধরা পড়েন। [illegible] পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে পুরীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার স্পেশাল ট্রিবিউনালের সভাপতি আদেশ করিয়াছেন যে, অম্বিকাবাবুকে বর্ত্তমান মামলা শেষ হইলে বিচারের জন্য আনিতে হইবে। অম্বিকাবাবু একজন ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী। তিনি চট্টগ্রামের কুয়াপাড়ার অধিবাসী কিছু দিন পূর্ব্বে একটা গুজব রটিয়াছিল যে অম্বিকাবাবু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিশেশ্বরের মৃত দেহ
পুলিসের হেফাজতে

লাহোরে অলীপুর [illegible] ফলে বিশেশ্বর নামে যে ব্যক্তি মেয়ো হাসপাতালে মারা গিয়াছে তাহার মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ সমূহ দিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বে পুলিস মৃতদেহ নিজ হেপাজতে লয় এবং অবস্থা [illegible] হইয়া যায়। প্রকাশ, দিল্লী গেটের বাহিরে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

আমেদাবাদ ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এলাহাবাদ হইতে আমেদাবাদে আসিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর আগামী সভার তারিখ নির্দ্ধারণ করিবেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস এলাহাবাদেই থাকিবে, না আমেদাবাদে থাকিবে তাহাও তিনি স্থির করিবেন।

আমেদাবাদে খানাতল্লাস

প্রকাশ, বোম্বাই ল্যামিংটন রোড থানায় যে ঘটনা হইয়াছে সেই সম্পর্কে স্বামীর টেলীগ্রাফিষ্ট গণেশ পরাঞ্জপের গৃহে খানাতল্লাস হইয়াছে।

প্রকাশ, পরাঞ্জপের সহিত বোম্বাইয়ের টেলিগ্রাফিষ্ট বৈশম্পায়নের চিঠি পত্র লেখালেখি হইয়াছে। বৈশম্পায়ন সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়াছে। পরাঞ্জপের গৃহে সন্দেহজনক কিছুই নাকি পাওয়া যায় নাই।

কান্দীতে নির্ব্বাচন

৮ই নবেম্বর প্রাতে কান্দী মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন হইয়া গেল। কান্দী, ছাতিনাকান্দী ও রসোড়া ওয়ার্ডে কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। হোমো ও বাঘডাঙ্গা ওয়ার্ডে খুব প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। এই দুই ওয়ার্ড হইতে কোনও কংগ্রেসকর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। মোটের উপর সাত জন নির্ব্বাচিত কমিশনারের মধ্যে তিনজন কংগ্রেসের লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কারাদণ্ড

শ্রীমান হীরালাল ও জিতেন্দ্র মদ্য, ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করায় আটদিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারা শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভলান্টিয়ার।

সোনপুর মেলায় পুলিশের লাঠি

মজঃফরপুর, ৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে সোনপুর মেলায় আবগারী দোকানে পিকেটিংকারী স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে লাঠি চালনার ফলে কয়েকজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একটি শোভাযাত্রা গত কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন সমস্ত মেলাটি পরিক্রমণ করে। পুলিশ কোনরূপ বাধা দেয় নাই।

বোম্বাই ৭ জন আহত

মাড়োয়ারী যুবসংঘকে সরকার বে আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত যুবসংঘের উদ্যোগে গতকল্য রাত্রিতে মুম্বাদেবী ফাউণ্টেনে এক জনসভা আহূত হয়। বহু লোক সভায় যোগদান করেন, কিন্তু পুলিশ ঐ জনতার উপর লাঠি চালায়।

সভার প্রারম্ভেই যুবসঙ্ঘকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করায় সরকারের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করা হয় ১৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশ সভায় আসিয়া বলপূর্ব্বক জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালায় এবং পতাকাটি কাড়িয়া নেয়। লাঠি চালানর ফলে ৭ জন গুরুতর আহত হয়। একজন সার্জ্জেণ্ট গুলী চালাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে চলিয়া যাইবামাত্রই জনসাধারণ পুনরায় তথায় সমবেত হইয়া পুলিশের কার্য্যের নিন্দা করে।

বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পুলিশকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

কারামুক্তিতে অভ্যর্থনা

ব্রাহ্মণবেড়িয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ গুলাপাত্র এবং অন্যান্য ১১ জন কর্ম্মী কারামুক্ত হইয়া আসিলে ষ্টেশনে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করেন তাঁহাদের শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হয়, বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাও উহাতে যোগ দেন। সন্ধ্যায় লোকনাথ পার্কের এক সভায় মহিলা ও পুরুষগণ, কারামুক্ত ব্যক্তিদের ত্যাগ ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সীমান্ত সংবাদ

সীমান্তের অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। নূতন কিছু সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই অথবা খিলাফতদের গতিবিধি সম্বন্ধেও কোন সংবাদ নাই কয়েকজন আফ্রিদি আক্রমি নাকি গোপখাদ ও পরিবারবর্গ সহ খাজুরী প্রান্তরের পশ্চিম ভাগের সন্নিকটে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

তুরঙ্গজাইএর হাজী এখনও মোমান্দ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বর্ত্তমানে পাণ্ডিয়ালীতে অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাঙ্কে বৈমানিক

দিল্লী, ৭ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বিমানবীর মার্শাল সার বিমানপথ গত ৬ই নবেম্বর বেলা ২টায় সময় ব্যাঙ্ককে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁর বিমান ঠিক প্রোগ্রাম অনুসারে চলিতেছে।

গোলটেবিলে সকলের সমবেত চেষ্টা

লণ্ডনে সমবেত ভারতীয় প্রতিনিধি একযোগে ভারতের পক্ষ হইতে সম্মিলিত দাবী উপস্থিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সকল দলের এবং সকল মতের প্রতিনিধিগণের মধ্যেই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

একটি বিষয়ে সকলেরই মত দেখা যাইতেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য উপনিবেশের সমান অধিকার ভারতবর্ষকে দিতে হইবে, এই অধিকার না পাইলে কেহই সন্তুষ্ট হইবেন না। বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে মনস্থ করিয়াছেন; তবে কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্ন তুলিয়া পূর্ব্বাহ্নেই একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া করিতে ইচ্ছা করেন। এই বোঝাপড়া বাহিরে গোল টেবিলে না হইয়া নিজেদের মধ্যেই হয়, তজ্জন্য ভারতের বিশিষ্ট নেতারা সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে সার এ, পি, পাত্রের আগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যাইতেছে। তিনি দিল্লীর সর্ব্বদল বৈঠকে নিযুক্ত সর্ব্বদল সম্মিলিত কমিটির সভাপতি ভারতবর্ষে থাকিয়াই তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই।

লণ্ডন যাইবার পথে জাহাজের মধ্যেও তিনি এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াও এই বিষয়ে যত্নের ত্রুটী করিতেছেন না। অন্যান্য নেতারাও অবশ্য তাহার সহায় হইয়াছেন। ইহার ফলে অমুসলমানগণের পক্ষ হইতে একটী এবং মুসলমানগণের পক্ষ হইতে আর একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

এই উভয় কমিটী মিলিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ যে, এই কমিটিদ্বয়ের কার্য্য সন্তোষজনক ভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

বৃটিশ রাজনীতিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, এই হিন্দু মুসলমান সমস্যাই, সকল অনর্থের মূল। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এতদিন পর্য্যন্ত ইহার সমাধান করিতে পারেন নাই; এবারেও তাঁহারা যদি এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন এবং এই সাম্প্রদায়িক বিরোধকে উপলক্ষ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য লাভ সম্ভবপর হইবে না।

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পাবনায় যাত্রা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু পাবনায় কংগ্রেসের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য আগামী ১৪ই নবেম্বর পাবনায় যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবার ব্যবস্থা করার জন্য মিউনিসিপালিটীর সদস্যগণ সোমবারে সভা করিবেন।

কবিয়ায় ভীষণ দুর্ঘটনা
৪০টি বাড়ী ধ্বংস

৮ই নবেম্বরের, সংবাদে প্রকাশ কবিয়ার কাজলপট্টি নামের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অংশে অনুমান দেড় শত ঘর লোক তথায় বাস করিত। গত রাত্রিতে ১১টার সময় যোড়ারামজীর কয়লায় খনি ধ্বসিয়া যাওয়ায় উক্ত স্থানের ত্রিশ চল্লিশ ঘর, এংলো গুজরাটী স্কুলের অংশ, রামদাসজীর গোশালা ও বাটী রামদাসজী সহ ধ্বসিয়া গিয়াছে। দোতালা বাড়ীর অস্তিত্ব লুপ্ত। ইহার ভিতর রামবল আগারওয়ালার অয়েল মিল ও সরকারী রাস্তা ষ্টেসন পর্য্যন্ত ধ্বসিয়াছে। আরও কত ধ্বসিবে স্থির নাই। সর্ব্বত্র প্রাণাতঙ্কর হাহাকার। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৫।৬ লক্ষ টাকা।

সম্রাট্ সকাশে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

গত ৮ই নবেম্বর লণ্ডন ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলেন। ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন তথায় উপস্থিত থাকিয়া সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নিকট প্রত্যেক সদস্যকে পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৭

ম্রিক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব উপলক্ষে অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী গত ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে, একপক্ষকাল উন্মুক্ত থাকিবে। অদ্য অষ্টাহ, এখনও এক সপ্তাহ বাকী। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণেরই প্রবেশের অধিকার থাকে, তৎপর সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে না। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। জটিল ধর্ম্ম-তত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধন আবালবৃদ্ধবনিতা লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রদর্শনী দেখিয়া যাইতেছেন। শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ অতি সরল ভাষায় দর্শক জিজ্ঞাসুগণকে বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিতেছেন। গঙ্গার ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত বাগবাজার ষ্ট্রীটই ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, রিক্সা ইত্যাদি যানে পরিপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য। কলিকাতানগরের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীর কথা।

অবশ্য সকলক্ষেত্রেই আমরা সারগ্রাহী ও ভারবাহী—এই দুইদল দেখিতে পাই. সুতরাং প্রদর্শনী-ক্ষেত্রেও দর্শক-দলের মধ্যে তদ্দর্শনে যে বঞ্চিত হই নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। সারগ্রাহিগণ প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের শিক্ষাসার গ্রহণে যত্ন না হইতেছেন, পরন্তু সাধুচেষ্টা-দর্শিত বৃথা দোষ-ছিদ্রানুসন্ধানকারী ভারবাহিদল কিসে তাহাতে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। ভারবাহিগণের মস্তিষ্কে এই প্রাকৃত জগতের অর্থচিন্তা এত অধিকরূপে প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে যে অপ্রাকৃত জগতের পরমার্থ-চিন্তা তাহাতে আদৌ অবকাশ পাইতেছে না। সুতরাং তাঁহারা পরমার্থিক নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞানে তৎসম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা গ্রহণেরই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না; পরন্তু এক বুঝিতে, আর এক বুঝিয়া নিজে বিপরীত ঘটাইয়া ফেলিতেছেন। তত্ত্বদর্শনের অভাবে আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতা-হেতু তাঁহারা কোন সূক্ষ্ম বস্তুর বাহ্য প্রতীতি মাত্র লইয়াই তাহার গুণ দোষ তাঁহাদের নিজের বুদ্ধি-অনুযায়ী বিচার করিতে গিয়া নানা অপ্রাসঙ্গিক অনার্জনিক হাস্যাস্পদ বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন। একজন ভারবাহীর অজ্ঞতা-মূলক সিদ্ধান্ত শ্রবণে তৎসমশীল অন্যান্য ভারবাহিগণও গড্ডলিকা-প্রবাহন্যায়াবলম্বন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের এইরূপ অদূরদর্শিতায় অত্যন্ত বিশেষ দুঃখিত।

'ইতি গজঃ' পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া যাঁহারা কেবল "অশ্বত্থামা হতঃ" শুনিয়াই তত্ত্বজ্ঞ হন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা সুধীসমাজ কখনই করিতে পারেন না। জাগতিক বিষয়-মদের নেশায় ভরপুর থাকা অবস্থায় অপ্রাকৃত বিষয়-গুলির সম্বন্ধে একটা বিপরীত ধারণা হওয়া আমাদের পক্ষে আদৌ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অজ্ঞমনের 'বুঝ'কে যথাসর্ব্বস্ব না ভাবিয়া বিজ্ঞ আত্মদর্শীর 'বুঝ'টাকে শুনিবার অবসর করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। পারমার্থিক শাস্ত্রের কোন কথাই আলোচনা না করিয়া তদ্বিষয়ে "সব জান্তা" সাজিতে গেলে বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ 'সব জান্তা' একজনের বুদ্ধির দোষে বহু লোকে নিরয়গমনে প্রস্তুত হয়।

গৌড়ীয়মঠের বাস্তবসত্যবাণী-প্রচার-ফলে প্রকৃত-স্বার্থজ্ঞানহীন জড়বিষয়-বিমুগ্ধ বদ্ধজীব আমাদের যাবতীয় অপস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে বলিয়া আমরা সেই সত্য-প্রচারকে নানাভাবে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমাদের এই হৃদগত পিশুনভাব অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও ভগবান্, জীব ও মায়া-তত্ত্ববিৎ সাধুগণ আমাদের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যাবলী হইতে তৎসমস্তই বুঝিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পান। তাঁহারা আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিয়া সুবুদ্ধি প্রদানের জন্য আমাদিগের ন্যায় পাষণ্ডপ্রকৃতি অসৎস্বভাব ব্যক্তির নিকটও যথেষ্ট দৈন্যাবলম্বন পূর্ব্বক অত্যন্ত বিনীতভাবে মিষ্টমধুর বাক্যদ্বারা প্রচুর পরিমাণে শ্রেয়উপদেশ করেন, কিন্তু প্রেয়ঃপন্থী হতভাগ্য দাম্ভিক জীব আমরা—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' ন্যায়াবলম্বনে তাঁহাদের শ্রেয়ঃকথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে করি—সাধুও মানুষ, আমিও মানুষ, তাঁহাতে আমাতে পার্থক্য কি! সাধুর নিকট না শুনিয়া মনে করি, সাধু বুঝি আমার ন্যায় নির্ব্বোধ জীবের কৃপাপ্রার্থী! ইহাকেই অপরাধ আত্মঘাতী আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। আমরা সাধুসঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়া নিজ ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষদুষ্ট মনের ভারবাহিস্বরূপ গোখরদর্শকে মাত্র সম্বল করিয়া অনন্তকালের জন্য নরকগমনে প্রস্তুত হই!

সারগ্রাহিগণ প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয় হইতে তাহার সার গ্রহণ করিয়া পরমার্থোপদেশকগণের প্রতি কতই না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন! শ্রীভগবৎপ্রেরিত-জনগণ কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত—জীবের বদ্ধাবস্থার রূপ, জীবের বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্ ভজনাধিকার-প্রাপ্তির উপায়, ভজনাধিকার-প্রাপ্ত ভক্তের ভজনানন্দ, ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য এবং ভক্তেরও ভগবৎপ্রীতি কিরূপ, পরজগতের বিকৃত প্রতিফলন ইহ জগৎ, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের বিকৃত প্রতিফলন প্রাকৃত রসপঞ্চক, শৌক্র-সাবিত্র-দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্মবিচার, ভগবদ্ভক্তির নামে কপটতা বা ভণ্ডামি বর্ত্তমানে কিরূপে 'ভক্তি' নামে চলিতেছে, আর অজ্ঞ সাধারণে তাহাতে কিরূপে আকৃষ্ট হইতেছে, অপ্রাকৃত-সহজ-ভাবকে বিকৃত-স্বরূপ জীব কিরূপে প্রাকৃত-সহজ-ভাবময় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার ফলে জগতে কিরূপ ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ পরিণাম, কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ কিরূপে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার প্রয়াস করিতেছে এবং তৎফলে কিরূপ ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইতেছে, অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ মদনমোহন কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত রাসাদি লীলা-বিলাস এবং প্রাকৃত মদন ও রতির বিলাসে পার্থক্য কি, মাধুর্য্যগোলোক শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ঔদার্য্য গোলোক শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে গৌরলীলার রাস-রহস্য, মথুরায় দেবকীনন্দনের ও গোকুলে নন্দনন্দনের বৈশিষ্ট্য, চতুঃসম্প্রদায় এবং তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহ, জীবাত্মার অণুত্ব, অজগণত, মেষলাভ, বামন, নরপশু, অসভ্য মানব, সভ্যমানব, সম্পূর্ণ সভ্যমানব, তর্কনিষ্ঠাবস্থা বা অভিজ্ঞানাবস্থা এবং নাস্তিকাবস্থায় যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, বুদ্ধরূপি বিষ্ণু এবং কল্কিরূপি বিষ্ণু—এই দশাবতার, শ্রীবিগ্রহ, ভাগবত, নাম, মন্ত্রাদি ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য নহেন, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সেবা তত্ত্ব, শাস্ত্রানুগত্যিক বর্ণাশ্রমের রহস্য, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ো-বিচার প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষার বিষয় সদৃষ্টান্তে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুণিগুণ-গ্রাহক সারগ্রাহী সজ্জনগণ অত্যন্ত আনন্দ পাইতেছেন এবং এতাদৃশী প্রদর্শনীর উদ্যোক্তার চরণে নানাভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

নিরয়বর্ত্মে পতিত হইবার উপদেশ কলির কাছে কলিকাতায় প্রতিপদবিক্ষেপে মিলিতে পারে; কিন্তু কলির প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে তিরস্কারকারী কলিহননপরায়ণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিত্যমঙ্গলজনক সদুপদেশ যেখানে সেখানে মিলিবার বিষয় নহে। নিরপেক্ষ ভাবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া বিচার করিয়া দেখিলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগজ্জীবকে কি মহামূল্য রত্ন বিতরণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে, নতুবা মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই অযথা দোষ আরোপ করিবার কদর্য্য প্রবৃত্তি হৃদেশ অধিকার করিবে। হৃদেশে কৌটিল্য বজায় রাখিয়া যিনি যতই না কেন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব সাজিবার স্পর্দ্ধা করুন, তিনি অব্রাহ্মণ বা অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-মহাজন-কর্ত্তৃক দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাজ্য।

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

(কীর্ত্তনমুখে ভিত্তিস্থাপন)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ-পুরী মহারাজ-লিখিত)

গত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার তারিখে প্রাতে সাড়ে নয়টার পর শ্রীযুক্ত নিরাজ মোহন দে মহাশয় ঠাঠারী-বাজারস্থ নবসংগৃহীত ভূমিতে কীর্ত্তন-মুখে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের চরণার্চ্চন ও শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের পূজা এবং পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। নিরাজবাবু লৌকিক সমাজে বাস করিয়াও স্মার্ত্ত পুরোহিতসম্প্রদায়ের পদাবলেহন না করিয়া যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে গৃহের

ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্ত উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন, সেজন্ত তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার স্নেহের পাত্র ও অনুগত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়ও এই অনুষ্ঠানে অনুকূল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাও প্রশংসার্হ; কারণ আজ কাল সংসারের মধ্যে এক প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট দুইটী ব্যক্তি পাওয়া বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ পারমার্থিক অনুষ্ঠানে। এ দুনিয়ায় দেখা যায়, একভাই পরমার্থ-প্রচারে রুচিবিশিষ্ট হইলে অপর ভাই তাহার বিঘ্নোৎপাদনের জন্ত বদ্ধপরিকর হন। এক ভাই মোহিনীর কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া অপর সরল অনুগত ভাইকে বঞ্চনা করিয়া—অন্তরে অবস্থিত অন্তর্যামী সর্ব্বদর্শী শ্রীভগবান্‌কে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার চক্ষেও ধুলি দিব, তাঁহার অগোচরে গুপ্তকার্য্য করিয়া অপস্বার্থ সিদ্ধি করিব—এইরূপ ধৃষ্টতা পোষণ করিয়া ভোগাগার স্থাপনের জন্ত—আত্মার একমাত্র নিত্যাবৃত্তি ভগবদ্ভক্তির পথে জলাঞ্জলি দিয়া, এমন কি সামান্ত নৈতিক চিত্তবৃত্তিকেও বিসর্জন দিয়া যেন তেন প্রকারে অনর্থ সংগ্রহ করিয়া ভোগাগারের উন্নতি বিধানের জন্ত প্রমত্ত হন—দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, হিতাহিত-বিচার শূন্য হইয়া আত্মঘাতী হইবার জন্ত ভোগের মরীচিকার উদ্দেশ্যে ছুটাছুটী করেন—ইহাই কলিহত জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা বিরাজ বাবু ও দীনেশ বাবু উভয়েরই শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া এবং তাঁহাদের পরস্পরে নিষ্কপট স্নেহ ও শ্রদ্ধা, নিষ্কপট ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত। আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা করি, তাঁহারা আচার প্রচারে সমপরিমাণে উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দ অধিকতর বর্দ্ধন করুন।

আলোচিত বিষয়ের মর্ম্ম

জগতের লোক যে প্রকারে ভোগাগারের বা ত্যাগাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন আমরা আজ সেই প্রকার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্ত আসি নাই বা সেপ্রকার গৃহের লক্ষন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এটী কোন্‌প্রকার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইবে? যে গৃহটী একবার নির্ম্মিত হইলে আর কখনও পড়িয়া যাইবে না বা অনলে পুড়িয়া যাইবে না—যে গৃহে বাস করিলে নিজেকে ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমান করিব না—দৃশ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধির উদয় হইবে না—আর কখনও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না—যে গৃহটী ছাড়িয়া আর কখনও অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে না, ইহা সেই প্রকারের গৃহ; কৃষ্ণকেই এই গৃহের একমাত্র মালিক জানিয়া যখন সেবকসূত্রে নিত্যকাল এইগৃহে বাস করিব, তখন দৃশ্য বস্তুগুলি কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে—সেব্যরূপে দর্শন করিব এবং অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যপ্রভুর নিত্য সেবা করিয়া নিত্য সেবানন্দ লাভ করিব। তাই এ গৃহটী চেতনময় নিত্যগৃহ—এ গৃহটীর নাম "ভক্তিকুটীর"। আজ আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর অশোক-অভয়ামৃত-কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম অর্চ্চন ও বন্দনা করিয়া মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে কীর্ত্তন-মুখে এই ভক্তিকুটীরের ভিত্তি স্থাপন করিব। কোন মহাজন বলিয়াছেন, "যদি ভজিবে গোরা তবে সরল কর মন। কুটীনাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥ লোক দেখান' গোরা ভজা (বাহ্যানুষ্ঠান) তিলক মাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥" অর্থাৎ হরিভজন করিতে হইলে অন্তরের কপটতা ছাড়িয়া হৃদয়টীকে সরল করিতে হইবে; কারণ কড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ত কেবলমাত্র লোকদেখান বাহ্যানুষ্ঠানে রত হইলে অন্তর্যামী প্রভু আমার গুপ্ত অত্যাচার—অন্তরের চৌর্য্যবৃত্তি ধরিয়া ফেলিবেন; সুতরাং আমরা সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়াভ্যন্তরে ভক্তিমন্দিরের ভিত্তিটী স্থাপন করিয়া লই, পরে বাহিরের ভিত্তি স্থাপন করিব, তাহা হইলেই আমরা কৈতবশূন্য হইব—অন্তরে ও বাহিরে আমাদের সমান ব্যবহার হইবে। যেখানে পুরাতন গৃহ আছে, সেখানে একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেরূপ পুরাতন গৃহটি সমূলে ফেলাইয়া দিয়া সেইস্থানে নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও একটী পুরাতন গৃহ আছে, তাহার নাম ভোগাগার। আমরা অনাদিকাল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণত্ব লাভ করিয়াছি—রাবণের অনুচর হওয়ায় আমাদের অন্তরে ভোগাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। রাবণের ভোগের পুরী যেরূপ হনুমানজী দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরা শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইলে তিনি আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত ভোগের পুরীটী জ্বালাইয়া দিবেন, তখন তাঁহার কৃপায় হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিকুটীরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুরম্য চেতনময় নিত্য কুটীর নির্ম্মিত হইবে; অতএব প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলেই ভক্তিকুটীরের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ঘরে ঘরে যাইয়া ভোগাগার এবং ত্যাগাগার রূপ প্রচ্ছন্ন ভোগাগার ধ্বংস করিয়া তাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে ভক্তিকুটীর স্থাপন করিবার জন্ত নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণমাতা কৃষ্ণপিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥"

তখন যাঁহারা জগাই মাধাইয়ের মত "আর নারে বাপ" বলিয়া অর্থাৎ আর কখনও পাপকার্য্য করিব না—আর হরি-ভজন ছাড়িয়া ভোগাগারে অবস্থান করিব না বলিয়া তাঁহাদের শরণাগত হইয়াছিলেন—উপরিউক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই হৃদয়-মধ্যে ভক্তিকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাহিরেও ভক্তিকুটীর বা সদাচারময়—হরিভজনময় কৃষ্ণের সংসার স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা যে প্রকার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের ভাগ্যও তদপেক্ষা কিছু কম নহে; কারণ এখনও সেই শ্রীচৈতন্যবাণী মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্‌জনের হৃদয়ের ভোগাগার ও ত্যাগাগার রূপ প্রচ্ছন্ন ভোগাগার জ্বালাইয়া দিয়া হৃদয়টীকে কৃষ্ণবসতিস্থল—ভক্তিকুটীর করিয়া দিতেছেন, তখন আপনা হইতেই তাঁহাদের বাহিরের গৃহটীও ভক্তিকুটীরে পরিণত হইতেছে।

আসুন, আজ আমরা অহং-মম অভিমান ছাড়িয়া—'আর নারে বাপ' বলিয়া সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর অশোক-অভয়ামৃত কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে 'আমি আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি—সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর একান্ত অনুগ হই—কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলেই আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ভক্তিকুটীরের ভিত্তি স্থাপিত হইল জানিতে হইবে——কীর্ত্তন-মুখে ভিত্তিস্থাপন ক্রিয়াটী নিষ্কপটে সাধিত হইবে। ঐ শুনুন, কোন মহাজন আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন—"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী-চরণে কুরুতানুরাগম্"!

ইহার পর শরণাগতির কয়েকটী পদ পাঠ করা হয়; পরে শ্রীপাদ মহাপ্রভু-দাস প্রভু সুললিত কণ্ঠে শরণাগতির নিম্নলিখিত পদ দুইটী কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিতে দিতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভু-কর্ত্তৃক গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

"অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমিত্ব নাথ না রহিল আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে বসিল॥
আমার সর্ব্বস্ব দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর॥
সে সব হইল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
স্থূল-লিঙ্গ দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমিত নিষ্কৃত॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
বিনোদ-সেবক আজ আপনে ভুলিল॥
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন॥
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
বিনোদ-সেবক বলে তব সুখ সার॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী রাসযাত্রা হইতে আরম্ভ হইয়াছে

এক পক্ষকাল উন্মুক্ত থাকিবে

প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দ্বার খোলা থাকে

সকলে দর্শন করিয়া পরমার্থ-শিক্ষালাভে জীবন সার্থক করুন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৶০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৮৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১০।	বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্তকল্পনার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৬।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২১।	গীতমালা	/১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৩।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৬।	শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৭।	শরণাগতি	/০
২৮।	গীতাবলী	/০
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩০।	সাধনকণ	/
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৩২।	নবদ্বীপশতক	/০
৩৩।	অর্থপঞ্চক	/০
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	/০
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	/১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।/০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	/০
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫০।	সাংখ্যবাণী	/০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৫	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	/০
৫৬।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬০।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	/০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইসোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৪।	সাধন পথ	।০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৬।	গীতাবলী	৴১
৬৭।	শরণাগতি	/০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক অকপট ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রেম, কাব্য, শিল্প, কৃষি, প্রকাশন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রী চীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠালয়ে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সভ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, চিত্র সমন্বিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ ধামাধিকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূত প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—বেদশাস্ত্রী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) যাহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রকটিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী পুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুগুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ পামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসুকিতারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

কেদিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যোদানন্দ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গৌড়ীয় মঠের প্রকাশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—জীবের নিত্য পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, নৈমিত্তিক ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, উৎ মধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না।—পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার বিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পোনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কথাচ্ছলে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ্যঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৶৹

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড, অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধনতোমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরগ্রন্থে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

Registered No C ৪৪

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অদ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
স্থায়ীর হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সাধারণ প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩০

বাঙ্গালার তৃতীয় মন্ত্রী

পুলিশের লাঠিতে ২০ জন আহত, ১৫ জন ধৃত

লণ্ডনে মিঃ মহম্মদ আলি

পুলিশ সার্জ্জেণ্টের অনধিকার প্রবেশ

ভারতে স্বরাজ

সন্দ্বীপে ভীষণ দাঙ্গা—একজন মুসলমানের মৃত্যু

বিহারে দশ হাজার গ্রেপ্তার

পুলিশের নিন্দায় হাকিম—আসামিদের অব্যাহতি

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

বাকীপুর জেলে প্রায়োপবেশন

নানা কথা

বাঙ্গালার তৃতীয় মন্ত্রী

গত ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের পদত্যাগের ফলে বাঙ্গালায় যে মন্ত্রীর পদ শূন্য হইয়াছিল, হিন্দু কাউন্সিলারদের সম্মতিক্রমে শ্রীযুত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। শীঘ্রই এই সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা আশা করা যায়।

পুলিশের লাঠিতে ২০ জন আহত

প্রকাশ, গত ৯ই নভেম্বর অপরাহ্ণে নদী গেটে কংগ্রেসের শোভাযাত্রাকারীদিগকে পুলিশ লাঠি লইয়া আক্রমণ করে। প্রায় ২০ জন লোক আহত হইয়াছে তন্মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অদ্বৈত অধিনায়ক ঠাকুর বলরাম ও ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ঘটনাস্থলে ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডনে মিঃ মহম্মদ আলি

গত ৭ই নভেম্বর মিঃ মহম্মদ আলি তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ক্ষীণ হইয়াছে। কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বৃটেনের অনুরূপে ইংলণ্ডে [illegible] করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহারা হইলে ভারত বৃটেনের সহিত [illegible] ও [illegible] আবদ্ধ থাকিবে। নচেৎ বৃটেনকে ভারত সাম্রাজ্য হারাইতে হইবে। তিনি আরও বলেন, ভারত সাম্রাজ্য হারাইলে ইংলণ্ডকে তৃতীয় শ্রেণীর একটি দেশে পরিণত হইতে হইবে।

পুলিশ সার্জ্জেণ্টের অনধিকার প্রবেশ

সম্প্রতি একদিন রাত্রি ১০॥০ টার সময়ে এক সার্জ্জেণ্টকে সি, পি, উডস্ রোডে জরুরী চিকিৎসার ডাক্তারখানার নিকটে মহাদান চৌধুরীর বাটীর দরজা ধাক্কা দিতে দেখা যায়। সে ১২ জন কনেষ্টবলের সাহায্যে বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দোতলায় গমন করে। তৎপর সে প্রত্যেক দরজা টেনে টানা ধাক্কা দেয় এবং অবশেষে এক ঘরে আলোক দেখিয়া বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া ফেলে। সে কে জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে সে বলে, "পুলিশ কমিশনার।" পরে প্রবেশ করিয়া সে ইতস্ততঃ লোকজন তাড়া করিতে থাকে।

ভারতে স্বরাজ

ইংলণ্ডের "স্পেক্টেটর" এবং "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান, এই উভয় পত্রিকাতেই গোল টেবিল বৈঠকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পত্রিকাতেই প্রকাশ যে, ভারতবাসিগণ শাসন ব্যাপারে অন্যান্য উপনিবেশের সহিত সমান মর্য্যাদা পাইবার দাবী করিয়াছে।

"স্পেক্টেটর' পত্রিকা বলেন যে, [illegible] মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ভারতে জাতিভাবে রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালীর গঠনপূর্ব্বক ভারতবাসীদিগের নিজেদের [illegible] কার্য্যের ভার তাহাদের হস্তে অর্পণ করা উচিত।

"নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা বলেন যে, যদি ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে শাসনকার্য্যে ভারতকে অন্যান্য উপনিবেশের মত সমান মর্য্যাদা ও অধিকার দান করা আবশ্যক।

সন্দ্বীপে ভীষণ দাঙ্গা।

একজন মুসলমানের মৃত্যু

সন্দ্বীপ থানার অন্তর্গত গজোরপুর নামক গ্রামে এক ভীষণ দাঙ্গার ফলে আফিজদ্দিন নামক জনৈক মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে, এবং কয়েক জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, কোন একটা জমীর অধিকার লইয়া দুই দলে বিবাদ ছিল, সেই জমী হইতে ধান কাটিয়া আনাইবার সময় গোলযোগ বাধে।

আফিজের মাথায় দা'য়ের দ্বারা আঘাত করা হইয়াছিল এবং লাঠীর আঘাতও লাগিয়াছিল। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

বিবিধ সংবাদ

বিহারে দশ হাজার গ্রেপ্তার

৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বিহারে ১০০২০ জন কংগ্রেস-কর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তন্মধ্যে ভাগলপুর জিলায় ১৮৭৬ মুঙ্গেরে ১৫৭২ পাটনায় ১৩৫৩ চম্পারণে ১০৯৯ সারণে ১০০০, দ্বারভাঙ্গায় ৫৮৩, সাহাবাদে ৫১২, মজঃফরপুরে ৪৯২, গয়ায় ৪৯৯, পূর্ণিয়ায় ৩১৭ সাঁওতাল পরগণায় ৯৯০, মানভূমে ২০২ হাজারীবাগে ১৩৮, সিংভূমে ৯৩, রাঁচি ৫৪ ও পালামৌতে ১ জন।

পুলিসের জিম্মায় হাকিম আসামীদের অব্যাহতি

৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ উকীল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি ও উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, বিজয়কান্ত মজুমদার প্রমুখ কয়েক জন পুলিস কর্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ এবং ৩৫২ ধারা অনুসারে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট দীর্ঘ রায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন যে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর কারণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া এবং তাহাদের মূল্যবান সময় ও সরকারের অর্থ নষ্ট করিয়া পুলিস যে কাজ করিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে এবং নিন্দার্হ।

পুলিস ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

হাজারীবাগ জিলার সাতগাঁও নামক গ্রামে পুলিসকে মারপিট করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এক বাড়ী খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সাতগাঁ জমীদারীর মালিকের সহিত নূতন মালিকের বিরোধের ফলে উক্ত গোলযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সাবইন্সপেক্টারের অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া প্রকাশ। একজন কনষ্টেবল এবং জমীদারের ৩ জন ভৃত্য আহত হইয়াছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল সশস্ত্র পুলিস সহ ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বাকীপুর জেলে প্রায়োপবেশন

প্রকাশ, কলিকাতা জাতীয় যুব-সংঘের সম্পাদক বেহেশের ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার অথাদ্য খাদ্য সম্বন্ধে অভিযোগ দূরীকরণার্থ পাটনার বাকীপুর জেলে গত কয়েক দিন যাবত প্রায়োপবেশন করিতেছেন। অভি-

[illegible] রাজনৈতিক ডাকাতী মামলা সম্পর্কে গত ২রা আগষ্ট তিনি ধৃত হন। কিন্তু পরে উক্ত অভিযোগ [illegible] অবশেষে ১০৯ ধারায় [illegible] তাঁহাকে ধৃত করা হইয়াছে।

খানাতল্লাস

গত রবিবার [illegible] পুলিস কর্মচারীর নেতৃত্বে এক দল কনেষ্টবল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধনের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তথায় খানাতল্লাস করে। উক্ত খানাতল্লাসের কারণ এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ পুলিস আপত্তিকর কিছুই পায় নাই ও কাহাকেও ধৃত করে নাই। আনন্দবাবুর পুত্র শ্রীমান ভুবন বর্দ্ধন ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

৮ই নভেম্বর প্রাতে কংগ্রেস হইতে ঢোল সহযোগে ঘোষণা করা হয় যে, অপরাহ্ণে টাউন হলের প্রাঙ্গণে এক সভা হইবে এবং বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসাক এম. এল. সি মহাশয় বক্তৃতা করিবেন। সভা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে পুলিস কংগ্রেস কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া হৃষীকেশ বাবুকে ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করে। হৃষীকেশ বাবু ইতিপূর্ব্বে দুইবার ধৃত ও পুলিস আইনে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে স্মৃতি-সভা

গত ২১শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর মৃত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নবম-বার্ষিক স্মৃতি উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে তথায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ বক্তা স্বর্গীয় মহাত্মার এবং দেশের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী সরস বক্তৃতায় সভায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কতিপয় অল্পবয়স্কা বালিকার সুমধুর সঙ্গীতে সভায় জনগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। পরিশেষে বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ "ভুবন মিউজিক্যাল ক্লাবের" সভ্যগণ কর্তৃক "জোর বরাত" প্রহসন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। মোহিনী বাবুর কৃতী পুত্রগণের আদর-আপ্যায়নে সভায় সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিকেটিং

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সঙ্গে লইয়া [illegible] ভদ্রলোক ও ছাত্র মিলে একটী শোভাযাত্রা গঠন করিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করেন। উক্ত শোভাযাত্রা [illegible] পার্কে উপনীত হইলে তথায় একটী সভার অধিবেশন হয়।

পিকেটিং পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গত ৯ই নভেম্বর প্রায় ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছেন।

ভাইস চ্যান্সেলারের মৃত্যু

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও হাইকোর্ট বারের সভাপতি ডাঃ সার মতিসাগর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে গত ১০ই নবেম্বর বৈকালে মারা গিয়াছেন। তিনি এক সভা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবামাত্রই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন ও অল্পক্ষণ পরেই মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। সার মতিসাগর নারী শিক্ষার সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

কলিকাতায় পঞ্জাবী ছাত্রী গ্রেপ্তার

পঞ্জাবের শেখপুরা নামক স্থানের কুমারী লীলাবতী নাম্নী জনৈকা ছাত্রী বহুবাজার ডেণ্টাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। গত কল্য সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহাকে উক্ত কলেজেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই বালিকার মেসেও নাকি ঐ দিন সকালে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। এই মেস বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং বেথুন কলেজের সহিত সংযুক্ত।

গ্রেপ্তার করিয়া কুমারী লীলাবতীকে ইলিসিয়াম রোর লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বসাইয়া রাখা হয় বলিয়া প্রকাশ। লীলাবতীর গ্রেপ্তারের হেতু এখনও প্রকাশ পায় নাই।

আমেদাবাদে খানাতল্লাস

স্থানীয় ভার বাবু শ্রীযুক্ত গণেশ পদারপের বাটীতে পুলিসের খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। ইহা বোম্বায়ে ল্যামিংটন রোড থানায় ঘটনা সম্পর্কে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গণেশ পদারপের তার বাবু শ্রীযুক্ত বৈশম্পায়নের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতেন। ঐ বৈশম্পায়ন বাবু পুলিসে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। খানাতল্লাসে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

[illegible]

গত ৮ই নভেম্বর প্রাতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন উপলক্ষে [illegible] ভোটকেন্দ্রের স্থানে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও কংগ্রেস-বিরোধী নির্বাচনপ্রার্থী জমীদারের লোকের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ডের [illegible] শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ রায়ের মস্তকে লাঠির আঘাত লাগিয়াছে।

৩৩ জনের কারাদণ্ড

গত ৮ই নভেম্বর করাচীর জিলা কারাগারে ৩৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের বিচার হয়। তন্মধ্যে ২২ জন পিকেটিং অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, শান্ত ভাবে পিকেটিং করিলেও লোক উত্ত্যক্ত হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া তিনি সকলকে ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আদালতে বে-আইনী লবণ বিক্রয়ের অপরাধে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইনের ৪৭ ধারায় অভিযুক্ত হন। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের ৩ জনকে ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ১৪ বৎসরের ২টী বালক দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় অনধিকার প্রবেশ ও বিরক্তি উৎপাদনের জন্য অভিযুক্ত হয়। তাহাদের প্রতি ৯ ঘা করিয়া বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। প্রকাশ, এই সপ্তাহের মধ্যে করাচীতে মোট প্রায় ৫৫ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত হইয়াছেন।

কারামুক্তি

উকীল ও কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ভারতীয় দণ্ডবিধি ১১৮ ধারা অনুসারে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দমদম জেল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি গতকল্য খুলনায় পৌঁছিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের মুখপাত্র

১২ই নভেম্বর তারিখে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করিলেন অতঃপর প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বক্তৃতা করেন। মিঃ জয়াকর বলেন, ভারতের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বক্তার অনুমোদন প্রস্তাব করিবেন। অতঃপর কাশ্মীর, ভূপাল, [illegible] আরও কয়েকজনকে এই উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। [illegible] বরোদার গাইকোয়াড়, পাতিয়ালার মহারাজা, বিকানীরের মহারাজা এবং [illegible] হায়দরাবাদের [illegible] উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার-১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কথায় বলে—মূর্খের অশেষ দোষ। মূর্খেরা এক কথার অন্য অর্থ লইয়া সমাজে নানা বিপ্লব উপস্থিত করে। যাহারা ঐ মূর্খের কথা শুনিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাও বিপদ্‌গ্রস্ত হন। গড্ডলিকা-প্রবাহে বর্ত্তমান জগৎ ভাসমান; পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত ধৈর্য্য তাহাদের নাই। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক ধৈর্য্য-সহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য না পাইয়া তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা অভিনব মত ব্যক্ত করিতেছে। সুতরাং সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণের খুব সাবধানে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

'যাকে দেখ্‌তে নারি তা'র চলন বাঁকা' বলিয়া একটী প্রবাদ-বাক্য আছে। আমরা কতকগুলি লোকের চরিত্রে তাহার যথেষ্ট বিশ্লেষণ পাইতেছি। বাস্তবসত্যের প্রচার-ফলে প্রাকৃত-সহজিয়া মিথ্যাচারি সম্প্রদায়ের নানা অসুবিধা হওয়ায় তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সত্য-প্রচারকগণের প্রতি মৎসরভাবাপন্ন হইয়া আছে, ছিদ্রানুসন্ধানের অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া এখন 'গাছ না পেয়ে ছিপে কামড় মারা'র ন্যায়াবলম্বন করিতেছে। মৎসর দল শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কোন ধারই না ধারিয়া এক এক সময় এমন এক একটী গুজব রটাইতেছে যে, তা' শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। দুঃখ যে, তাহাদের মূর্খতা-মূলক মৎসর চেষ্টা না বুঝিয়া অনেক নিরীহ লোকও সত্যানুসন্ধানে বঞ্চিত হইবেন। আবার সান্ত্বনাও এই যে, কৃষ্ণ—স্বরাট্ পুরুষোত্তম, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই ত' হইবে।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে পাঠ করিয়াছি—"অচিন্ত্য-প্রভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যদুকুলের ধ্বংস-সাধন-কারণান্তর পৃথিবীর ভারহরণ পূর্ব্বক স্বধামে গমনেচ্ছা হইলে কৃষ্ণেরই ইচ্ছায় দ্বারকার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থে বিশ্বামিত্র-প্রমুখ মহাতপা মুনিগণ সমবেত হইলেন। এদিকে যদুকুমারগণও ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মনে এক নূতন ক্রীড়ার কথা উঠিল। তাঁহারা সাম্বকে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণ-সমক্ষে সাম্বের প্রসবের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলে উপহাস-কুপিত মুনিগণ "ইনি তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন" বলিয়া অভিশাপ দিলেন। সেই অভিশাপই যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।" বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমরা উক্তলীলার পুনরভিনয় দেখিতেছি। যদুকুল তপঃক্লিষ্ট দীনবেশী মুনিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে যেরূপ উপহাসের পাত্র বিবেচনায় আত্ম-বিনাশ বরণ করিয়াছিলেন, অধুনা নিরস্ত-কুহক সত্যধর্ম্মের প্রচারক সাধুগণকে উপহাসকারী কপটিদল তাহা অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট যে ভীষণাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাজনোচ্চারিত অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ প্রভৃতি শব্দসমূহ অজ্ঞদলের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! যাহারা অদ্যাপি অপ্রাকৃত-প্রাকৃত, অধোক্ষজ-অক্ষজ, অর্থ-পরমার্থ প্রভৃতি দার্শনিক শব্দের অর্থই জানে না বা জানিবার ইচ্ছাও করে না, তাহারা যে পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিছু বিপরীত ধারণা লইয়াই গৃহে ফিরিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি! উহাদের সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বেশ একটী মন্ত্র বলিয়াছেন—

> অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
> স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
> দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
> অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অর্থাৎ 'যাহারা অবিবেকরূপা অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া নিজেরাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট কামভোগে রত মূর্খেরা বৈকুণ্ঠধর্ম্মের বিপরীত কুধর্ম্মে অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয়।' সুতরাং উহাদিগকে নিতান্তই ভাগ্যহীন বলিতে হইবে।

পণ্ডিতম্মন্যেরা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দশাবতারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বুঝিতে না পারিয়া, যাহা লেখা আছে তাহাও তাহাদের মাৎসর্য্যের চশমা পরা চক্ষুর্দ্বারা পড়িতে না পারিয়া গত ১০ই নবেম্বরের অপবাক্‌-সংবাদ নামক পত্রে প্রচার করিয়াছেন —'যেখানে পরশুরামের মূর্ত্তিটী গড়া হইয়াছে, সেখানে লেখা রহিয়াছে, 'অসভ্য অবস্থায় মানবের রূপ অভিব্যক্ত', রামচন্দ্রের মূর্ত্তিটীর নিকট লেখা রহিয়াছে, 'সভ্য অবস্থায় মানবের রূপ অভিব্যক্ত।' এরূপ বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতকে আমাদের কোন কথা না বলিতে যাওয়াই ভাল। কারণ দিগ্‌গজগণ হয়ত বুঝিয়া বলিয়াছেন যে— "প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা বুঝি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ও পরশুরামকে ভগবান্ বলিয়াই স্বীকার করেন না, পরন্তু নিন্দাই করিয়া থাকেন!!" ইহা কি তথাকথিত পণ্ডিত-দলের মাৎসর্য্যের ফল, না সত্য সত্যই অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহারা এক বুঝিতে আর বুঝিয়া বলিয়াছেন? অজ্ঞতার ক্ষমা আছে, কিন্তু মাৎসর্য্যের ক্ষমা নাই। নিরপেক্ষ সুধী-সমাজ কি ইহার বিচার করিবেন?

প্রকৃত ব্যাপারটী এই যে,—শ্রীভগবান্ পরশুরামের শ্রীমূর্ত্তির পদতলে একটী কাগজে বেশ স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে— "জীবের অসভ্যাবস্থার পরশুরাম রূপি বিষ্ণু"। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তির পদতলে লেখা আছে—"জীবের সভ্যাবস্থার রাঘব-রূপি বিষ্ণু"। 'অসভ্য বা সভ্যাবস্থায় মানবের রূপ অভিব্যক্ত'—ইহার কোন অর্থই হয় না। অবতার-বিচার এই যে—"শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই আত্মার পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞান-বিভাগে লীলা করেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিদ্বিলাসবৃত্তি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না। অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজ-স্বরূপ। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থার পরশুরাম, সভ্যাবস্থার রামচন্দ্র, মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবত্তাববুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি —এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

দার্শনিক শব্দার্থ বুঝিতে না পারিয়া মূর্খতা করিলে তাহার ঔষধ শ্রীমদ্ভাগবতই 'নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্তি সাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥' শ্লোক-দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা শাস্ত্রযুক্তি মানিতে চাহে না, বিদ্যা-ধন-কুলমদোন্মত্ত হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ পণ্ডিতগণকে নিন্দা, উপহাসাদি করিয়া থাকে, শ্রীভগবান্ বলদেব স্বয়ংই তাহাদের ঐরূপ বৃথা গর্ব্ব অনতিবিলম্বে চূর্ণীকৃত করিয়া থাকেন। যাহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপমদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবাবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা দর্পহারী মধুসূদনের কুপাক্রমে চিরবঞ্চিত হইয়া অনন্ত কালের জন্য মহারৌরবাভিমুখে যাত্রা করে। আমরা এখনও তাহাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধের ঐরূপ ভীষণ পরিণাম বিচার করিয়া সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

সংবাদপত্রে কতকগুলি অলীক সংবাদ প্রদান করিয়া নিরীহ জনসাধারণকে বৈষ্ণবাপরাধে লিপ্ত করিবার প্রয়াসের ন্যায় ভীষণ শত্রুতাচরণ আর কিছু হইতে পারে না। উহা কখনও মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। সুগম্ভীর দার্শনিকতত্ত্বগুলি সুদার্শনিকের নিকট বিচার না করিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তৎসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভ কলঙ্কিত করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত বিচার, তাহা সুধীসমাজ বিচার করুন। আমরা ১০ই নবেম্বরের অপবাক্ সংবাদ নামক পত্রে 'শ্রীপ্রাণনাথ রায় চৌধুরী'-লিখিত অলীক সংবাদের প্রত্যেকটী কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা ক্রমশঃ তাঁহার লিখিত বিষয়ের প্রত্যেকটীর নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়া আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইব যে, মৎসরতা, একদেশদর্শিতা, অদূরদর্শিতা, শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা, কুতর্কপ্রিয়তা, অহঙ্কারতা, সমাজহিতৈষিতার নামে সমাজবৈরিতা, বিজ্ঞতার নামে মূর্খতা প্রভৃতি কি করিয়া মনুষ্যত্বকে পশুত্বে পরিণত করিতে পারে! যে মনুষ্য মত্তাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কৃপাপ্রার্থী হইয়া উচ্চাধিকারিগণেরও বরেণ্য হইতে পারে, সেই মনুষ্যই আবার মাৎসর্য্যচণ্ডালের সংসর্গে পড়িয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার চিত্র বোধ হয় কল্পনার তুলিকাতেও অঙ্কিত করা অসম্ভব।

নায়কের কুনাট্য

(প্রাপ্তপত্র)

মাননীয় শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, গত ৯ই নভেম্বর রবিবার তারিখের অপরাহ্ণ-সংখ্যা নায়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে যে সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে, আমি প্রত্যক্ষদর্শী-সূত্রে বলিতেছি যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। উক্ত পত্রে লিখিত আছে—"গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রীর ভিড় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সময় পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালাইয়াছিল। তাহাতে দুইজন মহিলা আহত হইয়াছে।" আমি ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুর ও প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছিলাম। দর্শনার্থীর ভিড় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে' কথা সত্য; কিন্তু মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ পুরুষ ও মহিলাগণের দর্শনের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ রাস্তার ব্যবস্থা করায় যাত্রিগণ অতি সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে ঠাকুর এবং প্রদর্শনী দর্শন করিতে পারিয়াছেন; কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থার ফলে কাহারও কোনও প্রকারের অসুবিধা হয় নাই। মঠে শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত পুলিশের কোনও প্রকারের সহায়তার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং নায়ক-সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রকার অলীক সংবাদ কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইয়া এবং চরিত্রহীন ব্যক্তার দল স্বীয় স্বীয় কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার ভিত্তিহীন সংবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নায়ক-সম্পাদক মহাশয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আপনার পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন—তাঁহারা যেন এই প্রকার দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পত্রিকার সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন না করেন।

নিঃ

শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বি, এ,

প্রত্যক্ষ-দর্শীর নিবেদন

সজ্জন-সাধারণের নিকট উচ্চকণ্ঠে জানাইতেছি, কতকগুলি পরশ্রীকাতর ও দেশের অমঙ্গলকারী ব্যক্তির অসত্য-কথায় প্রভাবিত হইয়া তাঁহারা যেন মঙ্গলের শিক্ষা হইতে বিচ্যুত না হন।

আমি গত ১৯শে ও ২০শে কার্ত্তিক বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য তথায় সপরিবারে আসিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ-দর্শী সূত্রে প্রদর্শনীতে কর্ত্তৃপক্ষের যে সুবন্দোবস্ত, বিশেষতঃ লোকশিক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও নিঃস্বার্থপরতা দর্শন করিয়াছি, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় কতকগুলি অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তির নীচব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'—এই প্রবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্যান্য-সহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের ব্যবহারে লক্ষ্য করিয়াছি। মনে হয়, কতকগুলি পরশ্রীকাতর ও অসৎপ্রকৃতির স্বার্থপর ব্যক্তির দুষ্ট অভিসন্ধি ও প্ররোচনার পাকে পড়িয়া কতকগুলি লোক সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলে বাধা দিবার জন্য পরম সহিষ্ণু ও দেশের হিতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এরূপ অমূলক নীচ খাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। যাহা হউক, ইহা যাহারা সহিষ্ণু ও স্বার্থপর—এই উভয় পক্ষের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সমাজের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেরই কর্ত্তব্য—ঐরূপ অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের চেষ্টায় বাধা-প্রদান। নতুবা ইহা আমাদের জাতীয়তার পক্ষে কলঙ্ক। আমি গতকল্য সন্ধ্যার সময় যখন প্রদর্শনী দেখিবার জন্য সপরিবারে আসিতেছিলাম, তখন রাস্তায় কতকগুলি ব্যক্তি আমাকে, আমাদের পরিবারস্থ ও অন্যান্য ভদ্রপরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাগণের হাতে পায়ে ধরিয়া পিকেটীং করিয়া বলিতেছিল,—'প্রদর্শনীক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার অসম্মান হইতেছে।' আমি প্রত্যক্ষভাবে একথার সত্যতা নিরূপণের জন্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ও ব্যবহার দর্শন করিলাম; দেখিলাম, এখানে মহিলাগণের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত এবং যাতায়াতের পৃথক্ পথ রহিয়াছে, কোনপ্রকার অসম্মানের বিন্দু-বিসর্গও নাই। কতকগুলি নীচ-প্রকৃতির ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস নানাপ্রকার অবৈধ গোলযোগ করায় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ উপযুক্ত রক্ষকের ব্যবস্থামাত্র করিয়াছেন। রক্ষকগণ কেবল শান্তিরক্ষার জন্য দূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি নিরপেক্ষ সাধারণের নিকট পূর্ব্বাপর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে,গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের অত্যাচার প্রায় মাসাধিক-কাল অতি নীরবে ও অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিবার পর সাধারণের শান্তির জন্য ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

যে-জিনিষ সাধারণের প্রদর্শনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জিনিষ-দর্শনে সাধারণকে বাধা দেওয়া প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য—এরূপ অমূলক দোষারোপ যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ। তবে সময়ের নির্দ্দিষ্টতা না থাকিলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে—এই বিচারেই কর্ত্তৃপক্ষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহা সংবাদপত্রে ও বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রদর্শনী প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত নর নারী এই পরম শিক্ষা-প্রদায়িনী ও সাধারণের হিতকারিণী প্রদর্শনী দর্শনের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে আসিতেছেন। দেশের ভ্রাতৃবর্গ ও ভগ্নীবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন,—তাঁহারা এই সুন্দর প্রদর্শনী সবান্ধবে দর্শন করিয়া নয়ন-মন-আত্মা চরিতার্থ করুন—অশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারিবেন। পরশ্রীকাতর প্রতারকগণের প্রতারণায় পড়িয়া নিজের পরম-মঙ্গল হারাইবেন না।

বিনীত নিবেদক

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১।১ হরিমোহন রায়ের গলি, বেলেঘাটা,

কলিকাতা।

সাবধান ! সাবধান !!

যাহারা কৃষ্ণনামকে নিজেদের মনগড়া শব্দ বলিয়া বিচার করে, তাহারাই বাজে লোকের মুখে ঝাল খায়। নিষ্কপট ভক্ত ছাড়া নামাপরাধী কখনও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। গৌড়ীয়মঠ নামাপরাধের ও নামাভাসের বিচার করিতে কেন জানিয়াও তাহাদের ঐরূপ প্রলাপোক্তি সুতরাং ঐ সকল কথার অপ্রয়োজনীয়তাও গৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

জনৈক কুবিচারক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি "নিত্যদাস" বলিয়া একটী ভ্রান্তিপূর্ণ-বিচার পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহার দুরভিসন্ধির মধ্যে কেহ যেন না পড়েন, গৌড়ীয়মঠের ইহাই প্রার্থনা।

শ্রমিক বিচারপরায়ণগণ যে অদূরদর্শী অবিচার লিখিয়াছেন, তাহারও প্রতিবাদ গৌড়ীয়মঠ লিখিতেছেন।

চরিত্রহীনতা ও অহঙ্কার প্রবল করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা যাহাদের হইয়াছে, তাহারা যে সকল কল্পিত মিথ্যা কথা দুরভিসন্ধিমূলে সৃষ্টি করিতেছে, তাহার অতি তীব্র প্রতিবাদ উচ্চৈঃস্বরে নিত্যেন্দ্রিয়-সঙ্গ গৌড়ীয়মঠ করিতেছেন। উহাতে ঐ দুশ্চরিত্রগণের সমুচিত শিক্ষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাপ প্রবৃত্তি না ছাড়িলে উহাই তাহাদের অমঙ্গল আনয়ন করিবে। চরিত্রহীন জীবনে সকল দোষই সম্ভব।

মায়াবাদী ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় কুযুক্তিমূলে প্রশ্নের উত্তরের ছলনায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ অতিসহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাদের দুরভিসন্ধি প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন।

"আদিনাথ" আশ্রম হইতে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ সজ্জনগণের অনুমোদিত হইলেও অপর অংশগুলি অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট. সে বিষয়ও আমাদের সাময়িক পত্রগুলিতে যথাকালে আলোচিত হইবে।

অবশিষ্ট চল্লিশটি প্রবন্ধ যাহা আলোচনা-মুখে শ্রীনিখিলবৈষ্ণবরাজসভা পাইয়াছেন, তাহাতে শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিচারসমূহ আছে। উহার সমালোচনাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

ত্রিদণ্ডী—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

[মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুদ্ধ্যতি॥"]

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস খুলনা জেলার বল্লবাড়িয়াদিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীদুলাল দাস অধিকারী মহাশয় বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে স্বকীয় পরলোকগতা মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে—শ্রীগুরুদেবের অনুগত পঞ্চরাত্রবিদ্‌এর পৌরোহিত্যে সমাধান করিয়াছেন। জীব—নিত্যকৃষ্ণদাস, সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাই তাঁহার জীবাতু, আর কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কেলাবশেষ (মহাপ্রসাদ) তাঁহার সেবনীয় পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত বস্তু। অতএব প্রত্যেক জীবের পক্ষে অপর ভগবদ্দাস জীবকে মহাপ্রসাদ প্রদানের দ্বারা যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আবশ্যক।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৯৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। ব্রাহ্মসূত্রকা ভগবদ্গীতাঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধ-স্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অকরজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, গ্রন্থ, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

গৌর—
নবদ্বীপ

Registered No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ শুক্রবার ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩০

মহিলাদের বিদেশী বর্জ্জন

নেহেরু পরিবারে মহিলা গ্রেপ্তার

শ্রীমতী সীতাদেবী দণ্ডিতা

লবণ গোলা আক্রমণ—৫ শত মণ লবণ অপহরণ

তাঁতীবাজারে কালী অবতার

মহাসভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের ডেস্‌প্যাচ

প্রভাত-ফেরীর মামলা

বাংলা জেলাবোর্ডের আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ

পিকেটিংএ উৎসাহ

রাজকীয় শ্রমিক কমিশনের দিল্লী যাত্রা

নানা কথা

মহিলার বিদেশী বর্জ্জন

নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে কালীগঞ্জে একটি মহিলা-সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

প্রকাশ, মহিলাগণ স্বরাজ করতলগত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিদেশীদ্রব্য স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং কংগ্রেস তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছেন।

নেহেরু-পরিবারে মহিলা গ্রেপ্তার

গত সপ্তাহে 'জহরলাল সপ্তাহ' উপলক্ষে নারীদিগের যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার অপরাধে নেহেরু-পরিবারে দুই জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই মহিলা দুইজনের মধ্যে একজন শ্রীমতী উমা নেহেরু বলা ও হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শামকুমারী ও আর একজন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী কৃষ্ণা নেহেরু।

শ্রীমতী উমা নেহেরু সম্প্রতি কংগ্রেসের অধিনায়িকা ছিলেন।

পণ্ডিত জহরলাল কেশব দত্ত মালব্য ও মজর আলি সোখতা ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে ১ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ইঁহারা অবৈধ জনতার মধ্যে উপস্থিত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী সীতাদেবী দণ্ডিতা

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে শ্রীমতী সীতাদেবী এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজদ্রোহ সচিব ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

লবণগোলা আক্রমণ
৫ শত মণ লবণ অপহরণ

সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতৃত্বাধীনে প্রায় ১ হাজার লোক গত ৯ই নভেম্বর তারিখে লবণ গোলা আক্রমণ করতঃ ৫ শত মণ লবণ অপহরণ করেন। এই লবণ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাঁতীবাজারে ৺কালী অবতার

ঢাকা তাঁতীবাজারে এক ব্যক্তির পত্নীর উপর বহুদিন যাবৎ নাকি ৺কালীর আবেশ হইতেছিল এবং এ দেশে যেরূপ হয়—এ ব্যাপারে বহু শিষ্য সেবকও জুটিয়াছিল। তন্মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোকও ছিলেন। স্ত্রীলোকটী আবেশকালে ভক্তগণকে ঔষধ দিয়া তাহা মাদুলীতে ভরিয়া দিত এবং ঔষধ সোনালীতে ভরার দরকার বলিয়া কিছু কিছু সোনা প্রত্যেক ভক্ত হইতে নিত। হঠাৎ এক ভক্তের সন্দেহ হইল। ঘরে আসিয়া মাদুলী খুলিয়া তাহাতে সোনা পাওয়া গেল না। ভক্ত মহলে খবর হইল, অনেক ভক্ত বিদ্রোহী হইলেন। ফলে কালী আর পুলিশে খবর; সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর গ্রেপ্তার ও চালান।

—ভারত শাসন।

মহাসভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের ডেস্‌প্যাচ

গত ১০ই নভেম্বর মহাসভায় সার সুরেন্দ্র ঘোষের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ বেন বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করিবার জন্য যে ডেস্‌প্যাচ প্রেরণ করিয়াছেন, আগামী ১৩ই নভেম্বর তারিখে তাহার অনুলিপি গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদিগকে এবং পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদিগকে প্রদান করা হইবে। মিঃ গ্রেহাম পোল জিজ্ঞাসা করেন যে, উক্ত ডেস্‌প্যাচে শাসন-প্রণালী গঠন সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে কি না? মিঃ বেন বলেন যে, ডেস্‌প্যাচ সাধারণের অবগতির জন্য মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত ডেস্‌প্যাচে ভারতের ভাবী শাসন-প্রণালী গঠন সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ

প্রভাত-ফেরীর মামলায় মহিলার কারাদণ্ড

শ্রীমতী লক্ষী দেবী, তারা দেবী, বিমলা দেবী, চণ্ডী দেবী, মণিকা দেবী ও গঙ্গা দেবী প্রভাত-ফেরী নামক শোভাযাত্রা করিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

গত সোমবারে জোড়াবাগান কোর্টে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ, কে, দের এজলাসে তাঁহাদের মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। গত মঙ্গলবারে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রায় প্রকাশ করিয়াছেন। রায়ে উক্ত ৬ জন মহিলার প্রতি ৪ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিবিধিৎসা রায়ে আসামী পক্ষের উকীলের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত মহিলারা যে পুলিস কমিশনারের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে গান গাহিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা বিরত হন নাই।

আর একটী মামলা

গত মঙ্গলবারে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রভাত-ফেরীর ২য় মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় অপ্রকাশ আছে।

এই মামলায় অন্নদাপদ, কাঞ্চিলাল ও তারাচাঁদ ভটিয়ার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারা পূর্ব্বকথিত মামলার ন্যায় দণ্ডবিধি আইনের ৬২ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আরও ৫ জন গুজরাটী মহিলা ও অমৃতলাল মেটা এবং লক্ষ্মণ দাস উক্ত রূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা হ্যারিসন রোড ও মল্লিক ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

এই মামলারও ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণানন্তর রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন।

এই মামলার আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট শত টাকা জামীনে খালাস দিয়াছেন।

বাংলার জেলা-বোর্ডের আয়-ব্যয়

সরকারী বিবরণ হইতে ১৯২৮-২৯ সনে বাংলার ২৬টি জেলা বোর্ডের মোট ৩,৫৬,০০,৮০০ টাকা আয় হইয়াছিল ১৯২৭-২৮ সনে জেলা বোর্ড সমূহের মোট আয় ছিল প্রায় ১,৪৫,৫০,০০০৲ টাকা। সুতরাং পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর প্রায় ১০,০০,০০০৲ বেশী আয় হয়। এই মোট আয় হইতে জেলা বোর্ড গত বৎসর শিক্ষার জন্য ৬৬,৫০,০০০৲ টাকা, ডাক্তারখানা ইত্যাদির জন্য প্রায় ২৯,০০,৫০০৲ টাকা ও রাস্তাঘাট জল সরবরাহ প্রভৃতির জন্য প্রায় ৬১,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে জেলা বোর্ডসমূহ শিক্ষার জন্য ২১,০০,০০০৲ টাকা, ডাক্তারখানা ইত্যাদির জন্য ৯,৫০,০০০, টাকা বিবিধ অন্য বিষয়ের জন্য ৩,০০,০০০৲ টাকা ও রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্য ৯,৭০,০০০৲ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের জেলাবোর্ড সমূহের অন্তর্গত অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটীর উপর, উপরের হিসাবমত মোট আয় কিঞ্চিদধিক দেড় কোটী টাকা।

পিকেটিংএ অদম্য উৎসাহ

বাখরগঞ্জ তালুকের কোবুল নামক স্থানে মদ ও ৩ টি দোকানে খুব জোর পিকেটিং হইতেছিল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া পিকেটারদিগের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। তাহাদিগকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই ভাবে কয়েকজন মুক্ত হইলে, যাহারা সেখানে মদ ক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায়।

রাজকীয় শ্রমিক কমিশনের দিল্লী যাত্রা

ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, রাজকীয় শ্রমিক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ ১৯ই ডিসেম্বর প্রাতে "আরোঙ্গা" ষ্টীমার যোগে কলিকাতা পথে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যাত্রাকালে ব্রহ্মদেশের অর্থ সচীব ও লাটের প্রতিনিধিগণ ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান করেন।

লক্ষ্ণৌয়ে মহিলা গ্রেপ্তার

চকবাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং সম্পর্কে শ্রীযুক্তা প্রেমচাঁদ, সাবিত্রী দেবী এবং অন্যান্য ৪ জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়। একটি অল্প বয়স্ক বালিকাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য সকলকে সেন্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার দিন ইঁহাদের বিচার হইবার কথা।

পিকেটিংএর অপরাধে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লোহাগড়ার বোমা বিস্ফোরণ

যশোহর জেলার লোহাগড়ার জমিদারী মোকদ্দমে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছিল তাহার তদন্ত এখানকার অগ্রিম জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন, শ্রীযুক্ত প্রেমের তাঁহার শ্রীমান কমলাকান্ত সাহা, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মৃত হরিকানাথ পোদ্দারের পৌত্র শ্রীমান নীলমণি পোদ্দার ও শ্রীমান কানাইলাল সাহা গ্রেপ্তার হইয়া দেড় মাস হাজত বাসের পর গত ৪ঠা নভেম্বর জামিনে খালাস পাইয়াছেন মোকদ্দমা ১৭ই তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

আকালী পিকেটিং

আকালী দলের ৪ জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ১১ই নভেম্বর বেলা অপরাহ্ণে পিকেটিং আরম্ভ করেন, সিনার কোম্পানীতে ২ জন এবং সেহন কাপড়ের দোকানে ১ জন ও বিশুদে কোম্পানীতে ১ জন। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদিকা গ্রেপ্তার

গত ১১ই নভেম্বর কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদিকা মিস্ ত্রিপুরা দারকে পুলিস সার্জ্জেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া এসপ্লানেডের হাজতে আনিয়াছে।

মিস ত্রিপুরা দার ও মিঃ দেবজিয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী। এই ২ জনকে এসপ্লানেড পুলিস আদালতে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দস্তরের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। উভয়কেই সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়।

মিস্ দার প্রত্যেক অভিযোগে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মিঃ দেবজিয়া প্রত্যেক অভিযোগে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বীরভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার সিউড়ী আন্দোলন সম্পর্কে ৪র্থ বার গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে গত ৮ই তারিখে অপরাহ্ণ ৩টার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বিচারাধীন কয়েদীরূপে তিনি ২ মাস ৯ দিন সিউড়ী জেলে ছিলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই বা জামীনও লন নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের বিচার

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, শনিবার দিন তাহাদের মফস্বল হাকিমের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল। পুলিস সময় প্রার্থনা করায় মামলা ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে আছেন জিলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক হরিশচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, মোক্তার জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়ক ও অন্যান্য ৬ জন। 'কংগ্রেস-সংবাদ' শীর্ষক ইস্তাহার কাছে রাখিবার এবং প্রচার করিবার অপরাধে ইহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এই সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, আসামীদের দুই দলে ভাগ করিয়া—১২৪ক ধারা অনুসারে বিচার হইবে। শ্রীযুক্ত হারাণ চৌধুরী ও অন্য ৭ জন প্রথম দলে এবং বিনয়লাল ঘোষ নামক এক জন স্বেচ্ছাসেবক দ্বিতীয় দলে পড়িবেন।

সদর মফস্বল হাকিম ডি, এম, সেন মামলার বিচার করিবেন। আসামীদের হাজতে রাখা হইয়াছে।

মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া গত শনিবারে একটী সভার অধিবেশন করিবার অভিযোগে ৩ জন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫১ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা গত ৯ই ও ১০ই নবেম্বর অপর-দুইসংখ্যার নায়কে কতকগুলি ঈর্ষা-পূর্ণ অলীক সংবাদ পাঠ করিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। সংবাদপত্রের সম্পাদকের সম্পাদনকার্য্যের একটা গুরুত্ব আছে, তাঁহার প্রচুর পরিমাণে দায়িত্ব-জ্ঞান থাকা দরকার। কোন পত্রিকে কাগজ ভর্ত্তি করিবার জন্য যে যাহা লিখিয়া পাঠায়, তাহাই কাগজে উঠাইয়া দেওয়া সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নহে। সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে একটু লেখা পড়া জানা উপযুক্ত নিরপেক্ষ রিপোর্টার রাখিতে হয়। সত্যর ভিত্তি রাখিতে গেলে পরের মুখে ঝাল খাইয়া নানারূপ অসত্যের অবতারণা-ফলে সত্যানুরাগি জনসাধারণের বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। সহরের সংবাদগুলিও মিথ্যা-কারে প্রচারিত হইলে একই সহরের মধ্যে কতকগুলি সংবাদপত্র থাকিবার আবশ্যক কি? লোকে পয়সা দিয়া মিথ্যা খবর পড়িয়া বিপরীত ধারণা-বিশিষ্ট হউক—ইহাই কি সংবাদপত্র প্রচারের ফল? কাহারও ব্যক্তিগত আক্রোশ সাধারণ সংবাদপত্রে কেন স্থান পাইবে?

কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষ অপর কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে, আর অমনি তাহাকেই ধ্রুব-সত্যজ্ঞানে পূর্ব্বাপর বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করা হইবে, ইহা কখনও সম্পাদকীয় নীতি নহে। উহাতে সম্পাদকের নিরপেক্ষতার হানি হয়, তাঁহার কথার কোন গুরুত্ব বা মূল্য থাকে না। কেন এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে বলে, বলিবার সত্য সত্য কোন গূঢ় রহস্য আছে কিনা, অন্য পক্ষেরই বা অভিমত কি, তাহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করা আবশ্যক। যে দলে যখন লোকসংখ্যা বেশী দেখা যায়, তখন সেই দলের হইয়া দুই চারিটী কথা বলিলেই কাগজের কাট্‌তি বেশী হইবে, এরূপ ব্যবসাদারী বুদ্ধি লইয়া কাগজের সম্পাদক হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান কাল কলি, এখন অসত্যপক্ষীয় লোকসংখ্যারই আধিক্য, সুতরাং জনমত লইয়া সত্যের বিচারও সম্ভব নহে। নায়ক সম্পাদক মহাশয় এসকল কথা ধীর স্থির ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিবেচনা করিয়া সত্যের শরণাপন্ন হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

৯ই নবেম্বরের নায়কে প্রকাশিত হইয়াছে, 'গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রীর ভিড় অতিশয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮শে কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৭

বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সময় পুলিস জনতার উপর লাঠি চালায়, তাহাতে দুইজন মহিলা আহত হন।' এরূপ মিথ্যা কথা নায়ক কোথা হইতে সংগ্রহ করেন? পাব্‌লিক্ পেপারগুলি কি একটা ছেলে-খেলার জিনিষ? জনসাধারণের নিকট মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে মঠ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করিবার সুযোগ দেওয়ায় সজ্জনসাধারণের মর্ম্মে আঘাত প্রদান করা হইয়াছে—সত্যপ্রচারে বিঘ্ন উৎপাদন করা হই-য়াছে,—ইহা যেন নায়ক একটু ভাবাইয়া দেখেন।

'এম্, এ' ক্লাসের ফিলজফির লেক্‌চার না বুঝিয়া যদি কোন নিম্নক্লাসের উদ্ধত-প্রকৃতির ছাত্র উক্ত ক্লাসের শিক্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে নিন্দা করিতে বসে, তাহা হইলে কি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার অনুমোদন করিবেন? গতকল্যকার নদীয়াপ্রকাশে আমরা এরূপ অবিমৃষ্য-কারিতার একটি উদাহরণ দিয়াছি। 'অসভ্য বা সভ্যাবস্থায় মানবের রূপ অভিব্যক্ত'—ভগবদবতার সম্বন্ধে কোন বৈষ্ণবদার্শনিকই এরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না, যেহেতু ইহা মায়াবাদ-দের বক্তৃই। শাস্ত্রের কোন্ কথার স্থলে কোন্ কথা বলিয়া ফেলিলে কি অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, তাহা জানা থাকিলে আমরা লেখকের এরূপ অজ্ঞতার পরিচয় পাইতাম না।

চোর, ধরা পড়িবার ভয়ে 'ঐ চোর'নীতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সাধুকেও চৌর্য্যা-পরাধে লিপ্ত করিতে চায়। কিন্তু তাহা হইলেও বিশেষজ্ঞেরা সাধু ও চোরের কার্য্যকলাপের পার্থক্য বুঝিয়া চোরকেই দণ্ডিত করেন। 'ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী' 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠে কেলেঙ্কারী', 'হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ' প্রভৃতি সকল কথা-গুলিই 'ঐ চোর'-নীতি-অবলম্বনে প্রণিত। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে বুঝে না, সে কখনও ধর্ম্মের 'ভণ্ডামী'ও বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে প্রকৃত ধর্ম্মকে 'ভণ্ডামী' বলিয়া ভণ্ডামীকেই 'প্রকৃত ধর্ম্ম' জানে প্রচার করিবে। ধর্ম্মজ্ঞানহীন ঐরূপ ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হওয়ায় স্বভাবতঃ সে গুণদর্শনের পরিবর্ত্তে দোষই দর্শন করিয়া বসিবে—ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন—"উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।" হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা না জানিলেই, বাস্তব হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মের বাস্তব-অনুশীলনকেই তাহার নিকট 'আক্রমণ' বলিয়া বোধ হইবে। সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানহীন ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা-বিশিষ্ট লোকের সহিত বাস্তব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাওয়াও বিপদ্। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ সেই সমূহ-বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়াও নির্ভীকভাবে সত্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

'ধর্ম্ম' বলিতে যাঁহারা মনোবৃত্ত্য-হঙ্কারাত্মক বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ হইতে বুভুক্ষা বা মুমুক্ষার উদয় এবং ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোমাত্মক স্থূলদেহ-দ্বারা তৎসাধন-চেষ্টা মাত্রকে বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা দেহাত্মবাদী হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৪-১৩)-কথিত "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" শ্লোকোক্তিই 'গোখর' পদবাচ্য হন। উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে—যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়-বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গো-সকলের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ঐরূপ নির্ব্বোধ-শ্রেণীর লোক ধর্ম্মা-ধর্ম্মের সমালোচক হইতে গেলে কাজেই হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞানের ন্যায় অভিজ্ঞানেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়ে।

মনোধর্ম্মীর মতে যাহা তাঁহার মায়ামুগ্ধ মনের তৃপ্তিদায়ক অনুষ্ঠান, তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব ও'রূপ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু মানবীয় মনের কল্পনা-প্রসূত ব্যবস্থা নহে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—শ্লোকের মর্ম্মোপলব্ধি-ব্যতীত 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রাথমিক জ্ঞান হইতে পারে না। তর্কপন্থা ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থাবলম্বনে ঐ গীতোক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুশীলন করিতে করিতে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"—এই ভাগবতীয় শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেহমনের অতিরিক্ত আত্মার পরমধর্ম্মের বিষয় উপলব্ধি হয়।

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম সর্ব্বক্ষণই পরিবর্ত্তনশীল, এক একজনের মনের গতি এক এক দিকে, সুতরাং তাহার ধর্ম্মও তদ্রূপ বিভিন্নদিগভিমুখী; কিন্তু নিত্য শাশ্বত সনা-তন বস্তু জীবাত্মার ধর্ম্ম ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল নহে। আত্মধর্ম্ম এক এবং তাহা এক অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি। সেই আত্মধর্ম্মেই একমাত্র সমন্বয় অবস্থিত; তদ্ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্মই নৈমিত্তিক এবং তাহা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আনয়ন করে। ঐরূপ অনাত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আত্মধর্ম্মের কোন কথাই ভাল লাগিবে না, সমস্তই বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। নাচিতে না জানিলেই উঠানকে দোষ দিবার প্রবৃত্তি আসে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নর্ত্তকের সে চাতুরী অনায়াসেই ধরিয়া ফেলেন।

সাধুপ্রকৃতির সারগ্রাহী লোক যাঁহারা, তাঁহারা গুণীর গুণের সমাদর জানেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সজ্জনের আত্ম-কল্যাণার্থ অনুষ্ঠিত পারমার্থিক প্রদর্শনীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলির গুরুত্ব ও মহত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া উত্তরোত্তর আনন্দানুভব করিতেছেন। শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের রহস্যগুলি সর্ব্বসাধারণকে সদৃষ্টান্ত বুঝাইবার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেও কতদূর যত্ন করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন; কিন্তু "মণিময়-মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্" ন্যায়ানুযায়ী পরছিদ্রান্বেষিগণ তাহা হইতে কেমন করিয়া দোষ খুঁজিয়া বাহির করিবে—এই চিন্তায় বিভোর। তাহারা নানাপ্রকার মিথ্যা কথা সাজাইয়া সাধারণ লোকের চিত্তকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-প্রভুর কথা পড়িয়াছি, তিনিও ঐরূপ

ছিদ্রান্বেষণকারীর চরিত্র কিরূপ, তাহা নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি একদিন মহাপ্রভুর ঘরে পিপীলিকা বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়-লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥" অর্থাৎ "রাত্রিকালে এই স্থানে ইক্ষুগুড় ছিল, সেই কারণেই পিপীলিকা সকল বেড়াইতেছে। অহো বিরক্ত সন্ন্যাসিগণেরই এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!—এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।" সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়, কিন্তু নিন্দক-স্বভাব ব্যক্তিরা তাহাতে দোষ কল্পনা করিয়া লয়। তাঁহার স্বভাব ছিল—"যাহা গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠ পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিলেন, জীবকে শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তির পার্থক্য বুঝাইয়া ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ে বিজ্ঞ করিবার জন্য; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী—"ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই নাই"-দল তাঁহাদের সেই জীবহিতকর কার্য্যকে অন্য প্রকারে দাঁড় করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তবে ছিদ্রান্বেষিদলের ইহা যেন মনে থাকে, সত্য স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিরুদ্ধ চেষ্টাও তাঁহার প্রচারে বাধা দিতে পারে না। 'মিথ্যা'কে সত্যের আকারে দাঁড় করাইয়া আর কতদিন লোককে ভোগা দেওয়া চলিবে? লোকের এখন ক্রমশঃই চোখ ফুটিতেছে, তাহারা ও সকল ভোগায় আর ভুলিতে চাহে না। 'ঐ চোর' বলিয়া আত্মগোপন আর বেশীদিন চলিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বঞ্চক ও বঞ্চিত লোক একদিকে থাকিয়া সত্য-প্রচারে বাধা প্রদান করুক, আর একজন বাস্তব-সত্যের প্রচারক একদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সত্যের বিজয়বৈজয়ন্তী হস্তে অমিত-বিক্রমে বাস্তব-সত্যের বাণী প্রচার করিতে থাকিবেন। সত্যের প্রচার বন্ধ হইবার নহে। ভাগ্যবান্ জীবই সত্যাকৃষ্ট হইবেন, ভাগ্যহীনজনগণই সত্য লাভে বঞ্চিত হইয়া মিথ্যাশ্রয় করিবেন। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরও বলিব।

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৬ সংখ্যার পর)

পরম ঔদার্য্যময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়সেবক আদর্শভক্ত গোবিন্দ ইহার জীবন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "* * মম সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন।" প্রাণপতির সেবা করিতে যাইয়া যদি নরক লাভ হয়, তাহাতেও ভক্ত সেবায় পশ্চাৎপদ হন না। ইহাই ভক্তের সেবা-নিষ্ঠার আদর্শ।

ভক্ত জাগতিক ধন সম্পৎ লাভ, প্রতিষ্ঠা কিছুরই জন্যে লালায়িত নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রফুল্ল; শ্রীহরির পদারবিন্দের মকরন্দলোভে ভক্তের চিত্তভৃঙ্গ সতত লুব্ধ, কাজেই নশ্বর ধন, জন তাঁহার কাম্য নহে। প্রাকৃত জনের ন্যায় কাম্যবস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল, অপ্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সম-অবস্থায় অবস্থিত। তাঁহাদের যে ব্যবহার-দুঃখ, প্রাকৃত লোকে দৃষ্টিগোচর করে, তাহাও পরানন্দ সুখে পরিপূর্ণ। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" ভক্ত সর্ব্বক্ষণ ভগবদনুশীলনে তন্ময়, প্রাকৃত দুঃখ সুখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে অক্ষম। ভক্তই প্রকৃত-ধনী, ভক্তই প্রকৃত-সুখী। যোগিগণেরও অপ্রাপ্য যে চিদানন্দ রস, ভক্তগণ তাহাতেই রসিক। ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তপ্রেমেই বশীভূত, অভক্তগণের ষোড়শোপচার-যুক্ত পূজায়ও তিনি তুষ্ট হন না, বশ হন না। একমাত্র ভক্তের প্রীতি-ডোরে নিত্যকাল শ্রীহরি ভক্তের নিকট বাঁধা রহিয়াছেন। প্রিয়তম পুত্র বিয়োগেও দৃঢ়-নিষ্ঠ ভক্ত শোকার্ত্ত হইয়া ভগবৎসেবায় শিথিলতা প্রকাশ করেন না। প্রভু-সেবানিষ্ঠ আদর্শভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরিত্রে এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনসুখ বাধাপ্রাপ্ত হইবে এই আশঙ্কায় পুত্র-বিয়োগ-কাতরা—মালিনী দেবী ও অন্যান্য পুর মহিলাদিগকে প্রবোধ দিয়া তৎপর পণ্ডিত বলিলেন, "ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণও ভৃত্যভাবে যাঁহার গুণ নিরন্তর কীর্ত্তনে মত্ত হইতেছেন, সেই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন এক্ষণে এই স্থানে নৃত্য করিতেছেন। এক্ষণে ক্রন্দন করিয়া ঠাকুরের কীর্ত্তন-সুখে বিঘ্ন করিও না—এই আমার অনুরোধ। যদি তোমাদের শোক-কোলাহলে প্রভু কীর্ত্তন বন্ধ করেন, তবে আমার এই চারদেহ জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিব।" শ্রীমালিনী দেবীও শচীনন্দন গৌরহরির প্রীতির জন্য নিজ পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে তিনি কিছুতেই অম্লান চিত্তে দুঃসহ পুত্রশোকানল নির্ব্বাপণ করিতে পারিতেন না।

এই প্রকার সেবা-নিষ্ঠা—এই প্রকার ঐকান্তিকতা শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় আদর্শ ভক্ত ভিন্ন প্রাকৃত কর্ম্মীতে সম্ভবে কি? সৎশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তের মহিমা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, কৃষ্ণ হইতেও ভক্ত বড় বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা—

কৃষ্ণের সমতা হৈতেও বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্তে বড় করি মানে॥
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥
(চৈঃ চঃ ১।৬।৯৮-৯৯)

ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার ভক্তের অপমান কখনই সহ্য করেন না। শুদ্ধভক্ত, প্রাকৃত অজ্ঞ জনের নিন্দা প্রভৃতি দোষ ক্ষমা করেন; কিন্তু ভক্তবশ শ্রীমুকুন্দদেব ভক্ত-নিন্দাকারীর সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। এ যুগে কাহারা পরমেশ্বরের অহৈতুকী কৃপায় বঞ্চিত, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর আপন শ্রীমুখেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥"
(চৈঃ ভাঃ অ ৫।১২৪-১২৫)

এক্ষণকার কর্ম্মিসমাজ ভক্ত-চরণে অপরাধী, তাঁহাদের প্রতিপদে ভক্ত-বিদ্বেষ দেখা যায়। ভক্তচরণে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মিগণ কিছুতেই কৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হইতে পারিবেন না:—

"কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয় দাস॥
বৈষ্ণবে সে পারে কৃষ্ণভজন দিবারে।
বৈষ্ণব সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥"

কর্ম্মিগণ যে কর্ম্মফলাশায় ভ্রান্ত হইয়া কাণ্ডারীহীন তরীর ন্যায় অকূল সংসার-সমুদ্রে ভ্রাম্যমাণ হইতেছেন, তাঁহাদের এ দুর্দ্দশা সাধুভক্তের কৃপা না হইলে দূর হইবে না। যখন ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতে হইতে তাঁহারা ঈশবিমুখতারূপ নিজ ক্লেশকর ভীষণ অবস্থা অবগত হইয়া সাধুভক্তের চরণে প্রপন্ন হইবেন, তখনই তাঁহারা ভক্তকৃপায় সংসার-তাপ হইতে অব্যাহতি লাভের মূল মন্ত্র, ভবব্যাধির মহৌষধ-স্বরূপ শ্রীনাম-গ্রহণে রুচি-বিশিষ্ট হইবেন এবং ক্রমে বিষম কর্ম্মবন্ধন হইতে ছুটী পাইবেন। ভক্তচরণে একান্ত ভাবে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মীর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোনই উপায় নাই।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিষ্ণুভক্তের মহিমা উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত যে কত বড়, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত আমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ করিতেছেন, যথা—

"অন্য করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
অগ্রে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব বন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণের শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥"
"সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধমজনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নামকল্পতরু সংহারে তাহারে॥"

শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তের প্রাধান্য বর্ণিত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট আত্ম-বিক্রীত। এহেন ঈশভক্তের চরণে শরণাগত হইয়া, প্রাকৃত কর্ম্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া কবে আমরা আন্তরিক দৈন্যের সহিত বলিতে পারিব—

"ওহে বৈষ্ণবঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥"

অতএব হরিভক্ত সাধুগণের শ্রীচরণে প্রপন্ন হইয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিয়া অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মাদৃশ মায়ামোহিত বদ্ধ জীবের ভক্ত-চরণে শরণ গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। করুণাময় নিত্যানন্দের সেবকগণ ভিন্ন পতিতের আশ্রয়-দাতা আর কে আছে?

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী এখনও আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। সকলে যোগদান করুন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-সম্বন্ধে

সাধারণ সাময়িক পত্র

(দৈনিক বসুমতী ২ই কার্ত্তিক ১৩৩১ রবিবার হইতে উদ্ধৃত)

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট

গত বুধবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেই দিন আগন্তুক-মাত্রকেই অকাতরে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। প্রায় ১০ হাজার লোক মঠে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় ৩ লক্ষ লোক দর্শন করিয়া প্রসাদ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। এবারকার অন্নকূটে ৫০০ প্রকারের বিচিত্র বস্তুর দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ হইয়াছিল। বিস্তৃত নাটমন্দিরে বিচিত্র প্রসাদের সুসজ্জিত সন্নিবেশ, শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন ও অপরূপ দর্শনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। কর্পোরেশনের গোলাঘাটে ঠেলাগাড়ি করিয়া প্রসাদ লইয়া গিয়া সমবেত বহু কাঙ্গালীকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা এবং বিরাট মহোৎসবের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীশ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং "অন্নকূট" করিয়া সকল মথুরাবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে এই অন্নকূট মহোৎসব পূর্ব্বাচার্য্যবর্য্যের পদাঙ্কানুসরণেই অনুষ্ঠিত।

সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

প্রথম প্রশ্নপত্র

১৪ই দামোদর, গৌরাব্দ ৪৪৪

৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩১ সাল

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার

(পূর্ণসংখ্যা—১০০, কাল—১৫ দণ্ড)

১। নিম্নলিখিত হরিজনগণের প্রকটকাল উল্লেখ পূর্ব্বক সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণন করুন— ২৫

(১) মঙ্গল বৈষ্ণব, (২) রামানন্দ রায়, (৩) বিষ্ণুপুরী, (৪) ঝড়ুঠাকুর, (৫) চৈতন্যানন্দ, (৬) জগদানন্দ, (৭) অচ্যুতানন্দ, (৮) অনুপম, (৯) ঈশ্বরপুরী, (১০) উদ্ধারণ, (১১) উপেন্দ্র মিশ্র, (১২) কানু ঠাকুর, (১৩) গদাধর পণ্ডিত, (১৪) গোবিন্দ দত্ত, (১৫) নরহরিদাস, (১৬) পরমানন্দপুরী, (১৭) বিল্বমঙ্গল, (১৮) বেঙ্কট ভট্ট, (১৯) মধ্বাচার্য্য, (২০) রঘুপতি উপাধ্যায় (২১) বিষ্ণুস্বামী সর্ব্বজ্ঞ, (২২) নিম্বার্ক, (২৩) কবীর, (২৪) হরিবংশ, (২৫) দত্তার চরণদাস।

২। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি-জন্য প্রসিদ্ধ? ২৫

(ক) অনন্তপদ্মনাভ, (খ) ললিতপুর, (গ) কান্যকুব্জ, (ঘ) আড়াইল, (ঙ) আটিসারা, (চ) মঙ্গলগিরি, (ছ) কানাইর নাটশালা, (জ) কূর্ম্মক্ষেত্র, (ঝ) কুলিয়া, (ঞ) কুলীনগ্রাম, (ট) গুণ্ডিচা, (ঠ) চক্রকোণ, (ড) দক্ষিণ মথুরা, (ঢ) বাদশবন, (ণ) বেণ্টবারকা গোপীতলাও, (ত) মায়াপুর, (থ) পাণ্ঢরপুর (দ) বৈকুণ্ঠ, (ধ) রাজমহেন্দ্রী, (ন) যাজপুর, (প) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, (ফ) বেঙ্কটাচল, (ব) তুঙ্গভদ্রা, (ভ) কারণসমুদ্র, (ম) সত্যভামাপুর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন,— ১২

(অ) একায়ন, (আ) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন, (ই) অচিন্ত্যভেদাভেদ, (ঈ) শ্রৌত ও তর্কপথ, (উ) অধিরোহবাদ, (ঊ) আধ্যক্ষিক, (ঋ) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথ, (৯) স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি, (এ) ভেকলই ও বড়গলই, (ঐ) অর্থপঞ্চক, (ও) ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব, (ঔ) মঠ ও গৃহ।

৪। কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির তুলনা-মূলক আলোচনা করুন। ১২

৫। হরিজনগণের কি কি প্রাপঞ্চিক প্রতিকূল বিষয় আছে এবং তাহা বিসর্জ্জন করিবার সাধন কি প্রকার? ১৩

৬। প্রয়োজন-নির্ণয় কত প্রকার চিন্তা হইতে পারে? প্রেমাকে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলা হয় কেন? প্রপঞ্চে "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব, আধ্যক্ষিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হ্রস্বাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ ও কি জন্য শ্রেয়ঃ? ১৩

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

রচনা

(কাল—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত)

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক ধারাবাহিক গবেষণা। ১০০

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সজ্জনপ্রিয়। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যথানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলগাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামজীবন দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবারিকায়ানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক —শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবতারগণের ভেদ—প্রভৃতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ওতর্ক্কির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, ব্রজের কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পঞ্চরসের সহিত অভিধেয় কারণ, নবধাভক্তিগণ প্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, মৈত্রী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, গৌড়ীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থের উদিত হইয়াছেন। আবার ভক্তিসূচক সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আর্যাধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

কৃষ্ণপুঞ্জ ব্যাখ্যায় আর প্রত্যেক গ্রন্থের নিগূঢ় অর্থ ও ব্যাখ্যা সমাদৃত করিয়া সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বতত্ত্ব প্রায় সমাধান ও ব্যাখ্যায়িত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার পরিচয়, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় এমন সুন্দরভাবে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে যে, এমন পাঠক হইতে আর কোথাও সে সকল আলোচনা নিয়ন্ত্রণ হওয়া যায় না।

শ্রীভক্তিপথ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে অতি সুন্দরভাবে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

চৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারস্বতাভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসূত্রে বার্ত্তার কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ১৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, কুইনাইন্‌ ক্লোরাইড কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন দিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইনজেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷০ টাকা
বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ নং জহুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুরক্ষা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বটিকা. 'শিশুরক্ষা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারজ্বর, কাসি, তড়কা, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অজীর্ণাদি সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ
জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন—
প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
...

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের ... প্রচারক- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৪ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৭ শনিবার ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩০

গোলটেবিল বৈঠক

সম্রাট্ কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন ও অভিভাষণ

পদব্রজে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ

পরলোকে শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

মাদ্রাজে ১৪৪ ধারা

পণ্ডিত মতিলালের লবণ তৈয়ারী

গোলটেবিলে অনাস্থা

সর্দ্দারজী প্যাটেলের এলাহাবাদ ত্যাগ

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

সমর পরিষদের সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

নানা কথা

পরলোকে শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারাজীব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে, গিরিডিতে ১১ই নভেম্বর অপরাহ্নে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন যাবত তিনি কালাজ্বর রোগে ভুগিতে ছিলেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্য লাভের আশায় তিনি গিরিডিতে গিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিল শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পৌত্র। তিনি ১৫ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় এম্, এ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল, পাশ করিয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার স্বদেশ সেবার পুত স্মৃতি জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে।

গোলটেবিল বৈঠক

সম্রাট কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১২ই নভেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ গোলটেবিল বৈঠকের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

“আজ আমার সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ভারতের রাজন্য ও সামন্তবর্গ এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমি তৃপ্তি অনুভব করিলাম এবং আমার অমাত্যবর্গ ও আমরা যে পার্লামেণ্ট ভবনে মিলিত হইয়াছি সেই পার্লামেণ্ট সভার অপরাপর দলের প্রতিনিধিদের সহযোগে যে এই বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে, তাহাও আমার নিকট তৃপ্তিদায়ক।

অতীতের সম্মিলনী

“ভারতের ক্ষেত্রে একাধিক সম্রাট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সভার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ আপনারা ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র গঠনোদ্দেশ্যে একই স্থানে ও একই সভায় সম্মিলিত হইয়াছেন এবং যে ভিত্তির উপর নূতন শাসন-তন্ত্র স্থাপিত হইবে, সেই ভিত্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে আজ আপনারা আমার পার্লামেণ্টের পরিচালন কামনা করিয়া ঐকমত্য স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বৃটিশ ও ভারতীয় রাজনৈতিকগণ ও ভারতের রাজন্যবর্গ আর কখনও এরূপ সভায় সম্মিলিত হয়েন নাই।”

জাতীয় ভাব-বিকাশ

“প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বাণী জ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহাতে আমি উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম যে এতদ্বারা ভারতের গঠনমূলক রাষ্ট্রীয় উন্নতিকর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল। জাতীয় জীবনে ১০ বৎসর অতি অল্পকাল সত্য, কিন্তু এই ১০ বৎসরে শুধু ভারতের নহে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব জাতির মধ্যে যে ভাবের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হইয়াছে এবং জাতীয় জীবনের উচ্চাশা কালোপযোগী করিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।”

সমস্যার স্বরূপ

“মৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত ষ্টাটুটারী কমিশন এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন আপনারা এই কমিশনের প্রথম ফল অবগত আছেন। শুধু তাহাই নহে, যে কঠিন সমস্যা আপনাদের সম্মুখে আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আপনাদের সহায় স্বরূপ অপরাপর মতামত আপনারা পাইয়াছেন এবং আরও পাইবেন। আপনারা যে কঠিন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিবার জন্য আমার কিছু বলিবার আবশ্যক হইবে না।

সমগ্র সাম্রাজ্যের স্বার্থ

“আপনারা সকলেই বুঝিয়াছেন যে, আপনাদের পরামর্শের উপর সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইষ্টানিষ্ট সমধিক নির্ভর করিতেছে। এই জড়িত স্বার্থ বিবেচনা করিয়া আমি এই শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি যে, আজ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিরাও এখানে উপস্থিত আছেন। আমি আপনাদের কার্য্যক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিব, অবশ্য আমি নিকটস্থ না হইলেও আপনাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রহিব।

ভারতের আশা প্রকাশ

"ভারতে আমার প্রজাবর্গের অবস্থা তাহাকে অভিভূত করিয়াছে এবং এই অবস্থার কথা আপনারা আলোচনার কালে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। জাতীয়-জীবনের পরিপূরক সংখ্যায় দল, সংখ্যাধিক দল, অরণ্যবাসিনী নারীগণ, কৃষককুল, ব্যবসায়ীগণ ও সবল, দুর্ব্বল, ধনী, দরিদ্র সকলেরই দাবী আমার মনে আছে।"

"এই কয়টী বিষয়ের প্রতি আমার সবিশেষ আগ্রহ সর্ব্বদাই আছে। আমার ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃত ভিত্তি বলিতে বিভিন্নমুখী স্বার্থের সংমিশ্রণ বুঝায়। আমি আশা করি ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র যদি এই প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। তাহা হইলে তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সপ্রকাশ হইবে। আপনারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন এবং আপনাদের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকুক। আমি প্রার্থনা করি পরমেশ্বর আপনাদের প্রচুর জ্ঞান, তিতিক্ষা ও সাধু মনোবৃত্তি দান করুন।"

প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা

সম্রাটের অভিভাষণ শেষ হইলে আমিরালাহ সংখ্যাধিক কিছু সময় বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন।

পরে মাননীয় আগা খাঁ, বরোদার মহারাজা এবং মিঃ শাস্ত্রী প্রভৃতি মহোদয়গণ কয়েকটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদ্বারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করেন।

পদব্রজে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ

গোরক্ষপুরের এড্‌ভোকেট মিঃ কে, পি, রায় পদব্রজে আসামের মধ্য দিয়া লীয়ার প্রদেশ হইতে প্রায় তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে পৌঁছিয়াছেন।

রেলপথে বিস্ফোরক পদার্থ

গত ১০ই নবেম্বর রাত্রিতে ডাউন কলিকাতা মেলের ভারপ্রাপ্ত গার্ড এই মর্ম্মে অমৃতসর রেল পুলিসকে এক সংবাদ দেন যে, লাহোর এবং অমৃতসরের মধ্যবর্ত্তী আটারী নামক রেল ষ্টেশনে তিনি গাড়ীতে কম্পন অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্দেহ লাইনের উপর কোন বিস্ফোরক পদার্থ ছিল। অবশ্য ট্রেনের কোন ক্ষতি হয় নাই। রেল পুলিস তদন্ত করিতেছে।

গোলটেবিলে অনাস্থা

গোলটেবিল বৈঠকে অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য ১২ই তারিখে বর্দ্ধমানের অধিবাসিগণ এক শোভাযাত্রা বাহির করেন। বাণী সভার আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহারা গৃহে গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন।

পণ্ডিত মতিলালজী কলিকাতার দিকে

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আগামী ১৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় আসিতেছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার কলিকাতায় আসার একমাত্র কারণ।

সমর পরিষদের সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

গত ১২ই নভেম্বর প্রাতঃকালে সমর পরিষদের সেক্রেটারী মিঃ এম্‌, জি, ভসলে ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা শেঠ চৈতন্য দাসকে আর দুইজন কর্ম্মীর সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রুগ্ন বন্দীর মুক্তি

কাশীর প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত চন্দ্রনারায়ণ সিংহকে তাঁহার কারাদণ্ডকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বহরমপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি জ্বর, উদরী ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছেন।

সর্দ্দারজীর এলাহাবাদ ত্যাগ

এলাহাবাদ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত মহাদেব দেশাই এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণর

ফরাসী ভারতের গভর্ণর ১০ই নভেম্বর তারিখে তাঁহার সামরিক সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন মরীসনের সহিত ডুপ্লে কলেজ ও মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী যাত্রা করিবেন।

মহিলাদের মুক্তি

নাগপুর ছোট বিবাহ হালে পিকেটিংএর জন্য গত ১০ই নভেম্বর যে ৬টী মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ৪ জনকে ১২ই নভেম্বর অপরাহ্নে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ সমর পরিষদের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুসূয়া বাঈকে হাজতে রাখা হইয়াছে। ১৩ই নভেম্বর সেন্ট্রাল জেলে তাঁহার বিচার হইবার কথা।

গত ১১ই নবেম্বর কামঠিতে যে ৩৭ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের ২৭ জন মুক্ত হইয়াছেন; ১০জন বিচারের জন্য হাজতে আছেন।

পুলিস কর্ম্মচারী আহত

গোয়েন্দাবিভাগের দারোগা মিঃ আবদুল হক লাহোর সেনানিবাসে কোন সামরিক কর্ম্মচারি-চালিত মোটরের ধাক্কায় আহত হইয়াছেন। হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ। তিনি নূতন ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারীদের মধ্যে এক জন।

আজমীরে ১৪৪ ধারা

সভা ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষেধ করিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৫ দিনের জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, গোল টেবিল বৈঠক বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে যদি কোন প্রকার গোলযোগ হয়, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

মতিলালজীর লবণ তৈয়ারী

গত ১১ই নবেম্বর এলাহাবাদে জওহরলাল সপ্তাহ পালন শেষ হইয়াছে। শেষ দিনের কার্য্যতালিকার প্রধান বিষয় ছিল সহরের বিভিন্ন স্থানে বে-আইনী লবণ তৈয়ারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে যে লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী রমাদেবীর বিচার

উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট বাবু গোপবন্ধু চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী রমা দেবীকে পিকেটিং অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১২ই নবেম্বর কটক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তাঁহার প্রতি ৬ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মামলার বিচারের সময় বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কাহাকেও বিচারকক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। শ্রীমতী রমা দেবীর পুত্র আত্মীয়গণ ও কয়েক জন উকীল আদালতে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য কটক উকীল সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় তাঁহার এবম্প্রকার কাজের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন শ্রীমতী রমাদেবীর স্বামী বাবু গোপবন্ধু চৌধুরী ইতঃপূর্ব্বেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

[illegible]

সংবাদ [illegible] তাহার [illegible] কমিটির আফিস ছিল। [illegible] আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার [illegible] সরকার এই দল দখল করিয়াছেন। সংপ্রতি এই দলের [illegible] বিভাগীয় কমিশনের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র দিয়াছেন, সরকার যেন [illegible] দল ছাড়িয়া দেন।

বিনা লাইসেন্সে [illegible]

বিনা লাইসেন্সে একটী [illegible] তার রাখিবার অভিযোগে শ্রীযুত [illegible] অস্ত্র আইনের ১৯ (ক) ধারা অনুসারে জোড়াবাগানের ওয় প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াদিদ আলীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত বুধবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আশ্রমে পুলিশের অত্যাচার

পুলিস সম্প্রতি চন্দ্রদাস আশ্রমে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, তাহারা স্বেচ্ছাসেবকগণের সংগৃহীত "মুষ্টিয়া চাউল" গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

প্রহারের মামলা

শান্তি-কমিটীর সদস্য শ্রীযুত [illegible] প্রহার করিবার অভিযোগে উলিয়পুরের ১২ জন যুবক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, সি, সেনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। গত শনিবারে উক্ত মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ২২শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

আর মৃত্যু-ভয় নাই

স্বর্গের দান মর্ত্ত্যে এসেছে

আর ভীষণ দুরারোগ্য ১। অজীর্ণ, ২। আমাশয়, রক্তামাশয়, ৩। নালী ঘা, ও ৪। রক্তকাশ পীড়ার কষ্ট পেয়ে জীবন নষ্ট করতে হবে না। রোগিগণ সতর্ক হউন। উক্ত ব্যাধি-চতুষ্টয়ের ঔষধগুলি সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ও বহু-প্রকার সহস্র সহস্র ডাক্তার কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগীতে পরীক্ষিত ও অব্যর্থ সিদ্ধ [illegible]।

বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—

শ্রীকটিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[illegible], পোঃ [illegible]

জেলা [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা ১০ই নবেম্বর নায়কের স্তম্ভে শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী নামক জনৈক ব্যক্তির অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত মাৎসর্য্যপরিপূর্ণ কুৎসা-দর্শনে স্তম্ভিত হইলাম। মানুষ মাৎসর্য্যের বশে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণা ছিল না। বিনা কারণে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অবস্থা হইলেও লোকে যে কি কৌশলে দোষ কল্পনা করে, তাহা একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞাতব্য বিষয়ই বটে।

আমরা ছেলে বেলায় ঠাকুরমার নিকট ভূত প্রেতের গল্প শুনিতাম, ঠাকুরমা বলিতেন—ভূতেরা হরিনাম সহ্য করিতে পারে না, তাই ওঝার উপর তাহাদের যত আক্রোশ! ভূতগ্রস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য ওঝা হরিনাম করেন, কিন্তু ভূতের তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, তাহার যত রাগ পড়িয়া যায় ওঝার উপর।

আমাদের ঘাড়ে কেবল একটা নয়, ছয় ছয়টা ভূত তাহার অসংখ্য পরিচারক-সহ অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিপথে চালিত করাইয়া নানা অসুবিধার মধ্যে ফেলিতেছে। পরম-করুণ জীবদুঃখ-দুঃখী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার নিজজনকে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া দেন। তিনি আসিয়া যখন আমাদের স্বরূপের সন্ধান দেন, আমাদের আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের স্বদেশের কথা, স্বজনের কথা, স্বকর্ত্তব্যের কথা উপদেশ করেন, তখন কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানাভাবে আমাদিগকে উত্তেজিত করে। তাই ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন :—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ॥
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

—কাল কলি। এখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিপথ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব, হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণে সন্দেহচিত্ত) আমি কি করি, কোথায় যাই?

আমরা তারানাথ বাবুর অসংযত লেখনীর যথেচ্ছাচারিতা একটী একটী করিয়া সজ্জন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। 'কায়স্থ-সমাজভুক্ত বৈষ্ণব সাধু' এরূপ নিরর্থক কথা অবতারণার মাৎসর্য্য ব্যতীত অন্য কোন হেতু আছে কি? 'বৈষ্ণব' কাহাকে বলে, 'সাধু' কাহাকে বলে তাঁহার জানা থাকিলে বৈষ্ণবকে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে আদৌ ব্যস্ত হইতে হইত না। 'বৈষ্ণবসাধু' জড়জগতের বিশেষণে বিশিষ্ট কোন প্রাকৃত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সমাজভুক্ত নহেন, তিনি অদ্বয়-জ্ঞান নিরস্তকুহক বাস্তব-বস্তুতত্ত্ববিদ্‌গণের বৈকুণ্ঠসমাজ-ভুক্ত। আসুরবর্ণাশ্রমী দেহ-মনোধর্ম্মী সঙ্কীর্ণ-সামাজিকগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বস্তুর নামই 'বৈষ্ণব'। যাঁহারা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য্য জানিয়া বিষ্ণুর সম্বন্ধ স্বীকার করেন, 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' এই গীতোক্ত শ্লোক হইতে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুকে স্বীয় প্রভু-জ্ঞানে তাঁহার সেবাপর হন, আগন্তুক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিগত তাৎকালিক ধর্ম্মকে নিত্য শাশ্বত সনাতন জীবাত্মার ধর্ম্ম-জ্ঞানে বঞ্চিত হন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বা বিষ্ণুভক্ত জীবাত্মার সাধুত্ব লক্ষ্য করিতে পারেন।

বর্ত্তমান জগতের বৈষ্ণব-সম্বন্ধীয় ধারণা বড়ই সঙ্কীর্ণ, তাই তাঁহারা তাঁহাকে কোন ঔপাধিক সমাজভুক্ত করিবারই প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন। আত্মজ্ঞানহীন অনাত্মধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট কুদার্শনিকগণই জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হন। এক অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব হইতে আমরা সকলেই উদ্ভূত, তাঁহার কৃপায়ই আমরা চেতন বলিয়া পরিচিত, তাঁহাতে আকৃষ্টি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখ-সম্পাদনই জীব-চৈতন্যের একমাত্র ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার, সুতরাং তাহাতে কলহের কি আছে? সেখানেই ত' একমাত্র মহা চিৎ-সমন্বয় অবস্থিত। ভগবান্ সকলের প্রিয় বস্তু, তাঁহার শ্রীহরিনাম-কার্য্যে ত' কোন প্রকার অনুদারতা—সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই! তথাপি না জানি কি এক মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া জীব তাহার স্বরূপ-জ্ঞান ভুলিয়া নানানর্থ-দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে! সকলেই ভাবিতেছেন—আমার মত সমঝদার দুনিয়ায় আর কেহ নাই! দাম্ভিকতা ছাড়িয়া সকলেই আত্মজ্ঞান লাভে যত্নবান্ হউন, উপাধির ধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম ভাবিয়া আর আত্মবিনাশ বরণ করিবেন না, নশ্বর দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইবেন না, তাহা হইলেই বিষ্ণু-সেবাকেই বা বৈষ্ণবতাকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন, তখন দম্ভাভিমান বিদূরিত হইয়া আপনাকে বিষ্ণুসেবক বৈষ্ণবদাসানুদাস জানিবার দীনতা—নির্ম্মৎসরতা লাভ করিয়া সত্য সত্য ভগবৎকৃপা-লাভে সমর্থ হইবেন, জীবন ধন্য হইবে।

'সাঙ্গ পাঙ্গ' কথাটী ব্যাকরণ-দুষ্ট। 'সাঙ্গোপাঙ্গ' শব্দ হইবে। তারানাথ বাবুর কথা—"তাহার (বৈষ্ণব সাধুর) সাঙ্গ-পাঙ্গগণ একটী মঠ স্থাপন করিয়া সমগ্র অঞ্চলের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে।" তারানাথ বাবু অবোচিত ভাষার অন-ভিজ্ঞতা-নিবন্ধন 'তাঁহার' এবং 'করিয়াছেন' শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। প্রথম হইতেই 'যাকে দেখ্‌তে নারি তা'র চলন বাঁকা' ন্যায়াবলম্বন করিলে কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান অপহৃত হয়। যাহা হউক 'সমগ্র অঞ্চলের বিরক্তি' কথাটী অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ চিত্তের বিকার-ব্যঞ্জক। দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিজে না বুঝিতে পারিলে অথবা এক বুঝিতে আর বুঝিলে নিজের বিরক্তি হয়, আবার নিজের অবুঝ অন্যকে বুঝাইয়া তাহাকেও বিরক্ত করান' যায়। সুতরাং নিজের বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও বিরক্ত দেখা যায় বা উৎসবশীল লোকেরও জগতে অভাব নাই। তবে অজ্ঞতা-জন্য বিরক্তিকে সার্ব্বজনীন বলা যায় না, যেহেতু বিজ্ঞ ব্যক্তিরও জগতে অভাব নাই। আমরা জানি, বাগবাজারে বহু নিরপেক্ষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা মঠে আসিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সাধু-গণের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। বাগবাজারের অনেক লোক মঠের শিষ্যও আছেন। প্রত্যেক উৎসবের দিন বাগবাজারের প্রায় লোকই মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন।

তবে সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকৃতির লোক সর্ব্বত্রই আছে। অসৎপ্রকৃতির লোকগুলি 'অপকারও করিব, চোখও রাঙ্গাইব' ন্যায়াবলম্বনে বিনা কারণে মর্কটাদির দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু "করীন্দ্রে ভ্রাম্যমাণেঽপি শুনমানে স্বপুরুষৈঃ। বুক্কন্তু সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতি-স্তস্য জায়তে" বা "হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যো নিন্দে সংসার"—এই নীতি অব-লম্বনকারী মঠবাসিগণ এযাবৎ পর্য্যন্ত অপরিসীম সহিষ্ণুতাবলম্বনে তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। মঠের প্রচারিত বিষয় যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ, পঠন ও বিচারণপর হন, তাঁহারাই উহাতে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দানুভব করেন, এমন কি তাঁহাদের চিরজীবন পর্য্যন্ত মঠসেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন।

আমরা গতকল্য আলোচনা করিয়াছি, মনোধর্ম্মী ছিদ্রান্বেষী অশান্তচিত্ত লোক-সকল আত্মবিদ্‌গণের নিকট তাহাদের ভোগা-সক্ত ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল কোন কথা শুনিতে না পাইয়া নানাভাবে তাঁহার বাক্যে দোষা-রোপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঐরূপ দুর্নিতান্তঃকরণের দুষ্প্রবৃত্তি পাব্‌লিক্ পেপারেও স্থান দিবার লোক আছে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! 'ধন্য কলিকাল তেরি তামাসা দুধ লাগে ঔর ধানি'!

আমরা প্রথমে আমাদের পারমার্থিক পত্রে গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নায়কের ঈর্ষাপর কথা-গুলি সমালোচনা করিবার কোন প্রয়োজন বুঝিয়াছিলাম না, কিন্তু পরে আমাদের বন্ধুবান্ধবের নিতান্ত অনুরোধে নিরীহ লোকসকলকে আত্মবঞ্চনা হইতে রক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভারতের, শুধু ভারতের কেন, য়ুরোপ ও আমেরিকারও বহু অধি-বাসী আজ গৌড়ীয় মঠের বাস্তবসত্যের কথায় কত না আনন্দ প্রকাশ করিতে-ছেন। 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ও মাসিক হারমনিষ্ট—এই তিন খানি সাময়িক পত্র এবং শতাধিক গ্রন্থ প্রচার-দ্বারা, সাত্বত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী দ্বারা এবং সম্প্রতি এই বিরাট অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী

উন্মুক্ত করিয়া গৌড়ীয়মঠ আজ জগজ্জীবের কি মহদুপকার, কি মহামঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার মত—বিচার করিবার মত নিরপেক্ষ লোক জগতে কেহই নাই ? অবশ্যই আছেন, অসংখ্য আছেন তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একটী বর্ণ শ্রবণ করিবার জন্য আজ তাঁহাদের জাগতিক সমস্ত স্বার্থ-চেষ্টা—সমস্ত মান অভিমান দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত !

মহাপ্রভুর কথা—সার্ব্বজনীন সত্য কথা ; তাহাতে কোন প্রকার ভেদতা, অনুদারতা, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা সামাজিকতার পূতিগন্ধ নাই, তাহাতে একের মঙ্গলে অন্যের দুঃখিত হইবার—মাৎসর্য্যে প্রপীড়িত হইয়া হিতকারীকে দুর্ব্বাক্য বলিবার কোন কারণ নাই। গৌড়ীয়মঠ সেই সার্ব্বজনীন সত্যের বাণী দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিতেছেন। তাঁহাদের ন্যায় পরমমঙ্গলবিধাতাকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া হে মানব ! কেন তোমরা আত্মবঞ্চিত হইতে চাও ?

জাগতিক বিদ্যা ধন কুল মান—সমস্তই ঔপাধিক ধর্ম্ম, তাহা আমাদের সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গেও যাইবে না ; চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই ফুরাইয়া যাইবে ! তবে দুদিনের দুনিয়াদার মানব ! কেন তোমার এ বৃথা গর্ব্ব—কেন তোমার এ হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য কুটিলতা ? সব ছাড়িয়া দাও ভাই, আত্মস্থ হও, প্রকৃত হিতকারীকে চিনিয়া লও। আত্মধর্ম্মে আমরা যে সব এক, অনাত্মধর্ম্মেই আমাদের মধ্যে 'অমিল' বলিয়া একটা কথা আসিয়া পড়ে। তাই অমন্দোদয়দয়া-নিধি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই আজ আমাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত কলিহত জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। স্বয়ং ভগবান্ আজ কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাভিনয় করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণান্বেষণ-ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। নামই নামীকে ডাকিবার—অন্বেষণ করিবার একমাত্র উপায়, সুতরাং সেই নাম-গ্রহণ-কার্য্য কাহারও পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়ে বদ্ধজীবমাত্রেই দুষ্ট, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় সে কেমন করিয়া তাহার বিচার নির্ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতে চায় ? ইহা তাহার পক্ষে কি নিতান্তই দাম্ভিকতা নহে ? বাস্তব সত্য কীর্ত্তনকারী ব্যাস-শুকাদি মহাজনগণই নির্দোষ, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণেই জীবমাত্রের আত্মমঙ্গল সুনিশ্চিত। সেই মহাজন-পন্থা কি, তাহা জানিয়া আত্মমঙ্গল অন্বেষণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। শ্রীগৌড়ীয় মঠ জীবহিতার্থ সেই মহাজনপন্থা বা শ্রৌত-পন্থার উপদেশক। তাঁহাদের শিক্ষা বা বিচার প্রণালী না বুঝিয়া অথবা নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া আজ বহুলোক বৈষ্ণবাপরাধ-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন। কিন্তু এই বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ কি বলিতেছেন, দেখুন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

—অর্থাৎ যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে ও বৈষ্ণবদর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয়জনই অধঃপতিত হয়।

গৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকে বহুমানন করেন না বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণোন্মুখতাকেও বহুমানন করিবেন না—এরূপ মিথ্যা কথা প্রচার নিতান্ত হিংসার পরিচয়। একমাত্র গৌড়ীয়মঠই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা গুণ-গ্রাহী সজ্জনমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুব হইয়া যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সর্ব্ববিধ কুচেষ্টাই সজ্জন-সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। সাধুবেশী চোরের দুরভিসন্ধি সাধারণ্যে প্রচার করিয়া দিতে যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারাই জগতের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকেন। অবশ্য কার্য্যটী প্রথম মুখে অনেকের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইলেও,—দুষ্ট প্রকৃতির লোক-সকলের দুষ্টামি চালান' অসুবিধা হইলেও জগতের হিতকল্পে উহা না করিলে সত্যের প্রচার হইতে পারে না। আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার দূর হয়।

প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

জীবহৃদয়ের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ পাষণ্ডতা দূরীভূত না হইলে তাহাতে সাধু কৃষ্ণপ্রেমার স্থান হইতে পারে না। প্রেমপ্রচার ও পাষণ্ডদলন—দুইটী কার্য্যই যুগপৎ হওয়া দরকার। আমরা এসম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আরও আলোচনা করিব।

আমাদের বরণীয় তিথি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর রবিবার গৌরৈকাদশী তিথিটী আমাদের একটী পরম বরণীয় তিথি ছিল। ঐ তিথিটী আমাদের অত বরণীয় কেন ? ঐ দিন উত্থানৈকাদশী, সুতরাং সাধন-তিথি, তাহার উপর উক্ত পবিত্র বাসরে আমাদের পরমগুরুদেব অবধূত পরমহংস-কুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যধামে অভিযান করিয়াছেন, তাই ঐদিন শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে, শুদ্ধগৃহস্থভক্তগণের গৃহে গৃহে তাঁহার অভিযানোৎসব হইয়াছে—অহোরাত্র কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছে এবং তাহার পরদিন প্রসাদ-মহোৎসব হইয়াছে—ভবরোগবৈদ্য আচার্য্য-বর্গের আনুগত্যে ভবরোগের ঔষধ শ্রীহরিনাম ও পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ অজস্র বিতরিত হইয়াছে—প্রতি বর্ষেই এই দিনের আগমন হয়, সে দিন তাঁহার স্মৃতি নূনাধিক আমাদের স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই উদ্দীপনার প্রভাবে আমাদের মঙ্গল হয়—তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ প্রভাবে—তাঁহার লীলামৃত শ্রবণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে আমরা যে উদ্দীপনাটুকু পাই, যে সম্বলটুকু পাই, তাহাতেই সারা বৎসরটী আমাদের স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তাঁহার অলৌকিক লীলামৃত আমরা যতই আস্বাদন করি, ততই আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, তখন আশাবন্ধ ও সমুৎকণ্ঠার সহিত কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণ-সেবা, হরিনাম-সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের আশা-কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে—আমাদের কুরূপের আবরণটী ঘুচিয়া স্বরূপটী প্রকাশ পায়—জাতরূপ, কামিনীরূপ ও প্রতিষ্ঠা-রূপের আনুগত্য ছাড়িয়া রূপানুগবরের অনুগ হই—তাঁহার পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করি এবং সেই সৌন্দর্য্যের ছটায় আমরাও উদ্ভাসিত হইতে পারি, তাই এই পবিত্র তিথিটী আমাদের এত বরণীয়।

বাবাজী মহারাজের

তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ টাপাখোলা নামক স্থানের অন্তর্বর্ত্তী বাগ্‌যান নামক একটী পল্লীগ্রামে আবির্ভূত হইয়া পোচা বেশ ও পোচা ফুল ধৃত করিয়াছিলেন এবং ২১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত আদর্শ-গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়া বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল শিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। বেষ গ্রহণের পর তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলে বিভিন্নস্থানে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের ও গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপ দাস বাবাজীর সহিত, কালনায় শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করেন। পরে বাংলা ১৩০০ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রকট হইবার কালে তিনি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তখন হইতে মহা-প্রয়াণ কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ১৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেলা ৪টা ১৫মিনিটের সময় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-সুখদকুঞ্জ-সেবক শ্রীগোদ্রুমধামবাসী ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণকান্তিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগোবিন্দের ভজনানন্দের মধ্যে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট লীলার পর হইতে এতাবৎকাল বাবাজী মহাশয় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে অতি যত্নের সহিত শ্রীকুঞ্জের সেবা-কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেবা-পারিপাট্য দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের বৈরাগ্যও যথেষ্ট ছিল এবং তিনি নামপরায়ণ ছিলেন। গতকল্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সুখদকুঞ্জে একাদশাহে কীর্ত্তন-মুখে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা তাঁহার নির্য্যাণোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ধামবাসী অনেক বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি অভ্যাগত মহাপ্রসাদ সম্মান এবং মঠবাসিগণের শ্রীমুখে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ভুক্তিমুক্তিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধকণ্ঠ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক
৩৩। অর্থপঞ্চক
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ .১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী .⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষরজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাদক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ব[illegible] মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ১০ রশি উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকসাধারণ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ. প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র,এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদগদাধরজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ দামরু, প্রেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিবিধ সংবাদ

প্রস্তরীভূত জীবদেহ

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাটের নিকটে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত দেহ ও দেহাংশের পাওয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক আমলের আদি স্তরে যখন হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী এক বিরাট সাগরের অতলে বিলীন ছিল, সেই সময়কার প্রবাল, সামুদ্রিক ঝিনুক ও অন্যান্য দেহ প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] জেলে রাজনৈতিক কয়েদীর কঠোর দণ্ড

[illegible], ১৭ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ [illegible]কে সেলাম না করার জন্য সংপ্রতি [illegible] জেলে ১১ জন রাজনৈতিক বন্দীকে ১৫ দিনের জন্য ডাণ্ডা বেড়ী দিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাদিগের অভিযোগের প্রতীকারের জন্য তাঁহারা শীঘ্রই জেলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন।

নয়াদিল্লীর নির্ম্মাণ কার্য্য

দিল্লী দীর্ঘকাল মুসলমান বাদসাহদের রাজধানী ছিল। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় তাৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিংএর মনে এই কল্পনা উপস্থিত হয় যে, এই পুরাতন দিল্লীর পার্শ্বে নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ব্রিটিশ শাসনের কীর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তারপর এই ১৮ বৎসর ধরিয়া দেশ বিদেশের শিল্পীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নয়াদিল্লী নির্ম্মাণ চলিতেছে। সুরম্য অট্টালিকা সুবিন্যস্ত উদ্যান ও মনোমোহন প্রাসাদে এই নয়াদিল্লী অমরাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নূতন প্রাসাদে বড়লাট বাস করিতেছেন, কিন্তু একটী মহামূল্য স্তম্ভের নির্ম্মাণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এই স্তম্ভটী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডা, ভারতের এই নূতন রাজধানীকে উপহার দিয়াছেন। স্তম্ভটির শিরদেশ চতুষ্কোণ, চারিপার্শ্বে এই দানের ধ্বজাচিহ্ন. সমস্ত স্তম্ভটী ভারতবর্ষ প্রস্তরে প্রাচীন দেশীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। [illegible] উপরে থাকিবে সোনার পাতে আবৃত এক [illegible]। নূতন দপ্তরখানা গৃহের সম্মুখের ময়দানে এই স্তম্ভটী নির্ম্মিত হইতেছে।

আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে এই রাজধানীর উদ্বোধন হইবে। এই উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিং আসিবেন। তিনি অক্টোবরের শেষেই এদেশে আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে তিনি সম্রাটের ঘোষণা পত্র লইয়া আসিবেন রাজধানীর উদ্বোধনের কালে উহা পঠিত হইবে।

বড়লাটের প্রাসাদের সম্মুখে জয়পুর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার কাজও শেষ হইয়া আসিল। এই স্তম্ভের চারিদিকে ভারতের ইতিহাসের কয়েক প্রসিদ্ধ ঘটনা অঙ্কিত হইতেছে ইংলণ্ড ও ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই স্তম্ভের উপরে থাকিবে একটী সোনার তৈয়ারী তারকা, রাত্রিতে উহাতে আলো জ্বলিবে। পরলোকগত জয়পুরের মহারাজা ইহার জন্য অর্থ দিয়া গিয়াছেন।

পিকেটিংএ সশস্ত্র পুলিস

পেশোয়ার কিস্সাখানি বাজারে মদের দোকানে পিকেটিংএর জন্য গত ১২ই নভেম্বর চরসাড্ডায় ৩ জন গ্রামবাসী গ্রেপ্তার হইয়াছে। কাবুলী গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সশস্ত্র পুলিস সাবধানতার জন্য দোকান অঞ্চলে পাহারা দেয়।

রাজসাহী মেল ডাকাতীর জের

১৩ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ হরিপদ বাগচী নামক জনৈক যুবককে রাজসাহীর মেল ডাকাতী সম্পর্কে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাকে সংপ্রতি পুলিসের কড়া পাহারায় ঘোড়ামারা, আনা হইয়াছে।

মৌমাছির হুলে ব্যাধিনাশ

ভিয়েনানগরীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাক্স আলফ্রেড ডষ্টার ক্রাইটেল প্যালেসে মৌমাছি কনফারেন্সে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে মৌমাছির বিষে যে সকল রোগের চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার সংখ্যা ভবিষ্যতে সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। মক্ষিকার হুলে যে কতগুলি আরোগ্য করে উহা পূর্ব্বকালে মৌমাছি রক্ষকদের জানা ছিল। আট বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ফ্রানজ ক্রেট্‌চি মক্ষিকাবিষ একত্র সংযোজন করিতে বিবিধ পরীক্ষা করেন এবং তিনি উহাদ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী বাতরোগে প্রতীকার প্রাপ্ত হন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে বাতশীতরোগ এবং বাতব্যাধির প্রতীকারে মৌমাছির বিষে [illegible]। গুরুতর স্নায়বীয় ব্যাধি ও নিতম্ববাত (সায়টিকা) চিকিৎসায়ও উহাতে ভালফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ডাঃ ক্রেট্‌চি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে মৌমাছির চাক শীঘ্রই এক একটী হাসপাতালে পরিণত হইবে, উহার বিষ স্নায়বিক ও দেহের কৌশিক রোগ এবং চর্ম্মরোগের সুনিশ্চিত প্রতীকার।

মাতগুড়ে ক্যান্সার নষ্ট

মাতগুড় সেবনে ক্যান্সার রোগ দূর হইতে পারে বলিয়া কতিপয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। মাতগুড় অন্ত্রে ভিতর কাজ করে, এবং উহা রক্ত পরিষ্কারক, বীজাণু নাশক, [illegible] ক্রিয়াশক্তিবর্দ্ধক এবং আন্ত্রশ্লেষ্মীয় ময়লা পরিষ্কার করে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে। মৃন্ময় উপযুক্ত পাত্রে নূতন রসটীকে মুখ বন্ধ করিয়া একবৎসর রাখিলে উহার উপরে যে তরলাকার গুড় জমে, উহাই প্রকৃত মাতগুড়। ঐ গুড় ছাঁকিয়া বোতলে ছিপি বন্ধ করিলে প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ দান

পাটের দর কমিয়া যাওয়াতে বাঙ্গলা দেশের চাষীদের বড় ক্লেশ হইয়াছে এই দুঃসময়ে গভর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে ঋণ দানের জন্য নিম্নলিখিত টাকা দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা	৩৫৪০০৲
ঢাকা জেলা	৪৭০০০৲
ময়মনসিংহ জেলা	৪৭০০০৲
মালদহ জেলা	২৭০০০৲
বাখরগঞ্জ জেলা	৫০০০৯৲
রংপুর জেলা	২০০০০৲
বগুড়া জেলা	৩০০০০৲
রাজসাহী জেলা	৪০০০০৲
ত্রিপুরা জেলা	৪০০০০৲
	৩,৩৬,৮০০৲

কলিকাতার ধরপাকড়

আইন অমান্য কমিটির বড় বাজার শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বৈজনাথ প্রসাদ আগরওয়ালাকে পুলিস সংপ্রতি গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার মেছুয়াবাজার স্ট্রীটস্থিত বাড়ীতে তাহারা খানাতল্লাস করিয়া কয়েকখানি পুস্তক ও কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। এক দিন পুলিস হ্যারিসন রোড হইতে শ্রীযুত রণবীর সিংকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। উভয়েরই হাজত বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

হায়দ্রাবাদে বাল্য বিবাহ বিল

হায়দ্রাবাদ ব্যবস্থাপক সভার কোনও সভ্য বাল্যবিবাহ নিবারণ কল্পে একটী বিল উপস্থিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রাজ্যের শাসন পরিষদ তাহাকে অনুমতি দেন নাই। তাঁহারা জানাইয়াছেন, বৃটিশ বাল্যবিবাহ বিল দ্বারা কোন উপকার হয় কিনা তাহা আগে দেখিয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

আগামী পাটচাষে গবর্ণমেণ্ট

আগামীবর্ষে যাহাতে পাটের চাষ কম হয়, তজ্জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট প্রচারকার্য্য করিতে মনোযোগী হইয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে নায়কদের সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা করা হইবে। কি পরিমাণ পাট বপন করিতে হইবে [illegible] উপদেশ দিতে হইবে [illegible] বে-সরকারী [illegible]। আমরা এ সংবাদে সুখী হইলাম। এই প্রচারকার্য্যে নায়কদের সহানুভূতি অবশ্যই পাওয়া যাইবে। পল্লী-প্রতিষ্ঠান ইউনিয়নবোর্ড দ্বারা এই প্রচারকার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করি। পল্লীহিতে উৎসর্গীকৃত বোর্ডগুলির ইহা একটী নৈতিক কর্ত্তব্যও বটে। গভর্ণমেণ্টের সর্কিলগুলি প্রণালীতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা সরকার বাহাদুরের নিকট একটী আবেদন না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। চাষীদের ভাবী কষ্ট লাঘবের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করার সঙ্গে পাটের অতিরিক্ত চাষের জন্য উপস্থিত দুর্গতি দূরের বিশেষ পন্থা না করিলে এ উপায় নাই। গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে বিশেষ জাগরূক আছেন, জানি। তথাপি আমরা এদিকে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, অচিরে উহার যথোচিত ব্যবস্থা করার প্রার্থনা করিতেছি।

বাঙ্গলার সম্পাদক গ্রেপ্তার

লাক্ষৌ জিলা বাঙ্গলার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ আরোরাকে গত ১১ই নভেম্বর মলিহাবাদ তহশীলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তথায় তিনি এক কৃষক-সভায় বক্তৃতা করিয়া তাহাদের খাজানা বন্ধের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

ভক্তি জীবাত্মার সহজ বৃত্তি, সেই বৃত্তি যে ভাগ্যবানের জাগিয়া উঠে, তিনি আর জাগতিক কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকেন না। তিনি বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় হইয়া 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার প্রথম সোপান। 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ—ভগবানের শ্রীমুখবাণী। সদ্গুরু-সকাশে অধীতবেদ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং তিনিই বৈষ্ণবতালাভের উপযুক্ত পাত্র। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। বৈষ্ণবত্বেই ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্ভুক্ত। উহা জীবাত্মারই নিত্য উপাধি। যাঁহার বৈষ্ণবত্ব আসিয়াছে, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব আসে নাই—এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মিকা! শুক্র-শোণিতাদি প্রাকৃত বস্তুকে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্বের জনক করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য। বিষ্ণুর নিত্যদাস্য-বিস্মৃতি হইতেই জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বরণ করিতে হইয়াছে। ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি-ফলে আত্ম-বিদ্গণের কৃপায় সেই অপহৃত-বিবেক পুনরায় স্মৃতিপথে আসিলে অর্থাৎ "বিষ্ণুর নিত্য-দাসই আমার স্বরূপ ধর্ম্ম" এই জ্ঞান আসিলে তাঁহাকে আর ঔপাধিক বিশেষণে বিশিষ্ট হইবার আবশ্যক হয় না। তিনি 'বৈষ্ণব' নাম ধারণ করেন। মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্বে (১৪৩।৫০,৫১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—

> "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং
>
> ন চ সন্ততিঃ।
>
> কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
>
> সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
>
> বিধীয়তে।
>
> বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
>
> নিযচ্ছতি॥"

—"জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণোচিত-স্বভাব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।" আমরা এসম্বন্ধে নদীয়াপ্রকাশে পূর্ব্বে বহু আলোচনা করিয়াছি। আবশ্যক হইলে পরে আরও করিতে পারিব।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত না জানিয়া যাঁহারা বৃথা তর্কাশ্রয় করেন, তাঁহারা কোন কালেই বাস্তবসত্যের সন্ধান পান না। মহাজনেরা বলিয়া থাকেন—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" সেই সিদ্ধান্ত জানিবার উপায়ও বলিতেছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" 'সর্ব্বজ্ঞ' অভিমান করিয়া, দাম্ভিক হইয়া বসিয়া থাকিলে জীবের অদৃষ্টে অশেষ দুর্গতি। তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক হইয়া নিরয়গামী হন।

তারানাথ বাবুর আর একটি নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও বিদ্বেষ-ব্যঞ্জক উক্তির উদ্ধার করিতেছি, সুধীগণই ইহার বিচার করুন। তিনি লিখিয়াছেন—"শালগ্রাম শিলার প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার ভাব দেখানও নাকি তাঁহাদের অদ্ভুত কল্পনা, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করাও উঁহা-দের কার্য্যের মধ্যে নাকি গণ্য হইয়াছে" সত্য মাৎসর্য্য! তারানাথবাবু ত' কিনি সাবই ধারেন না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোকের মনে অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইলে যেরূপ ভাষা বাহির হয়, তাহা বাহির করিতে তিনি একটুও ত্রুটী করেন নাই। যাক্ সে কথা। যে শালগ্রাম শিলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য অর্চ্চনীয় বস্তু, যাঁহার পূজা জীবমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা নিত্য প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতিই গৌড়ীয় অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার ভাব দেখান! আর রায়চৌধুরী মহাশয়ই খুব আস্থা ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন! বলিহারি যুক্তির বহর! এরূপ অতিভক্তির লক্ষণ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভাল বলিয়া বুঝিবেন না। প্রাকৃত শুক্রশোণিত-জাত পরিচয় বজায় রাখিয়া শালগ্রামে আস্থা ও শ্রদ্ধাবান্ হওয়া যায় না। আবার পদ্মপুরাণ বলেন—

> শালগ্রামশিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি
>
> কিঞ্চন।
>
> স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে
>
> কৃমিঃ॥

—"যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পূজা না করিয়া কিছু আহার করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে।" এই শাস্ত্রবচনটী জীবমাত্রেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হইতে চায়, তাহারাই ঐ বচন উল্লঙ্ঘন করুক। মনে যাহা আসে, তাহাই লেখনীর মুখে বাহির করা কতদূর ধৃষ্টতার পরিচয়, তাহা সুধীগণই বিচার করুন।

নবদ্বীপের কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকে নিন্দা করা—গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কার্য্য নহে। 'প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব' বলিতে তারানাথ বাবু কাহাকে বুঝেন? আমরা জানি, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানপর, তাঁহারাই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবের স্তুতি সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-নামধারী ভণ্ডের স্তুতিকে তাঁহারা বৈষ্ণব-স্তুতি বলেন না। বাহ্যে বৈষ্ণবের বেষ, অথচ অন্তরে বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা—ইহার নাম বৈষ্ণবতা নহে, পরন্তু কপটতা। ঐরূপ কপটতাকে নিন্দা করার নাম বৈষ্ণবতার নিন্দা নহে। বৈষ্ণব-নিন্দার ভয়ানক পরিণাম চৌধুরী মহাশয়ের অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উত্তমরূপেই জানাইয়া থাকেন। চৌধুরী মহাশয়ের তাহা জানা থাকিলে তিনি এরূপে যথেচ্ছাচারিতা করিবার সাহস পাইতেন না। সুতরাং আত্মমঙ্গলার্থ এখন হইতে তিনি সংযতবাক্ হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

"বাগ্‌বাজার পল্লীর কোন গুরুর কথা মধু সেই মঠে যায় নাই"—এরূপ কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন। আমরা বাগ্‌-বাজারের বহু অধিবাসীকেই চিনি, তাঁহারা সপরিবারে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। সুতরাং বৃথা কতকগুলি মিথ্যার অবতারণা করিয়া কি লাভ হইয়াছে? এরূপ নিরর্থক ছিদ্রানুসন্ধানের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মনুষ্যত্ব এবং পশুত্ব বলিয়া দুইটী কথা আছে, তাহা তারানাথবাবু ও নায়কের আলোচ্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এবিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। গীতা বলেন—কামের অতৃপ্তি হইতে ক্রোধের উদয় হয়, তাহা হইতে স্মৃতিবিভ্রম হয়, স্মৃতিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হই-তেই আত্মবিনাশ লাভ হইয়া থাকে। রজোগুণ হইতেই কাম ও ক্রোধের উদ্ভব, উহা জীবের তমোদ্বার স্বরূপ। সুতরাং সাধিয়া আত্মার অকল্যাণ বরণ করা বুদ্ধি-মানের কার্য্য নহে। তারানাথ বাবু ও নায়ক-সম্পাদক প্রকৃতিস্থ হইয়া এসকল কথা বিচার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের বরণীয় তিথি

বাবাজী মহারাজের লীলামৃত

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১১ সংখ্যার পর)

১৩১১ সাল পর্য্যন্ত তিনি শ্রীধামের বিভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ করিতেন এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা ভজন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৩১১ সাল হইতে তিনি বৃদ্ধশিবপুকুরের অধিবাস করিয়াছিলেন এবং ১৩১২ সাল হইতে বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে তীব্র বৈরাগ্যবান ব্যক্তিরও হৃদয়ে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে, তাঁহার বৈরাগ্যের কথা সর্ব্বাতীত অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্যই তাঁহাকে আশ্রয়-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কখন কখন তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা ও হস্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার জন্য তুলসী মালা এবং মস্তকোপরি লিখিত শ্রীনাম দেখা যাইত, আবার কোন কোন সময় দেখা যাইত, গলদেশে মালা নাই ও হস্তে ছিন্ন বস্ত্রগ্রন্থিমালা আছে। জাগতিক বিচারে শাস্ত্রবিধি অনাদর না করিলেও যে অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাব্রতে শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যীভূত বিষয়ে পারঙ্গত হওয়া যায়, তাহার আদর্শ তিনি দেখাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরোধী ব্যক্তির প্রতি ও কৃপাপাত্রের প্রতি সমব্যবহার ছিল, তাঁহার বিরোধভাজন বা প্রীতিভাজন কেহ ছিল না। ভজনানন্দ-পরায়ণ কুবিষয়রত কতকগুলি প্রাকৃত সাজি তাঁহাকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্য-ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই এবং গ্রহণও করেন নাই। কারণ তাহাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলে বা অযাচিত কৃপা করিলে তাহাদের বিষয় বিচ্ছিন্ন হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত। তিনি—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগব-ত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগ-বতের এই শ্লোকটীর মূর্ত্তবিগ্রহ।

ছলে শুদ্ধ উপদেশ-প্রণালী

কোন নবীন কৌপীনধারী সহজিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি সংগ্রহ করিয়া-ছেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত সুতরাং এই ব্রহ্মা-ণ্ডের সমস্ত বস্তুরাজির বিনিময়েও নব-দ্বীপের একটী বালুকণা ক্রয় করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ নবদ্বীপ ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধাম-বাস হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, 'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস।'

বঙ্গদেশের কোন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবাজী মহারাজকে তাঁহার ইচ্ছোপর প্রাসাদে আহ্বান করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে—আপনি, আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য গোস্বামিগণের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক বিষয় হইতে নির্মুক্ত হইয়া এখানে আসিয়া আমার পার্শ্বে একটী তৃণ-কুটীরে ভজন করুন ও মাধুকরী দ্বারা প্রাণধারণ করুন। যখন আপনার সেই কুটীরে নিমন্ত্রিত হইয়া যাব, তখন যাইতে পারিব। (ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২২।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৯৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃত্তিমল্লিকা ভগবৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তক্রমার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩০। গীতমালা ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক
৩৩। অষ্টপদক
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। মায়াসংবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সমকারসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১।০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সরচন্দ্রিকা। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মেঘভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও উপগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পুরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীপ্রকাশন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরানন্দ।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুর, কাশী

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতনশিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রী[illegible] মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরতলা, চরতলা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবপুরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরাধিকাদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকাম্যানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩০

মহাত্মাগান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিটিংএ শোক প্রকাশ

ফ্রান্সে ভীষণ দুর্ঘটনা

দিনের বেলায় ডাকাতি ১৫,০০০ হাজার টাকা লইয়া উধাও

মাদ্রাজে পোষ্টালকনফারেন্স

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবাদে ঢাকায় মহিলা শোভাযাত্রা

সাম্রাজ্য সম্মিলন অধিবেশন

শ্রীযুত প্যারীলাল রায়ের কারামুক্তি

পুস্তক প্রকাশে দণ্ড

ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্টের গলায় জুতার মালা

নানা কথা

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিটিংএ শোক প্রকাশ

রায় বাহাদুর নিবারণ রায় সি, আই, ই, মহোদয়ের মৃত্যুতে গত ১৬ই নবেম্বর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডএর মিটিংএ শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জন্য ১৫ মিনিট কাল সভার কার্য্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল। রায়সাহেব সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অফিসে তাঁহার একটি তৈলচিত্র রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং সকলেই তাহাতে অনুমোদন করেন। ইহাতে অনুমান ৩০০ টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা মেম্বরগণ চাঁদা তুলিয়া দিবেন স্থির হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মা গান্ধী কেন গোলটেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "স্পেক্টেটার" সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তাঁহার দৃঢ়তায় সন্দেহ না করিয়া বিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য।"

ফ্রান্সে ভীষণ দুর্ঘটনা

গৃহপাতে ৬০ জনের মৃত্যু

ফ্রান্সের অন্তর্গত লিয়ে়ঁ সহরে অকস্মাৎ জমি ধসিয়া যাইবার ফলে বহু সংখ্যক বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে ইহাতে কমপক্ষে ৬০ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

দিনের বেলায় ভীষণ ডাকাতি

১৫,০০০ টাকা লইয়া উধাও

ভবভরাচর হইতে দিনের বেলায় এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল আসাম সিম এণ্ড কোম্পানীর চাকিজন পরিদর্শনের কর্ম্মচারী টাঙ্গাইল ট্রেজারী হইতে ১৫,০০০ টাকা উঠাইয়া তাহাদের ইসলামপুর অফিসে ঐ টাকা-জমা-দিবার জন্য বুধবার দিবস রওনা হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তাহারা যখন ভবভরাচরের নিকটে উপস্থিত হয়, তখন সাইকেলে চড়িয়া পাঁচজন দুর্ব্বৃত্ত পিস্তলহস্তে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, কর্ম্মচারীদের নিকট মাত্র একটা বন্দুক ছিল, ঐ বন্দুকটা এবং সমস্ত টাকা নিয়া ডাকাতদল উধাও হয়। এই সম্পর্কে সুধাংশুমোহন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

মাদ্রাজে পোষ্টাল কনফারেন্স

নিখিল ভারত ও ব্রহ্ম পোষ্টাল ও আর, এম, এস, কনফারেন্সের [illegible] অধিবেশন আগামী ৩০শে ও [illegible] ডিসেম্বর মাদ্রাজ সহরে হইবে। [illegible] কমিশনের সদস্য মাননীয় [illegible] চমনলাল সভাপতির আসন [illegible] করিবেন।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবাদে ঢাকায় মহিলা শোভাযাত্রা

ঢাকা কংগ্রেস কমিটীর [illegible] অনুযায়ী গেণ্ডারিয়া মহিলা [illegible] সদস্যগণ গোলটেবিল বৈঠকের [illegible] কল্পে ১২ই নবেম্বর এক শোভাযাত্রা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। প্রায় [illegible] বাড়ীতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত [illegible] হইয়াছিল।

হাভানায় তিন দিন প্রবল ঝড়

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, হাভানা সহরে গত ৩ দিন যাবৎ প্রবল ঝড় [illegible] গিয়াছে। হাজার হাজার লোক [illegible] পতিত হইয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে। এই সহরে সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে। সহরের রাস্তায় সৈন্যের পাহারা বসিয়াছে। নগরবাসীরা কেহই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছে না। সংবাদ পত্রিকা [illegible] অনুমতি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা [illegible] বলিয়া প্রতিবাদকল্পে স্থানীয় সংবাদপত্র ছাপা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] পত্রিকা "এল হেরাল্ড" প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও দারুব্রহ্ম প্রদর্শনী দর্শনার্থ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিতেছেন। আমরা ৯ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে জানিলাম—গত ১৫ই অক্টোবর বুধবার প্রাতে স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদরা স্বীয় পুত্র পরিবারসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে তাঁহারা পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ভক্তিভরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও ভক্তিগ্রন্থ ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

গত ২৪শে অক্টোবর ৫ই কার্ত্তিক শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের দিবস ডাঃ এইচ, বি, মোরেনো পি, এইচ, ডি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সারস্বত নাট্যমন্দির দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে দুই ঘণ্টারও অধিককাল বৈষ্ণবদার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রসাদ শ্রীভিক্ষা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঈশ্বরের পিতৃত্ববিচার অপেক্ষা পরমেশ্বরের পুত্রত্ববিচারের পরম শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন ইংরাজী 'গড্' শব্দ হইতে 'কৃষ্ণ' শব্দের দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অসমোর্দ্ধতারতম্য প্রকাশিত হয়। প্রভুপাদ কৃষ্ণতত্ত্বের পারতম্যের কথা যেরূপ বিচার ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দার্শনিকপ্রবর নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ ডাঃ মোরেনো সাহেব প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা প্রকাশ করেন নাই। বাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহারা কখনও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িকতা সংরক্ষণের জন্য কখনও বাস্তব-সত্যের বিপর্য্যয় সাধন করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠে ডাঃ মোরেনো সাহেবের শিষ্টাচার, অমায়িকতা, দৈন্য, সত্যানুসন্ধিৎসা, সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি স্বভাব শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন।

গত ১৮ই অক্টোবর অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী এবং [illegible] প্রভৃতির নিকট প্রভুপাদ উপনিষদের [illegible] কিরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের বহু মন্ত্র, বাদরায়ণসূত্রের বহু সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করেন।

গত ১৯শে অক্টোবর আবকর বিভাগের ম্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার বরিশাল-নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্-এ, পি-আর-এস, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ২১শে অক্টোবর দীপাবলী মহোৎসবের দিবস ঢাকা জিলার কাসারা বিক্রমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় পাস্‌নাল ম্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, বরিশাল জেলা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিপ্রশ্নমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ২৪শে অক্টোবর অপরাহ্ণে অখিল-ভারতবর্ষীয় সাধুমহাসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আনন্দাগিরি শাস্ত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, বিগত আদম সুমারীতে ভারতীয় সাধুগণের গণনায় এতদ্দেশীয় যাবতীয় ভিক্ষুক, বেকার, পতিতা স্ত্রীলোক এবং গৃহহীন, ভবঘুরে প্রভৃতি সমাজ কলঙ্কগণকেও সাধু-শ্রেণীতে গণনা করিয়া সাধুর সংখ্যা ৫৬ লক্ষ দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ সাধারণ-বিচারেও সাধুগণের সংখ্যা অনেকাংশে কম। ইহা অত্যন্ত অপমানজনক এবং বড়ই বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় যে, সমাজের শিরোমণি, ধর্ম্ম-শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেশক সাধুগণকে লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সমগ্র সাধু-সমাজকে সাধারণের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ অবিচারের অবৈধ সুযোগ লইয়া অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি সাধুগণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবারও ধৃষ্টতা দেখাইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সাধু-সভার মন্ত্রী মহাশয়কে যথোপযুক্ত উত্তর দানে প্রকৃত সাধুর সংখ্যা জগতে কত দুর্ল্লভ তাহা বুঝাইয়া দেন।

গত ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ণে রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম এ, প্রাক্তন মহোদয় ও অমৃত বাজারের শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় একজন ইংরেজ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে লইয়া প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বৌদ্ধ-ভিক্ষুর নাম প্রজ্ঞানন্দ। ইঁহার পূর্ব্বনাম—মেজর ফ্লেচার। ইনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই প্রদেশেই তাঁহার পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি হাটু গাড়িয়া ভূপতিত হইয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণতি-পূর্ব্বক প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং প্রভুপাদের জিজ্ঞাসা-মতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে মতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকালে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে থাকেন। ইহাতেই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। যে-দেশ সভ্যতার আদর্শ-শিক্ষক বলিয়া দাবী করেন, সেই দেশের সভ্যতার পরিণাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানবের সংহারে পর্য্যবসিত হওয়ায় তিনি সেই সভ্যতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; তখন গৌতম-বুদ্ধের ইতিহাস তাঁহার হৃদয়ে বড় হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পথানুসরণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বিচার করিলেন। প্রাক্তন কুমার বাহাদুর উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে একবিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। প্রভুপাদ এক ঘণ্টাকাল উক্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে উপদেশমুখে অনেক মঙ্গলময়ী কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সিদ্ধান্তাবলী শ্রবণ করিয়া উক্ত স্বামী মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি এরূপ উন্নত-স্তরের কথা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শ্রবণ করেন নাই। আজ বাস্তবিকই তিনি কোন অপার্থিব শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তিনি বিদায়-গ্রহণকালে প্রভুপাদকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন এবং পুনরায় প্রভুপাদের নিকট আসিয়া এ সকল আরও শুনিবেন, বলিলেন।

গৌড়ীয় বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

[শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়]

তত্ত্ব পাঁচটী, যথা—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। অধিকারী—নিষ্কাম ধর্ম্মে নির্ম্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গযুক্ত, শ্রদ্ধালু, শমদমাদি-সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। সৎপ্রসঙ্গযুক্তত্ব অধিকারি-নির্ণয়ের মুখ্যলক্ষণ এবং শমদমাদি-যুক্তত্ব এবং নির্ম্মল চিত্তত্ব গৌণ লক্ষণ, কারণ গৌণ লক্ষণ গুলি প্রকাশিত না হইলেও একমাত্র সাধুসঙ্গপ্রভাবেই গৌণ লক্ষণ গুলি প্রকটিত হইবেই। অধিকারের ত্রিবিধত্ব।

সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধ বিজ্ঞ জীব সকল, আচার্য্যের তাৎপর্য্যানুসারে সনিষ্ঠাদি-ভেদে ত্রিবিধ; নিষ্ঠাসহকারে কর্ম্মকারী সনিষ্ঠ, লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মচারী পরিনিষ্ঠিত এবং ধ্যানমাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যাবলে স্বভাবানুসারে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।...

সম্বন্ধ—শাস্ত্র-বাচক এবং ঈশ্বর বাচ্য। মায়াবাদী-সম্প্রদায় এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াও বলেন সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মই বাচ্য এবং নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম অবাচ্য, বেদ শাস্ত্র এই নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিতেছেন। মায়াবাদীর এই দুর্ব্বল যুক্তির অযৌক্তিকতা বৈষ্ণবদার্শনিকগণ বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহেন। কারণ 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই শ্রুতিবাক্যে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মেরই উপনিষদ্বেদ্যত্ব দর্শনহেতু সকল বেদ তাঁহাকেই ব্যক্ত করেন। শ্রুতির এইরূপ

উক্তিহেতু ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রুতিতে যে তাঁহার অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে তাহার সমাধান এই যে শব্দ বৃত্তি হইলেও সাকল্যে আদর্শন-হেতু বেদের অবৃত্তিরূপে উক্ত হয় তদ্রূপ বেদ সকল ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে পারেন না বলিয়াই শ্রুতিতে কোথাও তাঁহার অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের 'শব্দবাচ্যত্ব অঙ্গীকারে তাঁহার স্বপ্রকাশত্বের বাধক হয়'—এরূপ সন্দেহও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ বেদ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব বিরুদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই সিদ্ধ।

বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্ত শক্তিসমন্বিত সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বিষয়। যথা—বিষয়ো নিরবদ্যবিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।

প্রয়োজন—প্রয়োজনন্তু অশেষদোষবিনাশপূর্ব্বঃ তৎসাক্ষাৎকার ইতি।' অর্থাৎ অশেষ দোষ বিনাশ পুরঃসর সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন।

ঈশ্বর—পূর্ণচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মৎ শব্দবাচ্য। জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশের স্বপ্রকাশকত্ববৎ অবিরুদ্ধ ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত। প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মনদ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তিপ্রদান করেন। মুক্তি শব্দে বিষ্ণুপাদপদ্মে সেবাপ্রাপ্তি—পরন্তু স্বরূপবিনাশ নহে।

ভগবান্ এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় হয়েন। তিনি বিভু হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য। একরূপ হইলেও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। যথা:—"অথাপ্যেকোঽপি ভক্তিগ্রাহ্য একরূপঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্।" ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য—'ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যম্।' নিত্যজ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট নিত্যজ্ঞানাদিগুণকম্।'

জীব—জীব অণুচৈতন্য হইলেও নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্দবাচ্য। এই বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে সমাংশ বর্ত্তমান, তবে জীব অণু ও ঈশ্বর বিভু—'তেনু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যন্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদি গুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র।' জীব বদ্ধ ও মায়াবিভ্রান্ত, ঈশ্বরবৈমুখ্যই তাহাদের বন্ধনের কারণ। ঈশ্বরোন্মুখ্যই তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্গুণাবরণ রূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করায়।

প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্য এবং ঈশ্বরেক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরিদৃশ্যমান এই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। যথা:—প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা তদীক্ষণাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী'

কাল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুগপৎ চির ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধি-বিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম কাল। যথা—কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদি-ব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।

শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ মহোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর রবিবার উত্থান একাদশী দিবস আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বিরহ মহোৎসব শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুর্ব্বষ্টক ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদগণের লীলামৃত আলোচিত হয়, ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ প্রভু শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজি ও ঠাকুর হরিদাসের লীলামৃত আলোচনা করেন; পরে শ্রীপাদ গদাধর প্রভু 'নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং, ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥' এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়া পশু ও মানবের মধ্যে হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করেন। বক্তৃতার পর কিছুক্ষণ খোল করতাল সংযোগে ভক্তমাহাত্ম্য ও মাধবতিথি মাহাত্ম্যসূচক মহাজনের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে খেচরান্ন ও ব্যঞ্জনাদি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সংকীর্ত্তন সংযোগে এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহিত বিতরণ করা হইয়াছিল। উক্ত মহোৎসবে শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বাবু বি এস্. সি, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যদুমণি পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত বিনোদ নাথ দাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ হরিকীর্ত্তনে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বাবাজী মহারাজের লীলামৃত

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১২ সংখ্যার পর)

যাঁহারা অপ্রাকৃত গৌর-ধাম ছাড়িয়া নরপতির আহ্বানে রাজপ্রাসাদে যাইয়া বাস করিবেন, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যে রাজার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইবেন; তখন তাঁহাদের কৃষ্ণভজন বিষয়-ভজনে পরিণত হইবে এবং রাজার বিলাস পাত্ররূপে পরিণত হইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" "বিষয়ের স্পর্শে হয় মন অন্ধ। সেই কার্য্য করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥"

নবদ্বীপের কোন প্রসিদ্ধ কৌপীনধারী পণ্ডিত বাবাজীর আচরণশীল চরিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি একদিন কৌপীন বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালাপেড়ে ধুতি ও চাদর কোঁচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দসুখদকুঞ্জে গমন করেন। উহা দেখিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইলে তিনি বলিলেন—'আমরা চৈতন্যের বেষ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্ত্রী গ্রহণে পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বুদ্ধ নীপতির অনুরূপ বেষ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে।'

একদিন তিনি কোন গোস্বামীসন্তানের ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া অর্থসংগ্রহ, শিষ্য সংগ্রহ করিবার এবং শিষ্যগণকে "গোৎ" "গৌর" বলাইবার কথা শুনিয়া বলিলেন যে—গোস্বামী-সন্তান মহাশয় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর" "গৌর" বলান নাই—"টাকা, টাকা, আমায় টাকা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন মাত্র; তাঁহার অন্তরে অনিষ্ট বই উপকার নাই।

অনেকে বাহিরে গৌরভজনের ঠাট বাট দেখাইয়া—বাহিরে সাধুর বেষ ধরিয়া বিষয়-চেষ্টার কার্য্য করেন। তাঁহাদের সহিত নিষ্কিঞ্চন গোস্বামীর তুলনা করা হইয়াছে—যেহেতু তিনি ধর্ম্মশালায় সাধুদের পুরীষত্যাগের স্থানে দুই মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। লোকে যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ আচরণ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।

তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পরে শ্রীচৈতন্যবাণীর অলৌকিক লীলা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস বাবাজী মহারাজ অপ্রকট হইলে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া তীর্থ দর্শনে আগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার আশায় কতিপয় চরিত্রহীন কৌপীনধারী বাবাজী আসিয়াছিলেন। তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন যে—'যে কোনও ভগবন্নিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ইঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে পারেন তবে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইঁহার দেহস্পর্শ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।' ইহা শুনিয়া কেহই বাবাজী মহারাজের দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইলেন না। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, '৭ দিনের মধ্যে যিনি মাতৃগমন করেন নাই, তিনি এই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করুন। তাহাতেও কোন লোক পাওয়া গেল না। পরে শ্রীল প্রভুপাদ আবার বলিলেন—'অন্ততঃ যিনি তিন দিনের ভিতর মাতৃগমন করেন নাই, তিনি এই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করুন, আপত্তি নাই।' ইহা শুনিয়া তাহাদের মুখ শুষ্ক হইল। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—'যিনি পূর্ব্ব রাত্রিতে মাতৃগমন করেন নাই, তিনি অগ্রসর হউন'—ইহা শুনিয়া তাহারা ছোট মুখ করিয়া কে কোন্ দিকে চলিয়া গেল। আমাদের প্রভুপাদ স্বয়ং নিজ গুরুদেবের সমাধি দিলেন। এই সমাধিটী বর্ত্তমান নবদ্বীপের নূতন চড়ায় অবস্থিত। শ্রীসমাধির উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি নিত্য পূজিত হইতেছেন।

শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে বাবাজী মহারাজের অভিষেকোৎসব

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর রবিবার শুভ উত্থানৈকাদশী তিথিতে অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পরে শ্রীশ্রীপরমগুর্ব্বষ্টক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনের পর রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত বাবাজী মহারাজের লীলামৃত কীর্ত্তন হইলে সর্ব্বশেষে প্যানায়-নিবাসী বাবাজির ভক্ত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল সুললিত কণ্ঠে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি মহাজনী পদ সুমধুরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিমল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের মুখ্য নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ঞি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী প্রয়ানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, ঝরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ সেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় সুন্দরমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেজিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যানন্দ

(৩০) [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
দৈনিক
নবদ্বীপ

Registered No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বুধবার ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩০

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

কুমিল্লায় উকীলের বাটীতে হানা

মাদ্রাজে ১৪৪ ধারা

আদমসুমারীতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগের প্রস্তাব

কোর্টে লবণ বিক্রয়

বোম্বাই হাইকোর্টে নূতন অতিরিক্ত জজ

রাজসাহী ডাকলুটের জের

পিকেটিংএ গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

কলিকাতার বাজার দর

কুষ্টিয়ার কংগ্রেস কর্ম্মীর বিচার

নানা কথা

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

১৪ই নভেম্বর সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মাণ্ডবীতে নূতন খাদি-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

কুমিল্লায় উকীলের বাটীতে হানা

গত ১৩ই নভেম্বর পুলিশ উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘটকের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। কুঞ্জবাবুর পুত্র দীনেশচন্দ্র ঘটক বঙ্গীয় ছাত্র সমিতির সদস্য। কিছু পাওয়া যায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মাদ্রাজ ১৪৪ ধারা অমান্য

প্রকাশ, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। তাহা অমান্য করিয়া জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ১৪ই নভেম্বর বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। পুলিশ উপস্থিত থাকিয়াও কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করে নাই।

আদমসুমারীতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগের প্রস্তাব

মফস্বিলের মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মকর্তা আগামী আদমসুমারীতে কাজ করিবার জন্য অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিবার জন্য এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। গত ১৩ই নভেম্বর উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর যে সভা বসিয়াছিল, তাহাতে উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টে নূতন অতিরিক্ত জজ

ব্যারিষ্টার মিঃ বি. জে, ওয়াডিয়া ১৭ই নভেম্বর হইতে এক বৎসরের জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে লবণ বিক্রয়

১৩ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ মনোরঞ্জন দাস নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক গত তিনদিন ধরিয়া সহর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিনা বাধায় বে-আইনী লবণ বিক্রয় করিতেছিলেন। তিনি ১৫ই নভেম্বর অপরাহ্নে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পরই তাঁহাকে পুলিশ গাড়ীতে করিয়া জেলে লইয়া যায়। গত সোমবার তাঁহার বিচার হইবার কথা ছিল।

শুনা যায়, ঐ দিন আর একজন স্বেচ্ছাসেবক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বে-আইনী লবণ বিক্রয় করিতে যাইবেন। গত ১৪ দিন ধরিয়া এই কার্য্যটি ধারাবাহিক চলিতেছে। এই সম্পর্কে প্রায় চৌদ্দজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

রাজসাহী ডাক লুটের জের

রাজসাহী, ডাক লুটের মামলা সম্পর্কে পূর্ব্বেই চারিজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। পুলিশ গত ৯ই নভেম্বর নাটোর সাতীর আর একজন যুবককে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাকে রাজসাহীতে আনা হইয়াছে। তাঁহার নাম ...চরিপদ বাগচি। তিনি রাজসাহী জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বাগচির ভ্রাতা।

পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি এবং কলিকাতা জেলা সমিতির ২০জন স্বেচ্ছাসেবক, বড়বাজার ষ্ট্রীটের ... বস্ত্রালয়, ও মহাবীর জৈন বস্ত্রালয়ে গত ১২ই নভেম্বর বৈকাল হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত জোর পিকেটিং করিয়াছে, উক্ত দোকানদারগণ পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করায় ঘটনাস্থলে কতিপয় সার্জ্জেন্ট উপস্থিত হ...।

কৃষ্ণ...নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক সার্জ্জেন্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুচিপাড়া থানায় নীত হইয়াছে। গত পরশ্ব বেলা ৪টার সময় ইউনিভারসিটির সম্মুখে কতগুলি পুস্তিকা বিলি করিবার জন্য প্রমথনাথ একজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাকে এখনও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

মদের দোকানে পিকেটিং

মদের দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে গত রবিবার রাত্রে ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উহাদের কয়েক জন জামিনে আছেন। ... আটক হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার বাজার দর

তৈল

সরিষার তৈল খাঁটি (তাপাকৃষ্ণ বাব এক গাড়ী)	১৯
ঐ ১ মণের দর	১৯
ঐ খুচরা	২০।
তিলের ত্বাবগু	১৯৷০ হইতে ২০॥
ঐ মিশ্রিত	১৫॥০ হইতে ১৮॥
নারিকেল তৈল	১৭৲ ১৮
রেড়ির তৈল	১৩৲ হইতে ১৪

বিনোদমার্কা খাঁটি সরিষার তৈ

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	১৯
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	১৯৵
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	১৯৩
খুচরা	প্রতিমণ ২০

কলিকাতায় চাউলের দর

রাজখানি	১০॥
কাটারি ভোগ	৭৸
বাদলা ভোগ	৬।
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৭॥
ঐ (ভোগ)	৬।
ঐ আতপ	৬।০ হইতে ৭.
কালা মানিক	৫৸০ হইতে ৬
কাগরা অথবা	
বিরাশাল	৫।
পাটনাই (সরেশ)	৫।০ হইতে ৫॥
কলমা	৫৸০ হইতে ৫
চাঁটাবালাম	৫॥০ হইতে ৬

চিনি প্রতি ম

কাশী দোবরা	৮।৴
দানা	৭৸৴

ডাল, যব ও গম

অড়হর (গোটা	২৸০, ৩
বৈশাখী (বর্দ্ধমানা)	২৷০
মুগুরী (গোটা) ঐ	৩৲, ৩।
যব (দৈকা বাদী)	৩৸৴,৩
ছোলা (গোটা) এলাহাবাদী	৩৴

---

২৪ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের কারাদণ্ড

গত ১৩ই নবেম্বর হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, মৈত্রের বিচারে শ্রীরামপুর কংগ্রেস শিবিরের জহরলাল কুণ্ডু এবং আরও ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবক ৬ মাস হইতে দুই মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রকাশ, পুলিশ গত ৩১শে অক্টোবর শ্রীরামপাহি কংগ্রেস শিবির এবং স্থানীয় চৌধুরী বাবুদের বাগান বাড়ীতে খানা তল্লাসী করিয়া ঐ সমস্ত স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

নবাবগঞ্জে গ্রেপ্তার

গত ১৩ই নবেম্বর নান্দীর বাজার হইতে দুই জন এবং আগলা (জয়নগর জেলা হইতে তিন জন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকান পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ মহকুমা নবাবগঞ্জে ২৩০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কংগ্রেস-সম্পাদকের সম্বর্দ্ধনা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত ললিতমোহন বর্ম্মন দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গত ১০ই নবেম্বর চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঐ দিনই অপরাহ্নে তিনি এক সভায় কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। চাঁদপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনিও বাকুড়ার ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক একটী ইতিহাস প্রদান করেন।

ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভা নেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এখানে আসিয়াছিলেন। তিনিও এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৫ই নবেম্বর শ্রীযুক্তা প্রমদা সুন্দরী দাসের সভা নেতৃত্বে সম্প্রতি লোকনাথ পার্কে একটী সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে তিনশত মহিলা সমেত আন্দাজ তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন. জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারামুক্তি

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দাস, উভয়েই বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী তাঁহারা পিকেটিং অভিযানে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তাঁহারা মুক্ত হইয়া বুহস্পতিবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছিয়াছেন, ষ্টেশনে তাঁহারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

স্বদেশী গ্রহণ

মেদিনীপুর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় একদম বন্ধ আছে। কোন দোকানদারই বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় ও আমদানী করে না। 'অপূর্ব্ব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস' ও 'পূর্ব্বা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস' হইতে মুদ্রিত কতকগুলি হ্যাণ্ডবিলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। ঐ হ্যাণ্ডবিলগুলি চৌকীদার ও দফাদারের সাহায্যে থানা হইতে বিতরণ করা হয়।

পিকেটিং অভিযানের হিড়িক

কুটী শাখা কংগ্রেস কমিটীর তিন এবং পঞ্চাসারের শাখা কংগ্রেস কমিটি [illegible] স্বেচ্ছাসেবককে ঐ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ও সভাপতিসহ পিকেটিং অভিযোগে [illegible] গ্রেপ্তার [illegible] হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় কংগ্রেসকর্ম্মীর বিচার

গত ১৪ই নবেম্বর মহকুমা হাকিম মিঃ ডি, সি ঘোষের বিচারে ১৭ ধারা ৪ জন কংগ্রেস কর্ম্মীর দণ্ড হইয়াছে। প্রিয়কর্ণমের ৬ মাস, প্রহ্লাদের ৪ মাস এবং বিদেশী ও কুরুন চন্দ্রের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অভিযোগ তাঁহারা অনেক গাঁজা ক্রেতাকে গাঁজা [illegible]।

মশার ভাগ্য

ইংলণ্ডের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া মানুষের মনোব্যাধি নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেখানকার হাসপাতালসমূহে মনোব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৩৩জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। উন্মাদ রোগীর শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ ইনজেকশন করা হয় না। মশক দংশন দ্বারাই ইনজেকশনের কাজ সারা হয়। অক্সফোর্ডের সেণ্ট্রাল হাসপাতালে বিশেষভাবে এই চিকিৎসার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অনোফেলিস মশক ধরিয়া প্রথমে ম্যালেরিয়া রোগীর শরীরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; যখন দেখা যায় যে, তাহাদের রক্ত খাইয়া মশকগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাদিগকে উন্মাদ রোগীর রক্ত খাইবার জন্য তাহাদের ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মশক দংশনের ফলে উন্মাদ রোগীর জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, দশ বারো বার জ্বরের আক্রমণের পর দেখা যায় যে, উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছে। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত নিবারণে ম্যালেরিয়ার বিষ যে অমোঘ, তাহা বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিয়াছেন।

বন্দী সত্যাগ্রহীর মুক্তি

ডহাতি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত জীবন কৃষ্ণ মাইতি বি, এ ও শ্রীযুত অধরচন্দ্র মাইতি ৬ মাস কারাভোগের পর বহরমপুর জেল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন।

বাগেরহাটে কারাদণ্ড

বাগেরহাট কংগ্রেসের সেক্রেটারী বীরেন্দ্র নাথ আইচ ও বনগ্রাম কংগ্রেসের সম্পাদক সুবোধ কুমার রায় চৌধুরীর ১০৭ ধারা মতে বিচার করা হইয়াছে। বীরেন বাবুর ৬ মাস কারাদণ্ড হয়, তাঁহাকে খুলনা জেলে পাঠান হইয়াছে। সুবোধ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

প্রকাশ পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি টি, এম, ব্যানার্জি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শান্তিরক্ষার পিটুনী পুলিশ

বিহার এবং উড়িষ্যা সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ছয়মাসের মধ্যে গোপালগঞ্জ মহকুমার সারণ জেলায় কেড়িয়া এবং ভোম অঞ্চলের জনসাধারণ সহরের শান্তিরক্ষা এবং শাসনকার্য্যের ব্যাঘাতজনক এমন কাজ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা স্থানীয় সরকার স্থির করিয়াছেন, যে, উক্ত অঞ্চলে আরও এক বৎসরকাল ১০০ শত অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখিতে হইবে এবং ঐ পুলিশের খরচ জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে। শুধু স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ যাঁহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং যাহারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদানে বিরত, তাহাদিগকে [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার—১৩৩৭

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২রা কার্ত্তিক হইতে ১৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চৌদ্দ দিন ব্যাপী পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক পরমার্থ-সন্ধিৎসু ব্যক্তি যোগদান করিয়া উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ, বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবগণ—সকলেই এই পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীতে অভীষ্ট পরমার্থের কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল চৌধুরী; জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ; অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস সি, পি আর এস; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ, ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্ এ, পি আর এস; ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, বি এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ত-ষড়্দর্শন তীর্থ; শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় ৯মবর্ষ ১৩শ সংখ্যা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী হইতে প্রদত্ত ১২৫টী প্রশ্নের প্রায় ৪০টী উত্তর বিগত ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে সন্দর্ভাকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট পৌঁছিয়াছে। সেই সকল উত্তরের আলোচনা ক্রমশঃ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশিত হইবে। পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যেরূপ সার্ব্বদেশিক তুলনামূলক বিচারধারা প্রদর্শন করিয়া অবৈষ্ণব পরমার্থের যথার্থ মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক সুযোগে তাহাও শ্রীগৌড়ীয়ে আলোচনা করিবেন।

নির্ম্মৎসর সজ্জনমাত্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন ও বিচার-প্রণালী দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় উভয় প্রকার ধর্ম্মযাজকগণ এই প্রকার সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে একবাক্যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩১শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। কিরণবাবুর বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে একমাত্র বাস্তবসত্য, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কিরণ বাবু বলিতে চান, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম মাত্র সাড়েচারিশত বৎসরের পুরাতন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কিরণবাবুর এবং তৎসমশীল সম্প্রদায়ের এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত পরমধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবই বেদ স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস—এইরূপ শ্রৌত-পরম্পরায় বাস্তব সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যখন জীব আত্মম্ভরিতাবশে ভগবানের শ্রীগীতোক্ত উপদেশাদিকেও আত্মম্ভরিতার আদর্শরূপে মনে করিতেছিল, তখন পরম কারুণিক পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ভক্তিসেবকের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সেই সনাতন ধর্ম্ম আরও অধিকতর উদারতা ও বদান্যতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। কোন কার্য্য-বশতঃ তিনি এইরূপ আচার্য্য বা ধর্ম্ম-প্রচারকের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বা কোন আবশ্যক-যুগের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারকশ্রেণীর অন্তর্গত বা ঐতিহাসিক পুরুষ বিশেষ এবং সেই সনাতনধর্ম্ম, ধর্ম্মী পুরুষের সনাতন বাস্তব সত্যকে সাড়ে চারিশত বৎসরের মতবাদমাত্র মনে করা একটা কূপমণ্ডূকতা ও অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তই সরল ও বাস্তবভাবে জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সকল ধর্ম্ম-মতকে সুসমন্বিত করিয়াছে। কিরণ বাবু অপর একটী প্রসঙ্গ উঠাইয়া পঞ্চোপাসনা বা দেবতান্তর পূজার সার্থকতা সিদ্ধ করিতে অভিলাষী হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতীয় "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক ঐরূপ গতানুগতিক মতবাদ বা ভগবানের অবিধি-পূর্ব্বক পূজার প্রণালী খণ্ডন করেন। ভাগবতই প্রমাণ-শিরোমণি এবং সকলের মান্য। সেই ভাগবতীয় সত্যকে উপেক্ষা করিয়া লৌকিকপরম্পরায় প্রচারিত গণগড্ডলিকার মতবাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রোক্ত রাজর্ষি মহোদয় এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী প্রভুপাদের এই বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে লক্ষাধিক যাত্রী

[গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৩০ তারিখের ইংরাজী দৈনিক 'লিবার্টি' লিখিয়াছেন,—]

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিতে আসেন; তাঁহাদের সংখ্যা অতি ন্যূনকল্পে গ্রহণ করিলেও লক্ষাধিক হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন স্থান হইতে আগত হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল প্রকারের মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতির কারণে সমবেত জনতাটিকে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষত্ব এই ছিল যে, কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ আভিজাত্য-সম্পন্ন হিন্দু-পরিবারের বহু মহিলাও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'অন্নকূট' এই শব্দটীর অর্থ অন্নের পাহাড়। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে যে ভোগসমূহ প্রদান করা যায়, তাহাই 'অন্নকূট' নামে বিখ্যাত। এই মহোৎসব মহাসমারোহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখানকার অন্ন-ব্যঞ্জন-নৈবেদ্যাদির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য এবং এত ব্যক্তিসংখ্যা যে, তাহা অদ্যাপি কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। কাশীর প্রসিদ্ধ "অন্নকূট" অনুষ্ঠানকেও ইহা সহজ পরিমাণে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অন্নের প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার স্তূপ, ভোগ-দ্রব্যের বিচিত্রতা, তাহাদের যথাযোগ্য সুসমাবেশ এবং সুরুচিপূর্ণ সজ্জা দর্শকমাত্রেরই বিস্ময় ও আনন্দপ্রদ হইয়াছিল।

শ্রীমন্দির-সম্মুখে বিশাল নাটমন্দিরে প্রায় পাঁচশতেরও অধিক প্রকার প্রসাদের সমাবেশ হইয়াছিল। বহিঃপার্শ্বস্থ বিশাল মণ্ডপে ধনী দরিদ্র সকল সমাগত ব্যক্তিকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সহস্রসহস্র কাঙ্গালীকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, প্রায় ১০০০ মণ চাউলের অন্ন ঐ দিবসে বাহির হইয়াছে। অথচ পরম আনন্দ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত যাত্রী-সমাগমের মধ্যেও কোন প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

গৌড়ীয়মঠ ও জে, বি, দত্ত

[গত ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩০ তারিখের বরিশাল, "কাশীপুরনিবাসী" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ ও শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত অধিকারী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া গত ১৮ই আশ্বিন কলিকাতা বাগবাজারে নূতনমঠ-প্রবেশ-মহামহোৎসবে স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু ক্ষিরোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমভিব্যাহারে যোগদান করিয়াছিলাম। কলিকাতাস্থিত গৌড়ীয় শাখা মঠ বহুদিন পর্য্যন্ত ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। আমাদের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরমভক্ত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গাতীরে ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড মন্দির এবং সভাখোলা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে দোতালা দালান ও ভোগমন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত দালানগুলি মার্ব্বল পাথরদ্বারা মুড়িয়া দিয়াছেন। ঐ সকল দালানে ৫০০।৬০০ শত সাধু সন্ন্যাসী অনায়াসে বাস করিতে পারিবেন এমন সুন্দর স্থান হইয়াছে। জগবন্ধু বাবু ঐ মন্দিরের সমবিধ ব্যয় তাঁহার আশ্রয় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

১৮ই আশ্বিন রাত্রির সময় এক প্রকাণ্ড [illegible] রথের উপরে শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজিউ ও শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উল্টাডিঙ্গী ক্যানেল রোড হইতে বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ক্রমান্বয়ে [illegible] নারিকেলডাঙ্গা রোড, বিডনষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলাষ্ট্রীট, কলেজষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, বাগবাজারষ্ট্রীট দিয়া ৭ মাইল পথ ঘুরিয়া প্রায় ৭টার সময় নূতন মন্দিরে পৌঁছিয়া নবনির্ম্মিত আসনে ঠাকুর স্থাপিত হইলেন।

এই মিছিলটী প্রায় ২ মাইলব্যাপী লম্বা এবং ৪৩টি ভেকায় বিভক্ত ছিল। যথা—প্রথম শ্রীগৌড়ীয় মঠের নামাঙ্কিত পতাকাধারী, তৎপর অশ্ব, তৎপর অনেক গুলি ব্যাণ্ডপার্টি, তৎপর বহুতর কীর্ত্তনপার্টি, বহু পতাকাধারী ভক্তগণ, তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ, তৎপর বহুতর সন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচারিগণ, গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ, বৈষ্ণবগণ, মাচরাজের প্রসিদ্ধ ঢুলী ঢুইমল, বহুতর কন্সার্টপার্টি ইত্যাদি। মাঝ বরাবর রথোপরি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-মদন-মোহন জীউ। ভক্তগণ ঐ রথ সমস্ত রাস্তা টানিয়া নিয়া গিয়াছেন। প্রায় সকলেই নগ্নপদে রথের অনুগমন করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। মিছিলের পেছনে বহুতর মটর ও ঘোড়ার গাড়ীতে সম্ভ্রান্ত ললনাগণ মিছিলের অনুগমন করিয়াছিলেন। সমস্ত রাস্তার ট্রামওয়ে গাড়ী, মটর চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। সেই দিন কলিকাতা সহরে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিতে সমর্থ। তখন মনে হইল, ঠাকুর তুমি কত ভাবেই না কত লীলা দেখাইলে। এতবড় বিরাট্ মিছিলটী কি সুন্দর বন্দোবস্তের সহিত অতি সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত হইয়াছিল, তাহাতে কোথাও কোনরূপ গোলমাল হয় নাই।

ঐ দিন রাত্রে নূতন মন্দিরে প্রায় ১২। ১৩ হাজার লোক খিচুরী, পোলাউ, তরকারী, দধি, মিষ্ট ইত্যাদি প্রসাদ পাইয়াছেন, রাত্র ৩টা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হইয়াছে। ঐদিন সকালেও প্রায় ৫।৬ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

এই উৎসব এক মাসের উর্দ্ধকাল চলিবে, সর্ব্বদা পাঠ কীর্ত্তন ও হরিকথা হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ও সন্ন্যাসীগণ সকলের নিকট অযাচিত ভাবে যে হরিকথা প্রচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইতেছেন।

জগবন্ধু বাবু এই উৎসবের সমস্তব্যয় বহন করিতেছেন। এই উৎসবেও ২৫।৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

এই উৎসব উপলক্ষে জগবন্ধু বাবু এই জেলায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণ প্রায় ৩০০ স্ত্রী পুরুষ নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় দিয়া কলিকাতা নিয়াছেন। তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

জগবন্ধু বাবু আমাদের জেলার গৌরব বলিয়া মনে করি। অনেকে রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর ইত্যাদি উপাধি পাওয়ার জন্ত টাকা ব্যয় করে বটে, কিন্তু জগবন্ধু বাবু এ জগতের নশ্বর উপাধি চান না। তিনি যে মহৎ দান ও কার্য্য করিলেন, পরলোকে তাঁহার যে স্থান এবং উপাধি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জগতে কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জেলায় অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। আমরা অনেক বার জগবন্ধু বাবুর সহ আলোচনা করিয়াছি, তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হরিনাম করিতেছে। প্রকৃত ভক্ত।

আমরা তাঁহার নিজ দেশ বরিশালে ১টি শাখা গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছি। তদুত্তরে তিনি বলেন যে জেলাবাসী চাহিলেই আমি মঠ স্থাপন করিতে সম্মত আছি এবং আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও আছে, কিন্তু বাস্তবিক জেলাবাসী চাহে কিনা এবং সে ভাব জাগ্রত হইয়াছে কিনা; তাহা আমি বুঝিতে পারিলেই প্রভুপাদের আদেশ নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব। আশা করি, জেলাবাসী এই মহান্ সুযোগ হারাইবেন না।

জগবন্ধু বাবু অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঠাকুরের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত নহেন।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়,
মোক্তার, বরিশাল।

গৌড়ীয়বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত-বাচস্পতি)

শব্দ ও ব্রহ্মের একত্ব-নিবন্ধন, ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্বে তাঁহাকে সগুণ বলা যাইবে না। শব্দ ও ব্রহ্মে ভেদ-দর্শন-হেতু মায়াবাদী শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে সগুণ এবং শব্দাবাচ্য ব্রহ্মকে নির্গুণ কল্পনা করেন, কিন্তু তদ্রূপ কল্পনা নিতান্ত বালচাপল্য মাত্র। মায়াবাদী আরও বলেন যে, বদ্ধাবস্থায় জীব বেদোপদিষ্ট যে ব্রহ্মের পরিচয় পান, তাহা গুণময় বা গৌণ ব্রহ্মের পরিচয় মাত্র; কিন্তু মুক্তাবস্থায় যে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পরিচয় পান, তাহাই মুখ্যব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম। কিন্তু একথা বলিবার পূর্ব্বে মায়াবাদীর জানা উচিত ছিল যে বদ্ধজীবের ব্রহ্মোপলব্ধি কখনও সম্ভবপর নহে; ব্রহ্ম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্যবস্তু, সুতরাং বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম একই স্বরূপ। মুক্ত ও অমুক্তের দর্শন-ভেদ-হেতু ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব ভেদ এরূপ কল্পনা জড়ভেদবাদেরই প্রকার বিশেষ।

ব্রহ্ম শব্দবাচ্য হইলেও উপাধিবিশিষ্ট বা সগুণ নহেন; বেদ তাঁহাকে 'আত্ম'-শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি বাজসনেয়কে। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ঐতরেয়কে। অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ রূপ আত্মাই ছিলেন।' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, প্রকাশমান অন্য কিছুই ছিল না।' ইত্যাদি বাজসনেয় এবং তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যে ইহা জানা যাইতেছে। আত্মশব্দের পরব্রহ্মেই মুখ্য বৃত্তি, তাহা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রেই উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বিদ্বৎকল্পিত জনগণ অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুকেই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে বলিয়া থাকেন। পাড়ৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, সর্ব্ব-কারণ-কারণ, শুদ্ধপরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন; শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতি-সকলও পূর্ণ ও শুদ্ধ পরব্রহ্মেরই শব্দবাচ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বরূপতঃ অবাচ্যবস্তু কখনও শব্দবাচ্য ব্যক্ত করা যায় না।

ব্রহ্ম সগুণ নহেন, প্রাকৃত গুণত্রয়-বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু। তিনি প্রাকৃত গুণত্রয়-নির্ম্মুক্ত বলিয়া তিনি গুণী নহেন, তাহা নহে, তবে মায়াবাদী সম্প্রদায় গুণ বলিতে যে প্রকার ধারণা পোষণ করেন, তিনি তদ্রূপ গুণাতীত।

মায়াবাদী যাহাকে সগুণ বলেন, পরব্রহ্ম সেপ্রকার গুণ-সমন্বিত হইলে, তদ্বিষ্টের মোক্ষোপদেশ করা হইত না। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে প্রপঞ্চাতীত বেদবাচ্য বিশ্বকর্ত্তা পরব্রহ্মে ভক্তিমান জীবের বিমুক্তি-কথন-হেতু তাঁহার গৌণত্ব অর্থাৎ সগুণত্ব পরাহত হইতেছে। ব্রহ্মের গৌণত্ব হইলে, তদ্ভক্তের মোক্ষোপদেশ হইত না, কারণ শাস্ত্রে নির্গুণ পরমাত্মাকেই মুক্তি-হেতু বলা হইয়াছে, যথা হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্ব-দৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ।" সুতরাং মায়াবাদী যে উপাধি দ্বারা ব্রহ্মে ভেদ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ কল্পনা। নির্গুণ পরব্রহ্ম কখন উপাধি-কবলিত হইতে পারেন না। তাঁহার স্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণসমূহ কখন উপাধি নহে; [illegible] স্বরূপভূত গুণসমূহ যেন [illegible] দেখিয়া, উপাধি-কবলিত [illegible] পরব্রহ্মকেও নিজের ন্যায় উপাধি-[illegible] জ্ঞান করায় ব্রহ্মের উপাধি-নাশ [illegible] করিবার জন্য তাঁহার স্বরূপভূত [illegible] সমূহকেও ত্রিগুণাতীত গুণসমূহের [illegible] ভ্রম মনে করিয়া তাঁহাকে [illegible] নির্গুণ বলিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন। [illegible] গণ কি ভগবানের নিখিল [illegible] বলিয়া কীর্ত্তন করেন? [illegible] তাঁহারা নিরস্ত-কবলিত জীবেরই [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। [illegible] বাক্যসমূহই তাহা করিবার উপদেশ [illegible] করা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি [illegible] নিষ্ঠ। [illegible] ব্রহ্মেরই [illegible] মুমুক্ষু দেহধ জানিতে হইবে। [illegible] প্রাকৃত গুণ-রহিত অপ্রাকৃত গুণগণ-[illegible] নির্গুণ পরব্রহ্মই বেদ-বাচ্য এবং [illegible] রূপ।

শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠে তিরোভাব-মহোৎসব

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ-লিখিত)

আমাদের পরম গুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি—উত্থানৈকাদশীর দিন রাত্রি প্রহর [illegible] হইতে পরদিন বেলা প্রায় [illegible] পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সহস্র সহস্র স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরাধা-[illegible] জীউকে দর্শন করিবার জন্য [illegible] শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। দ্বাদশীর দিনে প্রাতে পাঠ কীর্ত্তনের পর সমাগত শত শত নর-নারীকে কীর্ত্তন-সংযোগে ও পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত [illegible] শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপমোহন দে মহাশয় [illegible] সবের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়া [illegible] ছেন। "ভক্ত-সেবা, পরম সিদ্ধি, [illegible] লতিকার মূল"—এই মহাজনের [illegible] উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণব-সেবাই [illegible] একমাত্র ব্রত হওয়া আবশ্যক। [illegible] অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা [illegible] করিলেই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম [illegible] হইবে।

কলিকাতা বাগবাজারের [illegible]
বার্ষিক প্রদর্শনী আগামী
৪ঠা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
খোলা থাকিবে।
সকলে যোগদান
করুন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৶৹
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১৯৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
৫।	ভজনরহস্য	১৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
১০।	ব্রুতিমঞ্জিকা ভগৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶৹
	ঐ (বাঁধা)	৸৹
১৬।	দীপ-নির্ব্বাপন	৶৹
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶৹
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	।৶৹
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২১।	গীতমালা	৴১৹
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶৹
২৩।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶৹
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶৹
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৬।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
২৭।	শরণাগতি	৴৹
২৮।	গীতাবলী	৴৹
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥৹
৩০।	সাধকণ্ঠ	৴
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৩২।	নবদ্বীপশতক	৴৹
৩৩।	অর্থপঞ্চক	৴৹
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১৹
৩৬।	আর্চ্চনকণ	১৲
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	।৴৹
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।৹
৪২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	অম্নায়মুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴৹
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।৹
৪৮।	শ্রীভুবনখর	৶৹
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৫০।	সাংখ্যবাণী	৴৹

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥৹
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌	।৹
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্‌	।৹
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌	৶৹
৫৫।	গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ	৴৹
৫৬।	সারাংশবর্ণনম্‌	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৫৭।	নামভজন	।৹
৫৮।	লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৹
৫৯।	বৈষ্ণবীজম্‌	।৹
৬০।	হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং	৴৹
৬১।	দি ভাগবত	।৹
৬২।	ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোশন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥৹
৬৪।	সাধন পথ	।৹
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥৹
৬৬।	গীতাবলী	৴১৹
৬৭।	শরণাগতি	৶৹

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অকরজান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জী ব একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶৹

অফিস্‌—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত. শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶৹ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

স্বার্জ্জার্ষ স্বাভসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়,এম,এ ; প্রাক্তন (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥৹ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-বেদান্ত প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী; সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপ্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীভাবকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীটক্কম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, আম্বগ্রাম, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরূপসনাতনদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চেরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দগোপাল, শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সানফ্, প্লেস্, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বেদোক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তক্রিয় তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পরকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথামালা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা [উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

[illegible]

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুলক্তের সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরিক কুইনিন আর্সেনিক এবং ষ্টিকনিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ড্রাং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯১১ নং চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। ‘অমৃতার্ণব অবলেহ’—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তি-যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। ‘শিশুসখা বটীকা’—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া ‘শিশুসখা’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, যুঙড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Registered No. C 1-44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৫ সংখ্যা

১ম্যমষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর—৫ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২০শে নভেম্বর, ১৯৩০

জেল পরিবর্ত্তন
ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আগুন
পুলিশ অফিসে বোমা
কৃষ্ণনগরে সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড
শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠি
সমর পরিষদের সভাপতি দণ্ডিত
ট্রেণ ও মোটরে সংঘর্ষ
মজঃফরপুরে জহরলাল দিবসে হাঙ্গামা
চীনে ২০০০ লোক খুন
এড্‌ভান্স কার্য্যালয়ে পুলিশের হানা

বিবিধ সংবাদ

জেল পরিবর্ত্তন

কৃষ্ণনগর জেলের একুশ জন সত্যাগ্রহী কয়েদী বহরমপুর স্পেশাল জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আগুন

গত ১৬ই নভেম্বর রাত্রে লাহোর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কতকগুলি অজ্ঞাত ব্যক্তি আগুন দিবার চেষ্টা করে।

প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ১০টার সময় রক্ষী দেখিতে পায় যে, রেকর্ড রাখিবার ঘরের পশ্চাৎ দিকের দ্বার হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ হেড পিয়নকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে আগুন নিভাইয়া ফেলে। তথায় কেরোসিন তৈলের একটি বোতল পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল; পরে জানা গিয়াছে পেট্রোল ব্যবহার করা হইয়াছে।

কেবল একটি দ্বার সামান্য রকম পুড়িয়াছে।

কৃষ্ণনগরে সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড

নদীয়া সত্যাগ্রহীদলের শ্রীযুক্ত কালী বিলাস মৈত্র অষ্টম ও ৪র্থ অর্ডিনান্স অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রায় একমাস পূর্ব্বে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

পুলিস অফিসে বোমা

গত শনিবার রাত্রে গৌরনদী থানার পুলিশ ব্যারাকে দুইটী বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, একজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। ব্যারাকের বারান্দাটি ঈষৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠী

প্রকাশ গত ১৬ই নভেম্বর দেবদাস গোপাল দাসের পত্নী শ্রীযুক্তা রুক্মিণী নূতন কংগ্রেস ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

তাহার পরেই একটী শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ তাহাদের লাঠির আঘাতে ছত্রভঙ্গ করে। প্রায় ২৫ জন আহত হইয়াছেন।

সহরের বিভিন্ন অংশে আরও কয়েকটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, পুলিশ সেগুলিতে বাধা দেয় নাই।

সমর পরিষদের সভাপতি দণ্ডিত

১৬ নভেম্বর চৌপাটির সভায় যুদ্ধ সমর পরিষদের সভাপতি মিঃ জোসেফ বেপ্টী সহকারী সভাপতি মিঃ টমাস এবং অবৈতনিক সেক্রেটারী মিঃ আর, পরি, ১৭ই নভেম্বর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মোটের উপর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে এবং ১৫০ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে দণ্ড আরও ৩ মাস করিয়া বৃদ্ধি পাইবে।

ট্রেণ ও মোটরে সংঘর্ষ

১২ই নভেম্বর সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের সময় ইন্দোর ও মোহের মাঝামাঝি একটা জায়গায় রেললাইন ও সাধারণ পথের সংযোগ স্থলে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ও মোটরবাসে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় মোটর বাসের ৫ জন যাত্রী নিহত হন। উপরন্তু ১৪ জন আহত হইয়াছেন। আহত দিগের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ একজন রমণী। নিহত পাঁচজনই পুরুষ, এবং মুসলমান।

চৌকীদারের পদত্যাগ

১৬ই নভেম্বর মজঃফরপুরের সাক্রার ভজু সিং ও রূপপুরের রামকৃষ্ণ রায় গ্রাম্য চৌকীদারের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নানা কথা

মজঃফরপুরে জহরলাল দিবসে হাঙ্গামা

১৬ই নভেম্বর তারিখে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বক্তৃতাটী প্রচার করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটী সভার আয়োজন করিবেন জানিতে পারিয়া মজঃফরপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সকল সভা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ প্রচার করেন। এই নিষেধাজ্ঞা এবং পুলিশ আইনের নিষেধ সত্ত্বেও ময়দানে এক বিরাট জনতা সমবেত হয় এবং ময়দান হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান পথের দিকে অগ্রসর হয়; শোভাযাত্রার পুরোভাগে কয়েকজন সাইকেলের আরোহী ছিলেন। তাঁহাদের এই শোভাযাত্রা বে-আইনী বলিয়া সাবধান করা হয়। অতঃপর জনতাকে বিশিপ্ত হইবার আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু তাঁহাদের তাহারা অসম্মত হওয়ার পুলিশ তাহাদের আক্রমণ করে। অতঃপর তাহারা ইষ্টকখণ্ড প্রভৃতি পুলিশের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

এই সময়ে দলপতিস্থানীয় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার পরেই জনতা পুলিশকে পুনরায় ইষ্টক ও বোতল প্রভৃতি দিয়া আক্রমণ করে। জনতায় তখন প্রায় ৩ হাজার লোক ছিল। বহু কনষ্টেবল এই ভাবে আহত হয়। তাহার পর পুলিসদল জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইতেছে দেখিয়া এবং তাহাদের বিপদের আশঙ্কা অনুভব করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গুলী চালাইবার আদেশ দেন। ৭ বার গুলী বর্ষণ করা হয়; অতঃপর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পরে ৩ জন আহত ব্যক্তিকে সদর হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। কেবল এক জনের আঘাত শঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাজারের অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ।

চীনে ২০০০ লোক খুন

সাংহাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, শিপ্পু নগরে দস্যু কর্তৃক দুই সহস্র নরনারী ও বালক-বালিকাকে এক প্রকার হত্যা করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, নামজাদা জেনারেল চুন্টা ও জেনারেল মাওচেন টুং প্রভৃতির নেতৃত্বে প্রায় ২০,০০০ দস্যু কিয়াংকী আক্রমণ করিয়া অনেক পাদরী ও ব্রহ্মচারিণী কুমারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরে গভর্ণমেণ্ট সৈন্য তাহাদিগকে দূর করিয়া দেয়।

অ্যাডভান্স' কার্য্যালয়ে পুলিশ

গত রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় পুলিশ খানাতল্লাসের ওয়ারেণ্ট লইয়া 'অ্যাডভান্স' কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করে। ঐ দিনের কাগজে ১২ই নভেম্বরের শোভাযাত্রা সংক্রান্ত যে ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ব্লক এবং শোভাযাত্রা প্রভৃতির বিবরণের পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়াছে।

রাজদ্রোহে পণ্ডিত সুন্দরলাল

এলাহাবাদ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোমফোর্ড ১৭ই নভেম্বর পণ্ডিত সুন্দরলালের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ 'ক' ধারা অনুসারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫০ টাকা জরিমানা অন্যথায় আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। উপরন্তু প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্স তাঁহার প্রতি আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দুই দণ্ডাদেশ এক সঙ্গে চলিবে।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

জিলা চাঁদপুর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন পঞ্চাননের বাটীতে ৮ই নভেম্বর তারিখে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

মদের দোকানে পিকেটিংএর জন্য প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে রবিবার রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক লাঠির আঘাতে আহত হইয়াছেন।

টাঙ্গাইলে

নাগপুরের গাঁজার দোকানে পিকেটিংএর অপরাধে স্বেচ্ছাসেবক মোহনবাঁশী সাহা এবং গঙ্গাচরণ সাহাকে সেখান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিস কর্তৃক তাঁহারা বিশেষ ভাবে প্রহৃত হইয়াছেন।

জামরুকীতে গাঁজার দোকানে পিকেটিংএ ১০ বৎসরের একটি বালককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে মীর্জ্জাপুরের হাজতে রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়

গোদাবরী নেত্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা

পূর্ব্ব গোদাবরীর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী কুমারী কামেশ্বরম্মা বি, এর বাটীতে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নোটীশ দিয়া তাঁহাকে তিন মাসের জন্য সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে.

কারারক্ষক প্রহারের মামলা

কারা রক্ষককে প্রহার করিবার অভিযোগে মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় শ্রীযুত মণীন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রমেন বিশ্বাস ও অপর ৪ জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছেন. অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১৪ই নভেম্বর কারাগারের মধ্যে উক্ত মামলার সওয়াল জবাব শ্রবণ করিয়াছেন। আসামীদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই। তাহাদের অনুপস্থিতিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার সওয়াল জবাব শ্রবণ করেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর অব্যাহতি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও নিখিল ভারত মুসলমান সঙ্ঘের সদস্য এবং বঙ্গীয় মুসলমান তরুণ সঙ্ঘের সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ আসাদ উদ্দীন সিরাজী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করিয়াছিলেন। পাবনার জিলা জজ তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

পাবনায়

সারা সত্যাগ্রহ ছাউনীর শ্রীযুক্ত অমূল্যপ্রসাদ মজুমদার ও যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য স্থানীয় মদের দোকানে পিকেটিংএর অপরাধে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আর একটি মামলা এখনও বিচারাধীন।

বিষ্ণুপুরে

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অর্ডিনান্স অনুসারে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র পালিতের প্রতি ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডাজ্ঞা দুটি পর পর চলিবে।

দুই শত মহিলার শোভাযাত্রা

১২ই নভেম্বর তারিখে উজীরপুরে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনের প্রতিবাদকালে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শোভাযাত্রায় প্রায় দুই শত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান পথ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করিয়া বড় পাইকার স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র রায়ের বাটীতে আসিয়া শেষ হয়। তথায় শ্রীযুক্তা শশীকালী দেবীর নেতৃত্বে এক সভা হইয়াছিল। বৈঠক যে আদৌ প্রতিনিধিমূলক নয় তাহা ঘোষণা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ, ১৪ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বুধবার দিবস সন্ধ্যায় যে ১৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তন্মধ্যে কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং শ্রীযুত জগন্নাথ সাহা ব্যতীত অপর ১৭ জনকে অধিক রাত্রিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; শ্রীযুত জগন্নাথ সাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

টাঙ্গাইলে গ্রেপ্তারের বহর

পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুযায়ী নাগরপুর হইতে শ্রীযুত মোহনবাঁশী সাহা এবং গঙ্গাচরণ সাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

জামুরকিতে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মির্জ্জাপুর হাজতে কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

দেশী মদের দোকানে পিকেটিং

দেশী মদের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য গত শনিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ভট্টাচার্য্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি দমদম জেল হইতে সুশীল বাবু মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

গুরুকৃষ্ণ-কৃপাই দুর্ব্বলের একমাত্র বল

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত করুণা বশতঃ সাধু, শাস্ত্র, গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই তাঁহার প্রাপ্তুপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনিত্য নশ্বর বস্তুসকল দেহেন্দ্রিয়াদির তাৎকালিক সুখদায়ক হইলেও নিত্যানন্দপ্রদ নহে; নিত্যানন্দময় বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রীতিতেই এ একমাত্র নিত্যানন্দ অবস্থিত, ইহা স্বয়ং কৃষ্ণ ভিন্ন আর কে জানাইতে পারেন? ভাগ্যবান্ জীবসকল প্রপঞ্চপ্রীতিকে নিরর্থক জ্ঞানে গুরু-কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিলেও আমার ন্যায় ভাগ্যহীন জীবগণ সর্ব্বজগন্মানসাকর্ষী কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া কৃষ্ণের একপাদ-বিভূতি-স্বরূপ এই জড় জগতের অতি ক্ষীণ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বিষয়সমূহে আকৃষ্ট না হইবার কারণ বুঝিতে পারে না; মনে করে, "বর্ত্তমানে যাহা সম্মুখে পাইয়াছি, তাহা ছাড়িয়া কোথাকার কোন্ এক অজানা অচেনা কাল্পনিক জগতের দুরাশায় এ জগতের সকল সুখ-চিন্তা বিসর্জ্জন দিব? যাহা সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ত' যে কিছু সুখ-সম্ভোগ পাওয়া যায়, তাহা আস্বাদন করিয়া লওয়া যাক্, তারপর পরের কথা পরে হইবে!" ইত্যাকার ধারণা-বিশিষ্ট মাদৃশ অদূরদর্শী জীবের চিত্ত সংশোধনের জন্য মায়াদেবী আমাকে তাঁহার রাজ্যের প্রজা করিয়া লইয়া আমার ইচ্ছামত সুখান্বেষণ করিতে আদেশ দেন। আমি মায়াদিষ্ট হইয়া যখনই কোন একটীকে সুখ বলিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হই, মায়াদেবী অমনি আমার সে সুখের স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া দেন এবং সেই সুখের নশ্বরতা শিক্ষা প্রদান করেন। ধন, জন, স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসারে সুখ আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া যখন তাহা আস্বাদনের জন্য অত্যন্ত লালায়িত হই, মায়াদেবীও আমাকে অতি সাদরে স্বীকার করিয়া তাহা সম্ভোগের জন্য নিযুক্ত করেন এবং ক্রমে আমার সেই সাধিয়া বরণ করা সুখের সংসারে দুঃখের আগুন জ্বালাইয়া আমাকে জাগতিক সুখের পরিণাম শিক্ষা দেন।

মায়া-ছলে শ্রীভগবানের সেই ব্যতিরেকী কৃপাটী বুঝিয়া যদি তখনও জাগতিক সুখ-চেষ্টাকে নিরর্থক জ্ঞানে শ্রীভগবানের "সব ছাড়িয়া আমার শরণাগত হও"—এই অন্বয়মুখী কৃপাটী গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হই, ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন। শ্রীভগবানের ত্রিগুণময়ী দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিবার মত আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের এমন কি সামর্থ্য আছে! তাই আমার ন্যায় বলহীনের পক্ষে কৃষ্ণকৃপা-প্রার্থনায় ব্যাকুলতাই একমাত্র সম্বল। শ্রীভগবান্ স্বমুখেই বলিয়াছেন—"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥" অর্থাৎ যাঁহারা একবারও "কৃষ্ণ, আমি তোমার" বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করিতে চান, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অভয় দান করেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। শরণাগত-পালক কৃষ্ণ, শরণাগতকে তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন। আমরা "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—এই শরণাগতি-শূন্য হইয়াই যত দুঃখ পাইয়া থাকি। শ্রীভগবান্ অন্তরে অন্তর্যামিরূপে, বাহিরে মহান্ত গুরু, শাস্ত্র, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ এবং শ্রীনামরূপে সর্ব্বদা আমাদিগকে কৃপা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু এমনই হতভাগ্য আমরা যে, সেই মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলচেষ্টাগুলিকে আদৌ বিশ্বাসই করিতে চাহি না।

আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যেই যদি ভগবানের করুণা চিন্তা করিবার অবসর করি, তাহা হইলে দুঃখের কারণ আসিলেও আমরা দুঃখে অভিভূত হইব না, পরন্তু ক্রমশঃ সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারিব। "অত্যন্ত আপনার বস্তু কৃষ্ণ, এখন আমাদের নিকট এত দূর হইয়া গিয়াছেন যে তিনি আসিয়া সেবা চাহিলেও আমরা তাঁহার সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছি!"—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে যখন আমাদের হৃদয় সত্য-সত্যই কাঁদিয়া উঠিবে, তখনই আমরা প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইব, সুখ কাহাকে বলে আস্বাদন করিতে পারিব। তখন কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অনুশীলনের জন্য আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। কৃষ্ণে আমাদের যে প্রীতিটী অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা এখন এত অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে, স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপে শত শত বার তাঁহার ভজনোপদেশ করিলেও আমরা তাহা যেন কেবলই একটা গৌণ, সামান্য বিষয়রূপে লক্ষ্য করিতেছি। মুখ্যভাবে কৃষ্ণেতর বিষয়-কার্য্যেই আমাদের সমস্ত উদ্যম নিযুক্ত করিয়াছি, আর সেই বিষয়-কার্য্য করিয়া যদি সময় পাই, তবে হয়ত' একটু কৃষ্ণচিন্তা করিতে বসিতেছি। কিন্তু তাহা নামে মাত্র,—লোকের নিকট 'সাধু' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অথবা অর্থোপার্জ্জন বা কামিনী সম্ভোগের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য। কৃষ্ণচিন্তা করিবার নামে, জড়েন্দ্রিয়তর্পণেরই বিবিধ উপায় চিন্তা করা হয়। ইহার নাম কি আর কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রীতি? তাহা এত অবহেলার বস্তু নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১০-১১) শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

—আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্ন অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। 'অহৈতুকী' অর্থে হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা। 'অব্যবহিতা' অর্থে ব্যবধানরহিতা, বা অবান্তর ফলানুসন্ধান-রহিতা। পরের শ্লোকেই আবার ইহার কথা বলিয়াছেন যে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—কোন নশ্বর প্রাকৃত অর্থ-কামনা ত' দূরের কথা, এমন কি আমার সহিত সমান লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ, আমার নিকটবর্ত্তিতা, আমার সমানরূপতা, আমার সহিত একত্ব বা অভেদগতি প্রদত্ত হইলেও আমার ভক্ত তাহা কখনই গ্রহণ করেন না, কারণ আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। ভক্ত প্রার্থনা করেন (ভাঃ ৪।২০।২৪)—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

—"যাহাতে তোমার পদ-সেবা-সুখ নাই। সেইরূপ বর আমি কভু নাহি চাই॥ ভক্তের বদন হৈতে তব গুণ গান। শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান॥"

কৃষ্ণের সহিত অবিচ্ছিন্নমনোগতি হইতে পারিলেই আমাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। একমাত্র কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই আমার বিচ্ছিন্না মনোগতিকে কৃষ্ণপাদপদ্মাভিমুখে চালিত করিতে সমর্থ; সুতরাং আমার কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে গুরু-কৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা। উৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যহীন হইলে গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। গুরুপাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা শুনিতে শুনিতেই আমাদের সর্ব্বশুভোদয় হইবে।

ভক্তি

শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র (১।২) বলিতেছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। "ভক্ত্যৈবৈনং নয়তি ভক্ত্যৈবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" (৩।৭।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠরশ্রুতি-বচন)—অর্থাৎ "ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগ-দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।" শ্রীনারদ-সূত্র (১।২-৫) বলেন—"ওঁ অমৃতস্বরূপা চ। ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি॥ ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥"—অর্থাৎ ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী। সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন। ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়-বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।

নারদ-পঞ্চরাত্র বলিতেছেন—"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে। শ্রীল রূপ

গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"—এই শ্লোক-টীর পরেই উক্ত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। "আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন"—এইটীই অন্তর্মুখী শিক্ষা,—উত্তমাভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; "অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদির বর্জ্জন এইটী বাহিরেরমুখী শিক্ষা—উত্তমাভক্তির তটস্থ লক্ষণ। রাবণাদির ন্যায় প্রতিকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন হওয়ার অনুকূলভাবের কথা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির নামই আনুকূল্য।

জ্ঞান-কর্ম্মাদির টীকায় শ্রীল জীবপাদ লিখিতেছেন—"জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং ন তু ভজনীয়ানুসন্ধানমপি তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম—স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি ন ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। 'আদি' শব্দেন বৈরাগ্যযোগসাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ।" অন্যাভিলাষিতাশূন্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভক্ত্যেকাভিলাষেণ যুক্তম্।"—অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণানুসন্ধানপর জ্ঞানকে নিন্দা করা হয় নাই, পরন্তু নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানকেই গর্হণ করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম' বলিতে ভজনীয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করা হয় নাই, পরন্তু স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি থাকিতে উত্তমা ভক্তি লাভ হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে। যেহেতু—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"—তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তে নির্ব্বেদ না আসে, ততদিন তাহার নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কাম্য কর্ম্মে রুচি থাকে, কৃষ্ণকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উদিতা হইলেই আর ঐ সকল কর্ম্মে রুচি থাকে না। 'আদি' শব্দ দ্বারা ফল্গুবৈরাগ্য, যোগ ও সাংখ্য-শাস্ত্রের অভ্যাসকে ভক্তি-প্রতিকূল বলা হইয়াছে। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' অর্থে ভক্ত্যেকাভিলাষযুক্ত। অন্যাভিলাষাদি ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জন করিয়া সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ কৃষ্ণসুখান্বেষণের নামই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন, তাহার নামই উত্তমা ভক্তি।

'ভক্তি' লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তি-প্রতিকূল ভাবসমূহের অবিদ্যমানতা আপনা হইতেই আসিয়া যায়। প্রতিকূল ভাবগুলি অন্য উপায়ে দমন করিয়া পরে ভক্ত হইব, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভক্তি-বিরোধিনী। ভগবদ্ভক্তি এত দুর্ব্বলা নহেন যে, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও জীবকে তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ইতর পন্থাশ্রয় স্বীকার করিতে হইবে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সেবাপর হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃতা শ্রীচৈতন্যবাণী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতে করিতেই জীবের চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে। গুরুপাদাশ্রিত জীব অচিরেই তাঁহার স্বরূপবৃত্তি শুদ্ধভক্তি-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। 'কৃষ্ণপ্রেম' বলিয়া বস্তুটী অক্ষেন্দ্রিয়ের 'কসরত'-বিশেষ নহে যে, উহা ইন্দ্রিয়চালনা-ফলেই লাভ হইয়া যাইবে; উহা লাভ করিতে হইলে শুদ্ধভক্তিতত্ত্বোপদেশক শুরুদেবের কৃপাই একমাত্র উপায়। গুরুকৃপায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়-চেষ্টা সঙ্কোচিত হইয়া চিদিন্দ্রিয়ানুশীলন হইতে থাকে এবং চিদিন্দ্রিয়ের মুখ্য বস্তু কৃষ্ণপ্রীতি স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে।

মানুষ এই সংসারের ভোগ বা ত্যাগ-বিচারে তাঁহাকে যতই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করুন, তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে কখনও প্রকৃত সন্তোষ দিতে পারে না, বরং আকাঙ্ক্ষার উপর আকাঙ্ক্ষা আনিয়া তাঁহার চিত্তকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলে। ঐরূপ ভুক্তি বা মুক্তি-প্রতিষ্ঠাকে শাস্ত্র-কারেরা পিশাচী, ধৃষ্টা চণ্ডালিনী প্রভৃতি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ভক্তিলাভই জীবাত্মার নিত্য প্রতিষ্ঠা, উহা বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া প্রতিষ্ঠা বলিয়া উহাকে 'বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা' বলে। ঐ প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসিগণ অহং-মম ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে ভগবদ্দাসানুদাস বলিয়া জানিবার দৈন্য লাভ করেন। ঐরূপ দীন ব্যক্তির তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণুতা ও অমানি-মানদত্বগুণ প্রকট হয়। তিনি সত্য সত্যই ভগবৎকৃপাপাত্র হইয়া ভগবন্নামাদির অনুশীলনে আত্মহারা হইয়া যান। তখন "কৃষ্ণভজন কেন করিতে হইবে, আমার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বিষয়-কার্য্য আছে, সেগুলি সারিয়া কৃষ্ণভজন করিব, গৃহ-মেধী হইয়াও কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে, অসজ্জনসঙ্গে থাকিয়াও নির্জ্জন ভজন হইতে পারে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ, ভাগবত-ব্যবসায় চালাইলে দোষ নাই, প্রবৃত্তি-মার্গে চলিতে চলিতেই নিবৃত্ত হওয়া যাইবে" ইত্যাকার ভক্তিপ্রতিকূল চিন্তাগুলির আর অবকাশই ঘটে না। কিসে ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, কৃষ্ণ প্রীত হইবেন—এই সকল চিন্তাই তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখে। কবে যে আমরা গুরুদেবের কৃপায় এইরূপ অপূর্ব্ব ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব, আমাদের চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে, সংবোধিত বৈরাগ্য-সম্পৎ লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইব তাহা বুঝিতে পারি না। দুর্ব্বলের একমাত্র বল ভরসা বলদেব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম। অমিত-বিক্রম গুরুপাদপদ্মই আমার ন্যায় বিষয়াসক্তের চিত্তে বিষয়-ধ্যান ছাড়িয়া দিবার যথোপযুক্ত বল দান করুন, আমাকে আত্মসাৎ করুন, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে একমাত্র-প্রার্থনা।

অদ্ভুত মশক

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ব্রহ্মাধিকারী)

ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে কত যে অদ্ভুত বস্তু আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তন্মধ্যে আফ্রিকা দেশীয় মশক একটী উহারা বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট। মানুষকে নিদ্রিতাবস্থায় পাইলে অতি সাবধানে নিদ্রিতের গাত্রে বসিয়া বৃহৎ পক্ষদ্বয় দ্বারা অতি মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চালন করিয়া তাহাকে অধিকতর নিদ্রাবিষ্ট করাইয়া তাহার দেহ হইতে এরূপ ভাবে রক্ত শোষণ করে যে, সেই দুর্ভাগাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিয়া দেয়। এই অদ্ভুত প্রাণীটির কথা যখনই স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই মনে হয়, শ্রীভগবান্ কেন এমন এক নিষ্ঠুর কপট জীবের সৃষ্টি করিলেন! না জানি তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রাণীর জীবনে নিহিত আছে।

আজ এই ভেয় প্রাণীর কথা মনে হইতে হঠাৎ মনে হইল, বুদ্ধিমান মানব-জাতির অন্যতর গুরুবর্গের ন্যায় এও যে একটা মহান্ শিক্ষা গুরু। তাহার দ্বারা কি ভগবান্ শিক্ষা দিতেছেন না—ওরে ক্রিম ন্ বলিয়া অভিমানী মানবজাতি তোমরা কি ইহা অপেক্ষা কম কপট, কম নিষ্ঠুর? ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমরাও কি পরস্পর পরস্পরকে ক্ষণিক সুখের ভোগ দিয়া আত্মসাৎ করিতেছ না? বাবের ভয়েও কি ভাবিতেছ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করিয়া কোথায় যাইতেছ? ঐ যে তোমাদের প্রাণের প্রাণ স্বজনগণ যাহাদের লালন-পালনের জন্য—যাহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য তোমরা না করিতে পার এমন কার্য্য নাই, তাঁহারা কি তোমাদের প্রকৃত স্বজন—না, তাঁহারা স্বজনাখ্য দস্যু! পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তোমাদের অহিত সাধনের সুবিধা না পাইয়া এই জন্মে যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে অস্বীকার করিতে না পার সেইজন্য তাহারা স্বজনরূপে আসিয়াছে। একবার আত্মস্থ হইয়া ভাব, দেখিবে, ঠিক ঐ মশক যেমন নিদ্রিতকে অরক্ষিত পাইয়া সামান্য দেহারাম দিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ ভাবে তোমাদের দেহমনের ক্ষণিক সুখ বিধান করিয়া অলক্ষিতে দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বুঝিতে কি পারিতেছ? কিরূপে বুঝিবে? তোমরাও যে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। তাই বলি ভাই সব, একবার জাগ, জাগিয়া চল ঐ গৌড়ীয়-সদনে—যাইয়া গাহি :—

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার।
জড়সুখে মাতিয়া আপন মু খাওলি,
পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার ॥
তুহুঁ নাথ করুণানিদান।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম সমর্পিলু,
মোরে কৃপা করবি বিধান ॥
প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ যো শরণাগত
নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না দেখই আর
আব মাগোঁ তুয়া পরসাদ ॥
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব হাম হউবুঁ তোহারা।
নিত্য সেবা তুহুঁ, মুক্তি নিত্য সেবক
(ভকতি) বিনোদ-সেবক ভাব সারা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দন

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী)

কে তুমি সিদ্ধ শুদ্ধ আত্মা নদীয়ার
মহাভাগ।
কলির মুক্তি-পন্থা দেখালে আচরিয়া নাম-
যাগ ॥
ব্রাহ্মণ-কুলে গোলোকের হরি জন্মি'
শ্রীমায়াপুরে।
বিশ্বের মাঝে নদীয়ার স্থান তুলিলে উচ্চ
চূড়ে ॥
এ' ঠাঁই হ'য়েছে পূত পবিত্র তব পদ
বুকে ধরি।
এ'রি বুকে তুমি লভিলে জনম, প্রচারিলে
নাম হরি ॥
এই নদীয়ার পৃথ্বীর বুকে তুমি করিয়াছ
খেলা।
ইঁহারই বুকে কেটে গেছে তব অতীতের
ছেলে-বেলা ॥
ইঁহারই বুকেতে খুলেছিলে টোল,
গেয়েছিলে হরিনাম।
শ্রীঅদ্বৈত ও ভক্তদলেরা দিয়েছিল এই
গ্রাম ॥
প্রথম শুনেছে নদীয়া তোমার কোমল-
কণ্ঠ-গান।
ধন্য হ'য়েছে, ভক্তি লভেছে, জাগায়েছে
তা'র প্রাণ ॥
এ'রি আঁকাবাঁকা ছোট পথ বাহি উদাস
আকুলতরে।
তুমি গাহিয়াছ হরি-গুণ-গান জীবের
মুক্তির তরে ॥
তুমি করিয়াছ কাজী-উদ্ধার, জগাই
মাধাইয়ে আর।
কত পাপী তাপী পার হ'য়ে গেল
সংসার-পারাবার ॥
এই নদীয়ার মায়াপুরে তোমা শচীমা
করিল কোলে,
এখানে প্রথম কয়েছিলে কথা তুমি
আধ আধ বোলে।
পতি-প্রাণা সতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিশীথে
রাখিয়া ঘরে।
এখান হইতে বাহিরিলে তুমি
জীব-উদ্ধার তরে ॥
জলে স্থলে হেথা আছে তব স্মৃতি
আছে তব পদরেণু।
প্রতি মাঠে ঘাটে বেজেছে তোমার
নামের মোহন-বেণু ॥
জয় লভেছ ইহারির বুকে ওগো
সুন্দরতম।
হে দেবতা মম পরমদয়াল নমঃ
নমঃ নমঃ নমঃ ॥

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৵০
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃত্তির্মালিকা অণুসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তকৌস্তুভের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
 ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭ শরণাগতি ⁄০
২৮ গীতাবলী ⁄০
২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০ সাধনকণা ⁄
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণা ৴১৫
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অকরজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠমধ্যে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রী প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২০৫২।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যথানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ. প্রয়াগ ই.উ. পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র —

"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালীদাসজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুঞ্জশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীবনীগোপাল, শ্রীরামচীধ সেনগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) মোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—উহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বেদোক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা [উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথঃ

।৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট আজ্ঞা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত গোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

॥ভাক্তসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনা

বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বীর্য্য করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কা[illegible] যুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠ[illegible] নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটিকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলি 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, ঘুঙ্‌ড়া, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না। তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকা এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :-

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-[illegible] ঔষধালয়, ২১৩নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম" দৈনি-
নবদ্বীপ

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর, ১৯৩০

কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি ১৪৪ ধারা

ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার

ত মাখন সেনের হাজত বাস

র পুনরায় ষড়যন্ত্র

রিভলভার সহিত তিনজন যুবক ধৃত

বোম্বাইয়ে বিদেশী-বর্জ্জন

নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সমিতি

৩৫ দিন অনশনে

ব্রহ্মের ঝঞ্ঝায় দুইজনের মৃত্যু, ৬ জন নিমজ্জিত

নানা কথা

কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী কৃষ্ণা নেহরু ও ডাঃ অটলের সহিত গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পঞ্জাব মেলে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং পণ্ডিতজীর বহু বন্ধু-বান্ধব হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। পণ্ডিতজী হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে অবস্থান করিতেছেন। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলে তিনি সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমুদ্র ভ্রমণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সর্দ্দারজীর প্রতি ১৪৪ ধারা

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুত মহাদেব দেশাইর সহিত ১৮ই নভেম্বর প্রাতে আমেদাবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য বিরাট জনতা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সর্দ্দারজীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হয়।

আমেদাবাদ আসিয়া পৌঁছিবার পরই সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুত মহাদেব দেশাইর প্রতি কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ জারী করা হয়। ঐ আদেশে তাঁহাদিগকে ২ মাস কাল আমেদাবাদ জিলায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

গত সোমবার যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

সর্দ্দারজীর ও শ্রীযুত দেশাইএর প্রতি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারীর কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের বে-আইনী ও রাজবিদ্বেষপূর্ণ কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহারা সংশ্লিষ্ট; আর, তাঁহাদের যে বক্তৃতা করার সম্ভাবনা, তাহাতে সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা।

লাহোরে পুনরায় ষড়যন্ত্র

লাহোরে আবার একটা নূতন ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন করা হইয়াছে। ২৮জন যুবককে ষড়যন্ত্র, হত্যা, রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই মামলার বিচার করিবার জন্য লাহোরের সেসন জজ মিঃ স্লাকার, ব্যারিষ্টার মিঃ সালেম ও অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ মিঃ গঙ্গারাম সোন্নীকে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

রিভলভার সহিত যুবক ধৃত

১৬ই নভেম্বর পুলিস লাহোরী গেটে সন্নিকটে ৩টি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাদের নিকট ৩টি রিভলভার এবং ২ টোটা পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ইহারা লাহোর ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। সনাক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের লাহোরে যাওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বিদেশী বর্জ্জন

দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির ... নিয়ন্ত্রক সভা বোম্বাইয়ে বিদেশী ... সব প্রধান ব্যবসায়ীস্থান মুলজী ... বাজার অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সমিতি

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সমিতির একবিংশ অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই অধিবেশন মহীশূরে বসিবে এবং ৪ দিন কাল স্থায়ী হইবে। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই সমিতির এলাহাবাদ ও ইন্দোরে যে তৃতীয় ও একাদশ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ইনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

মিসেস সরাভাই গ্রেপ্তার

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর মিসেস অম্বালাল সরাভাই, ... সরাভাই ও নিম্নের কংগ্রেসকর্ম্মীকে গত নবেম্বর সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

৩৫ দিন অনশনে

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব আটক আসামী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে বিচারের জন্য ১৪ই তারিখ পাটনা আদালতে হাজির করা হয়। তিনি ৩৫ দিন প্রায়োপবেশনে আছেন। তিন জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পরেই আদালতের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। প্রকাশ, কেশববাবুর ওজন প্রায় ৩০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে এবং তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁহাকে ৪ঠা আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তিনি বিচারাধীন রহিয়াছেন।

মেদিনীপুরে প্রভাত ফেরি

গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে মেদিনীপুরের প্রভাত ফেরি দলের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় কর এবং শিবচন্দ্র পাইনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে থানা হাজতে ২৪ ঘণ্টা আটক রাখিবার পর বিচারের জন্য জেল হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ১০ই নবেম্বর তারিখে মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শশধর পালকে থানায় খুঁজিয়া যাইবার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। পরে মন্মথকে ছাড়িয়া দিয়া শশধরকে জেল হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গত ১২ই তারিখে কৃষ্ণপদ আচার্য্যকে কয়েক জনের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সময় শশধরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কি কারণে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

কাশুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ...জ সিং পুলিশের অভিযোগে কাশুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপীলের সময় অতিরিক্ত দায়রা জজ তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ের মধ্যে বলিয়াছেন আসামী একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী স্থানীয় আন্দোলনের জন্য তিনি দায়ী। তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ এই প্রকারে মামলা আনিয়াছিল।

কারামুক্তি

রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি ও জেলা কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয় মঙ্গলবার সকাল ৭।০ ঘটিকার সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য রাজসাহী কলেজ ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল উকিল ও অন্যান্য অনেকে জেলের দরজায় উপস্থিত ছিলেন। একটি বালক মৈত্র মহাশয়ের গলায় মালা পরাইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত মৈত্র জেল হইতে বাহির হইয়াই দমদম জেলে যাইয়া রাজসাহীর রাজনৈতিক বন্দীদিগের সহিত দেখা করেন, তাঁহার পুত্রও ঐ জেলে আটক আছেন। ২০শে নবেম্বর তারিখে উত্তর বঙ্গ এক্সপ্রেসে সুরেন্দ্রবাবুর রাজসাহী রওনা হইবার কথা সেখানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়।

রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রাঘাত

প্রকাশ, কোন অল্পবয়স্ক রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রাঘাতের ফলে বেনারস ডিষ্ট্রীক্ট জেলের 'এ' শ্রেণীর সমস্ত কয়েদী জেল কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ কল্পে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

ঝড়ের ঝঞ্ঝায় দুই জনের মৃত্যু, ৬ জন নিমজ্জিত

কিয়াকপিউয়ের ঝঞ্ঝাবায়ু সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে কোন গ্রামে বৃক্ষপতনের ফলে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে; বেঙ্গা দ্বীপে সাম্পান উল্টাইয়া ৬ জন নিমজ্জিত হইয়াছেন।

কারাবদল

ফরিদপুর জেলে শ্রীযুক্ত যতীন ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন দাস ও শ্রীযুক্ত মণি সিংকে রাজবন্দীভাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বক্সা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সিং চোখের অসুখে কষ্ট পাইতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ স্থানীয় জেলের আরও ১৫ জন রাজনৈতিক বন্দীকে নবনির্ম্মিত হিজলী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পিকেটিংএ ৩১ জন গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ, পিকেটিংয়ের ফলে ১৮ই নভেম্বর সিভিল ষ্টেশনের ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের দোকান খোলা হয় নাই। বিভিন্ন দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে সহরে ৩১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সেসনে সোপর্দ্দ

একলাস হোসেন ও আব্দুল লতিফ চণ্ডীবাড়ী লেনের এক তাড়ির দোকানে মহম্মদ সিদ্দিক নামক জনৈক লোককে খুন করিয়াছে বলিয়া চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১৮ই নবেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী দুই জনকে হাইকোর্টের সেসন সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মাখন সেনের হাজত বাস

'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক ও বঙ্গীয় আইন অমান্য কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন শোভাযাত্রা পরিচালন করার অভিযোগে পুলিশ আইনের ৬২ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গত মঙ্গলবারে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নাসিরুদ্দিন আমেদের এজলাসে তাঁহার মামলা আরম্ভ হয়, তাঁহাকে ৩ শত টাকার জামীন দিতে বলা হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেন জামীন না দিয়া হাজতবাসের আদেশ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।

হাঙ্গামায় ১ জন লোক খুন

গত ১৫ই নভেম্বর ভাঙ্গায় এক ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, ফলে একজন লোক খুন হইয়াছে ও এক জন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, এক দলের একটা গরু অন্য দলের মাঠে ধান খাইতে ছিল, এই সম্পর্কে এই হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল।

আক্রিদি জীর্গা

গত ১৮ই নভেম্বর আক্রিদি জীর্গা পাড়ানারে জামরুদের অ্যাসিষ্টান্ট এজেণ্ট ও পলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাল আলোচনা করিয়াছে। তাহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, কিন্তু উহার ফলাফল জানা যায় নাই।

সৈন্যদল বিনা বাধায় খাজুরী উপত্যকার মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াছে।

ডাকলুট সম্পর্কে গ্রেপ্তার

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ভ্রাতা অমূল্য লাহিড়ীকে সেওয়র হাসপাতালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তিনি সেখানে চিকিৎসার জন্য ছিলেন। সোমবার পুলিসের পাহারায় তাঁহাকে রাজসাহী আনা হইয়াছে। কারণ ডাকলুঠ সম্পর্কে তিনি ধৃত হন।

কাশীতে বিরাট সভা

গত ১৪ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশী অহল্যাবাঈঘাটে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ তীর্থনিধির সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় ১২ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ৪ শত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্যের পত্নী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এই প্রস্তাবে তিনি কাশী সম্মিলিত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং কাশী সত্যাগ্রহের অধিনায়িকা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কাশীতে প্রথম ধৃতা মহিলা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর গ্রেপ্তারের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে আশ্বাস দেন যে কাশীর মহিলাগণ সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিস যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার নিন্দা করা হয় এবং ঐ ব্যাপার উপলক্ষে যে সকল ব্যক্তি পুলিস কর্ত্তৃক গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অভিনন্দিত করা হয়। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নূতন সমর পরিষদ

নব-গঠিত সমর পরিষদে শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী সভানেত্রী, শ্রীমতী বীরবালা সহকারী সভানেত্রী, মিঃ সনাসতুল্লা সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হিমতলাল জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য-বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—১৩৩৭

সাধুসঙ্গ

চিদনুকূল স্রোতকে প্রত্যক্ স্রোত এবং চিৎপ্রতিকূল স্রোতকে পরাক্ স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল স্রোতই ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি সাধিত হয় না। জননী দেবহূতি পুত্ররূপী ভগবদবতার কপিলদেবকে বলিতেছেন—

"তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্ স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্॥"

—হে ভগবন্! আপনি পরব্রহ্ম পরম পুরুষ; একমাত্র **বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত চিত্তেই** আপনার সম্যক্ ধ্যান সম্ভব; আপনি স্বীয় প্রভাবদ্বারাই গুণপ্রবাহকে ধ্বংসরহিত করেন; প্রলয়কালে আপনারই উদরমধ্যে বেদ অবস্থিত ছিল। অতএব কপিলরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর আবেশাবতারস্বরূপ আপনাকে আমি বন্দন করিতেছি। (আমি নিতান্ত অজ্ঞ, আপনার স্তব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এজন্য কেবল বন্দনাই করিতেছি।)

চিত্তে ভগবদিতর বিষয়-ধ্যান প্রবল রাখিয়া কখনও ভগবদ্ধ্যান সম্ভব হইতে পারে না। বিষয়চিন্তা করিতে করিতে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িতে হয়, তখন ভগবচ্চিন্তাটী একটী গৌণ কার্য্য বিশেষের মধ্যে দাঁড়ায়। তখন আমরা এমনই ভাগ্যহীন হইয়া পড়ি যে, ভগবচ্চিন্তাকে বিষয়চিন্তার প্রতিকূল জানিয়া ভগবচ্চিন্তাকেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই অথবা নামে মাত্র ভগবচ্চিন্তা রাখিয়া দিই। যদি কোন ভক্তমুখ সুকৃতিফলে বিষয়-চিন্তার নিরর্থকত্ব উপলব্ধি করিয়া ভগবচ্চিন্তাকে উপাদেয় জ্ঞান করিতে পারি, তবে আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে—ভগবচ্চিন্তার অনুকূল উপায়ানুসন্ধান। সাধুসঙ্গই সেই একমাত্র অনুকূল উপায়। সাধুর নিকট ভক্তি-অনুকূল কথা শ্রবণ, সাধুর ভক্ত্যনুকূল আচার ব্যবহার দর্শন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে জড় বিষয়চিন্তা দূর হইতে থাকিবে, তাহাতে স্বভাবতঃই একটী ঘৃণার উদ্রেক হইবে, যদিও বা কোন সময় বিষয়চিন্তা আসিয়া পড়ে, তখন সাধুর আদর্শ চরিত্র স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইব। সাধুসঙ্গের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা সাধুর সঙ্গ বা সম্যক্ অনুসরণ করেন না—ইহাও জানিতে হইবে। আমাদিগকে বিদ্যা-ধন-কুল-মদাভিমত্ত রাখিলে সাধুর আচার-প্রচারকে আদর্শ বলিয়া জ্ঞান হয় না, সুতরাং বিষয়চিন্তা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়।

আমরা সাধুর নিকট আগমনপূর্ব্বক দুই চারিদিন একটু হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিষয়চিন্তা পরিত্যাগের সামান্য একটু বললাভ করিয়াছি মনে করি, এখন বিষয়ী লোকের সহিত আলাপাদি আমাকে আর কৃষ্ণচিন্তা ছাড়াইতে পারিবে না। কিন্তু মায়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! অতি অল্প সময়ের জন্যও বিষয়ীর সহিত আলাপ ব্যবহার করিলে আমার সকল ধৈর্য্য চলিয়া যায়, আবার পূর্ব্ববিষয়াসক্তির সমূহ-স্মৃতি দ্বিগুণিতভাবে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। বহুদিন বিষয়চিন্তা ছাড়িবার একটি বিরহ-বেদনা আমার হৃদয়কে আতুর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে আমাকে বিষয়সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রণোদিত করে। আমার ন্যায় অনেক যোগীর বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইতে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার অধিক সময় লাগে না। আমি তখন আবার এত অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ি যে, পূর্ব্বে বরং 'ভগবচ্চিন্তা হইতেছে না' বলিয়া একটা অনুতাপও আসিত, বর্ত্তমানে আর তাহাও আসে না।

তবে আমার ন্যায় মূঢ় জীবের প্রতিও ভগবান্ কৃপাবারি বর্ষণে বিরত নহেন। কৃপাময় প্রভু আমার আসক্তির বিষয়গুলি আমাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। প্রথম প্রথম আমি শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি শোক প্রশমিত হইলে আবার সেই বিষয় প্রার্থনা করি! আমার অজ্ঞতা দেখিয়া ভগবান্ পুনরায় বিষয় দেন এবং পরে আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিয়া সে বিষয় কাড়িয়া লন। এইরূপে আমার বিষয়-ভোগের স্পৃহা কমাইয়া আমাকে ক্রমশঃ তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। আমিও পুনঃ পুনঃ বিষয়াসক্ত হওয়ার পরিণাম লক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয়ে ভগবচ্চিন্তায় প্রবৃত্ত হই এবং তদনুকূল বিধায় তাঁহারই অভিন্ন-মূর্ত্তি সাধুসঙ্গলাভের জন্য প্রস্তুত হই। অবশ্য আমার ন্যায় মূর্খ বদ্ধ জীবের জন্যই শ্রীভগবানের এইরূপ ব্যতিরেকমুখী শিক্ষা। যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সংসারের নশ্বরতা বিচার করিয়া সংসার হইতে সুখ-শান্তির আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত সুখের আকর কৃষ্ণপাদপদ্মের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞগণ সংসারকে দুঃখালয়রূপী দর্শন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত লাভালাভ, জয়াজয়, সুখদুঃখ প্রভৃতিকে কৃপাময় ভগবানেরই অহৈতুকী কৃপা জ্ঞান পূর্ব্বক সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন।

সত্য বটে, আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে জোর করিয়া কেহ কখনও কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্তিরূপ বৈরাগ্য প্রদান করিতে পারেন না, আমি নিজে নিজে কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্যভান করিলেও তাহা ফল্গুবৈরাগ্য হইয়া যাইবে, যাহা অত্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বলিয়া আমি যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব আর বিষয়চিন্তা করিব, এরূপ কোন কথা নহে। আমি প্রস্তরাদির ন্যায় একটি ইচ্ছাশক্তিবিহীন জড়বস্তু হইলে আমার পক্ষে তাদৃশ পন্থা শোভনীয় হইত, কিন্তু আমার যখন ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তি আছে, আমার উদ্ধারের জন্যই যখন সাধু, শাস্ত্র, গুরু, বিগ্রহ, নাম ও নামরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ, তখন শ্রীভগবানের সেই প্রকাশবিগ্রহসমূহের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিচার গ্রহণ করাই আমার মঙ্গলোদয় জানিতে হইবে। অবশ্য ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ন্যায় অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসী বদ্ধজীবকে মুক্তিপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু যেহেতু তিনি তাহা করিতেছেন না, সেহেতু তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে হইবে বা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না, কিম্বা কুদ্রশক্তিকেই বহুমানন করিতে হইবে, এরূপ কোন বিচার সমীচীন নহে।

স্বেচ্ছাময় লীলাময় ভগবানের সর্ব্বপ্রকার লীলা-বৈচিত্র্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে আমার বিচারাধীন বা ইচ্ছাধীন করিয়া লইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে গেলে তাঁহাকে আর স্বেচ্ছাময় ভগবান্ বলা হয় না। স্বতন্ত্রতা একটি চেতনের ধর্ম্ম; যেহেতু জীব বিভুচেতনের অণুঅংশ, সেহেতু স্বতন্ত্রতাধর্ম্মও তাঁহাতে সেই পরিমাণে বর্ত্তমান। স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম পাইয়া জীব জড় হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে ও জড়জগতের প্রভু হইতে পারেন। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, তখন কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা যে তাঁহার নিজ স্বরূপ-বৃত্তি, তাহা বিস্মৃত হইয়া মায়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। তখন করুণাময় কৃষ্ণও জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তৎপশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে উদ্ধার করিতে যান, জীব কৃষ্ণের অমৃতময়ী লীলা প্রপঞ্চে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণও অত্যন্ত কারুণ্যবশতঃ তাঁহার অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন। জীব যখন স্নেহময় ভগবানের সে স্নেহ বুঝিতে পারে, তখন তাহার বহুদিবসের সুপ্ত প্রেম উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সে আর স্থির থাকিতে পারে না, কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবৎপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়ে। আহা, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর ভক্তভগবানের সে মিলন কি মধুময়! আবার জীব স্বয়ং ভগবানের সেই অচিন্ত্যলীলাতত্ত্ব বুঝিতে পারে না দেখিয়া মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া পরমউপায়-স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্র দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী বদ্ধজীবের উদ্ধার নিমিত্ত শ্রীভগবানের এই প্রপঞ্চাবতরণ-লীলাবৈচিত্র্যের মাধুর্য্য ঔদার্য্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারাই ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর বলিবার মূঢ়তা প্রকাশ করেন।

স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারকারী জীবগণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদরূপে নিত্যধামে তাঁহার লীলাসহচররূপে অবস্থান পূর্ব্বক নিত্য সেবাসুখ আস্বাদন করেন। তাঁহারা কখনও মায়ামুগ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা বিমুখ হন না। একদিকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের বা জড়বিষয়াসক্তির ভয়াবহ পরিণাম ও অন্যদিকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের বা চিদ্বিষয়াসক্তির চিদানন্দপ্রদ পরিণাম দেখাইয়া এবং জড়াসক্ত জীবের চিদাসক্ত হইয়া চিদানন্দলাভের সুযোগ দিয়া চিদাসক্তির উৎকর্ষ শিক্ষা দিয়াছেন। বদ্ধাবস্থায় ব্যতিরেকভাবে এবং মুক্তাবস্থায় অন্বয়ভাবে ভগবানের কৃপা অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। ভাগ্যবান্ জীবগণই করুণাময় ভগবানের এই কৃপা-বিতরণ লীলা অনুধাবন করিয়া শ্রীভগবানে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন। আমার ন্যায় ভাগ্যহীন দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীভগবানের ভক্তিপ্রতিকূল্য বুঝিয়া

রূপ ব্যতিরেকী শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া ভক্তিপ্রাতিকূল্য বর্ত্তমান-অবস্থাতেই ভক্তি-আনুকূল্য গ্রহণ করিতে গিয়া বিপদে পড়ে এবং ভগবানের বিচারেই দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। অজ্ঞতা-বশতঃ আমার প্রতি ভগবৎকৃপাভাব লক্ষ্য করিতে গিয়াই আজ আমার এত বিপদ!

ভগবান্ ভক্তপক্ষপাতী হইলেও অভক্তগণের উদ্ধারের প্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্য নাই—ইহা চিন্তা করাই অভক্তি বা নাস্তিকতার লক্ষণ। কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, সকলের চিত্তকেই তিনি সমভাবে আকর্ষণ করেন; তবে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর ভক্ত সেই আকর্ষণ উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করায়, কৃষ্ণকে তাঁহার পক্ষাবলম্বী বা ভক্তবৎসল-রূপে দর্শন করেন। যাদৃশ অভক্তের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত থাকায় তিনি কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৃষ্ণভজনের কোন প্রয়োজন মনে করেন না অথবা কৃষ্ণকে একটা নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করেন। ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের সহিত লীলা-বিলাস সাধুসঙ্গে আস্বাদন করিতে করিতে জীবের এই প্রকার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য অপগত হয়, জীব সাধু-কৃপায় ভক্ত্যুন্মুখ ভাগ্য অর্জ্জন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে তৎপ্রাপ্ত বৎসল-রূপে উপলব্ধি করিয়া সাধু শাস্ত্র গুরু নাম বিগ্রহাদিকে কৃষ্ণেরই করুণাপ্রকাশ রূপে দর্শন করিয়া তৎসেবায় আত্মবিস্মৃত হন। সাধুসঙ্গই জীবের ভক্তিপ্রাতিকূল ভাব দূর করিয়া সর্ব্বমঙ্গল প্রদান করিতে একমাত্র সমর্থ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

ভারতবর্ষীয় চতুর্ব্বর্ণাশ্রিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতো-ভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ পালন-মুখে তদ্দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থে প্রযুক্ত হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার অপ্রীতি উদয় না হয় এরূপ উদ্দেশে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেবপিত্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আত্মজ্ঞানের জ্ঞান-প্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম, শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় অন্ধপ্রায়, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত অভাবসকলের প্রাপ্তি-লোভে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে যোগী কিংবা শুষ্কজ্ঞানি সম্প্রদায় বিপ্রোয় ভোজন করতঃ সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগি সম্প্রদায় স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ-লাভ সম্ভবপর জানাইয়া সাংসারিক জীব-গণের ত্যাগজনিত সুখ ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিক-গণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী বলিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক এ চিন্তা হৃদয়-আকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল না—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন, যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ জন্য। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন একই কথা; গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন্ বা স্বর্গলাভ করুন্ একই কথা। ভগবৎপ্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছু আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাব-বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা ভেদও লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কামফলপ্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিক গণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এচেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণব সামাজিক চেষ্টা বিশেষ। পতিতপাবন জগতের একমাত্র পরমগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়; কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন, শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্ গোপীজন-বল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। আমি ব্রহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জুসর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্যবস্তুগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আজ-কাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ-সংযোগ-দ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্টবোধ হয়। তাঁহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্তকর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, সহায়তা করিবার ছলে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ-বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে। শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীজনবল্লভদাসানুদাস, পরতন্ত্র; স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্ব রূপ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিত, পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক-সকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাঁহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম কপটতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয়ত্বধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেম-ভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনন্ত দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধিনিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—(সজ্জনতোষণী ১১শ বর্ষ)

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ১৭ই কার্ত্তিক শ্রীপাদ ভগবৎসর্ব্বস্ব দাসাধিকারী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প-দিন পূর্ব্বে তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবাপিপাসা এবং শ্রীভগবৎকথা শ্রবণে স্পৃহা প্রশংসনীয়া ছিল। গত ২৭শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীভগবৎসর্ব্বস্ব প্রভু দানবাদস্থ বাসাগৃহে সাত্বতস্মৃতি-বিধানানুসারে শ্রীশ্রীভগবৎপ্রসাদদ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

একান্তভাবে যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে চাহেন, করুণাময় ভগবান্ই তাঁহাদের সে সুবিধা করিয়া দেন। মঙ্গলময় স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবানের জীবপ্রতি সকল ব্যবস্থাই জীবের মঙ্গলের জন্য। ভাগ্যবান্ জীবগণই তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব নিবেদন করেন,—ভগবৎপাদপদ্মকেই একমাত্র প্রেমসম্পৎ বলিয়া জানেন। শ্রীভগবানের আশ্রয়-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তাঁহাতে প্রপত্তি-স্বীকারই ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীভগবান্ অত্যন্ত কৃপা-প্রকাশপূর্ব্বক সেই গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতো-ভাবে প্রণত হইবার জন্য আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত জীবকে যদি কোন শুভ অবসর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাকে আর উপেক্ষা না করিয়া গুরুপাদপদ্মে ছুটিয়া আসাই সুমেধার কার্য্য। করুণাময় কৃষ্ণ যাহাকে কৃপা করেন, তাঁহার আসক্তির বস্তুগুলি শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দেন। কৃষ্ণের সেই কৃপাপ্রকাশরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা শোক-ভয়-মোহাদিদ্বারা আক্রান্ত হন, তাঁহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মে আসিতে আবার অনেক বিলম্ব পড়িয়া যায়। ভগবৎসর্ব্বস্ব প্রভুর অন্তরও ভগবান্কে হৃদয়সর্ব্বস্বজ্ঞানে নিশ্চিন্তে ভগবদ্-ভজনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, অন্তর্য্যামী ভগবানও অমনি সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাজন-বাক্যও যথা—

"কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥"

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি প ট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

-খানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীমদ[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদগদাধরজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারামণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনোদ্ধার[illegible]

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহারীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুনিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, মধুমেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষাদ্যাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে। বিনামূল্যে॥

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BRO' THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ঔষধ গৃহে রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকড়াবিছা, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, ঘুঙ্গুর, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—দোদ, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মৃতবৎসা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C ১৮৪২

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

[illegible] —নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৹

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শনিবার ২২শে নভেম্বর, ১৯৩০

নিত্যধামে শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য জগবন্ধু

যুক্তপ্রদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

স্যার জন সাইমনের ভারতের প্রতি সহানুভূতি

বোমার হাঙ্গামা

কোয়েম্বাটুরে ১৪৪ ধারা অমান্য

প্র মন্ত্রী ক্ত

গোলটেবিলের প্রতিবাদে কালীগঞ্জে হরতাল

শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

পণ্ডিত হরিহরশাস্ত্রী গ্রেপ্তার

নানা কথা

নিত্যধামে শ্রীল জগবন্ধু

অত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর বুধবার দ্বিপ্রহর কালে বিশ্বশিক্ষাকীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় তাঁহার বাগ্‌বাজারস্থ গৃহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। অপ্রকটের পূর্ব্বে ভক্তিরঞ্জন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম দর্শনের জন্য বিশেষ আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাকে দর্শন দান ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অপ্রকটের প[র] তাঁহার বাদশাঙ্গে তিলকসেবা ও সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পমালা-চন্দনাদি-দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আনয়ন করা হয়। অতঃপর বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবকগণ বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার দেহকে নিমতলা ঘাটে লইয়া যান এবং বিশেষ সমারোহের সহিত সাত্বত স্মৃতি-বিধানানুসারে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভুর দুই ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং কলিকাতা সহরের বহু হৃদয়বান্ সজ্জন ব্যক্তিও সেই শোভাযাত্রায় অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সমগ্র বিশ্বে প্রচার-সৌকর্য্যার্থ বাণীকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ-সেবা-দ্বারা শ্রীল জগবন্ধু আজ সমগ্র জগতের প্রাতঃস্মরণীয় বান্ধব। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারক শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট। জগবন্ধু সেই মনোহভীষ্ট সম্পাদনের যত্ন করিয়া জগতে গুরুসেবার বাস্তব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রকট থাকিলে জগতের আরও অনেক উপকার হইত। কিন্তু "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গভঙ্গ" তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণীও পরম ভক্তিমতী। আমরা আশা করি, তাঁহারাও তাঁহাদের আদর্শ গুরুসেবক স্বামীর আরব্ধ গুরুসেবা-কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া জগতে বৈষ্ণব-গৃহিণীর—সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর বাস্তব সেবাদর্শ স্থাপন করিবেন। সত্য সত্য 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যিনি খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, তিনিই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান।

জগতের দর্শন নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পর্য্যন্ত, তাহার ওদিকে আর তাহা অগ্রসর হয় না। জগতের লোকে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা যে তাঁহার তাৎকালিক কর্ত্তব্য মাত্র, নিত্য কর্ত্তব্য নহে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃত ব্যষ্টি বা সমষ্টি দেহ-মনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কাহারও সার্ব্বকালিকী সন্তুষ্টি উৎপাদন করা যায় না। মানবের বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়বর্গ নিত্যনূতন খাদ্যের কল্পনা করিতেছে এবং তাহার [illegible] প্রাপ্তি-হেতু ক্ষুব্ধ হইতেছে। জগতের এমন কোন ধনী দাতা আছেন, যিনি মানবের [illegible] ন্দ্রিয়ের এই রাক্ষসী ক্ষুধাকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন? সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে যেমন শাখা-প্রশাখা সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার দিলে যেমন [illegible] তৃপ্তিলাভ হয়, সেইরূপ [illegible] রূপ বাস্তব বস্তু প্রদান করিলে [illegible] নিখিল-বন্ধুত্ব নিত্য-কল্যাণ [illegible] হয়, আত্মাও প্রসন্ন হইয়া [illegible] অতএব যিনি নিজে [illegible] প্রসন্ন হইয়া জগজ্জীবকে সেই [illegible] নিত্যকল্যাণের বিপুল আয়োজন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্—সত্য সত্য বান্ধব, তিনিই শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সত্য সত্য কৃপাপাত্র। তাঁহার [illegible] কীর্ত্তি অর্দ্ধকুলক নিত্যকাল [illegible] ও কীর্ত্তন করিয়া [illegible] কবিকথারূপ অনেক পত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ। আমাদের জগবন্ধু সেই [illegible] সেবা করিয়া আজ জগদ্বন্ধু। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্যাশীর্ব্বাদ-ভাজন জগবন্ধু আজ নিত্যধামে গুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবানন্দে মগ্ন, তিনি মাদৃশ সেবাবিমুখ জীবকে কৃপা বিতরণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার জের

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার সময় লুঠতরাজ করিবার অভিযোগে মনিরুদ্দি, নসা, জহুরালি, ইব্রাহিম, কুমাইগলি চৌকীদার এবং অপর দেড়েনের দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; উপরন্তু শান্ত থাকিবার জন্য এক বৎসরের জন্য তাহাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

(প্রাপ্ত)

যশোহর ১৭ই নবেম্বরের।

যশোহর কেশবপুর থানার অন্তর্গত পাঁজিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ উকিল যশোহর সদরে ওকালতি করিতেন। অদ্য তাঁহার বাটী কেশবপুরের নিকট পাঁজিয়াগ্রামে তাহার নিজ জমিতে ধান্য কাটিতে যাওয়াতে মুসলমানেরা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ ঐ দিন তিনি তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রের সহিত ঐস্থানে ধান্য কাটাইবার জন্য যান। পরে তাঁহার পুত্র ভূপেন বাটিতে চলিয়া আসিলে মুসলমানরা শরৎবাবুকে আক্রমণ করে। তিনি তখন তাঁহার এক প্রজার বাটিতে গিয়া আশ্রয় লন। দুর্বৃত্তরা সেখান হইতে শরৎ বাবুকে টানিয়া বাহির করিয়া খেজুর গাছকাটা দা দিয়া কাটিয়া ফেলে, পরে পুলিশ তদন্তকারী হয়। লাস সদরে চালান হয় ও রবিবার রাত্র ১২টার পর স্থানীয় নীলগঞ্জ শ্মশানে শব দাহ করা হয়।

যুক্ত প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত ১৮ই নবেম্বর লক্ষ্ণৌ সহরে যুক্ত প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। মোটের উপর ১১৩ জন সদস্য শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। উঁহাদের ভিতর ৯ জন অনুন্নত শ্রেণীর সদস্য আছেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনই ১৮ই তারিখের সভার প্রধান কার্য্য ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যদিগের কর্ত্তৃক বারাণসীর ভোম সদস্য চৌধুরী ভরোসীকে প্রেসিডেণ্টপদের জন্য দাঁড় করা হয়। লালা সীতারাম উক্ত পদের জন্য অন্যতম প্রার্থী তাঁহার পক্ষে ১০৮ এবং তাঁহার প্রতিপক্ষের ৩টা মাত্র ভোট হওয়াতে তিনিই প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেখা গেল এই ব্যবস্থাপক সভার অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যদিগের ভিতর অনেকে নিজেদের নামের পূর্ব্বে চৌধুরী পর্য্যন্ত লিখিতে পারে না।

নূতন প্রেসিডেণ্টকে অভিনন্দিত করিবার পর সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

বোমা হাঙ্গামা

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বোমা বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে নরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, প্রভাত মল্লিক ও মণীন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল. গত ১৮ই নবেম্বর তাহাদিগকে চিফ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিস অর্ডিনান্স অনুসারে তাহাদিগকে আবার গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এই সম্পর্কে গৌরলাল দত্ত, শরৎ শ্রীমানী ও ফণিভূষণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ১৮ই নবেম্বর তাহাদিগকেও চিফ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ও অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট দাখিল

যশোহর বয়েজ লাইব্রেরীতে যে সমস্ত বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেই সম্পর্কে উকীল শ্রীযুত কৃষ্ণবিনোদ রায়, আইন কলেজের ছাত্র শ্রীযুত অমরেন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সোমবার তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট দাখিল করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করা হইয়াছিল, আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে।

কালীগঞ্জে হরতাল

গোলটেবিল সম্মিলনের প্রতিবাদে এই স্থানে সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল পুলিস কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে খোল ও হার্ম্মোনিয়াম কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

কোয়েম্বাটুরে ১৪৪ ধারা অমান্য

১৭ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজের নানা স্থানেই জওহরলাল-দিবস পালিত হইয়াছে। কোয়েম্বাটুর, গোবিচেট্টি পালায়ম, কাঞ্জীভরম ও তুতিকোরিনে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য কোয়েম্বাটুরে ৪ ও তুতিকোরিনে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ভেলোরে পুলিস শোভাযাত্রীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

প্রধানমন্ত্রী বিপদমুক্ত

টোকিও হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপানী প্রধান মন্ত্রী মিঃ হামাগুচিকে যে এক যুবক গুলী করিয়াছিল, তিনি তাহার আঘাত হইতে বিপদমুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আক্রমণকারী হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। পুলিস বলে, এ ব্যক্তি দাগী লোক এবং অনেকবার জেল খাটিয়াছে, গত কয়েক বৎসর অবধি সে মাঞ্চুরিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সাইমন সাহেবের ভারতের প্রতি সহানুভূতি

চেষ্টারটন নামক স্থানে স্যার জন সাইমন একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাত্র এক ছত্র কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন সাইমন কমিশনের সভ্যগণ যেরূপ ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, তিন বৎসর কালের অধিকাংশ সময় তাহাতে নিয়োগ করা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য। এরূপ করিয়াও তাঁহারা ভারতবাসীদিগের নিকট কোন সহানুভূতি পায়েন নাই।

তিনি বলিয়াছেন, কমিশনের কার্য্য যারপর নাই বিপুল ছিল। তাঁহাদিগের রিপোর্ট প্রদান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক সকল প্রশ্নের পরীক্ষা করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রস্তাব স্থির করিতে হইয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার

মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত হাম্বার্গে ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মিলান, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ বাণিজ্য কমিশনার নিযুক্ত হইবে। শীঘ্রই এই পদের প্রার্থী মনোনীত করা হইবে এবং মনোনীত হইলে কলিকাতা ও লণ্ডনে তাঁহারা শিক্ষানবিশী করিবেন।

পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী গ্রেপ্তার

'সার্ভেণ্টস্ অফ পিপল সোসাইটির' সভ্য, যুক্তপ্রদেশ ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এবং মজদুর সভার ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভ্য পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রীকে গত শনিবার রাত্রে ১২৪ 'ক' ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তার উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাই গ্রেপ্তারের কারণ।

মহীশূরে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনসূচক শোভাযাত্রা প্রভৃতি ৩ মাসের জন্য নিষেধ করিয়া এখানে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতের কার্পাস

সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য বিবরণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যে মধ্যে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রকাশ যে, একমাত্র ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবহারের উপযুক্ত ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁট কার্পাস ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ গাঁটে প্রায় ৫ মণ কার্পাস থাকে।

ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ার যদি অধিক ভারতীয় কার্পাস ব্যবহার করে তাহা হইলে প্রাচীতে তাহার বস্ত্র বিক্রয়ে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারে। আরও এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট ভারতীয় কার্পাস সংগ্রহের জন্য ভারতের নানাস্থানে খরিদ করিবার আড়ত স্থাপন আবশ্যক এবং প্রত্যক্ষভাবে কার্পাস চাষীদিগের নিকট কিনিতে পারিলে অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা।

সাম্রাজ্য সভ্যের এক প্রস্তাবে ধার্য্য হইয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ার যাহাতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করে, সে বিষয়ে সতত মনোযোগ প্রদান আবশ্যক।

ট্যাক্স বন্ধের অভিযোগ

লোককে ট্যাক্স বন্ধ করিতে উৎসাহিত করিতেছিল বলিয়া, মিঃ এম, গুলাওয়ালী নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করিয়া, নোয়াখালিতে আনা হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার—১৩৩৭

শ্রীবৈষ্ণবপাদাশ্রয়

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, 'বৈষ্ণব' শব্দ বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই যেন কেহ উহাতে একটা সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া "উহা সম্প্রদায় বিশেষের আলোচ্য, আমাদের আলোচ্য নহে" বলিয়া মনে না করেন। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তিমান্ জনই বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব। 'ভক্তি' শব্দের অর্থ—নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণ্বিন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা। প্রীতি, প্রণয়, প্রেম প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্যও তাহাই। যেখানে আত্মসুখবাঞ্ছা বর্ত্তমান, সেখানে শুদ্ধা প্রীতি বা ভক্তি বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না।

———

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তাঁহার সেবা বা তাঁহাতে ভক্তিই আমাদের স্বরূপ-বৃত্তি এবং প্রেমই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইলেও বর্ত্তমানে যেহেতু আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি এবং নানা দুঃখ কষ্ট পাইতেছি, অথচ স্বরূপ-বিচারে আমাদের প্রকৃতপক্ষে কোন দুঃখকষ্ট নাই, সেহেতু, বিষ্ণুভক্তি ভুলিয়া গিয়া আমাদিগের এই অনর্থক দুঃখকষ্টের ভাগী হইবার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য কোন শুদ্ধবিষ্ণুভক্তের সমীপে আমাদের অভিগমন করা নিতান্ত আবশ্যক। নিষ্কপট বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবই তাঁহার সুপবিত্র আদর্শচরিত্রদ্বারা আমাদের অপক্ক বিবেক—স্বরূপবৃত্তি পুনরায় জাগরূক করিয়া দিতে সমর্থ। তাঁহার ভগবদ্ভজনানন্দ দেখিয়া আমাদের চিত্ত তৎপ্রাপ্তি-হেতু লোভযুক্ত হইবে।

———

আমরা দেখিব—"আমরা যে বিষয়-সুখের জন্য লালায়িত হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি, অথচ ইচ্ছানুরূপ সুখ পাইতেছি না, যাহা কিছু 'সুখ' বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাও পরিণামে দুঃখাবহ হইতেছে; এক্ষেত্রে নাজানি এমন কি অপরিসীম সুখ এই বৈষ্ণব পাইতেছেন, যাহাতে তিনি অনায়াসে আমাদের অতি লোভনীয় এই বিষয়-সুখকে অবলীলাক্রমে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন। আমাদের কাঙ্ক্ষণীয় সুখাপেক্ষা ইনি নিশ্চয়ই কোন উৎকৃষ্ট সুখের অনুসন্ধান পাইয়াছেন।" এইরূপ বিচার আসিলে আমরা শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া পরিপ্রশ্ন করিবার সৌভাগ্য পাইব এবং উত্তর-প্রাপ্তির জন্য তাঁহার প্রীতিবিধানরূপ সেবাকার্য্য করিব। আমাদের অনুসন্ধিৎসা নিষ্কপট হইলে শ্রীবৈষ্ণব অবশ্যই কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আস্বাদনীয় সুখের সন্ধান বলিয়া দিবেন।

বৈষ্ণব ঠাকুর বলিয়া দেন—"শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বসেব্য, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতসমুদ্র-স্বরূপ, তদাশ্রয় ব্যতীত জীবের নিত্যানন্দ লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। আনন্দই যখন, জীবমাত্রের কাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, তখন জীব-স্বরূপের যাহা নিত্যা বৃত্তি অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্মসেবা, তাহা ব্যতীত আনন্দ আর কোথা হইতে সম্ভব হইবে? সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়োজিত করুন, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে।" তাঁহার এই পরমমঙ্গলময়ী আশ্বাসবাণী শ্রবণে কাহার না হৃদয় তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বাগ্রে লুটাইয়া পড়িবে? যিনি নিত্য সুখের সন্ধান-দাতা, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ব্যতীত শ্রীভগবান্ কি কখনও কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

যিনি ভক্তপ্রেমবশ্য, ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন, ভক্তভক্তিমান্, ভক্তজীবন, ভক্তপক্ষপাতী, ভক্তগ্রাহ্যগ্রস্ত প্রভৃতি বিশেষণে স্বেচ্ছায় বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কি কেহ তাঁহাকে পাইবার সাহস করিতে পারে? ভগবান্ ভক্তমাহাত্ম্য জানাইয়া দেন, আবার ভক্তও ভগবন্মাহাত্ম্য জানাইয়া থাকেন। ভগবান্ই আমার ন্যায় পথভ্রান্ত পথিককে সুপথ দেখাইবার জন্য ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং সেই ভক্তকে অবজ্ঞা করাও যাহা, আর ভগবান্কে অবজ্ঞা করাও তাহা, স্বয়ং ভগবচ্চরণে অপরাধী হইলে ভক্ত উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত-চরণে অপরাধী হইলে স্বয়ং ভগবান্ই সেই ভক্তদ্রোহী পাষণ্ডীকে সংহার করিতে উদ্যত হন। "যে বৈষ্ণবের স্থানে যা'র অপরাধ হয়। সেই সে ক্ষমিলে তবে অপরাধ ক্ষয়॥" অন্যথা নিস্তার নাই। সুতরাং সকলেরই শুদ্ধ-বৈষ্ণবপাদপদ্ম অন্বেষণ করিয়া তাঁহাতে শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়,—"শুদ্ধবৈষ্ণব কোথায় পাইব? এখন কি আর তেমন কেহ আছেন? সুতরাং আমাদের যা'র যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ চলিতে থাকি, শেষে যাহা হয় হউক।" শ্রীভগবান্ বিষ্ণু জীবোদ্ধার-লীলায় গুরু-বৈষ্ণব রূপে জগতে নিত্য প্রকটিত আছেন। করুণাময় জীবদুঃখদুঃখী ভগবান্, জীবের দুঃখ দেখিয়া আদৌ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহার অন্যান্য লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের ন্যায় ভবকূপে পতিত জীবের উদ্ধার-লীলাও অন্যতম। সুতরাং তাঁহার দিকে কোন ত্রুটীই কল্পনা করিতে হইবে না। আমরা যদি নিষ্কপট চিত্তে ভগবৎকৃপা-প্রার্থী হই, তাহা হইলে ভগবান্ আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী রূপে থাকিয়া আমাদিগকে সদ্গুরু পাদপদ্মে প্রণত হইবার সদ্বুদ্ধি যোগাইতে থাকেন। আমরা ভগবদ্দত্ত সেই বুদ্ধিযোগ পাইয়া সদ্গুরু লাভের জন্য অভিলাষী হইলে ভগবান্ই আবার বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে প্রকটিত হইয়া আমাদিগকে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়-স্বরূপ দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করেন। মোট কথা, ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভের জন্য আমাদের নিষ্কপট ইচ্ছার উদয় হইলে ভগবান্ই তাঁহাকে পাইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেন না, তিনি ব্যতীত তাঁহার সন্ধান আর কেই বা দিতে পারেন।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব ব্যতীত তাঁহার প্রাপ্ত্যুপায় আর কেহ বলিতে পারে না—এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম সেবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণব আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই তাঁহার ভিক্ষা, লোক-সংগ্রহ প্রভৃতি। জীবোদ্ধারকার্য্য তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অন্তর্গত। তাই তিনি মঠমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিপুল আয়োজন করেন। বৈষ্ণবই "জীবে দয়া" প্রকৃত তাৎপর্য্যে অভিজ্ঞ বলিয়া কিসে জীবের চিরে নিত্যমঙ্গল হইতে পারে, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কার্য্যে ভুল ধরিয়া যাহারা আপনাদিগকে 'ভজন-বিজ্ঞ' বলিয়া পরিচয় দিবার যত্ন করেন, তাঁহারা নিতান্ত মূঢ় ও বৈষ্ণবচরণে অপরাধী। তাঁহারা যতই না কেন ভজন-চেষ্টা দেখান, তাহা মৃতব্যক্তিকে অলঙ্কার ভূষিত করার ন্যায় নিরর্থক ও দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে।

———

শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার শ্রীভজনামৃত গ্রন্থে কপট বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন—"কেবল বেষধারিগণ কপট। তাহারা পরমযোগীর বেষ ধারণ করিয়া জগদ্বঞ্চনা করে। পরমযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারা জীবনধারণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করে। হরিকীর্ত্তনই কৃষ্ণধর্ম্ম। অতএব কপটভাবে কীর্ত্তনধর্ম্মের প্রকটন-দ্বারা পরমযোগীদের কর্ম্ম ধর্ম্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপাদন করে। তাহাতে তাহাদের ফল এই হয় যে, যে সকল সুখবিলাস-বিনোদ দ্বারা লোকদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে, সেই সকল বিলাস-দ্বারা ঐসকল বেষধারীদিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্ত্তনাদিতে কপট রোদন, মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দ্বারা তাহারা বিষয়ীদিগের বিষয়ী হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-বেষ তিলক্মালাদি লক্ষণ গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকটে যাইতে পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাকৃতজনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণগুণ-মহিমা-শূন্য হইয়াও কপট অনুরাগ লক্ষণে নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলকপ্রেমাদি বাহ্যদশা দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস-স্বরূপ হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের পক্ষে তাহারা গর্হিত। বৈষ্ণবসঙ্গালাপ-বিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তি—বাহ্যভূষণ মাত্র; সৎসঙ্গস্পৃহাহীনতা এবং শ্রীহীনতাই তাহাদের লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল-বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করেন যে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম, কেন না ইহারা ব্যতীত সবৈষ্ণব আছেন। তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর গম্ভীর শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এরূপ নয়; কিন্তু তাঁহাদের (কপটিগণের) কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্য-তিরস্কারকারী শুদ্ধভক্ত-

দিগের সহিত সঙ্গ করিয়া শ্রেয়োলাভই কর্ত্তব্য—ইহা বিদিতব্য।"

বৈষ্ণবের বেষধারী কপটগণকে দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গলাভে বীতস্পৃহ হওয়া অথবা শুদ্ধবৈষ্ণবকেও কপট-পর্য্যায়ে গণিত করা অত্যন্ত অজ্ঞতা ও অপরাধের কার্য্য। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।' বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া যিনি নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জনে কৃষ্ণভজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হন, তিনি কৃষ্ণভজন করিবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর ভজন করিয়া বসেন। বৈষ্ণবকে শুক্রশোণিতগত বিচারান্তর্গত করিয়া যাঁহারা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা কখনও বৈষ্ণবের গুণ দর্শন করিতে পারেন না, সুতরাং রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় দোষ না পাইলেও গুণে দোষারোপ করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া পড়েন। অন্তরে প্রকৃত দীনভাব আসিবার পূর্ব্বেই অনেকে দৈন্য দেখাইতে যান, তাহাতে আত্মম্ভরিতাই প্রকাশ পায়। ফল্গুবৈরাগ্য বৈষ্ণবের দৈন্য নহে। যুক্তবৈরাগ্যই বৈষ্ণবোচিত দৈন্য। নির্জ্জনভজনরূপ দীনতা স্বীকার করিতে গিয়া যদি বহির্ম্মুখসঙ্গ, বহির্ম্মুখচিন্তা প্রভৃতি বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা দাম্ভিকতার চূড়ান্ত হইল। ঐরূপ জীবনে লক্ষ লক্ষ হরিনাম গ্রহণেও নাম-গ্রহণের ফল প্রেমোদয় সম্ভব হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ নিজে নিজে উপলব্ধি করিতে গেলে দাম্ভিক মন বিপরীত অর্থ উপলব্ধিরই সুযোগ দিবে মাত্র। "আমি বৈষ্ণবত্ব বুঝিয়া লইয়াছি, আমার আর বৈষ্ণবসঙ্গের প্রয়োজন নাই, বরং আমিই অন্যকে বৈষ্ণবতা উপদেশ করিতে পারি" ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি অসংযম ভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দাম্ভিকতা বর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবদ্-ভজনের জন্য সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবানুগত্য করিবেন।

একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাঁহাদিগকেই শুদ্ধ বৈষ্ণব বলা যায়। আত্মবঞ্চনা রূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐরূপ সঙ্গই স্পৃহণীয়। শ্রীল সরকার ঠাকুর শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের কথা বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ প্রীতিপ্রেমবিগ্রহ। যদি প্রীতিপ্রেমা কপট পথিকেতে অর্পিত হয়, তবে অবতার-স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রে কিরূপে প্রেম হইবে? কৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ সঙ্গী মহাজনসকল কেবল এই দুর্ঘটনাকে উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বপ্রাণিনিস্তারের জন্য চৈতন্যবিরহজ নিঃসীম দুঃখজনিত মরণাপেক্ষা ক্লেশ সহ্য করিয়াও হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা, সৎসঙ্গ, মহাজনপূজা, সর্ব্বজনে প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রচার অবলম্বন করত ধরণীমণ্ডলে নিজ প্রভুর যশোরাশি বিলাস-বিনোদ-কলা কালে কালে উৎপন্নপ্রায় দেখিয়া স্বয়ং জীবন্মৃতপ্রায় হইয়াও নিজ দৈহিক সুখ অগ্নিতে নিক্ষেপ করত শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-মাত্র স্থাপন করিতেছেন। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন যে—

"ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা
অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন
সাধবঃ॥"

—আপনাদের ন্যায় অর্হণীয় সাধুগণ মহাভাগ। শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিগণ আপনাদের সেবা করিয়া থাকেন। দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন; কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না।

অতএব মঙ্গলসাধনের জন্য যেখানে যেখানে বিশুদ্ধপ্রীতিপিপাসা, যেখানে যেখানে কৃষ্ণকথাপ্রসিদ্ধি, যেখানে যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন, যেখানে যেখানে কৃষ্ণযশঃ-শ্রবণেচ্ছা, যেখানে যেখানে কৃষ্ণবৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।"

জীব-মঙ্গলবিধানার্থ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যে সকল নির্দ্দোষ প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে নানাপ্রকারে দোষ কল্পনা করিয়া যে ব্যক্তি বৈষ্ণব-সেবা-লাভে বঞ্চিত হন, তাঁহার ন্যায় দুরদৃষ্ট এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা দুরধিগম্য হইলেও অবৈষ্ণবের কাপট্যাচরণ হইতে তাঁহার সুনির্ম্মল আচরণের পার্থক্য একটু সরলান্তঃকরণ হইলেই কিছু না কিছু বুঝা যায়। পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ে কুটিলতা পোষণ করিলে কামুকের কামিনীময় জগদ্দর্শন বা লুব্ধকের ধনময় জগদ্দর্শনের ন্যায় সর্ব্বত্র কৌটিল্যই দর্শনীয় বিষয় হয়। ওরূপ সর্ব্বনাশকরী চিত্তবৃত্তি ছাড়িয়া সরলভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে প্রপত্তি স্বীকার করাই মঙ্গলোপায়।

আমরা মনোধর্ম্মবশে নিজেদের মধ্যে যতই কল্পনা জল্পনা করি না কেন, ভক্তের চরণাশ্রয় ব্যতীত ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্‌কে পাইবার অন্য উপায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইব না। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশক্তি ও ভক্তাখ্য—এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে জগতে প্রকটিত হইয়া নিজপ্রেম প্রচার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরলীলাকে স্বীকার না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি দেখাইতে যান, তাঁহারা কখনও কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, পরন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী হইয়া ভজনচ্যুত হন। কৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক গৌররূপ ধারণ করিলেও তিনি বিষয়বিগ্রহ। অনেকে এই তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ গৌর-কৃষ্ণে অভেদদর্শন হইতে বঞ্চিত হন, সুতরাং কৃষ্ণভক্তি তাঁহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত হয়। শুদ্ধ গৌরভক্তের একান্ত আনুগত্য-ফলেই কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যানুগত শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদাশ্রয়ই একমাত্র প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণদাস্য

বদ্ধজীবসকল ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হইয়া কৃষ্ণদাস্য বিস্মরণপূর্ব্বক অবিদ্যাময় সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতেছেন। ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণদাস্য যিনি স্বীকার করেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মায়াকে জয় করিতে ক্ষমবান্ হন। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের সৎসঙ্গে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আধ্যাত্মিক প্রভৃতি নানাবিধ কষ্ট জীব ভোগ করেন। শ্রীচরিতামৃতে—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সাধুসঙ্গ লাভ হইলে জীব শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন, শ্রীনাম সর্ব্বসাধনের সার। এই নামরস আস্বাদন করিবার জন্য আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিধান পীতাম্বর-সদৃশ রাধাকান্তি আবরণে নামই উপায়, নামই উপেয় এই শিক্ষা দিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছু করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রতিপালক, এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বরূপভ্রমরূপ অনর্থ দূর না হয়, সাধক সে পর্য্যন্ত ভজনের উপযোগী হইতে পারেন না। স্ব-স্বরূপ বুঝিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হয়। ক্রমে অভিধেয়রূপে ভজন করিতে করিতে প্রয়োজন প্রেমধন লাভ করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন এই তিন তত্ত্ব অবগত না হইলে প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি একান্ত কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার প্রয়াসী, ভগবান্ তাঁহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করেন। গীতা—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-
পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি
তে॥

শুদ্ধভক্ত হইতে যাঁহাদের প্রয়াস, তাঁহারা মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে ভজন করিলে অল্পকালেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বের দুষ্টভাব কাম ক্রোধ তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে।—তখন কর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবায়, ক্রোধ নামাপরাধীর উপর, লোভ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণলীলা গুণ আস্বাদনের জন্য, মোহ কৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে, দম্ভ 'আমি যেরূপে পারি নিখিল জগৎ একদিকে রাখিয়া সৎসঙ্গ লাভ করতঃ কৃষ্ণভজন করিব'—এইরূপ দৃঢ়তা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণভজন অপেক্ষা জীবের আর সুখ নাই। কৃষ্ণনামানন্দ কত সুখকর, তাহা নামাশ্রয়কারী সাধুজন বুঝিয়াছেন। "কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার তুলনায় খাতোদক সম।" নিরপরাধে নাম লইলে সেই রস-সিন্ধু আস্বাদন করিতে পারা যায়। নামরসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ অন্ধকূপ সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে নামভজন নামপরায়ণ সাধুসঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। "জগদ্ব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুরমূরতি লীলা কথা। এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম মহৎ সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥" সর্ব্বসাধনসার শ্রীনাম নিরপরাধে করিলে প্রেমধন অবশ্যই লাভ হইবে। মহাপ্রভুর এবং তদ্ভক্ত মহাজনগণের বাক্য বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম। ভজনে একান্ত দৃঢ় হইয়া কিছুদিন ভজন না করিয়া প্রেমধন পাইবার আশায় অধৈর্য্য হইলে প্রেমলাভে নানা বিঘ্ন হইবার উপক্রম হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেরূপ করেন না। যে পর্য্যন্ত প্রেমধন স্বপ্রকাশ না হন, অভিধেয় রূপে ভজন সাধন করিয়া থাকেন। সাধনে পরিপক্বতা হইলে ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রেমধন লাভ হয়, এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

—(সজ্জনতোষণী ১১শ বর্ষ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্যো প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরবিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুঞ্জশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রভাকরানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) খোয়াজপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিজ্ঞাপন

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

জৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম—শ্রীমদ্বৈতসিদ্ধি ও অবরজ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বেদোক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী তত্ত্বজ্ঞের তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুদের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের পার্থক্য, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, শান্ত দাস্য রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থখানি উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

শাস্ত্রপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অবস্থানুসারে সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার প্রকৃত কার্য্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষার উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র

৶৫০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ১২টী ৩৲ টাকা

বাটও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। 'অমৃতার্ণব অবলেহ'—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। 'শিশুসখা বটীকা'—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, 'শিশুসখা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীশ্রীরাধা" কৈফি

Registered No C 44

বিজ্ঞাপনের হার | প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সোমবার ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩০

পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য

পুলিস ষ্টেশনে ও পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় বোমা

ভীষণ ভ্রাতৃহত্যা

চোরাই কোকেন প্রাপ্তিতে ৫০০ টাকা জরিমানা

লাট আগমনে কৃষ্ণপতাকা

মিঃ নরীম্যানের ব্যারেষ্টারী বন্ধ করিবার চেষ্টা

নোট জালের অভিযোগ

শ্রীযুত জয়রামদাসের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

কংগ্রেস শিবির লুণ্ঠিত

সরকারের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব

নানা কথা

পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য

স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ কলিকাতার ৫ জন বিজ্ঞ চিকিৎসক গত শুক্রবারে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পণ্ডিতজীর বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া উক্তি করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। পণ্ডিতজীকে এখনও দীর্ঘকাল চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। ইঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পুলিস ষ্টেশনে ও ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় বোমা

গত ২১শে নভেম্বর রাত্রি দুইটার সময় কাহারা যশোহর পুলিস ষ্টেশনের উপর দুইটি বোমা নিক্ষেপ করে। ঠিক সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টার মিঃ এম, আর হসিনের বাড়ীতেও ৪টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই ব্যাপারে কেহ আহত হয় নাই এবং কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে। জিলা ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জী, উকীল কেরাণী শ্রীযুত মাখনলাল রায় ও ইন্দুলাল সরকার নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চোরাই কোকেন
৫০০ টাকা জরিমানা

সুখলাল পাণ্ডে নামক ১ ব্যক্তি ১৫৪ মোড়া কোকেন রাখিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। বিবরণে প্রকাশ, পুলিস এই আসামীকে বড়বাজার সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার অঙ্গ তল্লাস করিয়া উক্ত মোড়ক কয়টি প্রাপ্ত হয়।

জোড়াবাগান কোর্টের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লাট আগমনে কৃষ্ণপতাকা

নিম্ন লিখিত প্রকার প্রকাশ যে গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে মেদিনীপুরে লাটের আগমন উপলক্ষে সম্পূর্ণ হরতাল হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসের অধিনায়ক শ্রীযুত মেঠারাম ও ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রামের প্রবেশ পথে কৃষ্ণপতাকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। পুলিস বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিতাড়িত করে এবং একটা লরীর মধ্যে লইয়া যাইয়া আটক করিয়া রাখে। গ্রামের ভিতরেও বহু লোক কৃষ্ণপতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। লাট ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে তবে পুলিস উক্ত অধিনায়ক ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ছাড়িয়া দেয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, লাট বাহাদুর স্থানীয় বোর্ডের হাই স্কুল পরিদর্শন করিতে চাহেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ স্কুল পরিত্যক্ত হইয়াছিল। একটি ছাত্রকেও স্কুলে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নোট জালের অভিযোগ

প্রবঞ্চনা ও নোট জালের অভিযোগ সম্পর্কে ২০শে নভেম্বর পুলিশ রামতরণ সিংহের সাইকেলের দোকানে খানাতল্লাস করিয়াছে। কালির ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর অভিযোগে সতীশ চন্দ্র প্রামাণিক, রামতরণ সিংহ ও তাহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র সিংহকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা কিছুকাল যাবৎ কালিতে একশত টাকার নোট জাল করিতেছিল। সম্প্রতি কয়েকজন লোক অর্থবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম দেয়। কিন্তু তাহারা নানা অজুহাতে টাকা পরিশোধে বিলম্ব করে। কালীপ্রসন্ন বাবু প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাহাদিগকে ২ শত টাকা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা ফেরৎ পায় নাই।

মিঃ নরীম্যানের ব্যারিষ্টারী বন্ধ করিবার চেষ্টা

প্রকাশ, ব্যারিষ্টারদের তালিকা হইতে মিঃ নরীম্যানের নাম কাটিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে ভুক্তভোগীরূপে দণ্ডিত হইয়া মিঃ নরীম্যান উপস্থিত নাসিক জেলে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ, কেন তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে না, মিঃ নরীম্যানকে তাঁহার কারণ দেখাইতে বলিয়া রুল জারি করিবার জন্য সরকারী উকীল শীঘ্র হাইকোর্টে আবেদন করিবেন। এই সংবাদে স্থানীয় ব্যবহারাজীব সমিতিতে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে।

আসামীর যক্ষার সম্ভাবনা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী শ্রীযুত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীকে পিউনী আনিয়া স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে। সন্দেহ হয় যে, তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে পূর্ব্ব যেরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ তুফান স্বাস্থ্য নিবাসের সহিত যুক্ত বাড়ির হইয়াছে।

মগরা-বাজারে পিকেটিং ও গ্রেপ্তার

মগরা বাজারে পিকেটিংয়ের জন্য জনকয় স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরে তাঁহাদের ৪ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, মগরার বস্ত্রব্যবসায়িগণ এক বৎসর বিদেশী কাপড় আনয়ন বন্ধ রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

বেনারসের এক মুসলমানের বিদেশী কাপড়ের দোকানে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করেন। সর্ব্বসমেত ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

টাঙ্গাইল

নাগরপুরের গাঁজার দোকানে পিকেটিংয়ের অপরাধে ধৃত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বেণুলাল সাহা ৬ মাস, মাখনচন্দ্র কালী এবং জ্যোতির্ম্ময় সাহা ৩ মাস ফিয়া এবং শচীন্দ্রনাথ দে সরকার দেড় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

মিঃ শাসমলের প্রতি অনুমতি

ব্যারিষ্টার মিঃ বি, এন শাসমলের প্রতি মেদিনীপুর জিলায় প্রবেশ নিষেধসূচক ১৪৪ ধারার যে নোটীশ জারি করা হইয়াছিল, অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহার সংশোধন করিয়াছেন। তিনি মিঃ শাসমলকে খিলাই দাঙ্গা মামলার সওয়াল জবাব করিবার জন্য ২০শে ও ২১শে নভেম্বর তারিখে দায়রা জজের এজলাসে এবং ১৪৪ ধারার আদেশ সম্পর্কে তাঁহার আবেদনের শুনানী উপলক্ষে ২২শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার (ম্যাজিষ্ট্রেটের) এজলাসে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিয়াছেন।

কারেন্সী অফিসে পিকেটিং

'তরুণ মিত্র মণ্ডল' নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ কারেন্সী অফিসে পিকেট করেন। দুইজন স্বেচ্ছাসেবক জনসাধারণকে কারেন্সীর নোট বর্জ্জন করিয়া টাকা দাবী করিবার উপদেশ দেন এবং জাতীয়ধ্বনির উচ্চারণ করিতে থাকেন। পুলিস তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইঁহাদের প্রতি ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। রায় দিবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ চালাকী ছাড়া আর কিছু নয়।

ভ্রাতৃহত্যায় অভিযুক্ত

সিংগড়পুরের রূপ পাণ্ড নামক এক ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া হত্যা করার অভিযোগে দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছে। রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গঙ্গা পাণ্ড। গঙ্গার ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কুকার্য্য করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সত্বর এই মামলার বিচার হইবে।

লাহোর নূতন ষড়যন্ত্রের মামলা

২১শে নভেম্বর সেন্ট্রাল স্পেশাল ট্রাইবিউনালে প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রাকারের সমক্ষে নূতন ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদিগের উপস্থিত করা হইয়াছিল। ট্রাইবিউনালের অপর বিচারপতি দুইজন অনুপস্থিত থাকায় দুই সপ্তাহের জন্য মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আগামী ৫ই ডিসেম্বর এই মামলার বিচার হইবে।

বরিশাল কংগ্রেস শিবির লুণ্ঠিত

প্রকাশ, গত ১৪ই নভেম্বর তারিখে মধ্যরাত্রে বটবৃক্ষতলে অবস্থিত কংগ্রেস শিবির হইতে কয়েকজন গুণ্ডা যাবতীয় সামগ্রী লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিহারে ধরপাকড়ের হিসাব

গত ১৪ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বিহারের নিম্নলিখিত স্থানে যে ধরপাকড় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা :—

মুঙ্গের ১৫, পূর্ণিয়া ২৪, মজঃফরপুর ৫, পাটনা ৬৮, শাহাবাদ ৮০, দ্বারভাঙ্গা ৬, ভাগলপুর ৫, সারণ ২২, সাঁওতাল পরগণা ১, চম্পারণ ৬, গয়া ২। এই সকল লোকের অধিকাংশই পিকেটিংএর জন্য ধৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুত জয়রাম দাসের পুনরায় কারাদণ্ড

সিন্ধু সত্যাগ্রহ পরিষদের সহাপতি শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম করাচীর কলেক্টর কর্ত্তৃক ২ মাস কাল বক্তৃতা প্রদানে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। উহা অমান্য করায় তিনি সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

বে-আইনীভাবে অর্দ্ধিত লবণ রাখিবার কিম্বা বিক্রয় করিবার অভিযোগে ৬ জন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকের প্রত্যেকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

রাজদ্রোহের বিজ্ঞাপন প্রাপ্তিতে হাজতবাস

শ্যামপুকুর থানার পুলিশ বাগবাজারের একখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন যুবকের কক্ষ হইতে কতকগুলি বিজ্ঞাপন হস্তগত করে। ঐ সময় প্রভাতচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন না। গত শুক্রবারে তিনি স্বয়ং ডেপুটী কমিশনারের সমক্ষে উপস্থিত হয়েন। ডেপুটী কমিশনার তাঁহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র বিরুদ্ধে অভিযোগ

'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের গত ২৮শে ও ৩১শে আগষ্ট এবং ২রা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কতকগুলি বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত পত্রের সম্পাদক (আলফ্রেড হেনরী ওয়াটসন), মুদ্রাকর ও স্বত্বাধিকারীকে আদালত অবমাননার অভিযোগে দণ্ডিত করিবার জন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামীদের পক্ষ হইতে এক আবেদন করা হয়। শুক্রবার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

চিটাগঙে খানাতল্লাস

২১শে নভেম্বর প্রাতঃকালে পুলিস কমাণ্ডেন্ট উপদেষ্টা আফিস খানাতল্লাস করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য মুসলমানদের প্রতি মেলনের লেখা উল-হক মহম্মদ উল-হাসানের চিঠির ১ হাজার ৮ শতের অধিক প্রতিলিপি লইয়া গিয়াছে।

সরকারের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব

মফঃস্বলের সেক্রেটারী নোটীশ দিয়াছেন যে, সরকার সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য কোনও কার্য্যকর প্রস্তাব না করায় এবং উপনিবেশ সমূহের দাবের বিষয় বিবেচনা করিতে অসম্মত হওয়ায়, তাঁহারা শীঘ্রই কমন্স সভায় সরকারের নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

জেল পরিবর্ত্তন

রংপুর হইতে ৩৮ জন কয়েদীকে বহরমপুর জেলে ও ৩ জনকে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আবগারী দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য মেসার্স আজিজুদ্দীন মিঞা ও ঈশানচন্দ্র দাসের প্রত্যেকের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কারাবদল

হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটীর এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মৌলবী হাবিবুল হককে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ১৭ই নভেম্বর তারিখে তাঁহাকে হুগলী জেল হইতে রাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাঁহার মুক্তি বা তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত মুক্তি দিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার—১৩৩৭

প্রসঙ্গ

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতি-বৈষ্ণব গ্রন্থ লইয়া অনেক প্রাকৃত সাহিত্যিক, কাব্যামোদী, গায়ক, নর্ত্তক প্রভৃতিকে অনেক আলোচনা করিতে শুনা যায়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভভাবাবেশে অতি নিভৃতে বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণসহ যে সকল গ্রন্থের আস্বাদন করিতেন, সেই সকল গ্রন্থের অক্ষর ও ভাষা লইয়া অনধিকারচর্চ্চা করা কতদূর সমীচীন হইতেছে, তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য। ভক্তিশূন্য চিত্তে সাহিত্যিকতা লইয়া যাঁহারা ইহার আলোচনা করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া নানা প্রকার প্রমাদেরই সৃষ্টি করিতেছেন। কেহ বা উহাতে অশ্লীলতা দেখিতেছেন, কেহবা রচনা-চাতুর্য্যের প্রশংসা করিয়াও ভাব-গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। আবার কতকগুলি অসৎপ্রকৃতির লোক নিজেদের রচিত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট পদগুলিকেও চণ্ডীদাস প্রভৃতির নামে চালাইতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ রসতত্ত্বপারদর্শী আচার্য্য ব্যতীত কোন্‌টী নকল, কোন্‌টী আসল তাহা কে বুঝিবে, আর কেই বা বুঝাইবে? সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসদোষ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা প্রাকৃত সাহিত্য, দোষ গুণ প্রভৃতির বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সর্ব্বনাশই ঘটাইয়া বসেন। প্রাকৃত কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া অচিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যকে চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যের সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করেন। ভক্তিহীন সাহিত্যিক বা কাব্যামোদিগণ সর্ব্বপ্রকার লোকজনের জন্য নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক আলোচনা করিতে গিয়া যে বৈরাগ্য উৎপাদন করেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয় ও অনর্থজনক। ভক্তসাহিত্য ও ভাবুক অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের সমপর্য্যায়ে স্থান দেওয়া অত্যন্ত নাস্তিকতায় পরিণত।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও আমরা দেখিতে পাই, নাস্তিকতা ব্যতীত আস্তিকতার আদর্শ-শিক্ষা পাইবার উপায় নাই। চিত্তটী একেবারে শুষ্ক মরুভূমি করিয়া তবে সেখান হইতে বিদায় পাইতে হয়। অবরোহপন্থার কিছুমাত্র আলোচনা যেখানে হয় না, কেবল আরোহপন্থাই যেখানকার একমাত্র অবলম্বন, সেখানে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত বলিয়া কিছু থাকুন আর নাই থাকুন, তাহাতে কাহারও যায় আসে না। সিদ্ধ মহাজনগণ যে প্রণালীতে শাস্ত্র বিচার করিবার উপদেশ করিয়াছেন, সে প্রণালী ছাড়িয়া স্বয়ংসিদ্ধ মহাজনগণের খেয়ালমত বিচার-ধারা প্রবর্ত্তন না করিতে পারিলে সেখানে প্রতিষ্ঠা পাইবার উপায় নাই। সুতরাং ছাত্রগণের বাধ্য হইয়া স্বয়ংসিদ্ধগণের পন্থানুসরণ ব্যতীত উপায় কি? জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু চণ্ডীদাস প্রভৃতিকে আস্বাদন করিবার যে ক্রমপন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, সে পন্থা ছাড়িয়া তথাকথিত আরোহবাদী গুরুবর্গেরই নির্দ্দেশানুযায়ী চলিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষায় যে পাশ করা যাইবে না; এই শিক্ষা-পদ্ধতি!

আমাদের একটী নিবেদন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর যাহাই করুন, ভক্তিগ্রন্থ লইয়া যেন তাঁহারা খেলা করিতে না বসেন। উহা খেলার জিনিষ নহে, সদ্‌গুরু-সমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া আলোচনার বিষয়। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ গুরুদেব শিষ্যকে ক্রমপন্থানুসারে অধিকার বিচার করিয়া উপদেশ করেন। কাহাকেও অনধিকারচর্চ্চা করিতে দেন না। বর্ত্তমানে অনেক রসকীর্ত্তনিয়ার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা নিজেরা সব সময়ে অন্ধকূপে ডুবিয়া থাকেন, আসরে বসিয়া অপ্রাকৃতরসের ছড়াছড়ি করেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের মুখ হইতে কখনও অপ্রাকৃত রসকথা বাহির হইতে পারে না। শাস্ত্র ঐরূপ প্রাকৃতরসিকগণের মুখ হইতে অপ্রাকৃত রসকথা শ্রবণকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ কালকূট ভক্ষণের তুল্য বলিয়াছেন। অপ্রাকৃত তত্ত্বের লেখক, পাঠক, গায়ক, বক্তা, শ্রোতা প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নিজাধিকার বিচার পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট মত গ্রন্থাদির মর্ম্মগ্রহণে প্রবৃত্ত না হইলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন।

প্রেয়ের ছলনা

(লেখিকা—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী)

সাজিয়াছে প্রেয়ঃ বহুরূপী সাজ,
ভুলাতে সরল জন।
সে ছলা কলার শেষ নাহি আর,
নিতি নব আয়োজন॥
(কভু) নয়নে তাহার চটুল চাহনি,
বাণী তার সুললিত।
রূপের ছটায় হাস্য, লাস্য,
এ ভুবন সুশোভিত॥
মায়াদেবী তারে সোহাগের ভরে
সাজায় মোহন বেশে।
যাদুকরী তাই মায়ার পরশে,
জীবেরে ছলিতে আসে॥
কতই মধুর নন্দনের ছবি,
দেখায় সে খুলি' ধরি'।
(যেন) সুপটু পটুয়া এঁকেছে তুলিতে,
কি শোভা তাহার মরি॥
অমর কাননে সুরগণসনে,
মন্দার-মালা গলে।
অপ্সরা-গীতি-মোহিত হৃদয়,
(যেন) সুধাপানে সুধা তোলে॥
এ জগজনের কামনার নিধি,
কল্পনায় নন্দন।
তুলির লিখনে প্রেয়ঃ সে আঁকে গো,
করিয়াছে বন্ধন॥
কভু সে সাজিয়া মোহিনী প্রকৃতি,
বাজায় মোহন বাঁশী।
গম্ভীরা রজনী স্তব্ধ চরাচর,
গগনে হাসিছে শশী॥
সে সুর-লহরী বহু দূরাগত,
বীণায় মূর্চ্ছনা প্রায়।
মুগ্ধজীবের মানসের তারে,
পরশ বুলায়ে যায়॥
মায়াবিনী জানে কুহক মন্ত্র,
গাহে কুহেলি'র গান।
(তার) সুপ্ত-চেতন বিবশ-হৃদয়
তারে নিবেদয় প্রাণ॥
প্রেয়ঃ দেবী ডাকে, হে জগদ্‌বাসি!
এস সবে এস হেথা।
কোমল এ পথ কুসুম-খচিত,
নাই কোনো কঠোরতা॥
মধুময়ী এই ভোগ্যা ধরণী,
এ পথে আসিলে পাবে।
ভোগ-প্রবাহিনী সুন্দর ধরা,
তব করগত হবে॥
মায়াধনরাজি বিছায়ে হেথায়,
যার যত সাধ্য লয়।
এস সবে ওগো কামিজনগণ,
লহ' লহ' সঞ্চয়॥
চাতুরীবচনে মোহিত মানব,
যোগেনা বুঝন-ছলা।
ধায় মহাবেগে প্রদর্শিত পথে,
মাথায় বরণ-ডালা॥
(হায়) বরিল যাহার সুখেরি ভুবায়,
যে মালা লইল তুলে।
কুসুম-পেলব নহে সে পরশ,
(যেন) ফণিনী বেড়িল গলে॥
কোথা এবে সেই সুখের স্বপন?
গোলাপী অলীক লেখা।
হৃদয়ে জ্বালিয়া বাসনার শিখা,
(তায়) লুকা'ল সর্ব্বনাশা॥
প্রভাত অরুণ নবীন সোহাগে,
যে আশা দেখিল জাগি'।
নিরাশা নিবিড় রজনী তিমিরে
সকলি কি হ'ল ফাঁকি?
মরুভূমি মাঝে মরীচিকা যথা
ভুলায় পথিকে নিতি।
প্রেয়ঃ পথিকের দশাও তেমতি—
বঞ্চনা—প্রেয়ের রীতি॥
হৃদয়ে ছিনায়ে আকুল পরাণ,
তৃঃখ-জলধির মাঝে।
আর তাহাকে নাহি শক্তি কোনো,
কে গো উদ্ধারিবে কবে॥
প্রেয়ের পথে শান্তি নাহি মিলে,
নাই সেথা তৃষ্ণা-বিরতি।
বন্যার গিরি-নদীর সম
রাখে শুধু ভোগের ভোগবতী॥

শ্রীধাম প্রকাশ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী)

যেখানে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু স্বয়ং স্বীয় পার্ষদগণ-সহ লীলাবিলাস করেন, তাহাই শ্রীধাম। শ্রীধাম গুণাতীত, মায়াতীত, কুণ্ঠা-ধর্ম্মবিহীন, বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব। মায়িক জীব কখনও ধাম দর্শন করিতে সমর্থ নহে। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ধামবাস হয় না। বদ্ধ অবস্থায় ধামবাসে ধামাপরাধ অনিবার্য্য। তবে মুক্ত পুরুষের আনুগত্যে ধামবাসের যোগ্যতা আসিতে পারে, কারণ তাঁহার কৃপায় ধামাপরাধ উপস্থিত হইবার অবকাশই হয় না।

বিশুদ্ধসত্ত্ব স্থান হইতে বৈকুণ্ঠধাম প্রকাশ পায়। 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' শব্দে বস্তুতঃ

প্রকাশ লক্ষণযুক্ত ভগবৎস্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষকে ধর্ম হয়। এই বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাও স্বরূপ-শক্তাত্মক।

প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসমূহ জীবেরই, ঈশ্বরের নহে। যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণ সমূহ বিদ্যমান সেই ঈশ্বরে ও তদ্ভক্তে প্রাকৃত গুণ থাকে না, থাকিতে পারে না। সেইপ্রকার নিখিল শুদ্ধ সত্ত্বের বিহারস্থলী নিগুণ কুণ্ঠাধর্ম-রহিত স্বতঃ-প্রকাশ বা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব শ্রীধাম।

প্রাকৃত মৈচ্ছ মনের চেষ্টায় ধাম দর্শন হয় না। অনেক সময় ধামকে গ্রাম-সাম্যে স্থান দিয়া বা গ্রাম অপেক্ষা ধামে কুদুষ্ট আরোপ করিয়া (খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা,স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি ধামাপেক্ষা গ্রামেই ভাল বিচারে) বিবর্ত বুদ্ধিতে নিরয়গামী হইতে হয়। ধামের সঙ্গে গ্রামের তুলনাই হয় না। গ্রামে বদ্ধজীবগণ গ্রামাসুখ বিষয় ভোগ করিতে থাকে, আর ধামে মুক্ত পুরুষগণ গ্রাম্য সুখকে অতি তুচ্ছ ও হেয় মনে করিয়া বিদায় দিয়া নিরন্তর ধামসেবায় নিযুক্ত আছেন।

ধাম প্রকাশ করেন স্বয়ংভগবান্ এবং ভগবদাদেশে তাঁহার নিজ ভৃত্য জন। যেমন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে ও নির্দেশে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার মনোভীষ্ট জন বৈষ্ণব-সার্বভৌম ও বিদুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে পাঠাইয়া গঙ্গার পূর্বপার শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীধাম-মায়াপুরে স্বীয় আবির্ভাব-স্থলী মহাযোগপীঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যে মায়াপুর হইতে বিষমগুণী বিশ্বসংসারে বিশ্বজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয় ঘোষণা করিতেছেন, সেই মায়াপুর ধাম স্বয়ং প্রকাশিত।

এই ধাম-প্রকাশ-কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা নূতন নূতন ভোগের আড্ডা তৈয়ারের যত্ন করিবেন, তাঁহারা অচিরাৎ দুঃখ দৈন্যে প্রপীড়িত হইয়া উদরান্ন সংস্থানে অপটু হইবেন। ধাম-প্রকাশের চেষ্টা করিয়া ফাঁকি দেওয়া অর্থে আর কতদিন পেটে-পূজা চলিবে?

মুক্তবাক্যের লক্ষণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিদত্ত ভক্তিশাস্ত্রী)

দোষ-চতুষ্টয়-রাহিত্যই মুক্তবাক্যের লক্ষণ বা বিশেষত্ব। দোষ চারিটি, যথা,—

(১) ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান,অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে, তৎ সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান; যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, ইতর কথা, বিষয়-কথাতে হরিকথা ভ্রম, যাত্রা, নাটক, চপ ও তামাক সজিকাদি সেবা-সেবিগণের হরিকীর্ত্তন নামক আমোদ প্রমোদকে বাস্তব সংকীর্ত্তন বলিয়া এতদ্রূপ ভ্রম। মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের দোহাই দিয়া এই ভ্রমটী দেশময় সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে।

(২) প্রমাদ—অনবধানতা; অর্থাৎ এক কথা অন্য প্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা। বর্ত্তমানকাল কলিতে দৈন্যহীনাবস্থায় প্রমাদ পদে পদে উপস্থিত হয়। আমরা বদ্ধজীবকুল মনের যেখানে বিবিধ ধারণায় উপস্থিত হই, প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের রুচিদায়ক না হইলে কোন কথাও অবধানতার সহিত শ্রবণ করি না বা বলি না। যাহা অনবধানতা-বশতঃ শ্রবণে অপূর্ণ থাকে, তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় থাকে না, যদিও বা আংশিক উপলব্ধি হয়, তাহা অনেক স্থলে বিপরীত ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। যেমন বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আচার্য্যগণের শাস্ত্রের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রয়োগকালে আমরা অনবধানতা বশতঃ যাহা শ্রবণ করি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা যেন শুধু আমাকেই গালাগালি দিতেছেন।

(৩) বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা, চিত্তের অত্যন্ত বিক্ষেপ। অর্থাৎ মনে অপস্বার্থ-প্রণোদিত কোন বিষয়-সিদ্ধির বাসনা লইয়া কপটতা পূর্ব্বক লোক-সমাজে নিঃস্বার্থ বলিয়া পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা। এই প্রকার বঞ্চনেচ্ছা বা বঞ্চনা দ্বারা বঞ্চিত হইয়া মনুষ্যসমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। কেহ ভাগবত পড়েন, কেহ মন্ত্র দেন, কেহ ঠাকুর দেখান, উদ্দেশ্য অর্থ লাভ। অর্থলোভীর কাছে পরমার্থ থাকে না। পরমার্থ দান করিবার অহঙ্কারটাই বঞ্চকদিগের স্বাভাবিক বৃত্তি—বিপ্রলিপ্সা।

(৪) করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা; যথা—চক্ষুর দূরদর্শন-রাহিত্য সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শন-রাহিত্য, কামলাদি রোগে বর্ণ (রূপ)-জ্ঞানের বিপর্য্যয়, অদূরবর্ত্তী শব্দ শ্রবণে অক্ষমতা।

উল্লিখিত দোষচতুষ্টয় যে বাক্যে নাই, তাহাই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা মুক্ত বাক্যের লক্ষণ। এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা মুক্ত বাক্য শ্রবণে জীবের বন্ধদশা নষ্ট হয়। তৎপর সেই মুক্তজনই পুনরায় দোষচতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বয়ংই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা মুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হন।

যাঁহারা শুশ্রূষু হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আদৌ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা কখনই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহাদের যাবতীয় বাণীই অমুক্ত অর্থাৎ গোঁজামিল দেওয়া স্বকপোল-কল্পিত কুযুক্তি বা কুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ প্রলাপমাত্র। তাহার প্রমাণ, এত ভাগবত শ্রবণ করিয়া, এত কীর্ত্তন শুনিয়া আমাদের চিত্ত হরিতে আকৃষ্ট না হইয়া মায়াকৃষ্টই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং দোষচতুষ্টয়যুক্ত বাক্য মুক্তবাক্যের কোন অংশও নহে।

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।

শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরা বিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মহাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্র প্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন,অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায় বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুসরণ যোগ্য হওয়ার আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মহাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরধন, পরের সম্পত্তি এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈরাগ্য-বৃত্তিগণেরাই মহাচার্য্যদের ছলে নানাবিধ পাপ কার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্থ-লালসায় পাকে চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কুটুম্ব সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। আচার্য্য-দিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ প্রদান ও উপকার দ্বারা আত্মবৎ ব্যবহার করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র ও [illegible] তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন; অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা সামান্য ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকলপ্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র অবশ্যই থাকিতে হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষরূপে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন প্রকার দোষ, দেখা যায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

কতকগুলি ভেকধারীর দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব মাত্রেই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ [illegible]। কেন না, সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অবস্থান করিতে না পারিলে ভেকধারীর [illegible] পবিত্র-ভাব থাকে না। অতএব [illegible] বৈষ্ণব-সংখ্যা থাকিলে অবশ্যই [illegible] করিতে হইবে যে কলির কোন প্রকার দুষ্ট কার্য্য উহাতে আছে। আর কোন ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ-কালে অধিকার বিচার করা হয় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাতই আর কি হইতে পারে। এবিষয়ে সাধারণের একটু মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব [illegible] হয় না।

—(সজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বিশ্ব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যায় অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সম্বাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সম্প্রতি একটী বৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্মোহন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপারমার্থিক, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাঙ্ক প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

( ) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজমোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবিকায়ানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

নূতন বিজ্ঞপ্তি

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—তটস্থ জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবরজ্ঞানের ভেদ—শ্রীবেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈদান্তিক ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতায় প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভূমিকা, সূচী, কথামালা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য জীবন ও আনন্দ সাম্যক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পৃষ্ঠায় পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসজ্জনপথ [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বর্জ্জন আতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সাধন ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

চৈতন্যমঙ্গল;

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (লোকতোষকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ঔ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের আদিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নামে উল্লেখ করা হইল। অশীতি লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সকলপ্রকারের কাসরোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ অঞ্জন:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীব পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—প্রভৃতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বেদোক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশ্বরসন্দর্ভ, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামীশাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। ইহার সুবিস্তৃত সূচী, বর্ণমালার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আধাবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় যথাক্রমে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংস্কারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় সাধনসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ॥৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ড্রেং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটিকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাসরোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটিকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটিকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্ররঞ্জন সুর্মা:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আত্ম-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহদর্শনে—জিজ্ঞাসার সুমীমাংসা

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥'

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণ সাধু-উপদেশ-দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের এই উপদেশটী বহুবার শ্রবণপথগত হইলেও আমার ন্যায় বদ্ধজীবের অন্যাভিলাষ ও বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করত সৎসঙ্গে সাধুমুখে ভুবনমঙ্গল হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ খুব কমই ঘটিয়া থাকে। বিষয়াভিনিবিষ্ট মন যে অতি জঞ্জাল, তাহা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকা-কালে আমাদিগকে বুঝিয়া উঠিতে দেয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণ-রসায়ন অতীন্দ্রিয় বাণী শ্রবণ করিতে করিতে যখন আমাদের হৃদয়ের অভ্ররাশি বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকে, তখনই সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আকর্ষণ উপলব্ধি করত সাধুগুরুমুখে তাঁহারই বার্ত্তা শ্রবণে জীবের রুচি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

জানি না, কত জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুঞ্জীভূত-সুকৃতিফলে গত ১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক সম্মিলনীর সভায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থিত সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। নাট্যমন্দিরটী শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া তিলধারণের স্থান না থাকিলেও, সকলেই কিন্তু নিস্তব্ধভাবে ও আবিষ্টচিত্তে ভারতী মহারাজের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছিলেন। উক্ত নাট্যমন্দিরের উপরছাদে পারমার্থিক-সম্মিলনী সভার অধিবেশন হইতেছিল, সেখানে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেখানেও সমুদায় ছাদটী লোকে লোকারণ্য। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার জন্য বহুদূর হইতে শ্রোতৃ-মহোদয়গণ আগত হইয়াছেন। আমরা বহু জন্ম-জন্মান্তর এই অচৈতন্য রাজ্যে অচৈতন্যবাণী-শ্রবণেই অভ্যস্ত হইয়া আছি এবং তাহাতেই আমাদের আসক্তি অধিক। অতিমর্ত্ত্য শ্রীল প্রভুপাদের সেই সমস্ত চৈতন্যবাণী শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করত তাঁহাদিগকে যেন এক অতিবিস্ময়ের রাজ্যে উপনীত করায়, তাঁহারা তন্ময়চিত্তে নিস্পন্দভাবে ঐসকল কথামৃত শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারে অনর্গল পান করত অতৃপ্তি বিজ্ঞাপনদ্বারা অধিকতরভাবে শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন, দেখিলাম।

ইতঃপূর্ব্বে ছয় দিবস সম্বন্ধ ও অভিধেয়-তত্ত্বের প্রসঙ্গালোচনা সমাধা করিয়া সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই আলোচনার যথাযথ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে পারি, এইরূপ শক্তি আমার নাই। তবে পাঠকমহোদয়গণের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ আভাস-মাত্র দিতে হইল।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ,—এই যে চারিপ্রকার আপবর্গিক ধর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা জীবের কোনপ্রকার নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ ও একমাত্র 'প্রয়োজন', ইহা তিনি বুঝাইয়া দিতেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রয়োজন-তত্ত্ব; তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন; ইহা ব্যতীত আর যে কিছু ধর্ম্ম আছে, তাহা জীবের নৈসর্গিক ও অনিত্য ধর্ম্ম। সেই কৃষ্ণপ্রেমার অভাবেই জীবের কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়-সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমেরই বশ। সেই প্রেম চিন্ময় বস্তু, আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয়। সাধনাবস্থায় যাহার নাম 'সাধন-ভক্তি', সিদ্ধাবস্থায় তাহারই নাম 'প্রেম-ভক্তি'।

জ্ঞান-কর্ম্মশূন্যা কৃষ্ণভক্তিই জীবের প্রয়োজন এবং সেই 'প্রয়োজন'সিদ্ধির উপায় বলিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ হইতে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥'—এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, অন্যাভিলাষশূন্যতা, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধে অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধাভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়—কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তিফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তিফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি, তাহাই উত্তমা, তাহা অবলম্বন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। ভক্তি-মার্গে প্রেমধর্ম্মানুশীলন ব্যতীত অন্যান্য ইতর-ধর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিগণ যে কখন পরশান্তি-লাভে সমর্থ হন না, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাক্য উদ্ধার করিয়া তিনি বলিলেন যে, একমাত্র "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত' ॥"

উপরি উক্ত প্রকার প্রসঙ্গ বলিতে থাকা-কালে শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে কোন এক মহাত্মা শ্রীল প্রভুপাদকে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উপস্থিত আলোচনা-সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটী অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রশ্নটীর যে যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস সাধারণের গোচরীভূত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রশ্নটী ছিল,—এই মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীবিগ্রহ 'তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী' না হইয়া 'শ্বেতবর্ণা'-রূপে হইয়াছেন কেন? ইহা কি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, না গৌড়ীয় মঠের কল্পিত?

রাত্রি অধিক হওয়ায় 'প্রয়োজন-তত্ত্বের' আলোচনা সেদিনকার মত স্থগিত রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত-প্রশ্নের উত্তরপ্রদানমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রপঞ্চে আবির্ভাবের কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া বহু বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করিলেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট তিনটী কারণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল দামোদরস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়া গিয়াছেন, যথা 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥' এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, তাঁহার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, ঐ মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়, এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মায়। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও নিত্য বিলাস করিবার ইচ্ছায় রাধাকৃষ্ণ—নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই পরতত্ত্ব মিথুন একই স্বরূপে শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শচী গর্ভ-সিন্ধুতে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই সকলে শ্রীগৌরসুন্দরকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে তিনটী শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা ও রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকটিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের শ্যামবর্ণ, শ্রীমতীর শ্রীবিগ্রহের শ্বেতবর্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ। শ্রীমতী রাধিকার 'তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ' থাকায় কোন বাধা নাই, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার (শ্রীমতীর) অঙ্গকান্তি হরণ করিয়া স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীমতীর 'তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ' অপহৃত হওয়ায় তিনি বৈবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া শ্বেতবর্ণরূপে প্রকটিতা হইয়াছেন। তাই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকটিত থাকায়, শ্রীমতীর শ্রীবিগ্রহ শ্বেতবর্ণারূপে প্রকটিতা হইয়া আছেন। অতএব ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তসঙ্গতই হইয়াছে এবং ইহা গৌড়ীয় মঠের কল্পিত শ্রীবিগ্রহ নহেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার হৃদয়েশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরসম্বন্ধে যখন ঐ সকল কথা আলোচনা করিতেছিলেন, তখন প্রেমবিহ্বল ছল-ছল-নেত্রে-গদগদ-ভাবে যেন তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া যাইতেছিল, তিনি অতিকষ্টে হৃদয়ের ভাব সম্বরণপূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের পরম-মঙ্গলের কথা শাস্ত্রসিদ্ধান্তমুখে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আচার্য্যপ্রবরের ঐ সমস্ত নিরপেক্ষ সৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণে অনেকেরই হৃদয় সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আমাদের অনেকেরই উপরি উক্তপ্রকার নিরপেক্ষ সুসিদ্ধান্ত সাধুমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাই আজ 'বাণীহট্টে' শুদ্ধা সরস্বতীর চৈতন্যবাণী-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ আর ধরে না। সভা-ভঙ্গে সকলেই পরমোল্লাসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নাট্যমন্দিরের উপর-ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন

গৌড়ীয় বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত বাচস্পতি)

মায়াবাদী সম্প্রদায় অদ্বয়ব্রহ্মে দ্বিবিধ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দ্বিবিধ; সগুণ ব্রহ্মই সোপাধি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও জগৎকারণ। উপাধি বা বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়া যে ব্রহ্মের পরিচয়, তাহা বেদোদ্দিষ্ট আদ্য ব্রহ্ম নহেন পরন্তু কেবলমাত্র সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ, চিন্মাত্র নির্গুণ পরব্রহ্মই বেদোদ্দিষ্ট ব্রহ্ম।

মায়াবাদীর এবম্বিধ স্বকপোলকল্পিত শ্রীজনস্থলত সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয়

দার্শনিকগণ বলেন যে, সকল বেদশাস্ত্রেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সগুণ নিগুর্ণভেদ মায়াবাদীর কল্পনামাত্র।

বেদশাস্ত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সেই ব্রহ্ম চিদানন্দ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ স্বরূপ এবং জগতের অদ্বিতীয় কারণ। একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে, সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হয়। একমাত্র ব্রহ্মই সকল বেদে তাদৃশ বলিয়া উক্ত হয়েন। বেদানুগ স্মৃতিরাজ গীতাতেও ইহা কথিত হইয়াছে, যথা :—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! এই দৃশ্যমান্ জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ বস্তু ; আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।" সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে যদি কোন প্রকার বাস্তব ভেদ থাকিত তাহা হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ বলিতে পারিতেন যে আমার এই কৃষ্ণ স্বরূপাপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে, সুতরাং গীতার এই বাক্যেই মায়াবাদীর এক স্বরূপ পরব্রহ্মে নির্গুণ, সগুণ রূপ কল্পনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মায়ামোহিত মায়াবাদী সম্প্রদায় অদ্বয়-ব্রহ্মে নির্গুণ-সগুণ-ভেদ কল্পনা করিয়া সগুণ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব এবং নির্গুণ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব পরিকল্পনা করিয়াছেন ; তাঁহার প্রতিপক্ষে অধুনা, স্পষ্টাভিধানে নির্গুণ ব্রহ্মেরই শব্দবাচ্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে, কাঠকাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে একই বলা হইয়াছে, উক্ত শ্রুতি অবলম্বনে গৌড়ীয় দার্শনিকগণ বলেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি। নির্গুণস্ত শ্রুত্যুক্তবাচ্য বাক্য এব সঃ। নহ্যশব্দঃ শ্রূয়েত।" অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাণিমাত্রেরই অন্তর্হৃদয়ে কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় গূঢ়ভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তন্নিবন্ধন তাঁহার কোন পরিচ্ছেদ নাই। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল প্রভৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তত্ত্বাদি অন্তরে পরিব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, তিনি সকল পাপ, পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ ; তিনি নিরবচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানময় বিগ্রহ। তিনি শুদ্ধ ও নির্গুণ, তাঁহাতে মায়ার গুণত্রয়ের সম্পর্কমাত্র নাই। ফলতঃ সেই ব্রহ্মই যখন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, তখন নির্গুণ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বে কোন বাধা হইতেছে না। অবাচ্য বস্তু কখনই শ্রুতির বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মই শব্দবাচ্য। যাহা শব্দবাচ্য তাহা কখনও অবস্তু হইতে পারে না, ব্রহ্ম যখন বস্তু (ইহা মায়াবাদী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন) তখন তিনি শব্দবাচ্য। তবে তিনি মায়িক শব্দের বিষয়ীভূত না হইলেও অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠশব্দের প্রপঞ্চাবতরণ ব্যাপার লক্ষ্য করিতে না পাইয়া শব্দমাত্রকেই মায়াধীন জানে, ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব কল্পনা করেন এবং শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে সবল ব্রহ্ম বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং শব্দাবাচ্য ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম অবরজ্ঞানে এইরূপ ভেদ কল্পনা করেন, তাহা তাঁহাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র।

গুরু ও শিষ্য

৩। ধর্ম্মান্তরের উদয়

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

গুরু—বৎস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রসমূহে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ত্রিবিধ সাধকেরই অধিকার আছে। কিন্তু মহাজনগণ সেই সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থের যে টীকা টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা ভারবাহী সাধারণ ব্যক্তিগণের চিত্ত যাহাতে ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয় এবং কোমলশ্রদ্ধগণের যাহাতে উত্তরোত্তর মঙ্গল লাভ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিয়াছেন। টীকা টিপ্পনীকারেরা সারগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভারবাহী ও কোমলশ্রদ্ধ জনগণের প্রতি যত্নের দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য মধ্যমাধিকারীর প্রতি করেন নাই। মহাজনগণের পরোক্ষবাদাদি পাঠে এ বিষয় সহজেই বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং বালস্বভাবতুল্য অজ্ঞ, অশান্ত ও কোমল-শ্রদ্ধগণের অনুশাসনস্বরূপ। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রকার মহাজনগণও তদ্রূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে মহাজনগণ পরোক্ষবাদের কল্পনা না করিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিবৃত করিলে, উদ্দ্বারা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারী সকল শ্রেণীর লোকেরই ত' উপকার হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইত না, বিচারশক্তিহীন সাধারণ ও কোমলশ্রদ্ধ জনগণের সংখ্যাই অধিক, সেই অধিক সংখ্যক লোকে শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে অপারক হইত। মধ্যমাধিকারীর স্বাধীন বিচারশক্তির উদয় হয়, সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন।

তবে এস্থলে একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। সাধারণ ও কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপযোগী টীকা, টিপ্পনী ও পরোক্ষবাদ দৃষ্টি করিয়া, অনেকে সহসা হতশ্রদ্ধ হইয়া বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনাপূর্ব্বক তাৎপর্য্য অন্বেষ করিয়া থাকেন। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে, তাহারা, হয় কোন বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, অথবা তদ্রূপ কোন ধর্ম্মান্তরের সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। এইরূপে বিভিন্ন উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে উদয় হইয়াছে।

ইহাতে দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্বমহাজনকৃত অনেক পরিশ্রমজাত অধিকার হইতে অধিকারান্তর গমনোপযোগী সম্যক্ সোপান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরর্থক কালক্ষেপজনক সোপানান্তর গঠিত হয়। মধ্যমাধিকারীর মঙ্গলের জন্য মহাজনগণ যদি শাস্ত্রবিচার পৃথক্ টীকাটিপ্পনী দ্বারা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে ভারতে উপর্যুক্ত অনর্থ প্রবেশ করিতে পারিত না সত্য, কিন্তু তদ্রূপ করিলে অধিক সংখ্যক সাধারণ ও কনিষ্ঠাধিকারী তাহা পাঠে অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইত এবং নিত্যকালের জন্য অমঙ্গল বরণ করিত। তজ্জন্য মহাজনগণ তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন।

বৎস, অসিদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্মান্তরের কল্পনা একটি মহদনর্থ। মহাজনগণের উপদেশানুসারে সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইলে, বিভিন্ন উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের অবস্থানগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং জগতে এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লব দর্শনে হৃদয়ে বাস্তবিকই নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়। তুমি ঐ সকল হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেব ও ভক্তগণের অনুগত থাকিলে, তোমার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

জয়দেব

অপ্রাকৃত কাব্য বনে,
মাধবের লীলাঙ্গনে,
নব হৃদয়-বিভল,
চিরবসন্ত-কোকিল,
তুমি জয়দেব!
তব নিত্য সেবা প্রাণধন,
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন,
তোমার পরশ পারে,
ফুল ফোটে কুঞ্জবনে,
থরে থরে অর্ঘ্য ভরে॥
হরিপদ-সরোজের
মধুমত্ত মধুকর
তুমি জয়দেব!
তব বাণীর ঝঙ্কারে,
যমুনা বহে হর্ষভরে,
উছসি উঠে কলস্বরে॥
কৃষ্ণবদন-শশীর,
সুধা পিয়াসী চকোর,
তুমি জয়দেব!
হরি চিদ্ঘন সুন্দর,
নবশ্যাম জলধর,
তুমি তৃষিত চাতক,
ভক্ত রসিক প্রেমিক,
কবি জয়দেব!
শুভ্র কবিতা-চন্দনে,
ব্রজ-বিপিন-প্রসূনে,
রচ মালা সযতনে,
হে মালিকা-রচনতৎপর!
ওহে নিত্য মালাকর!
শ্রীরাধা মাধবের॥
দেব জয়দেব!
তুমি কবি-কুল-তিলক,
অপ্রাকৃত প্রেম-রসিক,
ভকত-সমাজ-আলোক,
জয় জয়দেব!
তব বৈতালিক গান,
তোষে রাধাকৃষ্ণ-প্রাণ,
তার নিত্য শোভা রয়!
সেতো গোলোকবৈভব॥
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান—
এযে সত্য ধ্রুব!
প্রাকৃতের ছায়া কভু নারে স্পর্শিবারে—
প্রেমগীতি তব!
কবি জয়দেব! জয় জয় তব!
আজি রঙ্গালয়ে চিত্রশালিকায়,
জড়গন্ধময় গীতিকায়
বর্ণে তব কাব্য, কবিতায়,
হায় হায়! বিষম দুর্দ্দৈব!
প্রাকৃত উপমা যোগ্য নহে কাব্য তব।
কর কৃপা অবোধেরে;
তুমি ভাকো প্রভু পদ!
নমো নমো জয়দেব॥
দাস।

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১৯২৮নং খতিয়ানে -৩৩ জমীর জমা ২৷০ মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

১৫৫৩ মণিজারী ৩০ দাবী ৮২৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুল মল্লিক দিঃ সাং সোণাভুলা পোঃ বাজালঝি

১। কোতয়ালী থানায় সোণাডুলা গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৪৯৮নং খতিয়ানে ১৯৪ একর জমীর রায়তিস্থিতিবান জমা ১৩৩ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১৫

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১৩৯১ নং খতিয়ানে -২০ শতক জমীর জমা ১৷০ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১৩৮৯ মণিজারী ৩০, দাবী ৩৮৷৶৬

ডিঃ ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং আস্তিপুর

দেঃ অঘোর শিকারী সাং দিগনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায়, হাঁসখালী গ্রামে শ্রীমন্মথ পালচৌধুরীর অধীন ৩৯নং খতিয়ানে ৩০১ জমীর রায়তিস্থিতিবান জমা ৩৸৶০ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে শ্রীপঞ্চু মণ্ডলের অধীন ৩২৬নং খতিয়ানে ৩-৯ কোর্ফা জমীর জমা ১২৷৷০ মূল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

১৪৯০ মণিজারী ৩০ দাবী ৫২৫৷৩

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালখালী

দেঃ রাজবল্লভ বিশ্বাস দিং সাং পুঁটিমারী পোঃ হাটচাপড়া

১। চাপড়া থানার পুঁটিমারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৫০নং খতিয়ানে ১৪-৫৫ উটবন্দী জমি দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ৭০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৭৯৭ খতিয়ানে ৩-৫৮ জমীর জমা ১৭৸০ ষোল আনা মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৬ খতিয়ানে ১১-২৩ জমীর জমা ৩৪৷৷৶৬ দেঃ ৷০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৯নং খতিয়ানে -৫৩ জমীর জমা ৪/৭ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৪৯৯ মণিজারী ৩০ দাবী ১১৩৷৩

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সাং পাথুরিয়া

দেঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং পাথুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার কালীগঞ্জ গ্রামে শ্রীযোগেশ সান্যাল দিং অধীন ১১০নং খতিয়ানে ৯১ জমীর জমা ১৸৶৩ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

৮৮৬ মণিজারী ৩০ দাবী ৫৮৸০

ডিঃ ভোলানাথ কর্ম্মকার সাং মহেশনগর

দেঃ জহরৎ দফাদার সাং মহেশনগর পোঃ হাটচাপড়া থানা চাপড়া

চাপড়া থানার মহেশনগর গ্রামে শ্রীশশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর অধীন ১৭নং খতিয়ানে ১০-৪৭ জমীর রায়তি স্থিতিবান্ জমা ১১৲ দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

১১০৮ মণিজারী ৩০ দাবী ৬৭৶৯

ডিঃ ত্রিগুণ প্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ শ্রীমতী যশোদা বিবি সাং চাল কে-তুলবেড়িয়া পোঃ বেথুয়াডহরী থানা নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার গোপালপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩১নং খতিয়ানে ৩-৯৫ জমীর কনভা সনমতে জমা ৭৷৷৶৯ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

১৩৮৭ মণিজারী ৩০ দাবী ৪:৸৶৬

ডিঃ বিষ্ণুপদ হালদার সাং কলিঙ্গা

দেঃ দরবারি মণ্ডল সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানার ইছাপুর গ্রামে শ্রীআশুতোষ হালদারের অধীন ৬নং খতিয়ানে অধীন ২১নং ধৎভুক্ত ১০-৮৯ জমীর কনভারসনমতে জমা ১৯৶৯ দেঃ ৶০ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১৪৭০ মণিজারী ৩০ দাবী ১৩৩/০

ডিঃ তিলকপুর মাঝেরপাড়া কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং তিলকপুর

দেঃ অশ্বিনী মণ্ডল সাং তিলকপুর পোঃ মহৎপুর

১। চাপড়া থানার তিলকপুর গ্রামে শ্রীমন্মথপাল চৌধুরীর অধীন ২৬৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ২৬৮৫।১২৫৩।১২৫১ ২৬৮৬ খতিয়ানভুক্ত ১০-১২ জমির রায়তি মোকররী জমা ১৫৸১১ দেঃ একতৃতীয়াংশ তাহার অর্দ্ধাংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬৮৭ ও অধীন ২৬৬৪।১, খতিয়ানে -১২ জমীর মোকররি জমা দেঃ ৷০ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৩। চাপড়া থানার মহৎপুর গ্রামে শ্রীমন্মথ পালচৌধুরীর অধীন ৩২০৯ নং খতিয়ানে ১-৯৪ জমীর জমা ২৷৶১০ দেঃ একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ৫

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩২০৭ খতিয়ানে উটবন্দী ৩-৯৩ জমীর পালিয়ানা জমা ১৶০ নিরিখ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬৮২ খতিয়ানে উটবন্দী ১-৮৫ জমী পালিয়ানা জমা ১৷১০ নিরিখে দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২৭৭ খতিয়ানে উটবন্দী ৩-৫৭ জমীর জমা ১৷০ দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১৫৫২ মণিজারী ৩০ দাবী ১৩৫৷৷৶৯

ডিঃ শ্রীযোগেশ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্রীশিবচন্দ্র বিশ্বাস সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার চৌগাছা গ্রামে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু দিং ১০৮৭ নং ও মৃত কালাচাঁদ বিশ্বাসের ১১০৯ নং খতিয়ানের অধীন দেঃ ১১১৫ ধৎভুক্ত ২-৯৪ জমীর কোর্ফা জমা ১১৷০ দেঃ ৷৷০ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

২। কৃষ্ণগঞ্জের থানার চৌগাছা গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস দিং ৫৯২নং ও ৬৪১ নং মৃত জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস দিং ২৮৩নং ধৎভুক্ত -২৮ জমির কোর্ফা জমা ৩৲ দেঃ ৷০ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১৫৮২ মণিজারী ৩০ দাবী ২৩৩৲৩

ডিঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ সাং দুর্গাপুর

দেঃ শ্রীআনি সেখ দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ মাজদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানার দুর্গাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ অধীন ৬৭৯ খতিয়ানে -৫৪ জমীর জমা ১/০

দেঃ ষোল অংশ, মূল্য আঃ ৩৫৲

২। কৃষ্ণগঞ্জ থানার দুর্গাপুর গ্রামে বিশু সেখ দিং অধীন ৪১৭.১ খতিয়ানে -১২ জমীর জমা ৸৶১০ দক্ষিণদ্বারী খড়ুয়া ঘর ২ খানা অন্যান্য আকর আওলাত সহ দেঃ ষোল আনা অংশ, আঃ ১০৲

(৭)

১৬১৮ মণিজারী ৩০ দাবী ২১৫৷৶৩

ডিঃ শ্রীমুরারীমোহন রায় সাং কেথরি

দেঃ শ্রীনিতাই মণ্ডল দিং সাং মোটা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

নাকাশীপাড়া থানার মোটা গ্রামে শ্রীযুক্ত কামাইলাল সিংহ অধীন ৬০৮ খতিয়ানে ২-৪ জমীর উটবন্দি জমা প্রতিবিঘা আউশ ১৲ টাকা বাস্তু ৫৷৶ টাকা উদ্‌বাস্তু ২৸০ টাকা ভিটে ১৷৶০ দেঃ ৷০ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৮৯ নং খতিয়ানে উটবন্দি ১-৭৩ জমীর জমা প্রতিবিঘা আউশ ১৲ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১২৷৷০

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে নিতাই সিংহের অধীন ৯৪০নং খতিয়ানে উটবন্দী ১-২৬ জমীর জমা প্রতি বিঘা ১৲ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে কানাই লাল সিংহ রায় অধীন ৬০৯ খতিয়ানে ৪-৯৯ জমীর স্থিতিবান জমা ১৭৶৫ দেঃ ৷০ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

৪৯১ বাংজারী ৩০ দাবী ১৫৮৸৶০

ডিঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ শ্রীমকবুল মণ্ডল দিং সাং পায়রাডাঙ্গা পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২১৯নং খতিয়ানে ৩০-২৭ জমীর রায়তিস্থিতিবান্ জমা ৩৪৷৷১০ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

৯৯২ বাংজারী ৩০ দাবী ৬৩৸৶৬

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী দিং সাং আমিনবাজার

দেঃ উত্তম বেওয়া সাং বাজালঝি পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার বাজালঝি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬৫০ ও ২৯৪ খতিয়ানে ৩।২৸৶ বিঘা উটবন্দী জমীর কাত বাস্তু ২৷০ নাল ১০ টাকা ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

(১০)

১০০০ বাংজারী ৩০ দাবী ৮৫৷৩

ডিঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ জমতী বিবি সাং বাজালঝি পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার বাজালঝি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪১ খতিয়ানে দখলীস্বত্ব নিরিখে ১৬-৪৬ জমী ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১০৪৫ বাংজারী ৩০ দাবী ৭৯৸৶৬

ডিঃ শ্রীবদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর

দেঃ সামসুদ্দীন বিশ্বাস দিং সাং শ্যামনগর পোঃ মাঝদিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানার শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৩৩৫—৩৪৩ নং খতিয়ানে ৪-২৬ জমীর জমা ১১৲১০ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ৩০৲

(১২)

১১১০ বাংজারী ৩০ দাবী ১৮৲৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ পঞ্চানন দে সাং তেলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার আলগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১১নং খতিয়ানে ‑৩১ এর চাষী জমী দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১১৬২ খাংজারী ৩০ দাবী ২৫৸৵০

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ শ্রীমতী পাচুবালা দাসী সাং তিলকপাড়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩১৫২ নং খতিয়ানে ৫/৪৷৵ বিঘা জমীর কনজারেশনমতে জমা ৫৷৶১৫ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১১৮০ খাংজারী ৩০ দাবী ২৬/৫

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কমলাবী দফাদার সাং মহেশনগর পোঃ বাজালখি থানা চাপড়া

চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬৬২ নং খতিয়ানে ৪-৫৭ জমীর জমা ৮৸৵৫ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

১১৯০ খাংজারী ৩০ দাবী ৩০৮৸৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ নিতাই ঘোষ দিঃ সাং কাকু হুদা পোঃ বাজালখি থা । চাপড়া

চাপড়া থানার বাজ খি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২৮৭ খতিয়ানে ১৫-৪৪ জমীর কনজারেশনমতে জমা ৫৭৷৵০ মূল্য আঃ ৬৫০৲

(১৬)

১২০৭ খাংজারী ৩০ দাবী ১২৷৵৬

ডিঃ নৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ গোলামসেখ সাং বেথুয়াডহরী পোঃ ও থানা নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার খিদিরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৯ খতিয়ানে ‑৬৬ উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ২৲

(১৭)

১২০৯ খাংজারী ৩০ দাবী ১২৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ এলাবানী মল্লিক সাং হরনগর পোঃ ও থানা নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার হরনগর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬১১ নং খতিয়ানে /৩ কাঠা জমীর মূল্য আঃ ৩৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন দিং খতিয়ানে ১ একর উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ২৲

(১৮)

১২১৯ খাংজারী ৩০ দাবী ৬৬৵৯

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী দিং সাং বোয়ালমারী

দেঃ মেহের বিশ্বাস দিং সাং মাদিয়া-বীণচন্দ্রপুর পোঃ বাজালখি থানা চাপড়া

চাপড়া থানার মাদিয়া বীণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭নং খতিয়ানে ১৪-৬৩ জমীর জমা ১৫৲ মূল্য আঃ ৩০৲

(১৯)

১২৬০ খাংজারী ৩০ দাবী ৬০৩৲

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ মতিমণ্ডল দিং সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাজালখি থানা চাপড়া

চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১৫৫।১৫৬।৯১২।৯১৫ খতিয়ানে ৫৷১৵০ বিঘা জমীর কনজারেশনমতে জমা ৭৸৵০ মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১২৬৯ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৫৷৶০

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ কুরমান সেখ কায়কাটা সাং রাজিবপুর পোঃ বাজালখি থানা চাপড়া

১। চাপড়া থানার রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৯নং খতিয়ানে ১-৬৫ উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার গোংরা গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৪২৩ খতিয়ানে ২-২২ উটবন্দী জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১২৭১ খাংজারী ৩০ দাবী ৪৪৸৶৩

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ মেহের মণ্ডল সাং রাজিবপুর পোঃ বাজালখি থানা চাপড়া

চাপড়া থানার রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ৪-১১ উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১২৮৩ খাংজারী ৩০ দাবী ২৮২/৯ পাই

ডিঃ কুমার বরেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং সেওড়াফুলী

দেঃ শ্রীবৈদ্যনাথ পাল দিং সাং যুগপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন যুগপুর গ্রামে পূর্ব্বে বানগরিয়ার সীমানার উত্তর ডিপুটী কালেক্টর বাবু বিজয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রায়বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালের তৈয়ারী ২১২ থাকে ৩১০ দাগের জমি যাহাতে মৃত ধর্ম্মদাস পাল দিং স্বত্বাধিকার ভাবে ও কফুল সেখের অধীনস্থ জোতদার ভাবে দখলিকার অ ছে উত্তর দক্ষিণ থাকে ৩৮৮ দাগে যাহাতে ধর্ম্মদাস পা‧দিগের স্বত্বাধিকার ভাবে ও পাচু বিশ্বাস জোতদার ভাবে দখলিকার পূর্ব্বে ৩৮৯।৩৯০ দাগে যাহাতে ধর্ম্মদাসপাল স্বত্বাধিকার ৩৭৪। ৩৮০।৩৮১।৩৮৩,৩৮৪।৩৮৫।৩৮৬ দাগের জমি যাহাতে ধর্ম্মদাস পাল দিং স্বত্বাধিকার ভাবে দখলিকার আন্দাজ ৬৫/ বিঘা বার্ষিক খাজনা ৪২৷৵১৩ টাকা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

১৩০৮ খাংজারী ৩০ দাবী ১২৫৸৯

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইয়াজদি বিশ্বাস সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৯৭ নং খতিয়ানে ১৯-২৮ জমীর জমা ১৭/৬ পাই মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

১৩১০ খাংজারী ৩০ দাবী ৬০৷৯

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মনোরঞ্জন খৃষ্টান দিং সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের ও জয়দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তার অধীন ১৪৫ নং খতিয়ানে ৭-৬৯ জমী মূল্য আঃ ৪০৲

(২৫)

১৩১২ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৮/৩

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ

দেঃ এরফান মণ্ডল সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদারগণের ও জয়দুর্গা দাসীর অধীন ২৬নং খতিয়ানে ৭ ৩৭ জমীর জমা ৭৵৭ তন্মধ্যস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৲

(২৬)

১৩১৩ খাংজারী ৩০ দাবী ৭৫৷৵৯

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নবাটুদ

দেঃ শ্রীমহেন্দ্র কাটানী দিং সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৪৫ নং ২৪৬ নং খতিয়ানে ৯-৮১ জমীর জমা ১০/৩ তন্মধ্যস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১৩১৪ খাংজারী ৩০ দাবী ৬৬,৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ

দেঃ শ্রীশুকরালী মণ্ডল দিং সাং ভাতগাছি পোঃ হৃদয়পুর

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের দিং অধীন ২৭৯ নং খতিয়ানে ১১-২৬ জমীর জমা ৮৷৯ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৪৪৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৯৷৵৯ পাই

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মৃত পঞ্চানন রায়ের ওয়ারেশ কন্যা পুঁটী বালা দাসী সাং গোটপাড়া শিবতলা পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বকেয়াইন গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬০নং খতিয়ানে ৮-৯৬ জমীর উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৩০৲

(২৯)

১৪৫৩ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৯৶৯ পাই

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীত্রৈলোক্য ঘোষাল সাং সুলতানপুর পোঃ ও থানা নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার সুলতানপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৪২.৪৩ খতিয়ানে ৩-৯৬ জমীর উটবন্দি জমা ১৷০ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১৫৩৯ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৫০৸৵০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা পোঃ হাতীশালা

নাকাশীপাড়া থানার ডিক্রীদারের অধীন রায়বাদি গ্রামে পত্তনি জমা ১০০/৯ পাই মূল্য আঃ ১০০৲

(৩১)

১৫৫৬ খাংজারী ৩০ দাবী ৯১৷৶০

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ শ্রীদেদার মণ্ডল দিং সাং খুবরাগাছি পোঃ হেতনপুর

কৃষ্ণগঞ্জ থানার খুবরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১২৪নং খতিয়ানে ৪-৩৯ জমীর বাস্তি বাকীপড়া জমা ১৪।০ দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

১৫৯৯ খাংজারী ৩০ দাবী ১২১৷৶৩

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর কাছারী

দেঃ নজর সেখ দিং সাং নূতন গোবরাপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১৮নং খতিয়ানে ৪-৪২ জমীর উটবন্দি বাস্ত দখলিস্বত্ব‑স্থিত বাকীপড়া জমা ২২৸৵৷৪ টাকা মূল্য আঃ ১৫৲

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সরস্বতী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব সরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ সরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাখ্য প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, আর।

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরু।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাবক্ষ, রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশান্তিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) যোড়াজনপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

বাঙ্গলা-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবরজ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও ভক্তিবিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, নবধাভক্তি, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামীশাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার তত্ত্বিষয়ক সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বধর্ম, সদাচার, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশ

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্‌ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্দ্দমের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইওন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই কেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। অগণিত লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাসরোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ অঞ্জন:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No C 44

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাময়িকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক
ত্রৈমাসিক
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৭শে নভেম্বর, ১৯৩০

কৃষ্ণনগর কারাসংবাদ

শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার অপহৃত

কংগ্রেস অফিস ভস্মীভূত

ট্রলীতে এঞ্জিনে সংঘর্ষ শ্বেতাঙ্গের শোচনীয় মৃত্যু

বোম্বাইয়ে গুলিবর্ষণ

এলবার্টহলে শ্রীমতি কৃষ্ণানেহেরু অভিনন্দিত

যশোহরে আবার বোমা

শ্রীমতি সরলাদেবীর হাজার টাকা জরিমানা

সম্পাদকের ৫০৲ অর্থদণ্ড

ইউনিয়নবোর্ডের সভ্যপদে ইস্তাফা

নানা কথা

কৃষ্ণনগর সংবাদ

শ্রীযুত সীতানাথ সেনকে কৃষ্ণনগর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। শ্রীযুত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীকে স্থানীয় জেল হইতে বক্সা দুর্গে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার অপহৃত

কলিকাতা ১২।১১।৩০

গত রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হইতে ১৩ তোলা ওজনের একটী হার, ১২ তোলা ওজনের একটী হার, এবং ৯ তোলা ওজনের একটী হার, ৩॥৹ তোলা ওজনের দেড়ছড়ি নেকলেস একটী, ৩ তোলা ওজনের এক জোড়া রুলি, এবং ৭ তোলা ওজনের একটী সোনার মুকুট অপহৃত হইয়াছে। জিনিষগুলি উত্তমবর্ণ-নির্ম্মিত এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট। তাহাদের আনুমানিক মূল্য দেড়হাজার টাকা। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কংগ্রেস অফিস ভস্মীভূত

ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধীন অনন্তপুর কংগ্রেস কমিটির অফিস ঘরটী গত ১০ই নভেম্বর রাত্রি ১২টার সময়ে কে বা কাহারা পুড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে কমিটির কাগজপত্র স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাগ, টুপি, বেঞ্চ ও টেবিল ইত্যাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। এই কমিটি প্রায় আট মাস পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

ট্রলীতে এঞ্জিনে সংঘর্ষে শ্বেতাঙ্গের শোচনীয় মৃত্যু

বিনরা ষ্টোন ও লাইম কোংর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গর্ডন ডাফ ট্রলীতে করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় বীরমিত্রপুর হইতে চৌরখেলায় যাইতেছিলেন। একটা এঞ্জিনের সঙ্গে তাঁহার ট্রলীর ধাক্কা লাগিয়া যায়। ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন এবং পরে হাঁসপাতালে মারা গিয়াছেন।

বোম্বায়ে গুলী বর্ষণ

২৪শে নভেম্বর প্রত্যুষে চার্চ্চগেট রেলওয়ে ষ্টেশনের বিপরীত দিকে একখানি স্থিতিশীল মোটরের দিক হইতে দুই বার গুলী বর্ষণের আওয়াজ হইবামাত্র একজন কনেষ্টবল ঐ স্থানে ছুটিয়া যায় সে অগ্রসর হইবামাত্র দ্বিতীয় বার গুলী নিক্ষিপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরখানি চার্নিরোড ষ্টেশন অভিমুখে চলিতে থাকে. কনেষ্টবলটি পরে দুইটি কার্তুজ কুড়াইয়া পায় কে গুলী করিয়াছে বা কি উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষিত হইয়াছে, কিছুই সন্ধান করিতে পারা যায় নাই।

যশোহরে আবার বোমা

গত ২৩শে নভেম্বর স্থানীয় কংগ্রেস আফিসে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। সন্দেহের কিছুই পাওয়া যায় নাই। ... বাড়ীর সম্মুখে একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একটি মাটীর ভাঁড়ে ... বোমা পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ সে গুলি লইয়া গিয়াছে।

চুড়িপটি রোডে আর একটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া আরও ২টী বোমা পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ ষ্টেশনে ও ডিষ্ট্রিক্ট ইনটেলিজেন্স অফিসারের বাটীতে বোমা সম্পর্কে ২০ জনেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত লোকদিগের মধ্যে উকীল, মোক্তার, বণিক ও কেরাণী আছেন। তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ৬ই ডিসেম্বর শুনানীর দিন পড়িয়াছে পূর্ব্বে ২টি স্থানে যে রকমের বোমা পড়িয়াছিল, ঠিক সেই রকমের বোমাই পাওয়া গিয়াছে। একটি বোমা বোতলের মধ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

এলবার্টহলে শ্রীমতী কৃষ্ণা নেহেরু অভিনন্দিত

শ্রীমতী কৃষ্ণা নেহেরুকে অভিনন্দিত করিবার জন্য গত সোমবার অপরাহ্ণে কলিকাতা এলবার্ট হলে এক মহিলা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমতী সরলাদেবীর হাজার টাকা জরিমানা

গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর ডিক্টেটার শ্রীমতী সরলাদেবী আম্বালাল তাঁহার কন্যা কুমারী মৃদুলা, দাদাভাই নৌরজীর পৌত্রী কুমারী খুরসেদ বেন এবং আরও ১৪ জনের মামলার রায় ২৪শে নবেম্বর এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। তাঁহারা "জহরলাল দিবস" এ শোভাযাত্রায় যোগদান করায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধন আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী সরলাদেবীর হাজার টাকা ও কুমারী মৃদুলার ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাদের প্রতি ১৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে কুমারী খুরসেদ বেনেরও দশ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাঁহাকেও জেল ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত আনন্দি ঠাকুর, মহেন্দ্র দেওয়ান এবং রতিলাল তেলি পূর্ব্বে এক বার দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি একশত টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হয়। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাদের একমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অপর নয় জনের পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

রণপুর তদন্ত কমিটীর সদস্য শ্রীযুত জওহীলাল ঠাকুর এবং উকীল ঃমনলাল দাসকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কোর্টের সম্মুখে এক বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শেঠ কস্তুরী ভাই, শ্রীমতী অনসূয়া বেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়া এবং শ্রীমতী সরলাদেবীর পরিজনবর্গও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সম্পাদকের ৫০্ টাকা অর্থদণ্ড

প্রেসের নাম ব্যতীত কতিপয় পুস্তিকা ছাপাইবার অভিযোগে প্রেস আইন অনুযায়ী অভ্যুদয় প্রেসের কীপার এবং "বরিশালের" সম্পাদক শ্রীযুত বিজয় ভূষণ দাস গুপ্ত অভিযুক্ত হন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, এন, চৌধুরীর বিচারে তাঁহার প্রতি ৫০্ টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইউনিয়ান বোর্ডের সভ্যপদে ইস্তফা

হুগলী জেলার গোঘাট ইউনিয়ানের নবাসন গ্রামের ধনপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় সরকারের দমননীতির প্রতিবাদকল্পে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বিদেশীবস্ত্র ও মদ বর্জ্জন

অমৃতসর সর্ব্বদল শিখ সম্মেলনের গত ২৪শে নবেম্বর সভায় বিদেশীবস্ত্র ও মদ বর্জ্জনের কর্ম্মপদ্ধতি গৃহীত হয়। গোল-টেবিল বৈঠকে ভারত সরকার যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহাতে শিখদের অধিকার বিষয়ে ভীষণ আক্রমণ করায় সম্মেলনে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আর একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে।

রণপুরে তদন্ত কমিটী

রণপুরে পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য স্থানীয় উকিল সমিতি কর্ত্তৃক যে তদন্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে নিষেধাত্মক হুকুম জারী করিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিপূর্ব্বেও অনুরূপ এক হুকুম জারী করিয়াছেন এবং উহার কার্য্যকাল সম্প্রতি শেষ হইয়াছিল।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

বরিশাল জেল হইতে ৪০ জন রাজবন্দীকে হিজলীতে প্রেরণ করা হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ গুহ; দেবেন্দ্র দাস, দেহারি মজুমদার এবং সুধলাল চট্টোপাধ্যায় রহিয়াছেন।

মুসলমানদের ন্যায্য অধিকারের দাবি

পাঞ্জাবের হিন্দু সভা শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতসচিবকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবের হিন্দুগণ সংখ্যায় সম্প্রদায়ভুক্ত সুতরাং অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের যে অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হয় তাঁহাদিগকেও যেন সকল অধিকার দেওয়া হয়।

মদ্যাদি বর্জ্জন

পিকেটিংএর ফলে বিদেশী বস্ত্র, মদ, গাঁজা আফিম, তাড়ি এখানে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইয়াছে তাড়ি খাইবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবকের বিদায় অভিনন্দন

জেলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে হিন্দু মুসলমানের মিলিত এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় কাঁথি যাত্রী একদল স্বেচ্ছাসেবককে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত কমল কুমার ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিলাগণ মাল্য এবং চন্দন দ্বারা স্বেচ্ছাসেবকগণকে বরণ করেন।

ফরাসী বিমান চারিণীর কলিকাতায় যাত্রা

ফরাসী বিমানচারিণী মাদাম ফিলজ গত ২৩শে নবেম্বর আগ্রায় নামিয়া ২৪শে নবেম্বর সকাল ১০টায় এলাহাবাদ পৌঁছিয়াছেন। এখানে পেট্রোল ভরিয়া ১০টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করার কথা।

বাঁকুড়া সংবাদ
চৌকিদারী টেক্স বন্ধ আন্দোলন

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র গ্রামে চৌকিদারী টেক্স বন্ধ আন্দোলন খুব জোর চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর মহকুমার এস, ডি, ও কতিপয় পুলিশসহ এখানে টেক্স আদায় কার্য্যে আসিয়াছিলেন কিন্তু বিফল মনোরথ হন।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

গত সোমবার অপরাহ্ণে পণ্ডিত মতিলালের জ্বর অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহার দেহের উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী উঠিয়াছিল।

পিকেটীং অভিযোগে গ্রেপ্তার

গত ১৯।১১।৩০ তারিখে রংপুর জেলার ভোমার গ্রামের ৪ জন কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীবলরাম সাহা, শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, শ্রীবদরুদ্দিন সরকার ও শ্রীআজিমদ্দিন সরকার পিকেটীং অভিযোগে ধৃত হইয়া বিচারার্থ নিলফামারী প্রেরিত হইয়াছেন। পরদিন এখানে পূর্ণ হরতাল হইয়াছিল।

যশোহরে আসামী গ্রেপ্তার

শরৎ বাবুর হত্যা সম্পর্কে অপরিচিত একজন লোক সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়াছেন। অপর যে দুই ব্যক্তি এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে, তাহারা এই ঘটনার পর পলাতক হইয়াছে।

কটক জেলে কয়েদীর দুরবস্থা

প্রকাশ, স্থানীয় জেলে ছাত্রীদের উপর রাজনৈতিক কয়েদী আছেন। ইহা ছাড়া প্রত্যহ আরও নূতন নূতন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়া আসিতেছে। কয়েদীগণকে রাখার স্থানাভাব হওয়ায় জেলের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া তাহাদিগকে রাখা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে তিন দিন অবিরত বৃষ্টি হওয়ায় বহুসংখ্যক কয়েদীর অনেক অসুবিধা হইয়াছে।

বন্দুক বাজেয়াপ্ত

কাশীগঞ্জের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের ২টি রিভলভার, ১টি রাইফেল, ২টি বন্দুক সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

পিকেটিংএ আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫জন বাঁকুড়াতে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হইয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠমধ্যে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সজ্জনদের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠী সহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনসদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীত্র্যম্বকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাভাব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীরঘুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদক্রমচ্ছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী সদানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামকীর্ত্তনজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীমণীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাধক, লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবদনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যানন্দ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিবিধ সংবাদ

মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর কারামুক্তি

১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া দেশবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে কলিকাতার এক শোভাযাত্রা পরিচালিত করায় মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, কারাদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার একমাস পূর্ব্বে মঙ্গলবার প্রাতঃকালে তিনি প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গুজরাটে নূতন ডিক্টেটর

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর শ্রীযুক্তা সরলা দেবী দণ্ডিতা হওয়ায় প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার কানুগা তাঁহার স্থলে ডিক্টেটর নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেশবন্ধু-পার্ক সত্যাগ্রহের জের

দেশবন্ধু পার্ক সত্যাগ্রহ সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ২ জন নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে কতিপয় বেনারসবাসী গত ২১শে নভেম্বর তারিখে দ্বিতীয়বার ঐ পার্কে প্রবেশ করেন এবং পতাকা উত্তোলন উৎসব পালন করেন। পুলিস এই কার্য্যে বাধা দেয় নাই।

গত ২৪শে নভেম্বর বেলা ৪ ঘটিকার সময় টাউন হল ময়দান হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। বেনারস মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে এই শোভাযাত্রা বাহির করা হয় এবং শোভাযাত্রার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের কুশপুত্তলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুশপুত্তলিকাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে লইয়া যাইয়া দাহ করা হয়।

তৎপরে অহল্যা বাঈ ঘাটে একটি সভার অধিবেশন হয়। কাশী বাঙ্গালী টোলার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এই সভার সভানেত্রীত্ব করেন। সভায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। যে দেশবন্ধু পার্ক বেনারসের জনসাধারণ প্রায় আড়াই বৎসরকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন সেই পার্ক বন্ধ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিতেছেন। সভায় এই বিষয়ে বক্তৃতা হইলে পর, স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা জনাব নিজামউদ্দীন সকল মুসলমানকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

বোমাসম্পর্কে গ্রেপ্তার

গৌরনদী থানায় যে বোমা ফাটে বলিয়া প্রকাশ, সেই সম্পর্কে ডাঃ সুধীনকুমার দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উভয়েই জয়শিরকাঠীর অধিবাসী। গত ১৪শে নভেম্বর তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। ৩রা ডিসেম্বর তাঁহাদের মামলার বিচারের দিন পড়িয়াছে।

চারুশীলা দেবীর পুত্রের কারামুক্তি

শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর ১৪শ বর্ষীয় পুত্র ভবানীচরণ গোস্বামী মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে গত ২১শে নভেম্বর তারিখ খালাস পাইয়াছেন। পিকেটিং অর্ডিনান্স বলে ভবানীচরণ ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

নূতন বাজারে পিকেটিং

যোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র কর ও দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় এক পোঁটলা কাপড় চুরী করা ও দোকানের ক্ষতি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীদ্বয় নূতন বাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার কালে একজন দোকানদারের নিকট হইতে এক পোঁটলা কাপড় কাড়িয়া লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। এই দোকানদারের নাম ঘাসরাম ব্রাহ্মণ।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে।

সাক্ষীরা কেহই আসামীদ্বয়কে ঠিক সনাক্ত করিতে পারে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটও আসামীদ্বয়কে তদনুসারে খালাস দিয়াছেন।

সিভিল সার্ভিসের সংবাদ

২৫শে নভেম্বর অক্সফোর্ডে সার মহম্মদ সফি ভবিষ্যতের ভারতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবস্থা কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশগণ এবং প্রবেশার্থিগণ সকলেই এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

সার মহম্মদ বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সিভিল সার্ভিসের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, তবে তাঁহাদিগের কার্য্য অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে। শাসনতন্ত্রের শিরোভাগে কতকগুলি উচ্চপদ ব্যতীত সমস্তই সিভিল সার্ভিসের করায়ত্ত থাকিবার সুযোগ থাকিবে।

তবে ভারতীয়দিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহাদের এখনকার তুলনায় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে দেশের লোকের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে একটু বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবেন।

বোম্বাইয়ে মহিলা কর্ম্মিগণ দণ্ডিত

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে ভিলেপার্লে সত্যাগ্রহ শিবিরের ডিক্টেটার শ্রীমতী নওয়াজবেন চাতেওয়ালা ও আর যে ১৪ জন ধৃত হইয়াছিলেন বান্দ্রার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্ণাণ্ডেসের বিচারে তাঁহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী নওয়াজ বেনের প্রতি ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড, অনাদায়ে আরও একমাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আর এক মহিলা চারিমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; আর চারিজন মহিলার প্রতি তিন মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ইহা ব্যতীত তাঁহাদের প্রতি এক শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানা অপ্রদানে আরও এক মাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ। আট জন পুরুষ ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও এক শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অপ্রদানে আরও একমাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসরের দুইটি বালকের প্রতি ১৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অপ্রদানে ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

২৫শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে সংশোধিত ফৌজদারী বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২৪শে নভেম্বর তিনি আমেদাবাদবাসীদিগের নিকট আবেদন ইতি শীর্ষক একটি আবেদন সাধারণ্যে বিলি করিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেশাই ডাঃ কানুগার বাংলায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় ইনস্পেক্টর মিঃ গ্রিন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন।

কলিকাতায় পিকেটিং

মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কলেজ ষ্ট্রীটে এবং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে অনেক জামা কাপড়ের দোকানে বিদেশী শীতবস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করার জন্য জোর পিকেটিং করিয়াছিল। আর একদল স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারের অনেক বিলাতী কাপড়ের দোকানেও যথারীতি পিকেটিং করিয়াছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধ্য কলিকাতায় প্রভাত ফেরী

একদল স্বেচ্ছাসেবক যথারীতি গত রবিবার ও সোমবার মধ্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

বারাণসীতে গ্রেপ্তার

যুক্তিসংঘের ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী ও কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ২৪শে প্রাতে ধৃত হইয়া বারাণসীর জিলা জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

পুলিস বারাণসী সহর কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ক্ষেত্রীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়াছে। বারাণসী সহর কংগ্রেস কমিটীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শর্ম্মা কাশী বিদ্যাপীঠে ধৃত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদায় প্রক

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বিবরণ

পারমার্থিক-প্রদর্শনী কি ?

অর্থ, অনর্থ বা ব্যবহার—পরমার্থ বা বাস্তবতার বিকৃত প্রতিফলন। আধিক-প্রদর্শনীর দ্বারা জাগতিক অর্থ-নীতির বৃদ্ধি সাধিত হয়। কেবল জাগতিক অর্থ-নীতি অনর্থের সাধন করে। কিন্তু জাগতিক অর্থ-নীতি কিরূপে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে অনর্থ উৎপাদন করিবার পরিবর্ত্তে জীবের পরম প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, তাহাই বাস্তব শিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীকে অপর ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শনী, শ্রুতি-তাৎপর্য্য-প্রদর্শনী, বেদান্ত-প্রদর্শনী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রদর্শনী বলা যাইতে পারে। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে এই প্রদর্শনীতে পারমার্থিক-শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা একদিকে যেমন সৎসঙ্গ মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গস্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী, অপরদিকে তেমনি দুঃসঙ্গবর্জ্জনশিক্ষা-প্রদর্শনী বা দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের দ্বারা সত্যানুসন্ধানের প্রণালী শিক্ষা-প্রদান-পূর্ব্বক আমাদিগকে স্বরাটের রাজ্যে অভিসার করাইয়াছেন। সুতরাং আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীকে সত্যস্বরূপ প্রদর্শনী এবং সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী বলিতে পারি। কলিকালে ভাগবতার্কের আবিষ্কারের ন্যায় ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ সুগবুদ্ধি জনসাধারণের জন্য অর্চ্চাকারে প্রকাশ অধিকতর অহৈতুকী অনর্পিতচরী দয়ার আবিষ্কার।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনের প্রণালী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,—

> শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ
> সংযতেন্দ্রিয়ঃ
> (৪র্থ অঃ)

সংযতেন্দ্রিয় নিষ্কপট সেবাপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমাদের মঙ্গলের শিক্ষাকে বহির্ম্মুখ রুচির আপাতঃ প্রতিকূল দেখিয়া আক্রমণের বিষয় মনে করিলে আমরাই মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইলাম—

> 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'
> (গীতা ৪র্থ অঃ)

যে-কোন শিক্ষা লাভ করিতে হইলে সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের অতীত পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া পারমার্থিক-প্রদর্শনীর শিক্ষাগুলির সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারাই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, প্রকৃত অর্থ-নীতিতে তাঁহারাই সুদক্ষ হইবেন। অপরে বুদ্‌বুদের ন্যায় আপাততঃ আত্মম্ভরিতা ও কুতর্কের অসহিষ্ণুতা দ্বারা বড় হইবার চেষ্টা দেখাইলে অচিরেই বিনষ্ট হইবেন। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলের পদযুগলে পতিত হইয়া শত শত কাকুবাদে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি,—আপনারা জাগতিক শিক্ষার ভাণ্ডার কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর শিক্ষা-সমূহ সহিষ্ণুতার সহিত অনুধাবন করুন, হাতে হাতে ফল পান কিনা, প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রদর্শিত দশাবতার—প্রপঞ্চাতীত নিত্য বিচিত্রতাময়, চিন্ময়-ধাম হইতে ভগবৎস্বরূপবৃন্দের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে অবতার বলে। বিশ্বের মঙ্গল বিধান, পৃথিবীর ভারহরণ, সাধকজীবের সিদ্ধগণের সহিত সম্মিলন করাইবার জন্য কখনও বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহবিশেষ প্রদর্শনের জন্য নিত্য ভগবদ্বিগ্রহগণের অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতার বহুবিধ হইলেও চিদ্বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদিগকে দশবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জীবের চিন্ময়ীবৃত্তির দশবিধ ক্রমোন্নতি বিকাশের অনুরূপ বৈকুণ্ঠধামস্থ নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের বিভিন্ন বিগ্রহ দশবিধরূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব-স্ব-শক্তিবৈচিত্র্যের ক্রম-বিকাশ প্রদর্শনের দ্বারা কৃপা বিতরণ করেন যথা—

(১) জীবের চিন্ময়ীবৃত্তির নির্দ্দণ্ডভাবরূপ অবস্থায় নির্দ্দণ্ডভাবের অনুরূপ আদর্শস্বরূপ নিত্যবিগ্রহ মৎস্যরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

(২) জীবের চিন্ময়বৃত্তির বক্রদণ্ডভাবরূপ অবস্থায় উক্ত ভাবের অনুরূপ আদর্শ নিত্যবিগ্রহ কূর্ম্মরূপি-বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

(৩) ঐরূপ জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায়, বরাহরূপি-বিষ্ণু।

(৪) জীবের নরপশুমিশ্রভাবা স্থায় নৃসিংহরূপি-বিষ্ণু।

(৫) জীবের ক্ষুদ্রমানবাবস্থায়—বামনরূপি-বিষ্ণু।

(৬) জীবের বন্যগয় অসভ্যাবস্থায়—পরশুরামরূপি-বিষ্ণু।

(৭) জীবের সভ্যাবস্থায়—রাঘবরূপি-বিষ্ণু।

(৮) জীবের সম্পূর্ণ সভ্যাবস্থায়, স্বয়ংপ্রকাশ রাম।

(৯) জীবের তর্কনিষ্ঠাবস্থায় বুদ্ধরূপি-বিষ্ণু।

(১০) জীবের নাস্তিকাবস্থায়, কল্কিরূপি-বিষ্ণু।

শিক্ষণীয় বিষয়—বিষ্ণুর অবতার-বিগ্রহ-সমূহ প্রাকৃত শরীরধারী মর্ত্ত্যবস্তু নহেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব নিত্য-বৈকুণ্ঠ আছে। তাঁহারা জীবের চিন্ময়ীবৃত্তির ক্রমোন্নতির বিকাশানুসারে স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠ হইতে তত্তদ্ নিত্যরূপ যুগে যুগে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

ঢাকায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর সোমবার কৃষ্ণাদশী তিথিতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল কালা কৃষ্ণদাস প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব কীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যা আরতি ও কীর্ত্তনের পর তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের কথা কিছুক্ষণ আলোচিত হইলে পর শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে জলযোগের পরিবর্ত্তে শ্রীমহাপ্রসাদও বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল কালা কৃষ্ণদাস

ইঁহার শ্রীপাট আকাইহাট গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া হইতে 'নবদ্বীপ কাটোয়া' রাজপথের ধারে অবস্থিত। ই,আই,আর লাইনে ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে কাটোয়া হইতে নামিয়া দুই মাইল অথবা কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেসনে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। আকাইহাট গ্রামটী ক্ষুদ্র বলিয়া লোকজনের বাস বিরল। শ্রীপাট অধুনা শ্রীহীন। কালা কৃষ্ণদাসের সমাধি মন্দিরটি কড়িকাট ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়াছে একটী কুঠরির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী দেখা যায় এবং কুঠরির পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটি খড়ের চাল মধ্যে সেবাইতগণের সমাজ আছে। দক্ষিণ দিকে 'নূপুরকুণ্ড' নামক একটি পুষ্করিণী। প্রবাদ আছে এই পুষ্করিণীতে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায় ঐ নূপুর এবং আকাইহাট শ্রীপাটের শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগোপালজিউ আকাইহাট হইতে তিন ক্রোশ দূরে কড়ুই গ্রামে মহান্ত বাড়ীতে অদ্যাপি আছেন। আকাইহাট হইতে কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচারোপলক্ষে পাবনা জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়া বন্দরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ইছামতী নদীর উত্তর তীরে সোণাতলা গ্রামে আগমন করেন। উক্ত গ্রামের গোস্বামী মহাশয়গণের মতে কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ গোত্র এবং ভাদড় গ্রামবাসী। আকাইহাটে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি সোণাতলার নিকটবর্ত্তী তাহটি মথুরাপুর গ্রামে বিবাহ লীলার অভিনয় করেন। সোণাতলা গ্রামে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক হরিনাম প্রচার করেন পরে তাঁহার শ্রীমোহনদাস নামক পুত্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গদাস বা শ্রীবৃন্দাবন দাস নামক এক ভক্ত পুত্র আবির্ভূত হন। পরে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন দাসের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয় আনা অংশ লইতে আদেশ করেন। গৌরাঙ্গ দাস শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দজিউর অনুরূপ শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ সহিত সেবা করিতে থাকেন। সোণাতলাস্থিত আশ্রম বাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। বর্ত্তমানকার শ্রীবিগ্রহ শ্রীকালাচাঁদ জিউ পালাক্রমে তাঁহার বংশধরগণের দ্বারাই সেবিত হন। এখানে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাদশমীতে কালা কৃষ্ণদাসের তিরোভাব উৎসব হয়

এবং আকাইহাটে চৈত্র মাসে কৃষ্ণাদ্বাদশী বারুণীর দিবস তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীল কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম লবঙ্গ সখা; সুতরাং অজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার অলৌকিক লীলা না বুঝিয়া যেন অপরাধ না করি কিম্বা অনুকরণ করিতে গিয়া যেন অরুদ্রের মত বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মঘাতী না হই এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা আছে—

"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥"

মহাধিকারীর ব্যবহার অবোধ্য ও অগম্য

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহাধিকারী জনের আচরণ অজ্ঞ জনগম্য ও অনুকরণীয় নহে। প্রাকৃত বা বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তম অধিকারীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণৈষণা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সেবাসুখতাৎপর্য্যপরায়ণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট উত্তম ভাগবতগণকে অজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিন্দা করেন ও বৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে ও গ্রন্থাদি দেখিয়া মহাজনগণের চরিত্র মাপিয়া লইব। এরূপ বুদ্ধি তাঁহাদের দুর্দ্দৈবেরই পরিচায়ক। আবার অনেক প্রাকৃত সহজিয়া মহান্তগণের অবোধ্য ও অগম্য লীলা না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে অনুসরণ ও অনুকরণ, প্রেম ও কাম বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ও হরিসেবকের বেশে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা, সিদ্ধ-বৈষ্ণবের ও প্রাকৃত ব্যক্তির চেষ্টা এক নহে। তাই তাঁহারা প্রলাপ বাক্য করিয়া থাকেন যে—অমুক অমুক মহাজনগণ এক বা একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন সুতরাং আমিও ঐরূপ কার্য্যের অনুকরণ করিব না কেন? তাঁহাদেরও পুত্র ছিল সুতরাং আমিও স্ত্রীসম্ভোগ করিতে গিয়া পুত্রোৎপাদন করিব না কেন? অমুক মহাজনের যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভক্তপুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন আমিও তাঁহার অনুকরণ করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুত্রোৎপাদন করিলে দোষ হইবে কেন? ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে মহাভাগবতের চিত্তবৃত্তি ও কৃষ্ণের মনোবৃত্তি একসূত্রে গাথা। তাঁহারা কৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই কৃষ্ণের প্রীতির জন্য। ঐকান্তিক ভক্তগণের সর্ব্বত্রই 'ঈশাবাস্য' দর্শন। তাঁহারা কখনও নিজে ভোক্তা সাজিয়া কোন বস্তু ভোগ করেন না। যথা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীর আস্বাদন ও প্রাকৃত সহজিয়ার প্রসাদ-সেবার ছল করিয়া জিহ্বালাম্পট্যের প্রশ্রয় প্রদান এক নহে। মহান্তের অলৌকিক লীলার কথা, বৈষ্ণবনিন্দার কুফল ও অনুকরণের কুফল সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত নিম্নলিখিত কথাগুলি আলোচ্য।

মহান্তের অলৌকিক লীলার কথা

শুন বিপ্র মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু না জন্মায়॥
পদ্ম পত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এইমত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি।
অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য নবম অধ্যায়)

বৈষ্ণব নিন্দার কুফল

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তার কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায় তাঁরে হাসিলেই সে মরি॥

* * * *

দেব ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত॥
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত্ত॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥
তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর বার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে॥
জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা তথাপি মারিলেন কংস রায়॥
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধ সব পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
(চৈঃ ভাঃ)

শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অধ্যায়)

অনুকরণের কুফল

অধিকারী বই করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় সেইজন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ সপ্রমাণ॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২১ সংখ্যার পর)

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগত-বিগ্রহঃ।
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দেঽপি দায়ভাক্॥

ভগবান্ অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণ কণস্বরূপ জীবনিচয়। সেই কিরণকণ জীবের ভগবদনুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী জীবের চিৎকণ বিগ্রহ। জীবের স্বরূপ চিৎকণ অতএব জীব চিদাত্মা। চিদ্গুণের অণুস্বরূপ জীব গুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে প্রীতি-ধর্ম্মা বলা যায়। চিৎস্বরূপ হইলেও এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অণুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ; জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি। ভক্তির উচ্চ-দশায় যে পরানন্দ লাভ হয় তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎশক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন॥ ৪॥

তদ্দৈবেচ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য সংসার গর্ত্তে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায় জড়প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসার বন্ধনের সহায়। মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তন-রূপ স্থূল ও লিঙ্গদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্ম-বন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে জীব জড়জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই, দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় ও চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান্ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগ লাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে বহুদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্য বিবেকোদয় হইবে, পুনরায় সাধুসঙ্গ ব্যবস্থা দ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি॥

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি জীব ও জড়জগৎ হইতে পৃথক্ নয় ইহাই একটী পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব স্বরূপে জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই জ্ঞান বিজ্ঞান তদ্রহস্য ও তদঙ্গ এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। জ্ঞান শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে আমি এক পরম তত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম। সৎ ও অসৎ ও তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম তাঁহার তখন প্রকাশ অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম। এবং যখন কিছু আর না থাকিবে তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবদ্রূপ আমি একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানাদি ইহার পরিকর। বিজ্ঞান শব্দে এই অর্থ হইয়াছে। আমি পরমার্থ আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, কিন্তু আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সন্দোহে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকসাধারণ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, রামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাবিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) মোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর নাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমীত আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও যোনিদোষ চ্যুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৫ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও ধাতুবিকার, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ [illegible]। [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible]

[illegible] করিয়া [illegible]। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

[illegible] বিলাসিনী [illegible]

[illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], [illegible]

[illegible] ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE [illegible] CURE OF ALL SORTS OF [illegible] UNCLES [illegible] LOWS [illegible] CUTS AND OLD [illegible] BRUISES ETC.

DASS & BROS THE GENUINE GOURISANKAR [illegible] 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম গুলি প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং সর্ব্বকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ [illegible] মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ [illegible]—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং [illegible], ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শনিবার ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩০

ছাত্রের আত্মহত্যা
ডাকাতীর সম্পর্কে প্রকাশক গ্রেপ্তার
পুলিস প্রহারের জের
জহরলাল নেহেরুর মামলার রায়
ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা
চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধের উত্তেজনায় আসামীর কারাদণ্ড
জ্যোতির্ম্ময়ীর কারামুক্তি
পুলিশ কর্ম্মচারীর অত্যাচারে কর্ম্মচ্যুতি
শিক্ষক সসপেণ্ড
কংগ্রেসকে আশ্রয় দেওয়ার উকীল গ্রেপ্তার

নানা কথা

আত্মহত্যায় ছাত্রের সখ

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃতী ছাত্র যতীন্দ্রকৃষ্ণ মুখার্জ্জি গত মঙ্গলবার তাহার পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে ৫৯ (৪) নেবু তলা ষ্ট্রীটে থাকিত। ঘটনার দিন তাহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল রাত্রি অনুমান ১১টার সময় তাহার একবন্ধু তাহার ঘরে গোঙানী শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় যতীন্দ্রকৃষ্ণ বলে যে, সে পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়াছে। তাহাকে তখনই হাসপাতালে পাঠান হয় বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ভ্রাতাকে একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে, বহু দিন হইতে আত্মহত্যা করিবার তাহার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল।

ডাকাতী সম্পর্কে প্রকাশক গ্রেপ্তার

২৪শে নবেম্বর ন্যাশন্যাল মেসিন প্রেসের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন গত রাত্রিতে ডাঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ডাক্তারখানা লুণ্ঠন করিবার সময় মাধবপাশায় ডাকাতীর সম্বন্ধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বসু তাঁহার জবানবন্দী লিখিয়া লন। তাঁহাকে জেলের হাজতে পাঠান হইয়াছে। ১লা ডিসেম্বর তাঁহার মামলার শুনানী হইবে।

শিক্ষক সাসপেণ্ড

জহরলাল দিবস পালন সম্পর্কে গত ১৩ই তারিখে প্রায় ২০জন ছাত্রীর এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার অপরাধে মহীশূর মহারাণী কলেজের শিক্ষক শ্রীমতী কনকলতা মহীশূরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক নূতন আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড হইয়াছেন।

পুলিস প্রহারের জের

গত ১৩ই অক্টোবর যশোহরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রহার করিবার অভিযোগে পুলিস কনষ্টেবল জগন্নাথ যশোহরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য উক্ত জগন্নাথ গত মঙ্গলবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিষ্টার মল্লিকের আদালতে আবেদন করে। আবেদনকারীর উক্তিতে প্রকাশ, মামলার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এজলাসে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিষ্টার মল্লিক রুল জারির আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

জহরলাল নেহেরুর মামলার রায়

শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ শুংলী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পক্ষ হইতে জহরলালজীর দণ্ডাদেশের নকল পাইবার জন্য এলাহাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন এবং উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শুংলী হাইকোর্টের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত রূপকিষণ আগা বলিয়াছেন, যে আদালতে মানুষ ন্যায় বিচারের জন্য সমবেত হয়, তাহার মামলার কাগজপত্র সর্ব্বসাধারণের অধিকার জন্মিয়া থাকে; সুতরাং উপযুক্ত মূল্য দিয়া নকলের জন্য দাবীর অধিকার যে কোন ব্যক্তির আছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবেচনা করিবার কিছুই ছিল না। তিনি রায় দিবার জন্য হাইকোর্টের রেকর্ড চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা

	পুরুষ	নারী
শিক্ষিতের সংখ্যা	১৯৭০২৭৩৫	২৩৪৫৯০৪
শতকরা সংখ্যা	৪ জন	১-৫৪ জন

বিভিন্ন দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা

দেশ	লোকসংখ্যা	প্রাথমিক স্কুল
ইংলণ্ড	৪ কোটি	৮৬ হাজার
আমেরিকা	১০ কোটি	৩ লক্ষ ১৭ ,,
জাপান	৬॥ ,,	১ ,, ১৬ ,,
বৃটিশ ভারত ৩২ ,,		১ ,, ৮৪ ,,

শিক্ষার ব্যয়

দেশ	লোক প্রতি ব্যয়
ইংলণ্ড	৯৲ টাকা
আমেরিকা	১৬॥০ ,,
ডেনমার্ক	১৪/০
জাপান	৭৲ টাকা
ফিলিপাইন	৮৲ ,,
ভারত	৵০ আনা

চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধের উত্তেজনা

সারদাকুমার মালী ঢোল সহরতের দ্বারা লোককে চৌকীদারী ট্যাক্স না দিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। ঐ অপরাধে হাবগঞ্জ পুলিশ তাহাকে চালান দিয়াছিল। তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আসামী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

ডাকাতী সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবক

নবিনগর থানার অন্তর্গত বরমতল গ্রামে গণেশচন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে ডাকাতীর সম্পর্কে গত আগষ্ট মাসে নাসিরনগর শাখা কংগ্রেস কার্য্যালয়ের ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সনাক্ত না হওয়ায় ইহাদের একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট একজনকে অব্যাহতি ও অবিনাশচন্দ্র রায় এবং সুরেশচন্দ্র দেকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

শ্রীহট্ট কংগ্রেস লীগের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষকে, জোরাই পুলিশ রাজদ্রোহ সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীহট্টে আনিয়াছে। শ্রীহট্টে ইহার বিচার হইবে।

জামেরচরের শ্রীযুক্ত হরকুমার রায়, শ্রীযুক্ত গোকুলমণি শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাবকের মদের দোকানে পিকেট করিবার অপরাধে ৬ মাস ও ৬ সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

'জহরলাল দিবস' উপলক্ষে ঢাকাতে খুব বড় একটি সভা হইয়া গিয়াছে। মৌলভী আবদুর মহাবীর চৌধুরী ও আবদুল মজাদির চৌধুরী বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একতায় আবদ্ধ হইতে বলেন।

পুলিস কর্ম্মচারীর অত্যাচারে কর্ম্মচ্যুতি

গত ১৯শে তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি সহরে যে বোমা ফাটিয়াছিল, পুলিস সেই সম্পর্কে স্থানীয় নওজোয়ান ভারত সভার সেক্রেটারী কমরেড জগন্নাথ কোহ্‌লিকে গুরুতর ভাবে প্রহার এবং নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করে। রাওয়ালপিণ্ডির ডেপুটি কমিশনার তদন্তসূত্রে একজন সাবইন্‌স্পেক্টর ও একজন কনষ্টেবল কর্ত্তৃক এই অন্যায় জুলুম হইয়াছে জানিতে পারিয়া উহাদিগকে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

কংগ্রেসকে আশ্রয় দেওয়ায় উকীল গ্রেপ্তার

খুলনা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ জিলাজজের বিশেষ আদালতে যাইবার সময় পথে গত মঙ্গলবার প্রাতে দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, কুঞ্জবাবু তাঁহার বাড়ীর বাংলায় কংগ্রেস অফিসকে স্থান দেওয়াতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জহরলাল-দিবসের জের

মজঃফরপুরে জহরলাল-দিবস পালন সম্পর্কে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ ও আর যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন শুনা যাইতেছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার ও বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য অভিযোগ আনা হইবে। মজঃফরপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের কয়েকজনকে জামীন দিয়াছেন। অন্যান্যদের জন্য দায়রা জজের নিকট আবেদন করা হইবে।

জগৎ সিংএর অনশন ত্যাগ

সর্দ্দার কিষেণ সিং লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তাঁহার পুত্র জগৎ সিংএর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, জগৎ সিং কেন প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিলেন। সে প্রশ্নে জগৎ সিং বলিয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কয়েদীদের শ্রেণী বিভাগ ও কারানিয়ম সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। সে বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার অপেক্ষায় তিনি সাময়িক ভাবে আহার গ্রহণ করিয়াছেন।

পিকেটী-এ পুলিসের লাঠী

অমৃতসর জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ী জীবন রামের শ্বশুর পরমানন্দ কাক্কারিয়ার বাড়ীতে পিকেটিং আরম্ভ করে।

ঐ সময়ে জীবনরামের দোকানেও পিকেটীং চলে। পুলিস ঐ স্থান হইতে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে একে একে গ্রেপ্তার করে।

ঐ সকল বাড়ীর সম্মুখে অনেক লোক জমিয়া যায়। পুলিস পূর্ব্বে কাহাকেও সতর্ক করিয়া না দিয়া জনতার উপর লাঠী চালাইতে আরম্ভ করে।

রাত্রি পৌনে বারটা পর্য্যন্ত পিকেটীং ও লাঠীবাজী চলিতে থাকে। পুলিস ঐ সময় পর্য্যন্ত মোটের উপর ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সর্দ্দার পূরণ সিং নামক জনৈক বিশিষ্ট জাতীয় কর্ম্মী ঐ সময় সেখান দিয়া বাজারে যাইতেছিলেন। পুলিস তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করে। এইরূপ প্রকাশ তাঁহাকে বেদম প্রহার করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সোমদেব এ, সি, গুপ্ত, মাষ্টার পূর্ণানন্দ, বাবা অমর সিং প্রভৃতি জাতীয়কর্ম্মিগণও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রি ১২ টার সময় পিকেটীং বন্ধ হয় এবং পুলিস ও চলিয়া যায়।

রেঙ্গুণে খানাতল্লাসের জের

গত ২৪শে রেঙ্গুণে যে ব্যাপারে খানাতল্লাসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে তল্লাসের ফলে এক বাড়ী হইতে ১টি পিস্তল ও অপর একটি বাড়ী হইতে কিছু রসায়ন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত বাড়ীর মালিক শ্রীযুক্ত এ, এম, বড়ুয়া ও এন, এ, বড়ুয়া এবং দ্বিতীয় বাড়ী হইতে একজন চট্টগ্রামনিবাসী বি-এ ক্লাসের ছাত্র। এই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে গ্রেপ্তার

গত রবিবার পেশোয়ার সহরে তক্কাবাজার ৫ জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কংগ্রেস সদস্য ফকিরচাঁদ জামীন অভাবে ৩ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি জামীন দিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পিকেটিং-বার্ত্তা

এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫শে নভেম্বর মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী ও মধ্য কলিকাতা ছাত্র-সমিতির বহু স্বেচ্ছাসেবক বৌবাজার ষ্ট্রীটের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছে। তাহারা যখন পিকেটিং করিতেছিল, সেই সময় মুচিপাড়া থানা হইতে জনৈক গোয়েন্দা সেখানে আসিয়া মাখনচন্দ্র সুর নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, তাহাকে নাকি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বিশেষ ভাবে প্রহৃত হইয়াছে বলিয়াও এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

উত্তর কলিকাতা ছাত্র সমিতির এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫শে নভেম্বর এই সমিতির এক দল স্বেচ্ছাসেবক নূতন বাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতে গিয়াছিল। এই দিন বিডন ষ্ট্রীট, চীৎপুর রোড ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটেও পিকেটিং হইয়াছে।

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী কারামুক্ত

৮৭নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট নিবাসিনী কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী মিত্র সরকারে নারী শোভাযাত্রায় কর্ত্তৃত্ব করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন ও ৬ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গত ২৫শে নভেম্বর পূর্ণকাল কারাভোগ করিবার পর তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

বিক্রমপুরে অতিরিক্ত পুলিস

বিক্রমপুরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অতিরিক্ত পিউনিটিভ পুলিস আসিয়া পড়িতেছে। প্রকাশ, এই পুলিসদলকে ইচ্ছাপুর হাইস্কুলের বাটীতে স্থান দিবার কথা হইতেছে। স্কুল কমিটীকেও এ জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। প্রকাশ, স্কুলের প্রাঙ্গণে পুলিস দেখিয়া যদি কোন গোলযোগ আরম্ভ হয়, সেই জন্য এই বিষয়ে স্কুল কমিটী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার—১৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

প্রত্যহ ভারতবর্ষ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণ বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আগমন করিয়া শ্রীমঠের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন—বঙ্গদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠ একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান বটে; বঙ্গে বিশেষতঃ কলিকাতায় আসিয়া যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন না করিবেন তাঁহাদের বঙ্গদর্শনের অঙ্গহানি হইবে।

—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের যেষমাসব্যাপী উৎসবের সময় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ অহর্নিশ শ্রীমঠে এবং কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপর সন্ন্যাসিগণ সদলবলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। অতিশয় আনন্দের বিষয় এই যে ক্রমশঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রচারকবর্গের প্রচারিত বিষয় অনুসরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

গত ২৪শে নভেম্বর সোমবার জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ জে, কোবাওয়াহি (Mr. J. Kobayaohi), শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনাজপুরের অন্তর্গত জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাক্তন (নাটোর) সজ্জনিক সভার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম্-এ, পি-আর-এস্, এটর্নি মিঃ বি, কে বসু এবং এটর্নি মিঃ কে, এন্, বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

—

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলান্তর আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে সাধু মনে করিয়া তাহাদের দর্শনার্থী হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে নিবেদন করিলেন যে, ঐ সকল ব্যক্তির ব্যবহার দর্শনে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি কলির প্রভাব প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছেন, কারণ ঐ সকল সদাচারশূন্য মনোধর্ম্মিগণেরও শিষ্যের অভাব নাই। কলির এই প্রভাব দেখিয়াই মহাত্মা তুলসীদাস গাহিয়াছেন—

ধরম্ করম্ সব্ দূর্ হুয়া হ্যায়, পাপ হুয়া হ্যায় ভারী।
গুরুকা হুকুম্ রদ্ হুয়া হ্যায়, জরুকা হুকুম্ জারী॥
বাপ হুয়া হ্যায় গোলাম্ বরাবর, মা হুয়া হ্যায় দাসী।
ঘট্ কলিযুগ দেখি তামাসা, দুঃখ লাগে ঔর্ হাসি॥

—

শ্রীল প্রভুপাদ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উপদেশ প্রদান করিলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

কাল কলি, সুতরাং লোকের সাধারণ গতি অধর্ম্মের দিকে। তাহাতে আবার অনেক দুষ্ট ব্যক্তি সাধুর সজ্জা গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্বিক ব্যবসায়ের বিপণি বিস্তার করিয়া ক্ষীণ-বুদ্ধি সরলপ্রকৃতির ব্যক্তিগণকে চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্যজালে আবদ্ধ ও তাহাদের নিঃশ্রেয়সপথ চিরতরে রুদ্ধ করিতেছেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।

—

কৃষ্ণদাস্যই সাধুর মুখ্য লক্ষণ। তিনি জড়-বিষয় দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শনকে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিক অহিতকর জানিয়া স্বপ্নেও ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা করেন না। এই বিষয়টী আমাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর খেদের সহিত বলিতেছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

স্ত্রীতে আসক্ত ও কৃষ্ণাভক্ত জনগণই অসাধু। তাহাদের সঙ্গই দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকেন কারণ দুঃসঙ্গফলে তাঁহারা মায়াশৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ হয়, ফলে আত্মধর্ম্ম—চেতনধর্ম্মের অনুশীলন করিতে সমর্থ হয় না। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন। যথা—

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৯৫)

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

কৃষ্ণসেবাবিমুখজনগণ কত অনিষ্টকর তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামীপাদ বলিতেছেন—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫১)

আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয় সেও বরং ভাল তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।

রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় বিনয়ী, বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী, তাই তিনি দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতের নাম শ্রবণ করিলেই অতিশয় বিনয়ের সহিত তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যান এবং আলাপে সন্তুষ্ট হইলে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন অনেক সময় আলাপের পর তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, সাধারণ অজ্ঞলোকের নিকট পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত কোন কোন ব্যক্তির দর্শনশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞানেরও অভাব; অথচ তাহারা 'সব্‌জান্তা' হইয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি আবার সৃষ্টির আদি হইতেই আশ্রম খুলিয়াছেন। বলা বাহুল্য বাংলার বলে পর্ণকুটীরবাসীও সন্ন্যাস্-ছলিতায় পাণিগ্রহণ করিয়াছি মনে করে সেই মনোধর্ম্মই ঐ প্রকার সব্‌জান্তার বিনায়ক। প্রাজ্ঞ মহোদয় আরও জানাইলেন যে, যদিও তিনি দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য তাহা জানেন, তথাপি কৌতূহল তাঁহাকে অনেক সময় দুঃসঙ্গের সঙ্গ করাইয়া থাকে। তবে তাহাকে জানিতে পারিলে তিনি চিরতরে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন।

—

প্রাজ্ঞ মহোদয় শীঘ্রই মধুপুর যাইতেছেন। তাই তিনি তথায় যাইবার পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি যখন গমন করেন তখন শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তদ্দর্শনে প্রাজ্ঞ মহোদয় মটর যান হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম পুনরায় বন্দনা করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মুখে মটর যানে উঠিলেন না—পদব্রজে বাগবাজার স্ট্রীট পর্য্যন্ত গমন করিয়া যানারোহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম-এ, পি-আর-এস মহোদয় সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর তিনি স্বধামগত শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের মহাপ্রয়াণের সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহোদয় গন্ধবণিক্‌কুলকে পবিত্র করিয়াছেন; তাই অধ্যাপক অবিনাশ বাবু গন্ধবণিক্‌সমিতির সভাপতি সূত্রে এই মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদানার্থ একটী সভার আহ্বানের অনুমতি প্রার্থনার্থ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অধ্যাপক মহাশয়ের এই প্রস্তাব হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়া শতমুখে শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবাবৃত্তির প্রশংসা করিলেন। তৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন ভক্তি-রঞ্জন জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উড়িষ্যার পুরীস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-নির্ম্মাতা অনঙ্গভীমের ন্যায় বঙ্গে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

—

তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২২ সংখ্যার পর)

এখানে মায়াশব্দে পরাশক্তিরূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আত্মা হইতে অপৃথক ও পৃথক। অপৃথগ্‌রূপে অপরিচিত, পৃথগ্‌রূপে পরিচিত। পৃথগ্‌রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ আত্মার

ও তত্ত্বঃ। আত্মা অর্থে অণু ও তত্ত্বঃ অর্থে জড়। অণুস্বরূপে দৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত এই শক্তির সহিত ভগবান্‌কে জানার নাম বিজ্ঞান। ইহাই তৃতীয় তত্ত্ব; জড়জগতে প্রধান মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূত সকল পরিচিত ক্ষিত্যাদি ভূতে যেরূপ অণুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্ জীবনিচয়ে অণুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমি নিত্য পৃথক্ আছি। জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান্ হয় তখন আমি তাহাদের নিত্যসহচর —ইহাই রহস্য। তদঙ্গ এই যে জীব সংসার যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুপদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া তদ্বারা ব্যতিরেক বিচারপূর্ব্বক নিত্য সত্য যে আমি—আমাকে লাভ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব। ৬॥

জড়গাসগতা জীবা জড়াসক্তিং

বিহায় চ।

স্বকীয়বৃত্তিমালোচ্য শনৈকেলভতে

পরম্॥ ৭॥

জীব সকল নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্তজীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন তাঁহারা জড়বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি ভগবদানুগত্য। আনুকূল্য ভাবের সহিত চিদ্বিষয়ের যত আলোচনা করিবেন ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয়। জীবতত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্ তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদয় হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন।

চিন্ত্যাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈত-

স্বরূপকম্।

চৈতন্যচরণাস্বাদাজ্জীবে প্রতীয়তে ॥৮॥

এই দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত, কেননা যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীবের জড়বিষয় জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধ গুণ সকল অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিবদ্ধিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, নিরাকার স্বরূপ হইয়াও অণু হইতেও অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। জড়বদ্ধে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধমানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত—জড়ের অতীতবস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এইজন্য অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। এতন্নিবন্ধন মানবের বদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধজীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা চিদুপলব্ধিক্রমেই শুদ্ধ হ'ন। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধজীবস্বরূপ উদয় হয় তখনই এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। চৈতন্যচরণাস্বাদ এই শব্দ দ্বারা যে দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসেবাদ্বারা যে সুখাস্বাদন হয় তাহা এক প্রকার অর্থ। পরম চৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সম্বন্ধ-শীলন সময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণুচৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অণুভবে আলোচিত হইতেছে॥ ৮॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।

চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষ-

শ্চিদ্বিচিত্রতা॥ ৯॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই পরমেশ্বর। এই যে জীব ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ। তাঁহারই চিৎকণ যখন জীব তখন তিনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্ব বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব বিশুদ্ধ হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই জড়জগতে যে বিচিত্রতা তাহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র॥ ৯॥

আনন্দশ্চিদ্গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তি-

স্বরূপকঃ।

যত্তানুশীলনোজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং

লভেৎ॥ ১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তু স্বরূপ আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তিস্বরূপ। সেই বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দে স্থিতিলাভ করেন "এষ হ্যেবানন্দয়তি" এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম তাহা প্রতীত হয় অগ্নির যেরূপ দাহিকা বৃত্তি, জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুরও সেইরূপ আনন্দ বৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব একপ্রকার বিষয়ানন্দরূপ বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ পরিচয় ও বৃত্তি পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি পরিচয় আনন্দ। জড়াতীত আনন্দের অনুশীলন করিতে করিতে জীব সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ লাভ করেন। ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দ ভোগের অধিকারী হন॥

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা পত্র

পিপীলিকা যে-প্রকার মণিময় মন্দিরেও ছিদ্রানুসন্ধান করে সেই প্রকার পরশ্রীকাতর ছিদ্রানুসন্ধিৎসু খল-প্রকৃতির লোক মাৎসর্য্যের দাস হইয়া সজ্জনগণের পরহিতকর কার্য্যের দোষানুসন্ধান করে; শুধু অনুসন্ধান করিয়াই নিরস্ত হয় না, যে স্থানে কোনও প্রকার খুৎ পায় না সেইস্থানে মিথ্যা কথা রটনা করিয়া নিজেদের হীনবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরম ও চরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক প্রদর্শনী দেখিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু কতিপয় মৎসরপ্রকৃতির লোক সত্যপ্রচারে তাহাদের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া এই শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শক প্রদর্শনীর ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতৃগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ব্যথিত হইয়া নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী মিঃ এইচ্, ডব্লিউ বি, মরেনো স্বেচ্ছায় অযাচকরূপে যে পত্রখানা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট প্রদান করিয়াছেন, সজ্জনগণের আনন্দবিধানার্থ বঙ্গানুবাদসহ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Telephone : Cal 2767

101, Ripon Street,
Calcutta, 20th Nov 1930

His Holiness Guru Moharaj
Gaudiyamath
Kaliprosad Chakraverty Street
Off. Bagh-Bazar Street,
Calcutta.

Your Holiness

I was painfully surprised to read in the papers of the baseless calumnies, made against you and your fellow-workers at the Math by persons who are clearly inimical to your interest and the highest welfare of the people among whom you and your fellow-helpers work.

I had several times visited your Math and have seen your Exhibition as well, arranged to show the great principles of Religion. I have practically been through the whole building and have talked with most of the people who are engaged with you in the good work established for the people of Calcutta. I can openly testify, without the least hesitation, that yours is a group of earnest workers,—chaste and pious men,—who are giving of their best freely and ungrudgingly for the upraising of Religion in India, which has gone down so much in these modern days.

As an outsider and as one who gives this letter unsolicited, I feel that you will regard it as genuine appreciation of what you are doing and what you hope to do for the welfare of India, which you and I have loved and still love well.

Yours Sincerely
Sd. H. W. B. Moreno

বঙ্গানুবাদ

টেলিফোন কলিকাতা ২৭৬৭

১০১নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০শে নভেম্বর, ১৯৩০

কলিকাতা বাগবাজার কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্‌গুরু মহারাজের সমীপেষু।

গুরু মহারাজ,

আমি পত্রিকাতে আপনার এবং (শ্রীগৌড়ীয়) মঠস্থ আপনার সহকারিগণের (শিষ্যবর্গের) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ পাঠ করিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আপনি এবং আপনার সহকারিগণ মানবের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধানার্থ কার্য্য করিয়া থাকেন। অপরের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধানই আপনাদের স্বার্থ, সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে যাহারা ঐ প্রকার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছে তাহারা আপনাদের স্বার্থের অর্থাৎ মানবজাতীর শ্রেয়োলাভের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

আমি অনেকবার আপনার মঠ দর্শন করিয়াছি, শুধু মঠ নহে প্রদর্শনীও দেখিয়াছি। এই প্রদর্শনী ধর্ম্মের প্রধান প্রধান নীতি প্রদর্শনার্থই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে আমি সমস্ত অট্টালিকাটি ঘুরিয়াছি এবং যে সকল লোক আপনার সহিত কলিকাতাবাসিগণের নিমিত্ত মঙ্গলানুষ্ঠানে নিযুক্ত তাঁহাদের অনেকের সহিতই আলাপ করিয়াছি। আমি বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মতঃ বলিতে পারি যে আপনার শিষ্যবর্গ সৎ, ধার্ম্মিক এবং অকপট সেবক; বর্ত্তমানে ভারতের পারমার্থিক শিক্ষার কত পরিমাণে অবনতি হইয়াছে,—ইহার উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত আপনার শিষ্যগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

আমি বাহিরের লোক হইয়াও অযাচিতভাবে এই পত্র প্রদান করিতেছি, সুতরাং আমি আশা করি, যে ভারতবর্ষকে আপনি এবং আমি প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছি এবং এখনও সেইরূপভাবে দেখিতেছি সেই ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত আপনি যাহা করিতেছেন এবং যাহা করিতে আশা করেন আপনি আমার এই পত্রখানাকে সেই কার্য্যের অকৃত্রিম গুণগ্রাহিতার নিদর্শনরূপে বিবেচনা করিবেন।

আপনার এইচ্, ডব্লিউ, বি মরেনো

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। মুক্তিমঞ্জরিকা ভগবদ্গৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তকৌমুদী সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
 ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২ নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৩ অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪ সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
 অর্চ্চনকণ ৲১০
৩৭ সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারার্থবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈয়াকরণ প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারি-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়,এম,এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্রই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সভাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ অবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজী সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

যাহে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবয়নাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবামনজীমাধবজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) খোরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল [illegible] বিরচিত

[illegible]-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, শান্তাদি রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামীশাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভূমিকা, সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible], যবন, সমাজ, নীতি, রস কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

৷৴৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল [illegible] প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৫৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

৶১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাত্বতোষকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৷৷৹, ২য় খণ্ড ৷৷৴৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৴৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রঘুনন্দনাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি আলতাজ

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজারে তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইং অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোর কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোরাইড অফ কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আমরা লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ সুর্মা:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আত্ম-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থার ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, হাঁপি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগ স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

সর্বজনবিদিত

মদন মঞ্জরী

স্নায়বিক বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে জরাপ্রাপ্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ অচিরে নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

পুরুষত্বাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া বলিষ্ঠ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা।"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদীয় কোম্পানী

[illegible] ১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং [illegible] ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহেন ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম একটী প্রত্যেক গৃহে রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং মস্তকাটা, নুতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অত্যন্ত মহৌষধ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, [illegible]।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৪ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সোমবার ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০

৪৮ দিন প্রায়োপবেশনে

জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প—২৫৯ জন হত ৩৫১ জন আহত

দুর্ভিক্ষে পুত্র বিক্রয়

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রমণের জের

কলোনে ভীষণ দাঙ্গা

বস্ত্রব্যবসায়ীর বিদেশীবস্ত্র-বর্জ্জনে সঙ্কল্প

স্বদেশী লীগের আবেদন

মিঃ প্যাটেলের কয়রা-যাত্রা স্থগিদ

ভারতে লর্ড হার্ডিং

সম্পাদকীয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন—শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। নদীয়ার ইতিবৃত্ত, বিশেষতঃ প্রাচীন নদীয়ার বহু প্রত্নতত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। বিরোধিগণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেন—নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক নদীয়া জেলার অধিবাসী হওয়া আবশ্যক। প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় নদীয়ার নিকটবর্ত্তী যশোহর-জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া সম্প্রতি নদীয়া-জেলা-নিবাসী নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করায় বিরোধিদলের অতঃপর উক্তপ্রকার অভিযোগ আর রহিল না।

নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদকবর শ্রীযুত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। তৎকালেও 'নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক নদীয়ার অধিবাসী হওয়া আবশ্যক' প্রভৃতি মত শুনা যাইত। বর্ত্তমান নদীয়ার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকও বর্ত্তমান নদীয়ার ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয়গণও ছিলেন বিদেশের লোক। নদীয়া-কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপকগণও বিদেশবাসী। ইঁহারা সকলেই কর্ম্মসূত্রে নদীয়ার বিদ্বৎপ্রতিভার সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য নদীয়া-প্রকাশের যোগ্য সম্পাদকচরণগণ বিদেশ হইতে আসিয়াও নদীয়ার সেবা করিয়াছেন। বিশেষতঃ 'নদীয়া-প্রকাশ' শব্দে বিবদ-

রুচিবৃত্তিতে যে বস্তু প্রকাশ করে, তাঁহার সেবকসূত্রে যাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এরূপ শ্রেণীর লোকের বিচারে যদিও বর্ত্তমান সম্পাদকের সেরূপ যোগ্যতা নাই, তথাপি তাহার তাদৃশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিমুখ হইবারও কোনও যত্ন নাই। অতঃপর নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ যদি কৃপা করিয়া বর্ত্তমান সম্পাদকের কিছু সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমাদের সেবোন্মুখতা সার্থক হইবে।

নানা কথা

প্রায়োপবেশনে ৪৮ দিন

২৬শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ বাঙ্গালার একজন জাতীয় যুব-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারায় একজন বিচারাধীন আসামী। কেশবচন্দ্র কলিকাতা সিটী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং ইনি উত্তর কলিকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন।

কেশবচন্দ্র আজ ৪৮ দিন প্রায়োপবেশনে আছেন। কেশবচন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া বাঁচিয়ে রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়।

জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প

২৫৯ জন হত, ৩৫১ জন আহত

জাপানে ভীষণ ভূমিকম্পে ২শত ৫৯ জন হত এবং ৩ শত ৫১ জন আহত হইয়াছে। ২ হাজার ৩ শত ৫৩টি বাড়ী সম্পূর্ণ এবং ৫ হাজার ৬ শত ৫৪টি আংশিক ধ্বংস হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটী ইয়েন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষে পুত্র বিক্রয়

রংপুর জিলার কোন কোন অঞ্চলে আর্থিক দুরবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, সম্প্রতি 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তাহার একটী পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লিখিত হইয়াছে যে, কামালপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত শিমুলবাড়ী গ্রামে কেমতুল্লা নামক এক ব্যক্তি অনশনের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া তাহার একটী পুত্রকে ৭ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। বকরগের অন্ত দারো মৌলভী আবদুল বলিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের কৃষিজীবী অধিবাসী দশ দুরবস্থার প্রতিকারের যদি অবিলম্বে করা না হয়, তাহা হইলে অনেকে উপবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিনি সাধারণের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রমণের জের

পটুয়াখালি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহা-রের মামলার আসামী, মোক্তার শ্রীযুক্ত দেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী উকীল কেদারনাথ দ, মোক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন গুহ ও ডাঃ রজনীকুমার সেনগুপ্তকে জামীনে অব্যা-হতি প্রদান করা হইয়াছে। জামীনের সর্ত্তগুলি যাহাতে এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহারা নিয়মিত-ভাবে বিনা বাধায় তাঁহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্য করিতে পারেন, সেইজন্য এক আবেদন করা হইয়াছিল। কোর্ট সাবইন্সপেক্টর এই বলিয়া আবেদনে আপত্তি করেন যে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি এই সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না। আগামী ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সম্পর্কীয় শুনানী মুলতুবী রহিয়াছে।

কলোনে ভীষণ দাঙ্গা

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী একদল লোক যখন হোহেনজোলার্ণ সেতু অতিক্রম করিতেছিল, তখন সেতুর স্তম্ভ ও রেলিং-এর অন্তরালে থাকিয়া কমিউনিষ্টগণ তাহাদের প্রতি গুলী বর্ষণ করে। উহাতে জাতীয়তন্ত্রী দলের ৪ ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়। অতঃপর উভয় দলের সম্মুখ-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বহু লোক জখম হয়, তন্মধ্যে কতকের অবস্থা গুরুতর। পুলিস অতিকষ্টে যুধ্যমান লোকদিগকে পৃথক করিয়া ৪০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বস্ত্র ব্যবসায়ীর বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনে সঙ্কল্প

জবলপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির কার্য্য-করী সভা গত ২১শে নভেম্বর তারিখে সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এই সমিতির কোন সভ্য ভিন্নরূপ আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন বিদেশী বা ভারতের বর্জ্জিত মিলগুলির বস্ত্র আমদানী করিতে পারিবে না। কোন সভ্য কোন বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট থাকিলে তাহা বাতিলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কেহ বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

"নগর পরিষদের" পিকেটারগণ বিবা-দের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিতে যেহেতু কয়েকজন ব্যবসায়ী তাহাদের বস্ত্রগুলিতে ছাপ মারিয়া দিবার পক্ষে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ, কানিয়াবাদের অন্যান্য বড় বড় সহরের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শীঘ্রই পিকেটিং আরম্ভ করা হইবে।

মণিলাল কোঠারীর নির্ব্বাসন

শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারীর কারাদণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইলে বোম্বাই সরকারের নিকট হইতে 'বিদেশী আইন' অনুযায়ী তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ পাইয়া আমেদাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাঁহাকে আটক রাখা হয়। গত বৃহস্পতিবার তাঁহাকে সবরমতী সেন্-ট্রাল জেল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া শুক্রবার প্রাতঃকালে পুলিস পাহারায় ওখানে জামখানসিটি আনয়ন করা হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের এজেন্ট মিঃ ই, এস, কেলের আদেশ এবং পূর্ব্ব কাথিয়াবাড়ের এজেন্টের আদেশ অনুসারে তাঁহার জামখানসিটি পরিত্যাগ করিবার হুকুম হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীর কারামুক্তি

নারী সত্যাগ্রহ কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীকে গত ২৮শে নভেম্বর বেলা প্রায় ১১টার সময় প্রেসি-ডেন্সী জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জেলের গেটে বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ও নারী সত্যাগ্রহ কমিটীর অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত দেশবন্ধু স্মৃতি দিবস উপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় যে নারী শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী ১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য করিয়া তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন সেই জন্য তাহার প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বোম্বাই গুলীর জের

২৭শে নভেম্বর গোয়ালট চার্চ্চ ষ্ট্রীটের গুলী ছোড়ার কারাদণ্ডের বিবরণ জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কোন মুসলমান তাঁহার বন্ধুকে গুলী ছোড়া শিখাইতেছিলেন। তাঁহার পাশ ছিল। তাঁহাকে ৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার মোটর ও রিভলভারের পাশ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কটকে খুনের মামলায় ৫ জন আসামীর প্রাণদণ্ড

২৬শে নভেম্বর সংবাদে প্রকাশ প্রায় ৭ মাস পূর্ব্বে কটক জেলার বাকী গুণ্ডাদিগের অন্তর্গত পানিকোয়ার গ্রামে দুইটী খুন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, উক্ত গ্রামের মঠের মহান্ত এবং তাঁহার রক্ষিতা জনৈকা উড়িয়া স্ত্রীলোককে পুড়াইয়া মারা হয়। এই খুন সম্পর্কে ১৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। কটকের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এস, কে, দাস, আই, সি, এস এই মামলায় বিচার করিয়া নরসিং মহাপাত্র ও অন্য ৪ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড এবং ৪ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অবশিষ্ট আসামীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আসামীদিগের ভিতর ৭ জন আত্ম-পক্ষ সমর্থনের উকীল দিতে অসমর্থ হওয়াতে সরকারের পক্ষের উকীল উহাদের পক্ষ সমর্থন করেন। আসামীরা আপীল করিবে।

ভারতে লর্ড হার্ডিং

গত ২৮শে নভেম্বর বিলাত হইতে যে জাহাজ বোম্বে আসিয়াছে, তাহাতে ২ জন বিশিষ্ট আরোহীকে দেখা যায়। একজন ভারতের ভাবী জঙ্গী লাট স্যার ফিলিপ চেটউড ও লর্ড হার্ডিং। উঁহাদের নিকট ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা কোন উত্তর দেন নাই। লর্ড হার্ডিং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পুলিসের বিরুদ্ধে নালিশ

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে পুলিশ লাহোর দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজে হানা দিয়াছিল এবং অধ্যাপক সন্তরাম সয়ালকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া উক্ত কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এবং উক্ত অধ্যাপক পুলিশের বিরুদ্ধে ২০ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের দাবী দিয়া এক নালিশ রুজু করিবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন। উক্ত মামলা রুজু করিবার অনুমতি পাইবার জন্য তাঁহারা ১৯৭ ধারা মতে গভর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের জামীন বাজেয়াপ্ত

প্রেস অর্ডিনান্স অনুযায়ী 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকার জামীনের ৪ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় লাহোর হাই-কোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। গত শুক্রবার প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি স্যার এলান ব্রডওয়ে ও স্যার আব্দুল কাদেরকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চে উহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

আবেদনকারীর পক্ষ হইতে মিঃ জগন্নাথ বলেন, প্রেস অর্ডিনান্স অনুযায়ী 'হিন্দুস্থান টাইমস' প্রেসের নিকট ৫ হাজার টাকা জামীন চাওয়া হইলে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়। ৩ মাস পরে ২৮শে জুলাই তারিখে প্রেস ও সংবাদপত্রের জন্য ৪ হাজার টাকা জামীন দিয়া নূতন ডিক্লারেশন লওয়া হয়। সংবাদপত্র ১০ দিন প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩ই আগষ্ট তারিখে উক্ত জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আপীলের শুনানী আগামী শুক্রবারের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

মিঃ প্যাটেলের করাচী যাত্রা স্থগিত

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গ্রেপ্তার হওয়ায় সর্দ্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেলের করাচী যাত্রা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পিকেটিংএ অনশন

আমেদাবাদ, ২৭শে নভেম্বর সংবাদে প্রকাশ বানর সেনাদলের সাফল্যে উৎ-সাহিত হইয়া ১০ জন নরনারী গত বৃহ-স্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে মাণেকচকের বিদেশী সিল্ক ব্যবসায়ীদের দোকানের সম্মুখে অনশন-ব্রত অবলম্বন করে। ব্যবসায়ি-গণ দোকান খুলিবামাত্র তাহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া দলে দলে প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে উপবেশন করে। কয়েকঘণ্টা পরে ব্যবসায়িগণ তাহাদের দোকান বন্ধ করে; কিন্তু তথাপি অনশন-ব্রতিগণ তথায় উপবিষ্ট থাকেন।

অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ঐ দিন অপরাহ্নে ব্যবসায়িদের এক সভা হইবে বলিয়া প্রকাশ। সত্যাগ্রহীদের দাবী এই যে, ব্যবসায়ীদিগকে আগামী এই যে পর্য্যন্ত বিদেশী রেশমী বস্ত্র বিক্রয় না করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

স্বদেশী লীগের আবেদন

বোম্বাই স্বদেশী লীগের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কে, নটরাজন জন-সাধারণকে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে অনুরোধ করিয়া এক দীর্ঘ আবেদন করিয়াছেন। বিদেশকে এক টাকাও দেওয়া তিনি পাপ বলিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে গ্রেপ্তারের সংখ্যা

প্রকাশ যে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশে মোটের উপর ৮৬৮১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ৩৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]—[illegible] খুলিয়া বলিতেছি মাত্র। বেশী কথা কি, যদি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা তোমার থাকে নিজে অতি শীঘ্র উপলব্ধি করিবে। [illegible] অনুরোধে যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পার তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কে যত কিছু দুর্ব্বুদ্ধি আছে সব গুলিকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া লইয়া গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্তে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ কর দেখিবে গৌড়ীয় মঠের উত্তরোত্তর বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আর সাথে সাথে তোমারও মঙ্গলের পথটা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধকলে বেশ পরিষ্কার হইতেছে। তাই বলি ভাই এখনও যায়, সুবিধা হইবে। বন্ধুর কথা শোন।

সৌন্দর্য্যের অভিমান

(শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী লিখিত)

(১)

সাধারণতঃ মানবহৃদয়-মাত্রেই সৌন্দর্য্য পিয়াসী। আমরা প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্যের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। তাই ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র বিলাসবতী রঙ্গময়ী প্রকৃতিদেবীর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য-ভঙ্গী আমাদের হৃদয়ে প্রাকৃত পুলকানুভূতির সঞ্চার করে। বিশ্বে নবাগত তরুণ শিশু যেমন প্রথম আলোকোদ্ভবে, নানা অপরূপ শব্দ-স্পর্শগন্ধ-ময়ী ধরণীর, স্বর্ণ-করোজ্জ্বল প্রভাত তপনের দিকে পলকহীন মুগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করে, আমরাও তেমনই নানারাগরঞ্জিতা প্রকৃতিসুন্দরীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-লীলালহরীর নব নব ক্রীড়া দর্শন করিয়া প্রতি নিয়ত মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু প্রাকৃত সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নয় বলিয়া উহা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আনন্দের সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিতা নবরশোভা দু'দণ্ডেই কালের ক্রোড়ে ঝরিয়া পড়িয়া সৌন্দর্য্য পিপাসু আমাদিগকে বঞ্চিত করে এবং রূপলুব্ধ পতঙ্গের মতই আমরাও নৈরাশ্যের হুতাশনে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকি। প্রকৃত দর্শনে এই ভুবনের সৌন্দর্য্যও ক্ষণিকের জন্যই বিকশিত হইয়া উঠিয়া ক্ষণপরেই লয় প্রাপ্ত হয়, উহা সতত পরিবর্ত্তনশীল এবং নশ্বর। তাই দেখি প্রভাতে যে গোলাপকুসুমটী বিচিত্র সুষমাসম্ভার লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মধ্যাহ্ন তপনের তপ্তকর-স্পর্শেই তাহার সৌরভময় জীবনের অবসান হইল; [illegible] কুসুমকলিকার যৌবনশোভা অকালেই ঝরিয়া পড়িল। [illegible] শিশিরে সিক্ত পরিমল বাস বুকে লইয়া যে শিউলি শেফালী ফুটিয়া উঠে, [illegible] পাখী [illegible] প্রভাতের আগমনী গাহিবার [illegible] সে শেফালী নীরব [illegible] [illegible] কঙ্কাল [illegible]

নীরব মেঘমালার মধ্যে যে তীব্র জ্যোতিঃময়ী সৌদামিনীর বিকাশ; তাহাও ক্ষণিকের জন্য।

স্বভাবসুন্দর তরুণ মানবশিশুর অধরের অমল হাসিটি নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতীক, বালকের সরল আননের সেই পবিত্র ছবিটি পৃথিবীর নির্ম্মম অত্যাচার অবিচারে দু'দিন পরেই চিরদিনের জন্য বিষাদের অতল সিন্ধুতে ডুবিয়া যায়। মাধবী পূর্ণিমার রজত শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিতা রজনীর উদয় কতটুকু সময়ের জন্য? এসকল কি শুধু অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হয় না? অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ-রঞ্জিত সান্ধ্যগগনের অপরূপবর্ণবৈচিত্র্যময় ক্ষণপরেই [illegible] তিমিরপ্রলেপে আবরিত হইয়া যায়! আবার সময় সময় পূর্ণ চন্দ্রের অমল বিকাশও সহসা মেঘ সঞ্চারে লোকলোচনের নিকট লুপ্ত হইয়া থাকে। বসন্তের মাধুরী সম্পূর্ণ উপভোগ না করিতেই সহসা দারুণ গ্রীষ্মের তপ্ত নিঃশ্বাস জীবগণকে ব্যথিত করে। ঐ যে মধুর সুবাসস্নিগ্ধা কামিনী-কুসুমের গুচ্ছটী উহা ছুঁইতে না ছুঁইতেই ঝরিয়া পড়ে। হায়! [illegible] ব্যক্তির সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা কিছুতেই মিটে না, কেবল নূতন দুঃখেরই সৃষ্টি করে।

মানবের যৌবন শোভা—যাহার গৌরবে আমাদের নিখিলবাসী অনেক ভ্রাতা ভগিনীই 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করেন, তাহাই কি চির স্থায়ী? সর্ব্বগ্রাসী কালের দুরতিক্রমা প্রভাবের নিকট সে' রূপ-গরিমা টিকিবে ত? রূপ সম্ভোগ-লোলুপ আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায়ই সে' সৌন্দর্য্য প্রতিমা কালরাহুগ্রাসে পতিত হইবেনা ত' যবনসম্রাট তনয়া রূপবতী জেবুন্নেসার রূপ প্রভা আজ কোথায়? আত্মরূপযৌবন মুগ্ধা রাজকুমারী স্বরচিত কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন "যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন প'রে, পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষা-ভরে।" ইত্যাদি আত্মযৌবনমুগ্ধা রূপসীর সে যৌবন শোভা কি কাল প্রভাবে টুটিয়া যায় নাই? অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী, জাহাঙ্গীর-মহিষী নুরজাহান বা 'জগজ্জ্যোতিঃ' আজ কোথায়? তাঁহার সেই রূপজ্যোতিঃ কত দিন জগতের জ্যোতিঃ বিধান করিয়াছিল? সকলেরই ন্যায় তিনিও কি কালসাগরের বক্ষে অন্তর্হিত হ'ন নাই? [illegible]শ্চর্য্য রূপলাবণ্যবতী গ্রীস-সুন্দরী [illegible],—এক সময় যাহার সৌন্দর্য্য খ্যাতি প্রস্ফুটিত কমলিনীর সৌরভের মতই দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনি আজ কোথা? হেলেনের রূপবহ্নিতে [illegible] পাড়িল—যাহার [illegible]—[illegible] বিপুল [illegible] জানা হইয়াছিল, খ্যাতনামা ট্রয়নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত মানব সন্তানটীও আজ কোথায়? সৌন্দর্য্য বিভ্রমবতী, [illegible] মিশররাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, যিনি রূপের বিপণি সজ্জিত করিয়া, রোমের বীরচূড়ামণি সিজারকে এবং রোমকসৃগাল মার্ক এণ্টনিকে মুগ্ধ করিবার জন্য কতই না কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রূপ-গর্ব্বিত দেহ শোভা কি স্থায়ী হইয়াছিল? যবনরাজগণের অন্তঃপুরবাসিনী রূপসীগণ যাঁহারা নিজ মহলের সহস্র দর্পণে নিজেদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপপ্রভা দেখিয়া নিজেরাই মোহিত হইতেন তাঁহারাও আজ আর ধরণীতে বিদ্যমান নাই। মোগলসম্রাট শাজাহান-তনয়া অতুলনীয়া সুন্দরী জাহানারা ও রোসেনারা নারী অভিধেয় এখন কেহও শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত সমাধি ভূমিতেই চিরদিনের নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছে। এক সময়ে যাহার রূপের সৌরভ সমস্ত ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল রাজস্থানের প্রাতঃস্মরণীয়া সেই ভীমসিংহপত্নী চিতোরবাসী পদ্মিনীই বা আজ কোথায়? জড়বাসনা লোলুপ আলাউদ্দিনের অন্যায় কামনার বশেই চিতোর নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইতিহাসও উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রিয়সুখকামী সেই নরাধমের অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অসংখ্য অসংখ্য রূপবতী যবনরাজতনয়া, শত সহস্র আর্য্যকুমারী যাহারা শুধু সৌন্দর্য্যের জন্যই পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন আজ আর ক্ষিতিবক্ষে তাঁহাদের রূপরশ্মির একটী ক্ষীণ রেখাও বর্ত্তমান নাই।

কোনও প্রাকৃত কবি নশ্বর সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন,

"প্রকৃতির উৎসবেতে, সৌন্দর্য্য যেথায়
কেহ নহে, কিছু নহে স্থির।
উঠে ফুটে পলে পলে, আপনা বিলায়,
উঠে শিখা সূক্ষ্ম অস্থির"

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলে এই সত্যই প্রত্যক্ষ হয় যে ভোগস্পৃহাপর আমাদের হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনার বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নশ্বর শোভাও ক্ষণেকেই লুক্কায়িত হয়। [illegible] অসার অঙ্গরূপের অভিমানে প্রমত্ত হইয়া যাহারা দেহকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞানের নায়ক নরকের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে তাহাদের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট আর কে? [illegible] সীতাদেবীতে ভোগবুদ্ধিরূপ কুবুদ্ধিপোষণ করিবার ফলেই ত্রিলোক-বিজয়ী, [illegible] সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [illegible]

অনাদির আদি, সর্ব্বকারণের কারণ আদি পুরুষ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ [illegible] সৃষ্ট বলিয়া জাগতিক কোন বিষয়ে লোভ বুদ্ধি করা আমাদের [illegible] স্বরূপ। সমগ্র বিশ্বমানবের [illegible] অন্তর মথিত করিয়া এইযে "[illegible]" রব উত্থিত হইয়াছে, যাঁহার [illegible] আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা জাগতিক কোন উপায় অবলম্বনেই শান্ত হইবে না; জড় [illegible] বিষজ্বালায় দুর্নিবার লালসা নিবারিত হইবার দ্বিতীয় কোন পথ নাই—একমাত্র পন্থা, অপার করুণাময় নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অভয় পাদপদ্ম শরণগ্রহণ। একমাত্র তিনিই করুণাসুধাবর্ষণে শত সহস্র প্রকারের তৃষ্ণার তৃষিত নিখিলজগতকে [illegible] করিতে পারেন, তৃপ্ত করিতে পারেন। শুধু রূপের অভিমান নয়, আমাদের বিমুখ হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার দুরভিমান পরিত্যাগ করাইয়া একমাত্র তাঁহারই শ্রীচরণপ্রসাদ—আমাদিগকে নিত্য সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত উৎস, নবনবায়মান চিৎস্বরূপ মধুর আকর, অপ্রাকৃত নবীন-যুগল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের নিত্য সেবাধিকার প্রদান করিতে সমর্থ। অতএব হে আমাদের নিখিলবাসী আত্মীয়-বর্গ! আসুন, আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনী একত্রিত হইয়া, জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করি। তাহা হইলে আর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জড় সৌন্দর্য্য আমাদের উপর মোহজাল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে আত্মধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না—তাহা হইলে আর আমরা কিশোর মূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনের অপ্রাকৃত চরণ-নখর শোভা হইতে দৃষ্টি অন্যদিকে চালিত করিয়া নশ্বরের ন্যায় ধ্বংসের আবাহন করিব না। পরমকারুণিক [illegible] শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় ভোগাসক্তদিগের কল্যাণের জন্যই এই নিঃশ্রেয়সবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

তিনি শিক্ষা দিতেছেন যে এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই সেবা ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, অতএব [illegible] সেবোপকরণদ্বারা [illegible] অর্জ্জন করিতে হইবে।

[illegible]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করিয়া দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী অপর্ণাদেবী গত ২৫শে নভেম্বর (১৯৩০) তারিখের ষ্ট্যাটসম্যান পত্রিকায় যে সংবাদটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন নদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বঙ্গার্থসহ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

GAUDIYA MATH SHOW

APPRECIATION OF A LADY VISITOR

Sreemati Aparna Devi (Deshbandhu Mr. C. R. Das's daughter) writes—

I had the privilege of visiting the Gaudiya Math Exhibition held by Gaudiya Math at Bagbazar on Sunday the 16th Nov, 1930. The Exhibition was certainly very original in its character. It was the pictorial representation of the real and fundamental principles of the Vaisnaba Philosophy and Religion. The various themes were well thoughtout and their execution was excellent. I have not seen any thing like it before anywhere in India. I understand, it is only a part of the bigger exhibition held by the Gaudiya Math at Sree-Mayapur last year. I wish I had been there to see it in the birth place of Sree Gauranga. These exhibits, by themselves, are meaningless and do not convey any thing to the visitors but require some explanations. I was fortunate enough to get the help of a Sanyasi of the Math who lucidly and eloquently explained the themes of the exhibits to me and other visitors who congregated there in a very large number. All that physical science could contribute to the charms of the Vaisnabism was there and the whole thing seemed to me superb and sublime. The arrangement all around was excellent. The ladies were given the place of honour and provided with altogether seperate entrance and separate enclosure for going round the exhibition. The arrangement in the Mundir where the Thakoors were located and the Quadrangle where the Kirttan was being sung were also very good. The Sanyasis of the Math were all very obliging and all attention to the visitors all around. I certainly congratulate the management of this unique exhibition.

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রদর্শনী

মহিলাদর্শকের সুখ্যাতি

শ্রীমতী অপর্ণাদেবী লিখিতেছেন—গত ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩০ রবিবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ আমার উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ প্রদর্শনীটি বাস্তবিকই নূতন ধরণে গঠিত। ইহাতে বৈষ্ণব-দর্শন এবং ধর্ম্মের প্রকৃত মৌলিক তত্ত্বসমূহ চিত্রসাহায্যে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর বিবিধ বিষয়সমূহ অতিশয় গবেষণাপূর্ণ এবং উহাদিগকে সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভারতের কোথাও আমি এ'রূপ প্রদর্শনী আর দেখি নাই। আমার বোধ হয় গৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক গত বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি শ্রীমায়াপুরে যে বৃহৎ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এই প্রদর্শনীটি তাহারই অংশমাত্র। আমি যদি উহা দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে নিজকে ধন্য মনে করিতাম। দর্শকবৃন্দ প্রদর্শিত চিত্রসমূহ দর্শনমাত্রই উহাদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহাদের নিকট আপাততঃ অর্থ শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং উহাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশতঃ উক্ত মঠের একজন সন্ন্যাসী আমাকে এবং তথায় সমবেত বহুসংখ্যক দর্শকবৃন্দকে প্রদর্শিত চিত্রগুলির গূঢ় রহস্য প্রাঞ্জলভাষায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত বিজ্ঞানবলে বৈষ্ণবধর্ম্মের মনোমুগ্ধকারিতার প্রদর্শন যতটা সম্ভবপর তাহা তথায় সুবিন্যস্ত ছিল এবং আমার নিকট সমস্ত বিষয় অতি উত্তম বলিয়া বোধ হইল। প্রদর্শনীর সর্ব্বত্রই সুবন্দোবস্ত ছিল। মহিলাদিগের জন্য দর্শনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল; তাঁহাদের প্রদর্শনী দর্শনের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ প্রবেশদ্বার এবং পৃথক্ দর্শনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ আছেন এবং নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তন হয়; এই উভয় স্থানের ব্যবস্থাও অতি উত্তম ছিল। মঠের সন্ন্যাসিগণ অতিশয় বিনয়ী এবং সর্ব্বত্রই দর্শকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। এই অদ্বিতীয় প্রদর্শনীর সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং ইহার অনুষ্ঠাতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ রশ্মি উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযুত মহকরিয়ী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহবেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, চিত্রসমন্বিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোস্বামী প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী বি, এস্, এস্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র,এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবামকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুঞ্জসেবক।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ দাস, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগৃহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাতু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ লাম্ব, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাগ্বিজয়ানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যগোস্বামী

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

“শ্রীধাম”
দৈনিক
নবদ্বীপ

Registered No. C. 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

মান্দ্রাজে ভীষণ ঝঞ্ঝা

গত ২৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ প্রবল ঝঞ্ঝাবৃষ্টির ফলে মান্দ্রাজের সমস্ত টেলিগ্রাফের লাইন নষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজ অন্যান্য ষ্টেশন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজে গত শুক্রবার হইতে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত ও কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে। সমস্ত টেলিগ্রাফ লাইনের সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। এখনও পোতাশ্রয়ে ঝটিকাজ্ঞাপক পতাকা উড্ডীয়মান আছে।

“নায়ক” আফিসে খানাতল্লাস সম্পাদক ও মুদ্রাকর ধৃত

গত শনিবারে পুলিস খানাতল্লাসী পরোয়ানা গ্রহণ করিয়া বহুবাজার ষ্ট্রীটে দৈনিক সান্ধ্য পত্র “নায়ক” অফিসে উপস্থিত হইয়া তথায় খানাতল্লাস করেন খানাতল্লাসের ফলে পুলিস “দিন আগত ঐ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্বলিত গত ১০ই নভেম্বরে প্রকাশিত উক্ত পত্রের কয়েক খণ্ড হস্তগত করিয়াছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ও মুদ্রাকর শ্রীযুত ক্ষীরোদলাল দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মান্দ্রাজে ভীষণ ঝঞ্ঝা

‘নায়ক’ অফিসে খানাতল্লাস সম্পাদক ও মুদ্রাকর ধৃত

৭০জন বন্দীর প্রায়োপবেশন

চৌকীদারী কর অপ্রদানে সম্পত্তি ক্রোক

বড়লাটের কলিকাতা আগমন

শাসমলের মেদিনীপুর প্রবেশ অনধিকার

সতীদাহের চেষ্টায় কারাদণ্ড

সার্জ্জেণ্টের নামে সমনজারী

মন্ত্রীদের কমিটীর রিপোর্ট

নেতাদের লবণ আইনের মামলার আপীল অগ্রাহ্য

৭০ জন বন্দীর প্রায়োপবেশন

প্রকাশ, মাদুরা জিলা জেলের ৭০ জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ব্রত পালন করিতেছেন।

চৌকিদারী কর অপ্রদানে সম্পত্তি ক্রোক

প্রকাশ, কোটালপুর থানার অধীন সিহার ইউনিয়নের নন্দীর শ্রীযুত বেণু পদ পাল ও শ্রীযুত অধরচন্দ্র নন্দী এবং মির্জাপুর থানার অধীন কলাবেড়িয়ার শ্রীযুত শরৎ খাঁ, শ্রীযুত রামলাল খাঁ ও শ্রীযুত জ্যোতি খাঁ চৌকিদারীর কর প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে সম্প্রতি বলে ইউনিয়ান বোর্ডের সম্পাদক কর্ত্তৃক তাঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইতে দিয়াছেন।

বড় লাটের কলিকাতা আগমন

সরকারী ভাবে জানান হইয়াছে, সস্ত্রীক বড় লাট লর্ড আরউইন ২০। ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে ঝান্সী হইতে বাহির হইয়া ২১ই তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিবেন। কলিকাতা হইতে তাঁহারা আসাম যাইবেন এবং জানুয়ারীর মাঝামাঝি দিল্লী ফিরিবেন।

শাসমলের মেদিনীপুর প্রবেশ অনধিকার

শ্রীযুত বি, এন, শাসমল বার-এট-লয়ের উপর ইতঃপূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি আর মেদিনীপুর জিলার এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুত শাসমল এই হুকুমের বিরুদ্ধে সেসনজজের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন এই সম্পর্কীয় হুকুম নাকচ করিতে পরামর্শ দেন।

আগামী ৫ই ডিসেম্বর এই বিষয়ের শুনানী হইবে।

সতীদাহের চেষ্টায় কারাদণ্ড

গত জুলাই মাসে হাজারীবাগ জিলার দাইতার গ্রামে মুসাম্মৎ বন্দুদেও কুমারী তাহার মৃত স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জনের চেষ্টা করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা (আত্মহত্যার চেষ্টা) অনুযায়ী ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। যে ৭ ব্যক্তি তাহাকে ঐরূপ কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সার্জ্জেন্টের নামে সমন জারী

অ্যাডভোকেট শ্রীযুত দেশাই, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে সার্জ্জেন্ট ম্যাকেঞ্জি এবং কনেষ্টবল ভিকাদে মহিলা কয়েদী মিস সৈয়দের প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অপমান করিয়াছিল ফলে, ২১শে নভেম্বর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা অনুসারে সমন জারী করিয়াছেন।

প্রকাশ, আগামী ১৪ই জানুয়ারী এই মামলার শুনানী হইবে।

মন্ত্রীদের কমিটীর রিপোর্ট

গত ২৮শে নভেম্বর ভারতীয় রাজ্যদের সমস্ত প্রতিনিধি মন্ত্রীদের কমিটী কর্ত্তৃক রচিত সংশোধিত রিপোর্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজন্যদের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কীয় কতকগুলি বিষয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্ব প্রকার বিচারালয় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট পুনরায় কমিটীতে পাঠান হইয়াছে।

নেতাদের লবণ আইনের মামলায় আপীল অগ্রাহ্য

করাচী বার এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট মিঃ কিমৎরায় ভোজরাজ করাচীর প্রথম দলের নেতাদের ডাঃ চৈৎরাম, সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত গিডবাণী ও আরও ৬ জন, যাঁহারা লবণ আইনের ৪৭ (৩) ও দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁহাদের দণ্ড অগ্রাহ্য করাইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, স্থানীয় হাইকোর্ট তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা জনক দুলারী দণ্ডিতা

লাহোর কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত জনক দুলারী সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্তা হইয়া ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মেলার সময়ে প্রথম স্বেচ্ছাসেবকদলের সহিত গমন করিবার অভিযোগে সোণপুরে তিনি ধৃত হন।

কেরোসিনের উৎস আবিষ্কার

আসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজে এক গৃহস্থের বাটীর উঠানে কেরোসিনের একটী উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে। তেলটা ঠিক পেট্রোলের মত। ইহাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য বেশী কিছু করিতে হইবে না।

রণপুরে তদন্তে পুলিস সাহেব

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত তৃতীয় রণপুর তদন্ত কমিটীর সভাপতির নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমেদাবাদের জিলা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওগরম্যান রণপুরে গিয়া গত ৫ দিন হইতে স্বয়ং রণপুরে পুলিসের তথাকথিত অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ২৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রণপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি একজন। তদন্তের সময় রণপুরের একজন বিশিষ্ট স্থানীয় নাগরিক এবং পুলিসের দারোগা—মিঃ সাহবুদ্দিন উপস্থিত থাকিতেছেন।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

নূতন ষড়যন্ত্র মামলার আসামী লালচাঁদ আগরওয়ালা, পূরণ মেহার, গুরুদাসরাম আগরওয়ালা, হংসরাজ জৈন ও গুরুমুখ সিংহকে ২৮শে নভেম্বর পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ ব্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ফিরোজপুর জিলার টিবা থানায় একটি বোমা রাখিবার অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামী পক্ষের কৌন্সিল বলেন, আসামিগণ এরূপ দরিদ্র যে, তাহারা নিজ ব্যয়ে কৌন্সিল নিযুক্ত করিতে পারে না; তজ্জন্য তাহারা সরকারী ব্যয়ে একজন কৌন্সিল নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করে। আদালত লিখিত আবেদন পেশ করিতে বলিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতিতে কুমারী কৃষ্ণা নেহরু সম্বর্দ্ধিত

গত শুক্রবারে কলিকাতা আলবার্টহলে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি কুমারী কৃষ্ণা নেহরুকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া তাঁহারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সম্বর্দ্ধনা সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুত নলিনাক্ষ সান্যাল।

অভিনন্দনের উত্তরে কুমারী কৃষ্ণা প্রথমতঃ ছাত্রদিগকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আন্দোলন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ছাত্র সভায় তাহার পক্ষে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইবার মত কিছুই নাই। তিনি বলেন যে, গত ৭ মাস হইল, এই দেশের ছাত্ররা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং নেতারা বহুবার তাহাদের সাহায্য চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় ছাত্ররা নেতাদের আহ্বানে সমুচিত সাড়াদেয় নাই। অবশ্য কয়েকজন ছাত্র অগ্রণী হইয়াছেন, কিন্তু মুখ্যতঃ বাঙ্গালার ছাত্রসম্প্রদায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

তিনি বলেন যে, ছাত্ররা যদি নেতাদের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া দিত তাহা হইলে তাহারা এই সময়ের মধ্যে জয়ী হইতে পারিত।

অতঃপর কুমারী কৃষ্ণা নেহরু অন্যান্য দেশের ছাত্র আন্দোলনের কথা সভায় বর্ণনা করেন এবং বাঙ্গালার ছাত্রদিগকে দলে দলে আসিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন।

পরিশেষে তিনি সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বলেন যে, তাঁহারা যেন দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হয়েন এবং বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করেন।

ভারত সচিবের বিরুদ্ধে নালিশ

মেদিনীপুরের বিশিষ্ট উকীল ও উকীল সমিতির সভাপতি শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ মাইতির বাটীতে হানাদিয়া পুলিশ প্রায় ৭০০০ টাকা মূল্যের সামগ্রী নষ্ট করিয়াছিল এবং লইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীযুত মাইতি সপরিষদ ভারত সচিব ও কয়েক জন সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীর নামে মামলা রুজু করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নোটীশের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মামলা রুজু হইয়াছে।

বস্ত্রব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত

২৮শে নভেম্বর, নারায়ণগঞ্জ এক সভায় স্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়িগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা আর বিদেশী বস্ত্র বা জামা প্রভৃতির কাপড় আমদানী করিবেন না।

আরও স্থির হইয়াছে যে, ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় সূতায় প্রস্তুত না হইলে তাঁহারা তাঁতিদের নিকট হইতে কাপড় চাদর ক্রয় করিবেন না।

স্থানীয় সমর পরিষদের অধিনায়ক ডাক্তার বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে গত তিন দিন হইতে বিদেশী সূতার দোকান গুলিতে পূর্ণোদ্যমে পিকেটিং চলিতেছে।

বক্তৃতায় রাজদ্রোহের অভিযোগ

মাদুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গোমারা, কুলু নামক একজন কংগ্রেস-কর্ম্মীকে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত মার্চ্চ ও মে মাসের বক্তৃতার জন্য তিনি দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায় ২ দফা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক দফায় তাঁহাকে ১৮ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। দণ্ড দুইটি পর পর ভোগ হইবে।

মুন্সীগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিস নিয়োগ

সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমস্ত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অবস্থা ভয়াবহ ও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এই মহকুমার মধ্যে অধিবাসীদের খরচায় উপস্থিত ৬ মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হইবে।

প্রকাশ, এই জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে একশত ভূতপূর্ব্ব সামরিক কর্ম্মচারীকে ৬ মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের মহকুমার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হইবে। এই জন্য বিশেষ করিয়া ব্যবস্থা হইতেছে, স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ পিউনিটিভ্ পুলিসের শিবিরের উপযোগী স্থান সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন এবং কর ধার্য্য করিতেছেন।

উপস্থিত মুন্সীগঞ্জ, ইছাপুরা, তালতলা, হাসাড়া, বজ্রযোগিনী, লৌহজং এবং বাহেরকে ইহাদের মোতায়েন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই পুলিসের ব্যয় কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নিকট আদায় করা হইবে। সরকারী কর্ম্মচারী, য়ুনিয়ন বোর্ডের সভ্য ও সভাপতি, অনুন্নত শ্রেণীর লোক বা মুসলমানদের এ জন্য কিছু দিতে হইবে না, কারণ উচ্চশ্রেণী হিন্দুরাই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি বিশেষ রকম সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকের কারামুক্তি

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীযুত যোগেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অরুণ দাস ও শ্রীযুত উপেন্দ্র পাল পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডকাল পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি তাঁহারা শ্রীহট্ট কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

ভক্ত ভাগবত

কৃপাভিক্ষা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা অপ্রাকৃত ভক্তরসিক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় আমরা জানিতে পারি যে ভাগবত দুই প্রকার—(১) গ্রন্থ ভাগবত ও (২) ভক্তিরস পাত্র ভক্ত ভাগবত। গ্রন্থ ভাগবত সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীনদীয়া প্রকাশে আলোচিত হইয়াছে; অদ্য আমরা ভক্ত ভাগবতের আলোচনাদ্বারা জীবন সার্থক করিব। একমাত্র সূর্য্যের কিরণ দ্বারাই যে প্রকার সূর্য্যের দর্শন লাভ সম্ভব তদ্রূপ একমাত্র ভগবদ্ভক্তের কৃপাতেই আমরা তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি; গভীর রজনীতে আমাদের শত সহস্র চেষ্টায়ও যে প্রকার সূর্য্যদর্শন সম্ভব নহে তদ্রূপ অক্ষজ-জ্ঞান-দ্বারা বৈষ্ণব-তত্ত্ব কখনও অবগত হওয়া যায় না। অতএব আসুন পাঠকবর্গ, যিনি আমাদিগকে মর্ত্ত্যলোক হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত ভক্তরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন—যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনপূর্ব্বক আচার ও প্রচার দ্বারা আমাদিগকে পরবিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন সেই আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবে সর্ব্বপ্রথমে আমরা প্রণত হই; তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন—তাঁহার কৃপাই আমরা ভগবদ্ভক্তের তত্ত্ব আলোচনায় সমর্থ হইব।

মহাভাগবতের লক্ষণ

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র আগ্নীধ্র, তৎপুত্র নাভি, তৎপুত্র বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ ঋষভ। ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নারায়ণ-পরায়ণ ভরত; এই ভরতের নামানুসারে এই দেশ ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন নামক নয়টী পুত্র নবযোগেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা আত্মবিদ্যা-বিশারদ একান্তভক্ত পরমার্থী ছিলেন। এই নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি বিদেহরাজ নিমিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া "ভাগবতধর্ম্ম কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন গতকল্য আমরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছি। কবির উক্তি হইতে নিমিরাজ ভগবদ্ভক্তের আচার প্রকারাদি সে-সকল চিহ্ন জ্ঞাত হইয়াছেন তাদৃশ চিহ্ন সমূহদ্বারা সেই ভগবৎপ্রিয়গণের উত্তমতা, মধ্যমতা ও অধমতা-দ্যোতক ভেদ চিহ্ন সমূহ বিবেচনা করিয়া 'ভগবদ্ভক্ত কয় প্রকার, ভাগবতগণের স্বভাব, আচরণ, ও লক্ষণ কি রূপ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের কি প্রকার নিদর্শনদ্বারা ভাগবতগণকে জানা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও সাধারণাদি ভেদ কি প্রকার?' নিমিরাজ প্রণিপাত সহকারে এতদ্বিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীহরি মহাভাগবতের লক্ষণ-বর্ণনে বলিতেছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

—যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং যিনি আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন তিনি ভাগবতোত্তম অর্থাৎ যিনি চেতনাচেতন সর্ব্বভূতে আপনার উপাস্য বস্তু শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন তথা আপনার উপাস্য বস্তু শ্রীভগবানে চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থকে দর্শন করেন, তিনি মহাভাগবত। সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের উদাহরণ যথা—প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বত্র এমন কি স্ফটিক স্তম্ভেও নিজ উপাস্য বস্তু ভগবদ্দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শনের উদাহরণ যথা—যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের জঠরে সর্ব্বভূত ও সকল ধাম দর্শন করিয়াছিলেন।

গীতা-প্রমাণ

শ্রীমহাভাগবত সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

—যিনি সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত বস্তু দর্শন করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ'ন অর্থাৎ এই ভক্তবর শান্তশক্তি অতিক্রম করিয়া ভগবানের সহিত, 'ভগবান্ তাঁহার এবং তিনি ভগবানের' এইরূপ একটী সম্বন্ধযুক্ত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন। ভগবানের সহিত ভক্তের এইরূপ প্রেমের সম্বন্ধ জন্মিলে ভগবান্ ভক্তকে কখনও শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করেন না—ভক্ত তাঁহার দাস বলিয়া তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অদৃশ্য হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্য

মহাভাগবতের দর্শন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি॥
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি॥"

* * * *

যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

* * * *

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥

কামুক যে প্রকার জগৎ কামিনীময় দেখে, লুব্ধ যে প্রকার জগৎ ভোগময় দেখে মহাভাগবতও সেই প্রকার জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করেন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা গোপললনাগণ প্রেমোৎকণ্ঠাবশতঃ বন, লতা, তরু, নদী, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা দর্শন করিয়াছেন।

মধ্যমভাগবতের লক্ষণ

মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ বর্ণনে শ্রীহরি বলিতেছেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে অর্থাৎ ভক্তজনে মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ কোমলশ্রদ্ধ লোকের প্রতি কৃপা এবং যিনি শ্রীভগবানের ও ভক্তের বিদ্বেষকারী ব্যক্তি সকলকে উপেক্ষা করেন অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গে দান, প্রতিগ্রহ, খাওয়া, খাওয়ান, গুহ্যকথা বলা ও শ্রবণ করা এই ছয় প্রকার সঙ্গ করেন না তিনি মধ্যম ভাগবত। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা লাভ করেন নাই তাঁহার চারি প্রকার বস্তুর প্রতি চারি প্রকার সেবা নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ তিনি (১) নিজ উপাস্য ভগবানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েন (২) ভগবদ্ভক্তের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন (৩) কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠাধিকারিগণকে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনরূপ-সঙ্গ দান করিয়া আত্মসাৎ করেন এবং (৪) যাহারা ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করে না, পরন্তু তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করে এইরূপ মায়াবাদিগণের সঙ্গ-ত্যাগরূপ উপেক্ষা করেন। ঐ উপেক্ষাতেই তাহাদের প্রতি কৃপা করা হয়

কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ

অতঃপর শ্রীহরি নিমিরাজের নিকট কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি হরিতোষণার্থ অর্চ্চাবিগ্রহেই লৌকিক শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা অন্য ব্যক্তি সকলে যথাবিহিত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করেন না তাঁহাকে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীহরির তোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া থাকেন, ভগবৎপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ভক্তের মাহাত্ম্য অবগত হ'ন না সুতরাং তিনি ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন না। যিনি ভক্তের পূজা করেন না, তিনি অন্যের পূজা কি প্রকারে করিবেন?

কনিষ্ঠ ভক্ত অজ্ঞ ও কোমলশ্রদ্ধ, তিনি লোকপরম্পরায় প্রতিমাতে শ্রীহরির অর্চ্চন করিতে হয় শুনিয়া কেবল তাঁহাতেই শ্রদ্ধাযুক্ত হ'ন—ইহাই তাঁহার প্রথম ভক্তিমার্গে পদার্পণ। তিনি এই প্রথম ভক্তিপথের কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রাকৃত ভক্ত কারণ তাঁহার ভক্তের ও ভক্তির অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধ হয় নাই। প্রাকৃত ভক্ত ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রভাবে অপ্রাকৃত ভক্তিলাভে মধ্যমাধিকারী ও পরে উত্তমাধিকারী হইবেন।

সৌন্দর্য্যের অভিমান

(শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী লিখিত)

(২)

হায়! আমরা কি ভ্রান্ত! ও সকলৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় ভোক্তা, স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপায়নগুলিতে আত্মভোগ-বুদ্ধিরূপ নিকৃষ্টতা করিয়া মৃত্যু-পথেরই পথিক হইতেছি। ভগবৎসেবার রাজকীয় সরল পথে না চলিয়া, কণ্টকাকীর্ণ ভোগের পথে—'কথামালা'র কথিত কল্পলোভী ব্রাহ্মণের দশায় পতিত হইয়াছি। আমরাত'

চেতন বস্তু, আমরা কেন নশ্বরপদার্থে অভিনিবেশ করিব? জড়েরই জড়ের প্রতি আকর্ষণ হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ চৈতন্যসম্রাট্ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমগণই নিত্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান দানকরিতে পারেন, নিত্য সৌন্দর্য্যের অবিনশ্বর ভাণ্ডার দানকরিবার জন্য, সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যের সদা উদ্দীপনাময়ী বাণী তাঁহারা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন; আমাদের ন্যায় প্রকৃত্যাসক্ত নরকপথের পথিকগণকে তাঁহারা সকাতরে আহ্বান করিতেছেন। আমরা যখন ভব-ব্যাধি নিবারণকারী শ্রীশ্রীগুরুদেবের পদ-সরোজে শরণাগত হইবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিব তখনই অশেষ প্রকার জড়াভিমান এবং কর্তৃত্বাভিমান ভোক্তৃত্বাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সম্বন্ধে অতি সুস্পষ্ট ও সুন্দর তত্ত্ব বর্ণিত আছে। যথা—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

এই বাস্তববাক্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে ইহাই উপদেশ করিতেছেন যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীদিগের ন্যায় সদ্গুরুচরণে দীক্ষিত বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে। ভক্ত দেহ চিদানন্দময়, প্রাকৃতভাবের অতীত চিন্ময়ভাবযুক্ত। একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রসাদেই আমাদের ভোগপর নয়নের জড়দর্শন নাশ হইয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রভাবেই মায়ামুক্ত আমরা নিত্য সেবাধিকার প্রদাতা শ্রীরূপপাদপদ্মের অপ্রাকৃত শোভাদর্শন করিবার মত দৃষ্টি লাভ করিতে পারি নতুবা নশ্বর অক্ষিযুগলের কুদর্শন আমাদিগকে ভোগতৃষ্ণারূপ বিষ্ঠাগর্ত্তেই পাতিত করে।

এ'জগৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিব্য নিকেতন গোলোকবৃন্দাবনের অচিৎধর্ম্মযুক্ত হেয় প্রতিফলন; কিন্তু আমাদের স্বরূপ চৈতন্য বস্তু, অমৃতের আকর পরমাত্মা শ্রীভগবানের অণুঅংশ। তাই জড়রূপ-তৃষ্ণা ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার অসত্তৃষ্ণা চিন্ময় আত্মাকে প্রফুল্ল করিতে পারে না। মনোধর্ম্মে বশীভূত হওয়ার ফলে আত্মবৃত্তির ক্ষুদ্রতা বশতঃ, আমরা সুখদুঃখের ভোক্তা সাজিয়া নিয়ত জর্জ্জরিত হইতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই অনন্ত সুষমামণ্ডিত সেবারাজ্যের দ্বার আমাদের নিকট মুক্ত হইয়া যায়, এবং সেবাবিহীন ব্যর্থ জীবনও সেবারাজ্যের নিত্য পরিবর্দ্ধনশীল সেবাশক্তি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব সার্থকতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। হায়! কি কৃতঘ্নাধম আমরা! জগৎপতির ভুবনগুলি আত্মসাৎ করিয়া নিজেরাই প্রভু হইয়া বসিয়া আছি। হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকীর্ত্তন শ্রবণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবার্ত্তাবিহীন যে নানা প্রকার গ্রাম্য প্রজল্প তাহাই কর্ণপুটে পান করিতেছি। বিষ্ণুর অপ্রাকৃত সেবকগণের শ্রীচরণ-শোভা দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে, কৃষ্ণভোগ্য নানা সেবোপচারের প্রতি লোলুপদৃষ্টিপাতের জন্যই চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়াছি। শ্রীহরিপাদার্পিত তুলসীর কৃপা-সৌরভ গ্রহণ না করিয়া নাসিকাকে নানাপ্রকার গন্ধ-গ্রহণেই নিয়োগ করিয়াছি! ভবরোগের যথার্থ মহৌষধ মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিয়া জড় জিহ্বা দ্বারা ইতর পদার্থের আস্বাদনেই প্রমত্ত হইয়াছি! মহৎগণের পদধূলিতে ভূষিত হইবার পরিবর্ত্তে ত্বক্‌কে নানাবিধ স্পর্শ অনুভব করিবার জন্যই নিযুক্ত করিয়াছি! হায় হায়! বুদ্ধিকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের সীমা নির্দ্দেশরূপ বাতুলের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত করিয়াছি! একমাত্র সেব্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাসম্ভার গুলিতে ভোগবুদ্ধি করিয়া অনন্ত নরক পথেরই পথিক হইলাম। এই যে আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তারূপ বিষম অভিমান, এই ভোগাভিমানের সুউচ্চ শিখর হইতে আমার পতন তো অবশ্যম্ভাবী, প্রবল কালের আকর্ষণে মুহূর্ত্তে পতিত হইয়া অন্ধতামসের কোন্ অতল গুহায় চিরদিনের জন্য নিক্ষিপ্ত হইব। তখন কোথায় থাকিবে আমার এই অসংখ্য প্রকার অভিমানের রাজ্য? —যে রাজ্যে আমিই একচ্ছত্র সম্রাট্ সাজিয়া বসিয়া আছি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আমাদিগকে নিত্য সেবামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—মনোধর্ম্মের আপাত মধুর বঞ্চনা হইতে ত্রাণ করিবার জন্য গোলোকবাণী লইয়া যে গৌরকৃষ্ণ-প্রিয়তম মহাজন জগতে উদিত হইয়াছেন, অমন্দোদয়দয়ানিধির অসীম করুণার বার্ত্তা লইয়া যিনি পতিতপাবন জগদ্গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন পুনরায় সজলনয়নে বলিতেছি, আজ আসুন সকল ভাই ভগিনীগণ আমরা সেই শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে নিষ্কপটে শরণাগত হই। ইহা ভিন্ন আমাদের আর কোন পথ বিদ্যমান নাই যাহা অবলম্বনে ভুক্তি ও মুক্তি রূপা মায়াপিশাচিনীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। আমাদের ন্যায় ভোগাসক্ত জীবের নিত্যকল্যাণদাতা শ্রীকল্যাণকল্পতরুতে এই অমৃত ফলটী উদ্ভূত হইয়াছে। আসুন, অদ্য আমরা জাগতিক অনিত্যতাবিষয়িনী এই পরম শিক্ষাপ্রদ গীতিকাটি কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য তত্ত্ববিৎ, কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় করিতে অগ্রসর হই।

"শুন'হে মানবগণ পড়িয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার''সংসার' করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' মিছে দিন যায়॥
এ' দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রা বশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ' দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায়! হায়! নাহি ভাবি অনিত্য এ' সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুগণ যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী

"উৎকলদীপিকা" উড়িষ্যার প্রাচীন সংবাদপত্র। তাঁ'র বয়স এখন ৬৬ বর্ষ। তিনি পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম :—

প্রদর্শনী নূতন নয়—পারমার্থিক প্রদর্শনী নূতন। এতদিন আমরা যে সব প্রদর্শনী দেখিতাম সে সব কৃষি, শিল্প বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রদর্শনী। আজ আমরা যে প্রদর্শনীর কথা লিখিতেছি তাহা ভগবত্তত্ত্ববিষয়ক প্রদর্শনী। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এই প্রদর্শনীর উদ্ভাবন-কর্ত্তা। কয়েক মাস পূর্ব্বে মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে তাঁহার আনুকূল্যে প্রথম পারমার্থিক প্রদর্শনী হইয়াছিল। এখন কলিকাতা বাগ্‌বাজারে গৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী হইতেছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা এবং ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক নানাবিধ রমণীয় চিত্র ও পুত্তলিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ভণ্ড এবং ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে একবারে বাদ দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্মকে কিরূপ কলুষিত করিয়াছে, লোকশিক্ষার্থে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কতগুলি প্রাচীন চিত্র অতি সুন্দর। প্রদর্শনী দিনরাত খোলা, টিকিট নাই, অবারিত দ্বার। বহু দূর হইতে লোক আসিতেছে, দেখিতেছে, প্রশংসা করিতে করিতে ফিরিতেছে। এই প্রদর্শনীর এত আদর দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, হিন্দুসমাজের মান্দগতির স্রোত উজান বহিতে চলিল।

যে মঠে এই প্রদর্শনী হইতেছে, তাহা একটি সুন্দর অট্টালিকা। অল্পদিন পূর্ব্বে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ' মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। একব্যক্তি সমুদায় ব্যয় বহন করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত। তাঁর বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে। অতি অল্প বয়সে তিনি চৌদ্দটি টাকা হাতে লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং সামান্য কারবার আরম্ভ করেন। নিজের অধ্যবসায়ের ফলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ধনী হইলে অনেক লোকের যে দুর্ম্মতি হয়, তাঁহার তা' হয় নাই। ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আদর্শ মহৎ—তাঁহার আদর্শ বিরল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মাসাধিকব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবান্তে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ২৪ পরগণার কোদলিয়া গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে গত ৭ই অগ্রহায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শীতের শীতলতা ও রজনীর অন্ধকার মানুষকে জড়সড় করিয়া অভিপ্সিত বস্তু দেখিতে দেয় না। কিন্তু এমন সময় যদি সূর্য্য উদিত হয় অমনিই যেমন জাড্যান্ধকার বিদূরিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্য-দর্শনে সমর্থ হয় সেইরূপ কর্ম্মজড়গণের জড়তা ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণার্ক-স্বরূপে কলিকালে সদয় হইয়া উদয় হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। আবার শ্রীচৈতন্যবাণী সেই শ্রীমদ্ভাগবতকথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য জগতের ভাগ্যে উদিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের পত্র

দেশের বিভিন্ন স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা

উড়িষ্যার আহ্বান

কটকের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় কলিকাতা বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দেখিয়া শ্রীমঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন মহাশয়ের নিকট যে পত্রখানা দিয়াছেন তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিলে যাহাদের প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন—শ্রীচৈতন্যমঠের ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী শুধু বঙ্গের ইতিহাসে কেন—সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত মিঃ এইচ্, ডব্লিউ, বি, মরেণো মহাশয়ের পত্র, সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক য়্যাডভান্স পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবীর পত্র এবং দেওয়ান বাহাদুরের পত্র পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র 'ঠাকুরঘরে কে' প্রশ্নের 'কলা খাই না' উত্তরদাতৃগণ ব্যতীত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে শুধু বঙ্গবাসী নহে, সমগ্র বিশ্ববাসী—শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সকল লোকই অতিশয় প্রীত হইয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

THE LETTER

(True copy)

Cuttock, November 19, 1930

My dear and respected

Vidyabhusan Mahasay,

I cannot express how delighted I was to see the magnificent Math, the charming Bigrahas and the interesting Exhibition, new to Calcutta, which opens up a new chapter in the history of Religion in Bengal. I trust, the Exhibition will be developed and repeated in different parts of the country. Orissa would warmly welcome such an exhibitian and the best place would be Cuttock.

If the Exhibition is not already closed could you kindly have photographs of (1) the boat in anchor and (2) the rescue chain dropped into the well? The idea is sublime. I could pay the cost of the photographs.

*   *   *   *   *

I send you by Percel post 5 copies of my little book ভক্তের ভগবান্ which kindly show Sri Sri Prabhupad and convey my deep regards.

Please send me your weekly paper Gaudiya so that I may be in touch with your activities.

My best regards to all the Bhaktas of your Math.

Very Sincerely Yours

Sd. SriKrishna Mahapatra

P. S.

I am sorry, I missed seeing Jagabandhu Babu. An article in the Oriya paper (Satya-Samacher) about the Exhibition mentions Jagabandhubabu's graciousness.

বঙ্গানুবাদ

প্রিয় পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়,

ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মনোমুগ্ধকর শ্রীবিগ্রহ এবং চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী দেখিয়া আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। এই প্রকার ভাবোদ্দীপক প্রদর্শনী কলিকাতায় নূতন; ইহা বঙ্গের ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমি আশা করি প্রদর্শনীটি আরও বিকশিতরূপে দেশের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে। উড়িষ্যাবাসিগণ এই প্রকার প্রদর্শনী সাদরে আহ্বান করিতেছেন এবং উড়িষ্যায় কটকনগরীই ইহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম স্থান।

যদি প্রদর্শনীটি এই সময়ের মধ্যে বন্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক (১) নঙ্গরবদ্ধ নৌকার এবং (২)কূপে নিক্ষিপ্ত মুক্তি-শৃঙ্খলের ফটো গ্রহণ করিবেন। উহাদের ভাব অতি মহৎ। আমি ফটোগ্রাফের মূল্য প্রদান করিব।

*   *   *   *   *   *   *

আমি ডাক-পার্শ্বেলে আপনার নিকট আমার ৫ খানা ক্ষুদ্রগ্রন্থ 'ভক্তের ভগবান্' পাঠাইতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ গ্রন্থ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী মহারাজকে) দেখাইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের সাপ্তাহিক পত্র শ্রীগৌড়ীয় আমার নিকট পাঠাইবেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের সেবা সৌষ্টবের বিষয় অবগত হইতে পারিব।

আপনাদের মঠের সকল ভক্তের নিকট আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনাদের একান্ত বিশ্বস্ত

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র

পুনঃ—

আমি জগবন্ধুবাবুকে দেখিতে পাই নাই বলিয়া দুঃখিত। উড়িয়া পত্র 'সত্য-সমাচারে' প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জগবন্ধুবাবুর মহত্ত্বের বিষয় উল্লেখ আছে। (পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ঐ প্রবন্ধটি ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। নঃ প্রঃ সঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরেজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবহুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামকীনারজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীনন্দীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সাদর্ন প্রেস, নিউ-দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীআদিকেশবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

জেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, লৌকিক ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণব-গৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভবিষ্যৎ সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ড্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশী লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু-রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No C ১৪ ৪৪

নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বুধবার ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে ভীষণ ডাকাতী

গত মঙ্গলবার দিন রাত্রে বেথুয়া-ডহরীর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সড়ালের বাড়ীতে ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বাড়ীতে পুরুষ কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ডাকাতেরা বাড়ীর মহিলাদিগকে আক্রমণ করে এবং বাড়ীর কর্ত্রীকে এক খানা অস্ত্র দিয়া আঘাত করে। তাহাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ডাকাইতেরা নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ২০০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

পিকেটিংএর অপরাধে কৃতীছাত্র মেডেল লাভে বঞ্চিত

হুগলী খুটিয়া বাজারের শ্রীযুক্ত সূর্য্য-কুমার মল্লিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। হুগলী জেল হইতে তিনি বি, এস-সি, পরীক্ষা দিয়া অঙ্ক শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই কলেজ হইতে যে ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পান তাঁহাকে গোয়েট মেডেল দেওয়া হয়; কিন্তু সূর্য্যকুমার হুগলী চক বাজার চৌকে মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মেডেলটি দেওয়া হয় নাই। সূর্য্যকুমার কয়েকদিন হইল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

জেলে প্রায়োপবেশনের ধুম

জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য নানাস্থানে বরিশাল, পাবনা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলের রাজ-বন্দিগণ প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে ডাকাইতি

পিকেটিংএর অপরাধে কৃতীছাত্র মেডেল লাভে বঞ্চিত

জেলে প্রায়োপবেশনের ধুম

সত্যাগ্রহীদের বাটীতে পুলিশের হানা

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহারের জের

জগবন্ধু দত্তের অপ্রকটে গ্রামবাসীদের উক্তি

কংগ্রেসকর্ম্মী ১২বার গ্রেপ্তার

অবরুদ্ধ গাড়ীতে মিঃ ভি, জে, প্যাটেল

জেলে সত্যাগ্রহীর মৃত্যু

সত্যাগ্রহীদের বাড়ীতে পুলিসের হানা

গত কয়েকদিন যাবৎ ঢোহার পুলিশ কর্ম্মচারীরা সত্যাগ্রহী ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে হানা দিতেছে। সত্যাগ্রহীদের জরিমানা আদায় করার জন্য অস্থাবর মাল ক্রোক করার চেষ্টায় পুলিশ এইরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

একদল পুলিশ মেঠলাল মিস্ত্রীর বাড়ী যাইয়া তালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে, কিন্তু কিছু না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুখদেব ত্রিবেদীর বাড়ীতেও খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কিছুই পায় নাই।

কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থানীয় কংগ্রেস বুলেটিন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মটওয়ারী-লালকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৬০ টাকা জরিমানা করা হয়। পুলিশ তাঁহার জরিমানার টাকা আদায় করার জন্য তাঁহার আত্মীয় বাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে প্রায় ১০০ টাকার মাল আটক করে। তাঁহার ভ্রাতা বহুদিন হয় পৃথক অন্নে পৃথক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাহার ভাই পুলিশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিবেন।

পুলিশের লাঠিতে প্রায় দেড় শত লোক আহত

গত ২৯শে নভেম্বর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে পুলিশের লাঠি চালনার ফলে প্রায় একশত লোক আহত হইয়াছে। ভারত সভার কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক যথারীতি আদালতে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিতে যান। বহু সংখ্যক লোকও সমবেত হইয়াছিল। আদালতে সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারা ছিল।

একজন স্বেচ্ছাসেবক নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবামাত্র ধৃত হন। তাহাকে যখন লরীতে করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন লোকসকল অগ্রসর হইয়া বাধা দেয় প্রকাশ, পুলিশ তখন লাঠি চালায়। তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত যশোদানন্দন গোস্বামীর কারামুক্তি

শ্রীযুত যশোদানন্দন গোস্বামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তিনি শনিবার দিন মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নানা কথা

জগবন্ধু দত্তের অপ্রকটে শোকপ্রকাশ ও উক্তি

বামারিপাড়ার জনসাধারণের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

বামারিপাড়ার জনসাধারণের এই সভা বামারিপাড়ার অধিবাসী কলিকাতা প্রবাসী সুবিখ্যাত স্বনামধন্য দাতা জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছে।

—অমৃতবাজার

কংগ্রেসকর্ম্মী ১২ বার গ্রেপ্তার

শ্রীহট্ট কংগ্রেস সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক প্রধানকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানার এলেকায় শ্রীহট্টের এ. ডি. এম. এর পরোয়ানা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে মহিম বাবু সর্ব্বশুদ্ধ ১২ বার কারাবরণ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের সম্পাদিকা ও মহিলা কর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ২৮শে নবেম্বর বেলা ১২টার সময় ক্রোড়লপুর মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় ২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুনরায় স্বেচ্ছাসেবক দিতে গিয়া কোতলপুর থানা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদিকা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও প্রসিদ্ধ মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী চারুবালা দেবী স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ শোভাযাত্রা করিতে না দিয়া মোটরে করিয়া পুলিশ তাঁহাদিগকে বিচারার্থ বিষ্ণুপুরে চালান দিয়াছে।

সত্যাগ্রহীর প্রাণবিয়োগ

প্রকাশ চন্দননগর শান্তিগুল নামক জনৈক সত্যাগ্রহী পিকেটিংএর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি রিডীং হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন গত শনিবার তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ট্যাক্স অনাদায়ে ঔষধ বন্ধ

মেদিনীপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, যাহারা চৌকীদারী ট্যাক্স দেয় নাই তাহারা জেলা বোর্ডের পরিচালিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ পাইবে না।' এই ইস্তাহারানুযায়ী কার্য্য হইবার জন্য ময়না থানার বাতবা চিকিৎসালয়ে নাকি চুইজন কনেষ্টবল ও মোতায়েন করা হইয়াছে।

কর্ম্মী গ্রেপ্তারে সৈন্য ও সশস্ত্রপুলিশ

প্রকাশ গত ২৯শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ২ টার সময় সৈনিক ও সশস্ত্র পুলিশ বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কর্ম্মিগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বন্দুক ও লাঠিসহ লোরার আপার মোটর ভ্যানে চড়িয়া হঠাৎ বিদেশী বস্ত্রের বাজারে উপস্থিত হয়। গ্রেপ্তারের জন্য ইতিপূর্ব্বে সৈনিকের সাহায্য করাচীতে আর দেখা যায় নাই।

মিঃ প্যাটেলের স্বাস্থ্য

লাহোর মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক এবং সিভিল সার্জ্জেন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল হার্পার নেলসন, মিঃ ভি, জে, প্যাটেলকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের আবহাওয়া মিঃ প্যাটেলের সহ্য হয় না, সুতরাং তাঁহাকে আম্বালা জেলে রাখা ঠিক নহে। মিঃ প্যাটেলের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুদীর্ঘ রেল ভ্রমণ অনিষ্টকর নহে।

সুতরাং মিঃ প্যাটেলকে ভিজাগাপট্টমে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

মিঃ প্যাটেলের পেটে যে বেদনা উঠে, ডাক্তার তাহার কারণ স্থির করিতে পারিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আম্বালা জেলে মিঃ প্যাটেলের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর এক প্রদেশে বদলি করিলেই তিনি নিরাময় হইবেন, এরূপ মনে করা যায় না।

পিকেটিংএ কারাদণ্ড

সপরুম কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পরিয়াল ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন ভদ্র এবং বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাহা সপরুম বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মদের দোকানে পিকেটিং করায় আথাউড়া কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক জগবন্ধু বণিক ৩ মাস কারাভোগের পর গত মঙ্গলবার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তমলুকে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

৩০শে নবেম্বর সকালবেলা সহরের বহুস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সহরের প্রায় সকল বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতেই পুলিশ হানা দিয়াছিল। উকীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ মাইতিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। মোক্তার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক এবং রঞ্জিৎ সিংহ ও বিপ্রদাস মাইতি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পুলিশ দলবলে হানা দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, ৩০শে নবেম্বর তমলুকে লবণ আইন ভঙ্গ করার কথা ছিল। সেই সম্পর্কেই এই সব খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার।

নন্দীগ্রামে গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র মাইতিকে ২৯শে নবেম্বর তারিখে পুলিশ নন্দীগ্রাম হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তমলুকে আনিয়াছে।

রুদ্ধ গাড়ীতে শ্রীযুক্ত ভি, জে প্যাটেল

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলকে ৩০শে নবেম্বর এক খান জানালাদরজা বন্ধ গাড়ীতে করিয়া দিল্লী অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়, ঐ গাড়ীতে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ছিলেন। পিছনে আরও দুইখানা গাড়ীর একখানাতে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের জিনিষপত্র ও ভৃত্য এবং অপর একখানা গাড়ীতে সশস্ত্র কনষ্টেবল দেখা যায়। শ্রীযুক্ত পেটেলকে ফরিদাবাদে ভিজাগাপট্টমের গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানা যায়।

চণ্ডীভিটে বহু অনুষ্ঠান বে-আইনী

১৯০৮ সালের ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে সপরিষদ লাটসাহেব ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সমস্ত সমিতি কংগ্রেস কমিটি বা অন্য কোন নামে পরিচিত, অথবা বিশেষ কোন নাম না থাকিলেও আইন অমান্য আন্দোলনের অনুসরণক্রমে গঠিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, সেই সমস্ত সমিতি মজঃফরপুর মানভূম, মুঙ্গের, সারণ জিলা এবং দারভাঙ্গা জিলার সমস্তিপুর মহকুমায় উক্ত আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রাজদ্রোহে কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

মাদুরা, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত এস, সরিয়ামজু গত মার্চ্চ ও মে মাসে দুইটি বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে ডিণ্ডিগলের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস. ভুবনম পিল্লের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে প্রত্যেক অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন উভয় দণ্ড এক সঙ্গে চলিবে। তাঁহার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে "বি" শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহারের জের

পটুয়াখালীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রহার সম্পর্কে পটুয়াখালীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে ও অপর ৫ জন লোক উক্ত মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য গত মঙ্গলবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিষ্টার মল্লিকের আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

প্রকাশ, গত ২৬শে আগষ্ট কোনও অজ্ঞাত লোক কর্ত্তৃক পটুয়াখালীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহৃত হন। সেই সম্পর্কে আবেদনকারীরা গত আগষ্ট মাসে ধৃত হন। এবং উক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিযোগ অনুসারে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা ও ১২০ (খ) ধারা অনুসারে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, অবৈধ জনতা উপস্থিত করিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিবার অভিযোগে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অপর একটি মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। আবেদনে প্রকাশ, পটুয়াখালীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিযোগে মূলমামলা উপস্থিত হইয়াছে। পটুয়াখালীর সমুদয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীন। এজন্য আবেদনকারীরা শঙ্কিত হইয়াছেন যে পটুয়াখালীর কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতেই তাঁহারা সুবিচার প্রাপ্ত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৭

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যাঁরে সেই ত' বৈষ্ণব॥

ভক্ত ও ভগবান্

জীব শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকিলেও সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না—অন্তর্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার ত্রিকালে অনুষ্ঠিত সকলকার্য্যেরই সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন। এত দয়া—এত অনুগ্রহ তাঁহার কোটীমুখেও অনন্তকাল ধরিয়া বর্ণনা করিয়া সর্ব্বগুণাধার শ্রীভগবানের গুণ-কণামাত্র মহিমা প্রকাশ করা যায় না।

বহির্ম্মুখ বিশ্বে বহির্ম্মুখ জীবকুলকে উন্মুখ করিবার জন্য ভগবৎপার্ষদ ভক্তগণ বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন। বিশ্ব-বাসী যে উদ্দেশ্যে বিশ্বে বসবাস করে—অন্যের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করে—অন্যত্র গমনাগমন করে, সেই বিশ্বস্তরের জনগণ সে উদ্দেশ্যে বিশ্বে ভ্রমণ করেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় সকলকেই সেই ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া তাঁহারই সেবা-সম্বন্ধে বসতি—তাঁহারই সম্পর্কে সম্পর্কিত সকলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন এবং তাঁহারই সেবা-কল্পে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইহাই বিশ্বে বিশ্বস্তরের জনগণের আচার ও প্রচার।

মহাভক্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য নাই তবু যা'ন তার ঘর॥

"নিজকার্যে" বদ্ধানুভূতিতে জীবের দেহমনের প্রয়োজন বুঝায়। সুবিচার করিলে দেখা যায় যে ঐ কার্য্যটী আত্ম বা নিজকার্য্য নহে—অপর অর্থাৎ দেহ-মনের কার্য্য। কিন্তু একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহজ্জনগণের গমন উদ্ধার কার্য্যটী কি তাঁহাদের নিজ কার্য্য নহে? তদুত্তরে সুধীগণ বিচার করেন যে, মহাত্মের বা সাধুর দর্শন এক আর অসাধুর দর্শন অন্য। সাধুর দর্শন সুদর্শন আর অসাধুর দর্শন কুদর্শন। সুন্দর আত্ম-পরমাত্ম-দর্শনকারীই সাধু এবং পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ ও পঞ্চভূতময় বিশ্বদর্শনকারী অসাধু। সাধু যে আত্মকার্য্যকে নিজকার্য্য বলেন, অসাধু তাহাকে অপরকার্য্য বলা দূরে থাকুক, কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করেন না। সুতরাং দ্বিবিধ দার্শনিকের দ্বিবিধ দর্শনের কথা এ'স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

আবার "নিজকার্য্য নাই" বাক্যে ইহা বুঝায় যে,—জগতে কেহ বা ভোগবুদ্ধিতে কর্ম্মে রত কর্ম্মী—আবার কেহ বা ভোগ-ত্যাগ-বুদ্ধিতে কর্ম্মত্যাগী। কিন্তু উক্ত প্রকার কর্ম্মী ও ত্যাগী উভয়েই ভোগী;—একে সাক্ষাৎ ভোগলিপ্সু—অন্যে প্রচ্ছন্ন ভোগী। একে বাহিরে কর্ম্মে রত—অপরে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়াও মানসে বিষয়চিন্তায় কপট কর্ম্মী। কিন্তু নিষ্কপট সাধুগণ ভোগ-ত্যাগে উদাসীন—নৈষ্কর্ম্ম্যপরায়ণ। তাঁহা-দের সেই জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য বিশ্বে এক অভিনব ব্যাপার। এই নৈষ্কর্ম্ম্যই সাধুগণের "নিজকার্য্য নাই" বিজ্ঞাপন করে।

ভগবান্ জীবহৃদয়ে বসতি করিলেও বিমুখগণ তাঁহার দর্শন পায় না। কিন্তু করুণাবারিধি কৃষ্ণ তাহার প্রতি বিশেষ কৃপালু হইয়া তদ্দর্শী সাধুগণকে নিজতত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। বিশ্বস্তরের এই লীলা আশ্চর্য্য এবং পতিতপাবনী, নিজেই নিজের সন্ধানদান-লীলা—ভগবানের অনর্পিতচরলীলা। শ্রীগৌরাবতারেই সেই লীলা বিশ্বম্ভররূপে অধিকতর ভাবে ভাগ্য-বানের নয়ন আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বাকর্ষক শ্রীগৌরকৃষ্ণের নয়নানন্দ-বিধান করিয়াছে। সেই লীলাটী আবির্ভাব-তিরোভাব ভাব-ধরে সর্ব্বদা বিকশিত থাকিলেও অধুনা জীবকুলের ভাগ্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর আগমনে পুনরাবির্ভাব-দৃশ্য আনয়ন করিয়াছে। ভোগানলের দাবানল যে বিশ্বে সর্ব্বত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে সেই অশান্তির কালে নিত্যশান্ত—শাশ্বত শান্তি প্রদানের জন্যই প্রভুপ্রিয়তম প্রভুপাদ ভক্তভগবানের সেবা-সুষমা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার করিতে-ছেন। ওহে বিশ্ববাসি! বিশ্বে বাসের কাল ত' ফুরাইয়া আসিল। আর কেন? আসুন সকলে সেই চৈতন্যবাণীর আশ্রয়ে পরম-শান্তিনিকেতনে বসতি করি।

মহাভাগবত

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি বিদেহরাজ নিমিকে উত্তম ভাগবত, মধ্যম ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতের যে লক্ষণ সমূহ বলিয়াছেন তাহা আমরা গতকল্য আলোচনা করিয়াছি, অদ্য আমরা তন্মধ্যে উত্তম ভাগবতের বিশেষ পরিচয় সম্বন্ধে তথ্যাদির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। তিনি আটটী শ্লোকে এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকটী এই—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন
হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ
ভাগবতোত্তমঃ॥

—যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়ার পরি-ণাম দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা বিষয় (রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ) সকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে হৃষ্ট হ'ন না বা দ্বেষ করেন না তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যিনি রূপ-রসাদি গুণসকলকে প্রকৃতির বিকার বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহার দৃষ্টিতে পঞ্চভূত প্রকৃতির ত্রিগুণ-পরিণাম বলিয়া প্রতীত হইয়াছে; তাঁহার এই সাংসারিক বস্তু সকলে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি এই বিবিধ সত্ত্বসমন্বিত বিচিত্র বিশ্বকে একমাত্র বিষ্ণুমায়া বলিয়া দর্শন করিতে-ছেন সুতরাং তিনি কখনও পার্থিব কামনা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। যাঁহার পার্থিব কামনা নাই, তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ-রসাদি বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে দ্বেষ করেন না বা আনন্দিত হয়েন না, বিষয়-কামনাই হর্ষানন্দের মূল ও দ্বেষের বীজ; মহাভাগবতের কোন প্রাকৃত কামনাই নাই সুতরাং তাঁহার কোন বস্তু-প্রাপ্তিতেও কোন অভিনন্দন নাই কিংবা অপ্রাপ্তিতেও ক্রোধ নাই তিনি কৃষ্ণকামে কামী এবং তাঁহার দর্শন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" সুতরাং তিনি চেতনাচেতন সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানিয়াছেন।

যিনি বিশ্বসংসারকে মায়াময় জানিয়া সকল প্রকার কামনা হইতে বিরত হইয়াছেন এবং কৃষ্ণকামী হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, সর্ব্বক্ষণ, বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদনের উপাসনা করেন তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ। তিনি যাবতীয় বিষয়সমূহকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন—

'আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।'

তাই তাঁহার উপদেশ—

'তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।'
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

মহাভাগবতের প্রপঞ্চে অবস্থিতি কেন?

বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া জগতে জগদ্বিষয়ানুভূতির সহিত প্রণয় বা বিদ্বেষ করিয়া থাকে; কিন্তু উহা যে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে-অবস্থিত নহে—এ' কথা বুঝিতে পারে না। বাস্তব-সত্য অপ্রাকৃত সত্ত্ব বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ মায়া তটস্থশক্তিপরিণত জীবকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিমুগ্ধ করিয়া বিষ্ণুসেবাবঞ্চিত করে। তখন সে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া অবর বৈকুণ্ঠ হইতে চ্যুত হয়। উৎকৃষ্ট-বিবেকবশে জীব বিষ্ণু-পরিচর্য্যা ও বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা প্রভাবে ভজন করিতে করিতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বিফলতা ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ করিতে করিতে সর্ব্বতোভাবে নিজ বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিক্রমে কেবল চিন্ময় সেবাধিকারের বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিয়া মহাভাগবতরূপে মধ্যমভাগবতের মঙ্গল-বিধানকল্পে প্রপঞ্চে অবস্থান করেন। তখন তিনি মহাভাগবতাধিকারে স্থিত কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধকারী অনাসক্ত-পুরুষের যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। যে সকল মানব মহাভাগবতের বিচারসমূহ অনুসরণ করিবার বুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাঁহারাই শ্রীরূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতোক্ত 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' এবং গীতাবর্ণিত 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, ভগবদ্ভক্তের ত্রিবিধ অধিকারের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া মারামারি হওয়া যে মঙ্গলাবহ নহে এবং ভগবৎ-সেবা ও ভাগবতসেবা ত্যাগ করিয়া ফল্গু ফল্গুবৈরাগ্যে আবদ্ধ হওয়া যে তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র—এ' কথা তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে ভগবদ্ভক্তগণ যুক্তবৈরাগ্যে অবস্থিত হইয়া জড়াসক্তিতে অতি হৃষ্ট হ'ন না বা চিন্ময় অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হ'ন না।

'জড়েন্দ্রিয় ভোগকামনার যে উল্লাস, অপ্রাকৃত সত্ত্বের সেবাবিচারে যে বীতরাগ, তাহা ইন্দ্রিয় পরিচালনার প্রভাবে নানা-প্রকার ক্লেশের আনয়ন করায় অধোক্ষজ বস্তুর সেবা ইহজগতে ও পরজগতে সত্ত্বপর মনে জানিয়া নিশ্চেষ্ট জড় কৈবল্যবাদ বা নিজ অপস্বার্থপরতায় উন্মত্ত হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানবাদের কল্পনানিহিত নহে—এ' কথা ও তাঁহার বোধগম্য হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

শ্রীগৌরসুন্দর যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্য বিচারের কথা অবতারণা করিয়া অভিজ্ঞ-কাণ্ডিজনগণের মায়াবাদ ও ভোগ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হঠকারিতা অবরোধ করিয়াছেন।

মৃত্যুর অধিকার

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী-লিখিত)

(১)

"সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোক সকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিদাকারপ্রাপ্ত হইয়া কৃপা-বারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণনিধি শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি॥"

ভগবদ্বিমুখ আমাদের নিকট মৃত্যু বড়ই ভীতিপ্রদ। আমরা সকলেই জীবিত থাকিতে চাই, কেহই আন্তরিকতার সহিত মৃত্যুকে চাহি না। 'মৃত্যু' এই কথাটী উচ্চারণ করিতেই কি এক অজানিত শঙ্কা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দেয়। দীর্ঘকাল পীড়াভোগে অবসন্ন-দেহা, জরাক্রান্তা, ঐ যে স্বজনবান্ধবহীনা অশীতিবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধা, প্রতিমুহূর্ত্তে যে মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছিল, প্রকৃতপক্ষেই যখন মৃত্যু তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আর সে মৃত্যুকে সাদরে বরণ করিতেছে না পরন্তু আরও কিছুকাল পরে সমাগত হইবার নিমিত্ত কাতরোক্তি করিতেছে। স্নেহ-পুত্তল প্রিয়তম পুত্রের বিয়োগ-বিধুরা জননী, যিনি দুঃসহ শোক-ভার বহনে অসমর্থা হইয়া সকাতরে জীবনান্ত প্রার্থনা করিতেছেন তিনিও, যখন সত্য সত্যই তাহার দ্বারে কাল পুরুষের সমাগম হইবে তখন, সংসার দুঃখপূর্ণ হইলেও পৃথিবী ছাড়িয়া সম্পূর্ণ অজানিত সেই দেশে, জীবনের পরপারে যাইতে তেমন আগ্রহান্বিত হইবেন না। ইহার কারণ কি? মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করিতেই যেন ভীষণ বিভীষিকাপ্রদ অন্ধকার রাশি হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া মহাত্রাসের সঞ্চার করে। আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের সুখদুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কথঞ্চিৎ ধারণা আছে, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা জাগতিক ক্লেশ ভোগের ও একটা সীমা নিরূপণ করিতে পারি; কিন্তু মরণের পরে আমাদের কি গতি হইবে সে' বিষয়ে কিছুমাত্র ধারণাই নাই। মানবের দুর্ব্বলা, অবিশুদ্ধা চিন্তাশক্তি এ'স্থানে পরাভূতা। সে' জগতের বিষয়ে আমাদের চিত্তে মহাত্রাসজনক অন্ধকার ভিন্ন আশালোকের ক্ষীণ রেখাও উদিত হয় না, তাই আমাদের [illegible] এত ভয়। আমরা সংসারাসক্ত [illegible] ভুল, রিক্তীয়াভিনিবেশের বশবর্ত্তী [illegible] বলিয়াই আমাদের হৃদয়ভূমি ভীতির ক্রীড়ানিকেতন আর সেইজন্যই কালের কবলীকৃত মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত আমরা মৃত্যুকে না চাহিলেও একদিন মৃত্যু আমাদের নিকট নিশ্চয়ই সমুপস্থিত হইবে। পৃথিবীর কোনও প্রাণীই তাহার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, সুতরাং একান্ত অনিচ্ছুক হইলেও এই প্রিয়দেহপরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অবশ্যই তাহার শাসনাধীন হইতে হইবে। প্রতিমুহূর্ত্তেই কাল আমাদের আয়ুঃহরণ করিয়া আমাদিগকে তাহার করাল কবলের সন্নিহিত করিতেছে। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কাল তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছে না। এ' ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অধিবাসী সমবেত হইয়া তাহার নিকট ক্ষণকাল সময় প্রার্থনা করিলেও তাহার অবিচলিত কর্ত্তব্য নিষ্ঠা অণুপরিমাণ শিথিল হইবে না। দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী মুকুটশীর্ষ ভূপতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য ভিক্ষাজীবী বৃক্ষতলবাসী দীনাতিদীন,—ক্ষুদ্রতার চরম শিখরে উন্নীত, জাগতিক জ্ঞানগুণে পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ নাম' পুরুষপ্রবর হইতে, শিল্পী, কবি, যুবক, বৃদ্ধ, বিদ্বান্ মূর্খ, সুস্থ, অসুস্থ, ধনী নির্ধন, সকল শ্রেণীর প্রাণীই মৃত্যুর অধিকারে পতিত। আমাদের সহস্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সহসা একদিন মৃত্যু উপস্থিত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতেছে, শত মিনতিতেও তাহার করুণা সঞ্চার হইতেছে না। প্রতিনিয়তই দেখিতেছি যে বার্দ্ধক্যের অবলম্বন একমাত্র যুবকপুত্রও বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কাহার অঙ্গুলি হেলনে, চিরদিনের নিমিত্ত কোন্ অজানা রাজ্যে সকল পরিত্যাগ করিয়া, নিমিষে চলিয়া যাইতেছে। অসহায় জনকজননীর প্রতি একবার ফিরিয়াও দৃক্‌পাত করিবার অবকাশ পাইতেছে না।

ঐ যে শোকার্ত্তা সাধ্বী পত্নীকে দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সতীরমণীর ইহকালের একমাত্র আরাধ্য পতিদেবতা মুহূর্ত্তের মধ্যে কাহার আহ্বানে চলিয়া গেল, পতিগতপ্রাণা প্রেয়সীর মর্ম্মভেদ কাতর-ক্রন্দনেও আর ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব করিয়া একটি সান্ত্বনার বাক্যও বলিয়া গেল না।

নয়নানন্দকর কুসুমকোরকতুল্য ঐ যে নবকান্তিযুক্ত সুকুমার শিশু দু'দণ্ড পূর্ব্বে চঞ্চল আনন্দ ভরে নৃত্য করিতে করিতে, আমাদের ভোগপর নয়নে মনের উৎসব বিধান করিতেছিল, কালের কঠোর করাঘাতে তাহাও বৃন্তচ্যুত কুসুম কলিকার মতই অসময়ে ধূলোতলে ঝরিয়া পড়িল, শোকার্ত্তা মাতারও শক্তি নাই যে সমস্ত বলের বিনিময়েও বক্ষের মধ্যে অপরের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে।

আবার দেখি, সন্তান-স্নেহবৎসলা জননী যাঁহার স্নেহ-ক্রোড়ভিন্ন, পীযূষতুল্য স্তন্যক্ষীর ভিন্ন সদ্যজাত শিশুর জীবন রক্ষার উপায় নাই, নিরুপায় শিশুকে অকূলে ভাসাইয়া ঐ যে নির্দ্দিষ্ট কালের নির্ম্মম কুঠারাঘাতে ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায়ই ঢলিয়া পড়িতেছেন, আর্ত্তশিশুর ক্রন্দনধ্বনিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধা হইল না।

স্বজনবর্গের হৃদয়ে চিরতরে শোকের মসীকৃষ্ণছায়াপাত করিয়া ঐ যে মনোহর আলোকিতজীবন-কারী জীবন-প্রদীপ, কাল বায়ুর একটি ফুৎকারে নিভিয়া গেল। এই কি জীবন? মানব জীবন কি এতই ক্ষণ ভঙ্গুর? ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মৃত্যুর ন্যায় পরম শিক্ষক আর নাই, নশ্বর পার্থিব জগতের অসারতা অলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিতে মৃত্যুই অদ্বিতীয় শিক্ষাদাতা। কিন্তু হায়! প্রতি মুহূর্ত্তের এই মহান্ শিক্ষাতেও আমাদের জড় ভোগপ্রবণ জীবনে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না। এই প্রাকৃত দেহে আমি বুদ্ধি বশতঃ প্রমত্ত হইয়া, সর্ব্ব জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ রূপের সমুদয় পদার্থে নিজ ভোগ বুদ্ধিরূপ পরম দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া নিরন্তর 'যমদণ্ড্য' হইতেছি। সর্ব্বদা নশ্বর পদার্থের অকিঞ্চিৎকরতা দর্শন করিয়াও যে আমাদের শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কিছুই নাই। হায়! এতই জড়বাদী কঠিনহৃদয় আমরা!

সুখ-সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত পালিত তরুণ বয়স্ক রাজকুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়ে জগতের এই অসারতা দর্শনেই তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।

জড়সুখবাদী আমাদের অন্তঃকরণেও সময় সময় একপ্রকার ফল্গু বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, কৃষ্ণে ভক্তিহীন হৃদয়জাত বলিয়া তাহা শ্মশান বৈরাগ্যেই পর্য্যবসিত হয়; সেই বৈরাগ্যের নামান্তর মর্কট বৈরাগ্য একমাত্র পরম কৃপাময় সাধুগুরুমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতেই আমরা প্রকৃত বৈরাগ্যের স্বরূপ অবগত হইতে পারি, নতুবা পার্থিব অসারতা দর্শনে যে সাময়িক বিরাগ তাহার মূল্য এক কাণাকড়িও নহে। বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যও আজি পর্য্যন্ত এই সম্পূর্ণ অপ্রার্থিত বিরক্তিকর মৃত্যুর প্রতিরোধক্ষম কোনও বিজ্ঞান শক্তির সন্ধান পান নাই। জড়মদগর্ব্বী মনীষিকুলের বিজ্ঞান কৌশল বিশ্বপ্রষ্টা বিভুর এই রহস্যময়ী প্রহেলিকাজাল ভেদ করিতে অসমর্থ; জড়বাদনাগারে অদ্য পর্য্যন্তও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর [illegible] তাহাও [illegible] উদ্ভাবিত হয় নাই, প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট তর্কপন্থী নিরীশ্বরবাদিগণ যাহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে মাপিয়া লইতে প্রয়াসী, সেই জড় সর্ব্বস্ব আরোহবাদীদিগের হৃদয়ও আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া দর্শনে একদিন স্বতঃই এই মৃত্যুরূপী মহাশক্তির নিকট নত হইয়া পড়ে। নাস্তিক সংশয়বাদিগণের নানা কুতর্ক বিতর্কও এই স্থানে পরাভূত হয়। অত্যাশ্চর্য্য প্রবল মানবগণও বড় অধিক হইলে শতবর্ষ কি শতাধিক কয়েক বর্ষ যাবৎ তাহাদের অভিজ্ঞতার নিশান লইয়া নৃত্য করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকেও অবশ্যই একদিন কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০ নং নবাবপুর রোড,-ঢাকা

গৌরাব্দ ৪৪৪,

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন হইবে।

আগামী ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে সাধারণ মহোৎসব হইবে। আপনি সবান্ধবে ও সপরিকরে যোগদান করিলে মঠবাসিগণের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী,
ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম্-এ,
ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন,
ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রবেশোপলক্ষে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে এ'বৎসর শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল মাত্র—মহামহোৎসব হয় নাই। অধুনা সেই মহামহোৎসবের আয়োজন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যাসন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন্ প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রত্নহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাখ্য প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেণপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া।

এখানে বড় কুর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ গামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

[illegible] গ্রন্থাবলী।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবমাত্রের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে আলোচিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উথিত হইয়াছেন। আবার তবিষ্ণু সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

বৃহৎ পুণ্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার পথ্য কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংক্ষারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত [illegible] বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

১৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে গ্রথিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কি শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসূত্রে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

বিজ্ঞা

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্নিন আছে।

এক ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ঐ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। লাখ লাখ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক :—সকলপ্রকারের কাসি রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও প্লীহায় সেবন করাইলে।

৪। [illegible] রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (

শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তন প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নবদ্বীপ

Registered No. C [illegible] 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

[illegible] । প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩০

কলিকাতায় শ্রমিক সভা

জেলে পুত্রের সহিত সেনগুপ্তের সাক্ষাৎ

ডিরেক্টরের ভারত আগমন

রেল ষ্টেশনে পুলিশ ইনস্পেক্টরের উপর গুলি

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্

উকীল আসামী মুক্ত

বিহারের সমিতিগুলি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত

রেল দুর্ঘটনা

পুলিশের ব্যবহারে প্রতিবাদ-সভা

নানা কথা

কলিকাতা শ্রমিক সভা

গত ৩০শে নবেম্বর রাত্রে ৮ ঘটিকার কলিকাতা শ্রমিক-মণ্ডলের সভ্যদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কলকারখানার ব্যবসায়িগণ শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দেওয়ায় যে অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বহু সর্দ্দার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করার পক্ষে তাহাদের একযোগে কাজ করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে উপদেশ দেন।

জেলে পুত্রের সহিত সেনগুপ্তের সাক্ষাৎ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শিশির সেনগুপ্ত শনিবার দিল্লী যাইয়া জেলের মধ্যে জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করে।

নূতন দিল্লীর সিভিল সার্জ্জেন মেজর প্রিন্সিপাল গত মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্তকে দেখেন। দিল্লীর সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসকদিগকে তাঁহার পরীক্ষার্থ আহ্বান করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল শঙ্কাজনক নহে, তবে তাঁহার প্রস্রাবে বেড-সার পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর সেন ও অন্যান্য জেল কর্ম্মচারীরা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডিরেক্টরের ভারত আগমন

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্য ভারত সরকারের আহ্বানে জাতিসঙ্ঘের রাজস্ব ও অর্থনৈতিক শাখার ডাইরেক্টার স্যার আর্থার সল্টার ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতে যাত্রা করিবেন।

রেল ষ্টেশনে ইনস্পেক্টর আহত

গত ১লা ডিসেম্বর প্রত্যুষে ৪টার সময় কলিকাতাগামী ডাকগাড়ী যে সময় চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর রেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌছে সেই সময় ২ জন যুবক দ্বিতীয় শ্রেণী কোন কামরা হইতে বাহির হইয়া পুলিস ইনস্পেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়কে গুলী করে। ইনস্পেক্টর গুরুতর জখম হন।

বাঙ্গালার পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ টি, জে, এ, ক্রেগ এই জিলায় ভ্রমণে আসিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার আরদালি আততায়ীদের উপর গুলী চালান। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে আততায়ীরা পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বোম্বাই আফিসের মিঃ প্রোক্টর ফুইল রোডে মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন। এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

গত ৩০শে নবেম্বর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইয়া গিয়াছে। চ্যান্সেলার বিহারের লাট উঁহার বক্তৃতায় পূর্ব্ববর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার সুলতান আহমদের কার্য্যের প্রশংসা এবং বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের উল্লেখ করেন।

উকীল আসামী মুক্ত

পটুয়াখালির উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দে, বি, এলকে দণ্ড-বিধি ১২৭ ধারা অনুসারে সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত জে. এন, তালুকদারের আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। যোগেশ বাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। যোগেশ বাবু সসম্মানে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্যের স্বাস্থ্য

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অবস্থা সঙ্কট জনক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তিনি নিরাময় হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা কমে নাই।

বিবিধ সংবাদ

ভীতি প্রদর্শন অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে ফরিদপুর জয়েন্ট জজের উক্তি

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর. এম, ঘোষের বিচারে শ্রীযুক্ত পার্বতীশঙ্কর গোদার এবং আরও ৪ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করার জন্য ভীতি প্রদর্শন অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারানুযায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; ফরিদপুর জেলা এবং দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এ.এন, সেনের এজলাসে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা আপীল করেন। শ্রীযুক্ত এ. এন. সেন তাঁহাদের কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পিকেটিং করিবার সময় বলপ্রয়োগ, কোন প্রকার বাধা প্রদান কিম্বা ভীতি প্রদর্শন না করিলে উহা ভীতি প্রদর্শন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী দোষণীয় নহে।

পুলিসকে প্রহার

গত ২৬শে জুলাই ভাগরা গ্রামে চুরি সম্পর্কে দারোগা কালিকুমার মজুমদার কনেষ্টবল ও চৌকিদার সঙ্গে করিয়া তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। হরেন্দ্র নাগী আসামী বলিয়া পুলিস উঁহার বাড়ীতে গেলে হরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীরা নাকি পুলিসকে রীতিমত মারপিট করিয়াছিল। ঢাকার সরকারী দায়রা জজের বিচারে হরেন্দ্র এবং অপর ৪ জন আসামীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হরেন্দ্র বলে যে, পুলিস তাহার বাড়ী গিয়া তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। সে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। গত মঙ্গলবার আপীলের ভার নামঞ্জুর হইয়াছে। পূর্ব্বের দণ্ডাদেশই বহাল রাখা হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদকের নামে সমন

হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটী সহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বাগ গত জহরলাল দিবসে বক্তৃতা করেন, সেই জন্য তাঁহার নামে সমন বাহির হইয়াছিল তিনি গত মঙ্গলবার হাওড়া আদালতে নিজে আসিয়া ধরা দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ৩ই ডিসেম্বর তারিখে মামলা হইবে।

কলিকাতায় পিকেটিং

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর চব্বিশজন স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজার মনোহর দাস কাটরার বিদেশী বস্ত্রের দোকান সমূহে পিকেটিং করে। রাত্রি সাড়ে ৮টা পর্য্যন্ত পিকেটিং চলিয়াছিল। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, পদ্মপুকুর রোড ও ল্যান্সডাউন মার্কেট স্থিত বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করে, হাজরা রোড ও রসা রোডে মদের দোকানগুলিতেও পিকেটিং করিয়াছিল। সোমবার খবর আসে যে, স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল, তাহাকে প্রায় ৯ ঘণ্টা আটক রাখার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার উত্তর কলিকাতার ছাত্র সমিতির ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক আর, জি, কর রোডে বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করে আর একদল আপার চিৎপুর রোডস্থ সিগারেটের দোকান সমূহে পিকেটিং করিয়াছিল। কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

গাঁজা ছিনাইয়া নেওয়ার অভিযোগ

মির্জ্জাপুরের রজনীকান্ত গোপ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গাঁজা ছিনাইয়া নেওয়ায় পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস এবং কালীমোহন পোদ্দার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁহারা খালাস পাইয়াছেন।

স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মির্জ্জাপুর হাইস্কুলের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুত মন্মথ নাথ সান্যাল স্বদেশী কবিতা পাঠ করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হন উক্ত মামলায় আসামী পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং শ্রীযুত নলিনীনাথ মৈত্র ও জগদীশ চন্দ্র মৈত্রের প্রতি সমন জারী করা হইয়াছে।

মামলা ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

কমন্স সভায় মিঃ বেনের উক্তি

কমন্স সভায় মিঃ বেন, মিঃ ফ্রিম্যানকে বলিয়াছেন যে, গত ২৪শে নবেম্বর "বোম্বাই ক্রনিকেলের" এবং "ফ্রী প্রেসের" সম্পাদকদ্বয়কে বড়লাটের কোন অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে ১৯০৮ সনের আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত আইনে বে-আইনী কোন প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটী বোম্বাই যুদ্ধ পরিষদ নামে উক্ত হইয়াছে।

হিরাট জেলে বেত্রাঘাত সম্বন্ধে মিঃ বেনের অনুসন্ধান

কমন্স সভায় মিঃ বেন মিঃ ফ্রীম্যানকে বলেন যে, রাজনৈতিক অপরাধের জন্য জেলের ভিতর কাহারও উপর বেত্রদণ্ড দেওয়া হয় নাই। তবে গত ২৮শে আগষ্ট হিরাট জেলে ১৩ জন কয়েদীকে যে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গোবরডাঙ্গায় হরতাল

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে পুনরায় দেড় বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণের প্রতিবাদে গত ১৪ই অগ্রহায়ণ এখানে হরতাল হইয়াছে। ঐ দিন এখানকার ২টী দৈনিক বাজার একেবারে বন্ধ ছিল। একখানি গাড়ী ও পথে বাহির হয় নাই রেলি ব্রাদার্সের বাড়ীতে পাট মোটেই বিক্রয় হয় নাই কোন কোন রেল যাত্রীকে হঠাৎ আসিয়া গাড়ীর অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

কারামুক্তি

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান্ রবীন্দ্র নাথ মিশ্র পিকেটিং করার অপরাধে বসিরহাটে গ্রেপ্তার হইয়া তিন মাস কারাভোগ করিয়া আজ কয়েকদিন হইল বহরমপুর জেল হইতে মুক্তি পাইয়া নিজগ্রাম চাতরায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক আগমভাঙ্গায় প্রেরিত হন ইতিমধ্যেই শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র মিশ্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

অধ্যাপক আবদার রহিম দণ্ডিত

অধ্যাপক আবদার রহিমকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া গত রবিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনা হইয়াছে। মহকুমা হাকিমের বিচারে তাঁহার ২ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে; টাকা না দিলে ২ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইবে। অধ্যাপক রহিম টাকা না দিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট, অখাদ্য খাইয়া কলেরায় আক্রান্ত

বাজিতপুরে, কয়েকদিন শেষ বৃষ্টি হইয়া ধানের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে।

লোকের কষ্টের আর সীমা নাই ব্যবসা বাণিজ্য অচল, বিদেশী জিনিষের কেনাবেচা মোটেই নাই।

স্থানে স্থানে সংক্রামক রোগও দেখা দিয়াছে নিকটবর্ত্তী নাগাপুর গ্রামে ৬০০।৭০০ ঘর দরিদ্র চাষা বাস করে গত কয়েকমাস যাবৎ ইহারা নানা প্রকার অখাদ্য খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে ফলে অনেকের পেটের অসুখ হয় এবং শেষে কলেরায় সংক্রামিত হয় এ পর্য্যন্ত ১৭।১৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল, ৭।৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বাজিতপুরের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন দাস রোগ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহার চিকিৎসায় কয়েকজন আরোগ্যলাভ করিয়াছে গ্রামস্থ এক শতাধিক লোককে কলেরার প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে মোট ৯০৯৫ জন গ্রেপ্তার

১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ১৯শে নবেম্বরের রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত সপ্তাহে ৪১৮ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই প্রদেশে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৯০৯৫।

এলাহাবাদ জিলায় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা

গত ২রা ডিসেম্বর গভর্ণমেন্ট এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে এলাহাবাদ জিলার বহু কমিটী ও সমিতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা প্রদান করিয়াছে, অতএব সপার্ষদ গভর্ণর ঐ সকল কমিটী ও সমিতিগুলিকে বে আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে জিলা ও সহর কংগ্রেস কমিটী, বয়কট কমিটী, সত্যাগ্রহ শিক্ষা সংগ্রাম কাউন্সিল, কংগ্রেস আশ্রম, যুবসংঘ ও ইউথলীগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমি ১১।২।২৯ তারিখে পোঃ ও থানা হাঁসখালীর সামিল বেতনা গ্রাম নিবাসী আমার ভ্রাতা শ্রীযুত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেজিষ্ট্রীযুক্ত আমোক্তার পত্রের দ্বারা আমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। উক্ত আমোক্তারনামা আমি খারিজ করিয়াছি। এখন হইতে উক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আমোক্তার নহেন। তাঁহাকে আমার আমোক্তার গণ্য করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিলে আমি বাধ্য হইব না।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বেতনা, পোষ্ট ও থানা হাঁসখালি
জেলা নদীয়া
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালের অব্যবহিতপূর্ব্বেই "কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।" যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর উদিত হন না, সুপ্ত থাকেন, তাঁহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া বিষয় ভোগ করে। আবার তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ পাপ বর্জ্জনপূর্ব্বক পুণ্য সংগ্রহ করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন। উভয়বিধ ব্যক্তিই ভোগী অর্থাৎ হরিসেবা-বিমুখ।

কেহ পাপ অর্জ্জন করিবার জন্য ধর্ম্মের আবরণ গ্রহণ করে, কেহ বা পুণ্য অর্জ্জন করিবার জন্য ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হয়। উভয়েই ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হওয়ায় বিষ্ণুভক্তগণ তাঁহাদিগকে আদর করিতে পারেন না। "পুণ্য সে সুখের ধাম"—সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণবৈমুখ্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মানব দুর্দ্দৈবগণের বশবর্ত্তী হইয়া অমঙ্গল লাভ করেন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মুখ দর্শন করিলেও পুণ্যবানের পাপ আশ্রয় করে,—এজন্যই অসৎসঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা।

বৈষ্ণবগণ বলেন, পাপী অপেক্ষা পুণ্যবান্ ভগবানের প্রিয়তর হইলেও উভয়েই আপেক্ষিক জগতে স্থিত বলিয়া তাহার পুণ্যক্ষয়ে পাপেই প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে পাপী অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ হইলেও ভগবৎসেবা-বিমুখ হওয়ায় কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তির চেষ্টা দেখা গেলে পাপ ও পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আসে। অবৈষ্ণব-স্মৃতি পাপ-পরিহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু পুণ্য পরিহারের ব্যবস্থা না করায় পাপপুণ্যবিজড়িত অবৈষ্ণবস্মৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতির সহিত তুল্যভাবে পরিগণিত হইতে পারে না।

—১—

রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তি বজায় রাখিয়া 'সৎকর্ম্মী' বলিয়া খেতাব লাভ করিবার জন্য অবৈষ্ণবস্মৃতির প্রবৃত্তি। সুতরাং বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবস্মৃতির উচ্চাধিকার দিতে অসমর্থ। পাপিষ্ঠ প্রাকৃত-সহজিয়া পাপ অর্জ্জন করিবার মানসে যে অবৈষ্ণবস্মৃতির উদ্ভাবন করেন, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহার অনুমোদন করেন না। বৈষ্ণব-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা। বিষ্ণুভক্তিবিরোধী অবৈষ্ণবস্মার্ত্তগণ তাঁহাদের ভগবদনুশীলনে বাধা দিয়া থাকেন।

অবৈষ্ণবস্মার্ত্তগণ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে 'দেবদ্বেষী' বলেন, ব্রাহ্মণদ্বেষী ব্রাহ্মণব্রুবগণকে আদর না করায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে সেই অনভিজ্ঞগণ অনেক সময় বিপ্রদ্বেষী বলিয়া স্ব-স্ব-কুবৃত্তি চরিতার্থ করেন। বৈষ্ণবগণ কখনও আত্মঘাতী নহেন। সুতরাং সাক্ষাৎ দেবতাত্মা বৈষ্ণবগণকে 'দেবদ্বেষী' বলা নিতান্ত অন্যায় ও 'বিপ্রদ্বেষী' বলা অপরাধজনক।

———

দৈব ও আসুর-প্রকৃতি দেবতা ও দেবদ্বেষিগণের পরিচয় দেয়। একমাত্র বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার-বশে যাঁহারা স্ব-কাম তৃপ্ত করিবার জন্য ভগবদ্বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন, তাঁহারাই অবৈধ রুচির বশবর্ত্তী হই। অসুর-স্বভাব লাভ করেন। বিষ্ণুভক্তগণই 'সুর'। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যে কালে একায়ন পদ্ধতি পরিহার করিয়া কামবশে অধঃপতিত হন, তখনই নির্ব্বিকার বিষ্ণুবস্তুকে বিকৃতি-সম্পন্ন দেবান্তর জ্ঞান করেন। তজ্জন্যই 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থে ক্ষীরোদকশায়ী-বিষ্ণুর মহিমামুক্তের রুদ্রের সহিত বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। বিষ্ণু চিরদিনই লক্ষ্মীপতি। তজ্জন্য তাঁহাকে 'শ্রীশ' বলা হয়। ভবানীভর্ত্তা রুদ্রদেব আধিকারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বাধীন বিষ্ণুর অবস্থা-বিশেষ বলিয়া গৌরবভাবে জনগণ ভগবত্তায় ন্যূনাধিক বিকারের আরোপ করেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের বিচার-প্রণালী হইতে ভ্রষ্ট হওয়া যে শিবস্বামি-সম্প্রদায়িগণ 'লিঙ্গায়েৎ'রূপে পরিণত হন, তাহা বিষ্ণুভক্ত দেবপ্রকৃতি জনগণ আদর করিতে পারেন না। যাঁহারা লিঙ্গায়েৎগণের বিচার-প্রণালীর অনুগমন করেন, তাঁহাদিগকেও ডাঃ ম্যাক্‌নিকল্ প্রভৃতি বৈদেশিক মনীষিগণ বিষ্ণুভক্তের সদৃশ জ্ঞান করেন না, তাঁহাদের মধ্যে তান্ত্রিকতা দর্শন করিয়া থাকেন।

———

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের মধ্যে দৈব ও আসুর সর্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাত্বতপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণে বিষ্ণুভক্তকেই 'দেবতা' এবং বিষ্ণুদ্বেষী দেবপূজকগণকে বিষ্ণুভক্তের বিরোধী ও ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়াছেন। অব্যভিচারিণী ভক্তির যাজকসম্প্রদায়ের যাঁহারা বিষ্ণুসেবাপ্রবৃত্ত হইয়া ভগবদ্বস্তুতে বিকারের আরোপ করেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক অবৈধ বিচার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা অধিক আদরণীয় না হওয়ায় স্মার্ত্তশ্রেণীর আচমন-মন্ত্রের অর্থলাভে বঞ্চিত বলিয়া পরিগণিত হবে।

———

গৌণী ভক্তি বলিয়া যে সকল শব্দ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবসেবকগণের আরাধ্য হয়, সেগুলি কেবলা-ভক্তির বিরোধী। অবিমিশ্রা শুদ্ধা ভক্তি আপেক্ষিক গুণ-বিচারের অন্তর্গত নহেন। যে-সকল দার্শনিক সাত্ত্বিক গুণবিচার সম্বল করিয়া নির্গুণ বাস্তব সদ্বস্তুর আলোচনা করেন, তাঁহাদের আপেক্ষিক গৌণ বিচার বিষ্ণুভক্তির পরিচায়ক সহচর হয় মাত্র। বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা নিজনিত্য-স্বরূপে জড়জগতের গুণের দ্বারাও ওতপ্রোতভাবে পরাজিত না হইয়া আত্ম-সংরক্ষণ করেন। তজ্জন্যই ভক্তিকুসুম শ্রীযুত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহোদয় সাধারণ ভবরোগীদিগের চিকিৎসা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জের স্বাস্থ্যরক্ষক আছেন।

———

যাহাতে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে কোন-প্রকার অপমার্গের প্রশ্রয় লাভ না ঘটে, তজ্জন্যই ভক্তিকুসুম শুদ্ধা সেবা রক্ষা করিতেছিলেন। তথাকার স্থানীয় আগলদার স্থূল সেবা কার্য্যের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিকুসুমের অনুমোদিত ছিল, কিন্তু তিনি শুদ্ধভক্তগণের আদর সম্পূর্ণভাবে করিতে না পারিলেও শুদ্ধভক্তির বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকান্তি দাস স্বানন্দসুখদ কুঞ্জের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত সেবোপকরণ প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশ্রিত সকলেই তাঁহার আগলদারিতে কোন অভাব দর্শন করেন নাই। তবে অধিকারের কনিষ্ঠতা-হেতু ভক্তাভক্তবিবেক বিষয়ে উক্ত আগলদার মহাশয় সকল সময়ে যে সুমতিবিশিষ্ট হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, একথা আমরা বলিতে পারি না।

———

শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জের সেবা বিগ্রহগুলি ভাগবত বৈষ্ণবেরই সেব্যবস্তু। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ অবৈষ্ণব স্মৃতিবিধানের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কথিত পারমহংস্যাচারে অবস্থিত হইবার চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি,—সেই নীতির ব্যভিচার না হয়। অবৈষ্ণব স্মৃতিবিধানে শুদ্ধবৈষ্ণব অস্মদ্গুরুবর্গের কোন প্রকার অপমান না হয়, ইহাই দ্রষ্টব্য বিষয়।

———

অবৈষ্ণব স্মৃতিবিধানে পঞ্চোপাসনা সিদ্ধ; কেবলা ভক্তির আশ্রিত ব্যক্তিগণ সেরূপ অন্যভজন স্বীকার করেন না। তাঁহারা—অনন্যভজন-কারী জনগণের পাদত্রাণবাহী। শুদ্ধভক্তির পরিবর্ত্তে যদি বিদ্ধা ভক্তির কোন প্রকার সূচনা হয়, তাহা হইলে বীরনগরস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ-পূজা হইয়া যাইবে। সেই পূজায় বর্ণ-বিশেষের অধিকার থাকিবে। মহাভাগবত বৈষ্ণবের জন্মতিথি উপাসনার পরিবর্ত্তে কদর্থ না হয়। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—বীরনগরে শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মতিথি-পূজার উৎসবে যাহাতে শুদ্ধভক্তগণ যোগদান করিতে পারেন, কর্তৃপক্ষগণ যেন তাহাতে বাধা না দেন।

———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নহেন; তিনি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য বস্তু। অবৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানে পরিচালিত উৎসবানুষ্ঠান বা ভগবৎপ্রসাদকে জগদীশের অনুগত জানিয়াও যদি [illegible] গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ঠাকুররূপে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা বা কায়স্থ-Contribution রূপে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল শ্যাম-গোস্বামীর ধারণা প্রভৃতি কুবিচার বৈষ্ণব-স্মৃতিকে প্রণাশ মহাসাগর পার করাইয়া দিবে। তাই বলি,—দৈবী ও আসুরী বুদ্ধিদ্বয়-ভেদে শুদ্ধভক্তি যেন উৎপাটিত না হয়।

———

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে অথবা বীরনগরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদভক্ত শ্রীল বসন্তকুমার সাহায্য করেন, সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট হইতেও শুদ্ধাভক্তির মর্য্যাদা বিনাশ আশা করি না। শ্রীল শিশির কুমার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে কখনই ত্যাগ করিলেন না। আর আজ তাঁহার ভাবকসম্প্রদায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমঙ্গল প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামধাম ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের স্থান এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি
সহকারী—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাদবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামচাঁদ দেবগুপ্ত।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

কেলিয়াপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যনাথ

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন.

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত গ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কুম্ভকাণ্ডের ভেদ, ইস্লাম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তাৎপর্য্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয় রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভক্তিপূর্ণ সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ৩॥॰ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৽ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের, ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৪৫৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৴৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

/৹ মাত্র

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিবিধ সংবাদ

জেলে রাজবন্দী প্রহৃত

করাচী জিলা কংগ্রেসের সভাপতি মৌলবী মহম্মদ সাদিক প্রভৃতি কতিপয় বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কয়েদী জেলে পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে সকল রাজনৈতিক কয়েদী (বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত) প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গের মন্ত্রীর আশ্বাসবাণী

এইরূপ প্রকাশ, বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য যে বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে কম করা হইবে না।

টীকা দেওয়া, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর দমন, ধাত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঐ সকল সাহায্যদান করা হইয়া থাকে। সকল কার্য্যের জন্য পূর্ব্বেও যেরূপ সাহায্য করা হইত, এখনও সেই সাহায্য করা হইবে।

দিল্লীতে জোড়া বোমা

৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ দিল্লীর টিবিয়া কলেজের কটকের সম্মুখে একটি বোমা পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এই বোমার উপর 'বিপজ্জনক' বলিয়া একটী নোটিশ লিখিত ছিল। ঐ কলেজের ২ জন ছাত্র কৌতূহলপরবশ হইয়া বোমাটি কুড়াইয়া লয় এবং তাহার ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য উদ্যোগী হইবামাত্র বোমাটি বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিস্ফোরণের ফলে উভয়েই সামান্যরূপ জখম হয়। উহাদিগের ২ জনকেই তখনই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চাঁদনী চকেও আর একটি বোমা পড়িয়াছিল। এই বোমা কয়েকজন পথিকের উপর পতিত হইয়াছিল। পথিকদের মধ্যে কয়েকজন য়ুরোপীয় ছিল।

মুক্তির পর পুনরায় ধৃত

পণ্ডিত শিবধারী পাণ্ডে লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি আরা জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে আবার দণ্ডবিধির ১১৭ ও ১৮৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

গোল টেবিল বৈঠক বিরোধী শোভাযাত্রা পরিচালিত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া নওগাঁ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত কানাই দাস ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে, শ্রীযুত মোহনচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ শর্ম্মা প্রত্যেকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও শ্রীযুত মহেশ্বর দাস, শ্রীযুত বিষ্ণুরাম শইকিয়া, শ্রীযুত লক্ষ্মীরাম বড়ুয়া, শ্রীযুত নীলাচল বড়ুয়া শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বরা প্রত্যেকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে আসামের নওগাঁ হইতে জোড়হাট কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

মঙ্গলদইয়ের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত রত্নেশ্বর শর্ম্মা ও শ্রীযুত তারকেশ্বর শর্ম্মা একবৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কলেজের ছাত্রের কারামুক্তি

বরিশাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান মাখনলাল দাস গত ২৫শে আগষ্ট কলেজ গেটের সম্মুখে পিকেট করার জন্য গ্রেপ্তার ও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। তিনি দমদম জেল হইতে ৩ মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়া গত ২৭শে নভেম্বর বরিশালে পৌঁছিয়াছেন।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

হরিপাল থানার এলাকাধীন লালপুর গ্রামের শ্রীযুত অন্নদাচরণ নাগের বাড়ীতে সম্প্রতি এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা বাড়ীতে ঢুকিয়েই অন্নদা বাবুর পত্নীকে তাহারা আটক করিয়া তাঁহার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। তাহারা অন্নদা বাবু ও তাঁহার পত্নী উভয়কেই নাকি প্রহার করিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে। প্রকাশ, অন্নদা বাবু নাকি ডাকাতদিগের মধ্যে দুইজনকে চিনিয়াছেন।

ভোলা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে জালিয়া ঘাটেও এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতরা ভোলা হইতে ট্যাক্সী করিয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। তাহারা সোনার ও নগদে বহু হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

ট্যাক্সী চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত আসামীদিগের কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

স্বেচ্ছাসেবক কারামুক্ত

স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান মহেন্দ্রলাল দাস ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় বহরমপুর কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গত ১লা ডিসেম্বর প্রাতে বরিশালে আসিয়াছেন।

[illegible] ডাকাতীর মামলা

[illegible] ডাকাতী সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জামীনে মুক্তিদান করিবার জন্য অতিরিক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আবেদন করা হয়। কিন্তু ঐ সকল আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। আসামীগণের নাম, (১) গত ১৮ই নবেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে ধৃত উকীল শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, (২) তৃতীয় বার্ষিক বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, (৩) দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, (৪) দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) গত ২রা নবেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে কলেজের ছাত্রাবাসে ধৃত দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান হেমরঞ্জন দে, (৬) গত ২৩শে নবেম্বর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে ধৃত এস, এম, প্রেসের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ওরফে মদন।

বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধে প্রতিশ্রুতি

বিলাতী কাপড়ের দোকানে জোর পিকেটিংয়ের ফলে খুলনা বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ আগামী ৪ মাস কাল বিলাতী কাপড় বিক্রয় বা আমদানী করিবেন না বলি। প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কলেজ ষ্ট্রীটে বাস দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন মসজিদের সম্মুখ শ্যামবাজারগামী ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর একখানা দোতালা বাস চাপা পড়িয়া একজন বয়স্ক পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক তখনই মারা গিয়াছেন। তাঁহার মাথা এমন ভাবে গুড়াইয়া গিয়াছে যে, তাঁহাকে চেনা যায় না। বাস চালক রামচরণ সিংকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুলনা কংগ্রেস সম্পাদক দণ্ডিত

গত ১লা ডিসেম্বর খুলনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত কুঞ্জলাল ঘোষের উপর ১৫৭ ধারা অনুসারে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তিনি জামিন প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া কারাগারে যাইতেই তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলা, স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং বন্ধুবর্গ তাঁহাকে জেলের ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। কুঞ্জবাবু বেশ প্রফুল্ল চিত্তে কারাবরণ করিয়াছেন।

তাঁহার স্থলে শ্রীযুত দেবরঞ্জন সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের কারাদণ্ড

গোল টেবিল সম্মেলনের প্রতিবাদে যে শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে পাঁচুগঞ্জের নয়জন স্বেচ্ছাসেবক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বিচারে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতা শ্রীযুত রাখালরঞ্জন সোমের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ সেন, হীরেন্দ্র দত্ত, প্রমোদ দে, সুশীল চৌধুরী, যোগেশ দে, যতীন্দ্র নন্দী, মন্মথ দেব, সুখময় দাস ও পরেশ ভট্টাচার্য্য দণ্ডিত হইয়াছেন।

মহিলা কর্ম্মী কারামুক্ত

বড়বাজারে পিকেটিং করার অপরাধে শ্রীযুক্তা শোভনা রায়, স্বর্ণ সেন, মলিনা গুপ্তা ও সরযূ সেনগুপ্তা গত ২রা আগষ্ট ৫ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বর সোমবার দিন তাঁহারা প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ফরিদপুর কংগ্রেস কর্ম্মীর কারামুক্তি

ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র গুহ মজুমদার এবং অমিয়কুমার ঘোষ ও আরও দুই জন স্বেচ্ছাসেবক কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বিদেশী বস্ত্রে সীল মোহর

৩রা ডিসেম্বর বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিংএ খুব জোর দেওয়া হয়। তাহার ফলে অনেক বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ী তাঁহাদের বিদেশী বস্ত্র সীল করিয়া রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—১৩৩৭

নদীয়াপ্রকাশ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

'নদীয়াপ্রকাশ' বলিতে বুঝা যায়,—যিনি নদীয়াতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন অথবা যিনি নিজ নিত্যধাম নদীয়াকে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উভয় অর্থেই নদীয়ার চাঁদ গৌরহরিকে বুঝাইয়া থাকে।

নদীয়া বা নবদ্বীপ প্রপঞ্চান্তর্গত স্থান-বিশেষ মাত্র নহে। গোলোকের ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে নদীয়া-প্রকাশ-প্রভুর নিত্য-নিকেতন অবস্থিত। নিজ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ ধামকেও প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীচরিতামৃতে (আদি ৩।১০),—

"ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।"

ব্রজবিহারী কৃষ্ণ-বলরামই গৌড়দেশে নবদ্বীপমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটিসূর্য্যচন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি' কৈল তত্ত্ববস্তু দান ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই ভাই—সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ। যেরূপ সূর্য্যচন্দ্রের উদয়ে বস্তুর প্রকাশ হয়, তদ্রূপ গৌর-নিত্যানন্দ অপ্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রের প্রকাশে অপ্রাকৃত বস্তুতত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা জীবের অজ্ঞানতমো নাশ করিয়া বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন।

অজ্ঞান-তমের সংজ্ঞায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥

যতদিন তত্ত্বের প্রকাশ না হইয়া থাকে, ততদিন আমরা অতত্ত্বে 'তত্ত্ব'-ভ্রম করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকি। সুতরাং নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর কৃপাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যাঁহারা নদীয়া-প্রকাশ-প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহাদের দাসানুদাস-সূত্রে নদীয়া-প্রকাশের সেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া নদীয়া-প্রকাশ প্রভুকে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি।

আমি নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর সেবা জানি না। কিরূপে তাঁহার সেবা করিলে তাঁহার প্রীতি হইবে, তাহাও আমার জানা নাই। তবে আমি এইটুকু জানি যে, যিনি নদীয়া-প্রকাশ প্রভুকে আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে সতত চেষ্টিত, যিনি নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী হইয়া এজগতে আগমনপূর্ব্বক নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, সেই নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশ প্রভুর কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইলেই আমরা নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিব।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

রামবাবু ও হরিবাবু

(শ্রীপাদ নিতাইবিগ্রহ দাসাধিকারী)

রাম বাবু—মশায়! অবাক্কাণ্ড! কখন কি শুনেছেন, নিজেদের মুখে নিজেদের সুখ্যাতি কর্ত্তে এবং লোককে বল্‌তে 'যদি আমাদের নিন্দা কর, তা'হলে একেবারে জাহান্নামে যাবে। অতএব খুব সাবধান, খবরদার। আমাদের নিন্দা করো না, যদি নিন্দা কর ইহকাল পরকাল সব যাবে, এমন কি কুষ্ঠ-ব্যাধি পর্য্যন্ত হবে। রাম, রাম, কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদর্শন!

হরি বাবু—কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি? এমন লোক কে বা কাহারা?

রাম বাবু—এই মশায়, বৈষ্ণবগণ।

হরি বাবু—কেন বৈষ্ণবগণের কথা-বার্ত্তা ত' খুব ভাল। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহাদের এ দোষ আপনি কোথা পেলেন?

রাম বাবু—ও বুঝেছি আপনার নাম 'হরি' কি না। আপনি ত ওপক্ষ নিবেনই। আপনার নিকট এ কথা উত্থাপন ক'রে আমি ভাল করিনি দেখ্‌ছি।

হরি বাবু—কি হ'য়েছে আপনি বলুন না, তারপর আমি জবাব দিচ্ছি।

রাম বাবু—রক্ষে করুন। আমার আর জবাবে কাজ নেই! এখন আমি বাড়ীর ছেলে বাড়ী যাই। (স্বগত) এ দেখছি আর এক বিপদ।

হরি বাবু—আপনি ওরূপ অস্থির হচ্ছেন কেন? বলুনই না, আপনার প্রত্যেক কথার যথাযথ উত্তর দিচ্ছি।

রাম বাবু—(না ছাড়াইতে পারিয়া বিরক্তির সহিত) আচ্ছা বলুন, এ দিকে ত সাধুর বেশ, বৈষ্ণবের বেশ নিয়েছেন। আর মুখে বল্‌ছেন, সাধুনিন্দা বৈষ্ণব-নিন্দা করতে নেই। এ সমস্ত কথা শুনে আপনার মায়ায় মত্ত লোকসকল কি ভাববে?

হরি বাবু—তা বটে, কিন্তু উঁহাদেরও যে এ সমস্ত কথা না বলে উপায় নেই—তা'র কি বলুন দেখি। উঁহারা পরম কৃপাময়, তাই ঘর সংসার ত্যাগ করেছেন; এত লেখাপড়া শিখে, অন্যদের মত রাস্তায় রাস্তায় আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রাম বাবু—চল্লেম আমি আসি—(যাইতে উদ্যত)

হরি বাবু—না, না, একটু দাঁড়ান না (ব'লে পথ আটকাইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন) দেখুন সাধুগণ শাস্ত্রবাক্য কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই করেন না, তজ্জন্য তদ্দ্বারা আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার অসুবিধা হয় ব'লে আমরা সে সমস্ত কথা শুনতে অত পছন্দ করি না। এমন কি ভালই লাগে না।

শাস্ত্রে সাধুনিন্দা একটা ভয়ানক অপরাধ ব'লে গণিত আছে। এখন সে কথাটি যদি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সাধুগণ কীর্ত্তন না করেন, তা'হ'লে আমরা জানব কোথা? আমরা যা'তে সেই সব অপরাধ পথে পদে না করি, সেইজন্য সাধুগণ আমাদেরই মঙ্গলের জন্য দিয়ে থাকেন। আর যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি কখন নিজেকে সাধু ব'লে অভিমান করেন না। তিনি বেশ জানেন,—"আমি ত বৈষ্ণব,—এবুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী ॥" কাজেকাজেই কৃষ্ণদাস-দূতে তাঁহার একমাত্র মালিক যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আদেশ ও লীলা কীর্ত্তনে কোনই অসুবিধা হয় না।

দেখুন, একটা কথা বল্‌লে বোধ হয় আমাদের বুঝ্‌বার সুবিধা হ'বে। সরকারী আইনগুলি যখন সরকার-বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণ নানা উপায়ে আমাদিগের গোচর করান, তখন কি আমরা কোন দোষ ভাবি—বোধ হয় না!

রামবাবু—নিশ্চয়ই না, সে কথা এর মধ্যে কেন এল? তাদের ত কাজই ঐ।

হরিবাবু—আজ্ঞা হাঁ, আমিও তাই বল্‌ছি। এইরূপ সাধু বৈষ্ণবগণের কার্য্যই হচ্ছে শ্রীভগবানের আইনগুলি আমাদের মঙ্গলার্থ বিজ্ঞাপিত করা। তবে জানেন, রাজার রাজত্বে যেমন রাজ-আজ্ঞা ভঙ্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পা'বার সম্ভাবনা, সেইরূপ যদি ভগবানের আইন ভঙ্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে কোন শাস্তির ব্যবস্থা থাকৃত, তা' হ'লে আমাদের মুখে আর ও সব কথা আস্‌ত না।

ভগবান্ যখন স্বয়ং এই ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন, তখন তিনি ঐগুলি প্রত্যক্ষ দেখিয়ে যান, আমাদিগের ভবিষ্যতে সাবধান হ'বার জন্য। কিন্তু আমরা এরূপ পাষণ্ড, দেখেও দেখি না। কেন জীবসকল এত কষ্ট পাচ্ছে, তা' কি কখনও অনুসন্ধান ক'রেছেন? একমাত্র কারণ—এইরূপ নানা অপরাধ। বাস্তবিকই বৈষ্ণবাপরাধীর শাস্তি কুষ্ঠব্যাধি—তাহার সাক্ষী গোপাল চক্রবর্ত্তীর জীবনী, পরম বৈষ্ণব ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণে অপরাধের ফলে তাহার কুষ্ঠ-ব্যাধি হ'য়েছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ভূ'র ভূরি আছে।

বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। তা'দের নিন্দা কর্‌লে বা অবজ্ঞা কর্‌লে শ্রীভগবানেরই নিন্দা করা হয়। সুতরাং তিনি সেটা সহ্য করেন না। এইজন্য সাধুগণ আমাদের ন্যায় মূঢ়দিগকে সাবধান ক'রে দেন। সেটা কি দোষের? ঐ শুনুন, বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য কিরূপ;—

বৈষ্ণব যে জগৎ-গুরু জগতের বন্ধু।
বৈষ্ণব সকল জীবে সদা কৃপাসিন্ধু॥
এহেন বৈষ্ণবনিন্দা যেবা জন করে।
নরকে পড়িবে সে জন্ম জন্মান্তরে॥

ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়।
ভক্তি লভে সর্ব্বজীব বৈষ্ণব কৃপায়॥
বৈষ্ণবদেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহস্পর্শে আশু হয় কৃষ্ণভক্তি॥

চামবাবু—(একটু নরম হইয়া) আচ্ছা আপনার কথাটা কতক বুঝ্‌লাম। বৈষ্ণব-দেহস্পর্শে কিরূপে কৃষ্ণভক্তি হয়—কাল আমাকে বুঝিয়ে দিবেন।

ভাল ভাল প্রবন্ধ চাই

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

যাঁহারা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক সংবাদ পত্রাদি এবং সাময়িক-প্রকাশিত কাব্য, নাটক, উপন্যাস আদি অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই ভাল ভাল প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

"ভাল"—সকলের পক্ষে একই প্রকার নহে। যাঁহারা ভাষার পারিপাট্য খোঁজেন তাঁহারা যে প্রবন্ধে সুমার্জ্জিত সাহিত্যিক ভাষা আছে, তাহাই "ভাল" মনে করেন। যাঁহারা গোপগল্প ভাল বাসেন, তাঁহারা ঐ প্রকার গল্পকেই 'ভাল' প্রবন্ধ বলেন। যাঁহারা নায়ক-নায়িকার গুপ্ত প্রণয়ের কৌশল অবগত হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা সেই ধরণের নগ্নচিত্র সম্বলিত প্রবন্ধকেই খুব "ভাল" বলেন। আবার যাঁহারা "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান"।—এই প্রকার পুণ্যবান্ হইবার জন্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন' তাঁহারা সংবাদের সুখসুবিধামিশানো সাতমিশালি পাঁচমিশালি দুই একটা ধর্ম্মের কথা থাকে থাকে, তাহাই ভাল প্রবন্ধ বলিয়া একটু আলোচনার মনোনিবেশ করেন। ইঁহারা ঐ সকল প্রবন্ধ যে ছুটাছিবার আলোচনা করেন নাই, তাহাও নহে, তবে এখন গায়ে রক্তের জোর কমিয়া যাওয়ার শেষ বয়সে ছুটাছিজন সমবয়স্ক মিলিয়া একটু আধটু পুণ্য টুকু করিবার অভিলাষ হইয়াছে বলিয়া "মহাভারতের কথা অমৃত সমান", চতুর্গ এতদিন বিষবৎ ত্যাজ্য।

এই প্রকার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার রুচি থাকায় কোন্‌টী যে বাস্তব 'ভাল' অর্থাৎ যাহা পড়িতে ভাল, শুনিতে ভাল, পড়াশোনার শেষ ফলটীও অতি ভাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় সর্ব্বসাধারণের থাকিতে পারে না। অথচ ভালর জন্য সকলেই পাগলপারা। এই ভাব স্ব-স্ব-রুচির অনুকূলে থাকায় ভাল লইয়া ভারী গণ্ডগোল। একজন যাহা ভাল বলেন অন্যে তাহা মন্দ বলেন। দেহ মনের ধর্ম্মের বিচারই এই প্রকার বিভিন্ন মুখী। এইরূপ দ্বন্দ্ব বিশ্ব ভরিয়া আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ দ্বন্দ্ব মিটিবার মত সুবিধা আর কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। যাবৎ সংসার থাকিবে, সংসারে দেহধারী জীবগণ থাকিবে, তাবৎ এ দ্বন্দ্বও থাকিবে।

যাঁহারা বাস্তব বুদ্ধিমান্, তাঁহারাই ভাল খোঁজেন; তাঁহারাই মন্দের সন্ধান জানেন। একমাত্র নিত্যবস্তু—ভগবান্। তিনি সত্য, সনাতন, তিনিই ভাল এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার যাবতীয় সেবা-সম্ভার সবই ভাল। তদ্ব্যতীত আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে আমি ও আমার ইন্দ্রিয়-তোষণ-যোগ্য যত সব, ভাল ত' নহেই, পরন্তু উহার ফলও মন্দ। আমি যতদিন শ্রীভগবৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত আছি, ততদিন আমি দেহমনের খেয়ালে মন্দের আবাহন করিয়া ভাল খুঁজিবার বৃথা প্রয়াস দেখাইতেছি মাত্র। আমি ভ্রমে পতিত বলিয়া যাহাকে একবার ভাল বলিয়া থাকি, কিছুকাল পরে তাহাই মন্দবোধে ত্যাগ করি।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ,—এইসব ভ্রম॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭৬)

যাঁহারা এরূপভাবে ভাল খোঁজেন ও রুচি-পরিবর্ত্তন জন্য বিষয়ান্তরে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের নিজেন্দ্রিয় তোষণ করেন। দেহ-মনোধর্ম্মে ভালমন্দ-বিচার শুধুই ভ্রম। ইহাতে বাস্তব ভাল বলিয়া কোন বস্তু নাই, থাকিতে পারে না। যাহা দেহ মনের সুখ উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা দেহ-চিন্তা-কামীর কাছে নিয়তই মন্দ।

এখন সূক্ষ্ম-বিচারে দেখা যাইতেছে, প্রায় সমগ্র জগৎটাই এবম্বিধ ভ্রমময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া কখনও ভাসি, কখনও ডুবি। অনাদিকাল হইতে ভাসা-ডোবা-ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বিশ্বের যাবতীয় প্রাকৃতিক পাণ্ডিত্য, প্রাকৃতিক বিচারবোধ প্রবন্ধ অনন্ত জীবনব্যাপী আলোচনা করিলেও আপাত দেহ-মনোতোষণ ভিন্ন নিত্যশান্তি, পরাশান্তি পাইবার কোন উপায় নাই। অনিত্য ফলপ্রদ বস্তু বা বিষয় কখন "ভাল" বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে পারে না। এক মাত্র নিত্য, সত্য, সনাতন বস্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণই ভাল, তাঁহাদের নাম রূপ, গুণ, লীলা—সবই ভাল। এই অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা পরিপূরিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা গ্রথিত যত প্রবন্ধ সবই ভাল।

যেদিন আমরা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণগণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাগাথা বাণীকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া কাব্য, কবিতা লতার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, যেদিন কৃষ্ণকার্ষ্ণগণের যাবতীয় বিষয় আমাদিগের আশ্রয় হইবে, সেইদিন প্রাকৃত যাবতীয় প্রবন্ধ, যাহা এতদিন ভাল ভাল বলিয়া কণ্ঠহার করিয়াছি তাহার প্রতি থুৎকার করিতে ইচ্ছা হইবে। সেই দিন জানিব, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণগণের নাম, রূপ, গুণ-লীলাতে কত মাধুর্য্য, যাহা আস্বাদন দ্বারা শান্তি নির্ব্বেদ ভাব নিত্য নবনবায়মান অমৃত-প্রবাহ সহস্র ধারায় আমার সংসার দাবদগ্ধ হৃদয়ারণ্যকে অভিষিক্ত করিতেছে।

তখন আর আমার চিত্ত গ্রাম্য কথা দ্বারা পরিপূর্ণ বাগ্‌বৈখরীযুক্ত প্রবন্ধ পাঠে, প্রাণহীন কথা সমষ্টিতে প্রধাবিত হইবে না। তখন আমার অনাদি কালের ভ্রম আমি নিজেই বুঝিয়া সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে পারিব।

আজ এই নিখে ভাল কথা ভাল ভাল প্রবন্ধের দুর্ভিক্ষের দিনে বৈকুণ্ঠাগত মন্দাকিনী ধারারূপে আমাদিগের হৃদ্দেশের অনাদিকালের কলুষরাশি বিধৌত করিবার জন্য "সজ্জন তোষণী, গৌড়ীয় ও "নদীয়া প্রকাশ" অবতীর্ণ। ইহাতে ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের কোন মাল মশলা না থাকিলেও, প্রাকৃত রস লোলুপদিগের কাছে ভাল না হইলেও একমাত্র সর্ব্বোত্তম ভাল ভাল প্রবন্ধ ইহাতেই নিত্য বিরাজিত, অন্যত্র কোথাও নাই! নাই!! নাই!!! ইহাই মনুষ্যজাতির নিত্য পাঠ্য ও শ্রবণ যোগ্য। "পড়িলেই হইবে হিত।"

"মনঃশিক্ষা"

(শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভেবে দেখ বিচারিয়া মন।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ত্যজি'
কেন বৃথা মোহে মজি'
(তোর) হল ভোগ-কাচে প্রলোভন॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মে কত,
পশু পক্ষী আদি যত
জগতে জন্মিলে কতবার।

পুনঃ কর্ম্মাশ্রয় করি'
শুষ্ক জ্ঞান-মার্গ ধরি'
বর্ণাশ্রমে ভ্রমিলে সংসার॥

হ'য়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখী
হ'য়ে কামী হ'লে দুঃখী
বিপ্র, শূদ্র, উচ্চ-নীচ কুলে।
লভি' বিদ্যা হ'লে মূর্খ,
হ'য়ে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ
মায়াপাকে ঘুরে ঘুরে ম'লে॥

গঙ্গা-তুলসীর প্রতি,
না করিলে শ্রদ্ধা-ভক্তি,
সাধুসঙ্গে না করিলে বাস।
কলি-মহামন্ত্র নাম,
তা'তে না হইল কাম,
কিসে এড়াইবে মায়া ফাঁস॥

কৃষ্ণ-চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ,
তাতে অনুরক্ত নহ
দুই-ভাগবতে নাহি করিলে সম্মান।
বৈষ্ণবের পদধূলি,
শিরে না লইলে তুলি'
বল কিসে পাবে পরিত্রাণ॥

যদি চাহ নিজ হিত,
ছাড়ি' বুদ্ধি বিপরীত
ভজে তৃণ ধরি' দন্তে মন।
বৈষ্ণব-চরণে ধরি',
কাতরে কাঁদিয়া পড়ি',
বল "প্রাহি পতিতপাবন॥"

গুরু-বৈষ্ণব-আশ্রয়ে,
শ্রীবৈষ্ণবের দাস হ'য়ে
লহ মন কৃষ্ণনাম-শিক্ষা।
বৈষ্ণবের দ্বারে দ্বারে,
গিয়া বল করযোড়ে
"দাও প্রভো! কৃষ্ণ-প্রেম ভিক্ষা॥"

(জয়), শচীসুত-প্রিয়জন,
হে পতিতপাবন
শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
জয় শ্রীচরণদাস,
পুরাও এদীন-আশ
তুমি মাত্র "বিনোদের" গতি॥

তড়িদ্বার্ত্তা

কলিকাতা' ৩।১২।৩০।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শ্রীহরিবাসর তিথিতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে "ধর্ম্ম কি অকর্ম্মা-সাধক?" শীর্ষক অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ ২য়া ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীহরিকথা-প্রচারার্থ দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃত্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(বাঁধা) ২৲
১১। বেদান্তভক্ষসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭ শরণাগতি ⁄০
২৮ গীতাবলী ⁄০
২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০ সাধকক৭ ⁄
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্পক্ষ সমালোচক, অকপট ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিকীর্ত্তনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একারন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈনন্দিন সংবাদের নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

(ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি [illegible]গণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩৩১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্বাধে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে বঙ্গের একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ অবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ[illegible] প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ[illegible]। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) [illegible] স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র—"গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবামকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুল-শেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীধামতীর্থ দেবগুহী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া।

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ

(৩০) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর ... প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক

(গৌড়ীয়মঠের মহোৎসব প্রসঙ্গ)

শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখামঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের দেড়মাস কালব্যাপী মহামহোৎসব শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া যে পারমার্থিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে অন্যূন পঞ্চবিংশতি লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। সাধারণ নিমজ্জেই এই পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং জগতে ধর্ম্মের নামে যে সকল কপটতা, ব্যভিচার প্রভৃতি চলিতেছে, তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রদর্শিত বিষয়ের বিবরণ ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইরূপ প্রদর্শনী মিউজিয়মের মত বারমাস খোলা রাখিলে লোকের অনেক মঙ্গল হইত।

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা তত্তৎ-পত্রিকার সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী ও উৎসব দর্শনার্থ সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ইতর সাধারণ এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, তাহার তালিকা করা সুকঠিন। মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমদ্যশঃকুণ্ডু ও রায় কামানন্দের মিলনস্থান কভুরের জমিদার মাধবব্রাহ্মণ শ্রীবেঙ্কট রাও গারু, সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের কন্‌সাল্ট জেনারেল মিঃ ভিজেন্টা এভিনিলো, নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মকরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, দিনাজপুরের জমিদার রাও সাহেব রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় এম এ প্রাজ্ঞ, আত্মশক্তি পত্রের সম্পাদক ও সহকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ভারতবর্ষের সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, অমৃতবাজার পত্রের শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেন এম, এ, বি, এল, স্বনামধন্য দেশনায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল; প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, জোড়াসাঁকোর জমিদার শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বনামধন্য শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ পুত্র; ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, ভ মোরেণো এম, এ, পি, এইচ, ডি, নিখিল ভারত সাধু মহাসভার মন্ত্রী শ্রীআনন্দগিরি শাস্ত্রী, আবকারি বিভাগের অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার রায়সাহেব শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, রায় বাহাদুর শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস, সি, পি আর, এস; অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষড়দর্শনতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি, অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল; ময়ূরভঞ্জ কাঁথিপোতার রাজাসাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত জে, মুখার্জি বার-এট্-ল, দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, অমৃতবাজার পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ, স্যার ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই; সংস্কৃত কলেজ ও বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত দেবানন্দ ঝা বেদরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র ঝা, অধ্যাপক শ্রীযুত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বঙ্গবাণীর সম্পাদক শ্রীযুত গোপাল লাল সান্যাল, রায়বাহাদুর শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল লেঃ কর্ণেল ডি, পি, গোয়েল এফ, আর, সি, এস, ই, এম, বি, আই এম এস, কলিকাতা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি

শ্রীল জগবন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর শনিবার দিবস বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও সাধারণ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উক্তদিবস গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন-প্রভুর চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে যেটুকু মনে রাখিতে পারিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আমরা অদ্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি। আত্মা—চেতন বস্তু, তাহার তৃপ্তি অন্য কোন বস্তুতে হয় না, একমাত্র মহাপ্রসাদেই আত্মার তৃপ্তি। দেহমনের তৃপ্তি অন্য বস্তুতে হইতে পারে, যাঁহারা দেহ মনের বিচারে আবদ্ধ, তাঁহাদের বিচার স্বতন্ত্র; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা আত্মার তৃপ্তি বিধানের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন।

আমরা শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জনের চরিত্র কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। অদ্য কেবল তাঁহার বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি যে আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া ইহ ধাম হইতে অন্তর্হিত হইলেন, ইহাতে আমাদের অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

তিনি এজগতে আসিয়াছিলেন, কৃষ্ণকার্য্য সেবা করিতে, তাহা উদ্‌যাপিত হইবামাত্র তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। আর একদিনও থাকিলেন না। এখানে দেড়মাস-কালব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসবের শেষ দিন তিনি প্রস্থান করিলেন। পাছে অধিকদিন থাকিলে বৈষ্ণবগণের সেবা গ্রহণ করিতে হয়, মায়িক সংসারের বিবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে হয়, এই ভয়েই তিনি প্রস্থান করিলেন, তাঁহার বিরহ-গাথা গৌড়ীয় (৯ম বর্ষ) ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি, আমরাও যেন তাঁহারই আদর্শে সমস্ত কায়মনোবাক্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারি। তিনি যে শ্রীমন্দিরাদি কেবল কতকগুলি টাকা দান প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর-যাবৎ সকল কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কায়, মন ও বাক্যকে সমস্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম প্রভুকে কিরূপভাবে কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই চিন্তায় তিনি আহার-নিদ্রাদি পর্য্যন্ত ভুলিয়া থাকিতেন।

সকল আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষাও বৈষ্ণবারাধনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীপাদ জগবন্ধুর হৃদয়ে এই বাণীও দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ—নিষ্কিঞ্চন, ত্যক্তগৃহ, তাঁহাদের বাসস্থানের চিন্তা দূর করিবার মানসে তাঁহাদেরও বাসের জন্য তিনি এতগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহাতে আমরা সকলেই একত্রিত হইয়া শ্রীভগবানের কথা আলোচনা করিতে পারি, তাহার জন্য তিনি এই বৃহৎ নাটমন্দির রচনা করিয়া গেলেন। এত বৈদ্যুতিক আলোক-সমন্বিত ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত গৃহ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের জন্য করিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? বৈদ্যুতিক আলোক, পাখা অথবা অপর কোন বস্তুর দ্বারা ভগবৎসেবা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বৈদ্যুতিক আলোক যাত্রাদলের গৃহে প্রজ্বলিত থাকিয়া কাম-সেবার ইন্ধন প্রদান করে, কিন্তু সেই আলোক দ্বারাই আবার শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করা যাইতে পারে। এই যে, এতগুলি শ্রদ্ধালু ভ্রাতা মনোযোগ সহকারে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতেছেন, ইঁহারা গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইবে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে শীতল হইয়া ভগবৎকথায় আরও মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে ঐ দ্রব্যগুলির কোন দোষ নাই। পরন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায়ই তাহাদের যথার্থ সার্থকতা।

আমরা বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালা দেশেই যে একদিন ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া অনর্পিতচর প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যে মহাপ্রভুর কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" আমরা সেই চৈতন্যদেবের অমন্দোদয়-দয়ার কথা আলোচনা করিবার সুযোগ কেবল হারাইতেছি। শ্রীচৈতন্যভক্তের নিকটই তাঁহার দয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নিষ্কপট আর্ত্তির—জাগতিক অর্থ-পিপাসা পরিত্যাগ-করিয়া

একমাত্র পরম অর্থের প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তনই অনুক্ষণ যাঁহাদের ব্রত, সেই পরম দয়ালু চৈতন্যদাসগণের সঙ্গে আমরা চৈতন্যের কথা আলোচনা করিলে অচৈতন্যাবস্থা বিদূরিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারি, আত্মার সহজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সেই চৈতন্যকথা আলোচনা করিবার জন্য এই বিপুল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ভক্তিরঞ্জন প্রভু জীবমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

উত্তম ভাগবতের লক্ষণ

যিনি ভগবান্ শ্রীহরির সহিত সেবক বা সেবার উপকরণরূপ সম্বন্ধযুক্ত ভাবে প্রত্যেক বস্তুকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

যিনি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়সমূহ যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না এবং যিনি এই জড়-বিষয়সমূহকে বিষ্ণুমায়া-রচিত বলিয়া জানেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত (অর্থাৎ আসক্ত) হন না এবং সর্ব্বদা হরিস্মৃতি দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

যিনি কৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর অবস্থিত হইয়া শান্ত হন, এবং কাম-কর্ম্মবীজ যাহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি ভাগবতোত্তম।

যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতি দ্বারা 'অহং' ভাব উৎপন্ন হয় না, তিনি শ্রীহরির প্রিয়পাত্র বা ভাগবতোত্তম।

(যাহার চিত্তে ও দেহে স্ব ও পর—এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম।)

(হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পাদারবিন্দ হইতে লব বা নিমিষার্দ্ধকালও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠ-স্মৃতিমানরূপে অবস্থান করেন, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বা ভাগবতোত্তম।)

শ্রীভগবান উরুবিক্রম-পাদপদ্মের নখ-মণিচন্দ্রিকা দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি নিশাবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাহার কি আর তাপক্লেশ থাকে? যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশন শ্রীহরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না (অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরি স্বয়ংরূপে সদা বিরাজ করেন) এবং প্রণয়রজ্জু দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তিনি প্রধান ভক্ত বা ভাগবতোত্তম।

যে সমুদয় জ্ঞানবান্ বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ ভগবদ্-ভক্ত স্ত্রিয়াদি রহিত আত্মার্থচিন্তাদি ও আত্মমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম।

ভাগবতোত্তমদিগের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্যে যে ৯ প্রকার লক্ষণের কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভাগবতোত্তম ব্যক্তিগণের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। পাঠকবর্গ যদি দয়া করিয়া ৯ প্রকার লক্ষণের পরিচয় নিজ নিজ স্বভাবের মধ্যে খুঁজিয়া পান, তাহা হইলে আপনারা আপনাদিগকে ভাগবতোত্তমরূপ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। যদি ঐ ৯ প্রকার লক্ষণের পরিচয় আপনাদের স্বভাবের মধ্যে খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলে ভাগবতোত্তম ব্যক্তির পদাঙ্ক প্রশস্তি স্বীকার করুন এবং তাঁহার আনুগত্যে জীবন যাপন করিতে করিতে কালে ভাগবতোত্তম পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবজীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন। অধন্য জীবনকে ধন্য মনে করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

যেমন অগ্নিপরীক্ষায় স্বর্ণের ভিতর খাদ থাকিলে ধরা পড়ে, সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত মহাভাগবতের লক্ষণগুলির দ্বারা নিজ স্বভাবের পরীক্ষা করিলে সাধক কতটুকু ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া স্বর্ণ ক্রয় করিলে, যেমন ঠকিবারই ষোল আনা সম্ভাবনা, মহাভাগবতের লক্ষণসমূহের দ্বারা নিজ স্বভাবের পরীক্ষা না করিলে জীব আত্মসম্ভাবিতমতি হইয়া উন্নতির পথকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই জন্য ধর্ম্মোন্নতিকামী ব্যক্তির উচিত, সময়ে সময়ে নিজেকে পরীক্ষায় ফেলা।

প্রাপ্তপত্র

(১)

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

আমরা গৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে নানা-কথা শুনিয়া, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে গিয়াছিলাম। গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মত হিতকারী আর নাই। স্বার্থান্ধ ভণ্ড বা অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ যে সমস্ত প্রবাদ রটনা করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীর কথা শুনিতে পাইয়া চাক্ষুষ করিবার ইচ্ছায় তথায় গিয়াছিলাম। দেখিতে যাইবার কালে পথে কতিপয় ভণ্ড আমাকে যাইতে নিষেধ করে। কিন্তু তাহাদের বাধা উপেক্ষা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিশেষ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, দর্শনপিপাসু সুধীমাত্রেই আত্মমঙ্গল-লাভার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিবেন। ইতি—

পাটনা　　　　নিবেদক—
২৮।১১।৩০　　　　শ্রীভরতচন্দ্র দে

(২)

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
পূজনীয়বরেষু

সবিনয় নিবেদন—

মহোদয়, পরমারাধ্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপার করুণায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত চেতন আত্মার ধর্ম্ম আমাদের ন্যায় বিমুখ জীবগণ শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে—তাঁহার শিষ্য শ্রীল ভারতী মহারাজের আগমনে। আমাদিগের গ্রামের নাম, বলিবার সময় আমরা বলিয়া আসিতেছি কলমুড়, আর লিখিবার সময় লিখিতেছি কোলমুর। স্বামিজী মহারাজ যখন "কোলমুরের" অর্থ "বরাহদেব" জানাইলেন, তখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীবরাহদেব যেমন হিরণ্য অর্থাৎ ভোগেন্দ্রজনক জাগতিক অর্থ বা কনক দর্শনকারী পরমার্থবিমুখ হিরণ্যাক্ষ অসুরের অক্ষি বা চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন, আজ সেই বরাহদেবের সেবকের নিকট পরমার্থ বিষয় শ্রবণ করিয়া আমাদের ন্যায় হিরণ্যাক্ষের অনুচরগণেরও অর্থ-দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে উৎপাটিত হইয়াছে।

আমরা বিষয়-কার্য্যে এত বেশী ব্যস্ত যে, অবধারিত মৃত্যু আমাদিগের কেশে ধারণ করিয়া আছে জানিয়াও মৃত্যুঞ্জয়-স্বরূপ শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনাদি করিবার অথবা লীলাকথা শুনিবার মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু এবার স্বামিজীর আগমনে বুঝিলাম, পরম দয়ালু শ্রীভগবানের ভক্তগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমাদিগের ন্যায় বহির্ম্মুখ জনগণের দ্বারে আসিয়া কৃপাপ্রকাশে আমাদিগের সময় করাইয়া অসময়ের সহায়—সব সময়ের প্রভু সেই শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করেন।

সাংসারিক হিসাবে আমরা যাদ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও মাঝে মাঝে আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছিলাম যে, ধর্ম্মজগৎ যে সেই ভোগেরই আধার, তাহা এখন বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা সুধারণী সংসার চালাইবার উপায় বা ব্যবহার-বিশেষ ভাগবত-পাঠকারী কথক ঠাকুরের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এ কথা শুদ্ধশীল ব্যক্তির মুখে শুনিয়া এ পর্য্যন্ত হৃদয়ের অন্তঃস্থলের জ্বালা হইল না বলিয়া বাধা অনুভব হয় নাই। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে, এমন মনুষ্য-জন্ম পাইয়া ভগবানের সেবা ছাড়িয়া আমরা কেবল পণ্ডশ্রমী নহি, আত্মঘাতী।

স্বামিজী মহারাজ তিন দিবস শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা ও একদিবস বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শেষ দিনের সভায় কয়েকজন স্বধর্ম-পরায়ণ সম্রান্ত মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবক শ্রীল ভারতী মহারাজের মুখে শাস্ত্রযুক্তি ও যুক্তিসম্মতমূলক জীবের ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহারা পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়া মহারাজকে বক্তৃতা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই অন্যত্র সভার বন্দোবস্ত থাকায় এবার আমাদের সে আশা ফলবতী হইল না।

আপনারা যেভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন, আমরা বিশ্ববাসি-সূত্রে আমাদের গ্রামে আপনাদের পুনরাগমনের আশা করিতে পারি না কি? আপনারাই বলেন—হরিকথা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হইলে যে সর্ব্বদা শ্রবণের আবশ্যক হয়, তবে নিত্যসূত্রে সেই সর্ব্বদা শ্রবণ-ব্যাপারটী আপনাদের নিকট থাকিয়া আমাদেরই করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমানে আমরা বেশী বিমুখ হইয়া পড়ায় সেই কর্ত্তব্য 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বোধ হইতেছে না। এমতাবস্থায় পতিতপাবন আপনারা মধ্যে মধ্যে আসিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তনের দ্বারা আমাদিগের কীর্ত্তন-বুদ্ধি জাগরিত না করিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমরা সেই কৃপার প্রার্থী। কৃপাবারি সিঞ্চনে আমাদের মরুভব হৃদয় শীতল করিতে আজ্ঞা হয়।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল।
কোলমুর।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবর প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

স্থানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই-উ, পি

সহকারী—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র — "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী সরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রামবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীচন্দ্রশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-রমণ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চরকুণ্ডা, মানভূম। শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরু।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ নামক, প্রেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible]পাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]নাথ

(৩০) কোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

Registered No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩০৭ মঙ্গলবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০০

নিরীহ জনতার উপর গুলী

বালিকার অদ্ভুত সাহস—ডাকাতের সহিত যুদ্ধে নিহত

চা-বাগানে কুলী নিহত

করাচী পুলিশের লাঠিতে ১৭ জন আহত

বর্ম্মায় ভূমিকম্পের বিবরণ

সরকারী সংবাদ বিভাগের নূতন ডাইরেক্টর

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

বাণিজ্য সদস্যের কলিকাতা আগমন

কনষ্টেবল হত্যার জের

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নানা কথা

নিরীহ জনতার প্রতি সৈন্যের গুলী

গত মঙ্গলবার হাপড়ায় ৬ জন লোক হাসপাতালে গুলীতে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ সাহ নামক এক ব্যক্তি মারি[illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, হাওড়াগলীতে একদল [illegible] সৈন্য উপস্থিত হইলে, তাহাদের চতুর্দ্দিকে বহু লোক সমবেত হয়। তাহারা [illegible] অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া জনতাকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে কয়েকটী গুলী ছোড়া হয়, উহার ফলে উক্ত ব্যক্তিগণ আহত হয়।

বালিকার অদ্ভুত সাহস
ডাকাতদের সহিত যুদ্ধে নিহত

হোসিয়ারপুর জিলার গড়শঙ্কর তহশীলের অন্তর্গত সালা[illegible] গ্রামে অল্পদিন পূর্ব্বে বিবাহিত ১৫ বৎসর বয়স্কা এক হিন্দু বালিকা একদল ডাকাতের প্রতি অবিশ্রান্ত ইষ্টক বর্ষণ করায়, ডাকাতগণ তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, ১২ জন ডাকাত তরবারি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র সহ গোকুলচাঁদ রামশরণ নামক জনৈক মহাজনের দোকান আক্রমণ করে। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর লোকজন সমবেত হইয়া ডাকাতদলকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে দুইজন গ্রামবাসী গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে এবং উক্ত বালিকা বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে।

চা-বাগানে কুলীর প্রতি অত্যাচার

তিনসুকিয়ার নিকটবর্ত্তী দিঘাল তারাও চা-বাগানের মিঃ ম্যাকলেলানের স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক প্রহার করিবার অপরাধে ডিগবয়ের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আড়াই শত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৫ই অক্টোবর তারিখে মিঃ ম্যাকলেলানের কারখানায় একটি কুলিকে চপেটাঘাত করেন। কুলী সেই আঘাতে ভূপতিত হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই কুলী উঠিয়া পুনরায় কার্য্যে যোগদান করে, কিন্তু সে তখনই আবার পড়িয়া যায়। তৎপরে তাহাকে ঐ বাগানের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটে।

পুলিস সংবাদ পাইয়া এই ব্যাপারের তদন্ত করে, এবং মিঃ ম্যাকলেলানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

করাচী পুলিশের লাঠিতে
১৭ জন আহত

৫ই ডিসেম্বর এক শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালান হইয়াছিল। করাচী জুডিসিয়াল কোর্টে একজন স্বেচ্ছাসেবক নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিতে গেলে [illegible] বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছিল। হাসপাতালে ১৭ জনকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

বর্ম্মায় ভূমিকম্পের বিবরণ
প্রাথমিক [illegible]

যেরূপ ঘটায় ভূমিকম্পের পরিণাম যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি [illegible] ৩ বার কম্পনের বেগ অনুভূত [illegible] ৩য় বারের কম্পনে ১৭ খানি বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়ায় সংবাদপত্রসমূহ সকলেই ঘর ছাড়িয়া [illegible] আসিয়াছিল সুতরাং মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। রাস্তায় আলো ছিলিয়া [illegible] নাই। স্কাউট ও স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিয়া বেড়াইয়াছিল, পানীয় জল সরবরাহে বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। পশ্চিম খাদ্য সংগ্রহ করায় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তৎপরদিন অবস্থা অনেক ভাল হয়।

একটা স্থানে একটি বাড়ী চাপা পড়িয়া ১২ জন লোক মারা গিয়াছে। এই বাড়ীতে দরিদ্র লোকেরা বাস করিত। একজন বর্ম্মী বণিকের সংগে ২ খানি সুবৃহৎ বাড়ী ছিল। এই বাড়ী দুইখানি ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা ও পৌত্র দৌহিত্র সকলেই মারা গিয়াছে, শুধু সে নিজে বাঁচিয়া আছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবের স্মৃতি পালন করেন না। যাঁহারা জাগতিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা শব্দ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদিগকেই ভগবদ্ভক্তগণ 'আধ্যক্ষিক' বলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই অধোক্ষজ সেবা-পরায়ণ। আধ্যক্ষিকগণকে সকল সময়েই কৃষ্ণকথার ভুক্তি হইতে পরিত্রাণ করিয়া উপদেশ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। গীতা বলেন,—একমাত্র কৃষ্ণভক্তই জাগতিক লোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কৃষ্ণের উপদেশ—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বপাপবাসনা-নির্ম্মুক্ত করিয়া নিজ পাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—জগতে অনন্যভজন পরিত্যাগ করিয়া সদাচার বলিয়া যে অনুষ্ঠান আধ্যক্ষিকগণ করিয়া থাকেন, তাহা শুদ্ধ নহে। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ বিচারের অনুমোদন করেন না। আধ্যক্ষিকগণের বিচারে যে সকল আচারকে 'দুরাচার' বলা হয়, অধোক্ষজ-সেবকগণ অনন্যভজনপরায়ণ হইয়া সেগুলিতে সম্যক্ ব্যবহৃত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন করেন। তাদৃশ অনন্যভজনকারী জনগণ কখনও পাপে প্রবৃত্ত হন না। অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের বিহিত ব্যবস্থাকে 'দুরাচার' দিয়া জানিলেও তাদৃশ আচার দৈব-বর্ণ শ্রম-বিধি।

অবৈষ্ণবস্মার্ত্তের স্মৃতির বিচার অনন্যভজনকারী কৃষ্ণভক্তগণ স্বীকার করেন না। দৈবী ও আসুরী সৃষ্টির মধ্যে ভেদ আছে। অদৈব-বিচারে যাহা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তের দৈববিচারে সেগুলি সেরূপভাবে গৃহীত হয় না। এজন্যই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশীয় ব্যক্তিবিশেষের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শ্রীরূপানুগ ঐকান্তিক ভক্তগণ শ্রীরূপপ্রভু-কথিত "দূরেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বিচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন'-নামে আখ্যা দিয়া যদি প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্ম লোকসমাজে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে উহা গৌড়ীয়ভক্তির প্রসব করিবে। উহাতে অনন্যভজনের অভাব হইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম প্রভু, যাহাতে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে ভক্তাভক্তির সিদ্ধান্ত না হয়, তদ্বিষয়ে প্রবল যত্ন করিয়া শুদ্ধতাৎপর্য্য রক্ষা করিতেছিলেন। এখনও তিনি সেই তাৎপর্য্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য যত্ন করিতেছেন। ভগবদ্ভক্তের শারীরদোষ বা আভিজাত্য-দোষ গ্রহণীয় নহে। এজন্য আধ্যক্ষিকগণের বিচারে যে ভক্তিবিরোধি বিপ্রত্ব ও প্রাক্তন দুষ্কৃতিজন্য শূদ্রত্ব, তাহা প্রাকৃতমনোচিত বিচার মাত্র। হরিজনোচিত বিচার গ্রহণ করিলে আমরা শ্রীঠাকুর-বৃন্দাবনের অনুগমনে জানিতে পারি যে, শ্রীরাঘবপণ্ডিত মায়াপুরী দেবীর তনয় পরম সদ্বংশ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইয়াও সকল কুলোৎপন্ন অনন্যভজনকারী বৈষ্ণবগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিতেন। শ্রীশ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের অনুগমন করিয়াছেন, তাহা কি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের আশ্রিত-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষি জনগণ ভুলিয়া গেলেন?

"যেতে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"—শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের এই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সকল স্মৃতিশাস্ত্রপূজিত বাণীর অবমাননা হইয়া যদি জাতিবিশেষের অদৈব বর্ণাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে পারমহংস্য বৈষ্ণবাচারের অমর্য্যাদা হইয়াছে, বলিতে হইবে। অদৈব সমাজ বৈষ্ণবদেবগণের চিরবিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে সকল কথা শ্রীমধ্বানন্দতীর্থপাদকে বলিয়াছিলেন, সেই বিচার অবলম্বন করিয়াই শ্রীপাদ জয়তীর্থ মুনি তৎকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকায় বৃশ্চিক-তণ্ডুলীয়ক-ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের উহাই সামাজিক মূল আকর। তত্ত্বসাগর নামক স্মৃতিনিবন্ধ গৌড়ীয় সমাজে পরমাদরণীয় গ্রন্থ। হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থে তাহার বচনই উদ্ধার করিয়াছেন। এই পরম-মান্য স্মৃতিনিবন্ধকে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের অধিক্ষেপ ব্যতীত শ্রীনন্দন মহাশয় শিরোধার্য্য করিয়াছেন। তত্ত্বসাগর বলেন,—পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানক্রমে মানবমাত্রেরই যৌতিকস্বরূপ দ্বিতীয় সংস্কার লাভ ঘটে এবং তাহা হইতেই প্রাক্তন দুষ্কৃতি জন্য অসংস্কৃত শূদ্রগণও পুনঃ সংস্কৃত হয়।

শ্রীমন্মহাভারতের অর্থসমূহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগীতার শুদ্ধতাৎপর্য্য বিশদভাবে শ্রীমদ্ভাগবতেই কথিত হইয়াছে। মোক্ষধর্ম্ম, সনৎসুজাতীয় এবং অনুশাসন পর্ব্বোক্ত বিচারপ্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতেই শুদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন অদৈববিচার সমাজে প্রাবল্য লাভ করে, তাহা হইলে অনন্যভজন বিলুপ্ত হইয়া পঞ্চদেবোপাসনা প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পরমহংসগণ একজনও এই প্রপঞ্চে প্রকট থাকা পর্য্যন্ত অদৈববর্ণাশ্রম-বিচার একচ্ছত্র নৃপতির সিংহাসন নির্ব্বিবাদে দখল করিতে পারিবে না।

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—শ্রীভক্তিবিনোদ পদাঙ্কপূত ব্রজপত্তনে। এ স্থান হইতেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নিত্যকাল শ্রীধামপ্রচারকার্য্যে প্রকটিত হইতেছেন।) শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে অথবা সহর নবদ্বীপ নামক প্রাচীন কোলদ্বীপে যে সকল কুপ্রথা জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও করিবে, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই নদীয়া-প্রকাশের প্রকাশ। ভুবনের কলঙ্করাশি যাহাতে শুদ্ধভক্তিকে কলঙ্কিত করিতে না পারে, তাহার যোগ্য সমালোচনা নদীয়া-প্রকাশ করিতে থাকিবেন। তাহাতে যদি কাঁকড়ার মাঠের দৌরাত্ম্যকারী জনগণ ভগবদ্ভক্তিকে নানাকৌশলে আক্রমণ করিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে নদীয়া প্রকাশ সেই-সকল দুর্ব্বল ক্ষীণ চেষ্টা অগোচরে সিদ্ধদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবেন।

শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপে ভক্তিস্বরূপ মাহেন্দ্রকেতুর করগ্রস্ত বিচারকে উদ্দীপক করাইবে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের লোচন—সর্ব্বদা ভক্তিকবলিত। শ্রীনদীয়াচন্দ্রের প্রকাশে সকলপ্রকার অভক্তি-তিমির নিরস্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপী শ্রীধামের প্রকাশ করাইবে। শ্রীধাম মধ্যের চিন্ময় আলোক। নদীয়া-প্রকাশই সেই [illegible] রামচন্দ্রপুর, কাঁকড়ার মাঠের [illegible] অধিকদিন অভিভূত থাকিতে পারিবেন [illegible]।

কুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন বলিয়াছিলেন যে, অবৈষ্ণব অবসরপ্রাপ্ত সাব্ রেজিষ্ট্রার অদূরদর্শিতার বশবর্ত্তী হইয়া যে সুরুচি-মন্দিরাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন প্রকারেই আদর করিতে পারেন না। এই অবসরপ্রাপ্ত সাব্ রেজিষ্ট্রার কে? এবং তাঁহার কি প্রকার কুবিচার, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিয়া নদীয়া-প্রকাশে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কেন তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার একটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। "খুড়োর গঙ্গা যাত্রা করান" ক্রিয়া কাহারও হস্তে কোন কার্য্য না থাকিলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাও কি নদীয়ার একটা কলঙ্ক হইতে চলিল?

অন্তঃশিলাবাহী যে সেবানুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণভক্তি নহে। উহা অন্যভজন বা ইতরভজনমাত্র। কুকুরের সেবাকারীকে 'কুকুর-সেবক', জোলের নিতিকে 'কর্ম্মকার', রোগের চিকিৎসাকারীকে 'চিকিৎসক' এবং অন্তকোলের [illegible] কারীকে 'যাজক' বলা হয়। এইরূপ নানা প্রকার প্রাপঞ্চিকবস্তুর সেবক—যেমন, দুর্গাপাঠক, চণ্ডীপাঠক প্রভৃতি অন্যভজনকারী নহেন। সুতরাং যিনি [illegible] জীবীকে, বিগ্রহব্যবসায়ীকে, [illegible] পাঠককে পারমার্থিক জ্ঞান করিবেন, তাঁহার বাস্তববস্তুর সেবা হইবে না, বরং বৈমুখ্যলাভই ঘটিবে। তাই বলি,—যদি সেবাকে ত্রিগুণান্তর্গত কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত করিলে বিপরীত কার্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং অনন্যভজন ব্যতীত বিষ্ণুভক্তি-যাজন অবৈষ্ণবতা মাত্র।

প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় ভক্তির অনুষ্ঠান বলিয়া যে সকল কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে গিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন, উহা নির্জ্জন ভজন বা সাধুদের পথ মাত্র নহে। অসৎসঙ্গ বর্জ্জনই নির্জ্জন ভজনের লক্ষণ; অসতের গৌণভাবে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও নির্জ্জন-ভজনের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। গৌরকিশোর দর্শন ভূতাকাশ ভেদ করিয়া আত্মস্থানিক নির্জ্জন ভজনের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পরবোমগামী হয়।

শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জের নিত্য অধিবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জনমতের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু 'জীবে দয়া'

নারী বুদ্ধির সর্ব্বোত্তম অনুষ্ঠান বর্ত্তমান-কালে হরিকথা-প্রচারকের মূল আকরবিগ্রহ ছিলেন। সেই শুদ্ধভক্তিস্রোতের আবদ্ধকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সম্প্রদায় নির্জ্জন ভজনের ধাপে যদি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের কণ্ঠরোধ করিবার আয়োজন করেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাশ্রিত মুক্তকণ্ঠ জনগণ শুদ্ধভক্তির প্রচার-কার্য্য হইতে জীবনে মরণে কোনদিনই জীবে দয়া করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না,—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

প্রাকৃত সাহজিকগণের প্রচণ্ড-তাণ্ডব নৃত্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রাকট্যের পূর্ব্বে ২০০।৩০০ বর্ষকাল প্রবলভাবে চলিয়াছিল। আবার সেই প্রাকৃত সাহজিক বিচার-প্রণালী কেন মস্তক উত্তোলন করিতেছে, তাহার প্রতিষেধকল্পেই ভক্তিকুসুম শ্রীকৃষ্ণকান্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মত-রক্ষণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিপ্রচার স্রোতকে বাধা দিবার জন্য যদি মূর্ত্ত-কলিবিগ্রহগণ যত্ন করেন এবং নির্জ্জনভজনের ও মাধুর্য্যের ধূম্র কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে চিন্ময় শ্রীনামসূর্য্যের উদয়ে সেই কুজ্ঝটিকা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া দিগ্দিগন্ত চিন্ময় আলোকে বিভাসিত হইবে। নদীয়া-প্রকাশ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভু নদীয়ার বিভিন্ন গ্রাম-ধামসমূহকে কল্যাণধারা অভিষিক্ত করুন; তাহা হইলেই শুদ্ধভক্তির স্রোত সর্ব্ববিধ প্রাকৃত মলরাশি ও ভোগবাসনা বঙ্গোপসাগর-কূলস্থ প্রাচীন ত্রিবেণ বিধৌত করিয়া ভক্তিসাগরে প্রবিষ্ট হইবে। তখন যোগীর যম-নিয়ম-ধারণা, ত্যাগীর প্রাপঞ্চিক নির্ব্বিশেষ বিচারাদি দূরীভূত হইয়া অদ্বয় চিন্ময় জ্ঞানাম্বুধির কূলে নিম্নগা ভক্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেরই সেবা করিতে থাকিবে।

প্রকৃত স্বদেশ সেবা

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

আমরা যে দেশে বাস করি, সেই দেশকেই স্বদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। বঙ্গদেশবাসী আমাদের নিকট সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিই স্বদেশ। পঞ্চনদবাসিগণের নিকট পাঞ্জাব ভূমিই স্বদেশ, মহারাষ্ট্রবাসিগণের বিচারে তদ্দেশই স্বদেশরূপে প্রতিভাত। আবার, তুষারাচ্ছন্ন ল্যাপ্ল্যাণ্ডবাসী জনমণ্ডলীর ঐ স্থানই তাহাদের মনোরম স্বদেশ। 'আমার স্বদেশ' এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে, চিন্তা করিতে আমরা কতই না গর্ব্ব অনুভব করি। তাই আমরা প্রায় সকলেই সগৌরবে সশ্রদ্ধহৃদয়ে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ইহা আবৃত্তি করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। বিংশ শতাব্দীর উন্নততর জ্ঞান বিজ্ঞানের আমরাই উত্তরাধিকারী, আজ কাল আমাদের অনেকেই এই অভিমানের বশবর্ত্তী। সেই জন্যই আদিমযুগের মানবগণাপেক্ষা বর্ত্তমানকালে আমাদের নিকট 'স্বদেশ' সংজ্ঞাটীও একটু বিস্তৃত অর্থজ্ঞাপক। অতি পুরাকালে অসভ্য মানবকুল সম্ভবতঃ জ্ঞানবৃদ্ধির অপ্রসারতা নিবন্ধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলিকেই স্বদেশ বলিয়া মান করতঃ গ্রামান্তরবাসী মনুষ্যগণের ও ভূতপ্রেতাদি অপদেবতাবর্গের প্রতি বৈরনির্য্যাতন-পরবশ ছিলেন। তখন বোধ হয় গ্রামস্থ দশজনের সম্মিলনে গ্রামান্তরের মানুষ ও ভূতপ্রেতাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টাই তাহাদের নিকট স্বদেশ-সেবা আখ্যা পাইত। কিন্তু কালক্রমে এখন অক্ষজ দৃষ্টির প্রসারতাও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে মনে হয়। সেই জন্যই বর্ত্তমানে আমরা আর জন্মভূমির ক্ষুদ্র গ্রাম অথবা পল্লীকে স্বদেশমাত্র না বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকেই দেশজননী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি অথবা ইউরোপের বিভিন্ন পল্লীতে কিম্বা দেশবিশেষে জন্মিয়াও সমুদয় ইউরোপ ভূমিকেই স্বদেশ বলিয়া সম্মানিত বোধ করিতেছি। আমাদের মধ্যে আবার যাঁহারা জড় অভিজ্ঞতাপ্রসূত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিজয়-পতাকাতলে সমবেত হইবার প্রয়াসী, তাঁহাদের বিচারে 'জেনেভার শান্তিসভা' নাকি পৃথিবীস্থ সমগ্র মহাদেশবাসী মানবগণের বিরাট স্বদেশানুভূতি শিক্ষার প্রকৃত স্থান!

আজকাল আমরা স্বদেশ সেবা, দেশ-জননীর দুঃখ বিমোচন, সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বমৈত্রী ইত্যাদির উপাসক হইয়া পড়িয়াছি, সকলেই এসব বিষয় লইয়া বেশ একটু আন্দোলন করিতেছি। তথাকথিত স্বদেশ-সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তাঁহাকেই আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার উপচার নিবেদন করিতেছি। কিন্তু স্বদেশ-সেবায় নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে 'স্বদেশ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। মানবজাতির পরম হিতপ্রদ সংশাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন যে, প্রাকৃত ধারণার বশবর্ত্তী মানবমাত্রের বিচারেই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ চতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকে। তবে প্রকৃত সত্য কে জানাইবে? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন যে, একমাত্র প্রকৃত মহাজনের সৎসিদ্ধান্তবাণী—ঐ চারিটী ভ্রম-প্রমাদশূন্য। যদি যথার্থই দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমাদিগকে স্বদেশের প্রকৃত সংজ্ঞা জানিবার জন্য ভ্রমপ্রমাদাদি-শূন্য আর্ষবাক্যেই আস্থা স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা প্রকৃত দেশসেবার পরিবর্ত্তে বিরূপের দেশেই ক্রমগতিতে চলিয়া যাইব; নিত্য মঙ্গল পাইব না। আমাদিগকে নিত্য স্বদেশের কল্যাণবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য যাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে জগতে আসিয়াছেন, সেই মানবদেহধারী ঈশভক্তগণের কৃপাতেই আমরা প্রকৃত স্বদেশের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করি। আপাতঃ মোহকর প্রেয়ের অকল্যাণময় পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের মঙ্গলবাণী সতত গম্ভীর রবে বিশ্ববাসী আমাদের মোহঘোর ভাঙ্গিয়া দিতেছে। প্রকৃত স্বদেশের অমৃত বারতার পসরা লইয়া ঐ যে শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্ন প্রকাশ জগদ্গুরুদেব কোটিসূর্য্য প্রভায় জড়জগতের পুঞ্জীকৃত তিমির-রাশি বিনষ্ট করিয়া উদিত হইয়াছেন। যখন মহাপুরুষকুলে, আমরা অকপটে তদীয় শ্রীচরণে শরণাগত হইব, তখনই আমরা প্রকৃত স্বদেশ সেবার প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের চরণসেবার সন্ধান পাইব—প্রকৃত মৈত্রী ও প্রকৃত স্বাধীনতার গূঢ় অর্থ জ্ঞাত হইয়া ধন্য হইব। তদীয় শ্রীপদকৃপাপ্রসাদেই চিন্ময় অনুভূতি লাভ করিব। তখন জানিব, আমরা শুধু বাঙ্গালী নহি, আসামী নহি, পাঞ্জাবী নহি, কিম্বা পাশ্চাত্য জীবও নহি; কামস্কাটকা অথবা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি; ফ্রান্স অথবা আমেরিকার কোটীমুদ্রাধিপতি বিলাসী ধনী নহি বা দিনান্তে শাকান্নভোজী বাঙ্গালী অথবা ভাগ্যবৈগুণ্যে প্রপীড়িত ক্ষুৎপিপাসাকাতর ভিখারীও নহি। আমরা আভিজাত্যগর্ব্বিত যজ্ঞসূত্রসর্ব্বস্ব বিপ্র নহি, সুখসমৃদ্ধিবর্দ্ধিত সম্রাট্ নহি, শোকধর্ম্মী শূদ্রও নহি, বর্ণাশ্রম-পালনরত গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাবলম্বী নহি, কঠোর আচারপরায়ণ সন্ন্যাসীও নহি, আমরা প্রত্যেকেই গোপিকাপ্রণয়ী শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণ-কমলে একনিষ্ঠ দাসগণের দাসানুদাস এবং চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবনাদি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ রাজ্যই আমাদের সেব্য প্রকৃত স্বদেশ! স্বরাট্ প্রভু জগৎপতির সেবকগণের শ্রীচরণসেবা ও শ্রীধাম-সেবাই আমাদের নিত্যবৃত্তি। উহাই প্রকৃত স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবা। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবই ভগবানের সেবকসূত্রে আমাদের পরমাত্মীয়। তখনই জানিব যে, সমুদয় বহির্ম্মুখ-সঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়া যে শান্তিসভার (?) আবাহনে মৈত্রী ও স্বাধীনতার কল্যাণ স্থাপন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে মৈত্রী, স্বাধীনতার রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য একমাত্র শ্রীগুরুদেবই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিবাদবর্ত্তী কলিযুগের সকল সমস্যা সমাধান করিবার জন্য, সকল বিবাদবহ্নি আশীর্ব্বাদ-সলিলে সুশীতল করিবার জন্য—চিন্ময় স্বদেশ-সেবার উদ্বোধন মন্ত্র শ্রীনামরত্ন লইয়া আজ তিনিই দ্বিগুণ আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সজোরে করাঘাত করিতেছেন। যেদিন আমরা প্রকৃত আর্ত্তির সহিত স্বরাটের সাম্রাজ্যবাদীর সিংহাসন প্রতি হৃদয়ে স্থাপন করিব, সেই দিনই প্রকৃত স্বরাজ অর্থাৎ মৈত্রীর রাজ্য আগত হইবে। আর সেজন্যই—স্পষ্টভাবে যথার্থ দেশসেবা শিক্ষা দিবার জন্যই আজ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন গৌরভক্তের প্রিয়তম, আচার্য্যবরের অমন্দোদয়-দয়ার অজস্র বিতরণ। আমরা আজ আর কলিযুগে জন্মিয়াছি বলিয়া ভাগ্যহীন নহি। ব্রহ্মা-শিবাদি-বাঞ্ছিত সৎসৌভাগ্য তাহার আজ নিত্য চাঁদের অসীম করুণায় অযাচিতভাবে বিতরিত হইতেছে।

"নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি,
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী॥"

কেবল তাহারাই ভাগ্যহীন, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঈর্ষানলে পীড়াক্রান্ত হইয়া, বদান্যশিরোমণি মহাপ্রভুর দত্ত করুণাপ্লাবনে স্নাত হইলেন না—মহতের কৃপারসে অভিষিক্ত হইলেন না। তাঁহাদের নিকট চিন্ময় স্বদেশের স্বরূপ আবৃতই রহিয়া গেল। হায়! তাঁহারা কেবল প্রাকৃত জ্ঞান-বুদ্ধির অভিমানে প্রমত্ত হইয়াই বিরূপের সেবায় অমূল্য জীবন নষ্ট করিলেন। হে বঞ্চিত নরনারীগণ এখনও আসুন, এখনও যথার্থ স্বদেশবিৎ যথার্থ স্বদেশ-সেবাপ্রদানকারী পরদুঃখদুঃখী বিশ্বপ্রেমিক-শিরোমণি গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হউন, এইত সুবর্ণ সুযোগ অবহেলায় বহিয়া যাইতেছে। কে জানে, কখন জীবন সূর্য্য অস্ত গমন করিবে। হয়ত জীবনান্তে আমরা কর্ম্মফলে পুনরায় মকর কুম্ভীর জন্ম লাভ করিয়া সমুদ্রকেই স্বদেশ জ্ঞান করিব। নতুবা হিংস্র পশু-সমাকুল অরণ্যানীতে কোন প্রাণীদেহ ধারণ করিয়া উক্ত কাননপ্রদেশকেই স্বদেশ জ্ঞান করিব, আর নয় ত পুনঃ তির্য্যগ্যোনি লাভে বৃক্ষ কোটরকেই স্বদেশ মনে করিব। তদবস্থায় তত্তৎ স্থানই স্বদেশ এবং দলবদ্ধ হইয়া সুখ-সুবিধা ইতর ধর্ম্ম-পালন-উদ্দেশ্যে জুম্ম চেষ্টাই কি তখন দেশসেবা হইবে না?

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অথপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণা ৫১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্‌প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক অকপট অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিমনোপাসক পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক
প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ
রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রা
(লাহোর
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের
বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠস্থানে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহচরিতজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভাগবতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্মাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপ্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতচরণদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

সহকারী—শ্রীফেলগানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র— "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৩) শ্রীপ্রকাশন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

এই স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীকুলশেখর।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এখানে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সুপ্রাচীন সেবা হয়।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, অধিকারী শ্রীননীগোপাল, শ্রীরামতীর্থ দেবগুরী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিপদ ভক্ত।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৮ সামরু, প্লেস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারামণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেদিনীপাড়া, মেদিনীপুর। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যদাস

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দায়িক মামলা সম্বন্ধে জুরীর বিচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

হয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়া মামলায় কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

বিবিধ সংবাদ

ডাকাত কর্ত্তৃক ১০।১২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

বরিশাল দৌলতখাঁ থানার অন্তর্গত জালিয়ারহাট বন্দরের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর চন্দ্রের ঘরে গত ২৯।১১।৩০ তারিখে রাত্রিতে এক দল ডাকাত প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে ও ঘরের অন্যান্য লোকজনকে বাঁধিয়া মারপিট করিয়া ও নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া সিন্দুক খুলিয়া নগদে ও সোনা রূপার জিনিষ প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতদল মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মোটর গাড়ীতে করিয়া আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতির সংবাদ পাইয়া প্রায় ৩।৪ শত লোক অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু অনবরত গুলি ছোড়ার জন্য তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কর অপ্রদানে বেলগাঁওয়ে ৩২টী বাড়ীতে মাল ক্রোক

প্রকাশ পাচপুর গ্রামের অধিবাসীরা একটি সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে দণ্ড-কর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহারা দিবে না। যে সকল বৃক্ষগুলি কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য ১২ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছে। প্রতি গৃহ হইতে ২৲ টাকা করিয়া দণ্ড-কর আদায় করিয়া ঐ টাকা ওয়াশিল করা হইবে। গ্রামবাসীরা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছে দেখিয়া সরকার গত শুক্রবার হইতে 'ক্যাপটি' নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকাশ গত শুক্রবার ৩২ খানি বাড়ী হইতে মোট ১৪৪৲ টাকার মাল ক্রোক করা হইয়াছে। আরও মাল ক্রোকের বন্দোবস্ত হইতেছে। প্রকাশ এই কার্য্যের জন্য একদল বিশেষ পুলিস নিযুক্ত হইয়াছে।

ঢাকা দাঙ্গার জের

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মৃত্যুঞ্জয় নামে জনৈক ব্যক্তি নিহত হয়। মিঃ নেজামুদ্দিনের এজলাসে এই হত্যা মামলার বিচার আরম্ভ হইত কিন্তু মাত্র ৭ জন জুরী উপস্থিত হওয়ায় উক্ত জুরী লইয়া বিচার করার বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয় ফলে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিচার মুলতুবী [illegible] সংবাদ পাইয়া [illegible] পূর্ব্বেকই ইহাদের জামী করিয়া [illegible]-

কলিকাতায় পিকেটিং

গত রবিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি হইতে উপর্য্যুপরি তিন দল স্বেচ্ছাসেবক বড় বাজারে পিকেটিং করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে পৌছিয়া হ্যারিসোন রোড, মনোহর দাস কাট্‌রা খোঙ্গরাপট্টি, ও পগেয়াপটিতে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করেন।

দ্বিপ্রহরের পরে দুই দল পুলিস সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রবিবার ছিল বলিয়া বাজারে ক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল। অধিকাংশ স্থলেই স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধে বিদেশীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। গত শনিবার মনোহর দাস কাট্‌রা হইতে পুলিশ তিন জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও একজন বড়বাজার কংগ্রেস কমিটি হইতে প্রেরিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় শক্তি মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ গত রবিবার পদ্মপুকুর রোডে আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ল্যান্সডাউন বাজারে পিকেটিং করিতেছিলেন। আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পিকেটিং খুব জোর চলিয়াছিল।

বালুরঘাটে পিকেটিংয়ে মহিলাদের যোগদান

মহিলা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মদ, আফিং ও গাঁজার দোকানে অনবরত পিকেটিং করিতেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বালুরঘাটে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া স্থানীয় জন সাধারণ বিশেষ নিরুৎসাহ হইয়াছেন।

কংগ্রেসের সভাপতি ১০৮ ধারায় অভিযুক্ত

গৌহাটি জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়া, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর গৌহাটি কাছারীতে উক্ত মামলার বিচার শেষ হইয়াছে, রায় মুলতুবী আছে। উক্ত মামলায় গৌহাটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পুলিসের জনৈক সর্টহ্যাণ্ড সংবাদদাতা ও নলবাড়ী থানার সহকারী পুলিস দারোগার সাক্ষ্য গৃহীত

পাবনা কর্ম্মীদের মামলা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এবং পাবনার কংগ্রেস কমিটির আরও ৭ জন কর্ম্মী যাহারা ঈশ্বরদি ষ্টেশনে ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মামলার একতরফা শুনানী গত শুক্রবারে হইয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষে কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইবার পর পুনরায় ১৩ই ডিসেম্বর তারিখ পড়িয়াছে।

চরকা প্রতিযোগীতা

আগামী ১৫ই ও ১৬ই পৌষ বুধ ও বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত হুগলী জেলাধীন পাটুলী কংগ্রেস অফিসে উক্ত কংগ্রেসের উদ্যোগে তকলী ও চাকা প্রতিযোগিতা হইবে।

অমৃতসরে শিবদত্ত গ্রেপ্তার

দিল্লী হইতে এক খবর আসে যে একটি রাজনীতিক ডাকাতি মামলার ২ জন পলাতক আসামী এই দিকে আসিয়াছে। ফলে একদল পুলিশ একটি ধর্ম্মশালায় হানা দিয়া শিবদত্ত নামক একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সনাক্ত করিবার জন্য তাহাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সিন্দুরিয়া পট্টীতে হিন্দুস্থানী রমণী হত্যা

গত রবিবার বৈকালে প্রায় পৌনে চারিটার সময়ে হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়ের অত্যন্ত নিকটে একটী সরু গলীর মুখে একটী মধ্য বয়সী হিন্দুস্থানী রমণীকে জনৈক হিন্দুস্থানী প্রকাশ্য দিবালোকে ছোরা মারিয়া হত্যা করিয়া পলায়ন করে দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীলোকটীর পাঁজরায় নিয়ে ছুরিকাঘাত করে সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটী তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাস্তার জনতা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে। জনসাধারণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে পর পুলিশ তাহাকে লইয়া থানায় চলিয়া যায়।

কংগ্রেস কর্ম্মী কারামুক্ত

ফরিদপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার গুহ মজুমদার হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফরিদপুর আসিবার পর পুলিশ তাঁহার গৃহে যাইয়া বিশেষ ভাবে তদন্ত করিয়াছে।

আফ্রিদিদের সাহায্য দানের অপরাধে

সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আফ্রিদি আক্রমণকারীদের সাহায্য করার জন্য সাহেব খেল গ্রামের [illegible] খাঁকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট হাজার [illegible] করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ৮ই আগষ্ট পেশোয়ার জিলায় আফ্রিদিদের দ্বিতীয় আক্রমণের সময় তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সভাপতির মামলা

গৌহাটী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়া, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর গৌহাটী কাছারীতে উক্ত মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। রায় মুলতুবী আছে। উক্ত মামলায় গৌহাটী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, পুলিসের জনৈক সর্টহ্যাণ্ড সংবাদদাতা ও নলবাড়ী থানার সহকারী পুলিস দারোগার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়া, মামলায় কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

রাজসাহী থানা হাঙ্গামার জের

গত ৩রা ডিসেম্বর রাজসাহী সাবডিভিসনাল অফিসারের আদালতে রাজসাহী থানা হাঙ্গামা মামলায় শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। সরকার পক্ষে ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীরা সকলেই পুলিস কর্ম্মচারী, সাবডিভিসনাল অফিসার আসামী শশধর চক্রবর্ত্তী, সুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং সুধীরকুমার মজুমদারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৭ এবং ৪৪৭ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করেন। মামলা ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

চৌকিদারের পদত্যাগ

প্রকাশ মনোমোহন মণ্ডল নামক নবাবগঞ্জের আড়াতিল ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার পদত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

·৪৪·

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৭।

মর্কটতা

বিকৃতস্বভাবতার অনুগামী প্রাণি-বিশেষকে 'মর্কট' বলে। মর্কটতা সরল বাঙ্গালা-ভাষার বাঁদ্‌রামিকে লক্ষ্য করে। 'বানর' পর্য্যায়ে 'মর্কট' শব্দের ব্যবহার ভাষাকুশল ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া থাকেন।

'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ বিষ্ণু-বাচক। 'ব্রহ্ম'-শব্দে নিঃশক্তিকতার আরোপ হয়। 'পরমাত্মা' শব্দে শক্তিমত্তার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও শক্তিপরিণতি ন্যূনাধিক বাধা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ বিষ্ণুর সচ্চিদানন্দবিলাস যেস্থলে স্ফুটভাবে পরিচয় লাভ করে নাই, সেস্থলেই অবৈষ্ণবগণ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুকে বিভিন্নভাবে স্থাপন করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম ও অদ্বয়জ্ঞান পরমাত্মা—একই বস্তু। শব্দভেদে বৈকুণ্ঠবস্তুকে কুণ্ঠপর্য্যায়ে পরিগণিত করিতে গিয়াই আংশিক বিচারে পরমাত্ম-প্রতীতি এবং বাস্তবজ্যোতির পরিচায়করূপে যে ব্রহ্মপ্রতীতি, তাহাতে মূলবস্তুর পরিচয়ের অভাব হয়।

ভগবান্‌ই পরতত্ত্ব, তদন্তর্ভুক্ত ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-শব্দদ্বয়ের দ্বারা ভগবত্তা হইতে পৃথক্ করিয়া যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা হয়, তাহাতে অপূর্ণতা প্রবেশ করে। নিঃশক্তিক ব্রহ্মধারণার যে নির্বিশেষ বিচার জড়জীবকে মায়াবাদী করিয়া তুলে, তাহা তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণই বুঝিতে পারেন।

বিষ্ণুর অনুকূল অনুশীলনকারী জনগণই 'বৈষ্ণব'-নামে পরিচিত। তাঁহারাও বৈকুণ্ঠ বস্তু। যেস্থলে কুণ্ঠা-ধর্ম্মের আশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মশব্দ ভগবচ্ছব্দ হইতে পার্থক্য লাভ করে, সেস্থলেই ব্রাহ্মণতার অভাব হয় এবং মায়িক বিচারের প্রাবল্য হেতু তাহা মায়াবাদ-বিচারমাত্র হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠ-জগতে মুক্তপ্রতীতিক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার অদ্বয়প্রতীতি; কিন্তু মায়িক জগতে ভগবত্তা বুঝিতে না পারিয়া কার্পণ্য উপস্থিত হয়, তাহা অদ্বয়-বস্তুর অনবগতিমাত্র। সুতরাং অনভিজ্ঞ-সমাজে প্রচলিত 'বৈষ্ণব'-শব্দ 'ব্রাহ্মণ' ও 'গোস্বামী' হইতে পৃথক্ হইয়া নিম্নস্তরে তাঁহাদের দর্শনে অনধীকৃত হইয়াছে।

অনভিজ্ঞ জনগণ 'বৈষ্ণবতা' বলিতে যাহা বুঝেন, উহাকে কুসংস্কারবশতাই [illegible]। [illegible] সাধুর সঙ্গ ব্যতীত হওয়ার ঐরূপ অনভিজ্ঞতা মানবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি 'বসুমতী' নাম্নী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের কাগজে বলাই দেবশর্ম্মা-নামক জনৈক লেখক বৈষ্ণবতার উল্লেখ করিয়া তাহাতে যে মর্কটতার আরোপ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিষয়বিচারে দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপ অনভিজ্ঞতা, অবিবেচনা ও দর্পদৃষ্টি 'বসুমতী'র পাঠকগণকে বিপথগামী করিতে পারে বলিয়া 'জীবে-দয়া'-বিশিষ্ট ভগবদ্-ভক্তগণ তাদৃশ অনভিজ্ঞগণকে আবেদন দিতে গিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বসুমতীর লেখকের বিচারে, মঠমন্দিরাদি অচিৎ-প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তাভজাদিগের ন্যায় চিন্তা-স্রোতেই আবদ্ধ থাকিবে মাত্র। এইরূপ দর্পদর্শন 'সবজান্তা'-সম্প্রদায় চিন্তাধারার অজীর্ণতার ফল। তাঁহাদের কল্যাণের জন্যই ও মূর্খতার অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও মঠাদির আবশ্যকতা আছে।

যাঁহাদের কুবিচারে ভগবানের পুরুষোত্তমত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রীধাম, শ্রীমঠ ও ভগবদ্ভক্তের চিন্ময়-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় নহে। কার্পণ্যস্বভাববশতঃ মায়া-কুজ্ঝটিকা তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বাধা প্রদান করায় চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। এইসকল চির-অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলনের জন্য অর্চ্চাবিগ্রহ ও মঠাদি, তথা শ্রীচৈতন্যাশ্রিত মঠবাসিগণ সর্ব্বদা দয়া করিতে প্রস্তুত। উলূক যেরূপ সূর্য্যের কিরণরাশি সহ্য করিতে পারে না, শ্রীচৈতন্যদাসগণের জীবে দয়ার অহৈতুকী চেষ্টার মঙ্গল-কিরণ অসহিষ্ণু সত্যপ্রচার-বিরোধী বঞ্চকগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অসমর্থ। সুতরাং সেই পোড়া অনভিজ্ঞ জনগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া একদিন শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার দাসগণ অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। এত বড় Organisation জগতে কোনদিন হয় নাই ও হইবে না। ভাগ্যহীন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের শিক্ষিতম্মন্য অর্ব্বাচীনগণ একথা বুঝিতে না পারিয়া যে অজীর্ণোদ্গারের দ্বারা দূরাকাশ কলুষিত করেন, তাহার দুর্গন্ধ যাঁহাদের নাসিকায় প্রবেশ করে, তাঁহারাও উহার পূতিগন্ধ হইতে দূরে থাকিতে চান। সুরভি কি বস্তু, তাহা জানা না থাকিলে পূতিগন্ধকেই বহু মানন করিবার প্রমাদ উপস্থিত হয়।

বৈষ্ণবের বা বৈষ্ণবতার বস্তুবিশেষত্ব সদ্গুণ দর্শনে যাহাদের অক্ষমতা ঘুচে নাই, তাহারা মর্কটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবতার পূর্ব্বে মর্কটীয় বিশেষণে বৈষ্ণবতাকে বিভূষিত করিতে পশ্চাৎপদ হন না। মর্কটতার সহিত অবৈষ্ণবতা স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবতার পূর্ব্বে এই শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর মর্কট-বৈরাগ্যের কদর্য্য-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি দলে যেরূপ নির্জ্জন ভজনের নামে কীর্ত্তন-বিরোধ, [illegible] অর্চ্চা, ও ভাগবতোক্ত নাম ভজনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাদৃশী ক্রিয়াই 'মর্কটতা' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তার যে বৈরাগ্যের কথা আভিধানিকগণ প্রচার করেন, উহা ফল্গু ত্যাগপর্য্যায়ের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী আলোচনা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যুষিত মঠাদিতে প্রাণযুক্ত হরিজনের কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, কোথায় মর্কট-বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে ফল্গু বৈরাগ্যের কথাই মর্কটতার আখ্য, যাহা আধুনিক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার বিরোধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে সার্ব্বজনীন শব্দের কুব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ত্তাভজাদিগের অজ্ঞানবিদ্ধ বিচার শ্রীগৌরসুন্দরের সুবিহিত মঠে কোন প্রকার আদর পায় না। যেরূপ অর্ব্বাচীন [illegible] বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে আধুনিক কর্ত্তাভজা-মত-পুষ্টজনের প্রচার করেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যলীলার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া থাকেন।

বসুমতীর লেখক এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে অধিকার লাভ না করায় তাঁহার অজীর্ণোদ্গার বসুমতীর পৃষ্ঠকে পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ভক্তিবিরোধী নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ না করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের দমন বিধান করুন, ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সূক্ষ্ম মর্ম্ম এবং মঠমন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তা অর্ব্বাচীনগণের নিকট স্ফুটভাবে আলোচনা-কল্পে কলিকাতা মহানগরীতে বিষয়ীগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ স্পৃহা-রোগ জানাইয়া দিবার জন্যই শ্রীমঠের আবির্ভাব। শ্রীমঠের সৌন্দর্য্য উপকারিতা যেদিন বসুমতীর লেখকের অন্তর্দুষ্ট হৃদয়ে বিক্রম প্রকাশ করিবে, সেইদিনই প্রাকৃত মর্কটতা-রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যে টুকু লেখাপড়া শেখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'মর্কট বৈষ্ণব' বলিলে কি বুঝায়, সে বিষয়ে যে তাঁহার অধিকার লাভ হয় নাই, প্রত্যেক সুধী পাঠক তাহা বিচার করিতে পারিবেন।

বিষ্ণুমায়া ও বিষ্ণু যাহাদের বিচারে একই বস্তু, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কথায় বা শ্রীগৌরসুন্দরের কোন বাণীই শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং বাণীমধ্যে চিন্ময়ী বাণী শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাদের কর্ণবেধ সংস্কার হইলে সকল কুসংস্কার তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন এবং মহাদাতা হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন না বা হরিকথা শ্রবণে উদাসীন, তিনি কখনও বাস্তবসত্য লাভ করিতে পারিবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক একটু আলোচনা করিলেই অনিচ্ছুক কর্ত্তাভজাগণ মঙ্গলের পথ বুঝিতে পারিয়া হরিকথা-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহারা যদি কপটতা করিয়া অচৈতন্য বিশ্বকে চিরদিন অচেতন রাখিবার কৌশলজাল বিস্তার করেন, তাহা হইলে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের রোগ আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রতারণা বা বঞ্চনায় নিযুক্ত করিবে ও জগৎকে চিরদিনই বঞ্চিত ও বোকা করিয়া

রাখিবে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রতি ঘরেই হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌরজন্মস্থলী হইতে যে সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ হরিকথা প্রচারিত হইতেছে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য নানা প্রকার কপটতা প্রবঞ্চনাকারে এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে যে ক্ষীণ চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ তাঁহার প্রকটকালে ও অব্যবহিত পরবর্ত্তি-সময়ে অর্ব্বাচীনগণের যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকের পরিচয়। আধুনিক সম্প্রদায়ক সম্প্রদায় যে খিচুড়ি রাঁধিয়াছেন, তাহাতে বহু অপ্রয়োজনীয় বিচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং কর্ত্তাভজাদিগের প্রিয় ব্যাপারটি শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার অন্তরূপ বলিয়া প্রচার করা বসুমতীর ন্যায় গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র।

যে শ্রেণীর লোকেরা বসুমতী পাঠ করেন, তাঁহারা "আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর" লাভ করিতে ব্যগ্র নহেন, সুতরাং বলাই শর্ম্মার ছোট মুখে বড় কথা ভাল শুনায় না। লেখকের আর একটু লেখাপড়া শেখা আবশ্যক। নতুবা শিশুর কলভাষণ জগতে ভবিষ্যতে অকল্যাণ উৎপাদন করিবে।

লোভনীয় লোভ

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতাম গুরু মহাশয়কে তখন জগতের কর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে বেশী না দেখিলেও ভীতির চক্ষে দেখিতাম। আজ হঠাৎ তাঁহার একটী উপদেশ-বাণী মনে পড়িল,—

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ॥

বাল-চপলতার সহিত শিক্ষা-বাণী বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত শ্রবণ না করিলেও এখন সেই কথা বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া পথহারা পথিক আমার নিকট উপস্থিত করিতেছে। ভগবদ্বাণী শ্রীভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে "লোভের" কথা স্মরণ হইলে চিন্তাযুক্ত চিত্তে দর্শন করি যে, সারা বিশ্বে লোভেরই একচ্ছত্র রাজত্ব। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিহীন সবল-দুর্ব্বল সকলেই লোভের লোভে লোভ-পরায়ণ হইয়া সুপ্ত-সুপ্ত বিবেকে অবিচারে বিশ্বে বিচরণ করিতেছে।

লিপ্সাই লোভের অর্থ। কিন্তু এই লিপ্সার বিশেষত্ব এই যে, যাহার যে বস্তু নাই, কেবল মাত্র সেই বস্তু প্রাপ্তির স্পৃহা নহে, বস্তু অপরের অধিকৃত দ্রব্য নিজের অধিকারে পাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয় আবার সেই ইচ্ছার মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুস্থির চিত্তে দেখিলে দেখা যায় যে, নিজের দ্রব্যাদি ত্যাগের অস্পৃহা। সুতরাং সুবিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লোভ কেবলমাত্র লোভী ব্যক্তিকে তাহার নিজেরই স্বার্থানুসন্ধানে অত্যধিক তৎপর করে।

লোভই পাপের জনক। 'পাপ' অর্থে দুষ্কৃতি বুঝাইলেও গীতা উভয়কে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্ম বলিয়াছেন। কেন না, পাপ যে প্রকার জন্মাদি-বন্ধন-কারণ, পুণ্যও সেই প্রকার জন্মাদিবন্ধন-কারণ। পাপও ভোগ, পুণ্যও ভোগ। এই ভোগবৃত্তি লোভ প্রসব করে এবং তাহার মূলে অনিত্য দেহাদিতে আত্মাভিমান বিদ্যমান। সুতরাং অনাত্মার আত্মবুদ্ধিকারীর সেই আত্মা বা স্ব-অর্থে নিখিল বস্তুর অভিলাষ গীতায় শ্রীভগবানই 'পাপ-ভোজন' বলিয়াছেন।

লোভের পরিণাম পাপ, এবং পাপের পরিণাম মৃত্যু। মৃত্যুর পরিণাম পুনর্ব্বার জন্ম। জন্মের পর ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া কিছুকাল অবস্থিতি এবং শেষে আবার মৃত্যু। এই প্রকারে জন্মমৃত্যুর প্রবাহ বিষয়প্রলুব্ধ ব্যক্তিকে বিশেষভাবে পীড়া প্রদান করে। এই জন্য শাস্ত্র লোভ সম্বরণ করিতে বলিয়াছে।

শাস্ত্র আমাদিগের ন্যায় অশিষ্ট অশান্ত ব্যক্তিগণকে শিষ্ট ও শান্ত করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিতে বলিয়া লোভকে বিনাশ করিবার উপদেশ দেন নাই। সম্বরণ বাক্যে—নিবারণ ও সম্যক্ প্রকারে বরণ বুঝায়। এই বিবিধ অর্থের সঙ্গতি বজায় রাখিয়া শাস্ত্র অনিত্য বস্তুতে লোভ নিবারণ করিয়া নিত্য বস্তুতেই লোভকে 'সম্বরণ' করিতে বলিয়াছেন।

পরমলোভনীয় বস্তুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবা প্রাপ্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাম্ যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

"তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্।" লোভ বা লালসাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ। তবে এই লোভের জন্মমূল—সেবালোলুপ সাধুগণের সঙ্গ। অতএব লোভকে কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতি-বিশিষ্ট মহাভাগবতগণের সেবায় নিষ্কপটে নিযুক্ত করিলে প্রাকৃত বস্তুতে লোভের জন্য দুর্লাভ মূলে, পাপের মূলে পাপ-বীজ এবং তন্মূলে অবিদ্যার ধ্বংস বিধান করিয়া, অমরাত্মার মৃত্যুভয়কে জয় দেখাইয়া অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিত্য সেবাধিকার প্রদান করে।

লৌকিকজ্ঞানদাতা গুরু মহাশয়কে ছাড়িয়া এখন দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরু-কৃপায় বুঝিতেছি,—

লোভে পাপ, পাপবীজ অবিদ্যার মূল।
নাশিয়া প্রদানে প্রেম জগতে অতুল॥
অতএব কর সবে লোভ সংবরণ।
যে লোভ বরণে পাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

রামবাবু ও হরিবাবু

(২)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিগ্রহ দাসাধিকারী)

তার পরদিন প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াই রামবাবু হরিবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিবাবু রাম-বাবুর একটু রুচি জন্মিয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দচিত্তে বৈঠকখানা গৃহে একখানি চেয়ার দিলেন ও নিজে সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রামবাবু কালকার সেই প্রশ্ন না কি? রামবাবু একটু আগ্রহের সহিত বলিলেন,—আজ্ঞে হাঁ। গত রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় নাই। বড় চিন্তায় গিয়েছে। যত চিন্তা করছি, ততই বৈষ্ণবগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদয় হচ্ছে।

হরিবাবু বলিলেন,—তা বেশ বেশ, শ্রদ্ধার বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়াই স্বাভাবিক।

হরিবাবু—আপনার প্রশ্ন হচ্ছে—বৈষ্ণব-দেহ স্পর্শে কিরূপে কৃষ্ণভক্তি হয়, এই না?

রামবাবু—আজ্ঞা হাঁ।

হরিবাবু—দেখুন, বৈষ্ণবদেহস্পর্শ-শব্দে বৈষ্ণবের সহিত গা ঘসাঘসি করা বা বৈষ্ণবের দেহ স্পর্শ ক'রে বসে থাকা এরূপ অর্থ নহে। যদি কোন ব্যক্তি বিরোধিভাব-শূন্য হ'য়ে ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তা'হলে সিদ্ধ কৃপাময় ভক্তের আত্মা হ'তে তাহার আত্মায় ভক্তি সঞ্চারিত হয়, ইহাই এক মত।

রামবাবু—সেটা কিরূপ?

হরিবাবু—জীবের ভক্তিলাভের ক্রম এই যে, এই সিদ্ধ ভক্ত অন্য সাধক ভক্তকে ভক্তিশক্তির সঞ্চার করেন। তিনি সিদ্ধ হইয়া অন্যান্য সাধক জীবকে ভক্তি সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী প্রবৃত্তি-বিশেষ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া ... স্থিতিপতি দিতেছে।

রামবাবু—আর একটু ভাল ক'রে বুঝুন।

হরিবাবু—বেশ, আপনি একটু বুঝবার চেষ্টা ক'রে শুনুন। আমার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝবার জন্য ক'রে বলছি—'চুম্বক' ব'লে একটা বস্তু আছে জানেন ত।

রামবাবু—আজ্ঞে হাঁ।

হরিবাবু—সেই চুম্বকের কার্য্য হচ্ছে—লৌহকে আকর্ষণ করা। এই শক্তি চুম্বকে নিত্যকাল বর্ত্তমান এবং কোন লৌহ, যাহার সংযোগ চুম্বকের সহিত আছে, তাহার সহিত যদি অপর লৌহ-সকলকে সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে যেমন একই চুম্বকের দ্বারা সংযোজিত সমস্ত লৌহগুলি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কোন সিদ্ধভক্ত, যাঁহার সংযোগ শ্রীভগবানের সহিত হইয়াছে, তাঁহার সম্পর্কে আসিলে অপর জীবের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। চুম্বকে যেমন লৌহ আকর্ষণ-শক্তি নিত্যকাল বর্ত্তমান, তদ্রূপ শ্রীভগবানের মধুর বাঁশরী আমাদিগকে নিত্যকাল আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু যেমন লৌহকে অপর বস্তুর দ্বারা সংযুক্ত রাখিলে চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি কার্য্য-কারিণী হয় না, তদ্রূপ আমাদেরও অনর্থের প্রাবল্য হেতু ভগবদাকর্ষণের অনুভূতি নাই। তাই সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমাদের উদ্ধারের গত্যন্তর না দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে পাঠাইয়াছেন। যাঁহাদের সঙ্গক্রমে আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্বিষয়ে রুচি জন্মে। তা' হলে রাম বাবু এখন বুঝলেন কি?

রাম বাবু—আজ্ঞে হাঁ, পরিষ্কার বুঝেছি। মূল কথা—শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধাটী যদি গুরুতে অর্পিত হয়, তা' হলে আমাদের সমস্ত অপ্রাপ্য বস্তু সুলভে প্রাপ্য হ'তে পারে।

হরি বাবু—বেশ, বেশ, সত্য আপনি ঠিক বলেছেন। কারণ বস্তুবস্তুর শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার আমাদের নাই, সুতরাং সাধুগণই একমাত্র সম্বল। ঐ শুনুন, নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর কি বলিতেছেন,—

বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্-হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণধাম॥

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১০৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ /
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক /
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সাধ্যসাধনবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক! অকৃত্রিম অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, নিখিল-জীবের একমাত্র অহৈতুক বান্ধব, হরিজনোপাসক। পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈষয়িক প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারীসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৷০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৷০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রা (লাহো

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় —৺— হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগৎতারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগান্ধর্ব্বানাথ এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেঁাপবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তিগ্রন্থ-রাজী।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—সংকোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াবাদ, বৈদীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশ্বরনির্ণয়, অবৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও অন্ত-বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পরমহংসের সহিত অভিন্নের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, দশবিধিতত্ত্ব, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, নববৈষ্ণব, রসতত্ত্বের অধিকারী, শান্তাদি রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্ত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এতাদৃশ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মন্থোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার ভক্তিবৃত্ত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ৩ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

কাপড়ে বাঁধাই—২, দুই টাকা

আধাবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

বৃত্তিসহ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও নৈমিত্তিক আবশ্যক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? সদ্ধর্ম, সমাজ, নীতি, রস কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুগণ উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাবগণের অনুরূপ ও ক্রমিক সজ্জায় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপজের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আপনস পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকাভিধান)

বিষয়:—১। ভাক্তশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকারভেদে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গাক্ষরে অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদনন্তবাসুদেবাচার্য্য সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনসংক্রান্ত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত [illegible]। [illegible], বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সন্ধ্যাকালীন ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], [illegible]

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং মস্তকীটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিবিধ সংবাদ

দিল্লীতে গুলীভরা পিস্তলসহ তিন ব্যক্তি ধৃত

গত ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ সন্দেহক্রমে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে তিনটি গুলী ভরা পিস্তল ও কয়েকটী খাকি ইউনিফরম পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন গুর্খা।

শ্রীযুক্ত শাসমলের উপর নিষেধাজ্ঞা

মেদিনীপুরের দায়রা জজ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন, শাসমলের মামলার রায় দিয়াছেন তিনি নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

গত ১২ই নবেম্বর মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, কে, ঘোষ শ্রীযুক্ত শাসমলের উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন।

১৭ই নবেম্বর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় এন, সি, মিত্র বাহাদুর উক্ত মর্ম্মে আর একটী হুকুম জারী করেন; এইবার স্বয়ং শ্রীযুক্ত শাসমলের উপর নোটিশ জারী করা হয়।

উভয় হুকুমই বেআইনী বলিয়া শ্রীযুক্ত শাসমল দায়রা জজের নিকট বিষয়টী হাইকোর্টে পাঠাইবার জন্ত আবেদন করেন।

সাহাবাজপুরের কর্ম্মীদের মামলা

উত্তর সাহাবাজপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখন লাল কর চৌধুরী, যামিনী মোহন দত্ত নামক একজন ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং মহম্মদ আলাউদ্দীন গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে উত্তর সাহাবাজপুরে ১৪৭ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত শুক্রবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শুনানীর পর মামলা ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়। আসামীদিগের উপর আবার ১৪৭ ও ৪৪৭ ধারা জারী হইয়াছে। উত্তর সাহাবাজপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন কর চৌধুরী যখন পুলিশ বেষ্টিত হইয়া বরিশালে যাইতেছিলেন, তখন লালপুর ষ্টেসনে যে একটা হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার সম্পর্কেই এই অভিযোগ।

শ্রীমতী জুৎসী কলেজ হইতে বিতাড়িত

প্রকাশ, ভবিষ্যতে পিকেটিং করিবেন না, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায় কোয়ম্যান খৃষ্টিয়ান কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী মিস এস, জুৎসীকে কলেজ হইতে নাম কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমতী জুৎসী তাঁহার ভগিনীগণের সহিত গত অক্টোবর মাসে কলেজে পিকেটিং করিয়া ৬ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গাঁজা বিক্রেতার গায়ে এসিড নিক্ষেপ

প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রি সাড়ে ৭ টার সময় হিজলা থানার কালীগঞ্জ বন্দরের গাঁজা বিক্রেতার ভৃত্য অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কোন দুর্বৃত্ত এসিড নিক্ষেপ করিয়াছে; তাহার ফলে অশ্বিনী কুমারের দেহ ক্ষত হইয়াছে তাঁহাকে বরিশালে আনিয়া হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৮ ধারা মতে গত বুধবার উক্ত থানার গোয়ালভোর নিবাসী নকুলেশ্বর গুহকে কালীগঞ্জে গ্রেপ্তার করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যায় বরিশালে আনা হইয়াছে। গত ৬ই ডিসেম্বর তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইলে ১৩ই বিচারের দিন পড়িয়াছে ও তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। পুলিস তদন্ত এখনও চলিতেছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারাবরণ

উজিরপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের বিচারে একশত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। জরিমানার টাকা না দিলে বিচারক তাঁহাদের প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদিগকে দণ্ডভোগের জন্ত জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তাঁহাদের জেলের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন দাস গুপ্ত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে পূর্ব্বেই কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

স্কুলের শিক্ষক আহত

মৈমনসিংহ সিটী স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তি পিছন দিক হইতে হকি ষ্টিক দ্বারা তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে। স্কুলের ছাত্র দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। প্রকাশ, কতিপয় ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষার খাতা বদল করার জন্ত উক্ত শিক্ষক কর্ত্তৃক শাস্তি পাইয়াছিল।

কংগ্রেসের ভাবি সভাপতি শ্রীযুত কে, এম, মুন্সী

প্রকাশ, শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল যদি কারাদণ্ডিত হন তবে তিনি শ্রীযুত কে, এম, মুন্সীকে তাঁহার স্থানে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত করিবেন।

লক্ষ্ণৌয়ে খানাতল্লাসী

গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার শ্রীযুত আশুতোষ দাসগুপ্তের বাটীতে পুলিশ গত ৬ই ডিসেম্বর খানাতল্লাসী করিয়াছিল। প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী এই খানাতল্লাস চলিয়াছিল।

পুলিশ কতিপয় চিঠি, দলিলপত্র, এবং পেশোয়ার দাঙ্গা ও কাকোরী ষড়যন্ত্র সম্পর্কীয় কতিপয় ফটো নিয়া গিয়াছে। শ্রীযুত দাসগুপ্তের একটি রাজবন্দীও পুলিশ গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তর কলিকাতায় পিকেটীং দুইজন গ্রেপ্তার

গত ৮ই ডিসেম্বর উত্তর কলিকাতায় ছাত্রসমিতি হইতে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক আর, জি, কর, রোডের বিলাতী বস্ত্রের দোকান সমূহে পিকেটিং করিতে যায়। দুইজন সার্জ্জেণ্ট অনবরত সেই স্থান হইতে পিকেটার দের সরাইয়া দেওয়া সত্বেও স্বেচ্ছাসেবকগণ শান্তভাবে পিকেটিং করে। পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া বটতলা থানায় লইয়া যায়।

১২ জন স্বেচ্ছাসেবক চিৎপুর, বিডন-ষ্ট্রীট, মাণিকতলা এবং শ্যামবাজারের সিগারেটের দোকানগুলিতে পিকেটীং করে। একজন স্বেচ্ছাসেবক শ্যামবাজারে প্রহৃত হয়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সাড়ে চ টার মধ্যে দোকানে পিকেটীং করে। দোকানের মালিক পিকেটারদের সহিত দুর্ব্যবহার করে, কিছুক্ষণ পরে একজন সার্জ্জেণ্ট এবং কয়েকজন পুলিস আসে। প্রকাশ পিকেটারগণ প্রহৃত হয়। কাহাকেও

হাওড়া কংগ্রেস কমিটির একদল স্বেচ্ছাসেবক হাওড়ার গায়ক শ্রীযুক্ত নিশি বিহারী বসুর নেতৃত্বে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। পুলিশ ইহাতে বাধা দেয় নাই।

ত্রিশ জন বালকের শোচনীয় মৃত্যু

ইরোদস্থিত লণ্ডন মিশন স্কুলের সংলগ্ন বোর্ডিং হাউসে ৩০ জন বালকের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই। খাদ্যদ্রব্যে তীব্র বিষময় পদার্থের হঠাৎ পতন অথবা অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রোগের বীজাণু এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়

চাঁদপুরের মহিলা কর্ম্মিগণের অর্থ-ভিক্ষা

মহিলা কংগ্রেস কর্ম্মীগণ কংগ্রেসের জন্ত প্রত্যহ অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ২০০৲ টাকার উপর সংগ্রহ করিয়াছেন।

নাটোরে জনসভা

শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী গত ৫ই ডিসেম্বর এক জনসভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে ইউনিয়ন জ্যাক অপসারিত

গত ৫ই ডিসেম্বর রাত্রিতে একদল লোক টাড়িও নামক স্থানের এক মন্দির হইতে ইউনিয়ন জ্যাক নামাইয়া ফেলিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। প্রকাশ, আজাদ ময়দানে নিষিদ্ধ সভা সম্পর্কীয় ঘটনার পর স্থানীয় প্রায় ২ শত অধিবাসী উত্তেজিত অবস্থায় টাড়িওতে শোভাযাত্রা করে। পুলিস তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

হাওড়ায় পিকেটীং

গত সোমবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডস্থিত বিলাতী কাপড়ের দোকানগুলিতে পিকেটিং করিয়াছিলেন পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

কংগ্রেস শিবির তালাবন্ধ

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির নীলাম বাজার শিবির পুলিশ দখল করিয়া তালাবন্ধ করিয়া দিয়াছে। গ্রাম্য কংগ্রেস অফিসও একই বাড়ীতে অবস্থিত; উহা একটী বড় গাছের তলায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

মাঝপথে বাটপাড়ি

ভগবানের উদ্দেশে বা বৈষ্ণবসেবার জন্য দাতৃগণ যে দ্রব্যাদি সমর্পণ করেন, তাহা যদি ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিকট পৌঁছাইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ অর্থ বা দ্রব্যের গ্রাহককে 'বাট্‌পাড়' বলে; যদি মণিঅর্ডারের প্রেরকের অর্থ ডাকঘরে খোয়া যায় বা বিলিকারক পিয়ন উক্ত প্রাপ্য অর্থ মধ্যপথেই আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ঐ প্রকার বাট্‌পাড়ি হইয়া যায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিক্ষুসম্প্রদায় দাতৃবর্গের কোন অর্থ মধ্যপথে আত্মসাৎ করেন না। উহা সমস্তই ভগবানের বা ভক্তগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ভিক্ষুই দাতার নিকট যাহা লাভ করেন, তাহা নিজের কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া আত্মসাৎ করেন না অথবা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অজ্ঞাতসারে কোন অর্থাদি অবৈধভাবে আর কাহাকেও দেন না।

গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুগণ প্রত্যেক দাতার নাম উল্লেখ করিয়া সকল সংগৃহীত ভিক্ষা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংসারে দিয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষুগণ ব্যতীত ইতর ভিক্ষুকগণ মাঝপথে উহা আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের সেবায় লাগাইয়া দেন—ইহাই গৌড়ীয় মঠ ও অন্য প্রতিষ্ঠানের পরস্পর বৈশিষ্ট্য। যজন-যাজনাদি বৃত্তিজীবি-সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থপোষণের জন্য অর্থাদির অপব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সেই অপব্যবহার শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে বলিয়াই ভণ্ডক অধ্যাপক, ভণ্ডকাধ্যাপক প্রভৃতি অপাত্রে দানের কথা স্মৃতিশাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৃত্তিজীবিগণ—অবৈষ্ণব; তজ্জন্য তাঁহাদের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণের তারতম্যবিচার আছে। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মীর ন্যায় ফলভোগী নহেন, বা জ্ঞানীর ন্যায় ফলত্যাগী নহেন। তাঁহারা হরিসম্বন্ধিবস্তুকে পরমযত্নের সহিত রক্ষা করেন,—কাহারও দ্বারা অপহৃত হইতে দেন না—ইহাই গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য।

অভিধেয় তত্ত্ব

(১)

গত শুক্রবার ১৯শে অগ্রহায়ণ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন, তাঁর নিত্য পার্ষদগণ পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় আলোচনা কর্‌ব। অভিধেয়-তত্ত্ব নিরূপণে আমরা তিন চার্‌টী ধর্ম দেখ্‌তে পাই। 'জীব' বল্‌তে যখন আমরা এই দেহকে বুঝি অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি করি, তখন আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাক্‌বেই। আবার যখন আমরা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে আমাদের স্বরূপ ঠিক করি অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি নই, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে 'আমিত্ব' অভিমান থাকা কালে জ্ঞানকে বরণ ক'রে থাকি। এই আধারে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ব'লে একটা ব্যাপার জন্মগ্রহণ ক'রেছে, কিন্তু যখন আমি দেহ ও মনকে 'আমি' বুদ্ধি না ক'রে 'আত্মা' ব'লে আমাকে ধারণা কর্‌তে পারি, তখন আমার যে চেষ্টা, যে বৃত্তি, তাহাই আমার অভিধেয়।

এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই যে ত্রিবিধ অভিধেয়, তাহাদের প্রাপ্তি-তারতম্য আছে কি না? দেহেতে যখন সম্বন্ধ থাকে, তখন আমাদের অভিধেয়—কর্ম্ম, মনে সম্বন্ধ থাকাকালে আমাদের অভিধেয়—জ্ঞান; আর আত্মার সম্বন্ধ উদ্বুদ্ধ হ'লে তখন আমাদের অভিধেয় হয়,—ভক্তি। এ তিনের ফল কি এক? একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌ব যে, উহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। দেহের পিপাসা যে জিনিসের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে মনের তৃপ্ত হয় না—দেহের প্রয়োজন সাধিত হ'লে মনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আবার মনের যে প্রয়োজন, তা'তে আত্মার কোন [illegible] হয় না। যেমন, আমার ইডেনগার্ডেনে বেড়াবার ইচ্ছা হয়েছে, আমি সেটা সম্পাদন কর্‌লে মনের সন্তোষ হবে মাত্র, আত্মার কোন লাভ তাতে হবে না।

কর্ম্মের দ্বারা কি লাভ হয়? শাস্ত্র আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, কর্ম্মের দ্বারা যে জিনিষ লাভ করা যায়, তাহা ধ্বংসশীল, কর্ম্ম অনাদিকাল থাকলেও উহা নশ্বর, উহা নিত্যকাল থাক্‌লেও আমরা তা'তে মুক্তি লাভ কর্‌তে পারি না। শাস্ত্র ব'ল্‌ছেন,—সৎকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য ও অসৎ কর্ম্মের দ্বারা পাপ হয়। কিন্তু দুইটীই নশ্বর। পাপ কর্‌লে নরক এবং পুণ্য কর্‌লে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; কিন্তু ঐ দুইটীর কোনটীর দ্বারাও মুক্তি লাভ করা যায় না।

কর্ম্মরূপ যে অভিধেয়, তাহার প্রয়োজন হচ্ছে—অভ্যুদয় লাভ, জাগতিক উন্নতি ও পরকালের উন্নতি—যাহা জৈমিনী ঋষির মত। মনে করুন, আমি পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নসত্র ইত্যাদি ক'রে দিচ্ছি, তা' দ্বারা দেহের উন্নতি হবে। পুণ্য কর্‌তে কর্‌তে একটা প্রতিষ্ঠা এসে যাবে, তখন রাবণ, হিরণ্যকশিপুর মত ভগবান (?) হ'তে ইচ্ছা ক'রব। রাবণ কত তপস্যা, দান-ধ্যানাদি ক'রেছিল; কিন্তু তা'র ফলে তা'র কি লাভ হ'ল? সে বল্‌লে যে, আমি ঈশ্বর হ'তে পারি, আমি ভগবদ্‌ভোগ্যা সীতাদেবীকে ভোগ কর্‌তে পারি। গীতায় যে কর্ম্মের কথা আছে, তা'তে বল্‌ছেন যে, কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃত হয়, তা' আর কর্ম্ম থাকে না, ভক্তি হ'য়ে যায়। ঘৃত খেলে উদরাময় হয়, কিন্তু সেই ঘৃত আবার রসায়নযোগে উদরাময়ের ঔষধিরূপে প্রযুক্ত হ'য়ে উদরাময়কে আরোগ্য করে। তাই গীতায় বল্‌ছেন—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ;" যজ্ঞের নিমিত্ত যদি কর্ম্ম কৃত হয়, তা' হ'লেই মঙ্গল, নতুবা তদ্দ্বারা সংসারবন্ধন আরও দৃঢ় হ'য়ে যায়; যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বল্‌ছেন,—'যজ্ঞ' শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়। বিষ্ণুর নিমিত্ত কর্ম্ম কর্‌লে তাহাই বিশুদ্ধ হ'য়ে ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। যথা,—

> লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া
> ক্রিয়তে মুনে।
> হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা
> ভক্তিমিচ্ছতা॥

বক্তৃতা

বলিবার বিষয় বহু থাকিলেও তাহা জগতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ—এই পাঁচটী বিষয়েরই অন্তর্গত। এই জগতে যাঁহারা এই পাঁচটী বিষয়ের কথোপকথনে ব্যস্ত থাকেন—সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা জাগতিক ভোগ ব্যতীত অন্য বস্তুর সন্ধান পান না। অধিকন্তু দুর্ব্বার কাম-ক্রোধ-লোভ মোহাদি-রিপুগণের পদ তাড়িত, লাঞ্ছিত হইয়া এক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। তাই জগাই-মাধাইর চরিত্র-চিত্র বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়"

কাম অর্থাৎ ভোগবাসনাই জীবের প্রধান বন্ধন। জগতের সকলেই যখন এই বন্ধনে আবদ্ধ, তখন একজন অপরের বন্ধন মোচন করিতে অক্ষম। এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, তেমনই এক কামান্ধ ব্যক্তি অন্য কামান্ধ ব্যক্তিকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? কিন্তু যদি কোন প্রেমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই জগতে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তিনি একাকী ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই প্রেম রসাচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা কাম-চক্ষু উৎপাটন করিতে পারেন। সেদিকের প্রসঙ্গ ব্যতীত কামুকের কাম-নাশের সম্ভাবনা নাই। তাই প্রেম-পদ প্রাপ্তির উপায়রূপে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে প্রভুত যদি সাধুসঙ্গ পায়"।

কামুক ব্যক্তি নিজে কামের সেবা করে এবং অপরকে সেই কামের সেবাতেই নিযুক্ত করে। ফলে উভয়েই অন্ধকার নরকে অনন্তকাল অবস্থান করে। আর ভগবানের বিপ্রলম্ভ সেবায় নিযুক্ত প্রেমবান্ ভক্ত, মনুষ্যের ত কা কথা—পশু, পক্ষী, তৃণ গুল্ম, লতা সকলকেই সেই অখণ্ড রস-বিলাস সেবায় সর্ব্বভাবে নিমজ্জিত হইয়া সেবায় নিযুক্ত করেন। ভোগকথা বর্জ্জন করিয়া ভোগপথের পথিকগণকে অখিলভুবন ভোগের মোহ প্রবেশ করাইবার জন্য বহু বহু বক্তা নিত্য নিযুক্ত করিতেছেন। কিন্তু লোকের ভোগাবশেষ হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে এই ঘোর কলিকালে জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যবাণী ব্যতীত আর কেহই নাই। আবার মর্কট ত্যাগিকুলের ত্যাগকথা প্রচারে ভোগে অসমর্থ অথবা ভোগাভাবে ক্লিষ্ট লোকগণ যে শুষ্ক ত্যাগকে আদর করিতেছিল এবং যাহার ফলে মায়াধীশ ভগবান্‌কে মায়াযোগে জীবত্ব-প্রাপ্তিরূপ মায়াবাদ দোহন পান করাইয়া নিত্য জীবাত্মার অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যোগ করিতেছিল, আজ সেই কুসিদ্ধান্তের অন্ধকারকে দিব্য আলোকে বিদূরিত করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী জীবহৃদয়ে নিত্যারাধ্য শ্রীভগবানের সেবাসিংহাসন সংস্থাপন করিতেছেন।

বস্তুতঃ জীবকুল মায়ামোহে জড়দেহকেই 'আমি' বলিয়া ভেদজ্ঞানে এক মহাবিপদ আনয়ন করিয়াছে। জীবকুলকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন আজ সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত, আচরিত প্রচারিত চেতনের কথা প্রচার করিতেছেন। মূল গায়কের অনুগত হইয়া দোহারগণ যেমন এক মনে শ্রবণ করিয়া সেই মূল গায়কের কীর্ত্তিতগান তাল,সুর ও মানে পুনরাবৃত্তি করে, তেমনি চৈতন্যবাণীর অনুগত হইয়া তাঁহার আশ্রিত জনগণ সর্ব্বদেশে তাঁহারই কীর্ত্তিত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার যশোহর জেলার গাজিরহাটে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। হাটের লোক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া—ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গ্রাহকসূত্রে হাটে আসিলেও প্রেমের হাটের শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেবের সেবকের নিকট প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নিজ নিজ পৃথক্ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজীর ওজস্বিনী ভাষা, গভীরতত্ত্ব কথার সরল উদাহরণে সহজবোধ্য বাণীতে সকলেই নিজ নিজ দুর্গতির কথা হৃৎকালে উপলব্ধি করিয়া দুর্গতি-বিনাশক চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বার বার শ্রবণ করিবার অভিলাষ জানাইয়াছেন। চৈতন্যবাণী শ্রবণে লোকের আগ্রহ দেখিয়া আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে সেই বাণীর প্রসারণ ভিক্ষা করিতেছি।

সোণার সংসারে আগুন

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

সুখময় বাবু অদৃষ্ট-নগরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত করিতেছেন। সংসারে কোন অভাব-অনটন নাই, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থায় জীবনের দিনকয়টা কাটিয়া যাইতেছে।

সংসারে তাঁহার বিধবা জননী, একটী বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী, সন্ততিবিহীনা পত্নী ও বৃদ্ধচারিণী দাসদাসী। সকলেই সুখময় বাবুর সুখ-বর্দ্ধনে সচেষ্ট ও অত্যন্ত বাধ্য। সুখময় বাবুর অঙ্গুলি ইঙ্গিতেই সকলে যথাযথ কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধনে বদ্ধপরিকর। কোন প্রকারের অশান্তি-উপদ্রব তাঁহার গৃহে নাই। এমন কি, মশকাদি ডাঁশ আর ইঁদুরের উপদ্রব কিরূপ সুখময় বাবু জানেন না। গৃহটী যেন সুখেরই আগার।

কথায় বলে—"সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়।" সুখময় বাবুরও তাহাই ঘটিল, একঘেয়ে সুখে অনেকদিন থাকায় সেই সুখটাও যেন অসুখ বোধ হইতে লাগিল; তাই একটু রুচি বদলাইবার ইচ্ছা করিলেন। জগতের হাওয়াটাই যখন ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবদলের অনুকূলে, তখন তাহাতেই বা দোষ কি ?

কিছুকাল পূর্ব্বে বাবুভায়াদিগের ভিতরে একটা ফ্যাসান ছিল, তেড়িকাটা, কান্-পাটিকাটা, চুল ছাঁটা। আবার সেই হাওয়া বদলাইয়া সুপ্রাচীন আর্য্যদিগের অনুকরণে নেড়া মাথা, টিকি রাখা, কণ্ঠী বাঁধা, তিলকফোঁটা সেবা করার হাওয়া চলিতেছে। তাই সুখময় বাবু বড়লোকের ন্যায় সাধ করিয়া নব্য ফ্যাসানের দলে নাম লিখাইবার নিমিত্ত এক জন নব্যদলের নিয়ামকের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার লক্ষ্য—কোন্ নিয়ামকের অধীনে অধিক সংখ্যক নিয়মী নিয়মিনী বিরাজিত। খুঁজিতে খুঁজিতে অদৃষ্ট-চক্রাবর্ত্তনে অদৃষ্টনগরের (পূর্ব্বে ঢাকা জিলাস্থ বিক্রমপুর পরগণাকে বিক্রম-পুরবাসী কোন কোন বুদ্ধিমান্‌গণ, ঠাট্টা সহকারে "অদৃষ্টনগর" আখ্যা দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের ধারণা—বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই আমাদের অদৃষ্টে দারিদ্র্য-দোষ ঘোচে না) আশে-পাশেই তথাকথিত বড়দলের এক বড় নিয়ামকের নিয়মে যথা বিধানে নিয়মিত হইবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলেন শুধু তিনি একা নহেন, গৃহের গৃহিণী আদি সকলেই নিয়ামক মহাশয়ের নিয়ম গ্রহণ করিলেন

সুখময় বাবু মাথা মুড়াইলেন, শিখা রাখিলেন, গলায় মালিকা ধারণ করিলেন, অঙ্গে হরিমন্দির রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও ঝোলায় মালা জপ আরম্ভ করিলেন। কত প্রকার কসরৎ আরম্ভ হইল; বাড়ীতে হরিসভা, ভাগবত-পাঠ, ঠাকুরপূজা প্রভৃতির কত ধুমধাম। সরলপ্রাণ সুখময় বাবু যেন প্রাণে একটু বেশ নূতন স্ফূর্ত্তির হাওয়া অনুভব করিয়া নিজেকে আরও সুখী মনে করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে গৃহস্থগণের সুখও এই ভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—যদি সদ্গুরুর আনুগত্যলাভ ভাগ্যে ঘটে। নতুবা কি প্রকারে সংসারে আগুন লাগিয়া ছারেখারে যায়, তাহার আদর্শ এই সুখময় বাবুর চরিত্র।

যে সুখময় বাবুর গৃহাভ্যন্তরে একটী উঁই বা ইঁদুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহার ধন স্বভাবের পরিচয় দিয়া সুখের পরিপন্থী হয় নাই, কে জানিত আজ তিনি নিজে খাল কাটিয়া কুমীরের নিমন্ত্রণ করিয়া, গোষ্ঠীশুদ্ধ সেই কুম্ভীরেরই হোতা হইয়া প্রাণ হারাইবেন ?

বিধবা ভগিনীটী সেই নিয়ামকের সেবিকা হইয়া অবাধে সেবায় নিযুক্ত। পত্নীটী সেই হিসাবে সুখময় বাবুকে সেবা-কণ্টক-বোধে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ফলে পতিভক্ত অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিতা হইয়াও পুনঃ [illegible] বাস্ত থাকিলেন, অবশ্য নিয়ামক মহাশয় জানাইলেন—"ইনি পরমা ভক্তিমতি, সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় বিভাবিতা, তাই ভাবিয়া তাহার আবেশে বাধা দিলে তোমাদিগের মহৎ অপরাধ হইবে।" সুতরাং ইহার কোন চিকিৎসা নাই জানিয়া ডাক্তার কবি-রাজেরও খোঁজ করা হয় না; ভারী মুস্কিল! মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা; ঘন ঘন মূর্চ্ছা! গুরুজীও গৃহ ছাড়েন না। এখন আর বাধিক নাই, মাসে মাসে সেবাবাদী যাতায়াত করিয়া সুখময় বাবুর গৃহ রক্ষা করেন।

এদিকে দাসদাসীরা বেগতিক দেখিয়া আপনাপন কার্য্যে উদাসীন থাকে ও দুই চারি দিবসান্তেই বদল হইয়া যায়। অধিকন্তু অজস্র ব্যয়, গুরুসেবার প্রতি গ্রাসে মীন-মুণ্ডের ব্যবস্থা, তারপর আতর, এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, কেশরঞ্জন, জবাকুসুম, লক্ষ্মীবিলাস ও দৈনিক চাই, নতুবা গিন্নী-মা ও নিয়ামকের মুখ ভার। সুখময় বাবু ত ভারী বিপদে পড়িলেন, এখন কি করেন,—কহিতেও পারেন না—সহিতেও পারেন না দেখিলেন,—এ বিপদের ঔষধ নাই। সংসারের চতুর্দ্দিকেই আগুন। এ আগুন নিবাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

তাই আজ বড় কাতর প্রাণে নিরুপায় হইয়া করুণস্বরে সুখময় বাবু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে—"হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন, আমায় রক্ষা কর, আমার বড় সঙ্কট-কাল উপস্থিত, এসময় তুমি বিনে আমার বুদ্ধিদাতা রক্ষাকর্ত্তা এই চৌদ্দভুবন-মাঝে আর কেহই নাই।" ঠিক এমন সময় বাহির বাড়ীতে ডাকপিয়ন ডাক দিয়া বলে,—"বাবু আপনার নামে এক খবরের কাগজ আছে"!

সুখময় বাবু ভাবিলেন,—আমার নামে খবরের কাগজ? এই ভাবিতে ভাবিতে পিয়নের নিকট হইতে প্যাকেটটা লইয়া দেখেন, ঠিক তাঁহারই নামে প্রেরিত একখণ্ড সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ। দুঃখের সময় বেশ কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাগজকয়খানা পাঠ করিলেন।

এখন যেন আর পূর্ব্বের সুখময় বাবু নাই। ইতঃপূর্ব্বের উভয় প্রকার জীবন-কথা ভুলিয়া তিনি যেন এক নবজীবন লইয়া চেতনময় রাজ্যের নিষ্কণ্টক মার্গ-পথে উপনীত। তাঁহার গৃহে যে ভক্তবেশী তস্কর প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার ধন, কুল, মান, সম্মান বিনাশের আর একটুকুও বাকি রহিল না।

তিনি আর তাহার সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া মাতা, ভগিনী ও পত্নীসহ শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে আগমন করিলেন। এখানে চায়াচিত্রের সাহায্যে ও বক্তৃতার এবং প্রদর্শনীতে পুতুলাদি দ্বারা ভাগবতের পাঠ ও পাঠকের অবস্থা সূচক পুতুলগুলি দর্শনে তাঁহার ভ্রমরাশি সমূলে দূরীভূত হইল। শুধু তাঁহার নহে, ভগিনী ও পত্নীর মূর্চ্ছারোগেরও সম্পূর্ণ সাহায্য হইল। তাঁহারা নিজকৃত পাপ অর্থাৎ পাষণ্ডের হস্তে পতিত হওয়ার নিমিত্ত ঘৃণিত জীবন-কথা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ভগবচ্চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন

অসৎসঙ্গে মানুষ কত বড় দুঃখ পাইতে পারে, এই সুখময় বাবুর জীবনই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যদিও বর্ত্তমানকালে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তথাপি অনুভব কোথায়? মায়ার ঠুলিতে চোখ বাঁধা, দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, মায়া-পিশাচী তাহার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের সুযোগ রাখিবার জন্য কেবল অপরাধের জয় দেখাইয়া অকার্য্য সাধন করে। এইরূপে সকল সংসারেই আগুন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে প্রচার

(নিজস্ব-সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা ৪।১২।৩০

আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঢাকানগরীর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আগামী ১লা পৌষ হইতে আরম্ভ হইবে। ইতোমধ্যেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীমঠে সদলে আগমন করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিত-রূপে পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে। বহু সজ্জন-উক্ত শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ধন্য হইতেছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১১৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃহদ্দ্দ্বিকা গুণসৌরভ: সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তভাষ্যার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি /০
২৮। গীতাবলী /০
২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০ সাধুসঙ্গ /
৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশতক /
৩৩। অথপঞ্চক /০
৩৪। সদাচারস্মৃতি: /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৶০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়: ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়: /০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ·১
৬৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক অকপট ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, রাজাবাগান কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র,
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনি
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গৌড়ীয়-প্রকাশনী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তিগ্রন্থাবলী।

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়—কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম—শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও মহাজনগণের ভেদ—শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ—বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম—বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ—পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য—মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইস্‌লামধর্ম, অদ্বৈতবাদী ভক্তভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতিভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, মতমতান্তরের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিনির্ণয়, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, শান্তাদি রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রতত্ত্বের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ভিত হইয়াছেন। আবার ভূমিকা, সূচী, পত্রাঙ্ক ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২, দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

[illegible]

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত।

ফেরাস

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন [illegible]
কুইনিন আর্সেনিক এবং ইষ্ট্রিকনিন আছে

এই ফেরাস কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২, টাকা, ট্রে ৩, টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং রূপচাঁদ লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে-

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। অগণিত লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস-রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্ববিধ জ্বরনিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন ক

৪। নেত্রানন্দ অঞ্জন:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১, টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—ডাক্তার নিত্য[illegible]
[illegible] কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম. এ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Registered No C ১০..4

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শুক্রবার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মিছিল ও জনসভা

অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু কারামুক্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ৭ই ডিসেম্বর স্থানীয় সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট মিছিল কৃষ্ণনগর সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। মিছিল রাম গোপাল টাউনহলে যাইলে তথায় শ্রীযুক্তা শৈলবালা মজুমদারের সভানেতৃত্বে এক সভা হয় স্থানীয় ছাত্র সমিতি ও কৃষ্ণনগরবাসীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক বসুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুত বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে মিছিল ও জনসভা

রাইটার্স বিল্‌ডিংসএ হত্যাকাণ্ডের জের

সিরাজগঞ্জে দুর্ভিক্ষ

বড়লাটের আগমনে কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল

বিহারে ১১২৪০ গ্রেপ্তার

সমুদ্রের তলদেশে বিস্ফোরণে ইটালীয় জাহাজ বিধ্বস্ত

করাচীতে বিপ্লবীর সন্ধান

উন্মত্ত সিপাহী কর্ত্তৃক ক্যাপ্টেন ও হাবিলদার নিহত

দেশবন্ধু প্রদর্শনী

দিল্লীতে বোমা ফাটায় ৭ জন আহত

রাইটার্স বিল্ডিংসএ হত্যার জের ১৪ই পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী

গত ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ রাইটার্স বিল্ডিংসএ লেঃ কর্ণেল সিমসনকে গুলী করিয়া মারার দিন দীনেশ গুপ্ত এবং বিনয়কৃষ্ণ বসু নামক দুইটি যুবকও আহত হয়। এই দুইজন যুবা এখনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছে। গত মঙ্গলবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের দরখাস্ত অনুযায়ী উক্ত যুবাদ্বয়কে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। ১৫ই তারিখে আবার এ সম্পর্কে শুনানী হইবে।

এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় হাসপাতালে বিনয়বসুর অবস্থা ভাল নয়; দীনেশ গুপ্তের অবস্থা কতকটা ভাল।

বিনয়ের কেবল মাথায় একটি গুলী লাগিয়াছে। দীনেশের গলায় একটি এবং ডানদিককার কাঁধে আর একটী গুলী লাগিয়াছে। দীনেশের বয়স ২১ বৎসর, বিনয়ের বয়স ২২ বৎসর।

দুর্ঘটনার পরেই বিনয়ের নিকট দুইটি এবং অপর দুইজন আততায়ীর নিকট একটি করিয়া রিভলবার পাওয়া যায়।

রায়গঞ্জ ও কাজিপুর দুর্ভিক্ষ

সিরাজগঞ্জ মহকুমার রায়গঞ্জ ও কাজিপুর থানায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। মফঃস্বলে সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকগণ পথিকদিগকে আক্রমণ করিতেছে। একজন ডাক্তারের নিকট হইতে তাহার নিকট হইতে ঘড়ি, আংটী ও নগদ ১৬ টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। বহুস্থানে লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। টাকার অভাবে শ্রমিকরা কাজ পায় না; টাকার অভাবে জেলা বোর্ড রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সাহায্য দানের ব্যবস্থার জন্য মহকুমা হাকিম ১৩ই ডিসেম্বর এক সভা ডাকিয়াছেন। জিনিষ পত্রের দাম কম হইলেও লোকের কিনিবার টাকা নাই। পাটের দর কমিয়াই এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বড়লাটের আগমনে কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল

গত মঙ্গলবার বড়লাটের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

সকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে চার পাঁচ করিয়া পুলিশ মোতায়েন ছিল। বেলা সাড়ে ৮টার প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে দশ বারজন কনষ্টেবলের সহিত একজন করিয়া সাবইন্স্পেক্টর ছিলেন। বিশেষভাবে শ্যামবাজার রাস্তায়, হ্যারিসন রোডে, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে, বহুবাজার ষ্ট্রীটের মোড় সমূহে ও দক্ষিণ কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে গোরা পুলিশ পাহারায় ছিল আর একদল পুলিশ বাহিনী লরী করিয়া সমস্ত রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অপরাহ্ণে কলেজ ষ্ট্রীটে পুলিশ বার বার লোক সকলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

বিবিধ সংবাদ

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

সোমবার সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতা ছাত্র সমিতির স্বেচ্ছাসেবক নলিনীকান্ত বসাক ও সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরস্তানের বিজ্ঞাপন বিলি করার সময় চিৎপুর রোডে একজন সার্জ্জেন্ট কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাহাদিগকে বটতলা থানায় লইয়া যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে তাহাদের বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হয়, কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। খানাতল্লাসের পর তাহাদিগকে জোড়াবাগান কোর্টে লইয়া যাওয়া হয়।

লাট আগমনে কৃষ্ণ পতাকা

জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক মঙ্গলবার প্রাতঃকালে চিৎপুর অঞ্চলে হরতাল ঘোষণা করিতে গিয়া একজন পুলিশ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও আহত হন।

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় উক্ত কংগ্রেস কমিটির ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক কৃষ্ণ পতাকা সহ বড়লাটের কলিকাতা আগমনের প্রতিবাদ স্বরূপ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট হইতে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া অন্যান্য রাস্তা দিয়া যাত্রা করে। বহু পুলিশ ও সার্জ্জেন্ট তাহাদিগকে পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট বাধা দেয় ও কৃষ্ণ পতাকা কাড়িয়া লয়। তার পর পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। প্রকাশ অনেকে গুরুতররূপে প্রহৃত হইয়াছে।

বিহারে এ পর্য্যন্ত ১১২৪০ গ্রেপ্তার

২৮শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে পাটনায় ৩৫১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কেবল মাত্র জহরলাল দিবস উপলক্ষে ১৮১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন মুঙ্গেরে—১০৬, বাঁকিপুর—০৫, সারণে—৬০, ভাগলপুরে—৩০, চম্পারণে—২৫, মজঃফরপুরে—২১, সাহাবাদে—৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কেবলমাত্র জহরলাল দিবস উপলক্ষে যে সকল ধরপাকড় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৫৮৪।

আইন অমান্য আন্দোলনে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১২৪০।

উন্মত্ত সিপাহী কর্ত্তৃক ক্যাপ্টেন ও হাবিলদার নিহত

গত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ মাঠে তিনটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একজন সিপাহী উন্মত্ত হইয়া অষ্টম পাঞ্জাব বাহিনীর ক্যাপ্টেন পি, জে, ম্যাকলেনাথান ও একজন হাবিলদারকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া শেষে নিজে আত্মহত্যা করে।

গড়িয়াহাটে দেশবন্ধু প্রদর্শনী

আগামী ২৬শে ডিসেম্বর যাদবপুর রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে বৈষ্ণবঘাটা উত্তর ময়দানে গড়িয়াহাট রোডের উপরেই দেশবন্ধু প্রদর্শনী নামে একটি বিরাট স্বদেশী মেলা আরম্ভ হইবে এই মেলায় যাবতীয় স্বদেশী দ্রব্য, শিল্পাদি এবং নানাবিধ পশুপক্ষী প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে। ৭ দিন প্রদর্শনী খোলা থাকিবে মেলায় প্রত্যহ বিনা টিকিটে নানাপ্রকারের ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ প্রমোদ দর্শনের বন্দোবস্ত হইবে। স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতাগণকে বিনা ভাড়ায় পশু শালার জন্য নিম্ন ঠিকানায় ১৬।১২।৩০ তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

সমুদ্রের তলদেশে বিস্ফোরণে ইটালীয় জাহাজ বিধ্বস্ত

প্রকাশ যে, বিগত যুদ্ধের সময় নিমজ্জিত দুইখানি জাহাজদ্বারা ব্রুকবার্ক চ্যানেল অনেকটা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। "আর্টিগ্লিয়ো" জাহাজ সম্প্রতি সেই জলমগ্ন জাহাজগুলি বিস্ফোরকের সহযোগে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অন্যত্র সরাইয়া দিতে ছিল

নিমজ্জিত জাহাজের মধ্যে একখানির নাম "ফ্লোরেন্স" উহাতে প্রচুর গোলা বারুদ ভর্ত্তি করা ছিল। ঠিক সেই অবস্থাতেই উহা জলমগ্ন হইয়াছিল। খুব সম্ভব "আর্টিগ্লিয়ো" জাহাজের খালাসী ও ডুবুরীগণ অনবধানতা বশতঃ উপরোক্ত জাহাজে গোলাবারুদের মধ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। তাহার ফলেই সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। "আর্টিগ্লিয়ো" জাহাজ প্রায় ২০০০ হাজার গজ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহা সত্বেও উপরোক্ত বিস্ফোরণের আঘাতে উহা চুরমার হইয়া গিয়াছে।

যে সমস্ত লোক মারা গিয়াছে তাহারা সকলেই ইটালীর অধিবাসী।

করাচিতে বিপ্লবীর সন্ধান

সিন্ধু দেশের গুপ্তচর পুলিশ ফৌজদারী কার্য বিধির ১১০ ধারা অনুযায়ী ৮ জনের বিরুদ্ধে যে, অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, উক্ত মামলার জনৈক আসামী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কেরাণী ঈশ্বরচাঁদ ধানপাঞ্জাই সোনি তাহার জবানবন্দীতে করাচিতে বিপ্লববাদীদের অনেক কার্য্যের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

সে বলে যে, করাচিতে সেনজী নামক একজন বাঙ্গালী এক নূতন বিপ্লবী দল সৃষ্টি করে, বর্ত্তমান মামলার ৮ জন আসামীই উক্ত বিপ্লবীদলভুক্ত। সেনজীর নাম—"বিপ্লবী দলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অতঃপর সে বলে যে, অনেক বোমা তৈয়ারী হইয়া গান্ধী গার্ডেনে আট আনায় একটি করিয়া বিক্রয় করা হইত। বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর সিটি পুলিশ থানায় প্রথম বোমা আসামী দৈবত্তিরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, ৭ই নবেম্বর আসামী জেঠানন্দ, রোচলদাস এবং ভগবান্ দাস কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সিটী পুলিশ ষ্টেশনে ১২ই নবেম্বর বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য ডাঃ টেকচাঁদ এবং ভগবান্ দাস কাপুর প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই [illegible] হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় সাক্ষী একজন গুপ্তচর পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে পর মামলার শুনানী মুলতুবী থাকে।

ঢাকায় খানাতল্লাস

প্রকাশ বাঙ্গালার জেল সমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এন, এস, সিমসনের হত্যা সম্পর্কে গত ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে ঢাকায় অনেকগুলি বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া ৫ জন বাঙ্গালী যুবককে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায় বাহাদুর সুধীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, আই, ই, প্রভৃতিকে লইয়া চুঁচুড়া বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কমিটী আর স্কুলটি চালাইবেন না বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন।

গাঁজার দোকান ভস্মীভূত

গত শুক্রবার রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গাঁজার দোকানে হঠাৎ আগুন লাগিয়া দোকান ঘরখানা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহার কারণ এখন পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। প্রকাশ, ২।৩ দিবস পূর্ব্বে ডেপুটি বাবুদের [illegible]

দিল্লীতে বোমা ফাটার সম্পর্কে আটক

দিল্লীর চাঁদনীচকে ক্লক টাওয়ারে ৮ই ডিসেম্বর একটি বোমা ফাটার ফলে ৭ জন আহত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীহট্টে কংগ্রেস কর্ম্মী দণ্ডিত

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গোস্বামী নামক জনৈক কর্ম্মী ১১৭ ধারায় ৯ মাস সশ্রম এবং ভীতিপ্রদর্শন অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া নওগাঁ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আসামী ধৃত

বাখরগঞ্জ থানার দাড়িয়াল গ্রামের রাধিকারঞ্জন গাঙ্গুলীকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া বরিশাল আনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্থানীয় জেলে প্রেরণ করা হয়।

কলসকাটীর বেণীমাধব ঘোষাল সহরের মাটিয়া অঞ্চলে বাস করিতেন। গত সোমবার অপরাহ্নে তিনি যখন কালেক্টরের অফিসের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিহারের নূতন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল

বিহার উড়িষ্যার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, শ্রীযুক্ত পি, এন, সিংহ অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে ছুটী লইয়াছেন। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এক বিদায় সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। টেলিগ্রাফের ডেপুটী চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ জি, এস, হণ্ফিজ ঐ স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগর

দ্বিতীয় মুনসেফ আদালত

নীলামের দিন ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩০

১৩১১ নং খারিজারি ৩০ দাবি ৬৮৻৩

ডিঃ শ্রীমঙ্গলচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং নাটুদহ

দেঃ কেনা বিবি দিং সাং জাতগাছি পোঃ জয়রামপুর

থানা দামুড়হুদা অধিন জাতগাছি গ্রামে ভিক্রীধর গণের ও জয়দুর্গা দাসী দিং মেরেত্তায় ২০৩ নং ৭-৯০ শতক জমী ৮৻৶৬ জমা তদুপরিস্থিত আবাদ আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপ্রাকৃত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং বাগিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্বাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয় থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীব্রজদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, দেবসখা শ্রীআদিকেশব।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজর্ষীর পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক-ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ কেন স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবকান্তদাস, ব্রহ্মচারী শ্রীরামকমলচরণ।

(২৯) ঘোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীধাম"
চৈনি—
নবদ্বীপ

Registered No. C ৯৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শনিবার ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

মহিলা সভায় ১৪৪ ধারা

বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও মিঃ নেলসনের অবস্থা

ইউরোপে সার সি, ভি, রমণ

বরিশালে বন্দুক চুরী সম্পর্কে খানাতল্লাস

১০৬টী বন্দুক বাজেয়াপ্ত

তমলুকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইস্তাহার

মুন্সিগঞ্জে সশস্ত্র পুলিশ

নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্ম্মচারী সঙ্ঘ

অমৃতসরে পুলিসের লাঠি

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নানা কথা

নদীয়া মহিলা সভাধিবেশনে ১৪৪ ধারা

শ্রীযুক্তা নির্ম্মল নলিনী ঘোষের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরের কয়েকজন মহিলা হাঁসখালী থানার অন্তর্গত ভবানীপুর এবং গোয়ালিয়াতে একটি সভা করিয়াছিলেন। ভবানীপুরে উক্ত মহিলাগণের উপর যশোহরের মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছিলেন। নদীয়া এবং যশোহর উভয় জিলার মধ্যস্থিত নদীর অপরপারে নদীয়া জিলার সীমান্ত সভা হইয়াছিল।

বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও মিঃ নেলসনের অবস্থা

গত বুধবার রাত্রিতে হাসপাতালের খবরে জানা গিয়াছে যে, মিঃ সিমসনের হত্যা সম্পর্কে ধৃত বিনয়কৃষ্ণ বসুর অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। দীনেশ গুপ্তের দেহ রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু ফল জানা যায় নাই। তাহার ঘাড়ের ভিতর দিয়া যে গুলী ঢুকিয়াছে, তাহা মাথার মধ্যেই আছে।

জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন।

ইউরোপে সার সি, ভি, রমণের বক্তৃতা

সার সি, ভি, রমণ নোবেল প্রাইজ গ্রহণের জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। সার রমণ ইংলণ্ডে যাইয়া "আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ" সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন।

তথা হইতে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় যাইবেন এবং ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিবেন। মিউনিচে গিয়া অধ্যাপক সোমারফেল্ডের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে। জার্ম্মাণীর কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড এবং মিশর ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতে ফিরিবেন।

বরিশালে বন্দুক চুরী সম্পর্কে খানাতল্লাস

১০ই ডিসেম্বর আমানতগঞ্জের তারাপ্রসাদ গুপ্ত, হরিপদ দে ও পরেশ সাহার এবং কাউনিয়ার নিতাই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং মনসা ঘোষের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমানতগঞ্জের বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের গৃহ হইতে যে বন্দুক চুরি গিয়াছে সেই সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস। খানাতল্লাসে আপত্তি জনক কিছুই পাওয়া যাই নাই। নিতাই, তারাপ্রসাদ, পরেশ এবং হরিপদ—সকলেই ছাত্র উহাদিগকে থানায় লইয়া জবানবন্দী লইবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১০৬টী বন্দুক বাজেয়াপ্ত

গৌহাটী, ৮ই ডিসেম্বর পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে কাংড়ার ডেপুটী কমিশনার মেজর রিচার্ড সুরিজ, উমাপুর ও বেজনী গ্রামের অধিবাসীদিগের সমুদয় বন্দুক বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন উহার সংখ্যা ১শত ছয়টী। প্রকাশ, পুলিশ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে যে, ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা বন আইন ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা এই বৎসর আরম্ভ হইবে না বলিয়া গত ১০ই ডিসেম্বর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে তাহা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে। এই মামলার সাক্ষীদের একটা তালিকা এবং তাহাদের সাক্ষ্য এখনও তৈয়ার হয় নাই। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। ১৯৩০ এর পাঞ্জাব সংশোধন আইন অনুযায়ী আসামীগণের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আছে তাহা অবগত হওয়ার জন্য আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হইবে। সুতরাং ঐ এক সপ্তাহের জন্য পুনরায় মামলা মুলতুবী হইবে। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে আবার বড় দিনের ছুটি আরম্ভ হইবে, তাহা ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে। এই সকল কারণে ২রা জানুয়ারী হইতে মামলা আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—১৩৩৭

গীতার শিক্ষা

(১)

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) ৩০ নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'গীতার শিক্ষা' বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই গীতামৃতের সারমর্ম্ম নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণকে পরিবেশন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা করিয়া বলেন,—

আজকে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে—'গীতার শিক্ষা' এবং সেই সূত্রে গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে কিছু তাঁদের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণের আদেশ ক'রেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ আমার কণ্ঠস্বর এত রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে যে, কথা বলতে পারছি না। তথাপি আপনারা যদি একটু সুযোগ দেন, তা' হ'লে আমি ভগবানের বাণী কীর্ত্তন করবার প্রয়াস পাব। সর্ব্বদা কীর্ত্তন ছাড়া আমাদের মঙ্গলের পথ নাই। কাজেই আমার কথা বলবার অসুবিধা হ'লেও আমার কৃত্য হচ্ছে—সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা।

আজকের বিষয়—গীতার শিক্ষা। যাদিকে 'হিন্দু' বলি, তাঁদের সকলেরই গীতা বিশেষ আদরণীয় গ্রন্থ। যাঁ'রা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, 'আত্মা'র নাম দিয়ে একটা জিনিষ স্বীকার করেন, তাঁরাই গীতার কথা স্বীকার করেন। অনেক সময় আমরা গতানুগতিক নিয়মে কিম্বা লৌকিক প্রথার বশীভূত হ'য়ে কিছু পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় অথবা মৃত্যুকালে পাঠ করলে সারা জীবনের পাপ ধ্বংস হ'য়ে যাবে—এই ধারণায় গীতা আলোচনা ক'রে থাকি, কিন্তু কোন শাস্ত্র আলোচনা করতে হ'লে তা'র প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, সেটী একটু গভীরভাবে বিচার করা আবশ্যক। আমরা অনেক সময় বাহিরের দিকটা দিয়েই বিচার করি, ভিতরে কি আছে, তা' হয়ত দেখেও দেখি না।

এই গীতা মহাভারতের একটী অংশ-বিশেষ। মহাভারতকে আচার্য্যগণ 'পঞ্চম বেদ' ব'লেছেন। আমরা চারটী বেদের নাম শুনেছি, কিন্তু মহাভারতও বেদের পূরণ করে। এই যে 'পুরাণ' ব'লে একটী জিনিস, এটাকে আমরা বেদ ছাড়া কিছু মনে করি, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—'পূরণাৎ পুরাণম্', "বেদার্থ পূরণেন পুরাণং [illegible]বৃংহয়েৎ", "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।" বেদকে পূরণ করে—বিকশিত করে—বোধগম্য করে পুরাণ। যেমন স্বল্পবিদীর্ণ কনকবলয়কে পূর্ণ করতে হ'লে সীসক বা অন্য কোন ধাতু দ্বারা তা' হয় না, সোণাই দরকার, তদ্দ্বারাই পূরণ করতে হয়, তদ্রূপ বেদকে যে পূরণ করবে, সেও বেদ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। গীতায় দেখতে পাই,—

> সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা
> গোপালনন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং
> গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎসকল গাভী, তা' হ'তে শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বৎস কল্পনা ক'রে এই গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করেছেন। সুধীগণ তাই পান ক'রে তুষ্টি পুষ্টি লাভ করতে পারেন। সুধী ছাড়া সেই দুগ্ধ পান ক'রতে পারেন না। আমাদের মত লোক খড়ি-গোলাকে দুধ মনে ক'রে খেয়ে ফেলে। কিন্তু সুধীগণ বিচার ক'রে সেই দুগ্ধ পান করেন।

আমরা গীতায় উপনিষদের সার নির্য্যাস দেখতে পাই। উপনিষদই মূল তত্ত্ব। তা'র থেকে গীতামৃত-দুগ্ধ বেরিয়েছে।

আর একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শ্রুতি শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, আর গীতারও বক্তা—সাক্ষাদ্ ভগবান্, যিনি আমাদের ন্যায় ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষযুক্ত ন'ন। যদি আমাদের মত অনর্থযুক্ত লোক গীতা উপদেশ করে, তা' হ'লে তাতে অপজ্ঞান উপস্থিত হবে। সেই জন্য ভগবান্ নিজেই নিজের কথা বলতে বসেছেন। কাজেই তাতে কাহারও সংশয় থাকবে না।

গীতাশাস্ত্র ভগবানের মুখনিঃসৃতবাণী ব'লে শুধু যে কেবল ভারতবর্ষেই উহার আদর, তা' নয়, ভারতেতর স্থানেও গীতার বহুল প্রচার আছে। কাজেই গীতার বাণীতে কা'রো সংশয় থাকতে পারে না।

অনেকে মনে করেন, গীতা রাজনৈতিক গ্রন্থ; অনেক স্থলে রাজনীতির আন্দোলন বৃদ্ধি হবে ব'লে উহার পাঠ বন্ধ করে দেন। কেউ বলেন, উহা কর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ, কেউ বলেন, জ্ঞান প্রতিপাদক, আবার কেউ বা ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থ ব'লে বিচার করেন। এইরূপ বিভিন্ন লোকে নিজ নিজ প্রবৃত্তিবশে উহার বিভিন্ন প্রকার মতবাদ প্রচার ক'রে থাকেন। কেউ কেউ আবার সামঞ্জস্য দেখাতে গিয়ে বলেন, গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয় হ'য়েছে। গীতার ন্যায় সমন্বয় গ্রন্থ আর নাই, কিন্তু আমাদের দেখা আবশ্যক, উহার মূল প্রতিপাদ্য বস্তু কি?

শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নিত্যধাম প্রয়াণে

বিরহ-বেদন

তুমি এসেছিলে দেখা দেখেছিলে
এই আমাদের মাঝে
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত ভোগী
মানবের সাজে।
আজি এ তোমার দেহ অবসানে
বিরহকাতর আমাদের প্রাণে
তব জীবনের মধুময় স্মৃতি
জাগিয়া যে সুর বাজে,
মূর্চ্ছনায় তার স্বরূপ তোমার
মহাগৌরবে রাজে॥
কর্ম্মের মাঝে তোমারে দেখিয়া
পারেনি ত' কেহ লইতে বুঝিয়া
কর্ম্মী নও তুমি ভক্তপ্রধান
এসেছ মহান্ কাজে,
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত ভোগী
মানবের সাজে॥
কিশোর বয়সে দীনহীন বেশে
মহানগরীতে তোমার প্রবেশে
কে কবে ভেবেছে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যহীন
এই বালকই কালে
উজ্জ্বলতম শুভ্র তিলক পরাবে নগরী-
ভালে!
বিধির ইঙ্গিতে পন্থা তোমার
ক্রমে নিষ্কণ্টক হ'ল পরিষ্কার
বিশ্বধূপণ বিজয়মাল্য পরা'ল তোমার গলে
লক্ষ্মীদেবীর অকপট কৃপা বর্ষিত হ'ল
ছলে॥
বাক্য, বুদ্ধি প্রাণ ও অর্থ
কোনটি তোমার হয়নি ব্যর্থ
শ্রীগুরুগৌরকৃষ্ণসেবায়
পূর্ণরূপে নিয়োজিত
আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-কাজে
হয়নি ত' কলুষিত।
বাগবাজার আজ যাহাদের বলে
পণ্ডিত, মূর্খ, দরিদ্র ও ভূপে
ভববৃত্তিসহ প্রহ্লাদমূল্যে বিতরিছে অবিরত
কলিকল্মষ-নাশী মহৌষধ
হরিকথা-সুধামৃত
করিতে গৌড়ীয়-মন্দির-মঠ
এজগতে তুমি হইলে প্রকট
'জগবন্ধু' নাম করিলে সার্থক
সারা টি জীবন দিয়া,
শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বস্ব তব
অকপটে সমর্পিয়া।
সাধিয়া জগতে উদ্দিষ্ট কাম
করিলে প্রয়াণ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম,
পূর্ণ সেবাসুখে মত্ত অবিরাম
আছ এবে তথা গিয়া,
এজগৎ আজ শোকে নিমগন বন্ধুরে
হারাইয়া।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী
সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন।

সাধুত্বে দুর্জ্জনো জন

(শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী)

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় 'ভক্তদূত' ৩য় বর্ষ ৪২ সংখ্যায় প্রত্যক্ষদর্শিদূতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

উত্তররামচরিত—কবিবর ভবভূতির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই উত্তররামচরিতে জনকদুহিতা সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন,—সাধু ব্যক্তিকেও দুর্জ্জনেরা কুৎসা করিতে ছাড়ে না! আজ আমাদের সেই কথাই থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতেছে। এ দেশের কোন কোন লোকের চিরন্তন স্বভাবই এই যে, তাহারা নিজেরা কোন কাজ করিবে না, কিন্তু কেহ কোন ভাল কাজ করিতে গেলে শত মুখে তাহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। যিনি বা যাঁহার বংশাবলীর মধ্যে কেহ কখনও এক কপর্দ্দকও দেশের কার্য্যে দান করেন নাই, তাহার মুখে শুনি—তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের তহবিল তছরূপের কিস্সা, যিনি কখনও পিকেটিং করিতে আপন পুত্র কন্যাকে পাঠান নাই, তাহার মুখে শুনিবে পিকেটারদের নিন্দা, যিনি ভুলিয়াও কখনও হরিনাম করেন না, তাঁহার মুখে শুনিবে

হরিসভা ও বৈষ্ণবদের নিন্দা। নিন্দা না করিলে যেন ইঁহাদের পেটের অন্ন হজম হয় না। নিজেরা কিছু করুন বা না করুন, অপরের নিন্দাবাদ করিয়া নিজের দুষ্প্রবৃত্তি ও মক্ষিকা-বৃত্তির পরিচয় দিতে হইবে।

আমরা চৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন করিতেন, তখন একদল লোক তাঁহাদিগকে ভণ্ড, প্রতারক বলিয়া লোকসমাজে তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইত।

"কেহ বলে এগুলা সকল মাগি' খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ, দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে, আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মালা বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥"

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কত যে কুৎসা নিন্দুকেরা প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অকপট ভক্তদের লাঞ্ছনার অবধি নাই। সংসারে ভাল কাজ করিতে গেলেই দুর্জ্জনদের বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। * * * মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া আছেন আজ বঙ্গদেশে একমাত্র সজীব প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় মঠ। * * * গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ আজ সমগ্র ভারতবর্ষে শাখা প্রশাখা স্থাপন করতঃ হরিনাম-সুধা বিতরণ করিয়া * * * এক বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনে যাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে না, ইঁহারা তাহাই করিতেছেন। একদিকে মায়াপুরে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান উদ্ধার করিয়া ইঁহারা তথায় যে প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, যে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যেমন অতুলনীয়, অন্যদিকে বাগবাজার স্ট্রীটে কাশী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী লেনে যে বিরাট মন্দির ও প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করাইতেছেন, তাহা অনুপম। এরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান হিন্দুজাতির ধর্ম্মে দৃঢ়তা, মহাপ্রভুর চরণে অটল নিষ্ঠা, সূচিত করে। নিন্দুকের দিক, এরূপ সাধু প্রতিষ্ঠান-সমূহের নামেও লোকে মিথ্যা ও অলীক কুৎসা রটনা করে! একটি গাঁজাখোর সাধা কাহারও নাই। কিন্তু কেহ যদি সংসার ও বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে, অমনি তাহার বিরুদ্ধে শত মুখে কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করা হয়! এই কারণেই বাঙ্গালী জাতি জগতের এত পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

মধ্যে অনর্থ ঘটিয়াছিল এবং এই মিথ্যা অনর্থ কলিকাতার একখানি সান্ধ্য দৈনিক পত্রও রটাইয়াছিলেন যে, বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিবসে তথায় উপস্থিত ভক্ত মহিলাদের প্রতি পুলিশ দ্বারা বেপরোয়া লাঠি চালান হইয়াছে। আমরা পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এ সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইরূপ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়াই পর দিবস সংবাদপত্র আবার নিজের ভ্রম নিজেই সংশোধন করিয়াছেন এবং এজন্য ক্ষমা ভিক্ষাও করিয়াছেন। আমরা গৌড়ীয় মঠের অনেক ভক্তকে জানি, চিনি ও বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করি। ইঁহারা সকলেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর নামপ্রেম প্রচার এবং বৈষ্ণব সমাজে আজকাল যে সব দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূরীভূত করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। এরূপ সাধু উদ্দেশ্য যে প্রতিষ্ঠানের সে প্রতিষ্ঠান সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের—শুধু বৈষ্ণব সমাজ কেন, সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতির পাত্র। বঙ্গভূমি আজ অধঃপতিত, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষা ভুলিয়া—বঙ্গভূমি উঠিবে আবার মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়া। মহাপ্রভুর নাম-মাহাত্ম্য সাধুভাবে নিষ্ঠার অন্তরে যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা জনসমাজেরই নমস্য। এই কারণে আমরা আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে যেখানে আছেন, সকলকে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সহিত অকপটভাবে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করি। * * * সাধু সন্ন্যাসীর নামে দোষারোপ ও কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলে নিজেদেরই ক্ষুদ্রান্তঃকরণের পরিচয় দেওয়া হয়।

আমি মঠে যাই কেন ?

(ভক্তিবন্ধু শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

অনেক দিন একঘেয়ে অবস্থায় থাকি; দেহটা মনটা ভাল লাগে না, তাই রুচি বদলাইবার হিসাবে মঠে যাই। দিগ্দিগন্ত হইতে নানাপ্রকার লোকজনের সমাগম হয়, তাহা দেখিতে বেশ লাগে, তাই মঠে যাই। সত্যকথা বলিতে দোষ কি? অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য তৈল, লবণ, চাউল, ডাইল, মরিচ, মশলা ক্রয় করিবার ঝাঁটাও এড়াইতে পারি। অধিকন্তু [illegible] মধ্যে মঠে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ ভোজনে আমি যে একজন নামজাদা মহাপ্রসাদের আদরকারী, তাহাও লোকসমাজে জাহির করিবার সুযোগটা পাই, সেই জন্যও আমার মঠে যাওয়ার প্রয়োজন।

আমি যে একজন মঠের অনুগত শিষ্য বা ভক্ত অথবা মঠবাসিত লোক, একথাটা আমার পাড়াপ্রতিবেশী গ্রামবাসী, দেশবাসী সকলেই জানিয়া রাখুক ও আমাকে সেই প্রকার খাতির করিয়া যশঃ প্রতিষ্ঠাদি দান করুক,—এরূপ আশ টাও আমার আছে, তাই মঠে যাই।

আমি মঠে যাই বটে, কিন্তু মঠের কোন সেবকের সঙ্গ করিবার মত সৌভাগ্য আমার উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমার মতলব ভাল নহে। আমি যাই—আমার নিজের খেয়াল অনুসারে সাধুর ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিয়া লইতে, আর সাধুর নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া রক্ষিত হইতে। তাই মঠে গিয়াও সাধুসঙ্গ হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকি, আর আমার সমশীল বন্ধুদিগের সহিত জটলা পাকাইয়া প্রজল্প দ্বারা সময় অতিবাহিত করি।

আমার অদৃষ্ট আমাকে বঞ্চক ও নিন্দকদিগের কবলে পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই মঠে গেলেও আমার দুর্দ্দৈব বাড়িয়া যায়। আমিও সেই দুর্দ্দৈবকে চিরবরণ করিতে বড় আদর করি, তাই তথাকথিত বঞ্চক ও নিন্দকগণের সঙ্গপ্রার্থী হইয়া মঠে যাইবার অভিনয় করি।

আমি মঠে যাই, আমার বুদ্ধির পরিচয় দিতে। আমার সমশীলদিগের নিকট পরিচিত হইতে বা আমার পরিচয় দিতে তাহা হইলে মূর্খসমাজে খুব বাহাদুরী পাইতে পারি যে, আমি অনেক দেশবিদেশের গণ্যমান্য লোককে চিনি এবং তাঁহারাও আমাকে চিনেন। আমি একজন জবরদস্ত বিখ্যাত লোক, আমার গ্রামে বা দেশে আমার সমকক্ষ লোক আর কেহই নাই।

হায়, পোড়া কপাল! যাহার কপাল পোড়া, তাহার সবই পোড়া। নতুবা এই প্রকার দুষ্ট বুদ্ধির পাঁচ মাথায় খেলিবে কেন? মঠের প্রত্যেকটী সেবক কিপ্রকার ত্যাগের আদর্শ, তাঁহারা 'সর্ব্বাত্মস্নপিত' হইয়া শ্রীগুরুদেবাত্মভাবে কিপ্রকারে গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় নিরত, সময়মত আহার নাই, নিদ্রা নাই, অন্য কোন কার্য্য নাই, সর্ব্বক্ষণ কেবল সেবা। তাহা দেখিবার ভাগ্য আমার হইল না।

হায় অন্ধ চক্ষু! তুমি কি চিরকালই এপোড়া কপালের দোষে অন্ধ থাকিবে? ভক্তগণের পদাম্বুজ স্পর্শে কি তোমার ছানি কাটিবে না?

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১০ই নবেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত লৌহজঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতা উক্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন; সকলেই শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তগণের প্রচারবিষয় উপলব্ধি করিয়া স্বামিজীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন—সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন যে, ভাড়াটিয়া পাঠকগণের মুখোদ্গীর্ণ নামাপরাধ-হলাহল পান করা কিছুতেই উচিত নহে। যাঁহারা সুচতুর ও মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে ইচ্ছা করেন—যাঁহারা কৃষ্ণনাম-প্রেমানন্দে ভাসমান হইতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাদের শুদ্ধভাগবতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

গৌরাব্দ ৪৪৪,

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন হইবে।

আগামী ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে। আপনি সবান্ধবে ও সপরিকরে যোগদান করিলে মঠবাসিগণের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র(গোস্বামী, দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় [illegible] হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির [illegible] প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]হরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, [illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] কতকমিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

[illegible] শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা [illegible] আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, [illegible]মহান ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

[illegible]—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-[illegible]বের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীভক্তিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যানপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিব।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিতানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণভক্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Registered No C ..4

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয় প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সোমবার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

মুমূর্ষু বিনয়কৃষ্ণ

কলিকাতার বহুস্থানে খানাতল্লাস

চট্টগ্রামে পুলিশ

সার সি, ভি, রমণ নোবেল প্রাইজে ভূষিত

দ্বীপান্তরের দণ্ড হ্রাস

সিউড়ি কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সভা

লরী চাপায় পিকেটার নিহত

পার্লামেণ্ট সভায় গুলিবর্ষণ

বোম্বাইয়ে লর্ড মেয়র

ভরপাশায় তারকাটায় যুবক গ্রেপ্তার

বণিকের কপটতা

(শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয় নাই

পঞ্চায়েৎ নামক ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২২শে অগ্রহায়ণের পত্রে স্বর্ণবণিক-কুলোদ্ভূত লৌহব্যবসায়ী—শ্রীনটবর দত্ত শ্রীধাম মায়াপুরের সম্বন্ধে বিষয়ে Travels of a Hindu নামক গ্রন্থের, ২৫, ৩৫ পৃষ্ঠায় পরলোকপ্রাপ্ত ভোলানাথ দত্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত উদ্ধার করিয়া বলেন, প্রাচীন নদীয়া ভাগীরথীর কৃষ্ণনগর সমপারে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণনগর এবং শ্রীধাম মায়াপুর এখনও সমপারে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত দত্তের বাবাজীনির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পারে অবস্থিত থাকায় তাহার যুক্তিতে কপটতা ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু বণিক যুবকের ১২১৭ বঙ্গাব্দের বা ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রমাণ বলিয়া কপটতামূলে নবদ্বীপ সংস্থাপন বা যথোক্তি প্রণালীকে তাৎকালিক বলায় কি যুক্তি আছে, বুঝা যায় না। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান ৩৫৯ বৎসর এবং ১২১৭ সাল ও ৮৯৩ সালের মধ্যে ৩২৪ বৎসর। প্রতি দশ পনর বৎসর ব্যবধানে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং ৩২৪ বৎসর বা ৩৫৯ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলায় যুক্তিতে লেখকদের দৌর্ব্বল্য ও কপটতা ধরা পড়িয়াছে।

প্রবন্ধলিখিতের লিখিত উক্ত বণিক-যুবকের উক্তিটা জলজীয়ন্ত মিথ্যা কথা। উহার বিপরীত কথাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী হইতে আমরা পাঠ করিয়াছি। ভক্তিবিরোধী অনভিজ্ঞ লেখক কালজ্ঞানে অপটু এবং সম্ভ্রমাত্মক-ভাবাবলম্বী। তাহার ঐতিহ্যশাস্ত্র ও ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান না থাকায় সঙ্কীর্ণচেতাদের সেবকসূত্রে বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে মাত্র।

মুমূর্ষু বিনয়কৃষ্ণ

সিম্পসন হত্যার জের

গত শুক্রবারের শেষ সংবাদে প্রকাশ বিনয়কৃষ্ণ বসুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সে এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গিয়া পৌছিয়াছে, কখন প্রাণবায়ু বহির্গত হয় বলা যায় না।

দীনেশ গুপ্তের অবস্থা একটু ভাল। তাঁহার মস্তকে অস্ত্রোপচার করিয়া একটি গুলী বাহির করা হইয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

গত শুক্রবার প্রত্যুষে কলিকাতার স্পেশাল পুলিশ কালীঘাট ৪১ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চুণিলাল মুখার্জ্জীর বাড়ী খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, চুণিলালের বিছানার নীচে হইতে একটি রিভলভার ও কতক-গুলি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। চুণিলালকে গ্রেপ্তার করিয়া অপরাহ্নে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখিবার হুকুম হইয়াছে। চুণিলালের বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। প্রকাশ, রাইটার্স বিল্ডিংস এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে পুলিশ

১২ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী এবং রহিম নামক অপর একটি ক্লার্ক উভয়ে ৩ শত টাকা জামিনে মুক্ত হইয়াছেন। ৬ই তারিখ ফাঁকা আওয়াজ হওয়ার পর বিনোদ বাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাস করেন।

বিনোদবাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীর চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। সুধীর বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নারায়ণ চৌধুরীর স্বীকারোক্তির পর সহরের ২৪টি বাড়ীতে আবার খানাতল্লাস হয়; ফলে কয়েকজন যুবাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোরে ১৯৬ জন আহত

প্রকাশ অমৃতসরের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ১৯৬ জন আহত লোক স্থান লাভ করিয়াছে গত ১০ই ডিসেম্বর পুলিশের লাঠি প্রহারে ইহারা আহত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

স্যার সি, ভি, রমণ নোবেল প্রাইজে ভূষিত

ইকোনমএর এক সংবাদে প্রকাশ স্বয়ং সুইডেন রাজ পঞ্চম গাষ্টেভ, রাজপরিবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং রাজ্যের পদস্থ নায়কগণ ও সুধিগণ কনসার্ট হাউসে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্যার সি, ভি, রমণকে নোবেল প্রাইজ উপহার দিয়াছেন।

নোবেল সমিতির প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন এবং স্টকহলমের প্রসিদ্ধ বাদকগণ মধুর ঐক্যতানবাদন করেন। অতঃপর পদার্থ বিজ্ঞানবিষয়ক সমিতির প্রেসিডেন্ট স্যার সি, ভি, রমণের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গুরুত্ব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন; ইহার পর স্বয়ং সুইডেন রাজ তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে স্যার সি, ভি, রমণকে নোবেল পুরস্কার অর্পণ করেন।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে যুব কেওয়াল সিংএর পক্ষ হইতে "হেবিয়াস্ কর্পাস" যে নূতন দরখাস্ত করা হইয়াছিল, বিচারপতি জাডে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে দশ হাজার টাকা জামীনে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

জামালপুরে খানাতল্লাস

প্রকাশ, রাইটার্স বিল্ডিংসে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জামালপুরের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র গুপ্তের বাড়ীতে গত মঙ্গলবার সকালবেলা দুইজন গুপ্তচর পুলিশ ও স্থানীয় বহু পুলিশ হানা দেয়, প্রকাশ, লেফটেনান্ট কর্ণেল সিমসনের হত্যাকারীদের অন্যতম দীনেশ গুপ্ত উক্ত পোষ্ট মাষ্টারের পুত্র। আরও জানা গিয়াছে যে, দীনেশ গুপ্ত নাকি বিগত কয়েকমাস যাবত ফেরার ছিল, এবং মুন্সীগঞ্জে টেলিগ্রাফের তার কাটা সম্পর্কে তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। খানাতল্লাসীতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

সিউড়ি কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সভা

বিগত ৭ই ডিসেম্বর কংগ্রেস অফিসে অপরাহ্ণ ৩টার সময় বীরভূম কংগ্রেস কর্ম্মীগণের এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। বহু কর্ম্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যে এবং প্রতি[illegible] সংঘ ও প্রত্যেক থানায় একটী করিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্থাপন করা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অতঃপর অধিবেশন স্থগিত থাকে।

জয়পাশায় তার কাটায় একজন যুবক গ্রেপ্তার

জয়পাশা টেলিগ্রাফের তার কাটা সম্পর্কে ঐ গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক যুবককে ২৫০ ধারা অনুযায়ী গত বুধবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে হাজতে উপস্থিত করান হইয়াছিল। কোর্ট তাহার হাজত বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার

গত ১২ই ডিসেম্বর সকাল বেলা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫১ ধারানুযায়ী কংগ্রেস আইন অমান্য সমিতির ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস, এবং শ্রীযুত সুরেন সাহা ও জীবন সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট সময় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

লরী চাপায় পিকেটার নিহত

প্রকাশ গত ১২ই ডিসেম্বর পুলিশ প্রহরায় বিলাতী কাপড় লইয়া একখানি মোটর লরী মুরগী হাটা বাজার হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় পিকেটারগণ তাহার গতিতে বাধা দেয়। তাহাদের একজন লরীর সম্মুখে শুইয়া পড়ে। ফলে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে করা হয়। পরে এদিন অপরাহ্ণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"বোম্বাইয়ে লর্ড মেয়র"

বোম্বাই কর্পোরেশনের সদস্য মিঃ ডি, জি, ডালভী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনের সভাপতিকে এখন হইতে লর্ড মেয়র নামে অভিহিত করা হইবে এবং তদনুসারে বোম্বায়ের মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি আবেদন পাঠাইতে সভাপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ৫০—১১ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

কলাবাড়িয়া ডাকাতির জের

শ্রীযুক্তা সুধারাণী দাসগুপ্তা এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী সুষমা গুপ্তার নামে খানাতল্লাসের ওয়ারেণ্টসহ পুলিশ তাহাদের পিতা শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর সেন এবং শ্রীযুত সুকুমার গুপ্তের পুরান দপ্তরখানার বাটিতে খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ, কলাবাড়িয়ার ডাকাতি সম্পর্কে এই খানাতল্লাস শেষোক্ত মহিলার বাটী হইতে কতকগুলি কাগজ ও পুস্তক পুলিশ লইয়া গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পার্লামেন্ট সভায় গুলী বর্ষণ

ডেনমার্কের পার্লামেণ্ট সভায় অন্যতম মন্ত্রী ষ্টেনোক সমাজ সংস্কারের স্কীম সম্পর্কে যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন একজন কমিউনিষ্ট গ্যালারী হইতে প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করে। ইহাতে পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় আর একজন কমিউনিষ্ট রিভলভার হইতে গুলী করে। সৌভাগ্যবশতঃ ইহাতে কেহই আহত হয় নাই। পরে চারিজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারত সচিবের নামে মামলা

নারায়ণগঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী এবং সিরাজদীঘি থানার অন্তর্গত তালপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রকুমার সরকার গত ২৮শে আগষ্ট মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৫নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে দুই মাস কারাদণ্ড এবং ২৫৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ২৭শে অক্টোবর প্রথমোক্ত দণ্ডকাল শেষ হইয়া যায়। তারপর তিনি জরিমানা দেওয়ার পরিবর্তে এক মাস দণ্ডভোগ করিতে থাকেন। গত ২রা নবেম্বর পুলিশ একখানি ক্রোকী পরওয়ানা বলে খরচা সহ জরিমানার টাকা আদায় করে। কিন্তু প্রকাশ, এই খবর জেল কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে দেরী হওয়ায় শ্রীযুত সরকারকে দমদম স্পেশাল জেলে ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখা হয়। এই ১৩ দিন অধিক আবদ্ধ রাখার জন্য শ্রীযুত সরকার নাকি সপারিষদ ভারত সচিবের নামে ২০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া শীঘ্রই এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিবেন।

কলিকাতায় পিকেটিং

গত শুক্রবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক পগেয়াপট্টি, মল্লিক কাটরা, ক্রশ ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানের বিদেশী বস্ত্রের দোকান সমূহে পিকেটিং করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে আসিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়।

ঐ দিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক চীৎপুর রোডে দুইটী মদের দোকানে পিকেটিং করে। পরে পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ঐ স্থানে কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

লাহোর নেতৃবৃন্দের মামলা

জহরলাল দিবস সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী সংশোধন আইন অনুযায়ী যে মামলা দায়ের হইয়াছিল, ১০ই ডিসেম্বর এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইস উক্ত মামলা বোরষ্টাল জেলে আরম্ভ করেন প্রথম সাক্ষী জেলা কোর্টের কেরাণী; তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণের পর ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী থাকে পণ্ডিত শস্তানম প্রস্তাব করেন যে, প্রধান প্রধান সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রথমে নেওয়া উচিত। এই মামলা দীর্ঘকাল চালান উচিত নহে। মামলা চালানর দোষে আসামীগণ অযথা কষ্ট পাইতেছেন।

দ্বীপান্তর দণ্ড হ্রাস

লুধিয়ানা ট্রেণ ডাকাতি মামলার চৌধুরী সেরজং এবং আরও চারিজন আসামীর আপীল গত ১১ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে শেষ হইয়া গিয়াছে। দণ্ডাদেশের ব্যাপার লইয়া আপীল মঞ্জুর করা হইয়াছিল। বিচারপতিগণ আসামীদের দণ্ড অনেক হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। সেরজং সাহাকসিং হরনাম সিংএর দ্বীপান্তর হইতে দশ বৎসর সশ্রম এবং অপর আট জনের দশ বৎসর হইতে কমিয়া সাত বৎসর দণ্ড হইয়াছে।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১৯শে জানুয়ারী বিহার-উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে প্রথম দিন নূতন সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করিবেন ২০শে জানুয়ারী সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইবে, ২১শে জানুয়ারী ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে, ২২শে জানুয়ারী কমিটী সমূহ নির্ব্বাচিত হইবে।

শ্রীযুত অমর চক্রবর্ত্তী স্থানান্তরিত

গত বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত অমর চক্রবর্ত্তীকে হিজলী জেল হইতে দমদম স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় দিবস যাবৎ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সন্দর্শনার্থ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

আগামী শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে বিবিধ উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। যে সমস্ত ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যাহাতে উক্ত সময়ে বাসোপযোগী হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

ভক্তিবিজয় ভবনে দ্বিতল প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু কর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বাসগৃহ অতীব মনোরম হইয়াছে। তিনি যদিও কর্ম্মজীবনে সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি "নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর আদর্শ প্রদর্শনকল্পে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সামান্য মাত্র কর্ম্মেরও অপেক্ষা পরিত্যাগ করিলেন। আমরা যাহাতে তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

গত সোমবার ২২শে অগ্রহায়ণ জনৈক ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে, তিনি অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমায়াপুরের মত সাধুসঙ্গযুক্ত নির্জ্জন স্থান আর কোথাও নাই। নবদ্বীপের অন্যত্র তিনি বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেও শেষ সময়ে সতত সাধুসঙ্গে ভজনযোগ্য স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি ও তাঁহার বাসোপযোগী স্থান প্রার্থনা করিলেন।

ঢাকা ৯০।২ নবাবপুর রোডস্থ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহোদয় ৯ই ডিসেম্বর তারিখে তার করিয়াছেন,—

ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ বিভিন্ন স্থান হইতে সদলে তথায় পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় এবং নিকটস্থ স্থান সমূহ হইতে বহু লোক প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন এবং পাঠকীর্ত্তন শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহাশয় সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে,—

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ৩রা নভেম্বর হইতে ৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত রামকৃষ্ণগঞ্জ ও লক্ষ্মণপুরে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ লক্ষ্মণপুরের তালুকদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; বহু সজ্জন পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া স্বামিজীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ৫ই নভেম্বর স্বামিজী মহারাজ সম্ভূতগঞ্জবাজারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ যে কাঠ, মাটী, পাথর নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভাষায় যাহা, "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এই বাণীর মর্ম্মার্থ বিশেষ গবেষণার সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীপাদ উদ্ধবদাস সেবাভূষণ মহাশয়ের আন্তরিক সেবাচেষ্টা ফলে প্রতি বৎসর শ্রীমঠের প্রচারকগণ এই স্থানে আগমন করিয়া হরিকথামৃত বর্ষণে সকলকে ধন্য করেন তজ্জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

গত মঙ্গলবার ২৩শে অগ্রহায়ণ পূর্ব্বাহ্নে চন্দননগরের *Excise-Superintendent* ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস সেন এবং তদীয় সহকারী বর্দ্ধমাননিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চরণ সেন মহাশয়দ্বয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট বহুক্ষণ ধরিয়া বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্ম সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ তুষ্ট হন এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তর কিঞ্চিৎ প্রসাদ সম্মান করিয়া পুনরায় আসিবার ইচ্ছা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিসমূহ পরবর্ত্তিকালে প্রকাশ করিবার বাসনা থাকিল।

অগ্নিষ্বাত্ত

সপ্তপিতৃলোকের অন্যতম লোকবিশেষকে অগ্নিষ্বাত্ত বলে। অগ্নিষ্বাত্ত ব্যতীত আরও ছয়টি পিতৃলোক আছে। তাহাদের পরিচয়ে আমরা বর্হিষৎ, সুকালীন, আজ্যপ, সোমসুত, ক্রব্যাদ ও সুকালী, বা সৌম্য, বিম্ন, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষৎ ও আজ্যপ এইগুলিকে পাই।

কপরা-বিদ্যায় নিপুণ জনগণ যে শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বিচার করেন, তাহা পৌত্তলিক দিগের ঘাত প্রতিঘাতে প্রাদেশিক ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে প্রাকৃতত্বের জ্ঞাপক হওয়ায় নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মবাদ-বিচারের অভিনিবেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত যে বিষ্ণুরুচিযুক্তিযুক্ত চিৎস্বরূপ জন্মের কথা অণ্ডোজ্জ্বল হইতে আকর স্থান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই ভাগবতার্কমরীচিমালার যাঁহাদের জড় অর্থসমূহ মাটিয়া প্রাকৃত রাজ্য অতিক্রম করিয়া কার্পণ্য পরিহার করিয়াছে, সেই বিশুদ্ধ সুষ্ঠু ব্রাহ্মণগণ শৌক্রসাবিত্র্য জন্মমূলক প্রাকৃত সাবর্ণিক বিচারে আবদ্ধ থাকেন না।

ব্রহ্মার হৃদয়ে পরেশ শ্রীচৈতন্যদেব যে চিদ্বৈচিত্র্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাই কালে প্রণষ্ট হওয়ায় বেদসংহিতা পারমহংস্য বাণী শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মা মানবজাতির সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবৎ কথিত পাঞ্চরাত্রিক চিন্ময় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসংহিতার পাঠকগণ সেই ব্রহ্মগায়ত্রীর কথা সুষ্ঠুভাবে অবগত আছেন। কামদেবগায়ত্রীর সহিত ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভেদবিচার ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের অচিন্ত্যভেদাভেদবিচারে পরিস্ফুট হইয়াছে। গায়ত্রীমুখে কীর্ত্তনের কথা ব্রহ্মসংহিতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতে যেরূপ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছে, তাহাকেও অগ্নিষ্বাত্ত পন্থগণ আধ্যক্ষিক করিবার বাসনায় একমাত্র শৌক্রপদ্ধতিতে আবদ্ধ করিয়াছেন। ক্রমশঃ তর্কপথ প্রবল হওয়ায় এবং শ্রৌতপথের উদ্দেশ্য পরবর্তী হওয়ায় এবং অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে প্রাকৃত দর্শনে দেখিতে গিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-গণকে প্রাকৃত বুদ্ধি করায় শৌক্র বিচারের দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়াই প্রমাণ করিতেছে। তজ্জন্যই শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য-বৌদ্ধশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও অপ্রাকৃত বস্তুপরতত্ত্বকে গুণাবতার-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমশঃ জড়বাদের দিকে টানিয়া লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।"

কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায় যে কল্পকাণ্ডকে ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিকৃত করিয়া অগ্নিষ্বাত্ত পন্থা সাজেন উহা তাঁহাদের কৃত্রিম ভাবাবেশের পুত্রপৌত্রাদি। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীচৈতন্যশিক্ষার শিক্ষিত জনগণকে নাম-গান গায়ত্রীর উপদেশ বিধান করিয়া তাহাতে বিষ্ণুর অংশিক প্রকাশ অগ্নিদেবতার সপ্তলোলা জিহ্বার ভোগ প্রবৃত্তি দমন করিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকের প্রাথমিকী শিক্ষা লাভ করিলে জানা যায় যে, অর্চ্চনাঙ্গে ভূতশুদ্ধিক্রমে নামভজনের দ্বারা প্রণালীতে শ্রীগৌরসুন্দর দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণতায় বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক ছান্দোগ্য-কথিত পিতৃগণের কর্ম্মকাণ্ডে স্থূল প্রবেশ নিরসন করিয়াছেন। চৈতন্যবাদ সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, তাহাতে মাটিয়া বুদ্ধি অপসৃত হয়। জড় অগ্নিষ্বাত্ত বিচার কখনই নিত্য কল্যাণ আনয়ন করিতে পারে না। অত

কল্যাণ লাভ ভগবদ্‌বিমুখতার পর্য্যায়েই কথিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয়। তাহাতে সাত্বত শঙ্করাচার্য্যের সহিত প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী বৈদান্তিকব্রুবের ব্রহ্মসূত্রের মঠপাদভাষ্যে যে বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, উহাই সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

আম্নায় বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর চ্যুত-গোত্রীয় ঋষিকুলের মাটিয়া-বিচারবৎ কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে বিবদমানীয় অভিজাত শব্দের ব্যাখ্যা বিরুদ্ধ বুদ্ধিতে যে সাম্যের আনুষঙ্গিক ফলরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তৎপাঠের দক্ষিণা হইতেই জীবের মোক্ষদানাদির প্রাকৃত স্মার্ত্তিকতা। উহাকেই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ প্রাকৃত সাহজিকতা বলেন।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত দীক্ষায় দীক্ষিত বলা যাইতে পারে না। শ্রীরূপানুগগণ জানেন যে, আদৌ "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।" গুরুবিদ্বেষী বৈষ্ণববিদ্বেষী অভক্তগণ যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অর্চ্চিরাদি ধূম্রমার্গে বিচরণ করিয়া বৈষ্ণবতা হইতে চ্যুত হন, তাদৃশ অধঃপতন অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণের সম্ভাবনা নাই। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে পৃথগ্‌ধর্ম্মাচরণশীল অন্যাভিলাষী কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকেই বেদের শাখা জানিয়া অনাত্ম-প্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া আধ্যাত্মিকতা লাভ করেন। সুতরাং তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ বিচার শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "প্রায়েণ বেদ তদিদং" শ্লোকের বৈতানিক ব্যাপার সমূহে মাখামাখি করায় পরম সত্য ভগবদ্দাস্য ও বাস্তব জ্ঞান হইতে অধঃপতিত হন। এই পতিতগণ যখন তাহাদের আচার্য্য পিতৃপুরুষগণের বা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুবর্গের উর্দ্ধে নিষ্ঠীবন উৎক্ষিপ্ত করেন, সেই থুথু তাহাদের মুখে আসিয়া পড়িলেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া কদর্থ দর্শনে আত্মানুভূতিরহিত হন। তজ্জন্যই নানা যোনি ভ্রমণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের যোগ্য শ্রাদ্ধ করিতে পারেন না। হরিভক্তি-বিলাস বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ ইহাদের বিচারকে দূরে পরিহার করিবার জন্য প্রাকৃত শ্রবণ ও ভোগের ইন্ধন প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং পিতৃলোকের পূজা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মদান 'যথা তরোর্মূল' শ্লোকেই অচ্যুতেজ্যা বিচারে উত্তর-মীমাংসার সহিত কুতর্ক উপস্থিত করে নাই।

শর্ম্মগণ 'অভিজাত' শব্দের বহু বচন করিয়া ঐ শব্দে ভূষিত হইবার মাটিয়া বুদ্ধিপূর্ণ যে দাম্ভিকতা করেন, তাদৃশ অপাণ্ডিত্যকে গীতা 'সমদর্শী' বলেন না—তাহাদিগকে অক্ষরবেত্তা অচ্যুতসেবক বলেন না। অহঙ্কার ব্রহ্মজীবনের পরম অন্তরায় জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় গৌড়ীয়গণকে যে সাত্ত্বিক ভূষণে প্রদান করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মনিপুণ জাতবেদগণের সহিত বৈষম্যযুক্ত। নবযোগেন্দ্র বা দ্বাদশ জন ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক যে অপ্রাকৃত ভূদেবত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মনীতি ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার শৌক্র সাবিত্র্য-দৈক্ষ্য সম্ভাবনা নাই, দৈক্ষ্যসাবিত্র্য জন্মের উদয় সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে অংক্রান্ত-দৃপ্ত অহঙ্কার নাই। এজন্যই তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব না হওয়া পর্য্যন্ত অক্ষরজ্ঞানবিমূঢ়তা জীবকে কৃপণ করায়। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণ গুণজাত জগতে মাটিয়া বুদ্ধি লইয়া যে শৌক্রসাবিত্রের বিচার করেন, তাহা ভ্রমঃ স্থূল ও অপর বিচার ব্যক্তিগণের বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য।

কদর্থ

জগতে কেহই আপনাকে জ্ঞানহীন ভাবে না। এমন কি, প্রকৃত জ্ঞানহীন, আপনাকে 'জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ' বলিয়া ধারণা করিয়া নিজের মনে নিজে কতই না আকাশকুসুমের গৃহ রচনা করিয়া থাকে। অঘটনঘটনপটীয়সী বিষ্ণুমায়ার ইহাই জগন্মোহিনী শক্তি।

জগতে ব্যবহারিক ভাষা এবং শব্দ ব্যবহারিক কার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। উহা প্রকৃতিজাত, প্রাকৃত বা লৌকিক। ইতরব্যোমে উহার উৎপত্তি। সুতরাং বদ্ধজীবগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে উহা পরিবর্ত্তনশীল মনের মত ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু বৈকুণ্ঠশব্দ অর্থাৎ কুণ্ঠারহিত পরব্যোমে নিত্য বিরাজিত শব্দসকল অপ্রাকৃত। উহা প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নহে; কেবলমাত্র আনুগত্যধর্ম্মে স্বীয় স্বরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈকুণ্ঠশব্দের স্বরূপ জীবহৃদয়ে প্রকটিত হন। শ্রীভগবদ্বাণী সেই বৈকুণ্ঠশব্দময়ী অথবা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত ভগবানের পার্ষদ অথবা সেই পার্ষদগণের অনুগত জনগণের বাক্যও বৈকুণ্ঠ।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃত শব্দ পরিপূর্ণ, পতিতপাবন বৈকুণ্ঠশব্দসমূহ কৃপা করিয়া পতিত তারণের জন্য ইহ লোকে অবতীর্ণ হন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত স্থূলশরীরে 'অহং' বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজের চেতনাত্মার অনুভূতির অভাবে সেই বৈকুণ্ঠশব্দকে ইতর-লোকেরই শব্দবিশেষ বলিয়া ধারণা করে এবং অতিশয় দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অপ্রাকৃত শব্দকে আপনার জ্ঞানের অধীনে বিচার করিয়া সদর্থের পরিবর্ত্তে কদর্থ করিয়া বসে।

অশিষ্টলোককুলকে শাসনের দ্বারা শিষ্ট করিবার জন্যই শাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবানের একান্ত প্রিয় জনগণ শ্রীভগবানেরই বাণীসমূহ পরবর্ত্তিকালের ভাগ্যবন্ত জনগণের জন্য শাস্ত্রাকারে গ্রথিত করেন। ইহাকে আবার মহাজন-বাক্যও বলে। ভগবানের এবং মহাজনগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চেতন বা বৈকুণ্ঠ-বাণীও আবির্ভূত হন। আবার কখনও কখনও বা ভক্ত ভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছার ন্যায় বৈকুণ্ঠবাণীও স্বীয় স্বরূপ অপ্রকট করেন। এই বাণীকে কেহ কলুষিত করিতে পারে না, বরং এই বাণীই জীবের কলুষ নাশ করিয়া তাহার স্বরূপ উদ্বোধন করিয়া দেন।

'আপন লইয়া ভজে, তা'র কৃষ্ণ নাহি তাজে
আর সব মরে অকারণ।"

এই মহাজন-গীতি বৈকুণ্ঠবাণীর কদর্থ আজ যেরূপভাবে হইতেছে, তাহাতে লোকসকল যাতনাময় রাজ্যে অধিকভাবে কদর্থ না যাতনা ভোগ করিতেছে। কামাদি রিপুতাড়িত অন্ধ লোকসকল দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা বৈকুণ্ঠবাণীকে নিজ বশে আনিবার চেষ্টা করিয়া রাবণের ন্যায় সীতা হরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে।

জগতে সকলেই নিরাশ্রিত। কিন্তু মায়া এমনি একটা মোহ প্রদান করিয়াছে যে, নিরাশ্রিত ব্যক্তি অপরের আশ্রয়, পালক প্রভৃতি অভিমান করে। পিতামাতা পুত্রের আশ্রয় হইয়াও তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন না। রাজা প্রজার পালক অভিমান করিলেও জীব স্বকর্ম্মবশে সুখদুঃখ লাভ করে এমন কি চিকিৎসক রোগীর রোগ-নিরাময়-কারক বলিয়া পরিচিত হইলেও রোগীর প্রাণদান করিতে পারেন না। সুতরাং আশ্রয় লইতে হইলে ভক্তেরই চরণাশ্রয়ে সর্ব্বপালক ভগবানের সেবা করিবার উপদেশ শাস্ত্রসমূহ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বারাধ্য। আর সবই তাঁহার আরাধক। কিন্তু দয়াময় প্রভু এত সদয় যে, তিনি নিজের সেবা বিলাইবার জন্য নিজেই ভক্তের বেশে ইহ-জগতে অবতীর্ণ হন। এই লীলাটী তাঁহার অহৈতুকী দয়ার মূর্ত্তাবস্থা। কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় তাঁহার সেবা হইতেও পারে, না হইতেও পারে কিন্তু ভক্তসেবায় একত্রে ভক্ত ও ভগবানের সেবা হয়;—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥
মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ধরে॥

মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥

আবার,—
অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

শাস্ত্র-মহাজন সেবা-নিরত সাধুর আশ্রয়ে শ্রীভগবানের সেবা করিতে বলিলেন, আর ভোগ-নিরত ভোগিকুল অপর ভোগপ্রমত্তের আশ্রয়ে ভোগেরই অধিকতর আবাহন করিবার জন্য নিজের মূর্খতা বিপ্রলিপ্সাকে অবলম্বন করিয়া বৈকুণ্ঠবাণীর কদর্থ করিয়া কালাগ্নির মুখে আপনাকে সমর্পণ করিতেছে।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে গত ২৪শে অগ্রহায়ণ হইতে আগামী ৬ই পৌষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিবেন।

আগামী ৭ই পৌষ মঙ্গলবার দিবস মহামহোৎসব।
সকলে যোগদান করুন।

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব-গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। ভক্তবৃন্দ জনসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৫৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। শুদ্ধবত্ত ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১০। মুক্তিমল্লিকা ভগবদ্গীতা সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। শ্রীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩০। সাধনকণা ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবরাগশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴৫
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সম্মাননাপুষ্ট, নিরপেক্ষ সমালোচক, শুদ্ধজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, ভাষা, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) [শ্রীগৌড়ীয়] মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও গদাধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী(?)পুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীবাম ভাগ দেবধরি।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ রোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারাদেব, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিতে তারতম্য, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও ভক্তিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, গুরু বিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, বর্ণমালার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই— চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ইহাতে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষাষ্টক-শ্লোক-বিবৃতিরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত গোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ. ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ. ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তত্ত্ব ও বিবরণ,। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পৃষ্ঠায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত বীজ সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা।

বাঙ্গালা কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং চক্রবেড়িয়াসল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল।

আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাসরোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মঞ্জন:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধ লয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলাম ৮৲
অর্দ্ধ কলাম ৩॥০
সিকি কলাম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

আপীলের রায় মুলতুবা

সর্দ্দার বল্লভভাইকে অভিনন্দিত

ভাষণ অগ্নিকাণ্ড

বড়লাটের মনোনীত চেম্বার্স অব কমার্সের সদস্যগণ

বাঙ্গালা ছাত্রার কৃতিত্ব

অমৃতসরে পুলিশের লাঠি

পিকেটার নির্য্যাতিত

মধ্যপ্রদেশে ৫১৬ জন কর্ম্মী মুক্ত

পুলিশ প্রহারের মামলা

ব্রহ্মে ভারতীয় চেম্বার্স অব কমার্স এর তার

নানা কথা

আপীলের রায় মুলতুবী

কৃষ্ণনগর জেলের রাজবন্দী শ্রীযুত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি মোট দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়ায়, সেসন জজের নিকট এক আপীল করা হইয়াছিল। আপীলের শুনানী হইয়া গিয়াছে। জজ রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা, প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী কোড়ামলমঠোর পাটের গুদামে গত ১০ই ডিসেম্বর বেলা ২॥০টার সময় হঠাৎ আগুন লাগিয়া বহু টাকার জিনিষ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৫০,৬০ হাজার টাকা হইবে আগুন নিভাইবার জন্য বহু লোক সমবেত হয় ও চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সহরে একটিও দমকল না থাকায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব হইয়াছিল। সহরে বহু প্রসিদ্ধ ও ধনী ব্যবসায়ী থাকা সত্বেও একটীও দমকল না থাকা বড়ই দুঃখের বিষয়। আগুন নিবাইতে যাইয়া শ্রীমান্ সুশীলকুমার দে সরকার ও শ্রীমান সুধীরকুমার রায় চৌধুরী নামক দুইটী যুবক সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

বড়লাটের মনোনীত সদস্যগণ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বড়লাট লর্ড আরউইন কর্ত্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন,—

স্যার জলফকার আলি খাঁ, স্যার আবদুল কোয়াম, মিঃ কে, সি, রায় সি আই, ই, সর্দ্দার বাহাদুর সর্দ্দার জওহার সিং (পঞ্জাবের শিখ), শ্রীযুত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় (বাঙ্গালী) রেভারেণ্ড জে, সি, চ্যাটার্জ্জি (ভারতীয় খৃষ্টান), রায় বাহাদুর এম, সি, রাজা (অনুন্নত সম্প্রদায়) মিঃ আর, এস, শর্ম্মা সি, আই, ই এবং ক্যাপ্টেন সের মহম্মদ খাঁ গাখার।

শ্রমিক, এংলো ইণ্ডিয়ান, এসোসিয়েটেড চেম্বার্স, ভারতীয় সৈনিকগণের পক্ষ হইতে এবং বোম্বাইয়ের একজন সদস্য মনোনয়ন বাকী আছে।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

কুমারী উমা বসু গত বি, এস-সি পরীক্ষায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ১৯৩০ সালের বি, এস সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন।

অমৃতসরে পুলিশের লাঠি

মেসার্স তুলসীরাম করমচাঁদ এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত করমচাঁদ শ্রীযুত চুনীলাল ও শ্রীযুত লাভুরাম সিভিল লাইনে তাঁহাদের দোকান উঠাইয়া নিয়াছেন কিন্তু তথাপিও তাঁহাদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে এ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১০ই ডিসেম্বর প্রাতে ঐ অঞ্চলে বহু দর্শক সমবেত হয় প্রাতে প্রায় ১০॥০ টার সময় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পিকেটিং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তখন শব যাত্রার মত একটি প্রসেসন করা হয়। সেই সময়ে উক্ত কল্পিত শব বাহকগণের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উক্ত জনতাকে তখন চলিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। জনতাকে বিতাড়িত করিবার জন্য, পুলিশ নাকি লাঠি লইয়া জনতাকে আক্রমণ করে, বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে সহরে হরতাল পালিত হইয়াছে।

পিকেটার নির্য্যাতিত

গত ১০ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণকালে বরিশাল গ্রামার দোকানে পিকেটিং করিবার কালে পুলিশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে বিশেষরূপে নির্য্যাতিত করিয়াছেন। আর প্রকাশ, পুলিশ রাজেন্দ্র গাঙ্গুলী এবং সতীশচন্দ্র দাসকে ঐ উপলক্ষে প্রহার বিষম প্রহার করে। রাজেন্দ্র সম্প্রতি ৩মাস কারাদণ্ড ভোগের পর মৈমনসিংহ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

গীতার শিক্ষা

(২)

(শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক)

কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ কর্‌তে হ'লে মহাজনগণ ছয়টী লক্ষণের দ্বারা বিচারের কথা ব'লে থাকেন, নতুবা আমাদের নিজ নিজ ধারণায় তা'তে নানারূপ মতভেদ এসে যাবে।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

কোন গ্রন্থের আলোচনা কর্‌তে গিয়ে ভূমিকায় কি বল্‌ছেন, আর শেষেই বা কি বলছেন, প্রথমে যা' বলছেন, শেষেও তাই বল্‌লে তবে ঠিক তাৎপর্য্য হবে। এই ত গেল উপক্রম ও উপসংহার। তা'পরে অভ্যাস—সেই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কোন্ বিষয়ের আলোচনা ক'রেছেন? লোককে ধারণা করাবার জন্য কোন্ বিষয়টার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ক'রেছেন? অপূর্ব্বতা, ফল—গ্রন্থ-পাঠে কি ফল লাভ হয়? তারপরে অর্থবাদ—প্রশংসা, গ্রন্থমধ্যে সকলের চেয়ে বেশী ভাল কোন্ বিষয়টীকে ব'ল্‌ছেন? আর উপপত্তি—যুক্তিমত্তা, হেতু বা উপায়।—এইরূপে বিচার ক'রলে তবে সঙ্গতি হবে যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি। যদি আমরা ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আলোচনা করি, তবে বুঝ্‌তে পারব যে গীতার কি শিক্ষা দিয়েছেন।

সেদিন আমরা আলোচনা ক'রেছিলাম,—তিনজন লোক সাধুর নিকট গিয়াছিলেন। তাঁরা তাঁর নিকট এক কথাটি শুনলেন, 'রাম চোর নহেন।' কেউ শুনলেন,—'রাম', কেউ শুনলেন—'রাম চোর', আর কেউ বা শুনলেন,—'রাম চোর নহেন।' কেউ আংশিক, কেউ বা সমগ্রবাক্যটী শুনলেন। যিনি সমগ্র কথাটী শুন্‌লেন, তিনিই কেবলমাত্র সাধুর প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌লেন, আর যাঁরা আংশিক শুন্‌লেন, তাঁরা অন্যরূপ ধারণা ক'রে নিয়ে গেলেন। কাজেই তাঁদের মতভেদ হ'য়ে গেল। ঐরূপভাবে গীতার কোন একটা অধ্যায় মাত্র পাঠ ক'রে কেউ বলেন—'গীতায় যুদ্ধের উপদেশ ক'রেছেন, কেউ বা বলেন, কর্ম্মের কথা, কেউ জ্ঞানের কথা, আবার কেউ বা বলেন, ভক্তির কথা। কাজেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় কর্‌তে গেলে সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে ঐ ছয়টী দিক্ বিচার কর্‌লে তবে তা' ঠিক হবে—তার প্রকৃত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে—প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধ হবে।

গীতায় প্রথম অধ্যায় আলোচনায় মনে হয়, তাতে যুদ্ধের কথা বলেছেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন, যে, যুদ্ধের ইচ্ছায় সমবেত হ'য়ে কুরুপাণ্ডবগণ কি কর্‌লেন? সঞ্জয় উত্তর দিচ্ছেন—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর। তারপর অর্জ্জুন বল্‌ছে হে কৃষ্ণ, আমার আত্মীয়-স্বজনগণকে দেখে যুদ্ধের ইচ্ছা হচ্ছে না, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান অর্জ্জুনকে ব'লছেন,—'হে অর্জ্জুন, তোমার এরূপ ক্লীবতা কেন? ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ ক'রে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।' যদি আমরা এই পর্য্যন্ত পড়েই ইতি করি, তাহ'লে আমরা ধারণা ক'রে রাখব কি যে, গীতায় যুদ্ধের কথাই ব'লেছেন। কিন্তু যদি শেষের দিকে গিয়ে দেখি, তা'হলে দেখতে পাই, হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করলেও আমার প্রেরণায় অবশভাবেও তোমাকে তা করতে হ'বে। আবার দেখ্‌তে পাই—'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমারই শরণাগত হও।' 'সর্ব্ব' শব্দে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মও পরিত্যাগ কর্‌তে ব'লছেন। প্রথমে যে যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা ক'রেছিলেন, সেটাও নিষেধ ক'রেছেন। কাজেই কেবল উপক্রম না দেখে উপসংহারটিও দেখতে হবে। উপক্রমে ব'লছেন, তুমি বীর, তোমাতে অনার্য্যজুষ্ট ক্লীবত্ব কেন? আর্য্যগণের আচরণ গ্রহণ কর। তার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মধর্ম্মের কথা বলেছেন। আত্মা কি বস্তু? সনাতন, সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য ইত্যাদি নিত্য বস্তুর আলোচনা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্মের কথা ব'লেছেন,—আমাদের যুদ্ধে কিছু মঙ্গল দেখছি না। যুদ্ধ কর্‌লে কুলক্ষয় হবে। শ্রাদ্ধতর্পণাদি করবারও লোক থাকবে না। কুলক্ষয় হ'লে কুলধর্ম্ম নষ্ট হবে, তাতে অধর্ম্ম আসবে। কুলধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হ'লে নরকে বাস হবে ইত্যাদি। এর দ্বারা আমরা কি শিক্ষা পাই? প্রথমে লোকেরা এই সব নীতিকেই ভাল মনে করেন। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় ভগবান্ দেখালেন, কোন্ জিনিষে অবস্থান ক'রে জাতিধর্ম্ম? দেহে। দেহ ত' থাকে না। "বাসাংসি জীর্ণানি" শ্লোকে ব'লেছেন, একটা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে আর একটা নূতন বস্ত্র গ্রহণের ন্যায় আত্মা একটা পুরাতন দেহ ত্যাগ ক'রে আর একটা নূতন দেহ গ্রহণ করেন। তখন আর পূর্ব্ব দেহের ধর্ম্ম থাকে না, বদলে যায়; সুতরাং ঐ অনিত্য ধর্ম্ম ছেড়ে নিত্য ধর্ম্মের কথা—সনাতন ধর্ম্মের কথা, আত্মার ধর্ম্মের কথা আলোচনা কর। তখন অর্জ্জুন মোহের অভিনয় করলেন। অর্জ্জুন—ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাঁর ত মোহ থাক্‌তে পারে না। মায়া যে ভগবানের সম্মুখে যেতে লজ্জা বোধ করে, সেই ভগবান্ যাঁর সম্মুখে অবস্থিত, তাঁকে মায়া কিরূপে আক্রমণ ক'রবে? অর্জ্জুনের ঐ যে মোহের অভিনয়, তা' কেবল জীবশিক্ষার জন্য। যাত্রার দলে যেমন কোন ব্যক্তি রাবণের অভিনয় করে, সে ব্যক্তি প্রাকৃত রাবণ নয়, কিন্তু রাবণ সেজে এল। যেমন তার অভিনয় শেষ হ'ল, অমনি বাহিরে এলে আর সে রাবণ থাকে না, অর্জ্জুনেরও ঐরকম অভিনয় কেবল জীবশিক্ষার জন্য, প্রকৃত নয়।

শ্রীল জগবন্ধুর নিত্যধাম প্রয়াণে বিরহ-সভা

কলিকাতা গন্ধবণিক মহাসভার উদ্যোগে বিগত ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩০) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজার ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে অবস্থিত নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে স্বধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর বিরহ জন্য দুঃখপ্রকাশোদ্দেশ্যে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের অনুমতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল,—

অদ্য ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু বাবুর বিরহজন্য এখানে শোকসভার আহ্বান করা হইয়াছে। 'জগবন্ধু বাবুর জন্য শোক করা' কথাটী আমি ঠিক মনে করি না, তাঁহার বিরহ-জন্য আমরা দুঃখিত। আমি আরও অধিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়েছি যে, আমরা এই মহাত্মাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই। তিনি যদি আরও কিছুকাল এই মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার একটুকু অবকাশ পাইতাম। শুধু তাহাই নহে, তিনি অধিককাল ইহজগতে থাকিলে তাঁহার দ্বারা যে জগতের আরও কত মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাঁহার অভাবে কেবল গন্ধবণিক কেন, সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী—সমগ্র হিন্দুজাতি আজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আজ উত্তর-কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ একটী পরম পবিত্র মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রিগণ কলিকাতায় মিউজিয়ম, পরেশনাথের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি কত অভেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বস্তু দর্শন করিতে আসেন; কিন্তু গৌড়ীয়মঠ সেই শ্রেণীর কৌতূহলোদ্দীপক কোন পার্থিব বস্তু নহে। এই মঠটী বাস্তবিকই কলিকাতার, শুধু কলিকাতার কেন, সমগ্র পৃথিবীর একটী মহাতীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন এই মঠধামে বৈষ্ণবধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, বৈধধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, বা চৈতন্য-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে—যতদিন এই পবিত্র ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান মহাতীর্থ শ্রীগৌড়ীয় মন্দির জগজ্জীবের গোচরীভূত থাকিবে, ততদিন উহার নির্ম্মাতা ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই জন্যই জগবন্ধু তাঁহার বাড়ীর লোকের কাছে ব'লতেন,—'আমি মরিব না।'

বাস্তবিকই তিনি মরেন নাই—মরিবার বস্তু তিনি নহেন। এখনও তাঁহার সেবাতৎপর কণ্ঠস্বর, এখনও তাঁহার সেবাময় অঙ্গচালনা, তাঁহার গুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম ভক্তির আদর্শ, শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও মৈত্রী তদীয় অন্তরঙ্গ জনগণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভাসমান রহিয়াছে—এখনও তিনি অপ্রকটভাবে ভক্ত-গোষ্ঠীমধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। তাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপ্রবণতা, তাঁহার অকৃত্রিম গুরুভক্তি,

তাঁহার কোন অর্থ-বাঞ্ছা-বুদ্ধি সম্বন্ধ নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ বস্তুতই জগতে অতুলনীয়।

একটি ঘটনা হইতে আপনারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঘটনাটী এই,—আমি একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের গন্ধবণিক মহাজনের মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণের আনুকূল্য-জন্য প্রার্থী হইলে তিনি আমাকে ৬০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তখনই ১০০০৲ টাকা দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমার একটা মনোবাসনা আছে, তাহা পূর্ণ হইলে বাকী টাকা আপনাকে দিব। ঐ টাকা আনুকূল্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানার্থ একদিন আরও কয়েকজন বণিকের সহিত আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আপনি যে টাকা আমাদিগকে আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; কৃপাপূর্ব্বক আপনার প্রতিশ্রুত বাকী টাকাগুলি আজ আমাদিগকে প্রদান করুন। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে বলিলেন,—আমি যে কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতাও যদি স্বর্গ হইতে একটী টাকা লইতে আমার কাছে আসেন, তাহা হইলে আমি করজোড়ে বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিব,—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার এই মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ—আমার প্রাণপ্রতিম গুরুগৌরাঙ্গের এই কার্য্য—আমার নিত্যপ্রভুর এই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইলেই আপনার টাকাটা দিব। আমার প্রভুর এই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত না হইলে প্রভুর একটী পয়সাও অন্য কোন কার্য্যের জন্য কাহাকেও প্রদান করিতে পারিব না।" এই সত্য ঘটনাটী তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই।

ভক্তিপ্রাণ জগবন্ধুর মত মহা উদার ও নিষ্কপট ভক্ত বাঙ্গালাদেশে খুবই কম আমরা দেখিতে পাই, অনেকেই সাধারণ ঠাকুরবাড়ী প্রস্তুত করিয়া পূজারী দ্বারা ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে যথারীতি ঠাকুরের পূজা ও সেবার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হয় না; এমন কি,অধিকাংশ ঠাকুরবাড়ী নানারূপ ব্যভিচার, অনাচার প্রভৃতি শাস্ত্রবর্জিত ও মহাজনের মতবিরুদ্ধ দূষিত আচরণের দ্বারা কলুষিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সমস্ত ঠাকুরবাড়ীতে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের অবস্থান, তাঁহাদের শ্রীমুখে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাদির (অর্থাৎ আচার-প্রচারপরায়ণ নিষ্কপট সাধুগণ এই সমস্ত ঠাকুরবাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা ঠাকুরবাড়ী মুখরিত করিবার) কোন বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু মহাত্মা জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহান্ শ্রীমন্দির ও সেবকগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ—ঠাকুরের অতি অন্তরঙ্গজন যাঁহার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীমন্দির, সেবকগৃহ প্রভৃতি সমস্তই অর্পণ করিয়াছেন। এই সব নিষ্কপট, ত্যাগী, শুদ্ধগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ আচার-প্রচারপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তগণের উপর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত হওয়ায় একদিকে যেমন ঠাকুরের সেবার সর্ব্বোত্তম সুব্যবস্থা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জগতে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ এই পরম পবিত্র মঠালয়ে আগমন করিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবা, তীর্থযাত্রার প্রধান ফল নিষ্কপট সাধুসঙ্গলাভ, তাঁহাদের শ্রীমুখে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত ভগবানের নাম-গুণ লীলাদির শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া এই দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদনের পরম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ

বণিকের কপটতা

(শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয় নাই)

পঞ্চায়েৎ নামক ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২২শে অগ্রহায়ণের পত্রে সুবর্ণবণিককুলোদ্ভূত নবদ্বীপবাসী শ্রীনটবর দত্ত শ্রীধাম মায়াপুরের সংস্থান বিষয়ে Travels of a Hindu নামক গ্রন্থের ২৫, ৩১ পৃষ্ঠায় পরলোকপ্রাপ্ত ভোলানাথ দত্তের স্বমতপুষ্ট্যর্থ উদ্ধার করিয়া বলেন, প্রাচীন নদীয়া ভাগীরথীর কৃষ্ণনগরই সমান্তরে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণনগরের এবং শ্রীধাম মায়াপুর এখনও সমসূত্রে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত দত্তের ভাগীরথী ও জলঙ্গী কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পারে অবস্থিত থাকায় তাহার যুক্তিতে কপটতা ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন.কিন্তু বণিক যুবকের ১২১৭ বঙ্গাব্দের বা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রমাণ বলিয়া পটভূমিতে নবদ্বীপ সংস্থাপন বা স্বকৌশল প্রণালীকে তাৎকালিক বলার কি যুক্তি আছে, বুঝা যায় না। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান ৩৫৯ বৎসর এবং ১২১৭ সাল ও ৮৯৩ সালের মধ্যে ৩২৪ বৎসর। প্রতি দশ পনর বৎসর ব্যবধানে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং ৩২৪ বৎসর বা ৩৫৯ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলার যুক্তিতে সত্যজ্ঞানের দোষাভা ও কপটতা ধরা পড়িয়াছে।

প্রবন্ধবিশেষের লিখিত উক্ত বণিকযুবকের উক্তিটী কলঙ্কীর মিথ্যা কথা। উহার বিপরীত কথাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী হইতে আমরা পাঠ করিয়াছি। ভক্তিবিরোধী অনভিজ্ঞ লেখক কাহারও নে অপটু এবং সত্যপ্রকাশ-প্রার্থী। তাহার প্রতিষ্ঠাশার ও সার্থকতার জ্ঞান না থাকায় সর্ব্বজ্ঞকোবিদের সেবকসূত্রে বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে মাত্র।

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ যশোহর জিলার সাথিকাটি নামক স্থানে চারিদিবস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

ভগবানই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রণেতা। ঋষিগণ, দেবগণও তাহার সন্ধান পান না,—মনুষ্যের ত কা কথা। সেই ধর্ম্ম শুদ্ধ, বিশুদ্ধ এবং গুহ্যতম। কিন্তু যিনি সেই ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহ লাভ করেন। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান অথবা সেই ভগবদ্ধর্ম্মী ভাগবতগণ অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া যাঁহাকে জানান, তিনি ব্যতীত অপরে সহস্র সহস্র প্রচেষ্টা করিলেও সেই ধর্ম্ম জানিতে পারে না। সেই ধর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম যে ধর্ম্ম দেহ বা মনের সুখবিধায়ক ধর্ম্ম নহে।

সর্ব্ববিধ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ সংসারে ধর্ম্মের মহাজন বলিয়া কথিত হইলেও যে ধর্ম্ম লৌকিকধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে; পাপ অপেক্ষা পুণ্য শ্রেষ্ঠ; পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহজগতে এবং পরলোকে সুখপ্রাপ্তির কথা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সুখভোগ, ইন্দ্রিয়ভোগই এবং সেই ভোগ ভোক্তাকে পুণ্যের পরিমাণে ভোগসুখ প্রদান করিয়া পুনরায় সুখের অভাব দুঃখপ্রাপক পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে। সুতরাং পাপ পুণ্য বিজড়িত ধর্ম্ম, কর্ম্মফলপ্রদ ও প্রভু জড়দেহেরই ধর্ম্ম। পাপপুণ্যের অতীত নিত্যাত্মধর্ম্মের সন্ধান তাহাতে নাই। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, লৌকিকধর্ম্মের মহাজনগণ দৈবীমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া জড়দেহকে আত্মজ্ঞানে পুণ্যকর্ম্মপ্রাপ্য ফলশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়া ভোগকর্ম্মপরায়ণ জীবকুলকে অধিকতর কর্ম্মপাশে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন। কর্ম্মমোচনের নিমিত্তই কর্ম্মাচরণ—বস্তুতঃ বেদের এই সত্যার্থ তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। অধিকন্তু করুণাপ্রকাশে জীবের আত্যন্তিক অভাব পূরণ করিয়া পুরাণাদি বলিয়াছেন যে;

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

—এই দ্বাদশজনই সেই ভগবৎকথিত ভাগবতধর্ম্মের মহাজন। ভগবদ্বিমুখ জীবকুল ইঁহাদের কৃপায় সেই গুহ্যতম ধর্ম্ম অনায়াসে জানিয়া নিজে ধন্য হইতে এবং অপরকেও জানাইয়া ধন্য করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুচৈতন্য জীবগণকে এই ধর্ম্মের কথা নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তসঙ্গে স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন। জীবকুল উপযুক্ত সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া সেই অমল ধর্ম্মকে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়াছে। শিষ্যগণের অনুগ্রাহকগণ আজ আপনাদিগকে গুরু অভিমানে সকল ব্যক্তিগণের নিকট সেই ভক্তগণের দোষ প্রদান করিতে যাইয়া উভয় পক্ষে সোপাধিকতার অভাবে অনর্থমুক্তির পরিবর্ত্তে অনর্থসমূহের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া এক মহানর্থ আনয়ন করিতেছে। ফলে—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইলে যাহারা পথে গমনের পরিবর্ত্তে বিপথে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞ, মন্ত্রের কথা-কীর্ত্তনকারী গুরুব্রুবগণ বঞ্চিত শিষ্যাভিমানিগণকে বঞ্চনা করিয়া উভয়েই নরক লাভ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট প্রচারকারী জগদ্গুরু আজ এই বঞ্চিত, ভাগ্যহীন কলিহতজীববৃন্দকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্তেবাসী সেবকগণ আজ সেই বাণী দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন।

স্বামিজী মহারাজের মুখে ভাগবতধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। সত্যব্রত আচার্য্যসেবকের নিকট পরম সত্যবাণী যে এই অঞ্চলে এই প্রথম প্রচারিত হইল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আচার্য্যদেবের এই অযাচিত কৃপার জন্য তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জানাইয়া মধ্যে মধ্যে চৈতন্যবাণী শ্রবণের সুযোগের আবেদন জানাইয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সংখ্যাবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অজ্ঞজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
জেলি— —
নবদ্বীপ

Registered No C ... 4

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিঙ্গি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা পৌষ ১৩৩৭ বুধবার ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

কারামুক্তি

কটকের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্রের পত্নী শ্রীমতী সরলাদেবী ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগের পর কয়েকদিন পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনের পর ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় কাঠজুড়ি নদীর বালিতে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কটকে "জহরলাল দিবস"এর মামলা

গত ১৭ই নবেম্বর "জহরলাল দিবস" উপলক্ষে কাঠজুড়ি নদীর বালিতে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় একটী বিরাট সভার আয়োজন হয়। পুলিশ ঐ সময় ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়, তন্মধ্যে ২২ জনকে ঐ দিনই রাত্রি প্রায় একটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট তেইশ জনের বিচার শেষ হইয়াছে। ফলে, একজনের চৌদ্দ মাস এবং অবশিষ্ট কয়জনের তিন মাস জেল ও জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

স্বদেশী লীগ

বর্জ্জন আন্দোলন ভারতবর্ষে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এক্ষণে আরও অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই আন্দোলন পরিচালন করা প্রয়োজন। তাহা হইলে

কারা:

কটকে 'জহরলাল দিবস'এর মামলা

স্বদেশী লীগ

পাঞ্জাবে ৩৭ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

ধুবড়াতে ৪১৫ বার ভূমিকম্প

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণ

স্পেনে ভীষণ সংঘর্ষ

মাদ্রিদ মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশন

বোম্বাই গভর্ণরের পত্র

রাঁচী সত্যাগ্রহী নির্জ্জনকক্ষে আবদ্ধ

চিরদিনের জন্য স্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। এই সব উদ্দেশ্যে একটী 'স্বদেশী লীগ' প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে গত রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় এলবার্টহলে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় একটী 'স্বদেশী লীগ' স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ও যোগ্য ব্যক্তিকে লইয়া একটী সাময়িক কমিটী গঠিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে ৩৭ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

পাঞ্জাবের নানাস্থানে প্রায় ২০টি ডাকাতি সম্পর্কে ৩৭ জন ডাকাতের বিচার হইতেছে। এই দলের অধিকাংশ মুসলমান এবং শিখ।

প্রকাশ, ঐ ডাকাতরা ৮।৯টী দলে বিভক্ত হইয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামে ডাকাতি করিয়াছে। যেখানে তাহারা গিয়াছে, সেইখানেই মহাজনদের বাড়ীতে তাহারা লুঠ করিয়াছে, কারণ—গ্রামবাসীগণ মহাজনদের নিকটই তাহাদের টাকা ও অলঙ্কার রাখিয়া থাকে। উক্ত দলে বাগ সিং পুলিশের কাছে সব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথানুযায়ী ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোহন সিং ও শাম সিং নামক ঐ দলের দুইজন পাণ্ডা এখনও পলাতক আছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণ

প্রকাশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রকে ৯৪,০০০,০০০ ডলার প্রদান করিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ ঋণ করিয়াছেন এই ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৪,৩৬৮,০০০,০০০ ডলার।

স্পেনে ভীষণ সংঘর্ষ

স্পেনের বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত সরকারী সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ফলে এক হাজার বিদ্রোহী সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ২ লোক হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯ জন বিদ্রোহী নিহত এবং ১১ জন বিদ্রোহী আহত হইয়াছে।

বিদ্রোহী দলের চারিজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ধরা পড়িয়াছেন। সামরিক আদালতে ইহাদের বিচার হইবে।

নারায়ণগঞ্জে বিদেশী কাপড় আমদানী ও বিক্রয় বন্ধ

স্বেচ্ছাসেবকেরা কাপড়ের দোকানগুলিতে আট দশ দিন ধরিয়া পিকেটিং করার পর স্থানীয় কাপড়ের ব্যবসায়ীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে তাহারা বিলাতী বা বিদেশী কাপড় আমদানী করিবে না এবং মজুত বিলাতী কাপড়ও বিক্রয় করিবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক প্রক

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা পৌষ, বুধবার—১৩৩৭

মূর্খের মর্কটতা

'দৈনিক বসুমতী বার্ত্তাবহের ৮২ সংখ্যায় যে কর্ত্তাভজা জাতিক্রব সম্প্রদায়ের শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পত্রের ৮৭ সংখ্যায় উহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদটী বিপুল আয়তযুক্ত, তজ্জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সাধারণ সংবাদ পত্রে ব্যক্তিবিশেষের গাত্রজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য যে অজীর্ণ উদ্গার পাঠকের সারস্বতবিচারকে কলুষিত করে, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ একটু বুঝিয়া শুঝিয়া বাজে কথা বা বিতর্কমূলে যেন তাদৃশ কতকগুলি কথার অবতারণা না করেন, ইহাই সমীচীন।

মর্কট বৈষ্ণবতা কি ?

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীবলাই দেবশর্ম্মার লিখিত "মর্কট বৈষ্ণবতা" শীর্ষক অভিমতের সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তব্য আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের অবৈধ অনুকরণে "বাঙ্গালার যে গণ্ডায় গণ্ডায় নবীন অবতার সমূহ" গণগড্ডলিকার স্থূলমস্ক দ্বারা উদ্ভোষিত হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এতদ্রূপ অবৈধ অনুকরণ জড়প্রতিষ্ঠার তাণ্ডব নৃত্য মাত্র। এই সকল নব্য অবতারবাদের কুতাগুলিকে বিনাশের জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র প্রবল-ভাবে সুদর্শন প্রচারের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র চরিত্রটী আচারপ্রচারময়। গৌরাঙ্গের প্রচারের 'ডামাডোল' তদানীন্তন এক সম্প্রদায়ের হিন্দুত্ব ও কাতরতার দিক্‌ হইতে যে কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা পাই, যখন এই সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি", "মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তাল"। "নিমাঞি নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌর-হরি, হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥" "কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥" প্রভৃতি বলিয়া নিমাইর বিরুদ্ধে বিধর্ম্মী কাজির নিকট পর্য্যন্ত অভিযোগ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং নিমাইকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কতকগুলি হিন্দু বলিয়াছিলেন,—গৌরাঙ্গের প্রচারের ডামাডোলে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে, নগরের শান্তিভঙ্গ হইতেছে, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্ববাসী সকলকেই প্রচারকের কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" যদি ইহাতে প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠার স্পর্শ হইবে বিবেচনা করিয়া কেহ প্রচার হইতে ক্ষান্ত হন, তজ্জন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন, "কভু না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ, পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥" ভগবদ্ভক্তি প্রচার না করিলেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আসিয়া গ্রাস করিবে, আর হরিকথা প্রচারকালে নিরন্তর ভগবৎসঙ্গ হওয়ায় বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায়, তিনি মথুরাতে তাঁহার রূপসনাতন 'সেনাপতি-দ্বয়কে' ভক্তিপ্রচারে আত্মযানের জন্য পাঠাইলেন, নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে বিশেষ ভাবে ভক্তি প্রচারের জন্য পাঠাইলেন, নিজে দাক্ষিণাত্যে দেশে গ্রামে গ্রামে ভক্তি প্রচার করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সুতরাং "গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম-প্রচারের নয় নহে আচারের। উহা সাধনাঙ্গ"—এতদ্রূপ মনঃকল্পিত কথা যিনি বলেন, তিনি গৌরাঙ্গের ধর্ম্মের কোন কথাই জানেন না। হরিকথা প্রচার জীবিতের সাধন ও সাধ্য। শুক-দেবাদি মুক্ত পুরুষগণ ও, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংও সেইরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নানা চার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বলিতেছেন,

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার' নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ,

অর্থাৎ যিনি কেবল আচার করেন, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ উপকারক নহেন, যিনি কেবল প্রচার করেন, তিনিও উপকারক নহেন, যিনি আচার প্রচার উভয়ই করেন, তিনি সর্ব্বগুরু এবং জগতের আর্য্য॥

"শ্রীচৈতন্যদেব মাত্র দেড়জন বৈষ্ণব দেখিয়াছিলেন,—এরূপ কথা বলাই বাবু কোথায় পাইলেন?" শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সমগ্র বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, উত্তরপশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিগণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদিগণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গলীলার সহায়ক মাত্র সাড়ে তিন জন বৈষ্ণব থাকিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রভু দেড় জন ব্যতীত আর বৈষ্ণব দেখেন নাই, তাঁহার অসংখ্য পার্ষদবর্গ অসংখ্য অনুগতবর্গ কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না,—এরূপ বিচার বলাই বাবুর মনগড়া বিচার, সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য ও ইহসৌষ্ঠব পরস্পর বিরোধী বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐশ্বর্য্যপতি শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির, তাঁহার কীর্ত্তনস্থলী, তাঁহার নাটমন্দির, তাঁহার সেবাস্থলী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য ও ইহসৌষ্ঠবশ্রেণীকে গণিত হইবে, ইহা কোন সুধী ব্যক্তিই বলিতে পারেন না। গৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ইহ-পরায়ণতার, ইহ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন-কারী নহে বটে, কিন্তু কৃষ্ণপরায়ণতা, কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার বিরোধী নহে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালার সভ্যতার অভ্যুদয়ের একটা নূতন যুগ রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার দর্শন, বাঙ্গালার কীর্ত্তন, বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য, বাঙ্গলার শিল্প, বাঙ্গলার বিজ্ঞান—সমস্তই নূতন প্রতিভায় ও প্রভায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

"শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মঠ গড়িতে হয় না, সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে হয় না, মেলা মহোৎসব বসাইয়া প্রপাগাণ্ডাও নিষ্প্রয়োজন" হইলে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই কি তবে ঐ সকল নির্দ্ধারিত থাকিবে? এখনও উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর মঠ, সনাতন মঠ, রাধাকান্ত মঠ, গঙ্গামাতা মঠ এবং শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোস্বামী প্রভুর স্থাপিত বিপুল মন্দিরাদি কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম-প্রচারে আচার্য্যগণের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখনও শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি, পত্রিকা, সন্দর্ভ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশের সার্থকতা প্রমাণিত করিতেছে। এখনও পুরুষোত্তমে, শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ হস্তে অনুষ্ঠিত বিবিধ মহোৎসবের স্মৃত্যুৎসব, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রকটকালে খেতুরীতে ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রসিদ্ধ মেলা মহামহোৎসবের কথা বাঙ্গালার প্রামাণিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। এখনও শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুগণের দ্বারা উদ্ভাসিত শ্রীশ্রীরাধাকান্তরাজপতাকা আর্য্যাবর্ত্তেরই একমাত্র কথা যাহা সন্দর্ভ-পাঠকগণের বাক্যে প্রতিফলিত হইতেছে— এখনও শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বোত্তমসম্ভগঠন এবং কাজি উদ্ধারের দৃশ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকগণের চক্ষে প্রতিভাত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রচার "অনুসন্ধানের" প্রমাণিত করিতেছে। একদিন নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ, ঠাকুর হরিদাস সঙ্কীর্ত্তনের যে "অপরাধভঞ্জন" রচনা করিয়া জগাই মাধাইএর ন্যায় দুর্বৃত্তগণকেও বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহা আজও বাঙ্গালার সমাজের মত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখনও উড়িষ্যা যে সদ্গোস্বামিগণের, আচার্য্য-গণের অনুসন্ধান, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সময় সংহারবাদীদের বেদান্ত-বিচারের প্রাক্কালে অনুপ্রবেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গৌরবাক্ষরে খচিত থাকিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ লইয়া বাধা দিবার প্রবৃত্তিকে বিনাশ করিতেছে।

(ক্রমশঃ

শ্রীল জগদ্বন্ধুর নিত্যধাম প্রয়াণে বিরহ-সভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩৭ সংখ্যার পর)

ইতঃপূর্ব্বে আমি আর একবার যখন এখানে আসি, তখন এখানকার বাহ্য-প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এখানের ভেদাভেদ, এমন কি, এখানকার বায়ু পর্য্যন্ত হরি-গুণগানে মুখরিত থাকায় আমি যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম এই শ্রীমন্দিরের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যে কত বড় মহাত্মা, কত বড় সাধু ছিলেন, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। আজ আমরা শুধু গঙ্গাতীরস্থ-জাত কেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি, সমগ্র পৃথিবী পর্য্যন্ত তাঁহার মহত্বের জন্য ধন্য, শাস্ত্রেও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্॥

অর্থাৎ যে কুলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, সে কুল পবিত্র, তদীয় জননী কৃতার্থা এবং বসুন্ধরা ধন্যা হন, আর তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের বংশে একজন বৈষ্ণবপুত্র প্রকটিত হইয়াছেন দেখিয়া পরমানন্দে স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের প্রাথমিক জীবন ও গৌড়ীয়মঠের সহিত তাঁহার সংস্রবের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, তিনি গ্রাম্য প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করার পর নিজে স্বগ্রামে ছোট একটা দোকান দিয়া তাহাতে প্রত্যহ ২০।২৫ টাকার জিনিষ বিক্রয় করত পিতা ও অগ্রজগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নিজেদের দোকান থাকা সত্ত্বেও নিজে নিজে দোকান করিবেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই স্বাধীনতা ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ১৪৲ টাকামাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি কলিকাতা চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া নিজের অধ্যবসায়-বলে জার্ম্মান সিলভার গহনা তৈয়ার ও কাঠের কৌটাতে জে, বি, ডি, মার্কা কালির প্রচলন করিয়া উহা বিক্রয় করত তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা রামকৃষ্ণ লেনে একটী বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। আমি একদিন তাঁহার ঐ বাড়ীতে আসিয়া গৌড়ীয়মঠের কয়েকজন সাধুকে পাঠ-কীর্ত্তন করিতে দেখি। তখনই আমি তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়াছিলাম।

কিছুদিন পরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ একবার তাঁহার স্বগ্রামে বানারীপাড়ায় হরিকথা প্রচারের জন্য গমন করেন। তখন জগবন্ধু তাঁহাদের মুখে শুদ্ধবৈষ্ণব-কথা শ্রবণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'জৈবধর্ম্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই গৌড়ীয়মঠের সাধু-মহাত্মাদের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। গৌড়ীয়মঠের 'আচার-প্রচারপরায়ণ শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ, সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ যে কত উচ্চ ও পবিত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল যে, গৌড়ীয়মঠ একটী পরম পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র, এখানে সত্যসত্যই সাধু-বৈষ্ণব আছেন। ইহা জগবন্ধুর অর্থ এবং গৌড়ীয়মঠের বিমল ধর্ম্ম প্রচার—এই দুইটী মিলিয়া এই মহান্ প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী হইয়াছে। ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু যে কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রকটাবস্থায় আমি অনুভব করিতে পারি নাই বলিয়া এখন বড়ই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইতেছি।

এই সভাতে আমার আরও একটী বক্তব্য বিষয় এই যে, আজ আমরা মহাত্মা জগবন্ধুর বিরহে যে দুঃখ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে যদি আপনাদের সকলের সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়টী ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর সহধর্ম্মিণীর ও আত্মীয় স্বজনগণের নিকট প্রেরিত হউক। ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধে এই সভার কাহারও কোন কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে পারেন। যাঁহার বিরহে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, আসুন, আজ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

অনন্তর সভার পক্ষ হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত হারেন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর মত এমন একজন নিষ্কপট সাধু মহাত্মার সজ্জনের সুযোগ পাইয়াও তাঁহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি যে আজ কতদূর দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা ভাষায় বর্ণন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। যেদিন এই মঠ-প্রবেশের বিরাট শোভাযাত্রা আমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসে, সেদিন আমি ভক্ত ও ভগবানের সেই অপূর্ব্ব সম্মেলন-শোভা সন্দর্শনে অন্তরে যেরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, এই শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ নাটমন্দির, সেবকখণ্ড প্রভৃতি দর্শন এবং উহাতে এত সংখ্যক পরমার্থানুশীলনকারী নিষ্কপট সাধুর অবস্থান লক্ষ্য করিয়া আজ তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সদ্গুরু-লাভের ফলস্বরূপ ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু মহাশয় আজ এই অদ্ভুত কীর্ত্তি রচনা করিয়া জগজ্জীবের আত্যন্তিক কল্যাণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। আমি বলি, এই সুমহান্ কার্য্যের জন্য মহাত্মা জগবন্ধু যেরূপ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, তদপেক্ষা যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের প্রেরণায় তিনি এই অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারা আরও অধিক ধন্যবাদার্হ। কারণ, এজগতে জগবন্ধুর মত বা তদপেক্ষা বড় ধনী, ক্রোড়পতিও অসংখ্য আছেন, কিন্তু কই, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি এরূপভাবে সর্ব্বস্ব দিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার সৌভাগ্য লাভ ও জগতের জীবের আত্মকল্যাণের প্রধান উপায়স্বরূপ এতেন সুবিশাল সুরম্য মন্দির, নাটমন্দির, সেবকখণ্ড প্রভৃতি উদ্ভাবন করিবার বল অন্তরে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রকৃতির দৃশ্য

(প্রাপ্ত)

মাতার ক্রোড়ে লালিতপালিত শিশু মাতাকে যেমন অধিক ভালবাসে, ভক্তি করে, বিরাট প্রকৃতির স্নেহে পরিপালিত পরিবর্দ্ধিত পৃথিবীর সকলেই সেইরূপ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যাবতীয় দৃশ্যকে আদর করে।

সেদিন বৈকালে আমরা ষ্টীমারে যাইতেছি। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে পার্শ্বের পর্দ্দা তুলিয়া প্রকৃতির দৃশ্য দেখিবার বাসনা হৃদয়ে জাগরূক হইল। এমন সময় হৃদয়ে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বলিয়া দিলেন,—হে অবোধ! প্রকৃতির দৃশ্য ত তুমি অনাদিকাল হইতেই দর্শন করিতেছ। কিন্তু সে দর্শনে তোমার দর্শনপিপাসা কি মিটিতেছে, না উত্তরোত্তর পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে? প্রকৃতির দৃশ্য-দর্শনকারী তুমি কে? এবং কি জন্যই বা দর্শন করিতেছ?

কুদ্রষ্টা আমি—বঞ্চিত আমি, অমনি আমার অধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশবাণী স্মরণ না করিয়া পারিলাম না। মনে হইল, তাই ত, এই যে বিরাট প্রকৃতি দৃশ্যরূপে আমার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত, ইহা কি আমাকে ভোগ্য দিতেছে না—বঞ্চনা করিতেছে না? যখনই কিছু দেখিতেছি, অমনি সেই দৃশ্যের দ্রষ্টা আমি এবং তাহা আমার দর্শনের বস্তু,—এই ভাব মনে হইতেছে। দর্শনকারিসূত্রে আমি দর্শন করিতে গিয়া আমার ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসিতেছি অর্থাৎ আমি প্রকৃতির পতি, আর প্রকৃতি আমার ভোগ্যা। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, প্রকৃতির দৃশ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন বস্তু আমার দেহাভ্যন্তরের কোন বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। আমার দেহ জড়—চেতনহীন, আর দৃশ্য-প্রকৃতির দর্শনীয় বস্তুগুলির বাহ্যাবরণও জড়। কিন্তু জড় যে অপর জড়কে আকর্ষণ করিতে অক্ষম। তবে কোন্ অজানা চেতন অপর অজ্ঞাত চেতনকে টানিতেছে?

প্রভুর উপদেশ হৃদয় জুড়িয়া বসিল। ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ বৃহচ্চেতন বস্তু, আর আমরা তাঁহারই অংশ। সুতরাং সেই চেতনই ত' চেতন আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু আমার ভোগময় কুদর্শন সেই চেতন বস্তু এবং আমার নিজ দর্শনে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছে। বড়ই দুঃখ উপস্থিত হইল। মনের দুঃখে পতিতপাবন প্রভুপাদের চরণ স্মরণ করিলাম,—প্রভো! আমার কি এই কুদর্শন ঘুচিবে না? প্রকৃতিপতি সাজিয়া প্রকৃতির প্রকৃত দর্শনে বিমুখ হইয়া কতবার কত সাজেই না এই প্রকৃতির রাজ্যে যাতায়াত করিতেছি। প্রভো! প্রকৃতিভোগ বা প্রকৃতি ত্যাগের স্পৃহা হৃদয়ে স্থান দিবার সুযোগ যেন আর না হয়। ওহে দুরিতদমন! আমার দুর্গতি দর্শনে আপনার এই বিশ্বে অবতরণ। সুতরাং আমার দুর্গতি বিনাশ করিয়া—চক্ষুদান করিয়া আপনারই আনুগত্যে সর্ব্ববস্তু দর্শনের সুযোগমাত্র প্রদান করুন।

প্রভো! আমি দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনের একত্বপ্রয়াসী নহি। আমি কেবল নিত্য বস্তুর নিত্যদর্শনের প্রার্থী। আপনি জীবের অনিত্য উপলব্ধি ঘুচাইয়া নিত্যত্বের উপলব্ধিতে নিত্য প্রকৃতির দৃশ্যগুলি সেবাবুদ্ধিতে—প্রভুর পূজোপকরণ বুদ্ধিতে দর্শন-প্রদাতা। সুতরাং আমাকে এই কৃপা করুন যেন—

তোমার কৃপায় প্রভো! এ অধম ভায়।
সুদর্শন লাভ করি' যায় মায়া-পায়॥
আপন প্রকৃতি দেখি তোমার দয়ায়।
প্রকৃতিপতিকে সদা দেখি বিস্ময়॥
প্রকৃতির দৃশ্য দেখি' প্রকৃত দর্শনে।
সতত আকৃষ্ট রহি তোমার চরণে॥

নিমন্ত্রণ পত্র

(আসামী ভাষায় লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোয়ালপাড়া

তাং ৩০ আষাঢ় ১৩৩৭

বিপুলসম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

মহাশয়, অত্র পুঃ মাঘর ৯ আরু ১০ তারিখে আসামর কামরূপ জিলার অন্তর্গত বজালী পরগণার পিপিলা গাঁওত এইবার 'আসাম বৈষ্ণব সম্মিলনীর' দ্বিতীয় অধিবেশন পাতা হব। অনুগ্রহ করি এই সভার আলোচনাত যোগদান করি আমার উৎসাহ বঢ়ায় যেন, নিবেদন ইতি।

সভার আলোচ্য বিষয়—শুদ্ধ আরু বিদ্ধ বৈষ্ণবমতর পার্থক্য বিচার।

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম-রক্ষক

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃহৎমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি /০
২৮। গীতাবলী /০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ /০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশতক /
৩৩। অর্থপঞ্চক /০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৮০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীয়ম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী /১
৬৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীব একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈদিক মনীষা-প্রকাশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, উপাসনা, ভক্তিবাদী ও ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও শুষ্কজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পঞ্চমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় প্রণালী শ্রৌতপথ, পরিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাবে কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের স্বল্প জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-পাদ-মনোমধু-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার বিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মানবের এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাঙ্কেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, । বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ॥৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

মূর্খের মর্কটতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩৮ সংখ্যার পর)

"যেখানে 'অরগ্যানি-জেসন্', সেখানেই আচারহীনতা, সেইখানেই প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা"—এই অসংযত উক্তির দ্বারা কি লেখক হিন্দুধর্ম্মের সৎপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ করেন নাই? অরগ্যানিজেসন কি কেবল মায়ার রাজ্য বা জাগতিক রাজনীতিক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে? সম্রাট্ পুরুষোত্তমের রাজ্য বিশ্বগুরুর রাজনীতিতে তাহা নিযুক্ত হইবে না? যদি এরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আমরা লেখকের ধর্ম্মালোচনার দরিদ্রতাই প্রতিপন্ন করিবে। বলাই বাবুর মতে মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এক বড় রকমের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরি মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ এবং উত্তরে জ্যোতির্ম্মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য উড়ুপিতে সোদে মঠ, কৃষ্ণাপুর মঠ, কাণুর মঠ, অদমার মঠ, পুত্তিগে মঠ, শীরুর মঠ, পলমার মঠ, পেজাবর মঠ এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই বিভিন্ন মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শূকরী-বিষ্ঠার প্রার্থী ছিলেন—এরূপ উক্তি বলাই বাবুর পক্ষে কতটা শোভনীয়, সুধীগণ বিচার করিবেন। গজপতি প্রতাপরুদ্র, সোয়াই জয়সিংহ মহারাজ বীরহাম্বীর, মহারাজ ভজদেও বাহাদুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, মহাপ্রভু, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সময় ধর্ম্ম-প্রচারে মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণে কিরূপ আনুকূল্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই গৌরাঙ্গদেবের উপদেশ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতির দ্বারা বহু মঠ মন্দিররূপ ভক্তিপ্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তিসাহিত্য প্রচার করাইয়াছেন। বলাই বাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গ কোন সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা করেন নাই, বরং তাঁহার অমূল্য ভাষ্যভাষ্য জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।" বলাই বাবুর এইরূপ উক্তি সুধীসমাজে হাস্যাস্পদ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেরণায়ই বিপুল গৌড়ীয়-সাহিত্য-সৌধ বাঙ্গালার বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে। "নিমাইচন্দ্র তাঁহার অমূল্য ভাষ্য জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন"—এরূপ কিম্বদন্তী কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আর যদি এ কথা সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তিনি লৌকিক ভাষ্যগ্রন্থ জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন দিয়া পরিবর্জ্জনের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজ ভক্তবৃন্দের দ্বারা জগতে ভক্তিসাহিত্য প্রচার করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১ম, ১৯শ ও অন্ত্য ১ম পরিচ্ছেদ পাঠে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে ভক্তিশাস্ত্র লিখিবার জন্য নানা প্রকার উপদেশ এবং বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপকে ভক্তিসাহিত্য রচনা করিবার জন্যই আদেশ করিতেছেন। বৃন্দাবনবাসকালে শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভু চারিটী কার্য্যের ভার দিলেন,—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র রচনা, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরের সেবা সংস্থাপন এবং (৪) অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি প্রচারণ—"ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র কর নিরূপণ। লুপ্ততীর্থ সব তাহা করিহ প্রচারণ। কৃষ্ণসেবারসভক্তি করিহ প্রচার।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই চারিটি আজ্ঞা পালনের জন্যই বাঙ্গালায় কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিষ্কপট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, মহাপ্রভুর ঐ আজ্ঞা চতুষ্টয়ের অন্যতম লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর লুপ্ত আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর প্রচারের আবশ্যকতা। "আমার মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি" মহাভাগবতের এই উক্তির ছলনা লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র অধিকারকে বিপর্য্যস্ত এবং শ্রীভগবদর্চ্চা ও শ্রীধামসেবায় বিমুখ হইলে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা হইবে।

আধুনিক আহঙ্করণিক অবতার-বাদের আখড়াসমূহ ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ অমর্য্যাদা ঘটাইতেছে। অবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল আত্মধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইলেই ভূসুরগণের মর্য্যাদা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অতুলনীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা সহজ-গতিক অদৈব বর্ণাশ্রম এবং প্রচ্ছন্ন বিষ্ণুবিদ্বেষে জগৎ রসাতলে চলিয়া গেল: যাহাতে গ্রাম্য-সাহিত্য-প্রচার বন্ধ হয়—গ্রাম্য সংবাদপত্র পাঠে যাহাতে লোকের রুচি ধাবিত না হয়, তজ্জন্যই বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-পূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্রের বহু বহু সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাস্করবিদ্যা, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও উপকরণগুলিকে যদি চৈতন্য সেবায় নিযুক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে উহা অচৈতন্যের সেবায় নিযুক্ত হইয়া মর্কট বৈষ্ণবতা ও মর্কট সাধুতা বৃদ্ধি করিবেই করিবে। হরিকথা প্রচার বন্ধ করিয়া—কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভজনানন্দীর ছলনায় ইতর বিষয়ে অভিনিবেশই মর্কট বৈষ্ণবতা ও ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠার পিপাসা।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয়-প্রশস্তি

হে মোর চিত্ত! এ মহাতীর্থে
জাগরে ধীরে।
শ্রীগৌড়ীয়ের মহা মিলনের
বারিধি-তীরে॥
ভক্তি-ভাগীরথী আনিলেন যিনি
মরুভূ এ ধরায়।
যাঁর কৃপা-ধারা প্লাবিত ধরণী
বন্দনা করি তাঁয়॥
ভুলে যাও ব্যথা, মৃত্যু, শোক,
ভুলে উদিত অমৃতালোক,
হরিনামধনে হের শোভাময় হরিভক্তিরে
শ্রীগৌড়ীয়ের মহা মিলনের
(কৃপা) বারিধি-তীরে॥
নানাবিচিত্র ধর্ম্মযাত্রী নর,
কত পাহ পথহারা।
অধীর পরাণে এল যে হেথায়
(সেবা) সমুদ্রে হল হারা॥
যত কর্ম্মধারা যতেক ধর্ম্ম
বিশ্বজনের বিক্ষিপ্ত মর্ম্ম
আকুল আবেগে আসিছে ধাইয়া
জুড়াইতে বেদনারে।
নিখিল প্রাণের মিলন-তীর্থ
ভক্তি-বারিধি-তীরে॥
হেথা নিশিদিন, বিরামবিহীন
নামকীর্ত্তন-ধ্বনি।
তৃষ্ণা-পীড়িত এ মরুরাজ্যে
বিতরে পরশমণি॥
বাজে গৌড়ীয়-বিজয়শঙ্খ
দুষ্ট-চকিত সুর।
দিগ্দিগন্ত সচকিত করি'
জাগায় সকল পুর॥
আসিছে সবাই লয়ে উপহার।
টুটিছে জীবের মায়াঘুম ঘোর—
করি 'আত্মনিবেদন, লবে মহাধন,
যাবে না চলে'।
সমবেত সবে মহামিলনের
পতাকাতলে॥
বিষ্ণু-পাঞ্চজন্য উঠিছে—ফুকারি'
আজো যে রয়েছে সংশয়ে পড়ি'
বন্ধন ছিঁড়ি তারাও আসিয়া
দাঁড়াবে ঘিরে।
শ্রীগৌড়ীয়ের মহা মিলনের তীর্থ-তীরে॥
বহু দেবতায় পূজি সবে হায়!
এক প্রভু না পূজিয়া।
যাঁর কৃপাবলে সব ভেদ ভুলে
মিলিত বিশাল হিয়া॥
যাঁর আহ্বানে উন্মাদ-প্রায়
ভ্রান্ত মানব আজ॥
বিশ্বপতির সেবাসাধনায়
নিয়োজিল সব কাজ॥
নমি পুনঃ তাঁর গুরুদেবতায়
(ভরি) শ্রদ্ধাভরে
গৌড়ভূমির সেবাসাধনার তীর্থতীরে॥
প্রেম-যমুনার শীতল প্রবাহ
উদার গঙ্গাধারা।
যাঁর দয়া-বলে এক হল আজি
ভেদিয়া পাষাণ-কারা॥
নত করি' শির, জুড়ি' দুই পাণি,
নমি সেই মহাজনে।
তৃষিত বিশ্বে বিতরেন যিনি
সন্তাপহারী ধনে॥
বিশ্ব-সভার নানা দর্শন
কত না যুক্তি, তর্ক, বাঁধন,
গৌড়ীয়-আভা, সুদর্শন-প্রভা
সহিতে নারে।
(তাই) যত নব মত, সব অবনত
শ্রদ্ধাভরে॥
কত কবি, আর শিল্পী কতেক
(আজ) মিলিয়াছে এক ঠাঁই।
(গাহে) ললিত ছন্দে, পরমানন্দে
হরষের সীমা নাই॥
(যাঁরা) অর্ঘ্য বহি' এসেছেন ছুটিয়া
শ্রীগৌড়ীয়-সভা-স্থলে।
(দিতে) চিত্ত, বিত্ত শুদ্ধাপ্ত
শ্রীগুরুচরণ-মূলে॥
(আমি) নমি নত শিরে পদে তাঁ' সবার
বন্দি সব বৈষ্ণবেরে।
ধূলায় লুটায়ে মাগি কৃপা-কণা
সেবাতীর্থের তীরে॥
হে মোর চিত্ত! এ মহাতীর্থে
জাগরে ধীরে।
শ্রীগৌড়ীয়ের মহা মিলনের
বারিধি-তীরে॥

শ্রীঅপর্ণা দেবী

আত্মীয় কে ?

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

সংসার-মায়ামুগ্ধ আমরা আত্মীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত। আমার পুত্র অমুক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, আমার জামাতা অমুক জেলার ডেপুটী পুলিস ইন্সপেক্টার, আমার ভ্রাতা অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গণিতাধ্যাপক, আমার কন্যা অমুক জেলা-কংগ্রেস-কমিটীর মহিলা সত্যাগ্রহীদলের অধিনায়িকা, আমার পিতৃদেব অমুক নৃপতির রাষ্ট্র সচিব ছিলেন, খুল্লতাত মহাশয় চিরস্থায়ী প্রজা-স্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে একজন অগ্রণী ছিলেন, এই প্রকারে আমরা নিখের সর্ব্বত্র আমাদের দেহ-সম্পর্কীয় পরিজনবর্গের পরিচয়-পত্র বিজ্ঞাপিত করিতে একান্ত উৎসুক হই। হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ স্বজনদের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে আবেগভরে অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। এই সকল ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহের পাত্র-পাত্রী পরিজনগণ যদি মর্ম্মন্তুদ আচরণ দ্বারা ভীষণ ক্লেশ প্রদান করে, তথাপি স্নেহান্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি তাদৃশ রুষ্ট হইতে পারি না, মনকে প্রবোধ দিই, আমারই কর্ম্মফল ভুগিতেছি, উঁহাদের দোষ কি ? কালক্রমে যখন তাঁহারা মৃত্যুকবলে পতিত হয়, তখন আমরা আত্মীয় পরিজন-বিরহ-ব্যথায় পীড়িত হইয়া শোকাবেগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকি; দিবাকর প্রতিদিনের ন্যায় দিনমণি-কিরণে জ্যোতির্ময়ী থাকিলেও আমাদের নয়নমণি-সদৃশ প্রিয়জনাভাবে যেন সমুদয় আলোক নিভিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। কখনও বা দুঃসহ শোকবেগে অক্ষম হইয়া উদ্বন্ধনে কি হলাহল-ভক্ষণে প্রাণান্ত আনয়ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া পড়ি।

যাহারা দৈব বিড়ম্বনায় আত্মীয়স্বজন-বর্গকে অসময়ে হারাইয়া জগতে একাকী বাস করে, তাহাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া আমরা কত সময় কত সকরুণ বাক্য প্রয়োগ করি এবং প্রাকৃতজনো-চিতরূপে হইয়া সদয় আচরণে প্রবৃত্ত হই, আবার কোন সময় ঐ প্রকার অপুত্রক বন্ধ্যাতুল্য ব্যক্তির মুখদর্শনে পাপ হয় বিবেচনা করিয়া যতদূর পারি ব্যবধানে থাকিতে চেষ্টা করি। পরিবারস্থ পরিজন-বর্গের প্রতি ত' স্বাভাবিক নিয়মে স্নেহাসক্ত হইবারই কথা, এমন কি, যদি পুত্র-কন্যা-দৌহিত্রাদি নাহিও থাকে তবে, তবে স্বপালিত গাভী-মার্জ্জারাদিকেও অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়া 'আত্মীয়তার স্পৃহা' মিটাইয়া থাকি! আমাদের হৃদয়স্থিত স্নেহমমতার ধারা কাহারও প্রতি ন্যস্ত না করিয়া যেন আমরা একটুও স্থির হইতে পারি না!

আমাদের বদ্ধাবস্থার দেহমনের ধর্ম্মই প্রবল রহিয়াছে, তাই দেহমনের প্রীতি-বিধানকারী যাহারা, তাহাদিগকে স্বজন বা আত্মীয় নামে অভিহিত করি। দেহমনের প্রয়োজন-পরিপূরক তাহাদের সঙ্গেই আমাদের সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতেছি, তথাপি ভ্রমবশতঃ তাহাই আত্মার প্রয়োজনীয় কার্য্য মনে করি।

বৈকুণ্ঠ হইতে আগত আমাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ উপদেশ করিতেছেন যে, 'আত্মীয় শব্দের মুখ্য অর্থ অন্য প্রকার, বর্ত্তমানে আমরা 'আত্মীয়' বা 'স্বজন' শব্দে যে অর্থ জ্ঞাত হইতেছি, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আত্মার সম্পর্কে সম্পর্কিত হইলে সমুদয় চেতন প্রাণী পরমাত্মার অংশ, এই সূত্রে, বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীব আমাদের আত্মীয়। তখন আর আমরা কেহ কাহারও প্রতি হিংসা বা প্রাকৃত মমতায় আবদ্ধ হইয়া অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত হই না। সমুদয় প্রাণীর এই আত্মার নিত্য আত্মদৃষ্টি লাভ হইলে আধুনিক জগতের 'ধনিক-শ্রমিক সমস্যা', 'সাম্প্রদায়িক', 'অস্পৃশ্যতা' সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি অশেষবিধ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তখন আর উচ্চবর্ণাভিমানে বিদ্যা সভ্যতাভিমানে প্রমত্ত হইয়া 'কালা আদমী' বলিয়া আফ্রিকান ও ভারতীয়গণকে ঘৃণা করি না, বা অস্পৃশ্যজ্ঞানে 'পারিয়া'র ছায়াস্পর্শে স্নান করিতে দৌড়াই না! "কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।" এই বাস্তব বাণী অনুসারে, কেহ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে মান্য করুন বা অবাধ্য ভৃত্যের আচরণ গ্রহণ করুন, তাহা সত্ত্বেও সকল জীবের অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই অগণিত জীববৃন্দের একমাত্র প্রভু। আমাদের নিত্য ভগবদ্দাস্যবৃত্তি যখন উন্মেষিত হয়, তখন আর আমরা শুধু প্রাচীর-পরিবেষ্টনে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গৃহের সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বা সুখদুঃখভোক্তা দেহমনসম্পর্কিত জনগণকে আত্মীয় বলিয়া সেবা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না, তৎকালে দয়াল প্রভুর অসীম করুণার বার্ত্তা প্রদানকারী, করুণাবিগ্রহস্বরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তদীয় আজ্ঞা শিরে ধারণপূর্ব্বক ভবদাবানল হইতে বিশ্রাম পাইবার জন্য জগদ্বাসী প্রতি আত্মীয়ের চরণে বলিয়া থাকি—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণশিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥"

অহৈতুক কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন, একমাত্র কৃষ্ণই যে নিখিল জীবের প্রকৃত জনক, আত্মীয়, ধনবিত্ত ও প্রাণ স্বরূপ এই অমল জ্ঞান উদিত হয় না। যখন শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের একান্ত প্রিয় ভাগবত বর্গের শ্রীমুখনিঃসৃত মঙ্গলবাণীতে আমরা প্রকৃত আস্থা স্থাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তখন জানিতে পারিব যে, দেহমনের বিকৃত ধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া যাহাদিগকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে আজীবন সমগ্র হৃদয়, বুদ্ধি, বাক্য ধন ও দেহ দিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, যাহাদের জড় সুখের ইন্ধন সংগ্রহের জন্য বিপদের লেলিহান অগ্নি-শিখার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিপন্ন করিতেও পশ্চাৎ পদ হই নাই, তাহারা প্রকৃত স্বজন নহেন। হায়! মায়াপিশাচীর ভোগযজ্ঞে ভগবানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান অমূল্য মানব জীবনকে আহুতিস্বরূপে নৈবেদ্যস্বরূপে প্রদান করিয়া বিডম্বনায় যমদূতগণেরই দণ্ডনীয় হইয়াছি! যে সুদুর্লভ মনুষ্য জীবন একমাত্র বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর প্রীতি কামনার জন্য নৈবেদ্যরূপে অর্পিত হওয়া উচিৎ ছিল, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য-প্রচেষ্টাকে তদীয় ভক্তবৃন্দের মনোহভীষ্ট সেবায়ই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া কিনা রক্ত, মাংস, অস্থি, পুঁয, মেদ, মজ্জাময় জড়দেহগুলিকে আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদেরই পূজায় ব্যস্ত হইয়া আত্মঘাতিসদৃশ মানবধর্ম্ম অতি অবহেলায় নষ্ট করিয়া দিয়াছি! এইজন্যই সংশাস্ত্রপূত জড়দেহমনসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণকে 'স্বজনাখ্যদস্যু' নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। দস্যুগণ যে প্রকার গৃহস্থাশ্রমের ধনসম্পত্তি সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া, তাহার জীবন নাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়, সেই প্রকার আত্মীয় নামধারী আমাদের 'পোষকবন্ধু-গণও আমাদের চিত্ত, বিত্ত, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সবের বাসতে যাহা কিছু সমুদয়ই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া অস্তঃসারশূন্য অবস্থায় আমাদিগকে ভবমহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে। গভীরতার সহিত বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, সর্ব্বস্বাপহারী দস্যু নামে পরিচিত দুর্ব্বৃত্তগণাপেক্ষা ইহারা অধিক চতুর এবং লুণ্ঠনপটু, কেননা অন্যান্য লুণ্ঠনকারীর ন্যায় এই স্বজন-নামা দস্যুবর্গ সহসা আক্রমণ করে না, কিন্তু পলে, পলে, তিল তিল করিয়া অনেক সময় আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সমস্ত ধন-ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া আমাদের হৃদয়কে অহর্নিশ তুষানলে দগ্ধীভূত করে। বোধ হয়, অনেকেই পল্লীগ্রামের অসংস্কৃত অগভীর জলাশয়ে 'জলৌকা' নামক এক-প্রকার প্রাণী দেখিয়া থাকিবেন, এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বভাবও সকলেই অবগত আছেন। যে স্বজন সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণকল্পে আমরা নিজ জীবন উৎসর্গ করি, তাহাদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে উক্ত জীবের সদৃশ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। (ক্রমশঃ)

ঢাকা-প্রসঙ্গ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠেরই শাখামঠ। জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নয় বৎসর পূর্ব্বে আনন্দতীর্থ শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞের প্রকটবাসর শ্রীবিজয়া-দশমীতে এই শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তদবধি প্রতি বৎসর এই মঠে উর্জ্জাব্রত বা শ্রীদামোদর-ব্রত নিয়মিত ভাবে পালিত হইয়া আসিতেছে। নিয়মপূর্ণের দিন প্রকট বিরাট মহা-মহোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ মহামহোৎসব এক অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির এবং মঠ-প্রবেশোপলক্ষে এ'বৎসর ঢাকার মঠে কেবলমাত্র উর্জ্জাব্রত পালিত হইয়াছিল, বার্ষিক মহা-মহোৎসব হয় নাই। অধুনা ১লা পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত উক্ত মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২৩শে অগ্রহায়ণ হইতে শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইতেছে। আগামী ৭ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর সাধারণ মহা-মহোৎসব। মঠবাসিগণ এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

(আসামী ভাষায় লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোয়ালপাড়া

তাং ৩০ আঘোণ ১৩৩৭

বিপুলসম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

মহাশয়, অহা পুহ মাহর ৯ আরু ১০ তারিখে আসামর কামরূপ জিলার অন্তর্গত বজালী পরগণার পিপিলা গাওঁত এইবার 'আসাম বৈষ্ণব সম্মিলনীর' দ্বিতীয় অধিবেশন সভা হব। অনুগ্রহ করি এই সভার আলোচনাত যোগদান করি আমার উৎসাহ বঢ়াব যেন, নিবেদন ইতি।

সভার আলোচ্য বিষয়—শুদ্ধ আরু বিদ্ধ বৈষ্ণবমতর পার্থক্য বিচার।

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ⁄০
৩০ ...
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। ...
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রমাণশ্রেষ্ঠ বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিঃস্বার্থপর সমালোচক, অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, তন্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারীসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ
রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ
মহোদয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত মানচিত্র-সমন্বিত
... শব্দমহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের
বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎ (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধুদাস অধিকারী, সেবাধ্যক্ষ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র — বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদ[illegible]

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাজিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঋতুপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচা[illegible] ঢাকা।

গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—

(২১) শ্রীঅ[illegible]জী।

উড়িয়াবাজার, কটক

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণ[illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
ডেলি-
নবদ্বীপ

Registered No. C ১২ . ৮

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৬৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা পৌষ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

সিভিল হাসপাতালে মালব্য

পুলিশকে মারপিটের আসামী খালাস

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

ভাওয়ালের রাণীর ৪০ হাজার টাকা দান

গাঁজার দোকানে পিকেটীং

ময়মনসিংহে ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমনে অত্যাচার

দিল্লার ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

পটুয়াখালীতে কংগ্রেসকর্ম্মীর নিগ্রহ

জালিয়ারহাট ডাকাতি

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অভিযুক্ত

নানা কথা

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

হাসপাতালে স্থানান্তরিত

১৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত তিন দিন যাবৎ উদরশূলে কষ্ট পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ এলাহাবাদ ইউরোপীয়ান সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইবে। যন্ত্রণায় আক্রান্ত হওয়ায় ঐদিন স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় নাই।

পুলিশকে মারপিট

আসামী খালাস

পাতারহাট পুলিশকে মারপিট করার অভিযোগে যাহাদের নামে মামলা আনা হইয়াছিল, উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে বাদিয়াল আলম ও আরও ২৯ জন ব্যতীত সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেলগাঁওয়ে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে যখন থানাতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পুলিশ ও জনতার মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠি চালাইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। প্রকাশ, ইহার ফলে প্রায় ১২ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অন্যতম।

গাঁজার দোকানে অগ্নিপ্রদান

গত ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অনন্ত-কুমার দাস, নিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী এবং রাজেন্দ্রলাল কুণ্ডু নামক তিনজন বালককে গ্রেপ্তার করিয়া পটুয়াখালী জেলে বারশালে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, সোমবার কলসকাঠিতে একটি গাঁজার দোকানে অগ্নি প্রদান করিয়াছে বলিয়া কলসকাঠীতেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দিল্লার ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

স্থানীয় কংগ্রেসের একাদশ ডিক্টেটর মৌলানা সরাফৎ আলীকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে মৌলানা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং একটী জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ভাওয়ালের রাণীর ৪০হাজার টাকা দান

ভাওয়ালের রাণী আনন্দকুমারী দেবী পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে ৪০ হাজার টাকা দান করেন; তিনি ঐ টাকা ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এইচ, ক্রেটনের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার ধন্যবাদের সহিত ঐ টাকা গ্রহণ করেন। রাণী এখন ঐ টাকা ঢাকা জেলাবোর্ডের চেয়ারমান, রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর হাতে দিতে বলিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে কেশববাবু ব্রাহ্মণ, একজন্য ঐ টাকা তাঁহার হাতেই থাকা উচিত। কিন্তু সারস্বতসমাজের পণ্ডিতেরা ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, কমিশনারের হাতে ঐ টাকা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে ভাল হইবে।

দিল্লীতে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

দিল্লী, মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন প্রায় নিকটবর্ত্তী। এই নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য জাতীয় দল মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পণ্ডিত ইন্দ্রকে সভাপতি করিয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইতেছে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীভাগবত-বাণী শ্রবণ করিয়া বহু লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু, শ্রদ্ধালু এবং শিক্ষিত সজ্জনের শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন হইতেছে। সকলেই ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ প্রশ্নের সুমীমাংসাজনক উত্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করিতেছেন এবং শুদ্ধ সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া কপট ধর্ম্মধ্বজিগণের কাপট্যনাট্য ধরিয়া ফেলিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচন্দ্রশেখরভবনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধর অঙ্গন ও কাজির সমাধি প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে বিভিন্ন দেশের লোকসকল প্রত্যহই আগমন করিতেছেন। অমন্দোদয় দয়াবারিধি গৌরসুন্দরের কৃপায় বহু লোক আজকাল তাঁহার জন্ম ভিটার প্রকৃত অবস্থিতি জানিতে পারিয়াছেন; তাই প্রত্যহই লোকজন শ্রীজন্মভিটা-দর্শনার্থ আসিতেছেন এবং শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীগৌরসেবকগণের অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া যাইতেছেন; তবে মধ্যে মধ্যে মৎসর সম্প্রদায়ের বাধাবিঘ্ন এড়াইতে না পারিয়া অনেকের ভাগ্যে শ্রীধাম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না।

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কতিপয় সজ্জন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, তাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন; তথা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন-কালে কতকগুলি কুলিয়াবাসী অপস্বার্থপর মৎসর প্রকৃতির ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করে। ঐ সমস্ত গৌরবিরোধী ও ধামবিরোধী দল নিজেদের মঙ্গলপ্রার্থী ত নহেই, পরন্তু অন্যেরও যাহাতে সে সুযোগ না হয়, তজ্জন্য চেষ্টাই যেন ইহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা তিন শ্রেণীর লোকের কথা শুনিতে পাই। এক প্রকার লোক আছেন, যাঁহারা নিজেদের স্বার্থ হানি করিয়াও অন্যের উপকারার্থ জীবন ধারণ করেন, দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থ ক্ষতি না করিয়া অন্যের মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করেন, আর তৃতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ অন্যের মঙ্গল কামনা করা দূরে থাকুক, যাহাতে তাহাদের অপেক্ষা কেহ কোনরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্যই উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করে। পরের ক্ষতি করিয়া নিজেদের কিছু স্বার্থ সিদ্ধি করাই ইহাদের ব্রত।

প্রকৃত স্বার্থ না চিনিলেই লোকের এবম্বিধ দুর্গতি ঘটে। তামসাহঙ্কার-প্রপীড়িত জনগণ অপস্বার্থকেই 'স্বার্থ' জ্ঞান করিয়া যাহাতে অপস্বার্থ সিদ্ধি হইবে, তাহার জন্যই সর্ব্বদা যত্ন করে। স্বার্থগতি কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তিই যে প্রকৃত স্বার্থ, তাহা বুঝিতে না পারিলে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি অপস্বার্থ আসিয়া আমাদের চিত্তকে আক্রমণ করে। যতদিন না শ্রীবৈষ্ণবপদরজে অভিষিক্ত হইতে পারে, ততদিন জীবের দুর্ব্বাসনা-নিগড় হইতে মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র কবে কৃপা করিয়া এতাদৃশ দুর্গতিজনক জীবকে শুদ্ধ ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়া প্রকৃত স্বার্থ উপলব্ধি করাইবেন!

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বিরাজমোহন দে মহাশয় গত ৯ই ডিসেম্বর তারযোগে জানাইয়াছেন,—মাধ্বগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদি করিতেছেন। ২৩শে ডিসেম্বর সাধারণ মহোৎসব হইবে।

গৌরাবতার

(ভক্তিসিন্ধু শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

বর্ত্তমান যুগের নাম কলিযুগ। ৪৩২০০০ (চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার) সৌর বর্ষে এই কালযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণ বর্ষ সংখ্যা—দ্বাপর যুগ। দ্বাপর যুগের দেড়গুণ অর্থাৎ কলিযুগের তিন গুণ বর্ষ সংখ্যাই ত্রেতাযুগ। কলিযুগের চতুর্গুণ বর্ষ সংখ্যা অর্থাৎ দ্বাপরের দ্বিগুণ বর্ষ সংখ্যাই সত্যযুগ। কলিযুগের সৌর বর্ষ সংখ্যা ৪৩২০০০ কে ১০ দ্বারা গুণ করিলেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সৌর বর্ষ সমষ্টি ৪৩২ (তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) হইয়া থাকে।

এই চারি যুগে এক মহা যুগ বা দিব্য যুগ। দ্বাদশ ৭১ একাত্তর মহাযুগে এক মন্বন্তর; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও অন্তর্গত ১৫টী সত্য যুগ কাল পরিমিত সন্ধিকালসহ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

মনুগণের নাম যথা—১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণি, ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি, ১২। রুদ্র (সাবর্ণি), ১৩। রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), ১৪। ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রত্যেকের ভোগকাল ৭১ মহাযুগ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ × ৭১ সৌরবর্ষ।

এই বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল। বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ চতুর্যুগের মধ্যে ২৭ চতুর্যুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে সত্য ও ত্রেতা অতীত হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণের প্রকট কাল। আমরা অনেকেই ধারণা করি যে, প্রত্যেক দ্বাপরের শেষভাগে ও কলির সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমহাপ্রভু প্রকটিত হন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত মধ্যমাদিকার বিচারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের ধারণা ভ্রমময় ও প্রমাদ-দোষদুষ্ট হয়। তিনি প্রত্যেক কলিতে ও দ্বাপরে প্রকটিত হন না। তাহার প্রমাণ,—"পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫)

পূর্ণ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্রজধামের সমস্ত উপকরণ সহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতি কল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন। "ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬)

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস।
চারিভাবে ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস,সখা,পিতা-মাতা প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান॥
"চিরকাল নাহি করি নিজ ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭-১৮)

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভজন শিক্ষা দিবার জন্য নিজেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন,—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।

তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই কলির প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর গত হইলে (কলিযুগের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে) আত্মগোলোক শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আবির্ভূত হন। তিনি এই গৌরাবতারে 'ভক্ত' রূপে আচার ও প্রচার দ্বারা কলিজীবগণকে ধন্য করিলেন।

য় কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩৯সংখ্যার পর)

হায় হায়! কি মূঢ় আমরা! সাধুগণের প্রাপ্ত অসিত হইলে যে ষট্ প্রকার ভক্তিপোষক প্রীতিলক্ষণ দ্বারা সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই অমূল্য

বন অগতেই প্রস্তুত করিয়া অমঙ্গলের করাল-মূর্ত্তিকে নিজেই আহ্বান করিতেছি। নিষ্কিঞ্চন হরিভক্তের প্রয়োজনীয় সেবা-সম্বন্ধীয় বস্তু, ভক্তকে প্রদান না করিয়া দিলাম কাহাকে? না, 'আত্মীয়' নামধারী অভক্তকে। ভক্তকৃপাদত্ত প্রসাদ-বস্তু গ্রহণ না করিয়া মনুষ্যদত্ত বিষ আকণ্ঠ পান করিলাম! স্বীয় দুঃখ দৈন্য, দুর্দ্দৈবের ইতিহাস নিষ্কাম ভক্ত-চরণে নিবেদন করিয়া মঙ্গলপ্রার্থনার পরিবর্ত্তে অসৎসঙ্গীর প্রলোভনায় তাহাকেই রহস্যকথা বলিলাম! ভক্ত-ভাগবতের শ্রীচরণপদ্মে প্রপন্ন হইয়া একান্ত প্রয়োজনীয় সম্বন্ধতত্ত্ব, ভজনতত্ত্ব প্রভৃতি গূঢ় বিষয়ের পরিপ্রশ্ন না করিয়া কর্ম্মী, ত্যাগী, ভক্তিহীনের অপসিদ্ধান্তকেই সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলাম! বিষ্ণু-ভক্তের কৃপার-দান ভবরোগের ঔষধ বিষ্ণু-নৈবেদ্য অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ না করিয়া বিষ্টাভোজী শৃগালের—প্রাকৃত বিষয়ীর অন্নপ্রার্থী হওয়া গৌরবজনক জ্ঞান করিলাম। পতিতপাবন মহাত্মগণের সেবার্থে কোন যত্ন না করিয়া অভক্ত পরিজনদের পরিতোষ সম্পাদনের জন্য কত শত সহস্র ভোগোপচার-সংগ্রহে প্রীতিপূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিলাম! হায়! 'সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে ঘটল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥" কবে আমরা করুণানিলয় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হইব যে, আমাদের অনন্ত দুঃখপূর্ণ বিরূপ অবস্থান হইতে কৃপাকর্ষণে উদ্ধার করিয়া, নিত্য স্বরূপের বাস্তবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নরদেহধারী যে বৈষ্ণব ঠাকুরগণ দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতবাণীর সন্দেশ লইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন আমাদের প্রকৃত আত্মীয় কেহই নাই। কবে আমরা আমাদের নিত্যস্বদেশ হইতে আগত আত্মসম্পর্কীয় আত্মীয় বান্ধব-বর্গের আজ্ঞাপালনরূপ সেবা-বিধানে বাক্য, বুদ্ধি, দেহ প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই নিয়োজিত করিয়া সুদুর্লভ মানবজন্ম সার্থকতামণ্ডিত করিয়া ধন্য হইব? কবে আমরা আমাদের গুরুবর্গের অমায়া-প্রসূত করুণাবলে বলীয়ান্ হইয়া মায়াদেবীর অনুচর-অনুচরীরূপ পুত্র, কন্যা, পতি, স্ত্রী, জনক, জননী ইত্যাদির মায়ার ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুকৌশল লাভ করিয়া—'স্বজনাখ্য দস্যু'ভবনে বাস করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন হরিসেবার প্রতি উন্মুখ হইতে পারিব? সুবুদ্ধিমান্ জনমণ্ডলী! আপনারা বিচার করুন, প্রকৃত আত্মীয় কে? যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাদের মঙ্গল ভাবিয়া লইয়া আমাদিগকে মৃত্যুর করাল গ্রাসের দিকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর করাইয়া দিতেছেন, তাঁহারা? না, যাঁহারা আমাদিগকে নিত্য স্বদেশের যাত্রী করিবার জন্য—মৃতসঞ্জীবনী উদ্বোধন মন্ত্র দ্বারা চেতন রাজ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, এই কারাগারতুল্য ধরণীতে কেবল আমাদের জন্যই আসিয়াছেন, তাঁহারাই আত্মীয়?

প্রাপ্তপত্র

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—
পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়!

আপনার বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীনদীয়া প্রকাশে' নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী স্থান পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

ঈর্ষা

'যেই কাজ, ত ঐ ভাজ', গত ১২।৮।৩৭ এবং ২৪।৮।৩৭ তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকার স্তম্ভে "মর্কট বৈষ্ণব" ও "গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্ম' শীর্ষক দুইটী ঈর্ষামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝি যায়, কতিপয় অস্বার্থপর ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পরিপাটী বৈষ্ণব বিদ্বেষ দৈনিক বসুমতী পত্রিকার পাঠকগণকে পরিবেশন করিতেছেন। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বোপরি উড্ডীয়মান দেখিয়া শ্রীঅমিয় ভট্ট শর্ম্মা মহাশয় একবারে অগ্নিশর্ম্মা। অথবা শ্রীর মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিধর্ম্মটি আহুতি দিবার জন্য হোতা সাজিলেন? শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা মহাশয়ও দেখিতেছি, ঐ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। নিরীহ নিরপেক্ষ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মঠাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁদের প্রাণনাথের সেবা প্রচার করিতেছেন। এটী 'বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা', শূকরের বিষ্ঠা বলিলে ভাগবতধর্ম্মকে অবজ্ঞা করা হইল। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ' প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায়, যাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগকে 'নারকী' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

'গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্ম'লেখক লিখিয়াছেন, 'গৌড়ীয় মিশন প্রচারকগণের মধ্যে যত দূর সম্ভব জন্ম, বিদ্যা, সাধনা এবং * * ধারাবাহিক সংক্ষেপ পরিচয় দিয়া গৌড়ীয়ধর্ম্মমতের বিস্তারিত আলোচনা করিব, এ স্পর্দ্ধা রাখি'—ইহাতে লেখক স্পর্দ্ধা রাখেন বটে, কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে বৈষ্ণবনিন্দা আবার অনেকেই শুনিবার স্পর্দ্ধাও রাখেন না। লেখক নিখিলশ্রুতিমৌলি শ্রীমদ্ভাগবতকেও বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে কদর্য্য ও অভক্ত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের ন্যায় অনধিকারী ব্যক্তির বৈষ্ণবধর্ম্ম বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও মূর্খতা মাত্র। কারণ,—

'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩৫)

এই বাক্যানুসারে বুঝা যায়, অপস্বার্থ-পীড়িত অভক্ত সমাজের ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। সুতরাং তাহারা উহার কি বুঝিবে?

উক্ত লেখকের ভাষাগুলি শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবানুগগণের অথবা বৈষ্ণবগণের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটি, ঢাকা

ঢাকা-প্রসঙ্গ

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা জীবের আনুগত্যে ভক্ত ও ভগবানের সেবাই মানবজীবনের সার্থকতা। একথা বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরহরি এবং তদীয় জনগণ অহৈতুকী কৃপাপরবশে সকলের নিকট কীর্ত্তন করিলেও ভাগ্যবান্ ব্যতীত সেই চৈতন্যবাণীর গ্রাহক কেহই হইতে পারে না।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎকাল আমরা একজন ভাগ্যবানের এই চৈতন্যবাণী গ্রহণের উদাহরণ দেখিয়া আসিতেছি। তিনি আমাদের এবং পাঠকগণের সুপরিচিত বিরাজ বাবু। শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় প্রত্যবার একখানি করিয়া প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ ছাপাইবার ব্যয়ভার এবং উৎসবের বিবিধ আনুকূল্যাদি করিয়া আসিতেছেন। এবৎসর তিনি আর একটি সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কমলাপুরে অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীগোপালদেবের সেবা বর্ত্তমান। মাঝে উপযুক্ত সেবকের অভাবে সেবাকার্য্যাদির অসুবিধা হওয়ায় পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরের কোন মন্দির ছিল না। আমাদের বিরাজবাবু শ্রীমন্দির, সেবকখণ্ড এবং প্রাচীরাদি নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দিরের কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সেবাকার্য্যে বিরাজবাবুর সেবা-বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহুকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও প্রত্যহ নিজেই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

আমরা শ্রীভগবান্ গৌরহরি এবং তাঁহার ভক্তগণের চরণে বিরাজবাবুর উত্তরোত্তর সেবাবৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

(ভক্তিকুসুম শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রেরিত)

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকায় শুভ বিজয় করিয়া গত পরশ্ব হইতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন সম্প্রতি প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটী শ্লোকে কত তত্ত্ব—কত শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে; স্বামিজী গভীর গবেষণাক্রমে ঐ সকল বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক পাঠ-শ্রবণার্থ আগমন করিতেছেন। ইহা ঢাকাবাসীর পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই। আমরা স্বামিজীর পাঠের চুম্বক ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব বলিয়া আশা করি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

(আসামী ভাষায় লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোয়ালপাড়া
তাং ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

বিপুলসম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

মহাশয়, আগামী পৌষ মাসের ৯ এবং ১০ তারিখে আমাদের কামরূপ জিলার অন্তর্গত বজালী পরগণার পিপিলা গ্রামে এইবার 'আসাম বৈষ্ণব সম্মিলনীর' দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। অনুগ্রহ করিয়া এই সভার আলোচনাতে যোগদান করিয়া আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। নিবেদন ইতি।

সভার আলোচ্য বিষয়—**শুদ্ধ এবং বিদ্ধ বৈষ্ণবমতের পার্থক্য বিচার।**

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম-রক্ষক

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাবস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্মারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথস্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাবিরাজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনর্ত্তবহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঋষি।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়াড়পাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্‌, এম্‌, এফ্‌, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
ঠেলি— ——
নবদ্বীপ

Registered No. C ...

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই পৌষ ১৩৩৭ শনিবার ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

কার্ণাহারে গুলী

সশস্ত্র পুলিশের প্রতি গুলিবর্ষণ

মুন্সিগঞ্জে পিটুনি কর

সমরপরিষদের অধিনায়ক গ্রেপ্তার

কারাবদল

জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে কংগ্রেসকার্যালয় ভগ্ন

বিদেশীবর্জ্জনে প্রতিশ্রুতি

বোরসাদে ক্রোকীদ্রব্যের ক্রেতার অভাব

কৈফিয়ত দাবী

গাঁজা কাড়িয়া লইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নানা কথা

কীর্ণাহার গ্রামে গুলী

কীর্ণাহার গ্রামে শ্রীযুত জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ঐ গ্রামের আর ১ জন লোকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে কলহের ফলে নাকি এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। আততায়ী পলাতক আছে। জগন্নাথের মৃতদেহ পরীক্ষার্থ সিউড়ীতে প্রেরিত হইয়াছে।

সশস্ত্র পুলিসের প্রতি গুলী বর্ষণ

সারণের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন, ভোলা থানার এক দল সশস্ত্র পুলিস যখন এক বে-আইনী জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়াছিল, তখন জনতা তাহাদের প্রতি গুলী ছুড়ে। উহার প্রত্যুত্তরে পুলিসও গুলী বর্ষণ করে। পুলিসের কয়েক ব্যক্তি এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ১০ জন সামান্য জখম হইয়াছে। হাঙ্গামা নিবারিত হইয়াছে।

মুন্সীগঞ্জে পিটুনি কর

ঢাকার জিলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডার্ণো ১৭ই ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জে আসিয়াছেন। প্রকাশ তিনি পিটুনি পুলিশের জন্য যে কর ধার্য্য হইয়াছে ঐ করস্থাপনের নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে ঐ অঞ্চলের কোন স্থান কর হইতে রেহাই পাইবে না। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-শ্রেণীর লোককেই কর প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য নিয়ম সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

সমরপরিষদের অধিনায়ক দণ্ডিত

২রা ডিসেম্বর তারিখে ধুম লক্ষৌয়ের সমর পরিষদের অধিনায়ক চৌধুরী রাম-কৃপাল সিংহের প্রতি অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছয়মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কারাবদল

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কার্য্যালয়ে পুলিসের হানার ফলে সত্যাগ্রহী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাস, নৃপেন্দ্র দত্ত মহেন্দ্র দে, নলিনী কর, গিরীন্দ্র পাল, বীরেশ দে এবং যোগেশ শর্ম্মা ধৃত হইয়া স্থানীয় একজন এসিষ্টান্ট কর্ত্তৃক নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার রায়ের প্রতিও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইঁহাদের সকলকেই গত সোমবার শ্রীহট্ট সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে কংগ্রেস কার্য্যালয় ভগ্ন

এরূপ প্রকাশ যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে শান্তিপুরের কংগ্রেস কার্য্যালয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি

বীরগাঁও, রামপুর, পানাবি, মণ্ডল, প্রভৃতি গ্রামের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহাদের দোকানে বিলাতী কাপড়গুলি শীল মোহর করিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, আগামী ১৯৩১ সালের ১২ই এপ্রেলের পূর্ব্বে তাহারা ঐ সকল বস্ত্র বিক্রয় করিবে না।

উহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, অতঃপর তাহারা কখনও বিলাতী বস্ত্র আমদানী করিবে না।

শ্রীযুত শাকসেনা গ্রেপ্তার

স্বদেশ পত্রিকা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার অভিযোগে শ্রীযুত হরিলাল শাকসেনাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

ফাতাবহাট হাট সমস্যা

মালদহ জিলার বারশ হাজারি এষ্টেটের ফকীরগঞ্জ হাটের সুব্যবস্থার ভার কয়েকজন ট্রাষ্টির উপর অর্পিত আছে, মালদহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সভাপতি। উক্ত হাটের ইজারাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। কংগ্রেসের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিবার অভিযোগে ঐ স্থানের লোকেরা উপায় হাটে গমন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তদবধি নিকটবর্ত্তী ফাতাবহাটে উক্ত হাট বসিতেছে। উক্ত ইজারাদার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন। তিনি মীমাংসার সর্ত্তগুলি প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ফাতার হাটে উক্ত হাটের অধিবেশন হইতেছে। প্রকাশ, ট্রাষ্টিকারের উক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একখানি আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ফাতারহাটে অথবা ফকিরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী অন্য কোনও স্থানে হাট বসাইতে জনসাধারণকে নিষেধ করিয়া, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে একটী নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

গাঁজা কড়িবার অভিযোগ

প্রকাশ, বরিশাল শহরের গাঁজা বিক্রেতা যখন সহর হইতে গাঁজা লইয়া ফিরিতেছিল, তখন সহরের উপকণ্ঠে কয়েক ব্যক্তি তাহার গাঁজা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সে থানায় এজাহার দেয় এবং পুলিশ তাহার কথামত একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ক্রোকী দ্রব্যের ক্রেতার অভাব

নোয়াখালির মামলাতদার মধ্যে মধ্যে উক্ত জেলার অন্তর্গত গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি ঐসকল গ্রামে গিয়া লোকদিগকে ক্রোকী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য গ্রামগুলির মণ্ডলের পদ গ্রহণ করিবার এবং খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে।

অ্যাডভোকেটদের কোকিয়ৎ তলব

গত বুধবার কলিকাতা বার এসোসিয়েসনের এক সভায় উক্ত এসোসিয়েসনের সভাপতি সরকারী উকীল ডাঃ এস, সি, বসাকের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর, যে সকল অ্যাডভোকেট বড় লাট কর্ত্তৃক স্যর রাসবিহারী ঘোষের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিবার জন্য যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। গণ্ডগোলের ভিতর কিছুক্ষণ সভার কাজ চলিলে পর এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করা হয় যে, উক্ত সদস্যদের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হইলে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিবে বিবেচনা করিয়া এসোসিয়েশন তাঁহাদের কার্য্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্থির করিতেছেন যে ঐ বিষয়ে আর কিছু করা হইবে না।

ভোটে উহা পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু সভা "ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করা হউক" এর মুলতুবী রাখা হয়

শান্তি সমিতির সভ্যকে প্রহার

উলারপুর শান্তি-সমিতির প্রমথনাথ নন্দী নামক জনৈক সভ্যকে প্রহার করার অপরাধে ১৪৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত ১২ জন যুবকের বিরুদ্ধে গত সোমবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পি, সি, সেন রায় দিয়াছেন শ্রীযুত সুরেশ বল, ভূপেন্দ্র দাসগুপ্ত ও রমেশ রায়চৌধুরী নামক তিন জনের প্রত্যেক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন ও অপর সকলকে খালাস দিয়াছেন।

ধরসনা অভিযানের জের

ধরসনার লবণ গোলা অভিযানের সময় একদল স্বেচ্ছাসেবকের নেতৃত্ব করিবার সময় সুরত দাস্তন মিলের এজেণ্ট শেঠ রণছোড়লাল নামক জেল হইতে কারামুক্ত হইয়া, ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে আমেদাবাদ পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুক্তি

আশা করা যাইতেছে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে হাজারীবাগ জেল হইতে মুক্তি প্রদান করা হইবে।

দেরাদুনে খাদি সপ্তাহ

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে দেরাদুন কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক খাদি সপ্তাহের উদ্বোধন হইয়াছে। এই উপলক্ষে চৌধুরী বিহারীলাল নামক জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী দর্শনীবাজারে জাতীয় পতাকা উত্তোলনোৎসব সম্পাদন করেন। তৎপরে সন্ধ্যাকালে দেরাদুন মিউনিসিপ্যাল অফিসের প্রাঙ্গনে স্থানীয় সমর পরিষদের অধিনায়ক শ্রীযুত এস, মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত বিশ্বব্রত এবং শ্রীযুত রামস্বরূপ বক্তৃতা করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য প্রবল প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

কংগ্রেসনীতি প্রচার

চাঁদপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য্য চলিতেছে। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ উকীল শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার বসু ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী একদল স্বেচ্ছাসেবকসহ গত ১৩ই ও ১৪ই ইসলামপুর, হেঘাইয়া বাজার ও কলুদী নামক তিনটি গ্রামে যথাক্রমে তিনটি সভা আহুত করিয়া গ্রামবাসীদিগকে বিদেশী বস্ত্র ও পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন ও কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। গ্রামবাসিগণ কংগ্রেসবাণী প্রচারার্থে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে আরও সভা করিতে উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

পটুয়াখালীতে কংগ্রেস কর্ম্মীর নিগ্রহ

অতুলচন্দ্র ঘোষ গত রবিবারে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী যাইবার পথে পটুয়াখালীতে গমন করে। সেখানে একজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যায় এবং খুঁটিনাটি জেরা করিয়া সে কেন আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তারপর তাহাকে পটুয়াখালীতে আসিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া প্রকাশ। বরিশাল ফিরিবার পথে আবার পটুয়াখালীতে তাহাকে থানায় লইয়া এই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় যে, পুনর্ব্বার ওখানে আসিলে ৫৪ ধারায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে

অতুল বরিশালের একজন কংগ্রেস কর্ম্মী সম্প্রতি দমদম স্পেশাল জেল হইতে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কবি নজরুল ইসলাম রাজদ্রোহে অভিযুক্ত

"প্রলয়শিখা" পুস্তক সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ এই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে উক্ত ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মহিলা পিকেটারের কারাদণ্ড

বোম্বে মদের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীমতী বেন এবং রুক্মিণী বেন নাম্নী দুই জন মহিলা পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি ২ মাস করিয়া কারাদণ্ডের এবং তাঁহাদিগকে "সি" শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করিবার আদেশ হইয়াছে। এই দুই জন মহিলা সবরমতি আশ্রম হইতে আসিয়াছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী নেতার কারাদণ্ড

শ্রীহট্ট কংগ্রেস সংঘ সংসৃষ্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা শ্রীযুত মহিমচন্দ্র ঘোষকে এক মাস পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। অদ্য তাঁহার প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার মফঃস্বলে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রচার কার্য্যের জন্য কয়েক দল স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হইয়াছে।

ঢাকায় এরোপ্লেন

গত ১০ই ডিসেম্বর বুধবার ঢাকায় দুই খানি সৈনিকের এরোপ্লেন আসিয়াছিল। গত শনিবার উহা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এরোপ্লেনগুলি ডাক চলাচলের পথ নির্ণয় করিতেছে।

শিলচর মিউনিসিপালিটী

গত ১৪ই ডিসেম্বর শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ডের সভায় বর্ত্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুত উপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্থানীয় মোক্তার বাবু শ্রীযুত ছোটলাল শেঠ ভাইস-চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা পৌষ, শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত রবিবার ২৮শে অগ্রহায়ণ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর একায়ন মঠে যাত্রা করিয়াছেন। এবং তথা হইতে গত ৩০শে অগ্রহায়ণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গমন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভুবর শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত শনিবার ২৭শে অগ্রহায়ণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত কৃষ্ণনগর একায়ন মঠ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। পুনরায় সোমবারে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাগমন করিয়া ঐদিনই সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

...র অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে এবং ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহোদয়দ্বয় প্রত্যহই জানাইতেছেন যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউকে অভিনব সাজে সজ্জিত করা হইতেছে। সমাগত দর্শনার্থিগণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও বাগ্মিবর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইতেছেন।

অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর শ্রীবিশ্বরূপের অনুসন্ধানচ্ছলে দাক্ষিণাত্য দেশে যাত্রা করিয়া বহু স্থানকে পবিত্র ও তীর্থীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকট কাল মাত্র ৪৪৪ বর্ষ হইলেও হতোমধ্যেই তাঁহার পদাঙ্কিত স্থানসমূহের জনগণ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারীর "নাম লইতে প্রেম দেওয়া" রূপ আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা আমরা ভুলিয়া গেলেও মহাবদান্যাবতারী গৌরসুন্দরের মহামহোদয়তায় অন্ততঃ জনগণ তাহা নিত্য জাগরূক করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত।

শ্রীশ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম মঙ্গলবিধানের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য প্রচারক প্রেরণ এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সারগ্রাহী সুধীসমাজ তাঁহার এই মহাবদান্য-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার কৃপাধারার অজস্র পরিমাণে অভিষিক্ত হইতেছেন; কিন্তু উলূক যেমন সূর্য্য-কিরণ দেখিতে পারে না, তদ্রূপ অপস্বার্থপর ভক্তিবিরোধী জনগণ গোস্বামী মহারাজের এই নিষ্কপট ধর্ম্মপ্রচারে আজ মর্ম্মাহত।

শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত স্থানসমূহের অধিবাসিগণ যাহাতে তাঁহার অপার্থিব দয়ার কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখেন, তজ্জন্য পরিব্রাজকাচার্য্যবর শ্রীল প্রভুপাদ তত্তৎস্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিতেছেন।

আমরা অবগত হইলাম,—শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শীঘ্রই যাজপুর, কভুর (রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন-স্থান ওয়েষ্ট গোদাবরী তীরস্থ), কূর্ম্মাচলম্, মঙ্গলগিরি, সিংহাচলম্ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত স্থানসমূহে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপনের জন্য স্বয়ং যাত্রা করিবেন। মহাবদান্যশিরোমণি প্রভুপাদের অযাচিত করুণাধারা চিরকাল বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে অভিষিক্ত করিবে।

দুর্ভাগার আত্মপরিচয়

(ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম)

(১)

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" এই ভ্রম-প্রমাদ করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ চতুষ্টয় বিনির্ম্মুক্ত মহাজন-বাক্য অজ্ঞ জ্ঞান-বিমানের গৌরীশৃঙ্গে আরূঢ় ব্যক্তির জ্ঞান শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণের অভিজ্ঞতা তুলনায় যে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চৎকর, তাহাই সুষ্ঠুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। অজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী আমার কিন্তু ঐ বাক্য প্রতিগোচর হয় না—কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উহা আমাকে দেখাইলেও আমি তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি, কারণ আমি আমার 'মোটা' বুদ্ধিতে ঐ মহাবাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। যাহা আমার জ্ঞানগম্য নহে, তাহা অপরে অনায়াসে বুঝিতে পারে, ইহাও কি সম্ভব?

আমি বৈষ্ণবদের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা, কারণ তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ আমার বুদ্ধির অগম্য। বৈষ্ণবদের প্রতি যখন শ্রদ্ধাহীন, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু জগতের অনেকেরই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সুতরাং জগদ্বাসীর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য—অন্ততঃ তাঁহারা যেন আমার প্রতি কোপ-দৃষ্টিপাত না করেন, তন্নিমিত্ত আমাকে বাধ্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হয়। সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেও বৈষ্ণবগণ আমার এই কাপট্য অনায়াসে ধরিয়া ফেলেন। তথাপি প্রতিষ্ঠাদেবী আমাকে সাধারণের নিকট আমার পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়েন না। আহা, দেবীর কি অযাচিত কৃপা! উঁহার গুণে মুগ্ধ না হইয়া কি থাকা যায়?

আমি রাজনীতিশাস্ত্রের দু' এক পাতা পাঠ করিয়াছি; রাজনীতি অতিশয় জটিল, কিন্তু তথাপি আমি ইহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ; সুতরাং আমার জ্ঞানের নিকট অন্যের জ্ঞান কেন পরাজয় স্বীকার করিবে না? আর বিচারে যদিও বা আমার পরাজয় ঘটে, মুখে উহা স্বীকার না করিলেই হইল। নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়, Harmonist প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকাসমূহের দুই এক খণ্ড যে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহা নহে—তবে সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সমুদয় পত্রের প্রবন্ধগুলির অর্থ বুঝিতে আমার উর্ব্বর মস্তিষ্ক সমর্থ নহে; যে মস্তিষ্ক রাজনীতিও সময় সময় আলোচনা করিয়া থাকে, সেই উর্ব্বরতম মস্তিষ্ক যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না—তাহা, আমার মনে হয়, অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সমষ্টি মাত্র।

ভানিতে পারি, যাঁহারা গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গ করেন—তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে ভগবৎসেবা করেন, এরূপ তরুণ বালকগণও পারি, ঐ প্রকার প্রবন্ধের অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কার্য্যতঃ দেখিলাম, সেদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে একটী দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক একটী প্রৌঢ় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিকে বৈষ্ণবদর্শনের সার উপদেশগুলি বুঝাইয়া দিল; ঐ কথাগুলি অনুধাবন করিতে কিন্তু আমি গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলাম—তথাপি উহাদের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, পণ্ডিত মহাশয় কিন্তু উহা বেশ বুঝিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিলেন এবং বালকটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

আমি এ জন্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ—এই বাক্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ আমি নহি; কারণ ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা এযাবৎ জানিতে পারি নাই, জানিবার চেষ্টাও করি নাই। আমার চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ শূদ্রধর্ম্মের প্রতি প্রধাবিত হয়। আর না হইয়াই বা উপায় কি! অন্যের দাসত্ব না করিলে যে আমার পরিবারবর্গ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; তবে সংসারনির্ব্বাহের নিমিত্ত চাকরী করিয়া সময়ের নিত্যকৃত্য করিলে হয়; কিন্তু তাহাতেও যে প্রবৃত্ত হয় না, যদিও বা দুই এক সময় জোর করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসি, তন্মুহূর্ত্তে সংসারের যাবতীয় চিন্তা আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। তাই সন্ধ্যা-গায়ত্রী প্রভৃতি প্রণালীর মাদিগরের অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া এবার জড়বিজ্ঞানাদির আলোচনায় মনোযোগ দিয়াছি। ইহাতেও যে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারিয়াছি, তাহা নহে, তবে যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছি, তাহাতেই সংসারের অল্পবুদ্ধি অনেক লোকের নিকট হইতে বেশ প্রশংসা পাইতেছি, তদুপরি এই জ্ঞানের ...কই সাময়িক বিশ্বের প্রায় বারটিতে ... প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া উদরপূর্ত্তির বেশ সুবিধা হইতেছে। শাস্ত্র ও মহাজনগণ সর্ব্বদাই বলেন,—"তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ যাহা কিছু আছে, তাহা নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত কর। ভগবানের সেবা ব্যতীত তোমার অন্য কার্য্য থাকা কিছুতেই উচিত নহে; তুমি যাহা কিছু করিবে, তৎ সমুদয়ই যেন ভগবানের সেবার উদ্দেশে কৃত হয়; নতুবা তুমি আত্মঘাতী হইবে। জীবনধারণোপযোগী হৃৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলে তুমি চোর।" আমার

ভোগপর মন, কিন্তু এই সকল বাক্য স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। সে বলে, সংসারে আসিয়াছি ভোগ করিতে, যদি যথাসাধ্য ভোগই না করিলাম, তাহা হইলে জীবনই ত' বৃথা। আমার কথা হচ্ছে,—eat, drink and be merry.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের আসন সর্ব্বোপরি। ব্রাহ্মণের গুণে মুগ্ধ হইয়া অপর বর্ণত্রয় তাঁহাকে সম্মান দিতে বাধ্য। তবে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণেতর বৃত্তি গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমান্ জনগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করেন, কারণ তাহা হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

শাস্ত্র বলেন,—'মানবগণের নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে বর্ণ নিরূপিত হইবে। প্রত্যেকেই জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ"; শৌক্রজন্মের পর আচার্য্য তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া বর্ণ নিরূপণ করিবেন। কিন্তু কালক্রমে উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে এবং অপস্বার্থপরতার প্রভাবে শৌক্রপদ্ধতিতেই বর্ণের নিরূপণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শৌক্রপদ্ধতির বিশুদ্ধতার অভাবের দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র কর্ত্তৃক সন্তানোৎপাদন এবং শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সন্তানোৎপত্তির দৃষ্টান্তও অনেক দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রেই শৌক্রবর্ণ-নির্ণয়-পদ্ধতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া পারেন না।

আমার সৌভাগ্যক্রমে (?) আসুর-বর্ণাশ্রমের যুগে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ফলে ব্রাহ্মণের গুণাবলী আমার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও অনেকে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেশ সম্মান প্রদান করেন, কিন্তু প্রকৃত সুধীগণ আমার দাস্যবৃত্তি [illegible] করিয়া আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মোটেই সম্মান প্রদান করেন না। তাঁহারা অমানী ও মানদ—তাই অপর দশজনকে যে প্রকার সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, আমাকেও সেই প্রকার সম্মান প্রদান করেন; তাহাতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। যাহা চাই, তাহা তাঁহাদের নিকট পাই না বলিয়া আমি রাগে 'অগ্নিশর্ম্মা' হইয়া পড়ি। কিন্তু আমার সর্ব্বান্তঃকরণে উঁহাদের সর্ব্বনাশ কামনা করা সত্ত্বেও সত্যলিপ্সু ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাদের দলে মিশিয়া তাঁহাদের দল পুষ্ট করিতেছেন, তদ্দর্শনে ঈর্ষানলে আমার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম,এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী)

(গুরুদেব),

তব পাদপদ্ম বিনা সকলি অসার।
শ্রীগুরু-চরণ-সেবা বহি নাহি আর॥
তব অদর্শন বিনা নাহি অমঙ্গল।
তোমার সম্বন্ধ মাত্র পরম মঙ্গল॥
অযাচিত করুণার অমৃত প্লাবনে।
কি আনন্দ বহাইছ এ মর ভুবনে॥
তব অপ্রাকৃত লীলা তব কৃপা বিনা।
বহির্ম্মুখ জীব আহা দেখিতে পারে না॥
তব লীলা, তব কৃপা নিজেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়
বহু ভাগ্যে মুক্ত জীবে উপলব্ধ হয়॥
পাদপদ্মশোভা তব চিত্তবিহারী।
বন্দিতে এ অভাজন নহে অধিকারী॥
তব কৃপা স্মরণে রাখিতে সর্ব্বক্ষণ।
তব কৃপালেশ ভিক্ষা করিয়ে প্রার্থন॥
(তব) কৃপার স্বরূপ কবে হৃদয়ে স্ফুরিবে।
তোমার সেবায় কবে অধিকার দিবে॥
তব শুদ্ধ দাস্যে মোর লোভ উপজিবে।
(তব) প্রসাদ বদনে কবে যোগ্যতা অর্পিবে॥
তব পাদপদ্ম কার বন্দিতে শকতি।
তব কৃপা বিনা যার নাহি হয় স্ফূর্ত্তি॥
শুদ্ধ ভক্তমুখে স্ফুরে শ্রীগুরু-বন্দন।
গুরুকৃপাপাত্র হতাহুকরয়ে শ্রবণ॥
জীবের স্বরূপ শ্রীগুরুর নিত্যদাস।
গুরুসেবা স্বরূপের নিত্য অভিলাষ॥
গুরু-সেবাবৃত্তি কবে হইয়া উদিত।
স্বরূপে উদ্বুদ্ধ মোরে করিবে সতত॥
কবে আমি তব পদ সেবি' অনুক্ষণ।
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম করিব শোভন॥
কবে মোর নিষ্কপট বাঞ্ছা উপজিবে।
সর্ব্ববৈষ্ণবের পদ সর্ব্বদা সেবিব॥
শ্রীগুরু-চরণ-সেবা বৈষ্ণব-কৃপায়।
বৈষ্ণব-সেবন গুরু-কৃপালভ্য হয়॥
ঈশ্বরপ্রসাদ হয় জানিবে নিশ্চয়।
ঈশ্বরকৃপায় আকর্ষণে প্রাপ্য হয়॥
নিবেদন মোর সদা বৈষ্ণব-চরণে।
সেবা-অধিকার মাগে দাস অকিঞ্চনে॥

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত নৈমিত্তিক ধর্ম্মমতের পার্থক্য এবং তত্তৎভজন প্রণালীর সহিত বিলক্ষণ বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রয়োজনপ্রাপ্তির সমযোগ্যতা-সমর্থনকারী অনেক দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন আরোহবাদী ব্যক্তি মনোধর্ম্মোত্থ অসৎসিদ্ধান্তের পরিপোষণকল্পে একরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথা- "কয়েকজন ব্যক্তি যেন বোম্বাই নগরে একত্রিত হইয়াছেন। সকলেরই গন্তব্যস্থান কলিকাতা; বোম্বাই হইতে কেহ ষ্টীমারে উঠিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কোন ব্যক্তি ট্রেণে আরোহণ করিলেন, কেহ বা এরোপ্লেনে উঠিয়া বিমানপোতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন, আবার কোন ব্যক্তি পদব্রজে রওনা হইবার প্রয়াসী হইলেন। সকলেই নিশ্চয় কলিকাতায় পৌঁছিবেন; তবে যানের বিভিন্নতা-হেতু কলিকাতা পৌঁছিবার সময়ের কিছু তারতম্য হইবে মাত্র। তাঁহারা উক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, যদি কেহ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হন, অথবা কেহ ব্রহ্মোপাসক বা মহামায়ার মায়ায় অনুরক্ত থাকেন, কিম্বা কেহ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী হ'ন, অথবা কেহ সিদ্ধিদাতা গণেশ বা সূর্য্যের উপাসনা করেন, তবে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহারা কেন পরমেশ্বরকে লাভ করিবেন না? তাঁহারা সংকল্পনাবলে এইরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, ঐরূপভাবে সকলেই ভগবানকে পাইবে। অনেক তার্কিক ব্যক্তি আবার এই প্রকার বলেন, —'মহাশয়! আমি যখন থিওসফিক্যাল সোসাইটী'র বক্তৃতাগুলি বেশ বুঝিতে পারি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের দর্শন-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তখন কার আমার সংশাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়ের দরকার কি? গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তো আমরা সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব।"

অনেকানেক বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী ব্যক্তি আবার পুস্তকাদি পাঠ-ক্রম ব্যতীত, যেরূপ অল্পসময়ে ও অল্পায়াসে ওফেলিয়াবং 'সেক্সপীয়ার'-রচিত 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'রোমিও-জুলিয়েট' প্রভৃতির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে দর্শন করিয়া ঐ বিষয় পরিস্ফুটভাবে বুঝিয়া থাকেন, সেই প্রকারই সমজাতীয় বিষয়জ্ঞানে শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের চিন্ময়লীলা প্রাকৃত চক্ষু-গোচর করিবার আশায়—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-লোলুপ নয়নে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দর্শনের ভ্রান্ত দুরাশায় রঙ্গালয়ের এবং 'সিনেমা প্যালেসে'র দ্বারস্থ হয়েন। এপ্রকার জড়াসক্তগণ বলেন, "মানবের আয়ুষ্কাল অল্প, মনে যদি তুল্য অসীম শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া এসকল অগাধ বিষয় কিরূপে জানিব? তাই গোলোক বৃন্দাবনের লীলা ও ভক্তগণের লীলা বায়োস্কোপেই দর্শন করিতেছি। তাঁহারা কলিজীবের উদ্ধারের জন্য প্রপঞ্চে ভক্তলীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের অনুগত, ষড়্ গোস্বামিবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত হয়েন না করিয়া, নিজ অক্ষজ বুদ্ধিবলে 'শ্রীচৈতন্যলীলা' থিয়েটারে দেখেন! অপ্রাকৃতরসরসিক, ভক্তপ্রবর শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পূত চরিত্র প্রভাব ও মহাভক্তচূড়ামণিবর্গের একমাত্র আস্বাদনীয় বস্তু চিন্ময়ী ব্রজলীলা, কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজগোপিকাগণের বিপ্রলম্ভময়ী মহাভাব লীলা 'বায়স্কোপ কোম্পানী'র দয়ায় দর্শন করিয়া নাকি ধন্য হয়েন! আর সেই অদ্ভুত ভূলোকে গোলোকবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা দেখিবার নাকি 'শ্রীকৃষ্ণ অভিনয়ের নির্দ্দিষ্ট রজনীতে রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে।

অপরজ্ঞানদুষ্ট অনেকেই নিজদিগকে পরম উদার-মতাবলম্বী, সাম্প্রদায়িকতা-দোষশূন্য, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আপনাপন ঢ্যাক ঢাক দিগ্ দিগন্তে আপনারাই নিনাদিত করিয়া থাকেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদমূলে তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বকে প্রাকৃত বিচারে যেভাবে অবগত হইতে চাহেন, স্বয়ংপ্রকাশ সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব সেই প্রকার বিকৃত ধারণাপর হৃদয়ের গোচরীভূত হন না। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বাল-স্বভাব-চপল শিশু-হস্তস্থিত ক্রীড়নক পুত্তলিকার মতই অক্ষজ বুদ্ধির জ্ঞানগম্য ও যদৃচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তনযোগ্য মনে করিয়া মূর্খতা ও নাস্তিকতার চরম সীমায় উপনীত হইতেছি মাত্র। গুরুভক্ত-শাস্ত্র ও সাধু-মহাজনপ্রদর্শিত পরমকল্যাণের পথ গ্রহণ না করিয়া নিজ ভোগবিচারানুকূলভাবে ধর্ম্মমত ও ভজন-প্রণালী (?) নির্দ্ধারণ করিবার দুঃসাহস করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতনের অন্ধকারপথেই চলিয়া যাইব। নানা প্রকার অপভজনপ্রণালী কল্পনা করিয়া লইয়া আমরা যে বস্তুকে প্রয়োজনীয় ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান করিতেছি' তাহা বাস্তব বুদ্ধিনাশ বলিয়া ভ্রমপূর্ণ।

অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া আমরা কর্ম্মফল প্রাপ্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তি মনে করি,—আকাঙ্ক্ষিত জড়সুখোপকরণ লাভকেই পরমেশ্বরের অপার করুণা মনে করি, কিম্বা মুমুক্ষু হইয়া ভোগত্যাগপর ফল্গু-বৈরাগ্যরূপ যান্ত্রা কণ্টকার সোপানে আরোহণ করাকেই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বিচারদুষ্ট 'ভোগীর কৃষ্ণ', নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানবাদী মুমুক্ষুর শুষ্কজ্ঞানকল্পিত 'ব্রহ্ম', বা অভ্যাভিলাষী কর্ম্মবীরের সভাগৃহে মনোনীত, তদীয় 'মনোধর্ম্মপ্রসূত কর্ম্মী' কৃষ্ণ' কখনই অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস কৃষ্ণস্বরূপ নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৬০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রাহ্মমল্লিকা অণুগৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। শ্রীতত্ত্বমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৵১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিৰ্ম্মৎসর সমালোচক, অকস্মজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীব একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, গ্রন্থ, কাব্য, শিল্প, কৃষি, এবারন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সরস্বতীজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ন্যায়রত্নতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী নন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবাপূজা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible]

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅচিন্ত্যভেদাভেদ ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ভগবান্ ও অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকার-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় প্রণালী, শ্রৌতপথ, পরিক্রমা, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছু মাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার বিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র

[illegible]

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মানুষকে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ ৶৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তথ্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকর্ষণে জ্ঞাতব্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৷৴৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলেও সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীস্নায়ুদোষ ও যৌনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, অধাত্যেক্ষা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঙ্কাজান্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ২৲ টাকা।

"স্বপ্নমণিবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও স্ফুর্ত্তি বর্দ্ধিত অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে বাল্যজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND BLD. NEW BRUISES ETC

DASS BROS THE GENUINE GOUR SANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ৪৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহে রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সত্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুজীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কাতপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্‌. এম্‌. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"[illegible]" [illegible]

Registered No. C [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সনাতন শ্রদ্ধান-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই পৌষ ১৩৩৭ সোমবার ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

ভীষণ ষড়যন্ত্র

মালগাড়ী লাইনচ্যুত—মেললাইন বন্ধ

ভারতের ভাবী বড়লাট

পাটনায় ঐতিহাসিক প্রদর্শনী

দীনেশগুপ্তের অবস্থা

পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতির প্রায়োপবেশন

কাশীতে ১০৯ ধারা

বন্দুক ও গোলাবারুদসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

পণ্ডিত জহরলালের পত্র

রাইটার্স বিলডিংসএ হত্যাকাণ্ডের জের

নানা কথা

ভীষণ ষড়যন্ত্র

কতকগুলি মফঃস্বলের কাগজ ও নগণ্য সাম্প্রদায়িক কাগজে নটবরদত্ত নামক এক উদ্ধত স্বর্ণবণিক যুবক সত্যের অপলাপ করিবার বাসনায় লিখিয়াছে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর নহে। উহাকে কতকগুলি মুসলমান খণ্ডৌলি-দের প্রণালীতে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করায় তাহাদের ন্যায় বৈদেশিক আচার ব্যবহার যুক্ত, একত্র ভোজনকারি সমাজের অন্তর্ভুক্ত উক্ত যুবক সেই উচ্চারণের অনুকরণ করিয়া যে চক্রান্ত আরম্ভ করিয়াছে, [illegible] তাহাতে তাহার দুরভিসন্ধির অনুসন্ধানের জন্য একটি অনুসন্ধানসমিতি বিগত [illegible] পৌষ [illegible] স্থাপিত হইয়াছে।

অন্নদাবাবাঠাকুরের সন্তান (যদিও তাঁহার জন্মদাতা নহেন) এরূপ একব্যক্তি কোনও চিকিৎসালয়ের অধিপতি স্থাপন করিয়া গুপ্তউন্মত্ত প্রচার করিয়াছেন। উক্ত ভীষণ ষড়যন্ত্রের মধ্যে তিনিও একজন প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার নামটি বাহির করিতে হইলে একটি equation solve করিতে হইবে।

ভারতের ভাবী বড়লাট

ভাইকাউন্ট উইলিংডন

সরকারী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভাইকাউন্ট উইলিংডন ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট হইবেন।

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

মেল লাইন বন্ধ

গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে ১০টার কিছু পরে আগ্রা-দিল্লী কর্ড রেল লাইনের ভোলাকা ও তোদাল ষ্টেশন দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী আপ মালগাড়ীর ১৫ খানা ওয়াগান লাইনচ্যুত হইয়া যায়। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ঐদিন ৪ ঘণ্টাকাল মেল লাইন বন্ধ থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত লাইন মেরামত না হয়, ততক্ষণ ই-আই রেলের [illegible] টুণ্ডলা লাইন হইয়া সমুদয় গাড়ী যাতায়াত করে।

পাটনায় ঐতিহাসিক প্রদর্শনী

২২শে এবং আগামী ২৩শে ডিসেম্বর পাটনায় ভারতীয় ঐতিহাসিক পুরাবস্তু কমিশনের বার্ষিক অধিবেশন হইবে এই উপলক্ষে যে ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হইবে তাহার জন্য ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত নানারূপ চমৎকার দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। কালকাতা, দিল্লী এবং অন্যান্য স্থান হইতে ঐ সকল জিনিস ধার করিয়া আনা হইয়াছে। ইহার মধ্যে হস্তলিখিত কাগজপত্র ফরমাণ, সনদ, চিত্র, মুদ্রা, শীল, প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র এবং টিপু সুলতানের প্রতিকৃতি, ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ভিনিস নগরে মুদ্রিত সচিত্র আরমেনিয়ান বাইবেল, ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট সাজাহান এবং পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা আলির অন্যতম বংশধর ইমাম বকরের প্রতিকৃতি আছে।

দীনেশ গুপ্তের অবস্থা

দীনেশ গুপ্তের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতির দিকে যাইতেছে।

গত শুক্রবারের সংবাদে জানা যায় যে, দীনেশ [illegible] আছে—ক্রমশঃ [illegible] পথে অগ্রসর হইতেছে দক্ষিণ বাহু হইতে দ্বিতীয় গুলী বাহির করার জন্য সম্ভবতঃ মঙ্গলবার অস্ত্রোপচার করা হইবে।

হাকিম মার পটের আসামী

স্থানান্তরিত

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে পটুয়াখালীর মহকুমা হাকিমকে মারপিট করা সম্পর্কে ৩০২ ও ১২০ বি ধারায় দণ্ডিত বরিশালী চক্রবর্তীকে কিছুদিন পূর্ব্বে বরিশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাঁহাকে পটুয়াখালীতে আবার লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতির প্রায়োপবেশন

প্রকাশ, নাইনী জেলে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদ শ্রীযুক্ত নর্ম্মদা সিং এবং শ্রীযুক্ত কাপ, এম, পাণ্ডে গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল হইতে তিনদিন ব্যাপী উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন রাজনৈতিক বন্দীদের বেত্রাঘাত করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তাঁহারা এই সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কাশীতে ১০৯ ধারা

পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের পরিবর্ত্তে এখন ১০৯ ধারা জারি করা হইতেছে। পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত যে সকল স্বেচ্ছাসেবকগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে উক্ত ধারানুযায়ী দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বন্দুক ও গোলাবারুদসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

কোকেটা, ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লোরালাই পুলিশ ৪ জন লোককে একটি বন্দুক ও কিছু গোলাবারুদ সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ২রা নভেম্বর একখানা লরী কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং ২ জন পুলিশ, একজন হেডকনষ্টেবল ও লরীর চালক নিহত হয়, দুর্বৃত্তগণকে ধরিবার জন্য বেলুচিস্থানের সরকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

লোরালাই জিলার পাহাড়ে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে. জির্গা ও তাহাদের বিচারে হইবে বলিয়া প্রকাশ

পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতির পত্র

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বেত্রাঘাত এবং দুগ্ধাভাবের জন্য বেত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে জয়েণ্ট জেলারের মারফৎ মহকুমার সম্বন্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য লিঃ জজ লাথাটিকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট হতে এখনও প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আসিয়া পৌঁছায় নাই।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হত্যাকাণ্ডের জের

কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অতীন চাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত জীবন ঠাকুরতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবন সরকার প্রমুখ ১১ জন কংগ্রেসনেতা এখনও হাজতে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকেও সেই সম্পর্কেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত গোপাল সেনকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গোপাল বাবু বিনয় বসুর সহিত [illegible] মেডিকেল স্কুলে সঙ্গে থাকিতেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে যে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে কেহই বলিতে পারে না।

হাসপাতালে দীনেশ গুপ্তের পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ

হাসপাতালে দীনেশচন্দ্র গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্তের পক্ষ হইতে উকিল শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায় গত বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে আবেদন করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিয়া উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ করিতে দিবার অনুমতি দিয়াছেন।

মেডিকেল কলেজে দীনেশ গুপ্তের পিতামাতা দীনেশ গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও তদীয় পত্নীর স্বাস্থ্য

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে দিল্লী জেলে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভালই আছে। আজকাল তাঁহার রক্তের চাপ ১৮০ ডিগ্রী, মাঝে মাঝে উহার কম বেশী হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার স্বাস্থ্যের অবস্থাও বর্ত্তমানে ভালই আছে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৃহস্পতিবার দিন দিল্লী এক্সপ্রেসে দিল্লী রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের অব্যাহতিলাভ

গত ১৮ই ডিসেম্বর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডের মামলা উঠিলে পাবলিক প্রসিকিউটার এই মর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশ অনুযায়ী তিনি মামলা উঠাইয়া লইতে চাহেন, ম্যাজিষ্ট্রেট উহা মঞ্জুর করিয়া শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডেকে খালাস দিয়াছেন। এস্থলে উহা উল্লেখযোগ্য যে কর্ণাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী ঘোষিত হইলে পর শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডেকে উহার সদস্য থাকার অভিযোগে ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধক আইনের ১৭-১ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

হাওড়ার কাপড়ের দোকানে পিকেটিং

গত বুধবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থিত কাপড়ের দোকানগুলিতে পিকেটিং করিতেছেন এমন সময় হাওড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা একজন ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট ও ২৫ জন কনষ্টেবল লইয়া তথায় উপস্থিত হন। প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রহৃত হন। ৪ জনের আঘাত গুরুতর হইয়াছে। পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

রাজসাহী ডাকলুঠের জের

গত ১৫ই ডিসেম্বর দায়রা জজের আদালতে পাবনার জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ লাহিড়ী ও মোক্তার শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র মজুমদারের পক্ষ হইতে জামীনের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে রাজসাহী ডাকব্যাগ লুণ্ঠন সম্পর্কে ধৃত হইয়াছিলেন। সরকার পক্ষের উকীল পুলিশের ডি, আই, জির সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য সময়ের প্রার্থনা করেন এবং এইরূপ আভাস দেন যে, আগামী পনর দিনের মধ্যে হয় তাঁহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠিত হইবে, নতুবা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আসামী পক্ষের উকীলের প্রশ্নোত্তরে সরকারী উকীল তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

রাজবন্দীর ক্ষয়রোগের আশঙ্কা

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসুকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হওয়ায় তাঁহার পিতামাতাকে তাহা জানান হইয়াছিল তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছেন।

পুরুলিয়া জেল হাঙ্গামার মামলা

পুরুলিয়া জেল হাঙ্গামার মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মামলায় মেসার্স প্রভাত চন্দ্র বসু, সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী, রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, পি, ভট্টশালী আর, শর্ম্মা, সুকুমার মৈত্র অতুল চন্দ্র দত্ত ও জগবন্ধু মল্লিক দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ও ১৪৭ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার মৈত্র ও সুরেন্দ্র নিয়োগীর উপর দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় অভিযোগও আনয়ন করা হইয়াছিল অবশেষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নিয়োগীর উপর ৩২৩ ধারার অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের প্রত্যেককে ১৪৭ ধারায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ১৪৩ ও ৩২৩ ধারায় কোন পৃথক দণ্ডদান করা হয় নাই।

রাঁচি জেলে রাজবন্দী

প্রকাশ, রাঁচি কারাগারে যে সকল ব্যক্তি অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, গত সোমবার হইতে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করান হইতেছে। প্রকাশ, তাহার ফলে, শ্রীযুক্ত মহাদেও সোনার ও শ্রীযুক্ত নন্দধারী সংজ্ঞাহীন হন। তাঁহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, অনশনকারী অপর ব্যক্তিদের অবস্থা গুরুতর এবং প্রায়োপবেশন করায় শাস্তি দিবেন বলিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকায় পুলিশ কর্ম্মচারী বদলী

মিঃ লোম্যানকে গুলী করিবার পর ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মেসে যে কি প্রকার বেপরোয়াভাবে খানাতল্লাস হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এখনও অনেকে ভুলিতে পারেন নাই। সেই সময় পুলিশের তাড়নায় মেসের বহু ছাত্র আহত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্য হইতে আবার প্রায় ৫০ জনকে মিটফোর্ড হাসপাতালে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। প্রকাশ এই সম্পর্কে মেসার্স কেলী ও কটামকে সম্প্রতি এই স্থান হইতে বদলী করা হইয়াছে; তাঁহারা উভয়েই পুলিশ বিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারী।

জীরা বোমার মামলা

জীরা বোমা মামলায় ৫ জন আসামী মধ্যে লালচাঁদ ও জগন্নাথ দিংহ খালাস পাইয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
  - ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
  - ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
- ২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
- ৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
- ৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
- ৫। ভজনরহস্য ।০
- ৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- ৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
  - ঐ (বাঁধা) ৸০
- ১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
- ১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
- ১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ।৶০
- ১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
- ২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
- ২১। গীতমালা ৴১০
- ২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
- ২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
- ২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
- ২৫ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ২৬ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ২৭ শরণাগতি ৴০
- ২৮ গীতাবলী ৴০
- ২৯ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
- সাধনকণ ৴
- ৩১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
- ৩২। নবদ্বীপশতক ৴
- ৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
- ৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
- ৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
- ৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ।৴০
- ৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
- ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- ৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
- ৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
- ৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৷০
- ৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴
- ৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
- ৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

- ৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
- ৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
- ৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
- ৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৭। নামভজন ।০
- ৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
- ৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।
- ৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴
- ৬১। দি ভাগবত ।
- ৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
- ৬৪। সাধন পথ ।০
- ৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
- ৬৬। গীতাবলী ৴১
- ৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম,এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈকুণ্ঠলোকের চিন্ময়তত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।

আমরা দুর্দৈববশতঃ অপ্রাকৃতজ্ঞানাভাবে শ্রীবৈকুণ্ঠবার্ত্তাও যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; শ্রৌতবাণী আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণকারিণী রুচির অনুকূল নহে,—এইবিচারে, অমূল্যধনে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া শ্রেয়ের সর্ব্বনাশী গ্রাসেই পতিত হই। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ কৃপাসাগর শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা ভিন্ন আমাদের প্রাকৃত কোলাহলপ্রিয় জিহ্বাতে শুদ্ধকীর্ত্তনসরস্বতী প্রকাশিত হন না এবং কর্ণও বৈকুণ্ঠবাণীর অপ্রাকৃতশব্দশক্তির চিদ্বিলাসতত্ত্ব শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করে না। কুদর্শনযুক্ত চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অধোক্ষজ ভগবানের ও তদীয় ভক্তবৃন্দের অপ্রাকৃত পাদনখশোভা দর্শন করিবার মত অবস্থা হইতে বঞ্চিত থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রসাদে আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জড়ামজ্জগণ অপ্রাকৃতের সুদর্শনপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া চেতনালোকে যথাযথভাবে একমাত্র দৃশ্যবস্তুর দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করে এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা ব্রজাণ্ডপতির সেবাবিধানে যোগ্যতা অর্জ্জন করে। অজ্ঞানে পরিচালিত 'থিয়েটার হলে 'কৃষ্ণলীলা' শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝিতে যাওয়ার চেষ্টা আমাদিগকে অজ্ঞানেই পাতিত করে। মহাভাগবতের কৃপাবারিতে অভিষিক্ত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অধোক্ষজ তত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া উন্মাদ-চেষ্টা মাত্র। এবং তখন অসীম করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের দয়ার পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া যথার্থ দীনতা ও আর্ত্তিসহকারে রোদন করিতে করিতে নিবেদন করিয়া থাকি—

মিছে মায়াবশে সংসার-সাগরে
পড়িয়াছিলাম আমি।
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া,
আমারে তারিলে তুমি॥
শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা
মোর দুঃখ কর দূর॥
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব,
বিদ্যা সে অবিদ্যাকলা।
শোধিয়া আমায়, নিতাইচরণে,
সঁপহে যাউক জ্বালা॥
তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়,
স্ফুরুক যুগলনাম।
কহে দীনদাস আমার হৃদয়ে
জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম॥

দুর্ভাগার আত্মপরিচয়

(২)

(ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম)

স্মৃতিকুল শাস্ত্রানুযায়ী দৈব-বর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন,—ইহাতে আমাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে; কারণ শাস্ত্রের বাক্যগুলি বুঝিতে পারিয়া অনেকেই আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছে। তাই চোরে যেমন সজ্জনকে দেখাইয়া 'ঐ চোর' বলিয়া চীৎকার করে, আমিও উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাদের দলের কোনও গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সাহায্যে 'প্রকৃত ভূসুরগণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উৎসাদন করিতেছেন' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছি। দেখি—আমার কুচক্রান্ত-বৃক্ষে কি ফল ফলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতারী হইয়াও মাদৃশ পতিতকে উদ্ধারার্থ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রকটে আগমন করিয়া জীবোদ্ধারার্থ নিজে ভক্তভাবে ভক্তিধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা দেখিতে পাই, সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলাভিনয়ের পর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দেশ ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীপাদস্পর্শে বহু স্থান তীর্থীভূত করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে লোকদিগকে ভক্তিধনে সমৃদ্ধ করিয়া প্রচারার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন প্রভুকে মাথুরমণ্ডলে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রচারার্থ প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণ দেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গমন করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। আচার ও প্রচার দুইটিই যে যুগপৎ প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শনার্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

আচার করয়ে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের একটী ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগৃহীত প্রচারকগণ আচারমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন; পাশ্চাত্যদেশের অনেক মনীষি গোস্বামী মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সাত্বত শাস্ত্রের বিচার শ্রবণপূর্ব্বক মুগ্ধ হইয়া শতমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রশংসা করিতেছেন এবং তাঁহাদের দেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ আহ্বান করিতেছেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্রজ্বালা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে অক্ষম হইয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মারফতে প্রচার করিলাম, 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকার্য্য মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে, সুতরাং গৌড়ীয়মঠ আচারময় প্রচারদ্বারা আমাদের শঠতা প্রদর্শন করিয়া অন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন।' শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে প্রতিষ্ঠানটী আজ ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন, নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আমাকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া সুধীমাত্রেই আমার প্রতি ঘৃণামিশ্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাই আজ আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কাজীকে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে জগতে শ্রীশ্রীনামভক্তের সৌভাগ্য প্রদর্শনার্থ শত শত মৃদঙ্গ করতাল ঝাঁঝর শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত বিপুল সঙ্কীর্ত্তন সহ নগর পরিক্রমা করিতে করিতে স্বগৃহ হইতে কাজীর বাটী গমন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে বিপুল সঙ্কীর্ত্তনবাদ্যনিনাদ সহযোগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনের গৃহ হইতে বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আনয়ন করিয়া জগৎসমক্ষে মহাপ্রভুর শিক্ষার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী কলিকাতা মহানগরী আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। বৈষ্ণবদের এই সকল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমার ঈর্ষানল সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। উঁহাদিগকে কি প্রকারে অনশনে প্রাণত্যাগ করান যাইবে, তদ্বিষয়ে উপায়চিন্তাই বর্ত্তমানে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি।

গ্রাম ও ধাম এক নহে। শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার বৈকুণ্ঠত্বের হানি হয় না। সুতরাং সকলেরই শ্রীধামের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণধাম এবং শ্রীকৃষ্ণকাম—এই তিনটীর সেবা আত্মমঙ্গলার্থী ব্যক্তিমাত্রেই করিয়া থাকেন। শ্রীধামের শুদ্ধ ও অশুদ্ধগণের ধুলি এক বস্তু নহে—একটী অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তু, অপরটী প্রাকৃত ও হেয়। আমার গোবরভরা মস্তিষ্কে এই সকল কথা প্রবেশ করে না; তাই শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীধামসেবার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দর্শন করিয়া আমি উহাকে অর্থহীন বলিয়া মনে করি।

বক যে প্রকার মৎস্যের আশায় পুষ্করিণীর তীরে নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, বিড়াল যে প্রকার মৎস্যের লোভে গঙ্গাতীরে অবস্থান করে, সেই প্রকার অনেক কপট ব্যক্তি ছদ্মবৃত্তিবশে সাধু-সজ্জায় উপবেশন করিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মকেলি প্রদর্শন করে। এই বকধার্ম্মিকগণ লোকের রুচিপ্রদ নানাপ্রকার বাক্য বলিয়া থাকে। তাই অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি ঐ প্রকার বকধার্ম্মিককে গুরু বলিয়া বরণ করে। আমিও এই প্রকার মনোধর্ম্মী হতভাগাদের মধ্যে একজন। তাই যিনি নিজেও অমেধ্যাদি ভোজন করিতেন এবং আমাকেও ঐ প্রকার জিনিষ ভোজনে উৎসাহ দিতেন, এইরূপ একজন বিড়ালতপস্বীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। আমার এই গুরুদেব বর্ত্তমানে পরলোকে। তথাপি তাঁহার রুচিপ্রদ বলিয়া বৎসরে অন্ততঃ একবার তাঁহার শ্রীভাবে মৎস্য-মাংসাদি ভোগ দিয়া প্রসাদ (?) গ্রহণ করিয়া থাকি। পাঠকগণের আমার গুরুবরের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার কৌতূহল হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার অনুদ্ঘাটিত কীর্ত্তিকলাপ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তাহা আমি কেন, আমার গুরুদেবেরও জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার গুরুও আমার ন্যায় একজন আত্মবঞ্চক মায়াবদ্ধ জীব মাত্র। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় আমাদের পিচুটী পাকানর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বলিয়া আমিও আমার উপযুক্ত শ্রীগুরুদেবের সম্মানরক্ষার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। অমল বৈষ্ণবধর্ম্মে এবং নিখুঁত বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কোন প্রকার দোষ না থাকিলেও আমার ন্যায় শয়তান নানাপ্রকার মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া আমার ন্যায় কলিহত জীবকে বঞ্চিত করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে; তবে বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণবগণের নিকট আমার শয়তানী ধরা পড়িয়া যাইবে। না হয় ধরাই পড়িল, তাহাতে আর ক্ষতি কি? একবার ত' গলাবাজি করিতে পারিলাম।

আজ এই পর্য্যন্ত—প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আমার মস্তিষ্কের কুকল্পিত আরও কিছু আগামীবারে ব্যক্ত করিব।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ... এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই পৌষ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

ভাষণ যড়যন্ত্র

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারণে ৯০ জনের প্রাণনাশ

ব্যয়ামবারের শোচনায় মৃত্যু

৫৫ জন সত্যাগ্রহীর কারামুক্তি

মহাত্মাজার পুত্র গ্রেপ্তার

কাণপুরে মিছিলে পুলিশের লাঠি

ঢাকায় উকীল খুন

ভীষণ ষড়যন্ত্র

শ্রীধাম-নবদ্বীপপ্রচারিণী সভা হিন্দু-জনসাধারণের একটি পবিত্র সত্ত্ব। উক্ত বর্ত্তমান বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রথম বর্ষে স্থাপিত হয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন স্থানসমূহের সংরক্ষণ ও প্রাচীন গৌরলীলাস্মৃতির উদ্দীপনকল্পে নিহিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিভিন্ন কার্য্যকারকরূপে সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। শ্রীনবদ্বীপের তাৎকালিক সহরের নিবুদ্ধিগুণী সকলেই একবাক্যে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার স্তাবক ছিলেন। কিন্তু কালের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপধর্ম্ম-জীবিগণের প্ররোচনায় পতিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বাচরিত বা পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছেন। দেশ, কাল ও পাত্র-বিচারে ষড়যন্ত্রকারিগণ নানাপ্রকার কুকর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছেন। সুতরাং ঐগুলির ধারাবাহিক অনুসন্ধানফল নিরূপিত হইতেছে এবং উহাদের প্রতিকারও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সভ্যগণের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রাচীন নবদ্বীপের, বিশেষতঃ শ্রীধাম-মায়াপুরের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি স্বাভাবিক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন নবদ্বীপে একসময়ে অপরা বিদ্যার প্রবল স্রোতে ভাটা পড়ায় পরা বিদ্যার প্রবলতর স্রোতে প্রেমের উজান বহিয়াছিল। কিন্তু কালধর্ম্মক্রমে নানাপ্রকার কপটতার স্রোত প্রবল হওয়ায় ভাগ্যহীন অনভিজ্ঞজনগণ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় বিদ্বেষীরূপা শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকামদেবের সেবায় কুচক্রি-গণের জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রভাবে বাধা পাইয়া অমঙ্গল বরণ করিতেছে। সেই সকল নির্ব্বোধজনগণের কুচিন্তা উপশমন করিবার জন্য শ্রীধামের ঈশ্বর তাঁহার প্রকট-কালের অব্যবহিত পরেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ষড়যন্ত্রকারিগণ কপটতা-বশে এখন শ্রীধামবিরোধ এবং শ্রীনামবিরোধ আরম্ভ করিয়াছেন। জড়কামের কামুক-সম্প্রদায় অপস্বার্থবশে এখন শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিরুদ্ধে যে কাপট্যের বশবর্ত্তী হইয়া যত্ন করিতেছেন, সেই কপটতা লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইলে উহাদের দৌরাত্ম্য ধরা পড়িয়া যাইবে এবং অত্যাচারী বিদ্বেষী সেই সকল ব্যক্তির দণ্ডলাভ ঘটিলেই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ষড়যন্ত্রকারিগণ কাপট্যপূর্ণ ও পাপময় এবং কামাদি ষড়্-রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মৎসরধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাহাদের রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আত্মমঙ্গল বুঝিতে পারিবে না।

ষড়যন্ত্রকারিগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে গাহিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা বৎপরোনাস্তি মিথ্যা ও কপটতা আশ্রয় করিয়া সরলবিশ্বাসিগণকে বলপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিবেন এবং সদসৎ বিচারপূর্ব্বক সত্য-গ্রহণে অসমর্থ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার ধোঁকা দিয়া বাগ্জালে পাতিত করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিদ্বেষী করিয়া তুলিবেন, অতঃপর শ্রীধাম মায়াপুরের অবিসম্বাদিত সত্যসংস্থিতির প্রতি লোকের হৃদয়ে সন্দেহবীজ রোপণ করিবেন। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বিচার না বুঝিয়া বিদ্বেষবৃত্তি প্রবল করিয়া পরের অপকার করা তাঁহাদের নিকট "ধর্ম্ম" বলিয়া কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধানে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এখন কেহ বাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সত্যের ও ভক্তের বিদ্বেষ করেন ও মিথ্যা কথা চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধরিতে পারিবেন।

ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় উদার সিদ্ধান্ত ও সামাজিক মঙ্গল প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিয়া নিবুদ্ধিতার বশে বাগাড়ম্বর করিয়া লোক বিনাশসাধনই এই ষড়যন্ত্রকারিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইঁহারা স্ব-স্ব উদরপূজার জন্য হেন অবৈধ পাপকার্য নাই, যাহা অনুষ্ঠান না করিতেছে এবং পরদ্রোহিতা, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত। অনুসন্ধানের ফলে এই বিষম দৌরাত্ম্যের কথাও জনসমাজে শীঘ্র উদ্ঘাটিত হইবে।

অপরকে ঘৃণা করা, নানা প্রকারে অত্যাচার প্রকাশ করা, সত্যের অপলাপ করা কখনও 'ধর্ম্ম' শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলা, মিথ্যাকে 'সত্য' বলা, পরনিন্দা দ্বারা আত্মশ্লাঘা বর্দ্ধন করা, মূঢ়তাকে পাণ্ডিত্য বলা, ক্রৌর্য্যতাকে সামর্থ্য মনে করা বিষম ভ্রান্তির কথা। অতএব "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" বলিয়া প্রবন্ধান্তরের অপেক্ষায় অদ্য আমরা এখানে আর অধিক বলিতে বিরত হইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৭ সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ আলোকচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল এক দীর্ঘ পরম শিক্ষণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল এবং সকলেই বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

স্বামিপাদ প্রথমে শুরুগৌরাঙ্গ বন্দনা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের একটী একটী আলোকচিত্র দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনামুখে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ও অচঞ্চল ভাবে শ্রবণ পূর্ব্বক প্রতিপদের অমৃতত্ব ও অভিনবত্ব অনুভব করিয়া মুহুর্মুহু সাধু সাধু এবংরূপ প্রশংসাধ্বনি করিতে করিতে সকলেই হরিনামধ্বনি করিয়াছিলেন।

এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণের যাঁহাদের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

স্বামিপাদ প্রথমে বলেন যে, জগতে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু প্রচারক থাকা সত্ত্বেও গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠান ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের আবশ্যকতা কি? কলিকাতার মত কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ এবং নানা বিলাসবৈচিত্র্য পূর্ণ স্থানে আজ গৌড়ীয়মঠ তাহার মন্দিরের আকাশভেদী উচ্চ চূড়ার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? আছে—ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। জগতের সাধারণ কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান কি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের তুল্য? গৌড়ীয়মঠ একটি অন্যতম ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। ইহার যাহা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও স্বামিপাদ পর পর বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করেন।

তিনি বলেন, গৌড়ীয়মঠ আচারমুখে প্রচার-কার্য্য করিতে বসিয়াছেন। জগতে তাঁহারা যাহা প্রচার করেন, তাহা তাঁহারা নিজের জীবনে জাজ্বল্যমানভাবে আচার করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা শুরুগৌরাঙ্গ-সেবৈকপ্রাণ শুদ্ধানুগত্যে থাকিয়া তাঁহার—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" মহাপ্রভুর এই বাণীর প্রতি অক্ষর পালন পূর্ব্বক অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা বক্তৃতার সময় মুখে একরূপ বক্তৃতা দিয়া অন্য সময় প্রমত্ত বা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন না। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা হরিগুরুসেবাপরায়ণ। গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন অভিলাষ নাই।

গৌড়ীয়মঠই যে জগতে একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র, স্বামিপাদ তাহা অনন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের সন্তোষ বিধান করেন। শ্রীল রূপপাদের ভক্তিবিজ্ঞান ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কেবলা-ভক্তির লক্ষণনিরূপক আলোকচিত্রে প্রতি-ফলিত অমূল্য কয়েকটী শ্লোকের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকের অবতারণা দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয়মুখে তিনি বলেন যে, জগতে মিছাভক্তি, ছলভক্তি প্রভৃতির যে সব কথা জগতে প্রচারিত থাকিয়া অনভিজ্ঞ সমাজকে প্রতারণা করিতেছে, সেই সব প্রতারণা-মূলক প্রতিষ্ঠানের বিপ্রলিপ্সা-প্রবৃত্তিকে জগতের চক্ষে ধরাইয়া দিয়া গৌড়ীয় মঠ আজ কেবলাভক্তির কথা স্থাপন করিতে বসিয়াছেন বলিয়া কোন কোন ছলভক্তিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা গৌড়ীয়মঠ শত্রু (?) বলিয়া অভিহিত হইতেছেন; কিন্তু একটু ধীরস্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে সুধী সমাজ বুঝিতে পারিবেন যে, গৌড়ীয়মঠ শত্রু নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে পরম মিত্রের কার্য্যই করিতেছেন। এই দৃষ্টান্ত তিনি একটী আলোকচিত্রে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

একটী বালক অট্টালিকার ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে ছাদের শেষ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই ছাদ হইতে পতিত হইয়া তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহা দর্শন করিয়া অপর বালকের অগ্রজ আকুলহৃদয়ে চঞ্চল হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বালকের সমীপে গিয়া বালককে এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে ঘুড়ির সূতা কাটিয়া দিল এবং পতনোন্মুখ বালককে রক্ষা করিল। বালকের সাধের ঘুড়ীখানা উড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে বালক তাহার নিজের মঙ্গলের কথা তখনও বুঝিতে না পারিয়া অগ্রজকে অনেক কটূক্তি করিল। কিন্তু বালকের কটূক্তিতে অগ্রজ বালককে ছাড়িল না। আর একটী লোকের স্ফোটক হইয়াছে, তাহার আত্মীয়স্বজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছেন। ডাক্তার অস্ত্রোপচার দ্বারা লোকটীকে স্ফোটক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবেন; রোগীটী কিন্তু কিছুতেই ডাক্তারকে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দিবে না। ডাক্তার যদি তাহার ফোড়ার উপর হাত বুলাইয়া দিয়া তাহার সাময়িক উপশম উৎপাদন করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে কালে যে তাহার ঐ ফোড়া পচিয়া ক্ষতনালীতে পরিণত হইয়া তাহার জীবন সংহার করিবে, রোগী কিন্তু তখন তাহা বুঝিতে চায় না। আর ডাক্তার যদি তাহার ফোড়া অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহাকে নিরাময় করেন, তাহা হইলে যে সাময়িক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রোগীটী সুস্থ হইতে পারে, এ বিচার যেরূপ রোগী তখন বোঝে না, আজ শ্রেয়ঃপন্থী সমাজও সেইরূপ গৌড়ীয়-মঠের শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শক শিক্ষাগুলি আপাতঃ দেহমনের অপ্রীতিকর হইলেও পরিণামে যে তাহার আত্মার পরমকল্যাণ-প্রদ,—একথা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

আজ গৌড়ীয়মঠ জগতের সহিত এইরূপ শত্রুতা (?) করিতে বসিয়াছে। ইহা যদি শত্রুতা হয়, জানিনা, মিত্রতা কাহাকে বলে। শ্রেয়ঃপন্থী জগতের নিকট গৌড়ীয়-মঠের আপাতকঠোরবাণী অপ্রীতিকর বোধ হইলেও শ্রেয়ঃপন্থী সুধীসমাজ কিন্তু গৌড়ীয়মঠের পরিণাম মধুর প্রচারিত বিষয় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার অনুসরণ করিতে-ছেন এবং নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ইহাই বৈশিষ্ট্য। পরবর্ত্তী আলোকচিত্রের সাহায্যে, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা যে ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ হয় না এবং ভক্তিই যে ভগবৎপাদপদ্মের একমাত্র উপায় ও উপেয়, ইহা সরলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

গুরুত্যাগের আশ্রয় লইয়া কোন একটী শিক্ষিত যুবক গুরুর (?) নষ্ট চরিত্রের পরিচয় পাইয়া ভগবানের নামে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া পুনরায় গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছে,—এরূপ একটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চিত্র দেখাইয়া বর্ত্তমান সমাজের বহির্ম্মুখ অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়া বহু উপদেশপূর্ণ বাক্যে সকলের ভ্রম অপনোদন করিয়া গৌড়ীয়মঠ যে বাস্তবিকই জগতের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দিয়া স্বামিপাদ বক্তৃতা শেষ করেন।

সজ্জন ও দুর্জ্জন

(ভক্তিবন্ধু শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী)

যাঁহাদিগের স্ব-পর-ভেদজ্ঞান নাই, যাঁহারা কল্যাণকামী হইয়া বিশ্বের সমগ্র জীবের কল্যাণ-কামনায় যাঁহারা নিরন্তর যত্নশীল, কোনও একটী প্রাণীর দুঃখ দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণে দয়া উঠে, যাঁহারা প্রাণিগণকে মনোবাক্যে উদ্বেগ দেন না, তাঁহারাই সজ্জন। আর যাঁহারা সাম দান-ভেদ-দণ্ড-নীতিকেই বড় মনন করিয়া স্ব-পর-ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যের অনিষ্ট সাধনে, পরপীড়নে তৎপর; যাঁহারা আত্ম-মঙ্গল-লাভে বিমুখ থাকিয়া প্রাণি-হিংসাদি-কার্য্যে নিরত, তাঁহারাই অ স্বঘাতী অসজ্জন বা দুর্জ্জন নামে কথিত।

সজ্জনগণ জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতি কামনা করিয়া উন্নতিকল্পে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পান এবং কোন ব্যক্তি উন্নত হইলে তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হন। দুর্জ্জনগণ বুভুক্ষা-রাক্ষসীর ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া নিরন্তর অপরের অবনতিসাধনে ব্যস্ত থাকেন। দুর্জ্জনগণ মাৎসর্য্য-পিশাচের তাড়নায় সতত পর-উৎকর্ষ দর্শনে হৃদয়-জ্বালা অনুভব করেন। ইঁহারা সকলকে করতলগত রাখিবার জন্য বিবিধ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশা-কুসুম-চিন্তায় মত্ত থাকেন।

সজ্জনগণ সৎকার্য্য, সাধুদিগের আজ্ঞা-পালনকার্য্যে অন্তরায় উপস্থিত না করিয়া তদানুকূল্য-চেষ্টার বৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। আর অসদ্বৃত্তিশীল দুর্জ্জনগণ জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ

হইতে অপর দু পর্য্যন্ত কেবল সাধুদিগের অনুসন্ধান-পরিপন্থী হইয়া জীবন যাপন করাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও সৎকর্ম্মে পদে পদে বাধা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত ইঁহারা বদ্ধপরিকর।

দুর্জ্জনগণ যদিও নিরন্তর সজ্জনবিরোধী, তথাপি সজ্জনগণ তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করেন এবং যাহাতে সেই দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচিয়া মঙ্গল হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। দুর্জ্জনগণ অপরের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হন এবং তাঁহারা যাহাতে দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি না পান, তাহারই বন্দোবস্তে লাগিয়া থাকেন।

সজ্জনগণ বসুধার যাবতীয় জীবকেই আত্মীয় বোধ করেন, কাহাকেও হিংসা করেন না। দুর্জ্জনগণ সকলকেই হিংসা করেন ও অনাত্মীয় বোধ করেন, এমন কি তাঁহারা কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী আত্মহিংসায়ও দ্বিধা বোধ করেন না।

সজ্জনগণ সাধুশাস্ত্র-বাণী পরিপালনে নিয়ত যত্নশীল থাকিয়া সাধুসঙ্গের অভিলাষ করেন। দুর্জ্জনগণ শাস্ত্রবাণীকে কল্পিত মনে করিয়া শাস্ত্র বা শাস্ত্রানুগদিগকে বিনাশের জন্য নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন।

সজ্জনগণ জাগতিক সুখে ও দুঃখে আসক্ত ও বিরক্ত নহেন; দুর্জ্জনগণ জাগতিক সুখের জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়া থাকেন এবং দুঃখরূপ হলাহল-পানে নিপীড়িত হইয়া হতজ্ঞান হন। অবশেষে দুঃখকেই সুখ বোধ করিয়া সুখের বাস্তব সংজ্ঞা না বুঝিয়া উষ্ট্রের কণ্টকাকীর্ণ গ্রাস গ্রহণের ন্যায় অথবা কুকুরের অস্থিচর্ব্বণে উদ্গত স্বীয় শোণিতপানে আনন্দবোধের ন্যায় বিভোর থাকেন।

অতএব দেখা যাইতেছে,—যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্, তাঁহারাই সজ্জন; যেহেতু এমন মনুষ্যজন্মেই তাঁহারা সাধ্যগতি লাভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভে যত্নবান্ ও অনুকূল বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করুন।

উপবাস

(শ্রীনলিনী কুমার দাস অধিকারী)

ধর্ম্মশাস্ত্রে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী, সোমবার, রবিবার প্রভৃতি নানাবিধ ব্রতবাসরে উপবাসের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছেন। সাধারণতঃ 'উপবাস' বলিলেই অনেকে পান-আহার হইতে বিরত থাকা অর্থ করেন। একাদশীতে অনেকে নির্জ্জল উপবাস করেন, অনেকে কেহ কেহ ফলমূল, জল, দুগ্ধ অনুকল্প করেন। ভোগী সম্প্রদায় বরাবর এক ঘরে খাওয়া ভাল লাগে না বলিয়া পনর দিন অন্তর মুখ বদলাইবার জন্য রুটী লুচী প্রভৃতি উত্তমোত্তম আহারের ব্যবস্থা করিয়া উপবাসী থাকেন। কাহারও বিচারে অমাবস্যা পূর্ণিমায় শরীর রসস্থ হয়। সেইজন্য রসস্থ দেহকে শুষ্ক করিবার জন্য অন্ন ও আমিষ গ্রহণ না করাকেই উপবাস বলেন।

কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উপবাস-লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো
গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥

বৃহস্পতিশিষ্ট, কাত্যায়ন স্মৃতি, বিষ্ণুধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, নিখিল পাতক হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ সকলের সহিত অবস্থিতির নাম উপবাস।

তাহা হইলে উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বভোগ পরিহার, পাপ সকল হইতে নিবৃত্ত থাকা, গুণের সহিত অবস্থান করা আবশ্যক।

উপবাস দিবসে যে ভোগগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে, সে বিষয়ে শ্রীশ্রীলব্যাসদেবের উক্তি আছে যে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অনুলেপন, বসন, ভূষণ, দন্তধাবন ও অঞ্জন এই সমস্ত ভোগাবহ।

উপবাস দিবসে পাপ-সমূহ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। মিথ্যা কথন, দ্যূত ক্রীড়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন, পাষণ্ডিকে স্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপন ও শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ আচরণ উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। পাষণ্ডী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সুধীগণ স্নানান্তে সূর্য্য দর্শন করিবেন ও তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে পরমপাবন শ্রীহরিকে ধ্যান করিবেন।

অতঃপর উক্ত বিষয়ে গুণ-সমূহ কথিত হইতেছে। দেবীয় পুরাণে লিখিত আছে, ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌন, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবার্চ্চনা, হোম, সন্তোষ, অস্তেয় এই দশবিধ ধর্ম্ম যাবতীয় ব্রতেই সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয়, পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—হিংসা-রাগহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দশমীতে সংযম পূর্ব্বক একাদশীদিনে হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা দিনাতিপাত করিবেন। বিষ্ণুরহস্যোত্তরে লিখিত আছে, প্রভুর মন্ত্র বা নাম জপ, হরিচিন্তন ও ভগবৎকথাশ্রবণাদি উপবাস কৃত্য ঐসমস্ত গুণ সুধীগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত আছে।

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া উপবাস করা কর্ত্তব্য, হিংসা ত্যাগ, সত্যকথা প্রয়োগ ও কামনাবিহীন হইয়া হরিকথানিরত থাকিবে।

পুনঃ পুনঃ জলপান, তাম্বূল সেবন, দিবানিদ্রা, মৈথুন এই সকল দ্বারা উপবাস দূষিত হইয়া থাকে। উপবাস-দিবসে আহারাদি বা অন্যান্য ইতর কার্য্যে ব্যস্ত না হইয়া দিবারাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক শ্রীহরির কথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রীহরিসমীপে বাস বা হরিবাসরে উপবাস।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো
ভগবান্ নৃণাম্॥

গুরুর উপর গুরুগিরি

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

সম্প্রতি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী হইয়া গেল। কত দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ দর্শকমণ্ডলী আসিয়া ঐ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বলিলেন 'প্রদর্শনী বেশ হইয়াছে', ; কেহ বলিলেন 'পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের দেখিবার জন্য বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে'; কেহ বলিলেন, 'দর্শনীয় দৃশ্য গুলি যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে তাহারা উত্তম কারিগর'; কেহ বলিলেন, 'পরমার্থ রাজ্যের কথা অতি সুন্দর ভাবে সহজে বোধগম্য করা হইয়াছে'; কেহবা বলিলেন, 'ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে অত্যন্ত নিন্দা করা হইয়াছে এবং উহাদিগকে জগতের চক্ষে অতিশয় হীন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে'; কেহ বলিলেন, ইহা দ্বারা গঙ্গাপরায়ণ (?) ভাগবতপাঠকদিগের রুটি মারিবার চেষ্টা করা হইয়াছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু দর্শন জ্ঞানের অভাবে যিনি যে প্রকার রং এর চস্মা চক্ষে দিয়া দর্শন করিলেন অথবা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় যিনি যতটুকু অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি ততটুকু ধারণা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য চিত্র ও বিষয়গুলি লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় অসৎসিদ্ধান্তপূর্ণ তাঁহাদের কুদর্শনের প্রভাব নষ্ট করিবার উদ্দেশে পারমার্থিক 'গৌড়ীয়' ঐ সমস্ত বিষয়ের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও শিক্ষণীয় তত্ত্বগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাধারণের গোচরীভূত করিতেছেন;

ঐ প্রদর্শনীতে একটী 'আখড়া বা অক্ষক্রীড়ার স্থানের দৃশ্য দেখান হইয়াছিল; তাহাতে দুই মূর্ত্তি মালাতিলকধারী বৈষ্ণবরূপে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত, পার্শ্বে জনৈকা 'সেবাদাসী' একটী কলিকা লইয়া তামাক বা গঞ্জিকা প্রস্তুত করণে ব্যস্ত। এই দৃশ্যটীর শিক্ষণীয় তত্ত্ব শ্রীগৌড়ীয় আমাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্রই ভেজালের কারবার চলিতেছে। আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সমস্ত বস্তুতেই যথা, চাউল, ঘৃত, তৈল, আটা, কাপড়, ঔষধ প্রভৃতিতে খুব ভেজাল চলিয়াছে; ভেজালহীন দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ভেজালের কারবার লাভজনক হওয়ায়, মানুষ পরমার্থ ব্যাপারেও ভেজাল চালাইবার স্পর্দ্ধা করিতে সাহসী হইয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যে ভেজালের কোন সংস্রব না থাকিলেও কতকগুলি বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি মায়িক ও কাল্পনিক ব্যাপারকে পরমার্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া ভেজালকেই আসল বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে, অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথার্থ পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভেজালকেই আসল বলিয়া আদর করিতেছে।

দেশের এইরূপ অবস্থায় সুবর্ণসুযোগ অনুসন্ধানকারী গুরুব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুবগণ অপ্রাকৃত জগতের শ্রীনামমন্ত্রকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া কিনি-মিনি বেচিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উহাকেও ভেজালের মাত্রা চালাইয়া বেশ জমাইয়া রোজগার করিয়া লইতেছে। কিন্তু চিরদিন কিছু সমান যায় না। ভেজাল দ্রব্য ব্যবহারে প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যহানি আশঙ্কা করিয়া রাজা যেমন আইন প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং প্রজা রক্ষণের ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানও তাঁহার প্রতিজ্ঞা "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" অনুযায়ী যুগে যুগে অধর্ম্মের প্রকোপ হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য কখন স্বয়ং কখনও বা তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা বা দূত প্রেরণ দ্বারা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাই আজ তাঁরই কৃপায় পরমার্থ রাজ্যের ভেজাল ধরিয়া দিয়া মায়ান্ধ অজ্ঞ জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর জগদ্গুরুরূপে এবং গোয়েন্দা বিভাগে 'শ্রীগৌড়ীয়' বৈকুণ্ঠদূতরূপেও গুরুদাসগণ তাঁরই সেবক কর্ম্মচারীরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী দর্শনে অপরাধিব্যক্তির ন্যায় গুরুব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুবগণও এই বৈকুণ্ঠদূত এবং গুরুদাসগণের গতিবিধিতে বড়ই ভীত হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ১০৲
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রহ্মসূত্রিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১
১১। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ।
১২। প্রমেয়রত্নাবলী ২
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৹০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধুনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অবধূতক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। আর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সংখ্যানাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। কোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনানুগ, নিষ্কপট সমালোচক, অকপট অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ প্রদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, লৌকিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৫০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান।

এই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-গীতা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবদাস্য শ্রীভাববল্লভ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও ...এর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রী...ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাঞ্জিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধরসেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীনিতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জাবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু পুরাতন মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাবিকারঞ্জন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

নদীয়া রাণাঘাট নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
চৌধি—
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই পৌষ ১৩৩৭ বুধবার ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

ভীষণ ষড়যন্ত্র

(২)

ষড়যন্ত্রকারিগণ শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী হইয়া শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পরমপবিত্র সভ্যগণের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। এই কুচক্রী দলটি স্ব স্ব কুতর্ক বিস্তার করিয়া কপটতার বশে দুষ্কৃত লোকগণের পরামর্শে যেরূপ যথেচ্ছাচারিতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে কতিপয় চঞ্চলচিত্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি উঁহাদের মিথ্যা কথায় আত্মসমর্পণ করিয়া সত্যের বিদ্বেষে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

অপস্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা, পরদ্রোহিতা ও মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক অবনতির প্রসার বর্দ্ধনের অভিপ্রায় করিতেছেন। নিখিল সদ্‌গুণরাশিকে 'দোষ' বলিয়া প্রতিপাদন করাই ক্ষীণপুণ্য জীবগণের প্রধান অনুষ্ঠান। পাপপ্রবণচিত্তে শাস্ত্রের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া অপস্বার্থপরতাকেই স্মৃতিবিধান বলিয়া চালাইবার যে ঘৃণ্যপ্রয়াস, তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র।

বিংশতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার সাধারণ অনভিজ্ঞ সামাজিকগণকে উপদেশ দিবার জন্য যেসকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন, সেইসকল বিধি মৎসরব্রাহ্মণগণের হস্তে পড়িয়া অধুনা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনধিকারী সাধারণ জনগণের জন্য যে ধর্ম্মের

কৃষ্ণনগরে কর্ম্মীর কারামুক্তি

কারাগারে সত্যাগ্রহী বন্দীর মৃত্যু

প্রায়োপবেশনে ৭০ দিন

পয়সাগাঁয়ে ডাকাতীর বিবরণ

৯ বৎসরের বালক দণ্ডিত

যশোহর বোমার মামলার জের

রাঁচী জেলে প্রায়োপবেশন

মাজারসরিফে লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং টাকাকড়ির বহর

অস্ত্র আইনের মামলা

আদর্শ কথিত হয়, উন্নত অধিকারে তাহাদের প্রয়োগ-বিধান যেরূপ কার্য্যে লাগে না, তদ্রূপ মুড়ি-মিছরি বা অধিকারী অনধিকারীর জন্য কখনও একই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না। কুকর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তিগণের জন্যই সৎকর্ম্মের আবাহন অধিকারোচিত বলিয়া নির্ণীত হয়। সৎকর্ম্মীর জন্য আপেক্ষিক অধিকার পরিহারের ব্যবস্থা। তাহাতে কোথাও কোথাও কর্ম্মীর শাসন হইতে আনুষ্ঠানিক বিচার-নির্ব্বিশিষ্টতা লিখিত হয়। আবার, প্রকৃত বৈরাগ্য বামের জন্যও তীর্থপাদ ভগবানের সেবা-বিধান বর্ণিত আছে।

প্রাচীন বিংশতি শাস্ত্রকারগণ জনসাধারণের জন্য যে শৌক্রদিধানে বর্ণনিরূপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মাপ্রকৃতিতায় আবদ্ধ মাত্র। কর্ম্ম-নৈপুণ্য যেস্থলে আলোচ্য বিষয় নহে, সেস্থলে বর্ণের বিচার পরিবর্ত্তিত হইয়া নির্ম্মলতায় পরিণত হয়। আবিল তোয়ের মল নিঃসারিত হইবার পর উহার নির্ম্মলতা সাধিত হয় বটে, কিন্তু নির্ম্মল জলের উপর আবিলতার মিথ্যা আরোপ করিয়া জল পরিষ্কার করিবার চেষ্টা যেরূপ নিরর্থক, ধান্য হইতে শস্য নির্গত করিবার পর তুষ-পেষণ যেরূপ অপ্রয়োজনীয়,

জ্ঞানী বা ভক্ত তদ্রূপ কর্ম্মের আয়ত্ত বা অধীন না থাকিয়া স্বতন্ত্র থাকেন। সেই কালে তাঁহার প্রতি কর্ম্মের কর্ত্তৃযোগে নানাপ্রকার অমঙ্গলের আরোপ করা সুবিবেচকগণের কর্ত্তব্য নহে।

সৎকর্ম্মী কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সৎকর্ম্মী অপেক্ষা নিবৃত্তকর্ম্ম জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; আবার নিবৃত্তকর্ম্ম জ্ঞানী অপেক্ষা ভগবৎসেবা নিরত জনগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এই সকল সিদ্ধান্ত যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা শুক্ল, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ বিচারে বর্ণদর্শনে অন্ধ। বামন যেরূপ চন্দ্র স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ কর্ম্মফলবাদী বা ফলত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী তাহাদের অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ভক্তের অধিকার নির্ণয়ে অসমর্থ। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে যাহার অধিকার হয় নাই, সে যেরূপ ভাষাবিৎ ও শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীর জ্ঞানের বিচারে অযোগ্য, সাধারণ অশিক্ষিত মূঢ় ব্যক্তি পাচির বিদ্যায় সামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াই জ্যোতিঃশাস্ত্রে সমধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি মনে করিলেও উহা যেরূপ অসঙ্গত, ষড়যন্ত্রকারিগণের বর্ণবিচারে দোষ প্রবেশ করায় তাঁহারাও তদ্রূপ নিগমকল্পতরুর ফলসমূহ ও আগম পঞ্চরাত্রাদি বিংশতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের আয়ত্ত বা অধীন না থাকিয়া স্বীয় মূর্খতা ও শাস্ত্রবিরোধই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি মাতৃসম্প্রদায় ঋষিপত্নীগণ সদ্যোজাত শিশুর অবস্থায় অন্তর্গত বিচারে পরিলক্ষিত হইতে পারেন না।

তাহাতে মায়াবাদের দুর্গন্ধ ন্যূনাধিক প্রবিষ্ট হয়। ঐ দুর্গন্ধ কুহকাগণকে এরূপ অভিভূত করে যে, ভগবদুপাসনা-রহিত হইয়া—নির্বিশেষ জ্ঞানে মত্ত হইয়া রাবণের সিদ্ধির দারুণ অভিযোগবাদাবলম্বনে জীবব্রহ্মে পৌঁছিতে চেষ্টা করে। "আকাশ কুঞ্চন" শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া শ্রেণীর প্রাদেশিক বৈদিকগণ আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া নির্গুণ বিচারের প্রবর্ত্তন ও তাহা হইতে অধঃপতিত হইয়া সগুণ বিচারের আধ্যাত্মিকতার বহুমানন করিয়া থাকেন। আবার সেইসকল আধ্যাত্মিকরা অধঃপতিত হইয়া চার্ব্বাক, আর্হৎ, বৌদ্ধ ও নব্যন্যায়াদির ভগবদ্‌বিমুখতায় অধঃপতিত হন।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত নবাম্নায়ে শুদ্ধা ভক্তি বর্ত্তমান। কিন্তু সেই বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত ন্যায়ের আদর না করিয়া আজ বৈদান্তিকব্রুব মায়াবাদী আধ্যাত্মিকগণের চালিত হইয়া সতোর নাগাল পান না। সুতরাং গৌড়ীয়মঠাধিকারিগণই শ্রীচৈতন্যশিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠার সনাতনধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্য। আধুনিক সম্প্রদায়ক বিজ্ঞানাপন্ন বিচারে সাংখ্যে যে লিপিসিদ্ধান্ত উদ্দিষ্ট হয়, তাঁহারা উহার পক্ষপাতী নহেন। গৌড়ীয় মঠাধিকারিগণ ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের দলে কথায় প্রবিষ্ট হন না।

চৈতন্যমতে যে আটচল্লিশ প্রকার বা চল্লিশ প্রকার বা বিশ প্রকার সংস্কারের কথা আছে, সেই সংস্কার হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মক্রবগণ বিপৎসমুদ্রে অধঃপতিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে সেই বিপৎসাগরে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠ আচার ও প্রচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যখন সদাচার-বিচারের ব্যভিচার ঘটে, তখন সেই কুবিচারপ্রণালীর অসৎ প্রথা সমূলে অপসারিত করাই চৈতন্যদেবের নিত্য ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের একমাত্র কৃত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে দ্বাদশটি ভাগবতধর্ম্ম প্রচারকের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রৌতপথে আম্নায় পারম্পর্য্য তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা কখনও করেন নাই, তাঁহাদের কথাই ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্পষ্টভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই আম্নায় পারম্পর্য্যচ্যুত গোষ্ঠীর বাহ্যকুলে অনেক স্থলে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিবেকভাব না থাকায় শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে যে বাস্তবসত্তানুভব অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ব্রহ্মসম্প্রদায়ে অক্ষুণ্ণ আছে। তবে আউল, বাউল কর্ত্তাভজা, সাঁই, জাতি গোসাঞীর যে-সকল মতবাদী বৈষ্ণবগণকে বিপন্ন করিয়াছে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠান। (ক্রমশঃ)

শালগ্রামের পৈতাচুরি

(শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী ভক্তিবান্ধব বি এল)

পাঠকমহোদয়গণ, উপরের শিরোনামটী দেখিয়া আপনাদের ন্যায় সজ্জন ও মহানুভব ব্যক্তিগণ অনেকেই হয়ত উপহাস করিবেন, কিন্তু লাল কাপড় ষাঁড়ের নিকট যেমন ভীতিপ্রদ (Red rag to the bull), লাল পাগড়ীওয়ালা পুলিশ যেমন অপরাধী ব্যক্তির নিকট ভীতিউৎপাদক, সেইরূপ উপরের শিরোনামাটীও চৌর্য্যবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট ভীতিসঞ্চারক।

কোন মহাজন গাহিয়াছেন, 'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি'। সেই স্বস্বরূপে জীবের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্পৃহা বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি মায়াসংযোগ্য জীব যখন তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে স্বরূপবিস্মৃতি লাভ করে অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হয় এবং মায়ার সৃজিত এই সংসার-কারাগারে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া 'নিজে ভোক্তা সাজিয়া সমুদয় ভগবৎসেবোপকরণ ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন নিকটস্থ মায়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া পিশাচীগ্রস্ত জীবের মত তাহার মতিচ্ছন্ন দশা উপস্থিত করায়। জীব তখন স্বীয় কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়াকে ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে মায়ারই দাস্য করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া কর্ম্মমার্গে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে

এইরূপ ভোগপ্রবৃত্তিবশে মায়ামুগ্ধ জীব যখন মায়াপ্রদত্ত ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মদান্ধ হয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-দ্বারাও তাহার তৃপ্তিবিধান হয় না, তখন সে পরিশেষে কুবুদ্ধিবিশিষ্ট দশানন রাবণের ন্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্কশায়িনী সীতাদেবীকে পর্য্যন্ত অপহরণ করিবার লালসায় প্রবৃত্ত হওয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ বস্তু—জীবের সেব্য বস্তু, তাহা জীবের আদৌ ভোগ্য বস্তু নহে। রামায়ণে রাবণের দৃষ্টান্তে যেমন ভগবচ্ছক্তি-অপহরণ-লালসার বিষময় পরিণাম দেখান হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভাগবতে অপ্রাকৃত কবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-লীলায় অনেক দস্যু উদ্ধার-প্রসঙ্গে আর একটী দৃষ্টান্ত তাঁহার অমৃত লেখনীতে লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা সাধারণের জানা থাকিলেও ভগবল্লীলা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন দ্বারা আত্মমঙ্গল-লাভরূপ পুনঃ কীর্ত্তন লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়দেশ-উদ্ধার-কল্পে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে সপার্ষদ কীর্ত্তন বিহার করিতেছিলেন, তখন তথাকার কোন ব্রাহ্মণবেষী দস্যু নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-শোভিত নানাবিধ মণি-মুক্তা স্বর্ণাদি প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার দর্শন করিয়া তাহা অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণদস্যুটী নবদ্বীপের যত চোর ও দস্যুদিগের সেনাপতি ছিল। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কাছ কাটিলেও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের লেশমাত্রও তাহাতে বর্ত্তমান ছিল না এবং এহেন কুকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম নাই, যাহা সে করিত না। স্বভাবতঃ নিম্নগা জলের ন্যায় মানুষের প্রবৃত্তিও সাধারণতঃ বাধাপ্রাপ্ত না হইলে উৎসর্গ বশতঃ দুষ্কর্ম্মের অধিকতর আসক্তি দেখায় এবং ক্রমশঃ তাহার এরূপ অধঃপতন হয় যে, কালে সে ব্যক্তি সেবা শালগ্রামের পৈতা পর্য্যন্ত চুরি করিতে দ্বিধা বোধ করে না

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' স্বয়ং বলদেবতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পরম বিরক্ত হইয়াও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া সংসারী ব্যক্তির ন্যায় লীলাভিনয় করিতে থাকা কালে নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা মায়ামুগ্ধ জীব তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। তাই ঐ দস্যুসেনাপতি তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মানসে নিত্যানন্দপ্রভুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সর্ব্বান্তর্যামী নিত্যানন্দপ্রভুর কিন্তু ঐ দস্যুর অন্তরের ভাব জানিতে আর বাকী রহিল না।

সেই নবদ্বীপধামে হিরণ্যপণ্ডিত নামে একজন অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নিত্যানন্দপ্রভু সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে নির্জ্জনে অসঙ্গে বাস করিতে থাকিলেন। ইতোমধ্যে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার চোরসঙ্গীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, 'চণ্ডীমায়ের কৃপায় এবার বহুমূল্য নিধি মিলিবার সুযোগ আসিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাত্রিতে দাবত্র হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহে হানা দিল। অবধূত যখন শূন্যবাড়ীমধ্যে হিরণ্যের ঘরে বাস করিতেছে' তখন ঐ সমস্ত অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে আর বেশী বিলম্ব ঘটিবে না, —এইরূপ যুক্তি করিয়া সকলে ঢাল, খাঁড়া, ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গভীর নিশাতে তথায় উপস্থিত হইল। ইতোমধ্যে একজন দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে অবধূতটী ভোজন করিতেছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া হরিনাম করিতেছে, কেহ সিংহনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ বা পরানন্দ রসে আপ্লুত হইয়া রোদন, কেহ বা করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছে; কৃষ্ণানন্দে মত্ত হওয়ায় কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই, সকলেই জাগ্রত। (ক্রমশঃ)

গুরুর উপর গুরুগিরি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৩সংখ্যার পর)

শ্রীনামতত্ত্ব অক্ষরাত্মক হইলেও উহা অপ্রাকৃত ও শ্রৌতপারম্পর্য্যে বৈকুণ্ঠ হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব শাব্দিক অবতার—উহা কাল্পনিক নহে। বেদে ও (পঞ্চম বেদ) পুরাণে যে 'নাম' উক্ত হইয়াছে এবং যে 'নাম' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই কলিসন্তরণোপনিষৎ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত শ্রীনাম শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবের নিকট প্রচার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।" কিন্তু বর্ত্তমানে সেই শ্রীনামকে ওলট পালট পূর্ব্বক তাহার মধ্যে অন্য নামের প্রবেশ করাইয়া যে সমস্ত মনঃকল্পিত ছড়া গান রচিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীনামমন্ত্রে প্রভূত ভেজাল প্রবেশ করান হইয়াছে এবং তৎপরিণামস্বরূপ শ্রীনামের ফল যে 'কৃষ্ণপ্রেমা' তাহা ফলিতেছে না।

বর্ত্তমানে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক গুরুপারম্পর্য্যাগত আম্নায় উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের কল্পিত ছড়ানামের প্রচার করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা শুদ্ধভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন এবং নিরীহপ্রকৃতি ও সরলবিশ্বাসী অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে শ্রীনামাপরাধী করিয়া তুলিতেছেন। সোনা ও রূপার মধ্যে কীলাগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারায় তাঁহাদের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে

শ্রীনাম মহামন্ত্র কল্পনা করিবার কাহারও অধিকার নাই এবং একটা কল্পিত নাম ও মন্ত্র সৃষ্টি করা অপরাধবোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনধিকারীর শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত হইয়া যে 'নাম' শ্রৌতপন্থায় জগতে অবতীর্ণ হন নাই তাহা মনঃকল্পিত হওয়ায় 'মহানাম', 'মন্ত্র' বা 'তারকব্রহ্মনাম' বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না, এবং যাহারা এরূপ মনগড়া ছড়ানামকে 'মহানাম' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন বা এরূপ নামের অনুগত বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহাদের চেষ্টা পৌত্তলিকতা এবং অনধিকারীর 'গুরুর উপর গুরুগিরি' করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাধনস্থান-তীর্থ, শারদাপীঠ বা সাত্বত জ্ঞানস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রস্থান-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপ্রমদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহলধরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভাষাবিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীদামোদরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরামনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী [illegible]দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাঞ্জিলী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র; এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রায়বাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবয়নাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে 'গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঘ্, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ পেশ কোলার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহরিকৃষ্ণদাস, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাচরণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম,

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার ।।৮০

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।।০ আনা, পাঁইট ।।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ ও ন্যায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বররোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ অম্লপিত্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"মধুপুংলঙ্কাধারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ বলক সঙ্গোপশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কোম্পানী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

DASS & BROS
THE GENUINE

WHITLOWS
BOILS, CUTS
AND OLD & NEW
BRUISES. ETC.

34 SOVA BAZAR St.
CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নুতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ খসপা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ [illegible]লীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নূতন বড়লাট

বড়লাটের পদে লর্ড উই[illegible] নিয়োগে পাইওনিয়ার পত্র [illegible] অভিমত প্রকাশ করিয়া [illegible] আমাদের বিশ্বাস এই নিয়োগে [illegible] দেশের সকল শ্রেণী আনন্দিত।

'লীডার' পত্র বলেন [illegible], লর্ড উইলিংডনের [illegible] বহুদর্শিতা আছে এবং তাঁহার হৃদয় মতও উদার। ভারতের শাসনকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে এবং তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যও আছে। বৃটিশ [illegible] এবং য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণ তাঁহার নিয়োগে সুখী হইয়াছেন। তবে তাঁহার নিয়োগে ভারতবাসীর মনে কোন উৎসাহের সঞ্চার করিবে না। [illegible] তাঁহাদের দলের একজনকে বড়লাট রূপে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন।

১৩ জন স্বেচ্ছা সেবক দণ্ডিত

বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিংয়ের অপরাধে ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের নানাপ্রকার সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

'সমর-পরিষদ' সম্পাদক গ্রেপ্তার

বিহার প্রাদেশিক সমর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত এন, এস, মারাঠি স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির হইতে পরিষদের আফিসে আসিবার কালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রাঙ্কের ভিতর মস্তকহীন দেহ

কলিকাতা হইতে যে ডাকগাড়ী জব্বলপুর হইয়া বোম্বাই যায় সেই গাড়ী অদ্য বোম্বায়ে জি, আই, পি, রেলের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে একটা বে-ওয়ারিশ ট্রাঙ্ক পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উহার ভিতর একটি সূতী পরিহিত হিন্দু পুরুষের মৃতদেহ আছে। দেহটা তখন পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

যে পীতবর্ণের ট্রাঙ্কে উক্ত মৃতদেহ ঠাসিয়া পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই ট্রাঙ্কটি দৈর্ঘ্যে ৩০ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৮ ইঞ্চি। অনুমানে বোধ হইল, নিহত ব্যক্তি হিন্দুজাতীয় এবং উহার বয়স ২৫ বৎসর হইবে। নিহত ব্যক্তির মস্তক কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আগামী কল্য মৃতদেহটার সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে।

নূতন সাপ্তাহিক পত্র

শ্রী[illegible] নাথ [illegible] সম্পাদকতায় ট্রেড য়ুনিয়নের মুখপত্রস্বরূপ "অভিযান" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ৪৭।এ রাজেন্দ্র [illegible] ষ্ট্রীট হইতে [illegible] ডিসেম্বর প্রথম বাহির হইবে।

কোষাগারের নিকট প্রবেশে দণ্ড

বগুড়া সরকারী কোষাগারের নিকটস্থ জমীতে সন্ধ্যার পর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে শ্রীযুত সুকান্ত বসু, দীনেন্দ্রকুমার বাগচী, [illegible]কুমার [illegible], অনন্তকুমার সরকার এবং সুপ্রভাত বসু ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয়, তাহারা সেই পথ দিয়া নদীতীরে ভ্রমণের জন্য যাইতেছিলেন।

রাজনৈতিক বন্দীর পীড়া

চাঁদপুরের রাজবন্দী শ্রীযুত প্রমথ [illegible] জ্বর ও বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। তিনি স্থানীয় হাসপাতালে আছেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁহার পক্ষে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন। [illegible] মির্জ্জাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

সপরিবারে কাপ্তেনের জলে ঝাঁপ

"[illegible]" জাহাজ জলমগ্ন হইবার সময় কাপ্তেন এঞ্জিনেক্স্কু দেখে তাঁহার স্ত্রী ও শিশুর সহিত জলে ঝাঁপ দেন। পত্নী জলমগ্ন হন, কিন্তু কাপ্তেন সাঁতার দিয়া তাঁহার শিশুকে রক্ষা করেন এবং "ক্যাকুটান" জাহাজ গিয়া তাঁহাকে সাহায্য দান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শিশুটি ঠাণ্ডাতে মারা যায়।

শ্রীযুত প্যাটেলের স্বাস্থ্য

শ্রীযুত ভি, জে, প্যাটেল উপস্থিত স্নান করিতেছেন এবং টেবিল হইতে পড়িয়া যাওয়ার আঘাতের চোট প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, বোম্বাই হইতে ডাক্তার প্যাটেল তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই ভিয়েনায় যাইতেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা

ভুবনমোহন সাধুখাঁ ও অপর ৩ ব্যক্তি হাইকোর্টে আলিপুরের জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে এক আপীল দায়ের করেন। মামলার বিবরণ এই যে, কলিকাতা কর্পোরেশন [illegible] ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়া ম[illegible] স্কিম খাড়া করেন এবং তদনুসারে [illegible] প্রবৃত্ত হয়েন। এ সম্পর্কে কর্পোরেশন ৬৭টি খানি বাড়ীর মধ্যে ৪৮টি বাড়ীর দরুণ ৩৮০০০ টাকা অর্পণ করেন।

আবেদনকারিগণ বলেন যে, কর্পোরেশনের উক্ত স্কীম অনুসারে কার্য্য করিবার অধিকার নাই। তাঁহারা আলিপুরের মুন্সেফ আদালতে কর্পোরেশন কার্য্য বন্ধ করাইবার প্রার্থনা করিয়া এক মামলা দায়ের করেন। মুন্সেফ মামলা ডিসমিস করেন। জিলা জজ আদালতে তৎপরে আপীল হইলেও উহা ডিসমিস হয়।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় বলেন যে, কর্পোরেশন এই কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং আবেদনকারিগণও টাকা লইয়াছেন। বিচারপতিদ্বয় আপীল ডিসমিস করিয়াছেন।

'নায়ক' রাজদ্রোহের মামলা সরকারের অনুবাদককে জেরা

সাপ্তাহিক "নায়ক" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত কালীপদ দত্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা (রাজদ্রোহ প্রচার) অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এজলাসে ঐ মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়াছে। আসামীদ্বয় আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আসামীর এবং মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত অপর আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। সরকারের অনুবাদক মিঃ কে, বি, [illegible]কে জেরা করিবার পর মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

খাদ্য গ্রহণে অসম্মতি

যারবেদা জেলের প্রায় পাঁচশত জন সত্যাগ্রহী বন্দী রন্ধন প্রক্রিয়ার প্রতিবাদস্বরূপ গত ২০শে ডিসেম্বর খাদ্য গ্রাস করেন নাই। তাহাদের সহিত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাবার্ত্তা হয় এবং তাহার ফলে বহু বন্দী খাদ্য গ্রহণ করে।

বে-সরকারী য়ুরোপীয়গণের প্রতিবাদ

"ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা" তৎসম্বন্ধে "টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া" বে-সরকারী য়ুরোপীয়দের মত গ্রহণের একটা ব্যবস্থা করেন। মোটের উপর ৮১৮ ভোট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং ১৯৫ ভোট উহার বিরুদ্ধে পাওয়া যায়। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ডেসপ্যাচে যেরূপ স্বায়ত্তশাসনের অনুমোদন করা হইয়াছে, অবশ্য তদ্রূপ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষেই অধিকাংশ ভোট পাওয়া গিয়াছে।

বরিশালে খানাতল্লাস

গত ২২শে ডিসেম্বর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী কয়েকজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া একই সময়ে চকবাজারের ব্যবসায়ী শ্রীযুত মাতলাল সেনের দোকান ও আফিস, টাউন মেডিক্যাল হল ও কাঠপট্টির উকিল শ্রীযুত দেবেন্দ্র দাসের বাটীতে কলেজের ছাত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রনারায়ণ বসুর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া খানাতল্লাস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন, শ্রীযুত রামপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত যতীন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে উক্ত খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ পুলিস আপত্তিজনক কিছুই পায় নাই, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বস্ত্র শকট গমনে বাধা প্রদানে ৪ জন মহিলা দণ্ডিতা

বিদেশী বস্ত্র বোঝাই হাতগাড়ীর গমনে বাধা প্রদান করিবার অভিযোগে ২জন স্বেচ্ছাসেবিকা ও ২ জন স্বেচ্ছাসেবক ২২শে ডিসেম্বর তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার অমুকারের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন ও মহিলাদিগের প্রত্যেককে বিচারের কাছারী পর্য্যন্ত দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভীষণ ষড়যন্ত্র

[১]

শ্রীধাম-নবদ্বীপপ্রচারিণী সভা হিন্দু-জনসাধারণের একটি পবিত্র সম্পদ। উহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রথম বর্ষে স্থাপিত হয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন স্থানসমূহের সংস্থান ও প্রাচীন গৌর-লীলাস্মৃতির উদ্দীপনকল্পে বিশিষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিভিন্ন কার্য্যকারকসূত্রে সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। শ্রীনবদ্বীপের তাৎকালিক সহরের বিবুধমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার স্তাবক ছিলেন। কিন্তু কালের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মধ্বজ-জীবিগণের প্ররোচনায় পতিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বাচরিত বা পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত বিচার হইতে বিচ্যুত হইয়া ভীষণ ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছেন। দেশ, কাল ও পাত্র-বিচারে ষড়যন্ত্রকারিগণ নানাপ্রকার কুকল্পের প্রশ্রয় দিতেছেন। সুতরাং ঐগুলির ধারাবাহিক অনুসন্ধানফল নিরূপিত হইতেছে এবং উহাদের প্রতিকারও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সভ্যগণের সমবেত চেষ্টার ফলে প্রাচীন নবদ্বীপের, বিশেষতঃ শ্রীধাম-মায়াপুরের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি ন্যূনাধিক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন নবদ্বীপে একসময়ে অপরা বিদ্যার প্রবল স্রোতে ভাটা পড়ায় পরা বিদ্যার প্রবলতর স্রোতে প্রেমের উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল। কিন্তু কালধর্ম্মক্রমে নানাপ্রকার কপটতার স্রোত প্রবল হওয়ায় ভাগ্যহীন অনভিজ্ঞজনগণ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার হিতচেষ্টাফলে শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীনামদেবের সেবায় কুচক্রি-গণের জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রভাবে বাধা পাইয়া অমঙ্গল বরণ করিতেছে। সেই সকল নির্ব্বোধজনগণের কুচিন্তা উপশমন করিবার জন্য শ্রীধামের ঈশ্বর তাঁহার প্রকট-কালের অব্যবহিত পরেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ষড়যন্ত্রকারিগণ কপটতা-সহযোগে এখন শ্রীধামবিরোধ এবং শ্রীনামবিরোধ আরম্ভ করিয়াছেন। জড়কামের কামুক-সম্প্রদায় অপসাধনে এখন শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিরুদ্ধে যে কাপট্যের বশবর্ত্তী হইয়া যত্ন করিতেছেন, সেই কপটতা লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইলে উহাদের দৌরাত্ম্য ধরা পড়িয়া যাইবে এবং অত্যাচারী বিরোধী সেই সকল ব্যক্তির দণ্ডলাভ ঘটিলেই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ষড়যন্ত্রকারিগণ ক্ষীণপুণ্য ও পাপময় এবং কামাদি ষড়্-রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মৎসরধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা আত্মমঙ্গল বুঝিতে পারিবে না।

ষড়যন্ত্রকারিগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি মিথ্যা ও কপটতা আশ্রয় করিয়া সরলবিশ্বাসিগণকে বলপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিবেন এবং সদসৎ বিচারপূর্ব্বক সত্য-গ্রহণে অসমর্থ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার লোভ দিয়া বাগ্‌জালে পাতিত করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী করিয়া তুলিবেন, অন্ততঃ শ্রীধাম মায়াপুরের অবিসম্বাদিত সত্যসংস্থিতির প্রতি লোকের হৃদয়ে সন্দেহবীজ রোপণ করিবেন। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বিচার না বুঝিয়া বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবল করিয়া পরের অপকার করা তাঁহাদের নিকট "ধর্ম্ম" বলিয়া কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধানফলে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এখন কেনই বা তাঁহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সত্যের ও ভক্তের বিদ্বেষ করেন ও সত্য কথা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় উদার সিদ্ধান্ত ও সামাজিক মঙ্গল প্রভৃতি চাপা দিয়া নিজ নিজ হিংসার বশে বাগাড়ম্বর করিয়া সত্যের বিনাশসাধনই এই ষড়যন্ত্রকারিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহারা স্ব-স্ব উদরপূজার জন্য হেন অবৈধ পাপকার্য্য নাই, যাহা অনুষ্ঠান না করিতেছে এবং পরদ্রোহিতা, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত। অনুসন্ধানের ফলে এই বিষম দৌরাত্ম্যের কথাও জনসমাজে শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইবে।

অপরকে ঘৃণা করা, নানা প্রকারে অনুদারতা প্রকাশ করা, সত্যের অপলাপ করা কখনই 'ধর্ম্ম' শব্দ-বাচ্য নহে। উহাকে অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলা, মিথ্যাকে 'সত্য' বলা, পরনিন্দা দ্বারা আত্মশ্লাঘা বর্দ্ধন করা, মূর্খকে পাণ্ডিত্য বলা, দুর্ব্বলকে সামর্থ্য মনে করা বিষম ভ্রান্তির কথা। অতএব "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" বলিয়া প্রবন্ধান্তরের অপেক্ষার জন্য আমরা এখানে আর বাধক বলিতে বিরত হইলাম।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র　৪০৲
　ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)　২১৷৶০
　ঐ (দশম স্কন্ধ)　১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৩। গৌড়ীয়-গৌরব　।৶
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য　।৶
৫। ভজনরহস্য　৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)　১৲
　ঐ (আবাঁধা)　৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য　৷০
১০। ব্রহ্মসূত্রম্ গোবিন্দভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব)　২৲
১১। বেদান্তদর্শনার সানুবাদ (রামানুজীয়)　৷০
১২। জৈবধর্ম্ম　২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)　৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার　২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)　৸৶০
　ঐ (বাঁধা)　৸০
১৬। বৌদ্ধ-বিজয় দর্পণ　৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)　।৶০
　গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)　৷০
　ঐ (আবাঁধা)　।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)　৶০
২১। গীতমালা　/১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ　।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ　।০
২৭। শরণাগতি　/০
২৮। গীতাবলী　/০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ　১৷০
৩০। সাধনকণা　/
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা　/০
৩২। নবদ্বীপশতক　/০
৩৩। অর্থপঞ্চক　/০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ　/০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)　/১০
৩৬। অর্চ্চনকণা　/১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)　৷০
　ঐ (আবাঁধা)　।/০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)　১৲
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা　৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)　১৲
　ঐ (আবাঁধা)　৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ　।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ　৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)　৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী　।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)　২৲
　ঐ (আবাঁধা)　১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?　/
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)　।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর　৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ　৶০
৫০। সংস্কারগীতী　/০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ　৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্　।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্　।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্　৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ　/০
৫৬। সারসংগ্রহনম্　৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন　।০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু　।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম　।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং　/০
৬১। দি ভাগবত　।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি　৷০
৬৪। সাধন পথ　।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু　৷০
৬৬। গীতাবলী　/১০
৬৭। শরণাগতি　/০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি-
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ॥৹১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই পৌষ ১৩৩৭ শুক্রবার ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

পঞ্জাব লাটের উপর গুলী

চলন্তট্রেণ হইতে ঝম্পপ্রদান

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

বিদেশীবস্ত্র আটকে করাচীতে স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড

সম্রাট্ পরিবারের বড়দিন

এলবার্টহলে বাস-সমস্যা সমাধান

ডাক-কর্ম্মচারীদের সভা

অমৃতসরে ডাকাতী সম্পর্কে যুবক গ্রেপ্তার

দিনাজপুরে সুভাষচন্দ্র

কলিকাতায় নানাস্থানে পিকেটিং

নানা কথা

পঞ্জাব লাটের উপর গুলী

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায়, বিশ্ববিদ্যালয় হলের মধ্যে পঞ্জাবের গবর্ণর স্যার জিওফ্রী ডি মণ্টমরেন্সীর উদ্দেশ্যে কয়েকবার গুলী বর্ষিত হয়।

প্রকাশ গবর্ণর মহোদয় যখন সেনেট হল হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার উপর ৪ বার গুলী ছোড়া হয়। একটি গুলী তাঁহার বাম হস্তের মাংস ভেদ করে এবং অন্য এক গুলীর ফলে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সামান্য আঘাত লাগে।

তৎপর গবর্ণরকে হাসপাতালে লইয়া যাইয়া আহত স্থানে শুশ্রূষা করা হয়। তৎপর তিনি স্বচ্ছন্দে নিজেই মোটরগাড়ীতে উঠিয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে চলিয়া যান।

এক সঙ্গে ২ জন কনষ্টেবলও আহত হইয়াছে। তাহাদের আঘাত গুরুতর নহে। দিল্লী লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজের জনৈক মহিলা ডাক্তারও আহত হইয়াছেন। তাঁহার আঘাত গুরুতর কিনা জানিতে পারা যায় নাই।

পরে জানা যায় যে, গবর্ণরের উপর উপর্য্যুপরি ৬ বার গুলী চালান হইয়াছিল। একটি গুলী নিতম্বদেশে এবং অপরটি বামহস্তে লাগে।

পুলিস এই সম্পর্কে দু'টী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, উহাদের ভিতর ১ জন প্রকৃতই গুলী চালাইয়াছিল।

পুলিস কর্ম্মচারীর মৃত্যু

গুলী দ্বারা যে দুই জন পুলিস কর্ম্মচারী আহত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দারোগা চরণ সিং মেয়ো হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী কনভোকেশনে ডিগ্রী লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ২ জন রমণী গুলী দ্বারা আহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক জন নারী চিকিৎসকের তলপেটে গুলী লাগিয়াছে। অপর নারীর বাম হস্তে আঘাত লাগিয়াছে। ইহাদিগকে তখনই হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এবং তথায় তাঁহাদের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

দিল্লীর জেলে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী সেনগুপ্তা প্রভৃতি ৪৮ জন রাজনৈতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করিতেছেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্ত রক্তচাপ বৃদ্ধি হেতু কষ্ট পাইতেছেন। হাসপাতালে রঞ্জন রশ্মি সাহায্যে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলাফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুত সেনগুপ্ত অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন।

এলবার্ট হলে বাস সমস্যা সমাধান

গত সোমবারে এলবার্ট হলে বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট ও বাসযাত্রী সমিতির উদ্যোগে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় যানবাহন চালন-সমস্যা ও ভাড়ার হার সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য এই সভা আহূত হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণ যেন বাসের দৈনিক টিকেটের হার কমাইবার জন্য অনুরোধ না করেন যাহিক ভাড়ার হার অনেক কম করা হইয়াছে। বাসগুলির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। বাসগুলি অতি দ্রুত চালাইয়া না অতি ধীরে ধীরে চালাইয়া যাহাতে যাত্রীদের অসুবিধা না করা হয়, সে দিকে যেন বাসওয়ালারা দৃষ্টি রাখেন।

বিবিধ সংবাদ

বিদেশী বস্ত্র আটকে করাচীতে স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গত ২২শে ডিসেম্বর বহু ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রীযুত ফতেচাঁদ মদনগোপালের মজুত বিদেশী বস্ত্র স্থানান্তরিত করিবার সম্পর্কে রেলপথের বুকিং আফিসের প্রাঙ্গণে ও শিকারপুর কাপড়ের বাজারে গত ১২ই ডিসেম্বর বাধা দান করিবার অভিযোগে ধৃত ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অবৈধ বাধাপ্রদানের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪১ ধারা অনুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে।

এই মামলার ফরিয়াদী শ্রীযুত ফতেচাঁদ মদনগোপালকে সামাজিক ভাবে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

তাঁহারা তাঁহাদের মজুত সমুদায় বিদেশী বস্ত্র করাচি হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। অমৃতসর ও অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের কারবারের শাখা আছে। ২ মিনিটের মধ্যে সরাসরি ভাবে মামলাটির বিচার করা হইয়াছে।

করাচির আদালত ভবনে "বে-আইনী" লবণ বিক্রয় করিবার অভিযোগে অপর ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন

রাজদ্রোহ মূলক একটি বক্তৃতা দানের অভিযোগে জনৈক মুসলমান যুবক অভিযুক্ত হইয়া মুচলেকা ও জামিন দিতে আদিষ্ট হন। উক্ত মুচলেকা ও জামিন প্রদান না করায় তিনি ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ফতেচাঁদ মদনগোপালের ১ গাঁট বিদেশীবস্ত্র ধারণ সম্পর্কে বিদেশী বর্জ্জন কর্ম্মী শ্রীযুত শান্তদাস জগমুখদাস চুরির অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রধান সাক্ষী, শকটচালক আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় আগামী ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত মামলা মুলতুবী আছে। উক্ত দিনে ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিসকে আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মী দ্বারা ধৃত বিদেশীবস্ত্র গুদামে মজুত রাখিবার অভিযোগে জনৈক স্বদেশীবস্ত্র বিক্রেতা, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত মামলা মুলতুবী আছে।

সম্রাট পরিবারের বড়দিন

সম্রাট ও তদীয় মহিষী তাঁহাদিগের পৌত্রী এলিজাবেথ ও মার্গারেট এবং ডিউক অফ ইয়র্ক বড়দিনের উৎসব অতিবাহিত করিবার জন্য স্যাণ্ড্রিংহাম যাত্রা করিয়াছেন। তথায় পুত্রবধূ ডাচেস অফ ইয়র্ক এবং প্রিন্স-অফ-ওয়েলসের সহিত মিলিত হইয়া পারিবারিক আনন্দ উপভোগ করিবেন।

ডাক-কর্ম্মচারীদের সভা

গত সোমবার রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকার সময় ২৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ডাক-কর্ম্মচারীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মরেনো এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ডাক বিভাগে অনেকের চাকরী যাইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে, সেই গুজবে কর্ম্মচারীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সভায় অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, সরকার যেন কর্ম্মচারীদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় হস্তক্ষেপ না করেন। ডাইরেক্টর জেনারেলকে জানান হইবে যে, তিনি যেন শুধু শূন্য পদগুলি পূর্ণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

অমৃতসরে ডাকাতী সম্পর্কে যুবক গ্রেপ্তার

অমৃতসরের পুলিস গত ২৩শে ডিসেম্বর নরেন্দ্রনাথ নামক অমৃতসরের একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। নরেন্দ্র হাটহাটার বাজার রাধাকিষেণের পুত্র। অম্বালা জিলার চণ্ডীগড় থানায় যে ডাকাতী হইয়াছে, সেই ডাকাতী সম্পর্কে এই গ্রেপ্তার। নরেন্দ্রের বাড়ীতে ও তাহার পিতার দোকানে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, নরেন্দ্র সম্প্রতি অমৃতসরে আসিয়াছে। পুলিস তদবধি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া গত মঙ্গলবার তাহাকে গ্রেপ্তার করে

দিনাজপুরে সুভাষচন্দ্র

বি, পি, সি, সির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে দিনাজপুরে পৌছিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তারপর এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ তিনি মিউনিসিপালিটিতে পৌছিলে চেয়ারম্যান শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সমস্ত দিনাজপুরবাসী ও মিউনিসিপালিটির সদস্যগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। প্রত্যুত্তরে সুভাষবাবু বর্ত্তমান আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহা এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সকলের যোগদান আবশ্যক। মিউনিসিপ্যাল-গৃহে জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া তিনি বলেন যে, উহা অদ্য ভারতের জাতীয়তার চিহ্নস্বরূপ।

তৎপরে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তিনি একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

তারপর তিনি দ্বিপ্রহরে স্থানীয় বারের উকীল মোক্তারদের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করেন। অপরাহ্নে তিনি কংগ্রেস ময়দানে সমবেত বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতবাসী বর্ত্তমানে যে সংগ্রামে নিযুক্ত আছে, তাহার উদ্দেশ্য সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা অর্জ্জন। উহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে এমন এক যুগের প্রবর্ত্তন হইবে, যখন প্রত্যেকে সমান অধিকার পাইবে। ভারতের সমস্যা শুধু ভারতের নয়—সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা। ভারতের মুক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে সমস্ত লোকসমাজের মুক্তি! তাই সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই আন্দোলনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, এ সংগ্রামে নিশ্চয় তাহারা জয়ী হইবে। কারণ, তাহারা সত্যাশ্রয়ী, তবে কিছুদিন আগে বা পরে হইতে পারে। যত আন্তরিকতার সহিত লোক এই সংগ্রামে যোগ দিবে, লক্ষ্যস্থলও ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। সংগ্রামের বিধিনিয়ম উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, অহিংসাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র, বিলাতী বর্জ্জন তাহার প্রধান অঙ্গ।

বড়বাজারে পিকেটিং

প্রতি দিনের ন্যায় গত মঙ্গলবারেও বড়বাজার কংগ্রেস কমিটী, উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী, বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রায় এক শত জন স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারে গমন করিয়া মনোহর দাস কাটরা, ঢাকা পটি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানের বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে দিবারাত্র পিকেটিং করিয়াছে। দিবাভাগে ৭০ জন এবং রাত্রিতে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করে।

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির ১৪ জন ও মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের ৪ জন মহিলাও বড়বাজারের বিভিন্ন স্থানে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছেন। পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

বড়বাজারের এক গুদাম হইতে এক লরী বোঝাই বিদেশী বস্ত্র স্থানান্তরিত করা হইতেছিল; পিকেটারগণ লরীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ায় উহা গুদামে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়। ঐ সংবাদ পাইয়া পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পিকেটার ও পথিকদিগকে লাঠিদ্বারা ছত্রভঙ্গ করে।

গত মঙ্গলবার জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নূতন বাজারে ও হাটে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছিল। নূতন বাজারে ১ মুটেকে বিদেশী বস্ত্রের গাঁটরী লইয়া যাইতে দেখিয়া ২ জন স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে উহা ফেরত দিয়া আসিতে অনুরোধ করে। ঐ সময়ে ৪।৫ জন পুলিস তাহাদিগকে বাধা দেয় ও গালাগালি করে। উক্ত স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় নাকি অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। উক্ত কংগ্রেস কমিটীর আর এক দল স্বেচ্ছাসেবক চীৎপুর রোডে ও ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে বিদেশী শীতবস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছে, কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

চলন্ত ট্রেণ হইতে ঝম্প প্রদান

১৫নং আপ্‌-ট্রেণখানি যাহা ১২-৩৮ মিনিটে হাওড়া হইতে ছাড়ে, (দিল্লী এক্সপ্রেস) ঐ ট্রেণ খানি গত ২১শে ডিসেম্বর হাওড়া হইতে ছাড়িয়া কিছুদূর যাইলে তাহাতে ১জন ব্যাণ্ডেলের যাত্রী দেখিয়া "ক্রু" তাহাকে নামিয়া যাইতে বলে সে "ক্রু"র সামনে একটু ঘুরিয়া পুনরায় ট্রেণে বসে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর একজন "ক্রু" আসিয়া তাহার টিকেট দেখিয়াই নামিয়া যাইতে বলে; তখন সে নীচে বেঞ্চ হইতে নামিয়া বসে এবং যখন ট্রেণখানি বেগমপুর ছেড়ে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যাইতেছিল তখন ঐ লোকটি হঠাৎ চলন্ত ট্রেন হইতে ঝম্প প্রদান করে, তবে লোকটী কাটা যায় নাই, ট্রেণও থামান হয় নাই।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

ঐ গাড়ী যখন বর্দ্ধমান হইতে আসানসোলে আসিতেছিল তখন একটী লোক লাইন পার হইতেছিল হঠাৎ গাড়ীর চাকা লোকটীর কোমরের উপর দিয়া চলিয়া যায় ফলে মৃত্যু হয়। এইখানে গাড়ী থামান হইয়াছিল, কিন্তু মৃতদেহটী অন্যত্র পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই পৌষ, শুক্রবার - ১৩৩৭

সাময়িকী

এতদিন আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায় সাধনে ব্যস্ত ছিল। গৌড়ীয় মঠের প্রবল প্রচারে বাউলাদি সম্প্রদায় চালতে তলায় এক আড্ডা করিয়াছে। শুধু আড্ডা করিয়া শান্ত হয় নাই, গৃহিবাউলদলের অন্নদা বাগ্‌ঠাকুরের সন্তানের সহিত যোগাযোগ করিয়া আখ্‌ড়া বাড়ীর সকল ওয়ালাগণের বুকনে মায়ার ব্রহ্মাণ্ড চাঙ্গা করিতে চায়। ভোগিকুলের কুচেষ্টার প্রবল মাত্রায় তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে।

চালতে তলার গৃহিবাউলদলের উত্তরাধিকারী সাঙ্কটিয়ার ভেকধারীর পেছনে পেছনে গিয়া যে মিলন-আড্ডার শোভা বিস্তার করিয়াছিল, এখন সেই আঁচলধরা ওকালতি মিলন মন্দিরে বিষম বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতেছে। ভাগের বাটোয়ারাই যত গোলযোগ।

কিছুদিনপূর্ব্বে খৃষ্টির ঊনবিংশ শতাব্দি-শেষভাগে আমলাসদরপুর হইতে প্রাপ্ত টাকার ভাগ লইয়া ভেকধারী কীর্ত্তনীয়া দলে একটা গোলমাল হইয়াছিল। তাহাতে নবগৌরাঙ্গবাদীয় দল নবনিতাই-বাদিদলের সহিত মিলন-প্রত্যাশা ছাড়িয়া নিজেদের দল ভারি করিতে গিয়া নানাবিধদের আবাহন করিয়াছিলেন। গৃহিবাউলদের ছেঁড়া দল তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। এই দলের কাণ্ড ক্রমশঃ আমরা পাঠকবর্গের নিকট জানাইব।

প্রতিবাদ

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

(চৈঃ ভাঃ)

এই ঈশ্বরবাক্য সফল হইবেই। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই দেবীধামে অনুকূল ও প্রতিকূল—দুই ভাবেই নামের প্রচারকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় (তাঃ ১০।১২।৩০) গৌড়ীয় ভক্তিদর্প নামক একটি ভ্রম-প্রলাপ-পরিপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। লেখকের নাম। "শ্রীঅগ্নিষাত্তা শর্ম্মা অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদী" এই প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন এবং যাহাতে সাধারণ অবিবেকী সকল পাঠকগণ ঐ ভিত্তিহীন মিথ্যা কথায় আকৃষ্ট না হন, সেই জন্য আমি ঐ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এক্ষণে ঐ বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) লেখক মহাশয় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "খৃষ্টাব্দ ও ফেব্রুয়ারী মাসের" সাহায্য লইয়াছেন এবং খণ্ড কাল ও স্থান সংযোগে ঐতিহাসিকগণ যেরূপ অপরাপর গল্প লেখেন, সেইরূপ প্রয়াসে নিজ চৈতন্যের সম্পূর্ণ লোপ সাধন করিয়া অচেতন অবস্থায় বহুক্ষণ গলাবাজি করিয়াছেন। ফলে "ফেরঙ্গরোগগ্রস্ত ও প্লেগে" জর্জ্জরিত হইয়া তাহার ঔষধের ব্যবস্থার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৈদ্যগণ এই রোগের ব্যবস্থা করিলে আমি কৃতজ্ঞ হইব।

(২) সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "শ্রীচৈতন্যের কার্য্য তাৎকালিক", ইহা কি তিনি নিজ পাণ্ডিত্যের দ্বারা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছেন, না 'দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পূজারি ব্রাহ্মণ' তাঁহাকে যে "তগ্‌মা বা চপরাশ" দিয়া গিয়াছেন, তাহার জোরে ভাবাবেশে বুলি আওড়াইতেছেন?

(৩) শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবর্ত্তনকারী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নাম ও পরিচয়, দৈনিক বসুমতীর পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত করাইবার জন্য লেখক মহাশয় যে সকল অসংলগ্ন গ্রাম্য কথার অবতারণা-পূর্ব্বক ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত পণ্ডিত অবিবেকী সহজিয়ার মুখেরই যোগ্য বটে, তথাপি ঐ পুরুষপ্রবরের পরিচয় লোকসমাজে ঐরূপ জানাইবার অধিকার তাঁহাকে কে দিয়াছে, ইহা সুধী সমাজ বিচার করিবেন।

(৪) শ্রীচৈতন্যগৃহিত নিদানের ঔষধ ব্যবস্থা করিবার বৈদ্য লেখকের মনোমত না থাকিতে পারে, কিন্তু 'সদ্‌বৈদ্য' নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি কখনও রোগীকে নিজ ইচ্ছামত ঔষধ ও কুপথ্য করিবার সুযোগ দেন না। আমার বিশ্বাস,—শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রচারকগণ এ রোগের খুব ভাল prescription জানেন এবং লেখক মহাশয় যেন তাঁহার নিদানের ঔষধ ব্যবস্থা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে লয়েন, ইহাতে সমস্ত ভবরোগ সারিয়া যাইবে এবং কোন "বাগ্‌ছড়ী মায়ের দরকার" হইবে না।

(৫) লেখক মহাশয়ের উপক্রমণিকার পর যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ, সোজা কথায় চালুনি হইয়া সূচের গুণাগুণ বিচার যেরূপ, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা যেরূপ, ইহা ঠিক সেইরূপ। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ অবিবেকী, স্বতন্ত্র ও মূর্খের বিচার আহ্বান স্বীকার করেন না, বরং যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি নিজ নিজ অপরাধ বুঝিতে উঠিতে পারে, তাহার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক, বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে প্রদর্শনী ইত্যাদির দ্বারা সাধারণ মানবকুলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক চিরমঙ্গলপ্রদ শরণাগতি শিক্ষার ও বাস্তব সত্যকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করেন। একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন। আমি কোন মঠেরই paid up স্তাবক নহি। বাস্তব সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা ও অধিকার সকলেরই আছে। আমি নিজে নগণ্য হইলেও সত্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার অধিকার ও ক্ষমতা চিরকাল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব।

(৬) চতুর্ব্বেদী মহাশয়—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে॥

এই ভাগবতীয় শ্লোক বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সাম্প্রদায়িক আবিলতা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধির দৌড় ইহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। দেহ ও মনোধর্ম্ম সহজাত জ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তিমাত্রেরই দৌড় প্রায় ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গোবর্দ্ধনপাদসেবাং
বেদাদি ছন্দ্যাপ্য পদং বিদন্তি।

(ক্রমশঃ আলোচ্য)

শ্রীগোপিকাপ্রসাদ সিংহ
পুরুলিয়া, মানভূম।

প্রাপ্তপত্র

(অগ্নিষাত্তা চতুর্ব্বেদীর প্রতিবাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৫ সংখ্যার পর)

লেখক লিখিয়াছেন, শঙ্করাবতারের প্রচারে মানব মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহা পরম সত্য। মানবগণকে ঈশবিমুখ করাই শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই প্রকার মায়াবাদ বিচারে মোহিত হইয়াই ঈশবিমুখ জীব ভোগী কর্ম্মী ও ত্যাগী জ্ঞানী হইয়া পড়িতেছে। বুদ্ধদেব—শ্রীবিষ্ণুরই গুণাবতার। তিনি মানবজাতির ভোগপিপাসা ধ্বংস করিবার একমাত্র প্রচণ্ড আদর্শ। তিনি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ জনগণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নবশাখী সন্ন্যাসী হইয়া ভগবানের নামের নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামিপাদ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসাদন-কল্পে অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর মধ্যে নাম-নামী অভিন্ন বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময় কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ত্রিদণ্ডবিধির প্রতি ও বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ হইয়াছিল? আবার নির্ব্বিশেষবাদী একদণ্ডিগণের বিচার অপেক্ষা শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রকটকালের কিছু পূর্ব্বের শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভু ও মহাজনের অবলম্বিত ত্রিদণ্ডবিধির যে শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন। ভাগবতকথিত সত্যযুগীয় ত্রিদণ্ডিমহাশয় যে বিধান প্রবর্ত্তন করেন, সেই বিধানাবলম্বনে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডবিধিও শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত অভিমানী বল্লভাচার্য্যপাদ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যিক কাল এই ধরাধামে বিচরণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ—যাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুর হরিভক্তিবিলাসের সঙ্কলন করিয়াছেন,—সেই ত্রিদণ্ডগোস্বামিপ্রমুখ মহাজনের আশ্রিত সমাবর্ত্তিত গৃহস্থ সম্প্রদায় পুরুষোত্তমবাদ প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদ নিরসন করিয়াছেন।

জগতে আজ ভুক্তি ও মুক্তির পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য বিস্তার করিয়া শুদ্ধভক্তিস্রোত গৌরসুন্দরের আশীর্ব্বাদে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হায়, কপাল-পোড়া অভক্ত ভোগী ও ত্যাগীকুল! বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাশায়, কেহ বা হঠযোগাদি, কেহ বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-গরিমায় মত্ত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-প্রবৃত্তিবশে বিপথগামী হইতেছে। তজ্জন্যই

মহাজন বলিয়াছেন যে, ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা অভক্তগণের হৃদয়ে থাকাকাল পর্য্যন্ত চৈতন্যদর্শ—আত্মার নিত্যবৃত্তি শুদ্ধভক্তি মর্য্যাদা সেই আধ্যক্ষিকগণের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। উক্তরূপ লেখকের এইরূপ প্রলাপোক্তি।

শঙ্করাবতার বা তাঁহার অনুগতগণের অজ্ঞাবস্তার শৈবমতাবলম্বী নিম্বার্কের সম্প্রদায়ের মতবাদপরিত্যাগকারী 'পরিমল'-লেখক ন্যায়রত্নমণি, আনন্দলহরী টি গ্রন্থে নির্বিশেষ বিচার দ্বারা শ্রীবল্লভাদি নিরাকৃত করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধ্যক্ষিক বিচারমূঢ়তা উক্ত অজ্ঞাবস্থায় কেবলাদ্বৈতবাদী "পরিমল" লেখককেই মুগ্ধ করিলেও শ্রীবল্লভাদিগণ পুরুষোত্তম মহারাজকে সেরূপভাবে লুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক পুরুষোত্তম মহারাজ পরিমলের লেখকের বিচারপ্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বৈদান্তিক বিচার দেখাইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন;

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শঙ্করাচার্য্য—রুদ্রের অবতার অর্থাৎ গুণাবতারেরও অবতার-বিশেষ, পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেব—অবতারী, যুগাবতার মাত্র নহেন। বর্ণপরিচয়ের বিদ্যাগার লাভ করিতে গিয়া, লেখক 'কর' 'খল' পড়িতে গিয়া প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদরচিত 'রাধারসসুধানিধি' ও 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' পল্লব-বল্লরীকে" প্রভৃতি শ্লোক দেখিয়া "রাধা-সুধানিধিকে" বর্ণপরিচয়-গ্রন্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু "রাধাসুধানিধি" পড়িতে অনেকখানি উপকরণ আবশ্যক, কেবল বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ মাত্র পড়া থাকিলে তাহা বুঝা যায় না।

অনভিজ্ঞ লেখকের অশ্রৌতপথে যে তর্কোত্থ প্রস্তাব, তাহাতে তাঁহার তাৎকালিক ও 'সার্ব্বকালিক' বিচার পুষ্ট হয় নাই; শ্রীশঙ্করপাদের কার্য্য যে তাৎকালিক, উহা যে হেতুমূলে উৎপন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা—সার্ব্বজনীন, আত্মবিদ্গণ এবং ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন। যেখানে তাহা তাৎকালিক-রূপে স্বীকৃত হয়, সেখানে উহা মায়াবাদ-মূলক ভ্রমবিলাস মাত্র। এ তত্ত্বপ্রতিপাদ্য পরমার্থ জ্ঞান শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর কল্পিত পিতৃগণের পৃথক অভিমানীর ভাষা-জ্ঞানে যাহা 'আধিক' নামে খ্যাত, উহাকেই 'সার্ব্ব-কালিক' বলা অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। অনধিকারী ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রবাহ ফিরাইতে পারিবে না, কিন্তু অধিকারবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ বস্তুর পক্ষে জড়ের চাপল্যাস আধ্যক্ষিকতার প্রশংসার দরকার নাই।

শঙ্কর ঐতিহাসিক প্রচারক বিশেষ। তিনি রুদ্রাবতার বলিয়া ঈশ্বর অধিষ্ঠানকেই বিনাশ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেব ঐতিহাসিক প্রচারক বা রূপক মাত্র নহেন। তিনি—অবতারী পরবস্তু বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে যাহার যে পরিমাণ দুর্ভাগ্যের আবরণ, তিনি সেই পরিমাণেই তাঁহাকে অবতারের বা মনুষ্য মাত্র জ্ঞান করিবেন। তাহাতে তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, পরন্তু ক্ষতি অন-ভিজ্ঞের। উলূক যদি সূর্য্যের কিরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহার উলূকাদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য লোক বাধিত হইবেন না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেব অনর্পিতচরী স্বভক্তিশ্রী যাহার চিত্তে আত্মবৃত্তিতে প্রকাশিত করিবেন, তাঁহাকে কপটতার চাপল্যাসে চাপদাবী হইতে হইবে না, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার।

আধ্যক্ষিক শক্তিসমূহ সকলই চিদ্-বিমিশ্র পন্থে আছে। বিবস্বদী যেরূপ নিঃশঙ্ক দারিদ্র্য পথে নিক্ষিপ্ত আবদ্ধ করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেরূপ অবস্থাকে আসুরী বিক্ষেপাত্মিকা বহির্মুখা মায়াশক্তির দণ্ড বলিয়া মনে করেন। সেইরূপ অবস্থালাভের রুচি হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ।

লেখকলেখক আত্মস্তুতিবশে আধ্য-ক্ষিক তকমা দেখিবার জন্য ব্যস্ত; কর্ত্তাভজা-গণের মহাজনকে দেখিলেও সেরূপ তকমা পাওয়া যাইবে না। সৌভাগ্যে উদিত বাবাঠাকুরের সন্তানের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া রোগবিশেষের চিকিৎসক মূঢ় ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর একটি দাঙ্গায় পড়িয়া গিয়াছিলেন সবজান্তা লেখক দর্প ও তৎপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে জানিয়া ফেলিয়াছি মনে করিয়া যে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তি, এই সবগুলিই অপরা বিদ্যার অন্তর্বিশেষ। পর-বিদ্যানুশীলনে এই গুলি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইলেও কাণাকড়ি লইয়া খেলিতে জানিলে স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তি প্রভৃতি লেখকের ন্যায় নির্ব্বোধবাদীকে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কবল হইতে ছাড়াইয়া বিপ্রলম্ভভজন হরিনাম আশ্রয় করিবার যোগ্যতা দিলেও দিতে পারে।

এই আধ্যক্ষিক লেখক বলেন—ঈশ্বরকে জানিতে হইলে আত্মতুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রেয়ঃপন্থী লেখক মৎসরতার বশে নিৰ্ম্মৎসর মুক্ত পুরুষগণকে অষ্টপাশবদ্ধ করিবার উপদেশদানের নামে লাফাইতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বলি—শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃপথের আলোচনা হইয়াছে কি? অনাত্মবিচারপর স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতিও সেইরূপ অনাত্মবিচারপরায়ণের তুষ্টি লেখককে কোথায় লইয়া যাইতেছে, সেই পথের একটু পরিমাপ হওয়া দরকার।

জড়শাস্ত্রনিপুণ আর্য্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা যাহাকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলেন, সেই কৈতবপূর্ণ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার প্রতিপাদক ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাগবত ও পঞ্চরাত্রের উচ্চাসন ও নিরপেক্ষতা বুঝিতে পারা যায় না। অধোক্ষজ সেবকগণের বিচার বুঝিতে হইলে তাহাকেও এই প্রকার বেদভোগ, স্মৃতি-ভোগ, ইতিহাসভোগ যুক্তিভোগ ও অনাত্মপ্রীতি ছাড়িতে হইবে। ঋষিগণ সত্যার্থদ্রষ্টা। তাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়বৃত্তিকেই আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। আর ঋষিগণের নিকট হইতে ঋষি-বিদ্বেষী অনুগতাভিমানী আধ্যক্ষিকগণ শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মহাজন-ঋষিকেও মলিনতা ও জড়তায় ডুবাইয়া দিয়াছেন।

লেখক যাহাকে 'আপ্তবাক্য' বা 'বেদ' বলেন, সেই বেদোত্থ জ্ঞানই তাহাকে ভোগে নিযুক্ত করে এবং বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা প্রবৃত্তির দাসরূপে পরিণত করায়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই ছলনাযুক্ত আত্মবঞ্চনাকে শ্রুতিবাক্য বা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য যুগাবস্থ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণের বাক্য-সমূহই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ সৃষ্টি করে। যাঁহাদের অপ্রাকৃত বাক্য-বিষয়ের ধারণা নাই, তাঁহারা কিছুতেই বেদ বুঝিতে পারেন না। শ্রীমধ্বপাদ বলিয়াছেন,—বেদশাস্ত্র ও আম্নায়সমূহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জড়-সমন্বয়বাদীর নিরূপণীয় পদার্থবিশেষ নহেন। বিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া এবং আধ্যক্ষিকগণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাবৃত্তি আত্মধর্ম্ম কেবলা ভক্তির বিরোধী বলিয়া বাস্তব-বস্তু বিষ্ণুর সন্ধান না পাওয়ায় তাহা কাপট্যমূলক পৌরুষেয় মাত্র। উহা শ্রীআনন্দতীর্থের বেদার্থ-বিচারে অপৌরুষেয় নহে। বিষ্ণুই অখিলাম্নায়-বেদ্য, সুতরাং অনভিজ্ঞ লেখকের যে বেদসম্বন্ধে ধারণা, তাহা নিতান্ত দোষযুক্ত। তিনি পণ্ডিতায় অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরুদ্রোহিগণের বিচারপ্রণালীর সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করেন।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্রসমূহ বেদের সত্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আর প্রদেশ-বিশেষে প্রচলিত জড়-ব্যবহারপর নীতি-শাস্ত্রগুলিকে যাঁহারা স্মৃতি বলিয়া ধারণা করেন এবং স্মৃতির উদ্দিষ্ট ভগবদ্বস্তুকে ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা মাংসহীন তুষাব-ঘাতী মাত্র। ইতিহাস ও পুরাণগুলিকে যদি নিজের চাপরে ফেলিয়া বিকৃত করিবার অভিলাষ হয়, তবে উহারা স্বতঃপ্রমাণ আপ্তবাক্য নহে,—একথা কি লেখক স্থির বুদ্ধিতে স্বীয় মস্তকে বুঝিতে পারিয়াছেন? তর্কপথ কখনই শ্রৌতপথ নহে। শ্রৌতবেদ, শ্রৌতস্মৃতি, শ্রৌত-ইতিহাস, শ্রৌতপুরাণ ও শ্রৌতযুক্তির সহিত বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীবৃত্তিদ্বয়ের আসামীগণ তর্কপথকে এক করিয়া ফেলেন। ভগবান্ আনন্দতীর্থপাদ উহাই দেখাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্যই তিনি বিষ্ণুকে "অখিলাম্নায়বেদ্য" বলিয়াছেন।

গুরুদ্রোহিগণের সমন্বয়-ধারণায় "দরিদ্র-নারায়ণ" প্রভৃতি মূর্খতা-বিজৃম্ভিত শব্দের দরিদ্র ও ঈশ্বরে নারায়ণ-সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করিতে যাওয়া বিদ্বদ্রূঢ়ি ও অবিদ্বদ্রূঢ়-বৃত্তিদ্বয়ের ধারণায় অজ্ঞতা-মাত্র।

ঋষিগণ যে রাগদ্বেষবর্জ্জিত, পক্ষপাত-শূন্য ও সাম্প্রদায়িক চিন্তার বহু উপরে, —একথা পরম সত্য; কেন না, শ্রীচৈতন্য-দেব বলিয়াছেন যে, ঋষিবাক্যে কোন দোষ প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয় লেখকের মধ্যে থাকায় তাঁহার ভাষার উদ্দিষ্ট ব্যাপারটী শাস্ত্রো-দ্দিষ্ট ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অভক্তগণকেও ঋষি সাজাইবার জন্য প্রস্তুত। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শত্রুগণের বর্ণনে বলেন—"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" ঋষি ও ঋষিব্রুব একার্থ-প্রতিপাদক নহে। ঋষিব্রুবগণের বাক্য ভাগ্যহীন জনগণেরই প্রাপ্য এবং তাহাতেই তাহাদের রুচি। অভক্তগণই দুর্ভাগা; সুতরাং তাহারা মনে করে যে, আম্নায়বাক্য সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয়-ভক্তিধর্ম্মযাজী ব্যক্তিগণ এইরূপ অন-ভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করেন না। তজ্জন্যই তাঁহারা 'সংস্কার' শব্দের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের আসামী হইতে চান না। অহঙ্কারদৃপ্ত লেখকের এই সকল বিষয়ের আলোচনা নাই বলিয়া 'অংশ' শব্দের অর্থবিচারে তিনি গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণকে এইরূপ বিবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—কর্ত্তাভজা জ্ঞানিব্রুব-গণকে 'গুরু' শব্দে অভিহিত করিতে নাই।

সংস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও বিষ্ণু-ভক্তিরহিত ভোগপরায়ণ অজ্ঞানিগণ যে মনগড়া চাপল্যাস লইয়া শ্রৌতপথে চলিতে-ছেন, তাহা কখনও মনে করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

ভীষণ ষড়যন্ত্র

(২)

ষড়যন্ত্রকারিগণ শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পরমপবিত্র সভ্যগণের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। এই কুচক্রী দলটি স্ব-স্ব-কুতর্ক বিস্তার করিয়া কপটতার বশে দুর্ব্বৃত্ত লোকগণের পরামর্শে যেরূপ যথেচ্ছাচারিতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে কতিপয় দুর্ব্বলচিত্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি উঁহাদের মিথ্যা কথায় আত্মসমর্পণ করিয়া সত্যের বিদ্বেষে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

অপস্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা, পরদ্রোহিতা ও মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক অবনতির প্রসার-বর্দ্ধনের অভিপ্রায় করিতেছেন। নিখিল সদ্গুণরাশিকে 'দোষ' বলিয়া প্রতিপাদন করাই ক্ষীণপুণ্য জীবগণের প্রধান অনুষ্ঠান। পাপপ্রবণচিত্তে শাস্ত্রের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া অপস্বার্থপরতাকেই স্মৃতিবিধান বলিয়া চালাইবার যে ঘৃণ্যপ্রয়াস, তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র।

বিংশতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার সাধারণ অনভিজ্ঞ সামাজিকগণকে উপদেশ দিবার জন্য যেসকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন, সেইসকল বিধি মৎলববাজগণের হস্তে পড়িয়া অধুনা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনধিকারী সাধারণ জনগণের জন্য যে ধর্ম্মের আদর্শ কথিত হয়, উন্নত অধিকারে তাহাদের প্রয়োগ-বিধান যেরূপ কার্য্যে লাগে না, তদ্রূপ মুড়ি-মিশ্রি বা অধিকারী অনধিকারীর জন্য কখনও একই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না। কুকর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তিগণের জন্যই সৎকর্ম্মের আবাহন অধিকারোচিত বলিয়া নির্ণীত হয়। সৎকর্ম্মীর জন্য আপেক্ষিক অধিকার পরিহারের ব্যবস্থা। তাহাতে কোথাও কোথাও কর্ম্মীর শাসন হইতে আনুষ্ঠানিক বিচার-নির্ব্বিশিষ্টতা বিহিত হয়। আবার, প্রকৃত বৈরাগ্যবানের জন্যও তীর্থপাদ ভগবানের সেবা-বিধান বর্ণিত আছে।

বিংশতি প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ জনসাধারণের জন্য যে শৌক্রবিধানে বর্ণনিরূপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মাগ্রহিতায় আবদ্ধ মাত্র। কর্ম্ম-নৈপুণ্য যেস্থলে আলোচ্য বিষয় নহে, সেস্থলে বর্ণের বিচার পরিবর্ত্তিত হইয়া নির্ম্মলতায় পরিণত হয়। আবিল তোয়ের মল নিঃসারিত হইবার পর উহার নির্ম্মলতা স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু নির্ম্মল জলের উপর আবিলতার মিথ্যা আরোপ করিয়া জল পরিষ্কার করিবার চেষ্টা যেরূপ নিরর্থক, ধান্য হইতে শস্য নির্গত করিবার পর তুষ-পেষণ যেরূপ অপ্রয়োজনীয়, জ্ঞানী বা ভক্ত তদ্রূপ কর্ম্মের আয়ত্ত বা অধীন না থাকিয়া স্বতন্ত্র থাকেন। সেই কালে তাঁহার প্রতি কর্ম্মের কর্ত্তৃবোধে নানাপ্রকার অমঙ্গলের আরোপ করা সুবিবেচকগণের কর্ত্তব্য নহে।

সৎকর্ম্মী কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সৎকর্ম্মী অপেক্ষা নিবৃত্তকর্ম্ম জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; আবার নিবৃত্তকর্ম্ম জ্ঞানী অপেক্ষা ভগবৎ-সেবা-নিরত জনগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এই সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা শুক্ল, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ-বিচারে বর্ণদর্শনে অন্ধ। বামন যেরূপ চন্দ্র স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ কর্ম্মফলবাদী বা ফলত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী তাহাদের অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ভক্তের অধিকার নির্ণয়ে অসমর্থ। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে যাহার অধিকার হয় নাই, সে যেরূপ ভাষাবিৎ ও শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীর জ্ঞানের বিচারে অযোগ্য, সাধারণ অশিক্ষিত মূঢ় ব্যক্তি পাটির বিদ্যায় সামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি মনে করিলেও উহা যেরূপ অবিশ্বাস্য, ষড়যন্ত্রকারিগণের বর্ণবিচারে দোষ প্রবেশ করায় তাঁহারাও তদ্রূপ নিগমকল্পতরুর ফলসমূহ ও আগম পঞ্চরাত্রাদি বিংশতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের আয়ত্ত বা অধীন না থাকিয়া স্বীয় মূর্খতা ও শাস্ত্রবিরোধই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি মাতৃসম্প্রদায় ঋষিপত্নীগণ সদ্যোজাত শিশুর গবেষণার অন্তর্গত বিচারে পরিলক্ষিত হইতে পারেন না।

পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও ঐতিহ্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত সদাচারজ্ঞাপক প্রাকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণালী কিছু অধিক মর্য্যাদা পাইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের লেখকগণ অধার্ম্মিকগণের সংস্কারোদ্দেশ্যে বিধানসমূহ বর্ণন করেন। আর পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও ঐতিহ্যাদি শাস্ত্রসমূহ—অধর্ম্মপরিত্যাগকারী ধার্ম্মিকগণের কৃত্যবিষয়ের উপদেশক। সুতরাং দুর্জ্জনগণ অপেক্ষা সুজনগণের উদ্দেশে লিখিত সাত্বত শাস্ত্রসমূহ অধিকারবিচারে প্রাকৃত গৌণ ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ হইয়া নিখিলসদ্গুণসম্পন্ন হইলেই মানব 'শক্তি' লাভ করেন অর্থাৎ বৈষ্ণব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সৎকর্ম্মপর, বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানী, উভয়েই অভক্ত। তাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া উদার হইলেই 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন। পক্ষান্তরে, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বেদানুগ কর্ম্মনৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উন্নত অধিকারী আগমশাস্ত্র-বিশারদ বৈষ্ণব বা ভজনপরায়ণের নিম্নস্তরে চিরদিন অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"ষট্কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।।"

তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ
পতন্ত্যধঃ।।"

তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী
বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে।।"

শাস্ত্র আরও বলেন,—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং
হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং
যথা পয়ঃ।।"

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণাধিকার উন্নত হইলেই বৈষ্ণবাধিকার হয়। কিন্তু সাধারণ মূঢ় জনগণ ঠাকুর হরিদাসকে "সর্ব্বোত্তম পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ" না জানায় তাঁহাদের অপস্বার্থপর দর্শনে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কলিকাতার ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা নিকৃষ্টাক্ষর বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদিগকে যে-সকল সাত্বত শাস্ত্র তারস্বরে নিম্নশ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রবাক্যসমূহ যাঁহারা আলোচনা করেন না বা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল শাস্ত্রের অনুগমনেই বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচার অনুসরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞানহীন অশিক্ষিত মাত্র। এইরূপ অশিক্ষিত জননায়ক তাহার বালচাপল্যের ক্রীড়া-পুত্তলীবোধে যদি বৈষ্ণবকে হিংসা করিবার জন্য নটবরদত্তের দোকানে গিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র শিখিয়াছি বলিয়া পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও ঐতিহ্যের তথা মহাজনগণের অবজ্ঞা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কুশিক্ষাকে ধিক্! তিনি খদ্যোতের জ্যোতিকে ভাস্কর-রশ্মি জ্ঞান করিয়া মতিভ্রষ্ট হন মাত্র।

ভাস্কর-সম্পাদকের অবগতির জন্য গৌড়ীয়মঠের ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ যে কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রবেশাধিকার না হইলে কূপমণ্ডূকবিচারক্রমে তিনি যে তিমিরে ছিলেন, তাহাতেই থাকিবেন এবং সাধুনিন্দা দ্বারা অধোলোকেই স্বীয় চিত্তবৃত্তি স্থাপন করিবেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

(১) মঠরাজ

, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তিসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হরগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, বিধাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনোয়ারীবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাশ্যপজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।
রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)
শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০ রূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র-

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা
শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।
জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।
গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।
এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর
এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ কোবিরাব।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া
এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিকানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদ্বৈতবাদী ও শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য; জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় মূলগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরমগূঢ় পরবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৮০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সামঞ্জস্যভাবে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধু পথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৷ বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোজবোতলে সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মঞ্জু

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপাক, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"সপুং সকারারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আম্বারামজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে!

বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD, NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ **গৌরীশঙ্কর মলম**—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ **মনসা মলম**—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ **সর্ব্বদক্রহীন**—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নয়াবাজপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মনুষ্য বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
ঠেকি—
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই পৌষ ১৩৩৭ শনিবার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা

কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর মহিলা সেক্রেটারী

২ জন দারোগা উধাও

পণ্ডিত কমলমালব্যের ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

কারামুক্তি

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রায়োপবেশনের আপোষ

জেল-কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল

নূতন বড়লাট নিয়োগে আনন্দ-প্রকাশ

কাশীতে খদ্দর-সপ্তাহ

হত্যাপরাধে ৭ জন মুসলমান অভিযুক্ত

নানা কথা

বামুনপুকুরে বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা

মায়াপুর ২৫শে ডিসেম্বর।

অদ্য বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় বামুনপুকুরের কায়েম সকাদারের গৃহে একটী বিস্ফোরণ হইয়া, কায়েম সকাদার এবং তাহার ৪টী পুত্রকন্যা বিশেষভাবে আহত হইয়াছে।

কায়েম উক্ত ঘরে বিস্ফোরক দ্রব্য সাহায্যে পটকা তৈয়ারী করিতেছিল এবং তাহার পুত্র কন্যাগণ তাহার পার্শ্বে বসিয়া পটকা তৈয়ারী দেখিতে ছিল। হঠাৎ সমস্ত বিস্ফোরকটা জ্বলিয়া উঠিয়া একটী ভীষণ আওয়াজ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়েমের এবং তাহার সন্তানদের সম্মুখভাগের সমস্ত দেহটা অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া যায়।

কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর মহিলা সেক্রেটারী

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ ও ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই জিলায় শ্রীযুক্তা ঘোষই কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রায়োপবেশনের আপোষ

দিল্লী জেলে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, তাঁহার পত্নী ও আরও প্রায় ৪৬জন রাজনৈতিক কয়েদী প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, জেল কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় সংপ্রতি এই ব্যাপারের একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মদের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য যে কয়েকজন মহিলার প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদিগের যে ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদেই রাজনৈতিক কয়েদীরা নাকি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের দাবী পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহারা আবার পূর্ব্বের মত খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পণ্ডিত কমল মালব্য দণ্ডিত

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভ্রাতার পৌত্র কমলনারায়ণ মালব্যের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা অনুসারে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর।

কারামুক্তি

সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী ও রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক শান্তিপুর শাখা কংগ্রেস কমিটীর যে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদলের সহিত মিলিত হইয়া কাঁথি গমন করিয়াছিল, ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর গত ২২শে ডিসেম্বর বাড়ী ফিরিয়া পৌঁছিয়াছে।

জেল কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল

মহাদেও নামক কংগ্রেসের জনৈক বিশিষ্টকর্ম্মী বাচি জেলে অন্যান্য রাজবন্দীদিগের সহিত প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তাহার কয়েকজন আত্মীয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকাশ, জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাকি বলিয়াছেন তাহার ব্যবহারের জন্য তাহার সহিত আর কাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। অতঃপর তাঁহারা নাকি উপায়ান্তর না দেখিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদন করেন। তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষকে জেলের নিয়মানুসারে তাহাদিগের সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিতে বলেন। তারপর তাঁহারা আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেল ফটকে যান কিন্তু প্রকাশ, তখনও নাকি জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে সেই অনুমতি দেন নাই।

কার্য্যকারণবাদ ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর ২য় শ্লোকেই নিরস্ত হইয়াছে। তিনি মহাভারতের অর্থ গ্রহণে নিজের অনভিজ্ঞতা কেন দেখাইলেন, বুঝা যায় না। একটু সন্দর্ভ পড়া থাকিলে তিনি "সদসৎপরং" শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে এরূপ পাণ্ডিত্যবিস্তার পরিচয় দিতে হইত না, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পদাশ্রয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ বিষয়ে বুঝাইতে পারিব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবব্রুবগণ এই সকল কথা বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারাও লেখকের ন্যায় ভক্তিপথে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন।

নব্য অবতারের কথা উল্লেখ করিয়া লেখক যে "বারোয়ারী মাঝকাঠের" অতিশয় পক্ষপাতী হইয়াছেন, সেই পক্ষপাতটা দাম্ভিকতার ভারে ডুবিয়া না যায়, ইহাই আশঙ্কা; যেহেতু মাঝকাঠের অধিকারী বলিয়া একজন ভক্তিবিরোধীকে মহাজন খাড়া করিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যেস্থলে অত্যন্ত দাম্ভিকতা প্রবল, সেস্থলে আত্মম্ভরিতা প্রবল হইয়া আপনাকে বা আপনার দলকে সাজাইবার অভিপ্রায় বিক্রম প্রকাশ করে, সেইরূপ গুরু-পদে ভারী হওয়ার সুন্দর কাষ্ঠের বজ্রিবের উদাহরণ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন যে, লেখকের ন্যায় আধ্যক্ষিক "স্বনাঙ্গুলেনাহিহিতঞ্চ চিহ্নম্"

অবৈষ্ণবগণ ভাগবতের অর্থ না বুঝিয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার ধামা ধরিতে দৌড়েন। ঐরূপ ধামা ধরার অর্থ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তির অনুগামী হইয়া যাওয়া। অভক্ত বিষয়ী স্ত্রীপুত্রাদির কথায় দিন যাপন করেন, অভক্ত পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রের প্রবাদ লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন, হঠযোগী রাজযোগী প্রভৃতি অভক্তগণ নিজের আত্মগুরিতা প্রকাশ করিতে গিয়া সেইসকল বিষয়কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া অনাত্মসংসারে ডুবিয়া যান, সুতরাং মাঝকাঠ-ধরাগণ দাড়াইয়া থাকিতেছি বলিয়া জ্ঞানাভ্যাসাদির ন্যায় করিয়া বৈদান্তিকব্রুবগণ যেরূপ আধ্যক্ষিকতা করিয়া বসেন, তাহাতে অনভিজ্ঞ অভক্ত লোকটি তাহাদের প্রতি অধিক প্রয়োজ্য। যদি লেখক সেই মাঝকাঠটীর কোন কথা শুনিতে পাইতেন, তবে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে আধ্যক্ষিক পড়ুয়াদের নিকট ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিদূরিত বুদ্ধির কথা কিছু বুঝিতে পারিতেন। অভক্তটি বুদ্ধিচালিত হইয়া শাস্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া লেখক অনেক সময় বিবর্ত্তবাদের আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু নিরস্ত কুহক শ্রীধামের সহিত পরিকরবৈশিষ্ট্য-সংশ্লিষ্ট চিৎবিশেষবাদ অষ্টপাশবদ্ধ আধ্যক্ষিক বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুর মঙ্গল সাধন করিতে পারে।

লেখকের ন্যায় ভক্তিবিদ্বেষী ব্যক্তি অতিশয় পক্ষপাত দোষদুষ্ট, সুতরাং নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর সাধুগণের বৈষ্ণবতার বিরোধী। সমন্বয়বাদী বৈষ্ণববিরোধী বলিয়া পক্ষপাত-দোষদুষ্ট। সুধীপাঠক মাত্রেই এ পক্ষপাত-দোষদুষ্ট ব্যক্তির মৎসরতামূলে বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না। যেস্থলে পক্ষপাত-দোষ বিচার, সেস্থলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব বিদ্বেষ, তজ্জন্য গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্মযাজিগণ শ্লাঘাভিলাষী সাহিত্যিকগণকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া অশিষ্ট আচরণ করিতে নিষেধ করেন।

যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীপাদ আনন্দতীর্থে চরণাম্বুজদ্বয় সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয় বলিয়া বুঝিতে না পারিবেন, তৎকালাবধি জীবের হৃদয়ে গুরুদ্রোহিতা ছাড়িয়া যাইবে না। তখন 'গৌরপুরাণ' পাঠের সহিত 'মণিমঞ্জরী' পাঠের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিবে। আনন্দতীর্থের অঃ মণিমঞ্জরীর লেখকের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তনামধারী ব্যক্তিগণ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নহেন, 'গৌরপুরাণ' বা 'মণিমঞ্জরী' প্রভৃতি তাৎকালিকধর্ম্মপ্রচারকের বিবাদের সহিত কেবলা ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, তবে কেন মায়াবাদাশ্রিত লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে আক্রমণ এবং অশুদ্ধ বিকৃত বৈষ্ণবতার আদর করত তাহাদের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের জাতিক্রব গুরুগণকে কলঙ্কিত করিতেছেন।

এই প্রবন্ধ লিখিবার তাৎপর্য্য যাঁহারা অনুধাবন করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, মনোধর্ম্মের পূজক মহাজনকে উচ্চস্তরে স্থাপিত করিবার প্রয়াসই লেখকের অন্তর্নিহিত চেষ্টা। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষাকে বাধা দিউক, এরূপ প্রবল অসদিচ্ছাক্রমেই লেখকের পক্ষপাতত্ব দোষ আশ্রয় করিয়াছে। সুতরাং বিপ্রলিপ্সাবশে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা জগদ্বাসী কোন উপকার পাইবে না।

লেখকের প্রত্যেক পংক্তি তাঁহার রাগ দোষের তাণ্ডব নৃত্যের পরিচয় ও অহঙ্কারের উচ্ছ্বাস মাত্র! আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রবল কারণে অচলাবস্থ অভোগ্যামি নিম্নবর্ণের যাজকত্বে যে মহাজনা লেখককে গ্রাস করিয়াছে, তাহার কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবে। গাত্র কণ্ডুয়ন করিতে করিতে যা আমরা জ্বালা উৎপাদন করিবে। এ তো গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কল্প পণের পথিকের জড়মতীর ছবি লোভাইয়া ভক্তি ও ভক্তের স্বরূপ আবরণ করিয়া লোকঠকান নহে।

ভক্তের শরীর চিন্ময়, তাহাতে প্রাকৃত দোষ নাই। সাধক ও সিদ্ধোচিত দেহের প্রাকৃতত্ব দর্শনে অভক্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কল্যাণ উদিত হয় না। সাধুর সঙ্গ বলিলে শুক্র-শোণিতজাত দেহের ভোগময় দর্শন লক্ষিত হয় না। সুতরাং পক্ষপাত দোষদুষ্ট জনগণ যে মাঝকাঠের ধারণা করিয়াছেন, সেরূপ মাঝকাঠ ধারণ করিলে ভবসাগরে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। তখন যোগী বা ত্যাগীর পোষাক চিরদিনের জন্য অচ্যুতভক্তিচ্যুত হইতে হইবে। চ্যুত বস্তুতে—নশ্বর বস্তুতে অক্ষর বা অচ্যুত জ্ঞানে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, জীবন্মুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা।

শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ লেখকের ন্যায় মৎসরতার উদ্দেশ্যে কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বড়াই করিতে গিয়া অভক্তিপথ আশ্রয় করেন না। তাঁহাদের উক্তির দ্বারা কাম ক্রোধাদির সেবা হয় না। কেন না, তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেন, কামক্রোধাদির সেবা না ছাড়িলে কৃষ্ণ তাহাকেও নিজ সেবার নিয়োগ করেন না। সুতরাং ত্রিবর্গকামী বা মোক্ষকামী অপস্বার্থ পরতায় ব্যস্ত হইয়া যে কৈতব আশ্রয় করেন বুদ্ধিমান্ ভক্তসম্প্রদায় সেরূপ নিকৃষ্টতা বা কপটতার প্রশ্রয় দেন না। লেখকের বিচারপ্রণালী চতুর্ব্বর্গাভিলাষে আবদ্ধ, সুতরাং পৃথগ্ ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া তিনি সনাতনধর্ম্ম হইতে তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়া কালগ্রস্তই হইয়াছেন। কিন্তু ভক্তিধর্ম্ম—নিত্য।

লেখক 'আগ্মা-দশ' বলিতে নিজের মনগড়া কুসাম্প্রদায়িকতার ধারণা করিয়াছেন কিনা, আমরা তাহারও আলোচনা করিব। তিনি যখন স্বয়ং ঋষি নহেন, তখন তাঁহার মনগড়া অধিকার বা তকমা চাপানের দ্বারা কর্ত্তাভজার বিচার সংরক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে অধিকার-তত্ত্বে তাঁহার কিরূপ প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন, তাহা সুধীপাঠক বুঝিয়া লউন: যিনি পরবিদ্যার কোন ধার ধারেন না, শ্রেয়ঃপন্থী অশিক্ষিত কর্ত্তাভজাগণের মহাজনী লইয়া ফড়েগিরি করেন, তাঁহার অধিকার-বিচারে যে আম্নায়ধর্ম্মের সংজ্ঞা, তাহা অক্ষেন্দ্রিয়ভোগতাৎপর্য্যে শুষ্ক; যেহেতু আম্নায় অস্বীকার করাই অশ্রৌতপন্থিদিগের অসৎলিপ্সা।

ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত থাকায় চাপরাস, তকমা বা আধ্যক্ষিকজ্ঞানে দৃঢ় হইয়া যাওয়াতেই তাঁহার নিজ মনস্তুষ্টি মাত্র। যে মনকে তিনি সংযত করিতে অসমর্থ, সেই মনের তুষ্টিকেই আত্মতুষ্টি জানিয়া আত্মানাত্মবিবেকরহিত হইলেই বিষ্ণুবৈষ্ণবের অধিষ্ঠানকে তাঁহারই ন্যায় প্রাকৃত মনে করিতে পারেন। ইহা মনোধর্ম্মীর কুপ্রবৃত্তি মাত্র। তাঁহাকে ভক্তিধর্ম্মযাজিগণ অনাত্মবিবেকী বিবর্ত্তবাদী বলিয়া জানেন।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" স্থূলসূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে যে অস্মিতারোপ, সেই সকল আপেক্ষিক গৌণবিচার ঈশবিমুখ জীবগণকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা করে। তখন তাহারা আচার্য্য গুরুদেবকে ও ঋষিকে স্বকপোলকল্পিত অনর্থযুক্ত মনোধর্ম্মচালিত হইয়া নিজ শ্রেয়ঃপথের আশ্রয় ত্যাগ বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া আত্মা হইতে বিক্ষিপ্ত ও আত্মদর্শনে অন্ধ হইয়া পড়েন। এইরূপ অধিকারে অনাত্মবিষয়ভোগে যে আত্মতুষ্টি, তাহা তাহাদিগকে অধর্ম্মরাজ্যেই লইয়া যায়। দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা প্রভৃতির আশ্রয়করাকেই আম্নায়ধর্ম্মের অধিকার বলিয়া মনে করেন।

মনোধর্ম্মজীবীকে 'গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠা দিয়া তাহারা আত্মবিৎগণের শ্রীচরণকমল হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হন। ভক্তিধর্ম্মযাজী আত্মবিৎগণের চরণপদ্মে অভিষিক্ত না হইয়া "আম্নায় নিক্ষো শিলানীঃ" বিচারে সহজিয়াগিরির কৃত্রিমভাবে স্বীয় জড় হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে চালিত করেন। সেইরূপ জড়প্রতীতিপরে গৌড়ীয়-ভক্তিধর্ম্মযাজীর কথা আলোচনা করিতে গেলে অনভিজ্ঞ শিশুর ছোট মুখে বড় কথা বাহির হইয়া যায়। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন —"আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ লয়ে, কুতর্ক না করে বুদ্ধিমান্!" সুতরাং এরূপ অজীর্ণরোগের বিচার-জনক মাটিয়া বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আধ্যক্ষিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

ভগবানে কাহার অধিকার ও কাহার অনধিকার এবং জীবের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে না পারিলে অন্যথা স্বরূপাশ্রয়কেই আধ্যক্ষিকগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপা মুক্তি বলিয়া কল্পনা করে। উহা Zoomorphism, Biomorphism বা anthropomorphism এরই রূপান্তর। ঐ প্রকার morphism সমূহে আবদ্ধ আধ্যক্ষিকগণ আম্নায়ানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া অনভিজ্ঞ ভক্তিবিরোধী কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী লইয়াই materialist হইয়া পড়ে। materialist গুলিকে গৌড়ীয় ভক্তিযাজি-ব্রাহ্মণগণ শিষ্টাচার-বর্জ্জিত বিদ্যাবিনয়হীন বৈষম্যদর্শনকারী অভক্ত বলিয়া জানেন।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সারস্বত-পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদ সম্মত, সারস্বত অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গ্রন্থ সারস্বত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য নগরসংকীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক-ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রজবাসী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীরূপানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী [illegible]দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দদাস অধিকারী, সেবক শ্রীহারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাশ্যপ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবিষ্ণুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ

ভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
ঠেলি— ———
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
—
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই পৌষ ১৩৩৭ সোমবার ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

জলেশ্বে উধাও দারোগাদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তি

সুন্দর-মঙ্গলমের যে ২জন দারোগা উধাও হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছিল, ঐ দারোগাদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহাদিগকে একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল; পরদিন সকালে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, দারোগাদ্বয় কতিপয় কনষ্টেবলসহ একটী বাড়ী আক্রমণ করেন। এই বাড়ীতে নাকি আরক প্রস্তুতের চোলাইখানা ছিল। বাড়ীটী আক্রমণ করিবামাত্র গ্রামবাসীরা তথায় সমবেত হয় এবং কনষ্টেবলদিগকে সরাইয়া দিয়া একজন পুলিশের ও অপর একজন আবগারী দারোগাকে ধরিয়া প্রহার করে ও পরে এই ২জনকে একটা ঘরে আটকাইয়া রাখে।

—

রেল ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ

গত ২৬শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে দিল্লী সেন্ট্রাল রেল ষ্টেশনে একটী

উধাও দারোগার পুনঃপ্রাপ্তি

পুলিশের লাঠিতে ভোজ নষ্ট

ষ্টেশনে বোমাবিস্ফোরণ

কারাগারে ৫ম বর্ষীয় কন্যাসহ মহিলা

কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলনের জের

বোমা বিস্ফারিত হওয়ায় ৩ জন লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিদিগের বিশ্রামাগারে একটী দেওয়ারিশ লগেজ ছিল। উক্ত বিশ্রামাগারের পরিচারক যখন উহা উত্তোলন-যন্ত্রে রাখিতেছিল সেই সময় উহার মধ্য হইতে একটি বোমা সমন্বিত একটি সিগারেট-বাক্স নিপতিত হয় এবং বোমাটি ফাটিয়া যায়। ফলে উক্ত পরিচারকের উভয় হস্ত উড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহার জীবন রক্ষা হইবে না। ২ জন পরিচারক সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাকে আটক রাখা হইয়াছে। পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত ষ্টেশনে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেয়।

কারাগারে পঞ্চম বর্ষীয় কন্যাসহ মহিলা

কানপুরের শ্রীমতী শান্তা দেবী এটোয়ায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন। তাঁহার একটি ৫ বৎসরের কন্যা আছে। সে তাহার জননীর সঙ্গে জেলেই গিয়াছে। কিছুদিন শান্তা দেবীকে কনৌজে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সেবার তিনি প্রমাণাভাবে মুক্তি পান।

—

কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

বালিসঙের কর্ম্মী শ্রীযুত নীলকান্ত [illegible] ১১৭ ক ধারা অনুসারে যুক্ত হ'ন। তিনি ছই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 'বি' শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন।

কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলনের জের

আসামের গভর্ণর শিলঘাটে যাইবার পথে পুরাণী গুদাম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার সময় কৃষ্ণ পতাকা সহযোগে গোলমাল হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে নওগাঁর জিলা কংগ্রেস কমিটীর যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ হাজারিকা, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ হাজারিকা এবং অপর ৩ জন ধৃত হইয়াছেন।

আকস্মিক পুলিশের লাঠিতে ভোজ নষ্ট

মাদ্রাজে মিঃ ভি, জগপতি বর্ম্মা তাঁহার বন্ধুবর্গের সম্বর্দ্ধনার্থ কোনও বাগানে এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। উহাতে প্রায় একশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। কোকনদের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক বৃহৎ পুলিস ফৌজসহ তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসব ভাঙ্গিয়া দেয়। প্রকাশ, তিনি হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া লাঠি দ্বারা সকলকে আক্রমণ করেন। উহার ফলে ব্যারিষ্টার [illegible] কে. ভি. আর স্বামী ও মিস্ [illegible] প্রমুখ ৮০ জন লোক জখম হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] দ্বারা আক্রমণের কোন কারণ জানা যায় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই পৌষ, সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৭ই পৌষ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত স্থান যাজপুর, চিকাকোল (শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র), সিংহাচলম্, রাজমহেন্দ্রী (কব্বুর), মঙ্গলগিরি প্রভৃতি স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন স্থাপনার্থ যাত্রা করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভাগবতগণ এবং শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। তৎপর দিবস আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম,এ,বি,এল ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী যাজপুর অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

ওঁবিষ্ণুপাদ গোস্বামী মহারাজ গত ৮ই পৌষ তারিখে যাজপুরে পৌঁছিয়াছেন। যাজপুরে শ্রীবরাহদেবের মন্দির অবস্থিত। উহা উৎকলদেশে বৈতরণী নদীর তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে তীর্থযাত্রাচ্ছলে দক্ষিণদেশ পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়, অতি বড় পাষণ্ড, দাম্ভিক ব্যক্তিগণ তীর্থে বাস করায় তীর্থের সার গত হয়। ভাগবতগণ সেই সব তীর্থে গমন করিয়া পুনরায় তত্তত্তীর্থকে তীর্থীভূত করেন। যথা—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ
স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা॥

মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাবদান্য শ্রীমদ্গৌরসুন্দর নীলাচল, গৌড়দেশ, শ্রীবৃন্দাবন এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অতীর্থসমূহকে তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে মহামহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদ সম্প্রতি দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যাজপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদচিহ্নিত-স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচলম্, শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-স্থান পশ্চিমগোদাবরী তীরস্থ কব্বুর (বর্ত্তমান নাম) এবং মঙ্গলগিরিতে পাদপীঠ স্থাপনার্থ গমন করিবেন। তৎপরে মাদ্রাজ হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও ত্রিবাঙ্কোর পর্য্যন্ত গমন করিবেন। আমরা পাঠকবর্গকে গোস্বামী-মহারাজের ভ্রমণবৃত্তান্ত ক্রমশঃ অবগত করাইব।

খড়্গপুর হইতে নিজস্ব সংবাদ দাতার তারে প্রকাশ,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ খড়্গপুরে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা স্থানীয় দুর্গামন্দিরে ও স্কুলসমূহে ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড-এর সাহায্যে বক্তৃতা দিয়াছেন। স্থানীয় শিক্ষিত ও শ্রদ্ধালু জনগণ খুব আন্তরিকতার সহিত স্বামিজীগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন। বিশেষতঃ কার্য্যকরী বিভাগের পরিদর্শক মিঃ পি, সি, বসু মহাশয় প্রচার কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে। আগামী কল্য প্রচারকগণ বালেশ্বর হইয়া যাজপুরে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা আশা করেন, শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ আগামী ২৪শে ডিসেম্বর যাজপুরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন।

তাঁহারা তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে শ্রীপদচিহ্ন-স্থাপনের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের শুভযাত্রার পূর্ব্বাহ্নেই গমন করিবেন।

শ্রীযুত বিরাজবাবু গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩০) তারযোগে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহামহোৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ঢাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং ইতর সাধারণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই প্রচুর-পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। মঠ, মন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণকে বৈদ্যুতিক আলোক এবং বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিভিন্নস্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই মহামহোৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ এবং মঠসেবকগণের সেবাপ্রাণতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঠসেবকগণের অমায়িক ভদ্রব্যবহারে জনসাধারণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বিরাজমোহন দে মহোদয় বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। শুধু উৎসব কালেই নহে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সর্ব্বপ্রকার সেবায় তাঁহার সার্ব্বকালিক যত্ন ও সেবাপ্রাণতা প্রশংসার্হ।

গত ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার গুজরাট প্রদেশান্তর্গত লালশঙ্কর নামক জনৈক কলিকাতাপ্রবাসী ভদ্রলোক একজন স্কুলমাষ্টার বন্ধু এবং স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তিনি এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু কেবল বাঙ্গালীর ঠাকুর নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং আমাদেরও প্রভু।" লালশঙ্কর বাবু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের দর্শন করিলেন এবং শ্রৌতী মহারাজের নিকট তাঁহাদের পরিচয় অবগত হইয়া আচার্য্যগণকে প্রণামপূর্ব্বক মঠবাসিগণকেও নমস্কার করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় গত ২২শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে অনুষ্ঠাতৃগণের ইচ্ছানুসারে 'বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা' সম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টাব্যাপী একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপকবর্গ এবং উপস্থিত ছাত্রবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে 'শুদ্ধ ভকত চরণ-রেণু ভজন অনুকূল' এবং অন্তে 'এই নাম গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে' গীতদ্বয় সুমধুরস্বরে গীত হয়। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার সারাংশ আগামী কোন সংখ্যায় আমরা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীযুত বিরাজমোহন দে মহোদয়ের নিকট হইতেও এই মর্ম্মে এক তড়িদ্বার্ত্তা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু পরদিবস কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া তারের সংবাদে প্রকাশ।

প্রতি বৎসরই ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম এ মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টায় শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বক্তৃতা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উক্ত অধ্যাপক মহোদয়দ্বয় ছাত্র ও অন্যান্য বহু ব্যক্তির নিত্যকল্যাণের বিধান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ-ভাগবতবাণী-শ্রবণে অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বুঝান হইয়া থাকে। শুশ্রূষুমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩১

মোঃ কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফী আদালত

(১)

২৯১০ মণিজারী ৩০　　দাবি ২৪৮৫০

ডিঃ নন্দরাণী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সারদা সুন্দরী দিং সাং চাঁদ-সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক বাউরীপাড়ার নদীয়ার মহারাজাধীন সেঃ ৪৮৮৭ খতিয়ানে -১৬শঃ জমী ৷১০ জমা মায় পুঃ দাবি ৫ চালা খড়ুয়া ঘর ১খানি, ৩ চালাঘর ১ খানি, ২ চালাঘর ১ মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৮১২ মণিজারী ৩০　　দাবি ৯৯৷৴৩

ডিঃ জানকীনাথ পাল দিং সাং আমনপুকুর

দেঃ অন্নদা প্রসাদ মহান্ত সাং খালীঘাটা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের মওজা গ্রামে জয়-দুর্গাদাসীর অধীন ২৩১ খতিয়ানে -২০ শঃ জমী মায় গৃহাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

১৪২৬ মণিজারী ৩০　　দাবী ১০২৷৶৬

ডিঃ সুবাসিনী দাসী সাং মাটিয়ারি

দেঃ নিশান মল্লিক সাং বাস্তুতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বাস্তুতলা গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীন ৮১ খতিয়ানে ১০০৭ এঃ জমী ১৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

২০৫১ মণিজারী ৩০　　দাবি ১২৮১৸৶৩

ডিঃ বিধুসুন্দরী দাসী দিং সাং কোলা

দেঃ গিরিবালা দাসী দিং সাং ভবানী-পুর পোঃ মেহেরপুর।

নদীয়া কালেক্টরীর তৌজীর মহাল মৌজে বিশ্বনাথপুরের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীন পত্তনী জমা ৩৯৬৷১০ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫)

২০০৬ মণিজারি ৩০　　দাবি ১৪০৸৴

ডিঃ বংশধর দাস দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ ভজহরি বিশ্বাস দিং সাং পালি-তালা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর পালিতালা গ্রামে অতুলচন্দ্র বক্সীর অধীন ৩৪ খতিয়ানে ২-১৭ এঃ জমী কায়েমি স্থিতিবান জমা ৬৲ মূল্য আঃ ৭৫৲

২। ঐ গ্রামে ত্রৈলোক্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন ২৭ খতিয়ানে ২-১৩ এঃ জমী ৪৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১৯৯১ মণিজারি ৩০　　দাবি ১৭১৸৶৯

ডিঃ মহম্মদ ইমাজুদ্দিন সেখ সাং পাঁচথেলা

দেঃ আমোদানী সেখ সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ পাঁচথেলা গ্রামে কানাইলাল সিংহ অধীন ৬৮ খতিয়ানে ১২ শঃ জমী কায়েমি মোকররী জমা ১৷৶৯ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে অনাথ নাথ রায় অধীন ১৪৬ খতিয়ানে ৫ ৬৫ এঃ জমী ১০৴ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ গ্রামে বিভূতি মজুমদার অধীন ১৬৮ খতিয়ানে ২-৪৫ এঃ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী মৌরশী জমী ১১৷৹ জমা দেঃ ৶১৩৴ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে রঘুনাথ মজুমদার অধীন ১৮২ খতিয়ানে ১-২০ এঃ জমী কায়েমি স্থিতিবান জমা ২৬০ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে কানাইলাল সিংহ অধীন ৬৯ খতিয়ানে ২-৭০ এঃ জমী ৸১০ নিরিখ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৯৮৯ মণিজারী ৩০　　দাবি ৭৫৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তাহার সেখ সাং পাঁচথেলা পোঃ কালীগঞ্জ

সম্পত্তি উপরোক্ত ১৯৯১৷৩০ মণি-জারির ৫ দফা

(৮)

১৯৬৭ মনিজারী ৩০　　দাবি ১৯৫৶৩

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং জুবীনগর

দেঃ কৃষ্ণদাস বিশ্বাস সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সেজুয়া গ্রামে নৃসিংহ পাল চৌধুরীর অধীন ২২৮ খতিয়ানে ৮-৪৬ এঃ জমী কায়েমি মকররী জমা ১৬৷৶৩ মূল্য আঃ ১০০৲

(৯)

১৬৩১ মনিজারী ৩০　　দাবি ৬৮৩৶৬

ডিঃ জহরিলাল দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ কেদার নাথ সান্যাল সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর ঘূর্ণী গ্রামে কালী চরণ ঘোষের অধীন ১০৫ খতিয়ানে -০৫শঃ জমী ৭৷৶ দর মৌরশী জমা মায় তদুপরিস্থিত পাঃ দাবি পাকা কোঠা ১টী, গুদাম ঘর ১টী, দঃ দাবি পাকা গুদামঘর ১টী, টীনের ইঞ্জিন ঘর ১টী, বয়লার, মুরকী পেশার, চাকিজাতীয় ইত্যাদি যন্ত্রগুলি, চুনের, কয়েকভাটের ঘর, প্রাচীর ৪০০ হাত বয়লার ইঞ্জিন, মুরকীর কল ও ইঞ্জিন মায় লোহা ও পিতলের পিপিস্থপাদি যোগ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা কোতোয়ালীর সোনদহ গ্রামে মহারাজা বাহাদুরের অধীন ৯৫৪ খতিয়ানে ১-৫২ এঃ জমী মৌরশী জমা ২১৷০ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। থানা কোতোয়ালীর সোনদহ গ্রামে ঐ অধীন ১০৭৭ খতিয়ানে -৭৬শঃ জমী মায় ১২ কুঠরী দালান ১টী, ছোট দালান ২টী, বৈঠকখানা ১টী,পাকা গোলাঘর ১টী, ইন্দারা ১টি, পায়খানা ২টী,প্রাচীর ১০০০ হাত, দুয়ার জানালা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

৪। থানা কোতোয়ালীর সোনদহ গ্রামে ৩৯২ খতিয়ানে -৩০শঃ জমী নিষ্কর লাখেরাজ মায় আম লিচুর বাগান মূল্য আঃ ৫৲

৫। থানা ঐ সোনদহ গ্রামে ১০১৩ খতিয়ানে -২৬শঃ নিষ্কর লাখেরাজ জমী মায় আম কাঠালের বাগান মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ৩৯১৷২ খতিয়ানে -৮১শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ মায় আম কাঠালের বাগান মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ গ্রামে কালীচরণ ঘোষের অধীন ১০৭ খতিয়ানে -২১শঃ জমী ৪৲ জমা মায় কয়লা ও জ্বালানী মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৮২৩ মণিজারী ৩০　　দাবী ৩০৫৷৷৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ ঋষিপদ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের রামচন্দ্রপুর গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১২৩১।১২৩২ খতিয়ানে ।০ কাঠা জমী মৌরশী মকররি জমা ২৷৷০ মায় পাকাপ্রাচীর ও চালাঘর মূল্য আঃ ১০০৲

(১১)

১৭৭৫ মণিজারী ৩০　　দাবি ৩৭৷৶০

ডিঃ দুর্গাপদ দাস বৈরাগ্য সাং সেজুয়া

দেঃ শ্যামাপদ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সেজুয়াগ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরীর অধীন ৩৭৪ খতিয়ানে ৫-৪৭ এঃ জমী ১০৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

১৭৭৪ মণিজারী ৩০　　দাবি ৩০৪৶৩

ডিঃ হোসেন বক্সদার সাং হাজরা-পোতা

দেঃ তাহাজদ্দী সেখ সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের হাজরাপোতা গ্রামে নৃসিংহ পালের অধীন ৬২ খতিয়ানে ৬-৯৫এঃ জমী ৸১০ নিরিখ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথ পালের অধীন ৫৭৬ খতিয়ানে -১৯শঃ জমী ৸১০ নিরিখ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে নৃসিংহ পালের অধীন ৪৫ খতিয়ানে -৫০শঃ জমী ৸৶৩ নিরিখ মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৬৭৪ মণিজারী ৩০　　দাবি ২৮৫১৷৶৩

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস সাং কোলা

দেঃ নীরেন্দ্র নাথ সরকার দিং সাং নতিপোতা পোঃ বাদকুল্লা

১। থানা করিমপুরের গোয়ালগ দিং রকম ।/৶৯= মালিকস্বত্ব ৩১৪৶৭ জমা দেঃ ৷৶১৩।— অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

২। থানা চাপড়ার শিমুলী দিং ৶১৫৷৷-১ মালিকস্বত্ব জমা ৫১/৬ দেঃ ৷৶১৩।—অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

৩। থানা কোতোয়ালীর চৌগাছা, ইসাডাঙ্গা, ঝিটকীপোতা গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনীর অধীন ১২০৬৶৯ পত্তনীস্বত্ব দেঃ ৷৶১৩।— অংশ মূল্য আঃ ১০০০৲

(১৪)

১৬১৩ মণিজারী ৩০　　দাবি ৫৫৬৸৶৩

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারি

দেঃ আমাত সেখ সাং বাস্তুতলা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের চাপুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২ ৪ ৫-৭২৫ খতকুক্ত ১-১২ এঃ জমী ৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার মহেশপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১-৩-৪৬ খতকুক্ত ৫-৬৯এঃ জমী ১৪/৩৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৫)

১৫১৮ মণিজারী ৩০　　দাবি ৩৮৫৷৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং ছুতার-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর গোবিন্দ সড়ক সরলা বালা দাসীর অধীন ৫৭১ খতিয়ানে-১০শঃ বাড়ী ৩৬০ জমা মায় পাকা ইমারতাদি মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

২০২২ মেং জারী ৩০　　দাবী ৬৬০৸৶৩

ডিঃ কালীশ্বরী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কেবলচন্দ্র রুইদাস ওরফে কাবলা মুচি দিং সাং পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ নন্দলাল চৌধুরীর অধীন ৩৬১ খতিয়ানে-১৭শঃ জমা ১৶২ কায়েমী মৌরশী জমা মায় দঃ দাবি

(৪৬)

১৪৪৭ দেঃ জারী ৩০ দাবি ৭৬২৸৶০

ডিঃ খেতাঙ্গিনী দাসী সাং নাটুদহ

দেঃ দাউদ চৌধুরী দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার ইছাপুর গ্রামে আশুতোষ হালদারের অধীন ৪৭ খতিয়ানে দেঃ অংশে ৭-৫৪এঃ জমী ১১৶১২॥ জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(৪৭)

১৩৫০ দেঃ জারী ৩০ দাবি ২৭৯৮৬

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার সাং মাধবপুর

দেঃ দেলজান বিশ্বাস সাং পিপীড়াগাছি পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার পিপীড়াগাছি গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ২১।১৫২ খতিয়ানে ৪।২॥০ জমী ৫॥৶৫ জমা মায় ৪ চালা খড়ুয়া গোয়ালঘর ১খান, ৫ চালা খড়ুয়াঘর ১খান, ২ চালা খড়ুয়া ঘর ১ খান দঃ দারি ৫ চালা খড়ুয়া ঘর ১ খান, ৮ চালা খড়ুয়া ঘর ১ খান মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসীর অধীন ১৫১ খতিয়ানে দেঃ ॥০ অংশে ৬-১৭৫এঃ জমী ৬।৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৮)

১১৯২ মণিজারি ৩০ দাবি ১২৯।৶৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ কেশবচন্দ্র মোদক সাং পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার জগদানন্দপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫ খতিয়ানে -০৭ শঃ জমী মায় দোকানঘর মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১৩৭৪ মণিজারী ৩০ দাবি ৬৭৫।৫৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালিমারি

দেঃ মাকজান বিশ্বাস দিং সাং বাদলাঙ্গী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বাদলাঙ্গী গ্রামে রাখাল দাস সিংহ অধীন ৩৩৭, ৩৩৮ ও ৩৪২ খতিয়ানে যথাক্রমে ১৭-০৯, ১৬-৬৩ ও ৫-৬৬ জমী এবং ২৮৴৩, ১৮॥৶১০ এবং ২৪৴০ জমা দেঃ ৶৭।৴০ অংশ মূল্য ১০০৲

(৫০)

১৪৭৪ মণিজারী ৩০ দাবি ১১৫।৶

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী সাং ময়ূরহাট

দেঃ সতীশ বাগদী দিং সাং ঐ পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর গাজনা গ্রামে খগেন্দ্র মৌলিকের অধীন ৮৯১ খতিয়ানে ৬৮১ জমী ১৭১৫ স্থিতিবান জমা ৬৶০ মূল্য আঃ ১০

(৫১)

১৪৭৫ মণিজারী ৩০ দাবি ৫০৶

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ আবাতালি মণ্ডল সাং বারভেগে পোঃ সোনাডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়ার হরনগর গ্রামে নৃসিংহ চন্দ্র পালের অধীন ১৮১ খতিয়ানে ১-০৮ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫২)

১৬০৪ মণিজারী ৩০ দাবি ৪৪৸০

ডিঃ দেবেন্দ্র নাথ সিংহ সাং বেথুয়াডহরি

দেঃ বিশ্বাস চন্দ্র ঘোষ সাং বিল্বগ্রাম পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার বিল্বগ্রামে ৬৮২ খতিয়ানে ২-৩০ এঃ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ৬৯৭।৭০২।৭০৪।৬৮৫। ৬৯৬।৫৯৮।৫৩৯ খতিয়ানে ৩-৯৫ এঃ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

১২৭৪ মণিজারি ৩০ দাবি ৬৩৸৶

ডিঃ যতীন্দ্র নাথ মজুমদার সাং চাপড়া

দেঃ হানিফদি বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা ও মৌজা চাপড়া নগেন্দ্র কুমার সিংহ অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৯-১২ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩২২ খতিয়ানে ১৪শঃ উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৮৮ খতিয়ানে ৩৮শঃ জমা মূল্য আঃ ১৩৲

৪। ঐ গ্রামে ইব্রাহিম মণ্ডল কর অধীন ৬৯৮ খতিয়ানে ৹৯০শঃ উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৪৮ খতিয়ানে ৹৫৩ শঃ জমী ১৴০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৬। ঐ থানার মাজদিয়া গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ অধীন ১০৩ খতিয়ানে ৫-৫৯ এঃ জমী রায়তি উটবন্দী মূল্য আঃ ২৫৲

১ কুঠারী, পঃ দাবি ১ কুঠারী, বৈঠকখানা, সিঁড়ি পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ

(১৭)

১৯৬২ দেঃ জারী ৩০ দাবী ১৪০০৮/৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাভিশালা

দেঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কাটোয়া

থানা কালীগঞ্জের অধিন দক্ষিণ হাজরাপোতায় মেয়াদি বন্দোবস্তী ২৪৯ খতিয়ানে ২৭৮-৫৮ এঃ জমী ৪১৪৲ জমা মূল্য আঃ ১০০০৲

(১৮)

১৩৬০ দেঃ জারী ৩০ দাবী ৬৫২৮/০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু সাং গোয়াড়ী

দেঃ হাচন ওরফে হোচন সর্দ্দার দিং সাং বিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতালীর বিটকীপোতা গ্রামে যাজ্ঞিমী দাসীর অধীন ৫৮০ খতিয়ানে ৮/ বিঘা জমী রায়তী স্থিতিবান জমা ৬৲ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ৫৪৯ খতিয়ানে ২৷৷০ বিঘা নিষ্কর লাখরাজ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ গ্রামে জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন দেঃ ৷৷০ অংশে ৭/১ জমী ৫৫৷০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ গ্রামে আবদুর্ল মসিল ওস্তাগরের অধিন ২৫০ ও ১১৬ খতিয়ানে ২৲ একুনে ১৬৷১০ একটা রায়তী মোকররী জমায় জমী মূল্য আঃ ১০০৲

(১৯)

২১২৩ দেঃজারী ৩০ দাবী ৯২৮৷৷৵৫

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ অনুকূলচন্দ্র পালিত দিং সাং ও পোঃ ঐ

১। থানা কালীগঞ্জের দেবগ্রামে ৬৩২।৬৫৬ খতিয়ানে ২-৯৯ এঃ জমী মূল্য আঃ ৯৫৲

২। ঐ গ্রামে অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ১৯৬ খতিয়ানে দেঃ ৷৷০ অংশে -৭৪ শঃ জমী ৩৷৷১০৴ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৯৭ খতিয়ানে -৬৭ শঃ জমী ৷৷/১২৷৷ নিরিখ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ গ্রামে উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীন ১২৫২ খতিয়ানে -৬৯ শঃ জমী ৷৷/১২৷৷ নিরিখ মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৬৩২ খতিয়ানে নদীয়া লাখরাজ মহলের ১৯১২ নং সামিল ১৫৯ তৌজীর ৩-০১৫ঃ লাখরাজ জমী মূল্য আঃ ৮০৲

(২০)

১৭৮৯ দেঃজারী ৩০ দাবী ৭৬৫৲

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারি

দেঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দিং সাং পোঃ কাটোয়া

১। থানা কালীগঞ্জের চান্দুরিয়া গ্রামে ২৬৩।২১৮ খতিয়ানে ১-৩৬ এঃ জমী নিষ্কর দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানায় কামদেবপুর গ্রামে ১২১।১২৬ খতিয়ানে নিষ্কর জমী ১৬-২৮ দেঃ এক তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৪০৲

৩। ঐ গ্রামে রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন $\frac{৬}{৪}$ খতিয়ানে ২-২৩ এঃ জমী মৌরশী জমা ১৲ মূল্য আঃ ৪৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪ খতিয়ানে ২-২০ এঃ জমী ৬৷৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ৪৲

৫। ঐ থানায় চান্দুরিয়া গ্রামে ২৫৯ খতিয়ানে -৭০ শঃ জমী ৪৷০ জমা মূল্য আঃ ৩.০

(২১)

১৭৪৬ দেঃজারী ৩০ দাবী ২৬১৷৩

ডিঃ কুমুদিনী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ যদুনাথ ঘোষ দিং সাং পোঃ ঐ থানা ও মৌজে নবদ্বীপ নয়নতারা বৈষ্ণবীর অধীন মৌরশী জমা /৩৵০ কাঠা জমা ২৲১০ সায় টীনের ঘর ৪ খান খড়ের ঘর ২ খান পায়খানা ১টি মূল্য আঃ ১৫০৲

(২২)

১৬০০ খাংজারী ৩০ দাবী ১৪৷৷৵৯

ডিঃ রণজিৎপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ইমানী খাঁ সাং মালোপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতালী থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৭২ খতিয়ানে -২৯শঃ জমীর ১৲/১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

১৭১৬ খাংজারী ৩০ দাবী ৫০৪৷৷৵৯

ডিঃ বদরি নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ আবদুল জব্বর বিশ্বাস সাং বেরিজ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতালীর থানায় রুইপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৯।৮৫০ খতিয়ানে ২৯৪২ এঃ জমী মূল্য আঃ ২৫০৲

(২৪)

১৭৪৫ খাংজারী ৩০ দাবী ৩০৮।৯

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ আশুতোষ ব্রহ্ম দিং সাং গুটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

আলমডাঙ্গা থানায় মাজত্রুক পাইকপাড়া কুতুবপুর গ্রামে ৩৩৮।০ নং জোতিতে ৯৪৮১ ও ৩৩৮।৭ জোতিতে জমা ৯৪৮/ জমিদারী স্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

১৮১০ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৷৷৩

ডিঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় সাং মুরাপুর

দেঃ আলাতুল্লা সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৩ খতিয়ানে -৪শঃ জমীর ৷৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১৮০৯ খাংজারী ৩০ দাবী ২২৷৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ কাসিল সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ৩২৬ খতিয়ানে -১৮ শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৮০৭ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৷৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ খুদি সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৯ খতিয়ানে ১-০৩শঃ জমীর ৷৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১৮০৫ খাংজারী ৩০ দাবী ২৫।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিতু সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৫ খতিয়ানে -১৭শঃ জমীর ২৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

১৮০৪ খাংজারী ৩০ দাবী ৩০৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পেপুল সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৩৩৬ খতিয়ানে -৫শঃ জমীর ২৲৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

১৮০৩ খাংজারী ৩০ দাবী ১৭৷৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সোফাজি বেওয়া সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ২৮৫ খতিয়ানে -৫১ শঃ জমীর ২৷৷৵ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১৮০১ খাংজারী ৩০ দাবী ৩০৵

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪০ খতিয়ানে -২৩শঃ জমীর ৩/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

১৮০০ খাংজারী ৩০ দাবী ১১৯৷৷৵

ডিঃ ঐ

দেঃ হাপেত সেখ সাং খাণ্ডরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় খাণ্ডরেডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬২ খতিয়ানে ২-৯৮এঃ জমীর ১৫।৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

১৮৬৮ খাংজারী ৩০ দাবি ১০৮৷৷৵৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ নায়র মণ্ডল সাং মাঝেরচর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় বনকয় যোগাদি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৪ খতিয়ানে ২/৩৷০ জমীর ৩৷/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৪)

১৯০৬ খাংজারী ৩০ দাবি ১৬৷৵৭

ডিঃ শৈলজাকান্ত চট্টোপাধ্যায় দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং সুন্দরপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতালী থানায় সুন্দরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭০ খতিয়ানে ১-২৮এঃ জমীর ৩৵০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৫)

১৯০৭ খাংজারী ৩০ দাবি ২৯৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অনুকূল চন্দ্র কুণ্ডু সাং পোনজা পোঃ বেলপুকুর

কোতালী থানায় পোনজা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৭ খতিয়ানে ২-১৫এঃ জমীর ৪৷৵১ জমা রায়তি মোকররী মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

১৯০৮ খাংজারী ৩০ দাবী ১৫৷৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২০৪ খতিয়ানে ২৮ শঃ জমী ১৷৷৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

১৮৫৫ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৯৷/০

ডিঃ রামপদ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ রমণী মজুমদার সাং বড়আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বড়আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৮ ও অধীন ৪৬৯—৪৭৫ খতিয়ানে ৩/৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৮)

১৮২২ খাংজারী ৩০ দাবী ৫১৷৵০

ডিঃ হরেকৃষ্ণলাল চৌধুরী সাং নওপাড়া

দেঃ খারজান মণ্ডল দিং সাং পাথরাদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় নওপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৯ খতিয়ানে ২-৫৯ শঃ জমীর ৮৫০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৯)

১৯৯৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১৮৵০

ডিঃ মনমোহন কাঞ্জিলাল দিং সাং ফাজলা

দেঃ ফজল মল্লিক সাং মুড়ুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতোয়ালী থানার মুড়ুলিয়া গ্রামে নকড় ল চৌধুরীর অধীন ১১৩ খতিয়ানে -৪০ শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ

(৪০)

১৯৪৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৯৭৵০

ডিঃ শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী সাং শ্রীমায়াপুর

দেঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং ও পোঃ মহেশগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার বামনপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৩০ খতিয়ানে ১৯৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

১৭৬৬ খাংজারী ৩০ দাবী ২৲৮৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকচাতীশালা

দেঃ রফিকদান মুন্সী সাং কালীনগর পোঃ বাহাদুরপুর

কোতোয়ালী থানার কালীনগর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩.০ খতিয়ানে •৩০ জমীর ৫৭/৬ হিস্যা জমা ২।৵১১ মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

১৭৬১ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৮।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীখুদি মোল্লা সাং কালীনগর পোঃ বাহাদুরপুর

কোতোয়ালী থানার কালীনগর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১০২ খতিয়ানে -৯২ জমীর ৫৭/৬ হিস্যা জমা ৬।/৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

১৮৩৪ খাংজারি ৩০ দাবি ১০২/৬

ডিঃ জগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ভূষণ সেখ দিং সাং তেঘরির নূতন পাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপের গরখালী গ্রামে হরিপদ মুখোপাধ্যায় অধীন ২৬ খতিয়ানে ৬৩১ এঃ জমী ২৪৵ বাকি ১৫।৪৬৷০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭ খতিয়ানে -৫৩শঃ জমী ৩৫/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

১৭৭২ খাংজারী ৩০ দাবি ৩৮।৶০

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ ফকির সেখ দিং সাং তিউরপাড়ী পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতোয়ালীর শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৮৬ খতিয়ানে ১-৩৩ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৫)

১২৭৮ খাংজারি ৩০ দাবী ২৬৷৵৩

ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কালী

দেঃ গোলাম সেখ সাং দোগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৯ খতিয়ানে -৯৩ শঃ জমী ৩৷৫ জমা মূল্য আঃ

(৪৬)

১১৭৮ খাংজারী ৩০ দাবী ২১৩৯৶০

ডিঃ বেনয়ারিলাল সাহা সাং কুমারী

দেঃ চাঁদনা বিবি দিং সাং পাইকপাড়া পোঃ মীরপুর

১। থানা মীরপুরের পাইকপাড়া গ্রামে ১০৭ খতিয়ানে -৯৮ শঃ জমী নীলমাধব সাহার অধীন ৭৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ গ্রামে অধর কারিকরের অধীন ২১০ জমা ৮০ জমী দুর্গাচরণ বিশ্বাসের অধীন ১০ জমা ৮০ জমী সতীশ বিশ্বাসের অধীন ৩৲ জমা ১/০ ও তদুপরিস্থিত টিনের ঘর ২খানা খড়ের ঘর ৩ খানা ক্রাচিন টীনের ঘর ২ খানা গোলা ১টী মূল্য আঃ ৫৬৫৲

৩। ঐ গ্রামে ব্রজেন্দ্র কুমার সাহার অধীন ৩৭ খতিয়ানে ১৬৲ জমার দেঃ ৵১০ অংশে ১-৯৩ এঃ জমী মূল্য আঃ ৪০০৲

(৪৭)

১০৩১ খাংজারী ৩০ দাবী ২০/৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ হাজারীলাল কুণ্ডু সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১৩ খতিয়ানে -০২শঃ জমী ১/৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

১৫৯৮ খাংজারী ৩০ দাবি ১৪।৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ইমানি খাঁ সাং নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫১৩ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমী ১৷৶৮ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৯)

১৫৯৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১৯/০

ডিঃ ঐ

দেঃ নলিনী বালা দাসী সাং সুরিপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৩১ খতিয়ানে -৩শঃ জমী ৭৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫০)

১৫৯৪ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রতিকান্ত সরকার দিং সাং নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৮৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমী ১৷৭ জমা মূল্য আঃ ৫

(৫১)

৫৯২ খাংজারি ৩ দাবি ১৮৮৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইমানি খাঁ নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২৭০ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমী ১৮ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১৫৭৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচীবালা দাসী দিং সাং ও পোঃ বামনপুকুর

থানা কোতোয়ালীর আনন্দবাস গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪/৪৷৵০ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

১৫৭২ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬৩।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ

(৫৪)

১৪৪০ খাংজারি ৩০ দাবি ৩২৬৶০

ডিঃ বদরি নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ মাখন ঘোষ দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পারমাদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৩৮৪।১৪ খতিয়ানে ৮-২৮ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৫)

১৪৩১ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জেবারদ্দি সেখ সরকার দিং সাং তিউরপাড়ি পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতোয়ালীর শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬০।৫২২ খতিয়ানে ৩ ৪৬ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৬)

১৮৫৫ খাংজারী ৩০ দাবি ৫৩/৯

ডিঃ রামপদ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ আয়েরদ্দি সেখ সাং দাস্তরুলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯ খতিয়ানে ৩-২৩এঃ জমী ১০৮৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৭)

১৮৫৭ খাংজারী ৩০ দাবি ৫৪/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামশশী মজুমদার দিং সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১।২।১৫৮ ২১৫।১৫৩।১৭ খতিয়ানে ২-৬০ এঃ জমী ১০৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৮)

১৮৫৮ খাংজারী ৩০ দাবি ১১১৲৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র তালুকদার সাং গুয়াঘড়া

দেঃ কালিকা চরণ চক্রবর্ত্তী দিং সাং চাদমা, পোঃ নাটোর

১। থানা ও মৌজে নবদ্বীপ নদীয়ার মহারাজাধীন ৪১২৭ খতিয়ানে -১২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমী ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত খড়ের ঘর ২ খানা কড়িবরগা প্রাচীরাদি মূল্য আঃ ১

২। ঐ গ্রামে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অধীন ৪১৩৬ খতিয়ানে -৮শঃ জমী মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা ১৷০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৯)

৯২০ খাংজারী ৩০ দাবি ৮৯৷৵০

ডিঃ গোবিন্দ চন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ রহিমণ বিবি সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৮ খতিয়ানে ১ ৪৯ এঃ জমী ১০৮০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

১৭৬৮ খাংজারী ৩০ দাবি ২২।/০

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকচাতিশালা

দেঃ আবুবক্কর দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭৮ খতিয়ানে ১-৩১এঃ জমী ৩৵৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

১৭৭০ খাংজারী ৩০ দাবি ২৪৷/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ দেলাল সেখ দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১-০৫ এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ৫৲

(৬২)

১৮৬৭ খাংজারি ৩০ দাবী ২৭।৯

ডিঃ ত্রিগুণা প্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকচাতীশালা

দেঃ ইয়াকুব সেখ সাং ও পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৭ খতিয়ানে ১-৩০এঃ জমী ২৸৵৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৩)

১৮৯৯ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৯/৬

ডিঃ সুরত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশী

দেঃ কালুসেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৪ খতিয়ানে ১ ৫৮ এঃ জমী রাহুতি স্থিতিবান্ জমা ৬।৶১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

১৯০২ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৪॥/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এনাত সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩৮ খতিয়ানে ১-৯৯ এঃ জমী ৫।৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৫)

১৯০৪ খাংজারী ৩০ দাবী ২৫।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ নেফেজদ্দি সেখ সাং পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬২ খতিয়ানে ১-১৩ এঃ জমী ৪৷৵ উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৬৬)

১৯৪৭ খাংজারি ৩০ দাবী ২০৯৬/৮

ডিঃ সর্বরঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং ঐ পোঃ বড় আন্দুলিয়া

নদীয়া কালেক্টরীর ৮৭০ তৌজীভুক্ত উদয়চন্দ্রপুরে ডিক্রীদার অধীন ১৮৫ খতিয়ানে /০ রকম পত্তনীস্বত্বজমা ৩৮৭॥৶ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৬৭)

২১১৫ খাংজারি ৩০ দাবী ৪৯।৵৯

ডিঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ

দেঃ আউয়াল সেখ দিং সাং সেওরাতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের গোকুলনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২-১৮ এঃ জমী ১/০ নিষ্কর মূল্য আঃ ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৭০৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৩৻৯

ডিঃ ব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় সাং শিয়ালি

দেঃ উমর আলী মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ খাল বোয়ালিয়া

থানা হাসখালীর খাল বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৮৯২ খতিয়ানে ১১-৮১ এঃ জমী ১৯৲ টাকা জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

১৫৭৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৪২৸৶৯

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সাং বাস্তপুর পোঃ দামুড়হুদা

থানা চাপড়ার লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ২৯১ খতিয়ানে ৬-০৮ এঃ জমী ১২।৶৬ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৩)

১৫৪৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৮।৬

ডিঃ বিহারি নাথ মুখোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ ফটিক সর্দ্দার সাং দলুই গ্রাম পোঃ বাদকুল্লা

থানা হাসখালীর দলুই গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫৮।৪৩২।৫৮৮ খতিয়ানে ২-৯৬এঃ জমী ১৪/৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১৫২৩ খাংজারি ৩০ দাবি ১৩৪৸৵

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ মোঃ আমঝুপী

দেঃ এন্তবারি সর্দ্দার সাং মুন্সীপুর পোঃ দামুড়হুদা

থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২৫ খতিয়ানে ৬-০৪ এঃ জমী ১৯॥০ জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

(৫)

১৫০৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫৬।৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ লক্ষ্মীকান্ত দে দিং সাং ধর্মদহ পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন কড়কড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৻৯— অংশের পত্তনীস্বত্ব জমা ২৩৲ উক্ত জমার মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

১৪৯৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৪০২।৶৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারি

দেঃ আরজান বিবি দিং সাং যুগরাগাছি পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের যুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানে ৩৮-০১ এঃ জমী ৬৮৻৯ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৭)

১৪৫৬ খাংজারি ৩০ দাবী ২৯২।/৬

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ কেশোরাম বিশ্বাস সাং বিষ্ণুপুর পোঃ খালবোয়ালিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫—৭৪ খতিয়ানে ২৬-২৫এঃ জমী ১৮।৵১ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(৮)

১৪৫৪ খাংজারি ৩০ দাবি ২২৮৵৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ আড়ংঘাটা

দেঃ আবিহন বিবি দিং সাং পোঃ মাজদিয়া

থানা হাসখালীর গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১৭ ও অধিন ৬১৮—৬৩৩ খতিয়ানে ৩২ এঃ জমী দেঃ ৸৵/৪ = ৭ তিন অংশ ৩৪/০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১৪৫০ খাংজারী ৩০ দাবি ৯৩॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অহিমদ্দি তরফদার দিং সাং গাড়াপোতা পোঃ গাজনা

থানা হাসখালীর গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯৮ ও অধীন ৩৯৯—৪১১ ও ৪৩৮।৪২৮ খতিয়ানে দেঃ অংশে ৩২-১৪ এঃ জমী ৩৮।১৩।০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

১৪২৫ খাংজারী ৩০ দাবি ৫৩।০

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ ভোলাই সেখ সাং শোনপুকুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার শোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ১০-১১এঃ জমী অস্থায়ী গর কায়েমী জমা ২২।৶১৫ মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৪১৯ খাংজারী ৩০ দাবি ১৫৲

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ রাজবালা দাসী সাং জগদানন্দপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া জগদানন্দপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২৫ খতিয়ানে ৪-৭৭এঃ জমী ৭॥/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৪১৮ খাংজারী ৩০ দাবি ২৬৸/৯

ডিঃ হৃষিকেশ সিংহ চন্দ্র দিং সাং হাতিশালা

দেঃ কচি সেখ দিং সাং ও পোঃ ঐ

থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৯৪ খতিয়ানে ৯১শঃ জমী ১।/০ নিষ্কর মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৪১৪ খাংজারী ৩০ দাবী ৫০৸৶৩

ডিঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং চাঁদেরঘাট

দেঃ তোরাবন বিবি দিং সাং বানিয়াখড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার চকজিদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানে ১-৬৪এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৪১০ খাংজারী ৩০ দাবি ১৬॥৬

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ জুগল ঘোষ সাং বড়ক দোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বাটীকাদোয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানে ৩৫শঃ জমী স্থিতিবান জমা ২॥৬ মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৪০৯ খাংজারী ৩০ দাবি ১০।/০

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পাল চৌধুরী

দেঃ যুগল ঘোষ

সম্পত্তি ঐ

(১৬)

১৪০৬ খাংজারী ৩০ দাবি ১৪৭৸৵৩

ডিঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সুশান্তকুমার পাল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫০৮ ৫৮২ ও লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ৭৫৬ খতিয়ানে ২৫-১০এঃ জমী ২০৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৪০০ খাংজারী ৩০ দাবী ১০৮৶৬

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের শ্যামনগর ও চক শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭৭—৩৮২ খতিয়ানে ১৫-৫৫ এঃ জমী ১৬।৶৮ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(১৮)

১৩৯৪ খাংজারী ৩০ দাবী ২৪৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাজেন্দ্র বাগদী সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার নারায়ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৭ খতিয়ানে ১-৮২এঃ জমী ২।৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১৩৯৩ খাংজারী ৩০ দাবী ১১।/৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ সাধর সেখ সাং কাদোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বাকীকাদোয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭ খতিয়ানে ৩০শঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ২৸১৫ মূল্য আঃ ৪৲

(২০)

১৩৯২ খাজানী ৩০　　দাবী ৮৸/

ডিঃ ঐ

দেঃ যুগল ঘোষ সাং কাদোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বাকীকাদোয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৮ খতিয়ানে ১৪শঃ জমী ৵৹ জমা মূল্য আঃ ৫

(২১)

১৩৪৬ খাজানি ৩০　　দাবি ৭৷৶৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ খোকাই মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১ খতিয়ানে ৬-৭২ এঃ জমী ১৭৸/০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২২)

১০২১ খাজানী ২৯　　দাবী ২৬৸/৯

ডিঃ গোপাল বিশ্বাস দিং সাং আধানগর

দেঃ দিদারবক্সের বিশ্বাস সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া ভীমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৩৭ খতিয়ানে ৬০ শঃ জমী ৪৷৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১০২৮ খাজানি ৩০　　দাবি ১২৮৷৶০

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ খোকা রায় দিং সাং পাটুলী পোঃ বাদকুল্লা

থানা হাসখালীর পাটুলী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫ খতিয়ানে ১২-৮২ এঃ জমী ১৮৷৶১০ সাবেক মকররি জমা মূল্য ৪০

(২৪)

১২২৫ খাজানি ৩০　　দাবী ২৪৷৵৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মাধবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭৬ খতিয়ানে ৭০ শঃ জমী ৸৹ নিরিখ মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১২৬১ খাজানি ৩০　　দাবি ৩০৷৶৬

ডিঃ মহাদেব চৌধুরী সাং গাঁড়াবোকার

দেঃ জহিরন বিবি দিং সাং চাঁদপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মহৎপুর মৌজার ডিক্রীদার অধীন ১২৫০ খতিয়ানে ৩৮ শঃ জমী জোত জমা ২৬৫ মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১২৭২ খাজানী ৩০　　দাবী ৫৭৬

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়ালমারী

দেঃ করম মণ্ডল বউ সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৪ ও ২ খতিয়ানে ৪-৭৭ এঃ জমী উটবন্দী স্বত্ব মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১৩১৫ খাজানী ৩০　　দাবি ৫১৶৩

ডিঃ নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ সুরতআলী সেখ দিং সাং ডাকাতি

পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার ডাকাতি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ খতিয়ানে ৫-৭২ এঃ জমী ৫৸/৪ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৩১৬ খাজানী ৩০　　দাবী ১৮৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার ডাকাতি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৩ খতিয়ানে ২-৫০ এঃ জমী ১৷৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

১৩৩৪ খাজানী ৩০　　দাবী ৫৭৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কমল মণ্ডল দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০৫ খতিয়ানে ১-৪৯ এঃ জমী ১৶০ নিরিখ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩০)

১৩৩৬ খাজানী ৩০　　দাবী ৩৮ ৯

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ মোক্তার বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৮.৩৬৯ খতিয়ানে ৬-৮৫ এঃ জমী ১৭৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

১৩৩৭ খাজানী ৩০　　দাবী ২৪৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাহাদৎ মণ্ডল সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫২ খতিয়ানে ১-১৬ এঃ জমী ৩৸১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

১৩৩৮ খাজানী ৩০　　দাবী ৩৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মোক্তার সেখ সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৪।৩৮৫ খতিয়ানে ৩-১৯ এঃ জমী ১০।/১২৷ জমা মূল্য আঃ ২০

(৩৩)

১৩৩৯ খাজানী ৩০　　দাবী ২০৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রেমচাঁদ সাহা সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১২।১৫৪ খতিয়ানে ১ ৫১ এঃ জমী ৪৸৶২১০ জমা উটবন্দী জোত, মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৩৪৪ খাজানী ৩০　　দাবী ৪৪৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঈশান মণ্ডল দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে ৩-৯১ এঃ জমী উটবন্দী জোত জমা ১১/১৫ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৫)

১৩৪১ খাজানী ৩০　　দাবী ৯১৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আরজান সেখ সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮।৪৯ খতিয়ানে ৮-৪২ এঃ জমী ২২/১০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৬)

১৩৪৫ খাজানী ৩০　　দাবী ৯০।৶৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ ঐ　　সম্পত্তি　ঐ

(৩৭)

১৩৪৭ খাজানী ৩০　　দাবী ১৮৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আকুবুদ্দীন সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ১-৫১এঃ জমী ৪৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৩৪৯ খাজানী ৩০　　দাবী ৪৭৷/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইব্রাহিম মল্লিক সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সংকান্তে ৮১—৮৩ খতিয়ানে ৪-২১এঃ জমী ১১৲৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৯)

১৩৮৪ খাজানী ৩০　　দাবী ১৩।৶৬

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রবআলি সেখ সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২১ খতিয়ানে ২-৭৮এঃ জমী রায়তি মকররী জমা ৫৸৶৯ মূল্য ৫৲

(৪০)

১৩৮৫ খাজানী ৩০　　দাবী ১০।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিরু সেখ সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৪ খতিয়ানে ১-৪৯এঃ জমী জমা ১/০ নিরিখ মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

১৩৮৬ খাজানী ৩০　　দাবি ১০১৫৷৶

ডিঃ মকবুলা খাতুন বিবি দিং সাং পাখুরা

দেঃ বীরেন্দ্র নাথ সিংহরায় দিং সাং গোপাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা দামুড়হুদার কানাইনগর, হুদাপাড়া শিবপুর, শিবচন্দ্রপুর, বেরুগাছি থানা চাপড়ার ফুলবাড়ী, কাদাঘাটা, মহেশপুর, ফুলতলা, হাতিশালা, হাটরা, হাটহাটরা ও জলকর বিলতকনি, থানা গাংনীর গাড়াবাড়ী পুর এই গ্রামে ৫/০ অংশে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬৸৶১০ টাকার পত্তনী জমা ও ৩৯৷৶০ সেস উক্ত জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৪২)

১৩৭১ খাজানি ৩০　　দাবী ২৬৷৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বাঁশী কারীকর সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮৫ খতিয়ানে ৮৫শঃ জমী ৩৶ নিরিখ জমা মূল্য আঃ ১৮৲

(৪৩)

১৩০১ খাজানী ৩　　দাবী ১১/৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকবাতৌপাড়া

দেঃ এবাদালী মল্লিক দিং সাং করনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার করনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে ১-০৫ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৪৲

(৪৪)

১৬২৫ দেওয়ানী ৩০　　দাবি ২৯৯।৬

ডিঃ গোমানালি বিশ্বাস সাং ডুমরিয়া

দেঃ নিতাপদ পাড়ুই দিং সাং মথুরাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মথুরাপুর গ্রামে শরৎকুমারী দাসীর অধীন ১০২ খতিয়ানে ১৭শঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ২৲ মায় পুঃ দাবী টিনের ঘর ২ খান দঃদারি খড়ো ঘর ১ খান মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ২৫০৲

(৪৫)

১৭৫৫ দেওয়ানী ৩০　　দাবি ২৮১৶৩

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ ফটু সেখ ঘরামি সাং ঐ পোঃ গোপাডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়ার করনগর গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরীর অধীন ২২৬ খতিয়ানে ২-৩৪ এঃ জমী ৸/১০ জমা রায়তিস্থিতিবান মূল্য আঃ ৫০৲

"শ্রীধাম"
টেলি- ———
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই পৌষ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে প্রভাত ফেরী

লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস উৎসবে ৪১ জন গ্রেপ্তার

অদ্ভুত চুরি

জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ফরাসী সদস্য

বার্দ্দোলী সপ্তাহ

লালাভাই প্যাটেলের বাড়ী হানা

দিবালোকে তারকা দর্শন

সুরাটে বানরসেনা সম্মিলন

পুলিসের লাঠির নিন্দা

গোলটেবিল বৈঠক স্থগিদ

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে প্রভাত-ফেরী

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর নেতৃত্বে প্রভাত ফেরীর বড় একটি শোভাযাত্রা ২৬শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন রাজপথে বাহির হইয়াছিল। উহাদের হাতে জাতীয় পতাকা ছিল। উহারা বরাবর জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে করিতে যায়।

লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেস উৎসবে ৪১ জন গ্রেপ্তার

গত ২৭শে ডিসেম্বর বৈকালে পুলিস লক্ষ্ণৌএ ৪১ জন কংগ্রেস-কর্ম্মিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। টাউন কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত মোহনলাল সক্সেনা ও সহ-সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ সাক্সেনা ও অপর ৬জন কংগ্রেস কর্ম্মী নূতন কংগ্রেস অফিস স্থাপনোৎসব উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

এক দল পুলিস ঐদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীযুত মোহনলালের বাটীতে খানাতল্লাস করে। তল্লাস অন্তে পুলিস বর্জ্জন-কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত কৈলাসপতি বর্ম্মা ও টাউন কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত পরমেশ্বর দয়ালকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অবশিষ্ট কর্ম্মিগণকে হাকিম আবদুল রজ্জকের দোকানের সম্মুখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দোকানের সম্মুখে গত কয়েকদিন হইতে পিকেটিং চলিতেছে। সম্প্রতি এই দোকানের সম্মুখ হইতে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দোকানের নিকটে দেওয়াল গাত্রে একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিজ্ঞাপনে দোকানদারকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে যদি বিদেশীর বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ না করে, তাহা হইলে তাহার দোকান জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। পুলিস এই দোকানে পাহারা দিতেছে।

অদ্ভুত চুরি

সোনার হার গলাধঃকরণ

আবদুল নামক একজন পুরাতন চোর খৃষ্টপূর্ব্বের দিন সকালে লোয়ার সারকুলার রোডস্থ সেণ্ট টেরেসাস্ গির্জ্জার সম্মুখ হইতে ২টি শিশুর গলা হইতে ২টি সোণার হার চুরি করে। সে তখনই হার ২টি গিলিয়া ফেলে। একগাছি হার পেটের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর একগাছি তাহার গলার মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। উদরস্থ হারটীর জন্য পুলিস রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছে।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ফরাসী সদস্য

নাগপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বসিয়াছে, তাহাতে ৩ জন ভারতীয় চিকিৎসক ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক সদস্যরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিচেরী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সেণ্ট বর্ণেল ল্যাম্বুর অন্যতম।

বড়দিনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে লালভাই পেটেলের বাড়ী হানা

বোম্বায়ে বড়দিনে গোরাবাজারে যে কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত লালচাঁদ প্যাটেল অন্যতম। পুলিস তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ২ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করে এবং ঐ সময়ে কনেষ্টবলরা বাড়ীতে পাহারা দিতে থাকে। তল্লাসের সময়ে ঐ বাড়ীর বাহিরে জনতা সমবেত হয় এবং বাড়ীর সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণন সজ্জনগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীহচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী[illegible]নদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীশারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহংসবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ.

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক - শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ রোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

চয়ন

গত ৮ই ডিসেম্বরের পঞ্চায়েৎ পত্রে ধাম-বিদ্বেষিগণের কু-অভিসন্ধিমূলক উক্তির বিরুদ্ধে বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু জঙ্গলবাড়ী নিবাসী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ স্বায়ত্ত-শাসন পত্রের ৪২শ সংখ্যায় (৬ষ্ঠ বর্ষ) যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীগৌরগৃহ গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই

গত ৮ই ডিসেম্বরের পঞ্চায়েতে নটবর দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যে সকল অভিসন্ধিমূলক উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ হইয়াছে। ইনিই কি সেই সুবর্ণ-বণিক কুলজাত লৌহব্যবসায়ী? শুনা যাইতেছে, উক্ত বণিক মহাশয় নাকি কাঁকড়ার মাঠে 'মিশ্রাপুর' অপসারিত এবং তথায় ধর্ম্মের নামে অবৈধ ব্যবসায় এবং নেড়ানেড়ী ও সখীভেকী দলের যে সকল কাণ্ড ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, তদভিসন্ধি হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রাচীন মানচিত্র, প্রামাণিক প্রাচীন শাস্ত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর গবেষণা, অভিমত, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় এবং সিদ্ধ মহাজনগণের প্রমাণগুলিকে আবৃত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিতে বসিয়াছেন।

বণিক দত্ত মহাশয় ও তাঁহার বাবাজী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি বলিয়া যাহা মাঝে মাঝে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত উক্তি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না হওয়ায় লোক-বঞ্চনা হইয়া থাকে। "যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ ছিল, তাহা জলমগ্ন হয় নাই। অন্যান্য স্থানগুলি জলপ্লাবিত হইয়াছিল"—এখানে 'নাই' শব্দটী এবং পরের বাক্যগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি বলিয়া উদ্ধারের চেষ্টা অবৈধ কপটতা ও সম্পূর্ণ লোক-প্রতারণায় চেষ্টা নহে কি? শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।২৩ শ্লোকে) আছে,—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সমুদ্র ভগবৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দ্বারকা-নগরীকে ক্ষণমধ্যেই প্লাবিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণগৃহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এখানে যদি কেহ ভাগবতীয় উক্ত শ্লোকের কেবল প্রথম চরণটী উদ্ধার করেন এবং দ্বিতীয় চরণটী চাপা দিয়া রাখেন ও বলেন—শ্রীকৃষ্ণের গৃহযুক্ত দ্বারকা সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে—ইহা ভাগবতই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে উহা যেমন ভীষণ কপটতা, দুরভিসন্ধি, অপরাধ ও লোক-প্রতারণার চেষ্টা হয়, বণিক্ নটবর দত্ত মহাশয়ের চেষ্টাও তদ্রূপ। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধার না করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যের বিপরীত মত গায়ের জোরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রামাণিকগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া বণিক্ মহাশয় স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। বণিক বৃত্তিটি শ্রীধাম লইয়া—ধর্ম্ম লইয়া না হইলেই ভাল হয়।

বণিক মহাশয় শ্রীধামমায়াপুরের সংস্থান-বিষয় 'Travels of a Hindu' নামক গ্রন্থের ৩৫ এবং ২৫ পৃষ্ঠায় পরলোকগত ভোলানাথ দত্তের ভ্রমণবৃত্তান্তের উদ্ধার করিয়া বলেন, প্রাচীন নদীয়া ভাগীরথীর কৃষ্ণনগরের সমপারে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণনগর এবং শ্রীধাম-মায়াপুর এখনও সমপারে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত দত্তজীর বাবাজীনির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পারে অবস্থিত থাকায় তাঁহারই যুক্তিতে তাঁহার অমূলক মত ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ১২১৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রমাণ বলিয়া লোক-বঞ্চনামূলে বণিক যুবকের নবদ্বীপ-সংস্থান বা ধৃষ্টোক্তি প্রণালীকে তাৎকালিক বলায় কি যুক্তি আছে, বুঝা যায় না। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান ৩৫৯ বৎসর, আর ১২১৭ সাল ও ৮৯৩ সালের মধ্যে ব্যবধান ৩২৪ বৎসর। প্রতি ১০।১৫ বৎসরের ব্যবধানেই গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং ৩২৪ বৎসর বা ৩৫৯ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলায় যুক্তিগত সহজ জ্ঞানের অভাব, কপটতা ও লোক-প্রতারণাচেষ্টা বুঝা যায় না কি?

শ্রীগৌরজন্মভিটা মহাযোগপীঠ কখনও গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই বা হইতে পারে না, ইহা যেমন একদিকে 'বর্জ্জয়িত্বা শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্' বিচারানুসারে ভাগবতীয় বাস্তবসত্য, অপরদিকে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সত্য। সেন রাজের ভগ্নপ্রাসাদ স্তূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, ৪০০ বৎসরের কাজির সমাধি ভাগীরথীর খাদের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ভাগীরথী জলঙ্গীর প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোন দিন কোন নদী-কবলে কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে সুদূরে গিয়াছেন, স্থানের সীমাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত নিদর্শনসমূহ আজও আমাদিগকে সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কুইনকুইনিয়াল রিপোর্ট এই স্থানকে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৯৯ সালের হুদাবন্দী কাগজে এই স্থানই শ্রীমায়াপুর নামে উল্লিখিত ছিল—ইহা কৃষ্ণনগরের বহু উকিল, জমিদার ও শিক্ষিত-মণ্ডলী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

নটবর দত্ত ও তাঁহার বাবাজী আজ পর্য্যন্ত কোন বাস্তব প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক চিঠি ও বোরিংয়ের কল্পিত 'ঠনঠনানি' প্রভৃতি কথা বলিয়া আলোচনাহীন সাধারণ লোককে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীবল্লালদীঘির নিকটেই যে শ্রীগৌরজন্মভিটা অবস্থিত, তদ্বিষয়ে শত শত প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা পাঠে এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ ও প্রমাণাদিদ্বারা জানা যায় যে, বণিক্ মহাশয়ের "চৈতন্যদেবের জন্মভিটা অদ্যাপি গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত আছে"—এই উক্তি সম্পূর্ণ—অসত্য। সজ্জনতোষণী পত্রিকা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীল পরমানন্দ দাসের নবদ্বীপ-বিবরণ, আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত নবদ্বীপের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থ, গোবিন্দ দাসের কড়চা, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবদাসের নবদ্বীপ কথা, Hunters Statistical Account of Bengal vol. I Page No. 1367, Hunter's Imperial Gazeteer 1880, Indian Antiquiry 1891, ১৮৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নবদ্বীপ গোস্বামীর বৈষ্ণবাচার-দর্পণ, ১২৯১ সালে প্রকাশিত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর নবদ্বীপ-মহিমা, প্রাচীন বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ষট সন্দর্ভ-প্রকাশক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের 'গৌরসুন্দর,' রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের বিশ্বকোষ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়ার কাহিনী" মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন, অদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামী, রায় মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, বৃন্দাবনের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার পরলোকগত দেশমান্য মতিলাল ঘোষ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নবদ্বীপবাসী মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ পি-এইচ্ ডি, পরম প্রামাণিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকবর রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, পরলোকগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল, শান্তিপুরনিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেলহক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির স্থানীয় প্রাচীনগণের নিকট অনুসন্ধানের বিবরণ, এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন বৈষ্ণব জগতের একচ্ছত্র বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য লৌকিক, পারমার্থিক প্রমাণরাজি; তদ্ব্যতীত বহু দলিল-পত্রাদি এবং গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখের কৃষ্ণনগর আদালতের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কর্ত্তৃক উভয়পক্ষের প্রমাণাদি দর্শনে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট রায়, বিশ্ববিজ্ঞান চার্য্য ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম-এ, পি-এইচ্ ডি, সি-আই-ই মহোদয়ের উক্তি ও যাবতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির গবেষণা ও উপলব্ধি বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকে একবাক্যে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। স্বর্গধামপ্রাপ্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর তৎপরে তৎপুত্র বাহাদুরপ্রাপ্ত মহারাজ, রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরকিশোর

সেবংস্থ মাণিকা বাহাদুর এই শ্রীমায়াপুর-কাচারিণী মহাসভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর বি অনারেবল গিরিজানাথ রায় কে-সি-আই-ই. আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান স্তম্ভ আদর্শ নিঃস্বার্থ সেবক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ বি এল, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয়।

এতদ্ব্যতীত গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন ও আধুনিক সমস্ত প্রসিদ্ধ নিষ্কপট ব্যক্তি এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্তপত্র

অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদীর প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৭ সংখ্যার)

লেখক মুখে কিঞ্চিন্মাত্র সংশোধক তাতে আম্নায়া সমাজে অধিকারতত্ত্ব উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়—একথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মৎসদৃশকে দীক্ষিত হইয়া কেন আম্নায়-শব্দের বিকৃত অর্থ করিতেছেন, বুঝা যায় না। তিনি শাস্ত্রের কঠিন শাসন মানেন এবং আন্তরিক প্রপন্ন না হইয়া কেন গায়ে পড়িয়া অবৈধ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার কোন কৈফিয়ৎও দেন নাই। অনুসন্ধানে নামাপরাধের অপরাধের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই জানেন! তাহা স্মার্ত্তপদাবলেহী প্রাকৃত সহজিয়াগণ না জানিয়া 'গোলে হরিবোল' দেওয়াকেই যে 'নাম' বলিয়া জানান, তাহাতে তাহাদের অপরাধই সঞ্চিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র ও পুরাণবিধি অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত সাহজিক স্মার্ত্তবর্গ যে অনুদারতার পরিচয় দেন, তাহাতে শাস্ত্রের বিগর্হণই হইয়া থাকে। তাহা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার অন্যতম উদাহরণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বাহ্য-কর্ম্মীগণের অন্ত বিধিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কেন স্বীকার করিবেন না, বলিয়া যে উক্তি, তাহা লেখকের চাপ-বিক্ষেপমাত্র। অতএব ভজনের কথা চিন্তাসবিচারে অবস্থিত। অদ্যাপি নাম-পরায়ণ আধ্যক্ষিক কর্ম্মজড়গণ ও প্রাকৃত কন্দর্পপরায়ণ ফলকামিগণ ভক্তিধর্ম্মের কোন কথা বুঝিতে না পারিয়া আত্মম্ভরি-রোগবশতঃ সাধুবৈষ্ণবের কথার পরিপাক করিতে পারেন না। এই প্রবন্ধলেখকের মধ্যে আমরা "শঙ্করী মর্কটবাহিনী" বিচার, কর্কশ ও কূপমণ্ডূকীয় বিচার লক্ষ্য করিয়াছি।

প্রাকৃত সহজিয়ার চণ্ডীদাসের গীতি-পাঠ যে নিষিদ্ধ,—একথা তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহারই সমশ্রেণীয় অনভিজ্ঞজনগণ বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ বা স্ত্রীবেষ গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা গৌরনাগরী হইয়াছে, কেহ বা ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভক্তিধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া জাহির করিতেছে। ইহাদের কুক্রিয়াসক্তি বা মনোবাসনা বিদূরীভূত করিবার জন্যই গৌড়ীয় হাসপাতালে গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্মের কথাগুলি এই সকল রোগীর দাওয়াই-স্বরূপ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে যে aggravation হইতেছে, তাহা ফলস্বরূপ এই সকল প্রস্তাবের পরিপাকহীনতা অজীর্ণতার উদ্গার বাহির হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে অন্নকূট-সেবার উপলক্ষে কালিঘাট বৈষ্ণবগণের সমাজে ধূম্রসীর অবশ্যম্ভাবী প্রকাশিত হইয়াছিল! 'ঠক্ বাছিতে গাঁ উজাড়' নীতি অবলম্বন করায় গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সাধারণ সম্প্রদায়বিহীন কিছু বিষ্ণুভক্তগণের সহিত অসহযোগনীতি স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারাই এই প্রকার দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লেখক শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা ও অন্য লোষ্ট্রখণ্ডদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া শালগ্রামকে নৈবেদ্য দেওয়াকে এক পর্য্যায়ে গণ্য করেন ... নীতি গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজে কখনই আদর বা সাদরে গৃহীত হইতে পারে না। মুড়ি-মিছরী, ভক্ত-অভক্ত একাকার করিবার কামনার বশবর্ত্তী হইয়া Cathonithistগণ যেরূপ আম্নায়ের কুব্যাখ্যা করেন, তাহাতে তাহাদের সনাতনপন্থাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় বিশেষ আপত্তি করিয়া থাকেন; গৌরসুন্দরের প্রকটকালে ব্যভিচারী হিন্দুসমাজ ও শ্রীচৈতন্যদাস প্রকৃত হিন্দু গৌড়ীয় সমাজের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। একপক্ষ কুসাম্প্রদায়িকতাকে রক্ষণ করিবার জন্য সমন্বয়বাদের ধারা ধরিয়াছেন; অপর পক্ষ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হরিবিমুখ স্মার্ত্তগণের বিচার হইতে স্বীয় সম্প্রদায়স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছেন।

কালপ্রভাবে যুক্তিসঙ্গতক্রমে ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিসম্প্রদায়কে সমন্বয়বাদী কুসাম্প্রদায়িক নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া মধুদহের শ্যামসুন্দরের আসনে শঙ্করদেবোপাসনা বসাইয়াছেন। বলরাম, মধুসূদন ও রাধামোহনের জুগলচিত্রের উপর হরিবিমুখ স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবল প্রভুত্ব করায় পারমার্থিক বৈষ্ণবতা বা শুদ্ধভক্তির পথের কণ্টকরূপ সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। এই অবৈধ হরিপূজা মাটিয়াবুদ্ধিবিশিষ্ট আধ্যাক্ষিকগণের মধ্যে আবদ্ধ এবং আপনাদিগকে বৌদ্ধান্তস্থ বলিয়া নিজেরা গৌরবান্বিত বোধ করেন। সেই শ্রেণীর ঐকান্তিক হরিবিমুখ সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় ভক্তি-ধর্ম্মযাজী ব্যক্তিগণের কখনও কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

বিদ্ধবৈষ্ণবসমাজ শুদ্ধশাস্ত্রীয় কথা বুঝিতে পারিয়া দুঃসঙ্গ ত্যাগ করুক,—কেবলাভক্তির নির্ম্মলতা স্বরূপলক্ষণের মধ্যে আদর লাভ করুক,—অষ্টপাশবদ্ধ পঞ্চোপাসক বিদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রোগবিমুক্তির জন্য গৌড়ীয় হাসপাতাল হউক—গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারিত হউক। তাহা হইলেই ভোগতাৎপর্য্যপর দেহারামিগণ জড়রোগ-বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়ালোকে স্বীয় ছানি তুলাইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন বুঝিতে পারিবেন।

গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত "বাবগাদাদের কপটতা ও অনধিকার-চর্চ্চা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ না করিলে লেখকের অসংযত মনোধর্ম্ম শান্তিলাভ করিবে না। প্রবন্ধ লেখক গৌড়ীয় Propagandaর কোন কথা যদি শুনিয়া না থাকেন, এবং বুঝিবার শক্তি লাভ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার তদ্বিষয়ে সমালোচনা করিতে যাইবার কি অধিকার আছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ পাঠক কি তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন না? অবশ্য গ্রাম্যসাহিত্যসম্পাদকগণের নিকট আমরা এই সকল উচ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক আলোচনা আশা করিতে পারি না। তথাপি অশিক্ষিত লেখকগণের অজীর্ণ-উদ্গারসমূহ দ্বারা পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবার প্রবৃত্তিই কি এইরূপ প্রলাপের কারণ? কাজী হইয়া "হিন্দুর পর্ব্ব নাই" বলিতে যাওয়া যেরূপ অভিজ্ঞতার অভাব জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ আচাররহিত অধার্ম্মিকতাকে শাস্ত্রতাৎপর্য্য জ্ঞান করিয়া অনভিজ্ঞ লেখক যে গোঁড়ামি করিতে চান, তাহাতে যে কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইতেছে, উহা বুঝিবার অধিক লোক নাই মনে করিলেও আমরা লেখকের তাদৃশী চাতুরী বিস্তারের আদর করিতে পারি না।

অগ্নিহোত্রী কশ্যপসন্তান লিখিয়াছেন যে, প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তির বক্তৃতা করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বৈষ্ণব করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রহ্লাদের বক্তৃতা না শুনিয়াই ছদ্মনামী মহাশয় ভক্তিধর্ম্ম বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! বিভীষণ যে রাবণকে রামসীতার তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই, একথা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন ব্রহ্মার মানসনন্দনের পুত্র কশ্যপের অধস্তনপরিচয়াকাঙ্ক্ষী। শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র ও শিশুপালকে কৃষ্ণভক্ত করিতে পারেন নাই এবং দুর্য্যোধন ও জরাসন্ধকে ক্ষাত্র ধর্ম্ম বুঝাইতে পারেন নাই, একথা বুঝিয়াছেন, অগ্নিজ্ঞানবাদী নামগোপনকারী চতুর্ব্বেদী মহাশয়; যেহেতু চতুর্ব্বেদের অন্তর্গত ক্ষাত্রধর্ম্ম।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি সকল যুগের অধিকার অগ্রগামীকালের ভূমণ্ডী মহাশয় বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপে তিনি লালাবাবুর 'দিন গেল" বিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া নিজ সাধনসুকৃতির ফল লাভ করিয়াছেন। যত কিছু বিশ্বাসই ভক্তি, পিতৃলোক হইতে কাশ্যপেই যেন পরিণত হইয়াছে। দাম্ভিকতা আর কাহাকে বলে? Pedantএর দর্প তাহার ভাবভঙ্গীতেই চূর্ণ হয়। বেশী বুঝদার ব্যক্তি আত্মকল্পিত হইয়া আত্মধর্ম্ম হইতে অনাত্মধর্ম্মে পতিত হন বলিয়া তুম্বুরী কুপন-নীতির অবলম্বনে ব্রাহ্মণতা হারাইয়া শূদ্র হইয়া পড়েন। সেক্সপীয়র হোরেশিওর প্রতি সম্বোধনোপলক্ষে বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে ও স্বর্গে অনেক জিনিষ আছে—যাহা তোমার স্বপ্নের ফর্ক্ন্যাশির মধ্যে নাই।"

লেখক গৌড়ীয়গণকে তাঁহারই মত পল্লবগ্রাহী মনে করিলেও গৌড়ীয়গণ অন্যাভিলাষী, ফলকামী, মনোধর্ম্মী, যোগী, ব্রতী ও তপস্বী প্রভৃতি আধ্যাক্ষিকগণকে কোন দিনই অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা আছে, তাহাই গুণ বলিয়া গৌড়ীয় ভাগবতগণ গ্রহণ করেন। ঐকান্তিক ভক্তগণের গুণদোষোদ্ভূত ত্রৈগুণ্য নাই। একটু 'সন্দর্ভ' পড়া থাকিলে অধিকারতত্ত্বের বিচারে লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি বাড়িয়া যাইত। তখন তাহাকে এরূপভাবে ফাজ্লামি করিতে হইত না।

শ্রীচৈতন্যদেব নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদীকে বা আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়জীবীকে নামকীর্ত্তন বিলাইয়া যান নাই। তাহারা যদি মনে করেন যে, সীতাহরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইলে সেই রাবণনীতি অমঙ্গলই প্রসব করিবে। স্পর্দ্ধা করিয়া সঙ্কীর্ণচিত্ত জঘন্যবৃত্তিজীবী অনেকেই বৈষ্ণব দ্রোহ করিয়াছেন, তৎফলে তাহারা অধিকতর কামুক হইয়া যে সকল অবৈধ কার্য্য করিয়াছেন, আমরা সেই সকল কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার স্পৃহা না রাখিলেও স্পর্দ্ধাকারী দুরাচার যে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণতার ব্যাঘাতকারী, তাহা দেখাইয়া দিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীধাম
চেলি— নবদ্বীপ

Reg No.C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক- শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৩ই পৌষ ১৩৩৭ রবিবার ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

নানা কথা

কৃষ্ণনগর সংবাদ

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

কৃষ্ণনগর রাজবন্দী শ্রীযুত সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়কে গত ২৬শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর জেল হইতে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। জেল-নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য তিনি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপ কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীযুত অনিল কুমার পোদ্দার গত শুক্রবার বহরমপুর জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বাস্থ্যের জন্য বাঙ্গলার আপামর সাধারণ সকলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন রোগ যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাদের দুশ্চিন্তাও তত বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

সম্প্রতি তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে যাইতেছেন; কিন্তু ইহাতেও লোকের উদ্বেগ কমিতেছে না। তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া না উঠা পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। এই জন্য গত রবিবার কলিকাতাবাসী নরনারী মন্দিরে মন্দিরে গিয়া দেবতার নিকট তাঁহার রোগমুক্তির কামনা করেন।

কৃষ্ণনগর সংবাদ

সভা করার চেষ্টায় কংগ্রেসের সম্পাদক গ্রেপ্তার

বোমা-বিস্ফোরণ

শ্রীযুত ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য

বন্দবিলায় ১০৭ ধারা

বেকার-সমস্যা লইয়া মিঃ লয়েড জর্জ্জের বাণী

ল প্রাঙ্গণে বোমা

পতাকা অভিবাদন উৎসবে বিভ্রাট

বোরসাদে শস্য ক্রোক

বঙ্গীয় জেলাবোর্ড কর্ম্মচারী সম্মেলন

শ্রীযুক্ত ভি,জে. প্যাটেলের স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত ভি, জে প্যাটেলকে তিন ঘণ্টা ধরিয়া পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকগণ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত প্যাটেল খুব দুর্ব্বল এবং তাঁহার রক্তের চাপ বেশী। দেহের ওজনও অনেক কমিয়া গিয়াছে। দেহের বাম ভাগে তিনি বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং উহা শিথিল হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রায়ই কাঁপিতেছেন ও তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে।

তাঁহার যে চারিটি দাঁত অবশিষ্ট আছে, তাহা নড়িয়া গিয়াছে এবং তিনি আহার্য্য চিবাইতে পারেন না। ফলে উপযুক্ত হজম হয় না। তলপেটের বাম ভাগে তিনি যে ব্যথা অনুভব করিতেছেন, তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া দরকার। সম্পূর্ণ রোগ নির্ণয় ও যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।

সভা করার চেষ্টায়

কংগ্রেসের সম্পাদক গ্রেপ্তার

গত রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতার তারাসুন্দরী পার্কে সভা করিবার অভিপ্রায়ে বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন শীল এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত হন। সংবাদ পাইয়া একদল পুলিস তথায় গমন করে এবং পার্কের প্রবেশ দ্বারটি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।

শ্রীযুক্ত রাজেন শীলের নিকট উপস্থিত হইয়া পুলিশ বলে যে, পুলিশ কমিশনার এই সভা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; এই আদেশ তখন শ্রীযুক্ত শীলের উপর জারী করা হয়।

পার্কের নিকটে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। পুলিশ তাহাদিগকেও সরিয়া যাইতে বলে। ইহারা চলিয়া গেলেও শ্রীযুক্ত রাজেন শীল পার্ক হইতে চলিয়া যাইতে অসম্মত হন। তিনি বলেন যে, পুলিশের আদেশ অমান্য করিয়া সভা করাই তাঁহার অভিপ্রায়।

পুলিস তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জোড়াবাগান থানায় প্রেরণ করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ১৩ই পৌষ, বুধবার - ১৩৩৭

শ্রীগৌরগৃহ গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৯ সংখ্যার পর)

তবে যে এক সম্প্রদায় 'হিন্দু' ও 'বৈষ্ণব' নাম ধারণ করিয়া প্রকৃত শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত, তাহার কারণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতার ফিলসফিক্যাল সোসাইটী হলে যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে বিরাট্ সাধারণ সভা হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ পি এইচ ডিঃ মহাশয় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,— "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপ সহরবাসী ও তৎস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনেকে এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ, যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। এখন পর্য্যন্তও কোন কোন অসদ্ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু ফলতঃ মহব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপনাপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবে।"

মায়াপুরকে "মিঞাপুর" প্রভৃতি শব্দ গায়ের জোরে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া হিন্দু ও বৈষ্ণবনামধারী কতিপয় অসৎপ্রকৃতির ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায় কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ আত্মস্বরূপ প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা হিন্দু ও অহিন্দুগণের মধ্যে সাময়িক সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের অবৈধ সুযোগ লইয়া অহিন্দু সম্প্রদায়কে মিথ্যা কথা কল্পনার দ্বারা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ঐ সকল ব্যক্তির দুরভিসন্ধির তাণ্ডব মাত্র। শ্রীধাম মায়াপুর বা নদীয়া জেলার কোন অহিন্দু এমন কি কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিও এই স্থানকে 'ঞ' দিয়া উচ্চারণ করেন না; অধিকন্তু নদীয়া জেলার সুসাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব বলেন,—এই স্থানকে নদীয়া জেলার উচ্চারণগত ধারানুসারে কেহ কেহ 'মেয়াপুর' শব্দে অভিহিত করিলেও ঐ স্থানই অকাট্যরূপে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। অহিন্দু সম্প্রদায়ের এইরূপ প্রামাণিকের উক্তি পাঠ করিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হওয়া দূরে থাকুক, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। শ্রীহট্টের উচ্চারণজনিত দোষ বা দুরভিসন্ধি হইতে 'ঞ'র আমদানী হইয়াছে, কেহ কেহ বলিলেও শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষদর্শিস্বত্বে সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি গ্রামে অহিন্দুগণ বাস করেন। তাহাতে অজ্ঞলোক কেহ কেহ মায়াপুরের নাম মেয়াপুরও বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় কিছু আসে যায় না। সরকারী কাগজ কাজিবংশের হাতে প্রাচীন দলিলাদি আছে। তাহাতে ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা আছে। আমরা কাজীবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা অবগত হইয়াছি। গ্রামের মুসলমানগণ আমাকে বর্ত্তমান যোগপীঠ দেখাইয়া বলিয়াছেন, ঐ স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে অচ্ছেদ্য তুলসীবন আছে। ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন, ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান।"

নদীয়া জেলার 'পাঁচ্' পেঁচো, 'কাণা' 'কেণা', "ডাঙ্গা" ডেঙ্গা, "মাঠের "মেঠো" "টাকা" টেকা" প্রভৃতিরূপে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে সকলেই দেখা যায়। তদ্রূপ স্থানীয় উচ্চারণের প্রণালী বশতঃ অশিক্ষিতগণের দ্বারা সংস্কৃত "মায়া" শব্দ কোথাও কোথাও 'মেয়া' শব্দে রূপান্তর হইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইবে এবং যাবতীয় অকাট্য প্রমাণ বিপর্য্যস্ত হইবে, এরূপ কথা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির হিংসামূলা কথা। ভক্তিরত্নাকর পাঠে আমরা জানিতে পারি যে নবদ্বীপের কোন কোন গ্রামের এইরূপ নামান্তর ও নামবিকৃতি ঘটিয়াছিল। কলির বৃদ্ধিতে কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবসত্যে সন্দেহবাদ আনয়ন করিবার জন্য নামবিকৃতি করিবে, —একথাও গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—

> বৈছে কলিবৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
> তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥
> কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
> কথো গ্রামনাম লোকে অন্যব্যস্ত কৈল॥
>
> (ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)

প্রয়াগরাজ "ইলাহাবাদ" পরবর্ত্তিকালে "এলাহাবাদ" বা 'পেলা', 'মাট্রা', 'অযো ধ্যা, 'আউ' 'বিন্দাবন' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইলেও মূল শব্দের দ্বারা তত্তৎস্থান অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। অন্য যে মসজিদের কোলে এবং কবরবেষ্টিত স্থানে শ্রীরামচন্দ্রজন্মস্থান ... মসজিদ ও কবরের সন্নিকট স্থানে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান মথুরা ও গোকুল অবস্থিত বলিয়াই যে উহারা ভগবজ্জন্মস্থান বলিয়া গণিত হইবে, ইহাও হিন্দুবিরোধিগণেরই পরিচায়ক।

যাহারা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রামচন্দ্রপুরের চড়া বা বাহির দ্বীপের কাঁকড়ার মাঠে মায়াপুর স্থানান্তরিত করিতে চাহেন, তাহারা এই মোটা কথাটী বুঝেন না যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যদি ঐ স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় পূর্ব্বক সেই স্থানে মহাপ্রভুর প্রতিশ্রুতিমন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরে মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করিতেন এবং ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। উহা রামচন্দ্রপুর বা বাহির দ্বীপের মাঠ প্রভৃতি নামে প্রচারিত হইত না। মায়াপুর অপভ্রংশ হইয়া মেয়াপুর হওয়া সম্ভব; ঐরূপ অপভ্রংশ শব্দদ্বারা মায়াপুরেরই প্রামাণিকতা স্থাপন করে; কিন্তু মায়াপুর কখনও রামচন্দ্রপুর বা অন্য নামে বিকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এখনও রামচন্দ্রপুরের চড়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বাহির দ্বীপের মাঠ বা ক্যাকড়ার মাঠ নামে খ্যাত, আর শ্রীধাম মায়াপুরের চড়া অন্তর্দ্বীপের মাঠ বলিয়া বিখ্যাত রামচন্দ্রপুর বামনীগার বালাস্থলী মোদদ্রুম দ্বীপেরই অন্তর্গত, কাজেই সেই স্থান কোন মতেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কল্পিত হইতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরের চড়া বা ক্যাকড়ার মাঠ নামক স্থান ও কাজির বাড়ী কোন দিন ভাগীরথীর একতীরবর্ত্তী ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ঐরূপ কল্পিত হইলে কাজী দলন দিবসের সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাজির বাড়ী আসিতে গঙ্গা পার হইতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কাজীদলন-সময়ে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হন নাই।

বালিয়াড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ক্যাকড়ার মাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়া যদি অন্তর্দ্বীপ ও মায়াপুর হয়, তাহা হইলে উহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া হইতে হয়। কারণ, গঙ্গার একদিকে শ্রীমায়াপুর ও অন্যদিকে কুলিয়া; কিন্তু যে কোন সেটেলমেণ্ট ম্যাপ দেখিলে জানা যাইবে যে, বালিয়াড়ি দেওয়ানগঞ্জের পশ্চিমে জাহাননগর (যাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে "জহ্নুদ্বীপ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মাতাপুর পড়ে। সুতরাং কোন ক্রমেই রামচন্দ্রপুরের চড়াকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

এইরূপ বিষয়ে শত শত অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রমাণ নানাভাবে লিপিবদ্ধ

শ্রীঃ ...েন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
...বাড়ী (ময়মনসিংহ)

ঢাকা-প্রসঙ্গ

গত ... শ্রীগৌড়ীয় মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গণে 'জীবে দয়া' বিষয়ে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক লোক অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ... ভারতী মহারাজ উপসংহারে তথাকথিত গোস্বামিব্রুবগণের অপসম্প্রদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামিমহোদয়ের পরিচালনায় নগর সংকীর্ত্তন সমস্ত ঢাকা-সহর পরিভ্রমণ করিয়াছিল। এবারকার উৎসবে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা জনসংখ্যা অনেক বেশী।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি৷ সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু[illegible] দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌরবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকাশানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাঙ্গার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর কাছে উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

রতিকার্য্যে বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সন্ধ্যাশ্রী ঘৃত"

পুরুষত্বাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বা জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE GOURI SANKAR MALAM 34 SOVA BAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—পোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন. তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারে পর্য্যাপ্ত এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No. C1544

টৌন—

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই পৌষ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১লা জানুয়ারী, ১৯৩১

লাহোরে খানাতল্লাস

স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীর মেডিকেল কলেজ-পরিদর্শন

সত্যমূর্ত্তি গ্রেপ্তার

জেল-কর্ত্তৃপক্ষের গান্ধীটুপী উন্মোচনে হুকুম

বড়লাটের বক্তৃতা

রিভলভারসহ ২ জন মুসলমান গ্রেপ্তার

কারামুক্তি

বেরারে সম্পত্তি লুট ও গৃহদাহ

বনাওয়ারেন্টে খানাতল্লাস

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

নানা কথা

লাহোরে খানাতল্লাস

পঞ্জাব লাটকে গুলী করা সম্পর্কে 'প্রতাপ' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয় কৃষাণের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছে। কিন্তু পুলিস কিছুই লইয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

২৯শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত সহরে খানাতল্লাসের জন্য ২৪টি পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭ ও ১২০ খ ধারা অনুযায়ী ১২ জায়গায় খানা-তল্লাস করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ভগৎ সিংহের পিতা কিষেণ সিংহ ও ডাঃ খানচাঁদ দেবের বাড়ী উল্লেখ-যোগ্য। এ পর্য্যন্ত লাহোর ছাত্র সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি দুর্গাদাস, ফোরম্যান, খৃশ্চান কলেজের ছাত্র ও 'প্রতাপের' স্বত্বাধিকারী মহাশয় কৃষাণের পুত্র বীরেন্দ্র এবং নবজীবন ভারত সভার কর্ম্মী আসান এলাহী এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হই-য়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি বড়লাটের ট্রেণে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রকাশ মর্দ্দান নামক স্থানে ধৃত তিন জন হিন্দু যুবককে লাহোর কন-ভোকেশনে গুলী মারা ব্যাপারের তদন্তের জন্য পেশোয়ারে আনয়ন করা হইয়াছে। পুলিস মর্দ্দানে আসামী হরিকৃষণের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে।

সত্যমূর্ত্তি গ্রেপ্তার

তামিল নাইড়ু কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে জাতীয় পতাকা অভিবাদন উৎসব সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তা-রের পূর্ব্বে পার্থসারথি মন্দিরের বিপরীত দিকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক আদেশ জারী করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি জাতীয় পতাকাসহ উক্ত মন্দিরে আসেন। খদ্দর পরিহিত অনেক লোক তাঁহ[illegible] করেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে এক দল মহিলা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আসেন। নিষেধাজ্ঞাকারী ডেপুটী কমিশনার মিঃ মুলাই ঘটনাস্থলে বড় এক দল পুলিসসহ উপস্থিত ছিলেন। মহিলারা চলিয়া যাইবার পর মিঃ মুলাই শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলেন, এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি উত্তরে বলেন, তিনিই ঐ আদেশ অমান্য করিতেছেন, ইহার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও পুলিস কমিশনারের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার পর জনতাকে ২ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে বলা হয়। জনতা সে আদেশ অনুসারে কার্য্য করে।

স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী

মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন

বাঙ্গালার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় লেপ্টেন্যাণ্ট বিজয়-প্রসাদ সিংহ রায় সাজ্জেন জেনারল সমভিব্যাহারে গত ২৮শে ডিসেম্বর সোম[illegible] সকালে মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। হাস-পাতালে রোগীদের বন্দোবস্ত দেখিয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন। তৎপর অধিকতর স্থান সঙ্কুলান ও আবশ্যকীয় উন্নতি-সাধনের বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহাদের বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গান্ধীটুপী উন্মোচনের হুকুম

সিন্ধো 'সমর পরিষদের' অধিনায়ক ও আজমেরার অধিবাসী শ্রীযুক্ত ... গতে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ... গত ২৬শে ডিসেম্বর মুক্তি পাইয়াছেন।

... ও পাঞ্জে এক ... করিয়াছেন। তিনি ... ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে জেলের ... নৈতিক বন্দীদিগকে গান্ধীটুপী খুলিয়া ফেলিতে আদেশ করা হয়। বন্দীরা উহাতে অস্বীকৃত হয়। অতঃপর তাহাদিগকে ব্যারাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে জেলে পাগলা ঘণ্টি বাজান হইয়াছিল। সহর কোতোয়ালীর পুলিস অবিলম্বে আসিয়া জেলের প্রাচীর ঘেরাও করিয়া ফেলে। পুলিসের কর্মচারীরা জেলের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং ওয়ার্ডারদের সাহায্যে বন্দীদের মস্তক হইতে বলপূর্ব্বক টুপী খুলিয়া লয়েন।

পুলিসের এই কার্য্যের প্রতিবাদে রাজনৈতিক বন্দীরা তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা শুধু ল্যাঙ্গট পরিয়া ও কম্বল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকজন শিখ বন্দী ব্যতীত অপর সকল রাজবন্দীই ... অনশন করিয়াছে। জেল কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিবাদে বন্দীদের সকল ... হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বন্দীদিগের সহিত তাহাদের আত্মীয়গণের সাক্ষাৎকার বা পত্রের আদান প্রদান আর চলিতেছে না।

প্রকাশ শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ও শ্রীযুক্ত আচার্য্য রাম অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। আচার্য্যের দেহের ওজন ১৮ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

বড়লাটের বক্তৃতা

প্রকাশ, আগামী ১৭ই জানুয়ারী সভাপতি নির্ব্বাচনের পর বড়লাট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতা করিবেন।

রিভলভার সহ মুসলমান গ্রেপ্তার

গত সোমবার অপরাহ্ণে সি, আই, ডি, পুলিস দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ও আপার চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে দুইজন মুসলমানকে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ঐ স্থানে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা ঐ দুইজন মুসলমানকে অনুসরণ করেন এবং তাহারা একটু নির্জ্জন স্থানে দণ্ডায়মান হইলে কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে না পারায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধানে ঐ ব্যক্তিদের একজনের কোর্টের নীচে গুলী ভরা একটী রিভলভার পাওয়া যায়। আসামীদ্বয়কে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কারামুক্তি

বাগবাজারের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নাগ, পীতাম্বর দত্ত, বিনোদ সোম, অশ্বিনী দত্ত, আবদুল গণি, রমেশ বসু এবং গণেশ দত্ত নামক সাতজন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে ৪॥০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গত শনিবার বহরমপুর জেল হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন।

বড়বাজারের নিমাইচরণ বন্দ্যো... রামানন্দ নন্দী, বৈদ্যপুরের বিশ্বেশ্বর নন্দী, নিতাইচাঁদ দত্ত ভোগের পর সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় পিকেটিং করার ... ধৃত হইয়াছিলেন।

বেরারে সম্পত্তি লুঠ ও গৃহদাহ
৬০ জন গ্রেপ্তার

বেরারে জনতা কর্তৃক লুণ্ঠন ও গৃহদাহের ফলে কয়েকটী গ্রামে আনুমানিক ৮।১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রকাশ, শস্যাদির অল্পমূল্য, খাদ্যাভাব ও ঋণের ফলে অসন্তুষ্ট কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া ভূম্যধিকারী ও মহাজন মাড়োয়ারী এবং ব্রাহ্মণদিগের সম্পত্তি লুঠ করে। গত ২২শে ডিসেম্বর প্রথম হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রায় ২ শত কৃষকের সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। উহার পর ৩ দিন অন্যান্য গ্রামেও জনতা কর্তৃক ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিতে এবং কোন কোন স্থানে দিবাভাগে লুণ্ঠন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিবি-নামক গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হাঙ্গামা হইয়াছে। তথায় প্রায় ৫ শত লোক ১৩জন ভূম্যধিকারী ও মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাদের শস্য ও ধনরত্ন লুঠ করে এবং দলিল ও হিসাবের খাতাপত্র পোড়াইয়া ফেলে। ঐ সমস্ত বাড়ীর লোকগণ প্রাণভয়ে সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাঙ্গামাস্থলে উপস্থিত হন। উহার পর আর কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। অপরাধীদের ২ জন নেতা সহ ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। লুণ্ঠিত কতক সম্পত্তিও উদ্ধার করা হইয়াছে।

বিনা ওয়ারেণ্টে খানাতল্লাস

গত ২৭শে ডিসেম্বর সকালে ৯ টার সময় সহরের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রভাকর ভট্টাচার্য্যের দোকানে স্থানীয় পুলিস ২ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করে, কিন্তু সন্দেহজনক ... পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যকে থানায় লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ আটক রাখিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের নামে খানাতল্লাসের কোন ওয়ারেণ্ট ছিল না।

সহরের আর একজন কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিভাবককে সার্কেল ইন্সপেক্টার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সেনকে কংগ্রেসের সভা করিতে বা কংগ্রেস কার্য্যালয় পুনরুদ্ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

আগামী ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া, বড়লাট মহোদয় কর্তৃক দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

সুনামগঞ্জের সমর পরিষদ

গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সুনামগঞ্জের কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। বৈঠকে নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়ার পর কার্য্যপদ্ধতির ধারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ... লালা প্রশান্ত দে সুনামগঞ্জে 'সমরপরিষদের' পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সহরে রাস্তায় রাস্তায় কয়েকটী দল গান গাহিয়া বেড়াইয়াছে। ঐ দিনে সুনামগঞ্জের জনসাধারণ সেনগুপ্ত দিবস পালন করিয়াছে। এই উপলক্ষে একটী শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। তৎপরে স্থানীয় টাউন হলে একটী সভাধিবেশন হয়। সহরের 'সমর পরিষদের' অধিনায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভদ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লালা প্রশান্ত দে, লালা শরদিন্দু দে, রাজেন্দ্র নন্দী, গোপিকা দত্ত ও চিত্তরঞ্জন দাস এই সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের আশু আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া এই সভায় কার্য্য শেষ হয়।

নূতন অধিনায়ক পদে বাঙ্গালী

সংবাদে প্রকাশ, 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও দালাল শ্রীযুক্ত জে, সি, মিত্র বোম্বাই সমর পরিষদের বিংশতিতম অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোরসাদে শস্য ক্রোক

বিগত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে রাসের পুরুষোত্তম ভুলাভাই যখন তাহার ক্ষেত্র হইতে গাড়ী বোঝাই কলাই তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিল, তখন ৫০ জন বারিয়া তাহাদের নূতন নেতা খানাম কামানের নেতৃত্বে তথায় উপস্থিত হয় এবং গাড়ী ও কলাই ক্রোক করিয়া রাসের পুলিশ ক্যাম্পে লইয়া যায়। অতঃপর ঐ বারিয়াগণ পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে গমন করিয়া অবশিষ্ট শস্য স্থানান্তরিত করে।

কলিকাতায় পিকেটিং

প্রকাশ, অন্যান্য দিনের মত গত ২৯শে ডিসেম্বর জোড়াবাগান নারী সমিতির ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নূতন বাজারে ও হাটের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছে। এই সমিতির একদল স্বেচ্ছাসেবক চিৎপুর রোড ও ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে বিদেশী শীত বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছে। এই দিন কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ২৮শে ডিসেম্বরও এই সমিতির পক্ষ হইতে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সমর পরিষদের সভানেত্রী দণ্ডিত

সমর পরিষদের ঊনবিংশ সভানেত্রী শ্রীমতী অবন্তী বাজরাত ও অপর কয়েক জন লোককে গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিচারার্থ তাহাদিগকে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ইন্দ্রবদন মেটার আদালতে উপস্থিত করা হয়। শ্রীমতী বাজরাতকে ও সম্পাদিকা শ্রীমতী বীরবালাকে ১৭ (১) ও ১৭ (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্তা হইয়া ৩ ও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন। তিন জন সদস্য উক্ত উপধারায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস ও ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সকলেরই উভয় দণ্ড এক সঙ্গে চলিবে। অধিকন্তু উলেমার কাপ্তেন মির্জ্জা আবদুল বাকিরালী গত রবিবার ধৃত হইয়াছেন। আগামী ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিহার উড়িষ্যায় প্ররোচনামূলক ২য় অর্ডিনান্স জারি

বিহার উড়িষ্যা গেজেটের এক বিশেষ সংস্করণে ঘোষিত হইয়াছে যে, বে-আইনী প্ররোচনামূলক (২য়) অর্ডিনান্স অনুযায়ী কাউন্সিল সহিত লাট সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ অর্ডিনান্স প্রয়োগের স্থান বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। গ্রাম্য চৌকীদারী আইন, ছোটনাগপুর গ্রাম্য পুলিস আইন, সাঁওতালপরগণা, বিহার উড়িষ্যা পল্লী শাসন আইন এবং গ্রাম্য পুলিস আইন অনুযায়ী যাহা যে কোনও কর দেয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রাহ্মসূত্রকা ভগসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। [illegible] ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴.
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সংখ্যাবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-লক্ষ্মী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। কল্পদ্রুমম ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম ।০
৬০। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনানন্দক, নিরপেক্ষ সমালোচক অজ্ঞান ও অবোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, তন্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ সন্দর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমান

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই পৌষ ১৩৩৭ শুক্রবার ২রা জানুয়ারী, ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে ছাত্রসভা

হাওড়ায় আইন-অমান্য পরিষদে পুলিসের হানা

আমেদাবাদ বোমার জের

শোচনায় আত্মহত্যা

রাজবন্দীর কারামুক্তিতে অভিনন্দন ও শোভাযাত্রা

লক্ষ্ণৌএ পিকেটিং

নারায়ণগঞ্জে প্রভাতফেরী

ডাঃ বেস্যাণ্টের বক্তৃতা

প্রজাতন্ত্রের অফিসে খানাতল্লাস

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে ছাত্রসভা

গত ২৮শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে নদীয়া জিলা ছাত্রসমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের পর বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমেদাবাদ বোমার জের

গত শনিবারে আমেদাবাদে দর্জ্জির দোকানে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে কেশবলাল বাপালাল নামক একজন মোটর চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কেশবলাল গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মোটর চালক ছিল। পুলিস উহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে।

প্রকাশ, রতন পোলের বোমা-বিস্ফোরণ সম্পর্কে যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত এসোসিয়েশনের কোন সম্পর্ক নাই।

এক জন ধৃত ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত অবস্থায় রহিয়াছে, সে পূর্ব্বে এসোসিয়েশনের সদস্য ছিল বটে, কিন্তু ৪ মাস পূর্ব্বে সম্পর্ক ত্যাগ করে।

হাওড়া আইন অমান্য পরিষদে
পুলিসের হানা

গত ৩০শে ডিসেম্বর হাওড়া আইন অমান্য পরিষদের আফিসে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। দুই জন সাব ইনস্পেক্টর ৩০ জন কনষ্টেবল ও ১ জন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট আইন অমান্য পরিষদের আফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেস্থানে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, পুলিস নাকি এই আফিস হইতে খাতাপত্র ও স্বরাজ পতাকা লইয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি এই পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত দত্তকে থানায় লইয়া গিয়াছিল। সেখানে তাহাকে ৪ ঘণ্টা আটক রাখা হইয়াছিল। তারপর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গোলটেবিলে মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজের অভিমত

মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ ইংলণ্ড হইতে কেপ টাউনে আসিলে রয়টারের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত বৈঠকের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, বৈঠকের কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত এই বৈঠকসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও লর্ড স্যাঙ্কি সকলের সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসার জন্য যেরূপ করিতেছেন, তাহাতে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এই সূত্রে জানাইয়াছেন যে, আর্থিক কর্তৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি বড়ই গুরুতর।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী শ্রীযুত হেমন্ত ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কোন্ ধারায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বিবিধ সংবাদ

শোচনীয় আত্মহত্যা

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, বিভাভূষণ গত ৩০শে ডিসেম্বর নিজ মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। মাত্র ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া ৪০ হাজার টাকা যৌতুক পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায় নাই।

রাজবন্দীর কারামুক্তিতে অভিনন্দন ও শোভাযাত্রা

মদের দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে জিলা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শশী সাহা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বাঙ্গলা-বাহিনীর দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গত রবিবার তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। [illegible] কর্মীরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং একটি শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্ণে টাউন হল প্রাঙ্গণে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। উকিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েকজন কারামুক্ত স্বেচ্ছাসেবক ঐ সভায় কারাগারের ঘটনা বিবৃত করেন। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও নবীনগরের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ রায় ঐ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

বৈদ্যপুর য়ুনিয়ন কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আবদুল গফুরকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নোটিশ দিয়া কালনার মহকুমা হাকিম তাঁহাকে মহকুমার মধ্যে বক্তৃতা করিতে এবং মন্তেশ্বর এবং পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে শ্রীযুক্ত সরকার আড়াই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের অফিসে খানাতল্লাস

বাখেরগঞ্জের সদর পুলিসের ইন্স্পেক্টার ৪ জন দারোগা ও ১২ জন কনষ্টেবলের সহিত গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রত্যূষে খানাতল্লাসের পরোয়ানা লইয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'প্রজাতন্ত্র' অফিসে হানা দেন। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস চলে। উৎসবের সময় কমিশনার অধিনায়ক শ্রীযুক্ত গোলোকনাথ দের 'জনসাধারণের প্রতি নিবেদন' যে সংখ্যায় 'প্রজাতন্ত্রে' প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দিনের সকল কাগজ ও ম্যানুস্ক্রিপ্ট লইয়া গিয়াছে। একটি পুরাতন ও অকর্ম্মণ্য সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্র ঐ ছাপাখানায় ছিল, তাহা ক্রোক করা হয়। পুলিস সন্দেহ করে যে, গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের যে বুলেটিন বাহির হয়, তাহা ঐ যন্ত্রে ছাপা হইয়াছিল।

পত্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মজুমদার বর্ত্তমানে জেলে আছেন, তাঁহার নিকট কতকগুলা কাগজ, ফাইল, তাঁহার লিখিত একটা উপন্যাসের কাপি ছিল। সেগুলি অফিসে একটি আলমারীর মধ্যে ছিল। তিনি জেলে যাইবার পূর্ব্বে নিজের নাম সহি করিয়া ঐ আলমারীতে সীল করিয়া যান। ঐ আলমারীর সীলও ভাঙ্গিয়া পুলিস নাকি কাগজপত্র লইয়াছে।

[illegible] পুলিস খানাতল্লাসের সময় নাকি [illegible] অফিসের সকল জিনিষ ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রেস অর্ডিনান্স পুনরায় জারী হওয়ার প্রতিবাদে 'প্রজাতন্ত্রের' প্রকাশ বন্ধ রাখা হইয়াছে।

নিখিল এসিয়া শিক্ষা সম্মিলন
ডাক্তার অ্যানীবেসাণ্টের বক্তৃতা

গত ২৭শে ডিসেম্বর নিখিল এসিয়া শিক্ষা সম্মিলনের কার্য্যতালিকা অনুসারে কয়েকটা সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় সম্মিলনমণ্ডপে ডাক্তার অ্যানীবেসাণ্ট 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় প্রায় কুড়ি হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বেসাণ্টের শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় ২৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। অধ্যক্ষ শেষাদ্রি তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, লেখিকারূপে ডাক্তার বেসাণ্ট সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। যে থিওসফিক্যাল সোসাইটী জগৎপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া জনহিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তিনি তাহার সভানেত্রী, উপরন্তু যে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ আজ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত, উহার প্রতিষ্ঠাত্রী তিনি। ডাক্তার বেসাণ্ট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন এবং বলেন যে, উহা অতুলনীয় ছিল; সেই শিক্ষার ফলে বহু প্রতিভার উদ্ভব হইয়াছিল।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় নোটীশ

শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথপথি মুদালিয়র মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে এক নোটীশ দিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাঁহাকে এখনই মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। সভায় এই প্রস্তাবের আলোচনা হইবে।

বোম্বাই হইতে যে ২ জন চিকিৎসক আসিয়া কয়েম্বাটুর জেলে শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, ঐ রিপোর্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত রিপোর্টের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভারত সরকারের নিকটও নাকি প্রেরণ করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে প্রভাত ফেরী

স্থানীয় সহর পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রভাত ফেরী যথানিয়মে চলিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সহরের বিভিন্ন রাজপথে ভ্রমণ করে। তাহাদের সঙ্গে বড় একটা জাতীয় পতাকাও থাকে।

নারায়ণগঞ্জে পিকেটিং

কোন সূতার দোকানে ৮ দিন ধরিয়া পিকেটিং চলে। শুনা যায়, বিবিধ প্রতিশ্রুতি অমান্য করিয়া নাকি বিদেশী সূতা বিক্রয় করা হয়। আরও শুনা যায়, প্রথম দিন বিলাতী সূতা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পুলিসের সাহায্য সত্ত্বেও চেষ্টা ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয় দিন পুলিসের সাহায্য লওয়া ও কয়জন গুণ্ডা আনয়ন করা হয় বলিয়া প্রকাশ। দোকানে পিকেটিং করিতে যাইয়া কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক লাঞ্ছিত হন। ৮ দিন পিকেটিংএর পর মালিক প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে তিনি আর বিদেশী সূতা আমদানী বা বিক্রয় করিবেন না।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র দাস ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্থানীয় সহরপরিষদের একদল স্বেচ্ছাসেবক ত্রিপুরা জিলার রামচন্দ্রপুরের হাটে সূতার দোকানে পিকেটিং করিতে প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা জিলার সিদ্ধিরগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে তাহারা তথায় পিকেটিং করে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্ট সিদ্ধিরগঞ্জ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা ছিলেন। রামচন্দ্রপুরের ব্যবসায়ীরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে বিদেশী সূতা বিক্রয় বা আমদানী করিবেন না; কাজেই পিকেটিং প্রত্যাহৃত করা হইয়াছে।

গোপালদীতে সহরপরিষদের ছাউনী খোলা হইয়াছে। তথায় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রত্যহ প্রভাতফেরী বাহির হইতেছে।

ডাঃ দত্ত কতিপয় স্বেচ্ছাসেবকসহ মাধবদী যাত্রা করিয়াছেন। তথায় লোকে যাহাতে বিদেশী সূতা না কেনে তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ বুঝাইবেন।

কলিকাতায় পিকেটিং

বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীর প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক বড় বাজারের চাকা পটী, মনোহরদাস ষ্ট্রীট, ক্রশ ষ্ট্রীট ও অন্যান্য স্থানের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা নানা প্রকার দেশাত্মক ধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, পথিক ও দোকানদারদিগকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ ও উপরোধ করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া একটা বিরাট ভীড় জড় হয়। প্রকাশ, কতকগুলি রাস্তায় লোক চলাচল পর্য্যন্ত নাকি বন্ধ হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া পুলিস অকুস্থলে আসে ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সরিয়া যাইতে বলে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ৩ জন পুলিসের সে কথায় কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্বেরই মত পিকেটিং করিতে থাকে। অতঃপর তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন মহিলা সমিতির প্রায় ২০ জন মহিলাও এই দিন বড়বাজার অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তায়—বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছেন। তাঁহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া বড় বাজারের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করিয়াছেন। এই দিন পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৭শে ডিসেম্বর সকাল ১১টার সময় নিখিল ভারত শিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এ, এইচ, ম্যাকেঞ্জির দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ ম্যাকেঞ্জি শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(তারের সংবাদ)

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণে দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করিয়াছেন—এ সংবাদ নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ রাজমহেন্দ্রী হইতে তার করিতেছেন,—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কতিপয় শিক্ষিত ভক্তের সহিত শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে দক্ষিণভারতে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ঐ প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপন করিতেছেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে যাজপুর দর্শন ও তথায় শ্রীবরাহদেবের মন্দির-প্রাঙ্গন-মধ্যে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনসহকারে গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পাবি শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী চিকাকোল রোড পর্য্যন্ত আগমন করিয়া পরমহংস মহারাজকে বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যান এবং ঐদিবস অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন স্থাপনার্থ প্রস্তুত একটী নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগৌর-পাদচিহ্ন স্থাপিত হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্নে চিকাকোল টাউন বাংলোতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীভাগবত-বাণী শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন।

পরদিবস অপরাহ্নে মনোহর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীল প্রভুপাদ সিংহাচল পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া তথায় আর একটী নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদচিহ্ন স্থাপন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশন অতিক্রমকালে বহু শিক্ষিত সজ্জন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোস্বামী মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি কভূরের দীর্ঘ নীরবতাকে নির্ব্বাসন প্রদান করে। অভ্যর্থনাকারীগণ কভূর পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণুপাদাচার্য্যবরের অনুগমন করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৩০) প্রাতে বহুসংখ্যক শিক্ষিত সজ্জন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উৎসুকচিত্তে পরম আগ্রহের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত রায় রামানন্দের মিলন-স্থান গোদাবরীতীর পর্য্যন্ত আচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদের অনুগমন করিলে তথায় বিশেষ সমারোহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন স্থাপনোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

গত মঙ্গলবার ১৪ই পৌষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীপাদ করুণাকর ব্রহ্মচারী তদীয় পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠের পাঞ্চরাত্রিকগণের আনুগত্যে সাত্বত-বিধানে একাদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুমধুর পদাবলী ও গুর্ব্বষ্টক গীত হয়। তৎপরে শ্রীনামবাসী বৈষ্ণবগণকে প্রচুরপরিমাণে শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

প্রতিবাদ

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা)

আমি 'দৈনিক বসুমতী'তে 'গৌড়ীয়-ভক্তিধর্ম্ম' নামক দুইটী প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রবন্ধদ্বয় সম্পাদকীয় নহে। লেখক যে-নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহা ছদ্মবেষ মাত্র। সুতরাং তাঁহার আর্জ্জব, সত্যপ্রিয়ত্ব ও সৎসাহসের অভাব দেখিয়া তাঁহার অভিসন্ধির সহিত গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বসুমতীর একেবারে যে সহানুভূতি নাই, আমি এরূপ মনে করিতে পারি না। গীতায় পাঠ করিয়াছি যে, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম ব্যক্তিগণই 'আমি কর্ত্তা'—এরূপ অভিমান করে এবং প্রতিদিনেও দৈন্য ও আসুর-প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। 'পরের স্বভাব ও পরের কর্ম্মের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে নাই' এই শাস্ত্রবাক্য যে-স্থলে অবজ্ঞাত হইয়াছে, সে স্থলে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই পরনিন্দা কারীকে আপন বলিয়া সম্মান করেন না যে-স্থলে দৌরাত্ম্য বাসনায় মৎসরতা-বৃত্তি প্রবল, সে স্থলে তাহা জগতে কোন শুভ আবাহন করে না।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে ভক্তি নাই বলিয়া সেই সকল মার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ ভক্তের নিন্দা, ভক্তির নিন্দা করিয়া আত্মমানি আনয়ন করিতেন। তাহা হইতে রক্ষা করা শুভানুধ্যায়ীর কর্ত্তব্য। সেই সূত্রে আমরা দুই একটি কথা ঐ দুইটী প্রবন্ধের প্রতিবাদের মঙ্গলের জন্য সাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছি।

ভক্তিবিদ্বেষী প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক যিনিই হউন না কেন, তাঁহার দুরভিসন্ধি ও জগতের অমঙ্গলোৎপাদন-বাসনা বুঝিয়া ফেলিতে কেহই অসমর্থ নহেন। পারত্রিক কাতরতা প্রকাশ করা ও গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা নীতিপরায়ণ মানবসমাজের কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে ন্যায়-বিগর্হিত চেষ্টা দেখা যায়, সে-স্থলে উহা 'অবৈধ' নামে কথিত হয়। প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক যে-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় ভ্রমপূর্ণ বিবরণ ও বিচার প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা, মৎসরতা, কপটতা প্রভৃতি গুণরাশি প্রবন্ধদ্বয়ের বহুস্থানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

লেখক নিজ স্বরূপ বর্ণনে যে রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মশ্লাঘা, পরকুৎসা ও কুতত্ত্বোপাসক্তির জন্য হিংসা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। এরূপ শোচ্য অনভিজ্ঞের কুরুচি ও দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহার সচ্চরিত্রতা আক্রান্ত হইবে। তথাপি বাধ্য হইয়া কয়েকটী কথা বলিতেছি।

তিনি ভক্তিপথকে আক্রমণ করিয়া যে কীর্ত্তনবিরোধ করিয়াছেন, তাহা অশাস্ত্রীয় ও বেদবিরুদ্ধ। একটু ভক্তি-সন্দর্ভের আলোচনা থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী হইয়া তিনি যে প্রচার-নিন্দা করিয়াছেন, উহা তাঁহার শাস্ত্রতাৎপর্য্যবুদ্ধির অভাব মাত্র। কৃত্রিম ভাবাবেশের পক্ষপাতী লেখক যে দুরভিসন্ধিমূলে সত্যের প্রতিকূল হইয়াছেন এবং আপনাকে যে বেদ বিরোধী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংস্কার-পক্ষে অবৈধ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। তৎপরে চাপরাশের গল্প, মাঝকাঠের গল্পের অবতারণাপূর্ব্বক তাঁহার যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বেদের অপমান, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তবৃন্দসম্বন্ধে কালবিশেষের প্রচারকের সহিত সমান মনে করা কম অনভিজ্ঞতার পরিচয় নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত আচার-প্রচারকে বাধা দিবার উদ্দেশে তিনি যে যে কৌশল করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, বেদশাস্ত্র কোন দিনই ঐ কথার অনুমোদন করেন না। 'ভক্তির অধিকার' বিষয়ে তাঁহার যে শিশুমনোচিত জ্ঞান, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। তিনি স্বয়ং 'materialist' হইয়া ঈশ্বর ও বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিকে তাঁহার ভোগের বস্তু মনে করায় এবং তাঁহার প্রেয়ঃপথকেই আচারের দর্শনীয় বলায় ——— ——— ——— হইয়াছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী এই লেখকের ন্যায় পথ-ভ্রান্ত পুরুষ জনগণকে উদাহরণ-স্বরূপ যে অতি মূঢ় পন্থার সহিত তুলনা করিয়া বিচার লিখিয়াছেন, সেই বিচার-পারম্পর্য্যে লেখকের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আপাত দর্শন তাঁহাকে বিড়ম্বনা-স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। লেখকের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা বশতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। আলোচনা না করিয়া লিখিতে গেলে এইরূপ ভ্রমকাহিনীই আসিয়া উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশের জনৈক কবি একদিন সেরূপ চৈতন্য দ্বারে প্রবেশ করিবার বাসনা করিয়া ও অপমানিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ লোক বসুমতীর দুয়টী প্রবন্ধ প্রবন্ধের দ্বারা যে স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছেন, অনেকেই পাইয়াছেন। 'সাধক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর' বলিয়া ভাবুকগণের যে কথাটী আছে, তাহার উদাহরণস্থল লেখকের অত্যন্ত পরিচয় স্থাপন করিতেছে। এইরূপ গণ্ডমূর্খসমাজে শঙ্করীর উক্ত অলঙ্কার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতে গিয়া লেখক নিজের ওজন বুঝিতে পারেন,

নাই এবং এইসকল বালচাপল্য পাঠকগণের জন্য তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা নেড়ানেড়িদলেরই উপযোগী, শিক্ষিত সমাজে এইরূপ লেখকের অমিতভাষণে কোন আদর নাই। তাঁহার অসংলগ্ন অতিরঞ্জিত লেখনী শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ-ভক্ত গৌড়ীয়গণ পড়িবামাত্রই বুঝিতে পারেন। তাঁহার কর্ত্তা সাজিবার অভিপ্রায় ও মোড়লী সংস্কৃতভাষাকুশলতা বালক-সমাজে আদর লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে, 'আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু' বাক্যানুসারে লেখকের আত্মশ্লাঘা অসত্যই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

খণ্ডকালের ভীষণ দংষ্ট্রাঘাতে আহত হইয়া তাঁহার অশিক্ষিত সনাতনধর্ম্মকে বিকৃত প্রতিপাদন করায় উহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। তাৎকালিক মায়াবাদ-প্রচারক শ্রীশঙ্কর যদি জীবের নিত্য ভগবদ্ভক্তিতে জীবকে না লইয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বেদ-বিরোধী মায়াবাদ বেদান্তরূপ সমাজ গ্রহণ করিবেন কেন? কালে কালে মনুষ্যসমাজে যে বেদবিরোধী ভাবসমূহ জীবকে কর্ত্তাভিজ্ঞ করিয়া ফেলিয়াছে, সেরূপ আত্মম্ভরিতাকে অক্ষুণ্ণ "সনাতনধর্ম্ম" বলিয়া বিচার করিতে গিয়া লেখকের যুক্তি-দুর্ব্বলতা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে,—ইহাই বিচারকমাত্রের বিবেচ্য।

সমন্বয়বাদী, অদূরদর্শী, অন্তরসত্রমস্ত লেখনী তাঁহাকে নিত্য বাস্তব-বস্তু—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

—শ্লোক হইতে বিচ্যুত করিয়া মায়াবাদ-প্রণালীতে প্লাবিত করাইয়াছে। লেখক নিজের অজ্ঞতাজনিত সাধু-তাহাকে অনেকের আপত্তি আছে।

প্রথম প্রবন্ধের শেষভাগে বামন হইয়া লাফ দিয়ার চেষ্টা করিতে করিতে চন্দ্র স্পর্শ করিবার দুরাশা তাঁহাকে উন্নবর্ণের উপাধিতে পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কথিত পাষণ্ডীদিগের সহিত অভেদজ্ঞানে লেখক যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা জানিতে তাঁহাকে বিশুদ্ধ হিন্দু ঐকান্তিক ভক্তগণ অসম্ভাব্যজ্ঞানে এক পংক্তিতে বসিতে দেন না।

"বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যে প্রবেশ করিতে হইলে আর একটু লেখাপড়া জানা আবশ্যক। তখনই দারিদ্র্যবুদ্ধি লেখকের সঙ্কীর্ণ ভাণ্ডারে সেই প্রতিভা না থাকায় উহার অর্থলাভ তাঁহার ভাগ্যে সম্ভব নয়। প্রত্যেক অনধিকারী ব্যক্তি স্বীয় গল্প-সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া এরূপ শাস্ত্রের গ্লানি করিয়া থাকেন। আমরা সেই অনভিজ্ঞ পর্য্যায় হইতে লেখককে উত্তোলন করিতে ইচ্ছা করি। যাহারা নিত্যমায়াকে অগ্রাহ্য করে এবং নিত্য-সাঁইকে বিরূপে গ্রাহ্য করা হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহারা ধর্ম্মের মূলে আঘাত করিয়া এইরূপ লেখকাদি লিপিয়া থাকে। তাহাদের শোচ্য অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার মানসেই গৌড়ীয়গণ সত্য প্রচার করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে "অপোমার্জ্জন" মন্ত্র প্রবেশাধিকার-রহিত লেখকের 'সত্য' শব্দের ধারণা 'কুহকাবৃত'। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অবাস্তব বস্তুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লেখকসদৃশ অনভিজ্ঞ সমাজকে নিষেধ করিয়াছেন। আবার ভাগবতপাঠের অভাবহেতু অজ্ঞ-সম্প্রদায় যেরূপ কল্পনা-প্রভাবে সূত্রের অঙ্কন করেন, তাহা হইতে বাস্তব সত্য শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। সুতরাং "অপোমার্জ্জন" মন্ত্রটীতে লেখককে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাশীধামের সাক্ষাৎগ্রহণে লেখক যে সত্যের প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা নশ্বরতায় আবদ্ধ। ঐ সকল আপেক্ষিক কথা লইয়া যাঁহারা সম্বল বোধ করেন, তত্ত্ব তাঁহাদের বিচারশক্তি! আধ্যক্ষিক লেখক তাঁহার প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদর্শনমূলে শব্দের অবিবৎ রূঢ়ি আশ্রয় করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে সন্দিগ্ধ রজকের ন্যায় বঞ্চিত হইবার যোগাড় করিয়াছেন রামচন্দ্র সেই রজকের গুরুকিসন্ধিমূলে অসম্ভাষণ স্বীকার করিয়া তাহাকে যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, সে শাসন হইতে আধ্যক্ষিকগণের ন্যায় লেখক যদি অবসর না পান তাহা হইলে আর শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব প্রভৃতির কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিবেন না। কুহকযুক্ত সত্য, আপেক্ষিক সত্য, স্থানবিশেষে তাৎকালিক সত্য কিছু শাস্ত্র-সত্যের সহিত এক বস্তু নহে—একথা বাস্তবসত্য-বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় যাহাদের হয় নাই, তাহাদের শিরঃশূলে আধ্যক্ষিক লেখক সত্যবিষয়ক শিক্ষার অভাবেই নিজের উন্নতি সাধন করিতে পারেন না।

লেখকের ন্যায় আপাতদর্শ-কুশল অনভিজ্ঞজনগণের জন্য যে ইতিহাস আছে, তাহা অল্পবিদ্য জনগণের বোধ্য নহে সত্য; "অক্ষৌহিণী" ছায়াবলম্বী বা 'নবমাতৃক' ছায়াবলম্বী জনগণ 'বৃক্ষতত্ত্বানুশীলক' চারে অধিকার লাভ না করায় তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই আছেন। তাঁহাদের অনুগমন করিয়া 'স্বর্গ' কাহাকে বলে, 'বৈকুণ্ঠ' কাহাকে বলে, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান কাহাকে বলে, "ব্রহ্মসাযুজ্য" ও আছে, তাহাতে প্রবেশাধিকার না পাইয়া লেখক যেরূপ স্বীয় অশিক্ষিতাভিমানে দৃপ্ত হইয়াছেন, সেরূপ অল্পবিদ্যা লইয়া তাঁহার যে অনুভূতি ও বিবরণ সংগ্রহ, তাহাতে নানাপ্রকার বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল অনভিজ্ঞতাদোষে দুষ্ট লেখনী যে ধারণা করিয়াছে, তাহা সারটিনার ভেকধারীর চেলাগিরি মাত্র। সুতরাং ঐরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্য লইয়া যে সাটিয়া প্রতিষ্ঠা দেখাইবার চেষ্টা, তাহাকে কোন শ্রীচৈতন্যদাসই গোলে হরিবোল দিতে দিবেন না। ভাড়ানেড়ীর দলে বা চাল্ তা বাগানে ঐ সকল কথা যেভাবে কথিত ও প্রচারিত হয়, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ, সাহিত্যিক সুধীগণ তাহা কখনও আদর করেন না। তথাপি অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদী জ্যোতির্মানস-পুরোহিত কাশ্যপগোত্রীয়গণ সে সকল কথাকে বেদবাক্য মনে করিয়া অবিবেচনার স্রোতে গা ভাসাইয়া যে প্রবন্ধের লেখক হন, তাহা শিষ্টাচারপরায়ণ বিদ্বৎসমাজ স্বীকার করেন না।

শ্রীভগবানের নিত্যরূপ ফলভোগী, জড়মতি, কর্ম্মফল-জীবি-সম্প্রদায়ের দুরধিগম্য ব্যাপার—একথায় লেখক আতঙ্কিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা বলি, জীবনের শেষভাগটা একটু সত্য কথায় ব্যয়িত করিলেই তাঁহার মঙ্গল হইতে পারে। অনভিজ্ঞ লেখক যে রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিবরণের সত্যানুসন্ধান-শূন্য হিংসাকবলিত হইয়াছে মাত্র।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোথায় থাকিয়া হরিভজন করিয়াছেন, তাহা ভাড়ানেড়ীর দল জানেন না। সুতরাং লেখকের informer যে সকল সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সত্য ঘটনা হইতে কতদূরে অবস্থিত, তাহা মাপিয়া দেখিতে গেলে সংখ্যাগত যোজন মাপিয়া উঠিতে পারিবে না। 'নবমাতৃক' ছায়াবলম্বী অনভিজ্ঞ লেখক 'সজ্জনতোষণী' সম্পাদকের পূর্ব্বাশ্রমের নামটী পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ সংবাদই অপস্বার্থ-পরতায় বিজড়িত থাকায় ঐতিহাসিক ঘটনাকেও বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছে।

উদ্দাম বালচাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনভিজ্ঞ লেখকের ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি অবৈধ আক্রমণ-চেষ্টা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহা কি বসুমতীর সম্পাদক আলোচনা করেন নাই? লেখকের পিতৃদেব বহু তপস্যার ফলে যে লেখকের ন্যায় সুপুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কেন প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া মৎসরতায় আবদ্ধ হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত গৃহব্রত ও গৃহস্থের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহব্রতগণের বিশ্বাস—অচিন্ত্য পরমাণুপুঞ্জই চেতনের পিতা, কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন না; অনাত্মপ্রতীতি যে লেখকের মধ্যে এতদূর প্রবল, তাহার ন্যায় ব্যক্তিগণ জড়দেহই আত্মার জনক—এই কথা বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন; সুতরাং লেখক ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

লেখক গৌড়ীয়-সাহিত্যের দ্বারে প্রবেশ করেন নাই। হরিভক্ত দেখিবার মধ্যে কেবলমাত্র নেড়ানেড়ীকেই দেখিয়াছেন। প্রদর্শনীর মধ্যে প্রকৃত পণ্ডিত ব্রাহ্মণসমূহকেই দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত নিজ আত্মাকে সমশ্রেণীস্থ জানিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার সত্যের প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া জ্যামালাসকে ধান্য বোধ হইয়াছে, চুণের গোলাকে দধি বোধ হইয়াছে। তাঁহার প্রতারক মন তাঁহাকে যেরূপ ভক্ত করিয়াছে, তৎসাহায্যে আলোচনা করায় ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা ব্যতীত অন্য কোন মানবোচিত সদ্গুণ বা সদ্বুদ্ধি কেহই তাঁহাতে খুঁজিয়া পান না। যাঁহারা তাঁহাকে সাহিত্যিক, লেখক, সংস্কৃতভাষাকুশল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই তাঁহার কামাদি ষড়্‌রিপুর দাস্য লক্ষ্য করিয়া কুহকাবৃত অসত্যকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

লেখকের ধারণা, যিনি যতবড় শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িতে পারঙ্গত হইবেন, তিনি ততই সাধু। সুতরাং আমার সহিত তাঁহার একমত হইল না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত মানেন না, রামায়ণ ও মহাভারতের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ—একথা তাঁহার লেখনীর নানাস্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ' কাহাকে বলে, তাহা তাহার জানা নাই। গড্ডালিকা-গতিক ন্যায়ে মেয়েলি শাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে তিনি শাস্ত্র বলেন। সেই কুসংস্কার হইতেই তাঁহার মাতৃদেবীর শিশুকালের অশৌচাচার এখনও তাঁহাকে ছাড়ে নাই বলিয়া চলিষ্ণু গাড়ীকে নিশ্চল এবং নিশ্চলাবস্থায় স্থিত দূরস্থ বৃক্ষগুলিই চলিষ্ণু—এরূপ ধারণাযোগে তিনি ক্লিষ্ট হওয়ায় আমরা তাঁহার নাস্তিক্যকে পাণ্ডিত্য বলিতে পারিলাম না। আপাত দর্শনে যে অভিজ্ঞতা উৎপত্তি লাভ করে, তাহা কালে পরিবর্ত্তিত হয় না,—এই বিশ্বাস কতদূর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তাহা লেখকই বিচার করিবেন। 'বসুমতী' সম্পাদক বোধ হয় অতি বার্দ্ধক্যহেতুই এই উদ্ধত যুবকের প্রবন্ধের কুবিচার-প্রণালী সবিশেষ না জানিয়াই পত্রস্থ করিয়া উহা ন্যূনাধিক আদর করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্তপত্র

অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদীর প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫১ সংখ্যার পর)

শাস্ত্র বলেন, পাপিষ্ঠ জনের শ্রীগোবিন্দে, ভগবৎপ্রসাদে, শুদ্ধবৈষ্ণবে, চিৎস্বরূপ ভগবন্নামে শ্রদ্ধা নাই। যেহেতু পাপ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে এবং নীতির রাজ্য অতিক্রম করিবার লম্ফ প্রদানে যোগ্যতা দিয়াছে। পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ যাহার লেখনীর প্রত্যেক শিরায় আত্মবিদ্গণ দেখিতে পান, সেই লেখক নিজের দোষসমূহ অপরের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য যে প্রয়াস করেন, তাহা লইয়াই তিনি থাকুন। জীবিতোত্তরকালে তাঁহার কোথায় যাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা আমরা চৈতন্যদাস্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিতে পাইব।

পাষণ্ডিত্ব প্রবল হইলে সত্যকে অসত্য জ্ঞান, কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি ভূতপ্রেতসকল চৈতন্যবিমুখগণের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। লেখক সেইরূপ দুর্নীতির নিষ্কৃতিতা ছাড়িয়া দিয়া কবে নিরপেক্ষ হইতে শিখিবেন, সেই দিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি। অসদ্বাদিবিশেষের চিকিৎসায় চাপরে পড়িয়া যে সত্যের আবরণ করা হয় এবং আপনাকে সত্যবাদী, হিতবাদী বলিয়া শ্লাঘা করিয়া স্বীয় পাপ-প্রবৃত্তিবশে পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করেন, এরূপ লেখকসম্প্রদায়ের কপটতা প্রত্যেক সত্যবাদী ভাঙ্গিয়া দিউন। তাহা হইলে তাঁহারা নাস্তিকতার স্রোত বা বেদধর্ম্মের বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

পৌষগঞ্জের মধ্যে প্রোথিত থাকিয়া যাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে হয়, উদর চালাইবার জন্য দেবার্থ-গ্রহণ ছলনা যাহাদের প্রবলা, অধিক পিতৃভক্ত এবং নেড়ানেড়ীর দল বা বাউলের দলের বাবা-ঠাকুরের সন্তান সেই শ্রেণীর লেখকগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> "নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
> হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥"

"নুনং মানামদোন্মত্তাঃ শাস্তিং
নেচ্ছন্ত্যসাদৃশঃ।
যেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং
লগুড়ো যথা॥"

সুতরাং এই শ্রেণীর লেখকের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আবাহন করা ইঁহাদের উচিত নহে। ইঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে এই লেখকের কোষ্ঠী, ঠিকুজী ও গ্রহের সমস্ত ফলই শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইতে পারিবে।

চাঁপাহাটিতে দ্বাত কপাটি বাধান, বালুর ঘাটের কাণ্ড, নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকা-ইছাপুরের বদনামী, নটবর নলিনী-কান্তের চ্যাটার্জ্জী ও লাউপালার কেলেঙ্কারী এবং শিয়ালদহের যুক্তচিকিৎসাগার-স্থিত বাবা ঠাকুরের দলের সহিত এই প্রবন্ধলেখকের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য,
তালখড়ি, যশোহর।

শালগ্রামের পৈতাচুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৪ সংখ্যার পর)

এইরূপ সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ অবধূতের ভোজন-সমাপনান্তে সকলে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন একটী বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল এবং পরস্পর ভাবী লুণ্ঠিত বস্তুর বিভাগ বণ্টন লইয়া—স্বপ্নদৃষ্ট আকাশ কুসুমবৎ 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' ন্যায়ানুসারে কল্পনা জল্পনা করিতে করিতে কেহ বলিল,—'আমি সোনার তাড় বালা লইব,' কেহ বলিল,—'আমি মুক্তার মালা লইব' কেহ বলিল,—'আমি কর্ণাভরণ লইব,' কেহ বলিল—'আমি সোনার হার ছড়াটী লইব' ইত্যাদি ইত্যাদি। মরুভূমিতে মরীচিকাসদৃশ 'আশা' জীবকে কোন্ অজানাপথে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ নাশ করে, জীব তাহা বুঝিতে পারে না। জীব জানে না যে, ভগবদিচ্ছাই বলবতী, জীবের আশামাত্রই সার হয়।

দস্যুগণ উপরিউক্ত প্রকারে আশাবদ্ধ করিতে থাকা-কালে নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিদ্রায় জ্ঞানশূন্য ও অচৈতন্য অবস্থায় তাহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়া যাওয়ায়, নিদ্রিত হইয়া পড়ার জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! হায়! মূঢ় ও অজ্ঞ দস্যুগণ বুঝিতে পারিল না যে, ভগবদ্দাসী মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির কার্য্য-দ্বারা তাহাদের ঐরূপ আচ্ছন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যের কথা কোনদিন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তাহারা দৈবীমায়ার মহীয়সী শক্তির পরিচয় কিছু কিছু জানিতে পারিত। যাহা হউক, মায়ের কৃপায় সেদিন কোন প্রকার লজ্জানির্ম্ম রক্ষা হইয়াছে, দস্যু সেনাপতির নিকট এইরূপ আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া তাহারা পুনরায় ভবিষ্যতে মন্ত্রণাদি দিয়া উত্তম-রূপে চণ্ডীপূজা করিয়া গভীর নিশাতে হিরণ্যের বাড়ীতে হানা দিবার সঙ্কল্প করিল।

দ্বিতীয় রাত্রিতে অস্ত্র শস্ত্রে সম্যকরূপে সুসজ্জিত হইয়া হিরণ্যের বাটীর নিকট গিয়া দেখে যে, ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বহু তর অস্ত্রধারী পদাতিক পাহারায় নিযুক্ত আছে এবং উহারা নিরবধি বিচরণ করিতেছে। সকলেই উদ্দণ্ড ও প্রকাণ্ড মূর্ত্তি এবং অস্ত্রধারী ও প্রবল প্রচণ্ড। তাহাদের এক একজন একশত দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিবার বল রাখে। তাহাদের সকলেরই গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন এবং সকলেই নামসংকীর্ত্তনে রত। অবধূত নিত্যানন্দ শয়নে আছেন এবং ঐ সমস্ত শান্তিরক্ষকগণ চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণগুণ গান করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া দস্যুগণের বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং তাহারা দূরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এই সব পদাতিক কাহার এবং কোথা হইতে ইহারা এখানে আসিল; তবে কি অবধূত আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এই সমস্ত পাইকগণকে কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছে? অথবা শুনিতে পাই, সে বড় জ্ঞানবান্, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে অথবা গোসাঞী নাকি মহা শক্তিমান, নিজ শক্তিপ্রভাবে এই সমস্ত করিয়াছে, কারণ এই সব পদাতিকগণ মনুষ্যাকার হইলেও ইহাদিগকে মনুষ্যের মত দেখাইতেছে না।" যেমন সূর্য্যের কৃপাতেই সূর্য্য দেখা সম্ভবপর হয়, সেইরূপ নিত্যানন্দ-কৃপাতেই নিত্যানন্দশক্তি উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে; কিন্তু জীব সেই কৃপা-বঞ্চিত হইলে ভগবানের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই দস্যু সেনাপতি ভাবিতে লাগিল, বোধ হয় কোন রাজার লস্কর অবধূতকে রাখিতে দেখিতে আসিয়াছে, তাই উহার সহিত ঐ সমস্ত পদাতিকগণ আসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহারা ভাবুক লোক, তাই হরি হরি জপ করিতেছে। যদি এরূপ হয়, তবে ইহারা আর ক'দিন থাকিবে? এই বলিয়া দস্যুগণ আবার দিনকতক পরে পুনরায় চেষ্টা করিবার জন্য তখন চলিয়া গেল। হরি! হরি! দৈবী মায়ার কি মহীয়সী শক্তি! তাই আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবের শিক্ষার জন্য ভক্তরাজ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পৃষ্ঠায় জানাইলেন, "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" দস্যুগণ নিত্যানন্দ প্রভুর ঐশী শক্তির প্রকাশ স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াও নিত্যানন্দ কৃপার অভাবে তাঁহাকে ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া বিচার করিতে পারিল না। বরং বহির্ম্মুখ বিচার আসিয়া তাহাদিগকে বাস্তব তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া দিল।

এইরূপে অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। যে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ-কমল-প্রসাদে এবং যাঁর দাসানুদাসের স্মরণে জীবের সমস্ত বিঘ্ন ও অবিদ্যা খণ্ডিত হইয়া যায়, যাঁর অংশে অবতীর্ণ হইয়া রুদ্রদেব জগৎ বিনাশ করেন, সেই প্রভু যখন স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তনবিহার করিতেছেন, তখন ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সেই বিঘ্নহারীর বিঘ্ন করিতে সক্ষম?

কিছুদিন পরে সেই পাপাত্মা দস্যুগণ পুনরায় যুক্তি করিয়া একদিন মহাঘোর অন্ধকার রজনীতে চতুর্দ্দিকে লোকের কোন প্রকার সঞ্চার না দেখিয়া সশস্ত্রে নিত্যানন্দ প্রভুর ভবনে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সকলেই অন্ধ হইয়া কেহ গড়খাইর ভিতরে, কেহ বা উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে, কেহ বা কাঁটার উপরে, কেহ বা খালের ভিতরে পড়িয়া গেল. কাহারও বা হাত পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ক্রন্দন করিতে লাগিল. এবং গর্ত্তস্থ জোঁক, পোকা, ডাঁস বিছা, সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত কীটসমূহের দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কাহারও গায়ে বা জ্বর দেখা দিল। "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।" সুযোগ বুঝিয়া ভগবদাজ্ঞা-কারী দেবরাজ ইন্দ্রও তথায় ভয়ঙ্কর ঝড় ও শিলা বৃষ্টির অবতারণ করাইয়া দস্যুগণকে প্রাণে না মারিয়া রাজার দণ্ডধারিগণকে নদীতে ডুবাইয়া শাস্তি দিবার মত অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিপতিত করিল। ভগবদাজ্ঞাকারিণী মায়াদেবী যেমন বহির্ম্মুখ জীবকুলকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য এই সংসার-কারাগারে নিক্ষেপিত করিয়া কষ্ট দিতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রদেবও দস্যুগণকে নিত্যানন্দদ্রোহী জানিয়া তাহাদিগকে অধিকতরভাবে ক্লিষ্ট করিতে লাগিলেন। জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধিজনগণ এইরূপভাবে অসহ্য যম যাতনা ভোগ করিয়াও সাধুসঙ্গের অভাবে চৈতন্য লাভ করে না।

এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর অকস্মাৎ দস্যু-সেনাপতির কাহারও বশতঃ স্মরণ হইল যে, ঐ অবধূত নিত্যানন্দ কখনও মনুষ্য নহেন, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সুরধুনী-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিক সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ শশিচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথদাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীযাদবদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।
রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)
শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, ডি, পি
রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা
শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীগ্রানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।
জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।
গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর
এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দনন্দন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া
এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন প্যাটেন্ট

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘণীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক মোদক।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অনঙ্গপুষ্প সঞ্চারণী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নুতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কুতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম নবদ্বীপ ব্রাহ্মণপাড়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীধাম
দৈনিক-
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই পৌষ ১৩৩৭ শনিবার ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩১

অবৈধ প্ররোচনা রর্ডিন্যান্স

স্বাধীনতা দিবস কার্য্যসূচী বিলিতে গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌয়ে ৪১জন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম বোমার মামলার জের

মহম্মদ আলির তার

রাজসাহী জেলে নিয়ম পরিবর্ত্তনে অসুবিধা

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

পিকেটারের প্রায়োপবেশন

কারাবদল

শ্রীযুত জে. এম্‌, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

নানা কথা

অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্স প্রচার

সরকারী অতিরিক্ত গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে যে, অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্সের (দ্বিতীয়) ৩ ধারার ২ উপধারামতে আমেদাবাদ, কয়রা, পঞ্চমহল, ব্রোচ ও সুরাট জিলায় উক্ত অর্ডিনান্স প্রচারিত হইল। উক্ত অর্ডিনান্সের ২ ধারার ৩ উপধারাবলে বন ও রাজস্ব আইনমতে যদি গোচারণ, তৃণ কর্ত্তন প্রভৃতি বাবদে কোন ফিঃ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা উক্ত অঞ্চল হইতে আদায় করা হইবে।

স্বাধীনতা দিবস

কার্য্যসূচী বিলিতে গ্রেপ্তার

গত ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাই স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কীয় মুদ্রিত কার্য্যসূচী বিলি করিবার সময় বোরিবন্দরে ৮ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করা হইয়াছিল, তাহার বহু সংখ্যক বিজ্ঞাপন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারা সকলেই মোটর গাড়ীতে করিয়া এই বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া বেড়াইতেছিল। পুলিস তাহাদিগের পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল, তারপর তাহারা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে ৪১জন গ্রেপ্তার

গত ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএ ৪১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে মুসলমান বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতাদিগের দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে ৩১ জন ও নূতন কংগ্রেস আফিস উদ্বোধন সম্পর্কে ১০ জন ধৃত হইয়াছেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর একটি বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে ২৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। গত কল্য উক্ত দোকানদারকে সতর্ক করিয়া উক্ত দোকানের সম্মুখে এক খানি বিজ্ঞাপন দেখা যায়। পুলিসরক্ষীর পরিদর্শনাধীনে যথানিয়মে উক্ত দোকান খোলা হয়। অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কাহাকেও ধৃত করা হয় নাই। তবে পুলিস তথায় কার্য্যে রত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করে। অপর এক দল পিকেটারকে তথায় প্রেরণ করা হয়। তাঁহারাও ধৃত হন। অপর একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হন। তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত দোকানের সম্মুখে ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমিনুদ্দৌলা পার্কে নূতন কংগ্রেস অফিসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় সহর কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত মোহনলাল সাকসেনা, সহকারী সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ ও অপর ৬ জন লোক ধৃত হইয়াছেন। পুলিস শ্রীযুত মোহনলালের অফিস ভবনে প্রবেশ করিয়া বর্জ্জন কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত কৈলাসপতি বর্ম্মণ ও সহর কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দয়ালকে ধৃত করিয়াছে।

পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

মান্দ্রাজ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুইজন স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী কিষণ চাঁদ চেলারামের দোকানে পিকেটিং করিবার সময়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চট্টগ্রাম বোমার মামলার জের

বিগত ১০ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম দেওয়ান বাজারের এক বাটিতে খানাতল্লাসের কালে যে বোমা বিস্ফোরণ হয় বলিয়া প্রকাশ, তাহার সংস্রবে ... চৌধুরী নামক একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলা আবার তদন্ত আদালতী পর্য্যায় ... হইয়াছে।

বোমা বিস্ফোরণের সম্বন্ধে বিস্ফোরিত বস্তুর অংশ পরীক্ষার জন্য পাঠান হয় প্রকাশ, এখনও পরীক্ষার ফল এখানে পৌঁছায় নাই।

রাজসাহী জেলে নিয়ম পরিবর্ত্তনে অসুবিধা

প্রকাশ সম্প্রতি স্থানীয় জেল-কর্ত্তৃক কতকগুলি ... নিয়ম প্রচলিত করায় দণ্ডিত ও বিচারাধীন কয়েদীর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জেলের গেটের ... সর্ব্বদা বন্ধ ও সুরক্ষিত থাকে। সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কাল রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। সাক্ষাতের জন্য আবেদনপত্র বহির্দ্বারসংলগ্ন একটী বাক্সে নিক্ষেপ করিতে হয়। উহা নিয়মিতরূপে খোলা হয় না; সুতরাং আবেদনপত্র কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত বাক্সে পড়িয়া থাকে। বহির্দ্বার প্রধান প্রবেশদ্বার হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, তথা হইতে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জরুরী সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা সুদূর মফঃস্বল হইতে তাঁহাদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন, তাঁহাদিগকে অনির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া হায়রাণ হইতে ও অনর্থক অর্থব্যয় করিতে হয়

পিকেটারের প্রায়োপবেশন

গত ৩১শে ডিসেম্বর ... কালে ... শ্রীযুত নগেন দাস ... নামক জনৈক ব্যবসায়ী ৪ গাঁট বিদেশী বস্ত্র স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা এই সংবাদ পাইয়া সেখানে গিয়া তাঁহার সেই কার্য্যে বাধা দেয়। শ্রীযুত নগেন দাস তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মাল ... ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে কোন প্রকারে একখানা বিদেশী বস্ত্র ষ্টেশনের মধ্যে ইহা যান। তাঁহার এই কাজের প্রতিবাদে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে প্রায়োপবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সেই ষ্টেশনেও পিকেটিং করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কারান্তর

শ্রীযুক্ত মনোজকুমার ... কে পাবনার কারাগার হইতে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীকে দমদমার বিশেষ কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি পাবনা হইতে অপর ৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে দমদমার বিশেষ কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

প্রকাশ, কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত কলমা নামক গ্রামে গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের একটা সভা হইয়া যাইবার পর জনতা কয়েকজন কনষ্টেবলকে আক্রমণ করিয়াছিল। এইরূপ প্রকাশ, সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ধৃত এক ব্যক্তিকে পুলিসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই এই আক্রমণ করা হইয়াছিল।

খাজনা বন্ধের আন্দোলন সম্পর্কে কলমায় একটি সভা হইবে জানিতে পারিয়া কলমা হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত ... থানা হইতে তিনজন কনষ্টেবলকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী কোন অপরাধের জন্য পুলিস অযোধ্যা নামক এক ব্যক্তির সন্ধান করিতেছিল, সেই ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকায় সভা-ভঙ্গের পর পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যখন তাহারা থানা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় প্রায় তিন চারি শত লোক জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে প্রকাশ, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চল্লিশ পঞ্চাশ জন লাঠিধারী ব্যক্তি কনষ্টেবলদিগকে আক্রমণ করে এবং সেই গোলযোগের মধ্যে জনতা অযোধ্যাকে সরাইয়া ফেলে। হাঙ্গামার ফলে তিনজন কনষ্টেবলই আহত হইয়াছে। এক জনের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। থানা হইতে আরও পুলিস আসিয়া পড়িলেই জনতা পলায়ন করে। আত্মরক্ষা করিবার সময় কনষ্টেবল তিনটীকেও লাঠি ব্যবহার করিতে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে আক্রমণকারীদের মধ্যেও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

এই ঘটনার পর একদল পুলিস ... হইতে ... থানায় প্রেরিত হইয়াছে এবং ২১ জন ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুলিস ১৫ জনকে হাজতে লইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত সেন গুপ্তের স্বাস্থ্য

ধৃত সর্দ্দার অমর সিং সম্প্রতি দিল্লী হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত ২২শে ডিসেম্বর দিল্লীর সিভিল হাসপাতালে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়। তাঁহার মুখ ও দন্তের কয়েকখানি চিত্র রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে গ্রহণ করা হইয়াছে ... যুক্ত সেন গুপ্তের রক্তের চাপ সে সময় ১ শত ৬৪ ছিল, নূতন দিল্লীর সিভিল সার্জ্জন মেজর আমিনালাল উক্ত রক্তের চাপের কারণ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার দন্তগুলি উহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। ... তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীযুত জে, এম, সেন গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর প্রার্থনাদির কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

বড়বাজারে পিকেটিং

গত বুধবার বিভিন্ন কমিটী হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারে উপস্থিত হইয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং করিতে থাকে। প্রকাশ, তাহারা দলে দলে পগেয়াপটি, তুলাপটি, মনোহর দাস ষ্ট্রীট ও অন্যান্য স্থান দিয়া গমন করিতে থাকে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে বিদেশী বস্ত্র ক্রয় ও বিক্রয় করিতে নিষেধ করে। প্রকাশ, কোন কোন স্থানে স্বেচ্ছাসেবকরা বিদেশী বস্ত্র ... দেশের পথরোধ করে।

পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকদিগকে চলিয়া যাইতে বলে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া ... হয় দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। মোটের উপর ১৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কতিপয় মহিলাও পিকেটিংএ যোগদান করেন। কিন্তু কেহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

কুমিল্লা সংবাদ

মেজরলনী মজুমদারের অধীনে জিলা কংগ্রেস কমিটীর ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং শ্রীযুত হৃষীকেশ রায় ও মৌলবী মুবারক হোসেন খাঁ প্রচারকার্য্য ও বিভিন্ন শাখা কংগ্রেস আফিসের স্বেচ্ছাসেবক দল পরিদর্শন করিবার জন্য মফঃস্বল যাত্রা করিয়াছেন

প্রকাশ, ভোলাহাট শাখা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং সুন্দর ভাবে চলিতেছে। প্রকাশ, বাজারে এক গজও বিদেশী বস্ত্র পাওয়া যায় না। দোকানদারগণ এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বা আমদানী করিবেন না।

প্রবল পিকেটিংয়ের ফলে মদ্যবিক্রেতা দোকান বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কাশীতে শ্রীযুক্তা কমলা নেহরু

বেনারস, ৩০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল এসিয়া শিক্ষা-সম্মিলনে যোগদানের মানসে গত ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্তা কমলাদেবী তাঁহার কন্যাসহ এখানে আসিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে নগোয়ায় শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ গুপ্তের সেবা উপবনে অবস্থিতি করিতেছেন। টাউন হল ময়দানে একখানা সভায় তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু প্রখর সূর্য্য কিরণে ময়দানে সভা করা অসম্ভব হওয়ায় টাউন হলের মধ্যেই উহার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু জায়গার স্বল্পতা হেতু তথায় বিরাট জনতার সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেককেই বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা নেহরু প্রায় ২৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে তথায় তাঁহার অল্পকাল স্থিতির মধ্যেই একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীকে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিতে দেখিয়াছেন এবং বর্জ্জন আন্দোলন আরও তীব্রভাবে চালাইতে অনুরোধ করেন। তিনি সমবেত মহিলাগণকে বর্জ্জন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আরও জোরের সহিত কাজ করিতে অনুরোধ করেন। মহিলাগণ গৃহে গৃহে খদ্দর ফেরী করিয়া বেড়াইলে উহার প্রচলন আরও বেশী হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

মহম্মদ আলির তার

মৌলানা মহম্মদ আলি মীরাটের ইসমাইল খাঁর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তারে লিখিয়াছেন:—ভারতে আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে "সাধারণ মিশ্র নির্ব্বাচন একেবারেই প্রযোজ্য নহে।"

মিশ্র নির্ব্বাচনের অর্থ তিনি এইরূপ বুঝেন যে, নির্দ্দিষ্ট আসনে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কতকগুলি ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য যোগাযোগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সাম্প্রদায়িকতায় মাত্রা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই পৌষ, শনিবার—১৩৩৭

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫২ সংখ্যার পর)

আম্নায়পারম্পর্য্যপ্রাপ্ত শ্রৌতপথকে সঙ্কীর্ণ তর্কপথ বা নব্য ন্যায়ের কোটরে আবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি আনয়ন করায় সম্পাদকীয় বিচারে লেখককে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

লেখক কতিপয় গৌড়ীয়মঠ-সেবকের কুৎসা করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে জগতের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সঙ্কীর্ণতা বা ভাষান্তরের সাহায্যে নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাবহেতু প্রবন্ধান্তরে বসুমতী-স্তম্ভে অতি বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা রাখি। তবে "মণিময়-মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্" যুক্তি অবলম্বন করিয়া লেখকের যে আত্মপরিচয়, তাহাতে সংসাহসের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তিনি গুণগ্রহণ কাহাকে বলে, জানেন না। কামাদি ষড়্‌রিপুর দাস্য যে কাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠদ্বারে ঐ প্রকার জন্তুর প্রবেশ যে নিষেধ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। লেখকের জানা নাই যে, পাষণ্ডীহিন্দুর সহিত বিশুদ্ধ হিন্দুর মতভেদ আছে। তিনি মনে করেন যে, বিশুদ্ধহিন্দু বা আর্য্যশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞের বিচার তাঁহার ন্যায় আউল-বাউলাদির বিচার-প্রণালীর সহিত অভিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞগণও এই অনভিজ্ঞ লেখকের কোন কথার আদর করেন না, তবে তাঁহারা ইঁহার লেখনী হইতে ইহাই বুঝিতে পারেন যে, ইনি শাস্ত্র মানেন না, গতানুগতিক ন্যায়ে অদৈববর্ণাশ্রমকে বহুমানন করেন, তৎফলে ভক্তিবিদ্বেষ ও সাধু-শাস্ত্রবিদ্বেষ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। লেখক অপরা বিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলিকে, স্বার্থপরতার আকর ভূমিকে, কামক্রোধাদির জলন্ত স্তম্ভগুলিকে প্রতিষ্ঠান বলেন, আর পরবিদ্যাবিষয়িণী বিচারধারাকে অবজ্ঞা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। একটু কাশ্মীরাম্নায় বা আগম-প্রামাণ্য পড়া থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, অদৈববর্ণাশ্রমীর বিচার শাস্ত্রীয় দৈববর্ণাশ্রমে আদৃত হয় নাই। গতানুগতিক ন্যায়ে নির্ব্বোধ মানবগণের যেরূপ দর্শন, তাহাতে স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া টেক্কা দিতে পারেন, মনে করেন, একটু লেখাপড়া শিখিলেই পরহিংসাবুদ্ধি করিয়া যাইত।

গৌড়ীয়মঠ সম্প্রতি একটী নহে;—ইহা দেশব্যাপী অনুষ্ঠান ও সংস্র অনীহবিদ্যা জনগণের সেবাভূমি। মায়াবাদীয় অপরা বিদ্যায় যাঁহারা তত্ত্বান্তর করিয়া অদৈব-বর্ণাশ্রমকে শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা অধিকারবিচারে অনভিজ্ঞ।

প্রবন্ধলেখক আমাকেও লক্ষ্য করিয়া যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, তাহা লেখকের চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছে; সুতরাং আমি তাঁহার সহিত সে বিষয়ে কলহ করিতে প্রস্তুত নহি। তবে আমার নামটা বিপর্য্যয় করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

লেখক স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীজগবন্ধু ভাগবত-বরকে যেভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে লেখকের অতুলনীয় মাৎসর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া জীবিতোত্তর-কালে কোথায় যাইবেন, তাহারই বোধ হয় আভাস প্রদান করিয়াছেন। লেখক স্বীয় বিদ্যাপ্রতিভা স্ফীত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"ইঁহাদের সত্যের অর্থ পৃথক্‌ প্রকার।" কথাটা বড়ই সত্য, 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ এবং ভগবানই সত্যবস্তু—এ কথাটা আলোচনা করিলে লেখকের ধর্ম্মরাজ্যে হাতে খড়ি হইতে পারিবে। সরস্বতী পূজার দিনই লেখকের হাতে খড়ি দেখিতে পাইলে সুখী হইব। তখন তাঁহার নগ্নমাতৃক ভাবের আলোচনায় শিশুজনিত কলঙ্কাবলের পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহার কর্ণবেধ-সংস্কার দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

লেখকের অনভিজ্ঞতার সীমা নাই। তিনি বচনপটুতাক্রমে বলেন,—তিনি সংস্কৃত জানেন। তবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, নাকসিটকান বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে অমিয়-নিমাইচরিত-লেখকের যে বৈষম্য আছে, তাহা তিনি যখন বুঝিতে পারেন নাই, তখন কপটতার আশ্রয়ে যাহাকে তিনি কৌশলজাল মনে করেন, সেরূপ কৈতবাশ্রয় করিয়াছেন কি না সুধীপাঠকগণই বিচার করিবেন। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ-ভক্তগণ-লিখিত কথা হইতে যদি নিমাই-চরিত-লেখকের কথার পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে মতবৈষম্য হয় নাই বলা লেখককে thesis দেখাইয়া Ph. D. করাইয়া দিবে না। সুতরাং এই হিংসাপূর্ণ লেখনীর লেখককে গৌড়ীয় হাঁসপাতালে অনেকদিন যাবৎ চিকিৎসিত হইতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার পরশুভ-অসহন-দম্ভ খর্ব্ব হইবে, নতুবা বৈষ্ণব-চরণে তাঁহার অপরাধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কোথায় তাঁহাকে লইয়া যাবে, তাহার শাস্ত্রপ্রমাণগুলি মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। ধন্য কুযুক্তি কৌশল! এরূপ কৈতব আশ্রয় করিয়াই যদি চতুর্ব্বর্গ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তদতিরিক্ত যা বস্তুটী বাস্তবিকই গৌড়ীয়গণের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। জগৎ জানিবে যে, গৌড়ীয় হাঁসপাতালটী কৃষ্ণবিমুখ জনগণের শান্তিপ্রদ স্থান, উহা অবিবেকগণের হিংসার ক্ষেত্র নহে। 'বাঞ্ছতে জাতিসামান্যাৎ" অথবা "মর্ত্ত্যো বিষ্ণুর্ন শিলাধীঃ" শ্লোকে বিদ্বেষগণের যে দুর্গতি লাভ হয়, মৎসর জনগণ ভাগবতের যে বিরুদ্ধ আচরণ করে, সেই সকল অপরাধ লেখককে যথেচ্ছাচার আনিয়া তাহাকে এখন বুঝিতে দেয় না। মহামানব! বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ, তাহা একবারও কি ভাবিবে না? এই পার্থিব বিচার, আপাতিক আপাত-দর্শন তোমার ভগবদ্ভক্তির পথে কিরূপ কণ্টকস্বরূপ, তাহার রেজিষ্টারগুলি তোমাকে প্রতারিত করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লেখকের বাগোচিত আস্ফালন ও কুক্কুর ভয়ে কোন পারমার্থিক কোনদিন বিচলিত হইবেন না। তিনি বৈষ্ণবাপরাধ করিতে করিতে প্রবন্ধে যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মাটিয়াবুরুজ-বিচার তাঁহাকে অপ্রাকৃত রাজ্যে উন্নীত করিবে না। কর্ত্তাভজাদের—নিযোগ-ফিষ্টদের করুণাশীর্ব্বাদ লইয়া লেখক যে শ্রীমদ্ভাগবত গর্হণ করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, তাহাতে মাদকদ্রব্যসেবিগণের আখড়াবাড়ীতে বগল বাজাইলেই জয় হইয়া যাইবে, মনে করা মঠপ্রবেশ-কালের ব্যভিচারী মাদকদ্রব্যসেবীদলের অত্যাচারের অনুভব জানা যাইবে।

'ভক্তি' কাহাকে বলে, বুঝিতে হইলে লেখকের কয়েকজন্ম সাধনভক্তি চাই, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিব। যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি, সে সেরূপভাবে সত্যবস্তু দর্শন করিয়া ভীত ও আতঙ্কিত হয়। কংস-সভায় প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ বিভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আর আজ লেখক আউল বাউলাদির সিদ্ধান্তে ভক্তির স্বরূপ বুঝিতেছেন না, এক দেখিতে আর দেখিতেছেন; তাহার দাওয়াই গৌড়ীয়মঠেই আছে। ভক্তিবিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ যদি হিন্দুর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অন্যের ধর্ম্মের স্বরূপ আর কোথায় দেখিতে পাইব? কর্ম্মকাণ্ডবাদের অকর্ম্মণ্যতায় মুগ্ধসম্প্রদায় লেখককে যেন কুকর্ম্মে, পরনিন্দায় চালিত না করে; সামান্য একটু অপরাবিদ্যার আলোচনার ফলে যে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহা চিরদিন থাকে না। ক্ষুদ্র পাশবিক ধারণায় অবস্থিত জনগণের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে আমরা ত্যজ্য বলি। আদর্শ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পাপীর চুনকালি মুক্ত হয় না, সুতরাং সেই আদর্শ নিষ্ফল। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে এই নিরুক্তি প্রচার করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। আর এই নিরুক্তি কত দিন চলিবে? সত্য উদ্ঘাটিত হইলেই জীব-হৃদয়ের কালিমা নিদূরিত হইবে। এই শ্রেণীর নির্ব্বোধ লেখকগণের জন্যই আজ ৮ বৎসর কাল গৌড়ীয় সাপ্তাহিক প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং গৌড়ীয় বিরোধী বিদ্বেষকারী দুষ্ট কাপুরুষগণের বিদ্বেষ-প্রবৃত্তি অপসারিত করিবার জন্য গৌড়ীয় নিত্যাধ্যাত্মচিকিৎসালয় উন্মুক্ত আছে। তাহাতে অবিবেচনা-রোগ চিরতরে শান্তি লাভ করিবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শালগ্রামের পৈতাচুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫২ সংখ্যার পর)

একদিন আমাদিগকে নিদ্রায় মোহিত করিয়া, অন্য দিন অদ্ভুত দাহ্যকগণ দেখাইয়া বিস্মিত করিল, কিন্তু হায়! দৈবী মায়ায় আচ্ছন্ন হওয়ায় তথাপি আমাদের চৈতন্য হইল না। আমরা তাহা সত্ত্বেও প্রভুর ধন অপহরণ করিবার দুর্বুদ্ধি করিলাম। অতএব আমাদের ন্যায় পাপিষ্ঠের এই দুর্গতি যোগাড় হইয়াছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই দস্যুসেনাপতি অত্যন্ত আর্ত্তি-সহকারে ও অকপটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইল। শরণাগত-রক্ষক নিত্যানন্দচরণে আত্মনিবেদনের ফলে যখন কোটী অপরাধীও নিস্তার লাভ করে,

তখন নিজ নিজ অপরাধ স্বীকারকারী ও অনুতাপানলে দগ্ধ অপরাধক্ষমা-প্রার্থনাকারী শরণাগত দস্যুসেনাপতি ও তাহার অনুচরবর্গ কেন উদ্ধার পাইবে না? প্রভুর কৃপায় তাহারা উদ্ধারলাভ পূর্ব্বক পূর্ব্বাচরিত অসৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল ও সৎপথে থাকিয়া লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে ভক্তিযোগে পারদর্শী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দলীলার এই ঘটনার পর প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কলির প্রথম সন্ধ্যায় এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, ভাগ্যহীন জনগণ যখন সেই বাস্তব লীলাতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না, তখন এই ঘোর কলিতে ও নাস্তিকবাদের যুগ বিংশ শতাব্দীর প্রাকৃত জড়োপাসকগণ যে এই সনাতন লীলাকে কবির কল্পনা বা ঔপন্যাসিকের উপাখ্যান মাত্র বলিয়া একদিন ধারণা করিয়া লইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট হইলেও তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরুরূপে এই জগতে উদিত হইয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবসকলকে সাবধান করিয়া স্বয়ং ও তাঁহার সেবকাভিমানী দাসানুদাসগণের দ্বারা প্রচার করিতেছেন,—ওহে ভ্রান্ত জীব! ওহে দৈবী মায়ায় বিমোহিত জীব! তোমরা তোমাদের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে যে, তোমাদের স্বরূপে ভোগের লেশ মাত্র নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ শ্রীভগবানের সেবোপকরণ, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ্য বস্তু। অতএব ভগবদ্বস্তু ভগবানের সেবায় দিয়া নিজে ভোগ করিবার লালসা করিয়া চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইও না বা তাঁহার ভোগ্য বস্তু অপহরণ করিবার লালসায় উপরিউক্ত দস্যুগণের ন্যায় এই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকূপসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ সংসার-গর্ত্তে পতিত হইয়া কামক্রোধ ডাঁস-মশা ও অজগর সদৃশ বৃশ্চিক দংশনের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার পথ পরিষ্কার করিও না। শ্রীমদর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাণীটী স্মরণ কর, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' অর্থাৎ বাসুদেবের জন্য কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই বন্ধ বলিয়া জানিবে, তাহাতে তোমাদের কোন সুবিধা হইবে না। অতএব হে জীব, সেবক হইয়া নিজ কামানলের ইন্ধন যোগাইবার জন্য সেব্যের 'সৈবৃত্তা চুরির' দ্বারা স্বেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া নিজ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হও, কেননা শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

প্রেরিত পত্র

তারিখ ৪ঠা পৌষ (১৩৩৭)

মাননীয়
শ্রীযুক্ত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ'-সম্পাদক
মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রেরিত এই প্রতিবাদটী আপনার পারমার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিয়া নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারে আমাকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি

বিনীত নিবেদক
শ্রী রমণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাঞ্চনপাড়া, ফরিদপুর।

প্রতিবাদ

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখের "দৈনিক বসুমতীতে" আয়ুষ্মান শর্ম্মা অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদী "গৌড়ীয় ভক্তি-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে বিস্তৃত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বসুমতীর পাঠকগণকে জানান আবশ্যক।

'মথুর বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভাবাবেশের' যে উক্তি উদ্ধার করিয়া শর্ম্মা মহাশয় গঙ্গার মাঝে 'নবদ্বীপের' নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন নবদ্বীপ বহুস্থানে ব্যাপ্ত ছিল, প্রাচীন নবদ্বীপের অনেকাংশ গঙ্গা-গর্ভগত হইয়াছে, উহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান যোগপীঠ কখনই গঙ্গা-গর্ভগত হইতে পারে না, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সমস্ত স্থান প্লাবিত হইয়াছিল—"বিনা ভগবদ্গৃহং"—কেবল যোগপীঠ প্লাবিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবজগতের তদানীন্তন একচ্ছত্র বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যসিদ্ধ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মগণ যখন যোগপীঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অচ্ছেদ্য তুলসীবন, স্থানীয় সুপ্রাচীন লোকের সাক্ষ্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' প্রভৃতি প্রামাণিকগ্রন্থে এবং ১৮৯৬ সনের হাইকোর্টের রায়, আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কায়স্থকৌস্তুভ" গ্রন্থে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাক্ষরযুক্ত পত্রিকার প্রমাণ, হান্টার সাহেবের ইম্পিরীয়াল গেজেটিয়ার (১৯৮০), ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল আ্যাকাউণ্ট, হলওয়েলের ম্যাপ, গোবিন্দদাসের কড়চা এতদ্ব্যতীত বহু বহু প্রামাণিক ঐতিহাসিকগণের উক্তি যে স্থানকে নির্দ্দেশ করেন, তাহা কখনই অন্যথা হইতে পারে না।

শর্ম্মা মহাশয় "ভাবাবেশের" উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই দ্বারকা-সম্বন্ধীয় বাস্তব প্রমাণ এবং বহু সিদ্ধ মহাত্মাগণের বাস্তব সমাধিলব্ধ উপলব্ধির কথা উল্লেখ করিলাম। নতুবা কেবল লৌকিক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

গোলোকগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বীরনগরনিবাসী ছিলেন না। তিনি তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন মাত্র এবং বাল্যকালেই সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয়মঠ মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন না, কারণ উহা ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাস দ্রষ্টব্য।

মনস্বী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মৈত্র মহাশয় কোন দিনই ভক্তিবিনোদঠাকুরের কলিকাতায় গৌরাঙ্গদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল, একথা গৌড়ীয়মঠের কাহাকেও জানান নাই।

কে "চাপরাশ" পাইয়াছেন, কে মহাপ্রভুর দ্বারা প্রেরিত, কে নিত্য সিদ্ধ আচার্য্য একথা অগ্নিহোত্রী মহাশয়েরও বুঝিবার অধিকার নাই। কারণ তাহা হইলে যাহাকে তিনি মাপিবেন বা বুঝিবেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহারও অধিকার বড় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। তবে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারে ভারতে বিমল আত্মধর্ম্মের এক নূতন প্রবাহ ও এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে এবং বহু নিষ্কপট শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের বেদীমূলে সার্ব্বকালিক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শর্ম্মা মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন,—"কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মপ্রচারে আজ আমরা আকৃষ্ট, তাহার মূলে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের আন্তরিক ভক্তিসাধনা নিহিত।" সকলে গৌড়ীয় মঠের চৈতন্যকথা প্রচারের সাফল্যই প্রমাণ করিতেছে—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

অগ্নিহোত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যের কার্য্যকে শঙ্করের ন্যায় তাৎকালিক ও শ্রীচৈতন্যকে খণ্ড অবতার বলিয়াছেন। ইহা ইতিহাস ও ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদের তাৎকালিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিরাস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব আনুষঙ্গিকভাবে জীবের নিত্য প্রয়োজন নাম-প্রেম রূপ যুগধর্ম্ম প্রচার এবং মুখ্যভাবে ব্রজের নির্ম্মল ভক্তিরস আস্বাদন ও বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত শাস্ত্রযুক্তিপুষ্ট বিচার দ্রষ্টব্য।

চতুর্ব্বেদী অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতিবাদ করিতে বিস্তৃত প্রবন্ধের আবশ্যক। তিনি সৎসম্প্রদায় ও অসৎসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভেদ, তাহা বিশ্লেষণ না করিয়া শ্রৌতপন্থা মাত্রকেই সাম্প্রদায়িকতা বলিয়াছেন, যেমন ভাগবতের অনেক অংশ সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট বলিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি "গৌড়ীয় পত্রিকা"-গ্রন্থ, "সার কার" প্রভৃতি উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি অদ্ভুত-পূর্ব্ব সুদার্শনিক ভক্তি-গ্রন্থকে "সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক", "কদর্থকারী" "চৈতন্যের অভক্তের মন" প্রভৃতি শব্দে আক্রমণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ প্রতিপদে বেদ-ভাগবতাদির তত্ত্ব প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রৌতপন্থানুগত শুদ্ধভক্তির প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক মতবাদ, 'সঙ্কীর্ণতা বা কদর্থ' বলিলে অভক্তি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও সদর্থ হইবে?

ভক্তিপথে অন্ধবিশ্বাস, অতিরঞ্জন বা অর্থবাদের কোন কথা নাই; অগ্নিহোত্রী মহাশয় যদি ঐরূপ চলনাকে 'ভক্তি' মনে করিয়া থাকেন, তবে আমরা বলি, তিনি ভক্তিতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন করেন নাই। ভক্তি—ভাবপ্রবণতা বা ভাবোচ্ছ্বাসের ন্যায় বৃত্তি নহে—উহা অভক্তি বা মিছাভক্তি। ভক্তি—আত্মার নিত্যা, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী বৃত্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ-ভাগবতবাণী-শ্রবণে অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং বর্ত্তমানে শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বুঝান হইয়া থাকে। শুশ্রূষুমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২।০ অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। মুণ্ডকমালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
 ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
 (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄.
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চনকণ ⁄১
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সংখ্যাবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দর্শিতম্ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩ শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৬৪। সাধন পথ
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী
৬৭। শরণাগতি ⁄৶

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রী গৌড়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভক্তিমনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈববাণি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারীসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্ক তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অলৌকিক ভক্তগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক- ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনবদ্বাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিং

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হট, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীব্রতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যাবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক—শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম 'মায়াপুর'—২০শে পৌষ ১৩৩৭ সোমবার, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩১

আবগারী দোকান দগ্ধ

শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত

লরী ও ট্রেণে সংঘর্ষ

নূতন অধিনায়িকাপদে শ্রীমতী উমা

কমলা নেহেরুর মামলা

মাটীর নীচু হইতে ১০ হাজার টাকা চুরী

বোমা-বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার

'সি' শ্রেণীর জন্য লক্ষ্ণৌএ নূতন জেল

কৃষ্ণনগরে প্রভাতফেরী

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

নানা কথা

আবগারী দোকান দগ্ধ

বৰ্দ্ধমান জিলার কালনা থানার অন্তর্গত সিঙ্গেরকোণ গ্রামের মদ ও গাঁজার দোকানখানা গত ৩০শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ, দোকানে ৩ শত টাকার নোট, ২ সের আফিং, ২।০ সের গাঁজা ও প্রায় ৩ শত বোতল মদ ছিল, সে সবই পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

লরী ও ট্রেণে সংঘর্ষ

গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের চিকারকোট ও কোহাট ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সন্ধ্যা ৫-৫৬ মিনিটের সময় মালগাড়ীর এঞ্জিনের সহিত একখানি লরীর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। একটি ঘাটী পার হইবার সময় এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কোহাট তহশীল ঘাটীতে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। ঐ মোটর লরীতে বহু যাত্রী উপবিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে ৬ জন আহত হইয়াছে। ২ জনের আঘাত অতি গুরুতর।

কমলা নেহরুর মামলা

শ্রীমতী কমলা নেহেরুর বিরুদ্ধে ২টি চার্জ্জ আনীত হইয়াছে—একটী ফৌজদারী সংশোধন আইনের ১৭ (১) ধারা মতে ও অপরটী অবৈধ প্ররোচনা (দ্বিতীয়) অর্ডিনান্সের ৩ ধারামতে। গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি কর্ম্মায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সোরাও নামক স্থানেও আর একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই ২টি বক্তৃতা নাকি আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী

লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত

বেরিলী জিলা কংগ্রেস কমিটীর ডিক্টেটর শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীকে স্থানীয় সেন্ট্রাল জেল হইতে লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রিক্ট জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে তাঁহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

নূতন অধিনায়িকাপদে শ্রীমতী উমা

শ্রীমতী কমলার স্থলে শ্রীমতী উমা নেহরু অধিনায়িকার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহিলা শোভাযাত্রা

শ্রীমতী কমলা নেহরুর গ্রেপ্তারে ও বোম্বায়ে পুলিসের অত্যধিক অনাচারের প্রতিবাদকল্পে দিল্লীতে মহিলারা ২রা জানুয়ারী বৈকালে একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। এই শোভাযাত্রার পরে একটী সভার অধিবেশন হয়।

'হিন্দুস্থান টাইমস'এর মামলা

'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুত কোহালি ও শ্রীযুক্ত খড়্গ বাহাদুর সিংহের মামলার ২রা জানুয়ারী শুনানী হইয়াছে। জেলের মধ্যে এই মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। হস্তলিপি পরীক্ষক মিঃ ষ্টটের জবানবন্দী ও জেরা হয়। একজন গুর্খা সৈনিকও সাক্ষ্য দিয়াছে। অতঃপর মামলার শুনানী ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

শ্রীযুত খড়্গ বাহাদুর এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। এডভোকেট মিঃ শিবনারায়ণ শ্রীযুত কোহালীর পক্ষে সাক্ষীদিগকে জেরা করেন।

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে প্রভাত-ফেরী

গত ১লা জানুয়ারী শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জীর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরের একদল বালিকা প্রভাত ফেরীতে বাহির হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া রাজ পথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

মাটীর নীচু হইতে ১০ হাজার টাকা চুরী

প্রকাশ, প্রায় ১৫ জন লোক হাতে বৈদ্যুতিক টর্চ আলোক লইয়া চন্দননগরের নিকট কোন গ্রামে এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দিয়াছিল। তাহারা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র দেখাইয়া গৃহস্থকে অভিভূত করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবী সংগ্রহ করে। কিন্তু সেখানে টাকা না পাইয়া তাহারা মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করে। প্রকাশ, ডাকাতদল তথা হইতে নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে। শুনা যায়, এই টাকাটা ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার আশঙ্কায় সংপ্রতি তথা হইতে উঠাইয়া আনিয়া গৃহস্বামী মাটীর তলায় পুতিয়া রাখিয়াছিল।

বারদৌলি দিবসে শোভাযাত্রা

আমেদাবাদ বারদৌলি দিবস উপলক্ষে গত ১লা জানুয়ারী নাদিয়াতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। পুলিস এই শোভাযাত্রা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। পাণ্ডাভাই ও তাঁহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে আর একটী শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। পুলিস দ্বিতীয়বার আর বাধা দেয় নাই।

লক্ষ্ণৌএ নূতন জেলখানা

গত ১লা জানুয়ারী হইতে লক্ষ্ণৌর একটি নূতন ক্যাম্প-জেল স্থাপিত হইল। 'সি' শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ইহার ভিতর অবস্থান করিতে হইবে। মিঃ আর, এন, ভাণ্ডী ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহিলার কারাদণ্ড

প্রেসিডেন্সী কারাগার হইতে কুমিল্লা স্থানান্তরিত শ্রীযুক্তা গোদাবরী দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও অপর দুই জন বাঙ্গালী মহিলাকে পুনরায় প্রেসিডেন্সী কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের গমনকালে জিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও অপর কয়েক ব্যক্তি তাঁহাদিগের গমনকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

স্থানীয় তরুণসঙ্ঘের প্রসিদ্ধকর্মী শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৪ ধারায় ২রা জানুয়ারী অপরাহ্নে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই উপলক্ষে পুলিশ স্থানীয় কংগ্রেস কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়াছে।

ডাঃ হার্ডিকরের বিচার

ডাঃ হার্ডিকরকে হুবলীতে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বাই আনা হইয়াছে। তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইবে, আর বোম্বাইতেই তাঁহার মামলার বিচার হইবে।

শ্রীযুক্ত গোরক্ষপ্রসাদ গ্রেপ্তার

উকিল শ্রীযুক্ত গোরক্ষপ্রসাদ মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে চম্পারণে কৃষক আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। সম্প্রতি মতিহারীতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেস অফিসে খানাতল্লাস

প্রকাশ, কুমিল্লা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে সম্প্রতি খানাতল্লাস হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ বিদেশী বর্জ্জন জন্য প্রচার কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। তাহার ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা বিদেশী বস্ত্র আমদানী বা বিক্রয় করিবেন না।

বোমা-বিস্ফোরণে দিল্লীতে গ্রেপ্তার

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহনলাল দিল্লী স্টেশনে বোমা-বিস্ফোরণের সংস্রবে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ দিল্লীতে নূতন ষড়যন্ত্রের মামলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, তাহার সংস্রবেও শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিজড়িত আছেন।

বক্তৃতা ও সভা করিতে নিষেধাজ্ঞা

ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত মহাদেও রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র ঝা এবং শ্রীযুক্ত সুখদেও চৌধুরীর উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারায় নোটিশ জারী হইয়াছে। ইহারা চৌকিদারী ট্যাক্স ও পিটুনী পুলিশ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। নিষেধাজ্ঞা ২ মাস বলবৎ থাকিবে। ঐ সময়ের মধ্যে ভাগলপুরের ও মাধেপুরার মধ্যে কোন সভা বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

গত ২রা জানুয়ারী স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের সমক্ষে নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। লাহোর জিলা জজ মিঃ এচ, এ, সি, ব্রাকার ও অপর ২ জন সদস্য লইয়া এই ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে। এই মামলার মোট আসামী ২৬ জন, তন্মধ্যে ১৩ জন পলাতক আছে এবং ৫ জন এপ্রুভার হইয়াছে। মামলার প্রারম্ভে আসামীপক্ষ হইতে গৃহীত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রার্থনা করায় তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

সরকারপক্ষের ব্যারিষ্টার রায় বাহাদুর জাগদী প্রসাদ মামলা আরম্ভ করিয়া বলেন, যে, বিপ্লব দল গঠন করিবার কল্পনা সর্ব্ব প্রথম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দেখা দেয়। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা মামলায় অভিযুক্ত হয়েন। অতঃপর কাকোরী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি বহু ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। শেষোক্ত ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যশোপাল এই মামলায়ও আসামী আছে। কিন্তু সে এক্ষণে পলাতক আছে। ইন্দ্র পাল এই মামলার প্রধান এপ্রুভার।

অতঃপর সরকারী ব্যারিষ্টার গত ১৯২৩ অব্দ হইতে ১৯৩০ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে বিপ্লবমূলক কার্য্যের কিরূপ বিস্তার হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করেন। এই বিপ্লবের প্রথম প্রকাশ হয় হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা নিক্ষেপ ও উহার শেষ অভিব্যক্তি হয় লাহোরের ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর আবদুল আজিজের প্রাণহরণের চেষ্টায়। তিনি বলেন, এই সকল কার্য্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রপাল জড়িত ছিল। বিপ্লবী দলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা যশোপাল, ইন্দ্র পালকে এই কর্ম্মে ব্রতী করায় এবং বড় লাটের ট্রেণধ্বংসের উদ্দেশ্যে ইহাকেই নিযুক্ত করে। এই দলের আর জন প্রধান সদস্যের নাম হংসরাজ; হংসরাজ একজন বিজ্ঞানবিদ।

এপ্রুভারের উক্তি হইতে জানা যায় যে, যশোপাল, হংসরাজ ও ইন্দ্রপাল ইহারা ৩ জনে ভগৎসিং প্রভৃতি আসামীদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে তাহাদের উদ্যম বিফল হয়। তৎপরে তাহারা বোমার সাহায্যে বড় লাটের ট্রেণ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা আবশ্যকীয় মালমশলা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় পরিশেষে লাইনের উপর বোমা রাখিয়া এবং কিছুদূরে ব্যাটারী স্থাপন করিয়া তাহার সহিত বোমা তারযোগে যুক্ত করিয়া কার্য্যগ্রহণ করিবার মতলব করে। প্রথমতঃ চন্দ্র পাণ্ডের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। এই মতলব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইন্দ্র পালও অগত্যা লাহোরে ফিরিয়া যায়। ইহার পর আর একবার এই মতলব করা হয় এবং এই মতলব অনুসারে কার্য্য করা হয় এবং তাহার ফলে বড়লাটের গাড়ীর পাশের গাড়ীখানি বোমায় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই।

অতঃপর ইহারা হংসরাজকে তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে বলে এবং তাহাকে কয়েকটি অধিক শক্তিবিশিষ্ট বোমা প্রস্তুত করিতে বলে। হংসরাজ তদনুসারে ২৩টি জোরাল বোমা প্রস্তুত করে। এই বোমা পরীক্ষা করিতে যাইয়া তাহাদের দলপতি ভগবতীচরণ রাভী নদীর তীরে প্রাণ হারায়।

অতঃপর সরকারী ব্যারিষ্টার বলেন যে মদনগোপাল নামক আর একজন এপ্রুভারের উক্তিও উক্ত বিবরণের সমতুল। মদনগোপাল আজমীঢ় নিবাসী। ভাও লিপুর রোডে যে বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল, মদনগোপাল তাহাতে জড়িত ছিল। এই ঘটনার পর প্রায় একই সময়ে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ৬টি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

অতঃপর এই মামলার শুনানী এই দিনের মত শেষ হয়।

পিকেটিং-বার্ত্তা

গত ২রা জানুয়ারী জোড়াবাগান রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক নূতন বাজার ও হাটের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং করিয়াছে। এই সমিতির আর এক দল স্বেচ্ছাসেবক চিৎপুর রোড ও এলগিন ষ্ট্রীটস্থিত বিদেশী শীত বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছে। পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ ও গুজরাটী মহিলা সমিতির বহু সংখ্যক মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত এক যোগে বড় বাজারের মনোহর দাস ষ্ট্রীট, চাকা পটী, ক্রশ ষ্ট্রীট ও অন্যান্য রাস্তায় বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছেন। পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। দুইজন বাঙ্গালী বালক পিকেটার গত শুক্রবার হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে বড় বাজারে পিকেটিং করিবার জন্য যে সকল মহিলা কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ১০ জন মহিলা গত ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্সী জেল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর · ২০শে পৌষ, সোমবার - ১৩৩৭

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কভ্বুর-সংস্কৃত কলেজ
ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৯.১২.৩০

স্নেহ বিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য শ্রীরামানন্দ-মিলনস্থলে পৌঁছিয়াছি। ওয়ালটারে কুঞ্জবাবু ও রাসবিহারীকে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। এখানে গোদাবরী-তীরে আমরা একটী বেশ ভাল বাড়ীর দোতালায় নূতন ঘরে বাস করিতেছি। ইহা একটী ব্রাহ্মণ উকিলের বাড়ী। উপরের সব ঘরই আমাদের ১৬ জন ভক্তকে থাকিতে দিয়াছেন। ষ্টেশনে এখানের অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অদ্য প্রাতে এখানকার শ্রীপাদপীঠ-স্থাপনকার্য্য অতি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। শ্রীমন্দিরটীও বেশ সুন্দর হইয়াছে। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের মিলনস্থানে হিন্দিভাষা বা বাঙ্গালায় কেহই কথা কহিতে জানে না। সংস্কৃত বলিতে পারেন, এমন কয়েকটী পণ্ডিত আছেন।

এস্থানের বিশেষত্ব এই যে পৌষ মাসের দিনে শ্রীমায়াপুরে, কলিকাতা বা অন্য সকলস্থানে লোকে শীতে কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু আমরা এখানে গা খুলিয়া রহিয়াছি, জামা গায়ে রাখিতে পারিতেছি না। যেমন চৈত্র মাসে বসন্তের বায়ু আমাদের দেশে পাওয়া যায়, এই পৌষের ভরা শীতের সময় এখানে নদীর হাওয়া বেশ আনন্দপ্রদ। এখানে শীতকালে 'শীত' বলিয়া কোন কথাই নাই। দিবসে, প্রাতে বা রাত্রে গায় জামা বা কাপড় রাখা যায় না। পাদপীঠ নদীর ধারে বাঁধের নীচে গ্রামের দিকে। সম্মুখেই কাছারী-বাড়ী। ইতঃপূর্ব্বে আমরা যাজপুর গ্রামে শ্রীবরাহ-মন্দিরে, শ্রীকূর্ম্মে শ্রীকূর্ম্মমন্দির-প্রাঙ্গণে ও শ্রীসিংহাচলে তিন স্থানেই শ্রীপাদপীঠমন্দির প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যেক স্থানেরই শ্রীপাদ-পীঠ-প্রতিষ্ঠা-পূজা প্রভৃতি করিয়াছি।

এখন কেবল মঙ্গলগিরিতে শ্রীপাদপীঠ বসিলেই আমাদের এখনকার মত শ্রীপাদ-পীঠ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাপ্ত হয়। আমরা তৎপরে মাদ্রাজ পৌঁছিব এবং তথা হইতে ক্রমশঃ শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ দর্শন জন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গমন করিব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫৩ সংখ্যার পর)

"গয়াধামে অবস্থিতিকালে চৈতন্যের জ্বর (?) হয়, তিনি তখন অন্যকোন প্রতিকার স্বীকার করেন নাই, এবং শ্রীচৈতন্যের শিষ্যের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যকে প্রশ্নের প্রসঙ্গ ও উত্তরে যাহাকে দেখিবে ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহারই পাদোদক আনিবে" প্রভৃতি বাক্য প্রামাণিক ইতিহাসবিরুদ্ধ। মহাপ্রভু গয়াধামে অবস্থানকালে জ্বরলীলা প্রকাশ করেন নাই—সন্দার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথে জ্বরলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শিষ্যবর্গ অনেক প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কোনও ভক্ত কোথায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাইব, এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন নাই, মহাপ্রভুও অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের স্পষ্ট উত্তর প্রদান করেন নাই। ইতিহাস না দেখিয়া চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্য-দেব শিষ্যগণের উপর অথবা অতিরঞ্জন-লোলুপ "নির্ব্বোধ" প্রভৃতি বলিয়া অসংযত বাক্য বর্ষণ ও ক্রোধ অভিব্যক্তি হওয়া কতদূর সমীচীন, সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবের নিত্যধর্ম্ম—পরমমুক্তগণের উপাস্যমান শ্রীনামপ্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। যদি তিনি তাৎকালিক কোনও প্রয়োজনের কথা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তাহা প্রচারে সার্ব্বকালিক সমস্যার সমাধান হইত না। কিন্তু যিনি নিত্য প্রয়োজন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন প্রয়োজনের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার প্রচারে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদিক ও সার্ব্বজনীন সমস্যার সমাধান হইবে। একথা বুঝাইতে হইলে পৃথক্ প্রবন্ধের আবশ্যক।

বর্ণাশ্রম জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে, তাহা জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থারূপ নিমিত্তকে কেন্দ্র করিয়া দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মযাজনের অবশ্য আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি সর্ব্বকালেই প্রয়োজনীয়—মুক্তাবস্থায় ভগবৎপ্রীতিই একমাত্র পুরুষার্থ। বর্ণাশ্রমাতীত শুকনারদ দিব্য দৃষ্টান্তই প্রমাণ।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় গৌড়ীয় বিশিষ্ট প্রচারকগণের জন্ম, বিদ্যা, সাধনা প্রভৃতি প্রকাশের আস্পর্দ্ধা বাক্যের প্রচার করিয়া অপরপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। এরূপ আস্পর্দ্ধা শিষ্ট-জনোচিত নহে। শাস্ত্র বলেন, দেবতা ও বৈষ্ণবগণের চরিত্র বুঝিতে পারেন না। স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেবও বৈষ্ণবগণের চরিত-সুধাসাগরের একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারেন না—ইহা অর্থবাদ বা অতিরঞ্জিত কথা নহে, বাস্তব সত্য। মানুষ সুস্থ ও স্বস্থ হইলে ইহা বুঝিতে পারে। গৌড়ীয় বিশিষ্টপ্রচারকগণের পাণ্ডিত্য বহনেরও অধিকারী ভূলোকে খুব কম হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্ববেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীধর স্বামিপাদের ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ, শ্রীশুকদেবের ন্যায় নিরপেক্ষ যে গ্রন্থরাজকে প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী, প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়াছেন, অগ্নিহোত্রী মহাশয় যদি সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন, তবে তিনি কিরূপে বিচার করিবেন, বুঝা যায় না। পণ্ডিতগণ বলেন,—"বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা" ["মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।"]

আমাদের রুচি বা উক্ত স্থলের সমর্থন না করিলেই যদি তাহা সাম্প্রদায়িক দোষ-দুষ্ট হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা আমাদের রুচিটা যে অসংসাম্প্রদায়িকতা নহে, তাহার প্রমাণ কি? শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতির বিবদমান অর্থের সমন্বয় করিয়াছেন।

কোন কোন সম্প্রদায় তাহাদের রুচির অনুকূল গীতার কথাগুলি মুখে মানিয়া 'জন্মান্তরবাদ', 'অবতারবাদ' প্রভৃতি গীতার সিদ্ধান্তপূর্ণ অংশসমূহকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া "গীতার গলদ" বাহির করেন। বাদরায়ণস্বামী বলিয়াছেন, যেমন গাভীর একদেশ রক্ষা করিয়া অন্যদেশ ছেদন করিলে গোহত্যাজনিত পাপ হয়, তদ্রূপ নিজ রুচি অনুসারে শ্রুতিরূপা গাভীর এক অংশ স্বীকার ও অপর অংশ কর্ত্তন করিলে তদ্রূপই দোষ হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "পয়ারকার" শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের যে সম্পূর্ণ সমীচীন অর্থ করিয়াছেন, 'কদর্থ' করেন নাই, তাহা অগ্নিহোত্রী মহাশয় "শ্রীচৈতন্যের দয়া" বিচার করিবার সৌভাগ্য পাইলে ক্রমে ক্রমে অচিরে বুঝিতে পারিবেন।

পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা করা কখনই লৌকিক নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। তবে ভগবৎসেবার বিরুদ্ধ আচরণ করিলে শাস্ত্রে ও আচার্য্যগণের আচরণে অন্যরূপ ব্যবস্থা আছে। অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের পারমার্থিক গ্রন্থ শ্রীরামায়ণ পাঠেই জানা যায়, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য ভগবৎসেবাবিরোধী কৈকেয়ীর কথা ভক্তবর ভরত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন—ভগবৎসেবার জন্য প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রচার-বার্ত্তা—সার্ব্বকালিক; শুধু সাময়িক নহে, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বত্রিক। কারণ, তাহা আত্মধর্ম্ম। আর পিতৃপিতামহগণের ধর্ম্ম নৈমিত্তিক—তাহা শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ একবাক্যে বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যম্
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

"বেদ্ধানেদির ধর্ম্ম" ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। "বেদ্ধানেদির ধর্ম্ম" বা প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম—ব্যভিচার বা কাম-ক্রোধাদির ধর্ম্ম, আর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম—বিমল আত্মধর্ম্ম। সেই আত্মধর্ম্মের বার্ত্তাই আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ আচারমুখে বিশ্বে প্রচার করিতেছেন।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় নিজকে "শক্ত পুরুষ" অভিমান করিয়া ভক্তিধর্ম্মের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা হওয়ার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নিখিল জীবের শাস্তা বৈবস্বত যমরাজ বলেন,—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥"

আমি দেবপূজ্যবিধাতা কর্ত্তৃক লোক-সমূহের হিতাহিত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরুবিমুখ মর্ত্ত্য জীব-গণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি, আর হরিচরণনত বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি। আবার বলিতেছেন,—

"ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নাক্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তে নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥"

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, (আমি) যম অথবা অন্যদেবগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নন।

সুতরাং অগ্নিহোত্রীর ঐ শুষ্ক আস্ফালনের মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

(ঢাকায় শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রেরিত)

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ১লা পৌষ হইতে ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অধিবাস দিবস অর্থাৎ ৩০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীহরিনাম-প্রেম-মহাপ্লাবনের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে শ্রীনামের জীবন্ত বৈজয়ন্তী শ্রীমঠের সেবকগণ প্রাতঃকালে বিজয় পতাকা সহ ঢাকানগরীর রাজপথসমূহে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হন। সুমধুর মহামন্ত্রের মহাবাগ্মী শক্তি পথি-পার্শ্বস্থ অট্টালিকাশ্রেণীর সুপ্ত অধিবাসিগণকে জাগরিত করিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি সম্পাদন করিলেন এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। অনেক সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তি এই আহ্বানে সাড়া দিয়া নিশ্রেয়ো লাভের জন্য সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সম্মিলিত সহস্র কণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে লাগিল—মৃদুমন্দ সমীরণ সহর্ষে নাচিতে নাচিতে ঐ সুমধুর ধ্বনি বহন করিয়া যাবতীয় জীবের কর্ণকুহরে নামামৃতধারা ঢালিতে লাগিল। বসুন্ধরা ভাবাবেশে কম্পিত হইতে লাগিল এবং সঙ্কীর্ত্তন যখন বংশালবাজার, দিগ্‌বাজার ফরাসগঞ্জ প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিতেছিল, তখন বুড়ীগঙ্গার তরঙ্গরাজি সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। এই প্রকারে ঢাকাবাসিগণকে হরিনাম মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১লা পৌষ অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ ঢাকা করোনেশন পার্কে মানবজীবনের কর্ত্তব্য, সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ যুক্তি-দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "মানবজীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য" ও উহা অনুসরণ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ঢাকাবাসিগণকে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে পরমার্থ শিক্ষাপ্রদ ভাগবতোৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ অবনত মস্তকে স্বামিজীর আহ্বান আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

আমরা পাঠকগণকে অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এবার উৎসবের প্রথম দিন হইতেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, শ্রীমঠে স্থানাভাব হইয়াছিল। ঢাকাবাসীগণের শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ পিপাসা একদিকে যেমন তাঁহাদের সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছিল, অপর দিকে শ্রীমঠে স্থানাভাব নিবন্ধন শ্রীমঠের আয়তন বর্দ্ধনের চিন্তাও শ্রীমঠসেবকগণের মানসপটে [illegible] মারিতেছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২রা পৌষ অপরাহ্ণ হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বামিজী কয়েকদিন যাবৎ অসুরবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশবাণীসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সরস উদাহরণসহ বর্ণন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের পাঠ ও ভক্তব্রুবের পাঠের মধ্যে বিশেষ তারতম্য এই যে, ভাড়াটিয়াগণ অর্থাকাঙ্ক্ষাবশে শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জক কথাসমূহ বলিতে বাধ্য হন, সুতরাং তাহারা পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট; যেখানে পক্ষপাতিত্ব, সেই স্থানে নিরপেক্ষতার অভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে" সুতরাং ভাড়াটিয়া পাঠকগণ অর্থ লালসায় লোকরঞ্জনবৃত্তির অনুসরণ করিয়া কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হ'ন। স্বামিজী মনোধর্ম্মিগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি উদাসীন থাকিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত কথাসমূহ নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ ও [illegible] অনুসরণফলে যাদৃশ [illegible] মনোধর্ম্মিগণ চঞ্চল মনোধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া 'নর-তনু ভজনের মূল' এই কথাটি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ভাড়াটিয়া পাঠকগণ অন্ধ সুখভোগের আশায় 'মনোরঞ্জন' কার্য্যের আবাহন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসায় বিপথে চলিয়াছেন, পক্ষান্তরে শুদ্ধভক্তগণ সাত্বত শাস্ত্রোপদেশ সমূহ পালন করিয়া ও অপরকে উপদেশ প্রদান করিয়া উভয়েই নিঃশ্রেয়ো লাভ করিতেছেন।

পিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট প্রথমমুখে মিশ্রি তিক্ত বলিয়া বোধ হইলেও ঐ মিশ্রি সেবনেই যে প্রকার তাহার পিত্তরোগ নাশ হয় এবং তখন সে মিশ্রির স্বাদ আস্বাদনে সমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বামিজীর পাঠ প্রথম-মুখে মাদৃশ অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মনঃপূত না হইলেও কয়েক দিন শ্রবণের ফলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, হৃদয়গগনে সত্য সূর্য্যের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে; তাই স্বামিজীর প্রত্যেকটী বাক্য কত উপাদেয়পূর্ণ, কত শিক্ষাপ্রদ, কত উপকারী, তাহা হৃদয়ে বেশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ জগতে যে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিতেছেন, বিশ্ববাসী সকলেরই তাহা বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং কাহারও এ সুবর্ণসুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে"—এই কথাটী ব্যক্ত করিবার জন্যই "লাজের মাথা খাইয়াও" নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কিছুটা ব্যক্ত করিলাম।

নিষ্কপট সেবার আদর্শ

সেবক শ্রীল জগবন্ধু

আজ যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের কৃপার বিশ্ববাসী অবরোহ পন্থার শাস্ত্রসত্যের কথা অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারই একনিষ্ঠ সেবা-সূত্রে শ্রীল জগবন্ধু নিখিলের নিকট স্বপ্রকাশিত হইয়া প্রকৃতপক্ষের ভক্তিতত্ত্ব (সেবাতত্ত্ব) শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে যতটুকু দর্শন দিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিকট ততটুকু প্রকাশিত।

তাঁহাকে জানিবার জন্য অপর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তিনি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তো তুলনা নাইই · আর কোথাও আছে কিনা তাহাও জানিবার মত সৌভাগ্য এযাবৎ লাভ করি নাই।

তিনি যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবায় নিরত থাকিয়া মায়াদাস্য হইতে বিরত ছিলেন, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার গন্ধ মাত্রও তাঁহার সেবায় ছিল না, তাহার প্রমাণ, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট কৃপা লাভ করিয়াছেন। বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত হো'ন নাইই বরং শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহা বদান্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—বাঞ্ছাকল্পতরু। আমরা যে প্রকার বুদ্ধি লইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হই, তাঁহার সেবা করি বলিয়া অভিমান করি, তাঁহার কৃপাও আমাদের অদৃষ্টে সেই রূপেই আসেন। আমি নিষ্কপট নহি, কপটতাপূর্ণ, লোকদেখান সেবাই আমার স্বভাব। তাই পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হই।

পরলোকগত শ্রেষ্ঠাৰ্য্য ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু প্রভু আজ নিষ্কপট সেবার যে আদর্শ পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গেলেন, তাহাতে কল্পনাতীত কাল পর্য্যন্ত বিশ্বের কল্যাণ বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার মহা প্রয়াণকালে আদিতে ও অন্তে তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সপার্ষদে বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠদূতগণ দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম করাইতে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন এবং ইহাও দেখাইলেন, তিনি যে কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কার্য্য পূর্ণাপ্তির দিবসেই তাঁহার লীলা অপ্রকট করিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ লীলা ভিন্ন এরূপ নির্য্যাণ সংবাদ আর একটীও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমায়াপুর-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব-স্থান প্রাচীন নবদ্বীপ। ইহা নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্যতম আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে এই প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর অবস্থিত। প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক তথ্য, মহাজনবর্গ, শাস্ত্র ও নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থ আলোচনা করিলে নবদ্বীপের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সেটেলমেণ্ট সার্ভে ম্যাপ দেখিলেও মায়াপুরের প্রকৃত সংস্থাপন [illegible] পারা যাইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজন পদাবলী গীত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়েও ধর্ম্মপিপাসুগণকে যে কোন জটিল প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ মীমাংসাত্মক উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধালু জনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য-মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রাদির সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রী[illegible]জগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌ[illegible] এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃ[illegible] সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহান্তার প্যাটেন্ট

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটোপরিমাণ সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পার্শ্বে উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত রোগ সমূহের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুহ সর্ব্বকার্য্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কামিনীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS & BROS THE GENUINE GOURI SANKAR MALAM 94 SOVA BAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং অস্ত্রকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে পৌষ ১৩৩৭ মঙ্গলবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৩১

কৃষ্ণনগর কর্ম্মী কারামুক্ত

শ্রীমতী কমলা নেহরুর বিচার

কুষ্টিয়ার প্রভাতফেরী

মুক্ত হইতে না হইতে গ্রেপ্তার

বোরসাদে কস্তুরাবাই গান্ধী

মৃতের সম্মানে রাত্রিতে শোভা

বোমা-বিস্ফোরণে মৃত্যু

হুগলী জিলা কর্ম্মী সম্মিলনে সুভাষচন্দ্র

গৃহদাহে ২ ব্যক্তি দগ্ধীভূত

দ্বারভাঙ্গা কংগ্রেসে পুলিশের হানা

নানা কথা

[কুষ্টি]য়ার প্রভাত-ফেরী

[...] প্রকাশ, কৃষ্ণনগরের ৪ জন মহিলাকর্ম্মী ২রা জানুয়ারী প্রভাতে কুষ্টিয়ার প্রভাত-ফেরীদলের অন্যান্য সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় গীত গাহিয়া সহরের প্রধান রাজপথ গুলিতে পরিভ্রমণ করেন।

কৃষ্ণনগর-কর্ম্মী কারামুক্ত

কৃষ্ণনগর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নায়ক শ্রীযুত জয়ন্তকুমার সরকার এবং বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী কৃষ্ণবন্ধু দাস পিকেটিং অডিনান্স অনুযায়ী ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গত ২রা জানুয়ারী বহরমপুর স্পেশাল জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী কমলা নেহেরুর বিচার

৬ মাস কারাদণ্ড

গত ৩রা জানুয়ারী এলাহাবাদের জিলা জেলের মধ্যে শ্রীমতী কমলা নেহরুর মামলা আরম্ভ হয়। বিপুল জনতা জেলের সম্মুখে সমবেত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বনফোর্ড পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেজাশও পুলিস সহ জেলের দ্বারে সমাগত হয়েন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহম্মদ ইসাক এই মামলার বিচার করিয়াছেন। যে ক্ষুদ্র কক্ষে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ কক্ষ শ্রীমতী কমলার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিচারের কালে শ্রীমতী কমলা স্থিরভাবে নীরবে দণ্ডায়মানা ছিলেন।

১ম চার্জ্জ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ফৌজদারী সংশোধন আইনের ১৭ (১) ধারামতে এক চার্জ্জ আনীত হইয়াছে।

এই চার্জ্জে যে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ শ্রীমতী কমলা নেহরু গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে [...] গ্রামের একটি স্বরাজ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি কংগ্রেস কমিটীর প্রোগ্রাম অনুসারে কর বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই কংগ্রেস কমিটী তৎপূর্ব্বে অবৈধ সমিতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমতী কমলা নেহরু কংগ্রেস কমিটীর অবৈধ কার্য্যের পোষকতা করিয়াছেন।

[...] জন পুলিস কর্ম্মচারী ও ঐ গ্রামের ১ জন অধিবাসী সাক্ষ্যে বলেন যে কথিত দিনে তিনি সহস্র লোকপূর্ণ একটি সভায় বক্তৃতা করেন ও সেই বক্তৃতায় তিনি কর-বন্ধের পোষকতা করেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে তিনি গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কন্মা নামক স্থানে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায়ও তিনি করবন্ধের পোষকতা করেন এবং এতদ্দ্বারা তিনি অবৈধ প্রতিষ্ঠান অডিনান্সের কবলে পতিত হইয়াছেন।

এই মামলায়ও পূর্ব্বপ্রকার সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট [...]টী চার্জ্জেই তাঁহাকে অপরাধিনী বিবেচনা করিয়া প্রতি চার্জ্জে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে

বিবিধ সংবাদ

মুক্ত হইতে না হইতে গ্রেপ্তার

পণ্ডিত নীলকান্ত দাস হাজারীবাগ জেল হইতে বিনামুক্ত হয়। পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিতেই তাঁহার উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নোটীশ জারী করা হয়। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতজী শান্তভাবে নোটিশটী গ্রহণ করিয়া বলেন যে, তাঁহার বাড়ী পৌঁছান পর্য্যন্ত পুলিস অপেক্ষা করিতে পারিল না। যে সকল ভদ্রলোক পণ্ডিতজীকে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

বোরসাদে কস্তুরী বাঈ গান্ধী

গত ২৩শে হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী ঐ তালুকের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র বিরাটভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া প্রায় হ্যাংগেচ্ছু সত্যাগ্রহীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন; তাহাদিগকে চরকা ও খদ্দরের বাণী শুনাইয়াছেন "চরকা কাট, খদ্দর পর, খদ্দর না পরিলে স্বরাজ মিলিবে না।" কহড়া জিলার অধিনায়িকা শ্রীযুক্তা ভক্তি লক্ষ্মী দেশাই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, দুই জনে তাঁহারা দেবল, বোদাল, আংলভ খানচুরিয়া, বাদালপা, ভাদ্রা, সৈয়দপুর খানপুর, ঝুলাও ইত্যাদি গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ তালুকের সত্যাগ্রহীদিগকে বিদেশী বা মিলের বস্ত্র এক বৎসর না কিনিয়া চরকা কাটিয়া খদ্দর প্রস্তুত করিয়া লইতে অনুরোধ করেন।

স্বাধীনতা দিবসের জের
যুদ্ধের সম্মানে রাত্রিতে শোভাযাত্রা

গত বুধবার দিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলবা দেবী রোডে পুলিসের গুলীবর্ষণে আহত লক্ষ্মীদাস ঈশ্বরদাসের ২রা জানুয়ারী রাত্রে জেল হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। রাত্র ১টার সময় পাহারাদের সমাগণ হাসপাতাল হইতে একটী শোভাযাত্রা বাহির করেন। শোভাযাত্রা ৩ ঘণ্টা নগরী পরিভ্রমণ করে। সহরে হরতাল পালিত হইয়াছে। কর্ম্মীদের মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদপরীক্ষা ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু

চারসাদা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, আমীর উল্লা নামক জনৈক লাল-কোর্ত্তাধারী বোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, সে একটী তাজা বোমা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ বোমাটি বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার জীবন নাশ হইয়াছে।

হুগলী জিলা কর্ম্মী সম্মিলনে সুভাষচন্দ্র

বিগত ১লা ও ২রা জানুয়ারী মগরাতে হুগলী জেলার কর্ম্মী সম্মিলন হইয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে রায়সাহেব শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী বিমলাপ্রতিভা দেবী, শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র নবনীত পাল, শ্রীযুত গোবর্দ্ধন সোম, ধরা ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ দাস, বিনয়কৃষ্ণ মোদক ও হুগলী সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমার বহু কর্ম্মী এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুবোধ চন্দ্র দাস ও স্থানীয় শ্রীযুত তুলসী চরণ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত লোকজনকে অভ্যর্থনা করেন। ১৪৪ গাড়ীতে শ্রীযুত সুভাষ বাবু ও অন্যান্য নেতৃবর্গ ষ্টেশনে অবতরণ করিলে, স্থানীয় বহু লোক তাঁহাদিগকে কংগ্রেস আফিসে লইয়া যায়। বহুদূর পল্লী হইতে শ্রীযুত সুভাষ বাবুকে দেখিবার জন্য উপস্থিত লোক এত বেশী হয় যে, যে স্থান সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে লোক দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। পরে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া সমস্ত বেড়া খুলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, পরে সভাপতি মহাশয় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, সুরেন্দ্র বাবু ও নরেন্দ্রবাবুও সভায় বক্তৃতা দেন। সাধারণ লোকের ও কর্ম্মীদের মনে খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পারিবারিক দুর্ঘটনার বাবুকে রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীতে জেলার কর্ম্মিবৃন্দ কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করেন।

সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

এই জেলার যে সমস্ত কর্ম্মী কারাবরণ করিয়াছেন, এই সম্মিলন তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের মীমাংসা হওয়া যে কংগ্রেস সমর পরিষদ গঠিত হইয়াছে, এই সম্মিলন তাহা সমর্থন করিতেছেন।

হুগলী সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার বয়কট, স্বদেশী প্রচার স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য ও নূতন কংগ্রেস কমিটী গঠন করিবার জন্য ১৬জন কর্ম্মিকে লইয়া, সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার প্রচার বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

আরামবাগ মহকুমার কর্ম্মদ সম্মেলন সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৪ই জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারী আরামবাগ সপ্তাহ পালন হইয়াছে।

এই সম্মিলনের উদ্বৃত্ত অর্থ কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জন্য যাহাতে ব্যয় হয়, তাহার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।

দ্বারভাঙ্গা কংগ্রেসে পুলিসের হানা

প্রকাশ, পুলিস গত ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে প্রায় ৯টার সময় দ্বারভাঙ্গার কংগ্রেস ছাউনীতে হানা দেয়। সে সময় সেই ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক আহার করিতেছিল, পুলিস তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস সেখানে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই লওয়া গিয়াছে।

দ্বারভাঙ্গা জিলার দান সিং সরাই নামক স্থানে গত ২৭শে ডিসেম্বর ৫ জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আমেদাবাদ বোমার জের

আমেদাবাদে দর্জ্জির দোকানে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে। স্থানীয় পুলিসকে তদন্তবিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য পুনা হইতে গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়াছেন।

গৃহদাহে ২ ব্যক্তি দগ্ধীভূত

গত ২রা জানুয়ারী রাত্রে দিল্লী লালকুয়ার বাজারে আগুন লাগে। ফলে এক জন দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অপর একজন ভীষণ ভাবে আহত হয়। প্রকাশ, এক বাটীর উপর তলে জনৈক রংওয়ালা বাস করিত। সে যখন রং প্রস্তুত করিতেছিল, তখন উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। আগুন সারা বাড়ীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। রংওয়ালা কোনরূপে পলায়ন করে। কিন্তু বাটীর অপর দুই ব্যক্তি বাহির হইতে অসমর্থ হয়। একজন পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। অপর ব্যক্তির অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অবশেষে ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া আগুন নিবাইয়া শান্ত করে।

মগরা সম্মেলন

গত ১লা জানুয়ারী জিলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সম্মেলন মগরাতে হইয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির কার্য্য করেন। সভাপতি বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী প্রচারের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বলেন। এই জিলার মহিলাদের উদাসীনতায় শ্রীযুত বসু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মহিলাদিগকে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহিত করা পুরুষদের পক্ষে কর্ত্তব্য। আগামী কল্য আবার সম্মেলন বসিবে।

মজঃফরপুরে গ্রেপ্তার

গত ১লা জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' উৎসবের ফলে প্রায় ৩ শত লোক মজঃফরপুরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কতিপয় লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গীয় বণিকসভা

বাঙ্গালার জাতীয় বণিকসভা কমিটী গত শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রাণ্ডটন পার্কে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। সার আর, এন, মুখার্জ্জি, মিঃ ক্যামেলস, ডাঃ ট্রীক, ডাঃ জিডেন, মিঃ টমসন, অনারেবল লেপ্টেনাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, সার হরিশঙ্কর পাল প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কভুর ২৯।১২।৩০

ভয়েষ্ট গোদাবরী

(শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর নামিত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত)

২৩শে ডিসেম্বর রাত্রের ট্রেনে পরমারাধ্য প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২৪শে নাগাদ সন্ধ্যায় যাজপুরে পৌঁছি। পরদিন প্রাতে যাজপুরে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত হইলে পর দ্বিপ্রহরে রওনা হইয়াছিলাম। ২৬শে বেলা ১০টার সময় চিকাকোলরোডে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নে চিকাকোলমঠে প্রসাদ সম্মান করি এবং অপরাহ্ণে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করা হয়। পরদিন প্রাতে রওনা হইয়া ২৭শে সিংহাচলে পৌঁছি ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন পূর্ব্বক ২৮শে প্রাতে তথা হইতে রওনা হই। অদ্য ২৯শে প্রাতে এখানে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত হইল।

যাজপুর এককালে বড় রকমের তীর্থ ছিল, কিন্তু এখন আর সে রকমের নাই। কূর্ম্মাচল ও সিংহাচল উভয়ই বড় রকমের তীর্থ ছিল ও এখনও আছে। সিংহাচলে বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা প্রণামী পড়ে। ইহাতেই অনুমান করিবেন যে, সিংহাচলটী কি রকম তীর্থ। দক্ষিণদেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সবই প্রায়ই বড় রকমের তীর্থ। এখানকার গোদাবরী-তীরকে 'গোষ্পদ-তীর্থ' বলে। এখানে কিন্তু কোন রকম বিদেশী যাত্রীর সমাগম দেখিলাম না। স্থানীয় লোক বোধ হয় কোন সময়ে একত্রিত হয়। মোট কথা, এ তীর্থটি প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

—আমি অদ্য পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, শ্রীরামানন্দ মিলনের কথা এই স্থানে শুনা কর্ত্তব্য। তিনি রাত্রে বলিবেন বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত যাইব।

'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ'

—কথাটী কেবল মনে পড়িতেছে।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীগুরুচরণপদ্ম বন্দি আমি সর্ব্ব আদ্য,
সর্ব্বসিদ্ধি যাহে সর্ব্বক্ষণ।
লভি' গুরুকৃপা লব গাব যাঁরে বন্দিব
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বোত্তম॥
নিখিল বৈষ্ণবগণ পদে এই নিবেদন
কৃপা কর এ অধম দাসে।
মহান্ত শ্রীগুরুতত্ত্ব ভকতিবিনোদ মহত্ত্ব
স্ফুর্ত্তি মোর হউক মানসে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু, তোমার স্মরণ কভু
তব কৃপা বিনা নহে লভ্য।
শ্রীগুরুচরণ স্মরি তব কৃপা আশা ধরি
এ অধম মাগে সে সৌভাগ্য॥
বৈষ্ণব মুকুটমণি জগতের ভাগ্যে তুমি
গৌড়ভূমে হইলা উদিত।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্বপার্ষদ নহে অন্য,
শুদ্ধভক্তি করিতে বিদিত॥
চৈতন্যের প্রিয়জন হেথা তব আগমন
প্রেমভক্তি পুনঃ বিলাবারে।
চৈতন্যের মনোভীষ্ট পুরাইতে একনিষ্ঠ,
ধামলীলা ব্যক্ত করিবারে॥
মহাপ্রভুর সুচরিত্র যাঁহার চরিত্রে ব্যক্ত
হেন প্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ
কেহ তাঁরে না চিনিল, বাক্যে শক্র মানিল,
কৃপা নাহি বুঝয়ে নির্ব্বোধ॥
কবে সে সুদিন হবে বিনোদের কৃপা লবে
জগতের দুর্ভোগ ঘুচিবে।
বিনোদের সদাচার, বিনোদের সুপ্রচার,
জৈবধর্ম্ম আদর্শ হইবে॥
শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম একমাত্র সর্ব্বসদ্ম,
শুদ্ধভক্তি সেবনবিধানে।
নিত্যানন্দ কৃপাকণ বিনা চৈতন্যচরণ
নহে লভ্য, অধমে না জানে॥
চৈতন্যের লীলা যত গ্রন্থদ্বারে আছে ব্যক্ত,
গ্রন্থ এবে অবোধ্য হইল।
ভকতিবিনোদবর সে অর্থ করি প্রচার,
শ্রদ্ধাবান জনে জানাইল॥
জগতেরে কৃপা করি ধাম সহ গৌরহরি
প্রকট করেছেন ভক্তদ্বারে।
ধর্ম্মের যতেক গ্লানি শোধিবারে আসি মণি
আচার্য্যরূপেতে অবতরি॥
বৈষ্ণব শিরোভূষণ তুমি গৌরপ্রিয়জন
নিত্যধর্ম্ম করিলে কীর্ত্তন।
ঐকান্তিকী গৌরসেবা আচরিলে রাত্রি দিবা
যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন॥
হরিনাম চিন্তামণি অতুল্য দয়ার খনি
জীবে কৃপা করি প্রদানিলে।
তব প্রদর্শিত পথ লভি জীব কলিহত
অকৈতবে হরিনাম বলে॥
শ্রীরূপশিক্ষা করি দান, শ্রীমায়াপুর-ধাম
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সমুদয়।
গৌড়ীয়ের চিত্তপটে, নাম সংকীর্ত্তন হট্টে,
প্রকাশিলে বিবিধ লীলায়॥
আমি দীন অভাজন না জানি তব সন্ধান,
থাকি যেন শুনিয়াছি রীতি।
অমায়ায় কৃপা করি শিখালেন কেশে ধরি
শ্রীগুরু সিদ্ধান্ত সরস্বতী॥

প্রেরিতপত্র

মাননীয়
শ্রীযুক্ত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ'
সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু
মহাশয়,

আপনার প্রসিদ্ধ পারমার্থিক 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' পত্রিকায় আমার প্রেরিত গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখের দৈনিক বসুমতীতে শ্রীবলাই শর্ম্মার লিখিত 'ধর্ম্মের ব্যবসায়' শীর্ষক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদটীর স্থান দিয়া চিরানুগৃহীত করিবেন। ইতি।

বিনীত নিবেদক
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১।১ হরিমোহন রায়ের গলি, বেলেঘাটা
কলিকাতা

প্রতিবাদ

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখের "দৈনিক বসুমতীতে" বলাই শর্ম্মার "ধর্ম্মের ব্যবসায়" শীর্ষক অযৌক্তিক আক্রমণের অভিসন্ধিযুক্ত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। বিস্মিত হইবার কারণ যে একান্ত পারমার্থিক অকৈতব সেবা প্রতিষ্ঠানটী প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন যাবতীয় ধর্ম্ম ব্যবসায়ের কথা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক প্রদর্শন এবং সম্পূর্ণ আদরযুক্ত নিষ্কপট সেবার পথ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, বলাই শর্ম্মা সেইরূপ অহৈতুক প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও আতক্রোধের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই, এমন কি সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকটও শ্রীগৌড়ীয় মঠের ঐই আচারময় প্রচার্য্য বিষয়টী প্রকাশের মত প্রসিদ্ধি আছে যে, গৌড়ীয় মঠই বর্ত্তমান যুগে গুরুব্যবসায় মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবত ব্যবসায়, শাস্ত্র-ব্যবসায়, বিগ্রহব্যবসায়, প্রসাদ ব্যবসায়, পৌরোহিত্য ব্যবসায়, ধামব্যবসায় ভেক-ব্যবসায় প্রভৃতি ধর্ম্ম জগতের স্থূল-ব্যবসায়-বুদ্ধিগুলি এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামনা, যাহে প্রতিষ্ঠা না চাওয়ার ছলনারূপ প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মজগতের নানাবিধ সূক্ষ্ম ও কপট ব্যবসায়গুলি বিভিন্ন উপায়ে সমাজের নিকট ধরাইয়া দিয়েছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার সুপাদর্শের দ্বারা ঐ সকল কপটতা, ভণ্ডামি ও অবৈধ ব্যবসায়-বুদ্ধিগুলি সাধারণের বোধগম্য করান হইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে সেই প্রদর্শনীর সাফল্য হইতেই কি বলাই বাবুর প্রবন্ধের উদ্ভব হইয়াছে? ঐ অভিসন্ধিসূচক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনে হয় যেমন সাধু ব্যক্তি পলায়মান চোরকে গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলে প্রকৃত চোর সাধুকে ঐ চোর, ঐ চোর, বলিয়া চীৎকারবারা আত্মগোপন করিতে চাহেন, এ ক্ষেত্রেও যেন তাহাই। আমরা বলাই বাবুকে কিছু দোষ দেই না —অজ্ঞানাজ্ঞানসেবাপরাধ্যতি, ন তু পুনরাসুরস্যো দোষঃ। অথবা ইহা কালধর্ম্ম—

চোরকো ছোড়ে, সাধুকো বাঁধে,
পথিককো লাগায়েও ফাঁসি,
কহ কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে
আউর হাসি।

সাধু তুলসী দাস বলেন, কলিকালে খাঁটী দুগ্ধ গলি গলি ফেরি করিলেও তাহার গ্রাহক পাওয়া যায় না কিন্তু সুরা ঘরে বসিয়াই বিক্রয় হয়।

"বৌদ্ধ প্রচার-ধর্ম্মের পরই শ্রীগৌরাঙ্গের আচার-ধর্ম্ম", "প্রচার মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে" বলাই বাবুর এই মতবাদ ইতিহাস-বিরুদ্ধ। বজ্রযান ও হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে কুৎসিৎ ও ঘৃণ্য আচারই দৃষ্ট হয়; বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেক স্থানে কপটতাপূর্ণ আচারের একটা অহিংসাসংরক্ষণকল্পে মৃত ও পর্য্যুষিত প্রাণীর মাংসাদি ভক্ষণ আজিও পরমধর্ম্মের আচাররূপে প্রচলিত হইয়াছে। বুদ্ধের প্রকৃত সত্যকথা প্রচারগুলি থামিয়া যাওয়াই ইহার মুখ্য কারণ। সত্যকথা প্রচার বন্ধ করিয়া গতানুগতিক আচারের একটা জীর্ণ কঙ্কালকে বাহ্যের কষ্টি দেব জ্ঞান দাঁড় করাইয়া রাখিলে যাহা হয়, তাহা যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে তেমন হিন্দু ধর্ম্মে, তেমন সকল ধর্ম্মেই হইয়াছে ও হইবে। সত্যবাণী—শ্রৌতবাণী প্রচারই

আচারের প্রাণ। সেই প্রাণের ক্রিয়া আসিয়া গেলে কেবল গতানুগতিক আচারের একটা বাহ্য পৌত্তিক মাত্র থাকে। তখন তিলক, ফোঁটা, কাঁথা, করঙ্গ, কৌপীন, শিখা, যজ্ঞোপবীত, কোশাকুশি, ত্রিসবন স্নান, বাহ্য আচারগুলি সবই থাকে কিন্তু যাহা আচারকে সজীব করিয়া রাখিবে, সেই প্রাণময় হরি-কীর্ত্তনটী থাকে না! এই জন্য মহাপ্রভু বলিলেন,"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর—প্রচার কর। প্রচারককে সর্ব্বদা অপরের পরীক্ষার পাত্র হইতে হয় বলিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আচারবানও হইতে হইবে। কিন্তু কেবল আচরণকারী নিজেকে ও অপরকে খুব সহজে ফাঁকি দিতে পারে।

বলাইবাবু লিখিয়াছেন "যে ধর্ম্মে প্রচারশীলতা দেখা গিয়াছে, তাহা অবৈষ্ণবের ধর্ম্ম।" এই কথা শুনিয়া সুধিসমাজ হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভুর ধর্ম্মটি পরিপূর্ণ প্রচারশীলতাময়। প্রচারমুখে আচারই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তনারম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন প্রচার॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম)

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।
(চৈঃ ভাঃ ,

মহাপ্রভু এই প্রচারশীল বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই কামনা করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন,—

অতএব প্রেমফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।
(চৈঃ চঃ আদি ৯ম)

আবার রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তর মুখে জানাইয়াছেন,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥

বলাই বাবু স্বীকার করিয়াছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গের আচরিত যে বৈষ্ণবতা তাহার তাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" এ বিষয়ে তিনি অকপট হইয়াও "অকপট" হইতে পারেন নাই। কারণ পর মুহূর্ত্তে আবার তিনি বৈষ্ণবতা মাপিতে বসিয়াছেন। যিনি সিদ্ধান্তবিৎ নহেন, তিনি কি করিয়া কোন্‌টী বৈষ্ণবতা কোন্‌টী অবৈষ্ণবতা, কোন্‌টী জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, কোন্‌টী কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিবেন। জহুরী জহর চিনেন, অপরে চিন্তামণিকে কাচমণি, কাচমণিকে চিন্তামণি মনে করিয়া বিভ্রান্ত হন।

মর্কট কখনও যদি গজমুক্তা পায়।
বদরি ভাবিয়া তারে দশনে চিবায়॥

'মর্কট-বৈষ্ণবতা' লিখিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্তবিদ্ হওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে কহিয়াছিলেন. যি. গৌরাঙ্গের আচরিত তাত্ত্বিকতা জানেন না, তিনি চৈতন্যধর্ম্মের বা চৈতন্যজনগণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মতামত লিখিবার অধিকারী নহেন।

(চৈঃ চঃ ৫ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ;

বৈষ্ণব বলিয়াছেন বটে,—প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, কাম, ক্রোধ, লোভ অনর্থকারক রিপু, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।" কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা ইত্যাদি। বলাই বাবুর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোক দুইটী পড়া থাকিলে তিনি মর্কট বৈষ্ণবের দলপাতি হইতেন না।

শ্রীধাম মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়া প্রচার ও প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যানুগত জনের বৈষ্ণবতার আদর্শ। কারণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীধাম-বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার ও প্রচারের "উগ্রচেষ্টা" দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার পার্ষদগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মহাপ্রভুর সেই আচরণই অনুসরণ করিব ও উহাকেই বৈষ্ণবতা জানিব। বলাই বাবু বা তৎসমশীল সম্প্রদায়ের বিচার ও উপদেশ লইয়া কেহই কখনও বৈষ্ণবতা শিক্ষা করিবেন না। কারণ তিনি তত্ত্ববিদ্ নহেন বলিয়া নিজেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য—"যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঐতিহাসিকগণের ক্রীড়ার প্রাকৃত নায়ক মাত্র নহেন। ইহা চৈতন্যভক্তগণকে বুঝাইতে হইবে না। তবে যাঁহারা শ্রৌত প্রমাণ বা মহাজনের নির্দ্দেশ স্বীকার করেন না, সেই সকল বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের জন্যই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের আবশ্যকতা। সেই লোক ঐতিহাসিক লড়াই করেন ও উহা চাহেন। কিন্তু শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতিষ্ঠাকগণ শ্রৌতপন্থার মহাজন, শুদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশকেই বেদমানবের অকাট্য প্রমাণ শিরোমণিরূপে গ্রহণ করেন।

'সোনার গৌরাঙ্গ', 'মাটির গৌরাঙ্গ', 'কল্পিত গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি "প্রতীক" বটে, কিন্তু লেপ্যা, লেখ্যাদি বিচিত্রতায় আবির্ভূত শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চাবতার 'প্রতীক' নহেন। ইহাই সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত—

"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার,
তাতে কহ তুমি সত্ত্বগুণের বিকার॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বহুদিবস যাবৎ ইহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া আসিতেছেন. ব্যবসায়ের অনেক দিক রহিয়াছে। মুচি মুদ্দাফরাসের ব্যবসায় বরং অনেকাংশে ভাল ও অপরাধশূন্য, ধর্ম্ম-ব্যাধের ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত ভাল, তথাপি ধর্ম্মের নামে মন্ত্র-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, পৌরোহিত্য ব্যবসায়, তীর্থ-ব্যবসায়, নাম ব্যবসায়, ঠাকুর দেখাইয়া পেট ভাদার ব্যবসায় অপরাধময় বলিয়া পরিত্যাগ, ঐরূপ ব্যবসায় করিও না। শাস্ত্র পড়িয়া অর্থ লইয়া তাহা ভোগায়ত্নীর পদাভরণ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিও না, ছন্নানা ছেলের বায়স্কোপ দেখাইবার খরচ যোগাইও না; কিন্তু চোর বলে, ঐ চোর, কারণ এ যে কলিকাল। (ক্রমশঃ)

"বিহার প্রচার-প্রসঙ্গ"

শ্রদ্ধেয় নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক মহাশয় আপনার বহুলপ্রচারিত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ পত্রে নিম্নলিখিত প্রচারসংবাদটী প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ নিশাচটী-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিভূষণ মহোদয়ের উদ্যোগে ধানবাদ টাউনহলে একটি মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক একপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সমাগত বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বুভুক্ষা মুমুক্ষাদি লঘুতাকারিণী শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শুদ্ধাভক্তিবিষয়িণী বক্তৃতার দ্বারা বিদ্বৎসভার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত আর, কে, প্রসাদ সাবডিভিসনাল অফিসার, শ্রীযুক্ত শিব দাস মুখোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট প্লিডার, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত উকীল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র উকীল, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্র উকীল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী উকীল, শ্রীযুক্ত আই, এন, চক্র কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্র কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্র প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামিজী মহারাজের শাস্ত্রীয় বিচারযুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন যে অনর্পিতচরী শুদ্ধাভক্তি জগতে প্রচার করেন, তাহা কোন অভিনব বস্তু নহে; পরন্তু নিত্য ও সনাতন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই শুদ্ধভক্তির আকর শাস্ত্রগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক এবং স্বতঃপতিত ফল।' ব্যাসোক্ত "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" এই 'গলিত' শব্দে এই অভিপ্রায় অনুস্যূত রহিয়াছেন যে, ইহা কোন পার্থিব চেষ্টা দ্বারা পরিপাচিত, আকৃষ্ট ও পতিত হয় নাই অর্থাৎ কোন প্রকার আরোহপন্থার লব্ধ ও এই জগতে আনীত হয় নাই। পরন্তু অবরোহপন্থায় আম্নায়পারম্পর্য্যে উহা স্বয়ং এই জগতে জীবকল্যাণ কারণে শ্রৌতপন্থায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরম মধুর এই ভাগবতরূপ ফল আবার শুকদেব গোস্বামী দ্বারা আস্বাদিত হইয়া মধুরতর হইয়াছেন। পারমহংস্য সংহিতা এই সাত্বত গ্রন্থ কৃষ্ণগুণাক্ষিপ্ত মতি পরমহংসপ্রবর শ্রীশ্রীমচ্ছুকদেব গোস্বামীর মন্তব্য সংযোগ ইহার মধুরত্বের নিদান। সত্যই মধুর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রৌতপন্থায় শ্রীশুকদেব গোস্বামী যে মন্তব্য ও ভক্তিরস সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা মরণধর্ম্মশীল জড় অর্থাৎ মৃত রস নহে। পরন্তু অমৃত, নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন।

"পিবত ভাগবতং রসং" প্রথম চরণে ভাগবতকে ফল এবং পর চরণে শ্রীমদ্ভাগবতকে রস রূপে নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বাপর বিরোধ বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হইলেও উহা বর্ণনবিরোধ নহে। পরন্তু ফলাকার হইয়াও রসস্বরূপ অর্থাৎ সাধারণ ফলবৎ অস্থি কঙ্কালাদি কোন হেয় বস্তু মিশ্রিত নহে অর্থাৎ সমগ্র হেয়াংশবর্জ্জিত, কেবল উপাদেয়তাপূর্ণ। ইহা 'রস' অর্থাৎ 'রসো বৈ সঃ' এই বাক্যানুসারে অভিন্ন ভগবত্তত্ত্ব এবং 'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥' এই রস সংজ্ঞানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত রস প্রাকৃত চিন্তা রাজ্যের অতীত। ভোগ বা মোক্ষের লেশমাত্র কামনা থাকা অবস্থায় এই রস আস্বাদ নর বিষয়ীভূত হইবার নহে। অতএব অজ্ঞ রসোন্মত্ত অযুক্ত পুরুষগণ ভাগবতের যে, রস মাধুর্য্য বর্ণন করেন, তাহা মূকের সঙ্গীত আলাপের ন্যায় অনধিকারীর ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

সভ্যগণ সকলেই স্বামিজীর নিরপেক্ষ ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তৎপর দিবস পুনরায় তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিশদ বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এ, এস-এম,
ধানবাদ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। বৃত্তিমালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩ অপপক্ক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴২
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীদুর্গানন্দর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। বিষ্ণুস্বামি-গৌড়ীয়-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশ-দর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অনুষ্ঠান ও অধোক্ষজ-ভক্তি মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভক্তিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈনন্দিন প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ২৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাজসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সারস্বতপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ বাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীকৃষ্ণপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌরবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযাধিকারঞ্জন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কৃষ্ণনগর মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি— ——————
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২২শে পৌষ ১৩৩৭ বুধবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩১

মৌলানা মহম্মদআলার মৃত্যু

কালীগঞ্জে ডাকাতি—পাঁচ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

৭৮ দিন অনশনে

আমেদাবাদে বোমা-বিস্ফোরণের জের

কারা আইন ভঙ্গ

জেলে মহাত্মা গান্ধীর ওজন বৃদ্ধি

মাজদিয়ায় প্রভাতফেরা

শিকারে বিপত্তি—পোষ্টমাষ্টার নিহত

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

মতিহারী ষড়যন্ত্রের মামলা

নানা কথা

মৌলানা মহম্মদআলীর মৃত্যু

লণ্ডন হইতে এক তারের সংবাদে প্রকাশ যে, গত রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় মৌলানা মহম্মদ আলী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত দেহ ভারতে প্রেরিত হইবে।

কালীগঞ্জে ডাকাতি

পাঁচ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

কালীগঞ্জ হাজরাপোতা গ্রামের নলিনীকান্ত গড়াইয়ের বাড়ীতে সম্প্রতি এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ সংখ্যায় প্রায় ১৫-১৬ জন ছিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ও গৃহস্বামী ডাকাতগণ কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছে। গৃহস্বামীর অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক। কয়েকজন ডাকাত ধরাও পড়িয়াছে। ডাকাতেরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শুনা যাইতেছে পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

———

কারা-আইন ভঙ্গ

এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড

এলাহাবাদ জেলা জেলের সাত জন রাজনৈতিক বন্দীর বিরুদ্ধে কারাআইন ভঙ্গের অভিযোগে যে মামলা আনীত হইয়াছিল তাহার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে জেল নিয়মানুবর্ত্তিতার বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৭৮ দিন অনশনে

৩রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত কেশব চক্রবর্ত্তী যিনি গত ৭৮ দিন যাবত অনশনে ছিলেন—পুরুলিয়ার শ্রীযুত জীমূতবাহন সেনের অনুরোধ উপরোধে অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন।

শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ওজন কমিয়া ১৪৬ পাউণ্ড হইতে ১০৪ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

প্রকাশ, জেলকর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার অভিযোগগুলির প্রতীকার করা হইবে।

———

আমেদাবাদে

বোমা বিস্ফোরণের জের

বোমা বিস্ফোরণ মামলার সাত জন আসামীকে গত ৩রা জানুয়ারী সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। পুলিস তদন্ত শেষ না হওয়ায় তাহাদিগকে ৭ দিনের জন্য হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

ভাগলপুরে ট্যাক্স বন্ধ

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত টীপুর থানার অধীন গৌরীপুর গ্রামের অধিবাসীরা চৌকীদারী ট্যাক্স প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; ফলে, তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি সমূহ ক্রোক করিয়া প্রকাশ্যে নীলামে বিক্রীত হইয়াছে।

———

বোম্বাইএ স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

একখানা পুলিশ ভ্যানে করিয়া যখন বিলাতী কাপড় নেওয়া হইতেছিল তখন নাথা নারায়ণ নামক জনৈক কর্ম্মী গাড়ীর সম্মুখে শুইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি সাড়ে আট মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

জেলে মহাত্মা গান্ধীর ওজন বৃদ্ধি

মহাত্মা গান্ধী এক পত্রে কুমারী মীরা বেনকে লিখিয়াছেন, গত গুরুবারে যে ওজন লওয়া হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার ওজন দেড় পাউণ্ড বৃদ্ধি হইয়াছে।

মহাত্মাজী আরও লিখিয়াছেন যে তিনি এক্ষণ কোন দুর্ব্বলতা অনুভব করেন না তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ কোন ক্লান্তি অনুভব না করিয়া প্রত্যহ দাঁড়াইয়া তকলীতে দুই ঘণ্টা সূতা কাটিতেছেন।

মহাত্মাজীর পরিপাক শক্তি ও সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইয়াছে।

মাজদিয়ার নূতন "প্রভাত ফেরী" দল

কৃষ্ণনগর, ১লা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুক্তা নির্মলনলিনী ঘোষ ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সরকার, কেপ্টেন এবং ডি, এন, কুণ্ডু অস্থায়ী কমীগণ গত ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে মাজদিয়া ও কানপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা মাজদিয়াতে একটি "প্রভাত ফেরী" দল গঠন করিয়াছেন। মাজদিয়ার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী আগামী সপ্তাহ হইতে আর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিবেন না বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

শিকারে বিপত্তি
গুলীতে পোষ্টমাষ্টার নিহত

নড়াইল মহকুমার বাগ শ্রীরামপুরের ল্যাণ্ডেল ক্লার্ক কোম্পানীর পাটের গুদামের সাহেবের সহিত বাগশ্রীরামপুর পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার রাধানাথ ভট্টাচার্য্য, নিমাইমিত্র প্রভৃতি গত ২৮শে ডিসেম্বর নিকটবর্ত্তী বিলে পাখী মারিতে গিয়াছিলেন। অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ বন্দুকের গুলীতে রাধানাথ ভট্টাচার্য্য আহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুলিশে খবর দেওয়ায় যথারীতি তদন্তাদির পর শব বারজেলাতে গত ২৯শে ডিসেম্বর নড়াইলে তাঁহার সৎকার করা হইয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ২রা জানুয়ারী সপ্তাহ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণর স্যর মণ্টেগু বাটলার উহার উদ্বোধন করেন। তিনি প্রথমে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলেন সকল শ্রেণীর লোকই বিজ্ঞানের উপকারিতা স্বীকার করেন। স্যর এম, বি, দাদাভাই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠ করিলে পর নির্ব্বাচিত সভাপতি ভারতের জুলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর মিঃ আর, বি, সেয়ুরমুয়েল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

মতিহারী ষড়যন্ত্রের মামলা

মতিহারী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী ৫ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলায় শ্রীযুক্ত রামবিনোদ সিংহ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র শুকুল প্রভৃতি আসামী। মতিহারী জেলের ভিতরে বিচার হইবে এবং ঐ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র বর্ত্তমান মামলায় দাখিল করিবার জন্য এখানে আনীত হইয়াছে।

ফুলবাগে পতাকা-সত্যাগ্রহ

২রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত ৬ দিন ধরিয়া কানপুরের বানরসেনা ফুলবাগে পতাকা সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। বহু সংখ্যক অল্পবয়স্ক বালক কোনরূপে ফুলবাগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং প্রত্যহ দলে দলে গ্রেপ্তার হইতেছে এ পর্য্যন্ত ৮৯ জন বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক বালককে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। অবশিষ্টদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরা জেনারেল ও প্যারেড বাজারের দোকানগুলির সম্মুখে বিদেশী বস্ত্রে সীল করিতেছেন। যে সকল দোকানের মালিক তাঁহাদের বিদেশী মাল সীল করিতে সম্মত হইতেছেন, তাঁহাদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরী লাল বিদেশী বস্ত্রের কয়েকটা গাঁট আটকাইতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুত রামদাস গান্ধির বিচার

মহাত্মা গান্ধীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রামদাস গান্ধী ও অন্যান্য কতিপয় আসামীর মামলার বিচার গত শনিবার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লুনের আদালতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুত রামদাস মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। ৫ই জানুয়ারী এই মামলার পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য্য হয়। শ্রীযুত রামদাসকে গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে নবসারিতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

পুলিসের অধিকৃত মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট রোডের পুরাতন কংগ্রেস কার্য্যালয়ের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করিবার অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক তিরজী মুনজী ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্বাধীনতা-দিবসের কার্য্যতালিকা বিতরণের সময় ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বে-আইনী সমিতিকে সাহায্য করিবার অভিযোগে তাঁহাদের ৪ দিন করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

একজন ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মাণ্ডবী অধিনায়ক লালজী প্রাগজীর মামলা ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

সূতা-ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি

নারায়ণগঞ্জ সমর পরিষদের অধিনায়ক ডাক্তার ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ, বিদেশী সূতার বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য মাধবদী হাটে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, সেখানকার ব্যবসায়িগণ ভবিষ্যতে বিদেশী সূতা আমদানী বা বিক্রয় করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বোরসাদে পিকেটিং

গত ২৬শে ডিসেম্বর মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় শ্রীযুক্ত দীরাজলাল শেঠ ও বাড়ভাই পেটেল ধৃত হয়। ২৭শে ডিসেম্বর পিকেটিং করার অপরাধে শ্রীমতী নির্মল বেন ও তারাবেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২৮শে বোরসাদ সত্যাগ্রহ ক্যাম্পের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শঙ্কর ভাই দেশাইভাই পেটেল মদের দোকানে পিকেটিংএর জন্য মাতলাদিগকে পানীয় সরবরাহের গমন কালে রাস্তায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন।

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ৪৮ জন কারারুদ্ধ

ঢাকায় সম্প্রতি যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে, উহার ফলে ঢাকাবাসী নিম্নলিখিত ৪৮জন ভদ্রলোক বন্দী হইয়া বর্ত্তমানে বক্সার দুর্গে ও বাংলার বিভিন্ন কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র গাঙ্গুলী, যোগেশ্বর সেনগুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস, কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী বসন্তকুমার রায়, শৈলেশচন্দ্র বসু, শচীশচন্দ্র সরকার জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, অনিলচন্দ্র রায়, বারীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সুধীর কুমার বসু, প্রফুল্লকুমার দত্ত, সুরপতি চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র গুহ, নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত হরিপ্রসন্ন দে, জীবনলাল চাটার্জ্জী, হিমাংশু মোহন ঘোষ, অধীরকুমার ব্যানার্জ্জী গোপালচন্দ্র সেন, অমূল্য লাহা, প্রশান্ত চন্দ্র নাগ, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র আচার্য্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নরেশচন্দ্র গুহ, সুশীলচন্দ্র সরকার, সন্তোষ চন্দ্র গাঙ্গুলী শশিভূষণ গুহকে মাখনলাল ঘোষ, গুরুগোবিন্দ মজুমদার, নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভবেশচন্দ্র নন্দী, অনিলচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র দাস, মনোহর মুখার্জ্জী, যামিনী মোহন পাল, সুকুমার বিশ্বাস, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, তেজময় ঘোষ, বীরেন্দ্র নাথ কুশারী, প্রফুল্লকুমার গুহকে বাদল চাটার্জ্জী, জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ার্দ্দার, সত্য ভূষণ গুপ্ত, সুরেন্দ্রলাল দত্ত, জীবন দত্ত, কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়।

কংগ্রেস কর্ম্মী রামকুমার ভোয়ালকা

বড়বাজারের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামকুমার ভোয়ালকা মহাশয় ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনরায় দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি বড়বাজারে যে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে তাহাতে তিনিও সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ হার্ডিকর জামীনে মুক্তিতে অসম্মত

ডাঃ হার্ডিকরকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইলে তাঁহার প্রতি ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ডাঃ হার্ডিকর জামীনেও মুক্তি পাইতে পারেন বলিয়া অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু ডাঃ হার্ডিকর জামীনে মুক্তি হইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১১৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রহ্মসূত্রম্‌ পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যম্‌ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-প্রদর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুব নখর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৩। কৃষ্ণ-সূক্তম্‌ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থবর্ষিণম্‌ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজ্‌ম্‌ ।০
৬০। রোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ড্‌ ফর ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইসোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌স্‌ য়্যাণ্ড ক্যালেনডেড্‌ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রী গৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রচারক, সর্ব্বজনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অদ্বিতীয় ও অশোকাভয়-ভক্তি মীমাংসক, বিশ্ব-মৈত্রী ও একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপদেশক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দেবর্ষি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী

সমজ্ঞসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্‌—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রভুর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ইহার যথেষ্ট বিচার আছে।

যাঁহারা ভগবানের নিত্য লীলায় ও গোলোকলীলায়, প্রকট অপ্রকট লীলায়, ভৌমধাম ও গোলোক সেব্য-স্থাপন করিয়া হৃদয়ে শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রকে সমুদিত দেখিতে চাহেন। তাঁহাদের হৃদয় অপরাধময়, পাপময়, কাম ক্রোধাদির ষড়্‌রিপুর তাণ্ডব-নৃত্যময়। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,

গৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমি বাস।

ঠাকুর নরহরি গাহিয়াছেন,—

যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

বুজরুকগণ প্রচারের বিরোধী। তাহারা নানাপ্রকার বুজরুকী দেখাইয়া যখন লোক আকৃষ্ট করিতে পারে, লোক সমাজকে মেস্‌ম্যারাইজ্‌ করিতে পারে, তখন আর তাহাদের সত্যকথা প্রচারের আবশ্যকতা কি? প্রচার করিতে হইলেই দুনিয়ার প্রায় শতকরা ৯৯ বা ততোধিক আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাকামী বহির্ম্মুখ জনের নিকট অপ্রিয় হইতে হয়। আর বুজরুক হইতে পারিলে অতি সহজেই অপরের মনোরঞ্জন করিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা যায়। লোকেও তাহার শত্রু হয় না। যীশুখৃষ্ট প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মহম্মদ প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই অশেষ নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই বহুবার তাঁহাদের প্রাণসংশয় হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ, ঠাকুর হরিদাস প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই জগাই মাধাইয়ের কলসীর কাণা, রামচন্দ্র খাঁর উৎপাত, বলাই পুরোহিত ও হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের গালিবর্ষণ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কতিপয় পুত্রের বিরোধ কদলাকাণ্ড বিশ্বাস প্রভৃতির আবদার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র পুরীর কটাক্ষ। এমনকি, দামোদরের কটাক্ষ, নবদ্বীপের "পাষণ্ডী হিন্দু" সম্প্রদায়ের, পড়ুয়া, কাশীর মায়াবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতির নিন্দাবাদ বা অত্যাচার কত কি সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের একমাত্র অস্ত্র শ্রৌতবাণী—শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার। তাঁহাদের বুজরুকী প্রভৃতি বা গোলে হরিবোল দেওয়া চিজ্জড়ে সমন্বয়-বাদের অস্ত্র নাই বলিয়াই তাঁহারা গণ-গড্ডালিকার মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের জীবনে মহাপ্রভুর প্রচার-কালের বাধাবিঘ্নের দৃষ্টান্ত-সমূহের পুনরভিনয়ই লক্ষিত হইতেছে।

প্রচার-ত্যাগই—আত্মধর্ম্ম ত্যাগ। উহাই মর্কট-বৈষ্ণবতা ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। শুধু অস্বাস্থ্যের নয়, মৃত্যুর লক্ষণ মরার মুখেই জবাব বন্ধ হয়। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"প্রাণ আছে যার, সেহেতু প্রচার।"

বলাই শর্ম্মা বলেন, বিলাতী প্রচারওয়ালার অনুসৃত পদ্ধতি সংবাদপত্রে যেখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচার সেখানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই দেদীপ্যমান। কাজেই সেখানে বৈষ্ণবতা নাই। দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ভগবৎ-কথা প্রচার হইবে না, 'গোলোকে ধরণ' লইয়া বসিয়া থাকিলেই বৈষ্ণবতা হইবে, এইরূপ আদর্শ বলাই বাবু কোথায় পাইলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের সময় ট্রেণ ছিল না, প্রিন্টিং প্রেস ছিল না, এখন কাগজ ছিল না, পুস্তক বাঁধাই ছিল না, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং এখন কেহ মুদ্রাযন্ত্রে, কাগজে, চিত্র ভাগবত কথা পূর্ণ দগ্ধ-তপ্ত প্রকাশ করিবেন না, পারমার্থিক পত্রিকা প্রচার করিবেন না, ট্রেণের সাহায্য দেশ দেখাশুনা চেষ্টা, অবৈষ্ণবতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেবল অচৈতন্য সংবাদপত্র, তাহা সংবাদপত্রেই নিযুক্ত হইবে, তাহাতে জড়-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই! মোট কথা এরূপ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি হরিকথা কীর্ত্তন প্রচারের বিরোধী—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন শত্রু। নিজের আচরণের দিকে লক্ষ্য নাই। কেবল পরচর্চ্চক তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামী। হরিকথা প্রচারের আড়ম্বর, কীর্ত্তন মহোৎসব বন্ধ করিয়া আচারের ছলনায় গোপনে দৌরাত্ম্যই এইরূপ ব্যক্তির বৈষ্ণবতা! এইরূপ বৈষ্ণবতার বালাই

(ক্রমশঃ

কি হয় ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী দাসাধিকারী)

যাহা হয় একটা ফয়সালা আজ করিব; ফেলিতেছ হবে মনে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গৌড়ীয়মঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য, উঁহারা যে অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণকে ভীষণ অমঙ্গল এমন কি সর্পোচ্ছিষ্ট দুধের মত প্রাণঘাতী বলিয়া সর্ব্বদা চিৎকার করেন ইহার তাৎপর্য্যটা কি তাহা জিজ্ঞাসা করা। আমরা ত' বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে এমন কি চপওয়ালার কীর্ত্তন পর্য্যন্ত বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, অমঙ্গল ত' কিছু বুঝি না, বরং শুনিতে বেশ ভালই লাগে, অথচ, ইঁহাদের এত গাত্রদাহ কেন? ধর্ম্ম জিনিষটাকে কি ইঁহারা একেবারে এক চেটিয়া করিতে চাহেন? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে মঠে প্রবেশ করিয়াই দেখি, শ্যামবর্ণ ছিপ ছিপে অল্পবয়স্ক একজন সন্ন্যাসী শ্রীমালিকা হস্তে নাটমন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন। চেহারা দেখিয়াই মনের ক্ষোভটা অনেক প্রশমিত হইল। মনে হইল আহা! কোন্ প্রেরণায় ইঁহাকে উন্মত্ত করিয়া এই কচি বয়সে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে। না জানি কোন্ অভাগীর অঞ্চলের নিধি বাঁধন খুলিয়া পলাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, নাম—বন মহারাজ। শাস্ত্রে সন্ন্যাসী দেখিলেই প্রণাম করিবার বিধান আছে অবগত থাকায় টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার হাসি হাসি মুখখানি আর একটু মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত হইল।

মহারাজ বলিলেন, শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে। তবে আপনারও দোষ নাই। সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণাভাবে আপনার ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। ভ্রান্ত কথাটা শুনিয়া আমার মনটা একটু গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে একটু চুপ করিয়া গেলাম। তিনি আমার মনের ভাবটা লক্ষ্য করিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে না থামিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখুন, আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য পদ্ম পুরাণ তার স্বরে বলিতেছেন :—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অর্থাৎ দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট বস্তু যদি সর্পে খায়, তাহা হইলে উহাতে যেরূপ দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষের ক্রিয়া করে, তদ্রূপ সাধুর মুখের হরিকথাকে জীবের ভক্তিবৃত্তির উদয় হয়, আর অবৈষ্ণবের মুখের হরিকথা বাহিরে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। উহা শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥

আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম মহাপ্রভু ত বলিয়াছেন এবং শাস্ত্রেও আছে দেখিতে পাইতেছি কিন্তু সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ সেবনে যেমন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে অবৈষ্ণবের মুখের হরি কথায় ত সেরূপ কিছু ক্রিয়া বুঝি না? মহারাজ একটু হাসিয়া বলিলেন—বুঝ্‌বে কে? আমরা যে মরিয়াই রহিয়াছি, একটু চেতন হইলে ত' উপলব্ধি হইবে। মৃত্যু আমরা কাহাকে বলি অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া যাই—আমাদের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি থাকে না—এই নয়? হরিকথা-দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশে আসিয়া আমাদের জড়াসক্তির আধিক্যবশতঃ আমরা একরূপ মরিয়াই আছি, অর্থাৎ খাওয়া, দাওয়া, থাকা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়া মুদ্রা নাই। এমত অবস্থায় আমরা অবৈষ্ণবগণের মুখে হরিকথা শুনিয়া মনে করিতে পারি আমরা ভগবদ্রাজ্যে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জড়াসক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত, আপনি একটু করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এক কথায় পাকে চক্রে অসাধু আমাদিগের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া মরার উপরে খাঁড়ার আঘাত দিয়া থাকেন।

আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীকারোক্তির সহিত দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া আসিলাম ও বুঝিলাম কণ্টকা করিয়া ভক্ত সাজা আর অধিক দিন বুঝি আমার চলে না।

শ্রীমায়াপুর-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব-স্থান প্রাচীন নবদ্বীপ। ইহা নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্যতম আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে এই প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর অবস্থিত। প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক তথ্য, মহাজনবর্গ, শাস্ত্র ও নিরপেক্ষ বিধজ্জনমণ্ডলী তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থ আলোচনা করিলে নবদ্বীপের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সেটেলমেণ্ট সার্ভে ম্যাপ দেখিলেও মায়াপুরের প্রকৃত সংস্থাপন জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজন পদাবলী গীত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে কোন জটিল প্রশ্নে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ মীমাংসাজনক উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধালু জনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলি— ———
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ-কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্রের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে পৌষ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩১

আদালত ভস্মীভূত

কান্দীতে খানাতল্লাসে টোটা প্রাপ্তি

কাশীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ

মজঃফরপুরে পুলিশের অত্যাচার

ভীষণ দুর্ভিক্ষ

রেঙ্গুণে সংঘর্ষ—১০ জন নিহত ৭৫ জন আহত

গান্ধী সমিতির প্রস্তাব

থারাবাড়িতে পুলিশের গুলী, ৬জন খুন ৩৬ জন ধৃত

টেলিগ্রাফের তার চুরি

গোরাসৈনিকের রিভলভার হস্তে লুণ্ঠন

নানা কথা

আদালত ভস্মীভূত

গত শনিবার রাত্রি ৩টার সময় হবিগঞ্জ ফৌজদারী আদালতের প্রধান বাড়ীটি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। একখানা কাগজ রক্ষা পায় নাই। কি করিয়া আগুন লাগিয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ফৌজদারী মামলা ও তহশীল অফিসের সকল রেকর্ড পুড়িয়া যাওয়ায় সাধারণের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে।

খানাতল্লাসে টোটা প্রাপ্তি

মুর্শিদাবাদে কান্দীর পুলিস গত ৩রা জানুয়ারী জুনোতে অক্ষয় কুমার মিস্ত্রীর বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি টোটা বাহির করিয়াছে। অক্ষয় ঐ সকল টোটা থাকার কারণ বলিতে না পারায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ রূপপুরে মণিচরণ দাসের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কান্দী বান্ধবের স্বত্বাধিকারী গোপাল চন্দ্র সিংহের দোকান হইতে নগদ টাকা, অলঙ্কার ও কতকগুলি কোর্ট ফি-ষ্ট্যাম্প চুরি যাওয়ায় সেই সম্পর্কে ঐ সকল বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছিল।

কাশীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট সদল বলে গত ১রা জানুয়ারী কাশীতে আসিয়া পৌছেন। তিনি কাশী নরেশের অতিথিরূপে নাদেশ্বরে মিণ্ট হাউসে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শীঘ্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য গত ২রা জানুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পুলিশের অত্যাচার

অশ্বারোহী পুলিস বেলসাঁদ হইতে ফিরিবার কালে মজঃফরপুর জিলায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। বাগমাটী আশ্রমের খড়ের চালা তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং জাতীয় পতাকা তাহারা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের উপর অসদাচরণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুণে সংঘর্ষ

১০ জন নিহত, ৭৫ জন আহত

গত ৬ই জানুয়ারী প্রাতে লামাডা জিলার কানাল ষ্ট্রীটে চীনা ও বার্ম্মীদের মধ্যে আবার সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। মোট ১০ জন নিহত হইয়াছে, আহত হইয়াছে মোট ৭৫ জন। স্থানে স্থানে ভিন্নভাবে প্রহারও চলিয়াছিল।

বগুড়া জেলার দুর্ভিক্ষের কাহিনী

বাঙ্গালার নানাস্থানে বিশেষতঃ বগুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। লোক অন্নাভাবে চাল্‌কুমড়া, কচুর ডাটা, শাক, কলার ডাঙ্গা, কাঁচা তেঁতুল প্রভৃতি খাইয়া কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছে। লোকের পরিধানে বস্ত্র নাই; বর্ষার জল দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই; বস্ত্রাভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়, ভদ্রশ্রেণীর অবস্থাও শোচনীয়। কংগ্রেস ও রিলিফ কামটী যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। আরও অর্থের দরকার। সকল স্থান হইতেই কংগ্রেস ও রিলিফ কামটী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

বিলাতের গান্ধী সমিতির প্রস্তাব

গত ৫ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি লণ্ডনে যে গান্ধী সমিতির বার্ষিক ভোজ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভেই তিনি মৌলনা মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং মৌলানার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অতঃপর তিনি গোলটেবিল বৈঠকের কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন এই সভায় কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন নাই। এই অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠকে এমন কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না—যাহা ভারতবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে; স্পষ্ট করিয়া ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ অনেকটা নিরপেক্ষ হইয়া আছেন, তাঁহারা অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়াছেন ইহাতে মনে হয়, গোলটেবিল বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার একটি সুযোগ বিনষ্ট হইয়াছে

সভাপতির বক্তৃতার পর গান্ধী সমিতির সম্পাদক মিঃ জি, এস, দাস একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, প্রকাশ তাঁহার সহকর্মী সহ মহাত্মা গান্ধী এখনও কারাগারে আবদ্ধ এই অবস্থায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণের সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হইবে, এই চেষ্টা কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না সম্মানজনক মতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইলে এখনই সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

থারাবডিতে পুলিসের গুলী
৬ জন খুন ৩৬ জন ক্ষত

থারাবডি হইতে সরকারী যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, টকানের অন্তর্বর্ত্তী কোন এক গ্রামে জনৈক চীনার একটা চাউলের কল আছে। গত ৬ই জানুয়ারী রাত্রিতে ৮০ জন বিদ্রোহী সেই কল আক্রমণ করে। পুলিস ও সামরিক বিভাগের লোকজন পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাহারা অকুস্থলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগের উপর গুলী চালাইতে আরম্ভ করে। বিদ্রোহীরাও চুপ করিয়াছিল না। তাহারাও গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। ফলে ৬জন নিহত হয়। এই ব্যাপারে একজন পুলিসও আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী এই অঞ্চলে ৩৬ জন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে যে কয়েকটি বন্দুক অপহৃত হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে ৪টি বন্দুকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

জেলে রাজবন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা

কালিকটের এক সংবাদে প্রকাশ, পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করার ফলে এরূপ স্থির হইয়াছে যে, কোন জেল ডাক্তার সত্যাগ্রহ কয়েদীদের আর চিকিৎসা করিবেন না। ভেল্লোরের সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞ ডাক্তার আছেন। অতঃপর তাঁহারাই রাজনৈতিক বন্দীদের চিকিৎসা করিবেন বলিয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্রিচিনোপল্লীর ডাঃ টি, ডি, এস, শাস্ত্রী সত্যাগ্রহীদের জন্য পৃথক হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জেল হাসপাতালের প্রায় অর্দ্ধেকটা বর্ত্তমানে ডাঃ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আছে। অন্ধ্রের ডাঃ মাল প্র রাজু 'এ ও বি' শ্রেণীর রাজবন্দীদের পরীক্ষা করিবেন। কেবলমাত্র তাঁহার সুপারিশেই রাজবন্দীগণ ডাঃ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে স্থান পাইবেন। ডাঃ শিবরাও 'সি' শ্রেণীর রাজবন্দীদের পরীক্ষা করিবেন। ডাঃ নরসিংহ রাও সংসর্গ প্রতিষেধক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় নানাস্থানে পিকেটিং

গত সোমবার কালীঘাট কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ বড়বাজারের পগেয়াপটি মনোহর দাস কাটরা ও সূতাপটী বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন, তা ছাড়াও ঐ কংগ্রেসের কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক কালীঘাট রোড ও লেক রোডস্থ বিদেশী বস্ত্রের দোকানে ও নিকটস্থ মদের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পদ্মপুকুর রোডস্থ বিদেশী বস্ত্রের দোকানে ও হাজরা রোডস্থ বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা সঙ্ঘের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা বড়বাজারের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করিয়াছিলেন।

সোমবার জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকেরা নূতন বাজারে বিদেশী দোকানসমূহে পিকেটিং করিতেছিলেন প্রকাশ পুলিশ আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সরাইয়া দেয় প্রকাশ মতিলাল দে নামক একজন পিকেটার আহত হইয়াছেন; তাঁহাকে নাকি কংগ্রেস হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত কংগ্রেস কমিটীর আর একদল স্বেচ্ছাসেবক চিৎপুর রোডে বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করেন, আর একদল স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারে পগেয়াপটীতে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন। কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। রবিবার নূতন বাজারে যে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাহাদিগকে সোমবার জোড়াবাগান থানা হইতে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গোরা সৈনিকের রিভলভার হস্তে লুণ্ঠন

গত শনিবার রাত্রিতে ইউনিফরম পরিহিত ২ জন গোরা সৈন্যের ব্যবহারে লক্ষ্ণৌ নগরে কতকটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকাশ; উহারা লক্ষ্ণৌ জংসন ষ্টেশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগারে আহার করিয়া গুলীভরা রিভলভার হস্তে ঐ স্থানের বিল-কেরাণীর টাকা পয়সা লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে।

লুণ্ঠনকারী শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদ্বয় ভোজনাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলে, দুইজন কুলী উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু সৈন্যদ্বয় উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়ে। সৌভাগ্যক্রমে কেহই আহত হয় নাই। শীঘ্রই পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু অপরাধীরা তাহার পূর্ব্বেই পালাইয়া যায়।

অতঃপর হজরতগঞ্জের সাব-ইনস্পেক্টর নারায়ণ সিং উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হন। প্রকাশ, গোরা সৈন্যদ্বয়ের কাছে ২টা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ, এলাহাবাদের রেজিমেণ্ট হইতে উহারা পালাইয়া আসিয়াছে।

টেলিগ্রাফের তার চুরি

মাদ্রাজ সিটি পুলিস আর একটি তার চুরি ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন এবারে ৪৪০ ফুট তামার তার চুরি গিয়াছে। এই তার ব্যাসারপদি ও ওয়াসারম্যান গেটের মধ্যবর্ত্তী লাইন হইতে চুরি হইয়াছে। গত শনিবারে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বার্ত্তা প্রেরণে বাধা জন্মাইতেছে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে এই চুরি আবিষ্কৃত হয়।

'আগা খাঁ পুরস্কার, প্রতিযোগিতা

"আগা খাঁ পুরস্কার" প্রতিযোগিতায় জন দুইজন ভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মিঃ মোরাদের বিমানপোতখানি বসরায় নিকটে অবতরণ করিবার সময় চুরমার হইয়া যায় ৪ঠা জানুয়ারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রতিযোগী মিঃ আসপি এঞ্জিনীয়ারের বিমানপোতখানিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ মিঃ আসপি নিজে ৩১শে ডিসেম্বর অপেক্ষা করেন। পর দিবস সকাল বেলা তথা হইতে তিনি রওনা হন, কিন্তু আকাশের অবস্থা তখন ভাল ছিল না তিনি আবেদান অভিমুখে রওনা হন কিন্তু তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে এত ঘন কুয়াশা হয় যে, তিনি অবতরণ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু অবতরণ করিবার সময় বিমানপোতখানি ভাঙ্গিয়া যায়। উহার প্রপেলারটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে অতঃপর মিঃ আসপি হাটিয়াই আবেদানে গমন করেন।

দেবনন্দন দীক্ষিতের কংগ্রেসে যোগদান

বড়বাজার হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবনন্দন দীক্ষিত মহাশয় রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন দণ্ডভোগ শেষে তিনি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত হিন্দুসভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতির মৃত্যু

বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি মার্শেল জোফ্রে বিগত ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্যারিসের এক শুশ্রূষাগারে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, কন্যা, জামাতা, তিন জন ডাক্তার, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ মার্শাল জোফ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

বড়বাজারে অনশন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০ জন মহিলা ও বহু সংখ্যক পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক গত শনিবার বৈকালে বড়বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকান সমূহে পিকেটিং করিয়াছিলেন। দুইজন পুরুষ পিকেটার গত শুক্রবার হইতে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইঁহাদের দুইজনের বয়স ষোলোর অধিক হইবে না। উভয়েই বাঙ্গালী

শ্রীশ্রী[illegible] বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈত-সিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, রসাভাস, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রভৃতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় চতুষ্টয় শ্রৌতপথ, গুরুবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্ত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরল ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মানুষের এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপুস্তক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸৹ বার আনা, বড় ১।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য আনা মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনায় মহৌষধ ডিবা ॥৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলোশন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনাইন্ আর্সেনিক এবং ষ্টুকিনিন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা ২টী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ২৲ টাকা।

বায়ো-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং গুরুদাস লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাশরোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগ প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন চলে।

৪। নেত্রানন্দ মঞ্জার:—সর্ব্বপ্রকার রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌ মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:-

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহাওয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ধর্মীভূত অবস্থায় রোগীদের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক সেবন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বটিকায় বল ও বাজীকরণ, ধাতুক্ষয়জনিত হাত পা জ্বালা, অম্লশূল, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুপুর সঞ্চারারিষ্ট ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত মনোরমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী কোম্পানী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যা জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CORBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS & BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টি প্রত্যেক গৃহে রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অস্ত্রাঘাতে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন সর্ব্বদদ্রুজীত[illegible]—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
চৌদি
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে পৌষ ১৩৩৭ শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩১

কুষ্টিয়াতে কর্ম্মী-সম্মেলন

গান্ধী দিবসে ৭৮ জন গ্রেপ্তার

রামদাস গান্ধীর বিচার

মহম্মদআলীর মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোকসভা

কুষ্টিয়াতে প্রভাত ফেরী

সর্দ্দারজী পুনরায় কারাকবলে—২টী চার্জ্জে ৬ মাস ও ৯ মাস দণ্ড

বাঁকুড়া কর্ম্মী সংবাদ

হাঙ্গামায় ১৬ জনের মৃত্যু ৭২ জন চিকিৎসাধীন

প্রাদেশিক উর্দ্দু-সভা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে প্রস্তাবিত প্রশ্নাবলী

নানা কথা

কুষ্টিয়াতে কর্ম্মী-সম্মেলন

গত ৩রা জানুয়ারী কুষ্টিয়াতে নদীয়ার কর্ম্মি সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

[কুষ্টি]য়ায় প্রভাত ফেরী

প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া-গ্রামে গত ২রা জানুয়ারী হইতে প্রভাত ফেরী বাহির হইতেছে; প্রায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রত্যহ প্রধান প্রধান রাজপথে পরিভ্রমণ করেন।

রামদাস গান্ধীর বিচার

৬ মাস সশ্রম ও ১০০ টাকা জরিমানা

গত ৫ই জানুয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত রামদাস গান্ধীকে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে ও ১০০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহের কারাভোগ।

অপর ২ জন আসামীর প্রতিও উক্তরূপ দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে।

মৌলানা মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোকসভা

বোম্বায়ে

আজাদ ময়দানে লক্ষাধিক লোক-পূর্ণ এক বিরাট সভায়, সর্দ্দার সুলেমান কাসিম মেটার সভাপতিত্বে মৌলানা মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার দেশমুখ, শ্রীযুত হাসান ভাই লালাজী, আবদুল বাদের কাস্থুরী, যমুনাদাস দ্বারকাদাস, কে, এম, মুন্সী, সৈয়দ হাজী ইউসুফ, লক্ষ্মীদাস তৈরসী প্রমুখ বহুব্যক্তি তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার মৃত্যুর জন্য ৭৫টি কল বন্ধ ছিল।

করাচীতে

মৌলানা মহম্মদ আলীর অকস্মাৎ পরলোকগমনে কংগ্রেস, গান্ধী-দিবস পালনের ব্যবস্থা মুলতুবী রাখিয়া একটী শোক-সভার ব্যবস্থা করেন।

এলাহাবাদে

মৌলানা মহম্মদআলীর স্মরণার্থে সহরে হরতাল পালিত হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে ভাড়াটিয়া গাড়ীর চলাচলও বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার সময় পথে পথে এক শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বর্গীয় মৌলানার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কেবল মুসলমানগণ মিলিয়া আর একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন; শোভাযাত্রিগণ শোভাযাত্রাশেষে মসজিদে প্রার্থনা করেন।

ভাইস-চ্যান্সেলারের আদেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়া যায়।

মাদ্রাজে

মসজিদগুলিতে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সহরে হরতাল পালিত হইয়াছে।

মহম্মদআলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য বহু মুসলমান দোকান বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

গান্ধী দিবসে ৭৮ জন গ্রেপ্তার

গান্ধী দিবস উৎসব সংস্রবে সুরাটে ৭৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

বিবিধ সংবাদ

সর্দ্দারজী পুনরায় কারাকবলে
২টি চার্জ্জে ৬ মাস ও ৯ মাস দণ্ড

গত ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত সভাপতি শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ফৌজদারী সংশোধন আইনের ১৭ (১) ও (২) ধারা মতে যথাক্রমে ৬ মাস ও ৯ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন উভয় দণ্ড একযোগে চলিবে

রায় প্রদানকালে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেল যে কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত সভাপতি ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ওয়ার্কিং কমিটীরও সভাপতি। এই ওয়ার্কিং কমিটী একটি বে-আইনী সমিতি। আমেদাবাদের আরও ৪টি সাক্ষীর উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁহার মুক্তির পর তিনি আমেদাবাদে উক্ত কমিটীর কয়েকটি সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বে-আইনী সমিতির কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করিয়াছেন। এই হেতু তিনি ১৭ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ, বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্দ্দারজীর পদে সভাপতি বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

বাঁকুড়া কর্ম্মী-সংবাদ

অম্বিকানগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দাস ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডকাল পূর্ণ হওয়ায় দমদমার কারাগার হইতে সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গঙ্গাজলঘাটী থানা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত মনোহর সিংহ ও শ্রীযুত ফকিরচন্দ্র সিংহ যথাক্রমে বাঁকুড়া ও হিজলি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত করালীচরণ রায়, শ্রীযুত জ্যোতিলাল কর্ম্মকার, শ্রীযুত রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অপর বন্দীদিগকে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট খাদ্য প্রদত্ত হওয়ায় উহার প্রতিবাদস্বরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী শ্রীযুত সত্যানন্দ পালিত উক্ত সুবিধা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

স্থানীয় কারাগারে অবস্থিত বিচারাধীন বন্দী শ্রীযুত হারাপদ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন হইল আমাশয় রোগে পীড়িত। শুনা যায় কারাকর্তৃপক্ষ তাঁহার উপযুক্ত যত্ন লইতেছেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারার অভিযোগে বরজোড় থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় দণ্ডিত হইয়া স্থানীয় কারাগারে অবস্থিত ছিলেন। পীড়িত হইয়া কারাগারের হাঁসপাতালে স্থান করিতেছেন

চীনা-বর্ম্মী হাঙ্গামায় ১৬ জনের মৃত্যু
৭২ জন চিকিৎসাধীন

হাঙ্গামা সম্বন্ধে বিবরণে প্রকাশ, চীনা পাড়ায় যথা অনেকটা শান্ত। পুলিশ প্রহরী নানীত শান্তি কমিটীর কতিপয় চীনা ও বর্ম্মী দোকান কারবেরা ঐ অঞ্চলে পাহারা দিতেছে। সমস্ত প্রহরী এখনও ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাস ও ট্রামগাড়ী ৬খানা একত্রিত করিয়া চালান আরম্ভ হইয়াছে দোকানগুলি একখানি করিয়া খুলিতেছে।

হাঙ্গামার অবস্থা হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাসপাতালে যে সকল আহত লোক ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৬ জন মারা গিয়াছে বাকী জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাবিত প্রশ্নাবলী

প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও প্রস্তাব গুলি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপিত করা হইবে বলিয়া পরিষদের সভ্যগণ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

১। মাদ্রাজের মিঃ উয়ামল মহম্মদ সাহেব ২টি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান বাবসায় দুরবস্থার প্রতীকার সম্বন্ধে উক্ত প্রস্তাবদ্বয়ে আভাস রহিয়াছে। প্রস্তাবকারীর মতে টাকার বিনিময় মূল্য ১৮ পেন্স নির্দ্ধারিত হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্যের দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, উহার ফলেই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসাধারণ ভাবে নামিয়া গিয়াছে। প্রস্তাবকারী মনে করেন, যদি পূর্ব্বের মত ১৬ পেন্সে টাকার বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ আংশিক ভাবে ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থার প্রতীকার হইতে পারে, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র হয় ১৬ পেন্স অনুপাত পুনরায় প্রচলন করেন, ইহাই প্রস্তাবকারীর অভিপ্রায়। উক্ত সদস্য আর এক প্রস্তাবে রেলওয়ে শাসন বিভাগের তদন্ত জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটী গঠনের আবশ্যকতা দেখান। প্রস্তাবকারীর মতে রেলওয়ে ভাড়ের বহুপ্রকার বিভিন্নতা এবং রেলওয়ে শাসন বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নীতির অভাবহেতু ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের মালপত্র অবাধ চলাচল হইতে পারে না।

২। শ্রীযুত গয়াপ্রসাদ সিং ২টি প্রশ্নের নোটিশ দিয়াছেন। ইহাদ্বারা তিনি পেশোয়ারের সামরিক আইন এবং দেশের ভীতি প্রদর্শন অর্ডিনান্স সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। আর একটি প্রশ্নে তিনি জানিতে চাহেন, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বেতার টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে উহার মালিক কে? এখন ভারতীয় রাজস্ব হইতে থাকিলে উহার পরিমাণ কত?

৩। শ্রীযুত সি, এস, রঙ্গ আয়ার জানিতে চাহেন, এ পর্য্যন্ত অপরাধে কত লোক অভিযুক্ত হইয়াছে? হিংসার অপরাধে অভিযুক্ত লোকদের সংখ্যাই বা কত? ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কত লোক মুক্তিলাভ করিয়াছে? শ্রীযুত আয়ার ভারতীয় ষ্টেট বিমান ডাক এবং কেনিয়ায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধেও খবর জানিতে চাহেন।

৪। সর্দ্দার শান্তি সিং ভারতে বিভিন্ন অর্ডিনান্সের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ জানিতে চাহেন। প্রেস অর্ডিনান্সের সাহায্যে কত মামলা রুজু করা হইয়াছে, কত সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে, কত মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কত জামীন চাওয়া হইয়াছে, কত জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে তিনি সংবাদ চাহেন। তিনি ইহাও জানিতে চাহেন, প্রেস অর্ডিনান্সের সাহায্যে কয়টা যুরোপীয় পরিচালিত মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছে। সর্দ্দার শান্তি সিং এর আরও প্রশ্ন রহিয়াছে।

৫। মিঃ বি, দাস কতকগুলি প্রশ্নের নোটিশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী সম্বন্ধে করা হইয়াছে। মিঃ দাস জিজ্ঞাসা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি জ্ঞাত আছেন যে জামসেদপুরে ইস্পাত প্রস্তুতের খরচা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইতেছে টাটা লৌহ কারখানায় বহু বিদেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ? গবর্ণমেণ্ট উক্ত কোম্পানীর ইস্পাত প্রস্তুতের খরচা হ্রাসের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? অন্য প্রশ্নে মিঃ দাস জিজ্ঞাসা করেন, গভর্ণমেণ্টের সহিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে চুক্তি আছে তাহার মিয়াদ কি গবর্ণমেণ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন? যদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে তবে মিয়াদের কাল কিরূপ? অপর একটি প্রশ্নে মিঃ বি, দাস জানিতে চাহেন, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় ভারতবাসীদের বর্ত্তমান মর্য্যাদা কিরূপ? ঐ সকল উপনিবেশে সমান মর্য্যাদালাভ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে পণ্ডিত অনারেবল মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করার পর হইতে অষ্ট্রেলিয়ার সহিত যে সকল চিঠিপত্রের ব্যবহার হইয়াছে, সেগুলি কি গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক দাখিল করিবেন।

জাতীয়পতাকা ধ্বংসে বাধা দেওয়ায় গ্রেপ্তার

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অপর ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে মোহনগঞ্জে ধৃত হন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৩রা জানুয়ারী তাঁহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আদালত গৃহ পরিত্যাগ করিবার পরে পুলিশ তাঁহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদিগকে পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ, জাতীয় পতাকা ধ্বংসে বাধাদান করিবার অভিযোগে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক উর্দ্দু সম্মিলন

গত রবিবার ১১-৩০ ঘটিকায় খানবাহাদুর নবাব মহম্মদ ইসমাইলের প্রস্তুত হলে প্রাদেশিক উর্দ্দু সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ সমিতির সভাপতি ছিলেন অনারেবল স্যার মহম্মদ ফকরুদ্দিন সম্মিলনের সভাপতি পদে বৃত হয়েন। মৌলবী মীর ইব্রাহিম হাসেন সাহেব, মৌলবী আমেদ আলি খান, মৌলবী মোবারক আলি সাহেব প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলনে ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আঞ্জুমান অর্থ-ভাণ্ডার জন্য একটি আবেদন করা হইলে স্যার মৈয়দ— ফকরুদ্দিন তাহাতে ১ সহস্র টাকা দান করেন।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ২১শে জানুয়ারী ১৯৩১

মোঃ কৃষ্ণনগর

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

১২৭৩ মণিজারী ৩০ দাবী ১২৩৬০

ডিঃ চিন্ময়ী দেবী দিং সাং শিকড়া

দেঃ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী দিং সাং ঐ

পোঃ বাঙ্গালঝি

জেলা জলপাইগুড়ী কোহিনুর "টী" কোং লিঃ শেয়ার প্রত্যেকটী ২৫৲ ডিঃ ১১টী ৮৩৪৫—৮৩৫৫ নং পর্য্যন্ত মূল্য আঃ ৫৫৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর · ২৮শে পৌষ, শুক্রবার　　৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরি হইতে ১১।১৩১ তারিখে শ্রীপাদ রমানাথ-ভট্টাচার্য্য গোস্বামী প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আমরা গতকল্য মঙ্গলগিরিতে পানা-নৃসিংহের দ্বিতীয় দ্বারের নিকট শ্রীগৌর-পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছি। উহা বেশ মঙ্গলময় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গতকল্য এখানে লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরামানন্দ-মিলন-স্থলে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। উহা গোদাবরীর পশ্চিম তটে বড় রাস্তার ধারেই [illegible] শ্রীসিংহাচলে নৃসিংহ মন্দিরে যাইবার পথে শ্রীপাদপীঠের অসম্পূর্ণ [illegible] tablet সমেত পাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের প্রবেশদ্বারের [illegible] শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। [illegible]পুরে শ্রীনরহরি-দেবের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে শ্রীগৌর-পাদপীঠ স্থাপনের কথা ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত [illegible] বারের পাঁচটী ও গত বর্ষের দুইটী) মোট সাতটী পাদপীঠ স্থাপিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত রবিবার ২৯শে পৌষ সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুচরবর্গ" বিষয়ে দুই ঘণ্টা-ব্যাপিনী এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সংক্ষেপে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহাদের অনুচর-গণের মধ্যে কতিপয়ের চরিত্রাবলী আলোচনামুখে তাঁহাদের আচার ও প্রচারের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। সমবেত বহু সংখ্যক সজ্জন ও শিক্ষিত ভদ্রলোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীমায়াপুরে.

গত শনিবার ১৮ই পৌষ সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে আগমন করিয়াছিলেন। আগামী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার মধ্যে সম্পন্ন হইবার জন্য যে সব কার্য্যাদি চলিতেছে, তাহার তত্ত্বাব-ধান ও উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি গত রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বলাই গাঙ্গুলীর কেলেঙ্কারী

গত ১৯শে পৌষের বসুমতীতে বলাই দেবশর্ম্মা 'ভক্ত ও ভাক' শীর্ষক প্রবন্ধে পুনর্ব্বার অনধিকার-চর্চ্চার পরিচয় দিয়া-ছেন এবং তাঁহার স্বরূপটী ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন,—"তিনি গৃহী জীব, কূপমণ্ডূক, সকল ভ্রম-প্রমাদের অধীন" ইত্যাদি, তথাপি পুনর্ব্বার কেন অনধি-কার পরিচয় দিয়া জগতের চক্ষে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, বুঝা যায় না। অভিধানে শব্দের অভাব নাই, তাহার ব্যবহারে টাকাও লাগে না। তাই বলিয়া যথেচ্ছ-ভাবে তাহার অসদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার গণ্ডীর বাহিরের লোককে অযথা গালি-গালাজ ও কটাক্ষ দ্বারা তিনি কেন বার বার আক্রমণ করিতেছেন? আবার তাঁহার প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ করিলে গোলেই নিজকে অপমানিত বোধ করিতেছেন! তাঁহার লেখনীতে যে চতুরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীমাত্রেই বুঝিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি মনে করেন যে, তিনি স্বাধীনভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া যথেষ্ট গালাগালি দিতে থাকিবেন, আর অপরে তাহা শুনিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের বাহবা দিবে অথবা তাঁহার গলায় সম্মানের মালা পরাইয়া দিবে! ন্যাকামী করিয়া বোকা সাজিতে যাওয়ার যে চতুরতা, তাহার কারণও তিনি লেখনী-মুখে প্রকাশ করিয়াছেন ২০শে অগ্রহায়ণের বসুমতীতে—"দাসত্ববুদ্ধির উন্মেষ হইলে চালাকিও বাড়ে।" সুতরাং নিজেই নিজ প্রবৃত্তি ধরাইয়া দিয়াছেন।

ঠাকুরের (?) দোহাই দিয়া গুলিখোরী গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে পাইলেই [illegible] দিয়াছেন, ইহা বুঝি যথেষ্ট ভদ্রতা পরিচায়ক? তিনি একরূপে অযথা আক্রমণ করিতে থাকুন, আর বৈষ্ণবগণ নীরবে সহ্য করিয়া থাকুন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় [illegible] তাঁহার সমাজের অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাওয়ার কি আবশ্যকতা ছিল? মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের অনুষ্ঠিত আচারগুলি পর্য্যন্ত পায়ে ঠেলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া-ছেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণও কি তাঁহার ন্যায় বহুবল্লিরাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলি-তেন নাকি?

চুনিয়া চুনিয়া [illegible] উক্তি কেবলমাত্র যে অমরনাথ গোস্বামী মহাশয় তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেটাতে বড় দোষ হইয়াছে, তাই তিনি যে চুনিয়া চুনিয়া শব্দগুলি অযথার্থ কথায় উদ্ধার করিয়া গালাগালি দিয়াছেন, তা তাঁহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত।

বৈষ্ণবতার কিছুমাত্র না জানিয়া, নিজে নিজে অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার অনধিকার চর্চ্চা প্রকাশ দ্বারাই কি অধিক মর্য্যাদা পাওয়া যায়? কে বৈষ্ণবের সম্মানের পাত্র, কাহার প্রতি মানদান করা উচিত, এসব বিষয়ের বিচার বৈষ্ণবগণই করিবেন। সাধিয়া সাধিয়া সম্মান চাহিলেই কি আর সম্মান পাওয়া যায়?

যাহার যে বিষয়ের আদৌ জ্ঞান নাই, সে বিষয়ের অবতারণা দ্বারা বার বার কেন যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, বুঝি না। বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করিলে বা অপমান করিলে তাঁহারা নীরব থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সেবকগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

গাঙ্গুলী মহাশয় প্রবন্ধাদির একটু একটু জানিবার চেষ্টা না করিয়া বৈষ্ণব-গণের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া শুনিয়া লেখনী ধারণ করিলেই ভাল হইত না কি? তাহা হইলেই তিনি এ বিষয়ের সমালোচনা দ্বারা তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের সমাধান করিতে পারেন। নতুবা ইহাতে বড় বেশী বিলম্ব হইবে।

অবশ্য তিনি তাহার মত প্রকারের অন-ভিজ্ঞতা বসুমতী-পত্রে প্রকাশ করিবেন, আমরা তাহা অপনোদনের যথাযথ চেষ্টা করিব, কিন্তু জীবনের ত স্থিরতা নাই। যদি এইটুকু শ্রম স্বীকার করিতে না পারেন, তবে বৈষ্ণবদের টিপ্পনী কাটিয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পন্থা রহিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাঁহার চালাকি ও ধোঁকাবাজী ধরাইয়া দিব।

বসুমতী সম্পাদকের কপটতা

সেদিন অমিয়কান্তি শর্ম্মার প্রতিবাদ-পত্র ছাপাইবার কালে বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের আসল স্থান গুলি বাদ দিয়া মাত্র সামান্য অংশই ছাপা-ইয়াছিলেন এবং তাহাতে আবার টিপ্পনী কাটিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমরা এইরূপ যুক্তিহীন গালি গালাজপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। আমরা অতঃপর আর কোন কটূক্তি বা বক্রোক্তিপূর্ণ পত্র প্রকাশ করিতে পারিব না।" তাঁহার ঐ প্রকার উক্তির মধ্যে যে কিরূপ কপটতা স্থান পাইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বলাই গাঙ্গুলী ও অমিয়কান্তি শর্ম্মার কাপট্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পুনঃ পুনঃ ছাপাইবার কালে তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? ঐ উত্তর পাইয়া তিনি কপটতা করিয়া বেনামা প্রেরিত পত্র এবং বলাই গাঙ্গুলীর নিছক গালাগালিপূর্ণ ছাপাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার প্রকৃত মতের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

দেশবিখ্যাত একটী ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই প্রকার অকথ্য কুকথ্য গালিগালাজ ছাপাইয়া কি তিনি ধর্ম্ম-জগতের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইবেন? বলাই গাঙ্গুলির প্রবন্ধের মধ্যে কি তিনি কটূক্তি বা বক্রোক্তি কিছুই পান নাই? তাঁহার ন্যায় লোকের কথার মূল্য যে অল্পকপর্দ্দক, তাহা এবার বুঝিতে পারি-লাম। অগত্যা [illegible] বক্তব্য বস্তু।

চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
　　পাপকো লাগাওয়ে ফাঁসি।
মন্ত্র কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে
　　আউর হাঁসি॥

আশা করি, তিনি অতঃপর একটু ধর্ম্মভয় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ তর্কযুদ্ধ নহে

(ধর্ম্ম-মানবতায় প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন)

সংসারে এমন লোক অনেক পাওয়া যায়, যাঁহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বিশ্বাসহীন হইয়া অনবস্ত প্রশ্ন উত্থাপন দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে যান এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে না পারিয়া "উল্টা বুঝিলি রাম" ন্যায়ে বলিয়া থাকেন, লোকটী বড় তার্কিক, যেহেতু শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ অস্ত্রে আমার দেহমনোগত তর্কজাল সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া আমার প্রতিষ্ঠা সংহারের পরিপন্থী হইলেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে বলাই দেবশর্ম্মা "মর্কট বৈষ্ণবতা" নামক প্রবন্ধের প্রতি-প্রতিবাদ করিতে গিয়া 'ধর্ম্ম মানবতায়' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়কে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন মাত্র।

আমরা গোস্বামী মহাশয়ের নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত্রযুক্তিমূলক 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছি। কিন্তু বলাইবাবু তাহাতে তর্কবুদ্ধি করিয়া কেন চটিলেন, বুঝিলাম না।

বলাই বাবু 'ধর্ম্ম মানবতায়' নাম দিয়া পুনঃ প্রতিবাদের আবাহন করত মানবতা পরিহারের সুযোগ দিয়া যে সকল দোষদুষ্ট শব্দরাশির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যান্বেষী সজ্জনমাত্রেই প্রতিবাদ করিবেন, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-মীমাংসার একমাত্র প্রমাণ—সাত্বত শাস্ত্র; সেই শাস্ত্রবাণী অবহেলা করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মের আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা নিজের ওজন নিজে না বুঝিয়া শুধু অনধিকার চর্চ্চাই করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার অনধিকার-চর্চ্চাদ্বারা জগতে পরচর্চ্চকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বলাই বাবু বহিরাচারকেই মর্কট বৈষ্ণবতা' বলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন; অনন্ত ভিতরে বৈষ্ণবতা না থাকলে বাহিরে তিলক-মালা-মাথা নেড়া প্রভৃতি মর্কটের আচার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি মন্দির, মঠ, দেউল, জপ, কীর্ত্তন, মেলা, বাজনাদ, তিলক, কণ্ঠীর মহিমা বুদ্ধিকেও বহিরাচার বলিয়া ধরিয়াছেন।

মন্দিরে যদি দেবল দ্বারা দেব-সেবা না হইয়া বাস্তব দেবলোকের দ্বারা অর্থাৎ অসৎসঙ্গত্যাগী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গত্যাগী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দ্বারা দেবার্চ্চন হয়, মঠে যদি সত্ত্ব-রজস্তমোমিশ্রিত ভাব না থাকিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা নিরন্তর শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন হয়, দেউল যদি "ফুল দেয়ুর" স্বর্ণ দেউল না হইয়া চৈতন্য-ভাগবতের দেউল হয়, 'জপ' যদি শব্দ-সাম্য বুদ্ধিতে কীর্ত্তিত না হইয়া দশবিধ নামাপরাধবিহীন হইয়া হয়, কীর্ত্তন যদি উদর পোষণার্থে ভাড়াটিয়ার ব্যবসায় না হইয়া নাম-প্রচারার্থেই হয়, মেলা যদি প্রাকৃত রূপ-সংবৃদ্ধির বা ভোগের প্রয়োজন-বোধের আড্ডা না হইয়া বাস্তব সাধুসঙ্গোদ্দেশ্যে হয়, বাজনাদ মর্কটসেবার রসদ সংগ্রহের যন্ত্র স্বরূপ না হইয়া যদি ভজনার্থে গৃহত্যাগের দীনতা-ব্যঞ্জক হয়, তিলক ও কণ্ঠী যদি লোক-প্রতারণার যন্ত্র বা দম্ভের ধ্বজা প্রদর্শন অথবা যথেচ্ছাচারিতার উপকরণ না হইয়া বাস্তব সম্বন্ধ জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার যোগ্যতা সংরক্ষণার্থেই হয়, তাহা হইলে উহার মহিমা সমস্ত নিত্যকাল বাড়িয়া উঠাই কর্ত্তব্য। ইহাকে যাহার গাত্র-জ্বালা উপস্থিত হইবে, তিনিই বঞ্চিত হইবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং সম্বন্ধের উপর আক্রমণ না করিয়া যাহারা সম্বন্ধ গ্রহণের আভিনয় করত সম্বন্ধের অপমান করিতেছেন, তাহাদিগের সংশোধনের নিমিত্ত যত্ন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

বলাই বাবু বলেন,—"আচার্য্য শঙ্করের মঠপ্রতিষ্ঠা, তাহার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। তাহা সাম্প্রদায়িকতার ডামাডোল নহে।" আচার্য্য শঙ্করের মঠপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যটী কি? শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত মঠের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য বা কি? তাহা যথাযথ উল্লেখ করিলে বহুপ্রকার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া শর্ম্মা মহাশয় নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়া যাইতেন। তবে শর্ম্মা মহাশয় রাগের চোটে সত্যকথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে "শঙ্করাচার্য্যের মঠ সাম্প্রদায়িক নহে।" শঙ্করাচার্য্যের অসাম্প্রদায়িক মতকে খণ্ডনার্থেই সৎসাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং হইবে। বলাইবাবু 'সম্প্রদায়' শব্দে সঙ্কীর্ণতা বা স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। তিনি 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হরিবিমুখ জনগণের দেহমনের খেয়াল বা উচ্ছৃঙ্খলতা বই আর কিছুই নহে। বাস্তব পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণই সৎসম্প্রদায়ের সম্প্রদায়-বৈভব, ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা অথবা মানবতা-সংরক্ষণ। সৎসম্প্রদায়-সংরক্ষক বা প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের উপেক্ষা বা আক্রমণ ধর্ম্ম বা মানবতা নহে। উহা অদৈব আসুরিক বৃত্তিদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া মানবেতর বৃত্তির পরিচায়ক মাত্র

বলাইবাবু বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব সাহিত্যের প্রচারক নহেন।" শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীবিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীরায় রামানন্দের অপ্রাকৃত রস-সাহিত্য-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া সেই কুসুমকলিকার সৌরভযুক্ত পুষ্পচয়ন দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে শ্রীরূপাদি অন্তরঙ্গ রসিক ভক্তগণের কণ্ঠে কে পরাইয়া দিয়াছিলেন? যাহার ফলস্বরূপে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ রস-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরূপে বিরাজিত। অনধিকারী-বোধে যাহাদের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি সৎসাহিত্য-কাঞ্চন দ্বারে অর্গল দেওয়া রহিয়াছে, তাহাদের এবম্বিধ ধারণা অসম্ভব নহে। "শ্রীচৈতন্যদেব সাহিত্য দিয়া প্রলাপগাঁথা করেন নাই, সাহিত্য যাহাতে সৃষ্টি হয়, তাহাই করিয়াছিলেন।" তাএকথাটা বলাই বাবু কা'র মুখে শুনিলেন, তাহা সজ্জনগণের গোচরীভূত করিলে ভাল হইত যে জিনিস দ্বারা বিস্তার লাভ করিবার প্রয়োজন থাকে না, সেই জিনিস সৃষ্টি হইবার কি উদ্দেশ্য আছে? ইহা কোন্ যুক্তিমানের যুক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহা বলাইবাবু ভিন্ন কেহ জানেন না।

৪। বলাই বাবু চাহিতেছেন,—অমোঘ হরিনাম দ্বারা ইহকালের অভ্যুদয় ও পরকালের নিঃশ্রেয়স লাভ"। তিনি 'ইহকালের অভ্যুদয়' কাহাকে বলেন বুঝিলাম না,—তবে সাধারণভাবে সর্ব্বসাধারণে যাহা প্রচলিত, তাহাতে—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, ভোগবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ক ইহকালের অভ্যুদয় বা প্রেয়োলাভ। আর ইহার বিপরীত অবস্থাটী অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা বা ভোগত্যাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে শ্রেয়োলাভ। সুতরাং আঁধার ও আলোক, শৈত্য ও উত্তাপ, ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য, সম্ভব ও অসম্ভব, জড়কাম ও কৃষ্ণপ্রেম যুগপৎ কি প্রকারে সম্ভব? "আমি ডুড়ুও খাইব তামাকও খাইব" ন্যায়ে দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত। ইহা একত্র সময়ে হইতে পারে না। আমি হরিনাম করিব, যদি বিষয়ও পাই এবং তৎসঙ্গে কৃষ্ণও পাই—এরূপ বিচার স্নিগ্ধ মস্তিষ্কের বিচার নহে, প্রলাপ মাত্র

৫। বলাই বাবু চাহেন,—সেই বৈষ্ণবতা, যাহাতে জলে শিলা ভাসে, বিষ অমৃত হয়, স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু বাহির হইয়া আসেন। কথাটা শুনিতে খুবই ভাল, কিন্তু তিনি চাহেন কোথায়? এ চাওয়া কাগজে কলমে বা বক্তৃতায় নহে, চাওয়ার মত চাওয়া চাই? বৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে অতবড় কৃপার অধিকারী তিনি হইতে পারিবেন না।

বলাই বাবু যে আচার্য্যের বাণী প্রামাণিক সম্বল করিয়া বড় বড় লেখা দুই চারিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার সেই কাল্পনিক আচার্য্যই স্ব-রচিত গুরু-প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কি বলিতেছেন, একবার অবধানতার সহিত শ্রবণ করুন,—"**যখনই আত্মার ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্য আসিবেন, আসিয়াও থাকেন।**" সুতরাং বলাইবাবু তাঁহার অপ্রকটিত আচার্য্যের বাণী লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ, বর্ত্তমানে একমাত্র যুগাচার্য্যরূপে প্রকটিত শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের বাণীকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া এবং তাঁহারই মনোভীষ্টপ্রচারক আচার্য্যগণের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া গায়ের জোরে কাগজে কলমে চাই বলিয়া 'বৈষ্ণব নাই' মনে করিয়া সন্দেহে দোদুল্য মান কেন? মুক্তিমিশ্র এক করিতে গিয়া অর্থাৎ ভুক্তিগাথনে ভণ্ডতপস্বী বৈড়াল তাপসদিগের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বই ভণ্ডবুদ্ধি করিয়া প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ করা আত্মমঙ্গলকামীর অভিপ্রেত নহে। চাওয়ার মত চাইলে পাওয়ার মত পাওয়া যায়। এখনও জলে শিলা ভাসে, বিষ অমৃত হয়, স্ফটিকস্তম্ভে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্বিদ্বেষী ভোগী হিরণ্যকশিপুর অনুগ জনগণের বক্ষঃ বিদারণ করিতে বর্ত্তিত হন। কোন কোন ভাগ্যবানই দেখেন, দেখিবার মত চক্ষু যাঁহার আছে, তিনিই দেখেন। নতুবা যখন শিলা জলে ভাসিয়াছিল, বিষ অমৃত হইয়াছিল, তখনও হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদগুরুজন দর্শন করিয়াও দর্শন করিবার মত দেখে নাই। দেখিয়া না দেখে যত অন্ধকেরগণ। উলূক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ-ভাগবতবাণী-শ্রবণে অনেক শ্রদ্ধালু-ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং বর্ত্তমানে শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বুঝান হইয়া থাকে। শুশ্রূষুমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সঙ্কেত-পীঠ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য মহোৎসব কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুবর দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান ভগবান [illegible] ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীঅধোক্ষজের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ স্বপ্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবকাধ্যক্ষ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিময়ী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিরত্ন বী এস্, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধারণ অধিক [illegible]।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)
শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ঘাট, [illegible]
রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদে ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।
শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

বাংলাবাজার [illegible], বালিয়াটী, ঢাকা।
শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রায়নীয় পোঃ বর্দ্ধমান।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।
জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী।
গৌড়-পদাঙ্কিত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর
এখানে শ্রী[illegible] পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ [illegible]জীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম [illegible]
শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীপ্রেমপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবর্ষিবায়

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া
এখানে বড় বড় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গালোর পাঠন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ঢোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইণ্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ- শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ হয়। আরোগ্য করিয়া বাঞ্ছনপূর্ণ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সর্ব্বোপশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
নং ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টি প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেমুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়ালি, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেমুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেমুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স
হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। দ্বাদশাঙ্কিকা ভগবদ্গীতায়াঃ অনুবাদ (মাধব) ২৲
১১। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। **চিত্রে নবদ্বীপ** ১॥০
৩০। সাধনকণা ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴৷
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ০
ঐ (আবাঁধা)
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। ইষ্টপূজাবেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-স্বাধ্যায়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সাধনসংগ্রহম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।।
৫৯। বেদান্তিজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴
৬১। দি ভাগবত ।
৬২। র‍্যাটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। **শ্রীহরিনাম চিন্তামণি** ॥০
৬৪। **সাধন পথ**
৬৫। **কল্যাণ কল্পতরু** ।০
৬৬। **গীতাবলী**
৬৭। **শরণাগতি** ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রহণ-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক, অকপট ও অশোচক-ভক্তি-সিদ্ধান্তক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শ্রুতি, কাব্য, শিল্প, ন্যায়, ব্যাকরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈষয়িক প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক— শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক— শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায়—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাজসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের

বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; বিভিন্ন রেক্সিনে ২৲ **দুই টাকা মাত্র।**

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীধাম"
টেলি—————
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে পৌষ ১৩৩৭ শনিবার, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩১

ভি, জে, প্যাটেল কারামুক্ত

মহিলা শোভাযাত্রায় পুলিশের বেত্র প্রয়োগ

কনষ্টেবল আটকের মামলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

বল্লভ ভাইয়ের বিচার

সভাপতি ও প্রস্তাবসমর্থনকারী গ্রেপ্তার

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

শ্রীযুত সদানন্দের ৩ মাস কারাদণ্ড ও ২২৫ টাকা অর্থদণ্ড

কলিকাতায় পিকেটিং

সিন্ধুতে প্রতিষ্ঠান বে-আইনী

নানা কথা

মহিলা শোভাযাত্রায় পুলিশের বেত্র প্রয়োগ

সুরাট হইতে যে ৩৮ জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে গভীর রাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের লইয়া রামপুরা হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং জাতীয়ধ্বনি সহ পথ পরিভ্রমণ করে। প্রকাশ, শোভাযাত্রা সরকারী স্কুলের নিকটস্থ হইতেই পুলিস বেত্রপ্রয়োগে জনতাকে বিক্ষিপ্ত করে। ফলে কয়েকজন আহত হন।

ভি, জে, প্যাটেলের কারামুক্ত

সরকার কর্তৃক ৫১ দিন দণ্ড রেহাই

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত ভি, জে, প্যাটেলকে ৭ই জানুয়ারী প্রাতে ৮৷৹ টার সময় কোয়েম্বাটুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডভোগ শেষ হইতে আর ৫১ দিন অবশিষ্ট ছিল।

শ্রীযুত প্যাটেলের কারামুক্তির সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন।

জেলের ফটকে কংগ্রেসের ও সাধারণের বিস্তর লোক তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ সমবেত ছিল। শ্রীযুত প্যাটেল তথায় যাইলে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তিনি মোটরে শ্রীযুত বেঙ্কটরমণ আয়েঙ্গারের বাংলায় যাইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন। ঐদিন রাত্রিতে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন। তথা হইতে তাহার শুক্রবার বোম্বাই যাত্রা করিবার কথা।

কনষ্টেবল আটকের মামলা

জনৈক কনষ্টেবলকে অবৈধভাবে আটক রাখিবার অভিযোগে তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য ও অপর ৭ জন লোক বর্দ্ধমান জিলার কালনা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত পি, বি, ঘোষের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া ৫ জন আসামী প্রত্যেকে ৪ মাস ও ৩ জন আসামী প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ গত বুধবারে হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার লর্ড উইলিয়মস্ ও বিচারপতি মিষ্টার এস, কে, ঘোষের আদালতে আবেদন করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় সরাসরিভাবে উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, কালনার একটি গ্রামে প্রায় ৬ শত গ্রামবাসী এক জন হেড কনষ্টেবলকে অবরোধ করায় কনষ্টেবল দয়ানন্দ ও অপর এক ব্যক্তি তাহাকে সাহায্য করিতে গমন করে। তাহারা উক্ত হেড কনষ্টেবলকে উদ্ধার করে। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর সে সময় অনুপস্থিত থাকায় তাহাকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিবার জন্য দয়ানন্দ গমন করেন। সেই সময়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আটক রাখা হয়। কংগ্রেসের লোকেরা তাহাকে মুক্ত করে। প্রকাশ, সেই সময়ে [illegible] পরিত্যাগ করিবার জন্য দয়ানন্দকে আদেশ করে এবং সেই মর্ম্মে একখানা প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহার টিপ সহি গ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে পৌষ, শনিবার - ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

পত্রান্তরে প্রকাশ যে, স্মার্ত্তমতাবলম্বিগণ গৌড়ীয়মঠে যোগদান করায় শ্রীকিঞ্জন মহাশয়ের প্রাগ্বর্ণ ও প্রাক্ আশ্রমের বন্ধুবান্ধবগণ যে স্মৃতিবিধি পালন করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়মঠ স্বীকার করেন এবং গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক বিধান তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমস্থিত কুটুম্বগণের দ্বারা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বস্তুতঃ স্মার্ত্ত ও পরমার্থীর মধ্যে পরস্পর যে বৈষম্য আছে, তাহা দেখিবার সুষ্ঠু দৃষ্টি না থাকিলেই এরূপ গোলমাল হয়। পরমার্থ বিচারে শ্রীজগবন্ধুর যে-সকল কৃত্য ছিল, তাহাতে পরমার্থবিরোধী স্মার্ত্তগণের কোন সহায়তা গ্রহণ করা হয় নাই, আবার যাঁহারা পরমার্থ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া স্মার্ত্ত আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাঁহাদের স্কন্ধে অবৈধভাবে পারমার্থিক বিচার চাপাইবার বৃথা চেষ্টা গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে করা হয় নাই।

“পরমার্থস্মৃতিবিধানের বিচারে যে-সকল ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের পক্ষে বিহিতই ছিল। পরমার্থবিরোধী স্মার্ত্তের অনুগমনে যেরূপ অনুসরণ আবশ্যক, তাহা পরমার্থবর্জ্জিত বা পরমার্থ-দ্রোহী ব্যক্তিগণ পালন করিয়াছেন। সুতরাং পারমার্থিকের শ্রাদ্ধবিধিতে দৈবশাস্ত্রের সকল পদ্ধতি পারমার্থিকগণের দ্বারা আচরিত হইয়াছে। আর লৌকিক আধ্যাত্মিক স্মার্ত্তগণ যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেও পরমার্থ জগৎ কোন বাধা দেন নাই।

লৌকিক স্মার্ত্ত-বিচারমতে শ্রীযুত সীতানাথ দত্তপ্রমুখ শ্রীল জগবন্ধুর লৌকিক আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাদের উচিত অনুষ্ঠানসমূহ পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একত্রিংশ দিবসে শ্রাদ্ধকর্ম্ম প্রেতবিচারে সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু পারমার্থিকগণ ঐরূপ স্মার্ত্তের প্রেতবিধি-পালন অনুমোদন করেন নাই।

পারমার্থিক বিচারমতে ভগবদ্ভক্ত যে কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তকুলে পারমার্থিক জনগণের জন্মগ্রহণ তাঁহাদের ক্ষীণপুণ্যের ফলমাত্র নহে, ইহাই পারমার্থিকের বিচার। আবার নরকগমনোপযোগী বিষ্ণুভক্তিবিরোধী অবৈধ-মার্গিক স্মার্ত্তের ধুয়া বহন করাও কিন্তু পারমার্থিক গৌড়ীয়মঠের কার্য্য নহে।

পারমার্থিকজগৎ জগতে স্মার্ত্তাচারের অমঙ্গলসমূহ সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াই সদাশিবিত শাস্ত্র ও সদাচারের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে তাঁহারা স্মার্ত্তের কেবলমাত্র প্রতিকূলেই অবস্থিত,—এরূপ বিচার করেন নাই। সুতরাং বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তের বিচার জাতিগোস্বামী ও তাঁহাদের অনুগতগণ স্বীকার করিলেও পারমার্থিক গৌড়ীয়গণ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যেকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের পারমার্থিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা হয় না, তদবধি তাঁহারা পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিবার অনুরূপ রুচি লাভ করেন না।

গৌড়ীয়মঠের সাহিত্য, স্মৃতি, প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে কাহারও বহির্দ্দর্শনে ঐ সকল বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিবার সাধ্য নাই। তজ্জন্যই তারাকিশোরে, বালুর ঘাটে, নারায়ণগঞ্জে, ইচ্ছাপুর প্রভৃতি নানাস্থানে ক্ষীণপুণ্য গাঙ্গলাধৃতি পাপপ্রবৃত্তিতে মত্ত থাকিবার পর যে অপরাধ-বিচার অধুনা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্বার্থের জন্যই প্রচারিত হয়। সুতরাং ‘অগ্রিবাস্তা’ সংজ্ঞায় তাঁহার ব্যভিচারাদি পারমার্থিকের সদাচারের সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। কর্ম্মবীরের নৈপুণ্য ভগবদ্ভক্তের দর্শনে কাণাকড়িও নহে। স্মার্ত্তের বিচারে পরমার্থী কখনই আস্থা স্থাপন করেন না।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ তর্কযুদ্ধ নহে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫৮ সংখ্যার পর)

বলাই বাবু বলেন,—“বৈষ্ণব-বৈষ্ণবতা হিলে আজ জাতীয় জীবনের এই দুর্গতি হইত না।” অবশ্য বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার দুর্গতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই; থাকিতেও পারে না। হরি-বৈমুখ্যই দুর্গতির কারণ—তদ্ব্যতীত এক সংসার-কারাবরণ; কিন্তু জাতীয়তা বৈষ্ণবতার অভিব্যঞ্জক নহে, তাহা দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ। সুতরাং উদ্ভব, স্থিতি ও ভঙ্গ-ধর্ম্মের অন্তর্গত অনিত্য-ধর্ম্মযুক্ত। বৈষ্ণবতা দেশ-কাল-পাত্রের অতীত নিত্য শ্রীবিষ্ণু-সেবাময় চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট। অচিৎপ্রতীতিতে জীব রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ালোচনায় মানবতার বাস্তবতা হারাইয়া অচিদ্ধর্ম্মকেই চিদ্ধর্ম্ম বোধ করেন। দেশ-কাল-পাত্রগত জাতীয়তা দ্বারাই অসাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং মান, দান, ভেদ, দণ্ডনীতির পরিপোষকতা আবদ্ধ হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণ সকলের মন না যোগাইয়া, নিরপেক্ষ ভাব পরিহার করত সার্ব্বজনীন প্রেম দেখাইতে না যাইয়া, কৃষ্ণপ্রেমসম্পৎ বৈষ্ণবতা দ্বারা বিভাবিত থাকিয়া তথাকথিত জাতীয়তার উন্নতি বা অবনতি আকাঙ্ক্ষা করেন না। বৈষ্ণবগণ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া রসনাকে বিলাস করিবার প্রশ্রয় দাতা নহেন।

বলাই বাবু বলিয়াছেন,—“চুনিয়া চুনিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি উদ্ধার করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকট অথবা তর্কযুদ্ধ এযুগে অচল। উদ্ধার চাই, উন্নতি চাই, অভ্যুদয় চাই, দীনতা চাহি না।” এখানে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে,—গোটা গুটি কি শম্বা মহাশয়ের পাণ্ডিত্য স্বত্ব? না, তাঁহারই সমশীল জন-মতের অনুকূলে প্রাবল্য-নিবন্ধন ভীত হইয়া, সকলেই পাগলের প্রলাপের প্রশ্রয় দিয়া, তাঁহার মনোগত প্রমাণের অনুসরণে ঘণ্টাকণ্টা-গুলো গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি যাহাতে শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিয়া গুরুর উপর গুরুগিরিকেই আচার্য্যত্বে বরণ করিবেন?

দেবশর্ম্মা মহাশয় বলেন,—“শ্বেত পাথরের মঠ গড়িয়া যে ঐশ্বর্য্য, তাহা বিষ্ণুর বৈভব নহে, তাহা আবর্জ্জনা।” বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে যাহাদের মাৎসর্য্যানল প্রজ্বলিত হয়, তাদৃশ অসুর কুলের একাদৃশী ভাষা অদৈব বুদ্ধিরই পরিচায়ক মাত্র।

দেবশর্ম্মা মহাশয় মর্কট বৈষ্ণবতার বাস্তব স্বরূপ অবগত না থাকায়, মর্কট বৈষ্ণবতার বিশুদ্ধ সংস্করণ ফল্গুত্যাগ-পন্থী হইয়া অক্রাভিলাষীর প্রশ্রয় দিতে যাইয়া নিজে লোকাভিমানে বিহ্বল হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে বৃক্ষতল-বাসী করিবার অভিপ্রায়ে গজনীর সুলতান মামুদ ও দিল্লীর আওরঙ্গজেবের নীতিকে সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কোন প্রকারেই মন্দিরের সৌন্দর্য্যকে আবর্জ্জনা বলিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিতে সাহসী নহেন। তাঁহার বিচারে যত ভাল ভাল বিষ্ণুমন্দির, সবগুলি ভোগীর ভোগাগার হউক, জগতের অধিকসংখ্যক ব্যক্তি ভাল ভাল গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া জঙ্গলে, পর্ব্বতের গুহার আশ্রয় লউক, আর ভোগের প্রাসাদগুলি আমরা লুটপাট করিয়া কয়েকদিন বেশ মজার সুখে কাটাই। ভোগিকুল-শিরোমণি হিরণ্যকশিপুর চেলা হইতে পারিলেই স্ফটিক স্তম্ভ ফাটিয়া নৃসিংহদেব তাহাকে কৃপা করিবেন, শুধু কাগজে কলমে লেখায় নহে।

যে সমস্ত আচার্য্য দেহমনোপ্রাণ ভক্তিতে দিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় সাত্বত ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের সুমহান্ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন,—যাঁহার গৌরবে আজও ভারত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, সেই ভারত-গৌরব সনাতন বৈষ্ণবগণ দেব-শর্ম্মা যাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা অপেক্ষা দেবশর্ম্মা ওই চারিজনের বুদ্ধি অপেক্ষা প্রচুর নহে, এধারণা যে কি পরিমাণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের পরিচায়ক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোন্ অভিধানের বলে বলাই বাবু ‘আবর্জ্জনা’ শব্দটী প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন, যাহাতে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবমাত্রেই, সজ্জন মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। ভগবান্ শব্দটী দ্বারা ‘ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ’ বুঝায়, একথা শব্দবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং শ্বেত পাথরের মন্দিররূপ ঐশ্বর্য্যটী সেই সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত একটী নহে, এরূপ ধারণা খণ্ড প্রতীতিরূপা নাস্তিকতা মাত্র। বিষ্ণুর মন্দিরের প্রতি ‘আবর্জ্জনা’ শব্দটীর প্রয়োগ দর্শনে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও ব্যথিত হইয়া এই কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। আশা করি, বলাই বাবু অতঃপর আর বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় না দিয়া তাঁহার নিজ হৃদয়ের যাবতীয় আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত করিতে শ্রীবিষ্ণুর সেবকগণের শরণাপন্ন হইবেন, নতুবা ঐ আবর্জ্জনা কচুরীপানার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্কের সমস্ত উর্ব্বরতা (?) ধ্বংস করিয়া দিবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট সেবকের

পদাশ্রয় বিনা শ্রীবিষ্ণু তত্ত্ব কি? তদৈশ্বর্য্য কি? বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতত্ত্বই বা কি প্রকার, কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সাময়িক প্রাম্যবার্ত্তাবহে পেটের দায়ে দুই চারিটী গল্প রচনা দ্বারা 'সবজান্তা' সেজেছি মনে করিয়া বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়ার ন্যায় কেবল প্রবন্ধ রচনা দ্বারা শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মশোভা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না। কর্ম্মীর কর্ম্ম-বিচার, জ্ঞানীর জ্ঞানবিচার, যোগীর যোগবিচার, ভোগীর ভোগতাৎপর্য্য অবধারণা দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে মাপিয়া লওয়া যায় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন।'

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)

সুতরাং আমরা ঐ সমস্ত অভক্তকুলকে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের পদাঙ্কানুসরণে বলিতে পারি,—

"ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো
ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসসংসারনরপশূন্
কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো
গৌরমধুনঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

"ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং
ধিগ্ যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নবকং
প্রিয়শ্রীরপি ধিক্
ধিগাশ্রমমপি ধিক্ পরং বিমলধর্মকর্মাত্মক ধিক্
ন চেৎ পরিচয়ঃ কলৌ প্রকটগৌর-
গোপীপতেঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

আশা ও নিরাশা

(শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী
ভক্তিবান্ধব বি, এল)

আশা করেন না, এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে কাহারও আশা নিত্যবস্তুর প্রতি এবং কাহারও আশা অনিত্য বস্তুর প্রতি। কর্ম্মফল-বাধ্য মায়ামোহিত বদ্ধজীব আমরা এই ভবকারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; কিন্তু তথাপি আমরা মনে করি যে, যদি হৃদয়ে আশা বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে এই সংসার অসহ্য হইয়া উঠিত। কেহ বিত্তৈষণা, কেহ পুত্রৈষণা কেহ লোকৈষণা, কেহ বা লোকৈষণা, প্রভৃতি এক রকম না এক রকম আশার বশবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছি। 'নৈরাশ্যটী' কখনও আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু নহে, উহা কোন সময় অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলে, অপ্রিয় ও অসহ্য বা অতিশয় দুঃখ বোধ করি।

এই সংসারে রুগ্ন ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভের আশায়, দরিদ্র ধনবান হইবার আশায়, বালক যৌবনলাভের আশায়, মূর্খ পণ্ডিত হইবার আশায়, বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করিয়া যশোলাভের আশায়—এইরূপ নানাপ্রকার জীব নানাপ্রকার আশাবদ্ধ হইয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু জীবের আশার যে কোনদিন শেষ নাই এবং জীবের আশামাত্রই যে ভবিষ্যতে ফলবতী হইবে, সে বিষয়ে যখন কোন স্থিরসিদ্ধান্ত নাই, তখন ঐপ্রকার আশার কুহকিনী শক্তির দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আমরা কখনও ভাবিবার অবসর পাই না, ঐ সমস্ত আশার পরিপূর্ত্তির অভাবে আমাদের কত ক্লেশ ঘটিবে। শত শত আশাপাশ দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াও আমরা বুঝিতে পারি না যে, আশা পূরণের একমাত্র মালিক শ্রীভগবান্—তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়। জীব বলে 'করি আমি', তা'ত সত্য নয়। জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে। আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥' মহাজনের এই বাক্যটী আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়া আমাদের যত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়।

আশার যে ইয়ত্তা নাই, বরং উহার পরিপূর্ত্তিতে উপশমিত না হইয়া উহা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা জানাইবার জন্য শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন, 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥' অর্থাৎ কামকামিগণের আশা কোন দিনই নিবৃত্ত হয় না, বরং উহা পুনঃ পুনঃ পূরণের দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে এবং মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ন্যায় আশার কুহকিনী-শক্তির দ্বারা প্রলুব্ধ জীবেরও দুর্দ্দশা লাভ হইয়া থাকে।

একণে আশার এই কুহকিনী-শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? জড়জগতের যাবতীয় অনিত্য আশা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার অধীন, অতএব মায়িক বস্তুর আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে মায়ার যিনি অধীশ্বর, তাঁহারই প্রপন্ন হইতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' অতএব শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রপন্ন হওয়া ব্যতীত জীবের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবানের ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কোন মহাজন বলিয়াছেন যে, জীব যখন ঐরূপ প্রপত্তি স্বীকার করে, তখন,—'কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥'

আশাপাশ-বদ্ধ জীবের যে দুর্গতি হয়, তাহারই ক্রম পরিণাম বর্ণন পূর্ব্বক গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন,—'আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থ-মন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরো-ঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া। যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান-বিমোহিতাঃ॥ অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥' (১৬।১২-১৬) অর্থাৎ শত শত আশাপাশবদ্ধ জীবগণ উক্ত প্রকার আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখিয়া মনকলা খাইতে খাইতে অজ্ঞানবিমোহিত, চিত্তবিভ্রান্ত ও মোহজাল দ্বারা আবৃত হইয়া অবশেষে অশুচি নরকে পতিত হয়।

হৃদয়ে জড়ীয় আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া যতক্ষণ না আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক 'মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥' চরণে সঁপেছি, পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে।' এই কথা বলিতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশার ঐ কুহকিনী শক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই। আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়বর্গ বয়সের ধর্ম্মে বা অন্য কোন কারণে দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা প্রাপ্ত হইলেও হৃদয়ের 'আশা' বৃত্তিটী কিন্তু কোনদিন দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা প্রাপ্ত হয় না বরং উহা উল্টাভাবে অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যপাদ দুঃখের সহিত বলিতেছেন,—'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডং করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চতি আশা-ভাণ্ডম্।''

যদি কোনদিন কোন ভাগ্যে চৈত্তগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করেন, তবেই পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার ন্যায় আশাই পরম দুঃখের কারণ এবং নৈরাশ্যই সুখের মূল, এইরূপ উপলব্ধির বশে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া শ্রীশ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিব। অনিত্য আশার কুহকিনী শক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক মায়ামুক্ত জীব যাহাতে ত্রিতাপ যন্ত্রণা এড়াইয়া নিত্যধনের আশায় পরা শান্তির আশ্রয় পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান করিবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর?
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শাস্ত্র এই মোর বাক্য ধর॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা তাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে বদ্ধ আছে।
বাড় যত, আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্ব রাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অনিবার।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করাদ্বয় গত॥
অতএব আশাপাশ, যা'তে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাব লয়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥"

বিহার প্রদেশে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মানভূম জেলার প্রচারকেন্দ্র ভুকুর-কোন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ১লা জানুয়ারী ১৬ই পৌষ কুল্‌টি লৌহ কারখানার চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দাস মহোদয়ের দ্বারা পুনরায় সাগ্রহে আহুত হইয়া কুল্‌টি ক্লাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। বহু সদস্য কর্ম্মচারী উক্ত মহতী সভায় স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই স্বামিজীর ব্যাখ্যাত ভাগবত-সিদ্ধান্তের মনোজ্ঞিত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শাস্ত্রশিরোমণিত্ব ও নিরপেক্ষত্বের উপর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভাগবত-সিদ্ধান্ত-প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল গভস্তিনেমি মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার ও নানাপ্রকারে তাঁহাদের প্রচারের সহায়তা করেন। তন্মধ্যে চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দাস মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানভূম জেলায় আরও দুই এক স্থানে প্রচার করিয়া স্বামিজী মহারাজ সদলে তাজারিবাগ অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিবেন।

শ্রীরমানাথ সেনগুপ্ত
ভুকুরকোন্দা

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। মুক্তিমল্লিকা ভগবৌক্তঃ সানুবাদ
(মাধ্ব)
১১। বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১২। জৈবধর্ম্ম
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বেদান্তসূত্রম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অকপট জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিকথোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৯৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামাত্মক ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা রামায়ণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী— শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগোক্ষজের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমদনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী, এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুপুষ্পক অকালজ্বরি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অক্ষমতা দূর করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করণ সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৮ ১৯৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাঁধাইনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS & BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম গুলি প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন **গৌরীশঙ্কর মলম**—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কার্ব্বঙ্কল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অস্ত্রোপচারে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন **মনসা মলম**—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন **সর্ব্বদদ্রুলীন**—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা!

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সংবাদ ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের, হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮শে পৌষ ১৩৩৭ মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির

৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি, চিন্ন স্বামী, অঞ্জলি অম্মল এবং ৯ জন স্বেচ্ছাসেবককে গত ৮ই জানুয়ারী মান্দ্রাজের গোডাউন ষ্ট্রীটে পিকেটিং চালাইবার অভিযোগে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি এবং চিন্ন স্বামীর প্রতি ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহারা 'এ' শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। অঞ্জলি অম্মল ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 'সি' শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এক জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; আর সকলে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে আদিষ্ট হন। আদালত ভবনের ভিতরে এবং বাহিরে বিরাট জনসমাবেশ হইয়াছিল। গোলযোগের প্রতিকারের জন্য পুলিসের কড়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ডাক্তার হার্দ্দিকরের বিচার

১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

অবৈধ সমিতির সদস্য থাকিবার ও তাহার সাহায্য করিবার অভিযোগে

আবার বিদেশীবস্ত্র রপ্তানী

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

খৃষ্টান স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড

ডাক্তার হার্দ্দিকরের বিচার ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

গভর্ণর আক্রমণের জের

সাইকেলে ভূ প্রদক্ষিণ—৬৪ হাজার মাইল অতিক্রম

আদালত গৃহদাহে অস্থাবধা

কমিশনারের দরবারে কৃষ্ণপতাকা

কংগ্রেসগৃহ ভগ্ন, কর্ম্মী ধৃত

গৌহাটী ছাউনিতে পুলিসের হানা

হিন্দুস্থানী সেবাদলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এন, এস, হার্দ্দিকর গত ১লা জানুয়ারী ডেলহীতে ধৃত হন। তাহাকে বোম্বাইয়ে আনয়ন করিয়া চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এইচ, পি, এইচ, দস্তুরের আদালতে ১০ই জানুয়ারী বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রথম অভিযোগে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ১ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৭ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ডাক্তার হার্দ্দিকর মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

আবার বিদেশীবস্ত্র রপ্তানী

আমেদাবাদের স্বদেশী সভা একটা স্কীম রচনা করিয়াছেন। এই স্কীম অনুসারে তাহারা স্থানীয় মিল-ওয়ালাদের নিকট হইতে এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেছেন যে উক্ত কলওয়ালারা স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মজুত বিদেশী বস্ত্রগুলি খরিদ করিয়া লইয়া পুনরায় বিদেশে রপ্তানী করিয়া দিবেন।

খৃষ্টান স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

পিকেটিংএর অপরাধে স্বেচ্ছাসেবক কিকা গোবিন্দের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। আহমদাবাদীর নম্বর মুচমা ... অভিযোগে ভিন্সেন্ট জোসেফ ... মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গভর্ণর আক্রমণের জের

কনভোকেশন হামলা সম্পর্কে ... আইন শিক্ষার্থী ... এবং তাঁহাদের পক্ষে ... আবেদন করা হইয়াছিল, ... তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ... ১৩ই জানুয়ারী হইতে ... ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ... ধারা অনুসারে মামলা আরম্ভ হইবে।

বিবিধ সংবাদ

সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণ
৬৪ হাজার মাইল অতিক্রম

সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণকারী ডেভার এবং হাঙ্গেরিয়ান [illegible] বঙ্গ অঞ্চলের মধ্য দিয়া ২৪ জানুয়ারী সন্ধ্যার চট্টগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ডেভার ১৯২৩ সালে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং এ পর্য্যন্ত তিনি ৬৪ হাজার মাইল অতিক্রম ও ৫২টি দেশ দর্শন করিয়াছেন। হাঙ্গেরিয়ান ১৯২৪ সালে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। [illegible] জঙ্গলে কতকগুলি বন্যহস্তী তাঁহাদের তাড়া করে। হাঙ্গেরিয়ান আহত হইলে আকিয়াবে তাঁহার চিকিৎসা হয়। আরাকানের পার্ব্বত্য ভূমিতে তাঁহাদের নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। ভ্রমণ কালে ভন হিণ্ডেনবার্গ এবং অ্যাডমিরাল টোগো প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে।

আদালত গৃহদাহে কার্য্যের অসুবিধা

হবিগঞ্জ ফৌজদারী আদালতের বড় বাড়ীখানি পোড়াইয়া দেওয়ায় আদালতের কাজকর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। একণে নবনির্ম্মিত চালাঘরে আদালতের কার্য্য চলিতেছে। কাজকর্ম্ম সব একেবারে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। পক্ষদিগকে পুনরায় নূতন করিয়া মামলা দায়ের করিতে বলা হইয়াছে। এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ায়, একে মামলা বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তদুপরি নথিপত্র পুড়িয়া যাওয়ায় আইন ব্যবসায়ীদের ও মামলার পক্ষগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। যে রাত্রিতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল সেই রাত্রিতেই পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদিগের শিবিরে যাইয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মনে করিয়া এক ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাসেবকদিগের সন্ধান লইবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত অগ্নিকারী ব্যক্তিদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মেদিনীপুরে কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত সন্তোষ ভূইঞা এবং ভুবন দে নামক ২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী বিগত ৮ই জানুয়ারী তারিখে মৃত মৌলানা মহম্মদ আলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ জনসাধারণকে হরতাল প্রতিপালনে অনুরোধ করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গৌহাটী ছাউনীতে পুলিশের হানা

গত ৭ই জানুয়ারী প্রাতে পুলিশ সুকুরনালা ছাউনীতে হানা দেয় এবং মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা চন্দ্রপ্রভা সাইকিয়ানী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস বি এ, কনকচন্দ্র নাথ, প্রভাতচন্দ্র দাস, কীর্ত্তিরাম দাস, কল্যাণদেবী বড়ুয়া, মনিরাম পাতগিরি, [illegible] মেধি [illegible] দণ্ডবিধির ১৪৮ ও সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলকেই হাজতে পাঠান হইয়াছে।

কাশীতে বোমা আবিষ্কার

স্থানীয় "বীর অভিমন্যু দলের" শ্রীযুক্ত শিবকোশঙ্করের ভূতেশ্বরের বাড়ীতে গত ৯ই জানুয়ারী খানাতল্লাসী করা হইয়াছে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দশাশ্বমেধের থানায় লইয়া যাওয়া হয় ও তথা হইতে কোতোয়ালীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শুনা যাইতেছে যে, খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ তাহার বাড়ী হইতে একটা বোমা ও প্রায় ৫০০ গজ পলিতা আবিষ্কার করিয়াছে। মেডু নামক অপর যে একজন হিন্দুস্থানীর বাটীতে খানাতল্লাস করা হয়, পুলিশ তাহাকেও সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির বাড়ীতে পুনরায় খানাতল্লাস হয়, তাঁহাদিগকেও দশাশ্বমেধ থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সংপ্রতি তাঁহাদের কলিকাতা যাতায়াত সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। কবিরচৌরা রোডের ডাক লুঠ চেষ্টার সম্পর্কেও তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয় ও শেষে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস চকখানার বোমা-বিস্ফোরণ ও ডাক লুঠ চেষ্টা সম্পর্কে বলিয়া শুনা যায়।

পর্ব্বতের ধ্বসে সমগ্র সহর ভূ-প্রোথিত

মিলান হইতে এক সংবাদে প্রকাশ মণ্টে সান মার্টিনো পর্ব্বত হইতে এক বিশাল ধ্বস নামিয়া লম্বার্ডির ক্যানালের্ডে জিলা ও লেকো সহর একেবারে ভূ-প্রোথিত করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মাত্র ৩টি দেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

কংগ্রেস গৃহ ভগ্ন ও কর্ম্মী গ্রেপ্তার

বেতিয়ার শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মাড়ুজী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী লাল এবং মৌলানা জমন খাঁ নামক তিন জন রাজনৈতিক বন্দী মতিহারী ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। পুলিস পাথরি হাটের কংগ্রেস কমিটিতে হানা দিয়া, জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একটী একাদশ বর্ষীয় বালক আছে। সে দুই বার দণ্ডিত হইল।

প্রকাশ, স্থানীয় পুলিস কংগ্রেস আশ্রমে হানা দিয়া, চালা ঘরটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং আসবাবপত্র কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবককে সেই সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়।

রাস্তার উপর হইতেও একদল স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কমিশনার দরবারে কৃষ্ণ-পতাকা

গত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণ জেকোবাবাদ কমিশনারের দরবারের প্রধান প্রবেশ পথে হাঙ্গামা আরম্ভ করেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় 'কমিশনার ফিরিয়া যাও' লিখিত কৃষ্ণপতাকা সহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে স্বেচ্ছাসেবক দুইটী শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন, ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। আর একজন স্বেচ্ছাসেবক দরবারস্থলে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিতেছিল, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককেই হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মহম্মদ সুমর এইচ. শাহানী নামক ২৫ বৎসরের এক জন মুসলমান যুবক আছেন। তিনি সামরিক বিভাগ হইতে পেন্সন পাইয়া থাকেন।

অপর ২ জনের নাম জওহর এবং রোমাল। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বেলুচিস্থান এবং জেকোবাবাদ জিলার অধিকাংশ বড় বড় নবাবগণ, পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মিঃ ডি, জিনি এবং অন্যান্য জিলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

একক্রমে ৩০ ঘণ্টা সাইকেলে

সম্প্রতি জোড়াবাগান ক্লাবের নন্দলাল পাল নামক জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক ডাফ স্ট্রীট ট্র্যাকে ৩০ ঘণ্টা সাইকেলের উপর ছিলেন। তিনি ২৬ ঘণ্টা সাইকেলের উপর থাকিবেন, এই প্রতিশ্রুতিতে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষে তিনি প্রায় ৩০ ঘণ্টাই সাইকেলে ছিলেন।

আমেদাবাদে পিকেটিং ত্যাগ

আমেদাবাদে যে সকল কলে পিকেটিং চলিতেছিল, তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষরা ভারত প্রস্তুত সূতা ব্যবহার করিতে সম্মত হওয়ায় এবং স্বদেশী সভার সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন করায় এ সকল কল হইতে পিকেটিং উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মদের দোকানে অগ্নি প্রদান

৬ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়িপুরে মদের দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। প্রকাশ, মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া আগুন ধরান হইয়াছিল। আগুন ধরিবামাত্র আগুন নিবাইয়া ফেলায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কে বা কাহারা অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী

করাচীতে ত্রয়োদশটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বিঘোষিত হইবার ফলে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত চাঁদরাম গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টার সময় করাচীর প্রথম মহিলা ডিক্টেটর শ্রীযুক্তা কিকিবেন লালবাণীকে গ্রেপ্তার করিয়া জিলার কারাগারে লইয়া যান। সাদা পোষাক পরিহিত কোনও পুলিস কর্ম্মচারী গ্রেপ্তারের সময় উপস্থিত ছিল না। জনরব এই যে, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে শীঘ্র গ্রেপ্তার করা হইবে।

গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুসারে জিলা কংগ্রেস কমিটী ও কোলাবা জিলার অপর ৮টি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বিঘোষিত হইয়াছে। আলিবাগ কংগ্রেস বর্ত্তমানে যে বাটীতে অবস্থিত উক্তবাটী ৯ নম্বর অর্ডিনান্স অনুসারে বেআইনী অঞ্চল বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

আর একটি অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সান্তাক্রুজ, বোরিভলি মালাদ, ঘাটকোপর, চেম্বুর এবং কুরলার গ্রামের কংগ্রেস কমিটীগুলি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

কোলাবা জিলারও ৯টি কংগ্রেস এবং ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুসারে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

আসুর-ধর্ম্ম

বর্ত্তমানে অসুরের অভাব নাই। যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহারাই অসুর। তাহাদের ধর্ম্ম কেবল সুরগণের হিংসা করা। সাত্বত-পুরাণ বলেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব
আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্-
বিপর্য্যয়ঃ॥

আপদ বালাই অগ্নিশর্ম্মা প্রভৃতি লেখকগণের লেখনীতে প্রতিপদে আসুর-ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। গৌড়ীয়-প্রচারিত 'নিত্যদাস' কথাটাই শর্ম্মাদের 'অগ্নিশর্ম্মা' হওয়ার প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি—অসুর, তাহার অভিমান,—

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং
বলবান্ সুখী।

তাহাদের কার্য্য,—

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধ-
পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ-সঞ্চয়ান্॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽ-
শুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি
নিশ্চিতাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি
জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্॥

সুতরাং কামুক অভক্ত অসুরকুলাগ্রগণ্য শর্ম্মাদের অধোগমন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ
শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহম্॥

কেবল চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াই যে চতুর্ব্বেদী হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া যাইবেন বা বৈষ্ণবগণের দণ্ডমুণ্ড-কর্ত্তা হইয়াছেন মনে করিবেন, তাদৃশ ধারণা পাগলের প্রলাপ ব্যতীত কিছুই নহে। কত গণ্ডা চতুর্ব্বেদী হাবুডুবু খাইতেছেন ভবকূপে; কৃষ্ণাভক্ত চতুর্ব্বেদী অপেক্ষা অধম শ্বপচ-কুলে জাত একজন বৈষ্ণব সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি কৃষ্ণপ্রিয়; কিন্তু ঐ অসুরশ্রেষ্ঠ অগ্নিধাতার ন্যায় চতুর্ব্বেদী বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধফলে চতুর্ব্বেদী হইয়াও যমদণ্ড্যই।

অসুরগণ কৃষ্ণভক্ত-সুরগণের উপদেশ গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে যে তাহাদের দুর্ভাগ্য বিনষ্ট হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হইবে। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের উপদেশ গ্রহণ করিলে তাহার নৃসিংহ পরিণাম-ফল কে ভোগ করিত? বিভীষণের উপদেশ শ্রবণ করিলে ভোগী রাবণের সোণার লঙ্কা পুড়িয়া ছারখার হইত না। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস প্রভৃতি অসুরগণের দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদিত হয় নাই। দুর্য্যোধন ও জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু জ্ঞান করিয়া কি যথেষ্ট দৌরাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে? "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ে শর্ম্মা মহাশয় নিজ সমশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবদ্বিদ্বেষ অপেক্ষা ভক্তবিদ্বেষ আরও ভয়ানক। ভগবদ্বিদ্বেষফলে ঐ সকল অসুরের মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ণববিদ্বেষ-ফলে শর্ম্মা মহাশয়ের অধঃপতিত হইবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ কখনই ষণ্ডামি, গুণ্ডামি ও ভণ্ডামি দ্বারা বৃথা আস্ফালনের প্রশ্রয় দিয়া ভক্তবিদ্বেষ সহ্য করিবেন না।

ভক্তিবিরোধী চতুর্ব্বেদীর শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে জ্ঞান বেদের কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত? তিনি তাঁহার কার্য্য 'তাৎকালিক' বলিয়াই বা প্রমাণ পাইলেন কোথায়? তাঁহার বোকামী তিনি নিজেই ধরাইয়া দিয়াছেন। একদিকে বলিতেছেন, চৈতন্যদেব 'যুগাবতার', অপরদিকে বলিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্ম 'তাৎকালিক'। যুগাবতার কাহাকে বলে, তাহা কি চতুর্ব্বেদী মহাশয় বেদের মধ্যে কোথাও পড়েন নাই?

শুধু চারিবেদ অধ্যয়ন করিলে হইবে না, পঞ্চমবেদ পড়িতে হইবে 'পঞ্চমবেদ' কি, তাহা বোধ হয় শর্ম্মার জানা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যুগাবতার মাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন—সকল অবতারের অবতারী। তাঁহার লীলা জানিতে হইলে গীতোক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধি লইয়া তাঁহার উপেক্ষিত পার্ষদগণের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাস্তবিকভাবে কৃপা না পাইলে পাষণ্ডগণের অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না। 'শ্রীচৈতন্যদেব— যুগাবতার'—শর্ম্মারই একথা দ্বারা মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার যে তাৎকালিক নহে, সার্ব্বকালিক, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

আসুরধর্ম্মবশে চতুর্ব্বেদী মহাশয় বৃথা আস্ফালন করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত বৈষ্ণবগণের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার বা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। হাতী যখন বাজারে চলিতে থাকে, তখন হাজার হাজার কুকুর তাহার পেছনে ঘেউ ঘেউ করিলেও হাতীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই, সে তাহাদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়াই চলিয়া যায়। ভক্তিবিরোধী চতুর্ব্বেদীর মত সহস্র সহস্র অসুর কুকুরের বৃথা আস্ফালনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মপ্রচারে বাধা জন্মিবে না, বরং প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে।

কতকগুলা গুণ্ডা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীকালে গুণ্ডামী করিতে না পাইয়া গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে পিকেটিং ও গ্রাম্য-বাজারেই কতই না কুৎসা রটনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লোকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ জন্মাইতে পারে নাই, বরং প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং মাত্র পক্ষকালান্তে প্রদর্শনী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কত লোকের আক্ষেপ হইয়াছিল যে, যথাকালে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহাদের ভাগ্যে প্রদর্শনী দর্শন ঘটিল না। উৎকোচ-লাভাকাঙ্ক্ষী শর্ম্মাদের ভাগ্যে কি গৌড়ীয় মঠের ঐ সমস্ত সম্পদ্ যশঃ-সৌভাগ্য দর্শন ঘটিবে? তাঁহারা যে ব্রণভোজী মক্ষিকা!

গুণিনো গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি
বর্ব্বরাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি
ষট্‌পদাঃ॥

এই শ্লোকের বিষয় স্মরণ না থাকায় শর্ম্মারা ব্রণভোজনে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বৈষ্ণবগণের দোষ দৃষ্টি করা মূর্খতারই পরিচায়ক। শাস্ত্র বলেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

'বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি' সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে বৈষ্ণবের পরিচয় পাইবেন কি একজন অজ্ঞজ্ঞানলুপ্ত অবৈষ্ণব?

বৈষ্ণবগণের জাতিকুলের কথা উল্লেখ করিয়া শর্ম্মা মনে করিয়াছেন, খুব বাহাদুরী করিয়াছি, জগতের নিকট বৈষ্ণবদের হীনতা দেখাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তিনি কি যবনকুলোদ্ভূত হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন? অথবা গৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী-মধ্যে তাঁহার চিত্রখানি দেখিয়াছেন? বৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূত হইলেও শর্ম্মার ন্যায় ব্যক্তিগণের মাথার মণি। যতদিন তিনি এটুকু ধারণা না করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার ভেকের কোলাহল তাঁহাকে কালকবলে পাতিত রাখিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং
বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

সুতরাং বৈষ্ণব যে কোন কুলেই উৎপন্ন হউন না কেন, চতুর্ব্বেদী দ্বাদশ গুণযুক্ত অভক্ত বিপ্রগণ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই জগদ্গুরু। "নগ্নমাতৃক" ন্যায়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় আলোচনা না করিয়া তাঁহাদের শরণাগত হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়।

জননী

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বিরচিত)

যাহার কৃপায় ভাই, এ জড় জগতে পাই
দেহ লাভ করিয়া অক্লেশ।
জঠরেতে বাস করি, জড়রোগে সদা ফিরি
কি বলিব মহিমা মায়ের॥
মায়ের সমান কেহ, আর না দেখায় স্নেহ
স্নেহময়ী জননী আমার।

কত শ্রমে পালে মোরে, আপন উদরে ধরে
ক্লেশ সহি আপনে অপার ॥
দশমাস দশদিন, ভোগে ক্লেশ নহে ক্ষীণ,
আর কত নব নব ক্লেশ।
আসিয়া জগতে তাহে, মোর লাগি' সব সহে
সহনশীলা মোরে করে স্নেহ ॥
বাল্যকালে বক্ষঃস্থলে, রাখি' মোরে কুতূহলে
স্তন্যদানে পালয়ে সতত।
নিজসুখে উদাসীনা, মোর তরে কৃশা ক্ষীণা
দেয় মোরে দেহের রকত ॥
শৈশবেতে শিশু সঙ্গে, দেখি মোরে ক্রীড়ারঙ্গে
উল্লসিত হৃদয় যাঁহার।
যেথায় সেথায় থাকি, কর্ণ-চিত্ত মোতে রাখি
চিন্তা করে সতত আমার ॥
পৌগণ্ডে পাঠের তরে পাঠাগারে দেয় মোরে
মোর ভবিষ্যৎ চিন্তা করি'।
শুনিয়া সাফল্য মোর, নয়নেতে বহে লোর,
বিপরীতে দুঃখে যায় মরি ॥
যৌবনে জীবন-বন, করে যবে পদার্পণ,
মাতা তবে হরষিত মনে।
সন্তানে সন্তান লাগি করে ভোগে অনুরাগী
বাঁধে শেষে বিবাহ বন্ধনে ॥
বিশেষ বন্ধনে রাখি, মাতা মোর নহে সুখী,
চিন্তা করে ধনের লাগিয়া।
ধনে পুত্রে গৃহপূর্ণ, দেখে যদি অতিতূর্ণ,
তবে রহে হরষিত হঞা ॥
হেন মাতা স্নেহময়ী, অপূর্ব্ব দয়াময়ী,
দেবীরূপে রাজিতা ভুবনে।
তাঁহার চরণ-সেবা, তুষ্ট করে দেবীদেবা,
স্বরগ হইতে শ্রেষ্ঠা মানে ॥
কিন্তু চিন্তা মোরে তাই, চিত্তরে সতত তাই
বর্দ্ধিতে বাসনা হয় চিতে।
মাতার মমতা মোরে, বান্ধি মায়াকারাগারে
জীবন রাখয়ে মৃত্যুভীতে ॥
নাহি তার কালাকাল, ভুজঙ্গ সে মহাকাল,
আমার শিয়রে বসি' আছে।
যদি নাহি তাঁরে ভজি, যাঁহার ভজনে ভজি,
যাহি' যম মোরে ধরি' পাছে ॥
মরণ হইলে পরে, মোর কর্ম্মফলে মোরে,
পুনরায় লয় গর্ভবাসে।
গর্ভেতে যে যাতনা, ক্রিমকীটের তাড়না,
বলিতে শিহরে প্রাণ ত্রাসে ॥
হেন যে যাতনাময়, গর্ভে বাস যদি হয়,
গর্ভজাত পুত্রের মাতার।
কিসে তাঁর গরিমা, হইবে সংবর্দ্ধিতা,
গর্ভিণী সুখ্যাতি কাহার?
আপন মাতার প্রাণে, দশমাস দশদিনে,
দেয় শাস্তি যাতনা অশেষ।
পুনঃ পুনঃ গর্ভে ধরি, গর্ভযাতনা ভরি,
ক্লেশপঙ্ক না লভিল শেষ ॥
হেন মাতা দয়াময়ী, কাম্য তিনি মায়াময়ী,
মায়াধারে মোহে ভরেছে।
সন্তানের হিত লাগি' হতে নিজে ভয়রাশি,
গতাগতি করয়ে সংসারে ॥
মাতাপুত্র উভজনে, স্নেহসেবা আলোচনে,
পড়ে যবে মৃত্যুর কবলে।
এহেন সময়ে বন্ধু, বিনা কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কেহ নাহি তোলে দৌঁহে বলে ॥
তাই বলি শুন মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
যিঁহ নিত্য আরাধ্য তোমার।
যাঁহার চরণ ছাড়ি' মায়ার কবলে পড়ি'
বল সদা "আমি" ও "আমার" ॥
এদেহ তোমার নয়, কিন্তু তব শত্রু হয়,
সতত থাকয়ে তোমা সনে।
যে ভোগবাসনা লাগি, হও কর্ম্মফলভাগী,
ভয় দেয় মরণ অমরে ॥
সেই মাতা স্নেহময়ী, নহে কভু মায়াময়ী,
নিজে ভজি' শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সন্তানে সেবার তরে, পালে অনুরাগ ভরে,
অর্পি তাকে গোবিন্দ-শরণ ॥
সুপুত্র তাঁহারে কয়, শ্রীকৃষ্ণভজনে রয়,
রত করে মাতারে সেবায়।
কৃষ্ণনিত্যদাস জানি, কৃষ্ণে নিত্য প্রভু মানি
শান্তি লাভ করে এ ধরায় ॥
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ত্যজি, যেবা জড়দেহে মজি,
জড় জড়ে আসক্তি করয়।
সে জড় জগতে আসি', কষ্টের যাতনা
ক্লেশাম্বু-মাঝে বিহরয় ॥
জড়াতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
কৃষ্ণসেবা স্বভাব যাঁহার।
সেই সে স্বভাবে থাক, ছাড়ি জড়ভোগ-আশ
কর সবে প্রেমের প্রচার ॥

নবদ্বীপে তিনদিন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬০ সংখ্যার পর)

(শ্রীবটুকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এসব ঠাকুরবাড়ীর মালিক গোস্বামীরা তাদের ঠাকুরবাড়ীগুলিকে 'সর্ব্বসাধারণের পূজার স্থান' (Public place of worship) ব'লে ট্যাক্স মাপ করে নিয়েছেন শুনা গেল; কিন্তু যা দেখলাম, তাতে সর্ব্বসাধারণের পকেটে জোরপূর্ব্বক হস্ত-প্রসারণরূপ অভিনব ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। এই সব ঠাকুরবাড়ীর কোন কোনটী বাৎসরিক ইজারা যখন ডাক দিলে হয়, তখন ১০০০০ দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত নাকি ডাক হয়।

সুতরাং দুটী টাকা সঙ্গে ছিল, এই ৬টী ঠাকুর বাড়ী ঘুরে এসেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি প্রায় সব সাবাড়, কপালের লক্ষ্মণের পাতের অবশেষের মত সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে! 'আর ভেট দিয়ে ঠাকুর দেখা আমার সুবিধে হবে না', বাবাজীপ্রভুকে বললাম। বাবাজী তখন আমাকে সমাজবাড়ী নামক একটি ঠাকুর বাড়ী দেখাতে নিয়ে বল্লেন,—"এখানে ললিতা দিদি (শুনবার ভুল 'দিদি' হইবে) আছেন দেখবেন?" আমি মনে করলাম 'ললিতা দেবী' বোধ হয় কোন ঠাকুরের নাম। বললাম,—'ললিতা দেবীর মন্দির কোন্ দিকে?' বাবাজী আমার শুনবার ভুলটি শুধরে দিয়ে বললেন,—বাবু মশায়, ললিতা দেবী না, ললিতা দিদি এখানে আছেন। তিনি পুরো মানুষ (পুরুষ মানুষ), সাধন ভজন করি করি মা'য়ে (মেয়ে) মানুষ হয়ে গেছেন। তেনার কাপড় চোপড় গয়না-গাঁটি দেখলি ও কথাবার্ত্তা শুনলি আপনি বুঝতি পারবেনই না যে সিনি (তিনি) পুরো মানুষ। এডা অ্যাট্টা (একটা) আজব কিনা তাই সগলেই দেখতি আসে।

আমি ভিতরে গিয়ে দূর থেকে দেখি, একটি বারান্দায় দুজন ভদ্রলোক এবং কতকগুলি ভদ্র মহিলা একটি অদ্ভুত রকম স্ত্রীবেশধারী প্রৌঢ় ব্যক্তিকে ঘিরে বসে আছেন। ইঁহারাও দর্শনার্থী মনে হল। বাবাজী আমাকে দেখিয়ে দিলে, এই সেই ললিতা দিদি। আমি নিকটস্থ হয়ে প্রণাম করতে তিনি "জয়গুরু" বলে বিনীত ভাবে অভিবাদন করলেন। আমি সেখানে আর না ব'সে চলে এলাম বাসায়, তখন প্রায় সন্ধ্যা হব হব হয়েছে। মনে মনে আমার চিন্তা হতে লাগল, বাবা এটা আবার কি ধর্ম! এই "নতুন কিছু করো একটা"র মত এও একটা রকম আবার কতদিন বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতরে গজালো? এই হুজুগপ্রধান বাংলা দেশে এরূপ একটা নতুন রকম কিছু না হলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না ব'লে বোধ হয় মাঝে মাঝে এরূপ নতুন নতুন ধর্ম্মসকল পৃথক্ পৃথক্ আকারে সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এতদিন ত' জানতাম, বাংলার উর্ব্বরা মাটিতে কেবল অবতারেরই চাষ হচ্ছিল। কিছুদিন হতে অন্যান্য দেশেও বাংলার এই বীজ নিয়ে চাষ আরম্ভ হয়েছে। তাতে বাংলার অবতারদের মূল্য কমে যাওয়ায় এখানের জমী বাঁচড়া (পতিত, প'ড়ে গিয়েছিল। এখন সেই সকল বাঁচড়া জমীতে এরূপ কতক ভাল শস্য গজিয়ে উঠ্‌ছে না তো? আমরা ডাঙ্গাল মানুষ, ধর্ম্ম কর্ম্মর ধার ধারি। তবে এটা বেশ দেখে শুনে ধারণা হয়েছে যে, ধর্ম্মের নাম নিয়ে সোরবেষ্টিন যেমন ভাবেই থাকুন না কেন, সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁর দিনগুলি কেটে যায়। পূর্ব্বে যদি জানতাম, তা' হ'লে কোন—শা—আর এই সংসারে ঢুকে হেঙ্গাম পোয়াই?

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বর ও জীব

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর—নিজলাভপূর্ণ। সেজন্য সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য সম্পাদন করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুসরণ করেন, তাঁহারাও কর্ম্মফলে বদ্ধ হন না, যথা (ভাঃ ৮।১।১৪)—

'ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি
যেঽনু তম্ ॥

অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় জীব নশ্বর দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে ও দেহমনের অভাব পূরণের জন্য নানা প্রকার দুর্বাসনা-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে ঈশ্বরের নিত্য কৈঙ্কর্য্য বর্ত্তমান। সুতরাং যে সকল জীব জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে নশ্বর দেহমনের অতীত নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচয় অবগত হইবার সুযোগ লাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অনুসরণ করিতে যত্নশীল হন এবং ক্রমে অজ্ঞানজ অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমল সেবানন্দরস আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া মানব জীবনকে ধন্য করিতে সমর্থ হন।

সর্ব্বশক্তিমত্তাহেতু ঈশ্বর জগতের সৃষ্ট্যাদি-করণে সমর্থ। জীবগণ অল্পশক্তিশালী বলিয়া জগতের রচনাদি কার্য্য তাঁহাদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঈশ্বরের রচিত জগতের বস্তুনিচয়কে নিজসেবায় না লাগাইয়া ঈশ্বরের সেবায় লাগানই তদ্রূপ ক্ষমতাহীন জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনুসরণমূলক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, যথা ঈশোপনিষদে,—

ঈশাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

ঈশ্বরের অনুসরণকারী জীবগণ ভক্ত নামে অভিহিত। ভক্তগণ জগতের সমস্ত পদার্থকে ঈশ্বরের সেবক ও সেবার উপকরণরূপে দর্শন করেন এবং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপভাবে জাগতিক পদার্থ-সমূহের সহিত ব্যবহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপভাবে ব্যবহারিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া পরমোজ্জ্বল সেবানন্দসুখ আস্বাদন করিয়া ধন্য হন। ভক্তগণ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে বদ্ধ হন না এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে হয় না। ত্রিতাপের হাত হইতে নিস্তার পাইবার ইচ্ছা ও ত্রিতাপের পরিবর্ত্তে বিমল সেবানন্দরস আস্বাদনের পিপাসা যদি কাহারও হৃদয়ে জাগিয়া থাকে, তিনি যেন ঈশ্বরের অনুসরণে নিযুক্ত হন, নতুবা অভিলাষ পূর্ণ হইবে না।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১৯৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১০।	শ্রীকৃষ্ণমাকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০
	ঐ (বাঁধা)	
১৬।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	(আবাঁধা)	।৵০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	
২১।	গীতমালা	৴১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৩।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৬।	শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৭।	শরণাগতি	৴০
২৮।	গীতাবলী	৴০
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩০।	সাধনকণ	৴
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩২।	নবদ্বীপশতক	৴
৩৩।	অর্থপঞ্চক	৴৹
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	৴১৹
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	
৫০।	সংস্কারদীপিকা	৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশবিংশ্রয়ঃ	
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্	
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৫।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিচয়ঃ	৴০
৫৬।	সাংখ্যদর্শনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বেদান্তিজম্	।০
৬০।	রেখাচিত্র গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং	৴০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৪।	সাধন পথ	০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥
৬৬।	গীতাবলী	
৬৭।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের প্রচার-প্রচারক, সজ্জনানন্দ, নিষ্পক্ষ সমালোচক অকৃত্রিম ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিমনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈববাণী প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট.
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাজসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲, দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং এস্থায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অলৌকিক ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীঘনশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৬১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্মাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী কৌস্তভানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীমদনমোহন। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীভাবরঞ্জ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—মহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

নিবৃত্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাণীবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা শ্রীগৌর বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীতীর্থ দেবাধিকারী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্য

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মিকারী ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্র

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীধাম"
টেলি— ————
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভাগবত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাপ্তাহিকের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৯শে পৌষ ১৩৩৭ বুধবার, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩১

মৌলানার স্মৃতিসভা

কর্পোরেশনের ৬৫॥০ লক্ষ টাকা ঋণ

মতিহারীতে ষড়যন্ত্র মামলা

ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট খুন

আজমীরে বিস্ফোরণ

বিদেশী-বস্ত্র রপ্তানী বন্ধে স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

অমৃতসর ষড়যন্ত্রমামলা

কাশীতে বিরাট সভা—মহিলা-কর্ম্মী গ্রেপ্তার

কমলা নেহেরুর জেল বদল

পুলিশের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টির চেষ্টায় দণ্ডিত

নানা কথা

মৌলানার স্মৃতি-সভা

গত ১১ই জানুয়ারী রবিবার কলিকাতার মুসলমান সমাজ মৌলানা মহম্মদ আলীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য ময়দানস্থিত অক্টার লনি স্মৃতিস্তম্ভের নিম্নদেশে সমবেত হন। বহু মুসলমান দলে দলে সহরের নানাস্থান হইতে আসিয়া তথায় মিলিত হয়।

বিভিন্ন মুসলমান প্রতিষ্ঠান হইতে বহু শোভাযাত্রা কৃষ্ণ পতাকা লইয়া শোক প্রকাশক সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সভায় উপস্থিত হয়। স্থানাভাবে স্মৃতি স্তম্ভের পাদমূলের চতুর্দ্দিকেই সভা করা হয়।

সভায় দুই একটি জাতীয় পতাকাও দেখা গিয়াছিল।

ডাঃ আবদুল্লা সারওয়ার্দি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা দেশের জন্য যে নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া গিয়াছেন, বহু বক্তা সেই সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সভার শেষে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য সকলে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করেন।

সভায় শোক প্রকাশক একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলী হল নামে একটি সৌধ নির্ম্মাণের কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে সকল মুসলমান প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে লোয়ার চিৎপুর রোডের নাম মহম্মদ আলী রোড এবং ওয়েলিংটন পার্ককে মহম্মদ-আলী পার্ক নামে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়। মুসলমান কাউন্সিলারগণ এজন্য যাহাতে যথাবিহিত কাজ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়

কলিকাতা খিলাফত কমিটির উদ্যোগে এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহম্মদআলীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তুমুল ধ্বনির সঙ্গে সভার কার্য্য শেষ হয়।

কর্পোরেশনের ৬৫॥০ লক্ষ টাকা ঋণ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় স্থির হয় যে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য চৌষট্টি টাকায় সাড়ে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইবে। ২৯ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে, এই সর্ত্তে ৩৩ লক্ষ এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে, এই সর্ত্তে ৩২॥০ লক্ষ টাকা গৃহীত হইবে। এই ঋণ সম্পর্কে আরও সর্ত্ত থাকিবে যে, কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে ঋণগ্রহণের পর দশ বৎসর অতীত হইলে ছয় মাসের সময় দিয়া এই ঋণ পরিশোধের নোটিশ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে আইনগত সরকারী মঞ্জুরী লাভের জন্য বিগত ২৩শে অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। সেই আবেদন সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। এই মঞ্জুরীর সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট আবার কর্পোরেশনের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। তাহাতে এই ঋণের টাকা ব্যয় করার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রশ্নের বিষয় মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেও কর্পোরেশন ঋণসংগ্রহ করিতে পারিবেন, কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

অক্ষয়েশ্বর মহাশয়ের এবং আর দিগের মতে প্রস্তুত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁচ ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

শাখা—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর ঠিক উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়; ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক ঔষধ।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি ঋতুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বহিকার্য্য ও ধাতুবিকার, বহিরিন্দ্রিয় হ্রাস, প্রস্রাবে জ্বালা, মস্তকঘূর্ণন, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সহ বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

শুক্রক্ষয়াদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ শক্তি স্তম্ভক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, কেশবজী

৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাহা কেবল প্যারাফিন দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES WHITLOWS BOILS CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS & BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্ন-লিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন **গৌরীশঙ্কর মলম**—দুষ্টব্রণ, উপদংশ, ফোঁড়া, কার্ব্বাঙ্কল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন **মনসা মলম**—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন **সর্ব্বদদ্রুলীন**—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়।

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, শুক্ল, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

কৃষ্ণনগর মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ [illegible]

[illegible] অবিকল [illegible] ঔষধের কোন পরিবর্তন [illegible] । মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸৹ আনা, বোতল ১৷৹ আনা ।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা ।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা । [illegible]

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয় । [illegible] লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয় । রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয় । চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয় ।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত ।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত । কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, উদররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ না খাইয়া দেখুন ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় ; ইহা অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক রসায়ন ।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা । ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র ।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

রতিকার্য্য [illegible] ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয় । বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক । মূল্য ৩০ বটী ১ এক টাকা ।

"নপুংসকতারি প্লাষ্টার"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া আশ্চর্য্য করে । মূল্য ১ কৌটা ১ টাকা ।

"স্তম্ভনবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যস্তম্ভক এবং সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় । মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা ।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বায়োকেমিক গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন ।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা ।

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

DASS & BROS
THE GENUINE
94 SOVABAZAR ST.
CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাদ এবং সেই নিম্নলিখিত মলম ওই প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না ।

১। দি জেনুইন গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কার্ব্বাঙ্কল, অঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয় ।

২। দি জেনুইন মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ ।

৩। দি জেনুইন সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৯২ নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড ।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা ।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে । যাহারা অত্যন্ত নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন । এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র ।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা ।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলি— "শ্রীগ্রাম" নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৪ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা মাঘ ১৩৩৭ শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে প্রভাত-ফেরী

বাসন্তীদেবীর স্বেচ্ছায় কারাবরণ

কুষ্টিয়ায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

মাল ক্রোকে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জের

থারাবাড়িতে বিদ্রোহ—গ্রাম দগ্ধীভূত

কুষ্টিয়ায় কর্ম্মী অসুস্থ

এলাহাবাদে পুলিসের গুলী

...য় হত্যাকাণ্ড

সত্যমূর্ত্তির কারাদণ্ড, গঙ্গাসাগর মেলা

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে প্রভাতফেরী

গত ১২ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে সহরের বহু ভদ্রমহিলা প্রভাতফেরীর বিরাট মিছিলে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং পুরোভাগে একটি সুবৃহৎ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া সহরের সমস্ত রাজপথ গুলি প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় প্রধান কর্ম্মী গ্রামবাসিগণকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভেতরগালী নামক একটি বৃহৎ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

থারাবড়িতে বিদ্রোহ

গ্রাম দগ্ধীভূত

থারাবাড়ি বিদ্রোহের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই। আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই। পুলিস ও সামরিক প্রহরীরা পূর্ব্ববৎ পাহারায় নিযুক্ত আছে। আরও কয়েকজন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। বিদ্রোহীরা এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। সৈন্যদের সহিত ইহাদের আর কোন সংগ্রাম হয় নাই।

প্রকাশ, কয়েকজন বিদ্রোহী সম্প্রতি একখানি গ্রাম পুড়াইয়া দিয়াছে এবং ঐ গ্রামের মোড়লের পুত্রকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। রাত্রিকালে পুনরায় ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

পুলিস সোয়েজিন দলের ৬টি আড্ডায় খানাতল্লাস করিয়াছে। রেঙ্গুনের উত্তরের ও কেতুর মঠেও খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, থারাবাড়ির বিদ্রোহ সম্পর্কে এই খানাতল্লাসের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

থারাবড়ির বিদ্রোহ সম্পর্কে পুলিস সমগ্র ব্রহ্মদেশে দেড় শতেরও বেশী স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, সেই খানাতল্লাসের ফলে, পুলিস এই বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট অনেক কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা

কয়েকদিন যাবৎ হঠাৎ শীতের প্রকোপ একেবারে কমিয়া গিয়াছে, শুধু নদীয়াতে নয় কলিকাতার সাময়িক সংবাদপত্রে অবগত হইলাম তথায়ও এই অবস্থা। এখনই যদি এই রকম গরম পড়ে তাহা হইলে ফাল্গুন মাসে বোধ হয় গ্রীষ্মকালই আসিয়া যাইবে। অন্যান্য বৎসর এ সময় শীতের প্রকোপে মানুষ জড়সড় হইয়া যাইত কিন্তু এ বৎসর এখনই বসন্ত ঋতুর ন্যায় মনে হইতেছে। কেবলমাত্র বৃক্ষলতাদিতে নব পল্লবাদি গজাইলেই বসন্তকাল ব্যতীত বুঝিবার উপায় ছিল না। শ্রীধাম-মায়াপুর কলিকাতার ন্যায় জনাকীর্ণ স্থান নহে, এখানেই যখন গ্রীষ্মের অনুভব হইতেছে তখন কলিকাতায় অবস্থা কি তাহা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এরূপ থাকিলে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির আশঙ্কা অবশ্য—

কারামুক্ত

কুষ্টিয়া ... সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন রায় ১০ই জানুয়ারী তারিখে ৬ মাস সশ্রম কারাবাস ভোগ করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, তাহার বন্ধুবর্গ সানন্দে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

সাময়িক প্রসঙ্গ.

প্রভুপাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

চিঙ্গলপট হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী মহোদয়কে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা গত ৪।১।৩১ তারিখে মাদ্রাজ (৩০ একাম্বরেশ্বরম্ এগ্রাহারম্ পার্ক টাউন, তাঁহাদের অবস্থিতি-স্থান) হইতে যাত্রা করিয়া চিঙ্গলপটে পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে পরদিন অতি প্রত্যুষের ট্রেনে বিষ্ণুকাঞ্চী গমন পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ দর্শন করিয়া পুনরায় ৮টার ট্রেণে চিঙ্গলপটে ফিরিয়াছেন। ঐদিবস অপরাহ্নে ত্রিচিনপল্লীতে গমন করিয়া পরদিবস প্রাতে শ্রীরঙ্গমে পৌঁছেন এবং তথায় শ্রীরঙ্গনাথের দর্শনান্তে শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ দর্শনার্থ ত্রিবান্দ্রাম যাত্রা করিয়াছেন। অতঃপর যেখানে গমন করিয়াছেন, তাহা ২৯শে পৌষের সংবাদ 'তারের সংবাদে' প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন.—আমরা কলিকাতা হইতে ১১০০ মাইল দক্ষিণে আসিয়াছি। আরও ৪০০ মাইল দক্ষিণে গেলে রেলের শেষ সীমায় যাওয়া হইবে।

শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মাদ্রাজ পার্ক টাউন ৩০ একাম্রেশ্বরম্ এগ্রাহারম্ হইতে পত্র লিখিয়াছেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত মাদ্রাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ঐস্থানে রাখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর এবং শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া গত ১৯শে পৌষ ত্রিবান্দ্রামে যাত্রা করিয়াছেন।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' ইংরাজি পত্রিকাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার মাদ্রাজে শুভবিজয় বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাদ্রাজের পূর্ব্বোক্ত বাসা হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

তারের সংবাদ

মাদ্রাজ হইতে শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী ১০ই জানুয়ারী (১৯৩১) তার করিতেছেন যে, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সদলে চিদাম্বরম, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, ত্রিবান্দ্রাম্ প্রভৃতি স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১ই জানুয়ারী মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

গত ৭ই জানুয়ারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ এখানে মদনমোহন মন্দিরে মাদ্রাজ এসোসিয়েসন (ট্রিপ্লিকেনের মেম্বারগণের উদ্যোগে বহু ভাটিয়া ব্যবসায়ীর সম্মুখে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

গত ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উত্তানে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামিজীর কীর্ত্তিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মের কথায় সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং দক্ষিণ ভারতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারার্থ আগমনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ পাঠ বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তনের নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

———

মাদ্রাজের পথে

(শ্রীপাদ সর্ব্বাচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুর ডায়েরী অবলম্বনে লিখিত)

২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩০)

প্রাতে বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠে গেলাম। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেই আদেশ হইল যে, আমাকে তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করিতে হইবে। প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শন করিব, শুনিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা হইবে না বিবেচনায় সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৭॥ টার সময় গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলাম। মোটরযোগে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া রাত্রি ৮॥টার ট্রেণে (পুরী প্যাসেঞ্জারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভু, গোপাল বাবু, মহারাজ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও আমি যাত্রা করিলাম। পরদিন সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময় যাজপুরে পৌঁছিলাম।

———

২৪শে ডিসেম্বর

অদ্য সমস্ত দিন ট্রেণে থাকিয়া সন্ধ্যায় যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথা হইতে মোটরযোগে স্নুবর্ণরেখা নদীর তীরে আসিয়া নৌকাতে নদী পার হইলাম। পুনরায় অন্য মোটর বাসে চড়িয়া আর একটী নদীর (বুড়ানদী নিকটে উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইয়া মোটরযোগে যাজপুরে রাত্রি ৯টার সময় ভাগবত ধর্ম্মশালায় (যা নরসিংহ নামে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 'নরসিংহ ধর্ম্মশালা'ও বলে।) উপস্থিত হইলাম। সেখানেই আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করা হইল।

পাথরঘাটা বালেশ্বর ও ভদ্রকের মধ্যে রেললাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রেলগাড়ী পৌঁছিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ছয় ঘণ্টা বিলম্ব হইল। যাজপুর রোড ষ্টেশন হইতে যাজপুর প্রায় ১৭ মাইল দূর।

২৫শে ডিসেম্বর

যাজপুরে বৈতরণী নদীর তীরে শ্রীবরাহদেবের মন্দির অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম॥

অদ্য বেলা ৯টার সময় এখানে সর্ব্বজনসুখে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ যথাবিধানে শ্রীপাদপীঠের অর্চনাদি করিলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈতরণী নদীতে স্নান সমাপন পূর্ব্বক সকলেই মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সম্মান করিলেন। তৎপরে পুনরায় পূর্ব্বোক্তক্রমে মোটরবাসে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে চইবার নদী পার হইয়া যাজপুর রোড ষ্টেশনে ফিরিলাম। যাজপুর হইতে প্রথম মোটরবাসে ৯ মাইল যাইতে হয়। ভাড়া জনপ্রতি ৷৵০ আনা। তথায় নদী পথ, ভাড়া ৵০ আনা। পুনরায় নদী পার হইয়া তৃতীয় বাসে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। ভাড়া ৵০ আনা। সকলসমেত ভাড়া প্রতি জনের ৷৵০ আনা। যাজপুর রোডে রাত্রি ১১॥টার সময় মাদ্রাজ মেলে চড়িলাম।

২৬শে ডিসেম্বর

অদ্য মাদ্রাজমেলে বেলা ১০টার সময় চিকাকোল রোডে নামিলাম। নিকটবর্ত্তী শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র পাত্রীর choultryতে (ধর্ম্মশালা) আনাহার সমাধা করিয়া মোটরবাসে অপরাহ্নে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া হইল। সেখানে শ্রীকূর্ম্মদেবের দর্শন-বন্দনাদি করিয়া শ্রীচৈতন্য চরণচিহ্ন পূর্ব্ববৎ বিধানে স্থাপিত হইল। তৎপরে ফটো তোলা হইল। অতঃপর পুনরায় বাসে করিয়া চিকাকোল টাউনের ডাক বাংলাতে আসিয়া আনাবস্থান ও রাত্রিযাপন করা হইল। এখানে পরমভাগবত শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাত্রী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনীয়ার সর্ব্বপ্রকারে আমাদের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র ১৭ মাইল দূর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর চলিতে চলিতে এই কূর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সেই স্মৃতি মনোমধ্যে উদ্দীপক হইল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে পঠিত হইয়াছিল,—

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসংকীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব
রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
পাহি মাম্॥
এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেম-মত্ত হঞা বলে
'হরি কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ॥

• • • •

কৃষ্ণনগর, মাতৃপুস্তক ... প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলি —————
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [২৬৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা মাঘ ১৩৩৭ শনিবার, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

ইংরাজ কর্ম্মচারীর পত্নী নিহত ও ২টী কন্যা আহত

ফ্রি প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ—গত ১৩ই জানুয়ারী অপরাহ্নে লাহোর ক্যান্টনমেণ্টে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। প্রকাশ ইণ্ডিয়ান আর্ম্মি সার্ভিস কোরের ১নং কোম্পানীর কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন কার্টেসের পত্নী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার ২টি কন্যা বিশেষভাবে আহত হইয়াছে। কন্যা দুইটীর বয়স যথাক্রমে ৩ ও ৭ বৎসর।

আততায়ী একজন শিখ, লাহোর জিলার অন্তর্গত বলটোহী গ্রামের অধিবাসী। সে পুলিসের হেপাজতে আছে।

প্রকাশ, আততায়ী এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি দিয়াছে যে, য়ুরোপীয়ান-দের হত্যা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

সাগর-সঙ্গম বার্ত্তা

গত ১৩ই জানুয়ারী প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল। এই ঝড়ের ফলে প্রায় ৬০০০ হাজার সাগর সঙ্গম যাত্রীকে পথমধ্যে নৌকাতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

সাগর-সঙ্গম বার্ত্তা

ইংরেজ কর্ম্মচারীর পত্নী নিহত ও ২টী কন্যা আহত

কলিকাতা কর্পোরেশন সভা

ফ্রি প্রেসের নিকট ৪০০০৲ টাকা জামীন দাবী

উজিরপুর দাঙ্গার মামলা

দাগী আসামীর জেল হইতে পলায়ন

রাজসাহীতে কলেরা

শ্রীমতী শ্যামারাণী দেবী ৪র্থ ডিরেক্টর নিযুক্ত

মহিলা শোভাযাত্রা

সত্যমূর্ত্তির জরিমানা আদায়—চেয়ার টেবিল ক্রোক

যাত্রীদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

সাগরসঙ্গমে স্নানার্থী যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার হইয়াছিল। সাগর মেলা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের কলেরা হইয়াছিল তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। প্রায় ৫০০ শত লোক হারাইয়া গিয়াছিল তাহাদের অনেককেই খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন সভা

গত বুধবার বৈকালে কলিকাতা কর্পোরেশন সহরের হাসপাতালে ও চিকিৎসালয়ের জন্য সমুদয়ে ... মঞ্জুর করিয়াছেন। সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকারের জন্য আরও ৮০০০ হাজার টাকা দত্ত হইয়াছে। যক্ষ্মারোগীদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ ন্যাশানাল ইন্সিওরেন্সকে ১৩০০০৲ টাকা এবং যাদবপুর যক্ষ্মারোগীদের স্বাস্থ্য নিবাস নির্ম্মাণকল্পে ১০০০০৲ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ফ্রী প্রেসের নিকট ৪০০০৲ জামীন দাবী

ফ্রী প্রেস জার্ণালের সম্পাদকের নিকট নূতন প্রেস অর্ডিনান্স অনুসারে ৪০০০৲ হাজার টাকার জামীন দাবী করা হইয়াছে। ২০০০৲ হাজার টাকা প্রেসের রক্ষক হিসাবে ও ২০০০৲ হাজার টাকা মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে।

গঙ্গাদেবীর কারামুক্তি

শুক্করপুরের নরম দলের অধিনায়িকা শ্রীযুক্ত গঙ্গা দেবী ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার পর, হায়দরাবাদ জেল হইতে মুক্তি পাইয়া গত মঙ্গলবার করাচী পৌঁছিয়াছেন।

বরিশালে খানাতল্লাস

১৩ই জানুয়ারী সকালে ... কোতোয়ালী পুলিশ স্থানীয় ... শ্রীযুক্ত ... খানাতল্লাসী করিয়াছে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৫০
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] সাত্বতাম (মাধ্ব) ২
১১। বেদান্তসূত্রের সাত্বতাম (রামানুজীয়) ॥
১২। [illegible] ২
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা:
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি
২৮। গীতাবলী
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধুনক্র /
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশতক /
৩৩। [illegible] /০
৩৪। সদাচারস্মৃতি: /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) /০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সাত্বতা ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? [illegible]
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সংখ্যাবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ [illegible]
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠের পরিচয়: /০
৫৬। সারাংশ[illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বেদান্তম্ ।০
৬০। কোয়ার্ট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী [illegible]
৬৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

[illegible] শ্রীমহাপ্রভুর বাণী-প্রচারক, সজ্জন দূত, নিরপেক্ষ সমালোচক' অনুসন্ধান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দরদীয়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, শাস্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একাদশ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈববাণী প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি— শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক — শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হার্ম্মনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের ও বন্ধুদেশ ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন [illegible] মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। [illegible]

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণ [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক যৌবন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ঘর ও বাহিরের, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে [illegible], বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত [illegible] স্থায়ী ও দ্রুত করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, PLITS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম তিনটী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি ফেমুস্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেঘাল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি ফেমুস্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগের মহৌষধ।

৩। দি ফেমুস্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ সুকৃতকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলি—————
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তিস্থানে
প্রতি টাক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই মাঘ ১৩৩৭ সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩১

ঝালদা মেলায় গুলী

নিষিদ্ধ সভা করায় ৪৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রহরীর উপর বোমা

অমৃতসরে ভীষণ দাঙ্গা—একজন খুন

শান্তিপুর কর্ম্মীর কারামুক্তি

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

নাটোরে সুভাষচন্দ্র

বর্শাঘাতে চৌকিদার নিহত

ডাঃ বিধানচন্দ্রের কারামুক্তি

লাহোরে ২৪ জন মহিলা গ্রেপ্তার

নানা কথা

ঝালদা মেলায় গুলী

৪ জন নিহত কতিপয় আহত

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে ঝালদার মেলায় গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখ বৈকালে বিশেষ হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। জনতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, কাজেই পুলিস গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। ৪ জন হাঙ্গামাকারী নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উভয়পক্ষে আরও কতিপয় ব্যক্তি জখম হইয়াছে।

নিষিদ্ধ সভা করায়

৪৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ডুমকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, জি, জিলানির এজলাসে গত ৬ই জানুয়ারী হইতে রাজদ্রোহ মামলা আরম্ভ হইয়াছে। মামলায় শ্রীযুত সুরধর মিশ্র ও আরও ৪২ জন দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৯, ৩৩২,৩৩৩, ৩২৩, ২২৪, ২২৫, ৩৫৩, ও ৩৫৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। শুনানী সপ্তাহে ২ দিন করিয়া চলিতেছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর গড্ডা মহকুমার এলেকায় বিশাহা গ্রামে সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সকল গৃহীত হয়। এই মর্ম্মে আরও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আগামী ৫ই নভেম্বর আর একটি সভা বসান হইবে। স্থানীয় পুলিস শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া উক্ত মহকুমার অধীন টপ্পা-পারকোপের এলেকায় ঐরূপ সভা নিষিদ্ধ করিয়া কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী করেন।

৫ই নভেম্বর সভা বসিবার উপক্রম করিলে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন একদল পুলিস তথায় যাইয়া পৌঁছে এবং ৪ হাজার লোকের জনতাকে বুঝাইয়া ছত্রভঙ্গ করাইয়া দেয়। জনতার সহিত পুলিসের একটা সংঘর্ষ বাধে। সেই সময় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কয়জন পুলিস লোষ্ট্রাঘাতে আহত হন।

কয়জন আসামীর পক্ষ হইতে জামীনের আবেদন করা হয়। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

প্রহরীর উপর বোমা

বোম্বাই "টাইমস অব ইণ্ডিয়া"র সংবাদে প্রকাশ নিকটস্থ চাউকুলের প্রাঙ্গণ হইতে আমেদনগর জেল গাটকে প্রহরীর উপর একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

নাটোরে সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ২১শে তারিখে নাটোরে পৌঁছিবেন বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী শ্রীযুত বসুকে অভ্যর্থনা করা স্থির করিয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জে জনসভা

পাইকপাড়া আব্দুল্লাপুর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে পাইকপাড়া হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে একটি [illegible] জনসভা হইয়াছে। [illegible] শ্রীযুক্তা কামিনী বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা [illegible] সেন, প্রতিভা দেবী, অধ্যাপক বিমলামোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্তি বসু এবং অন্য দুইজন মহিলা স্বদেশী গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিবিধ সংবাদ

অমৃতসরে ভীষণ দাঙ্গা

একজন খুন

সম্প্রতি জনৈক টাঙ্গাচালক একজন মাংস বিক্রেতার সহিত ঝগড়ার ফলে এমন এক দাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাতে একজন লোক মারা গিয়াছে ও আর একজন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে। ইতোমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শান্তিপুরে কর্ম্মীর কারামুক্তি

শান্তিপুর কংগ্রেস কার্য্যের বিশিষ্ট কর্ম্মী জগদানন্দ গোস্বামী, গোপালচন্দ্র সেন, হরিদাস দে, প্রমোদকুমার মুখার্জি ও বটকৃষ্ণ প্রামাণিক, পিকেটিং অর্ডিনান্সে যুক্ত হইয়া ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করার পর গত ৯ই জানুয়ারী শুক্রবার বহরমপুর স্পেশ্যাল জেল হইতে ও শেষোক্ত ১ জন দমদম জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিপুর ফিরিয়া পৌঁছান। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য শান্তিপুরে বহু নরনারী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়।

গত ৯ই জানুয়ারী নদীয়ার বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ও শান্তিপুর কংগ্রেসের অধিনায়ক শ্রীনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সহিত ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বহরমপুর স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত গোস্বামীর বহু বন্ধু বান্ধব ও বহরমপুরস্থ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কারাগারের সামনে অপেক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুত নারায়ণ বাবুর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, আসামী পক্ষের কাউন্সেল শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসুর জেরায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সাক্ষী সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আমেদালী বলেন, আসামী লালমোহন সেনের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তিনি লালমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পুলিশ তাহাকে প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে কি না? উত্তরে আসামী বলেন যে, পুলিশ এরূপ কিছুই করে নাই। আদালতে লোকের অত্যন্ত চাপ থাকায় সাক্ষীর বাড়ীতে যাইয়া স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, কোর্টেই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হওয়া উচিৎ। আসামীপক্ষের কাউন্সেল পুলিশ আইনের ১৬৪ ধারার প্রতি সাক্ষীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেখান যে, সাধারণতঃ প্রকাশ্য আদালতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা উচিত। সাক্ষী উত্তরে বলেন, তিনি পূর্ব্বে এই নিয়ম দেখেন নাই। স্বীকারোক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষীকে আরও জেরা করা হইলে পর আদালতের কার্য্য বন্ধ হয়।

বর্শাঘাতে চৌকিদার নিহত

সরকারী বুলেটিনে প্রকাশ যে, সম্প্রতি পিউরানা থানার অধীনস্থ পাটকরী নামক গ্রামের একটি কাছারীতে প্রায় ৫০ জন লোক উপস্থিত হইয়া কাছারী আক্রমণ করে। ঐ কাছারীতে পুলিশ কর্ম্মচারীদের ২ জন আত্মীয় অবস্থান করিতেছিলেন।

ঐ গ্রামের চৌকিদার সাহায্যার্থ তথায় উপনীত হইলে উহারা তাহার পেটে বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শাঘাতের ফলে ঐ ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, পুলিশ কর্ম্মচারীরা একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বলিয়া সেই রাগে লোকগুলি প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে পুলিশের আত্মীয়দের আক্রমণ করে।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের কারামুক্তি

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত শুক্রবার ১২টা ৩০ মিনিটের সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কারাদ্বারে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার কে, এস, রায় প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় যোগদানের ফলে ২৮শে আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতির সহিত তাঁহাকে দিল্লীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

জেল হাসপাতালে কাজ করিবার জন্য ডাক্তার রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাসাধিককাল পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নাটোরে ১৪৪ ধারা জারী

স্থানীয় গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। মহকুমা হাকিম ২ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আদেশ সহরে ঢাক বাজাইয়া প্রচার করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসের জের

গত স্বাধীনতা দিবসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের মোটর হইতে যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭(১) ও (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। ১৫ই জানুয়ারী তাঁহাদিগকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের ৬ জনকে প্রথম দফায় ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে—অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ হিসাবে কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয় ধারায় ৯ মাস হিসাবে কারাদণ্ডে ও ৫০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আর এক জনকে কেবল প্রথম ধারার অপরাধে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা ও অবশিষ্টদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মোটর গাড়ীখানি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

পরে আর যে ১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদিগকে ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

নাটোরে খানাতল্লাস

১৫ই জানুয়ারী ভোরে পুলিস একই সময়ে ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার ও কাটনীগঞ্জের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী, কংগ্রেস কার্য্যালয়, সেবাশ্রম এবং সারস্বত কুটির খানাতল্লাস করে। কোথায়ও অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিস কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে একটী বিজ্ঞাপন, সারস্বত কুটীর হইতে একটি তাঁত এবং ডাঃ মজুমদারের বাড়ী হইতে কয়েক খানা কংগ্রেস বুলেটিন ও চিঠি লইয়া গিয়াছে।

বড়বাজারে পিকেটিং

৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

কংগ্রেস কমিটীর বহু স্বেচ্ছাসেবক ও মহিলা সমিতির কতিপয় নারী স্বেচ্ছাসেবিকা গত শুক্রবারে বড়বাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ৪ জন পিকেটার ধৃত হইয়াছেন ও বড়বাজার থানায় নীত হইয়াছেন। কোন মহিলা গ্রেপ্তার হয়েন নাই।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বহু পুলিস মোতায়েন ছিল এবং কোন কোন স্থানে সশস্ত্র গুর্খা পুলিসকে দেখা গিয়াছিল।

কারামুক্ত

ঘাটাল কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত আশুতোষ সিংহ ১৩ই জানুয়ারী দমদমা স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইনি ৯ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

লাহোরে ২৪ জন মহিলা গ্রেপ্তার

গত ১৬ই জানুয়ারী রামলাল নারায়ণদাসের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং হইয়াছে। মোট ৩৬ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তন্মধ্যে, ২৪ জন মহিলা আছেন।

সালিশী বোর্ড পরিদর্শন

হুগলী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোলকপতি সোম আরামবাগ মহকুমার জনসাধারণের অবস্থা অবগতি ও সালিশী বোর্ড পরিদর্শন জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। বিগত ৯ই জানুয়ারী তারিখে বহু লোক জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া পারেশবাটীতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন. এই স্থান হইতে পরে তিনি অন্যান্য স্থানে গমন করেন।

১৪৪ ধারা অমান্যে গ্রেপ্তার

১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অপরাধে অনিলমোহন রায়, রবীন্দ্র রায়, নরেশচন্দ্র দে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীন্দ্রকুমার দে, বঙ্কিমবিহারী নন্দী, ফণিভূষণ রায় এবং কানাইলাল সাহা ধৃত হইয়াছেন।

টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটী

১৭ই জানুয়ারী তারিখে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন হইবে। উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রিয়নাথ রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার, এম. বি. শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্তি বসু, মোক্তার শ্রীযুক্ত নবকুমার রায় চৌধুরী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকান্ত বসু, বি. এ, তালুকদার, টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে সর্ব্বসমেত ৩০ জন প্রার্থী নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন।

পঞ্জাব গবর্ণর আক্রমণের জের

পঞ্জাবের গভর্ণরকে আক্রমণ করিবার অভিযোগে হরকিষাণ নামক যে লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে জুরীর বিচারের প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হইয়াছিল। সেসন জজ সে আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন।

আগামী ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

"শ্রীধাম"
টেলি— ———
নবদ্বীপ

Reg No.C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই মাঘ ১৩৩৭ মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১

বাঙ্গালায় তিন শত মার্কিণ

কংগ্রেস আশ্রমের তিনখানি গৃহ ভূমিসাৎ

করাচী বোমার মামলা

লাঠির প্রহারে ১৫ জন মিছিলকারী আহত

সংবাদপত্রের জামীন তলব

জেলে প্রহৃত কয়েদী—২ ঘণ্টা অচেতন

বিদেশীবর্জ্জনে মাদ্রাজ

মেলায় পুলিসের গুলী—৫ জন হত ও বহু আহত

যুবরাজের আমেরিকা যাত্রা

লাহোর মৃত্যুদণ্ডের আসামী স্থানান্তরিত

নানা কথা

বঙ্গে তিন শত মার্কিণ

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে যে নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহাতে প্রকাশ, তিন শত মার্কিণ পরিব্রাজক বাঙ্গালায় পরিভ্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঁহারা বর্ত্তমান বর্ষেই আগমন করিবেন। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইঁহাদিগকে দার্জ্জিলিং লইয়া যাইবার জন্য স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ, প্রথম দলে সর্ব্বাগ্রে ৬৮ জন পরিব্রাজক আসিতেছেন।

কংগ্রেস আশ্রমের ৩ খানি গৃহ ভূমিসাৎ

সম্প্রতি একদল গুর্খা পুলিস বসন্তপাটী কংগ্রেস আশ্রমে হানা দেয় এবং তথায় উপস্থিত ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, পুলিস আশ্রমের রান্নাঘর ও অপর দুইখানি বাটী ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের ৩ জনকে অব্যাহতি দিয়া অপর দুই জনের হাজতবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

করাচী বোমার মামলা

সম্প্রতি করাচীতে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে ২ জন আসামী ধৃত হইয়াছিল। প্রথম আসামী যাগ দত্ত দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় আসামী কুন্দনলাল গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আগামী ২২শে জানুয়ারী দায়রায় এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবে।

সংবাদপত্রের জামীন তলব

প্রেস অর্ডিন্যান্স অনুসারে লাহোর প্রাদেশিক ভাষায় মুদ্রিত দৈনিক 'মিলাপ' পত্রের নিকট ৫ হাজার টাকা জামীন তলব করা হইয়াছে। যে মুদ্রাযন্ত্রে ঐ সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, তাহা হইতেও ৫ হাজার টাকা দাবী করা হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' "আকালী তে পরদেশী" "রিয়াসতি দুনিয়া", এবং "আকালী গেজেট" নামক সংবাদপত্রের নিকট জামীন দাবী করা হইয়াছে।

লাঠির প্রহারে ২৫ জন মিছিলকারী আহত

শোলাপুর আসামী চতুষ্টয়ের ফাঁসীর প্রতিবাদে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দোহাদে বানর সেনাদলের একটা মিছিল বাহির হইয়াছিল। লাঠি দ্বারা এই মিছিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। লাঠির প্রহারে ২৫ জন বালক আহত হইয়াছে।

জেলে প্রহৃত কয়েদী
দুই ঘণ্টা অচেতন

ফ্রি প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজে কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের আগমন উপলক্ষে ৯ই তারিখে কতকগুলি 'সি' শ্রেণীর কয়েদীকে টুপী খুলিয়া প্যারেড করিতে বলা হয়। প্রকাশ, একজন 'সি' শ্রেণীর কয়েদী টুপী খুলিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহাকে প্রহার করা হয়। আরও প্রকাশ, সে নাকি দুই ঘণ্টাকাল অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীটাকে দেখেন।

জাতীয় পতাকা-সঙ্গীতে যোগদানের অপরাধে 'সি' শ্রেণীর কয়েদী মিঃ আবদুল ওয়াহিদকে নির্জ্জন কক্ষে রাখা হইয়াছিল

বিবিধ সংবাদ

বিদেশী বর্জ্জনে মাদ্রাজ

ট্রিপলিকেনের ৭ জন প্রধান বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ী এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, ভারত বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের সহিত বয়কট কমিটির যে মনোমালিন্য হইয়াছে, তাহা মিটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিবেন না। প্রতিশ্রুতিটি বয়কট কমিটির নিকট জমা হইয়াছে।

মেলায় পুলিসের গুলী

৫ জন হত ও বহু আহত

সঙ্কাঘাটের নিকট ... নদীর পরপারে একটী মেলায় পুলিসের গুলী-চালনার ফলে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিগণের ৬ জনকে পুরুলিয়া হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছিল। তাহাদের একজন ১৬ই জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ এতৎসম্পর্কে প্রায় ৭০ জন সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম ১০ জন ব্যক্তির উপর ১৪৪ ধারামতে এক নোটীশ জারি করিয়া উক্ত মেলার অনুষ্ঠান ... নিষেধ করেন। কিন্তু জনসাধারণ তাহা না মানিয়া উক্ত মেলা বসাইতে মত করে। গত বৃহস্পতিবার মহকুমা হাকিম ও সরকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদল সশস্ত্র পুলিশ ও ... ইউরোপিয়ান স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সেই স্থানে গমন করিয়া অতি প্রত্যূষ হইতে উক্ত এলাকায় পরিভ্রমণ করে।

গত ১৭ই জানুয়ারী প্রাতে স্থানীয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। মেলা স্থলে পুলিস পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ নদীর পরপারে একত্রিত হয়। পুলিস জনতা ভঙ্গ করিতে বলে এবং ইউরোপীয়ান কোন জনতার লাঠি চালায়। তাহাতে জনতা কিছু ক্ষিপ্ত হইলেও অনেকে তাহাদের বিরুদ্ধে ... দাঁড়ায়। প্রকাশ, এমত অবস্থা পুলিস গুলী চালায়। ফলে ৫ জন হত এবং বহু আহত হইয়াছে। যে চার জন ঘটনাস্থলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের নাম,—১ গণেশ মাহাতো (চিরগাড়া) ২ মোহন মাহাতো (গরখাদা), ৩ গোকুল মাহাতো (...) ৪ সহদেব মাহাতো (তালঝাগ)।

যুবরাজের দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা

যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ও প্রিন্স জর্জ্জ ১৬ই জানুয়ারী বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় ক্রয়ডন বিমানাগার হইতে প্যারিসে যাত্রা করিয়াছেন। প্যারিস হইতে তাঁহারা রেলগাড়ী আরোহণে সান্টাণ্ডার পর্য্যন্ত যাইবেন। তথা হইতে জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে তাঁহারা যাত্রা করিবেন।

ডিউক অফ ইয়র্ক ষ্টেশনে গিয়া যুবরাজ ও প্রিন্স জর্জ্জকে বিদায় দিয়াছিলেন।

যুবরাজও তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার কালে ১২ই এপ্রিল তারিখে রাইও-ডি-জেনেরিওতে পৌঁছিবেন এবং ২৮শে এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডে উপনীত হইবেন।

লাহোর মৃত্যুদণ্ডের আসামী স্থানান্তরিত

প্রকাশ যে, ভগৎ সিং ও রাজগুরু, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদ্বয়কে মারবোধা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনে অঙ্গীকার

রায়গঞ্জ সমর পরিষদের অধিনায়ক ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সদলবলে বারদী বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে যে, বারদী বাজারের বস্ত্রবিক্রেতাগণ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া বলিয়াছে যে, তাহারা ভবিষ্যতে আর বিদেশীবস্ত্র বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিবে না এবং বর্ত্তমানে যে সকল বিদেশীবস্ত্র আছে, তাহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ডাঃ দত্ত তৎপর গোপালদী বাজারে গমন করেন এবং তথাকার বস্ত্রব্যবসায়ীগণও এক প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়াছে এবং বর্ত্তমান বিদেশী বস্ত্রগুলিও তাহারা চাবিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাইটার্স বিল্ডিংসের হত্যাকাণ্ড

নূতন ট্রাইবিউনাল

গত ১৭ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, ঢাকা জিলার টঙ্গীবাড়ী থানার এলাকাধীন যশোলঙ্গের সতীশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র দীনেশচন্দ্র গুপ্তের বিচারের জন্য বাঙ্গালার সপারিষদ গভর্ণর এক ট্রাইবিউনাল গঠন করিয়াছেন। ২৪পরগণার জিলা ও সেসন জজ মিঃ আর আর গারলিক, বাঙ্গালার অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও সেসন জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুত নলিনীকান্ত বসু ও ২৪পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মৌলভী আমিনুজ্জমান খান এই ট্রাইবিউনালের কমিশনারের কাজ করিবেন। মিঃ আর, আর গারলিক এই ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন।

বিনা লাইসেন্সে পিস্তল

আসামিগণ দণ্ডিত

স্কট ষ্ট্রীটের মিষ্টার হার্লিং ডায়ের বাটী হইতে অপহৃত একটি অটোমেটিক পিস্তল ও ২৫টি টোটা বিনা লাইসেন্সে আপার চীৎপুর রোডে নিজেদের অধিকারে রাখিবার অভিযোগে সেখ জলিল ও সেখ আবদুল কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামীদ্বয় অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রত্যেককে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আন্দোলন নিষেধাজ্ঞা

মাদ্রাজের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়া মাদ্রাজ সহরের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র ক্রয় ও বিক্রয়ে পিকেটিংএ সাহায্য করিবার এবং বয়কট আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেসদলের লোক ও বিদেশী পণ্য বয়কট কমিটির লোকজন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যান্য সহানুভূতিকারদলের সভা, শোভাযাত্রা, মহোৎসব ও অন্যান্য আন্দোলন ২ মাস কালের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য্যে সাধারণকেও যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সিন্ধুতে ১৪৪ ধারা অমান্য

১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য সম্পর্কে পুলিস ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রাতে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা সহকারে বাজারে বে-আইনী লবণ বিক্রয় করিতে যায়। গোয়েন্দা পুলিসের লোকজন তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য গান্ধী গার্ডেনে যান; তিনি ফটকেই গ্রেপ্তার হন।

মুন্সীগঞ্জে পিউনিটিভ পুলিস

প্রকাশ যে, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় যে পিউনিটিভ পুলিস রাখা হইয়াছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত অপসারিত হয় নাই। ঢাকা বিভাগের কমিশনার এ বিষয় সম্বন্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তিনি এ ব্যাপার লইয়া বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন। এই অতিরিক্ত পুলিস অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে মহকুমার অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় পিকেটিং

প্রকাশ, মধ্য কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় সদস্য বড়বাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে জোর পিকেটিং করিতেছে। ফলে এই অঞ্চলে বিদেশী বস্ত্রের বিক্রয় বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ শুনা যাইতেছে। এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটের বিদেশী বস্ত্রের দোকানেও প্রত্যহ পিকেটিং করিতেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী এই স্থানে দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে আবার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসুর কারামুক্তি

বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উঁহার অভ্যর্থনার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র চাটার্জ্জী ও অপর কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কাশীতে জনসভা

গত ১১ই জানুয়ারী পুণার যারবেদা জেলে শোলাপুর দাঙ্গা মামলার ৪ জন কয়েদীর ফাঁসিদণ্ডের প্রতিবাদে গত ১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫টার কাশীতে সম্মিলিত কংগ্রেস আফিসের উদ্যোগে অহল্যাবাঈ ঘাটে বড়রকমের এক জনসভার আয়োজন হয়। কাশী সত্যাগ্রহের ডিক্টেটর শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বহু মহিলা সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, স্বামী নরশিবায়, শ্রীযুক্তা লীলাবতী দেবী ও মহম্মদ নিজামতুল্লা ঐ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

লবণ আইনে দণ্ড

বে-আইনী লবণ প্রস্তুত কার্য্যে সাহায্য করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত যমুলুক অনন্ত পদ্মনাভার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ এবং লবণ-আইনের ৭৪ ধারা অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সেরপুর কর্ম্মী গ্রেপ্তার

বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত জিতেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৪ই জানুয়ারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৯ ধারা, ১২০ বি ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯৭ ধারা অনুসারে ধৃত হইয়া বিচারার্থ জামালপুরে প্রেরিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলি— ———
নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার !
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই মাঘ ১৩৩৭ বুধবার, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩১

সুভাষ বোসের কারাদণ্ড

লণ্ডন ঘরোয়া বৈঠকের প্রস্তাব

কংগ্রেস অফিস ঘেরাও

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর

জুৎসী ভগ্নী পুনরায় গ্রেপ্তার

পুলিশ কর্ত্তৃক কংগ্রেস পতাকা ছিন্ন

নরীম্যানের উপর নোটীশ

সমর পরিষদের সদস্যের সশ্রম কারাদণ্ড

মিঃ মানেক ছোমী দণ্ডিত

যশোহর উকীল খুনের মামলা

নানা কথা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর কারাদণ্ড

বহরমপুর হইতে মালদহ যাইবার পথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর গত ১৮ই জানুয়ারী সকালে আমাপুরাতে এক ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি করিয়া তাঁহাকে মালদহ জিলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র ঐ আদেশ অমান্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে, তিনি মালদহে যাইবেন। তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ট্রেণ হইতে নামাইয়া লওয়া হয়।

কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। ট্রেণ হইতে নামাইয়াই তখনই সুভাষ বাবুর বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। রেল ষ্টেশনে ঐ জন্য একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের উপযোগী সকল সরঞ্জাম সহ উপস্থিত ছিলেন।

সুভাষবাবু আদালতে কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই—১৫ মিনিটের মধ্যে বিচার কার্য্য শেষ হয়।

বসু মহাশয়কে ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ঘরোয়া বৈঠকের প্রস্তাব

গত ৭ই জানুয়ারী লণ্ডনে একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। উহাতে গোলটেবিল বৈঠকের দশজন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। লর্ড রেডিং এবং সার তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁহাদের অন্যতম। উক্ত বৈঠকে নূতন শাসনতন্ত্রে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্থান কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। বহু সময় আলোচনার পর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"বৃটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নির্দ্দেশক্রমে আদর্শ হিসাবে স্থির হইয়াছে যে, যে সমস্ত বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়, ফার্ম এবং কোম্পানী ভারতে ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকার এবং ভারতীয় প্রজাদের অধিকারের মধ্যে কোন তারতম্য থাকিবে না; এই সমস্ত অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি চিরাচরিত নিয়ম স্থাপন করিতে হইবে। স্থির হইয়াছে যে, ফৌজদারী মামলার বিচার সম্পর্কে ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় বর্ত্তমানে যে সব অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন তাহা বজায় রাখা হইবে।

কংগ্রেস অফিস ঘেরাও

সমুদয় জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত

গত ১০ই জানুয়ারী রাত্রি ২টার সময় গোপালপুর থানার ভার প্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বহু চৌকিদার, দফাদার এবং কনষ্টেবল সহ পীপা-বালীয়া ষ্টেশনে পৌঁছেন এবং স্থানীয় কংগ্রেস আশ্রম ঘেরাও করেন।

পুলিশ সমস্ত জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইল বলিয়া ঘোষণা করে এবং দুই খানা গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া সেগুলি থানায় লইয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রদাস নারায়ণ, শ্রীযুক্ত রামলালপ্রসাদ শাহ এবং শ্রীযুক্ত জগদেও বেদ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট নেতাকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে [illegible]

[illegible] নেতাদিগকে থানায় লইয়া গিয়া ২৪ ঘণ্টা পুলিশ হেফাজতে রাখার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই মাঘ, বুধবার—১৩৩৭

শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রকটন-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫৬ সংখ্যার পর)

রাজপুরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠাচ্চা প্রকাশ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ ২৫শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রে সগণে খুর্দ্দারোড্ ষ্টেশনে পৌছিলে তথায় শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ যত্নবর দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় খুর্দ্দারোড্ পৌছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরদিন ২৬শে বেলা ১০টার সময় ট্রেণ চিকাকোলরোড্ ষ্টেশনে পৌছিল। শ্রীল প্রভুপাদের সেবার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই চিকাকোলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ সার মহারাজ চিকাকোলের ইঞ্জিনীয়ার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র পাড়ী মহাশয়ের সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শ্রীযুক্ত পাড়ী মহাশয় নিজ লোকজনের দ্বারা সন্নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় সকলের স্নানাহারাদির সুবন্দোবস্ত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি-সমাপনান্তে প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি লইয়া মোটর-বাসে উঠিলেন। অবশিষ্ট জিনিষপত্র পাড়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মশালার একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

প্রায় ১টার সময় মোটরবাস্ ছাড়িল। ষ্টেশন হইতে চিকাকোল সহর (সব্ ডিভিসন-সহর) ছয় মাইল দূর। একটী মোটর-বাসে উঠিয়া সকলে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এখানে পাড়ী মহাশয়ের পুত্র, কন্যা ও বালক-জামাতা, বৃদ্ধ পণ্ডিত গৃহ-শিক্ষক মহাশয় এবং এক ফটোগ্রাফার আমাদের সঙ্গী হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গ্রাম্যশোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। ইহা মন্দিরসীমার পশ্চাদ্ভাগ। এই সিংহদ্বার বেশ বিশাল ও সু-উচ্চ। তাহার উপরে উঠিলে অদূরে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্দির হইতে ২।৩ মাইল ব্যবধানে সমুদ্র। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। শ্রীমন্দির—পূর্ব্বদ্বারী। মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে বেশ বড় একটী দীর্ঘিকা। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে মুখ্য ও সম্মুখস্থিত তোরণ। সেই তোরণ দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরে আসিবার পথের বাম পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ মন্দির দর্শন করিলাম। পরে দীর্ঘিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। শ্রীমূর্ত্তি-সেবকের আসিবার বিলম্ব দেখিয়া পাড়ী মহাশয় আমাদিগকে মন্দিরের চারিদিকের বারান্দা দেখাইতে লাগিলেন। বারান্দার স্তম্ভগুলি প্রত্যেকটা এক একটা আস্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে কুঁদাইয়া (turn) করিয়া প্রস্তুত। প্রত্যেকটীর design (নমুনা) সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্, এবং কারুকার্য্য ও পালিশ অতি চমৎকার। বারান্দার ছাদও এক স্তম্ভ হইতে আর এক স্তম্ভ পর্য্যন্ত একটা অখণ্ড প্রস্তরফলকের দ্বারা [illegible]। স্তম্ভগুলির গায়ে তেলেগু অক্ষরে তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় বহু শিলালিপি রহিয়াছে। তাহার অনেক গুলির পাঠোদ্ধারও হইয়া গিয়াছে।

মন্দিরের ঠিক পশ্চিমদিকে পশ্চাদ্ভাগে বারান্দায় শ্রীকূর্ম্মদেবের নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন। কিম্বদন্তী এই যে, নিবদ্ধল ঠাকুর শ্রীকূর্ম্মদেব দর্শনে প্রবেশাধিকার না পাইয়া মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়া স্তব করিতেছিলেন। স্বীয় ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শ্রীকূর্ম্মদেব পূর্ব্বমুখ হইতে পশ্চিমমুখে ফিরেন এবং ভক্তের নিকট উল্লিখিত নারায়ণরূপ প্রকাশিত করেন। তদবধি শ্রীকূর্ম্মদেব মন্দিরের ভিতর পশ্চিম মুখ হইয়াই আছেন। অন্যান্য বিগ্রহগণ পূর্ব্বমুখ হইয়াই বিরাজমান। শ্রীকূর্ম্মদেব কূর্ম্মাকারেই বিরাজমান। তাঁহার শ্রীমুখ ও গ্রীবা বহির্নির্গত। শ্রীশালগ্রাম মালিকা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত তৃতীয় (সর্ব্বশেষ) প্রকোষ্ঠে শ্রীবিগ্রহ আছেন। একমাত্র প্রবেশ দরজা ভিন্ন আলোকবায়ুর প্রবেশের অন্য কোন পথ নাই ও সর্ব্বক্ষণ ভীষণ অন্ধকার। দীপালোক ভিন্ন কিছুই দর্শন হয় না। সেবক আসিলে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হইল। শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পূজারী তখন নৈবেদ্য নিবেদন ও কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিয়া আমাদিগকে সমস্ত দেখাইলেন এবং সকলকে নির্ম্মাল্য প্রসাদ দিলেন। অতঃপর আমরা বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দক্ষিণ-দিকে বহির্ভাগে স্থিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলাম।

এদিকে পাড়ী মহাশয়ের চেষ্টায় ও আয়োজনে শ্রীপাদপীঠার্চ্চা প্রকাশের সমস্ত বন্দোবস্ত হইলে আমরা সকলে পাদপীঠ-মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হইলাম; গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে কার্য্য আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণনাংশ সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর শ্রীলপ্রভুপাদ উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও হরিধ্বনির রোলের মধ্যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম চন্দন, তুলসী ও জল দ্বারা অর্চ্চন করিলে ত্রিদণ্ডিপ্রমুখ সকল মঠবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও ইঙ্গিতক্রমে তাঁহারই অনুসরণে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম অর্চ্চন করিলেন। সমবেত স্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম পূজা করিলেন। তারপর সকলের একত্রে ফটো তোলা হইল।

সমবেত লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমরা আবার সেই মোটরবাসে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে চিকাকোলে ডাক বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে প্রসাদ সেবা ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাড়ী মহাশয়ের সৌজন্য, সেবোৎসাহ, ও যত্নচেষ্টায় আমাদের কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইল না। তিনি তাঁহার লোকজন দ্বারা সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা কেহ কেহ চিকাকোল সহর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

চিকাকোল সহরটী সব্ ডিভিসন্ হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহা একটী প্রশস্ত স্রোতস্বিনী নদীর উপরে অবস্থিত। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। চিকাকোলরোড্ ষ্টেশন হইতে একটী প্রশস্ত সদররাস্তা চিকাকোল সহর হইয়া হবার শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। সহর একেবারে উপরে একটা পুরাতন মিশন বাড়ী। তাহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মাঠ। মিশনবাড়ীর ঠিক বিপরীতদিকে মাঠের অপরপ্রান্তে মিশনারী হাইস্কুল। মাঠের অপর পার্শ্বে ডাকবাঙ্গালা; তাহার বিপরীতদিকে মাঠের অপরপ্রান্তে কয়েকজন ভদ্রলোকের বাড়ী। কাজেই আমাদের বিশ্রামস্থানটী অতি মনোরম হইয়াছিল। শীত খুবই কম, নাই বলিলেও চলে। আমরা অনেকে ডাক বাঙ্গালার খোলা বারান্দায় রাত্রে শুইয়া থাকিলাম। কেহ কেহ ঘরের ভিতর শুইলেন।

সন্ধ্যার পরে পাড়ী মহাশয় স্থানীয় হাইস্কুলের হেড্মাষ্টার ও অপর দুইজন ভদ্রলোক-সহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। পরে পাড়ীমহাশয় আর কয়েকজন ভক্তের সহিত ইং গোষ্ঠীমুখে শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর নিকট অনেক উপদেশ শ্রবণ করেন। পাড়ী মহাশয় আমাদের কয়েকজনকে তাঁহার স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিল, শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়-নম্রতা বশতঃ শ্রীল প্রভুপাদকে স্বমুখে কথা জানাইবার মত সাহস পাইতেছিলেন না। অবশেষে আমাদের প্রেরণা ও উৎসাহে তিনি সম্মত হইলে পরমানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে পাড়ী মহাশয়ের হৃদগত প্রার্থনা নিবেদন করিলেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর পাড়ীমহাশয় সেরাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চিকাকোলরোডে প্রাতে ৯টার সময় গাড়ী ধরিতে হইবে বলিয়া, শেষরাত্রে উঠিয়া প্রসাদের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ খুব সকালে শ্রীল কুঞ্জদা ও পরমানন্দ প্রভুর সহিত পাড়ী মহাশয়ের বাড়ী হইয়া আসিলেন। সকলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করিয়া ৭টার সময় প্রসাদ সম্মান করিলাম, এবং যথাসময়ে চিকাকোলরোডে আসিয়া গাড়ী ধরিলাম। বলা বাহুল্য, পাড়ী মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। ষ্টেশনে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত ভদ্রলোককে আমাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে একজন Dy. Inspector of Schools আর এক-জন স্থানীয় জমিদার ছিলেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক সিংহাচলে যাইবার জন্য মাদ্রাজমেলে ওয়ালেটেয়ার যাত্রা করিলাম।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গাদার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বরের পূর্ণ মাত্রার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৷০ আনা, পাঁইট ।৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়; ইহা অপারগৌন আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বকামারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্তম্ভন করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আত্মারামজী, কেশবজী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST. CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেসনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড আফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা আফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিবিধ সংবাদ

মনিঅর্ডার চুরিতে কেরাণী গ্রেপ্তার

গত ১৫ই জানুয়ারী মনিঅর্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে রাজসাহী পোষ্টাফিসের মনিঅর্ডার বিভাগের কেরাণী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। টাকার অঙ্ক ন রসিদ জাল করিয়াছেন, তাহাতে সহি আছে, তাহা তাঁহার সহির সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিয়াছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে সেই অফিসের আর একজন কেরাণী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

কাঁথির ৪২টি গৃহ সরকারের অধিকারভুক্ত

কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ৪২টি বাড়ী সরকার কর্ত্তৃক অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বাটীর মালিক এবং বাসিন্দাদের বাড়ীগুলি খালি করিয়া দিতে বলা হইয়াছে; অন্যথা, তাহাদের নামে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনা হইবে এবং বাড়ীগুলির মধ্যে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, সরকার কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইবে।

এই ব্যাপার উপলক্ষে পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।

যশোহরে ভূ-পর্য্যটকদ্বয়

সাইকেলে পৃথিবী-পর্য্যটনকারী মিঃ জাহার ও হীরালাল গত ১৭ই জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যশোহরে পৌঁছিয়া পরে তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

বেতিয়ায় খানাতল্লাস
৯ গাড়ী মাল বাজেয়াপ্ত

বেতিয়াটি থানার পুলিস কর্ম্মচারী ৯ই জানুয়ারী রাত্রি ৮টার সময় বিস্তর চৌকীদার, দফাদার ও কনষ্টেবল সহ সিপরালিয়া গ্রামে যাইয়া তথাকার কংগ্রেস আশ্রম ঘেরাও করেন। পুলিস তথায় যাহা কিছু পায়, তাহাই সরকারে বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সকল জিনিষ ৯খানা গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার রায়, তাঁহার পুত্র, শ্রীযুত চন্দ্রের নারায়ণ, রামলাল প্রভৃতি সাহা ও অন্যান্য বিশ জন উহাদের মধ্যে আছেন। ধৃত ব্যক্তিদিগকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহাদিগকে পুলিসের হাজতে প্রায় ২৭ ঘণ্টা রাখা হয় তাহার পর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাজদ্রোহে মহিলা

মহিলা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীমতী চামেলী দেবীকে ১৭ই জানুয়ারী দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জাতীয়পতাকা উত্তোলনের উৎসবে বক্তৃতা দান করা সম্পর্কেই এই গ্রেপ্তার বলিয়া অনুমান।

পিকেটিংএ অভিযুক্ত
জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাবরণ

গত সোমবার জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দের এজলাসে নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, সুরেন্দ্রমোহন রায়, সুকুমার দাস, কালীকৃষ্ণ চৌধুরী, কানাইলাল দাস, সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী এবং মাখনলাল দত্ত নামক ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং দ্বারা পথ অবরোধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৫০ টাকা জরিমানা প্রদানে অন্যথায় ১ মাস অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আসামীগণ জরিমানা না দিয়া জেলে গমন করিয়াছেন।

জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুপ্তের এজলাসে দীনদয়াল শর্ম্মা নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারে পথ অবরোধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অন্যথায় ১ মাস অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আরও ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক অভিযুক্ত হন। ২ জন আসামীর প্রতি ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের অন্যথায় ১ মাস অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ৪ জন আসামীর প্রতি ছয় মাসের সচ্চরিত্রতার জন্য ১ হাজার টাকা মুচলেকার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এক জন আসামী পীড়িত থাকায় আদালতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তাহার মামলার শুনানীর দিন ২১শে জানুয়ারী ধার্য্য হইয়াছে।

দিল্লীতে কংগ্রেস অফিসে হানা
২ জন বাঙ্গালী গ্রেপ্তার

গত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পুলিস স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া ২ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। ইঁহারা সম্প্রতি এখানেই আসিয়া ছিলেন। এখনও তাঁহাদের নাম জানা যায় নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, তাহাও প্রকাশ পায় নাই।

রঘুনাথপুরে ডাকাতীর জের
কাশীপুরে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

গত শনিবার দিন কাশীপুরের পুলিস শ্রীযুত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানরঞ্জন রায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং রঘুনাথপুর ডাকাতীর সম্পর্কে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অসুস্থতানিবন্ধন জ্ঞানরঞ্জন বাবু জামীনে খালাস পাইয়াছেন এবং কেশব বাবু অল্পবয়স্ক বলিয়া থানা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

উক্ত দিবস সহরে এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে থানায় আটক রাখা হইয়াছে।

মাদবপাশা ডাকাতীর মামলা

১৬ই জানুয়ারী স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র এবং মাদবপাশা ডাকাতী সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে ধৃত শ্রীমান হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত অতিরিক্ত মহকুমা হাকিমের এজলাসে জামীনের জন্য আবেদন করেন এবং হাকিম জামীন গ্রাহ্য করিয়া আদেশ করেন যে, ২৫০ টাকার দুইটী জামীনে হীরালালকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

গত ২রা নভেম্বর তারিখে হীরালালকে কলেজ হোষ্টেল হইতে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্যবসায়ীদিগের প্রতিশ্রুতি
প্রায়োপবেশনের অবসান

প্রকাশ, বানরীপাড়া বাজারে কয়েক জন ব্যবসায়ী বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করায় উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্তা চন্দ্রমতী গুপ্তা ও অপর ৪ জন মহিলা-কর্ম্মী অনশনব্রত গ্রহণ করেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উজীরপুর হইতে উজীরপুর কংগ্রেসনারী-সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরোজিনী দাসগুপ্তা উজীরপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত জীবন চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় তথায় গমন করেন, ব্যবসায়ীরা বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় উক্ত মহিলারা অনশন-ব্রত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জেলে পীড়িত ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরীক্ষা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ যক্ষ্মা চিকিৎসককে অনুমতী দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত চিকিৎসক ডাঃ ব্যানার্জ্জির 'টিউবারকিউলসিস' রোগ স্থির করিয়াছেন। চিকিৎসক এই সুভিমত জ্ঞাপন করেন যে, ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ কিছুকাল সূর্য্যকিরণে রাখা আবশ্যক। ডাঃ ব্যানার্জ্জি পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করিতেছেন। তিনি নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পাইতেছেন এবং তাঁহার দেহের ওজন হ্রাস পাইতেছে।

করিমগঞ্জে মহিলাসম্পাদিকার বিচার

ছোটলিখা মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতি বালা দাস ও পঞ্চখণ্ড মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গিরিজা বালা গুপ্তা ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করায় গত ৯ই ও ১০ই তারিখে ছোটলিখা ও পঞ্চখণ্ডে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উভয় স্থানেই বিশেষ সভার আয়োজন করা হয় ও বিভিন্ন স্থান হইতে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সমবেত হন। উভয় স্থানেই পুলিশেরও বিশেষ সমাবেশ হইয়াছিল। ছোটলিখার সভায় স্বয়ং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। উভয় মহিলাই সম্ভ্রান্ত পুর-মহিলা, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও ইঁহারাই শ্রীহট্টের প্রথম মহিলা কর্ম্মী। উভয়কেই সহরে আনিয়া প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সততার উপর নির্ভর করিয়া আগামী ২১শে ও ২৩শে জানুয়ারী উপস্থিত হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কারামুক্ত আসরফ উদ্দীনের উপর ১৪৪ ধারা

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মৌলভী আসরফ উদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া কুমিল্লা আসিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের মর্ম্ম এই যে, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতানুসারে দেখা যাইতেছে, কুমিল্লার আসরফ উদ্দীন আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এবং অন্যান্য বে-আইনী কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর এই সব কার্য্য করিতে দিলে, সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার একান্ত সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাঁহাকে ত্রিপুরা জেলার ২ মাসের মধ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— :: —

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব

আগামী ৮ই মাঘ ২৩ জানুয়ারী শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব বাসর। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি,— শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভক্তগণ সাধারণতঃ ভূশক্তি বলিয়া বলেন। শুদ্ধভক্ত-[illegible]—জ্ঞানানন্দময় সম্বিৎ-শক্তি অর্থাৎ শ্রীভক্তিস্বরূপিণী, শ্রীগৌরাবতারে নাম-প্রচারের সহায়রূপে নিত্য উদিতা হইয়া থাকেন। শ্রীনবদ্বীপ ধাম যেরূপ নবধাভক্তিস্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধাভক্তির স্বরূপ। ([illegible])

শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙ্গদেশে গমন করিলে তাঁহার বিরহে যখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখন শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ইচ্ছাপূরণ বিধানার্থ সনাতন মিশ্রের দুহিতারূপে আবির্ভূতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। [illegible] শচীদেবীর আনন্দ আর ধরে না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও শচীমাতার সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিতেন, যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি যত স্নেহ করে আই।
একমুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চেষ্টা কহিব বা কত।
বিষ্ণুসেবা শ্রীশচীসেবায় হৈল রত॥
কি কহিব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবায়।
দিবানিশি আই মহা-আনন্দে গোঙায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলাকালে যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও কত মহতী শিক্ষা নিহিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন,—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে প্রবেশিব আমি॥

*　　*　　*

তুমি যবে ছাড়ি যাবে
কি ছার এ ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বজ্রজ্বালা॥
ধিক যাউ মোর দেহে
[illegible] নিবেদন তোহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে?
শিরীষকুসুম যেন　　সুকোমল চরণ
পরশিতে ডর লাগে হাথে॥
ভূমিতে দাঁড়াও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে
সিঙ্গিয়া পড়য়ে মন গায়।
অরণ্যকণ্টক বনে কোথা যাবে কোনখানে
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গাপায়॥

*　　*　　*

তোমার চরণ বিনি আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্মভয় নাহি তোমা　　শচী বৃদ্ধ আমরা
কেমনে ছাড়িবে হেন মায়॥

কি কহিব মুঞি ছার　মুঞি তোর সংসার
সন্ন্যাস করহ মোর ডরে।
তোমার নিছনি লঞা
মরোঁ মুঞি বিষ খাঞা
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে॥ (চৈঃ মঃ)

উত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিতেছেন,

কিছু না করিহ চিতে
যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধানে শুন মন দিয়া॥
জগতে যতেক দেখ 'মিছা' করি সব লেখ
সত্য এক সবে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব　　তা বিনে যতেক সব
মিছা করি' বরহ গেয়ান॥
[illegible] পতি নারী পিতামাতা যত দেখ
পরিণামে কেহ না কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনু　　আর তো নাহিক কিছু
যত দেখ সে মায়া তাহার॥
কিবা নারী পুরুষ　সেভারি দেখ আত্মা এক
মিছা মায়াবন্ধে রহে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি　　আর সব প্রকৃতি
এই কথা না বুঝয়ে কেহ॥
রক্ত রেতঃ সম্মেলনে　জন্ম বিষ্ঠা মূত্র-স্থানে
ভূমে পড়ে হঞা অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা　নানাদুঃখে কষ্ট পাঞা
দেহে গেহে করে অভিমান॥
[illegible] করি সারা পানি, তারা সব দেখ মানি
অভিমানে দুঃখ পান তবে।
শ্রবণ-নয়ন-আদি　[illegible] ভাবিয়া কাঁদে
তবু নাহি ছাড়য়ে গোবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে　দেহ ধরি এ সংসারে
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা　নিজ প্রভু পাসরিয়া
শেষে মরে নরক যন্ত্রণা॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া　সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥ (চৈঃ মঃ)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ-স্বরূপা। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বিপ্রলম্ভভাববিভাবিতা হইয়া শ্রীগৌর-পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পরেও তিনি বহুদিন প্রকটে ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা হরিনাম [illegible] করিতেন।

তাঁহার নিষ্ঠা ভজন অতীব রহস্যপূর্ণ; যথা শ্রীভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গে—

অশ্রুধারা নেত্রে বহে রাত্রিদিন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] শ্রীনিবাসের মস্তকে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন।

ব্যাঙের আধুলী

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

"বিশ্ববৈষ্ণব কেমন ধারা? মহাপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে অতটা [illegible] কোন শব্দই প্রকাশ করেন নাই।" এই বাক্যে অনভিজ্ঞ কূপ-মণ্ডুকের অনভিজ্ঞতাই অধিকতর প্রকাশ করিতেছে। অন্ধ সূর্য্য-দর্শনে অসমর্থ হইয়া যদি বলে যে, সূর্য্য নাই, তাহা হইলে যেমন চক্ষুষ্মানের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে, শাস্ত্র জ্ঞান-হীন অন্ধ [illegible], ব্যাঙের আধুলী পুঁজিপাটা লইয়া উদ্ধত-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলাই শর্ম্মা ও সেইরূপ বিশ্ববৈষ্ণবের অস্তিত্ব অপলাপ করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু যদি চক্ষু থাকিত—যদি দেখিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, বিশ্ববৈষ্ণবের প্রতিভালোকে সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ উদ্ভাসিত। কিন্তু অবৈষ্ণব গৃহমেধী ভক্তবিদ্বেষী উলূক তাহা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছেন,—[illegible]।

ভক্তির নামাই গৃহমেধিগণ শাস্ত্র মানিবে না—বেদভাগবতাদির প্রমাণ গ্রহণ করিবে না,—শাস্ত্রযুক্তি-সঙ্গত [illegible]দের কথা শুনিবে না; মনগড়াই তাঁদের স্বভাব—কেবল ব্যাঙের আধুলীই সম্বল—তাহাই তাঁহাদের প্রমাণ, তাহাই তত্ত্ব, তাহাই তাঁহাদের ধ্যান, জপ, ইহকাল-পরকাল। কিন্তু লক্ষপতির নিকট ব্যাঙের আধুলীর বড়াই খাটিবে কেন? পাঠশালার ক-খ পড়ুয়ার ক খ বুলি সম্বল করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শীর সহিত কক্ষা করিতে যাওয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কামুক, তাহারা জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে; যাহারা চোর, তাহারা ধনময় দর্শন করে; কিন্তু যাহারা ধীর, তাঁহারা নারায়ণ-ময় জগৎ দর্শন করেন। এই ন্যায়ে ব্যাঙের আধুলীসম্বল বলাই শর্ম্মা অজ্ঞ [illegible]দের মাপকাঠিতে ধীরগণকেও নিজের ন্যায় কামুক, ভণ্ড, মৎসর, দম্ভী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেখিবেন বৈকি। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

"যিনি অমানীকে মান দান করেন, তিনিই [illegible]"—এখানেও দাম্ভিকতার সহিত মানপ্রার্থী শর্ম্মা ভুল বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, "অমানিনা মানদেন" শ্লোকের অর্থ কি, তাহাতে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া অনভিজ্ঞ-সমাজে বা মেয়েমহলে বাহাদুরী লইব, সে বুদ্ধি এখানে খাটিবে না, কিছুদিন বৈষ্ণবের স্কুলে পড়িতে পারিলে তার পরে 'অমানিনা মানদেন' শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কলিধর্ম্মের বর্ণনায় বলিয়াছেন—"ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি।" কলির চেলা শর্ম্মাদের তাহাই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি, শাস্ত্রাদেশ শুনিবেন না, আপ্তবাক্য মানিবেন না, আসুর ধর্ম্মবশে বলপূর্ব্বক অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া স্থাপন করিতে চান, অধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়াকেই গায়ের জোরে ধর্ম্ম বলিতে চান। দৈহিক মানসিক বলের সম্বল কতক্ষণ চলিবে? ব্যাঙের আধুলীর সম্বল কতক্ষণ থাকিবে?

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No .C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৬ সংখ্যা

[illegible] [illegible] ১৩৩৭ সোমবার, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

কারাবদল

গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রিতে শ্রীযুত গোবিন্দপদ দত্ত বি, এ, এবং সীতানাথ চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর জেল হইতে বগুড়া জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাদিগের সম্মানার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব

বোম্বাই বণিক-সম্প্রদায় সমিতি ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, তজ্জন্য রাজবন্দীদিগের মুক্তি, দণ্ডনীতি ত্যাগ ও অর্ডিনান্স সংরক্ষণের দাবী করিয়াছেন। ইহারা আরও বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় নেতারা যাহাতে সম্মিলিত হইতে পারেন তৎপক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

নেতৃদ্বয়ের মুক্তির প্রার্থনা

কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী বিদ্যাগিরি রমণভাই প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে তাঁহার বক্তৃতার সমর্থন করিয়া এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তারে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তিনি যেন সম্রাটকে অনুরোধ করেন—যাহাতে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অচিরে মুক্তি দেওয়া হয়।

কারাবদল

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

অস্ত্র-আইনে বাঙ্গালীছাত্র দণ্ডিত

পেশোয়ারে বোমা

লক্ষ্ণৌ অধিনায়িকার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

কংগ্রেস সভাপতি মুক্ত

কনভোকেশন সভায় গুলীর মামলা

ডাকগাড়ী লুঠের জের

লাহোর মামলার জের

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

গত ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৬টা ৩৭ মিনিটের সময় ১১০ নম্বর ডাউন রেলগাড়ী ডাক লইয়া বাগেরহাট পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ফ্লাগ ষ্টেশন, "বাগেরহাট কলেজ" পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ বেগে গমন করিতেছিল। সেই সময়ে কয়েকজন যুবক পা-দানীতে উপনীত হয়। তাহাদের একজন ডাকগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকরক্ষীকে আক্রমণ করে এবং বহু সংখ্য টাকার [?] সমেত ডাকের থলিটি স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করে। ডাকরক্ষী তাহার কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করায় আগন্তুক তাহাকে মুষ্টি প্রহার করে। ফলে, তাহার ২টি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে উহা পরিত্যাগ করে নাই। সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে, সে সময় উক্ত যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভারের গুলী ছুড়ে কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

শব্দ শুনিয়া পরবর্ত্তী গাড়ীর আরোহীরা গাড়ী থামাইবার জন্য গার্ডকে অনুরোধ করায়, গাড়ী থামান হয়। আততায়িগণ অনন্তর গাড়ী হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করে। আততায়ীরা ডাকের উক্ত থলিটি লইয়া প্রস্থান করে।

বাগেরহাট হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বাগেরহাট কলেজ ষ্টেশন ও সাতগুম্বুজ রোড ষ্টেশনের মধ্যে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে।

পেশোয়ারে বোমা

গত ২০শে জানুয়ারী শিয়াবাগ ষ্টেশনের সন্নিকটে ডাউন কুণ্ডিয়ান মেল ট্রেণে একটি বোমা ফাটে। ট্রেণ ঐ সময়ে পেশোয়ার সিটি ষ্টেশনের অভিমুখে গমন করিতেছিল। বোমা বিস্ফোরণের ফলে কাহারও অনিষ্ট হয় নাই।

মর্দানের নিকটস্থ খাদাইন-হল্লা নামক গ্রামের একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিস ২টা বোমা আবিষ্কার করিয়াছে।

"শ্রীগ্রাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No .C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তমতে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

স্বাধীনতার সংগ্রামে সকল-প্রকাশ— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড।] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যজন্মভূমি শ্রীগ্রাম আরাপ্ ৫ মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩১

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের মুক্তি

পুলিস সরাইবার আবেদন

গ্রেপ্তারের ধুম

ঢাকা জেলে অনশন-ব্রত

দুইটী ব্যাঘ্র নিহত

সাপুড়িয়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি

নানা কথা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের মুক্তি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নির্দ্দিষ্ট কাল কারাভোগের পর গত ২৪শে জানুয়ারী সাড়ে আট ঘটিকার সময় আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মুক্তির সংবাদ পাইয়া তাঁহার বহু বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং কি প্রকারে তাঁহার জেল হইয়াছিল ও জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করেন।

ঢাকা জেলে অনশন ব্রত

ঢাকার ২৩শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে ঢাকার জেল কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ফলে সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দীগণ গত ৪।৫ দিন হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

দুইটী ব্যাঘ্র নিহত

করাতিয়ার জমীদার মিঃ মেহেদালী খান পানিরপুর মিঃ হায়দার আলী খান পানি লেবুয়া পাহাড় হইতে দুইটী ভীষণাকৃতি বৃহৎ ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। ব্যাঘ্র দুইটাকে দুইটা মটরের গাড়ীতে করিয়া টাঙ্গাইলে আনা হইয়াছে।

পুলিস সরাইবার আবেদন

শ্যামপুরের পুলিস সম্প্রতি স্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সামন্তের বাটী খানাতল্লাস করিয়াছে। উক্ত পুলিস কাঁমারি, কমলাপুর এবং মৌহার স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হানা দেয়। শ্যামপুরের অধিবাসী বৃন্দ উক্ত গ্রামের পুলিসদল সরাইয়া লইবার জন্য স্থানীয় এস, ডি, ওর নিকট আবেদন করেন।

শরৎচন্দ্র মণ্ডল, ভীমচন্দ্র মণ্ডল ও বেলারী ইউনিয়নের আরও ৪ জনের উপর ১৪৪ ধারা নোটিশ জারী হয়। গোপীনাথ মণ্ডল ও আর দুইজনের উপরও উক্ত ধারা জারী হইয়াছে।

সংখ্যা দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের জন্য কৃষকদের যারপরনাই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

সাপুড়িয়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি

রাজবাড়ীর এক সংবাদে প্রকাশ, এক সাপুড়িয়া এবং তাহার চারি জন সঙ্গী সর্পদংশন করাইয়া আরোগ্য করিতে পারেন এইরূপ কৌতুক প্রদর্শন করিতে গিয়া একটী মিস্ত্রীকে হত্যা করায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত সাপুড়িয়া সিভিলকোর্টের সম্মুখে, খেলা দেখাইবার সময় বলেন যে তিনি গোখুরা সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া একটী শিকড়ের সাহায্যে তাহার বিষ তুলিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া দিতে পারেন। এরূপ খেলা দেখাইতে গিয়া তিনি নিজের হস্তে গোখুরা সর্পের দংশন করাইয়া সেই শিকড় সাহায্যে বিষ তুলিয়া দেখাইয়া দেন। এই প্রকার রহস্য দেখিয়া একজন মিস্ত্রী উক্ত দংশন নিজের শরীরে গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখীন হন এবং দুইটী দংশন নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। উক্ত প্রকার দংশনের ফলে তাঁহার হস্ত হইতে অনবরত রক্তপাত হইতে থাকে। সাপুড়িয়া বহু চেষ্টা করিয়াও বিষ নামাইতে সমর্থ হইল না। এবং কিছু সময় পরে মিস্ত্রীটি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ্রেপ্তারের ধুম

মাদারীপুর কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত প্রিয়মোহন চাটার্জ্জী, নিবারণ ব্যানার্জ্জী, গোপালচন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী গত ১৫ই জানুয়ারী সদলের পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন। মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মোলভি এম, এম, বকশের আদালতে ইহাদের বিচার শেষ হইয়াছে। চারি জনের প্রত্যেকেরই ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হাজার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের ও বর্ষার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলেও সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্রঘোষএমএ.এফসিএস(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পাশ উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে ভুক্তপাক, বুকজ্বালা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঙ্কোচনি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত মনোবলশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CARBUNCLES WHITLOWS BOILS CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC

DASS BROS THE GENUINE GOURISANKAR MALAM 94 SOVABAZAR ST CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—দুষ্টব্রণ, উপদংশ, ফোঁড়া, কার্ব্বাঙ্কল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অস্ত্রোপচারে এবং সদ্যকাটা, নূতন ও পুরাতন নালি ঘা ক্ষতাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চুলকানি রোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাধা ফড়মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরক্ত, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীরাম"
টেলিগ্রাফ — নবদ্বীপ

Reg No. C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫ শ্রীধাম নবদ্বীপ—১৪ই মাঘ ১৩৩৭ বুধবার, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা

নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নোটীশ জারি করিয়া কংগ্রেস নায়ক বাবু হরিপদ চাটার্জ্জীকে ২ মাসের জন্য বক্তৃতা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সম্বলপুরে নরবলি
২ জনের ফাঁসি

প্রকাশ যদু সোনারি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভি সোনারি যাদুবিদ্যায় সাফল্য লাভের জন্য একটী ৯ বৎসর বয়স্ক বালককে বলি দিয়া তাহার মস্তক দূরে নিক্ষেপ করিবার সময় ধরা পড়ে। বিচারে উহাদের ২ জনের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

স্বর্ণখনিতে ভীষণ দুর্ঘটনা

উরগাঁও খনির মধ্যে ২৩শে জানুয়ারী বেলা সাড়ে এগারটার সময় এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। খনির দেওয়াল ধ্বসিয়া যাওয়ায় বহুলোক হতাহত হইয়াছে। ছয়টী মৃতদেহ উপরে তোলা হইয়াছে। আরো লাশ খোঁজা হইতেছে। হাসপাতালে প্রেরিত আহতের সংখ্যা প্রায় ৮০। তাহাদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা শোচনীয়।

কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা
সম্বলপুরে নরবলি—২ জনের ফাঁসী
পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য
শ্রীমতী মীরাবাইএর উপর ১৪৪ ধারা
স্বর্ণখনিতে ভীষণ দুর্ঘটনা
রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড
বাগেরহাট ডাকলুঠের জের
পুলিসের কার্য্যের প্রতিবাদে পদত্যাগ
কারাবিধি ভঙ্গ করায় দণ্ড
খুনেরদায়ে ১ জনের প্রাণদণ্ড ও ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নিখিল ভারত পুলিশ সম্মেলন

গত ২৪শে জানুয়ারী নিখিল ভারত তৃতীয় পুলিশ সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে গত সোমবার বড়লাট উহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বোম্বাই, বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে পুলিশ ইন্স্পেক্টর জেনারল এবং অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের পুলিশ ইন্স্পেক্টর জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস গ্রিফিথ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি পণ্ডিতজীকে দেখিয়া গত ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কলিকাতায় পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হইয়াছিল, এলাহাবাদে তাহার স্বাস্থ্য তদ্রূপই আছে।

শ্রীমতী মীরাবাইয়ের উপর ১৪৪ ধারা

গত ২২শে জানুয়ারী জেকোবাবাদের শ্রীমতী মীরাবাঈয়ের উপর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাকে কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। নোটিশ পাইয়া মীরাবাই প্রকাশ করেন যে, তিনি ঐ স্থানে খদ্দর প্রচারের জন্যই আসিয়াছেন।

বাগেরহাট ডাকলুঠের জের

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ খুলনা বাগেরহাট রেলওয়েতে ডাকগাড়ীতে যে ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু বিধুভূষণ ঘোষ, প্রমথনাথ গাঙ্গুলী, রামলাল নিয়োগী উকীলগণ, বিধুভূষণ বাবুর কেরাণী বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত, বাগেরহাট এইচ্-ই স্কুলের কেরানী বাবু মন্মথনাথ ব্যানার্জ্জী, বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য কতিপয় লোকের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে। খুলনার পুলিশসাহেব এই খানাতল্লাস তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ

ধরমপুর গুলীর মামলা

গত ৪ঠা নবেম্বর ধরমপুরে পুলিশের সহিত লড়াই করার ফলে বিশেশ্বর নাথ গুলীর আঘাতে মারা যায়, তৎসম্পর্কে যুক্ত টকণিংহের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইস্ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়াছে। সে আরও বলিয়াছে যে, গ্রেপ্তারের প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে সে ধরমপুরে বাস করিতেছিল, বিশেশ্বর নাথ তাহার নিকট মোটর চালান শিখিতে আসিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছে যে, গত ৪ঠা নবেম্বর তাহাকে ঘটনাস্থলে আনা হয় এবং তাহার হাতে একটা পিস্তল ও তার দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাহার নিকট যে রিভলভার এবং ব্যবহৃত গুলী ও কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহা আসামী অস্বীকার করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৪শে জানুয়ারী রেঙ্গুণ রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে আগুন লাগিয়া হাসপাতালের আফিসটী পুড়িয়া গিয়াছে। আফিস ঘরটিতে টানের ছাদ এবং বাঁশের বেড়া ছিল। আসবাবপত্র এবং অনেক প্রয়োজনী কাগজপত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ স্বামী শ্যামানন্দ ভিতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন তিনি কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।

তাঁহার ফায়ার ব্রিগেড বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিবার ফলে রোগীদের ঘরগুলি রক্ষা পাইয়াছে। কিভাবে আগুন লাগিল তাহা জানা যায় নাই।

পুলিসের কার্য্যের প্রতিবাদে পদত্যাগ

প্রকাশ যে, মীরকাদিম থানার পুলিসের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে পাইকপাড়া আবদুল্লাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ৮ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মুন্সীগঞ্জে মি[illegible] একটী বক্তৃতা দেন। আবগ[illegible]

বে-আইনী ঘোষণা

আইন অমান্য আন্দোলনের অনুসরণক্রমে পুরীতে যে সমস্ত সভাসমিতি গঠিত হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী [illegible]

আরামবাগে আইন অমান্য

গোঘাট ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার ও চণ্ডীচরণ দাঁ ও তাঁহাদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। শালঘরের বাবু পশুপতি মণ্ডল চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে অসম্মত হওয়াতে ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহার একজোড়া কপাট [illegible]

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রার্থনা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগের পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটীর অন্তর্ভুক্ত হাউস-অব-কমন্সের ২৩ জন সদস্য প্রধান মন্ত্রী এবং মি ওয়েজউড বেনের নিকট একখানি আবেদন করিয়া অবিলম্বে রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে মুক্তি দিবার এবং দমন নীতি প্রত্যাহার করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে জেমস্ ম্যাক্সটন, ফেনার ব্রকওয়ে এবং পিটার ফ্রীম্যানকে লইয়া একটী প্রতিনিধিদল গবর্ণমেণ্টের সহিত [illegible]

কারাবিধি ভঙ্গ করায় দণ্ড

রামকৃষ্ণ ঘোষ অর্ডিন্যান্স অনুসারে স্থানীয় জেলে বন্দী আছেন। রামনাথ সেন নামক একব্যক্তি রামকৃষ্ণের প্রদত্ত একখানি চিঠি জেলের বাহিরে আনিবার চেষ্টা করেন। এজন্য উভয়ের প্রতি তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বোরসাদে মহিলাদের বিরাট মিছিল

কয়রা জিলার বোরসাদ তালুকে গত ২১শে জানুয়ারী তারিখ মহিলা দিবস পালিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে মহিলারা মিছিল করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বোরসাদে আসিতে থাকে। পুলিস তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। একদল মহিলা 'লাঠি চকে' সমবেত হয়। পুলিশ তাহাদিগকেও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর পাঁচশত মহিলা 'লাঠিচকে' সমবেত হইয়া এক সভা করে। 'লাঠিচকে' যাইবার সময় কয়রা জিলার ডিক্টেটর শ্রীমতী ভক্তিলক্ষ্মী গোপালদাস দেশাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মাদারিপুরে কর্ম্মীর দণ্ড

কংগ্রেস কর্ম্মী সাধু প্রিয়মোহন চাটার্জ্জি, নিবারণ ব্যানার্জ্জি, গোপালচন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। বিচারে উঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

খুনের দায়ে ১ জনের প্রাণদণ্ড ও ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

সম্বলপুর, ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ সম্বলপুরের অন্তর্গত গাতাজভাল গ্রামের ফকিরুয়ালীকে খুন করিবার অভিযোগে ঐ গ্রামের লোচন, বচন এবং তিনজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে সেসনে চালান দেওয়া হয়।

প্রকাশ, ক্ষমী হইয়া বচন লাগায় তাহারা রাস্তার উপরেই ফকিরকে ধরিয়া 'ভুজলি' দ্বারা আঘাত করে; ফলে [illegible]

এসেসরদের সহিত একমত হইয়া জজ বচনকেই এই দলের সর্দ্দার বলিয়া স্থির করেন এবং তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। অপর দুইজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর [illegible]

নোয়াখালীতে পিকেটিংএ সশ্রম কারাদণ্ড

মদের দোকানে পিকেটিং করায় শশাঙ্ক রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ব্রজেন্দ্র না[illegible] এবং কুঞ্জদাসের প্রতি ছয়মাস করি[য়া] সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। শশাঙ্ক রায়ের প্রতি আরও আদেশ হইয়াছে যে, মুক্তি পাইবার পর তাঁহাকে তিনমাসের জন্য শান্তিরক্ষার মুচলেকা দিতে হইবে, অন্যথায় আরও তিনমাস অশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সিংনায় ডাকাতি ২ জন গ্রেপ্তার

গত ১৮ই তারিখে চরগঙ্গা পুরে ডাকাতি হয়, তৎসম্পর্কে পুলিস আমান আলী মিয়া ও আকামনআলী নামক ২জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহারা সিং[নার] আঞ্জুমান ইসলামীয়ার সদস্য। পুলি[শ] আমানতআলীর পিতার বন্দুক লইয়া গিয়াছে। ডাকাতদের সহিত সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তির বর্ণনার বলেই [ইহারা] গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত ২ জন আ[সামী] গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible]

ডেপুটী জেলারকে প্রহার

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন উপাধ্যায় পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে ধরা[পড়িয়া] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফৈজাবাদ জেলে দণ্ড ভোগ করিতেছেন। ডেপুটি জেলারকে প্রহার করা ও জেলের সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটী মামলা রুজু হইয়াছে। আগামী ২৮শে জানুয়ারী এই মামলার শুনানী হইবে।

অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় পুনরায় জেরায় বলেন, বিশেষ আহত হইলেও মতিলাল কানুনগোর জবানবন্দী দিবার মত শক্তি ছিল। তিনি যে জবানবন্দী দেন, সাক্ষী তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইতে পারেন নাই। সাক্ষী মনে করিয়াছিলেন, তিনি সহি করিতে পারিবেন না, আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইবার কোন আয়োজনও সেখানে ছিল না।

অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লওয়া সম্বন্ধে সাক্ষীকে অতঃপর জেরা করা হয়। অর্দ্ধেন্দু জালালাবাদ পাহাড়ে জখম হয়।

নওজোয়ান সভা মামলা

'বন্দে মাতরম্' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ও নওজোয়ান সভার আর ১১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছিল, অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে রায় দিয়াছেন। ঐ সভাটি গত জুন মাসে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সিং ব্যতীত আর সকলকে মুক্তি দেন। বাবু সিংকে কেবল সে দিন আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিতে আদিষ্ট হন, সভাটি গত ২৪শে জুন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার একদিন পরে উহাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। বাবু সিং গত ৭ মাস যাবৎ হাজতে ছিলেন, আর সকলে জামিনে মুক্তি পান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—::—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই মাঘ, বঙ্গাব্দ—১৩৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন-স্থাপন-সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে 'শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রকটন প্রসঙ্গ' ও 'মাদ্রাজের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা তাঁহারই ভাষায় অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আমরা মঙ্গলগিরি হইতে ১লা জানুয়ারী প্রাতে রওনা হইয়া বেজওয়াদায় ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ধরিয়া প্রায় রাত্রি ৮টার সময় মাদ্রাজে আসিলাম। এই এক্সপ্রেসটী পেশোয়ার হইতে মাদ্রাজের পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ মাইল গমনাগমন করে। মাদ্রাজ ষ্টেশনে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রভুপাদের গলদেশ মনোরম পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করিয়া দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক মোটরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন, আমরাও অন্যমোটরে তাঁহার অনুগমন করিলাম। সেখানে গোবর্দ্ধন-নিবাস এক্সাম্রেশরম্ অগ্রহারম্ পাকটাউনএ বাসা ঠিক হইল। পরদিন মাদ্রাজ সহর দর্শন করিলাম।

৩রা জানুয়ারী বেলা প্রায় ২টার ট্রেণে রওনা হইয়া চিঙ্গলপটে অপরাহ্নে পৌঁছিয়া তথাকার ডাক বাঙ্গালায় অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যুষের ট্রেণে কাঞ্জিভোরাম্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহাকেই 'বিষ্ণুকাঞ্চী' বলে। এখানে শ্রীবরদরাজের শ্রীমন্দির ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূর। শ্রীবরদরাজের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরের দ্বিতলে অবস্থিত। ঐ মন্দির এত বৃহৎ যে, কলিকাতার জনৈক মাড়োয়ারী লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উহার সংস্কার করিতেছেন শুনা গেল। ঐ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে একটী কুণ্ড আছে। তাহার তীরে শ্রীরামানুজ আচার্য্যপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ মন্দির অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবস্থিত বলিয়া বুঝা যায়।

শ্রীবরদরাজের দর্শনবন্দনাদি করিয়া আমরা বেলা প্রায় ৭টার সময় ট্রেণ ধরিয়া চিঙ্গলপটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পুনরায় অপরাহ্ণ ৪টার সময় রামেশ্বর এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ৫ঠা জানুয়ারী প্রাতে ত্রিচিনপল্লীতে নামিলাম এবং ট্রাভেলার্স বাংলোতে আশ্রয় লইলাম। এখান হইতে প্রভুপাদ বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় মোটরযোগে কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গমন করিলেন। রঙ্গনাথের মন্দির অতি বৃহৎ। এখানে শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীরঙ্গনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রসাদ সম্মান করিয়া আমরা ত্রিবান্দ্রাম্ এক্সপ্রেসে বেলা প্রায় ১০টায় যাত্রা করিলাম এবং বেলা ৪টার সময় মাদুরা নামক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বার্কলে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দুইমাইল দূরে পর্ব্বতোপরি বিরাজিত শ্রীজনার্দ্দন বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ইহা ত্রিবাঙ্কোর রাজার ঠাকুর বাড়ী। এখানে প্রসাদ সম্মান করিয়া মধ্যাহ্নের ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে ত্রিবান্দ্রাম্ পৌঁছিলাম। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বার্কলে ষ্টেশনে অবতরণ না করিয়া বরাবর আমাদের পূর্ব্বে ত্রিবান্দ্রামএ আসিয়া আমাদের বাসাদি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও মন্দির-পরিদর্শক সহ স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন ও ভদ্র মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ত্রিবান্দ্রাম্ ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া 'শ্রী-বিলাসম্' নামক ভবনে লইয়া গেলেন। ত্রিবান্দ্রাম্ সহরটী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এবং ত্রিবাঙ্কোর-রাজ্যের রাজধানী। ইহা স্বাধীন দেশীয় রাজ্য বলিয়া প্রকাশ।

৮ই জানুয়ারী প্রত্যুষে আমরা শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ দর্শন করিলাম। ত্রিবান্দ্রামএ তাঁহার শ্রীমন্দির অবস্থিত। শ্রীমন্দির অপেক্ষা গোপুর অত্যন্ত উচ্চ এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ অতি বিশাল। এখানে দৈনিক প্রায় তিন সহস্র ব্রাহ্মণ দুইবেলা প্রসাদ [illegible] নির্ম্মিত এবং এত বৃহৎ যে, তাহা চূড়ার উপর হইতে নামাইয়া পরিষ্কৃত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের শ্রীবিগ্রহ এত সুবিশাল যে, একটী দরজা দিয়া তাঁহার দর্শন করা যায় না। পর পর তিনটী দরজার ভিতর দিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের প্রথা প্রচলিত। প্রকাণ্ড মন্দিরে অনন্তশয্যায় শ্রীবিগ্রহ শায়িত। একটী দরজায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মাত্র দৃষ্ট হয় এবং অপর দুইটীতে নাভিস্থল ও শ্রীমুখপদ্ম দর্শন করা যায়। দেওয়ালের গায়ে অন্তরায় হওয়ায় শ্রীঅঙ্গের অবশিষ্টাংশ দর্শন করা যায় না। শ্রীবিগ্রহের পরিপূর্ণ দর্শন-আশা পরিতৃপ্তির জন্য বহির্দ্দেশে দেওয়ালের গাত্রে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ত্রিবান্দ্রামের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা মোটরযোগে কেপ কুমারী যাত্রা করিলাম। ইহা ত্রিবান্দ্রাম্ হইতে ৫৪ মাইল দূরে অবস্থিত। গন্তব্যপথে ২ মাইল যাইবার পর তথা হইতে অন্যপথে মাইল গমন করিয়া টিরুপত্তর গ্রামে শ্রীআদিকেশব-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীআদিকেশব-মূর্ত্তিও শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের ন্যায় সুবিশাল এবং এরূপ তিনটী দরজা দিয়া দর্শন করিতে হয়। তবে এখানে প্রত্যহ ৫১ জন মাত্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পুনরায় ৭ মাইল ফিরিয়া আসিয়া কেপকুমারিণ অভিমুখে রওনা হইলাম। পথিমধ্যে শুচীন্দ্রম্ নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ মন্দির দর্শন করিলাম শুনিলাম, তথায় শ্রীশঙ্কর-মূর্ত্তি বিরাজিত। সময়াভাবে তাহা দর্শনে যাওয়া ঘটিল না। বেলা ১১টার সময় কেপকুমারিণে উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের ইহা শেষ প্রান্ত। এখানে কন্যাকুমারী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—ইনি দেখিতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠিত যোগিনীবেশে শ্রীমহামায়ার ন্যায়। ইঁহার বামহস্ত জানুর উপরে ন্যস্ত, আর দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধদিকে প্রসারিত। মূর্ত্তি—স্বর্ণনির্ম্মিত, দক্ষিণ হস্তে একগাছি জপমালা বিরাজিত। মূর্ত্তি [illegible] অতি সুন্দর। পাণ্ডারা বলেন [illegible] মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত [illegible] কুমারী অবস্থায় শ্রীমালিকায় শ্রী[illegible] জপ করিতেছেন।

ঐ দিবসই তথা হইতে প্রত্যা[illegible] করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মোটর [illegible] ত্রিবান্দ্রামে আসিলাম। সন্ধ্যায় স্থানীয় জুবিলী হলে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসম্বন্ধে ইংরাজীতে তত্ত্ববিদী [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। এই [illegible] ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী টু দি রিজেন্ট, ডিষ্ট্রিক্ট জজ এণ্ড কালেক্টর এবং আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কে ভি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অভিভাষণ-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের শ্রী[illegible] ভক্তি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে [illegible] বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এখানে আর এক দিন অবস্থান করিয়া ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার ট্রেণে রওনা হইয়া ১০ই জানুয়ারী প্রত্যুষে মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। মাদ্রাজের বহু সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া ৩১ এক্সাম্রেশরম্ অগ্রহারম্এ লইয়া গেলেন।

এখানে সন্ধ্যায় ট্রিপ্লিকেন নামক স্থানে মাধ্ব এসোসিয়েশন হলে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে বনমালী রায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পরদিন বহু সম্ভ্রান্ত [illegible] ব্যক্তি প্রভুপাদের দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন।

১২ই রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতা মেলে মাদ্রাজ হইতে রওনা হইয়া ১৪ই দ্বিপ্রহরে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইষ্টগোষ্ঠী

(ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী, ইতিহাস-প্রসিদ্ধা সুপ্রাচীন ঢাকার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া 'বুড়ীগঙ্গা'-নাম্নী নাতিক্ষীণ-কলেবরা স্রোতস্বতী শরতের শেষভাগে কুলু কুলু রবে আপন মনে গন্তব্য পথে অবিশ্রান্তভাবে ছুটিয়াছে। তটিনীর উত্তর তটে 'ব্যাকল্যাণ্ড' বাঁধ প্রান্তের প্রবলবেগ হইতে নগরীকে রক্ষা করিতেছে। এই বাঁধে বাধা পাইয়া স্রোতস্বিনীর কণ্ঠস্বরের তান কিছু উচ্চতর হইয়াছে। ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধকে স্পর্শ করিয়া একটী সুপরিষ্কৃত পাকা

রাস্তা প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; কেহ কোন যানাবলম্বনে এই রাস্তা দিয়া যাইতে পারে না, কারণ উহা মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক নিষিদ্ধ। শুধু পদব্রজে ভ্রমণের নিমিত্ত এই রাস্তাটীর অবস্থান। সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রজনী সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই রাজপথকে আলোক প্রদান করিয়া থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই রাস্তাটী লোকে পরিপূর্ণ থাকে।

সেদিন শারদীয়া পূর্ণিমা। রজত-কান্তি শশধর সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল কলেবর দারুণ তাপে তাপিত পৃথিবীর সহিত সুখস্পর্শ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া উচ্চ দিকে উঠিতে লাগিল। আমি পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটীর পশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ পালামকোটের প্রান্ত হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিতেছিলাম। অনুমান ৭ মিনিটের পথ ভ্রমণান্তে একটী সুমিষ্ট বাদ্য-গান আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমি ঐ তান-লয়-সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কোথা হইতে এই সুধামাধুরী ভাসিয়া আসিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম, একটী গেরুয়াবসনপরিহিত অল্পবয়স্ক বালক ঢাকা করোনেশন পার্কের একটী বাগান বেঞ্চে বসিয়া দেব-ভাষায় একটী সঙ্গীত গাহিতেছেন। তাঁহার নিকট একজন সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন। সন্ন্যাসীর হস্তে ত্রিদণ্ড, শিরোভাগে শিখা, এবং গলদেশে সূত্র ও তুলসীমালা সুশোভিত। বালকটীরও শিখা, সূত্র এবং মালা সুসজ্জিত। উভয়ের দ্বাদশ অঙ্গে তিলকের ছাপ। সন্ন্যাসী মহারাজের শিখা ও সূত্র দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ আমার ধারণা,—সন্ন্যাসিগণ শিখাসূত্রত্যাগী। তথাপি সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে ঐ বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বালকটীকে তাঁহার কীর্ত্তিত কীর্ত্তনটী পুনরায় আমাকে শুনাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম। বালকটী সন্ন্যাসী মহারাজের অনুমতি লইয়া গাহিতে লাগিলেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
　　তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
　　কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।
চেতঃপ্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে
　　সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
　　কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

আমি বালকটীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসী মহারাজের অনুমতি চাহিলাম। মহারাজ বলিলেন, আজ অধিক সময় নাই। এখনই মঠে যাইয়া সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন করিতে হইবে। আপনাকে আজ মাত্র ৫ মিনিট সময় দিতে পারি। এই সময় উহার সহিত আলাপ করিতে পারেন। আমি মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বালকটীকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বালকটীও যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। আমাদের মধ্যে কথোপকথন এইরূপ হইল।

আমি—হে বালক, পূর্ব্বকীর্ত্তিত শ্লোকটী কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছ?

বালক—প্রাতে মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তনের পর আমাদের মঠে পাঠ হয়। স্বামিজী সেদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এই শ্লোকটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার শ্রীমুখে এক একবার শুনিয়া আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—এই শ্লোকটী শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিদগ্ধমাধব হইতে সংগৃহীত। এটী উক্ত গ্রন্থের ১ম অঙ্কের ৩৩ শ্লোক।

আমি—আচ্ছা, এই শ্লোকটীর অর্থ বল দেখি?

বালক—স্বামিজী প্রত্যহ দুই ঘণ্টা হিসাবে ক্রমাগত ৫ দিন পাঠের পর এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন। তাহাতে এই শ্লোকটীর যত প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহা তিনি নিজেই উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। আমি ত ঐ প্রকার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারিব না, মূল কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই—

'কৃষ্ণ'—এই বর্ণদ্বয়টী কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না কারণ যখন এই বর্ণদ্বয় মুখে নৃত্য করে অর্থাৎ কীর্ত্তিত হয়, তখন তাহাদের কীর্ত্তনের নিমিত্ত বহু মুখের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত হয়। কীর্ত্তন করিয়া মনের সাধ মিটে না, যখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তখন দুইটী মাত্র কর্ণে এই সুধাবর্ষণকারী বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করে না, তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ অসংখ্য কর্ণের স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করিয়া থাকে।

আমি—আচ্ছা বালক এই কথা কি সত্য?

বালক—নিশ্চয়; বৈষ্ণবগণ কখনও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বিষয় লিপিবদ্ধ করেন না। তবে আমার ন্যায় অনেক মূর্খলোক সাধন না করিয়া স্বীয় মনোধর্ম্মের মেটে বুদ্ধির বলে এই সকল কথা বিচার করিতে যায়। এই সকল কথা অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়িক জগতের বিচারের বহির্ভূত, কিন্তু মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া সাধকগণ তাঁহাদের আদেশ অনুসরণপূর্ব্বক এই সকল কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ন্যায় অনেক দুর্ভাগা জীব তাঁহাদের সদাজ্ঞা ও চেষ্টা পাকা বুদ্ধির বলে এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পতিত-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণের প্রতি অযথা আক্রমণদ্বারা স্বীয় স্বীয় অমঙ্গল বরণ করে। আপনি ঠিক জানিবেন, যে ভগবানের কৃপাদেশে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকারাজি নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া ভূমণ্ডলে আলোক বিতরণ করেন—যে কৃপাময়ের আদেশে পবন সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া সকল প্রাণীকে যথাকাল-দান, অন্নপান প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বিতরণ করিয়াছেন, অধিক কি যে করুণাময়ের ইঙ্গিতে ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু স্থিতি ও মহেশ্বর লয়-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বকারণের কারণ অনাদির আদি গোবিন্দ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, সেই পতিত-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণের লেখনীতে খাঁটি সত্য ব্যতীত কোন কথাই প্রকাশিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অভেদ; অর্থাৎ নাম-নামীর রূপ উভয়ের কোন প্রকার ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজ জীবের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকেন, অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধনামও সেই প্রকার তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যবান আকৃষ্ট জীব ঐ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া জানিতে পারেন যে, ইহার প্রত্যেকটী বর্ণ সত্য।

আমি—আমিও ত' কৃষ্ণনাম শুনছি এবং উচ্চারণ করছি। তাহা হইলে ঐ নাম আমাকে ঐ প্রকারে আকৃষ্ট করিতেছে না কেন?

বালক—দেখুন, আমরা যে নাম করিতেছি, তাহার অধিকাংশই নামাপরাধ। উহা দূর হইলে নামাভাস হয় এই নামাভাসের এক শক্তি যে তাহাতেই পাতক, উপপাতক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম এবং কল্পনীয় অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তৎপরে শুদ্ধ নাম হয়, এই শ্রীনাম সাধকের জিহ্বায় অনুক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকেন। চুনগোলা, ময়দাগোলা এবং দুগ্ধ একই প্রকার দেখাইলেও প্রথমটী খাইলে মুখ পুড়িয়া যায় দ্বিতীয়টীতে প্রথমটীর মত মুখ না পুড়িলেও উহা দুগ্ধের ন্যায় উপকারী নহে। সেই প্রকার নামাপরাধ, নামাভাস এবং শুদ্ধ শ্রীনাম বাহ্যদৃষ্টিতে একই প্রকার হইলেও উহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। নামাপরাধে কাহারও মঙ্গল হয় না—এবং নাম করিবার স্পৃহাও জন্মে না।

আজ আর সময় নাই, যদি আপনার সময় হয়, তাহা হইলে আপনি আমাদের ঢাকা ৯০নং নবাবপুররোডস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে আসিবেন। তথায় এই বিষয়ের আরও আলাপ হইতে পারিবে।

ময়মনসিংহে প্রচার

শ্রীসরস্বতীপূজা উপলক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের আহ্বানে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক গৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকগণ তথায় গমন করিয়াছেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু প্রথম দিন 'বাণীপূজা', ২য় দিন যুগ-সমস্যা ও গীতার বাণী এবং ৩য় দিন সমন্বয় ও ভাগবতী বাণী বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং পারমার্থিক ধারণায় যাঁহার যে ভ্রান্তি ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতাও বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
শ্রীধাম মায়াপুর

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিখিল বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে আগামী ১৮ই মাঘ (১৩৩৭) ১ ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) রবিবার গৌর-ত্রয়োদশী তিথি হইতে দিবাচতুষ্টয়কাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীনামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সুললিত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মহোৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদন ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্যত্রিক
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

শ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীপ্রেস"
কোলকাতা
লক্ষ্মাপ

Reg No: C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিমাসে
প্রতি টাক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই মাঘ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

কলিকাতায় "স্বাধীনতা দিবস" পালন উপলক্ষে গত সোমবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্পোরেশন প্রাঙ্গণ হইতে এক শোভাযাত্রা পরিচালন করিয়া কর্পোরেশন অফিস হইতে বাহির হন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয় এবং তাঁহার ফটো লওয়া হয়।

শোভাযাত্রার পুরোভাগে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত শৈলেন্দ্র ঘোষাল ছিলেন।

শোভাযাত্রা হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানের সমীপবর্ত্তী হইলে একজন অশ্বারোহী সার্জ্জেণ্ট শোভাযাত্রা কারীদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন।

কিন্তু তাঁহারা ইহাতে না থামিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা চৌরঙ্গী অতিক্রম করিয়া ময়দানে প্রবেশ করিবার পথে পদাতিক

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিলাভ

কৃষ্ণনগরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

শ্রীযুত সুভাষ বসু গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইলে ভীষণ ডাকাতি—সশস্ত্র গুর্খাদল প্রেরিত

কুষ্ঠিয়া সংবাদ

নীলফামারীতে পুলিশের গুলী—৩ শত মুসলমান গ্রেপ্তার

মোট ৫৪০৪৯ জন গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সনাতন প্রেস ভস্মীভূত

গড়েরমাঠে মহিলা সভ

বহুস্থানে স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন

ও অশ্বারোহী পুলিশ তাঁহাদিগকে বাধা দেয় এবং তাঁহাদের উপর লাঠি চালায়।

সুভাষ বাবুর মস্তকে এবং দেহের আরও কয়েক স্থানে আঘাত লাগিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আহত হইয়াছেন।

মোট কত লোক আহত হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বার জনেও উপর আহত ব্যক্তিকে রাস্তা হইতে তুলিয়া কার্জ্জন গার্ডেনে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

হাসপাতালে শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর অবস্থা শোচনীয় বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুত সুভাষ বসুকে এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার রবার্টসন গ্রেপ্তার করিয়া ট্যাক্সিতে করিয়া লালবাজারে লইয়া যান।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুত নরেন্দ্র [illegible] এবং লালমোহন সেন গত সোমবার গ্রেপ্তার হইয়া মুচিপাড়া থানায় আটক হইয়াছেন।

কর্ণওয়ালীশ স্কোয়ারে সভা

স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য গত সোমবার ৩-৩০ মিনিটের সময় কর্ণওয়ালীশ স্কোয়ারে এক সভা হইয়াছিল। পুলিশ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়।

গড়েরমাঠে মহিলা সভা

সুভাষ বাবুর গ্রেপ্তারের পরে বহু মহিলা গড়ের মাঠে শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবীর নেতৃত্বে একটি সভা করেন। সেখানে স্বাধীনতার সঙ্কল্প পত্র পাঠ করা হয়। সভাশেষে তাঁহারা শোভাযাত্রা সহকারে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজারের মোড়ে উপস্থিত হন, পুলিশ তাঁহাদিগকে ঐস্থানে ঘেরাও করেন। তাহার কয়েকজন মহিলাকে লালবাজারে লইয়া যাওয়া হয়। দুই ঘণ্টা পরে মহিলাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। রাত্রি নয়টার তাঁহারা ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

'গৃহস্থ' ও 'গৃহব্রত'

সাধারণ লোকে গৃহব্রত ও গৃহস্থের মধ্যে পরস্পর ভেদ বুঝিতে পারে না। গৃহস্থ ভগবৎসেবার জন্য গৃহধর্ম্মে অবস্থান করেন। গৃহব্রত নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গৃহকে ভোগ করে। তাহার নিকটে ভগবৎসেবার অস্তিত্ব প্রবল নহে। নানা কার্য্যের মধ্যে কোন সময় অন্যতম কর্ম্মজ্ঞানে তাহার যে কৃষ্ণানুশীলন-প্রদর্শন-চেষ্টা, অর্থাদির উদ্দেশ্য বশবর্ত্তী হইয়াই তাদৃশী চেষ্টা। গৃহস্থ গৃহে থাকিবার সময় স্বরূপতঃ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

গৃহস্থের ভগবৎসেবা ও গৃহব্রতের ভগবৎসেবার ছলনা সমজাতীয় নহে। কোন আকস্মিক-তাড়িত হইয়া যে সেবার ছলনা গৃহব্রতগণ দেখাইয়া থাকেন, তাহা গৃহস্থভক্তগণের অনুকরণীয় নহে। কর্ম্মমিশ্র ভক্তির ছলনায় কেবল কর্ম্মফল ভোগ করাই গৃহব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহস্থ গৃহধর্ম্মে অবস্থান করিবার ছলনা করিয়াও ভগবৎসেবানুরাগী। গৃহস্থের প্রত্যেক ক্রিয়ায় ভগবৎসেবা অনুষ্ঠিত হয়; আর গৃহব্রতের প্রত্যেক কর্ম্মেই স্বীয় ভোগিতাৎপর্য্য মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে বাহিরে কপটতা করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনার তাহার প্রবল। মোটের উপর গৃহব্রতগণ—হরিসেবা-বিমুখ।

চয়ন

(ময়মনসিংহ-সমাচার ৫ই মাঘ হইতে উদ্ধৃত)

বর্ত্তমানে কলিকাতা বাগবাজারস্থ সর্ব্বজনবিদিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার প্রধানতম প্রচার-কেন্দ্র। সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শ্রীগৌড়ীয়' উক্ত মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, আগামী সরস্বতী পূজোপলক্ষে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের নূতন হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক বাগ্মিবর পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয়ের এই সহরে আসিবার কথা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুবক্তা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কলিকাতা এলবার্ট হলে সম্পাদক মহাশয়ের প্রদত্ত 'শ্রীচৈতন্যের দান', 'গৌড়ীয় গৌরব', 'গৌড়ীয় সাহিত্য' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা তাঁহাকে সাধারণ্যে ও শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি এই নিমন্ত্রণ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শ্রবণে ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজ পরম আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ঋষিকুল-শ্রমণ-সজ্জোপাসক-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৪শে মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের সারস্বত-তীর্থে শ্রীচৈতন্যমঠে **আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাসপূজা**-উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

নিবেদনমিতি—

১৫ই মাঘ ১৩৩৭ { শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

অরুচি

কোন দ্রব্য গ্রহণের প্রবৃত্তির নাম রুচি। তদ্বিপরীত ভাবের প্রকাশক অরুচি। অরুচি—ব্যাধির পরিচায়ক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মনুষ্যের কোন ব্যাধি হইলে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণে রুচির অভাব উপস্থিত হয়। এমন কি, শরীরের পুষ্টিপ্রদ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে গেলেও সুস্বাদু বলিয়া অনুভূত হয় না।

খাদ্য দ্রব্যাদি শরীরের তুষ্টি ও পুষ্টিকারক এবং ক্ষুন্নিবারক। কিন্তু শরীর ও মনের অতিরিক্ত আত্মার বলাধান লৌকিক কোন খাদ্যদ্রব্য হয় না। পরন্তু আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সেবাই হইয়া থাকে। এক শ্রীহরিসেবা নিত্য হরিদাস জীবের জীবাতু, সেবারুচি আত্মাকে অধিকতর সেবক করে, উত্তরোত্তর ভগবদনুভূতি-রাজ্যে আকর্ষণ করে এবং আত্মা-ভিন্ন দেহ ও মনকে অনাত্মজ্ঞান-দানে উভয় বস্তুতে বিরাগ আনয়ন করে।

জড় জগতে ভোগ-প্রবৃত্তির নামান্তর রোগ। এই ব্যাধি তাহাকে উচ্চ-নীচক্রমে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করাইতেছে। সেই কারণে শ্রীহরিসেবায় তাহার অরুচি। পরম দয়াল হরিদাসগণ তাহার এই রোগ-নাশক মহৌষধি শ্রীহরিসেবানুরাগ রুচির জন্য নিরন্তরভাবে প্রযত্ন করিলেও দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া অরুচির দিকেই অবস্থান করে। এমন কি, হরিসেবা-বিহীন হইয়া সুখের অনুসন্ধানে দুঃখের পশ্চাৎ দুঃখ লাভ করিয়াও নিত্য সুখ-প্রাপ্তির জন্য রুচিলাভ করে না।

ভব-ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জগতীতে ভ্রমণশীল জীবগণ যাহাতে ভব-ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে বলিয়াছেন;—প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।

জীব যে প্রাণ, যে অর্থ, যে বুদ্ধি এবং যে বাক্য দেহমনের ভোগসেবায় প্রযুক্ত করাইয়া ভোগ-রোগ বৃদ্ধি করিতেছে, শ্রীমহাপ্রভু সেই গুলাকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভোগে অরুচিপ্রদ সেবা-প্রবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য নিযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। ইহাই পরম করুণামূর্ত্তি আনন্দোদয়-বিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ কৃষ্ণদাস জীবগণকে কৃষ্ণ-বিমুখ-চৈতন্য-প্রদান-লীলা।

দেহের রোগনাশ করিতে চিকিৎসকগণই নিযুক্ত। কিন্তু তাঁহারা নিজেরাও ব্যাধি-গ্রস্ত-দেহধারী। আর ভব-ব্যাধি নিরাময় করিতে বৈদ্য—শ্রীভগবদ্ভক্তগণ। তাঁহারা মুক্তসঙ্গবিগ্রহ। তাঁহাদের সেবায় আমাদের অরুচিতে রুচিলাভ হয়। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে হরিসেবায় আমাদের অরুচি আছে, সেই সেবায় রুচি হয়।

পতিতপাবন হও বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি কর মোরে গৃহের কুকুর॥

তোমার উচ্ছিষ্ট সেবায় দেও মোরে নিষ্ঠা।
প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধিযোগে করি সেবা-চেষ্টা॥
বিষয়বাসনে মোর অরুচি প্রদানে।
নিরন্তর কাছে রাখ তব সেবাদানে॥
আমি যে চঞ্চল অতি ভোক্তা অভিমানে।
অবহেলে ভুলি আমি ছাড়ি সেবাদানে॥
সেবার নিষ্ঠা তুমি সেবা শিখাইতে।
আসিয়াছ দয়া করি এ মর জগতে॥
ভবসিন্ধুমাঝে পড়ি না পাই পাথার।
তুমি বিনা অধমের কেবা আছে আর॥
এ মিনতি তব পদে পতিতপাবন।
কেশে আকর্ষিয়া মোরে করহ আপন॥

তৃণাদপি সুনীচ

(অধ্যাপক শ্রীমণিকান্ত সান্ন্যাল এম এ ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব গুণ অতি গূঢ় হয়।
বৈষ্ণবের কৃপা বিনা বুঝা নাহি যায়॥
তথাপি মাগিয়া গুরুকৃপা বলবান্।
বৈষ্ণবের গুণ বর্ণি হইয়া সাবধান॥
তৃণ হইতে আপনারে মানিয়া অধম।
সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করেন কীর্ত্তন॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ সদা মঙ্গল-আলয়।
বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে বৈষ্ণব উদয়॥
বিষয়ীর সঙ্গ সদা হয় অহিতক।
অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গ তাহার অজ্ঞাত॥
বিষয়ীর সঙ্গ নাহি লাগি কদাচন।
সতত প্রার্থনা বৈষ্ণবের কৃপাকণ॥
বিষয়ীর স্বভাব হয় সহজে দাম্ভিক।
বিষয়ীর দৈন্য হয় দম্ভের অধিক॥
প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে করে দৈন্য অভিনয়।
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুক্ষণ সর্ব্বদায়॥
অসতে করিলে রতি প্রমত্ত হয়।
অসতে আসক্ত হয় দেহদম্ভময়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধহীন হয় যেই জনে।
অহরহ আপনারে শ্রেষ্ঠ করি মানে॥
প্রতিষ্ঠার লাগি করে আত্মসংগোপন।
অন্তরে দাম্ভিক, বাহ্যে দৈন্য আচরণ॥
বিষয়ীর যতেক বৈষ্ণব অভিনয়।
দম্ভের প্রচার মাত্র জানিহ নিশ্চয়॥
শুদ্ধদাস্য সাধিতে যে দম্ভ অভিনয়;
তাহা কভু দেহ দম্ভ-পদ-বাচ্য নয়॥
শুদ্ধকৃষ্ণদাস্য দেহ-দম্ভবিবর্জ্জিত।
নিষ্কপটে কৃষ্ণদাস্য মাগয়ে সতত॥
কৃষ্ণদাস্য লাগি কৃষ্ণকৃপা যে মাগয়।
আত্মনিবেদন ক্রমে করি সর্ব্বথায়॥
কৃষ্ণদাস কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিতৃষ্ণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করয়ে সতৃষ্ণ॥
কৃষ্ণসেবা একমাত্র সাধন তাহার।
কৃষ্ণসেবা বিনা কিছু নাহি মানে আর॥
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় জানি ভালমতে।
বৈষ্ণবের সেবা করে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতে॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রীতে সর্ব্ব চেষ্টা যার।
বৈষ্ণবের আদর্শ হয় তাঁর ব্যবহার।
নিজ সুখ অভিলাষাবিহীন যে জন।
অতএব বিপ্রলম্ভযোগ্য নাহি হন॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
ঐ কামিকী প্রীতি যাঁর বৈষ্ণবচরণে।
কামগন্ধশূন্য সদা তাঁর আচরণে॥
বৈষ্ণবকৃপায় কৃষ্ণে সর্ব্বাধিকারে।
বৈষ্ণবের দাস সেবে কৃষ্ণপ্রীতিভরে॥
বৈষ্ণবের শুদ্ধদাস্যে দোষগন্ধ নাই।
বৈষ্ণবের দাসে নিন্দে অপরাধী সেই॥
সকপট বৈষ্ণবে নহে বৈষ্ণবের প্রীতি।
বিষয়ীর দৈন্য দম্ভময় তুচ্ছ অতি॥
বৈষ্ণবের শুদ্ধ দৈন্য প্রেমচেষ্টাসার।
কৃষ্ণপ্রীতে হয় তাহা সদা-অনিবার॥
বৈষ্ণবের শুদ্ধ সুদৈন্য নহে ভিন্ন।
সেবাচেষ্টা সব যত সদ্গুণগণ॥
কামুক বিষয়ী নাহি জানে প্রেমরীতি।
কৃষ্ণসেবকেরে নিন্দি লভয়ে দুর্গতি॥
নিরন্তর বৈষ্ণব সেবেন কৃষ্ণপদ।
কৃষ্ণের সেবনে মানে আপন সম্পদ॥
বৈষ্ণবের দেহ মন বাক্য অর্থ সব।
কৃষ্ণসেবোপকরণ, কৃষ্ণের বৈভব॥
ধনমদে বিদ্যামদে তাহা নাহি জানে।
জগতে মজিয়া সদা কৃষ্ণকে বাধানে॥

দ্রাবিড় বেদ বা তামিল প্রবন্ধ

শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ দ্রাবিড় বেদকে সাক্ষাৎ বেদ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম "তামিল প্রবন্ধ"। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বোধায়ন বৃত্তির তাৎপর্য্যানুসারে আলওয়ার শ্রীশ্রীমৎ শঠকোপবিরচিত প্রবন্ধ।

বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে অ-ম্লায়-পারম্পর্য্যে যে শ্রৌত সিদ্ধান্ত অবতরণ করিয়াছিল, সেই শ্রৌতবাণী-সমূহই আলওয়ার শ্রীশ্রীমৎ শঠকোপ প্রবন্ধাকারে রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই দ্রাবিড় বেদ বা তামিল প্রবন্ধ নামে বিখ্যাত।

আচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজস্বামী যতিপূর্ণের নিকট এই তামিল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই তামিল প্রবন্ধ ও বোধায়ন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

আলওয়ার শঠকোপের শিষ্য শ্রীমধুর কবি সমগ্র 'তামিল প্রবন্ধ' স্বীয় গুরুর নিকট শ্রবণ করেন এবং সেই প্রবন্ধগুলি শ্লোকাকারে রচনা করিয়া ভগবান্ বরদরাজকে শ্রবণ করান। ভগবান্ শ্রীবরদরাজ তাঁহার সেই মধুর কবিতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং স্বীয় কণ্ঠের বকুল মালা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তদবধি তিনি 'আলওয়ার' বকুলাভরণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলওয়ার বকুলাভরণের রচিত তামিল প্রবন্ধের পঞ্চাশত্তম 'দ্রাবিড় আম্নায় স্তোত্রম্' নামে বিখ্যাত। শ্রীমধুর কবি স্বীয় গুরু আলওয়ার শঠকোপকে এই ভাবে বন্দনা করিয়াছেন :—

মধুর কবি স্বইচ্ছা পূর্ব্বক পরমেশ্বরের পাদের ভজনা না করিয়া নাথদেবের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেব শঠকোপের সেবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার কৃপায় দ্রাবিড় বেদ বা তামিল প্রবন্ধের সম্যক্ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের কাতর আহ্বানে আকুল হইয়া সামান্য গোপালকের বেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আহা! কি মধুর লীলা! স্মরণ করিলে এবং শ্রীগুরু শঠকোপের নাম কীর্ত্তন করিলে দেহ মন পবিত্র হয়। মনে হয় যেন অমিয়-পান করিতেছি।

দেহে যতদিন সামর্থ্য থাকিবে, যতদিন বাক্শক্তি থাকিবে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে ভুলিব না। একমাত্র তাঁহাকে ব্যতীত আমার আর কেহ নাই। আমি যেন তাঁহার নামকীর্ত্তনে, তাঁহার রচিত পদাবলী গান এবং তাঁহার নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হই।

তত্ত্বত্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা-ফলেই আমি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমার মোহপাশ সম্যক্রূপে ছিন্ন হইয়াছে, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে—আপনাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। অহো! শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের মহিমাই এইরূপ।

বেদবাদরত প্রাকৃত আভিজাত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আমাকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও (অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে "তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের সেবার রত"—মুখে বা মনতঃ এইরূপ বলিলেও) আমার কোন ভয় নাই, কারণ পরমদয়াল শঠকোপ কৃপা করিয়া স্বীয় কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আমাকে নিতান্ত অযোগ্য জানিয়াও আশ্রয় দিয়াছেন। তিনিই আমার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন এবং সর্ব্বস্ব। অহঙ্কারী মূর্খ ব্রাহ্মণব্রুবগণকে তিনি নিজগুণে ক্ষমা করুন, কারণ তাঁহাদের অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।

মিথ্যাশ্রিত বহু শত দেবদেবীর আশ্রয় লইলাম, (মধুরকবি পূর্ব্বে শঠকোপাসকের আলয়ে প্রদর্শন করিয়াছিলেন) কোথাও আমার বাসনা পূর্ণ হইল না। এখন পরমদয়াল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া পরম চরিতার্থতা অনুভব করিতেছি।

আজ হইতে আমি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া জগতে তাঁহার অপার কীর্ত্তি স্থাপন করিব। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে এ শক্তির অধিকারী করিয়াছেন। স্বর্ণপুরে দিবা নিশি যাহার শ্রীকৃষ্ণগুণাবলিশক্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া জন্ম সার্থক কর। যখন তাঁহার দর্শন পাইয়াছি, তখন আর ভববন্ধনের ভয় কি!

প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপাবলে আমার কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়াছে, এখন আমি শ্রীশ্রীমদাচার্য্য তামিলগ্রন্থবিশারদ মহাত্মা শঠকোপের অপার করুণার কথা জগতে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিব, ইহাই আমার একমাত্র বাসনা।

তিনি বেদের প্রকৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইয়া তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য তামিলছন্দে বেদ গান করিয়া জগতের পরম হিত সাধন করিয়াছেন।

তিনি কত দয়াল। জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দ দয়া-দানের কথা স্মরণ করিলে মন আকুলতায় আপ্লুত হয়। অহো জীব! তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তকের ভূষণ কর।

রচনা প্রতিযোগিতা

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

ভক্তের স্বরূপ

(শ্রীমতী দয়াময়ী দেওয়া-গঞ্জ)

ভক্ত অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহাদের প্রাকৃত জগতের কোন ভোগবাসনা নাই। তাঁহারা পরমেশ্বরকেই সমস্ত বস্তুর একমাত্র ভোক্তা জানে জগতের যত উপকরণ সমস্ত অর্পণ করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ কামনাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ভগবানে প্রপন্ন থাকেন, তাঁহাদের যত সম্বন্ধ ভগবানের সহিত। তাঁহারা অনিত্য সংসারের অনিত্য জিনিষে বিষয়ী কর্ম্মীর ন্যায় আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, এই ভাবে সমস্ত জড় বস্তুতে আসক্ত ও মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট নহেন।

ভক্তগণ কর্ম্মীর ন্যায় ভগবানের নিকট নিজের কোন সুখ দুঃখ জানান না বা কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনাও করেন না। ভক্ত চাহেন, পরম ধামে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিত্য সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে। বিষয়কথা বিষয়কথায় দিন কাটাইয়া দিবার সময় ভক্তগণ পান না। তাঁহারা আহারে, বিহারে, শয়নে, জাগরণে সর্ব্বকালে হরিচিন্তায়, হরিসেবায়, হরিজন-আনুগত্যে পরমানন্দে বিভোর থাকেন। ভক্তগণের কর্ণ বাহ্য কর্ম্ম-কোলাহলে বধির ও হরিকীর্ত্তনে উন্মুক্ত হয়।

ভগবানের চরম উপদেশ 'কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কিছুই না চাহিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণসেবা'—একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই গ্রহণ করিতে সমর্থ।

হরিভক্তগণই জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষিত বিষয় মদে মত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত করাইয়া মঙ্গলের পথে আনয়ন করিয়া থাকেন। ভগবান্ পরাৎপর বস্তু। তাঁহার বেশী বা সম কোন বস্তু আছে এবং অন্যান্য দেবতাগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্—এই জ্ঞানে তাঁহারা কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ কোন পূজা করেন না। কিন্তু সমস্ত দেবতাগণই কৃষ্ণের নিজদাস জানিয়া অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন। ভক্তগণ কোন কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত কামার-কুমারের দ্বারা পুতুল গড়াইয়া পার্থিব সুখ ও কামনা-সিদ্ধির আশায় তাহাতে দেবতাগণের আবাহনও করেন না, বিসর্জ্জনও করেন না। ভক্তগণের প্রাকৃত জন্মমৃত্যু নাই; জীব তাঁহার প্রাক্তনবশে পুনঃ ভগবদ্বিমুখ জন্মের নিবন্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশ ও তাপ ভোগ করে। হরিজনগণ তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন।

ভক্তগণের হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান পায় না। নিজে জগতে খুব বড় হইবেন, অপরকে ছোট করিবেন অথবা যাগ, যজ্ঞ, দান, জপ, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বৈষ্ণবের বিনানুগত্যে বহু তীর্থে ভ্রমণ কিম্বা ভগবৎসাদি দেবদেবীর পূজায় বহু বহু বলি প্রদান, পুত্রকন্যার জন্মাতে দান ও মৃত্যুতে বৃষোৎসর্গাদি করিয়া জগতে সুখ্যাতি ও পরলোকে স্বর্গাদি লাভ করিবার কামনা শুদ্ধভক্তের নাই।

ভক্তগণ জড়কর্ম্ম-আলোচনা করেন না; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবা করা। ভক্তগণ মৃত পিতামাতাকে কৃষ্ণদাসদাসী জানিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিয়া যথার্থ পিতামাতার উপকাররূপ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া দেন। ভক্তগণ মৃত পিতামাতাকে ভূতপ্রেত জ্ঞান করেন না।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১১৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৫।	ভজনরহস্য	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১০।	ব্রহ্মসূত্রের গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸
১৬।	দীপ-প্রদর্শন	৵০
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৵০
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৷৵০
২১।	গীতমালা	⁄১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৩।	ঐ প্রমাণিকাংশ	৶০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৬।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাপথ	
২৭।	শরণাগতি	
২৮।	গীতাবলী	⁄০
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩০।	সাধনকণা	⁄
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩২।	নবদ্বীপশতক	⁄
৩৩।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	⁄১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	⁄১০
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।⁄০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মনঃশিক্ষা সানুবাদ	।০
৪২।	গোবর্দ্ধনোদ্দেশঃ	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৪৯।	শিক্ষাষ্টকদর্পণ	৵০
৫০।	সংস্কারবাণী	⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৫।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৬।	সারার্থবর্ষণম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বেদান্তিজম্	।০
৬০।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আবেলেভেন্ট্ ডিভোসন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৪।	সাধন পথ	।০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৬।	গীতাবলী	
৬৭।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের প্রচার-প্রচারক, সম্বন্ধোদ্দীপক, নিরপেক্ষ সমালোচক, অজ্ঞান ও অশোকজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, স্বাস্থ্য, কাব্য, শিল্প, কৃষি, অলঙ্কার, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবাদি প্রভৃতির নিরপেক্ষ আলোচক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভাক্তারত্ন

সহকারীসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাক্তন (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফ—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই মাঘ ১৩৩৭ শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কারামুক্তি

বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার পত্নীকে ২৭শে জানুয়ারী দিল্লী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের কতিপয় সদস্য এবং স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মিগণ জেলের নিকট যাইয়া শ্রীযুত সেনগুপ্ত এবং তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহাদিগকে লইয়া সহরে একটি মিছিল করেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্ত কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে এলাহাবাদ যাইয়া পণ্ডিত মতিলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সহিত পরামর্শ করিবেন।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী গ্রেপ্তার

গত ২৫শে তারিখ সেরাজি কেন্দ্রের করবন্ধ আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজীপুরে পাঠান হইয়াছে। এই জেলায় এই প্রথম মহিলা গ্রেপ্তার হইলেন। সুনীতিদেবী মজঃফরপুর জেলার একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মীর পত্নী। তাঁহার স্বামী এখন পাটনা জেলে আটক আছেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্ত কারামুক্ত

পুলিশে ও স্বেচ্ছাসেবকে ভীষণ দাঙ্গা

মুক্তি ও অভ্যর্থনা

কারামুক্ত কর্ম্মীবৃন্দের এলাহাবাদ যাত্রা

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

কর্পোরেশনের সভা মুলতুবী

১৫০০ টাকা লইয়া চম্পট

যুক্তপ্রদেশের ইস্তাহার প্রত্যাহৃত

জয়রামদাস দৌলৎরামের কারামুক্তি

গত ২৮শে তারিখ রাত্রি ৯টার সময় শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরামকে করাচী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কারামুক্ত

জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় কংগ্রেস কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশে ভীষণ দাঙ্গা

বেগুসরাইয়ে ৫ জন নিহত

বিহার সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, উত্তর মুঙ্গেরের বেগুসরাইয়ে একটা ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রার নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর দশ হাজার লোকের একটি জনতা পুলিশকে আক্রমণ করে। মহকুমা হাকিম দুইজন সাব ইন্স্পেক্টর ও ছয়জন কনষ্টেবল মস্তকে গুরুতররূপে আঘাত পায় এবং চব্বিশজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও লোকজনও জখম হয়। পুলিশ গুলী চালায় এবং পাঁচজন দাঙ্গাকারী নিহত ও একজন ভীষণ ভাবে জখম হয়। সাতজন দাঙ্গাকারী সামান্য ভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে এবং অন্যান্য সকলকে চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের এলাহাবাদ যাত্রা

ডাঃ আনসারী গুজরাট জেল হইতে গত ২৬শে তারিখে মুক্তি পাইয়া দিল্লী আসিয়া এক ঘণ্টা পরই পণ্ডিত মতিলালকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তকে জেলদ্বারে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ইঁহারাও ২৭শে জানুয়ারী রাত্রে শিয়ালদহের এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ রওনা হইয়াছেন। পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্যের জন্য অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন থাকায় শ্রীযুত সেনগুপ্ত কোন সভা-সমিতি বা কার্য্যে যোগদান করেন নাই।

বিবিধ সংবাদ

সেনহাটী, দৌলতপুর সংবাদ

কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাসা সেদিন পুলিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। শুনা যায়, তাঁহার পুত্র দৌলতপুর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান শিবশঙ্কর মিত্রকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস। সেনহাটী ফকিরহাট থানার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্তকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত স্বাধীনতা নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। গত বৎসর স্বাধীনতার প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ইহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন।

ঢাকায় দিবালোকে ডাকাতি

২৬শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে ছয়টার সময় ঢাকা ফরাসগঞ্জ রাস্তায় একটি ডাকাতি হানি হইয়া গিয়াছে। পোষ্টাফিসের একজন ওভারসিয়ারের নিকট হইতে ১৫০০ টাকা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ওভারসিয়ার ফরিদাবাদ পোষ্টাফিস হইতে জেনারেল পোষ্টাফিসে টাকার জন্য যায়। পরে যখন টাকা লইয়া ফিরিতেছিল, সেই সময় পিছন হইতে তাহার মস্তকে হঠাৎ লোহার ডাণ্ডার আঘাত পড়ে। সে তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এতাবসরে আততায়ীরা তাহার পকেট হইতে টাকা লইয়া চম্পট দেয় এবং ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন থাকায় তাহারা কোথায় অদৃশ্য হয় দেখা যায় নাই।

কিয়ৎকাল অজ্ঞান থাকিয়া ওভারসিয়ার চৈতন্য লাভ করিয়া জেনারেল পোষ্টাফিসে যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়।

কর্পোরেশনের সভা মুলতুবী

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে সোমবার সন্ধ্যার কর্পোরেশনের সভা মুলতুবী থাকে।

প্রকাশ, মেয়র সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় আহত হন। ইহার প্রতিবাদ বলেও কর্পোরেশন স্থির করেন যে মঙ্গলবার কর্পোরেশনের অধীনে সমস্ত স্কুল, প্রতিষ্ঠান এবং অফিস বন্ধ থাকিবে, মেয়র এবং কর্পোরেশনের শিক্ষা সাহেবের উপর যে সমস্ত লাঠির আঘাত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, কংগ্রেস কাউন্সিলারগণ তাহার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় গ্রেপ্তার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁহার বাটী হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া পুলিশ এক আদেশ জারী করিয়াছিল, তিনি তাহা পালনে অসম্মত হওয়ায় ৪৪নং হিন্দুস্থান পার্ক এস্টেটের "কেবল" প্রাসাদের দ্বারে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল বলিয়া জানাইয়া দেয়। সন্ধ্যার সময় পুলিশ সেই স্থান হইতে চলিয়া যায়। ফলে কিরণশঙ্কর বাবু মুক্ত হন।

মাদ্রাজে বিরাট সভা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে ট্রিপ্লিকেনে পার্থ সারথী মন্দিরের বিপরীত দিকে মিঃ শঙ্কর আয়ারের পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীর সভানেতৃত্বে এক বিরাট সভা হয়। অন্যত্র একরূপ বিপুল হইয়াছিল বলিয়া, আরও ২টী অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই দুই সভায় শ্রীযুত নাগেশ্বর রাও ও মুথুরঙ্গা মুদালিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় স্বাধীনতা দিবসের অর্থ বিশদ ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে গভীর রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

কটকে উৎসব

কতিপয় মহিলা জাতীয় পতাকা হস্তে কংগ্রেস অফিস হইতে একটি মিছিল করিয়া সমস্ত রাস্তা ঘুরিয়া বেড়ান। রাস্তাগুলি জাতীয় পতাকা এবং পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছিল ও গৃহে গৃহে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। কাজুড়িতে এক জনসভায় জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। শ্রীমতী কিরণবালা সেন পতাকা উড্ডীন করেন। সে সময় ঘন ঘন বন্দেমাতরম ধ্বনি হইতে থাকে।

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি
২৫০০০ টাকা অপহৃত

গত ২৪শে তারিখে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ৩০ জন লোক গভীর রাত্রিতে দরজা ভাঙ্গিয়া রায়েরকাঠীর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ব্যানার্জ্জির গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে মারপিট করিয়া সিন্দুকের চাবী কাড়িয়া লয়। অতঃপর তাহারা সিন্দুক খুলিয়া অলঙ্কার দলিলপত্র ও নগদে প্রায় ২৫০০০৲ টাকার সম্পত্তি অপহরণ করে। কেদার বাবুর স্ত্রী, কন্যা এবং শাড়ীর সকলেই প্রহৃত হইয়াছেন।

মুক্তি ও অভ্যর্থনা

গত ২৬শে তারিখে বোম্বাই জেল হইতে মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডাঃ হার্ডিকরকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই ক্রনিকল পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এস, এ, ব্রেলভি, শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মথুরাদাস বিক্রম দাস মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

মিঃ ব্রেলভি বাজাজকে নাসিক জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

মিঃ বিক্রমদাস থানা জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের বাড়ীতে গিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাইর অভ্যর্থনা

২৬শে জানুয়ারী রাত্রি ৭টা ১৫মিনিটের সময় আর্থার রোড জেল হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডাক্তার হার্ডিকর মুক্তি লাভ করিলে কয়েক হাজার লোক কারাদ্বারে সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করে এবং বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়

রাজগোপালাচারির মুক্তি

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শ্রীযুত রাজগোপালাচারি এবং ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়াকে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং ভেলোর জেলে আছেন। কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত রাজারাও ওয়ার্কিং কমিটির সভা সম্পর্কে দিল্লীতে দাণ্ডত হইয়া এই প্রদেশে বদলি হইয়াছেন। প্রকাশ তাঁহাকেও মুক্ত দেওয়া হইবে।

যুক্ত প্রদেশের ইস্তাহার প্রত্যাহৃত

২৮শে জানুয়ারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যার ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৩০ সালের ৩০শে জুন তারিখ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্কিং কমিটিকে ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের দ্বিতীয় ভাগের ধারা অনুযায়ী বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল এতদ্বারা সপারিষৎ গবর্ণর সেই ইস্তাহার প্রত্যাহার করিলেন।

পণ্ডিত মালব্যের নিকট তার

মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিঃ এম, আর, জয়াকর এবং স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিকট প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া তার করিয়াছেন ইহা পণ্ডিত মতিলালের নিকট প্রেরিত তারেরই অনুরূপ।

সাইকেলে ৪১ ঘণ্টা

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার চাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস গত ২৫শে জানুয়ারী নরেন সেন স্কোয়ারে যথাক্রমে ৪১ ও ৩৬ ঘণ্টা সাইকেল চালাইয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারী বৈকালে আজাদ ময়দানে সমর পরিষদের অধীনে পঁচিশ হাজার লোক সমবেত হইয়া একটি বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবটি পঠিত হয় এবং পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্পটি পুনঃ দৃঢ়ভূত করা হয়। শ্রীযুক্ত এস, কে, বৈদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জাতীয় সঙ্কল্পটি পাঠ করেন। কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল কিন্তু তাহারা সভার কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই।

প্যারেলে শ্রমিকদিগের অপর একটি বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় স্বাধীনতা প্রস্তাব ও পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্প পাঠ করা হয়।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অবস্থা আশঙ্কা জনক বলিয়া তাঁহার চিকিৎসকগণ ঘোষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলালের কন্যা মিসেস পণ্ডিত কমিশনারের নিকট যাইয়া পণ্ডিত মতিলালকে দেখিবার জন্য অবিলম্বে পণ্ডিত জহরলাল ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কমিশনার নিজ দায়িত্বে শ্রীযুত পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দেন পণ্ডিত জহরলালকে ২০শে জানুয়ারী বৈকালে ছাড়িয়া দিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে ২৬শে সকালেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পণ্ডিত জহরলালের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিজে মোটরে করিয়া লইয়া আসেন।

আমেদাবাদে স্বাধীনতা দিবস
মহাত্মার মুক্তির সংবাদে আনন্দ

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির আদেশের সংবাদে গত ২৬শে জানুয়ারী রাত্রিতে আমেদাবাদে আনন্দের সঞ্চার হয়। অধিক রাত্রি পর্য্যন্তও জনতার ভিড় থাকে এবং সকলকেই এই সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন ছিল। কেহ কেহ মিঠাই বিতরণ করিতেছিল।

২৬শে তারিখে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দোকান সমূহে ও গৃহচূড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ১৬ই মাঘ, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ভুপাদ কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে র্থ গমন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন কে তীর্থীভূত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—এসংবাদ য়া-প্রকাশের পাঠকমাত্রেই অবগত । তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি- বনমহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তি- মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহা-, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও তিপয় ব্রহ্মচারীকে দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ খিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মাদ্রাজের স্থানে প্রচার করিতেছেন।

মাদ্রাজের বিভিন্ন ইংরাজি সংবাদপত্রে গৌড়ীয় মঠের প্রচার সম্বন্ধে যাহা কাশিত হইয়াছে, তাহারই অবিকল নুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

দৈনিক "হিন্দু"পত্র (১৭ই জানুয়ারী)

শ্রীমৎ সরস্বতী গোস্বামী

উত্তরভারতের শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কমাত্র আচার্য্য পরমহংস গোস্বামী শ্রীমদ্-ক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ ত্রিবাঙ্কুরে াজকীয় অতিথিরূপে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত র্থসমূহ ভ্রমণ করিবার পর গত ১১ই ানুয়ারী মাদ্রাজ-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ছেন। পরমহংস মহারাজ শুদ্ধভক্তি প্রচার রিবার জন্য স্বীয় অনুগ সাতজন শিষ্যকে াদ্রাজে রাখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়া- ছেন।

দৈনিক "হিন্দু"পত্র (১৮ই জানুয়ারী)

মাদ্রাজসহরে গৌড়ীয়মঠসেবকগণ

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ সহরের বিভিন্ন-ানে বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। গতকল্য গোপালপুরম্ অঞ্চলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর চরিত' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। ঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ক্তিহৃদয় বন মহারাজ দেওয়ান বাহাদুর ার সি, ভি, কুমারস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়ের হে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া হরি-থা আলাপ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে নবদ্বীপ-নগরে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার রিবার মানসে কতিপয় প্রচারক সম্প্রতি লিকাতা হইতে মাদ্রাজে আগমন করিয়া-ছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে একাম্বেশ্বর অগ্র-াহারে অবস্থান করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু াক্তিরাই তাঁহাদের নিকট গিয়া সদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারেন। তাঁহারা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম গভীর বিষয়ে, বিশেষতঃ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও ভজনগান দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদ্দীপনা করিতে-ছেন।

দৈনিক "হিন্দু"পত্র (১৯শে জানুয়ারী)

ধর্ম্মবিষয়িণী আলোচনা

রায়পেটার গোপালপুরম্ কো-অপা-রেটিভ বিল্ডিং সোসাইটীর উদ্যোগে কলি-কাতা গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসী-প্রচারকবৃন্দ বর্ত্তমানে মাদ্রাজে অবস্থানপূর্ব্বক গত শুক্র-বার ও শনিবারে উক্ত সোসাইটীর গৃহে ছায়াচিত্র ও কীর্ত্তন-সংযোগে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলো-চনা করিয়াছেন। তথায় বহু পুরুষ, নারী ও বালকবালিকা সমবেত হইয়াছিলেন। মিঃ পি, এন্ শঙ্করনারায়ণ আয়ার বক্তার ইংরেজী বক্তৃতা তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া সমবেত শ্রোতৃ-দ্রষ্টৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। স্থির হইয়াছে যে, তেমন সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাওয়া গেলে স্বামিজীগণ এই সহরে একটি প্রচার-কেন্দ্র খুলিতে পারেন।

দৈনিক "হিন্দু"পত্র (২১শে জানুয়ারী)

গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বনমহারাজ

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমৎ স্বামী বন মহারাজ সম্প্রতি মাদ্রাজে কতিপয় সতীর্থ-ভ্রাতার সহিত অবস্থানপূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্য দেওয়ান বাহাদুর স্যার এম্ কৃষ্ণন্ নায়ার ও স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া স্বীয় প্রচার্য্য-বিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চিফসেক্রেটারী মিঃ সি, ডবলিউ ই কটন সি, আই, ই, আই, সি, এস্ মহোদয়ের সহিত অনেকক্ষণ ধর্ম্ম-বিষয়ক সদালাপ করেন। স্বামিজী বলেন—শ্রীচৈতন্যদেবের মত এই যে, কেবলাদ্বৈত-বিচারপর নির্ব্বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিকূলে সবিশেষ ব্রহ্ম বা ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই সকল জীবের একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য মধুর সম্বন্ধ প্রকট করিতে সমর্থ। কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণের পর মিঃ কটন্ স্বামিজীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা চিকীর্ষা প্রকাশ করেন। স্বামিজী মাদ্রাজের কালেক্টর মিঃ এস্, এম্ উড্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার সহায়তায় মদ্র-প্রদেশের মাননীয় গভর্ণর মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডি, ডি, ওয়ারেণ আই-সি-এস্ মহাশয়ের সহিতও পরিচিত হইয়াছেন।

('হিন্দু'—২১শে জানুয়ারী)

বক্তৃতা

পাচ্চাইয়াপ্পা কলেজ দার্শনিক সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে আগামী ২২শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪-১৫ ঘটিকায় উক্ত কলেজহলে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। অধ্যাপক শ্রীযুত পি, এন্ শ্রীনিবাসাচারী সভাপতি হইবেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ভজনগান হইবে।

(জাষ্টিস-পত্র ২১শে জানুয়ারী)

পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমৎ স্বামী বন মহারাজ আগামী ২৫শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ট্রিপ্লিকেনস্থ রাজা হনু-মন্ত লালা ষ্ট্রীটে মণি আয়ার হলে 'শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা-চরিত্র' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করিবেন।

তৃণাদপি সুনীচ

(২)

বৈষ্ণবের বৈভবে যাহার অসন্তোষ।
সে অধম নাহি বাঞ্ছে কৃষ্ণের সন্তোষ॥
ভোগত্যাগ প্রতিষ্ঠা বিষয়ীর কাম্য।
পরশ্রীকাতরতা হয় যার ধর্ম্ম॥
আত্মপর ভেদদৃষ্টি বৈষ্ণবের নাই।
অপস্বার্থশূন্য হৃদি বৈষ্ণব গোসাঞি॥
বৈষ্ণব দেখেন সর্ব্বজীব কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণার্থে দেখেন সর্ব্ব জীবের প্রয়াস॥
আপনারে কেবল মানেন বহির্ম্মুখ।
দৈন্য উপজয় চিত্তে পান সেবাসুখ॥
দৈন্যের উদয়ে চিত্তে কৃষ্ণসেবা তাঁর।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় সেবাচেষ্টার উদয়॥
কৃষ্ণ তাঁর সেবা বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ।
তাঁর দ্বারে বহির্ম্মুখে করয়ে শোধন॥
এই গূঢ় হেতু বৈষ্ণবের ক্রিয়া-প্রতি।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সে সুকৃতি॥
বৈষ্ণবের সর্ব্বক্রিয়া কৃষ্ণের অভিপ্রেত।
বৈষ্ণব সাধেন সদা জীবের সুহিত॥
অভিমানশূন্য সদা বৈষ্ণব গোসাঁই।
তাঁহারে সেবিলে মাত্র কৃষ্ণভক্তি পাই॥
তৃণ যদি আপনারে করে তৃণ জ্ঞান।
ইহা নাহি হয় তার গুণের প্রমাণ॥
বৈষ্ণবঠাকুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণপ্রেমে মানে আপনারে তৃণাধম॥
কৃষ্ণপ্রেমতাৎপর্য্যে দৈন্যের তাৎপর্য্য॥
কৃষ্ণপ্রেমশূন্য দৈন্য সর্ব্বথায় বর্জ্য॥
কৃষ্ণপ্রেমভিখারী বৈষ্ণব সুদীন।
আপনাকে মানে সদা কৃষ্ণপ্রেমহীন॥
সর্ব্বথায় কৃষ্ণ তাঁরে করে অঙ্গীকার।
কৃষ্ণকৃপা লভি তিঁহো সেব্য সবাকার॥
বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করে যেই জন।
যমদণ্ড্য হয় দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
সর্ব্বজীবে দয়ালু সকল গুণাধার।
বৈষ্ণবঠাকুর বিনা কেহ নাহি আর॥
প্রেমময় বৈষ্ণবের দৈন্যের নাহি সীমা।
অপ্রাকৃত দৈন্যের কিছু নাহিক উপমা॥
কৃষ্ণলাগি বৈষ্ণবের সব চেষ্টা হয়।
কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য, লীলার সহায়॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া কৃষ্ণলীলা-সম জানি।
বৈষ্ণব সেবিয়া আপনারে ধন্য মানি॥
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে বৈষ্ণবের কৃপা পাই।
বৈষ্ণবের কৃপা একমাত্র সাধ্য ভাই॥
বৈষ্ণবের পাদপদ্মে যার হয় প্রীতি।
তার কভু নহে তুচ্ছ বিষয়েতে রতি॥
কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণবসেবা সার।
শ্রীগুরুপ্রসাদে যাহে হয় অধিকার॥
যেতে মতে বৈষ্ণবের সেবা মাত্র করি।
শ্রীগুরুআশ্রয়ে ভবার্ণব যাই তরি॥
দম্ভ করি বৈষ্ণব সেবি দৈন্যগুণ পাই।
(কপট) দৈন্যে বৈষ্ণব লঙ্ঘি
যমদণ্ড না-এড়াই॥
বৈষ্ণব-অভিমান যার সেই হেয় দম্ভী।
শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস্য অভিমান মাগি॥
বৈষ্ণবের দাস্যে যেই দৈন্যের উদয়।
বিষয় ছাড়ায়, সর্ব্ব গর্ব্ব করে ক্ষয়॥
নিজের যোগ্যতাবুদ্ধি নাশয়ে তাহার।
দীনে কৃষ্ণ দেন শুদ্ধ সেবা অধিকার॥
অতএব বৈষ্ণবকৃপা হয় যার প্রতি।
অপ্রাকৃত শুদ্ধসেবা লভে সেই কৃতি॥
তৃণাদপি সুনীচতা তার লভ্য হয়।
বৈষ্ণবের কৃপামাত্র সম্বল মানয়॥
অপ্রাকৃত হরিনাম তাঁহার জিহ্বায়।
সর্ব্বদা করয়ে নৃত্য জীবে উদ্ধারয়॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীবাক্য সার।
মানি তাঁর দাস্য মাগে এ অধম ছার।

রচনা প্রতিযোগিতা

কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৪ সংখ্যার পর)

ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীবিষ্ণু-পাদোদককে বিষ্ণু-তুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদকে ডালভাত মনে করেন না বা প্রাকৃত ডালভাত ভোজন করেন না। ভক্তগণ জগতের সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তদ্ভোগে সংযত থাকেন। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পরমেশ্বর বস্তু, আর সমস্তই তাঁহার অধীন দাস বা শক্তি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র ভোক্তা, আর যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য—এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্য দ্রব্যে নিজ ভোগবুদ্ধি আরোপ না করিয়া কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুই শ্রীশ্রীকৃষ্ণসেবোদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবানুরক্ত থাকেন।

ভক্তগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যপ্রাপ্তিলাভের জন্য যোগ, যাগ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিবর্ত্তে দৃঢ়ব্রত হইয়া একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি ব্রতে সর্ব্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার কীর্ত্তন করিয়া নববিধা ভক্তির আচরণ করেন, যাহাতে সাংসারিক কোন কর্ম্মে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, তজ্জন্য ভগবানে শরণাপত্তি স্বীকার করেন।

কর্ম্মীর স্বরূপ

কর্ম্মিগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হেতু বিষ্ণু-সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুমায়ার সেবায় নিরত থাকে। তাহারা কখনও কামনার হস্ত হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মিগণ প্রাকৃত জগতে নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত, তাহারা প্রাকৃত সুখভোগের জন্য অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগ বাসনা করে। ভগবানের ভোগ্য বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইয়া তাহাদের নিজের ভোগের জিনিষ মনে করিয়া আনন্দ লাভ করে। তাহাদের মন সর্ব্বদা ভোগ-বাসনায় পরিপূর্ণ। তাহারা ভগবানের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে না। তাহারা পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব, গৃহ, গ্রাম প্রভৃতিকে ভগবানের সেবায় না লাগাইয়া নিজে ভোগ করে ও সেই গুলি চিরস্থায়ী—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের সঙ্গে আমার পিতা, আমার মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে।

কর্ম্মিগণ বর্ণাশ্রম সংস্কারে আবদ্ধ। তাহারা নানা দেবদেবীর আগ্রহে করে এবং সংসারে স্ত্রী-পুত্র, পরিজনের সুখ সুবিধার জন্য দেবতাগণের নিকট একটু কাঁদাকাটা করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন দেয়। এ সমস্ত কর্ম্মজড় গৃহব্রত ব্যক্তি পুত্র-কলত্র ধনাদিকেই পরমার্থ ভাবিয়া ভুল করিয়া থাকে এবং কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের কখনই পরমার্থ লাভ হয় না। তাহারা বহু দেবতার পূজা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া ভগবানের আরাধনাও করে না। তাহারা জন্মমরণমালায় পুনঃ পুনঃ এই জ্বালাময় সংসারে যাতায়াত করে।

অনভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ মাতাপিতাকে ভূতযোনিতে আরোপ করিয়া প্রেতাত্মার উদ্ধারকল্পে চাল-কলা দিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করায় মাতা পিতার প্রেতযোনি অপগমে পুনর্জ্জন্ম লাভ করায় তাহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদকে প্রাকৃত ডাল-ভাত মনে করে। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, জলে তীর্থ বুদ্ধি, গঙ্গাকে জলবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণু-চরণোদকে জলবুদ্ধি, কৃষ্ণনামে অক্ষর বুদ্ধি—জড় বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের প্রাণ। কর্ম্মীদের সমস্ত ব্যবহারই অর্থের অনুগত। যদিও তাহাদের ব্যবহারে কিছু কিছু পরমার্থের ভান আছে, কিন্তু তাহা একমাত্র অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটতাময় আচরণ মাত্র। কর্ম্মিগণের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত জীবনের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বর্ণাশ্রমাদি—কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফলপ্রাপ্তের উদ্দেশ্যমূলক। কর্ম্মিগণের আহার, বিহার শয়ন, প্রভৃতি দৈহিক সমস্ত কার্য্যই দেহ-যাত্রানির্ব্বাহক। সংসারে এ সমস্তই ভোগের সাধক।

কর্ম্মিগণের পূজা, বন্দনা, সন্ধ্যা, শাস্ত্র-পাঠ ইত্যাদিও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত কপটতা মাত্র। কর্ম্মিগণ নিজের সুখরূপ মূলধনে সুদ না কষিয়া কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে চাহেন না। তাঁহারা সমস্ত কার্য্যেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। প্রতিষ্ঠার আশায় অনেক কর্ম্মী নানাভাবে বহু ক্লেশ স্বীকার করেন।

প্রাপ্তপত্র

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু

মহাশয়!

দয়া করিয়া আমার এই প্রতিবাদ পত্রটী আপনার নদীয়া-প্রকাশ পত্রে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ফরিদপুর

প্রতিবাদ

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীবলাই শর্ম্মা 'ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, "দৈনিক বসুমতীতে যে "প্রলাপ" উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সুধী পাঠক মাত্রেরই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম শুধু "আচারের, প্রচারের নহে।

তাঁহার মতে বোধ হয় "ধর্ম্ম" গোপনে আচার করিলেই তৃণাদপি ভাবটা সুরক্ষিত হয়; আর বাহিরে প্রচার করাটা "প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ মাত্র, অতএব উহাতে 'তৃণাদপি' শ্লোকে বৈষ্ণবতার সুনীচতার নিতান্ত হানিকারক হয়। "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর"। শর্ম্মা মহাশয়ের বোধ হয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগুলি শুকপক্ষীর "রাধে কৃষ্ণ" বুলির ন্যায় আবৃত্তি হইয়াছে মাত্র—প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ স্বরূপ বোধ হয় নাই।

আমার মনে হয়, শর্ম্মা মহাশয় যদি যথাবিধি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবাবৃত্তি সহকারে কোন বৈষ্ণব মহাজনের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এত ভ্রম, প্রমাদ করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সাদি বাক্য তাঁহার লেখনী হইতে কদাচ বহির্গত হইত না। গোড়ায় গলদ করিয়া তিনি যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাত্র সম্বল লইয়া জগদ্বিখ্যাত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবল দেহাত্মবুদ্ধির ভরসায় দাঁড়াইয়াছেন, তাহা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের কিম্বা বামন হইয়া স্বহস্তে আকাশের চাঁদ ধরিবার ন্যায় হইয়া যায়। গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা না হইলে, ছদ্ম সরস্বতী স্কন্ধে আরোহণ করিলে লোকের এইরূপ দুর্দ্দশাই হয়।

আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, শ্রীবলাই শর্ম্মার ন্যায় ক্ষুদ্র, ক্ষীণা, দুর্ব্বলা লেখনীর বিরুদ্ধে "এত বড় বিরাট সঙ্ঘ" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লেখনী চালনা করাটা "মশা মারতে কামান পাতার ন্যায়" ব্যাপারই বটে, পরন্তু ইহা না হইলেও নয়। কারণ অজ্ঞতা নিবন্ধন অনেকের বৈষ্ণব অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। নতুবা ছুঁচো মেরে হস্ত দুর্গন্ধ করা আমারও অভিপ্রেত নয়। ভাবার্থে না বুঝিয়া যাহাতে অনেকে "বৈষ্ণব-অপরাধরূপ মত্ত হস্তীর পদতলে পড়িয়া জন্মজন্মান্তর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ না করেন, লাঞ্ছিত এবং নিগৃহীত না হন,—এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের লেখনী চালনা, শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত প্রচার। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অহৈতুকী করুণার পরিচয়ই প্রকাশ পায়। প্রেম-প্রচারই আর পাষণ্ডদলন। দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥ এই পাষণ্ডদলন কার্য্যটীও প্রেমপ্রচারেরই রূপান্তর মাত্র।

যে বিষয়ে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের ন্যায় সে বিষয়ে চর্চ্চা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। শর্ম্মা মহাশয় কি শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তাঁহার মনোভীষ্ট-প্রচারকবৃন্দের প্রচারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন পূর্ব্বক গুরুভক্তচরণে পুনঃ পুনঃ অপরাধ সঞ্চয় করেন নাই। তাঁহার বিবেক-চৈতন্য কি মহামায়াদেবী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইয়াছে? তাঁহার হৃদয়ে কি ভুক্তি, মুক্তিস্বরূপা পিশাচীদ্বয় তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে? তাঁহার হৃদয়ের এই ঘোর অমানিশা ঘোর কলিকালিমাবৃত মেঘরাশি বিদূরিত করিয়া সাধুভক্তকৃপায় কখনও কি শ্রীভক্তিদেবীর কোটীসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল ও কোটীচন্দ্রসম সুশীতল কিরণের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিবে না? দিবান্ধ পেচকের ন্যায় আর কত কাল তিনি অন্ধকারাবৃত গর্ত্তে পড়িয়া থাকিবেন?

অগাধ জল সঞ্চারে বিকারী নচ রোহিতঃ
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥

তাঁহার কি নীতিশাস্ত্রের এ সামান্য বচনটী জানা ছিল না, তাই তিনি এত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজে এবং নিরীহ অজ্ঞ লোকদিগকে নিরয়গামী করিতেছেন? (ক্রমশঃ)

পাটনা প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ প্রচার কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি পাটনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া পাটনার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যোগানন্দ বক্সি বি, এস সি, সি, ই, আই এস, ই মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। রায় সাহেব শ্রীযুত ভুবন মোহন চাটার্জ্জি রেভিনিউ রেজিষ্ট্রার পাটনা, শ্রীযুত শ্যামাপদ রায় সাব্ ডিভিসনাল অফিসার প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রবণার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টারে শ্রীযুত কালিপদ সরকার মহোদয়ের বাটিতে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। এস্থানেও বহু জনতা হইয়াছিল স্বামিজীর ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া সকলে পুনরায় শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করায় ২০শে তারিখেও স্বামিজী তথায় ব্যাখ্যা কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র 8০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৸
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। প্রাকৃষাত্মকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
১১। বেদান্তরত্নমার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা)
১৬। দীপ-প্রদর্শন
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
(আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণাংশ ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশবিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্‌ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬০। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।
৬২। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ য্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অকৈতব অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্‌—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদান্তসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপ্রাকৃত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক- ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(১) শ্রী য় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাধ্যক্ষ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত-ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-রমণের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী সুর্য্যকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবৎসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক— শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যাবনপুরা, কাশী।

গৌরপাদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাশ্যাম

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের প্যাচেন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মকঃস্বলের ও বিদেশের জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়; ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে, ধাতুদৌর্ব্বল্য দূর করিয়া আরোগ্য করিয়া বংশরক্ষা করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“স্বর্ণ-বলাসিন্ধী বটিকা”

বীর্য্যবৃদ্ধি করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—আত্মারামজী, কেশবর্দ্ধনী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

THE SPECIFIC CURE OF ALL SORTS OF CURBUNCLES WHITLOWS BOILS, CUTS AND OLD & NEW BRUISES ETC.

DASS & BROS
THE GENUINE
GOURISANKAR
MALAM
94 SOVABAZAR St.
CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন্ গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উপদংশ, ফোঁড়া, কাকবেড়ুয়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অপারেশনে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন্ মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন্ সর্ব্বদদ্রুলীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মন্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মৃতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াতেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

কৃষ্ণনগর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীশ্রাম"
টেলিগ্রাফ—
নদীয়াপ্রকাশ।

Reg No .C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত ।চস্পতি [২৭৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই মাঘ ১৩৩৭ শনিবার, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

ট্রেজারী হইতে ৫০ হাজার টাকা তছরূপ

এলাহাবাদে মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর মুক্তিতে ভারতীয় বণিক-সভায় আনন্দ

রাউণ্ড টেবিলের সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনায় বিপত্তি

বরিশালে বোমা

রাউণ্ডটেবিলে ভারতবর্ষে ২ লক্ষ টাকা খরচা

মহাত্মা গান্ধীর কারাজীবন

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য—অবস্থা পূর্ব্ববৎ

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

গত ২৭শে জানুয়ারী প্রাতে পুলিশ নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী বাবু প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতির সেক্রেটারী সুরজিৎ চাটার্জ্জি ও ধীরেন্দ্রনাথ সরকার নামক একজন ছাত্র-সভার কর্ম্মীর বাড়ী এবং নবীন প্রেস ও নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির আফিস খানাতল্লাস করিয়াছে। কোন কোন স্থান হইতে পুলিশ কতক কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির আফিস হইতে পুলিশ জয়ন্তকুমার সরকার নামক একজন স্বেচ্ছাসেবককে থানায় লইয়া যায়। স্বাধীনতা দিবসের ইস্তাহার সম্পর্কেই এইসব খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রেজারী হইতে ৫০ হাজার টাকা তছরূপ

কালু ট্রেজারি হইতে ৫০ হাজার টাকা তছরূপ সম্পর্কে উক্ত ট্রেজারির কোষাধ্যক্ষ সেবারাম ও অন্য দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছিল। বিচারে সেবারামের ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আরও দেড় বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অন্য দুই ব্যক্তি বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

রাউণ্ড টেবিলে ভারতবর্ষে দুইলক্ষ টাকা খরচা

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে স্যার জর্জ্জ রেইনী বলেন যে, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স সম্পর্কে ভারতবর্ষে দুইলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইংলণ্ডে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

এলাহাবাদে মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সঙ্গিগণসহ বোম্বাই মেল যোগে চিঙ্কি ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছেন, তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া আনন্দ ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ও শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরু ও বহু সংখ্যক ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য চিওকিতে উপস্থিত ছিলেন। এলাহাবাদ জংসনে মহাত্মার দর্শন প্রত্যাশায় এক বিরাট জনতা প্রতীক্ষা করিতেছিল, উহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। চিওকিতেও বহুলোক মহাত্মার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত ছিল।

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে

ভারতীয় বণিক সভার আনন্দ

ভারতীয় বণিক সভা, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে উল্লাস জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে সকল রাজনীতিক আসামীর মুক্তি ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিয়া বড়লাটের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে মহাত্মাজীর সম্বর্দ্ধনায় বিপত্তি

গত ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে আজাদ ময়দানে এক সভায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। সভায় এত লোক হয় যে, চাপে পড়িয়া ৩১ জন লোক আহত হইয়া হাসপাতালে যায়। আহতদের মধ্যে একজন মহিলার মৃত্যু হইয়াছে।

পেশোয়ারে অর্ডিন্যান্স জারী

পেশোয়ার জেলাকে রেড-শার্ট অর্ডিন্যান্সের এলাকাভুক্ত স্থান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

মহারাজ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত পাঁচটী স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেণুক্ষে অভিষিক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ সময় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধীনস্থ মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে খোদিত ও সংযুক্ত হইয়া তীর্থযাত্রী, পথিক ও দর্শকগণের শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচটী পাদপীঠ স্থাপন ও তত্রস্থ জনলোকের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বেজোয়াড়া হইয়া রাজমহেন্দ্রী সহরে অবতরণ করেন। তথায় রামেশ্বরের অগ্রহারমে দুই দিবস শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করিয়া ত্রিভাণ্ড্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে চিঙ্গল্‌পট্, কঞ্জিভরাম্ ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক বিষ্ণুকাঞ্চি মন্দিরে বরদরাজ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া চিঙ্গল্‌পটে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে ত্রিচিনপল্লীতে আগমন করেন। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজী দর্শন করিয়া তথা হইতে ভালিকালা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে পাহাড়ের উপর জনার্দ্দন-বিষ্ণু দর্শন পূর্ব্বক বাকাল হইতে ত্রিভাণ্ড্রামে পৌঁছেন। ত্রিভাণ্ড্রাম রাজ্যের দেওয়ানের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও মন্দির পরিদর্শক প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়-সংরক্ষককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং গোস্বামী মহারাজকে পদ্মবিলাসম্ প্রাসাদে লইয়া যান। সেই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মিলনীতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরমহংস মহারাজ ইংরাজীতে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে সপার্ষদ গোস্বামী মহারাজ শেষশায়ী পদ্মনাভ দর্শন, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দনা প্রভৃতি করিয়া কন্যাকুমারী যাইবার পথে শুচীন্দ্রগ্রামে শ্রীআদিকেশব-মন্দিরে উপস্থিত হন। এই আদিকেশবের স্থান হইতেই মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শেষ দাক্ষিণাত্য সমুদ্রের শেষ উপকূলে কন্যাকুমারী দুর্গাদেবীর মন্দির অবস্থিত। এমন জয়মনোহারিণী সুবর্ণ-প্রতিমা ভারতে আর কোথাও নাই। গোস্বামী মহারাজ কন্যাকুমারী দর্শন ও বন্দনা করিয়া পুনরায় ৫৩ মাইল দূরে মোটরযোগে ত্রিভাণ্ড্রাম সহরে ফিরিয়া আসেন। তথায় মহাকবি উল্লুর পরমেশ্বর আয়ার প্রমুখ মনীষি ও পণ্ডিতগণের উদ্যোগে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে তদধুগত্রীবাগ্মীশ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইংরেজী ভাষায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণরূপে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দাক্ষিণাত্যের বহু মনীষি ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় আর্টকলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। ত্রিভাণ্ড্রাম্ হইতে গোস্বামী মহারাজ মাদ্রাজ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাদ্রাজের বহু গণ্যমান্য, শিক্ষিত ভদ্রলোক পরমহংস মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় মাধব এসোসিয়েসন-হলে গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও উপদেশ" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহারাজের সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। সকলেই গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচারের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এরূপ সুভদ্র ও নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত মাধব এসোসিয়েসন হলে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল।

সার পি. এস্ শিবস্বামী আয়ার কে, সি, এস, আই, ডাঃ ইউরাম রাও, মিঃ পি, এন্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয়গণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে কিছুক্ষণ মহাপ্রভুর অবতারিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান হইলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহারাজ মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট অরিয়েণ্টল ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহে প্রচার

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, কিছুকাল যাবৎ ময়মনসিংহে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারদ্বারা এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের নিত্যকল্যাণ বিধানার্থ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঘোষ, এম-এ, বি-এল্, ময়মনসিংহ-গৌরীপুর-রেলওয়ে-ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীপাদ মনোজিত্রাম দাসাধিকারী প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের চেষ্টায় এই সহরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠ স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীমঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি এবং অপরাহ্নে ভক্তিগ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি রবিবারে আনন্দ-মোহন-কলেজ হোষ্টেলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ছাত্রবৃন্দসহ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সময় পাইলেই তিনি সহরের বিশিষ্ট ভদ্র-মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া যে সকল অমন্দোদয়-দয়ার কথা শ্রবণ ও তাহা স্বয়ং আচরণ দ্বারা লাভবান হইয়াছেন, সেই সকল উপদেশমালা তাঁহাদের কণ্ঠে পরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন

বর্ত্তমানে অপরা বিদ্যার ক্রম-বর্দ্ধনের যোগে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যে সকল শিক্ষা পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নাস্তিক্য বা সংশয়-কালিমায় আবৃত হইয়া আত্মদর্শনে—স্বস্বরূপোপলব্ধির বিপরীত পথে প্রধাবিত হইতেছেন। এই সকল ছাত্রগণই পরে শিক্ষক ও অধ্যাপক পদবীতে আরূঢ় হইতেছেন।

এক প্রকার (জড়) বিদ্যাশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবিলাসের মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে, ফলে নানাবিধ উৎকট ব্যাধি এবং অভাব অভিযোগের মাত্রাও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় ভোগবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রাণপাত করিতেছেন। একের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অন্যের ভোগে বাধা জন্মায় এবং কামের অন্তঃস্থলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই জগতে কলহানলশিখাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জগদ্বাসী জীববৃন্দ মহামায়ার মোহে এরূপভাবে মুগ্ধ যে, তাঁহারা কেহই জগতের নানাবিধ অশান্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন না। প্রায় সকলেই কালস্রোতের গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া চলিতেছেন; কোথা হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, কোন সংবাদই রাখেন না এবং জানিবার জন্য চেষ্টাও করেন না।

একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, জগদ্বাসী আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়াছি,—আহার্য্যসংগ্রহ ও তাহা উদরস্থ করা। আমরা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেছি, শরীর পুষ্টির জন্য এবং শরীর পুষ্টি করিতেছি মৃত্যুর জন্য। হায় বুদ্ধিমান মানব, এই কি তোমার বুদ্ধির দৌড়! যে সময়ে বিদ্যালয়সমূহেও অবিদ্যাস্রোত এই ভাবে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সেই সময় আমাদের অধ্যাপক যদুবর প্রভু এই স্রোতের গতিকে স্তম্ভীভূত করিয়া ছাত্রগণকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইতেছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আত্ম-কল্যাণাভিলাষিগণেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁহার ন্যায় আদর্শ অধ্যাপক প্রত্যেক বিদ্যালয়েই গঠিত হউক,—ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। চতুর্দ্দিকে বিলাস-সাগরের তরঙ্গমালা প্রবহমান সত্ত্বেও আনন্দমোহন-কলেজ হোষ্টেলের যে সকল ছাত্র ঐ পয়োমুখ বিষ-কুম্ভের দিকে দৃক্পাত না করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত হিতৈষী অধ্যাপকবরের উপদেশে মনোযোগ দিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী কৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকারস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা। এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ—

১। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীধাম মায়াপুর।
২। সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া।
৩। গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা।
৪। মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্য—মাজিদা।
৫। কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া। (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।
৬। ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনাখ্য—রাতুপুর।
৭। জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্য—জাননগর।
৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যাখ্য—মাউগাছী।
৯। রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।

আগামী ১০ই ফাল্গুন (১৩৩৭), ইং ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) রবিবার হইতে নয়দিবসকাল শ্রীধামপরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌর-জন্মভিটায় জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন ভেট-প্রথা নাই। এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে দ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে এবং **যাত্রিগণের কোনপ্রকার ব্যয় নাই।**

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৮৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৪।	গৌড়ীয়-সাফল্য	।৵০
৫।	ভজনরহস্য	
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১০।	হরিকমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৬।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২১।	গীতমালা	৴১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৩।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৬।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৭।	শরণাগতি	৴০
২৮।	গীতাবলী	৴০
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩০।	সাধনকণা	৴
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩২।	নবদ্বীপশতক	৴
৩৩।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্‌ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫০।	সাংখ্যবাণী	৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌	।০
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্‌	।০
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌	৶০
৫৫।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৬।	সারসংগ্রহণম্‌	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বৈষ্ণবীজম্‌	।০
৬০।	হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং	৴০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৪।	সাধন পথ	।০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৬।	গীতাবলী	৴১০
৬৭।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সন্দেহনাশক, নিরপেক্ষ সমালোচক' অজ্ঞজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীব এর একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একীয়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্‌—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রায়সাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের স্বপার্ষদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ স্বরূপচরণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীস্বরূপগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণবাসিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীনারায়ণীপুত্র ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রানবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীচারুকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ ভাগ দেবধারীর।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাসের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় বড় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ রেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকাম্বানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

সুবাদ মাসিক প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—নবদ্বীপ

Reg No .C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড]. সম্পাদক—শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে মাঘ ১৩৩৭ সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

সর্ব্বজনক শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভে প্রকাশিত হন। তাঁহার আবির্ভাবকালাবধি রাঢ়ে সর্ব্বসুমঙ্গলের উদয় হইল—দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য প্রভৃতি দোষরাশি সমূলে বিনষ্ট হইল। যেদিন শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধু হইতে আবির্ভূত হইলেন, সেদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ে থাকিয়া এরূপ হুঙ্কার করিলেন যে, তাহাতে যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। তাহাতে কত লোকে কতরূপ ধারণা করিল। কেহ কেহ বলিল যে, বজ্রপাত হইল, কাহারও মনে কোনও বিষম উৎপাতের কথা ধারণা হইল এবং কত লোকে নিত্যানন্দ প্রভুর হুঙ্কার বলিয়া জানিতে পারিলেন। এইরূপে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু নিত্যানন্দ-মায়াপ্রভাবে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যকালে যখন শিশুগণের সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়ারসে মত্ত থাকিতেন, তখনও তাঁহার ক্রীড়ামধ্যে দ্বাপরযুগীয় কৃষ্ণলীলা-অভিনয় ব্যতীত অন্য কার্য্য পরিলক্ষিত হইত না।

শিশুগণ মিলিত হইয়া দেবসভা করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ পৃথিবীর রূপে অত্যাচারকাহিনী সেই সভায় নিবেদন করিতেছেন। অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে গিয়া বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছেন। কোন শিশু গুপ্তে থাকিয়া

উর্দ্ধদিকে (আকাশবাণীর ন্যায়) বলিতেছেন—আমি শীঘ্রই মথুরা গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিব। বসুদেব দেবকীর বিবাহ, কংস কারাগারে, গভীর রাত্রে বাসুদেবের জন্ম, গোকুলে যশোদাগৃহে কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া মহামায়াকে আনয়ন, পূতনার স্তন্য পান ও বধ, শকট ভঞ্জন, গোপগৃহে নবনীত চৌর্য্য, কালিয় দমন, ধেনুকাসুর বধ, অঘ, বক, বৎসাসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ, বস্ত্রহরণ, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃপা, নারদকর্ত্তৃক কংসকে মন্ত্রণা দান, অক্রূর কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণকে মথুরানয়ন, মথুরায় সজ্জিতবেশে রামকৃষ্ণের গমন, কুব্জার নিকট গন্ধমাল্য গ্রহণ, ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, চাণূর মুষ্টিক কংসের নিধন প্রভৃতি লীলার অভিনয় করিয়া সকল শিশুর সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, সকলে তদ্দর্শনে আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। শিশুগণ নিত্যানন্দকে ছাড়িয়া ক্ষণমাত্রও নিজ নিজ জনকজননীর নিকট যায় না। তাহাতে তাঁহাদের কোনও দুঃখ ছিল না। কারণ, সকলেই নিত্যানন্দ প্রতি পরম প্রীতিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে পরম প্রীতিভরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। কোনদিন নিত্যানন্দ বামনরূপে বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিতেছেন, কেহ বা শুক্রাচার্য্যরূপে তাহা নিষেধ করিতেছেন। কোনদিন রামচন্দ্রের লীলাভিনয় প্রসঙ্গে শিশুগণসহ সাগরে সেতুবন্ধন করিতেছেন, ভেরেণ্ডার গাছ কাটিয়া 'জয় রঘুনাথ' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে জলে ফেলিতেছেন। শ্রীসঙ্গবশে সুগ্রীব নিজ প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যাওয়ায় নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মণের বেশে সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। শিশুগণ পঞ্চবানরের রূপে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, লক্ষ্মণ যাইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কোনদিন ইন্দ্রজিৎ বধ লীলাভিনয় করেন, কোনদিন স্বয়ং লক্ষ্মণের ভাবে পরাজিত হইয়া থাকেন। কোন শিশু রাবণের বেশে লক্ষ্মণের উপরে শক্তিশেল নিক্ষেপ করিবার অভিনয় করিয়া নিত্যানন্দের উপরে পদ্মপুষ্প নিক্ষেপ করিলে নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শিশুগণের অশেষ চেষ্টাতেও প্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না দেখিয়া শিশুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেদিন শুনিয়া পিতামাতা আসিয়া পুত্রের ধাতুশূন্য শরীর দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকল লোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শিশুগণ মূর্চ্ছার পূর্ব্বঘটনা বর্ণন করিলে কেহ বা তাঁহার লীলাসঙ্গোপন জ্ঞান করিলেন। কেহ বলিলেন, হনুমান ঔষধ দিলে আরোগ্য হইবে। নিত্যানন্দ প্রভুও শিশুগণকে এইরূপ শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা দর্শনে বিকলচিত্ত হইয়া সঙ্গিগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। লোকমুখে হনুমানের দ্বারা ঔষধ আনয়নের কথা শ্রবণমাত্র অনেক শিশু হনুমানকাছে ঔষধ আনিতে চলিলেন। আর এক শিশু কালনেমির কাচ কাচিলে হনুমান তাহাকে বিনাশ করিয়া শিরের উপর গন্ধমাদন আনিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর এক শিশু বানরবৈদ্য সুষেণরূপে নিতাইর নাকে ঔষধ প্রদান করিলে প্রভুর সংজ্ঞা লাভ হইল। দেখিয়া সকলে পরম বিস্মিত হইলেন। পিতামাতাও আনন্দে পুত্রকে কোলে করিলেন। সকলে যখন জিজ্ঞাসা করেন,—বৎস! এরূপ অভিনয় কোথায় শিখিলে? প্রভু তখন উত্তর দেন,—"মোর এ সকল লীলা", তথাপি তাঁহার মায়াপ্রভাবে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেঙ্গাদোর প্যাটেণ

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে বটীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ— শ্যামবাজার কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পশ্চিম উত্তর)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অম্লরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়; ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক মোদক।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত চর্ম্মরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ অভাবে অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরাতনাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যস্তম্ভন করে ও রতিশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ মাখনলাল কবিরত্ন, কোম্পানী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

DASS & BROS

THE GENUINE

34 SOVABAZAR St

CALCUTTA

চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ২৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী পরীক্ষিত দাস ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত মলম ৩টী প্রত্যেক গৃহস্থ রাখিতে ভুলিবেন না।

১। দি জেনুইন গৌরীশঙ্কর মলম—পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ফোঁড়া, কাঁকবেড়াল, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি বিনা অস্ত্রোপচারে এবং সদ্যকাটা, নূতন, পুরাতন নালি ঘা ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

২। দি জেনুইন মনসা মলম—খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

৩। দি জেনুইন সর্ব্বেক্ষ্ণালীন—সর্ব্বপ্রকার দাদ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ঔষধ পাঠান হয়

দাস ব্রাদার্স

হেড অফিস—৩২ নং রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস—৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা—৮২ নং কলিকাতা যশোর রোড।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেঃ কেলজান মল্লিক সাং ইব্রাহিমপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের ইব্রাহিমপুর গ্রামে মোহিনীমোহন মল্লিক অধীন ৫৫ খতিয়ানে ৫-২৪ এঃ জমী ১৯/৯ জমা মায় পুষ্করিণী মূল্য আঃ ২৫৲

(৪১)

১৮০২ খাংজারী ৩০ দাবী ১১৩৸৯

ডিঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় দিং সাং সুবর্ণপুর

দেঃ সাবেত সেখ দিং সাং বাগুয়ে-ডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এরেরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৮ খতিয়ানের ১-৮১ এঃ জমী ১৪৷৹ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৪২)

১৮০৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৪০৸৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিকু ফকির সাং বাগুয়েডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বাগুয়েডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭১০ খতিয়ানে ৭৩ শঃ জমী ৪৸৹ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৩)

১৮২১ খাংজারী ৩০ দাবী ৯৮/৬

ডিঃ বরদানারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ নয়তুন্না নেছা বিবি দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর।

থানা কোতোয়ালীর শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১১।৬০।১২৮৩ খতিয়ানে ২-৭ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৩২৲

(৪৪)

১৮২০ খাংজারী ৩০ দাবী ২৯৪॥/৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ওয়ন্দ আলী বিশ্বাস দিং সাং বেহিজ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর শম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬০।২৭৯।২৯১।৩৬২ ৮৫০ খতিয়ানে ১৫-৫ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১৫০৲

(৪৫)

১৮২৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫৸/৯

ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ সত্যবালা দাসী দিং সাং কালী-নগর পোঃ নবদ্বীপ

থানা কোতোয়ালীর ঘোলপাড়ি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ খতিয়ানে ১-৮এঃ জমী ২৸৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

১৮৯১ খাংজারী ৩০ দাবী ৩২৸৫

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রসিকলাল সরকার দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া

থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর ডিক্রীদার অধীন ২৭৮১ খতিয়ানে ৫৯ এঃ জমী ৫৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৭)

১৮৯৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৭০৸/৬

দেঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশী

দেঃ কেপাই তরফদার সাং জালাল-খালি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর ভাটজোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭ খতিয়ানে ২-৬১ঃ জমী ৯৸/ জমা উটবন্দী মূল্য ২০৲

(৪৮)

১৯০০ খাংজারি ৩০ দাবী ৪৯।৹/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচকড়ি সেখ দিং সাং বিটকী-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর বারুইহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৮ খতিয়ানে ২-১০ এঃ জমী ৭॥৹ জমা মূল্য ১৫

(৪৯)

১৯০১ খাংজারী ৩০ দাবী ৬৭॥/৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতোয়ালীর পোপাড়িয়া মৌজার ডিক্রীদার অধীন ৫৫৭ খতিয়ানে ৪-৮৪ এঃ জমী ১১৸৹ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৫০)

১৯০৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৩০।৹/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বাদল মুচি সাং হাট গোয়াড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর ভাটজোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩ খতিয়ানে ১-২৬ এঃ জমী ৪।৹/৹ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৫১)

১৯১৯ খাংজারি দাবি ৭৫৶৹

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ হুজুল মণ্ডল দিং সাং আমঘাটা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর আমঘাটা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬ খতিয়ানে ৩-৯৯ এঃ জমী ৮৷৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

১৯১৪ খাংজারি ৩০ দাবি ২৪॥৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং পোঃ দিগনগর

থানা কোতোয়ালীর ঘোলপাড়ি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫ খতিয়ানে ১-৩ এঃ জমী ৩৸৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

১৯১৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৫৶৯

ডিঃ ত্রিগুণা প্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকদাতীশালা

দেঃ মতিন মণ্ডল সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৯ খতিয়ানে ৬-৯৩ এঃ জমী ১০৸/২ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৪)

১৯১৭ খাংজারি ৩০ দাবি ২১॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৭ ও অধিন ৩৮৮।৩৮৯ খতিয়ানে ১-৭১ এঃ জমী ১৸/৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

১৯১৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৩২৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ৭-২২ এঃ জমী ১৩৶৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

১৯১৯ খাংজারী ৩০ দাবি ২৮৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপচাঁদ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ২৯৬ খতিয়ানে ৪-৯১ এঃ জমী ১১৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৭)

২২০৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২১৮৵॥৶৩

ডিঃ অম্বিকাকান্ত রায় চৌধুরী সাং জিয়ারখী

দেঃ হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং সাং গোপালপুর পোঃ কুষ্টিয়া

থানা কুষ্টিয়ার জিয়ারখী গ্রামে ।৶ ও কুমারগাড়া গ্রামে ৬ ও অধীন ৫৯ খতিয়ানের ও চন্দ্রগোপালপুর গ্রামের মোট আনা ঐ থানার হাটকমলাপুরে ৯ ও অধীন ১২ খতিয়ানের ।/১১।// অংশ ও থানা খোকসার অধীন মুড়াগাছার ২ ও অধীন ৪ খতিয়ানের ।/৬॥// অংশ দেঃ মালিকীস্বত্ব জিয়ারখী গ্রামের জমী বাদে অত্র ৪ গ্রামের জমীর ডিক্রীদার অধীন ১৫৮৮॥৶/২৸ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৮০২ মণিজারী ৩০ দাবি ১৮৩৸৹

ডিঃ গোকুলচাঁদ দত্ত সাং কাশিয়াডাঙ্গা

দেঃ আহেতুল্লা সেখ সরকার সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার রাজপুর গ্রামে ৩৬নং খতিয়ানে ২-৩০ শঃ সায় জমী ১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

১৮০১ মণিজারী ৩০ দাবী ১৩৮/৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার রাজপুরে ২২ খং ৩-৪৫ শঃ জমী ১৭।৶৹ জমা মূল্য আঃ [illegible]

(৩)

১৭৫৯ মণিজারী ৩০ দাবী ১২২।৶৯

ডিঃ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং রাজপুর

দেঃ নলিনীকুমার ওরফে নলিনী-কিশোর আচার্য্য সাং ঐ পোঃ নাকাশী-পাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার রাজপুর গ্রামে ৫০৫ খং ১৬ শঃ ব্রহ্মোত্তর জমি জমা ১৲ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ৮৭ ও অধিন ৮৮—৯৫ খং ৯-০২ এঃ ব্রহ্মোত্তর জমি মায় পাকা ও কুঠারী দালান ছোট কুঠারী ১টী পুরাতন দালান ১টী প্রাচীর সাজ-সরঞ্জাম, অধিন প্রজা সহ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৩০৫ খং ১১-৩৩শঃ ব্রহ্মোত্তর জমি মায় আম কাঁঠালের বাগান মূল্য আঃ ৩০৲

(৪)

১৭৪৯ মণিজারি ৩০ দাবি ২২২॥৶৬

ডিঃ সুধাময়ী দেবী সাং গোবিন্দপুর

দেঃ নগেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং কাশিপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের কাশিপুরগ্রামে ৩৮৫ খং ও প্রতাপপুর গ্রামের ৮নং খং সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় সরকারে ১২-৫৩শঃ জমি রায়তি মোকররী জমা ৩॥৶১ দেঃ ।৵আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১৭২২ মণিজারী ৩০ দাবি ২৩৪॥৶৬

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ শুকুল সাং গাবাখালি

দেঃ গয়া ঘোষানী দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। থানা কৃষ্ণগঞ্জের কৃষ্ণপুর গ্রামে মধুমতি দেবীর অধিনে ২৫১ খং ১৮-৮৮ শঃ জমি রায়তি মোকররী জমা ১৯।৶১ মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা ঐ জেলার গ্রামে কাশীনাথ রায় অধিন ২৯৩ খতিয়ানে ৯-১৭ শঃ জমি রায়তি মোকররী জমা ৮৲ মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

১৭২১ মণিজারী ৩০ দাবি ৩৮৩॥/৬

ডিঃ তারাপদ মণ্ডল সাং কলিকাতা

দেঃ মাণিক হালদার দিং সাং ছাতনা পোঃ বাজারদিঘি

১। থানা চাপড়ার অধিন ছাতনা গ্রামে জ্যোতিকুমার বসু দিং অধিন ২৮ খতিয়ানে ২০-৬০ দাঃ জমি বাগতি দোকরী জমা ৩০।৶৭ দেঃ ৶১০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৬৭ খতিয়ানে ১১-২৫ দাঃ জমি ২৮৷৶১০ জমা দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৬৮ খতিয়ানে ৬০ দাঃ জমি ২৻৬ জমা দেঃ ৷৶১০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৯ খতিয়ানে ২৮ দাঃ জমি ১৷৬ জমা দেঃ ৷৶১০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৬৯৯ মনিজারী ৩০ দাবি ৫০০৶৯

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ মদন ঘোষ সাং সুলতানপুর পোঃ সোনাডাঙা

১। থানা নাকাশীপাড়ার সুলতানপুর গ্রামে শিবেন্দ্র সিংহ রায় অধিন ১৩৫ খতিয়ানে ৬-২৪ দাঃ জমি ১২।৶৯ জমা দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৯৮।৯৯।১১৬ খতিয়ানে ১৪-০৭ দাঃ জমি উটবন্দি মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ঐ অধিন ৩২৮ খতিয়ানে -৮২ দাঃ জমি ৩।৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ২২২ খতিয়ানে ১-৪২ দাঃ জমি ৩৷৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানার নারায়ণপুর গ্রামে ঐ অধিন ১২৯ খতিয়ানে ২-০২দাঃ জমি রায়তি উটবন্দী সাং বাগের খড়্খাবড় আদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১৬৬০ মনিজারি ৩০ দাবি ২০৪।৶০

ডিঃ যদুলাল কুণ্ডু দিং সাং কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ শ্রীশচন্দ্র পোদ্দার সাং গাজনা পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির গাজনা গ্রামের [illegible] দাসীর অধিন ৭১ খতিয়ানের -৩২দাঃ জমি ২৶০ জমা সাং গৃহাদি মূল্য আঃ ৩০৲

(৯)

১৬৬৮ মনিজারী ৩০ দাবি ১৫৪।৶৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ রায় সাং বাগপুর

দেঃ ভোলানাথ দাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। থানা কৃষ্ণগঞ্জের মাটিয়ারী গ্রামে সুলতবালা দাসীর অধিন ১২৮১ খতিয়ানে -২দাঃ জমি ১৶০ জমা সাং দোকান ঘরাদি মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ১২৮২ খতিয়ানে -০৫দাঃ জমি ১২৷৶৪ জমা সাং গৃহাদি মূল্য আঃ ৩০৲

(১০)

১৬৮৭ মনিজারি ৩০ দাবি ২০১।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষিতীশচন্দ্র দাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের মাটিয়ারী গ্রামে কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর অধিন ১২৭৪ খতিয়ানে -০৪ দাঃ জমি ২৸০ জমা সাং ৮ চালা টিনের ঘর ১ খানা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৬৮৩ মনিজারী ৩০ দাবি ৮২৶৯

ডিঃ অমূল্য কুমার নাথ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ হরিমোহন চক্রবর্ত্তী সাং ভবানীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার ভবানীপুর গ্রামে কালেক্টারীর অধিন ৩০৮নং খতিয়ানে ২২-২৪দাঃ জমি ১২৸৫ জমা দেঃ ৷০ অংশ সাং বাড়ী মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে নক্ষবালা দেবীর অধিন ২৩৮ খতিয়ানে ও গোয়ালচাঁদপুর গ্রামে ১৯০।১ খতিয়ানে ৭-৪দাঃ জমি যথাযথ চৌরশ্বারী জমা ৪৲ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে ২৭৮ খতিয়ানে ১৫-২১ দাঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১৬৮৫ মনিজারী ৩০ দাবি ১২৪৸৯

ডিঃ ফণিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ পাঁচু মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ বাজারদিঘি।

১। থানা ও মৌজে চাপড়া রাখাল দাস সিংহ দিং অধিন ১৫৮ খতিয়ান ২-৬৮ দাঃ জমি উটবন্দি মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার মাজদিয়া গ্রামে ঐ অধিন ৮৬ নং খতিয়ানে ৩-৬২ দাঃ জমি উটবন্দি মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

১৬৬৪ মনিজারী ৩০ দাবী ৯৫৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ এবেদার মোল্লা সাং বাদলাঙি পোঃ বাজারদিঘি

থানা চাপড়ার বাদলাঙি গ্রামে অন্নপূর্ণা দাসীর অধীন ৬৬নং খতিয়ানে ৪-৪৯দাঃ জমি ১৫৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১৬৮১ মনিজারী ৩০ দাবী ৫১।৶৯

ডিঃ শ্যামাচরণ মজুমদার সাং বড় কাদোয়া

দেঃ নোয়াব সেখ সাং তেঁতুলবেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার বিল্বগ্রামে বিভূতিভূষণ পাল অধীন ২২৫ খতিয়ানে ২-৫৪৪ঃ জমী ১৸৫ জমা দেঃ ।৶৯=অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২২৬ খতিয়ানে ২-৮৭ দাঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১৬৮০ মনিজারী ৩০ দাবি ৯১৸৶৩

ডিঃ আজিজ বক্স মণ্ডল সাং গাড়াপোতা

দেঃ আবিজন বিবি সাং ঐ পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালি গাড়াপোতা গ্রামে নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীন ২১৮ খতিয়ানে ৩৮-৫৬দাঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ৪৫।৶৫ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

১৬৭৫ মনিজারী ৩০ দাবি ৫৩৷৩

ডিঃ তোবরাজ মল্লিক দিং সাং ডোমপুকুরিয়া

দেঃ আক্তর মণ্ডল দিং সাং হাটরা পোঃ বড়আন্দুলিয়া

১। থানা চাপড়ার হাটরা গ্রামে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং অধীন ২৫ খতিয়ানে ৬-১৩দাঃ জমি উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬ খতিয়ানে ৫-০৯দাঃ জমি উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬৭ খতিয়ানে ২-৮৪দাঃ জমী ৪৻৫ জমা দেঃ ।৶৯= অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে রাসমণি দাসীর অধীন ১৩৩ খতিয়ানে ২-০০ ৪ঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে কুকিল মণ্ডল দিং অধীন ৯৩ খতিয়ানে -০৯দাঃ জমি কোর্ফা জমা ১৲ সাং বাসগৃহাদি মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৫০৪ মনিজারি ৩০ দাবি ১১৬৸৶০

ডিঃ গোপীনাথ দাস চৌধুরী সাং নওয়াপুর

দেঃ ভবরেজ মল্লিক দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাজারদিঘি

১। থানা চাপড়ার পীতাম্বরপুর গ্রামে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধিন ৩ খাতয়ানে -৪৮ দাঃ জমি ১১৲ জমা দেঃ ৶৫৷=১২ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে অন্নপূর্ণা দাসীর অধিন ৯ খতিয়ানে ১ ২৪দাঃ জমি ৪০৸৶১০ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ১২ খতিয়ানে ১-১২দাঃ জমি ৮৸৶০ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ১৪ খতিয়ানে ৯-১১দাঃ জমি ৪৫৸৶১১ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ২০ খতিয়ানে ৪-০৪ঃ জমি দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ২৯ খতিয়ানে ১১-৬২দাঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ অধিন ২৬৯ খতিয়ানে ৪-১২দাঃ জমি ১০।৶৫ জমা দেঃ ৶৫৷=১২ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ গ্রামে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধিন ৩২১ খতিয়ানে ১-৭৩দাঃ জমি ১১৲ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৯। ঐ গ্রামে কটিক মণ্ডল দিং অধিন ৩২৫ খতিয়ানে -২০দাঃ জমি উটবন্দী মূল্য আঃ ১৲

১০। ঐ গ্রামে মুলুকচাঁদ মণ্ডল দিং অধিন ৩২৯ খতিয়ানে ১-৪৬দাঃ জমি ১৷০ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ২৲

১১। ঐ গ্রামে হেমচন্দ্র গোস্বামী দিং অধিন ৩৩০ খতিয়ানে ৬-৫৯দাঃ জমি ৬।০ জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ২৲

(১৮)

১৫৫৯ মোজারি ৩০ দাবি ২৩৫৷৶৯

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ বক্তেশ্বর চন্দ দিং সাং ও পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার মুড়াগাছা গ্রামে জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ১৫ খতিয়ানে ১৷০ জমি ৷৶০ জমা সাং খড়্খাবড় ও খানা সংলগ্ন আদি সহ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১৯৬২ মনিজারী ৩০ দাবি ১৯৶৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ এনায়েতুল্ল মণ্ডল সাং গাড়াপোতা পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদারের অধিন ৬৬৫ খতিয়ানে -৭৬ শতক জমি ১৷৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

১৯৬৫ মনিজারী ৩০ দাবি ১৬৩৸৶৩

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ নফিজন বিবি দিং সাং বেতনা পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালির বেতনাগ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৩৮—৪০, ৪২—৪৯, ৯১৩, ৩৯৪।১নং খতিয়ানে ১৬-৮১ শতক জমি ২৪৸৶১৫ জমা উক্ত জমী আকর আওলাত বোল আনা স্বত্ব স্বত্বত্ব সহকে মূল্য আঃ ১২৫৲

(২১)

১৯৬৪ মনিজারী ৩০ দাবি ১৩০৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং বেতনা পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালির বেতনা গ্রামে ডিক্রীদারের অধিন ৬৮—৬২৫ নং খতিয়ানের ২১-৯১ শতক জমি ২১৸০ জমা মূল্য আঃ ৬০০৲

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

সোঃ কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

(১)

২১৫১ মোঃজারি ৩০　　দাবি ১৪৪৸/১৫

ডিঃ পাঁচুগোপাল সাধু খাঁ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এনিদেখ দিং সাং গোয়াড়ী পাঠানপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর পাঠান পাড়ার ৩৭৪ খতিয়ানে ।৩ কাঠা লাখরাজ জমী মায় খড়ঘর ১ খান ও বাঁশঝাড় দেঃ ।৷০ অংশ মূল্য আঃ ৪০০৲

২। ঐ গ্রামে মদন চৌধুরীর অধীন ২০৮ খতিয়ানে ।২ কাঠা জমী জমা ১।০ মায় ৩ চালা ঘর ১ খান, ২ চালা ঘর ১খান পাকা পায়খানা ১টী মূল্য আঃ ২০০৲

(২)

১৩৬৪ মোঃজারি ৩০　　দাবি ১৫৮৭৲১৫

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ নাদি মণ্ডল দিং সাং ডিজেল পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের ডিজেল গ্রামে ৩১৩ খতিয়ানে লাখরাজ জমী ও পুষ্করিণী বসতবাটী মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ গ্রামে সুরেন্দ্র নাথ গড়াইর অধীন ৩৫২।২ খতিয়ানে ২।২ জমী মোকররী জমা ৷৵০ মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৩।৩।০ জমী ২৭৲১৫ মোকররীজমা মূল্য ১৫০৲

(৩)

১৭৮৯মোঃজারী ৩০　　দাবি ৭৬৲৭

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সাং বাটিয়ারি

দেঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাং কাটোয়া

১। থানা কালীগঞ্জের চান্দুরিয়া গ্রামে ২৬৮।২৬৩ খতিয়ানে ১৩৬৬এঃ নিষ্কর জমীর ।৵৩।৴৴ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার কামদেবপুর গ্রামে ১২৬।১২৬ খতিয়ানে ১৪২৮ এঃ নিষ্কর জমীর ।৵৩।৴৴ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

৩। ঐ গ্রামে রামরেণু বন্দোপাধ্যায় অধীন ৮৪ খতিয়ানে ২-২৩ এঃ জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৪৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪ খতিয়ানে ২-০৫ এঃ জমী ৬৷৵৯ জমা মূল্য ৪৲

৫। ঐ থানার চান্দুরিয়া গ্রামে ২৫৯ খতিয়ানে-৭০ শঃ জমী জমা মূল্য আঃ ৩৲

(৪)

১৭৮৮ মোঃজারি ৩০　　দাবি ২৩৯৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

উপরিক্ত ১।২নং সম্পত্তির বাকী ৷৵১৩/ অংশ মূল্য আঃ ১১০৲

(৫)

১৭৯০ মোঃজারী ৩০　　দাবি ৬৫৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের চান্দুরিয়া গ্রামে ২৫১।২৫৪ খতিয়ানে ৬-৬৯ এঃ নিষ্কর জমী মূল্য আঃ ৪০৲

(৬)

২১৯২ মোঃজারী ৩০　　দাবী ৬৮০৸১৫

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ নিস্তারিণী দাসী দিং সাং পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালীর মুচি পাড়ার ডিক্রীদার অধীন ৫৮৮।৫৮৯ খতিয়ানে ১।০ জমী ১০৲ জমা মায় আমগাছ ৪টা, কাঁঠালগাছ ১৩টী মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭)

২২২৭ মোঃ জারি ৩০　দাবি ৭৭১৸/১০

ডিঃ বসন্তকুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কুসুমকুমারী দাসী দিং সাং পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর চকের পাড়ার বিপ্রদাস পালচৌধুরীর অধীন ২৭১৪ খতিয়ানে -৩শঃ জমী ১৸/৭ জমা মায় দঃ দারি ঘর ২ খানা মায় সাজসরঞ্জাম দোয়াক পায়খানা প্রাচীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

২০৫০ মোঃজারি ৩০　দাবি ১৫৪৫৷/১৫

ডিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ ভরিপদ ঘোষাল সাং পোঃ ঐ

১। থানা শান্তিপুরের অধীন গোপালপুরের মাধব নাথ পালচৌধুরীর অধীন ১/ জমী ২৷/৫ জমা মায় খড়ঘর ৩ কুঠারি, দালান ১ কুঠারি, দোতালার ১ কুঠারি রান্নাঘর ২ খান, বৈঠকখানাঘর ১ খান, বারান্দা ১ খান, পায়খানা ২টী প্রাচীর ৩০০ হাত আমগাছ ৩টী মূল্য আঃ ৩০০৲

২। শান্তিপুরের অধীন বড় আকুড়া গ্রামে ১৮।৩ নিষ্কর জমী প্রজার স্বত্বসহ মূল্য আঃ ২০০৲

(৯)

১৯২৮ মনিজারি ৩০　　দাবি ৮২৸/০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ রাখাল মণ্ডল সাং সাজাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সাজাপুর গ্রামে রাসবিহারি মণ্ডলের অধীন ৭১৮।৭১৯ খতিয়ানে ৬-৭৮এঃ জমী ২৪৲১৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১০)

১৯৪২ মনিজারি ৩০　দাবি ১০৭৭৷৵৯

ডিঃ গৌকুলচন্দ্র সাহা সাং জুরানী

দেঃ মাণিক জোয়ার্দার দিং সাং পোলতাডাঙ্গা পোঃ আলমডাঙ্গা

১। থানা আলমডাঙ্গার পোলতাডাঙ্গা গ্রামে হরি জোয়ার্দারের অধীন ৩১৪ খতিয়ানে ৫৮৩ জমার জমী মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ইনাইতপুর গ্রামে তারকনাথ মিত্রের অধীন ২৬২ খতিয়ানে ৩-২৪এঃ জমী ৬/০ জমা ৵২৲৵১৪ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে আশুতোষ সরকার অধীন ৫৫৩ খতিয়ানে ২-৩১এঃ জমী ৪৵২ জমা ৵১।১৩৬ অংশ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানার পোলতাডাঙ্গা গ্রামে ১৬৬ খতিয়ানে ১-২০ এঃ জমী ৩।৬ জমা ৩নং বিবাদীর অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ গ্রামে শীতিকণ্ঠ সাহার অধীন ৭৫৭ খতিয়ানে ২৫শঃ জমী ১৵৭ জমা ৩নং বিবাদীর অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

১৯১৬ মনিজারি ৩০　　দাবি ১৭৫/৯

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ তিনকড়ি গড়াই সাং ফরিদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের ফরিদপুর গ্রামে দেবনাথ চক্রবর্ত্তীর অধীন ২০৭ খতিয়ানে -০৯ একর জমী ১৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১৯২৭ মনিজারী ৩০　　দাবি ১৬৯৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আবুল মণ্ডল দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বসরখোলা গ্রামে রাসবিহারী সাহার অধীন ৬৯ খতিয়ানে ৬-৪৮ এঃ দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জমী মায় গৃহাদি মূল্য আঃ ৪০৲

(১৩)

১৮৩০ মনিজারি ৩০　　দাবি ৪৫১৷৵৯

ডিঃ সদানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ ভক্তিকান্ত চক্রবর্ত্তী সাং পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ মতিলাল ভট্টাচার্য্যের অধীন ৭৩৪৩ খতিয়ানে-৩০শঃ জমী চিরস্থায়ী মোকররী জমা ৪৲ মায় দালানের পোতার উপর ৩ বাক্স গাঁথা ইট সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

২০৩৯ মনিজারি ৩০　　দাবি ৮৬৷৵৬

ডিঃ দাক্ষায়নি দেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জোবেদা খাতুন বিবি দিং সাং পোঃ ঐ

১। নিজ কৃষ্ণনগর গ্রামে নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তীর অধীন ৫০৮৬ খতিয়ানে ৬০৯শঃ বাড়ী ৸০ জমা ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে নদীয়ার মহারাজাধীন ৫১১৮।১ খতিয়ানে -০৪শঃ জমী ।১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৯১৫ মনিজারী ৩০　　দাবি [illegible]

ডিঃ কাদেরা বিবি সাং গোবিন্দপুর

দেঃ চমৎকারী বিবি সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের গোবিন্দপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার অধীন ৩৫৩ খতিয়ানে ৩-৬৯ এঃ জমী ৬৸/ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ গ্রামে গৌরহরি দাঁর অধীন ৩৬০ খতিয়ানে ৭-৪৪ এঃ জমী উঠবন্দী মায় ঘরবাড়ী মূল্য আঃ ১২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ঐ খতিয়ানে ২৫-৮১ এঃ জমী ৩৭।৵০ জমা মূল্য আঃ ৬০০৲

(১৬)

২০০৭ মনিজারী ৩০　　দাবি ৬২৮৸৵৯

ডিঃ সর্ব্বরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চককাশিপাড়া

দেঃ কেদার নাথ সান্যাল সাং পোঃ ঘূর্ণী

১। থানা কোতোয়ালীর ঘূর্ণী গ্রামে ১০৬ খতিয়ানে -৩৫শঃ জমী ৭৸৵০ জমা মায় দঃ দারি ১ কুঠারি বারান্দাসহ ২টী পাকা গুদাম ঘর ৩টী, করকেটের ঘর ইঞ্জিন চুণ প্রভৃতির ৮টী প্রাচীর ৪৮০ হাত চাল তৈয়ারী সুরকী প্রভৃতির যাবতীয় কল ইঞ্জিন সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা পোলদহ গ্রামে নদীয়ার মহারাজাধীন ৯২৪ খতিয়ানে ১-৫২এঃ জমী ১১।০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১০৭৭ ও অধীন ১০৭৮ খতিয়ানে -৭৬ শঃ জমী ২।/ জমা মায় পাকাকোঠা ১২ কুঠারী দালান ২টী, বৈঠকখানা ১টী পাকা গোয়ালঘর ইন্দারা পায়খানা প্রাচীর সরঞ্জামাদি আমগাছ ২টী কাঁঠালগাছ ২টী নারিকেল গাছ ১৪টী মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে ৩৯২ খতিয়ানে -৬০শঃ আমলিচুর বাগান ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর লাখরাজ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ১০১৩ খতিয়ানে -২৬ শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর মায় বৃক্ষাদিসহ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ৩৯১।১২ খতিয়ানে -৮১শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর আম কাঁঠাল বাগান মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানার ঘূর্ণী গ্রামে কালীচরণ ঘোষের অধীন ১০৭ খতিয়ানে -২১ শঃ জমী ৪৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৮। থানা কালীগঞ্জের দেবগ্রাম গ্রামে সম্রাটের অধীন ২ ও ৩—১৭৫

(২২)

১৯৪৪ থাংজারী ৩০ দাবি ১৮২/৬

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া

দেঃ অমূল্য ঘোষ সাং দেভনা পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালির দেভনাগ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৬৯৯—৭০৪ নং খতিয়ানের ২১-১০ শতক জমি ৩০৮/০ জমা মায় আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত কবুক মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৩)

১৭৪৪নং থাংজারী ৩০ দাবি ১৩৫৸/৬

ডিঃ সেখ রহমতউল্লা সাং রাণাঘাট

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ বাগদী সাং ভায়না পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালি ৬৭নং ভায়নাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৬৮-৩৭১ খতিয়ানের ২১-৮৫ শতক জমি ২৪৲ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৪)

১৭৪২ থাংজারী ৩০ দাবি ১৪৶৯

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ রতিকান্ত বক্সী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার অধিন ৬৮নং কাটগড়াগ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস, রতিকান্ত বক্সী ও ডিক্রীদারগণের অধিন ২৬৭নং খতিয়ানে ৬-৮৭ শতক জমি বার্ষিক ১৪৸/৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১৭০৯ থাংজারী ৩০ দাবি ১৪৸৶০

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী দিং সাং মাধবপুর-

দেঃ রতিকান্ত বক্সী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া অধীন ৬৮নং কাটগড়া গ্রামে জমিদার গগনচন্দ্র বিশ্বাস রতিকান্ত বক্সী দিং ও ডিক্রীদার গণের অধীন ২৬৭ খতিয়ানের ৬-৮৭ শতক জমি ১৪৸/৮ জমা তদুপরিস্থ আকর আওলাত ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৭০৮নং থাংজারি ৩০ দাবি ১৬৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার অধীন কাটগড়া মৌজার জমিদার গগনচন্দ্র বিশ্বাস, রতিকান্ত বক্সী দিং ও ডিক্রীদার সরকারে ২৬৭ খতিয়ানে ৬-৮৭ শতক জমী ১৪৸/৮ জমা ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৭১৮নং থাংজারি ৩০ দাবি ১২৸/১

ডিঃ মন্মথ নাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কালিঘাট রামাপুরা

দেঃ অবে মণ্ডল সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর অধীন জয়পুর মৌজার ডিক্রীদা সেরেস্তায় ১৯৯৩ খতিয়ানের -২৬ শতক জমি ১৲ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১৬৪৬ থাংজারি ৩০ দাবী ১০১৲৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং রাণাঘাট

দেঃ করিম সেখ মোল্লা ঐ সাং পোঃ বাজালন্ধি

থানা চাপড়ার অধীন হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তায় ২৪০ নং ও ১৭৪০ নং জোতী অধিন ৯৮।১৩২৪নং খতিয়ানের ১-৬৭ শতক জমি স্থাবর সম্পত্তি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত দরবস্ত কবুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

১৬০৮নং থাংজারি ৩০ দাবি ৩৭৷৶৬

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ ক্ষেত্রপদ মুখোপাধ্যায় সাং বেশপুর

থানা চাপড়ার অধীন ভীমপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৫৯—৮৬৯ খতিয়ানের ১৩-৬৯ শতক লাখরাজ জমি দেঃ ষোল আনা অংশ দরবস্ত কোকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

১৬৩৭ থাংজারি ৩০ দাবি ৪০৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার অধীন ভীমপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ৯০৩।৯০৪ খতিয়ানের -১৬ শতক জমি ৪৷৹ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ দরবস্ত কোকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১৬২৬ থাংজারী ৩০ দাবী ৬৭৸৩

ডিঃ রাজবালা ভাদুড়ী সাং মাজদিয়া

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ নাথ সাং খাল-বোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন খালবোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৸০ কাঠা জমি ১০৲ জমা কাঠাল, আম, লিচু, পুষ্করিণী ও কুটা বাটী মায় দরবস্ত কোকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩২)

১৬২৪ থাংজারি ৩০ দাবী ৪০৮৶০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ বাজালন্ধি

থানা চাপড়ার অধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২২৫ খতিয়ানে ৭৭।০৷৶ জমি ৬২৲২৸ জমা ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

১৬২১ থাংজারী ৩০ দাবী ১১৮৶

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ উজির মণ্ডল দিং সাং বেনালী পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর সামিল বেনালী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন উটবন্দি জোত ১৯৪—১৯৮ খতিয়ানের ৭-৬৹ শঃ জমি উক্ত জমি ও আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত কোকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

১৬১০ থাংজারী ৩০ দাবী ১৪৸৶০

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ যতী ঘোষ দিং সাং বেথুয়া-ডহরী পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল জগদানন্দ-পুর গ্রামে দেঃ ৪২০ খতিয়ানে ১-২৮শঃ উটবন্দি জমি মূল্য আঃ ৪৲

(৩৫)

১৫৯৭ থাংজারী ৩০ দাবী ৫৫৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজুবালা দাসী সাং জগদানন্দ-পুর পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল জগদানন্দ-পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের ও সরিকগণের সেরেস্তায় দেঃ ১৯৬ খতিয়ানে ৮-৫৯ উটবন্দি জমি ষোল আনা রকম দরবস্ত কোকুক মূল্য ১০৲

(৩৬)

১৫৯৫ থাংজারী ৩০ দাবি ১৬৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আতর সেখ দফাদার দিং সাং করনগর পোঃ সোনাতলা

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল করনগর গ্রামে দেঃ ২৯ খতিয়ান অধীনস্থ ৩০—৩৪ খতিয়ানে ৫-১৮শঃ জমি ৫৸৫ খাজনাবিশিষ্ট-বান উক্ত জমি জমা মায় আকর আওলাত সহ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

১৫৯২ থাংজারি ৩০ দাবী ৩০/৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ বসন্তকুমারী ঘোষানী সাং বাজালন্ধি পোঃ বাজালন্ধি

থানা চাপড়ার সামিল বাজালন্ধি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে /৪৸৶০ জমি ৪৲ জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত কোকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৪৪১ থাংজারি ৩০ দাবি ৪২৲৩

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং আসাননগর

দেঃ দেলবারি মণ্ডল সাং ঐ পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালি ও কোতোয়ালির সামিল আসাননগর ও বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ২৩৭ খং আসাননগর গ্রামে ১৪৬ খতিয়ানে মোট ২-৪৬ শতক জমি ৭/১২ জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ [illegible]

(৩৯)

১৪৪৪ থাংজারি ৩০ দাবী ২[illegible]

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া [illegible] গোয়াড়ী

দেঃ এলাচি বিবি দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল শ্যামনগর ও চকশ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে শ্যামনগর গ্রামে দেঃ ১০৩—১০৯ খতিয়ানে ও চক শ্যামনগর গ্রামের ১২৬ খতিয়ানে ৩৫-৩২ শতক জমি ৪৭৸৶৭ জমা ষোল আনা রকমে দরবস্ত কোকুক মূল্য ১৫০৲

(৪০)

১৪৫৫ থাংজারি ৩০ দাবি ১০০৸[illegible]

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ কেপাত মণ্ডল সাং রাজিবপুর

থানা চাপড়া সামিল রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার ও সতোজরঞ্জন সিংহ, দিং অধিন দেঃ ৮৬ খতিয়ানে ৮-০৭ শতক উটবন্দি জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য ৫০৲

(৪১)

১৪৭৭ থাংজারি ৩০ দাবি ২০৭৸[illegible]

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল শ্যামনগর গ্রামে দেঃ ২২৭—২৩২।৩৩৩।২৯৯—৩১১ খতিয়ানে ও চক শ্যামনগর দেঃ ১২৬ খতিয়ানে ৩২-৯৮ শতক জমি ৪৫৸৶০ জমা ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত ষোল আনা রকম মূল্য ১০০৲

(৪২)

১৫১৮ থাংজারি ৩০ দাবি ৪৪৸[illegible]

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ কটীক সেখ সাং কালিনাথ পোঃ বাজালন্ধি

থানা চাপড়ার সামিল কালিনাথ গ্রামে রাধালদাস সিংহ দিং অধিন দেঃ ১৬০ খতিয়ানের ২-৩৪ শতক উটবন্দি জমা দেনদারের ষোল আনা অংশ মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য ১৫৲

(৪৩)

১৫১৯ থাংজারি ৩০ দাবি [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহের মণ্ডল দিং সাং রাজিব-পুর পোঃ বাজালন্ধি

থানা চাপড়ার সামিল রাজিবপুর গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার ও সতোজ রঞ্জন সিংহ দিং অধীন দেঃ ১৮২ খতিয়ানে ৫-৭৮ শতক উটবন্দি জমি ৩৷৪ সং দেনাদারের অংশ বাদে মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

১৫২৫ খাজানি ৩০ দাবি ২৮৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ সাং আমঝুপী

দেঃ কাঁচিরন বিবি দিং সাং কুলবাড়ী পোঃ ডাবুকদা

থানা চাপড়ার অধীন মলুয়াপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৮ খতিয়ানে ১-২৯ শতক জমি ৩৸০ জমা ষোল আনা অংশ মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৩৲

(৪৫)

১৩২৭ খাজানি ৩০ দাবি ৩৫৪৸৯

ডিঃ মুরারী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ এলাচি বিবি দিং সাং শ্যামনগর

থানা শ্যামনগর ও চকশ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ২৯২—২৯৬ খতিয়ানে ও চকশ্যামনগর সেঃ ৩৮৬ খতিয়ানে ৪১-৭৩ শতক জমি ৫৫।১০ জমা উক্ত পাড়া জমা তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲

(৪৬)

১৩৩৪ খাজানি ৩০ দাবি ৩১৸৵০

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং চককাতীশালা।

দেঃ পাঁচাই মরামী দিং সাং চণ্ডীপুর পোঃ সোনাডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মালুমগাছা মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৯৬ খতিয়ানে ৫-৩২ শতক উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৩৫ খাজানি ৩০ দাবি ১২৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নজরজান সেখ সাং বীরপুর পোঃ হাতীশালা

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন জাল শুখা মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৪৵৪৲ উটবন্দী জমি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

(৪৮)

১৫৩৮ খাজানি ৩০ দাবি ১৩৲

ডিঃ শরৎকুমার বন্দোপাধ্যায় দিং সাং বেতনা

দেঃ আব্বাস মণ্ডল দিং সাং গোবিন্দপুর কালীপাড়া জামথালি

থানা হাঁসখালির মধ্যে বেতনা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১১৭।১১৬৩।১১৯৮।১০৯৪।১২০৩ খতিয়ানের উক্ত জমি ২১।০ কায়েমি স্থিতিবান জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৯)

৩০ খাজানী ৩০ দাবি ৪২৸৬

ডিঃ নিতাকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ বক বিশ্বাস দিং সাং বীরপুর পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন সারবাড়ি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১৫ খতিয়ানের ৪-৫৬ শতক জমী ৯৷৵০ উক্ত জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬৲

(৫০)

খাজানী ৩০ দাবি ২৬৷৩

ডিঃ আশুতোষ দাঁ সাং বীরনগর

দেঃ পীচি বিবি দিং সাং বাগুলা পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালি অধিন বগদিপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের সরকারে ১৫৫ খতিয়ানের ৫-০০ শতক জমি ১।০ টাকার স্থিতিবান জমা দেনদারের ৵১১৵৭ অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৫১)

১৩১৫নং খাজানী ৩০ দাবী ৩৪।০

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ কালী বিবি সাং ঐ পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার সামিল বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ২০৩।২০৪ খতিয়ানের ২-৪৮ শতক জমি ৯৷৵০ টাকার উটবন্দী জমা দেনদারের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

১৩৪৩ নং খাজানি ৩০ দাবি ২৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ কাফি সেখ ছোট সাং বেতবাড়িয়া পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার সামিল বেতবাড়িয়া গ্রামে জমিদার ডিক্রীদারগণের চার সেঃ ৩১৯ খতিয়ানের ২-১৫ শতক জমি ৪৷৵১০ টাকার কনভারসনযুক্ত জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

১৩৪৮ নং খাজানী ৩০ দাবি ৬০৷৵৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ খুকি বিবি সাং ঐ পোঃ হৃদয়পুর

থানা চাপড়ার সামিল বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তার সেঃ ৩১৫ খতিয়ানের ৫-০৩ শতক জমি ১৬৵১৫ উটবন্দী জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৫৪)

১৪০৮ নং খাজানি ৩০ দাবি ২৪।৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ খোকাই মল্লিক সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার অধিন চাপড়া গ্রামে বাণীবদন সিংহ দিং অধিন সেঃ ১৫৯ খতিয়ানের ১-৭৩ শতক উটবন্দী জোত দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৫৫)

১৪২৬ খাজানী ৩০ দাবী ৫৭৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আবেদালী বিশ্বাস সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার ও সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন সেঃ ১৭ খতিয়ানের ৩-৯২ শতক জমি উটবন্দী জোত দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

১৪২৯ খাজানী ৩০ দাবী ২৭৷৵৯

ডিঃ নিতাকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ আলেফ সেখ দিং সাং বীরপুর পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন সারবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ১৬ খতিয়ানের অধিন ১৭ খতিয়ান ৬-৪৯শঃ জমি ১১৷৵৭৷ মোকররী জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মায় আকর আওলাত প্রজা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৭)

১৩৩১ খাজানী ৩০ দাবী ১৫৷৵০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ বিনোদ ঘোষ দিং সাং নাথপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ২১৭।২১৮ খতিয়ানের ১৭ ৭৬শঃ জমি ১১৷৵৫ জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৮)

১৫২৪ খাজানি ৩০ দাবি ৬৷৷৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং দিং সাং আমঝুপী

দেঃ আবদুল মণ্ডল দিং সাং কদমপাড়া পোঃ নাটুদহ

থানা চাপড়ার অধীন মলুয়াপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের ও সরিক জমিদারের অধীন সেঃ ৩০৯ খতিয়ানের ৭-২৫ শতক জমি ২৫৷৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাদ দরবস্ত রোকক মূল্য আঃ ৪০৲

শ্রীশ্রীপ্রাপ্ত
চৌধুরী—
নবদ্বীপ

Reg No:

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
স্থিতি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে মাঘ ১৩৩৭ মঙ্গলবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কলিকাতায় আগমন

অদ্য সকাল ৭ টার সময় পাঞ্জাব-মেলে বাঙ্গালার নেতা শ্রীযুত যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হাওড়ায় পৌঁছিবেন। কলিকাতা সহরবাসী নেতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলে দলে হাওড়ায় যাইতেছেন।

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের উক্তি

নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীপ্রকা-শের শরীরে অস্ত্রোপচারের দরুণ শয্যাগত থাকায় এলাহাবাদে যাইয়া কংগ্রেস নেতাদিগের আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি এরূপ গুরুতর ব্যাপারে নিজের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোন কথাবার্ত্তা বলিতে তিনি অস্বীকৃত হন এবং বলেন, তিনি শুধু আদেশ পালন করিবেন। মহাত্মার বাণীই সমগ্র ভারতের বাণী। তাঁহাকেই সকলে অনুসরণ করিবে।

খনিতে বিস্ফোরণের জের
২৮ জনের মৃত্যু

হোয়াইট হেভেনের অন্তর্গত হেগ খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ২৮ জন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিস্ফো-রণের ফলে ৪৫ জন চাপা পড়িয়া-ছিল, ইহার মধ্যে ১৯ জনকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটি খনির ২ জন লোক গ্যাসের ফলে মারা গিয়াছে।

সম্রাট দম্পতি এবং প্রধান মন্ত্রী নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

কুষ্টিয়ায় বিলাতী বর্জ্জন

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কলিকাতায় আগমন

সীমান্তে শাসন সংস্কার

খনিতে বিস্ফোরণের জের—২৮ জনের মৃত্যু

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের উক্তি

নামশূন্য বিজ্ঞাপন বিলিতে প্রেস এ্যাক্টের কবলে

মৃত্যুদণ্ড রহিতের প্রস্তাব

লোকমান্য পত্রিকার সম্পাদকের মামলা

নামশূন্য বিজ্ঞাপন বিলিতে প্রেস এ্যাক্টের কবলে

প্রেস, মুদ্রাকর বা প্রকাশকের নামশূন্য বিজ্ঞাপন বিলি করার অপরাধে প্রফুল্লকুমার দে'কে গত শনিবার দিন জোড়াবাড়ানে মিঃ এইচ, কে, দের নিকট অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদালত ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখেন।

কুষ্টিয়ায় বিলাতী কাপড়
দোকানদারগণের প্রতিশ্রুতি

কুষ্টিয়া সমস্ত বিলাতী কাপড়ের দোকানদারগণ এক সভায়, তাঁহারা বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সহস্র সহস্র টাকার বিলাতী কাপড়ের গাঁট শীল-মোহর করিয়া-ছেন। দোকানদারেরা কেবল স্বদেশী কাপড় আনিয়া বিক্রয় করিবেন, এইরূপই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ভবিষ্যতে যদি কোন দোকান-দার বিলাতী কাপড় বিক্রয় করেন বলিয়া ধরা পড়েন তবে তাঁহাকে তথাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গৌরীদত্ত আগরওয়ালার অভি-যোগ মত ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত হওয়ায় উক্ত আগরওয়ালা নাকি স্থানীয় কংগ্রেসে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

অভিনয়ে অগ্নিকাণ্ড
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে বিপত্তি

গত ৩ শে জানুয়ারী রাত্রিতে বর্দ্ধমান রাজবাটিতে রামায়ণ হইতে একটি পৌরাণিক অভিনয় করা হইতেছিল। অভিনয়ের ঘটনা এই —রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের ক্রমা বহুদিন ধরিয়া নিদ্রা যাইবার অভ্যাস ছিল। তাহাকে জাগাইতে হইলে নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত উপায় উপায় অবলম্বন করিতে হয়। রাম যখন রাবনকে আক্রমণ করেন, তখন কুম্ভকর্ণ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। কাজেই রাক্ষসেরা তাহার গায়ে জলন্ত মশাল লাগাইয়া তাহাকে জাগাইতে আসে। এমন সময় কি করিয়া মশালের আগুন লাগিয়া কয়েকখানি বহুমূল্য সামিয়ানা ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাতে আনুমানিক ১৫০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সীমান্তে শাসন সংস্কার

সীমান্ত প্রদেশে পেশোয়ার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রচুর সংস্কার প্রবর্ত্তনের ঘোষণা করিয়া শীঘ্রই সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিবেন। গত আগষ্ট মাসে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোক পেশোয়ারে চিফ কমিশনার সার ষ্টুয়ার্ট পিয়ার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ঐ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। নূতন সংস্কারানুসারে পেশোয়ারে নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইতেছে, বর্ত্তমানে পেশোয়ার মিউনিসিপ্যালিটী ছাড়া সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেই সদস্য মনোনীত হয়।

পরলোকগত ডাঃ এম. এন ব্যানার্জ্জী
সিনেটের শোক-সভা

গত শনিবার পরলোকগত ডাঃ এম্ এন, ব্যানার্জ্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্ত্তৃক এক শোক সভার অধিবেশন হয়। ভাইস চ্যান্সেলর লেপ্টে-ন্যান্ট কর্ণেল হাসান সারওয়ার্দ্দি মৃতের প্রশংসা করিয়া অগভীর ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ডাঃ ব্যানার্জ্জী গত ১৯১৮ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বহু প্রকারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন।

অতঃপর সিনেট তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর

১৯৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারী হইতে ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী, এম. এ. পি এইচ, ডি ১০০০, টাকা বেতনে আরও তিন বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলেজ সমূহে ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

গবর্ণর আক্রমণ মামলা

গবর্ণরের আক্রমণ সম্পর্কে ধৃত ৬ জনের মধ্যে বীরেন্দ্র, আমান ইলাহি ও ভাটাচার্য্য নামক ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। রণবীর সিং, ভগৎ দুর্গাদাস ও চমনলাল পুলিসের হেফাজতে আছে।

ও গোলাগুলী রাখার ষড়যন্ত্রের বিচার

গত শুক্রবার আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালের অস্ত্র ও গোলাগুলী প্রভৃতি রাখা ও সংগ্রহ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখার্জ্জী, মণীন্দ্রলাল সেন এবং সুবোধেন্দু দাস গুপ্তের মামলার বিচার আরম্ভ হয়।

মিঃ গার্লিক (২৪ পরগণার জিলা ও দায়রা জজ) স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট এবং রায় বাহাদুর এন, কে, বসু ও মৌলবী আমিনুজ্জামান কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখার্জ্জী কালীঘাট "তরুণ সঙ্ঘের" সেক্রেটারী, বাসস্থান ৪০ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, (কালীঘাট)। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল সেন ওরফে মণিমোহন সেন একজন উকীল তাঁহার নিবাস সিরাজদিয়া থানার অন্তর্গত মধ্যপাড়ায় শ্রীযুক্ত সুবোধেন্দু দাস আসামের চা কর তিনি কখনও পূর্ণিয়া, কখনও পাটনায় অবস্থান করিতেন।

সরকার পক্ষে রায়বাহাদুর এন, এন বাস মামলার উদ্বোধন করেন। কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। শনিবার দিবসও পুনরায় শুনানী হইবে।

'লোকমান্য' পত্রিকার সম্পাদকের মামলা

হিন্দী "লোকমান্য" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর ত্রিপাঠী গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য রাজদ্রোহ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার হইতেছে।

আগামী সোমবারে এই মামলার রায় বাহির হইবে।

লবণ আইন ভঙ্গের সাহায্য

লবণ আইন ভঙ্গে সাহায্য করার অভিযোগে উক্ত সম্পাদকের নামে যে আর একটি মামলা চলিতেছে তাহারও শুনানী হইয়া গিয়াছে। বি, সি, চাটার্জ্জী সওয়াল জবাবে বলিয়াছেন, সম্পাদক কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া নোটিশটি ছাপিয়াছিলেন লবণ আইন ভঙ্গ করিতে তিনি কোন ইঙ্গিত দেন নাই বা ঐ নীতি তিনি সমর্থনও করেন নাই।

আগামী সোমবারে মামলার রায় বাহির হইবে।

ফরাসী মন্ত্রী সভার উপর আস্থা

চেম্বার অব দেপুটিস ৩১১-২৫৮ ভোটে ল্যাভাল মন্ত্রী সভা আস্থাসূচক প্রস্তাব

খলিসাকোটায় প্রভাত ফেরী

প্রকাশ শ্রীমতী কালীতারা দেবী এবং শ্রীযুক্তা নীরদা সুন্দরী দেবীর নেতৃত্বে বালক ও বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকা কর্ত্তৃক গঠিত এক প্রভাত ফেরী খলিসাকোটা হইতে বাহির হইয়া জাতীয় সঙ্গীতসহ প্রত্যহ সকালে গ্রাম্য পথ টহল দিয়া বেড়াইতেছে। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া এই কাজ চলিতেছে।

কংগ্রেস কমিটীর মহিলা কর্ম্মীদের চেষ্টায় এখানে পূর্ব্বের অনেক চরকার প্রচলন হইয়াছে, খদ্দরের চাহিদাও খুব বাড়িয়াছে।

মজঃফরপুরে

এখানকার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অভেদেশ্বর প্রসাদ সিং পাটনায় যাইবার পথে সোনপুরে ধরা পড়িয়াছিলেন। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁহার বিচার হইয়াছে। তিনি ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বল্লভপুরে পুলিশ
সুরেন মুখার্জ্জী গ্রেপ্তার

গত ২৯শে জানুয়ারী পুলিশ বল্লভপুরের "রবীন্দ্র আশ্রমে"র নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝির বাড়ী ঘেরাও করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জীকে গ্রেপ্তার করে। সুরেন বাবুকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ অজ্ঞাত।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র আহত
বরিশালে প্রতিবাদ সভা

গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার পুলিশের লাঠিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আহত হওয়ায় ২৯শে তারিখে বরিশাল বার এসোসিয়েশনের এক সভায় পুলিশের আচরণের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বরিশাল মোক্তার বারের সদস্যগণও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বাধীনতা দিবসের জের
টাউন হলে বিরাট জনসভা

গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস শোভাযাত্রা সম্পর্কে গড়ের মাঠে পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য শনিবার (৩১শে জানুয়ারী) অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকগণের এক বিরাট সভা হয়। সভা আরম্ভের জন্য যে সময় ঘোষিত হইয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বেই হলটি সকল শ্রেণীর জনপ্রতিনিধিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ইহা হইতেই ২৬শে, জানুয়ারী তারিখের গড়ের মাঠের শোচনীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদের মনোভাব কিরূপ তাহা সূচিত হইয়াছিল।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ
তিনজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

কুমিল্লা জিলা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল, কেদারমোহন দাস এবং মাধব নাথ শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সম্পর্কে মিছিল ও সভা করিবার জন্য ঢাক পিটাইয়া দিয়াছিলেন এই জন্য গত ২৯শে তারিখে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মেহার মেলায় রোগীর সেবা

ডাক্তার এম, দাসগুপ্ত বি এস সি, এম্ বি ডাঃ জি, গাঙ্গুলী এল্ এম্ এফ, ডাঃ এইচ ভট্টাচার্য্য এইচ এম বি, এবং আরও পাঁচজন কর্ম্মী ত্রিপুরা মেডিকেল রিলিফ সোসাইটী কর্ত্তৃক মেহার মেলায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। মেলায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাঁহারা প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

তন্তুবায়দের সহিত মীমাংসার কথাবার্ত্তা ব্যর্থ

তন্তুবায়দের সহিত মালিকদের যে বিরোধ চলিতেছে সে সম্বন্ধে মীমাংসার কথাবার্ত্তা সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের নেতারা ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

তন্তুবায়দের প্রতিনিধিগণ আপাততঃ মীমাংসার আর কোন কথাবার্ত্তা হইবে না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃত্যুদণ্ড রহিতের প্রস্তাব

গত ৩০শে জানুয়ারী কমন্স সভায় হোম সেক্রেটারী মিঃ জে, আর ক্লাইনেস্ বলেন যে, মৃত্যু দণ্ডরহিতের জন্য যে সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার রিপোর্ট অনুসারে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করেন না।

উক্ত রিপোর্টে আপাততঃ ৫ বৎসরের জন্য মৃত্যুদণ্ড রহিতের প্রস্তাব করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর· ২০শে মাঘ, মঙ্গলবার-১৩৩৭

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশ বর্ষ মাত্র গৃহে অবস্থান করিয়া পিতামাতার নয়নানন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষান্তে অতীর্থ-স্থানসমূহকে তীর্থীভূত করিবার বাসনায় বিবিধ তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার মধ্য খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

কিছুদিন পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু জনক-জননী তাঁহাকে স্নেহপাশে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। নিতাইএর তিলমাত্র অদর্শনও পিতামাতার নিকট যুগপ্রায় বোধ হয়। কৃষিকার্য্য অথবা অন্য কোন কারণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইলে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত অন্তরে নিত্যানন্দবদনপানে তাকাইতে থাকেন। সে মুখচন্দ্র দর্শন করা ব্যতীত যেন আর কোন কাজে তাঁহার মন যায় না। যাত্রা-কালে শত সহস্রবার আলিঙ্গন করিতে থাকেন। নিত্যানন্দ যেন তাঁহার প্রাণ, তিনি মাত্র দেহ।

এইরূপভাবে পিতামাতার স্নেহনীড়ে যখন বাল্য-কৈশোর-লীলা অতিক্রম করেন, তখন একদিন একজন সন্ন্যাসী হাড়াই ওঝার গৃহে অতিথি হন। নিত্যানন্দ-পিতা হাড়াই পণ্ডিত তাঁহাকে পরম সমাদরে ভিক্ষা করাইয়া কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সহিত জাগিয়া কাটাইলেন। প্রভাতে গমনকালে সন্ন্যাসী হাড়াইয়ের নিকট একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে নিজ সঙ্গে লইবার প্রার্থনা জানাইলেন।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-শ্রবণে হাড়াই পণ্ডিত অন্ধকার দেখিলেন। নয়নমণি নিত্যানন্দকে না দেখিলে ক্ষণমাত্রও বাঁচিবেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—সন্ন্যাসী নিতাইকে ভিক্ষা চাহিয়া আমারই প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছেন। নিত্যানন্দকে ছাড়িয়া দিলে প্রাণধারণ করা অসম্ভব; না দিলেও সন্ন্যাসীর প্রত্যাখ্যানে সর্ব্বনাশ আশঙ্কা। পূর্ব্বে রাজা দশরথের নিকট বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলে রাম-বিহনে তাঁহার প্রাণ বাঁচিবে না জানিয়াও অতিথি প্রত্যাখ্যানে অনিচ্ছুক হইয়া রামচন্দ্রকে দিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ সেই দশা উপস্থিত।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারই বা বিপরীত স্বভাব হইবে কেন? তিনি চিন্তা করিতে করিতে পত্নীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পতিব্রতাশিরোমণি পদ্মাবতী উত্তর করিলেন,—"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই মোর কথা।" হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীর নিকট অবনত মস্তকে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিলেন।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী-সহ প্রস্থান করিলে হাড়াই ওঝার যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। নিতাই অন্তরালে গমন করিবামাত্র হাড়াই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বিলাপ করিতে করিতে তিন মাস যাবৎ অন্ন গ্রহণ না করিয়া জড়প্রায় হইয়া বিহ্বলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেবল চৈতন্যকৃপায় জীবন রহিল। এত অনুরাগ যাঁর প্রতি, তিনি কেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন? উত্তর এই যে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ইহাই স্বভাব। স্বামিহীনা আত্মীয়শূন্যা জননী দেবহূতিকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া ভগবান কপিলদেব নিরপেক্ষভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের ন্যায় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবধূতবর শ্রীশুকদেব প্রব্রজ্যায় গমন করিয়াছিলেন। শচীর ন্যায় জননী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় ভার্য্যাকে নিঃসহায়-অবস্থায় গৃহে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের এসকল অচিন্ত্য লীলা বুঝে কাহার সাধ্য?

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া বিবিধ তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। প্রথমেই তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করেন। তৎপরে বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ দেখিয়া মথুরায় তাঁহার দ্বাপরযুগীয় আবির্ভাব-ভূমিতে গমন করিলেন। তথা হইতে যমুনার বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করেন। পরে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। গোকুলে নন্দগৃহ দেখিয়া তথায় বিস্তর রোদন করিলেন। অতঃপর শ্রীমদনগোপালকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুরী চলিলেন। হস্তিনায় বলরাম-কীর্ত্তি দেখিয়া সেবকাভিমানে 'ত্রাহি হলধর' বলিয়া নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন।

তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বারকায় আসিলেন ও সমুদ্রে স্নান করিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে সিদ্ধপুর, মৎস্য-তীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শন-তীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, নৈমিষারণ্য দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রভূমি অযোধ্যা গমন করিলেন। রামজন্মস্থান দর্শন করিয়া ভাবাবেশে বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। তৎপরে গুহকের রাজ্য শৃঙ্গবেরপুরে গিয়া ত্রেতাযুগীয় পরমভক্ত গুহকের নাম শ্রবণমাত্র মহামূর্চ্ছায় তিন দিন অচেতনপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। যে যে বনে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিয়াছিলেন, তত্তৎস্থানে গমন পূর্ব্বক মহাপ্রেমাবেশে শ্রীরাম-বিরহে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

তথা হইতে সরযূ ও কৌশিকীতে স্নান করিয়া পুলস্ত্যাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণতীর্থ, মহেন্দ্রগিরি, গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার, পম্পা, ভীমরথী, গোদাবরী, বেণ্বা, বিপাশা, মাতুলা, ও শ্রীপর্ব্বতে গেলেন। এখানে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরূপে মহেশপার্ব্বতী বাস করেন। তাঁহারা নিজ ইষ্টদেবকে চিনিতে পারিয়া পরম সন্তোষে তথায় ভিক্ষা করাইলেন। পরমা বৈষ্ণবী পার্ব্বতী দেবী নিজহস্তে পাক করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ভোজন করাইলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু হাসিয়া উভয়কে নমস্কার পূর্ব্বক দ্রাবিড়, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম্, হরিক্ষেত্র, ঋষভ পর্ব্বত, মাদুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয় পর্ব্বত ও বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। পরম নির্জ্জন স্থান বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণাশ্রমে দিনকতক অবস্থান করিয়া শ্রীব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাশে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভিক্ষা দিলেন। প্রভুও ব্যাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বৌদ্ধালয়ে গেলেন। তথায় বৌদ্ধগণকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন উত্তর না দেওয়ায় প্রভু তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কৃপা করিলেন। বৌদ্ধগণ হাসিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর কন্যাকুমারী, দক্ষিণ সাগর, অনন্তপুর, পঞ্চাপ্সর সরোবর, গোকর্ণ, কেরল, ত্রিগর্ত্ত, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী, রেবা, মাহিষ্মতীপুরী, মল্লতীর্থ ও সূর্পারক দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং প্রেমাবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-ক্রমে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের দর্শনে উভয়েই প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মূর্চ্ছা-দর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন,—

* * যত তীর্থ করিলাঙ
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হৈল জীবন॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯ম অঃ)

অর্থাৎ তিনি জানাইলেন যে মহাভাগবতের দর্শন, স্পর্শন, সেবাদির দ্বারাই সমস্ত তীর্থস্থানের ফল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হৃদয় হইতে যেন আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি পুরীর শিষ্যগণ গুরুপ্রিয়জ্ঞানে শ্রীনিত্যানন্দে প্রীতিবিশিষ্ট হইলেন, পূর্ব্বে তাঁহারা বহু তীর্থযাত্রী দেখিয়াছেন, কাহারও কৃষ্ণপ্রেম না দেখিয়া দুঃখভরে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। আজ কৃষ্ণপ্রেমিকের সঙ্গলাভে সে দুঃখ দূর হইল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ উভয়েই কতকদিন কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে ভ্রমণ করিলেন। মাধবেন্দ্র মেঘ দেখিবা-মাত্র কৃষ্ণপ্রেমে অচেতন হইতেন। নিত্যানন্দ প্রভুও ভক্তিরস-মদিরাপানে মদমত্ত হইয়া সর্ব্বদাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেন। উভয়ে উভয়ের সঙ্গ ছাড়িতে চাহেন না। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বলিতেছেন,—

* * প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা॥
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেইস্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেইজনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥

এইরূপে শ্রীমাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের প্রতি নিজ প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও মাধবেন্দ্রের প্রতি গুরু-বুদ্ধি করিতেন। অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ সেতুবন্ধ ও শ্রীমাধবেন্দ্র সরযূতে যাত্রা করিলেন। উভয়েই কৃষ্ণাবেশে দেহ-বিস্মৃত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধ, ধনুস্তীর্থ, রামেশ্বর, বিজয়নগর, মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী, সিংহাচলম্, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মক্ষেত্র

প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীনীলাচলে আসিলেন। নীলাচলচন্দ্রের ধ্বজামাত্র দেখিয়াই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। আবার শ্রীজগন্নাথ দর্শন মাত্র পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকিলেন এবং কম্প-স্বেদ-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ হইতে লাগিল।

নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাসাগর দেখিয়া বৃন্দাবনে অযাচক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কখনও আহার করেন না, কেহ দুগ্ধাদি দিলে কদাচিৎ পান করেন। তাঁহার অন্তরের ভাব—স্বীয় প্রভু গৌরসুন্দর গুপ্তভাবে নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি নিজ লীলৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তল্লীলার সহায়তা করিবেন। যদিও তাঁহার প্রেম-প্রদান-শক্তি ছিল, তথাপি প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত তাদৃশ লীলাপ্রকাশে অনিচ্ছুক হইয়া মথুরায় বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইতে হইলে যেমন গৌরসুন্দরের কৃপা অপেক্ষা করিতে হয়; তেমনি শ্রীগৌরহরির পূর্ণ কৃপার আধার শ্রীনিত্যানন্দ। সংসার সাগর উত্তরণেচ্ছু ব্যক্তিরই শ্রীনিতাই-শ্রীচরণে অকপটে শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

আনন্দমোহন কলেজ হোষ্টেলে বক্তৃতা

বক্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ
বিদ্যাবিনোদ বি এ,

সকলেরর পাঠশালা, স্কুল ও কলেজে প্রতিবৎসরই মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বিশেষ সমারোহের সহিত সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে ছাত্রমণ্ডলী যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের প্যারাডাইজ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ এ বৎসর ঐ প্রকার অযথা আড়ম্বর না করিয়া যাহাতে প্রত্যেকের আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে আহ্বান করিয়া বেদ-বেদাঙ্গ-শ্রুতি-স্মৃতি-কীর্ত্তিত শুদ্ধ সনাতন সর্ব্ববাণীর আচার্য্য তিনটী বক্তৃতার ব্যবস্থা দ্বারা বাগ্দেবীর শ্রীচরণে যথার্থ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদক বিদ্যাবিনোদ প্রভুর কলিকাতায় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছাত্রবৃন্দ এবং কলেজকর্ত্তৃপক্ষের এই সচ্চেষ্টার উৎসাহ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ-সহ ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইয়া গত ৯ই মাঘ শুক্রবার 'সারদাপূজা', ১০ই মাঘ শনিবার 'যুগসমস্যা ও গীতার বাণী' এবং ১১ই মাঘ রবিবার 'সমন্বয় ও ভাগবতী বাণী' সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং ছাত্রমণ্ডলী ব্যতীত সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বক্তার সুপাণ্ডিত্যের ও সুসমাধানকারের এবং অকিঞ্চনের অধিকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) সজ্জনবর শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা ও সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা সকলের উপকার ও আনন্দ বর্দ্ধন করার নিমিত্ত শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দশচক্রে ভগবান্ ভূত

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত" বলিয়া একটী প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহাতে অনেকে মনে করেন যে, দশজন চক্রান্ত করিয়া স্বয়ং ভগবানকে ভূত বানাইতে পারে অর্থাৎ তাঁহাদের অধীনস্থ করিয়া যথেচ্ছ কার্য্য করাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজনক। যে ভগবান্ স্বেচ্ছায় ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি-প্রলয়াদি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কতিপয় অণুজীব মস্তিষ্কের আয়ত্তাধীন হইতে হইবে, একপ ধারণা পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্ন-লিখিত আখ্যায়িকাটি পাঠ করিলে আশা করি, সকলেই ঐ ভ্রান্তি দূর করিতে পারিবেন।

কোন দেশে ভগবান নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা-বত্তায় তত্রস্থ রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অমাত্যেরা তদ্দর্শনে ভগবানকে হিংসা করিতেন এবং তাঁহাকে কিরূপে বিতাড়িত করিতে পারিবেন, সর্ব্বক্ষণ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্ন করিতেন। একদিন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া দ্বার-রক্ষককে বলিলেন—"রাজার হুকুম, ভগবানকে আর রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।"

দ্বার-রক্ষী অমাত্যগণের আদেশে ভগবানকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে দিল না। রাজা ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে অমাত্যাদি সকলেই বলিয়া উঠিলেন যে, ভগবানের মৃত্যু হইয়াছে। রাজবৈদ্যও তাহাতে সাক্ষ্য দিলেন। তখন রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজাকে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইতে দেখিয়া ভগবান রাজার সহিত দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু বহু অনুচর-পরিবেষ্টিত রাজার নিকট গমন করা সহজসাধ্য নহে জানিয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্ আমিই আপনার ভগবান পণ্ডিত।" রাজা উহা শুনিয়া শব্দ অনুসরণ পূর্ব্বক বৃক্ষোপরি দৃষ্টিপাত করিলে অমাত্যবর্গ রাজাকে জানাইলেন, "ভগবান মরিয়া ভূত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহাকে বড় ভালবাসিতেন কিনা, তাই আপনার আসক্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন।"

রাজা পারিষদগণের পরামর্শে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিলে ভগবান্ পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—হায়! হায়! আজ দশচক্রে পড়িয়া জীবন্ত আমাকে ভূত হইতে হইল!

প্রতিবাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-সমূহ অগাধজলসঞ্চারী রোহিত মৎস্যের ন্যায় সদ্গুরুচরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ব্যতীত সহসা কেহ জানিতে পারে না।

তবে কেন শর্ম্মামহাশয় কোন বৈষ্ণব মহাজন অর্থাৎ সদ্গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ না জানিয়া অল্পজলের শফরী মৎস্যের ন্যায় ফর্ ফর্ করেন—মোহান্ধ হইয়া নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্য ও বাহাদুরী দেখাইতে যান।

শৃগালের ন্যায় কুটিল বুদ্ধিই শূদ্রের ধর্ম্ম, অনায়ার ধর্ম্ম, অনার্য্যের ধর্ম্ম, আর আর্জ্জবতা অর্থাৎ সরলতাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। যুক্তিপূর্ণ দাসত্ব করিয়া শর্ম্মা মহাশয় কেন ব্রহ্মণ্যদেবে জলাঞ্জলি দিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না। কোন ভক্ত সাহিত্যিক গাহিয়াছেন;—

"হরিদ্রার চারুরূপ যদি হয় কালো।
জোনাকী যদ্যপি দেয় চন্দ্রকার আলো॥
(মামলায় আমলা ঘুষ যদি ছাড়ে)
হাকিম যদ্যপি ছাড়ে বিচারের ছল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
পিপড়ের পিঠে যদি ফুটে শতদল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
* * *
(এইরূপ) ধরাতলে নরাধম খল আছে যত।
ঠিক তারা উই আর ইঁদুরের মত॥
কোন মতে আপনার ইষ্ট লাভ নাই॥
পরের অনিষ্ট হবে খুঁজে সদা তাই॥

শর্ম্মা মহাশয় কি উক্ত খলের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন কিম্বা কীর্ত্তনীর সূচের ছিদ্র দর্শনের ন্যায় নিজেকে নিশ্ছিদ্র মনে করেন? অহো! কলিতে অসম্ভবও সম্ভব বলিয়া মনে হয়!

শর্ম্মা মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রৌতপথ,—(মহাজনপথ) অবজ্ঞা করিয়া যাহা জানিয়াছেন, সে সমস্তই ভ্রম, প্রমাদাদি-সম্ভূত, কারণ—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

তাই শাস্ত্র বলেছেন, মহাজনপথে শরণ গ্রহণ না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত বা মতামত প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র। তবে মহাজন কে, তাহাও শাস্ত্র-প্রমাণে নির্ণীত না হইলে, পরিণামে মনস্তাপেরই কারণ হয়। কোন্‌টী স্বর্ণ কোন্‌টী পিত্তল, শাস্ত্ররূপ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তাহা নির্ণয় করা চাই। আসল ও নকলে, আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। কোন্‌টী মহাজন, কোন্‌টী অমহাজন, তাহা নির্ণয় করিয়া তবে মহাজনের পথে প্রপত্তি হইলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়। নতুবা নকলে প্রতারণা মাত্র। তাই, কোন্‌টি সদ্গুরু ও গুরুব্রুব সাধু ও অসাধু, সতীস্ত্রী বা কুলটা নারী লক্ষণের দ্বারা চিনিয়া লইতে হইবে, নতুবা রাবণের ন্যায় অসাধুর হস্তে পড়িয়া শুধু লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে। মহাজন বলিতে—পানের মহাজন, চালের মহাজন নহে; যেমন মাড়োয়ারের মহাজন শুঁড়ি, তদ্রূপ মহাজন নহে; শাস্ত্রে বলিয়াছেন, অষ্টাবক্র, জৈমিনি, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি মহাজন নহেন;—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

তবে মহাজন কাহারা? দ্বাদশজন মহাজন যথা,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ
কপিলো মনুঃ
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলি-
র্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং
ভাগবতং ভটাঃ
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং
যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-যাচিকা ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রাহ্মমাহ্নিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারার্থবর্ষণম্‌ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্‌ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বেদান্তম্‌ ।০
৬০। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্পক্ষ সমালোচক অকর্ম্মজ্ঞান... অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাস... পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্‌—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রা... (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-গ্রন্থ ও চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠী ও কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible]। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপ্রমদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্মাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মাধব [illegible]। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, [illegible] ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত [illegible], শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতীশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীভক্তিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র —

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্ব-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণধনজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দনন্দন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাস [illegible]।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) মোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীধাম"
গৌরগ্রাম— নবদ্বীপ

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে মাঘ ১৩৩৭ বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

এলাহাবাদে নেতৃ-সম্মেলন

অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপদেশ

দিল্লীতে রাউণ্ড টেবিল

মাদ্রাজে ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশের কার্য্যে নিন্দা

বড়লাটের 'বর্ম্মা' অর্ডিনান্স

কংগ্রেস সেক্রেটারী ও স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

এলাহাবাদে ব্রিটিশ সেনা

লাহোরে আবার বোমা—নয়জন গ্রেপ্তার

বোম্বাই নেতাদের দণ্ড

নানা কথা

এলাহাবাদে নেতৃ-সম্মেলন

১লা ফেব্রুয়ারী সকালে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দের বৈঠক চলে। বৈঠকে দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আলোচনার পরিণতি এরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় যে, কংগ্রেস শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু সর্ত্ত এই যে, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে, শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালাইতে দিতে হইবে। জনসাধারণকে লবণ তৈয়ার করিতে দিতে হইবে ও দমননীতির প্রত্যাহার করিতে হইবে। ওয়ার্কিং কমিটীর বোম্বাই অধিবেশনে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন চলিবে। অনেকের ধারণা এই যে, উক্ত ৪টী সর্ত্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি সুদূর-পরাহত।

অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপদেশ

১লা ফেব্রুয়ারী বৈকালে পুরুষোত্তম দাস পার্কে এক জনসভায় গান্ধীজী বক্তৃতা করেন। পুরুষোত্তম দাস পার্কটি এক বিরাট নর-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। এলাহাবাদে এরূপ বিরাট জনতা কেহ কখনও দেখে নাই। মহাত্মা গান্ধীকে অনেক কষ্টে একটী মঞ্চের উপর লইয়া যাওয়া হয়। মহাত্মা উহার বসিয়া নির্বিকার ভাবে তকলীতে সূতা কাটিতে থাকেন। সূতাকাটা সম্বন্ধে হাজার বক্তৃতা যে শিক্ষা দিতে পারিত না, মহাত্মা নীরবে মঞ্চে বসিয়া বিপুল জনতাকে সে শিক্ষাদান করিয়াছেন। মহাত্মা কিছুকাল অহিংসার আবশ্যকতা, সূতাকাটা ও তাঁতবোনা সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করেন।

বোম্বাইয়ের নেতাদের দণ্ড

বড়দিনের সময় যে সমস্ত নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। সকলকেই সংক্ষেপ আইনের ১৭ (১) ও (১৭) ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রথম অভিযোগের দরুণ ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক সপ্তাহের কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয় অভিযোগের দরুণ ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দণ্ডকাল এক সঙ্গে চলিবে।

নেতাদের সঙ্গে যে পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি চার মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দীক্ষিত, মেহের আলী, মেনন, মুলরাজ করসেণদাস, দাস্ত মহম্মদ আকেরি প্রভৃতি আছেন।

ভূতপূর্ব্ব 'স্বাধীনতা' সম্পাদকের মুক্তি

গত ৩১শে জানুয়ারী দমদমা স্পেশাল জেল হইতে ভূতপূর্ব্ব 'স্বাধীনতা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক বৎসর কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়াছেন। 'স্বাধীনতা'র কংগ্রেস সংখ্যায় দুইটী প্রবন্ধের জন্য ১১ই মার্চ্চ ও ১৪ই এপ্রিল তারিখে তাঁহার এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। উভয় দণ্ডই তিনি এক সঙ্গে ভোগ করিয়াছেন।

এলাহাবাদে ব্রিটিশ সেনা

গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যকে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাত্রেরা যাহাতে সৈন্যদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট শিক্ষা কমিটীর চেয়ারম্যানের উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন। কর-বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কেও এরূপ সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দিল্লীতে রাউণ্ড টেবিল

নূতন বড়লাটের অভিপ্রায়—

'মাদ্রাজ মেল' বলিতেছেন যে, নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন কার্য্যভার গ্রহণের পর দিল্লীতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রত্যাগত সদস্যদের এক সভা আহ্বান করিবেন। এই সভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকেও ডাকা হইবে। এই সভায় প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা আলোচনা করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

৪৭ জন সত্যাগ্রহীর বিচার

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. আর গোয়ালকার চিটাগাং-এর সত্যাগ্রহ মামলায় যে ৪৭ জন ব্যক্তির দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। বেদক এবং বেদেরকার ব্যতীত সকল আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে সত্য, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। এই দুই আসামীই উকীল। ইঁহাদের বিরুদ্ধে ১২০ (১) (ষড়যন্ত্র) ধারার চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট সকল আসামীকেই সোমবার দিন সেসনে সোপর্দ্দ করিবার হুকুম দেন।

চার্জ্জ গঠন কালে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, বেদক ও বেদেরকার ছাড়া সকল আসামীই ডাকাতি করা, সরকারী কর্ম্মচারীদের আঘাত করা এবং হত্যা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত একটী বে-আইনী সমিতির সভ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া তাহারা গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ দাঙ্গাহাঙ্গামা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গাছ কাটিয়া অন্যায়োচিত কাজ করে, কেহ কেহ পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে আঘাত করে, কয়েকজন আবার সজ্ঞানতাই তিনজন কনষ্টেবল এবং একজন বন রক্ষকের প্রাণনাশ করে। ইহা ছাড়াও কয়েকজন আসামীর উপরে ব্যক্তিগতভাবে আরও কতকগুলি অভিযোগ গঠিত হইয়াছে।

বড়লাটের 'বর্ম্মা' অর্ডিন্যান্স

মাননীয় ভারতের বড়লাট ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের দমনের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ ৩১শে জানুয়ারী একটী বর্ম্মা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। থারাবাড়ি বিদ্রোহের সঙ্গে বাঙ্গালার বিপ্লবীদের সম্পর্ক ও ষড়যন্ত্র আছে বলিয়াই এই অর্ডিনান্স জারি করা হইল।

ইহা বড়লাটের প্রবর্ত্তিত ১৯৩১ সনের ১নং অর্ডিনান্স; ইহা ব্রহ্ম ফৌজদারী আইনের সংশোধক অর্ডিনান্সকে অতিক্রম এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রবর্ত্তিত হইবে।

১২টী অর্ডিন্যান্স

বড়লাট লর্ড আরউইন এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ১২টি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন—

(১) বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স।

(২) লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা অর্ডিনান্স।

(৩) প্রেস অর্ডিনান্স।

(৪) পিকেটিং অর্ডিনান্স।

(৫) প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্স।

(৬) অননুমোদিত সংবাদপত্র নিবারক অর্ডিনান্স।

(৭) শোলাপুর সামরিক আইন অর্ডিনান্স।

(৮) বে-আইনী জনতা নিবারক অর্ডিনান্স

(৯) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অর্ডিনান্স

(১০) সংবাদপত্র ও অননুমোদিত সংবাদপত্র নিবারক নূতন অর্ডিনান্স।

(১১) প্ররোচনা নিবারক নূতন অর্ডিনান্স।

(১২) বর্ম্মা অর্ডিনান্স

উজীরপুর ডাকাতির জের আরও ৪জন যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা বেজগাঁও গ্রামের সরোজকুমার চক্রবর্ত্তী, জলাবাড়ীর মন্মথনাথ দাস, বাউকাঠীর নরেন্দ্র সেন এবং শিমুলীর ননীগোপাল সেন এই ৪জন যুবককে উজীরপুর থানার দামুয়া খালে নৌকায় দেখিতে পাইয়া গ্রামের লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং গত ২৯শে তারিখ তাহাদিগকে গ্রামবাসীরা ধৃত করিয়া উজীরপুর থানায় লইয়া যায়, সম্প্রতি উজীরপুর থানায় যে সকল ডাকাতি হইয়াছে তৎসম্পর্কে থানায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, সরোজ ও নগেন্দ্র ফেরারী আসামী সরোজকে ধরার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। আর নগেন্দ্র ফিরোজপুর হইতে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর হইতে ফেরার আছে। গত শুক্রবার তাহাদিগকে সদরে চালান দেওয়া হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ননীর পিতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের সহরস্থ বাড়ী খানাতল্লাস করা হইয়াছে। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

কুমিল্লায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কল্পে কুমিল্লায় একটি সভা ও মিছিল হইবে, এই কথা ঢোল সহরৎ দ্বারা প্রচার করায় জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন দাস এবং মাধব নাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সেক্রেটারী ও স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

চণ্ডীকোণার স্বেচ্ছাসেবকদের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ১৪৭ ও ৩৪২ ধারা অনুসারে দীর্ঘকাল যাবত যে মামলা চলিতেছিল, গতকল্য তাহার রায় দেওয়া হইয়াছে। বিচারে চণ্ডীকোণা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস বর্ম্মণ এবং রাধাগোবিন্দ কর্ম্মকারের প্রতি ৪ মাস কঠোর কারাদণ্ড ও ৫০৲ জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আশুতোষ রায়, নগেন্দ্র নাথ সরকার, শশাঙ্ক চৌধুরীকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। মাখন বসু ও অমূল্য গোপের প্রতি ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫৲ করিয়া জরিমানা অনাদায়ে আরও এক সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা পুলিশের কার্য্যে নিন্দা।

গত বুধবার দিন গুদাম ষ্ট্রীট শ্রীযুত ব্যাসম প্রভৃতি নেতাদের উপর লাঠি চালাইয়া পুলিশ যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে তজ্জন্য স্বামী বেঙ্কটচলম চেট্টি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশের নিন্দাসূচক যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব ৬১-২৯ ভোটে গৃহীত হইয়াছে

প্রস্তাবক ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির নিকট একখানি আবেদনপত্র দাখিল করেন। এই আবেদন পত্রে উক্ত স্থানের একশত বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ীর স্বাক্ষর আছে তাঁহারা পুলিশের কার্য্যে অনুমোদন না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উহা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন।

প্রস্তাবক বলেন যে, ঐ কার্য্যের জন্য যে সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী দায়ী, তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

ডাক্তার পি সুব্বারায়ান প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রাখিতে হইলে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

স্বরাষ্ট্রসচিব পুলিশের কার্য্য সমর্থন করিয়া বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং ফলাফল সদস্য দিগকে জানাইবেন।

লাহোরে আবার বোমা নয়জন লোক গ্রেপ্তার

গত ৩১শে জানুয়ারী পুলিশ সীতাপতি বাজারে একটি বাড়ীতে হানা দেয়। কয়েকঘণ্টা খানাতল্লাস করিয়া বোমা প্রস্তুতের উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। এই বাড়ী হইতে ২ জনকে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ বোমা প্রস্তুতের উপযোগী দুইটি নারিকেলের খোল, কিছু পরিমাণ পটাশ, গন্ধক এবং অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ পাইয়াছে।

কনেষ্টবল মারপিটের মামলা আসামীদের ৬মাস কারাদণ্ড

গত ২৯শে জানুয়ারী গোপালগঞ্জে কনষ্টেবল মারপিটের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আসামী সুধীরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে ৬মাস ও ৩৩২ ধারা অনুসারে ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে এবং অপর ৩জন আসামীর প্রত্যেককে ৬মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, গত ৬ই ভাদ্র রাত্র ৩টার সময় লালমোহন চৌধুরী নামক একজন বীটের কনষ্টেবলকে আসামীরা এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা মারপিট করে।

পিকেটিংয়ে মহিলা কর্ম্মীদের কারাদণ্ড

শ্রীযুক্তা সুষমা দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্তা কাঞ্চন দেবী, শ্রীযুক্তা ব্রজকিশোরী দেবী শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দেবী, শ্রীযুক্তা গঙ্গা দেবী, শ্রীযুক্তা কৈলাসকুমারী বর্ম্মণ, শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এচ কে, দের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্তা হইয়াছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ১০০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই জরিমানা না দিয়া জেলে গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ২১শে মাঘ, বুধবার - ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর শ্রীএকায়ন মঠ হইতে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে উৎসবের দুই দিবস পূর্ব্বে সমাগত হইয়াছিলেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভু ও ভক্তবৃন্দ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ আশ্রম হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ গিরিমহারাজ ও সুন্দরানন্দ প্রভু, কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীপাদ যশোদানন্দ ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রভৃতি এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবের দুই দিবস পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শান্তিপুরে কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করেন এবং প্রভুপাদের শ্রীধামে অবস্থিতি সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে আগমন করেন। তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া সাধনভজনের গূঢ়-রহস্য বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং তাহার যথাযথ সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়ায় ও অভিমর্ত্ত্য পুরুষবরের দর্শন-সান্নিধ্যে নিজেকে সৌভাগ্যান্বিত ও কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

ঢাকা ৯০ নম্বর নবাবপুর রোড হইতে ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহোদয় গত ২ জানুয়ারী তারে জানাইতেছেন,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর আন্তরিক যত্নে ও ব্যবস্থায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে; শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভক্তিগ্রন্থ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ ও দর্শকবৃন্দকে পরম যত্নে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ভক্তিভূষণ মহোদয় আগামী শনিবারে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজায় যোগদান করিবেন।

বক্তৃতার চুম্বক

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

বিষয়—'শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় অনুচরবর্গ'

কাল—২৯শে পৌষ ১৩৩৭, রবিবার

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সমবেত মাননীয় সুধীমণ্ডলী, সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাদের নিকট এক আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি, যেন শ্রীচৈতন্যের অনুচরবর্গের অহৈতুকী কৃপা মাদৃশ অধমের প্রতি বর্ষিত হ'য়ে তাঁদের চরিত্র-গাথা বর্ণন করবার যোগ্যতা সম্পাদন করে। গত সপ্তাহে শ্রীচৈতন্যের অনুচরবর্গের সম্বন্ধে একটা দিগ্‌দর্শন করা হ'য়েছিল। আজ আমি তাঁদের সম্বন্ধে কিছু পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করবার চেষ্টা কর্‌ব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার অনুচরবর্গের একটা বৈশিষ্ট্য এই, তাঁরা জগতে যেভাবে দৈনিক প্রাত্যহিক জীবন প্রদর্শন করেছেন, তাতে পরব্রহ্মের সেবার ঐকান্তিকতা তাঁদের জীবনের সমগ্রতাকে আত্মসাৎ করেছে। তাঁদের চলন, কথন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, যাহা কিছু চেষ্টা একটা একাগ্র ঐকান্তিকতাময়ী। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের চেষ্টা ন্যূনাধিক অনেক স্থলে দেখা যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুচরবর্গের বৈশিষ্ট্য এই সেকালে তাঁরা যে জীবন যাপন করেছেন, তাতে আংশিক ভাব নাই অর্থাৎ পারমার্থিকতা তাঁদের জীবনকে ওতপ্রোতভাবে আত্মসাৎ করেছে। এমন কোন কার্য্য নাই যাতে তাঁদের দ্বারা ভগবানের প্রীতি সম্পাদন না হচ্ছে অর্থাৎ ভগবান যাতে সম্পূর্ণ সুখী হন, তজ্জন্য তাঁদের ঐকান্তিকী চেষ্টা। আমরা যদি দুর্নৈতিক না হই, তা হ'লে আমাদের অভিভাবক বা ধর্ম্মবক্তা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ যেটা সম্পূর্ণভাবে চান, তাঁহারা ষোল আনা বা ততোধিক সমগ্র চেষ্টা দ্বারা তাহা সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান যুগের পারিপার্শ্বিকতায় আমরা যেরূপ অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, তাতে আমরা উহা সম্পূর্ণ না বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু এমন একটা দিন আসবে, আমরা বুঝব যে, ভগবানের আংশিক প্রীতিদ্বারা প্রেমা লাভ হয় না। প্রেমা জিনিষটা এমন, যাতে ভগবান বলেন, আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি, তা ত' আমি প্রতিশোধ দিতে পারবই না, বরং ঋণী হ'য়ে থাকব; ভগবান্ সেবকের নিকট আত্মবিক্রয় ক'রে থাকেন, এমন একটা জিনিষ প্রেমা। উহা শ্রীশ্রীচৈতন্যের অনুচরবর্গের মধ্যে দেখতে পাই।

শ্রীচৈতন্যের চরণে যাদের আনন্দ হ'য়েছে। তাঁদের যে সেবাচেষ্টা, তাঁদের যে বৈরাগ্য, তার তুলনা জগতে নাই। কোটি কোটি বৈরাগ্য জগতে থাকে থাকুক। ভারতে বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, জগতের যারা মহামানব মনীষী বলিয়া প্রখ্যাত, তাঁদের কি বৈরাগ্য? বৈদেশিক লোক পর্য্যন্ত ভারতের বৈরাগ্য দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যান —এই প্রকার কোটী কোটী বৈরাগ্য থাকে থাকুক, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচরবর্গের বৈরাগ্য জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীল রূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়ে ব'লেছিলেন,—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" অর্থাৎ মোক্ষকামিগণ কর্ত্তৃক মায়িক বুদ্ধিতে হরিসেবানুকূল বস্তুসমূহ পরিত্যাগের নামই ফল্গু বৈরাগ্য। জগতের যত ভোগ্যবস্তু আছে, তাহা ত্যাগ করলে আমরা বৈরাগী ব'লে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি। ভার্য্যা, মাতা, পিতা, ধন, সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করলে জগতের মতানুসারে বৈরাগ্য নাম হয়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন—এটা ফল্গু বৈরাগ্য। আপনারা ফল্গুনদী দেখেছেন, ফল্গু অর্থে ভিতরে এক প্রকার ও বাহিরে অন্য প্রকার। আমরা যখন এই দৃশ্যজগতের বস্তুসমূহকে অসুন্দর ব'লে প্রাপঞ্চিক মনে করি—যখন আমরা 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ' এই প্রকারের বিচারের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু সমূহকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাই, তখন সেটা হয় আমাদের পক্ষে ফল্গুত্যাগ। ভার্য্যা, পুত্র প্রভৃতি আমাকে নিত্য আনন্দ প্রদান করতে পারে না—মন যেহেতু থাকে না, সেইহেতু স্ত্রীপুত্রধনাদির প্রতি ক্রোধ ক'রে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। এই যে ক্রোধের ভাব, এটা আসক্তিরই আর একটা দিক। 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।' আমি আপনার নিকট দশ টাকা চাইলে আপনি না দিলে আমার কামের অতৃপ্তি হেতু ক্রোধ এসে উপস্থিত হয় এবং সেই ক্রোধের বশে আমি বলি,—টাকা আমি চাই না। এইরূপভাবে যে ত্যাগ, তাকেই বলে 'ফল্গুত্যাগ' বা ফল্গু বৈরাগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর ভক্তগণকে বল্লেন,—কোন জিনিষ ত্যাগ বা ভোগ করতে নাই। তা করতে গেলে তার দাস হ'য়ে পড়তে হয়। যেমন, আমি চাই,—আমার পুত্র আমার অনুগত হয়ে আমার সেবা করুক, আমার স্ত্রী আমার পরিচর্য্যা করুক, তাদের সেবা ইত্যাদি নিতে গি'য়ে আমাই বাস্তবিক তাদের সেবক হ'য়ে পড়ি। ধন কোন সময় চ'লে যায়, এই জন্যই সিন্দুকের চাবিটা আমাকে খুব সাবধান ক'রে রাখতে হয়, ধন পাহারা দিবার জন্য রাত্রে আমার ঘুম হয় না। ধনকে ভোগ করতে চাই ব'লে তাকে পাহারা দিতে হয়। এইরূপ জগতের প্রত্যেক জিনিষ ভোগ করতে চাইলে তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'য়ে যাই। আমার পায়ের তলায় থাকে, সেই জুতাকে পায়ে দিব ব'লে আমাকে তার জুতাগিরি করতে হয়, তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়, তাকে ভাল রাখবার জন্য আমার কত না চেষ্টা করতে হয়। আমি চিরকাল জুতাকে আমার অধীনে রাখ্‌তে পারতাম, উহা যদি আমিত্ব না হত, যেহেতু জুতা আমাকে প্রীতি উৎপাদন করতে পারছে না, তজ্জন্য তাকে ত্যাগ করি। এই ত্যাগের দ্বারা জুতার প্রতি আমার প্রচ্ছন্ন আসক্তির ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। মহাপ্রভু বল্লেন,—জুতা তোমার ভোগ বা ত্যাগ করবার বস্তু নাই। উহা যদি সত্যই ভগবানের সেবায়

লাগাতে পারে, তবেই উহার সদ্ব্যবহার হ'লো।

জুতা একটী অপবিত্র জিনিষ, উহা ভগবানের সেবায় লাগ্‌তে পারে, একথা শুনে, হয়তো অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে পারেন। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যদি কোন কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে যেতে হয়, সেখানে যদি আমি জুতা ফেলে দিয়ে খালি পায়ে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ চল্‌তে থাকি, তা'হলে কণ্টকে আমার পা ক্ষতবিক্ষত ক'রে ভগবানের সেবার বিঘ্ন উৎপাদন করবে। এ অবস্থায় যদি আমি জুতা পায়ে দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ অল্পসময়ে ও অক্ষত পদে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অতিক্রম ক'রে যথাস্থানে উপস্থিত হ'য়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হই, তা'হলে ঐ জুতার ত্যাগ বা ভোগ কিছুই হ'লো না, অধিকন্তু তা'দ্বারা ভগবানের সেবার অনুকূল কার্য্য হ'য়ে গেল। এইরূপে জগতের প্রত্যেক বস্তু যদি ভগবানের সেবার অনুকূল হয়, তা হ'লে আর আমাদিগকে হরিসম্বন্ধী কোন দ্রব্যই ত্যাগ ও ভোগ কর্‌তে হয় না।

ইষ্টগোষ্ঠী

আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটীতে অধ্যয়ন করি। আমার বাসস্থান ছিল ঢাকা হলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এখানে তিনটী সুবৃহৎ হোষ্টেল আছে। ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং মোস্লেম হল। সুবৃহৎ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংয়ের দ্বিতলে মোস্লেম হল; একতালায় ক্লাশ বসে; এখন মোস্লেম হলের নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড সৌধ প্রস্তুত হইতেছে। ঢাকা হলের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটীর পর পারে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেল।

যেদিন বুড়ীগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্কে গেরুয়াধারী অল্প বয়স্ক বালকটীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, সেদিন শুক্রবার ছিল; শনিবার আমার মাত্র ১২—১টা একঘণ্টা ক্লাশ। শুক্রবার নদীর ধার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটে বসিয়া ঐ বালকটীর কথা চিন্তা করিতেছি; এই ভাবে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মল নভোমণ্ডলের প্রায় মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সমভাবে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালা বিকিরণ করিতেছেন, পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে ঐ কিরণ-রাশি প্রতিফলিত হইয়া জলকে গলিত রূপা খাঁটি সোণার বর্ণে পরিণত করিয়াছে এবং পুষ্করিণীর নিম্নভাগে তারকারাজি-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত আর একটী নবীন নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাকে অনিমেষনেত্রে পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া থাকিতে লক্ষ্য করিয়া আমাদের কলেজ হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক (Professor) মহোদয় তাঁহার দ্বিতল প্রকোষ্ঠ হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—ওহে অমল, এতক্ষণ বাহিরে বসিয়া আছ কেন? অত ভাবুক হইলে চলিবে না। শিশির পড়িতেছে, শীঘ্র ভিতরে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়। আমি তখন উপরে যাইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়কে বলিলাম—Sir, আজ একটী বালক ব্রহ্মচারীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, ততটুকু বালকের মুখে যে প্রকার বিচারপূর্ণ কথা শুনিয়াছি, তাহাতে অবাক হইয়াছি। আগামী কল্য পুনরায় বেলা ২টার সময় উঁহার সহিত আমার আলাপ হইবে। উঁহাদের মঠ এস্থান হইতে বেশী দূরে নহে, ১০।১২ মিনিটের পথ, আপনিও যদি একবার যান, তাহা হইলে উঁহাদের স্বামিজীর সহিত আপনার বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে আলাপ হইতে পারিবে। তিনি রবিবারে যাইবেন বলিয়া আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শনিবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় সাইকেলযোগে রওনা হইয়া ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন দিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৯০ নং নবাবপুর রোডস্থিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় সাইকেলে থাকিতেই কালীর বড় অক্ষরে লিখিত "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ" এই সাইনবোর্ডটী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং মঠে পৌঁছিতে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠটী একটী ত্রিতল অট্টালিকায় অবস্থিত। ত্রিতলে দুইটী প্রশস্ত হল এবং একটী ছোট প্রকোষ্ঠ আছে; দ্বিতলে ছোট বড় ৯টী ঘর আছে। নীচের তলায় পাকের এবং ভাণ্ডারের নিমিত্ত ৪টী ঘর এবং মহাপ্রসাদ সম্মানের নিমিত্ত দুইটী বিস্তৃত হল রহিয়াছে; তাহাদের দুই দিকেই খোলা বাঁধান প্রাঙ্গণ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের (রাস্তার সম্মুখস্থ) দ্বিতল গৃহে "শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-কান্তজিউ" আছেন; তৎ সম্মুখে পাঠ ও কীর্ত্তনের নিমিত্ত প্রকাণ্ড হল বিদ্যমান। আমি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দুই হলের আগমনে আরোহণ করিয়াই দেখিলাম হলের দেওয়ালের গাত্রে ত্রিপদী ছন্দে লিখিত নিম্ন লিখিত গানটী রহিয়াছে—

দুষ্টমন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

প্রতিবাদ

শ্রীবলাই শর্ম্মা পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের চাপরাস অর্থাৎ বেশ ও আদেশ লইয়া শাস্ত্রোক্ত বাক্য প্রচার করিতে বসিয়াছেন' না নকল মহাজনগণের জাল চাপরাস লইয়া প্রচার করিতে বসিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেইটুকু জানা আবশ্যক। কথায় বলে;—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"—একরূপ স্বয়ং সিদ্ধ কাজী হইলে চলিবে না, তাহার কথা কেহ শুনিবে না।

তা চাপরাস চাই বৈকি! তা সৎ সম্প্রদায়ের মহাজনদের (বেশ রূপ) চাপরাস এবং আদেশ চাই, অসৎ সম্প্রদায়ের নকল চাপরাস চলিবে না। তাহার কথা কেহ মানিবে না—সদ্‌গুরু মহাজনের অনুমোদিত হইলে সকলেই অম্লানবদনে মস্তক নত করিয়া শিরোধার্য্য করিবে। কেন না, আম্নায় বাণী,—আপ্তবাক্য, বেদবাক্য, সত্য বাক্য সকলেই মানিতে বাধ্য। যিনি তাহা না মানেন, তিনি অসুর-সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইবেন। তাই বলি, শর্ম্মা মহাশয় অগ্রিশর্ম্মা হইয়া যে অত গলাবাজি করিতেছেন, তাহার কথা শুনিবে কে?

তিনি কি জীবনে কোন মহাজনের অনুগমন করিয়া নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন? না তিনি কেবল গ্রাম্য-বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন?

যদি তিনি নিজে সত্য সত্যই ধর্ম্ম-আচরণ করিয়া থাকেন,"—তবে প্রচারের সময় তাহার "হৃৎকম্প" উপস্থিত হয় কেন? হৃদয়দৌর্ব্বল্য হয় কেন? তিনি প্রচারের পক্ষপাতী না হইয়া কেবল আচারের পক্ষপাতী হইতেছেন কেন? মহাজনবাক্যে কেন তিনি দোষ দর্শন করিতেছেন? এস্থানে শর্ম্মা মহাশয়ের সৎসাহস কোথায়, তাহার একটা সুমারী হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কেহ আচার করে, প্রচার করে না, কেহ প্রচার করে আচার করে না। কিন্তু তুমি আচার এবং প্রচার যুগপৎ দুইটী কার্য্য করিয়া আচার্য্য হও। আচার্য্যের কার্য্যই আচার করিয়া প্রচার করা। নতুবা নিজে আচরণ না করিয়া প্রচার করিলে, তাহার কথা কেহ শুনিবে না।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীবলাই শর্ম্মা মহাশয় কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রাম" ন্যায়ে বলিতেছেন;—শ্রীচৈতন্যদেবের পথ প্রচারের নহে—শুধু আচারের। তিনি উক্ত মহাজনের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া নিজের মনগড়া মত কেন প্রচার করিতে বসিয়াছেন? তাহার কারণ কি, অনুসন্ধান আবশ্যক।

অন্তঃশীলা (অন্তঃসলিলা) ফল্গুনদীর ন্যায় গুপ্ত, কুলু কুলু স্বনে গোপনে প্রবাহিতা, তাঁহার সেই কপটতার শীর্ণ রেখাটী সুধী সজ্জনমাত্রেই ধরিয়া ফেলিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

শ্রীবলাই শর্ম্মা আধ্যক্ষিক জ্ঞানে অশ্রৌতপন্থায় মহাজন-পথ অবজ্ঞা করিয়া নিজের জ্ঞান-গরিমা-বলেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে আচার ও প্রচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপেক্ষাও বেশী বুজরুক্ হইয়া অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের ন্যায় গুরুর উপর গুরুগিরি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পথ শুধু আচারের, প্রচারের নহে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাহা হইলে 'তৃণাদপি' শ্লোকের অর্থ বজায় থাকে। নতুবা প্রচার করিলে "প্রতিষ্ঠা" আসিয়া বৈষ্ণবতার লাঘব করিবে। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে উপদেশ দিতেছেন, তাহা এই;—

যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ)

তুমি নিজে গুরু সাজিতে যাইও না, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া আমারই মত শ্রীনামপ্রেমের মহিমা "প্রচার" করিবে, তাহাকে তোমার বিষয়-তরঙ্গ অথবা প্রতিষ্ঠা আসিয়া কখনও তোমাকে স্পর্শ করিয়া পতনের দিকে লইয়া যাইবে না।

আচার এবং প্রচারই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ। তাহার অনুগতজনবৃন্দ এইরূপেই প্রচার করিয়া থাকেন।

কেন না—
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

অর্থাৎ আমি যে নাম কীর্ত্তন করি, সেই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন সমস্ত ভূমণ্ডলে প্রচার হইবে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গযুক্ত, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বতজনের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীতে শ্রীনাম প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক- ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্জাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর প্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকপূজ্যবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীকেশবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল্‌,এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রান্ধবীদ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম ভীখ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ রেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশান্তিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম্. এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরপ্রাঙ্গ— নবদ্বীপ

Reg No. C154

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তমাত্রে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

কংগ্রেসের সংবাদ ... মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... ২২শে মাঘ ১৩৪৭ বৃহস্পতিবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১

নানা কথা

নদীয়ার সংবাদ
ব্যবসায়ীদের প্রতিজ্ঞা

নূতনবাজারে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ কতিপয় মহিলাসহ বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে, বিক্রেতাগণ আর বিদেশী আনয়ন করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায়, তথায় পিকেটিং বন্ধ করা হইয়াছে।

আমঘাটায় বস্ত্রের দোকান-সমূহে গত সপ্তাহ যাবৎ পিকেটিং চলিতেছিল। শুনা যাইতেছে যে, তথাকার ব্যবসায়িগণও স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

কলিকাতায় সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত

নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গত মঙ্গলবার প্রাতে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সহিত পাঞ্জাব মেলে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানায়। কলিকাতার ডেপুটী মেয়র শ্রীযুত রাজকুমার ..., হাওড়া মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন ও শ্রীযুত ললিত মোহন দাস, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, বিমলপ্রতিভা দেবী, সরলাবালা সরকার, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ও বিস্তর গুজরাটী মহিলা, বহু ছাত্র এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের লোকজন এই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করেন।

ট্রেণ আসিবার বহু পূর্ব্বেই বিস্তর ছাত্র এবং বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মুসলমান প্রভৃতি নানা সমাজের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ফুল ও ফুলের মালা লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ট্রেণ দেখা দিলে প্লাটফরমটি মুহুর্মুহু জাতীয় জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়।

যুত সেনগুপ্ত সস্ত্রীক প্লাটফরমে অবতরণ করিলে তাঁহাদিগকে বহু পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। দেশপ্রিয় নেতার দর্শনলাভের জন্য জনতা এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে, গোলমালের মধ্যে একটী বালক পদতলে পড়িয়া জখম হইয়া যায়। তৎপরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই ট্রেণে মৌলানা আবুল কালাম আজাদও আসেন।

নগর সংবাদ

কলিকাতায় সস্ত্রীক শ্রীযুত সেনগুপ্ত

ভীষণ ভূমিকম্প

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতি

চুঁচুড়ায় ডাকাতী

রাজবন্দীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারে পিতার অভিযোগ

একমাসে ৫১ জন গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমানে ১৪৪ ধারা—সদর মহকুমায় বক্তৃতা নিষেধ

শিখ জমাদার জীবন্ত দগ্ধ

পুত্রের অপরাধে পিতার বিপত্তি

অষ্ট্রেলিয়ায় ভীষণ ভূমিকম্প

অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলিংটন হইতে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে প্রকাশ, হেষ্টিংস সহরে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে ২১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের ফলে একটি হাসপাতাল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ধাত্রীদিগের বাসভবন পড়িয়া গিয়াছে ফলে কতিপয় গৃহবাসিনীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। সহরে আগুন লাগিয়া গিয়াছে এবং অর্দ্ধ সহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। নেরোনিকার সেনাপতি নেপিয়ার অঞ্চলে রক্ষার ভার লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশীই হইয়াছে। পলাতক লোকেরা জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

ওয়াইরোয়া হইতে ২ জনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-দ্বীপের কংক্রিট সেতু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতি

জানা গিয়াছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

করাচীতে আগামী কংগ্রেস

লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী বার্ষিক অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হইবে। সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি উহার নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন তারিখ পরে স্থির এবং প্রকাশ করিবেন।

বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটি

গত ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ভাইস প্রেসিডেন্ট অজিতলাল রায় এম্, বি'র সভাপতিত্বে অশ্বিনীকুমার হলে জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা ময়দানে পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ শোভাযাত্রাকারীদের উপর লাঠি চালাইবার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বর্দ্ধমানে ১৪৪ ধারা
সদর মহকুমায় বক্তৃতা নিষেধ

সদর মহকুমায় কোন বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়া শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়ের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

বরিশালের কর্ম্মীদের কারামুক্তি

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সতীন্দ্রনাথ দাস এবং ধীরেন্দ্রনাথ দাস ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারা এবং ১০৭ ধারা অনুসারে পটুয়াখালিতে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গত ২৯শে জানুয়ারী তাঁহারা বহরমপুর স্পেশাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

বড়বাজারে পিকেটীং

গত ২রা ফেব্রুয়ারী বড়বাজার অঞ্চলে বিভিন্ন কাটরায় বহু মহিলা ও পুরুষ পিকেট কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বহুসংখ্যক পুলিশকেও ঐ অঞ্চলে টহল দিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। গত সোমবার নিম্নোক্ত মহিলা তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়:—শ্রীমতী চপলা চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভাবতী দে ও শ্রীমতী পদ্মদলবাসিনী দত্ত. ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমতঃ বড়বাজার থানা, তৎপর লালবাজার হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। বাবু সীতারাম নামকে গত সোমবার বৈকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হাজতে ৪জন মহিলা

শ্রীযুক্তা সরযূ সেন গুপ্তা, কল্যাণী পাল, সুষমা সেন ও নলিনী গুপ্তা ১৯০৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন, গতকল্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ঐ মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মহিলাদের প্রত্যেককে ২০০ টাকার এক একটী জামীনে মুক্তির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। মহিলাগণ জামীন না দিয়া জেলে গিয়াছেন।

দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করায় গ্রেপ্তার

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ মল্লিক ষ্ট্রীটে দোকানদারগণকে দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করায় বালপ্রসাদ শর্ম্মা নামে একজন পিকেটার ধৃত হন। গত সোমবার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, অনুরূপ অপরাধের অভিযোগে ছাটে লাল ও ভগবান দাস ৮ দিন করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কানপুরে ১৭ ধারা
একমাসে ৫১ জন গ্রেপ্তার

শ্রীযুত সিদ্ধার্থ এবং রামপ্রসাদ সং ফৌ আইনের ১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জানুয়ারী মাসে এই জিলায় এই ধারা অনুসারে মোট ৫১ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।
লালিমাদর নীলামে এখনও পিকেটিং চলিতেছে। কতিপয় মাড়বার ও মুসলমান মাত্র নীলাম ডাকিতেছে।

পুত্রের জরিমানায় পিতার বিপত্তি

ফুলবাগ পতাকা সত্যাগ্রহের মামলায় শ্রীমান পূর্ণচাঁদ নামক এক বানরসেনার ১০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। গত ২৯শে এবং ৩১শে জানুয়ারী তারিখ একদল পুলিস করাচী থানার পূর্ণচাঁদের পিতার বাড়ীতে যাইয়া জরিমানার টাকা দাবী করেন। পিতা উত্তর দেন যে, যদি পূর্ণচাঁদের কোন সম্পত্তি থাকে, তবে পুলিস তাহা লইয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩২ ধারা অনুসারে এক মামলা রুজু হইয়াছে।

শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ বসু কারামুক্ত

গত ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার উত্তর কলিকাতার শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতুল বাবুর বহু বন্ধু ও উত্তর কলিকাতা জেলা ছাত্র সমিতির বহু সভ্য তাঁহাকে জেলদ্বারে অভিনন্দিত করেন।

খুলনায় জনসভা

উকীল শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে স্থানীয় গান্ধী পার্কে একটী সভা হয়। তাহাতে বাগেরহাট প্রত্যাগত শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী ও শ্রীযুক্ত কিরণ দাস বক্তৃতা করেন।

শ্রীমতী শান্তি দাস পীড়িত

শ্রীমতী শান্তি দাস বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন।

বোমার সরঞ্জাম প্রাপ্তিতে লাহোরে গ্রেপ্তার

গত শনিবার দিন বাজার শীথের মহিতে বোমা তৈয়ার করিবার মালমশলা প্রাপ্তি সম্পর্কে নয়জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কারিগর শ্রেণীর লোক।

কামারখাড়ায় প্রতিবাদ সভা

কলিকাতার মেয়র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার এবং দণ্ডাদেশের সমালোচনা করিবার জন্য কামারখাড়ায় সভা হয়। শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র তালুকদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সভায় কলিকাতার শোভাযাত্রাকারিগণের উপর পুলিশের লাঠি চালনার নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়।

মৌলবীবাজারে প্রতিবাদ সভা

গত ৩০শে জানুয়ারী থাণ্ডটিয়ায় মহিলাসঙ্ঘের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গুপ্তার সভানেতৃত্বে একটী বৃহৎ জনসভা হইয়াছিল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শ্রীহট্টে কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর লাঠিবাজীর প্রতিবাদ করিয়া সভানেত্রী এবং শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্তা বক্তৃতা দেন।

চুঁচুড়ায় ডাকাতি

একদল সশস্ত্র ডাকাত বলাগড়ের শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র দাসের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাটির লোকজনকে প্রহার করে এবং নগদ ও অলঙ্কারে ২০০০ টাকা লইয়া চম্পট দেয়। দুর্বৃত্তদের মুখে রং মাখান ছিল। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রাজবন্দীর প্রতি দুর্ব্যবহার
পিতার অভিযোগ

কুষ্টিয়া হইতে কুমারখালীগামী বিলাতী কাপড় বোঝাই নৌকা গমনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সুরেশচন্দ্র রায় ও অপর ৪ জনের কারাদণ্ড হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র রায়ের পিতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (কুষ্টিয়ার উকীল), মহকুমা হাকিমের নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দিয়াছেন যে, জেলে ও কৃষ্ণনগরের পথে সুরেশচন্দ্র ও অপর ৪ জনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এ সম্বন্ধে যথোচিত তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক। প্রকাশ যে, প্রফুল্ল বাবু নাকি বাঙ্গালা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী ও কারাগারের ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকটও উপযুক্ত তদন্ত করার জন্য তার করিয়াছেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক শিখ জমাদার জীবন্ত দগ্ধ

রাউলপিণ্ডি হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত দেওয়াল নামক গ্রাম হইতে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এই গ্রামে প্রধানতঃ হিন্দু ও শিখদের বাস।

এক বোর্ডিংএ জনৈক মুসলমান শিক্ষক গোমাংস রন্ধন করিতেছিলেন। গ্রামের শিখ ও হিন্দুরা তাহাতে আপত্তি করে। শিক্ষক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে স্বজাতিদিগকে ডাকিয়া আনেন। কয়েকশত মুসলমান মিলিয়া গ্রামটি ঘিরিয়া ফেলে এবং ১৫টি দোকান লুট করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা একটি মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ করে এবং জনৈক শিখ জমাদারকে জীবন্ত দগ্ধ করে।

হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সাহেব ঘটনাস্থলে রওনা হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোন পাকা খবর জানা যায় নাই।

আদমসুমারীতে বাধাপ্রদান

মজঃফরপুর সহরের বড় রাস্তার বাড়ীর উপর হইতে আদমসুমারীর নম্বর উঠাইয়া ফেলিতেছিলেন বলিয়া নাকি সহর কংগ্রেস কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত কুমুদকিশোর ও আরও চারিজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

বক্তৃতার চুম্বক

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরবর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৯ সংখ্যার পর)

আমরা অনেক সময় মনে করি, প্রাচীন সমস্ত নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, সেটা পরিবর্ত্তন করা চল্‌বে না। পূর্ব্বকালে ট্রেণ ছিল না, শ্রীচৈতন্যদেব পায়ে হেঁটে প্রচার ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবে চলেছেন, আমরা যদি সেইভাবে চলবো মনে করি, বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা না করি, তাহ'লে শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ পালন করা হ'লো না। আমার কেবল চেষ্টা থাক্‌বে, ট্রেণে চড়্‌বো না, ষ্টীমারে চড়্‌বো না, কোন যানবাহনাদি ব্যবহার কর্‌বো না। এই কর্‌তে কর্‌তে আমার আসলকার্য্য যে হরিকথা প্রচার, সেটা বন্ধ হ'য়ে যাবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন,—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥ হরিসম্বন্ধিবস্তু সমূহ যদি আমরা পরিত্যাগ করি, সেটা ফল্গু বৈরাগ্য হ'য়ে যাবে। সে বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবানের প্রীতি হ'বে না। সেটাও ভোগের একটা অন্য আকৃতি। প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ, ভোগ বা ত্যাগ তাঁহার শিক্ষা নয়।

পরমদয়াল অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে কত ভাবেই না শিক্ষা দিয়াছেন। আর মূঢ় ভ্রান্ত জীব আমরা কত ভাবেই না প্রতারিত হ'তে পারি। যাতে তাঁর কথা লোকে এক বুঝ্‌তে আর এক না বুঝে, সেই জন্য পরম-কারুণিক গৌরচন্দ্র তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ 'হাঁ' ও 'না' ক'রে ব'লেছেন। আমরা যদি কেবল বলি,—"সাধুসঙ্গ কর" এবং তৎসঙ্গেসঙ্গেই যদি "অসাধু সঙ্গ করো না" না বলি, তবে দুইটা দিক্ বলা হলো না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন একদিকে ফল্গু বৈরাগ্যের কথা বল্লেন, তেমনি আবার আর একটা শ্লোক ব'লে যুক্তবৈরাগ্যের বিষয়ও শিক্ষা দিলেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ বিষয়ে অনাসক্ত হ'য়ে যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করার নামই যুক্তবৈরাগ্য। জগতে যা কিছু বস্তু আছে, সে সকল যদি যথাযথভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তা হলে আর 'বিষয়াসক্তি' [illegible] ব্যাপার, আমাকে গ্রাস কর্‌তে পার্‌বে না। যেমন উপনিষদে দেখ্‌তে পাই—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ জগতের সমগ্র বস্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। তাঁহার উচ্ছিষ্ট বিচারে এই জিনিস গ্রহণ করবো, অন্যের বস্তুতে লোভ কর্‌বো না। 'আমি জগতের সমস্ত জিনিষ ভোগ কর্‌বো',—এটা কর্ম্মীর ভোগপর বিচার। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশের সেবা করতে হবে। সমস্ত বিষয় অনাসক্তভাবে যতটুকু দরকার, ততটুকু গ্রহণ কর্‌তে হবে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মাকে নিবেদন করতে হবে, পরে সেই নিবেদিত আত্মার রক্ষার্থে ভগবানের উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য কর্‌তে হবে। ভগবানের সম্বন্ধে জগতে যে কিছু নিৰ্ব্বন্ধ হ'য়েছে, তা যদি আমরা পুরুষাভিমানে ভোগ করতে যাই, তাহ'লে দোষ এসে যায়। আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, এরূপভাবে ভোগ কর্‌তে যাওয়া দূষণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ হিমালয়ের গহ্বরে গিয়ে যোগ-তপস্যা করেন নাই, তাঁদের কি শীত, গ্রীষ্ম, বাত্যা প্রভৃতি সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা কম ছিল? আমরা দেখ্‌তে পাই, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় থেকে ভগবানের সেবা ক'রেছেন। আবার অন্যদিকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা-সমা ভার্য্যা" পরিত্যাগ ক'রে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—সর্ব্বত্যাগী রূপ-সনাতন-রঘুনাথের যেরূপ বৈরাগ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রায় রামানন্দেরও সেইরূপ বৈরাগ্য। ভগবানের সেবা বাহিরের জিনিষ নয়, উহা আত্মার বৃত্তি। মহাপ্রভু আত্মার বৃত্তি দেখেছেন, বাহিরের দেহ-মনের কোন বিচার তিনি দেখেন নাই। জগতে বহু মনীষী অনেক বৈরাগ্য দেখিয়েছেন, তাহা থাকে থাকুক। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচরবর্গ যে বৈরাগ্য দেখিয়েছেন, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মহাপ্রভু-প্রদর্শিত বৈরাগ্যের নাম বিপ্রলম্ভ—ভগবানের জন্য আর্ত্তি, এত আর্ত্তি বাড়ায়েছে সম্ভোগচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। ভক্ত বলেন,—আমি জগতের কোন ভোগ বা ত্যাগ চাই না। আমি কোটি কোটিবার নরক ভোগ ক'রেও যদি ভগবানের প্রীতি হয়, তবে আমি তাই চাই। এই জন্য শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচর বলেছেন,—"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কাল-সর্প-পটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎকারুণ্য-কটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥ অর্থাৎ যোগিগণ যে কৈবল্য-লাভের জন্য যুগযুগান্তর তপস্যা করেছেন, শ্রীচৈতন্যের অনুচরবর্গ—যাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ লাভ ক'রেছেন, সেই কৈবল্যকে তাঁরা নরকের ন্যায় দর্শন করেন। 'ত্রিদশপুর'—যেখানে ৩৩ জন দেবতা প্রধান—১১শ রুদ্র, ১২শ আদিত্য, অষ্ট বসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সেই দেবতাগণের পুরী স্বর্গপুরী। অনেক যাগযজ্ঞ, দানধর্ম্ম ক'রে আমরা যে স্বর্গধাম লাভ কর্‌বার জন্য চেষ্টা করি, তাহা তাঁদের নিকট আকাশকুসুমতুল্য। আর যে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়কে বাধ্য কর্‌বার জন্য কত মুনি, ঋষি ও সাধক কত চেষ্টা করেছেন, শ্রীচৈতন্যানুচরগণের সেই দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-রূপ কালসর্পের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ প্রভৃতি কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁদের কামাদি কোথায় নিযুক্ত হয়েছে?

"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভবিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথাতথা॥"

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্ম স্বরূপ নির্ণয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী)

স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বিশিষ্ট একই বিষয়। তিনি পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন সবিশেষ তখন তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর॥ "ব্রহ্ম-শব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোহনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোহভিধীয়তে।" নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কখনই প্রমাণের বিষয় হইতে পারেন না। মায়াবাদিগণ তাঁহাদের কল্পিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ, এরূপ কিছু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কারণ, প্রমাণ মাত্রেই সবিশেষ বস্তুর জ্ঞাপক। আত্মপ্রতীতিসিদ্ধ ব্যাপারে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তু বাধিত হয়। কারণ, "আমি ইহা দেখিয়াছি" এই অনুভবস্থলে আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট বস্তু কোন না কোন প্রকার বিশেষণে বিশেষিত হইয়াই আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বিশেষণরহিত বস্তুর কোন প্রতীতিই হয় না। নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি কুত্রাপি হয় না। দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় প্রকাশত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও নির্ব্বিশেষ নহে, পরন্তু সবিশেষ।

শব্দও নির্ব্বিশেষ বস্তুপ্রতিপাদনে সমর্থ নহে। শব্দ বাক্যরূপে পরিণত হইয়াই অর্থবোধক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শব্দ সগুণ, সবিশেষ বস্তু প্রতিপাদনেই সমর্থ। পদের সংঘাতে বাক্য। বাক্যে যত পদ থাকে, সে সমস্তই অর্থের পরম্পরা-সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই।

অতএব সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্য-সংকল্পত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বাধারত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি নিখিল কল্যাণগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মই বিষয়। শ্রুতির যে সকল স্থানে নিগুর্ণত্ববোধক বাক্য আছে, সেই সকল স্থানে হেয় গুণ প্রতিষেধ করিয়া কল্যাণগুণ বিধান করাই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য,—"নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্বন্ধাদুপপদ্যন্তে। অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি।"

(শ্রীভাষ্য)

অতএব সগুণ সবিশেষ পরব্রহ্মই বিষয়। নির্ব্বিশেষের বস্তুত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম অসিদ্ধ, ইহা মায়াবাদীদিগের মনঃকল্পিত ভ্রান্তমত বাদমাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ঋষিকুল-শ্রমণ-সঙ্ঘোপাঙ্গ-পরনিষ্ঠাশ্রিতেষু—

আগামী ২৪শে মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের সারস্বত-তীর্থে শ্রীচৈতন্যমঠে **আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাসপূজা**-উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

১৫ই মাঘ ১৩৩৭ **শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্**

লেখনীর ব্যবহার

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

লেখনী লিখিবার একটি যন্ত্রবিশেষ। লেখক ইহার যন্ত্রী। লেখকের চিত্তের চিত্রপটটী লেখনীমুখে বাহির হইয়া জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্দ্বারা লেখক লেখনীর কি প্রকার ব্যবহার করেন, তাহার প্রকাশের বাকী থাকে না।

সৎ ও অসৎ বিবিধ প্রকারে লেখনী ব্যবহার হইয়া থাকে। লেখনীর সদ্ব্যবহার বাস্তব লেখনীর কার্য্য, আর লেখনীর অসদ্ব্যবহার দ্বারা বাস্তবপক্ষে লেখনীর মর্য্যাদা হানি করা হয়। এই কথাটা মসীজীবিদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তাহার প্রমাণ, লেখনীজীবিগণ সরস্বতীপূজার দিনে লেখনী-মস্যাধার অর্চ্চন করিয়া জগতে লেখনীর সম্মান দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু যাহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, সেই প্রকার বালবুদ্ধিসম্পন্ন চপলগণ সেই অর্চ্চ্য বস্তুর অসদ্ব্যবহার করিয়া জগতে যে প্রকার কু-আদর্শ আমদানী করিতেছেন, তাহাতে মহাভারত দ্বারা অগ্নি যজ্ঞ করিয়া ভারতকে আশু ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশ্য তাহারাও উৎপাদন পদবী পাইয়া অদ্ভুতিত সাজা লাভে বাধ্য নহেন।

লেখনী দ্বারা একমাত্র সরস্বতীপতি শ্রীবিষ্ণুগুণগাথা-কীর্ত্তনই—লেখনী-পূজা। শ্রীবিষ্ণুগুণগানে বৈষ্ণবমহিমা নিবদ্ধ, সুতরাং বিষ্ণুবৈষ্ণবের নামরূপগুণলীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন দ্বারা লেখনীর যে প্রকার সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই নহে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া 'বেদব্যাস' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ লেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া জগতে কি প্রকার বরেণ্য, তাহা পারমার্থিক মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহাদের লেখনী হইতে যে সমস্ত "অক্ষর" বাহির হইয়া অক্ষর (ন+ক্ষর) (অক্ষুণ্ণ, অক্লান্ত, নিত্য স্থির) অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপে জগতে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহাদের লেখনীই একমাত্র অর্চ্চনীয়, যেহেতু যে লেখনী দ্বারা পূজ্য বস্তু—নিত্যসেব্য বস্তু শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ম্প্রকটিত হন, সেই লেখনীর মহিমা কত বড়! ধন্য সেই লেখনী, আর ধন্য সেই লেখনীধারণকারী লেখকবৃন্দ! বহু জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি না থাকিলে অর্চ্চনযোগ্য লেখনী অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবমহিমা প্রকাশের লেখনী ভাগ্যে জুটে না।

সেই লেখনীকে ধিক্, যে লেখনী-মুখে বিষ্ণুবৈষ্ণবমহিমা প্রকাশিত না হইয়া কেবল উদরান্ন-সংগ্রহের যন্ত্ররূপে অথবা বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের অস্ত্ররূপে অবিরত মসী ধারণ দ্বারা অমার্জ্জনীয় মসীলিপ্ত হইয়া কলঙ্কিত হয়। এই প্রকার কলঙ্কিত লেখনী আশু কম্পাহত হইয়া লেখনীধারকগণের সুলেখনী ধারণের সুযোগ প্রদান করুক, সে প্রকার কামনা প্রত্যেক সত্যরক্ষী সাধুই করিয়া থাকেন। অধুনা গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ও সজ্জনতোষণী প্রভৃতি স্বয়ম্প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত লেখকের পরিচয় দিতেছেন। অবশ্য লেখনীর কোন স্বতন্ত্রেচ্ছায় লেখনী দুষ্ট হয় নাই। লেখকের কলুষিত চিত্তবৃত্তির দুরভিসন্ধি বাহির করাই লেখনীর কৃত্য। বলা বাহুল্য, যাঁহারা লেখনী ধারণ করিবেন, তাঁহারা যদি সদাচার্য্যের নিকট সদ্ব্যবহার-বিধির উপদেশ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে লোকদেখান বাহ্যতঃ লেখনীপূজার ক্রিয়া দেখাইলেও লেখনীর অমর্য্যাদাই হইবে। লেখনী দ্বারা উপপত্নী উপপতির প্রেমপত্র, কুৎসিৎ উপন্যাস, জাল-জুয়াচুরির কার্য্য ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষসূচক ভাষা বাহির হইয়া অনন্ত নরকে নিমজ্জ হওয়ার ব্যবস্থাই হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে লেখনীর ব্যবহার অবগত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব মহোৎসব

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এ)

সকল লোক-জয়কারী চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নিত্য'ণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের লোভটা সম্বরণ করা যায় না। তাই সরস্বতী পূজায় অনেক নিমন্ত্রণ বাদ দিয়া বন্ধের দিনটা থিয়েটার বা সিনেমা দেখিতে না গিয়া গৌড়ীয় মঠে যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া উঠিল। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে (২৩।১।৩১) তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদনের জন্য কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভক্তগণ সাধারণতঃ 'ভূশক্তি' বলিয়া থাকেন। তিনি শ্রীভক্তিস্বরূপিণী, শ্রীগৌরাবতারে নাম-প্রচারের সহায়রূপে নিত্য উদিতা হইয়া থাকেন। তাই ভক্তগণ তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—মাধব-তিথি ভক্তিজননী যতনে পালন করি। কৃষ্ণবসতি 'বসতি' বলি পরম আদরে বরি॥' শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-বাসর—একটী মাধব-তিথি। তাই ভক্তাঙ্গ-স্বরূপ এই তিথির পালন প্রত্যেক পারমার্থিপিপাসু ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। 'তিথি-পালন' অর্থে গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই বুঝায়। কারণ, মহাজনের কথায়,—শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, আর ভগবান্। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন॥'

উৎসবের কথা মনে হইলেই যেমন জিহ্বায় জল আসে, উৎসবের কথা হইলেই তেমনি হৃদয়ে একটা আনন্দের উদ্রেক হয়। উৎসবের কিন্তু প্রকার-ভেদ আছে। একটা জাগতিক জনগণের উৎসব, আর একটা পারমার্থিকগণের উৎসব। দুয়েতেই আনন্দ আছে বটে, তবে প্রথমটীতে যে আনন্দ, তাহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হওয়ায় উহা অপ্রাকৃত নিত্যানন্দের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। ঐ আনন্দের অস্তিত্ব ক্ষণিক, কেননা, উহা অনিত্য বা অসৎ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান। ঐ আনন্দের পশ্চাতে নিরানন্দ বর্ত্তমান থাকায় উহা খণ্ড জড়ানন্দবিশেষ। কিন্তু দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হওয়ায় উহা নিত্য বা সদ্বস্তুকে অবলম্বন-হেতু উহাই নির্ম্মল অপ্রাকৃত আনন্দ এবং উহাই নিরবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড। উহাতে কোন প্রকার হেয়তা বা আবিলতা নাই।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারেও নিত্যানন্দ নাই। কারণ সেখানে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনের নিত্যত্বের অভাব বর্ত্তমান।

ভগবান, ভগবৎশক্তি বা ভগবদ্ভক্তগণের আবির্ভাব সাধারণ বদ্ধজীবের জন্মের মত নহে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় জীবোদ্ধারের জন্য ও প্রপঞ্চে লীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। আর মায়াবদ্ধজীব কর্ম্মফলের তাড়নায় এই সংসার-কারাগারে কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসিতে বাধ্য হয়। অতএব একের আবির্ভাব ও অন্যের জন্ম উপলক্ষে উৎসবের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। একের উৎসবের দ্বারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকে প্রাকৃত ভূমিকা হইতে অপ্রাকৃত ভূমিকায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মে টানিয়া লইয়া যায়, আর অপর উৎসবের দ্বারা সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকে পুনরায় অধিকতরভাবে এই ভবকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্। সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরের বর্দ্ধনকারী এবং উহাই প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। জাগতিক আনন্দ—খণ্ডানন্দ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অখণ্ড আনন্দ থাকায় তাহাতে অপ্রাকৃত রসাস্বাদনের অভাব বা অপূর্ণতা নাই এবং উহা হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপনান্তে পাবনায় প্রচারে গমন করেন। তথা হইতে চাঁদপুর পুরাতন বাজারে চারি দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছেন। সেখানে সহরে ও [illegible] কোয়াটারে ৭।৮ দিন যাবৎ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া গত [illegible] জাগুয়ালী ডাবুয়া নামক স্থানে জমিদার শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন এবং [illegible] দিবস সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা [illegible] স্বামিজীর প্রচারে সকলেই বিশেষ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ⁄০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ [illegible]
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী [illegible]
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অজ্ঞান-অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিকথাপূর্ণ, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ [illegible] ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; [illegible]

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজন-স্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামাঙ্কিত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি প ট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরূপবিলাসদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

আমলাযোড়া পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবৃন্দাবনদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম ভীম দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীশ্রাম"
টেলগ্রাফ—
মদনগোপ

Reg No .C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

আরম্ভের অবধি নদীয়া-প্রদেশ—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৩শে মাঘ ১৩৩৭ শুক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী. ১৯৩১

সেনগুপ্তের কার্য্য-তালিকা

পণ্ডিত মতিলালের যাত্রা

জুৎসী ভগিনীদের কারাদণ্ড

বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বড়লাটের নিকট আবেদন

২৮ জন বিদ্রোহীর ফাঁসী

কুলীর কাজে বাধা দেওয়ার শাস্তি

চাঁদপুর চরকা-প্রতিযোগীতা

মেদিনীপুরের অবস্থায় গান্ধীজীর সহানুভূতি

মাদ্রাজে পুলিশের লাঠি

দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের বাটী খানাতল্লাস

নানা কথা

শ্রীযুত সেনগুপ্তের কার্য্য তালিকা

৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৫ ঘটীকায় হাওড়া টাউন হলে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত শোক-সভা করিবেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে কর্ম্মীদের সভা এবং চরকা প্রদর্শনী। ঐ দিন রাত্রি ৮টার সময় বড়বাজারের কর্ম্মী-সম্মেলন। ৯ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা টাউন হলে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, বড়বাজারে মহিলাদের দুঃখ-সম্বন্ধে সভা।

প্রকাশ শ্রীযুত সেনগুপ্ত আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করিবেন এবং পাঞ্জাব মেল-যোগে এলাহাবাদে গমন করিবেন।

পণ্ডিত মতিলালের লক্ষ্ণৌ যাত্রা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অপেক্ষাকৃত ভাল থাকেন। চিকিৎসকগণ রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে মোটরে করিয়া লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য লোক, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্তা নাইড়ু এবং কুমারী মীরা বেন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

উজীরপুরে ২টী রিভলভার

নৌকার মাঝি গ্রেপ্তার

শ্রীযুত সরোজকুমার চক্রবর্ত্তী এবং অন্য ৩ জনকে ৩৯৫ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রকাশ বৃহস্পতিবার দিন জমুরাগালের যে স্থানে নৌকায় খানাতল্লাস করিয়া তাঁহাদের গেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহারই খানাতল্লাসের ফলে শুক্রবার দিন পুলিস একটী মাস্তুল হইতে ২টী রিভলভার এবং ২৬টা কার্তুজ পাইয়াছে। ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতে সেই নৌকার মাঝিকে গ্রেপ্তার করিয়া উজীরপুর, আনা হইয়াছে

জুৎসী ভগিনীদের কারাদণ্ড

শোলাপুর দিবসের জের

শোলাপুর ফাঁসির সম্পর্কে আনারকলির দোকানদারদিগকে হর-তাল পালন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করার অভিযোগে জুৎসী ভগিনীদ্বয় ও অপর কিনজন মহিলা এবং জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করিয়া লাহোরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মাসুদ প্রত্যেককে এক বৎসরের নিমিত্ত শান্তিপূর্ণভাবে থাকিবার জন্য এক হাজার টাকার জামীন-মুচলেকা দিবার অন্যথায় একবৎসর কাল বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দেন। আসামিগণ কারাবরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। মহিলাদিগকে 'এ' শ্রেণী এবং স্বেচ্ছাসেবকটীকে 'বি' শ্রেণীভুক্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে

বড়লাটের নিকট আবেদন

"মোপলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বন্দীদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক"—এই মর্ম্মে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বহু বেসরকারী সদস্যের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বড়লাট বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হ

বিবিধ সংবাদ

মেদিনীপুরের অবস্থা
গান্ধীজীর সহানুভূতি

মেদিনীপুর রাজনৈতিক বন্দি-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাস, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধীকে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া দুইটি তার করেন এবং তাঁহাদের মেদিনীপুর পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত দাসকে এলাহাবাদ হইতে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ২৭শে তারিখের পত্র গান্ধীজীর নিকট পৌঁছিয়াছে। দেশের যে সকল স্থানকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে তাহার প্রত্যেকটা পরিদর্শন করিতে পারিলে তিনি সুখী হইতেন কিন্তু সেই সকল স্থান পরিদর্শন করা বর্তমানে তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। মেদিনীপুরে যাহা ঘটিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য গান্ধীজীর আদেশমত তাঁহাকে জানাইয়াছেন।

মাদ্রাজে লাঠি
১৫ জন আহত

গত ২রা ফেব্রুয়ারী লাঠি চালনার ফলে যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫। তন্মধ্যে ১ জনের আঘাত গুরুতর, টিপিলিকেনে ১৫টি শয্যা সহ কংগ্রেসের একটি ইমার্জেন্সী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। সহরের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দিবাজী রাও স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে চুরী

শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, দাসগুপ্ত সেখ কাশিম উদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তিকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামী বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে নওগাঁর ডাক্তার ডি, এন, মজুমদার যখন শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনে সিরাজগঞ্জ মেলে যাইবার জন্য টিকিট কিনিতেছিলেন, তখন তাঁহার অর্থ অপহরণ করে।

মোক্তারের বিপত্তি

মাদারীপুরের স্বনামখ্যাত মোক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বর্ত্তমানে স্পেশ্যাল জেলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার উপর মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স আইনের ১৩ (এক) ধারা মতে এক নোটিশ জারী করিয়া কেন তাঁহার মোক্তারি সনদ বাতিল করা হইবে না, এবং উহা পুনঃ প্রদান বন্ধ করা হইবে না। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাহার কারণ প্রদর্শন করার জন্য আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর এরূপ ৩টি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। প্রথমবার তাঁহাকে সতর্ক করা হয়। দ্বিতীয়বার মাননীয় হাইকোর্ট তাঁহাকে এক মাসের জন্য সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫ই জুন মুক্তি পাওয়ার কথা।

পিকেটিং বার্ত্তা

মধ্য কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা ফেব্রুয়ারী এই সমিতির প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক বড়বাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে পিকেটিং সম্পর্কে লোকের চলাচলে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ও তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহাকে নাকি বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। গতকল্য মধ্য-কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান মোহিনীমোহন ও শ্রীমান শ্যামসুন্দরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে শেষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

৩ জন মহিলার বিচার

বড়বাজারের পিকেটিং সম্পর্কে পুলিস শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দে, শ্রীযুক্তা তুলসীরাণী সরকার ও শ্রীযুক্তা চপলা চৌধুরী নাম্নী ৩জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আমেদের এজলাসে তাঁহাদিগকে হাজির করা হইয়াছিল।

তাঁহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী বিধির ১৭(১) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আসামীদিগের প্রত্যেকের ৫০ টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা জামীনে মুক্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদিগের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুলীর কাজে বাধা দেওয়ায় শাস্তি

আপার চীৎপুর রোডে জনৈক কুলী এক গাঁট বিদেশী বস্ত্র লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় তাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মেসার্স দেওয়ান পন্না ও যমুনা ঝাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ৩রা জানুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের উভয়কেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের ১০০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাদিগের প্রত্যেককে ৪ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চাঁদপুর চরকা প্রতিযোগিতা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী বৈকালে স্থানীয় "নীরদপার্কে" চাঁদপুর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে এক চরকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৬টি চরকা এবং ৮৬টি টাকু চলিয়াছিল। শ্রীমান অরুণচন্দ্র কুণ্ডু নামক এক স্কুলের ছাত্র যে সূতা কাটিয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

মাদ্রাজে মহিলা শোভাযাত্রা
পুলিশের লাঠিতে দুইজন আহত

পুলিশের লাঠিবাজীর প্রতিবাদস্বরূপে ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতে মিসেস কাজিনসের নেতৃত্বে একটি মহিলা শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রায় ৩৫ জন মহিলা নানারূপ জাতীয় বাণী লিখিত প্লাকার্ড লইয়া বাহির হন। যে যে স্থানে গত কয়েক দিবস পুলিশ লাঠি চালাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ সেই সেই স্থান শোভাযাত্রাটি পরিভ্রমণ করে। বহু লোক মহিলাগণের অনুগমন করে। দুই লরী বোঝাই পুলিশও শোভাযাত্রাটির সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে। সোন স্কোয়ারে যাইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পর শোভাযাত্রা শেষ হয়।

জনতার মধ্য হইতে কাহারা নাকি পুলিশকে ঢিল মারে বলিয়া পুলিশ লাঠি চালায়, ফলে দুইজন লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়।

---

২৮ জন বিদ্রোহীর ফাঁসী

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ দরবেশ সেখ প্রভৃতি আরও ২৮ জন লোককে ৩রা ফেব্রুয়ারী মেমেন নামক স্থানে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল এই ব্যক্তিরা সেই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।

দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের বাড়ী খানাতল্লাস

বিগত এপ্রিল ও মে মাসের লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কাঁথির যে সকল ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তির বাটী পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। সম্ভবপর হইলে জরিমানার টাকা আদায় করা হইবে পুলিসের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

এই ঘটনার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে সত্যাগ্রহীরা জরিমানা প্রদান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইতঃপূর্ব্বে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

আগ্রার ডিক্টেটরের কারাদণ্ড

আগ্রা জিলা কংগ্রেস কমিটীর চতুর্দ্দশ ডিক্টেটর কারারুদ্ধ পণ্ডিত রেবতীশরণ শর্ম্মার উপর পুনরায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে বিচারে আরও এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহাকে 'সি' শ্রেণীর কয়েদী করা হইয়াছে।

রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ জারী

গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার উপর ১২ই ফেব্রুয়ারী ২টার সময় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য এক আদেশ জারী হইয়াছে। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধের জন্য কেন তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ৫০০৲ টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

পুলিশ, অধ্যাপক কুমারাপ্পার গৃহ এবং গুজরাট বিদ্যাপীঠ খানাতল্লাস করিয়া কাগজপত্র লইয়া যায়।

পিকেটারের কারাদণ্ড

শ্রীমতী লক্ষ্মী আম্মল ও কমলা বাঈকে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরঙ্গরাও নাইডুর এজলাসে উপস্থিত করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তন্মধ্যে পুলিসের এসিষ্টাণ্ট কমিশনারও ছিলেন। উভয় আসামীই মামলার কোন অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেককে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৩৭

লাট-সমীপে

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২১শে মাঘ বুধবার নির্দ্দিষ্ট বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ His Excellency Lieutenant Colonel the Right Honourable Sir George Fredrick Stanley G. C. I. E. C. M. G. মহোদয়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লাটসাহেব বাহাদুরের সহিত তাঁহার অর্দ্ধঘণ্টাকাল কথোপকথন হইয়াছিল। পরমোদার গবর্ণর বাহাদুর বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ মহোদয়ের প্রতিনিধিসূত্রে শ্রীপাদ বন মহারাজের এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গের সসম্মান সমাদর গ্রহণ করেন। শ্রীযুত বন মহারাজ তদীয় গুরুপাদপদ্মের প্রচার-প্রণালী লাটসাহেব বাহাদুরের নিকট বর্ণন-মুখে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। মাদ্রাজ প্রদেশে, মহীশূর-রাজ্যে, কোচিন রাজ্যে এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাহাতে এই পারমার্থিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। শ্রীযুত গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন,—খৃষ্টীয় মিসনারীবর্গ গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল সুযোগ লাভ করেন, সেইসকল প্রকার সুযোগ তিনি বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণকে দিতে প্রস্তুত আছেন।

মাদ্রাজ নগরে গৌড়ীয় মঠের লেকচার হল (বক্তৃতা-প্রাঙ্গণ) স্থাপিত হইলে গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং গিয়া তাহা উন্মোচন করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুত গভর্ণর বাহাদুর স্বামিজীর সকল আবেদন পূরণ করিয়াছেন।

শ্রীব্যাসপূজা

(শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার)

আগামী কল্য ব্যাসানুগ শুদ্ধ ভাগবত-সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার দিন। ব্যাসানুগ আচার্য্য-চরণে শরণাপত্তিই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা; গুরুপূজা ব্যতীত জীবের কৃষ্ণপূজা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইবার নহে, তাই স্বয়ংপ্রকাশ মূল-সঙ্কর্ষণ অভিন্নবলদেবতত্ত্ব জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ংই ব্যাসপূজা-দানে স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতারী অবধূত-রাজতত্ত্ব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবকাভিমানে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদকুঞ্জ মহাপাবনী ব্যাসপীঠ শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের পূজা বিধান করিয়া জগতে ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার অনন্ত আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাসপূজা সার্ব্বজনীন গুরুপূজা, উহাতে জীবমাত্রেরই তুল্য অধিকার, অকরণে সমূহ প্রত্যবায় বর্ত্তমান।

জীবতঃখতঃখী ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সেবাদর্শ প্রকটন দ্বারা জীবকে তৎপাদপদ্মসেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গুরুপাদপদ্মসেবা ব্যতীত জীবের সাধনভজনাদি সমস্তই পণ্ডশ্রম বা বৃথাবক্তৃর মাত্র। গুরুপাদপদ্মে ষড়ঙ্গ শরণাগতিই যথার্থ গুরুপূজা, তদ্ব্যতীত কেবলানুষ্ঠানমূলে যে পূজার অভিনয়, তাহা প্রাণহীন ব্যক্তির অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় নিরর্থক ও কেবল লোকরঞ্জক মাত্র।

গুরুদেব—বৈকুণ্ঠবস্তু; বৈকুণ্ঠপ্রতীতি-রহিত বদ্ধজীবাভিমান বিদ্যমানে সেই বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবকাভিমান কপটতা বা দাম্ভিকতা মাত্র, উহা সাধারণতঃ কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যতম উপায়-রূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে ভক্ত যদি তাঁহার সমস্ত স্বতন্ত্রতা গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার দীক্ষিতাভিমান সার্থক হয়, তাঁহার ভূতশুদ্ধি বা বদ্ধজীবাভিমান-শূন্যতারূপ নিত্যস্বরূপের সংস্কার লাভ হয়, কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের বস্তু করিয়া লইয়া তাঁহাকে চিদানন্দানুভূতি প্রদান করেন, সেই অনুভূতি বলে তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃততনু লাভ করিয়া গুরু-কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মপূজাকেই সর্ব্বপুরুষার্থসার বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ব্যাসপূজার বাস্তব পূজারী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসাগরে সমর্থ হন।

অপরিণামদর্শী বদ্ধজীব তাঁহার তত্ত্বাতত্ত্ববিচারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে গিয়া সমূহ বিপদাপন্ন হন, যেহেতু আপাতমধুর বিবেচনায় তিনি তত্ত্বকে 'অতত্ত্ব' ও অতত্ত্বকে 'তত্ত্ব' জ্ঞানে শ্রেয়ের স্থানে প্রেয়ঃকে স্থাপন করিয়া বসেন। বিজ্ঞের ন্যায় অনেক শাস্ত্র অভ্যাস ও শাস্ত্রোক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি শাস্ত্রবাক্যানুসারে নিজ জীবনকে পরিচালিত করিতে পারেন না, আত্মহিতসাধনে একেবারেই উদাসীন থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত জীবের এই অজ্ঞান তিমির অপনোদন করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন।

গুরুদেবের আচারপ্রচারময় অনন্ত আদর্শ আমাদের আচারশূন্য যাবতীয় শ্রোতাভিমানকে তিরস্কৃত করিয়া দেয়। ইহঃপূর্ব্বে আমরা যাহা অত্যন্ত অধিক বুদ্ধি বলিয়া অভিমান করিতেছিলাম, গুরুদেবের আচারময় প্রচারবিষয় শ্রবণে আমাদের সে অভিমানটী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা গুরুপাদপদ্মের নগণ্য ভৃত্যাভিমানে স্বীয় অসদাচারসমূহকে দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীগুরূপদিষ্ট সদাচারের অনুবর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।

শ্রীগুরুদেবই আমাদিগের অচিদভিনিবেশ দূর করিয়া চিদভিনিবেশ দান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে ত্রুটী-করণে অসমর্থ জ্ঞানই গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি এবং তাহাই গুরুবজ্ঞারূপ মহদপরাধ—তাহাই আমাদের সকল সর্ব্বনাশের মূল কারণ। দেহাত্মবুদ্ধি-হেতু অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া গুরুপাদাশ্রয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রয়োজনীয়তা আমাদের বিচার্য্য বিষয় হয় না; আমরা গুরুপাদাশ্রয়ের একটী বাহ্য বা আংশিক অনুষ্ঠান মাত্র স্বীকার করিয়া বা গুরুসেবার একটু বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া অন্তরালে গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত লঘুচেতার সেবায়ই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব; তাঁহার নিকট আমাদের কোন কপটতাই অপ্রকাশিত থাকে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার কপটতা বর্জ্জন করিয়া একান্ত সরলভাবে "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" রূপ শরণাগতির সহিত গুরুপাদপদ্মের একান্ত আশ্রয় লইতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হয় এবং ব্যাসপূজা সম্যক্-রূপে সিদ্ধ হয়, নতুবা ইহা একটী আনুষ্ঠানিক কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

গুরুকৃষ্ণের কৃপাবলেই গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের বল লাভ হয়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বস্তু, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চাহিলেই তিনি তাঁহার শরণাগতকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, অধিকন্তু এত বল দিবেন, যাহাতে আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আমাদের স্বরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। চিদচিৎ মিশ্রিত বলাধার বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবহেলা করিয়া নিজবলে যাঁহারা অন্তর্নিহিত ভোগ ও ত্যাগের মহাসমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা হয় ভোগ, নয় ত্যাগের স্তাবক হইয়া গুরু-কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যরূপ যুক্ত-বৈরাগ্য লাভে চিরবঞ্চিত হন।

—————

গুরু-কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ জীবমাত্রেই সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রতীতির অভাব-নিবন্ধন স্বাধীনতা-রত্নের অপব্যবহারমূলে কৃষ্ণভোগ্য জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা কখনও বা তাহাকে নিজভোগ-তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট হন, আবার কখনও বা তাহাতে শান্তি না পাইয়া তাহাকে হেয় জ্ঞানে ত্যাগ-পথে দীক্ষিত হন। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার দাম্ভিকতাই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই দাম্ভিকতাই তাঁহার সকল সুমঙ্গলের প্রধানতম অন্তরায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহার তৃণাপেক্ষা হীন, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ আদর্শ প্রকটন পূর্ব্বক জীবকে দম্ভাভিমানশূন্য করিয়া জীবের স্বরূপবৃত্তি কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। সুতরাং সেই মহামহাবদান্য-বর করুণার অনন্তবারিধিস্বরূপ গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের শরণ্য, বরেণ্য ও পূজনীয় আর কে হইতে পারেন? নিতান্ত অভাগা হীন মূর্খ কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কোন্ ভাগ্যবান্ বুদ্ধিমান্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাহার যথাসর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদানে কুণ্ঠিত হইতে পারেন?

গুরুপাদপদ্মে প্রীতির অঙ্কুর মাত্র উদ্গত হইলেই কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরক্তি আপনা হইতেই আসিয়া যায়। জগৎকে ভোগ বা ত্যাগের কর্ত্তৃত্ব জীবের বরণীয় নহে, জীব বিষয়কে কৃষ্ণভোগ্য জানিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে তাহা নিবেদন করিবেন এবং যথাযোগ্য-বিষয় কৃষ্ণোচ্ছিষ্টজ্ঞানে স্বীকার করিয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যে জীবন-যাপন করিবেন—ইহাই সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শিক্ষার মর্ম্ম। যিনি যত অধিক পরিমাণে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারিয়াছেন, তিনি তত অধিক পরিমাণে কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে-

চেষ্টা মায়া তাঁহার নিকট হইতে শতহাত দূরে সরিয়া যাইতেছে।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রবৃহৎ ব্যাপারে যিনি গুরুকৃপা উপলব্ধি করিয়া গুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নমস্কার বিধান করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সকল স্বতন্ত্রতা গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া একান্ত গুরুদাস হইতে পারিয়াছেন—তাঁহারই যথার্থ দীক্ষা-লাভ হইয়াছে। নির্বিচারে গুরুদেবের আদেশ পালন ব্যতীত কখনও নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে নিরপেক্ষভাবে কৃষ্ণনামাশ্রয় কাহারও হইতে পারে না।

শ্রীনামপ্রদাতা গুরুর নিকট অবক্তব্য কোন গুহ্য কথা কাহারও থাকিতে পারে না, গুরুপাদপদ্মে নিবেদন বা গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে গ্রহণ করিতে হইবে না, এমন কোন বস্তু কাহারও রক্ষণীয় বা গ্রহণীয় নহে। আদান-প্রদান, গুহ্য ভাষণ, গুহ্য শ্রবণ, ভোজ্য নিবেদন ও ভুক্তাবশেষ গ্রহণরূপ ষড়্‌বিধ সঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিতই বিহিত হইলে জীব অসৎসাম্প্রদায়িকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সৎসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তাঁহার নিত্য স্বভাব কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য লাভে সমর্থ হন। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" —জীব গুরুকৃপা-বলে এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে যত্নপরায়ণ হন। ফল কথা, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আর দ্বিতীয় কেহই নাই—এই বিশ্বাসই আমাদের সকল ভক্ত্যুদয়ের মূল। এই বিশ্বাস হইতে তিলমাত্র চ্যুত হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র শরণ্য হউন।

শ্রীগুরুদেব বলেন—"গৃহব্রতগণেরই সংসার প্রার্থনা। তাঁহারা সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণে সুদুর্লভ মানবজীবনের সর্ব্ববিধ সাধু উদ্দেশ্য অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারেন। কিন্তু ভাগ্যবান ভক্তগণের হরিভজন ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা নাই। ভক্তগণ সংসারে অবস্থিত হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগের জন্য ব্যস্ত নহেন। সাংসারিক সুখদুঃখ-ভোগে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত। জড়রস-ভোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্ত্তমান। চিন্ময় রস পরমোপাদেয়, অভাব-বর্জ্জিত ও নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত নিত্য; গৃহব্রত, সংসার ও সুখদুঃখফলাদি অনিত্য। তজ্জন্য সাংসারিক সুখদুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয়।

---

*"কৃষ্ণভক্ত সংসার-যাতনা ভোগ করেন না সত্য, তাহা হইলে সংসার-ত্যাগই কি পুরুষার্থ?"—এই আশঙ্কায় ভগবদ্ভক্ত সংসার ভোগ না করিলেও তাঁহাদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা বলিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥
(ভাঃ ১।৫।১৯)

—অহো! ভক্তিশূন্য কর্ম্মী যেমন সংসার লাভ করে, হরিপাদপদ্ম-সেবাপর ব্যক্তি কখনও কোন কারণে কদাপি প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপ সংসারে নিশ্চয়ই প্রবেশ করেন না, কেন না রস-গৃহীত অর্থাৎ রসবশীকৃত বা রসস্বরূপ ভগবানে আত্ম-পরায়ণ রসিক ব্যক্তি বারংবার ভগবৎ-পাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না।

আজ সর্ব্বজীবপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন জগজ্জীবকে তৎপাদপদ্ম দর্শন করাইবার জন্য, এত করুণা তাঁহার! সেই কৃষ্ণাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের কৃপাপেক্ষা ব্যতীত জীবের আর অন্য প্রয়োজন কি থাকিতে পারে? যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনামপ্রদাতা নিখিল সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের একবারও আলিঙ্গন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর জগতের এমন কোন্ লোভনীয় সুন্দর বস্তু থাকিতে পারে, যাহার আলিঙ্গন-প্রভাবে তিনি অধিকতর সুখ-শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন! নিতান্ত ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণে বঞ্চিত মায়ামোহবশী মুগ্ধ গুরুপাদপদ্মের অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হয়। কিন্তু তথাপি "আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥" এই বিচারানুসারে—শ্রীগুরুদেব তাহার সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া আবার তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। তখন জীবও সৌভাগ্যবান্ হইয়া গুরুদেবের অপার স্নেহ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক ধন্যাতিধন্য হন।

"সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।
সেই ভৃত্য ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ॥"

অতএব শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপাদপদ্ম-পূজাদিবসে আমাদের একমাত্র অর্ঘ্য—"আত্মনিবেদন"। আমাদের সর্ব্ববিধ-স্বতন্ত্রতা—'আমার' বলিয়া যাবতীয় অভিমান সমস্তই সম্পূর্ণরূপে গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া শ্রীগুরুদেবের একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্য বলিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইতে পারিলেই সত্যসত্য ব্যাসপূজা সম্পাদিত হয়। নতুবা লৌকিক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল-লাভের কোন আশা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসবে

প্রাপ্তপত্র

(১)

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সংবাদটি আপনার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকায় স্থান দান করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

গতকল্য কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটোৎসবে যোগদান করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সুন্দর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সকলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণ হইতে মঠের ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর সংকীর্ত্তন দ্বারা এই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী প্রমুখ চারিজন বক্তা যথাক্রমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা সভাকার্য্য সুসমাপ্ত হইয়াছিল।

উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার কথা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের আচারবান্ ব্রহ্মচারীদিগের এবং তাঁহাদের অনুগত সদাচারসম্পন্ন গৃহস্থ ভক্তগণের কৃপায় কটকবাসী শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা এই শুভ মহোৎসবে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা বারম্বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণপদ দাস

(২)

শ্রদ্ধেয় নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক মহাশয়,—

আপনার বহুল প্রচারিত বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

আমাদের গ্রামনিবাসী শ্রীমান্ কালিপদ চাতরা গত ৪ঠা পৌষ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রাধারমণজীকে আমাদের গ্রামে লইয়া আসেন; কিন্তু আমরা এরূপ বহির্ম্মুখ জীব যে, প্রথমতঃ আমরা তাঁহার পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করা দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যেই কেহ কেহ উহাঁকে সামান্য বালক জ্ঞানে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশেষে আমরা প্রভুজীর মুখে পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত ও মুগ্ধ হই যে, আমরা সেই কৈশোর-বয়স্ক বালককে আমাদের 'শিরোভূষণ' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

গত ১৮ই মাঘ রবিবার দিবসে উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উদ্যোগে ও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব সমাধা হইয়া গিয়াছে। উক্ত উৎসবে আমরা সদলে উপস্থিত থাকিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করি এবং প্রসাদ সম্মান করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করি। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৩০০।৪০০ শত লোক প্রসাদ সম্মান করিয়া থাকেন এবং প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত নগরকীর্ত্তন হয়।

প্রপন্নাশ্রম মঠস্থিত শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী প্রভুর শ্রীবিগ্রহ-শৃঙ্গার-সেবা অতীব মনোরম হইয়াছিল এবং সজ্জন-চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ইতি—

আপনাদের চিরকিঙ্কর—
শ্রীরজনীকান্ত পাল
সাং রতন পোতা, হাবড়া

আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে [illegible] দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ শ্রীচৈতন্যানুগ-সম্প্রদায়গণ পরিক্রমা করিবেন।

আগামী ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে নাম-কীর্ত্তন, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন হইবে।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও কার্য্যালয় হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীরাম
টেলিগ্রাফ— নদীয়াপ্রকাশ

Reg No. C154

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮২ সং

শ্রীশ্রীরাম আবাস— ১২শে মাঘ ১৩০৭ শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯--

নানা কং

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু পরলোকে

(নিজস্ব সংবাদ দাতার তার)

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অসুস্থ হইয়া এলাহাবাদ হইতে চিকিৎসার্থ লক্ষ্ণৌএ গমন করিয়াছিলেন। X-ray (রঞ্জনরশ্মি) দ্বারা তাহার দেহ পরীক্ষা করিবার কথা ছিল কিন্তু গত ৯ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ দিবস তাহার দেহ পরীক্ষা করা হয় নাই।

৬ই তারিখের তারে প্রকাশ;—

"অদ্য প্রাতঃ ৬-৪০ মিনিটের সময় মতিলাল নেহেরু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ, মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার শ্রীযুত বিধান রায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যু-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহ এলাহাবাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

মৃতের সম্মানার্থ ঐ দিবস কলিকাতায় সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।"

ফাঁসীর আসামীর অদ্ভুত পলায়ন

প্রকাশ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরে এক ব্যক্তিকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইবার কথা ছিল, সে আশ্চর্য্যরূপে পলায়ন করিয়াছে। তাহার নাম ... হোসেন; সে একজন দরবেশ। ... বেদিয়া জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁস লাগাইতেছিল, সে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং চারিদিকে যে সকল সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল তাহাদিগের পংক্তি ভেদ করিয়া অদৃশ্য হয়। তাহাকে ধরিবার জন্য গুলী বর্ষণ করা হয় কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই।

পর... ...ন

ফাঁসীর আসামীর অদ্ভুত পলায়ন

বিদ্রোহী ও পুলিসে সংঘর্ষ

পুরুলিয়ায় পুলিসের গুলীর জের

মন্ত্রীর পদত্যাগ

১৪০০০৲ টাকা আত্মসাৎ—দারোগার সাজা

গান্ধীজীর উপদেশ

দারোয়ানের উপর গুণ্ডার আক্রমণ

বৃটীশ সাবমেরিণ বিস্ফোরণ

কাঁথিতে পিউনিটিভ পুলিশ-ট্যাক্স আদায়ের নোটীশ

বিদ্রোহী ও পুলিসে সংঘর্ষ

৩ জন বিদ্রোহী হত, ৬ জন আহত

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে থারাবডী জিলার লেটপাডান নামক স্থানের প্রায় ৬ মাইল দূরে একদল পুলিস প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী সম্মুখীন হইলে উভয়পক্ষে এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পুলিস ৩ জন বিদ্রোহীকে মৃত ও ৬ জনকে আহত অবস্থায় পাইয়াছে। পুলিস পক্ষে এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আর সংবাদ এই যে, বিদ্রোহীদের দুই নেতা প্রায় একশত অনুচর ও ২০ বন্দুকসহ নানাস্থানে অত্যাচার করিয়াছে। উক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। তাহারা ইয়োমাস নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে প্রকাশ।

পুরুলিয়ায় পুলিসের গুলীর জের

থানায় যে পুলিসের গুলী চালনার ফলে ৫ জন লোক মারা যায়, তৎসম্পর্কে আরও আটজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের নাম শ্রীযুত শিবরাম ... অযমওয়াল, কারিগর খওয়াস, ... হালদার, সত্যাকরের মাতো, গৌরমন দত্ত, রজনী মাহাতো, হরি মাহাতো, ...রাম মাহাতো (রজনীর পুত্র ...) এবং অবনীমোহন দাসগুপ্ত। মহকুমা হাকিমের নিকট জামীনের জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু শ্রীযুত ... মাহাতো ব্যতীত আর কাহাকেও জামীন দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্বে যে আটজন অনেকে ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও জামীন দেওয়া হয় নাই। কেবল ... জনকে বিশেষ সর্ত্তে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বায়ে নূতন ট্যাক্স

বোম্বে কর্পোরেশন যে নূতন টেক্স আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে বাহির হইতে যে সব যাত্রী বোম্বাই যাবে, তাহাদের উপর টারমিনাল টেক্স আদায়ের কথাও আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে মাঘ, শনিবার—১৩৩৭

শ্রীচৈতন্যমঠে

ব্যাসপূজা

আজ আমাদের শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাস-পূজার বাসর। ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বলিয়া তদানুগত্যে যিনি আচার্য্য-আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের আচার ও প্রচার করেন, সেই গুরুদেবের পূজাই—শ্রীব্যাসপূজা।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। মূর্ত্তবেদ শ্রীভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয় নিজ জ্ঞান-প্রদানের জন্য অভিধেয় বেদ-শাস্ত্ররূপে প্রকটিত। শ্রীভগবদাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব বেদকে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেহ বা কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, কেহ বা জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিয়া তাহাই বেদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান মনে করিয়া আত্মবিনাশে যত্ন করেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীব্যাসপূজা করেন না। তজ্জন্যই আমাদের পূর্ব্ব-গুরু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড,
কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে,
কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

শ্রীগুরুদেবের পূজার অভিনয় শ্রীগুরু-পূজা নহে। শ্রীগুরুদেব আমাদের কপট পূজা গ্রহণ করেন না। বুভুক্ষা, মুমুক্ষা বা অন্য কোন প্রকার কপটতার আশ্রয়ে শ্রীগুরুপূজায় অগ্রসর হইলে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত কপটতাকে ধরিয়া ফেলেন। তাহাতে আমাদেরই অমঙ্গল আনয়ন করে। ঐরূপ কপটতার চেষ্টা সম্যক্ প্রকারে দূরীভূত করিয়া নির্ব্যলীক হইয়া আচার্য্যচরণে অর্ঘ্য দিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ বা তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত বস্তুতে তৃপ্ত নহেন। আড়ম্বরের সহিত কতকগুলি উপায়ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত হইলেই সত্য সত্য শ্রীগুরুপূজা হয় না। গীতায় শ্রীভগবদুক্ত "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে জানা যায় যে, ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে সকল উপায়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়ন ভক্তিই প্রয়োজন। যদি ভক্তি-রহিত হইয়া জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অথবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভগবচ্চরণে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র প্রীতিবিধান হয় না; কিন্তু ভক্তিমানের অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু পত্র, পুষ্প, ফল, জলই ভগবানের নিকট পরম উপাদেয়। একগণ্ডুষ জল এবং একটী তুলসীমঞ্জরী ভক্তির সহিত শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত হইলে তিনি নিজকে ভক্তসমীপে বিক্রয় করিয়া ভক্তের ঋণ শোধ করিয়া থাকেন। ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব—মহাবদান্যাবতার, আর শ্রীগুরুদেব—মহামহাবদান্যাবতার। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব অমন্দোদয়-দয়া বিতরণার্থ আগমন করেন, আর শ্রীগুরুদেব সেই পরম দয়াল গৌরহরিকেই দান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজ স্বার্থের বশী-ভূত হইয়া আমাদের পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরন্তু আমাদের প্রতি পরম করুণা-বিশিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ আমাদেরই পরম মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করেন। হতভাগ্য আমি কিন্তু তাঁহার এই অহৈতুক দয়ার কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার অভিনয় করিয়াও সর্ব্বক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেই ব্যস্ত করি। আমার অন্তর-বাহিরের একমাত্র অভিলাষ—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ। আমার সর্ব্ব-ক্ষণের কামনা—কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা। আমার ঈদৃশী দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদনের জন্য অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া বিতরণকারী গুরুদেব কতই না যত্ন করেন, প্রত্যক্ষ-ভাবে কতই না উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু খলাঙ্গুলবৎ আমার হৃদয় বক্রগতি ত্যাগ করে না।

যখন গুরুদেবের কৃপার কথা বিন্দু-মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তখন জানিতাম যে, জনক-জননী অপেক্ষা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেহই নাই। তাঁহারা আমার লালন-পালনের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—আমার মল-মূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া প্রাণপণে কতই না প্রযত্ন করিয়াছেন, আমার রোগশয্যাপার্শে অম্লান বদনে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। এত বড় স্বার্থ ত্যাগ কে করিতে পারে? কিন্তু যখন গুরুদেবের কৃপালোকের একটী রশ্মি আমার নয়নপথে পতিত হইল, তখন জনক-জননীর অত বড় স্বার্থত্যাগের প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, অত বড় স্বার্থত্যাগের মধ্যে কত বড় প্রচ্ছন্ন স্বার্থ অন্তর্হিত!

কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, মায়া-পিশাচীর কুহক-জালে অনুক্ষণ জড়িত হইয়া বিষয়মদমত্ত চিত্ত আমার নির্হেতুক নিঃস্বার্থ দানের কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, তাঁহার অমন্দোদয়-দয়াবিতরণের চেষ্টা দেখিয়াও দেখিতেছে না—পরদুঃখদুঃখী তাঁহার সকরুণ উপদেশ শুনিয়াও শুনিতেছে না। কুহকিনী মায়া প্রপঞ্চের মনোহারী দোকান আমার সামনে খুলিয়া রাখিয়া প্রতি নিয়ত আমার নয়ন তাহাতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বিষয়লোলুপ চিত্তও তাহার অনুসরণ করিতেছে। কাজেই আমি গুরুপাদপদ্মের অতুল সৌন্দর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতেছি না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কতদিন জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন,—"মায়ার এ মনভুলান বিষয়গুলিতে চিত্ত প্রদান করিও না, উহা প্রকৃত বস্তু নহে।

ওঁবিষ্ণুপাদ-
পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর-শতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি মহারাজস্য
সপ্তপঞ্চাশত্তমবর্ষীয়াবির্ভাব-মহোৎসব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজাবসরে

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরয়ম্

(১)
ধন্যং বদান্যং বহুলোক-বন্দিতং
ত্বাং প্রাপ্য গম্ভীরগুণৈরলঙ্কৃতম্।
তীব্রত্রিতাপ জ্বলন-প্রপীড়িতং
দ্যূত-ব্যবায়াসবতন্দ্র-খেলিতম্ ॥

(২)
আনন্দধারাগলিতং ধরাতলম্
আদত্ত-দূর্ব্বাঙ্কুর-পুষ্প-চন্দনম্।
নানা-পতত্রি-ধ্বনি-পুণ্যগীতিভি-
র্হে দেব! পূজাং সুমহে সমীহতে ॥

(৩)
দেশে বিদেশে কবয়শ্চ ভাবুকাঃ
কুর্ব্বন্তি কাব্যৈঃ কুসুমৈর্গুণস্রজম্।
স্বর্গঞ্চ দেবা হরিধাম বৈষ্ণবা
স্তাক্ত্যাগতা যত্র বসুন্ধরোদরে ॥

(৪)
অস্মা বয়স্ত্বেব বরাকবালকা
জিহ্বাস্মদীয়া গুণকীর্ত্তনার্থিনী।
যাতা ফলত্বং কথমত্র কথ্যতাং
ন স্যাৎ প্রসাদো যদি নঃ প্রতি স্ফুটম্ ॥

(৫)
লুপ্তাপ্ত-বিজ্ঞানবিবাস্থরৈর্হরি-
বিশ্বং তমোব্যাপৃতমুদ্ধার সঃ।
প্রেমণৈব তৎপার্ষদপুঙ্গবো ভবান্
প্রীতো গুণৈস্তে সুজনঃ কথং ন তৎ ॥

(৬)
ক্ষিতেরবিদ্যা-তিমিরাপহৃত্তয়ে
শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞান-প্রচার-কর্ম্মণে।
মহাপ্রভোর্ভক্ত্যুপদেশ-হেতবে
ত্বয়া কৃতা পাঠ-কুটীহ কাশতে ॥

(৭)
অজ্ঞানশিক্ষোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ
পাপাবৃতৈঃ কালমতীব যাপিতম্।
জানীমহে ভাগ্যফলেন কেন নৈ-
ষাহবোধ-বোধা পরমার্থদাশ্রিতা ॥

(৮)
বিদ্যার্জ্জনং বিগ্রহদর্শনার্চ্চনং
নিত্যং সদাচার-সুশিক্ষণং যতঃ।
বিষ্ণুপ্রসাদ-গ্রহণং বিধায় চ
মন্যামহে সার্থকমেব জীবনম্ ॥

(৯)
পুণ্যেঽত্র তে ভূমিবতারবাসরে
বিদ্যাগৃহস্থৈশ্চ দরিদ্রবালকৈঃ।
পুষ্পাঞ্জলির্হর্ষভরেণ কল্পিতঃ
সানুগ্রহং হে গুরুদেব! গৃহ্যতাম্ ॥

স্বরপুররামবিধুবিমিতে বঙ্গাব্দে ।
মাঘমাসি চতুর্ব্বিংশবাসরে ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ-
স্থিতান্তেবাসিনাম্

মরীচিকায় জল ভ্রমে ধাবিত হইলে শ্রম-মাত্র সার হইবে, পরিশেষে শ্রমের ফল পুরস্কার না পাইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। উহাকে দূরে পরিহার কর। তুমি যাহা চাও, তাহা উহাতে নাই।" কিন্তু আপাত মনোরম বিষয়-গুলির পরিণাম-ভবিষ্যৎ ভোগী আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

যে মুহূর্তে জীব বিষয় মোহ ভুলিয়া প্রকৃতপক্ষে বিরাগের আশ্রয় করিবে—যখন জড়ভোগে তাহার বিরক্তি জন্মিবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে পারিবে, শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরু-পূজা তখনই সাধিত হইবে। আচার্য্যচরণে প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করা বা শরণাগত হওয়াই শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীগুরু-চরণ আশ্রয় করিয়া—তাঁহার উপদেশবাণী অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে অবস্থান করিতে পারিলেই আমরা সত্য সত্য গুরুপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে সমর্থ হইব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবলিদানই গুরুপূজার প্রকৃষ্ট উপায়ন।

হে অমন্দোদয়-দয়াবতার গুরুদেব! বিষয়-বিমুগ্ধ আমি আপনার অপ্রাকৃত শ্রীচরণ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিতেছি না, আমার অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিয়া দিউন, আমার বিষয়-ধূলিতে অন্ধ চক্ষুর আবরণটুকু অপসারণ করিয়া দিউন, আপনার চরণে অর্ঘ্য দিবার বল প্রদান করুন।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজের
সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে

প্রপত্তি-প্রসূন

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥"

গুরুদেব!
শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ভুলিয়া যখন।
দারুণ সংসার ক্লেশ করিনু বরণ ॥
'কে আমি, 'কেবা মম' হইনু বিস্মৃত।
অনিত্য বিষয়ে নিত্য বুদ্ধি করি' হত ॥
আপাত-মধুর জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া।
ছাড়িনু নিঃশ্রেয়স পথ প্রেয়ঃ আলিঙ্গিয়া ॥
বিশ্বাকুল মন মদে হইয়া মোহিত।
কৃষ্ণ কাষ্ণ বিনা-কার্য্যে না হই শঙ্কিত ॥
আমা-সবাকার ভবে দেখিয়া প্রমাদ।
উদিত হইলা মধ্যে অঙ্গোপাঙ্গসাথ ॥

পরদুঃখদুঃখী প্রভু তুমি সনাতন।
ব্যাকুল হইলা সর্ব্বজীবের কারণ ॥
ছুটিলে জীবের দ্বারে ল'য়ে কৃষ্ণনাম।
দেখিয়া তোমার দেহ গলয়ে পাষাণ ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ কহ যারে তারে।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, চিন্তহ কৃষ্ণেরে ॥
অপরাধ শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥"

(কিন্তু) সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন
নাহি জানি'।
ভ্রমিয়ে অজ্ঞান জীব বিজ্ঞ-অভিমানী ॥
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না করি' সন্ধান।
ভক্তিহীন জ্ঞানকর্ম্মে করে বহু মান ॥
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিরূপে না দেখি' জগতে।
'ভোগ' 'ত্যাগ' ল'য়ে দ্বন্দ্ব করে
নানামতে ॥
আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া সহায়।
অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তু মাপিবারে চায় ॥
কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ লীলার বৈশিষ্ট্য।
বিচারিতে নাহি চাহে কলিহত দুষ্ট ॥
কনক, কামিনী কিম্বা প্রতিষ্ঠা-কারণ।
জড়দেহ মনঃ সুখ করি' অন্বেষণ ॥
মহৎ বদান্য বলি' আপনারে মানে।
কৃষ্ণনাম তা'র মুখে আসিবে কেমনে

অনন্ত জীবেরে প্রভু ধন্য করিবারে।
বারম্বার অনুনয় করহ জীবেরে ॥
এত দয়া তুমি বিনা কে করে প্রকট
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ জীবের
নাশিতে সঙ্কট
কুবিষয়-বিষপানে হইয়া অজ্ঞান।
হরিনাম মহৌষধি নাহি করি পান ॥
দয়াময় প্রভু তুমি করি' সুযতন।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু করাও সেবন ॥
স্বজনাখ্যদস্যুস্নেহে হইয়া মোহিত।
ছুটিয়া চলিয়া যাই, নাহি চাহি হিত ॥
কতই ব্যথিত হ'য়ে ফেল অশ্রুধার।
অধম কৃপণ দীন কি বুঝিবে তা'র?
আমা-সবা হিত লাগি' যে চেষ্টা
তোমার।
না বুঝি তাহার মর্ম্ম, করি পরিহার ॥
গুরুবস্তু দ্বেষে তাই পাই নানা ক্লেশ।
তথাপি তোমার কৃপার নাহি
দেখি শেষ ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি' কাছে সস্নেহ বচনে।
শিখাও চৈতন্যবাণী কতই যতনে ॥

আপনি আচরি ভক্তি শিখাতে জীবেরে।
গৌররূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ মায়াপুরে ॥
তাঁহার অভিন্নদেহ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥
নামপ্রেমবিতরণ লীলা যে তোমার।
তব পদাশ্রয় বিনা না দেখি নিস্তার ॥

তব কৃপা বিনা প্রভু না যাবে কার্পণ্য।
প্রেমধনে ধনী হ'য়ে না হ'ব বদান্য ॥
অচৈতন্য হ'য়ে কৃষ্ণনাম নাহি লব।
স্বরূপ-সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণে নাহি সন্তোষিব ॥
প্রেমের গ্রহীতা হ'য়ে প্রেম নাহি দিব।
আত্মসুখ অন্বেষণে পশুত্ব লভিব ॥
তব পাদপীঠে আত্মসমর্পণ বিনা।
হইবে সকলি ব্যর্থ ভজন সাধনা ॥

তব মুখপদ্মবাক্য হইলে শ্রবণ।
নির্ম্মল হইবে চিত্ত, পাব কৃষ্ণধন ॥
সর্ব্ববিধ চঞ্চলতা হ'তে মুক্ত হ'ব।
মনে বনে ভবে এক করিয়া জানিব ॥
তবে শ্রীচৈতন্যপদ কৃপা-পারাবার।
উদিত হবেন হৃদে কৃপায় তোমার ॥
সেই ত' তোমার প্রভো,
পূর্ণ কৃপা মানি।
এহেন সৌভাগ্য মোদের হবে
কি, না জানি ॥

জয় জয় গুরুদেব, কৃপা অবতার।
তব পদে মতি দিয়া করহ নিস্তার ॥
অজ্ঞান অধম মোরা না জানি পূজন।
কৃপা করি' দাও মাথে ও-রাঙ্গা চরণ ॥
স্বতন্ত্র জীবন প্রভো বড় দুঃখময়।
তব পদধূলি করি' রাখ দয়াময় ॥

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ
ভক্তবৃন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসপরিব্রাজকা-
চার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজের
সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব
উপলক্ষে

'ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি'

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

জয় জয় জয় ভকতি-নিলয়
শ্রীগুরু-চরণ-যুগ।
যাঁহার স্মরণে সার্থক জীবনে
নাহি রহে ভব-রোগ ॥

কেন গুণনিধি কৃপার বারিধি
ভকতি-সিদ্ধান্ত-বর।
তব পদ-যুগে যেন প্রাণ জাগে
জনমে জনমে নিরন্তর ॥

বেদ ও বেদান্ত পড়ি' আদি অন্ত
নাহি ফল কিছু তায়।
অভিমান-ভরে যদি নাহি ধরে
করুণা-বারিধি-পায় ॥
শ্রুতি স্মৃতি আর করিয়া বিচার
পাণ্ডিত্য গরব কার' ॥
শ্রীগুরু-চরণে শরণ বিহনে
থাকিল অনর্থ ধরি' ॥

তাহার সকল ভেক কোলাহল
গরলে তাহাকে পায়।
নহে জ্ঞান-লব কেবলি কৈতব
জনম বিফলে যায় ॥

যাগ, যজ্ঞ, ব্রত করিয়া নিয়ত
যে জন বড়াই করে।
তাহার বড়াই কেবল ধাঁধাই
তাতে তুচ্ছ ফল ধরে ॥

ধ্যান তপঃ আদি ইজ্যা, দান যদি
কেহ বা আচার করে।
তবু ও তাহার, ভক্ত্যে অধিকার,
দানিতে নারিক পারে ॥

যদি সে গৃহস্থ কিম্বা বানপ্রস্থ
অন্য দোষ যদি সেবে।
বৈষ্ণব-চরণে শরণ-বিহনে
কৃষ্ণপদ নাহি লভে ॥
শ্রীগৌর-আচার করিয়া প্রচার
স্থাপিলে ভুবন মাঝে।
একলে আচার্য্য জগতের বর্য্য
এগোত্র মণ্ডল-মাঝে ॥

ধরাতলে আর তুলনা তোমার
নাহি পাই খুঁজে আমি;
তাই মোর মনে আশা সর্ব্বক্ষণে
না ছাড়িবা কভু তুমি ॥
আমি ত বিমুখ বার' দেহ সুখ,
যে রোচে বিষয়-পথে।
তুমি কৃপা করি' মোর কেশে ধরি'
রেখেছ ভকত-সাথে ॥

অযোগ্য তোমার আমি হেন ছার
কভু কি সেবক হব?
হউক দুরাশা তবু আছে আশা
কোনদিন কৃপা পাব ॥

দুর্ব্বলের বল তুমিত কেবল
বলদেব-বল ধর।
তব কৃপা হ'লে জানিব সকলে
তুমিত করুণাকর ॥

অজ্ঞানান্ধ জীব বলিয়া অশিব
যেতেছিনু রসাতলে।
তুমি শিবদাতা মোর প্রভু, ত্রাতা
(মোরে) লয়েছ চরণ-তলে ॥

শ্রীশ্রীচরণরাজ্যাভিলাষী—
শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজন-স্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধ-সজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তমনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-নাথানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধি-কারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

মালগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমা-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবংশীদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবদনানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামভীম দে অধিকারী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাধকানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণগুণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশনাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় প্রণীত শ্রৌতপথ, পরিত্যক্তবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্ত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সুবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আর্দ্ধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসজ্জনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৶৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই গ্রন্থে ভক্তিলাভের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ছিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৷ বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসূত্রে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন্ আর্সেনিক এবং টউনিকেল আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রুং ৩৲ টাকা।

বাটও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ নং ভজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল।
আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে।
প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস-রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু-রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২৬নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

ঢাকা মনোমোহন যন্ত্রে ও নদীয়া-প্রকাশ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
গৌরপ্রাণ—নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৭, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

গোলটেবিল বৈঠকের ফল

বোম্বাইয়ে ৬০টি কলে হরতাল

কানপুরে বিমান দুর্ঘটনা

বাচ্চাসাক্কোর ৪ শত অনুচরের মুক্তি

লণ্ডনে নূতন ভারতীয় ঋণ

আমেদাবাদে পিকেটীংএ ৯২৭ জন গ্রেপ্তার

সজ্জন সিংহের ফাঁসী

মাদুরায় গুণ্ডার লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

দমদম জেলে বন্দীদের সভা

চুঁচুড়ায় মোটর দুর্ঘটনা ৬ জন গুরুতররূপে আহত

নানা কথা

বোম্বায়ে ৬০টী কলে হরতাল

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মৃত্যু উপলক্ষে বোম্বাই সহরে হরতাল চলিয়াছে। গিরগাঁও, আলাবাদেবী ও কলবাদেবী অঞ্চলে পূর্ণ হরতাল হইয়াছে।

৬০টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়াছিল। বোম্বাই বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্যারেলস্থিত কারখানাগুলি বন্ধ গিয়াছে। এই সকল কারখানার শ্রমিকরা ২ দিন হরতাল পালন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। শ্রমিকরা কল অঞ্চলে একটি বিরাট্ শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হইয়াছিল।

বাচ্চা সাক্কোর ৪ শত অনুচরের মুক্তি

প্রকাশ, গত বৎসর কোহিদামান হাজারায় বাচ্চা সাক্কোর যে ৪ শত জন অনুচরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, রাজা নাদির শাহ সম্প্রতি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের নেতা খান মহম্মদকে গ্রেপ্তারের পরেই গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল।

গোলটেবিল বৈঠকের ফল

সার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুত জয়াকর শ্রীযুত শাস্ত্রী, সার এ পি, পাত্র ও মিঃ মোডী প্রমুখ গোল টেবিল বৈঠকের ২৭ জন ডেলিগেট উক্ত বৈঠকের ফল বিষয়ক দীর্ঘ বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের অনুকূলে ইংরাজদিগের মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের বিশেষ ধারণা এই যে, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে আর গোলযোগ নাই। বৈঠকে যে কার্য্য-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে যথোচিত সতর্কতাসহকারে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ারই ব্যবস্থা হইয়াছে।

উপসংহারে ডেলিগেটগণ বলেন, সকল দলের পক্ষে ধীর ও সংযতভাবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নূতন অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

আমেদাবাদে পিকেটিংএ ৯২৭ জন গ্রেপ্তার

দেশীয় মদের দোকান যে স্থানে নীলামে বিক্রয় হইতেছিল, সেই স্থানে পিকেটিংয়ের ফলে, ৬ই ফেব্রুয়ারী মোট ৯২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নীলাম শেষ হইয়া যাওয়ার পর তাহাদিগকে আবার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা এক শোভাযাত্রা করিয়া সহরের বড় বড় রাস্তা পরিভ্রমণ করে। যাহাদিগকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত মহিলাও ছিলেন। শেঠ অম্বালাল ভাইয়ের বাড়ীর মহিলাদিগকে, শেঠ কস্তুরী ভাই লালাভাই, সার চুনী ভাই প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

কানপুরে বিমান দুর্ঘটনা

কানপুরে একখানি বিমান কয়েক জন যাত্রীকে শূন্যে বিচরণ করাইয়া নিম্নে অবতরণ কালে বিমান একটি বালকের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাতে বালকের একটা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বালকটিকে জখম করিয়া ঐ বিমান আরও ৩ জন পার্শী মহিলার উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই মহিলারাও অল্প বিস্তর জখম হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

আগ্রায় গুণ্ডার রোম হর্ষণ হত্যাকাণ্ড

মথুরার জৈন পল্লীতে একটি পরিবারের ১৪ জন লোক একই সময়ে গুণ্ডা কর্তৃক নিহত হইয়াছে।

ঐ পল্লীর মুনসেফ জিলা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মর্ম্মে জ্ঞাত করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, গুণ্ডার নায়ক ঐ অঞ্চলে একটা গুণ্ডার দল বাহির হইয়াছে। পরদিন সকালে দেখা যায় যে, সেই মুনসেফ সপরিবারের সমস্ত লোক গোণ্ডা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।

পুলিস এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করিতেছে।

সজ্জন সিংএর ফাঁসী

মিসেস্ কার্টিস হত্যাকারী সজ্জন সিংএর প্রতি সেসন জজ মিঃ গর্ডন ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিগত ১০ই জানুয়ারী লাহোর ক্যান্টনমেন্টে সজ্জন সিং মিসেস কার্টিসকে হত্যা করে।

আসামী হাসিমুখে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করে এবং, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে অসম্মত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন পঞ্জাবে ৭৬৯৮ জন অভিযুক্ত

লাহোর, গত ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আইনঅমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ৭৬৯৮ জনকে পঞ্জাবের বিভিন্ন আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ৫৭৭৪ জনকে দণ্ডিত করা হয় এবং বিচারাধীন অবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করায় ৮০৩ জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

পুলিসের লাঠী চালনার জের

গত মঙ্গলবার বেনারস দৈদাগিম জনিসএ পুলিসের লাঠি চালনার পর বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জ্জী ও উমাচরণ সরকার প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবক এবং টাউন কংগ্রেস কমিটির একজন স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্যের সহিত কোতোয়ালী থানায় নীত হইয়াছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারীঅদ্য সুযোগকে ছাড়িয়া দিয়া উপরোক্ত তিনজনকে, পুলিস, পাহারায় বেনারস জিলা জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসীকে গতবৎসরকে গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ তথায় তাঁহাকে লাঠির প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বালেশ্বরে লবণ সত্যাগ্রহ

উত্তর বালেশ্বরের অধ্যা নামক স্থানে লবণ সত্যাগ্রহের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বহু লোক নিত্য লবণ প্রস্তুতকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। টুণ্ডরা, ভীমপুর ও ফুলানাকুমুরের গ্রামবাসীরা উনচুড়ি চাঙ্গলে লবণ আইন ভঙ্গ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের হবিষ্যান্ন গ্রহণ

ফ্রি, প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শনিবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'বিশ্বভারতী' ছাত্রদের তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মৃত মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ রাখা অপেক্ষা এইরূপ করা শ্রেয়ঃ।

সার ভিক্টর সেশুনের লক্ষটাকা দান

সার ভিক্টর সেশুন কয়েকটী কার্য্যের জন্য লেডী আরউইনের হস্তে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কলেজের জন্য ৫০ হাজার, নূতন দিল্লীর খৃষ্টীয় নারী সমিতির জন্য ৩০ হাজার, লেডী মিন্টোর ইণ্ডিয়ান নার্সিং এসোসিয়েসনের জন্য ১০ হাজার এবং সানাওয়ারি নামক স্থানে লেডী আরউইন টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়ামের জন্য ১০ হাজার টাকা।

লণ্ডনে নূতন ভারতীয় ঋণ

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ লণ্ডনে ১কোটি ৭০লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার একটী ভারতীয় ঋণ খোলা হইয়াছে। এই ঋণের সুদের হার শতকরা ৬॥০ স্বর্ণমুদ্রা এবং এই ঋণের মূল্য শতকরা ৯৭ স্বর্ণমুদ্রা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৯৩৬-৩৮ অব্দের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

বাঙ্গালা সরকারের ইস্তাহার

মিঃ এফ, ডি, বাসফোর্ট পদত্যাগ করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান কেন্দ্রের য়ুরোপীয় শাখায় এক উপনির্ব্বাচন হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রার্থীগণের মনোনয়ন পত্র প্রেরণের এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী উহা পরীক্ষার তারিখ ধার্য্য হয়।

দিনাজপুরে জমীদার সভা

এই জিলায় যে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি দিনাজপুর রাজবাটীতে জমীদারদিগের এক পরামর্শ সভা বসিয়াছিল। সেই সভায় বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্টের খাজনা যাহাতে দিতে কষ্ট না হয়, তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য কোনও প্রকার পন্থা অনুসরণ করা যায় কি না, এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আরও মহিলা দণ্ডিত

জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, কে, দের এজলাসে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দে, তুলসীমণি সরকার ও চপলা চৌধুরীর বিরুদ্ধে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করার অপরাধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের (১) ধারা মতে যে অভিযোগ আনয়ন হইয়াছে ৮ই ফেব্রুয়ারী তাহার আর এক দফা শুনানী হইয়াগিয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষে শ্রীযুত বি ব্যানার্জ্জী মামলা পরিচালনা করেন। মহিলাগণ মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

ফরিয়াদিপক্ষের কয়েক জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকের প্রতি ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়

বালুরঘাট সার্কেল অফিসার একদল সশস্ত্র পুলিস লইয়া তাঁহার অধীনস্থ বিভিন্ন য়ুনিয়নগুলি হইতে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কতিপয় গ্রামবাসীর অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত করা হইয়াছে এবং এই কার্য্যের বিরুদ্ধে ২টি মামলা স্থানীয় মুন্সেফ কোর্টে রুজু করা হইয়াছে, বলিয়া প্রকাশ।

কতিপয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক স্থানীয় লোকদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতেছিলেন যে, তাহারা যেন ধৃত অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে খরিদ না করেন। এই জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ সশস্ত্র পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানের চাষী লোকেরা বালুরঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ১৩৩৪ সনে গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে যে কৃষিঋণ দান করিয়াছিলেন, তাহা যেন বর্ত্তমানে আদায় করা না হয়।

চুচুড়ায় মোটর দুর্ঘটনা ৬জন গুরুতররূপে আহত

চুচুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন রোডে এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। জনৈক ট্যাক্সিচালক অপর এক ট্যাক্সিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার চেষ্টায় তাহার গাড়ীখানা একটা গাছের উপর চালাইয়া দেয়। ফলে ট্যাক্সিচালক ও ৫ জন যাত্রী গুরুতররূপে আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে চুচুড়া গভর্ণমেন্ট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আহত ট্যাক্সিচালকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। আহত যাত্রীদিগের একজন হুগলী সেসন কোর্টের এক ফৌজদারী মামলার জুরী ছিলেন। তিনি কোর্টে উপস্থিত হইতে না পারায় মামলা ঐদিবস মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

ভুষওয়ালে রেল দুর্ঘটনা

ডাউন নাগপুর এক্সপ্রেস ট্রেণ ৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে পানদাল ও নন্দগাঁও ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৈবক্রমে পথচ্যুত হইয়া যায়, তাহাতে একখানি বড় বগী গাড়ী ও পশ্চাদ্ভাগের ব্রেক গাড়ী লাইন হইতে নামিয়া পড়ে, এই পথচ্যুতিতে রেল লাইন বন্ধ হইয়া যায়। বেলা প্রায় ১ ঘটিকার পর হইতে পুনরায় ট্রেণ চলাচল করিতে থাকে।

কংগ্রেস কমিটীর বিরুদ্ধে বে-আইনী ঘোষণা

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এক অতিরিক্ত গেজেটে গুজরাট পঞ্চমহাল জিলার ২৮টি কংগ্রেস কমিটী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে উহারা প্রচলিত কয়েকটি আইন ভঙ্গ করার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে।

দমদম জেলে বন্দীদের সভা

পটুয়াখালির শ্রীযুত কেদারনাথ সমাদ্দার পিকেটিং অর্ডিনান্সবলে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত সমাদ্দার বলিয়াছেন যে, উক্ত জেলের বন্দীরা একটি সভায় সম্মিলিত হইয়া পণ্ডিত মতিলালজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন ও জহরলালজীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাময়িকী

মাদ্রাজ নগরের শ্রীযুত টি, পি রামস্বামী পিল্লাই সম্প্রতি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের একটী সুবিস্তৃত কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণটী ৬০ হাত লম্বা এবং ৩০ হাত প্রস্থ হইতেছে। শ্রীযুত মাদ্রাজ-গভর্ণর বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের এই নাটমন্দির গঠিত হইলে তাহা উন্মোচন করিবার ভার লইয়াছেন।

বিগত ৩০ জানুয়ারী ১৭ই মাঘ তারিখে মাদ্রাজ সহরের ময়নাপুর পল্লীতে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের একটী বক্তৃতা হয়। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব মাদ্রাজের Advocate General Sir Sibaswami Ayer Kt. C. I. E. K. C. I. E. মহোদয় সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুত স্যার শিবস্বামীর সহিত বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দের একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাই ছিল তাঁর বিষয় ছিল। মাদ্রাজের সকল শ্রেণীর অধিবাসী একণে গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও মহাপ্রভুর শুদ্ধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদ্রাজ ৩০শে জানুয়ারী

[মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'হিন্দু' পত্রের ৩১শে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে অনূদিত]

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ সরোজিনী ষ্ট্রীটে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে এক ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ভজন গান হইয়াছিল। স্বামিজী শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্ত্তন, জীবে দয়া ও ভক্তসেবা এই তিনটী প্রধান শিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়া 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোন কোন বক্তা 'জীবে দয়া' বলিতে মনুষ্য-সমাজের প্রতি দয়া অর্থাৎ মানুষের দেহ ও মনের অভাব দূরীকরণকে উদ্দেশ করেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ জীবে দয়ার বাস্তব অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য স্থাপন করে। স্বামিজী বলেন—পরমাত্মতত্ত্বানুভূতিলাভের পথে জীবাত্মার অভাব দূরীকরণই প্রকৃত 'জীবে দয়া'। তিনি ইহা বিশেষ করিয়া বলেন যে, এইটীর সহিত প্রাকৃত দেহ ও মনের অভাব দূরীকরণকে এক করিয়া লইতে হইবে না। যেমন পীড়িতের শুশ্রূষা, দুর্ভিক্ষে অন্নদান অথবা যাহারা মানসিক অশান্তিতে আছে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান—এইগুলি জীবের প্রাকৃত দেহ ও মনের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণ মাত্র, ইহা বাস্তব জীবে দয়ার দৃষ্টান্ত নহে।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা ও ভজনগীতি শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা

পাচায়াপ্পা কলেজে অভিভাষণ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

[মাদ্রাজ ২৪।১।৩০ তারিখের "হিন্দু" পত্র হইতে অনূদিত]

মাদ্রাজ ২৩শে জানুয়ারী

পাচায়াপ্পা কলেজের দার্শনিক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ২২শে জানুয়ারী পাচায়াপ্পার হলে একটী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বঙ্গদেশস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রফেসর পি, এন শ্রীনিবাসাচারী মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয় মঠসেবকগণ ভজনগীতি কীর্ত্তন করেন।

বক্তা তাঁহার অভিভাষণে বলেন—অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সত্যের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে কখনও তাঁহাদের মধ্যে একমত হইতে পারেন নাই এবং এই প্রকার অনৈক্য পোষণ তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। আর এইসকল সত্যান্বেষী ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের সত্যাভিমুখে অগ্রসরের রীত্যনুসারে স্ব স্ব দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র বাস্তবসত্যের দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র, গীতা এবং ভাগবতই চরম প্রমাণ। ঐ সকল শাস্ত্রে ব্যাপকভাবে বাস্তবসত্যের অদ্বয়ত্ব, ভেদ এবং আস্তিক্যের বিচার অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে বাস্তবসত্যের আস্তিক্য-ধারণাটাই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসন্দেহ এবং বৈষ্ণবগণই তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সম্প্রদায়-নায়ক বুদ্ধের শিক্ষাগুলি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া নাস্তিক্যবাদে পরিণত হইয়াছে এবং এই আচার্য্য শঙ্করপাদ আস্তিক্য-ধারণার পুনরভ্যুদয় করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ সেই আস্তিক্যদর্শনকে আর একটু উন্নত করেন এবং সর্ব্বশেষে শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবই উহার পূর্ণত্ব সম্পাদন করেন।

অতঃপর প্রফেসর পি, এন, শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বামিজীর বক্তৃতা মধ্যস্থ উক্তি সমূহের ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি স্বামিজীর বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতাব্যাপক উপদেশগুলির সহিত একমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, অদ্বয়-জ্ঞান হইতে পৃথক বিচার করিয়া মত ভেদ হইতে পারে—এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন; হইলে প্রকৃত ভাবে অদ্বয় জ্ঞানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বলিত গ্রন্থাদি অধিকভাবে আলোচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীগৌড়ীয়গণের নাম সংকীর্ত্তন, ভজনগীতি এবং ধন্যবাদাদি প্রদত্ত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব

গত ১৮ই মাঘ রবিবার গৌরত্রয়োদশী হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই বহুসংখ্যক যাত্রী বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া শ্রীজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ও কাজির সমাধি দর্শন করিয়া মত্ত হইয়াছেন। ... লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,—এই স্থানে আসিলেই যেন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এখানে বাস্তবিকই গৌরহরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কাহারও উপরে কোন প্রকার উৎপীড়ন নাই কেন? যেন এখানের সেবকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা চালিত হইয়াই সকলকে শ্রীধাম দর্শনের বিবিধ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। জানি না, আমাদের কোন্ পুণ্যফলে এই পবিত্র ভূমির দর্শন ঘটিল।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঐ তিথিতে শ্রীচৈতন্য চরিত-গ্রন্থ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনা, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন ও সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কাশী হইতে শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারীজী জানাইতেছেন,—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। সকলের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র-কথা কীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অন্যান্য শাখামঠেও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাববাসরে যথানিয়মে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে গত ... রবিবার মাদ্রাজ ... সাইক্লোন ... ত্রিপ্লিকেনে কলিকাতা ... প্রচারকবর্গের যে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাতঃ ৮ ঘটিকা—শ্রীগৌড়ীয় ... প্রচারকগণের সঙ্কীর্ত্তন সহ উপরিউক্ত স্থানে উপস্থিতি।

বেলা ৮ হইতে ১০ ঘটিকা—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভুর হরিনাম সংকীর্ত্তন।

বেলা ১০ হইতে ১২ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের ইংরাজীভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা ও মিঃ শঙ্করনারায়ণ আয়ার মহোদয় কর্ত্তৃক স্বামিজীর ব্যাখ্যা তামিল ভাষায় অনুবাদ।

মধ্যাহ্ন ১২ হইতে অপরাহ্ন ২ ঘটিকা—মাদ্রাজী ভক্তগণের ভজনগীতি।

অপরাহ্ন ২ হইতে ৪ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসার মহারাজের ইংরাজীতে ...

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং মিঃ [illegible] নারায়ণের পূর্ব্বোক্ত তামিল ভাষায় তাহার অনুবাদ।

বেলা ৪ হইতে ৫॥ ঘটিকা—সকল ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।

তৎপরে রবি ভায়ায় হলে বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত অভিযান।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-বর্গ বক্তৃতা ও যে সকল প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে [illegible],—

সন্ধ্যা [illegible] ৬-১০মিঃ—সঙ্কীর্ত্তন।

[illegible] ৬-২০ পর্য্যন্ত সভাপতি [illegible] ভক্তিসার মহারাজের ইংরাজীতে সভারম্ভে বক্তার পরিচয় প্রদান।

সন্ধ্যা [illegible] হইতে ৬-৩৫ পর্য্যন্ত শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের ইংরাজিতে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৬-৩৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীযুত [illegible] আয়ার মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭ হইতে ৭-২৫ পর্য্যন্ত সভাপতির তামিলভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭-২৫ হইতে ৭-৪৫ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের ইংরাজীতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা [illegible] হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-[illegible] অর্পণ ও সঙ্কীর্ত্তন।

[illegible] প্রসাদ বিতরণের [illegible] গভর্ণমেণ্টের [illegible] সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার [illegible]।

[illegible] হইতে শ্রীপাদ স্বরূপগত্য [illegible] মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার [illegible] ভক্তবৃন্দ শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী [illegible] বাসাগৃহে পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, [illegible] এবং শ্রীমহাপ্রসাদ [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবি-[illegible] সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

[illegible] হইতে শ্রীযুত নৃসিংহপ্রসাদ [illegible] মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ-[illegible] শ্রীগৌরগদাধর মঠে [illegible] সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] কীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান হইয়াছে।

[illegible] পরে শ্রীচৈতন্য-[illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ[illegible] পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীমদর্জ্জুনদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় সুললিত স্বরে শ্রীল শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল" ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন। প্রায় বহু সজ্জন, বালক, নরনারী মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার বাবু[illegible] দাস, শ্রীনৃসিংহ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহে মহোৎসব

গত ৭ই মাঘ বুধবার হইতে পরবর্ত্তী সোমবার পর্য্যন্ত ৬য় দিবসকাল ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, এবং বক্তৃতাদি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯ই মাঘ হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত মঠসেবক-গণ নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবাগ্মী বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামণ্ডপে ৯ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত দিনত্রয় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে প্রত্যহ ৩ই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত সরস্বতীপূজার স্বরূপ, পূজার উপাদান, পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে প্রভেদ, পাণ্ডিত্য শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ 'সম-দর্শনের অর্থ, সমদর্শনের সময়, সমদর্শনের অধিকারী, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, যোগমায়া ও মহামায়ার মধ্যে প্রভেদ, জীবতত্ত্ব, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়-সমূহ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্ম-সংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণ-গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার পূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুর্গামণ্ডপের প্রকাণ্ড হল-গৃহটী শ্রবণার্থী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলায় পরিপূর্ণ ছিল। তদ্ব্যতীত অনেক ব্যক্তি ভিতরে স্থান না পাইয়া বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক সুমধুর সং-কীর্ত্তন হইত। শেষদিন বক্তৃতার শেষে স্বামিজী যখন তাঁহার [illegible] স্বরে [illegible] কণ্ঠে [illegible] [illegible] চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ভদ্র মহোদয়গণ প্রথমতঃ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। অবশেষে সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমামৃতপানে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইতে লাগিল এবং তাঁহারাও স্বামিজীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ ময়মনসিংহে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তিনি আনন্দমোহন কলেজ হোষ্টেলে পাঠ এবং বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ১২ই মাঘ শ্রীমঠে সাধারণ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র মহা-প্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের কতিপয় ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-

বর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী মহারাজের

সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

দরিদ্রের সাজ

প্রভো!

আজকে তোমার পূজার দিনে
আমার ভাঙ্গা ঘরে,
চোখের জলে হাতড়ে মরি
গভীর অন্ধকারে;
পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প
কোন কিছুই নাই,
শূন্য হাতে তোমার পাশে
কেমন ক'রে যাই?
হৃদয় মাঝে খুঁজে দেখি
নাইক পবিত্রতা,
আজ যে মোরে ব্যঙ্গ করে
অশেষ দরিদ্রতা॥

[illegible] কিছু নাই বটে
হলনি' অকিঞ্চন,
[illegible] এত আছে
কে করে গণন?
সেগুলি সব যত্ন ক'রে
রেখেছি মোর জীর্ণ [illegible]
[illegible] তার চেনার আমার
[illegible] জীবন,
[illegible] তারে ছাড়তে নারি
আসক্তি এমন!

মহানন্দে মত্ত জগৎ
শুভদিনি পেয়ে,
তোমার রাতুল চরণতলে
চ'লছে সবে ধেয়ে।
তারা সবাই নিয়ে গেছে
নানান্ উপচার,
গন্ধ, পুষ্প ধূপ ও মালা
যোড়শো পচার।
মহোল্লাসে করছে সবে
পূজার আয়োজন,
তুমি যে গো জগজনের
আরাধনার ধন॥

আমি শুধু একলা ব'সে
মাথায় দিয়ে হাত,
যোগ্য কিছুই নাইক ব'লে
করছি অশ্রুপাত।
এ পথ দিয়ে গেছেন যাঁরা
ডেকেছিলেন আমায় তাঁরা
চেয়েছিলেন নিয়ে যেতে
আমায় তাঁদের সাথ,
(আমি) যাইনি অপমানের লাজে
কাঁদছি দিবস-রাত।

হঠাৎ তোমার মধুর বাণী
প'শলো আমার কাণে,
'ভালো মন্দ সব নিয়ে আয়
আমার সন্নিধানে।
যা' কিছু তোর আছে ওরে
আঁকড়ে কেন রাখিস্ ধ'রে
সব দিয়ে দে' ও অভাগা,
গুরুপূজার দিনে,
তোর ভাবনা ভাব্‌ব আমি
নে রে আমায় কিনে।'

ওগো আমার দয়াল ঠাকুর
তোমার প্রণিপাত,
আমায় তুমি তুলবে ধ'রে
একি তোর বরাত! (আমার)
আমার মত ঘৃণ্য কেহ
নাইক ধরাধামে,
এতেই যদি হয়গো দয়া
পতিতপাবন-নামে
সেই আশাতে বেঁচে আছি
ওগো অন্তর্য্যামি,
তোমার, বিজয়-গানে ভুবনভরা
কি পারিব আমি!

সেবকাধম দীনাতিদীন
শ্রীকিশোরীমোহন দাসাধিকারী

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীব্যাসপূজা [illegible] বহু থাকায় গোস্বামীজের [illegible] প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

ভক্তি গ্রন্থাবলী

৫২৪ গৌরাব্দের সচিত্র

[illegible]পন

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশগামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় প্রণালী শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষার কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, অর্থাদির ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থসংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? তত্ত্বাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০, বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৷ বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। অতিশীঘ্র ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি আমলার্ক
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমলার্ক তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে.

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার [illegible]

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্নিন্ আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা [illegible]

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ
২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে-

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগ প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ [illegible]

৩। জরান্তক বটীকা:—সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন [illegible] চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্বপ্রকার [illegible] রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি [illegible] মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ-মিশ্র ঔষধালয়, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলগ্রাফ— নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৮শে মাঘ বুধবার ১৩৩৭, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

কংগ্রেসে নিরাশার ভাব

৮ই ফেব্রুয়ারীর কংগ্রেস মহলে আপোষ মীমাংসার কথা বিশেষ আশাপ্রদ নহে বলিয়া বুঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর নিকট বড়লাট যে উত্তর দিয়াছেন, সম্ভবতঃ উহার জন্যই এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বড়লাটের চিঠি শীঘ্রই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। ৮ই তারিখ অপরাহ্ণে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মহাত্মার সহিত দেখা করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত জে, এম্, সেনগুপ্ত ও পণ্ডিত জওহরলালও উপস্থিত থাকিবেন এরূপ প্রকাশ।

লাট কর্ত্তৃক মহাত্মাজীর চিঠির উত্তর

শুনা যাইতেছে যে, বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তাহাতে কি আছে তাহা জানা যায় নাই। অনুমান এই যে, মহাত্মা গান্ধী সন্তুষ্ট হন নাই।

গান্ধী-সপ্রু সংবাদ

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ৭ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা

কংগ্রেসে নিরাশার ভাব

লাটকর্ত্তৃক মহাত্মাজীর চিঠির উত্তর

গান্ধী সপ্রু সংবাদ

পণ্ডিত মতিলাল সম্বন্ধে সুন্দরলালের উক্তি

পণ্ডিতের মৃত্যুতে সমবেদনা

ভারতগবর্ণমেণ্টকে ঋণদান স্থগিত প্রস্তাব

মহাত্মাজীর উক্তি

কাণপুর পিকেটিংএ গ্রেপ্তার ও মুক্তি

নৌ-সন্ধি সমর্থনে বিপদ

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি আগত

আলাপ করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত সুন্দরলালের উক্তি

৭ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ সহরে হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে সন্ধ্যার সময় পুরুষোত্তম পার্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভানেতৃত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিত মতিলালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা হয়। শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে সব নেতা কারামুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ২।৩ মাসের মধ্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারেন। পণ্ডিত সুন্দরলাল ইহা প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিত মতিলাল তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম্ ট্যাক্স গবর্ণমেণ্টকে দিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। উহা আদায়ের একমাত্র উপায় হইতেছে "আনন্দভবন"

নীলাম। সে ক্ষেত্রে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন। নেহেরু পরিবারের অপরাপরের বাসের নিমিত্তও কুটীর নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল।

পণ্ডিতের মৃত্যুতে সমবেদনা পত্র

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং পরিবারের অন্যান্যের নিকট অসংখ্য টেলিগ্রাম ও সমবেদনা বার্ত্তা আসিতেছে। যেগুলি খুলিয়া পড়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৭০০ এর উপর। এখনও বহু শত খাম খুলিয়া পড়াই হয় নাই। যেগুলি খুলিয়া পড়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বড়লাটের নিকট হইতে আগত একখানি ছাড়া কুমার মহারাজ সিং, মিঃ মেটা, আই, সি, গাইকোয়াড় এবং বরোদার মহারাণী, কপূরতলার মহারাজা, সন্তোষ এবং কোলেঙ্গোদের রাজা, ব্যবস্থা পরিষদের প্রায় সকল সদস্যগণ, শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত, শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং স্যার চিমনলাল শীতলবাদের নিকট হইতে আগত পত্রও আছে।

বিবিধ সংবাদ

মাদ্রাজে লাঠি চালনার প্রতিবাদ

মাদ্রাজে লাঠি চালনার প্রতিবাদ স্বরূপ ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার গোখেল হলে এক জনাকীর্ণ সভার অনুষ্ঠান হয়। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ টি, আর ভেঙ্কটরমণ শাস্ত্রী ঐ সভার বক্তৃতা দিয়া বলেন "আমাদের দেশে প্রতিদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা ইতিহাসের প্রধান উপাদান হইয়া থাকিবে এবং ইহাদের সঙ্গে ভারত ও গ্রেটবৃটেনের মূল ভিত্তিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর আরোগ্য স্বামী মুদালিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিসেস কাজিন্স, মিসেস এঞ্জলো, স্বামী বেঙ্কটাচলম চেট্টি, নবাব আগামদ প্রভৃতি ইহাতে বক্তৃতা দেন, এবং প্রতিদিনকার লাঠি চালানোর যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করেন। মিসেস কাজিন্স বোম্বাদের ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করেন।

লাঠি চালনার প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাজ কাউন্সিল এই বিষয়ে যে নিন্দাত্মক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আহতদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

খোলেরা সত্যাগ্রহ কমিটির চতুর্দ্দশ ডিক্টেটর গ্রেপ্তার

তালুক সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করার ফলে খোলেরা সত্যাগ্রহ কমিটির চতুর্দ্দশ ডিক্টেটর গোবর্দ্ধন দাস এবং সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দান স্থগিত প্রস্তাব

ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমানে স্থগিত রাখিবার জন্য সোমবার দিন সকল সভার মিঃ লকার ল্যাম্পসন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া 'সাণ্ডে টাইমস্' পত্রিকা বলিতেছেন। মিঃ লকার ল্যাম্পসনের মত এই যে, ভারত সরকারকে বিলাতের লোকদিগের আরও টাকা ধার দেওয়া উচিত কিনা, তাহা তাঁহাদের (গবর্ণমেণ্টের) ভবিষ্যৎ নীতির উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই নীতি এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাঁহাদের (বিলাতী লোকের) টাকা ধার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে।

'সাণ্ডে টাইমস্' বলিতেছেন যে, "আমাদের পাঁচোর সাম্রাজ্যের জন্য আরও অধিকতর টাকা চাওয়া হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সময় মোটেই তাহার উপযোগী নহে। সোমবার দিন রক্ষণশীল দলের ভারত সম্পর্কে বৈঠক হইবে এবং সম্ভবতঃ মিঃ বল্ডুইনের সহিত কমন্স সভায় জোর বিতর্ক হইবে।

মাদ্রাজে পিকেটিং

৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ৮জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে দুই জন মহিলা ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর লাঠি চালান হয় ও ৮জন স্বেচ্ছাসেবককে আহতাবস্থায় কংগ্রেস হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। মহিলা দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ কমিশনারের আফিসে লইয়া যাওয়া হয়।

গান্ধীজীর উক্তি

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ইম্পিরিয়েল মেলযোগে এলাহাবাদ পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অনেক লোক উপস্থিত হন।

আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি মিঃ জেমস মিলস্ এবং এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার জনৈক প্রতিনিধির নিকট মহাত্মা গান্ধী কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুর ফলে কংগ্রেসের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবে কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তিনি তাহা মনে করেন না। আন্দোলন কঠিনতর হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা এবং আসন্ন পরামর্শ সভা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তাঁহার মন এখনও খোলা আছে। তেজবাহাদুর যদি প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার অতিরিক্ত কিছু না আনিতে পারেন, তবে মিটমাটের কোন আশা নাই, তিনি হাসিয়া বলেন যে, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহাকে মতান্তরিত করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি ভরসা করেন।

বাঙ্গালোরে অদ্ভুত চুরী

গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারীং ইনষ্টিটিউটস্থিত ওয়ারলেস বিভাগ হইতে একটী মার্কনী রিসিভিং যন্ত্র অদ্ভুত রকমে চুরী গিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ইনষ্টিটিউটটী পুলিশ কোতয়ালীর মধ্যেই অবস্থিত এবং সারারাতই পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৩ বার এইরূপ চুরী হইল।

আমেদাবাদে দুই দিন হরতাল

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুতে সম্মান জ্ঞাপনার্থ এখানে দুই দিন হরতাল হইয়াছে। সমস্ত স্কুল, মিল, বাজার ও ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ ছিল সন্ধ্যা বেলা এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং সভায় বক্তৃতা ও শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। স্বদেশী সভাও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল।

সম্পাদকের কারাদণ্ড

বোম্বাই উর্দ্দু সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান'র সম্পাদককে গত ২৩শে জানুয়ারী ১২৪ ক ধারা অনুসারে দুই প্রবন্ধের জন্য দুইটী অভিযোগে গেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক অভিযোগে তাঁহাকে নয় মাস করিয়া কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দুই মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। উভয় কারাদণ্ড একই সঙ্গে চলিবে।

বড়বাজারে পিকেটীংয়ের জের

বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধা দিয়া অবৈধ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সহায়তা করার অভিযোগে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দে, তুলসীমাণ সরকার এবং চপলা চৌধুরী সং ফৌ আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে দুই মাস করিয়া অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা করিয়াছেন।

নৌ-সন্ধি সমর্থনের জের

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানের পররাষ্ট্র সচিব বেরণ সিধেয়া লণ্ডনের নৌ-সন্ধি সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জাপানের একদল লোক যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়াছে। টোকিও নগরীতে ইহাতে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।

পাছে জীবন নষ্ট হয়, এই ভয়ে বেরণ সিধেয়া ছয়জন যুযুৎসু খেলায় অভিজ্ঞ লোককে দেহরক্ষীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গত শুক্রবার পার্লামেণ্ট সভায় এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড ছোরা লইয়া একজন লোক সভাগৃহে প্রবেশ করে এবং প্রহরী কর্তৃক ধৃত হইবার পূর্ব্বেই সে দুইজন ডেপুটিকে ছোরার দ্বারা আহত করে।

কাণপুরে পিকেটীং
পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার ও মুক্তি

পিকেটিং করার মেসার্স কুঞ্জবিহারী লাল অগ্রবাল, মাখনলাল, অজয় কুমার ঘোষ ও রাধামোহন বাজপাইয়ের প্রত্যেকের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং মেসার্স কালিকাপ্রসাদ ও কাঞ্চন সিংহের প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শুক্রবার কয়েক গাঁট বিলাতী কাপড় রেলষ্টেশনে পাঠাইবার সময় ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের নিকট বাধা দেওয়ায় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গাঁটগুলি কিছুদূর গেলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা আবার বাধা দেয় এবং তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, আবার পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাঁটগুলি রেলওয়ে গুদামে না পৌঁছা পর্য্যন্ত এইরূপ একবার গ্রেপ্তার ও আবার ছাড়িয়া দেওয়া চলিতে থাকে। একটি ১২ বছরের বালক রাস্তায় শুইয়া এইরূপে বাধা দিতে যাইয়া আহত হইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৪৪ ধারা অমান্য

১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অপরাধে বালুঘাটে, ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক পত্নীতলায় ধৃত হইয়াছেন।

টেক্স অনাদায়ে গরু আটক

শুনা যাইতেছে যে, চৌকিদারী টেক্স না দিবার অপরাধে চাঁদপুরের মহেশচন্দ্র মণ্ডল ও বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডলের গরু আটক করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে মাঘ, বুধবার—১৩৩৭

বক্তৃতার চুম্বক

বিষয়—শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার অনুচরবর্গ

(বক্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৯ সংখ্যার পর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুচরবর্গ বলেছেন,—কৃষ্ণসেবার জন্য তাঁদের যত কিছু কাম। জগতের যত কিছু জিনিষ, সব দিয়ে সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন প্রদান করবো। তা'হ'লেই আমরা জড় কামাগ্নির দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ পা'ব। সব জিনিষ দিয়ে যদি কামদেবের সেবা না ক'রে আমার নিজের সেবায় লাগিয়ে দেই, তা'হ'লে আমার জড়কামাগ্নি সেই জিনিষ পেয়ে নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগুণবেগে প্রজ্জলিত হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করবে। সে'জন্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলেছেন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"। এস সকলে মিলে সেই অপ্রাকৃত কামদেবের ভোগ্য হ'য়ে যাই। আমরা ভোক্তা নই, আমরা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের ভোগ্য। এরই নাম দাস্য। জগতের দাস্যের ন্যায় সেখানকার দাস্য অনিত্য নহে, জগতে আজ যিনি দাস, কাল তিনি প্রভু হ'য়ে যান। সেখানে নিত্যকাল দাসভাবে একমাত্র নিত্যপ্রভু শ্রীহরির সেবায় সব দাসগণ নিযুক্ত হ'য়ে যান। এখানকার দাসত্ব হেয়তাপূর্ণ আর সেখানকার দাসত্ব পরমকাম্য ও পরম উপাদেয়। এখানে বহু প্রভু, বহু দাস আর তজ্জন্যই এখানকার দাসত্বে যত দুঃখ ক্লেশাদি। কিন্তু সেখানে বহু দাস, কিন্তু প্রভু এক সেই স্বরাট পুরুষ শ্রীভগবান্। তাই সেখানকার দাসত্বে কেবল আনন্দ।

শ্রীচৈতন্যভক্তগণের ক্রোধও ভগবানের সেবায় লাগে। আমরা পূর্ব্বে বলেছি, কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধ আসে। ভক্তগণ পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হ'বার জন্য চেষ্টা করছেন, সেখানে তাঁদের সেই সেবাকামে বাধা দিলে ভয়ানক ক্রোধ হয়। ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা'। আপনারা জানেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় যখন কাজি শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিলেন, তখন তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষাপ্রদানকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজীর ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে ফেলবার ইচ্ছা করেছিলেন। কেন? না 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'। আবার দেখুন, মাধাই যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মাথায় কলসীর কাণা নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার বিনাশ সাধন করবার জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই মাধাইর পায়ে পড়ে তৃণাদপি সুনীচতা দেখাতে যান নাই। আমাদের নিজের প্রতি কেহ কোন অসদ্ব্যবহার করলে তখন নিজেদের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। যেমন নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি কাণা নিক্ষেপ করায় তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই; কিন্তু তাঁর ভক্তগণ গুরুবর্গের অপমান সহ্য করতে পারলেন না। বজ্রাঙ্গজী ভক্তদ্বেষী রাবণের প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার ভোগপুরী সোণার লঙ্কা দগ্ধ ক'রে দিলেন। এইরূপে ক্রোধ কিরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হ'তে পারে ভক্তগণের চরিত্রে তার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তে এরূপ তৃণাদপি-সুনীচতার আদর্শ দেখতে পাই। দেবানন্দ পণ্ডিত একদিন ভাগবত পাঠ ক'রছেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর ভাগবত-পাঠ শুনে প্রেমপুলকিত হ'য়ে ক্রন্দন ক'রছিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবানন্দের ছাত্রগণ শ্রীবাসকে সেখান থেকে বাহির ক'রে দিলেন। অভক্ত ছাত্রগণের সেই ভক্তদ্বেষের কাজে বাধা প্রদান না করায় দেবানন্দ ভক্তস্থানে ভয়ানক অপরাধ ক'রলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন অপরাধী দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, তোমার ভাগবত সব ছিঁড়ে ফেলবো, তুমি ভক্তকে অবমাননা করেছ। এরই নাম 'তৃণাদপি-সুনীচতা'। আমরা কেবল বাহিরের দিকের বিষয় লক্ষ্য করলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝতে পারব না। পার্ব্বতীদেবী বলছেন—বৈষ্ণব-নিন্দকের নিন্দাকারী জিহ্বাকে ছেদন করতে হবে। আজ যদি অম্বরীষের রাজত্ব থাকৃত, তা হ'লে এরূপ ভাগবতীয় আইন চলত। জীবগোস্বামিপ্রভু ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় বল্লেন—নামের প্রতি সব চেয়ে অপরাধ হচ্ছে বৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণ। তিনি বল্লেন—"সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা"। যদি তুমি প্রকৃত ধার্ম্মিক হও, তা'হলে বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ মাত্রই সমর্থ পক্ষে সেই নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করবে। যিনি সত্য সত্য ভগবানে আসক্ত, তিনি তদীয় অভিন্ন-বিগ্রহ ভক্তের নিন্দা কখনই সহ্য করতে পারেন না। যিনি সেই বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ ক'রে কোন প্রকার প্রতীকার না করেন, তিনি যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ন'ন, শাস্ত্র তাহাই পুনঃ পুনঃ ব'লেছেন। প্রাণপতি ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকায় ভক্ত তাঁর প্রাণপতির অভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবের নিন্দা কখনই সহ্য করতে পারেন না। সমস্ত জগৎ তাঁর বিরুদ্ধ হলেও তিনি তাঁর প্রাণপতি শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকবেন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতী এই তিন জন এবং শিখিমাহিতীর ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী অর্দ্ধজন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সাড়ে তিন জন পাত্র শ্রীমতী রাধিকার গণ। আজ কাল কেহ কেহ নিজেদের খেয়ালে পড়ে বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে মাত্র দেড়জন ভক্ত ছিলেন, আর সব ভাক্ত ছিলেন—ভক্ত ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন,—শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণাশ্রিত না হ'লে তাঁকে ভক্ত বলা যাবে না। তিনি ভক্তিবিজ্ঞানের মূল পুরুষ। তিনি যেরূপ ভক্তির স্বরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে যিনি সত্য সত্য ভক্ত হয়েছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন না। যিনি শ্রীল রূপপাদের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি গ্রন্থ শুদ্ধভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে পাঠ করবার সৌভাগ্য পেয়েছেন, তিনি জানেন, শ্রীল রূপপাদ সত্যই ভক্তিরাজ্যের মূলপুরুষ। এটা কেউ কেউ 'গোঁড়ামী' মনে করতে পারেন, কিন্তু কেহ যদি কোন সৌভাগ্যক্রমে শ্রীরূপপাদের চরণরেণু লাভ করতে পারেন, তা'হ'লে তাঁরাও একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু 'মহাপ্রভুর মাত্র দেড়জন মাত্র ভক্ত আর সব ভাক্ত'—এরূপ উক্তিকে পাগলের প্রলাপ ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না।

আপনারা জানেন, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে তাঁর সাতপ্রহরিয়া-ভাবের সময় যিনি যা চাচ্ছিলেন, তাঁকে সেই বর দিতে লাগলেন। কিন্তু মুকুন্দকে তিনি কৃপা করলেন না। তখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বল্লেন—আমি কোটিজন্মেও তাকে কৃপা করব না, সে খাঠিয়া বেটা অর্থাৎ আমাকে লাঠিমারা প্রকার ক'চ্ছে। সে যখন যার কাছে যায়, তখন তার মতকেই শ্রেষ্ঠ বলে, কোন সময় 'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ' বলে, কোন সময় 'কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ' বলে; এরূপ সমন্বয় ক'রে একটা গোঁজামিল দিতে চায়।

সখের মেলা

বৃহস্পতিবার, ২২শে মাঘ। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বেলগাছিয়া হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে ফিরিতেছি। গাড়ীতে একজন ব্রহ্মচারী, একজন বেলগাছিয়া কলেজের ছাত্র।

ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী; সুতরাং কখনও ধীরে ধীরে, কখনও বা দ্রুতবেগে চলিতেছে। আমরা শ্রীহরিকথা বলিতেছি, এমন সময় বামপার্শ্বে একটা নূতন গেটের দিকে নজর পড়িল। দেখিলাম, একটা বাজারে ঢুকিবার গেট। উপরে লেখা আছে—"সখের মেলা" আসুন—।

এপর্য্যন্ত অনেক প্রকার মেলার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। এমন কি, মেলাস্থল দেখিবার সুযোগ হইয়াছে; কিন্তু এমন নূতন নামের মেলা ত' দূরের কথা; নামটাও শুনিবার সুযোগ হয় নাই।

শব্দই অক্ষর আকারে মূর্ত্তি ধরিয়া বাক্য, পদাদি রচনা করে। সুতরাং 'সখের মেলা' শব্দটী চক্ষুর্দ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তথায় স্থান রচনা করিল। ভাবিতে লাগিলাম—এই বিশ্বই একটা বিরাট্ সখের মেলা। এই মেলায় নিত্য নূতন নূতন জীবগণ সম্মিলিত হইতেছে, কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতেছে এবং পুনরায় চলিয়া যাইতেছে। সুবৃহৎ মেলাস্থলীতে বহু লোক উপস্থিত হইলেও পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থানে বসিয়া ব্যবসায়াদি করিলেও যেমন পরস্পর পরস্পরের নিকট অপরিচিত, তেমনি এই বিরাট্ বিশ্বমেলায় কেহ কাহারও পরিচয় পাইতেছে না। আবার মনোহারি দ্রব্যাদি-পরিপূর্ণ দোকানাদি দর্শনে এত বিমুগ্ধ হইয়াছে যে, তাহার গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া—কর্ত্তব্য ভুলিয়া সেই মেলার মেজে মজিয়া গিয়াছে।

মেলার দোকানদারগণ খরিদ্দারগণকে বিশেষভাবে চিনে। তাহাদের নজরে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভাল লাগে—পছন্দ হয়, তাহা জানিয়াই তাহারা দোকানটী সেই সেই দ্রব্যে সাজাইয়া রাখে। "তেমনি

প্রকৃতিরাণী প্রকৃতিমুগ্ধ জীবগণের 'সখ' বা 'মনের খেয়াল' ভালভাবে অবগত হইয়া তাহার এই বিরাট মেলাস্থলটীতে রূপের বাজার, রসের বাজার, গন্ধের বাজার, শব্দের বাজার এবং স্পর্শের বাজার সাজাইয়া খরিদ্দারগণকে—গ্রাহকগণকে লইয়া বেশ খেলাই খেলিতেছেন!

বাজারে কোন জিনিষ মনে লাগিয়া গেলে যেমন লোকে তখন আর অর্থের দিকে দৃষ্টি করে না, ভবিষ্যৎ অভাবের কথা মনে করে না, সেই জিনিষটাই খরিদ করে, আবার বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়ী যেমন খরিদ্দারের মনোভাব বুঝিয়া দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক করিয়া দেয়; তেমনি বড় বুদ্ধিমতী প্রকৃতি আমাদিগের ন্যায় লুব্ধ গ্রাহকগণকে পাইয়া ফাঁকা, তুচ্ছ দ্রব্য প্রদানের ছলনায় সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে।

'সখ'—একটা বড় রোগ। সখ রোগ ধনবানকে নির্ধন করে,—বুদ্ধিমানকে বুদ্ধিহীন করে, বলবানকে বলহীন করে এবং সৌখীনের সর্ব্বনাশ করে।

সখের অপর নাম নেশা। মাদকদ্রব্য সেই নেশার মূল। কিন্তু 'সখ' নিজেই মাদকদ্রব্য এবং নিজেই নেশা। সখের নেশা জীবকে আশার রঙ্গিন ছবি দেখাইয়া কল্পনার পক্ষে স্বপ্নাকাশে অনেক উচ্চে উঠায়। নেশামত্ত ব্যক্তি যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন উঠিবার আশায় পরিণাম চিন্তা ভুলিয়া যায়; কিন্তু যখন 'সখ' তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাকে অন্ধকার রাজ্যে অত্যধিক নিম্নস্থানে ফেলিয়া দেয়, তখন অসময়ে তাহার চিন্তার অবধি থাকে না।

মনের বাসনা বা প্রবৃত্তিই আমাদের 'সখ'। সেই সখের সংখ্যা নাই—শেষ নাই—পূরণ নাই। যত সখের জিনিষ পাওয়া যায়, ততই সখ নূতন নূতন আকারে আসিয়া আমাদিগকে কোন্ অজানা রাজ্যে লইয়া যায়। আমরা তখন আমাদিগকে বুঝিতে পারি না। অসতের অপায়ে অভাবে আত্মহত্যা করিয়া বসি।

এই জগতে সকলেই সখের দাস। সখের বশে সকলেই ! সুতরাং কেহই কাহাকেও সখ ছাড়াইয়া—দুঃখের হাত হইতে মুক্তি দিয়া সুখের রাজ্যে লইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র ভগবান্ এবং ভক্তগণ কৃপা করিয়াই আমাদিগকে এই সখের নেশা হইতে রক্ষা করেন।

ভক্তগণ সখের বশ নহেন, কিন্তু জীব-সখ ভগবানের নিবন্ধন। তাঁহারা নিজের সখে সুখী না হইয়া সবার সুখে সুখী। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সবার সুখ বা সেবার জন্য সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করেন। কেবল নিজের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করেন না, সকলের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

সখের নেশায়, সুখের আশায়
সবে অন্ধ হয়ে।
আপন ভুলে কোথায় চলে
হয়ে বদ্ধ-ভয়ে॥
কঠিন বাঁধন, করতে ছেদন
ভগবানের জন।
দয়া ক'রে কেশে ধ'রে
আন বৃন্দাবন॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব

স্থান—গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্-মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয় দিবসে নবদ্বীপের নয়টীদ্বীপে পরিক্রমা হইবে। তৎপরে ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন হইবে।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ব্যতীত আরও আটটা দ্বীপ আছে। সমগ্র নবদ্বীপের পরিধি ৩২ মাইল। এই নবদ্বীপধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিকথা, বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমন করিতে বা বিছানাপত্রাদি লইয়া যাইতে যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় বা চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যো নমঃ।

আচার্য্যকুলশিরোমণি, পরমহংস, শ্রীবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসর-উপলক্ষে শ্রী-বাসার্চ্চনকামী গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত নিঃকিঞ্চন সেবকবৃন্দের মদীয় শ্রীচরণ কমলজ

ভক্ত্যর্ঘ্য

পতিতপাবন প্রভো!

আত্মতত্ত্ববিদ্‌সকলের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অনুগামী ভক্তসকলের আতির অনুবর্ত্তন করি আমি গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত আপোনার শিষ্যনামের অযোগ্য কেইজনমান নিঃকিঞ্চন ক্ষুদ্র প্রাণীয়ে আজি আপোনার এই জন্ম-তিথির বাসপূজা করিবলৈ মন করি আপোনার শ্রীশ্রীচরণযুগলত এই কেরা অঞ্জলি যাচিবলৈ আগ বাঢ়িছোঁ।

অতিতুচ্ছভাগার ফলত ভক্তিগাথাত অলপো প্রবেশাধিকার নপোৱাত আমি আপোনার তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত নহওঁ। অনুশীলন-মন্ত্রর সহায়ত লাভ করা কলে বস্তুর খণ্ড-প্রতীতিবিলাসক সেই বস্তুর তত্ত্ব সম্বন্ধে এটা অখণ্ড-ধারণাত উপনীত করিব নোৱারি, সেইদরে আপোনার অনুপলব্ধিত আপোনাৰ পাৰি যদ ভক্তসকলর নিমগ্ন আমি মাত্র সময়ে আপোনার মহিমা সম্বন্ধে মিলিলাক কথা শুনি থাকোঁ, সেই নিসংকো আপোনার তত্ত্ব সম্বন্ধে এটা সম্যক্ ধারণা করিবর সহায়তা আমাক কৰিব নোৱাৰে করা নাই। গতিকে আমি আপনার সম্বন্ধে কি জানো কি, আমি আপোনার সম্বন্ধে কি জানো তাৰ অনুপ্রমাণতকৈও তাকর।

আপোনার অতুল কৃপানুশীলনর চেষ্টা আচার অরু প্রচারমণ্ডল বিমানাধ্রত নাক হৈছে তাক দেখি আমি এই-বিলি মানোন বুজিছোঁ যে আপুনি আমার দরে পতিতক উদ্ধার করিবর মানসেই ভক্তি-ভাগীরথী লৈ 'আচার্য্যবপুধ' মর্ত্তাত অবতীর্ণ হৈছে কি। আপোনার সেই ভক্তিভাগীরথীর কল্ কল্ ধ্বনিয়ে ব্রহ্মাণ্ডত যি পলক লগাইছে তার পলকণি এই সুদূর হিমালয় পর্ব্বতর নামনিত অবস্থিত নিতান্ত বহির্ম্মুখ আমারো কাণলৈ আহিছে। চৈতন্যর পাদস্পৃষ্ট জীবর হৃদয়ক্ষেত্র আরু পৃথিবী-ক্ষেত্র এই দুয়ো ঠাইতে তেওঁর পাদপীঠর প্রতিষ্ঠাকামনাত রত আপোনার বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহনকারী ভক্তবৃন্দর পাষণ্ডর হৃদয়বিদারক আরু পতিতর হৃদয়োন্মাদক জয়ধ্বনিয়ে শ্রীমন্-নিত্যানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বিমল ভাগবতী ধর্ম্মর গৌরবাগরিম-চূড়ার প্রতি আজি বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আকর্ষণ করিছে।

আপুনি আপোনার অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন বিস্তার রাখিবলৈ আহি, নির্বোধ অযোগ্য হলেও আমার হৃদয়মন্দিরত বি চৈতন্য-পাদপীঠর প্রতিষ্ঠা করিছে, আমি যেন আপোনার ভক্তসকলক পুরোহিতরূপে বরণ করি, তার অর্চনা কার্য্যত একেবারে উদাসীন নহৈ, নিত্যকালে নিযুক্ত থাকিব পারোঁ, এই আশীর্ব্বাদ আজি আপোনার চরণি চরণত পরি মাগিছোঁ, নিবেদন ইতি।

প্রণতিকাঙ্ক্ষী—

গোয়ালপাড়া, ১৪ই মাঘ ১৩৩৭। } আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত নিঃকিঞ্চন সেবকবৃন্দ।

লেখনীর ব্যবহার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

লেখনী লিখিবার একটী বিশেষ যন্ত্র। লেখক ইহার যন্ত্রী। লেখকের চিত্তের চিত্রপটটী লেখনীমুখে বাহির হইয়া জন-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্দ্বারা লেখক লেখনীর কি প্রকারে ব্যবহার করেন, তাহাও প্রকাশের বাকী থাকে না।

সৎ ও অসৎ দ্বিবিধ প্রকারে লেখনীর ব্যবহার হইয়া থাকে। লেখনীর সদ্ব্যবহার বাস্তব লেখনীর কার্য্য আর লেখনীর অসদ্ব্যবহার দ্বারা বাস্তব পক্ষে লেখনীর মর্য্যাদা হানি করা হয়। এই কথাটি মসীজীবীদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন, তাহার প্রমাণ লেখনীজীবিগণ সরস্বতী পূজার দিনে লেখনী মস্যাধারার্চ্চন করিয়া জগতে লেখনীর সম্মান দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, সেই প্রকার বালবুদ্ধিসম্পন্ন চপলগণ সেই অর্চ্চ্যবস্তু অসদ্ব্যবহার করিয়া জগতে যে প্রকার কুআদর্শ আমদানী করিতেছেন, তাহাতে ভারতকে আশু ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশ্য তাঁহারাও দুঃশাসন পদবী পাইয়া তদুচিত সাজা লাভে বঞ্চিত নহেন।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৫। ভজনরহস্য ।৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১০। ব্রাহ্মমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১২। কৈবধন্য ৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
১৭। সার্থনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶৹
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵৹
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৭। শরণাগতি ৴৹
২৮। গীতাবলী ৴৹
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩০। সাধনকণা ৴৹
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণা ৲১৹
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৮৹
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।৹
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫০। সাংখ্যবাণী ৴৹

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।৹
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬০। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ ডুইং ৴৹
৬১। দি ভাগবত ।৹
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥৹
৬৪। সাধন পথ ।৹
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥৹
৬৬। গীতাবলী ৴৹
৬৭। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রচার-প্রচারক, সজ্জনানুমোদিত, নিরপেক্ষ সমালোচক অকৃত্রিম অপ্রাকৃত-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভক্তিসম্বন্ধোপযোগী পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবাণী প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক— শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵৹

আফিস—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵৹ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

স্বার্জার্গ রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥৹; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্‌-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ঐস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহাহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) [illegible]

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসুদেবের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) 'কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ওঁভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবস্তুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলগ্রাফ— নবদ্বীপ

Reg No 15.C

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক দীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ

আসামী গ্রেপ্তার

৯ই ফেব্রুয়ারী মিষ্টার খাণ্ডাল-ওয়ালা অনুপস্থিত থাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্রাউন তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত গৃহে বিচার কার্য্য করিতেছিলেন। মধ্যাহ্ন কালে মুসলমানের পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্রাউনের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ করে। অবিলম্বে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জহরলালজীর কৃতজ্ঞতা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সংবাদ-পত্র মারফতে নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

"ভারত ও অন্যান্য দেশের যে সকল বন্ধু আমাদের শোকে সহানুভূতি জানাইয়াছেন এবং আমার দেশের যে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাভগিনী আমাদের এই পরীক্ষার কালে সহানুভূতি জানাইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের প্রতি আমি আমার দুঃখকাতরা মাতা, স্ত্রী ও ভগিনী-গণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

"যে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক পরম যত্নে আমার পিতার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমি উপযুক্তরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আর, আমাদের যে নেতা জাতির দুঃখ শিরে বহন করিয়া ও সতত অপরের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সেই নেতা আমার পিতার মৃত্যুকালে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে যে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

জহরলালজীর কৃতজ্ঞতা

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ, আসামী গ্রেপ্তার

পদব্রজে শ্রীধাম-পরিক্রমায়

অশ্বের প্রদর্শনীতে অগ্নিকাণ্ড বহুমূল্য অশ্ব দগ্ধীভূত

পণ্ডিত বিয়োগে শ্রীযুত চেটী

মতিলালজীর শ্রাদ্ধ দিবস সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিবৃতি

বরিশালে বোমা-বিস্ফোরণ

শ্রীযুত দেশরাজ-প্রমুখ কর্ম্মীর কারামুক্তি

মাদ্রাজে জন-সভা

স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্রের পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ

অশ্বের প্রদর্শনীতে অগ্নিকাণ্ড

বহু মূল্যবান অশ্ব দগ্ধীভূত

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ ওকল্যাণ্ডের অশ্ব-প্রদর্শনীতে অগ্নি-কাণ্ড হওয়ায় ৩ জন লোক ও বহু মূল্যবান অশ্ব পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। অট্টালিকাগুলিতে নরকসদৃশ দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছিল। অশ্বগণ ভীত হইয়া লাথি মারিয়া আস্তাবল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কতকগুলি অশ্ব আস্তাবল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের কষ্টের লাঘব জন্য কয়েকটিকে গুলী করিয়া মারিয়াছিল। সহিসরা ও দমকলের লোকরা বহু আয়াসে কয়টি অশ্বকে উদ্ধার করিয়াছিল। যতগুলি ঘোড়া নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য ৪ লক্ষ ডলার হইবে। কোন দুষ্ট লোক অগ্নি সংযোগ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

পদব্রজে

শ্রীধামপরিক্রমায় যোগদান

পাবনা জেলার লাহিড়ী মোহনপুর হইতে আগামী ৪ঠা ফাল্গুন সোমবার দিবস সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ, শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী ভাগবতবর মহাশয়ের নেতৃত্বে পদব্রজে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম রওনা হইবেন এবং ১০ই ফাল্গুন শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। যাঁহারা এই পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগদান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন, নিবেদন হাতি।

বিনীত
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ শাস্ত্রী
সম্পাদক সংকীর্ত্তন সঙ্ঘ
নুতনবাজার (পাবনা)

মতিলাল-বিয়োগে শ্রীযুক্ত চেটী

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সরকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সন্মুখম চেটী বলিয়াছেন যে, তিনি বোম্বাই হইতে আসিবার পথে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি বলেন—"আমি ৫ বৎসর যাবৎ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সক্রিয়ে কার্য্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি বিবেচনা করিতেছি: প্রতিভাশালী নেতা হইয়া ভুতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেশের এই সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মীদের বিয়োগ সত্যই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে।"

মাদ্রাজে জন-সভা

মাদ্রাজ সহরে লাঠীআক্রমণের প্রতিবাদকল্পে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর আরোগ্যস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে স্থানীয় গোখেল হলে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সরকারের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত টি. আর. বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী উক্ত সভায় বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যহ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ফলে গ্রেটবৃটেন ও ভারতের সদ্ভাবের মূলে আঘাত করিবে। মিসেস কাজিন্স, মিসেস এজেলো, স্বামী বেঙ্কট চলম চেটী, মিষ্টার ইয়াকুব হাসান, মিষ্টার আমির আমেদ প্রভৃতি বক্তা ঐ সভায় বক্তৃতাপ্রদান করেন। শনিবার লাঠী আক্রমণে আহত স্বেচ্ছাসেবকগণের বিষয় আলোচিত হয়। মিসেস কাজিন্স বোরবাদের ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেন। লাঠী আক্রমণের নিন্দা করিয়া ও আহত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঐ সভায় একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ

৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ, বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র কে, টি, সি. আই, ই. প্রতিনিধিরূপে ভারতের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গত ৯ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে পুনরায় তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস আফিসে পুলিসের হানা

সরকারী ঘোষণায় পাঁচ মহলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বিঘোষিত হইবার ফলে, জিলা পুলিস কতকগুলি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আফিসে হানা দিয়া সেগুলি তালাবদ্ধ করিয়াছে।

পিকেটিংয়ে সংশোধিত ফৌজদারী আইন

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচাঁদ, তুলেরাম ও হংসরাজ নামক ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং ও অন্যান্য কার্য্য দ্বারা বে-আইনী সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিবার অপরাধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭(২) ধারা অনুসারে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট লালা দুর্গাপ্রসাদের সরাসরি বিচারে ২॥ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেশরাজ প্রমুখকর্ম্মীর কারামুক্তি

শ্রীযুক্ত দেশরাজ প্রমুখ ১৪৮ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রভৃতি কয়েকটি অবৈধ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহারা জড়িত ছিলেন বলিয়া উক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ টেকচাঁদ ইহাদিগের সকলকেই খালাস দিয়াছেন। বিচারপতি রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবৈধ সমিতি বলিয়া গেজেটে ঘোষণা করা হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি দণ্ডাবধান সঙ্গত হইতে পারে না।

লবণ প্রস্তুতের অভিযোগে সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

একদল সত্যাগ্রহ আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া নব-উন্মুক্ত লবণ প্রস্তুত কেন্দ্র কৃষ্ণপুরে উপনীত হন। তথায় লবণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্থানীয় লবণ কেন্দ্রগুলিতে প্রস্তুত ২০ সের লবণ সহরে বিক্রয় করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে প্রবল পিকেটিং চলিতেছে। এই সম্পর্কে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ৩জন পিকেটকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

নগরা কংগ্রেস কমিটীর একজন প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩ ধারা অনুসারে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীর কারামুক্তি

নাগপুর কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ অক্ষয়কুমার গুহ এম, বি, ডাঃ নলিনীনাথ চৌধুরী এবং কয়কাটা বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্যেকে পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কারাদণ্ড ভোগের পর দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় নাগপুরে পৌঁছিয়াছেন।

বরিশালে বোমা বিস্ফোরণ

প্রকাশ, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় এলুমিনিয়মের খোলে একটী তথাকথিত বোমা বি, এম, স্কুল ভবনে পশ্চিম দিকের প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হয়। সশব্দে উহা বিদীর্ণ হয়। পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া কতকগুলি কাচখণ্ড, লোহার পেরেক ও খোলের ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হইয়া সে গুলি লইয়া গিয়াছে। উক্ত বাটীর কোনও ক্ষতি হয় নাই।

পল্লী সংগঠনে সরকার

যুক্তপ্রদেশের সরকার এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, শীঘ্রই একটি অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটী বসান হইবে। ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ও ইকনমিক রিসার্চ্চ বুরো নামক একটি ছোট বিভাগও গঠন করা হইবে। উক্ত কমিটী ও বুরোর উদ্দেশ্য পল্লী সংগঠন এবং পল্লী ও সহরের শ্রম শিল্পের উন্নতি।

নিউজিল্যাণ্ডে আবার ভূমিকম্প

গত মঙ্গলবারে যে বড় রকমের ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী আবার অপরাহ্ণ ২ টার সময় হক্স-বে অঞ্চলে একটা গুরুতর রকম ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নেপিয়ার ও হেষ্টিংস পুনরায় আন্দোলিত হইয়াছে এবং ব্লাফ হিল আবার ধ্বসিয়া গিয়াছে। নেপিয়ারে সমুদ্র স্ফীত হইয়া তাল বৃক্ষ সমান তরঙ্গ সকল সমুদ্রকূলকে আঘাত করিতে থাকে।

প্রথম বারে নেপিয়ারে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে তথায় ১০৩ জন মরিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তন্মধ্যে আট জনের দেহ এ পর্য্যন্ত সনাক্ত হয় নাই।

মতিলালজীর শ্রাদ্ধ দিবস সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিবৃতি

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়া পরলোকগত দেশনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর শ্রাদ্ধোৎসবের প্রথম দিবস—আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র উপবাস পালন করিতে বলিয়াছেন। মহাত্মাজী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মতিলালজীর অতুলনীয় স্বার্থ-ত্যাগের স্মৃতি-রক্ষার জন্য সে দিন সকল কাজ বন্ধ রাখা উচিত যে দেশের কাজ তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সমগ্র জাতি সে দিনটি ঐ মহত্তর কাজে উৎসর্গ করিয়া যেন তাহা পালন করেন। যাঁহারা উপবাসের পবিত্রকরণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সে দিন উপবাস করিবেন; সন্ধ্যাকালে আহার গ্রহণ করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী এইরূপ কার্য্য-পদ্ধতি প্রস্তাব করিয়াছেন।

দেশের সর্ব্বত্র অপরাহ্ণ ৩ টায় সভা, জাতীয় পতাকা সহ নীরবে শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে গমন, সভাস্থলে সম্পূর্ণ নীরবতা রক্ষা।

সভাস্থলে নিম্ন-লিখিত ঘোষণা করা যাইতে পারে, সভাপতি ঘোষণা বাণী বলিবার পর শ্রোতারা তাহার প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণ করিবেন।

"পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ নেতার মহান ও উদার ত্যাগ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সভায় সমবেত আমরা আন্তরিক ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভ দ্রুততর করিবার জন্য আমরা আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিলাম।"

যেভাবে লোকে নিজেকে ঐরূপ উৎসর্গ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন—মদ, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া ও সূতা কাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া যতদূর সম্ভব লোক ঐ সকল সভায় ও কংগ্রেস সাব-কমিটীর নিকট নিজ নিজ আত্মত্যাগের কাজ ঘোষণা করিবেন।

মহাত্মাজী সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম বন্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্য সকল কাজ লোকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। কাহারও উপর কোনও প্রকার জোর-জবরদস্তী করা হইবে না। আন্দোলনটিকে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপ শৃঙ্খলা পালন অত্যাবশ্যক। নরনারী ও শিশুগণ—সকল শ্রেণীর লোকগণ হাজারে হাজারে উহাতে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২৪শে মাঘ, ১৩৩৭ শনিবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা-লীলাস্থলী শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে মহাসমারোহে ব্যাসপূজা বা 'গুরুপাদপদ্ম-পূজা-মহোৎসব' সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর উহা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, গত বৎসর হইতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অনুচরগণের প্রতি অযাচ্য করুণা প্রকাশ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরেই শ্রীব্যাসপূজার অবসর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্যক্ পূজা বিহিত হইতে থাকিলেই তৎকৃপায় জীব শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম - শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের পূজাবিধানে সমর্থ হন। তাই গত ৪ঠা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ষট্‌পঞ্চাশত্তম আবির্ভাববাসরে তদীয়াশ্রিতগণের মনোহভীষ্টপরিপূরণ কল্পে পরম করুণা প্রকট করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ-প্রাণজীউর শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মার্চ্চা প্রকটিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠে এক বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এবারও শ্রীগুরুদাসগণ তদনুরূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শাখামঠ হইতে গুরুদেবতাত্মা গুরুদাসগণ বিবিধ উপায়নসহ শ্রীধামে শ্রীগুরুপাদাব্জ-সমীপে উপনীত হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ, আচার্য্যত্রিক প্রভু, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রমুখ গুরুদেবতাত্মগণের অনুগমনে ও অনুসরণে অনেকেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীআচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্মে স্ব স্ব উপায়ন নিবেদন করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সমস্ত দিন ধরিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমা-কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও অন্যান্য গুরুমাহাত্ম্যসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনমুখে সভার উদ্বোধন হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আলোকচিত্র-প্রদর্শনমুখে আম্নায়-গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইত্যবসরে অস্মদীয় আচার্য্যদেব সভাস্থলে আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদ-প্রাণজীউর জয় গান করিতে করিতে অভ্যুত্থান ও প্রণতি দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং শ্রীগুরুদেব উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ শ্রীপাদ-সমীপে তৎকৃপা-প্রার্থনামূলে নিয়াসন পরিগ্রহ করেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকে বিচিত্র-পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার 'প্রসাদ-প্রার্থনা' পাঠ করেন। অতঃপর আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু তাঁহার 'ভক্ত্যর্ঘ্য' পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীধামমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী উপদেশক প্রভু 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' পাঠ করেন। অতঃপর কটক সচ্চিদানন্দমঠের শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁহার 'শ্রীব্যাস-পূজা হোমেজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। (আরও বহু অভিনন্দন পত্র ছিল, কিন্তু তাহা পাঠের সময়াভাবে অর্পণ করিয়া প্রভুপাদপদ্মে নিবেদন করা হইয়াছিল।) তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে একটী প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। (সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।) রাত্রি অধিক হইয়া যায় দেখিয়া পরদিবসের জন্য কার্য্য স্থগিত রাখিতে বলিয়া প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর-কণ্ঠে তাঁহার লিখিত 'বিবেক-কুসুমাঞ্জলি' কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উদ্দণ্ড নৃত্যের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন-অন্তে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। অনন্তর সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জন সাধারণকে বিবিধ বিচিত্রতাযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস প্রাতে অর্থাৎ ২৫শে মাঘ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও গুর্ব্বষ্টক প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহার বিবেক-কুসুমাঞ্জলির কয়েকটী পদ কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভু মাদ্রাজ হইতে তারযোগে প্রেরিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার ও শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃপাদানন্দ ব্রজবাসী প্রভু এবং ... কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রমুখ অন্যান্য মধ্যদেশবাসী সজ্জনগণের শ্রীব্যাসপূজাভিনন্দন পাঠ করেন, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভু ইংরাজী অভিনন্দন পত্রটীকে উহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু পারমার্থিক ভারতে শ্রীল প্রভুপাদের দান, প্রভুপাদের আচার প্রচার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এক সুবিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে একটী প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামিপ্রভুর 'ভক্তিমুকুলাঞ্জলি' কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে প্রায় ১২শ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ মহোল্লাসে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানে সমস্ত মঠ মন্দির মুখরিত করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদাচার্য্যবর্য্য

পরমহংসকুলমুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদের

সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব বাসরে

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ, আকর মঠরাজ

শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীব্যাসপূজায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের

প্রসাদ-প্রার্থনা

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো

যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।

ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌॥

—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

পতিতপাবন প্রভুপাদ, আপনার ভুবন-মঙ্গল পতিতোদ্ধারণ-লীলাক্ষেত্রে আমাদের রসসারচিত্তভূমিকে কর্ষণ করুন। আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদ আমাদের ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া ব্যাস-পূজায় অধিকার প্রদান করুন।

* * * *

ধনার্থকরী বিদ্যার সাধকগণের দেবীনামে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বিষ্ণু-বদন-বিলাসিনী বাণীর বহিরঙ্গা প্রতীতির প্রকাশ, আর অনর্থহারিণী, পরমার্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য গৌরপঞ্চমীতে ভূবৈকুণ্ঠচলে শ্রীচৈতন্য-বাণীর আবির্ভাব।

* * *

গৌরপক্ষের বাণীর পূজারিগণ স্ব পক্ষে গৌরশক্তি এবং গৌরপক্ষে কৃষ্ণ-শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। গৌরপক্ষের উপাসকগণ কৃষ্ণপক্ষে যে শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-দর্শনে গৌরপক্ষের বাণী-পূজার আগমনী গানের উদ্দীপনা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য-বাণী আমাদিগকে সেই চেতনময়ী উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুন।

* * * *

আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী-পাদপীঠে অঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে শ্রীব্যাসপূজা করিয়া যেন নর-নারায়ণ-নরোত্তমের সেবা ও জয়োচ্চারণ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদ পরম জয়যুক্ত হউন। সংসার বিজয়ী সারস্বত'জয়' স্বারাজ্য বিস্তার করুন।

অনর্থহারিণী সিদ্ধান্তবিদ্যা আমাদের অনর্থ হরণ করুন। সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্য-বাণীর জীবন—সিদ্ধান্তই অনুসার-সিদ্ধান্তই কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ-সংযোগের 'আঠা-আটা'।

সিদ্ধান্ত-অবহেলা, সিদ্ধান্ত-বিমুখতা বা সিদ্ধান্তে মনগিজ-বুদ্ধি ভ্রম, মনগিজ-বুদ্ধিতে সিদ্ধান্তভ্রম করিয়া আমাদের যে অসত্যানুরাগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কবে শ্রীচৈতন্য-বাণী-সিদ্ধান্তসলিলে ধৌত হইবে? সিদ্ধান্তবাণী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অনর্থহারিণী শ্রীচৈতন্যবিদ্যা আমাদিগকে পবিত্র করুন। অচৈতন্যবাণীর আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা প্রভা আমাদের পণ্ডাকে আচ্ছন্ন করায় আমরা কখনও

দেহ দ্রবিণ-সুহৃৎ-নিমিত্ত শোক-ভয়-মোহে অভিভূত, কখনও বহুরূপী অসৎসঙ্গে অনুরক্ত, কখনও বাণী-পূজার অর্ঘ্য-সমূহ মধ্য-পথে আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও আপাত মনোহারিণী বাহ্য প্রতীতিতে লুব্ধ, কখনও শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট যুগধর্ম্ম বাণী-পূজা ছাড়িয়া নির্জ্জন-ভজন, চর্ব্বন-ভজন প্রভৃতি ছলনায় আকৃষ্ট, কখনও বাণী-পূজা প্রতিষ্ঠার প্রতি মৎসরতাযুক্ত।

* * * *

কবে শ্রীগৌরমনোভীষ্ট সেবাপরা শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় অকপটতার অঞ্জলি, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের সমিধ্, আন্তরিকতার পূর্ণ আহুতি লইয়া সারস্বত-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-বেদীতে অভিগমন করিতে পারিব? কবে শ্রীরূপানুগবরা বাণী-পূজায় শত কোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরশ্চরণ উদ্‌যাপন করিব? কবে মুক্তকুলের উপাস্যমান শ্রীনামপ্রভুর সেবার জন্য তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতির আকাঙ্ক্ষা করিব? কবে সর্ব্বেন্দ্রিয় সারস্বত-সঙ্কীর্ত্তনে দীক্ষিত করাইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিব? কবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বাণী পূজা করিতে থাকিব? কবে শ্রীচৈতন্য-মৃদঙ্গপাণি শ্রীচৈতন্যবাণীর হস্তে "জীবন্ত-মৃদঙ্গ" হইতে পারিব? কবে সেই "মৃদঙ্গ" পরাক্ পথের উত্তান-স্বরে না বাজিয়া প্রত্যক্ পথের পরাৎপর গীতি গান করিবে? কবে অবন্তী-নগরের সারস্বত-সঙ্গীত-রসামৃত-সিন্ধুর সঙ্গীত-লহরীর "সঙ্গত" করিবে?

* * * * *

যে শ্রীচৈতন্যবাণী ভূতলে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়া একাধারে অর্চ্চনপর পঞ্চরাত্র ও ভজনপর ভাগবতমার্গের সমন্বয়বিধান করিয়াছেন—একাধারে অচৈতন্য বিশ্বকে শ্রীচৈতন্যচরণার্চ্চনে নিযুক্ত এবং শ্রীরূপগৌড়ীয় ও শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়গণের ভজনানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-পাদপীঠ আমাদের হৃদয়কে শ্রীচৈতন্যমঠরূপে প্রকাশিত করিয়া তথায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হউন। অচৈতন্য-বাণীর বহুরূপী ছলনা-বিলাস, অনর্থে অর্থ-ভ্রম, অবিদ্যায় বিদ্যা-ভ্রম, অপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা-ভ্রম আমাদিগকে যেন বাণী-বিনোদ-সেবা হইতে বিচ্যুত না করে। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য-বাণীর চরণার্চ্চনে আমাদের সেবাসমিধ্ সমর্পিত হউক; বাণীমূর্ত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবাণী-পূজা আমাদিগকে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়, শ্রীরূপ-গৌড়ীয়, শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়, শ্রীপরমহংস-গৌড়ীয়-সেবার উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক। সঙ্কীর্ত্তনৈকব্রত শ্রীবাণীগৌড়ীয়গণের অনুগত হইয়া যেন আমরা শ্রীবাণীপূজার সমিধ্ সংগ্রহ করিতে পারি।

'বজ্রঘোষের' বাদনে, 'জীবন্ত-মৃদঙ্গ'বর্গীর চেতনময় 'বোলে,' ভাগবতী বাণীর অব্যবহিত কীর্ত্তনে, সিদ্ধান্ত-বর্ণমালার অবিরাম সম্পাতে সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্যের বিজয়কেতন-সংরোপণে, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক-প্রচারণে, পারমার্থিক সম্মিলনীর অভিজ্ঞাপনে, ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটনে, শ্রীনবদ্বীপধাম-শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমণে, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনে, দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিতরণে, ভাগবতোৎসব-অনুষ্ঠানে, শ্রীমধ্ব-তিথি-পালনে, সর্ব্ববিশ্বাঙ্গ গৌর-পদাঙ্কপূত তীর্থ-পর্য্যটনে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য সংরক্ষণে বিশ্ব-মহামঙ্গল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কত অশ্মসার-হৃদয় সেই মঙ্গল-মুখর উদার আহ্বানে দ্রবীভূত হইয়া মূর্চ্ছনা দিতেছে, তথাপি কোন্ বক্র দুর্দ্দৈব-ফলে আমাদের হৃদয় বিগলিত হইতেছে না? কোটী লোকের নিকট আপনার সেই বিশ্বমঙ্গলময়ী গীতি কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের মুক্তি নাই—আপনার এক বাণী কেনই বা স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত থাকিয়া আপনার সঙ্কীর্ত্তন-সেনানী-বৃন্দের গণে গণিত হইবার অকপট লোভ হইতেছে না? নিরন্তর শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যসাধন ও সিদ্ধিতে অন্য আশা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়কে কেন উদ্বেলিত করে? শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আপনার আবির্ভাব আমাদের বজ্র-কঠিন-হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া চেতনসিংহাসন রচনা করুক, আপনার সাধের "শ্রীচৈতন্যমঠ" করিয়া তুলুক, আপনার শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-পরিপূরণ-যজ্ঞের সমিধ্ করুক, আপনার নিরঙ্কুশ-কৃষ্ণ-সেবাময়ী স্বতন্ত্রতার স্বারাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। তথায় আপনার সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্যের বিজয়-পতাকা সংরোপিত হউক, আমাদের সেই উদ্বুদ্ধ-চেতন-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যবাণীরূপে নিত্য আপনার আবির্ভাব রূপের সাহিত্য-জয়শ্রীর আরতি শিক্ষাদান করুক। আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনার ভৃত্যবর্গ অশেষ জয়যুক্ত হউন।

·:০:·

গীতার শিক্ষা

(৪)

(শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক)

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লছেন,—আমি তোমাকে যে জ্ঞানযোগ উপদেশ করছি, এই জ্ঞানযোগ আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে ব'লেছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলেন। মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে বলেন। এইরূপ ক্রমে পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষি-সকল অবগত ছিলেন। সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় নষ্টপ্রায় হ'য়েছিল। সেই সনাতন যোগ আজ তোমাকে বল্লাম।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বে জন্মেছিলেন, আর তুমি ইদানীং জন্ম গ্রহণ করেছ। সুতরাং পূর্ব্বে সূর্য্যকে উপদেশ করা তোমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব?

আমাদের গুরুপাদপদ্ম থেকে একটা উপদেশ শুনতে পাই। তিনি বলেন, আমি ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছি। একটা জানালার মধ্য দিয়ে আমি ঘোড়-দৌড় দেখছি, ঘোড়া যখন জানালার কাছে আসছে, তখন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। আবার চক্ষের অন্তরালে গেলে আর দেখতে পাচ্ছি না। যখন দেখতে পাই না, তখন যে সে নাই, তা নয়। এইরূপ আমি যখন কাউকে আমার চক্ষের সাম্‌নে দেখছি, তখন তার জন্ম, আর যখন দেখতে পাই না, তখন মৃত্যু মনে করছি। কিন্তু সকল জীব—অনাদি, ভগবান্—অনাদি, আর বেদ—অনাদি। কেউ কেউ বেদকে অনিত্য বলেন। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্র আলোচনা করেছেন, তাঁরা বলেন,—বেদ নিত্যকাল আছে। আমাদের নিকট অপ্রকটিত থাকলেও তাহা নিত্য-কাল রয়েছে। আমার নিকট অবতীর্ণ হ'লে দেখছি, অন্তরালে গেলে দেখছি না। সেজন্য যে নাই, তা নয়, সূর্য্যকে রাত্রিতে দেখতে পাই না ব'লে সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ হ'য়ে গেছে, তা নয়; মেঘে আমার চক্ষুকে আবরণ করলে আমি সূর্য্যকে দেখতে পাই না ব'লে 'সূর্য্য নাই' বলতে পারি না। এইরূপ ভগবান্‌কেও দেখতে পাই না ব'লে 'ভগবান্ নাই' বলতে পারি না। তিনি ব'লছেন আমি অবতীর্ণ হই।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি তখনই আবির্ভূত হই। জীব ক্ষুদ্র; সে আমায় ধরতে পারে না—জানতে পারে না, যতক্ষণ আমি তাকে না জানিয়ে দিই।

ভগবানকে জানার আবার প্রকার-ভেদ আছে। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের নিকট ভগবানের প্রকাশ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে। যেমন কোন ব্যক্তি বহু দূর থেকে একটা আলোক দেখছে; সে কি দেখছে? একটা জ্যোতিষ্মান্ জিনিষ, বস্তুর সম্যক্ দর্শন হচ্ছে না। খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলে কি দেখতে পায়? দেখছে একটা আলো। তার চিহ্ন আছে, জিনিষ একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু যখন একেবারে নিকটে আসছে, তখন বস্তুটি দেখছে, তার মধ্যে কত বিচিত্রতা আছে, তাও দেখতে পাচ্ছে। যেমন পাহাড়কে দূর থেকে দেখলে একটা পাথরের স্তূপ কি আর কিছু একটা মনে হয়, একটু নিকটে এলে তার মধ্যে গাছ পালা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। আর একেবারে নিকটে এলে তার মধ্যে কত বিচিত্রতা, কত গাছ, পালা, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভগবান্‌কে ত্রিবিধ যোগী তিন রকম দেখছে; কিন্তু বস্তু একটা মাত্র। ভাগবত বলেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

একই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের ভূমিকা-ভেদে দর্শনের ভেদ দৃষ্ট হয়। জিনিষ একই, কেবল ভূমিকার পার্থক্য।

অবতারের কথা বলতে গিয়ে ব'লছেন,—আমার জন্মকর্ম্ম যিনি 'অপ্রাকৃত' বলে জানেন, তিনি প্রাকৃত বাধা থেকে উদ্ধার পেয়ে আমাকে লাভ করেন।

লেখনীর ব্যবহার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৪ সংখ্যার পর)

লেখনী দ্বারা একমাত্র সরস্বতীপতি শ্রীবিষ্ণু-গুণ-গাথা-কীর্ত্তনই—লেখনী-পূজা। শ্রীবিষ্ণুগুণগানে বৈষ্ণবমহিমা বিজড়িত, সুতরাং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-দ্বারা লেখনীর যে প্রকার সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই নহে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া 'বেদব্যাস' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি মনীষি-বৃন্দ লেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া জগতে কিপ্রকার বরেণ্য, তাহা পারমার্থিকমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহাদের লেখনী হইতে যে সমস্ত "অক্ষর" বাহির হইয়া ক্ষর শূন্য, ক্রিয়া শূন্য, নিত্যাক্ষর অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপে জগতে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহাদের লেখনীই একমাত্র অর্চ্চনীয়, যেহেতু যে লেখনী-মুখে পূজ্য বস্তু—নিত্য সেব্য বস্তু শ্রীমদ্ভাগবত সম্প্রকটিত হন, সেই লেখনীর মহিমা কত? ধন্য সেই লেখনী আর ধন্য সেই লেখনী-ধারণকারী লেখকবৃন্দ। বহু জন্ম-জন্মান্তরের—পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি না থাকিলে অর্চ্চন-যোগ্য লেখনী অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণব-মহিমা-প্রকাশের লেখনী ভাগ্যে জুটে না।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।৹০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রহ্মসূত্রকা ভাগসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
 ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৪
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণা ⁄০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
 ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ [illegible]
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্‌ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬০। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড অ্যানেলয়েড্‌ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিরপেক্ষ সমালোচক অকপট অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, প্রকাশন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈষ্ণবশিল্প প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্‌—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে, জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম, অদ্বৈতবাদী গুরু, ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ৪৮টি গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ নং চক্ষুনীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল।
আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে।
প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১লা ফাল্গুন শুক্রবার ১৩০৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১

জাপানীবন্দরে শিলাবর্ষণ

মতিলালের মৃত্যুতে বৃটিশ রাজনীতিকের অভিমত

নয়াদিল্লীর উদ্বোধন

কানাডায় নূতন গবর্ণর জেনারেল

চাঁদপুর পোষ্টঅফিসে

মহারাষ্ট্র পত্রের ২ হাজার টাকা জামীন তলব

কংগ্রেসের সহিত মিটমাট

পল্লীতলা স্বাধীনতা দিবসের জের—৪৯ জনের উপর নোটিশ জারী

জয়াকরের এলাহাবাদ যাত্রা

'সার্চ্চলাইটে'র ৩ হাজার টাকা জামীন তলব

নানা কথা

জাপানীবন্দরে ভীষণ শিলাবৃষ্টি

কোবে বন্দরে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই দৈব দুর্য্যোগের সময় বন্দরের অনতিদূরে একখানি খেয়া নৌকা জলমগ্ন হয়। তাহাতে বহু লোক বিপন্ন হইয়াছিল। ২৫ জনকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৬৯ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

মতিলালের মৃত্যুতে বৃটিশ রাজনীতিকের অভিমত

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ জর্জ্জ ল্যান্সবারি বলেন,—পণ্ডিত মতিলালের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ এবং ভারতবাসীর প্রতি আমি এ সময়ে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। পণ্ডিত মতিলাল সমগ্র মানব সমাজের সেবক ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

পণ্ডিতজীর নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবার আদর্শ ভারত ও বৃটেনের অধিবাসীদিগকে অনুপ্রাণিত করুক; এই উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে শান্তি ও শুভেচ্ছা জাগ্রত হয় তজ্জন্য একযোগে কাজ করিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

কানাডার নুতন গবর্ণর জেনারেল

আর্ল অব বেসবরাকে কানাডার গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহার বয়স ৫০ বৎসর। ইনি সাত বৎসর কাল কমন্স সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি ঐ পদত্যাগ করিয়া লর্ড সভায় গমন করেন।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আর্ল বেসবরা গ্যালিপলি ও ফ্রান্সে কাজ করিয়াছিলেন।

নয়াদিল্লীর উদ্বোধন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় সরকারীভাবে মহাসমারোহে নয়াদিল্লীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বহু উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর সম্মুখে চারিটি লোহিত প্রস্তর স্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হয়। স্তম্ভগুলি প্রসিদ্ধ অশোক স্তম্ভের আদর্শে নির্ম্মিত। কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে স্তম্ভ কয়েকটি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"মহারাষ্ট্র" পত্রের ২ হাজার টাকা জামীন দাবী

"মহারাষ্ট্র" পত্রের সম্পাদক ও মহারাষ্ট্র প্রেসের রক্ষক মিঃ জি, এ, ওগেল মধ্যপ্রদেশের সরকারের চীফ সেক্রেটারীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক নোটীশ পাইয়াছেন যে, প্রেস অর্ডিন্যান্স মতে তাঁহাকে ২ হাজার টাকা জামীন জমা দিতে হইবে।

'সার্চ্চ লাইটে'র তিন হাজার টাকার জামীন তলব

"সার্চ্চ লাইট" পত্রের নিকট গবর্ণমেণ্ট তিন হাজার টাকা জামীন চাহিয়াছিলেন। ইহার ফলে আপাততঃ ইহার প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চাঁদপুর পোষ্টাফিসে চুরি চার হাজারের অধিক টাকা অপহৃত

প্রকাশ যে, চাঁদপুরের পোষ্ট-আফিসের কর্ম্মচারীরা স্থানীয় পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে পোষ্ট অফিসে এক দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। এই কাঠের সিন্দুকটিতে ইনসিওর করা চিঠিপত্র ও পার্শেল ছিল, কে বা কাহারা তাহা ভাঙ্গিয়া চার হাজারের অধিক ইন্‌সিওর করা টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে দুর্ব্বৃত্তেরা বাহির হইতে পাহারাওয়ালার ঘর বন্ধ করিয়া দিয়া সদর অফিসের দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে।

জয়াকরের এলাহাবাদ যাত্রা

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর নিকট হইতে এক তার পাইয়া শ্রীযুত এম, আর, জয়াকর ১০ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই কলিকাতা মেলে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। পরে তিনি বড়লাটের সহিত আলোচনার জন্য দিল্লী যাইবেন।

বড়বাজারে শ্রমিক ধর্ম্মঘট পারিশ্রমিকের অভিযোগ

প্রকাশ গত রবিবার কলিকাতা শ্রমিক মণ্ডলের সভ্যগণ, হ্যালিডে পার্কের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী গত সোমবার প্রাতঃকাল হইতে কাজ বন্ধ করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই বড়বাজার অঞ্চলে নানাকার্য্যে নিযুক্ত উড়িয়া শ্রমিক। প্রকাশ, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে অভাব অভিযোগের প্রতিকার জন্যে ইহারা কাজ বন্ধ করিয়াছে।

আরো প্রকাশ যে, ঈশ্বর বল নামক শ্রমিক মণ্ডলের জনৈক সভ্যকে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন বিলি করার জন্য প্রাতঃকালে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রমিকগণ তাহাদের স্ব স্ব গৃহে শান্তিপূর্ণ ভাবে ছিল।

সন্ধ্যার সময় শ্রমিকমণ্ডলের কার্য্যালয়ে একটী পরামর্শ জনসভার অধিবেশন হয় উক্ত সভায় শ্রমিক মণ্ডলের জনকয়েক সভ্য বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে উপদেশ দেন।

পল্লীতলা স্বাধীনতা দিবসের জের ৪৯ জনের উপর নোটীশ জারী

গত ৭।২।৩১ তারিখে পল্লীতলাতে মোট ত্রিশ জনের নামে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালনের দরুণ ১৮৮, ১৪৩, ১৫১, ধারা অনুযায়ী ১২ই ফেব্রুয়ারী বালুরঘাট ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে নোটীশ জারী হইয়াছে।

ঠেঙ্গাবাড়ীর ১১ জনের উপর নোটীশ জারী হইয়াছে। ইহারা গত ৬ই তারিখ হইতে হাজতে আছেন। পুইয়া গ্রামে ১ জনের, বড় চাঁদপুরের ২ জনের এবং ঠেঙ্গাবাড়ীর ৮ জনের নামে কেস হইয়াছে। পল্লীতলা কংগ্রেস সম্পাদক ৭ জনের ৬০৲ টাকা হিসাবে জরিমানা আদায়ের জন্য ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। ইহারা ইতিপূর্ব্বে এই অপরাধে ৭ দিন হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

পল্লীতলা হইতে ৪ মাসের মধ্যে শুধু ১৪৪ ধারা অমান্যের দরুণ ৬০ জন ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন।

৭।২।৩১ তারিখে ৪৪৩ ও ১৪৩ ধারা অনুসারে শ্রীযুত বিনয়ভূষণ সরকার বি, এ, ডাঃ করুণাকান্ত দাস, ভোলানাথ সরকার, সতীশচন্দ্র দাস, গোপেশ্বর দাস, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হৃদয়নাথ ঘোষ প্রভৃতির উপর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০৲ টাকা হিসাবে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আরও ৯টা দাঙ্গার মামলা বাকী রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম প্রণালী

কমন্স সভায় একটী প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন, গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিরূপ কর্ম্ম প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা শীঘ্র ঘোষণা করা যাইবে বলিয়া আমি আশা করি।

মিঃ [illegible] ফ্রিম্যান জিজ্ঞাসা করেন—ভারতে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন কি? উত্তরে মিঃ বেন বলেন—গবর্ণমেণ্টের ঘোষণায় কি বলা হইবে তাহা এখন প্রকাশ করিতে চাই না।

কংগ্রেসের সহিত মিটমাটের কথা

মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ডাঃ এম, এ, আনসারী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা আজও মীমাংসার বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। তবে মিঃ জয়াকর ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না, ইহাই সকলের ধারণা।

ইতিমধ্যে বোম্বাই হইতে শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু এবং মাদ্রাজ হইতে শ্রীযুত সি, রাজগোপালাচারিয়ার এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব একটু মোলায়েম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা একটু উদার মতাবলম্বী তাঁহাদের মতই এখন প্রবল হইয়াছে। এই অবস্থায় মীমাংসার সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না।

মহাত্মা গান্ধী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বড়লাটের সহিত দেখা করিতে যাইবেন না। তবে দিল্লী হইতে যদি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় তাহা হইলে তিনি হয়ত বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে রাজী হইবেন।

বিগত ৮ই তারিখে মীমাংসার সম্ভাবনা একরূপ বিলুপ্তই হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, মীমাংসার সম্ভাবনা একটু প্রবল হইয়াছে।

মতিলালের মৃত্যুতে আসামীদের উপবাস

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা শুক্রবার সন্ধ্যা হইতে তিন দিন উপবাস করিয়াছে তাহারা পণ্ডিত জহরলাল ও সমগ্র জাতির এই শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত জহরলালের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছে।

এপ্রুভার মিঃ ইন্দ্র পাল পুলিশের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছে। তাই আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিতে চান যে, অতঃপর অন্যান্য এপ্রুভারদিগকে পুলিশের হেপাজৎ হইতে সরাইয়া দেওয়ানী হাজতে রাখবার ব্যবস্থা হউক। এপ্রুভারদিগকে কোথায় রাখা হইবে এই সম্পর্কে অন্যান্য মামলায়ও ইতিপূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছে।

আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার ভারত সরকারের আইন সদস্যের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মামলায় আসামীরা যাহাতে আপীল করিতে পারে সেই মর্ম্মে আইনের যে খসড়া তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা যাহাতে আইনে পরিণত হয় সেজন্য তিনি যেন একটু বিশেষ চেষ্টা করেন।

শ্রীহট্ট কংগ্রেস সম্পাদক ধৃত

দক্ষিণ শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত হেমন্তকুমার গুপ্ত ধৃত হইয়াছেন। মৌলবীবাজারের পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া খানাতল্লাস করে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

বৈঠক প্রত্যাগত ডাঃ মুঞ্জে

গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত বিকানীরের মহারাজ, মিঃ সপ্রু প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ বোম্বাই পৌঁছিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ডাক্তার মুঞ্জে সাধারণভাবে সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অধিকার লাভ করিবার বিষয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক; ইহা মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস আলোচনা পূর্ব্বক স্থির করিতে পারেন। ডাক্তার মুঞ্জে মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা ভীষণ দুর্দৈব। একমাত্র তিনিই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত জাগরণ শক্তি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া কার্য্যকর রাজনীতিজ্ঞতার দ্বারা বশে আনিতে পারিতেন।

মাদ্রাজে আবার পিকেটিং

গোডাউন ষ্ট্রীট এবং রতন বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে আবার পিকেটিং শুরু হইয়াছে ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক গোডাউন ষ্ট্রীটে পিকেটিং করিতেছিলেন, ঐ সময় পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয়। যে সব স্বেচ্ছাসেবক আবার ঢুকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পুলিশ কিছুতেই ঢুকিতে দেয় নাই। রতন বাজারে প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে পিকেটিং হইয়াছিল পুলিশ জোর করিয়া সকলকে তাড়াইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। লাঠির আঘাতে তিনজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পুলিশের লাঠি কেমন চলে তাহা দেখিবার জন্য গত শনিবার চার জন এডভোকেটকে শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ টি, আর, ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত এডভোকেটগণ পুলিশের লাঠি চালনার জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। মিঃ শাস্ত্রী ঐ বর্ণনার প্রতি একান্ত মনঃসংযোগ করিতে বলিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি আগত

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জে, এন, বসু ও মিঃ গজনবী ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণের শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়ন—শ্রীলপ্রভুপাদের বক্তৃতা-বলী। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দেব মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে তাঁহারই প্রেস হইতে উক্ত গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। আগামী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহোৎসব-উপলক্ষে উহার দ্বিতীয় খণ্ড এবং এইরূপে ক্রমশঃ খণ্ডে খণ্ডে যাহাতে সমস্ত বক্তৃতাগুলিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুত বিরাজ বাবু ঐ সকলের মুদ্রণব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া জগদ্বাসী সকল শ্রেয়ো-লাভার্থীরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা পারমার্থিক জগতের এক অমূল্য সম্পৎ। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা অনেকেই পণ্ডিতাখ্যা লাভ করি বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের সার-মর্ম্মোপলব্ধি আমাদের মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, তাহা একটু স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। অল্পায়ুঃ, রোগশোকাদি-প্রপীড়িত, পরমার্থ চেষ্টায় অলস, মন্দভাগ্য আমাদের পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করিবারই যোগ্যতা বা ধৈর্য্য কাহারও নাই, তাহার উপর সেই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার ত' দূরের কথা! নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া কেহ কর্ম্মকে, কেহ জ্ঞানকে, কেহবা যোগকেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যরূপে বিচার করিয়া বসিতেছি, তাহাতে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া সারাটি জগতে এক ভীষণ কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের মধ্যে এরূপ কলহের উদ্ভব হওয়া কিছু অস্বাভাবিকও নহে।"

আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দশা দর্শনে শাস্ত্রের সমস্ত অপসিদ্ধান্তকে মীমাংসা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই শ্রীমদ্ভাগবতার্করূপে উদিত হইলেন। আবার সেই ভাগবতকে স্বীয় জীবন্ত আদর্শ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে প্রকট করিলেন। আজ গৌরশক্তি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপে জগতে উদিত হইয়া তাঁহার স্বীয় আচার-দ্বারা আমাদিগের নিকট যে শাস্ত্রমর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার শ্রীগৌড়ীয় পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়া দিতেছেন। অধুনা শ্রীল প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের সেই সমস্ত কথা একস্থানে সংগৃহীত করিয়া যে গ্রন্থাকারে প্রচার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে জগতের যে কি মহা কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। আর যে মহাপ্রাণগণ প্রভুপাদের জগজ্জীবের প্রতি এই অপার করুণা বিস্তারের পক্ষে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদানের ভাষার আমাদের নিতান্ত অভাব।

জগতে অনেক প্রকার দানের প্রশংসা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সে সমস্ত দান, দাতা ও গ্রহীতার বিচার করিলে আমরা কাহারও পক্ষে কোন উদারতার পরিচয় পাই না। প্রাকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতবস্তুর আদান প্রদান-দ্বারা জগতের কোন প্রকারই নিত্যমঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে না। এজন্য মহাজনগণ যে-ধনের কখনও ক্ষয় নাই, যে-ধনের দানে আনন্দ, গ্রহণে আনন্দ চিরস্থায়ী হয়, সেই কৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের আদান-প্রদানকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জগতের কোন বস্তু দান করিয়া কখনও কাহাকেও পরিতুষ্ট করা যায় না, নিজেও পরিতুষ্ট হওয়া যায় না; সুতরাং কার্পণ্যদোষ পরিমুক্ত হইয়া বদান্য হইবার সম্ভাবনাও কাহারও নাই। কৃপণগণ মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দের মহাবদান্যলীলা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অনুসরণের ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা স্বীকার করিতে পারেন না। আজ শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর আচার্য্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানরূপ মহাবদান্য লীলানুসরণের চেষ্টা জগতের সমুদয় কৃপণগণকে বদান্য করুক।

শ্রীযুত বিরাজ বাবু এবার ব্যাসপূজায় আর একটী অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-সম্পাদিত হরি-ভক্তিকল্পলতিকা নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পুনর্ম্মুদ্রণ করিয়া। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের একখানি আদর্শলিপি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তদ্বিষয়ে কোন সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পরে কিছুদিন পূর্ব্বে মদীয় আচার্য্যদেব অনেক উদাসীন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট উহার একখানি প্রাচীন লিপি দেখিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রী প্রভুপাদ গ্রন্থখানির মূল মাত্র 'সজ্জনী' নাম্নী সাময়িকী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এক্ষণে ইহা বঙ্গানুবাদের সহিত পুনঃপ্রকাশিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা পাঠেই পাঠকগণ গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়-সমূহের তাৎপর্য্য জানিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি চতুর্দ্দশস্তবকে বিভক্ত। ভাক্তমাত্র জনমাত্রেই গ্রন্থখানিকে আদর করিবেন।

শ্রীযুত বিরাজ বাবু আর একটী কার্য্য করিতেছেন—শ্রীধাম মায়াপুরে ভক্তাবাস-নির্ম্মাণ। জগতে দেহ-মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সংরক্ষণের জন্য অনেক স্থানে অনেক আরামাবাস নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন আত্মমঙ্গলের কথা থাকে না। তাই শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্ত-সঙ্ঘারামে ভগবৎ-ভাগবত-সেবাপর হইয়া বাসের জন্য কৃষ্ণ-কার্ষ্ণবর্গের স্থল শ্রীধামে আবাস-নির্ম্মাণ শ্রেয়ঃপ্রার্থী বুদ্ধিমানের কৃত্য হইয়া পড়ে। গ্রামবাস—রাজসবাস, দ্যূতসদনে বাস—তামসবাস, নির্জ্জন বনাদিতে বাস—সাত্ত্বিকবাস, আর শ্রীভগবল্লীলাস্থলী শ্রীধামে ভগবন্নিকেতনে ভক্তসঙ্ঘারামে বাসই নির্গুণবাস। প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবেরই ঐরূপ নির্গুণ বাস কাঙ্ক্ষণীয় ও বরণীয়। ভক্তের নিকটে ভক্তের আনুগত্যে বাস না করিয়া আমরা একাকী ধামবাসের কল্পনা করিলে তাহা গ্রাম্যবাসই হইয়া যাইবে, যেহেতু ধামবাসী ভক্ত ব্যতীত ধাম-প্রতীতি আর কেহ উদয় করাইতে পারেন না। তাই বিরাজবাবুর প্রত্যেকটী বিচারই ভক্ত্যনুকূল হইতেছে দেখিয়া আমরা আজ বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি।

অর্থ অনেকেরই থাকে, কিন্তু সেই অর্থকে যাঁহারা পরমার্থ উপার্জ্জনের অনুকূল করিয়া লন, তাঁহারাই প্রকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যে বিষয়কর্ম্ম করিবার অভিনয় করিলেও অন্তরে কৃষ্ণানুরাগী থাকায় কৃষ্ণপ্রিয়। আমরা তাদৃশ কৃষ্ণপ্রিয়গণের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করিয়া যেন ধন্য হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীচরণারবিন্দে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

গোবিন্দ-পঞ্চমী তিথি আজি সমাগত,
ভকত-হৃদয়ে ঢালি' সঞ্জীবন-সুধা।
গোবিন্দের প্রিয়জন হেথা প্রকাশিত,
হরিবারে তৃষিতের দুর্নিবার ক্ষুধা॥
মোরা গণমতে চলি, মানি বহুজন,
কত দিবসের বরি, মানস'পরে।
অনাসুকরণে নহে এ তিথি-বন্দন,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-দান চিত্ত শোধিবারে॥

যাঁহার অহৈতুকী কৃপা-প্রেরণা-দ্বারা নিগুণ বরাক আমরা আজ শ্রীগৌড়পুরে সম্মিলিত হইয়া শুভ প্রকট বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছি, সেই শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যদেবের অভয়ামৃত-পাদপদ্মযুগল পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

যিনি স্বীয় দর্শনামৃত বর্ষণ দ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিজনিত ম্লান সেবকগণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই অসীম কৃপাসিন্ধু আচার্য্যদেবের অভয়-অশোকামৃত পাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি।

যিনি গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত-সিঞ্চনে ভবাগ্নিদগ্ধ জীবগণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই অভয়-চরণারবিন্দে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হই।

যিনি ক্ষণে ক্রুদ্ধ, ক্ষণে স্থূল, ক্ষণে প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচন, ক্ষণে হাস্যোজ্জ্বল, ক্ষণে শীতল, ক্ষণে পরিতৃপ্ত, ক্ষণে ধাবমান, ক্ষণে স্তম্ভিত, ক্ষণে বহুভাষী এবং ক্ষণে মৌনী, এতাদৃশ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস-প্রভুর চেতনবাণী আমার হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিলাভ করুক।

যিনি প্রতিক্ষণে চৈতন্যচেতনবাণী-চন্দ্রিকা দ্বারা জীব-হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার-রাশি সমূলে বিনাশ করিতেছেন, সেবানন্দ-সমুদ্রকে নিরন্তর বলপূর্ব্বক উচ্ছলিত করিতেছেন এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-তপ্ত বিশ্বকে অনুক্ষণ সুস্নিগ্ধ করিতেছেন,

সেই চেতনবাণী-চন্দ্রচ্ছটা বিতরণকারী শ্রীআচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালও দীপ্তিমান্ত করুক।

পতিতপাবন প্রভো,

অদ্য এই শুভ প্রকট-বাসরে অকিঞ্চন দীনাতিদীন পতিতাধম আমরা ভবদীয় অসীম করুণা স্মরণ করিয়া শোক-মোহ-ভয়াপহ শ্রীচরণারবিন্দে অন্তরের আর্ত্তিপূর্ণ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য সমবেত হইয়াছি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সর্ব্বাধম আমাদের এ চেষ্টা পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ও বামনের চন্দ্র স্পর্শ করিবার মতই উপহাসাস্পদ সন্দেহ নাই।

প্রভো,

যে পরম সরল ভক্তিযোগের দ্বারা অজিত শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, মায়াকবলিত দুর্জন আমরা—ভবদীয় কৃপা ব্যতীত নিজ ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা সেই ভক্তিধন লাভ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অদ্য আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-কমলে অঞ্জলি প্রদানের জন্য শ্রীপাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠ সেবকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পসম্ভারশোভিত উপায়নরাজি আনয়ন করিয়াছেন। নির্ধন আমরা, শ্রীচরণ-পূজন-যোগ্য কোন সম্পদ্ আমাদের না থাকায় অতি ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। ভবদীয় পতিতপাবনী কৃপাবারি-সেচনে সঞ্জীবিত হইয়া মরুময় এ হৃদয়কাননে যে কএকটি অযত্নবর্দ্ধিত বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কৃপা-প্রকাশে অপরাধান্বিত পদযুগলে তাহা গ্রহণ করিলে উহার ক্ষুদ্র জীবন সফল হইবে। শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা এই পতিতাধমগণের একমাত্র ভরসা, একমাত্র আশ্রয়। অসীম করুণা প্রকাশ করিয়া দীন আমাদের আন্তরিক একাগ্রতাপূর্ণ অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃত-কৃতার্থ করুন, শ্রীচরণে ইহাই একমাত্র সকাতর প্রার্থনা।

দয়াময় দেব,

একান্ত নিষ্ঠায় ভবরোগ-ক্লিষ্ট অসমর্থদের প্রতিও আপনার প্রসন্নোজ্জ্বল কৃপাদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়, পরন্তু অবিদ্যা-পীড়িত দুর্ব্বল জনের প্রতিই আপনার অমন্দোদয়-দয়া সর্ব্বাধিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনাথ-নাথ দীনবন্ধু শ্রীভগবানের পতিতপাবনতা উদ্দেশে মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেব ঠাকুররূপে আপনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভবদীয় এই নির্হেতুক কৃপা, পতিত আমাদের একমাত্র আশাবন্ধ।

কৃপাসিন্ধু প্রভো,

আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আপনি মায়ামুগ্ধ বহির্মুখ আমাদিগকে অজস্র প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই এই শুভ তিথিতে প্রপঞ্চে প্রকট-লীলা বিস্তার করিয়াছেন। ত্রিতাপ-অন্ধকার ভবকূপে পতিত আমাদের প্রতি ভবদীয় এই অহৈতুকী কৃপা-ধারা নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন।

দেব,

ভবদীয় যে অভয় পাদপদ্ম স্মরণে নিখিল জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হয়, যে শ্রীচরণকৃপা-প্রসাদবলে অবিদ্যাতিমিরগ্রস্ত জীবকুলের অজ্ঞানান্ধকার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বপ্রকাশ ভক্তিসূর্য্যের ভাস্বর প্রভাযুক্ত অংশুরাশিকে উদ্ভাসিত হয়, আমরা ভবদীয় সেই রাতুল চরণকমলে গলবদ্ধকৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

দয়াময় দেব,

কলিহত নিঃসহায় আমরা কৃষ্ণভক্তিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভ্রুকুটিকুটিল আরক্ত লোচনের কঠোর শাসনে, কর্ম্মকাণ্ড যোগ, যাগ, তপস্যার বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ আস্ফালনে ভীত হইয়া উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপ করিতে-ছিলাম; বিমুক্তমোহিনী মায়াদেবীর প্রবঞ্চনাময় বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া অকল্যাণকেই নিত্য কল্যাণ বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, প্রাকৃত বলদৃপ্ত গণ-প্রবাহের ভীষণ স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাওয়াকেই প্রকৃত মহাজনপথানুসরণ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম, ভক্তিদেবীশূন্য ফল্গু বৈরাগ্য, উৎকট সাধনকেই পরমেশ্বরের কৃপা-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম, মুক্তিপ্রদজ্ঞানে আমরা যাহাদের আরাধনা করিতেছিলাম, তাহারা ক্রমশঃই কঠিন হইতে কঠিনতর শৃঙ্খলপাশে আমাদিগকে আবদ্ধ করিতেছিল। আমাদের কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখতারূপ অনন্ত দুর্দ্দশা আপনার জীব-দুঃখকাতর করুণহৃদয়ে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, ভবদাবদগ্ধ আমাদের জন্য, অশান্তিপীড়িত অস্থির আমাদের জন্য, আপনি মহাদাতা করুণানিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী স্বভক্তিশ্রীমণ্ডিত কৃপা-মন্দাকিনী-ধারা মরু-তুল্য এই ধরাধামে পুনঃ প্রবাহিত করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত আমাদিগকে কৃপাকর্ষণ করিতে-ছেন—শোক-তাপ-মৃত্যুহারী অমিয় সুধা-পানে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য তৃষ্ণাতাপাক্রান্ত-দিগকে আহ্বান করিতেছেন। ভবদীয় অসীম করুণা স্মরণ করিয়া ত্রিতাপ-হারী পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ নিবেদন করিতেছি।

কৃপাময় প্রভো,

বর্ত্তমানকালে সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাশীল মানবগণ স্বাধীনতা প্রার্থী, বিশ্ব-মৈত্রীর দ্বারা বিরাট মানবসমাজ এক অচ্ছেদ্য সৌহৃদ্য-বন্ধনে সম্মিলিত হইতে চাহিতেছে, শান্তি দেবীর কৃপালাভে সমস্ত অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিতেছে, আরও প্রার্থী,—সর্ব্ব অভাব অভিযোগশূন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-পূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল সুদীর্ঘ জীবন। প্রাকৃত বিচার ও চেষ্টা দ্বারা পরস্পরের বর্ণগত বৈষম্য ও স্পর্শগত শুচি অশুচি ইত্যাদি নানা প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য বর্ত্তমানে বহু কৃতবিদ্য মনীষী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক আধ্যাত্মিকগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বসমূহের সীমা-নির্দ্দেশ-চেষ্টারূপ অনধিকারচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গতানুগতিক গণ-মতের দ্বারা অভিনন্দিত হওয়াকেই মনুষ্য-জীবনের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিতেছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিশ্ববাসীর এই সমস্ত মনো-ধর্ম্মপর বিচার-সমূহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তদর্শন দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শুদ্ধ জীবাত্মাদের পরম স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা প্রচার করিবার জন্য আপনি পরম স্বাধীনতার—প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রীর—পরমা শান্তির নবীন চেতনাময়ী অমৃতের পসরা লইয়া বিবাদময়ী কলিযুগের ভাগ্যে এই শুভ তিথিতে প্রপঞ্চে শুভা-গমন করিয়াছেন। অসংখ্য প্রকার অসতৃষ্ণা-পীড়িত মানবমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার অভাবের ক্ষুধা, সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের বাধা, সকল প্রকারের কুশিক্ষার অপচয় যে একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয়ে নিরপরাধের জন্য আনুষঙ্গিকভাবেই নিবৃত্তি হইতে পারে, শ্রীহরি-সেবা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব পন্থের অপবাদকারকরূপ সাময়িক প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা যে আর্ত্ত জীবকুলের এই দারুণ ক্লেশ কোন প্রকারেই সমূল দূর হইতে পারে না, তাহা ভবদীয় অসীম কৃপায় আমাদের উপলব্ধি হইতেছে। নিত্য অভাবগ্রস্ত জীবগণকে স্বভাবগতি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বভাব-সাম্রাজ্যের প্রজা করিবার জন্য, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা-কবলিত জীব বৃন্দকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহারূপ অস্বাস্থ্যপূর্ণ অগণিত মরণোন্মুখ প্রাণীকে যথার্থ আনন্দোজ্জ্বল বাস্তব জীবন দান করিবার নিমিত্ত আপনার সতত কৃপা অজস্র ধারায় নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। নিত্য স্বদেশের স্মৃতি ভুলিয়া যাইয়া আমরা এই কারাগার-তুল্য দুঃখময় স্থানকেই নিত্য বসতিস্থল 'স্বদেশ'-জ্ঞানে আরাধনা করিতেছিলাম, আপনি যদি প্রাকৃতাভিমানবদ্ধ আমাদের প্রতি সদয় হইয়া এই প্রপঞ্চে অবতরণ না করিতেন, তবে কে আজ কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত আমাদিগের হৃদয়-কর্ণে শাশ্বতী শান্তির দিব্য নিকেতন—অপ্রাকৃত নিত্য স্বদেশের অমৃত বার্ত্তা পৌঁছাইত? কে আজ আর আমাদিগকে পরমার্থিগণের "কোটি-কণ্টকরুদ্ধ" সুগুপ্ত পথের সন্ধান প্রদান করিত?

প্রভো,

অদ্য এই শুভাবির্ভাব-বাসরে ভবদীয় অসীম কৃপাসিন্ধুর অপূর্ব্ব লীলা-লহরীসমূহ ভবকূপে পতিত আমাদের একমাত্র বন্দনীয়, স্মরণীয় ও কীর্ত্তনীয় হউক। ভবদীয় করুণাবলীর মহিমাকণ উপলব্ধি করিবার যোগ্য যে কিঞ্চিন্মাত্র শক্তিদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পুনঃপুনঃ অসংখ্য দণ্ডবন্নিবেদন করিতেছি।

দীনবন্ধু দেব,

মায়াবদ্ধ আমরা নিজ-কৃত কর্ম্মফলে জন্মমরণমালায় আবদ্ধ হইয়া প্রাপঞ্চিক সংসারকেই একমাত্র সার বস্তুজ্ঞানে তাহারই পরিক্রমা করিতেছিলাম, ভবদীয় অমন্দোদয়-দয়া গৃহান্ধকূপে পতিত আমা-দিগকে দিব্য চিন্তামণিধাম ঔদার্য্যশিরোমণি ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন এবং গোলো-কের নবনবায়মান সুষমাযুক্ত দিব্য মহোৎ-সবাদিতে যোগদান-পূর্ব্বক নিত্যকল্যাণ-প্রদ সুকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য বহির্মুখ আমাদিগকে সতত কৃপাকর্ষণ করিতেছেন। বিশ্বের ইতর কোলাহলময় গ্রাম্যবার্ত্তায় নিরত নিমজ্জিত হইয়া উহার বিষক্রিয়ায় আমরা জর্জ্জরিত ও অচেতন হইয়া পড়িয়া-ছিলাম, আমাদের সেই মোহাবেশ ভাঙ্গিবার জন্য আপনি কৃপা করিয়া বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ ও শ্রীসজ্জনতোষণীর নব নব উদ্বোধন মন্ত্রদ্বারা আমাদের মনোধর্ম্মের সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ হৃদয় দ্বারে সজোরে প্রাণস্পর্শী করাঘাত করিতেছেন। জড়রসের থূৎকারপূর্ণ প্রাকৃত জনমোহক কথা-সাহিত্যের যুগে আপনি বৈকুণ্ঠ কথা-সাহিত্যের অবতরণ করাইয়া চৈতন্যবাণীর প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-ইতিহাস, গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-বিজ্ঞান, গৌড়ীয়ের আশা ও গৌড়ীয়ের ভাষা নৈরাশ্যপীড়িত আমাদিগের হৃদয়ে নবীন আশালোক সঞ্চারিত করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে ও নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-প্রদর্শনী প্রকাশিত করিয়া অসত্য পথের অগণিত পথিককে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং অকৈতব শুদ্ধা ভক্তির সহিত বিদ্ধা ভক্তি, অপ্রাকৃত চিদ্রসের সহিত প্রাকৃত জড়রসের পার্থক্য আপনার অহৈতুকী কৃপায় সুকৃতিমান জীবগণের উপলব্ধি এবং তৎফলে নিত্য মঙ্গল উদিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সজ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত জনগণের কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীজীবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহয়গ্রীব দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্বাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানন্দ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, মামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপাদপদ্মপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাবিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

সুবর্ণময় সুযোগ। **সমস্তই সুবর্ণময়।** সুবর্ণময় প্রস্তাব।

সুবর্ণময় সূর্য্য, উহার কিরণ সুবর্ণময়। সুবর্ণময় খাদ্যে, সুবর্ণময় স্বাস্থ্য।
সুবর্ণময় জীবন, উহার দিনগুলি সুবর্ণময়। সুবর্ণময় বটীকায়, সুবর্ণময় ক্ষমতা॥
সুবর্ণময় আশার, সুবর্ণময় কার্য্য। সুবর্ণময় বৎসরগুলি অন্তে, সুবর্ণময় ৫০।
সুবর্ণময় বীজে, সুবর্ণময় শস্য॥ সুবর্ণময় আনন্দপ্রদ বটীকা, সুবর্ণময় ৬০॥

ভারতীয়
আদি—সুবৃহৎ—অকৃত্রিম
আয়ুর্ব্বেদভবন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের—

"সুবর্ণময়জুবিলী"—৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব।

যে সমুদয় পৃষ্ঠপোষক এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অনুগ্রহে এই ঔষধালয় ৫০ বৎসর পূর্ণ করিল, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, আনন্দের সহিত প্রকৃতই সুবর্ণময় ৬০ বটীকার প্রস্তাব।

সুবর্ণ আচ্ছাদিত 'শক্তিসঞ্জীবনী বটীকা'।

এই বটীকার প্রত্যেক উপকরণ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করে, রক্তশুদ্ধি করে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীর শক্তিশালী করিয়া লৌহবৎ করে। এই বটীকার গুণ ও ক্ষমতা প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে একবার এই বটীকা সেবন করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই, শুভ জুবিলী উৎসবের চিহ্নস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৪৲ চারিটাকা লাভ দিতে, এই প্রস্তাব।

এই বটীকার প্রতি শিশির নেট মূল্য ১২৲ বার টাকা। মূল্যবান্ উপকরণাদির তুলনায় মূল্য হ্রাস করা অসম্ভব, তবু আমাদের সুবর্ণময় আনন্দোৎসবে, সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, উক্ত ঔষধের প্রতি শিশি ৮৲ টাকায় দিবার প্রস্তাব। এই সুযোগ কেবলমাত্র ১৯৩১ সনের মে মাস পর্য্যন্ত; তৎপর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্যেই বিক্রয় হইবে।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

জামনগর, (কাথিয়াবাড়)

বেঙ্গল অফিস :—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৮৹ বার আনা, বড় ১।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ।৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন-প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং —বাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাঁইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

মদন মঞ্জু

বটিকায় ধাতু ও বাজুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব কামাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি মেধে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়, মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

এম আয়ুর্ব্বেদ কোম্পানী,
৩৫৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কস্তেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
• ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

ম খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [২৮৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীধাম-মায়াপুরে কমিশনার বাহাদুর

আগামী কল্য প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর শ্রীযুক্ত এফ, ডব্লিউ রবার্টসন মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্য-মঠে আগমন করিবেন।

এলাহাবাদে নেতৃ সম্মেলন

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত এম আর জয়াকর ১২ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ পৌঁছিয়াছেন এবং সার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সহিত অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী অপরাহ্নে আনন্দভবনে গমন করেন তথায় তিনি কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছিলেন।

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতৃগণও বোম্বাই হইতে ঐ দিবস রাত্রে এখানে পৌঁছিয়াছেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা এখনও চলিতেছে। উভয় পক্ষই নবাগতদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এলাহাবাদে নেতৃবৈঠক

প্রকাশ সার তেজবাহাদুর সাপ্রু যখন প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্বন্ধে

শ্রীধামে কমিশনার বাহাদুর

কৃষ্ণনগরে কমিশনার বাহাদুরের দরবার

সুভাষচন্দ্রের দণ্ডাদেশ

ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবার হত্যা সম্বন্ধে অভিমত

এলাহাবাদে নেতৃবৈঠক

অষ্ট্রেলিয়ার চারিশত কোটী টাকা ঋণ

কলিকাতা কর্পোরেশনে সভা

পণ্ডিত বিহনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট সভা

মাদ্রাজে পিকেটিং

আবার মহাত্মাজীকে বন্দীর প্রস্তাব

আলোচনা করিতেছিলেন, তখন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সে সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনা হইয়াছিল। কংগ্রেস যাহাতে বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি ত্যাগ করে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তাহাতে সম্মত করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাক্তার এম, এ, আন্সারী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পণ্ডিত মালব্যকে সমর্থন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ অধিবেশনের সময় সকলে পণ্ডিত মালব্যর কথা ভাল করিয়া শুনিয়াছেন। ভূপালের নবাবকে এলাহাবাদে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

"লীডার"এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে—সন্ধির সর্ত্ত যতদূর সম্ভব কমাইয়া দেওয়া হইবে। সকলের ইচ্ছা আন্দোলন খুব অল্পদিনের জন্য বন্ধ রাখা হউক।

সুভাষচন্দ্রের দণ্ডাদেশ

হাইকোর্টের রায় প্রকাশ

'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, এজন্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তিনি অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাঁহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। ঐ দণ্ড আইনসঙ্গত হয় নাই বলিয়া হাইকোর্টের এডভোকেট এবং কর্পোরেশনের দরদাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিচারপতি লর্ড উইলিয়মস্ এবং এস, ঘোষ গত বুধবার রায় দিয়াছেন।

বিচারপতিদ্বয় নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ বহাল রাখাই সমীচীন হইবে বলিয়াই মনে করেন।

কৃষ্ণনগরে কমিশনার বাহাদুরের দরবার

অদ্য বেলা ১টার সময় কৃষ্ণনগর সারকিট হাউস কম্পাউণ্ডে বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ এবং ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্ট মহোদয়গণকে পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট বিতরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের একটী দরবার বসিবে।

বিবিধ সংবাদ

বে-আইনী সমিতির পক্ষে কাজ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার

বুধবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত মালি পাঁচঘড়ার পুলিস গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের একটী মেসে হানা দিয়া তেইশ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহারা সকলেই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

ইহারা সকলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৮ ধারা অনুসারে বে-আইনী সমিতির পক্ষে কাজ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই অল্প বয়স্ক বালক।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম—বিপিন বিহারী রায়, খেক সিং, নীরোদ রায়, বিমল চাটার্জ্জি, জীবন মুখার্জ্জি, অতুল ঘোষ, শচীনন্দন গোস্বামী, কামিনী চক্রবর্ত্তী, রূপেন্দ্র গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হরিভূষণ দাস, শৈলেন ভট্টাচার্জ্জি, রঘুনাথ দাস, মনি সিং, কান্তি দাস, সুশীল মণ্ডল, চন্দ্র রায়, সুরেন মজুমদার, ক্ষিতীশ মিত্র, বিজয় ঘোষ, অবনী চাটার্জ্জি, নন্দু রাউত, সুধাংশু সেন।

পণ্ডিত বিহনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট সভা

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় শোক প্রকাশক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, এই সঙ্কটকালে পণ্ডিতজীর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। কারণ মহাত্মাজী ব্যতীত জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবী করিতে পারে পণ্ডিতজীর ন্যায় এইরূপ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ এখন আর নাই। এই সময়ে তাঁহার গভীর দেশ-প্রীতি, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞতা এবং কঠোর দৃঢ়তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আবার মহাত্মাজীকে বন্দীর প্রস্তাব

কমন্স সভায় জনৈক সদস্য মিঃ বেনকে জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ গান্ধী সম্প্রতি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছেন এবং লেখা প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্তের তিনি যাহাতে পুনরাবৃত্তি না করিতে পারেন, তজ্জন্য মিঃ গান্ধীকে আবার বন্দী করিবার জন্য মিঃ বেন ভারত-গবর্ণমেণ্টকে তাগাদা দিবেন কি না তাহাতে মিঃ বেন উত্তর দেন, "না"।

ম্যাজিষ্ট্রেট পরিবার হত্যা সম্বন্ধে অভিমত

পাবনা তালুকের খিদিরপটী গ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার ৩ পুত্র, শ্বশুর, দুইজন পৌত্রীসহ মোট ১৩ জন নিহত হইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করিয়া তদন্ত করে। যে সকল প্রতিবাসী রিভলভারের আওয়াজ শুনিয়া তথায় গমন করিয়াছিল, তাহারা পুলিশের নিকট বলিয়াছে, তাহারা বাড়ীর দরজার ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতে পাইয়াছিল। উঠান লোক দ্বারা পূর্ণ ছিল বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস যে বাহিরের কোনও লোক উক্ত হত্যাকাণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই অপর এক সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট জনৈক কারারোধ হত্যার অভিযোগে ধৃত হওয়ার ভয়ে বিমূঢ় হইয়া উক্ত হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে গোলযোগ

জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, পার্লামেণ্ট সদস্যগণের নামে মামলা করা যায় না। এই পরিবর্ত্তনের ফলে দেখা যাইতেছে যে, ১৫০ জন নেজি (জাতীয়) এবং কমিউনিষ্ট ডেপুটির নামে দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিযোগে এক মামলা করা সম্ভবপর হইবে।

জার্ম্মাণ জাতীয় দলের সদস্যগণ মনে করেন যে, বে-আইনী উপায়ে বিরুদ্ধবাদী দলকে পরাভূত করিবার জন্যই উপরিউক্ত ব্যবস্থা এই আলোচনায় করা হইয়াছে ইহাতে অবিচার হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মান জাতীয় দলের সদস্যগণ সদলবলে রিচ ষ্টাগের (জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট) সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

এবার একজন জাতীয় দলের সদস্যকেই রিচ ষ্টাগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনিও সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন।

পুরুলিয়া উকীলগণের আদালত ত্যাগ

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বহু উকীল তখনই আদালত হইতে বাহির হইয়া পড়েন। হরতাল রক্ষিত হয় ও বিকালে জনসভা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার চারি শত কোটী টাকা ঋণ

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গর্ডন উড হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, ১৯১৯ হইতে ২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া সরকারের আয় অপেক্ষা ৪২৫ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪০০ কোটী টাকা বিদেশ হইতে ধার করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই সমস্ত ঋণের জন্য বৎসরে ৪০০ কোটী টাকা সুদ প্রদান করিতে হয়। প্রত্যেক অধিবাসীর মাথা পিছু ৭০৲ টাকা হারে সুদ দিতে হয়; পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোককেই এত সুদ দিতে হয় না।

নবাবগঞ্জে দাঙ্গার মামলা ৭ জন আসামীর মুক্তি

গত দাঙ্গার সময় হাঙ্গামা করা ও মসজিদ নষ্ট করার নবাবগঞ্জের পিলখানা স্কুলের শিক্ষক বিপিনবিহারী সেন ও অপর ৬ জন হিন্দুর বিচার চলিতেছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোফদার মামলা মিথ্যা বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মাদ্রাজে পিকেটিং

এক এক দলে দুইজন এবং চারিজন করিয়া বিভিন্ন সময়ে মোট ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবক রতন বাজারের বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। সমস্ত বাজারটী পুলিশ কনষ্টেবল এবং সার্জ্জেণ্টে পাহারা দেয়। গোডাউন ষ্ট্রীটেও ঐরূপ পাহারা ছিল। পিকেটারদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। অনেক দোকান বন্ধ হইয়া যায়। স্বেচ্ছাসেবকগণ সরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে জোর করিয়া সরাইয়া দেওয়া হয়।

বড়বাজারে পিকেটিংয়ের জের

বুধবার জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়াজেদ আলীর এজলাসে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্তা কুন্দরাণী দেবী, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সরকার এবং শ্রীযুক্তা শোভারাণী দেবীর মোকর্দ্দমার শুনানী আরম্ভ হয়। ইহারা সকলেই সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে বড়বাজার পিকেটিং সম্পর্কে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত সমিতির কর্ম্ম চেষ্টায় সাহায্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

কয়েকটী সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী মুলতুবী রাখা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনে সভা

গত ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্নে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, কর্পোরেশনের কয়েক জন কর্ম্মচারী জনসাধারণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ও কয়েক জন কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর পুলিশের মারপিটের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশন এক স্পেশাল কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটী মোট বারো জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে কর্পোরেশনের সদস্য সাত জন ও বাহিরে তিন জন থাকিবেন এবং পুলিশ কমিশনার দুই জনকে মনোনীত করিবেন। বাহিরের তিন ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত বি, সি, চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু। কর্পোরেশনের সদস্য সাত জনের নাম, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মিঃ চাপম্যান মর্টিমার, মিঃ রেজাক ও ডাঃ জে, এন মৈত্র।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা

৯ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সময় দারোগা রমণীমোহন মজুমদার বলেন—"১৯শে এপ্রিল ভোরে আমি কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন খবর পাই নাই আমি দলের প্রায় ৫০ জনকে ব্যক্তিগতভাবে জানি।" ২৩ জন আসামীকে তিনি সনাক্ত করেন অনুপস্থিত ৫ জন, পলাতক ৭ জন ও মৃত ১২ জনেরও তিনি নাম বলেন। সেদিনকার মত আদালত বন্ধ হয়।

মিছিলের উপর লাঠি চালনা আঘাতের ফলে একজন হতজ্ঞান

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভেলোরে পণ্ডিতজীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার জন্য জাতীয় পতাকা সহ এক মিছিল বাহির হইয়াছিল পুলিশ ঐ সময় লাঠি চালাইতে থাকে। রামরাও বলিয়া একজন দর্শক তাঁহাকেও পুলিশ মারপিট করে, ফলে, তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়া হতজ্ঞান হন রামরাও এবং অপর দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

লাঠি প্রয়োগের প্রতিবাদ মহিলাগণের সভা

গত রবিবার মিসেস্ বসুমের সভানেত্রীত্বে এক সভা হইয়াছিল শান্ত স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঠি প্রয়োগের প্রতিবাদ ঐ সভায় করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রক

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের লুপ্তসম্পদ্ পুনরায় প্রকটিত হইয়া ভাগ্যবান্ নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের নেত্রোৎসব বিধান করিতেছেন। গৌরভক্তগণ আবার সুপ্রাচীন নদীয়ার পূর্ব্বগৌরব পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। কৃষ্ণভক্তসঙ্গে কৃষ্ণবসতিস্থল শ্রীধাম-বাসই ভজনানুকূল জানিয়া ভজন-পরায়ণ সজ্জনগণ কৃষ্ণেতর বিষয়-কোলাহলপূর্ণ গ্রামনগরাদিতে বাসের সকল সুখ-সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীধামে ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মগণ শ্রীধামদর্শনার্থী যাত্রিগণের বিশ্রামের নিমিত্ত শ্রীধামের স্থানে স্থানে 'ধর্ম্মশালা' এবং কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-সেবার্থে অখিল-চেষ্টা সমর্পিতাত্মা ভক্তগণের অবস্থানের জন্য 'ভক্তাবাস' নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য নলকূপ, পুষ্করিণী, রাস্তাঘাট, দোকান পাট, বৈদ্যুতিক আলোক, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস, যান বাহন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এখান হইতে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—নামক পারমার্থিক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছেন, নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিংওয়ার্কস্ও আছে, তাহাতে নদীয়া-প্রকাশ ব্যতীত আরও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। স্বতঃপ্রকাশ্য পরবিদ্যা-লাভই বিদ্যার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই এখানে পরবিদ্যাপীঠ প্রকটিত হইয়াছেন। সুযোগ্য অধ্যাপকগণ বালকগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্র-শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শাস্ত্র-পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবদারাধনা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাহাতে বালকগণ প্রকৃত পণ্ডা বা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করিয়া সত্য সত্য পণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিজের মনোমত করিয়া অতি মনোহর একটী ত্রিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রাসাদের নাম হইয়াছে 'ভক্তিবিজয়-ভবন।' নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তিনি আবার সমগ্র শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রাঙ্গনকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত করিবারও ব্যবস্থা করিতেছেন। ভক্তিবিজয় প্রভুর অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে। শ্রীভগবান্ ধনমদগর্ব্বিত ধনীর দাম্ভিকতা বা ধনহীন দরিদ্রের ধনাভাব-জন্য দৈন্য—উভয়েই নিরপেক্ষ থাকিয়া যাঁহারা তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ-বিশিষ্ট হন, তাঁহাদেরই ভক্তি-সৎকারে প্রদত্ত নৈবেদ্য প্রীতির সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ভক্তিবিজয় প্রভুর আন্তরিক সেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা আরও যে কত কার্য্য করাইয়া লইবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

অধর্ম্মরাজ কালপ্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিত্যপাত্য হৃষীকেশের সেবা বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা দারিদ্র্যাদির কোন না কোন একটী ছল দেখাইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিমুখ হয়। জড়বিষয়-প্রীতির প্রাবল্য-হেতু কৃষ্ণপ্রীতি কামনা গিয়া আমরা আমাদিগকে নানা অনর্থে প্রপীড়িত দেখিতে পাই। কিন্তু সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের সেই অনর্থগুলি এমনভাবে চলিয়া যাইতে থাকে এবং আমাদের চিত্ত ভগবৎ-পাদপদ্মে এমনভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে যে, তখন আমাদের পূর্ব্বকার সেবাবিমুখতা প্রদর্শনের ওজর আপত্তিগুলি স্মরণ করিয়া আমরা লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইয়া পড়ি। বাস্তবিক যে সকল অসুবিধাকে আমরা ভগবৎসেবার অন্তরায় জ্ঞান করিয়া থাকি তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর আত্মা কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাহার অন্য কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না,—শুদ্ধভক্ত-সঙ্গক্রমে এই সাদ্ধির উদয় হইলে সকল অসুবিধাই সুবিধায় পরিণত হইয়া পড়ে, তখন আর কোনটাই কৃষ্ণভজনের চেষ্টায় বাধা দিতে পারে না। গুরুকৃষ্ণ সকল বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন —এই বিশ্বাস যাঁহার যত দৃঢ় হইতেছে, তিনি তত অনর্থ-মুক্ত হইয়া গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছেন। ভক্তসঙ্গে শ্রীধামবাসের প্রভাব, গ্রামে থাকিয়া ধারণা করা যায় না। যাঁহারা শ্রেয়ঃপিপাসু হইয়া একবারও শ্রীধামে ভক্তসঙ্ঘারামে বাসের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার উপকারিতা বুঝিতে পারেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপপরিক্রমা নিকটবর্ত্তী আগামী ১০ই ফাল্গুন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা বিশ্ববাসী সকল ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনকে শ্রীধাম মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন। সম্বৎসরান্তে গৌরপ্রকট-ভূমিতে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের শ্রীমুখে গৌরগাথা শ্রবণের আশা হৃদয়ে ধরিয়া যাঁহারা এতদিন অজ্ঞাত কষ্টে দুঃখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহারা আজ আবার তাঁহাদের চির-অভীপ্সিত শ্রীধাম শ্রীগৌরধামে আসিয়া সকল দুঃখ কষ্টের অবসান করুন।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে ব্যাসোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমত্যনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি-শ্রীরূপ পুরীমহারাজের নেতৃত্বে, শ্রীপাদ নরেন্দ্রগোপেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী প্রভুর অন্যান্য মঠবাসিভক্তবৃন্দের, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ উৎসাহে ও কঠোর পরিশ্রমে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা-উৎসব শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডপে সজ্জনমণ্ডলীর একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে সর্ব্বপ্রথম গুরু, গৌড়ীয়, গৌরসুন্দর এবং সখিগণসহ রাধাকৃষ্ণের বন্দনান্তর—

> "নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
> শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি-নামিনে॥
> শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
> কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
> মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
> শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহায়
> নমোঽস্তু তে॥
> নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
> রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে॥"

—আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে প্রপত্তি-প্রণত্যঞ্জলি-জ্ঞাপক এই কীর্ত্তনটী শুদ্ধবৈষ্ণব-বৃন্দের জিহ্বায় তাল-মান লয়ের সহিত নৃত্য করিতে থাকেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ-পুরীমহারাজের ইচ্ছায় শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহের শ্রীচরণ-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-মহারাজ-রচিত "বিবেক কুসুমাঞ্জলি" পাঠ করেন এবং তৎপর "শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর যত্নে ও ঐকান্তিক পরিশ্রমে এবং শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত অস্মদীয় আচার্য্যদেবের সপ্তপঞ্চাশোত্তমাবির্ভাবোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদানার্থ পুস্তিকাকারে সংগৃহীত "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড" পারায়ণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেড় ঘণ্টা অধ্যয়নের পর স্বামিজী স্বয়ং সন্ধ্যারাত্রিক কাল পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর পুনরায় গুরু-বৈষ্ণব-বন্দন এবং গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয়। তৎপর স্বামিজী স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় হইতে (১) 'শ্রীব্যাসপূজা'র অর্থ, (২) 'শ্রীব্যাসপূজা'র চেতোদর্পণমার্জ্জনত্ব, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণত্ব, শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণত্ব, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনত্ব, (৩) অস্মদীয় আচার্য্যদেবের "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই শাস্ত্র-বাক্য লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার নিমিত্ত পুরুষোত্তমে (পুরীধামে) আবির্ভাব, (৪) আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-নেড়া-দরবেশ-সাঁই-সহজিয়া-সখীভেকী-স্মার্ত্ত-জাতগোসাঁই-অতিবাড়ী-চূড়াধারী-গৌরাঙ্গনাগরী-নামধারী ত্রয়োদশ প্রকার গৌড়ীয়-ব্রুবগণের কুমত-তমসাচ্ছন্ন গৌড়ীয়-গগন হইতে অন্ধকাররাশি দূরীভূত করিয়া আচার্য্যবর্য্যের গৌড়ীয়-সত্য-সূর্য্যের উজ্জ্বল প্রভা জগদ্বাসীকে উপহার-প্রদান, মূর্ত্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর (৫) অসৎ মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশির বিনাশ ও (৬) যদ্দ্বারা সৎ-সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আব্রহ্ম-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে, নিত্য

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানযুগে প্রদর্শন, (৭) সাক্ষাৎ (আশ্রয়-জাতীয়) কৃষ্ণ হইয়াও লোকশিক্ষার্থ আচার্য্যবর্য্যের আপনাকে দৈন্যভরে শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস বলিয়া পরিচয়-প্রদান-লীলা, (৮) শ্রীগৌর-করুণা-শক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অধিকারী-ভেদে বৈধ ও রাগমার্গে—অর্চ্চন ও কীর্ত্তনমার্গে যথাক্রমে শালগ্রাম ও ভাগবতীয় উপাসনা-প্রণালী শিক্ষা-প্রদান-লীলা, (৯) আচার্য্যবর্য্যের সর্ব্বক্ষণ (দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা, এক মুহূর্ত্তের কোটাংশের এক অংশ সময়ও বাদ না দিয়া) প্রচারময়ী আচার-মুখে হরিভজন-শিক্ষাপ্রদান-লীলা, (১০) বদ্ধজীবের দুর্দ্দশাদর্শনে ব্যথিত-হৃদয় শ্রীল প্রভুপাদের—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীকে তদীয় চরণে সমাগত সুকৃতিসম্পন্নগণের প্রতি উপদেশ এবং (১১) শ্রীরূপানুগ পরমহংসঠাকুরের ব্রজগোপীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনের ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন—প্রভৃতি বিষয়সমূহ পাঠ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। মহারাজের পাঠের পর তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম প্রভু দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয়গুলির কিয়দংশ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিবেশন করেন। অতঃপর দ্বাদশবর্ষীয় বালক-ভক্ত পতিতপাবন

"জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীনহীন অগতির গতি॥"

—শ্রীগৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত এই "শারদ মল্লিকা-মালা" নাম্নী কবিতাটী তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুকণ্ঠে গান করেন। এই কীর্ত্তনের পর মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হয়; রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন-সমাপনান্তে সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলকেই আকণ্ঠ-পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে পুনরায় রাত্রি ১টার সময় শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পারায়ণ আরম্ভ করেন এবং তৎপর মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ রাধানন্দ ব্রজবাসী প্রভু গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া উহা শেষ করেন।

শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু নানাবিধ পুষ্পমাল্যে শ্রীবিগ্রহের অতি রমণীয় পূজার এবং নানাবিধ বৃক্ষলতা-পুষ্পগুচ্ছ প্রভৃতি দ্বারা ঠাকুর ঘরটী বৃন্দাবন-শোভায় সুশোভিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীচরণারবিন্দে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮৬ সংখ্যার পর)

ধর্ম্মভূমি ভারতের তীর্থসমূহ কপটাচারী ভণ্ডদিগের দ্বারা কদাচারের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ এবং ধর্ম্মের নামে জনগণের ভীষণ ভীতি-উৎপাদনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে; কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ইত্যাদি বিখ্যাত মহানগরী ও বহু উপনগরী-সমূহে শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া আপনি অসত্য-কবলিত বিশ্বমানবকুলকে সুদর্শন-যুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রেণী উচ্চ ধবজা-সুশোভিত শ্রীনাম-কীর্ত্তনবেদী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিপুল সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া শতবিধ অভাবক্লিষ্ট বিশ্ববাসীকে হৃৎকর্ণরসায়নী হরিকথা শ্রবণের সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদানে আপনার অশ্রুতপূর্ব্ব জীবে দয়ার অমল কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহোৎসবের দিবস গোলোকের প্রেমধন-বিতরণকারী মহাবদান্যবর আপনি যে পরম অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্য-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যাহার দর্শন-শ্রবণে নিখিল জীবের শোকতাপ নিমেষে দূরীভূত হয়, আমরা ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ সেই কৃপাপূর্ণ লীলার বন্দনা করিতেছি।

অনাথতারণ দেব,

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-সম্পাদনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, অক্ষেন্দ্রিয়-প্রীতিকামী আমরা তাহা জানিতাম না। ভোগপরিতৃপ্তির জন্য কারাকর্ত্রী মহামায়ার শরণাপন্ন হইয়া কামনা-পিশাচীকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছিলাম—এই বিশ্বের যাবতীয় মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দ-সেবন-যোগ্য সমুদয় পদার্থে আত্মভোগবুদ্ধি করিয়া আমরা নিরয়ের অমঙ্গলরাশি বরণ করিতেছিলাম—পাপানুষ্ঠানের দ্বারা কখনও বা আবার স্বর্গসুখাশায় প্ররোচিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়া বিষয়-ভোগকেই সার করিয়াছিলাম, কিন্তু ভব-রোগহরা কেবলা ভক্তির কথা কেহই আমাদিগকে শ্রবণ করায় নাই। আপনি অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ভোগার্ত্ত আমাদিগকে এই অমৃতময়ী বাণী শুনাইলেন—"হে অণুচৈতন্যজীব, তোমরা ত' বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, প্রাণপ্রভুর পূজা-সম্ভারে ভোগবুদ্ধি করিও না। আসক্তিশূন্য হইয়া বিশ্বের যাবতীয় সেবোপকরণ দ্বারা বিশ্বপতির আরাধনা কর। প্রত্যেক বস্তু শ্রীহরি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তাহার সদ্ব্যবহারে যত্নবান্ হও। দিবা চিত্তাদের হের প্রতিফলন হইলেও একমাত্র চেতন-সম্রাটের অপার্থিব শক্তি দ্বারা এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কৃষ্ণভোগ্য বিষয়-সমূহকে জীবের ভোগ্য মনে করিও না।" মূর্খ আমরা, শ্রুতি-মন্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত ছিলাম না, শুধু আমাদিগের নিত্য মঙ্গল বিধানের জন্যই আপনি সহজ সরল ভাষায় হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা, প্রদর্শনীক্ষেত্রে নানাবিধ সৎশিক্ষাপ্রদ-দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং দীপালোচনা সহযোগে নিখিল শ্রুতি-শাস্ত্রের নির্য্যাস-সুধা অযাচিতভাবে বিতরণ করিতেছেন। যাঁহারা সুবুদ্ধিমান্, তাঁহারা ভবদীয় উপদেশামৃত শিরে ধারণ করিয়া, সর্ব্ববিধ সেবোপচার-সহকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রাণপতি শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজায় আত্ম-নিবেদন করিতেছেন।

বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানব হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার করুণাপূর্ণ অশেষ প্রয়াস সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। দয়ালনিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদাঙ্কপূত তীর্থ-সমূহে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া আপনি বিপথভ্রান্ত জীবজগতের নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

এবার দক্ষিণ ভারতের সুদুর্গম স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্যচরণপদ্ম স্থাপিত করিয়া আপনি প্রপঞ্চে যে অতুল মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন, শুদ্ধা সরস্বতীর নিষ্কপট-কৃপা ব্যতীত তাহার পরমোজ্জ্বল যশোগাথা কীর্ত্তন করিবার মত শক্তি, দীন আমরা কোথায় পাইব?

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভগবদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত আপনি শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে জগতে অবতরণ করিয়াছেন। দেশে, বিদেশে, নগরে, উপনগরে, প্রতি পল্লীর গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ভবদীয় মনোহভীষ্ট-সাধন-ব্রতধারী, আদর্শচরিত্র সেবকগণ অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীগৌরহরির অসীম করুণার বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন; অনাবৃত সত্যের বহুল প্রচারের দ্বারা তাঁহারা অচেতন বিশ্বভবনে নব জাগরণের অপূর্ব্ব সজীবতা আনয়ন করিয়াছেন। সুকৃত জীবগণ আজ আপনার কৃপাবলে পরিপূর্ণ আনন্দের বাস্তব সত্তায় জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। আজ প্রকৃত স্বরাজ-সূর্য্যের অমল-কিরণচ্ছটায় গৌড়ীয় বিশ্বের দিগ্দিগন্ত হাস্যোজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছে।

অদ্বিতীয় রাষ্ট্রপতির সেবাকল্পে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যরূপ—যাহার যে সম্পদ আছে, তাহাই উপায়নরূপে সাজাইয়া আবেগচঞ্চল সেবাগ্রহে সুকৃত জীবগণ আজ আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্মতলে সমবেত হইয়াছেন। মৃত্যুপথিক আমাদিগকে পরম অমৃতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিবার নিমিত্ত শ্রীনামচিন্তামণি লইয়া এ মরজগতে আপনার শুভাগমন। নিত্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া, ভবরোগের মহৌষধ ও পথ্য শ্রীহরিনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদের অজস্র বিতরণ-কার্য্যে আপনার যে অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করিতেছে, সম্বোধন আমরা, ভবদীয় সেই পরমাশ্চর্য্য কৃপাশক্তির বন্দনা করি। শুদ্ধ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বন্দনা গীতি গাহিবার জন্য বিশ্বমানবের মিলনতীর্থ শ্রীধাম-মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠে আজ অগণিত ভক্ত সম্মিলিত হইয়াছেন। নানাদেশবাসী তাঁহারা সমবেতকণ্ঠে বিভিন্ন ভাষায় যে স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহার পুলক-ঐকতান-ধ্বনি আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া নিরানন্দময় বিশ্বের সর্ব্বত্র এক নবীন উৎসাহের প্রেরণা দান করিতেছে। অপ্রাকৃত বাণীবিনোদকুঞ্জের ভক্তি-রস-রসিক সেবকগণের সেবানুগত্যে দীনাতিদীন আমরাও দুর্ব্বল কণ্ঠের অস্পষ্ট স্বরের দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যবাণীর অমল স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলাম। আমাদের সমস্ত অযোগ্যতা অহৈতুক কৃপায় মার্জ্জনা করত নিষ্কপট শরণাগতি দান করুন, আপনার অভয় শ্রীচরণপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া আমরা অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

ভবদীয় শ্রীচরণ-কৃপাকণ-ভিক্ষু
পণ্ডিতাশ্রমগণ
ঢাকা, ফরিদাবাদ।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অনুষ্ঠান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন; কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

আফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ.; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, প্রভৃতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশানাধম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত স্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় স্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ,। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ॥৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! ... সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি ব্রাহ্মী তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি,

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা,

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী
২৯।১ নং চক্রবেড় লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল
আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে।
প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই
ক্ষিত ও সর্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১
ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাপ্তাহের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৭, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

শ্রীধাম-মায়াপুরে কমিশনার বাহাদুর

গত কল্য প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বাংলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের মাননীয় কমিশনার বাহাদুর মিঃ ফ্রেডারিক ওয়াইন রবার্টসন আই, সি, এস মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের বিস্তৃত নাট্যমন্দির শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের দ্বারা সুসজ্জিত এবং শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থান হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত তিনটী সুরম্য তোরণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকদ্বয় এবং শ্রীধাম মায়াপুর, বামনপুকুর, বেলপুকুর, রাজাপুর প্রভৃতি স্থানের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক কমিশনার বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নাকাশীপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এস্, ডি, ও কুষ্টিয়া; শ্রীযুক্ত অমরনাথ গুপ্ত এস, ডি, ও সদর; শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু অফিসিয়েটিং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মজুমদার ডি, এস, পি; রায় সাহেব রঙ্গিলাল ঘোষ সার্কল ইন্স্পেক্টার, শ্রীযুত সখীচরণ ভক্তিবিজয় বেলপুকুর হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ও হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বেলপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনুভূতিহরি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিদ্, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বামনপুকুর নিবাসী ডাঃ আব্দুল রহমান, ডাঃ আবদুল রহিম, মোল্লা আবদুল হালিম বি, এল, মোল্লা আবদুল সত্তর, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়চন্দ্র রায়, ডাঃ পশুপতিনাথ পাল, সাব জজ কোর্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ পাল প্রভৃতি; বল্লালদীঘী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ব্রহ্ম প্রভৃতি; শ্রীমায়াপুর-নিবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীযুত নিজামদ্দি মণ্ডল, শ্রীযুত সোলেমান সরকার, শ্রীযুত লোকমান মণ্ডল প্রভৃতি; রাজাপুর-নিবাসী শ্রীযুত ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, নবদ্বীপবাসী শ্রীযুত জনরঞ্জন রায়, শান্তিপুরবাসী শ্রীযুত নিত্যরঞ্জন মৈত্র, কলিকাতার শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ পাল বি, এ মহোদয় প্রমুখ সজ্জন গণের নাম উল্লেখযোগ্য। যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, ঢাকা, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানের এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া কমিশনার বাহাদুর আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন, অতঃপর তিনি শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় একটী অভিভাষণ পাঠ করেন, তৎপর পণ্ডিত শ্রীযুত অমৃতাহরি ভট্টাচার্য্য তাঁহার রচিত সংস্কৃত অভিভাষণটী পাঠ করেন, তৎপরে শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের পক্ষ হইতে পণ্ডিত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ একটী সংস্কৃত অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ কয়টী কমিশনার বাহাদুর ধন্যবাদ

তিনি তাঁহার স্বভাবোচিত বিনয়ের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনাকারী সমিতি ও সমবেত সজ্জনগণকে তাঁহাকে শ্রীধামে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য এবং রাজভক্তিসূচক ভাষণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন—আমার বহুদিন হইতে সুপ্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের ইচ্ছা ছিল এবং অদ্য আমি তাহা দর্শন করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আপনাদের মঠ ও মঠের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছি। আপনাদের প্রচারকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহা আমি আশা করি। আমি পুনরায় আপনাদিগকে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিবার ও অভ্যর্থনা করার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সময় কম থাকায় কমিশনার বাহাদুর বিনয় সহকারে বিদায় প্রার্থনা করেন। তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ দর্শনেও নিজের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ মন্দির, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটা, বল্লালদীঘী প্রভৃতি দর্শনে কমিশনার বাহাদুর বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহাকে যে সমস্ত অভিভাষণ প্রদান করা হয়, তাহা পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায়

শ্রীধামে কমিশনার বাহাদুর

বস্ত্র ব্যবসায়ীর প্রতি গুলি ; অমৃতসরে চাঞ্চল্য

পিতা কর্ত্তৃক পুত্র হত্যা

বিবিধ সংবাদ

লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

বিগত ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ১২ জন আসামীর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়। তন্মধ্যে ভগবৎ সিং, রাজগুরু শিবরাম এবং সুখদেব এই তিন জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অপর সাত জনের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং দুই জনের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য বিশেষ অনুমতি চাহিয়া প্রিভি কাউন্সিলে এক আবেদন উপস্থিত করা হয়। আসামীদের পক্ষ হইতে মিঃ প্রিট কে, সি, আবেদন উপস্থিত কারয়া বলেন, এই মামলার বিচার করিবার জন্য বড়লাটের বিশেষ আদেশের বলে বিশেষ আদালত গঠন করা হইয়াছিল।

প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ আসামী পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বলেন যে, সরকারী কৌন্সলী জবাব শুনিবার জন্য এই মামলায় আর আপীলের অনুমতি দেওয়া হইবে না, এই রায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

চলন্ত লরীর পতন

শ্রীরামপুর রিসড়ায় এক ভীষণ লরী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে এক জন কুলী গুরুতররূপে আহত হওয়া শ্রীরামপুর হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

প্রকাশ, লরীখানি অতি দ্রুতবেগে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছিল। বাগেরখালের মোড়ের নিকটে লরীখানী একটা পুকুরে পড়িয়া যায়; একটা কুলী ঐ সময় পুকুরে স্নান করিতেছিল, ঐ কুলীটি লরীর আঘাতে আহত হইয়াছে। লরীর চালকটি লাফাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছে—তাহার শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

পিতা কর্ত্তৃক পুত্র হত্যা

গত শুক্রবার প্রাতে কলিকাতার মুচিপাড়া থানার অধীন রাজেন্দ্রদত্ত লেনে হুলস্থূল ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। অবলানাথ ব্যানার্জ্জী নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার পুত্র কালীচরণ ব্যানার্জ্জীকে ছোরার আঘাতে নিহত ও তাহার নিজ পত্নীকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে।

প্রকাশ, লোকটা এক বৎসর যাবৎ বেকার অবস্থায় থাকার তাহার মাথা খারাপ হইয়া যায় ঘটনার দিন প্রাতে সে একখানা ছোরা লইয়া পুত্রের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার বুকে ও ঘাড়ে ছোরা মারে, ফলে পুত্রটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়; সে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিল পুত্রের মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ শুনিয়া মাতা ঘরে প্রবেশ করেন অবলানাথ তাঁহাকেও ছোরা দ্বারা গুরুতররূপে আঘাত করে। বাড়ীর ও পাড়ার লোক আসিয়া অবলানাথকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লয়।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং আহত মহিলাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে তথায় তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। অবলানাথ পুলিশ হাজতে আছে।

ভুপালের নবাবের আগমন

১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে ভুপালের নবাব এলাহাবাদ আসিয়াছেন—তিনি সার বি, এম, সুলেমানের বাটিতে আছেন। নবাব সাহেব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন ও দেশীয় রাজ্যের পক্ষের কথা জানাইবেন।

ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণাত্মক তোরণ

১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে দিল্লী চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণাত্মক তোরণের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে, এতদুপলক্ষে বড়লাট এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বর্ম্মা কাউন্সিলে মুলতুবীর প্রস্তাব

বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট হউ, সো, থিন নামক প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করায় মিঃ হউ, সিন, বি-এ ব্যবস্থাপক সভায় এক মুলতুবীর প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন। অর্থ সচিব প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কারণ সভাপতি প্রস্তাবটি বাতিল করিয়াছেন।

মুসলেম যুব সম্মিলন

আগামী ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী চাঁদপুরে মুসলেম যুব সম্মিলন হইবে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার খাঁ বাহাদুর এ মমিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ীর প্রতি গুলি

অমৃতসরে চাঞ্চল্য

'বিদেশী ব্যবসায়ী সঙ্ঘরাম মোহনলাল কোম্পানীর অংশীদার শ্রীযুক্ত মোহনলাল সিভিল-লাইন—কুইন্স্, রোডস্থিত তাহার দোকান হইতে অধিক রাত্রিতে টোঙ্গায় করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পিস্তলের গুলীতে তাঁহার ঊরুদেশে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, একজন যুবক সাইকেল করিয়া যাইয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া শ্রীযুক্ত মোহনলালকে লক্ষ্য করিয়া ঐ পিস্তলের গুলী চালায়। আততায়ী কিছুদূর হইতে টোঙ্গার পাছু লইয়াছিল; টোঙ্গা যখন টেম্পারেন্স হলের নিকট যাইয়া পৌঁছে, তখন লোকটা গুলী চালাইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত মোহনলাল চৈতন্য হারান নাই। তিনি সেই টোঙ্গায় করিয়া সিভিল হাসপাতালে গমন করেন। সেখানে পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জবানবন্দী লিখিয়া লন। তাহার পর তাঁহার ঊরুতে অস্ত্রোপচার করা হয়। সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার সহিত গুলীটা বাহির করিয়া দিয়াছেন। আক্রমণকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ষড়যন্ত্রের মামলার আসামীদের কারাদণ্ড

বৃহস্পতিবার বেলা ৩ টার সময়ে আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল অস্ত্র আইন মামলার রায় দিয়াছেন।

অস্ত্র আইনের ১৪ ধারা অমান্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার ও ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে তিনজন আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ষড়যন্ত্র অপরাধে আসামী চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, মণিলাল সেন ও প্রবোধ দাশগুপ্তের প্রতি ১ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আসামী চুণীর বিছানার নীচে একটি পিস্তল ও টোটা পাওয়া গিয়াছিল। এই নিমিত্ত অস্ত্র আইনের ১১ এফ ও ২০ ধারা অনুসারে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কমিশনারগণ তাহার প্রতি এক বৎসর অধিক কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আসামীদের "বি" শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর পুলিশ কালীঘাটের ৪১ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনস্থ বাড়ীতে নিদ্রিত অবস্থায় আসামী চুণীলাল মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে তাহার বিছানার নীচে হইতে ঐ সময়ে একটা পিস্তল ও একটা টোটা পাওয়া যায়। ঐ দিন পাটনা হইতে আসামী মণিলাল সেন ও প্রবোধ দাসগুপ্ত কলিকাতায় আসিয়া ৪।২ অক্‌ল্যাণ্ড গর লেনে উঠে। পুলিশ পাটনা হইতেই তাহাদের পিছু লইয়াছিল। এ দিন যখন মণি ও প্রবোধ বাসে কালীঘাটে নামিয়া চুণীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করে।

কাশীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী মহম্মদ জান খাঁ আগার হত্যার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে ও সহরের নানা স্থানে হিন্দু ও মুসলমান পথিকগণকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

যাঁহারা অধিক আহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, আহত এক হিন্দুর অবস্থা খুবই খারাপ। লোক ভয়ে চঞ্চল হইয়াছে—সহরে সব দোকান বন্ধ হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিস পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আগা সাহেবের মৃতদেহ ১২ই ফেব্রুয়ারী সকালে এলাহাবাদে পাঠান হইয়াছে—তথা হইতে উহা তাহার জন্মভূমি পেশোয়ারে যাইবে।

মহিলাদের দণ্ড

বড়বাজারে পিকেটিংয়ের জের।

গত ৩১শে জানুয়ারী বড়বাজার কাটরায় বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহ পিকেটিং করিয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত সমিতিসমূহের কার্য্যে সহায়তা করার অভিযোগে শ্রীমতী সরলা দেবী শ্রীমতী কুন্দরাণী সিংহ ও শ্রীমতী বিনোদিনী সরকার গতকল্য জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ওয়াজেদ আলি কর্ত্তৃক ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে একশত টাকা অর্থদণ্ড অপ্রদানে ছয় মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী শোভারাণী দেবীও অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমতী গঙ্গাপ্রসাদ বাই নাম্নী আর একজন মহিলা উক্ত অভিযোগে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক শত টাকা অর্থদণ্ড অপ্রদানে চারিমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রুশিয়াতে বিদ্রোহ

রুশিয়ায় আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এক গুজব রটিয়াছিল। এই সংবাদ সত্য কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই।

গীতার শিক্ষা

(৫)

অন্বয় কা'কে বলে ? কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াকে যথা-স্থানে সন্নিবেশ করার নামই অন্বয়। সমন্বয় অর্থে সম্যক্‌রূপে অন্বয়, অর্থাৎ যে জিনিষটা যেখানকার, তাকে ঠিক সেই স্থানে রাখ্‌তে হবে। গীতা একখানি মহাসমন্বয়ের গ্রন্থ। দেখুন, প্রথমে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হ'য়ে বল্লেন—আমি যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বধ ক'রে ভাগবতধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট ক'রে পাপগ্রস্ত হ'তে পারব না। জীবের যখন দেহে আত্মবুদ্ধি হয়, তখন তাঁ'র জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মই শাশ্বত ধর্ম্ম ব'লে মনে হয়। কিন্তু যখন তিনি জানেন, উহা কার্পণ্যদোষ, তখন ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে বলেন—"কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তখন শিষ্য হ'য়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ ক'র্‌লে কৃষ্ণ তাঁকে আত্মস্থ হ'তে বলেন, জীবাত্মাতে নিষ্ঠা লাভ করবার জন্য—জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মার সেবা করবার জন্য কৃষ্ণ তখন উপদেশ দেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

'যজ্ঞ' অর্থে পরমেশ্বর—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ। যা' কিছু করতে হবে, সবই বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে করতে হবে। তা হ'লে কর্ম্মজনিত বন্ধন আমাদিগকে আক্রমণ করতে পারবে না। এইরূপে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ-চ্ছলে ক্রমে ক্রমে গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম উপদেশ দিয়ে এক মহা চিৎসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। গীতার সর্ব্বত্রই ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়াই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহাই পুনঃ পুনঃ উক্ত হ'য়েছে। তারপর গীতার চরম সিদ্ধান্তে ব'লেছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" শাস্ত্রের চরম উপদেশ দেখ্‌তে গেলে দেখ্‌তে হবে শাস্ত্র উপক্রমে কি বলেছেন, পুনঃ পুনঃ কি বলেছেন এবং উপসংহারেই বা কি বলেছেন।

গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির প্রশংসা আছে; কিন্তু সবগুলির মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়ঃ, তা' বিচার করতে গেলে গীতার উপসংহারের গুহ্যতম ঐ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য জান্‌তে পারি যে, সমস্ত ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র ভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। সর্ব্বধর্ম্ম পরি[illegible] করলে পাছে প্রত্যবায় হয়, তজ্জন্য ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে ভগবান্ বল্‌ছেন,—'সে জন্য তোমাকে শোক করতে হবে না। তুমি কেবল শরণাগত হও, প্রপত্তি স্বীকার কর।' এখানে কেহ কেহ মনে ক'রতে পা'রেন, 'আমি' শব্দ দ্বারা আত্মাকে লক্ষ্য ক'রছে, ভগবানকে নহে। কিন্তু গীতায় বলেছেন ভগবানুবাচ। ইহা দ্বারা এই 'আমি' শব্দ ঐ ভগবানকেই লক্ষ্য করছে। ভগবানেই শরণাগত হ'তে ভগবান নিজে উপদেশ দিচ্ছেন। সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ভগবানে প্রপত্তি লাভ করলে তবে ভগবান আমাকে সর্ব্ব পাপ হ'তে রক্ষা করবেন, অন্যান্য ধর্ম্ম করলে চলবে না, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যে ভগবানে প্রপত্তি, তাহা ক'রলে অন্য ধর্ম্ম না করলেও পাপ হবে না। এই জগতের সত্যে আমরা গণমত নিয়ে কাজ চালাতে পারি, কিন্তু বাস্তবসত্যে গণমত চল্‌তে পারে না, বাস্তবসত্য সকলে জানতে পারে না। এই জন্য বাস্তবসত্যের প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহা-জনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ ভাঃ ৬।৩।২৫ অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায় দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায় তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানতে পারেন নাই। তাঁ'দের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদির দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই তাঁ'রা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহু কর্ম্মসাধ্য দর্শ-পৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য-ফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হ'য়েছেন এবং মুখ্য সাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গতিরস্কারী পরমার্থফলপ্রদ নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

এত বড় ধর্ম্মোপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য জৈমিনী প্রভৃতি বাস্তবসত্য জানেন না—এটা কত বড় একটা বিপ্লবময়ী কথা! লোকে শুন্‌লে মারতে আসবে। কিন্তু প্রোজ্‌ঝিতকৈতব, পরম নিরপেক্ষ, বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত নির্ভীক হৃদয়ে ভুবনমঙ্গলের জন্য বলছেন; তিনি জগতের কা'রও মুখাপেক্ষী হ'য়ে কথা বলছেন না। জৈমিনী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণেরও মতি এরূপ মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃত হয়েছে; তাই তাঁ'রা বিস্তার-শীল মহাকর্ম্মেতে লোকসকলকে নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু সর্ব্ববন্ধচ্ছেদকারী পরম-মঙ্গলপ্রদ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের কথা উপদেশ করেন নাই। কলিকালের যুগধর্ম্ম একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—তারস্বরে এই কথা প্রচার করেছেন। এই কথা একটু বিপরীত ব'লে মনে হবে। কিন্তু শ্রুতি কি বলেছেন—হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। এ কথা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু দুর্ভাগা জীব আমরা, বেদের মধু-পুষ্পিতবাক্যে জড়ীকৃত চিত্ত বিশিষ্ট আমরা, ঐ অকৈতব বাণীতে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা মোহগ্রস্ত জীব। এখানকার সকলেই আমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত। এ হেন মোহনিদ্রাভিভূত যে গণ্যমাণ্য আমরা, তাদের বাক্য যে কতদূর কৈতবপূর্ণ, সহজেই অনুমেয়। এখানে আমরা যখন কেহ মুক্ত নই, সকলেই বদ্ধ, তখন এই বদ্ধাবস্থায় কাজ আমাদের করতে হবে না। আমরা ঘরে জানালা দরজা সব বন্ধ ক'রে রেখে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছি। এই সুষুপ্ত জীব আমরা, আমাদের এখানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চারিটা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত। এরূপ প্রকার নিদ্রিত জীবকে জাগাতে হ'লে উপায় কি? তারা চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পাবে না, নাক দিয়ে ঘ্রাণ করতে পারবে না। হস্ত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে না, জিহ্বা দিয়ে আস্বাদন করতে পারবে না। সেখানে গিয়ে কঠোপনিষদ্ যদি বলেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" এবং কলি-সন্তরণোপনিষদ্ বলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" অর্থাৎ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা যায়, তবে নিদ্রিতজীবকে জাগাতে পারা যাবে। আহ্বান ছাড়া—শব্দ ছাড়া আর উপায় নাই। এখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল কর্ণেন্দ্রিয়ই একমাত্র কার্য্যকরী যন্ত্র। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাতে হ'লে কেবল জোরে তা'র কর্ণে শব্দ প্রবেশ করাতে পারলে তবে সে জাগরিত হ'য়ে প'ড়বে। এইজন্য মহাপ্রভু বল্লেন—নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ঐ শব্দ-সাহায্য ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই। অন্য উপায়ও আছে এবং মহাপ্রভু তাহা বলেন নাই—এরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগ-পাবনাবতারী এবং অকৈতবধর্ম্মের প্রচারকারী। তিনি এরূপ ভাবেন নাই যে, সব গোপন ক'রে বহু উপায়ের মধ্যে একটার অর্থবাদ ক'রে যাই, তা' হ'লেই লোকের নিষ্ঠা হবে। কেবল নাম-সংকীর্ত্তনে নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য তিনি ঐরূপ জোর দিয়ে কথা বলেন নাই। তিনি বলেন—আমি যে ঔষধ দিচ্ছি, তা'তে মূলরোগ উৎপাটিত হবে। এখানে উপসর্গ দেখে চিকিৎসা নয় এবং ঐ মূলরোগের একটী মাত্র ঔষধ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' উপনিষদ্ বল্‌ছেন—অন্য কোন পন্থা নাই। এমন নাম, মন্ত্র—সব শব্দময়। 'শব্দ' না হ'লে উপায় নাই। ঘণ্টা না হ'লে, কাঁসর না হ'লে চলে না। শব্দ না হ'লে ঘুমন্ত লোককে জাগান যায় না। সেজন্য "প্রায়েণ বেদ" শ্লোকের মহাজনগণের দলে যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সেই জীবের একমাত্র নামপ্রভুর সেবা ছাড়া যে অন্য উপায় নাই, তা বুঝ্‌তে পারবেন না। মহাপ্রভুর ভক্তগণের নামপ্রভুর সেবা যে কেবল সাধন, এবং সাধ্য নহে, তাহা নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়িগণ সাধন-কালে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেন, সাধ্য কালে আর সে সব বস্তু তাঁদের কাজে লাগে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুচরগণ নামপ্রভুকে তাঁ'দের সাধন ও সাধ্য করেছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যভক্তগণের বৈশিষ্ট্য। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে আমরা একমাত্র নামপ্রভুর সেবারই উপদেশ পাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৭

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা

আগামী ১০ই ফাল্গুন হইতে আরম্ভ

সকলে যোগদান করুন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১০। সাক্ষমালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶৹
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶৹
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶৹
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৭। শরণাগতি ৴৹
২৮। গীতাবলী ৴৹
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩০। সাধনকণা ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।৹
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫০। সাংখ্যবাণী ৴৹

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।৹
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬১। দি ভাগবত ।৹
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৹
৬৪। সাধন পথ ।৹
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷৹
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্মৎসর সমালোচক অকপট ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶৹

আফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট,
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶৹ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷৹ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, উদ্দামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপন্থ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক জগতের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীস্বনপুষ্প

দ্বিতীয় সংস্করণ ৷৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

চৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ৫৮ পাউন্ডের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

সমাহ্বাত

(সাঙ্কেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹; চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি,।

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সকল উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ছোট ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই সুপরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদ-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১০নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

সুবর্ণময় সুযোগ। **সমস্তই সুবর্ণময়।** সুবর্ণময় প্রস্তাব।

সুবর্ণময় সূর্য্য, উহার কিরণ সুবর্ণময়। সুবর্ণময় খাদ্যে, সুবর্ণময় স্বাস্থ্য।
সুবর্ণময় জীবন, উহার দিনগুলি সুবর্ণময়॥ সুবর্ণময় বটীকায়, সুবর্ণময় ক্ষমতা॥
সুবর্ণময় আশায়, সুবর্ণময় কার্য্য। সুবর্ণময় বৎসরগুলি অন্তে, সুবর্ণময় ৫০।
সুবর্ণময় বীজে, সুবর্ণময় শস্য॥ সুবর্ণময় আনন্দপ্রদ বটীকা, সুবর্ণময় ৬০॥

ভারতীয়
আদি—সুবৃহৎ—অগ্রণী
আয়ুর্ব্বেদভবন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের—

"সুবর্ণময়জুবিলী" অর্থাৎ ৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব।

যে সমুদয় পৃষ্ঠপোষক এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অনুগ্রহে এই ঔষধালয় ৫০ বৎসর পূর্ণ করিল, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, আনন্দের সহিত প্রত্যেক সুবর্ণময় ৬০ বটীকার প্রস্তাব।

সুবর্ণ আচ্ছাদিত 'শক্তিসঞ্জীবনী বটীকা'।

এই বটীকার প্রত্যেক উপকরণ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করে, রক্তশুদ্ধি করে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীর শক্তিশালী করিয়া লৌহবৎ করে। এই বটীকার গুণ ও ক্ষমতা প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে একবার এই বটীকা সেবন করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই, শুভ জুবিলী উৎসবের চিহ্নরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৪৲ চারিটাকা লাভ দিতে, এই প্রস্তাব।

এই বটীকার প্রতি শিশির নেট মূল্য ১২৲ বার টাকা। মূল্যবান্ উপকরণাদির তুলনায় মূল্য হ্রাস করা অসম্ভব, তবু আমাদের সুবর্ণময় আনন্দোৎসবে, সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, উক্ত ঔষধের প্রতি শিশি ৮৲ টাকায় দিবার প্রস্তাব। এই সুযোগ কেবলমাত্র ১৯৩১ সনের মে মাস পর্য্যন্ত; তৎপর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্যেই বিক্রয় হইবে।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
জামনগর. (কাথিয়াবাড়)
বেঙ্গল অফিস:—২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং লালপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হওয়ার ভয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও শুক্রবিকার, শক্তিহীনতা ও হ্রাস, [illegible] অকালে বার্দ্ধক্য, [illegible], মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্বরারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"যুবকবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য [illegible]
[illegible] ১২৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি; ডি, হাজরা।
কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ——
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টাক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— : ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৭, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

সাপ্রু জয়াকরের দিল্লী যাত্রা

বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর পত্র, উত্তরে গান্ধীজী সন্তুষ্ট নহেন

স্পেনে রাষ্ট্রবিপ্লব

১৫ মিনিটে ক্রয়ডন হইতে প্যারিস্

মহাত্মাজীর পত্রবাহক

বড়লাটের নিকট পণ্ডিত মালব্যের তার

পেশোয়ারে তুষার পাত

জেলে সতীন্দ্রসেন প্লুরিসিসে আক্রান্ত

বারিপাতে ট্রেণ চলাচল বন্ধ

আমেরিকায় অনাবৃষ্টি—নরনারী বিপন্ন

নানা কথা

সাপ্রু জয়াকরের দিল্লী যাত্রা

স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং মিঃ এম, আর, জয়াকর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রাকালে তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রফুল্ল দেখাইয়াছিল। কয়েক জন বন্ধুবান্ধব তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সাপ্রু জয়াকরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর পত্র উত্তরে গান্ধীজী সন্তুষ্ট নহেন

এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি বড়লাটের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম প্রদান করিয়া "পাইওনিয়ার" পত্রের রাজনৈতিক সংবাদদাতা বলেন, মহাত্মাজীর পত্রের ভাষা কিছুটা আপত্তিজনক। মহাত্মাজী এই বলিতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি কেবল বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত দেখা করিতে চান না, মানুষ আরউইনের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন।

মহাত্মাজী আরও জানাইয়াছেন যে, তিনি এখনও প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মর্ম্ম অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তবে মন্ত্রণা সভার সদস্যগণ যেরূপ আশান্বিত হইতে পারিয়াছেন, সেরূপ আশা তাঁহারও মনে জাগে কিনা তাহারই চেষ্টা তিনি করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই মহাত্মাজী এবার স্বয়ং বড়লাটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

স্পেনে গুরুতর রাষ্ট্র-বিপ্লব মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

স্পেন দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। তথায় আবার এক গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

প্রায় দুই দিন ধরিয়া বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বড়ই উত্তেজিত অবস্থায় দেখা গিয়াছিল। তাহার পরই মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রধান মন্ত্রী জেনারেল বেরেঙ্গার এবং উদার নৈতিক দলের নেতা কাউণ্ট রোমানোনের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল, কাউণ্ট রোমানন বলেন যে, আর এক মাস মধ্যেই স্পেনের নূতন পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। তখন তিনি দেশের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া একটী জাতীয় মহা সম্মেলনের প্রস্তাব করিবেন। এই সম্মেলনে স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা হইবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরই জেনারেল বেরেঙ্গার স্থির করেন, এ সময়ে পদত্যাগ করাই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্য।

মাদ্রিদ সহরের নানা স্থানে নানা প্রকার গুজব রটিয়াছে। এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, জাতীয় মহা সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবে রাজা আলফান্সো সম্মত হইয়াছেন, এই সম্মেলনে স্পেনের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হইবে, এমন কি এই মহা সম্মেলন, রাজা আলফান্সোকে পদচ্যুত করিবার কথাও বলিতে পারেন।

১৫ মিনিটে ক্রয়ডন হইতে প্যারিস

একখানি বিমানপোত অনুকূল বায়ুর সাহায্য পাইয়া ৯৫ মিনিটের মধ্যে ক্রয়ডন হইতে প্যারিসে পৌঁছিয়াছে। সাধারণতঃ এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে বিমানপোতের আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে।

মহাত্মাজীর পত্রবাহক

প্রকাশ, স্যর পুরুষোত্তম দাস প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর পত্রবাহক মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে সময় দিল্লী যাত্রা করেন, সে সময় পত্র প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া উহা তাঁহার মারফৎ প্রেরিত হইতে পারে নাই।

বড়লাটের নিকট পণ্ডিত মালব্যের তার

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভগৎ সিং এবং রাজগুরুকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বড়লাটের নিকট এক তার করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

পেশোয়ারে প্রবল তুষার পাত

প্রবল তুষারপাত হওয়ায় কাবুল হইতে কান্দাহার যাইবার রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিং জেলে প্লুরিসিতে আক্রান্ত

বরিশালের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিং জেলে রহিয়াছেন। প্রকাশ প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তিনি প্লুরিসিস্ ও জ্বরের আক্রমণে ভুগিতেছেন এই স্থানের জলবায়ু তাঁহার নাকি সহ্য হইতেছে না, তিনি এই জেলে স্থানান্তরিত হওয়া পর্য্যন্ত একটা না একটা রোগে ভুগিতেছেন।

টেনে ট্রেণ চলাচল বন্ধ

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের কোয়েটার ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন,—অতি বৃষ্টির ফলে সেগুয়া-জংশন ও পাডক রোড এবং উচেলা ও মাঝাঝাওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেলপথ আক্রান্ত ভাঙ্গিয়াছে। গত শুক্রবার হুজ্ঞাপ হইতে যে ট্রেণ ছাড়িয়াছে, উহা পাডক রোড ও আবদুলওয়ালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আটক হইয়াছে। আরোহীদিগকে ট্রলীতে করিয়া আবদুলওয়ালে আনয়ন করা হইতেছে। গত শুক্রবার কোয়েটা হইতে যে আপ মিক্সড ট্রেণ ছাড়িয়াছিল, উহাও আরোহীসহ ফিরিয়া আসিতেছে। অপর যে সমস্ত ট্রেণ আসিবার কথা তৎসমুদয় বাতিল করা হইয়াছে।

আমেরিকায় অনাবৃষ্টিতে নরনারী বিপন্ন

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত আরকানসাসের গবর্ণর এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তিনি জানাইয়াছেন যে, অনাবৃষ্টির ফলে তথাকার অধিবাসীরা বিপন্ন হইয়াছে। দারুণ খাদ্যাভাব এবং অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। গরু বাছুর ইত্যাদি খাইতে না পাইয়া রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া মরিতেছে। লক্ষ লক্ষ উপবাসী নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণর আমেরিকা বাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকাল মিঃ গ্রেহামের আশা

বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম লণ্ডনের কোনও লোক মুক্তার বক্তৃতা করিবার সময় বলেন, আমি কোন গোপন কথা প্রকাশ করিতেছি না, তথাপি এই টুকু বলিতে পারি যে, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হইয়াছে। এখন সেই সম্ভাবনা দূর হইয়াছে; খুব সম্ভব শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আরও দুই তিন বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।

মঙ্গলবারে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা

সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে সম্ভবতঃ মঙ্গলবার দিন মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে বড়লাটের সাক্ষাৎ হইবে।

ভূপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজের দিল্লীযাত্রা

এলাহাবাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্যর তেজবাহাদুর ও মিঃ জয়াকর দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ভূপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজা প্রস্তুত হইয়াছেন প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও সংবাদ পাইবা-মাত্র দিল্লী রওনা হইবেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে পিকেটিং

সুরাটের বানরসেনাদল বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ীদের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছিল যে, তাঁহারা যদি ১ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের মজুত বস্ত্রে কংগ্রেসের শীল লাগাইয়া না লন, তাহা হইলে বানরসেনা পিকেটিং করিবে ও অনশনব্রত অবলম্বন করিবে ১ সপ্তাহকাল অতীত হওয়ায় ৫ শত বালকবালিকা ঐ সকল দোকানের সম্মুখে পিকেটিং চালাইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ৩০ জন বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহাদের মজুত মালে কংগ্রেসের ছাপ লাগাইয়া লইবেন স্থানে স্থানে প্রচার চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে পিকেটিং চলিতেছে।

বেলগাঁওয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য মহিলা কারাদণ্ডিত

বিগত ১৮ই জানুয়ারী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অমান্য করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারানুযায়ী ১৮ জন মহিলাকে অভিযুক্ত করা হয়। সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, সি ঈসানি উক্ত মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

১০ জন মহিলার প্রতি ১০০ শত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং তাঁহারা "সি" শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। অবশিষ্ট ৮ জনকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আইনঅমান্যকারী নম্বর ভুলিয়া ফেলার জন্য প্ররোচিত করায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতি ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বান্নু মসজিদে শিখ-হিন্দু-মুসলমান সমাবেশ

কসাবন গেট মসজিদে জুম্মা নওয়াজ হইয়া গেলে মৌলবী মের গুল এবং সাহাবুদ্দিন আসলাম বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তাঁহারা উপস্থিত সকলকে খাঁটি খদ্দর ব্যবহার করিতে, মদ্যপান ত্যাগ করিতে এবং আদালত বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে, খিলাফত আন্দোলনের সময় পঞ্চায়েতের নিকট যেমন বিবাদ বিস-ম্বাদের নিষ্পত্তি হইত এখনও গ্রাম-বাসীরা যেন সেইরূপেই তাহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করে।

মসজিদে বহু সংখ্যক হিন্দু এবং শিখ উপস্থিত হইয়াছিলেন মসজিদের বাহিরে কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ডেপুটী পুলিশ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ইন্স্পেক্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। বান্নু সহরের এবং গ্রামস্থ মুসল-মানগণের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচন

গত শনিবার দিন শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, কে কৃপালানির সভাপতিত্বে হুগলীর জেলা বোর্ডের এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় বোর্ডের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে।

উত্তর পাড়ার শ্রীযুত তারকনাথ মুখার্জ্জী ১৫টী ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় রাজা প্যারী মোহন মুখার্জ্জীর পৌত্র।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী। তিনি ১৪টী ভোট পাইয়া পরাজিত হইয়াছেন। বহু দিন যাবৎ রায় বাহাদুর হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

সহকারী সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি ২১টি ভোট পাইয়াছেন। কানাই বাবু স্বর্গীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পৌত্র এবং শ্রীরামপুর লোক্যালবোর্ডের সভাপতি।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ৮টীর বেশী ভোট পান নাই।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চাঞ্চল্য কয়েদীর পলায়ন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে একজন কয়েদী সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে বিষম চাঞ্চল্যভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুলিশ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে অবশেষে তাহারা একজন লোককে পলাতক কয়েদী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসে, পরে জানিতে পারা যায় যে, কয়েদী গাঢাকা দিয়াছে। তাহার চেহারার সহিত ধৃত লোকটীর সামঞ্জস্য থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি পলাতক কয়েদী নহে। অতঃপর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ, আলিপুরে সেণ্ট্রাল জেলের বাহিরে যখন কাজ করান হইতেছিল, সেই সময় সে গার্ডের চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়ে।

কাশীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বারাণসীতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এখনও গুরুতরভাবে চলিতেছে। অনুমান ষটকে প্রায় বিশটি বাড়ী ভস্মীভূত, সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ঐ সকল বাড়ীর লোকদিগকে সহরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নবপুরা মহল্লায় এক মুসলমান পরি-বারে একজন পুরুষ, দুইজন স্ত্রীলোক ও একটী শিশু ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে না, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষেই অনেক নিহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী এবং অনেকের অবস্থা অতীব শঙ্কাজনক। গত শনিবার দুইজন মুসলমান হাসপাতালে মারা গিয়াছে। দিবাভাগে চকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন ছিল, সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ আছে। দোকান, ব্যাঙ্ক, প্রেস এবং কলেজ, স্কুল বন্ধ। চিঠিপত্র বিলি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

চাঁদপুরে মোসলেম যুব-সম্মেলন

প্রকাশ, চাঁদপুর পুরাণ বাজারে ২২শে, ২৩শে, ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী চাঁদপুর মোসলেম যুব সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য মৌলবী এ, কে ফজলুল হক, পীর বাদশা মিঞা, মৌঃ আবু বকর, মৌঃ আসরফ উদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী মৌলানা ইসলামাবাদী, কাজী নজরুল ইস্লাম, মৌলানা আক্রামখাঁ প্রভৃতি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—১৩৩৭

গীতার শিক্ষা

(৬)

গীতায় ১৮টী অধ্যায় আছে : প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তির কথা, আর তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা দেখ্‌তে পাই। প্রথমে কর্ম্ম, শেষে জ্ঞান, আর মধ্যস্থলে ভক্তি। যেমন মাতৃদেবী দু'হাতে দুটী ছেলেকে ধরে নিয়ে যান, সেইরূপ ভক্তি-দেবী কর্ম্ম আর জ্ঞান দু'টী ছেলেকে দু'হাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন। কর্ম্মের কথা বল্‌তে গিয়েও বল্‌ছেন যে, বিষ্ণুর নিমিত্ত কর্ম্ম করতে হবে, তাহা ভক্তির মুখাপেক্ষী। আবার জ্ঞানের আলোচনায় বল্‌ছেন—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥" জীব অনেক জন্ম সাধন করতে করতে জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞানলাভান্তে সে জান্‌তে পারে যে, এই জড়-জগৎ স্বতন্ত্র নয়, ইহা চৈতন্যবস্তুর একটা হেয় প্রতিফলন মাত্র। ইহাতেও বাসুদেবের সম্বন্ধ আছে—সমস্তই বাসুদেবময়। এইরূপ জেনে সে তখন আমাতে প্রপন্ন হয়। তখনই জ্ঞানের সার্থকতা। সেই ব্যক্তিই মহাত্মা, আর তাদৃশ ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ।

আবার জ্ঞানের শেষে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকেও ভক্তির কথাই বল্‌ছেন। এর দ্বারাতে জানা যায়,—যেমন, পিয়ার্শিক্যাদি লোহার সিন্দুকে রেখে তা'র উপরে লেবেল মেরে রাখা যায় যে, তার মধ্যে কি বস্তু আছে, সেরূপ 'সর্ব্বধর্ম্মান্' শ্লোকটী দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হ'য়েছেন।

গীতার মধ্যে ভক্তিই আছে, এইটী জানাবার জন্য উপরে লিখে রেখেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বল্‌ছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥

তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কি প্রকারের যোগী? তদুত্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকের উক্তি,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং
মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে
যুক্ততমো মতঃ॥

বহু প্রকার যোগী আছেন, তার মধ্যে যাঁরা আমাকে অন্তরাত্মা-গত ক'রেছেন অর্থাৎ যাঁরা তিলমাত্র কাল আমার বিয়োগ সহ্য ক'র্‌তে পারেন না, সর্ব্বক্ষণ আমাকে ধ্যান ক'চ্ছেন, তাঁ'রা যুক্ততম। যুক্ত বা যুক্ততর নয়, কিন্তু যুক্ততম। অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝালে 'তম' প্রত্যয় হয়। কাজেই যোগের কথা ব'লে ভক্তি যোগের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদন করলেন। পুনঃপুনঃ 'অভ্যাসে' কি ব'লেছেন? ৭ম অধ্যায় থেকে ১২শ অধ্যায়ের মধ্যে পুনঃপুনঃ ভক্তির কথাই ব'লেছেন।

৭ম অধ্যায়ের প্রথমেই ব'লেছেন—"অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।" ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ যে জ্ঞান, তা' সমগ্র নয়, আর তাতে অসংশয়ে ভগবান্‌কে জানা যায় না। যাতে অসংশয়ে আর সমগ্রভাবে জানা যায়, সেটা হচ্ছে, তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি নিয়ে দর্শন করা। সেটা দূরে থেকে হয় না। তাঁর যাবতীয় বৈচিত্র্য আছে, সব দর্শন করলে তবে সমগ্র দর্শন হ'লো। সেটা কেবল ভক্তিতেই জানা যায়। কাজেই ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগ।

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

বঙ্গবাণী পত্রের ২৫শে মাঘ তারিখের সংখ্যায় সুপ্রাচীনগ্রাম শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত বামুনপুকুর পাড়ার শ্রীযুত নৃসিংহ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বামুনপুকুর ডাকঘর সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আশা করি, নদীয়া-বিভাগের সুযোগ্য পোষ্টাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয় তাঁহাদের আবেদন বিচার করিবার কালে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আলোচনা পূর্ব্বক জনসাধারণের সকলের জন্য বামুনপুকুর ডাকঘরকে বাদ দিয়া সরকারের কয়েকটী মুদ্রার অযথা ও অনর্থক অপচয় ঘটিতে দিবেন না।

(১) বামুনপুকুর পাড়ায় ৩০০০ অধিবাসী থাকিবার সংবাদ অতিরঞ্জিত, সেই পাড়ারই অন্তিম প্রান্তের নিকট শ্রীমায়াপুর সাব্ পোষ্টাফিস বসিয়াছে।

(২) বর্ত্তমান বামুনপুকুর ব্রাঞ্চ অফিসটী শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিস হইতে সোজাসুজি দূরত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ৫।৬ ফার্লংএর মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং প্রত্যেক ৫।৬ ফার্লং অন্তর একটী করিয়া ব্রাঞ্চ অফিস থাকিবার সখ ও আব্দার যদি লেখকের হয়, তাহা হইলে তাঁহার খেয়ালতৃপ্তির জন্য সরকার অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে কেন যাইবেন বুঝা যায় না।

(৩) বামুনপুকুর পাড়ার বাজারটীতে উপস্থিত বা সমবেত পাড়ার লোকেরা অনায়াসেই ৫।৬ ফার্লং অতিক্রম করিয়া শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিসেই সকল কার্য্য সমাধান করিতে পারেন।

(৪) মফঃস্বলের কথা যাউক, সুশিক্ষিত জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের একটী সাব্ অফিস হইতে অপর সাব্ অফিস কোথাও এক মাইল ব্যবধানের মধ্যে নাই, তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, সুতরাং তদপেক্ষা ন্যূন-সংখ্যক স্বল্পশিক্ষিত অধিবাসীর অধ্যুষিত পল্লীগ্রামে পাড়ায় পাড়ায় একটী করিয়া পোষ্টাফিস থাকিবার আবশ্যকতা আদৌ আছে কিনা সকলেরই বিবেচ্য।

(৫) সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর গ্রামের বামুনপুকুর পাড়ার ভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণ আসিয়া সেই পল্লীর প্রান্তভাগে অবস্থিত শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিসে ডাকঘর-সংক্রান্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে কষ্ট বোধ করিবেন, ইহা কোন প্রকার যুক্তি-সঙ্গত কথা নহে

(৬) এই দুর্দ্দিনে সরকারের কয়েকটী মুদ্রা অনর্থক ব্যয় করিবার সখওয়ালা লোকদের একটী ডাকঘর পোষণ করিবার ইচ্ছা নিতান্ত জেদের পরিচয় ছাড়া আর কি বলিব?

(৭) সেভিংসব্যাঙ্কের কার্য্য, ইন্সিওরের কার্য্য প্রভৃতি আধ মাইলের দূরবর্ত্তী শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিসেই সহজে সম্পাদিত হইতে পারে, সেই সকল সুযোগ পরিত্যাগ করা কতটা বাঞ্ছনীয় তাহা বিবেচ্য। বরং কোন অধিকতর অসুবিধার স্থানে—যেখানে আদৌ কোন পোষ্টাফিস নাই, সেই স্থানের অধিবাসিগণের সুখসুবিধার জন্য পোষ্টাফিস বসাইতে কর্ত্তৃপক্ষের সদ্বিবেচনাই হইবে।

(৮) সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর গ্রামের সাব্ পোষ্টঅফিসটী টেলিগ্রাফ্ combined হইবার কথা হইতেছে, combined office হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতি নিকটবর্ত্তী পাড়ায় পাড়ায় এখন ব্রাঞ্চ অফিস রাখিবার এমন কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, যাহাতে সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সেবিষয়ে কর্ণপাত করিতে পারেন।

(৯) কিছুদিন পূর্ব্বে সেভিংসব্যাঙ্ক, ইন্সিওর প্রভৃতি ডাকঘরের কার্য্য বামুনপুকুর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বেলপুকুর সাব্ পোষ্টাফিসে সম্পাদিত হইত এবং বামুনপুকুরবাসী লোকদের টেলিগ্রাফ করিবার জন্য ২ ক্রোশ রাস্তা দূরে নবদ্বীপ ডাকঘরে বিশেষ কষ্ট করিয়া ও গঙ্গানদী পার হইয়া যাইতে হইত, পক্ষান্তরে শ্রীমায়াপুরে combined office হইলে বামুনপুকুর ও আশেপাশের গ্রামবাসীদের সকল কষ্ট দূরীভূত হইবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, শ্রীমায়াপুর combined officeএর বিরুদ্ধে বামুনপুকুর পাড়ার ব্রাঞ্চ ডাকঘরকে receiving office করিয়া রাখিবার পশ্চাতে কতটা সদাশয়তা, তাহা বুঝা যায় না।

(১০) বামুনপুকুর পাড়ায় ডাকঘরটী না থাকিলে বরং বামুনপুকুর পাড়ার অধিবাসিগণ একঘণ্টা পূর্ব্বে খোদ শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিস হইতে চিঠি পত্রাদি পাইতে পারেন। সুতরাং জেদের বশবর্ত্তী হইয়া একঘণ্টা পরে ডাকের চিঠী পত্রাদি পাইবার অসুবিধা ভোগ করিবার ইচ্ছা করা কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচ্য।

(১১) সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর গ্রামে combined officeএর কার্য্যভার অনর্থক বৃদ্ধি করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে আর একটী ব্রাঞ্চ ডাকঘর রাখিবার প্রয়োজন কেবলমাত্র পোষ্ট মাষ্টারেরই দোহরা (duplication) কার্য্য বৃদ্ধি করা মাত্র। উহার উদ্দেশ্যও আর কিছু নয়, কেবল সরকারের আর একটী অনর্থক লোক বৃদ্ধি করাইয়া ব্যয়বর্দ্ধন-চেষ্টা মাত্র। এই দোহরা কার্য্যটী উঠিয়া গেলে শ্রীমায়াপুর combined officeএর বর্ত্তমান সাব্ পোষ্ট মাষ্টার একাকীও অনতিরিক্ত ব্যয়েই টেলিগ্রাফের কার্য্যও চালাইতে পারিবেন।

(১২) বামুনপুকুর পাড়ার সকল অধিবাসিগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ সকলে মিলিয়া বামুনপুকুর ডাকঘরে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা কতগুণ অধিক পরিমাণ

তাহা শ্রীমায়াপুর সাব্ অফিসে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশকার্য্যালয়ের জন্য হইতেছে, সেই তালিকার তারতম্য দেখিতে পাইলেই বামনপুকুর পাড়ায় ডাকঘরের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝিতে সুযোগ্য পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের আর বাকী থাকিবে না।

(১৩) সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুরে অচিরেই উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাকা রাস্তাঘাট এবং বহু তীর্থযাত্রীর বহু স্থায়ী বাসস্থান ও বহু ধর্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে, সুতরাং সেই গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বামনপুকুর অপেক্ষা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর গ্রামেই একটী মাত্র বড় ডাকঘর (combined office) হইলেই সকল দিক বজায় থাকিবে।

(১৪) ১৯৩১ সালের লোক-গণনা-কালে শ্রীমায়াপুরে লোক-সংখ্যার তালিকা সংগৃহীত হইলেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় জানিতে পারিবেন যে, মায়াপুর গ্রামের লোকসংখ্যা বামনপুকুর অপেক্ষা অনেক বেশী।

(১৫) বড় ডাকঘরের অভাবে, পাকারাস্তার অভাবে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাবে, পানীয় জলাভাবে সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর গ্রামের লোকসংখ্যা কম হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল অভাব বিদূরিত হইয়া যে হারে এই প্রাচীনতম লোকসংখ্যা ও ঔজ্জ্বল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, এখানে আগামী ১৯৪১ সালের সুমারিতে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের ন্যায়ই অধিবাসী-সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(১৬) বামনপুকুর পাড়ার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান দর্জ্জি, তন্মধ্যে আবার কৃষকপল্লী, কুম্ভকার পল্লী, দারুপল্লী এবং কোরকার-পল্লীতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কমই দেখা যায়। অথচ শ্রীমায়াপুর সাব্ পোষ্টাফিসের এলেকায় বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি বাস করিতেছেন। সেখানে combined office এর অভাব এবার পূরণ হইলে বামনপুকুর পাড়ায় আর পৃথক্‌ভাবে একটী ডাকঘর থাকিবার প্রয়োজন হইবে না।

(১৭) বামনপুকুর পাড়ায় কখনও লক্ষ লোকের সমাগম হয় নাই বা হয় না; কিন্তু শ্রীমায়াপুর গ্রামে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়; সুতরাং এস্থানে একটা বড় অফিস (combined office) হইলেই সাধে পাশের সকল প্রকার অভাব অভিযোগ দূর হইতে পারে, আশা করা যায়।

(১৮) শ্রীমায়াপুর-বিরোধী পল্লীগ্রামবাসীর দুর্ব্বুদ্ধিসম্ভূত ঈর্ষা-মাৎসর্য্য-বিজৃম্ভিত অসংখ্য কুচক্র ও দলাদলি শ্রীমায়াপুরের প্রাচীন ঔজ্জ্বল্য ও লোকসংখ্যা পুনঃপ্রকটনে কখনও ব্যাঘাত করিতে পারিবে না।

ইহাদের দুরভিসন্ধি ও কুচক্রান্ত লোক-হিতৈষী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুর গ্রামে লোক-চলাচলের সুগম রাস্তাঘাটের নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রচুর ব্যাঘাত করিয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিদ্বেষ-প্রবৃত্তি ইহাদিগকে শ্রীমায়াপুরের গৌরবের পুনরুদ্দীপন-কার্য্যের বিরুদ্ধে প্ররোচক করিয়া সৎকার্য্যে যথেষ্ট বাধা দিয়াছে। কিন্তু ইহারা জানে না যে সুপ্রাচীন মায়াপুর গ্রামের পল্লীবিশেষই কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বামনপুকুর, বল্লালদীঘী নামে উদ্ভূত হইয়াছে। রেনেলের ম্যাপে বামনপুকুর ইত্যাদি গ্রামের নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

(১৯) প্রায় ১৫০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও বামুনপুকুর পাড়ার উল্লেখ দেখা যায় না, এবং শ্রীমায়াপুর গ্রামেরই উল্লেখ দেখা যায় এবং সেই গ্রাম শূরবংশীয় রাজা ও সেনবংশীয় রাজগণের আগমন হইতে অদ্যাপি বর্ত্তমান। অহিন্দুগণের উচ্চারিত পরোক্ষি ভাষার শব্দের বিকৃত উচ্চারণের ছলনায় কতকগুলি অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যক্তি বোকা লোক ঠকাইবার উদ্দেশ্যে শব্দের বিকৃত উচ্চারণের সুযোগ লইয়া অহিন্দুগণের সহিত হিন্দুগণের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা বর্ত্তমান জগতের এই দুর্দ্দিনে কোন হিন্দু বা মুসলমানই আদর করিবেন না। তাহাতে মনে হয়, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানটীর উন্নতির বাধা দিবার অবান্তর উদ্দেশ্য-চালিত হইয়া বামুনপুকুরের কোন কোন সমাশয়যুক্ত অধিবাসী ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিয়া অপস্বার্থ পোষণ করিবার মানসে প্রতিবাদ পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িক গ্রাম্য কলহ উৎপাদন করিবার জন্য যে সকল অযথা যুক্তি প্রদান করে, সে গুলির যে কোন মূল্য নাই—ইহা বঙ্গবাণীর সুধী পাঠক এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল তথা ডিরেক্টর জেনারেল—মহোদয়গণ সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেবশর্ম্মা পত্তি,
ভূম্যধিকারী
শ্রীমায়াপুর
তাং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০.

শিক্ষালাভ

সে দিন ঢাকা হইতে মাদারীপুর যাইবার পথে তারপাশায় ষ্টীমার বদল করিলাম। সমস্ত রাত্রি তথায় বাস করিতে হইবে বলিয়া ভাল স্থান দেখিয়া লইলাম। সঙ্গের সঙ্গিগণও আমার পার্শ্বেই স্থান লইলেন।

সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বেই তারপাশা বা লৌহজঙ্গ হইতে ষ্টীমার ছাড়িল। আমাদের মধ্যে কেহ বা শ্রীতুলসী-মালিকায় সংখ্যানাম করিতেছেন, কেহ বা 'শরণাগতি'র গান গাহিতেছেন, আবার কেহ বা "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। আমাদের মস্তকের ধারে ষ্টীমারের অপর-পার্শ্বে কতকগুলি বয়স্ক ব্যক্তি স্থান লইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর আলাপাদিতে মগ্ন দেখিলাম।

ষ্টীমার দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতেছে। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে চারিদিক আবৃত করিয়া আসিতে লাগিল। মাঘের সন্ধ্যা হইলেও সেদিন বেশ গরম বোধ হইতেছিল। সুতরাং চলন্ত ষ্টীমারের হাওয়া গায়ে লাগিয়া বেশ আনন্দই প্রদান করিতেছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল,—হায়! হায়! একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল! শুধু দিন চলিয়া গেল নহে—এজগতে থাকিবার দিনগুলির একটা দিন জানাইয়া চলিয়া গেল। দিনমণি অস্তাচলে গেলেন বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর স্মরণ হইল না!

মনে হইতে লাগিল—জীবন অনিত্য। আবার সেই অস্থায়ী জীবনে বিপদ্ অসংখ্য। ভোগে রুচি-বৃদ্ধির বিষয়ের অভাব না থাকলেও ভগবানের কথা ভাবিবারও অবকাশ হয় না। অনাদিকাল হইতে আমরা নিত্যপ্রভুকে ভুলিয়া কোথায় চলিয়াছি? আবার মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? এখন ত শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষ হইয়াছি। পরম করুণাময়ের কৃপায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করিয়াছি। কিন্তু এই জন্মে যদি উত্তম-শ্লোকের গুণানুবাদে নিমগ্ন হইতে না পারি—অনর্থ-মুক্ত হইয়া পরমার্থে স্থায়ী রুচি লাভ করিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতের আশা, ভরসা কি? আগামী জন্মে কোন্ দেশে কি জন্মই না লাভ করিব?

চিন্তায় নিমগ্ন আছি, হঠাৎ বয়স্ক ব্যক্তিগণের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইল। শুনিলাম, তাঁহারা ভোজের আয়োজন করিতেছেন। আমি মৎস্য পাক করিব, আমি মাংস রাঁধিব, আমি শাক, আমি ডিমের ডাল রাঁধিব' ইত্যাদি বাক্যে পরস্পর কোলাহলে প্রবৃত্ত। কথা-প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম, ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই ব্রাহ্মণ। বিবাহের বরযাত্রী। বিবাহান্তে দেশে ফিরিতেছেন। "নৃত্যান্তে ভোজনে বিপ্রাঃ" বাক্যটী ছেলেবেলা হইতে জানা ছিল। আজ ঐ বাক্যের অর্থ ভোজন-সময়ে দেখিবার সুযোগ না হইলেও ভোজন-সংবাদ শ্রবণের ঘটনায় ভোজনানন্দের পরিমাণ অনেকটা বুঝিয়া লইলাম।

ভাবিতে লাগিলাম—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-জন্ম বহু পুণ্যফলে লাভ হয়। কিন্তু যে জন্মে স্বার্থগতি শ্রীবিষ্ণুর সেবা লাভের পরম সুযোগ পাওয়া যায়, সেই জন্ম অনায়াসে লাভ করিয়া দৈবী মায়া-বিমোহিত জীবকুলের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত। সরল, সত্যাগ্রহী, অহিংসক ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণাভিমানিগণ আজ ছাগ-মাংস ভক্ষণে উৎকণ্ঠিত! "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি" বেদবাক্য পাঠকারী যদি হিংসাকার্য্যে প্রশংসার্জ্জনে ব্যস্ত হন, তবে অন্য লোকদিগের চেষ্টা কোন্‌দিকে হইবে? যে 'মাং—স' শব্দে মাংসভক্ষণকারীকে সেই হতপশুর খাদ্যরূপে পরিণত হইতে হয়,—সেই মাংসভক্ষণের পিপাসা নেশামাত্র নহে কি?

ভোজনানন্দের ধ্বনি যখন উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন সেই ধ্বনিকে নিস্তব্ধ করিবার ঔষধ প্রয়োগের ইচ্ছা হইল। খোলকরতাল-সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। বলিতে কি, সঙ্গে সঙ্গেই ভজনগীত ভোজনগীত বন্ধ করিয়া দিল। ভোজনানন্দী পুরুষগণ সন্ধ্যাবন্দনার কালে ভজনানন্দ-লাভের সুযোগ ত্যাগ করিয়াও একে একে শয্যাগ্রহণ করিলেন। মায়াদেবী অবসর বুঝিয়া নিজপ্রভুর কীর্ত্তনশ্রবণে বিমুখ করাইবার জন্য তাহাদিগকে নিদ্রাদেবী-রূপে ক্রোড়ে স্থান দিলেন।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনীয়াগণ উচ্চধ্বনিতে কীর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া প্রথমে দুই একজন করিয়া ৭।৮ জন যাত্রী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কীর্ত্তন অধিকক্ষণ চলিল দেখিয়া তাঁহারাও একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ভক্তগণ তারস্বরে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয় দিয়া কীর্ত্তন ভঙ্গ করিলেন। দেখা গেল, —বিষয়কথাকীর্ত্তনকারিগণের যথারাজ্য।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন, পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্প্রচারিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রশেখর দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্মিলনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, বৈষ্ণব শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলায় রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণবাসী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চৌধুরীপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, ব্রহ্মোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী গুরু ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুদের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় গুরু শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্ত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় পরবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, বর্ণমালা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৵০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দর্শন, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থের আরম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ৪টি গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ. ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ,। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এক ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রাঞ্জন মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্‌, এস্‌, এফ্‌. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

Reg No 15.C44

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৭, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নেতাদের এলাহাবাদ ত্যাগ

বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গান্ধীজীর দিল্লী যাত্রা

দাদপুরে ভীষণ ডাকাতি

মহাত্মাজীর লাটের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি

শোভাবাজারে অগ্নিকাণ্ড

আচার্য্য স্যার সি, ভি, রমণের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

ভারতীয় বৈজ্ঞানীকের সম্মান

বোম্বাইয়ে প্রেসঅর্ডিন্যান্স ৪০০০ হাজার টাকা দাবী

নেতৃবৃন্দের কারামুক্তি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের হাতে এখনও বেদনা

নানা কথা

নেতাদের এলাহাবাদ ত্যাগ

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, ডাক্তার আন্সারী, শ্রীযুত মথুরা দাস ত্রিকম দাস, জয়রামদাস দৌলতরাম, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গান্ধীজীর দিল্লী যাত্রা

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। রেল ষ্টেশনে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দিবার জন্য অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত মহাদেব দেশাই, মিস মীরা বীন এবং শ্রীযুত পিয়ারীলাল তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীজীর জয় ধ্বনির মধ্যে ট্রেণখানা ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। গত রবিবার অপরাহ্নে মহাত্মাজী অনেকক্ষণ শ্রীযুত চিন্তামণির সহিত আলাপ করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর লাটের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মিঃ রফি আহাম্মদ কিদওয়াই দিল্লী, পৌঁছিয়া বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মহাত্মাজীর পত্র প্রদান করেন। প্রকাশ; বড়লাট উত্তর দিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর সুবিধামত যে কোন সময়ে তিনি মহাত্মাজীর সহিত সানন্দে সাক্ষাৎ করিবেন। তদনুসারে মহাত্মাজী দিল্লীতে পৌঁছিতেছেন।

সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন, কারণ আগামী সপ্তাহে এখানে ওয়ার্কিং কমিটীর জরুরী সভা আহুত হইতে পারে। কিন্তু বড়লাটের কথাবার্ত্তার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

মহাত্মাজী এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শোভা বাজারে অগ্নিকাণ্ড

প্রায় ৬০০০ হাজার টাকা ক্ষতি

গত রবিবার দিবস উত্তর কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় শোভাবাজার মার্কেটে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড প্রায় ১৫ মিনিট চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০০০ হাজার টাকা হইবে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সম্মান

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকারী ছাত্র মিঃ সি, মহাদেবন আচার্য্য স্যর সি, ভি রমণের অধীনে তুবিদ্যায় গবেষণা করিতেন। সম্প্রতি গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, ভি, গোলড স্মিডটের নিকট গবেষণা করিবার জন্য তাঁহাকে "আলেকজাণ্ডার ভন্ হমবোলডট ফাউণ্ডেশন" বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

আচার্য্য স্যার সি, ভি, রমণ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

অধ্যাপক স্যার সি, ভি, রমণের ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। ২১শে তারিখে বোম্বাই নেমে তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বোম্বাইয়ে প্রেস অর্ডিন্যান্স

৪০০০ টাকার দাবী

প্রেস অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী "স্বরাজ্য-রণ" নামক একখানা পত্রিকার নিকট ৪০০০ হাজার টাকার জামীন চাওয়া হইয়াছে।

পাটনায় নেতৃবৃন্দের কারামুক্তি

চম্পারণ জিলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা প্যারিসরার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বর্মা লবণ আইন ভঙ্গ করায় এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গত শনিবারে তিনি হাজারিবাগ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত কয়েক মাসের মধ্যে নেতৃবৃন্দের আর যাঁহারা হাজারিবাগ জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম, যথা—শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ সিং, ধরমদাস, রামচরণ সিং এবং চতুরানন দাস।

বিবিধ সংবাদ

"স্বাধীনতা দিবস"-এ লাঠির আঘাতের জের সুভাষচন্দ্রের বাহুতে এখনও

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের কয়েকটী কার্য্যসম্পর্কে শনিবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন যে, শ্রীযুক্ত বসু তখনও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিতে পারেন না। "স্বাধীনতা দিবসে"এ পুলিসের লাঠির আঘাতে তাঁহার ঐ হাতটি জখম হইয়াছিল।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কব্জী এখনও ফুলিয়া আছে এবং ঐ স্থানে তিনি ব্যথা আছে বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন। সেই হেতু ঐ স্থানের হাড় প্রকৃত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিনা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাঁহার বাহু রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

দাদপুরে ভীষণ ডাকাতি

মেহেন্দীগঞ্জ থানার দাদপুর গ্রামে একটী লোমহর্ষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ১২ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে আন্দাজ বিশজন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইমামুদ্দীন জমাদারের বাড়ীতে চড়াও করে। তৎক্ষণাৎ তিন মাইল দূরে পুলিশ থানাতে খবর পাঠান হয়। একদল পুলিশ তখনই ঘটনাস্থলে যাত্রা করে এবং ডাকাতেরা ইতিমধ্যেই বহু টাকাকড়ি লুট করিয়া লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে যায়।

পুলিশ অগ্রসর হইয়া দেখে, একদল লোক গোল হইয়া বসিয়া লুণ্ঠিত জিনিষপত্র বাঁটোয়ারা করিতেছে। পুলিশকে দেখিয়া ডাকাতদল পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে পুলিশ গুলী করে। দলের তিনজন ডাকাত একখানি নৌকায় চড়িয়া বসে। কিন্তু পুলিশও তাহার মধ্যে লাফাইয়া পড়ায় ডাকাতেরা নদীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। একজন লোক একখানি বাঁশের উপর ভর দিয়া সাঁতার দিতে ছিল প্রকাশ যে আবদুল আলি জমাদার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। বাকী সকলে পলায়ন করে। মৃত ব্যক্তির শরীরে নাকি তিনটী ছর্‌রা গুলী ও মাথায় একটী আঘাত আছে। তাহার নাম আসমত আলি গাজী বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বরিশালে আনা হইয়াছে তন্মধ্যে সকল লুণ্ঠিত সম্পত্তির নাকি পুলিশ ফিরিয়া পাইয়াছে।

মাদ্রাজে বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সভা

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহা সমারোহে এখানে "মহিলার দিবস" উৎসব পালন করা হইয়াছে। গোখেল হলে এক মহতী জনসভায় বহু বক্তা ৺পণ্ডিতজীর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য বহুবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত অনেকে স্বদেশী প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পূর্ব্বগোদাবরী কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট কুমারী কামেশ্বর মল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভায় স্বামী ভেঙ্কটচালম শেটী ঘোষণা করেন যে, গোডাউন ষ্ট্রীটের বণিকগণ এবং চীনা বাজারেরও কতিপয় বণিক লাঠি চালানর প্রতিবাদ স্বরূপ এক সপ্তাহ যাবত তাঁহাদের দোকানপাট বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আরামবাগের কর্ম্মীগণ দণ্ডিত;

বিগত ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" সম্পর্কে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণপাল, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মহেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং কবিরাজ অবনীপতি সেন গুপ্ত প্রভৃতি কর্ম্মীগণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। মহকুমা হাকিমের বিচারে তাঁহারা প্রত্যেকেই ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মৈমনসিংহে ভীষণ ডাকাতি বার হাজার টাকা লুণ্ঠিত

জামালপুর, মেসার্স রেলী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীতে গত শনিবার রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে কতিপয় দুর্বৃত্ত অফিস গৃহে হানা দেয় এবং রিভলভার দেখাইয়া দারোয়ানের নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি নেয়। পরে তালা ভাঙ্গিয়া ১২০০০৲ বার হাজার টাকা নিয়া ডাকাতগণ উধাও হয়।

এবিষয়ে পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

মিঃ মহম্মদ ইয়াকুবের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদল পরিত্যাগ

প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মিঃ মহম্মদ ইয়াকুব তাঁহার পদত্যাগ করিয়াছেন।

কাপড়ের দোকানে পিকেটিং ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

সরাটগঞ্জে এবং মজঃফরপুরে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সুরাটে প্রায়োপবেশন ও পিকেটিং

বানরসেনা কর্ত্তৃক প্রায়োপবেশন ও পিকেটিংয়ের ফলে সকল বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ীরাই তাহাদের মজুত মাল শিলমোহর করিতে সম্মত হইয়াছে। কাজেই অনশন ধর্ম্মঘট ও পিকেটিং বন্ধ করা হইয়াছে।

শাস্তি সমস্যায় অনুন্নত শ্রেণী স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই চাই;

নাগপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার অনুন্নত জাতিসঙ্ঘ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে কয়েকটি স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা না হইলে স্বরাষ্ট্রের সুফল পাওয়া যাইবে না। উক্ত জাতিসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির মতে অনুন্নত শ্রেণী ও শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আইনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে; মন্ত্রিসভায় তাঁহাদের আসন দিতে হইবে; ধর্ম্মঘট, বেতন, শ্রমকাল ইত্যাদি বিষয়ে শ্রমিকদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

দিল্লীতে নেতৃসমাগম

নয়াদিল্লীর ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর পত্রের উত্তরে তাঁহাকে মঙ্গলবার বা বুধবার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।

খাজনা বন্ধের আন্দোলনে ১৫ জন গ্রেপ্তার

খাজনা বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে ১৫ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে ইন্দাস থানা হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রিজার্ভ পুলিশের প্রায় ৬০ জনকে ঐ স্থানে পাঠান হইয়াছে।

নূতন দাবী সম্বন্ধে ফজলল হকের মন্তব্য

গোলটেবিল বৈঠক হইতে ভারতে প্রত্যাগমন, করিয়া মিঃ এ, কে, ফজলল হক বলিয়াছেন যতদিন না মুসলমান দিগের দাবী স্বীকার করিয়া তাহা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, ততদিন কোন নূতন শাসন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে না। সাত কোটি মুসলমানের সুবিধাধিকার যাহা নষ্ট হইয়া যাইবে পৃথক নির্ব্বাচনাধিকার প্রথা বিশেষ প্রয়োজন।

হিন্দুমুসলমান সমস্যা সমাধানের উপায় এইরূপ হইতে পারে—রাজনৈতিক দাবীর জন্য হিন্দুরাই প্রথম হইতে আন্দোলন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি মুসলমানদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে কোন নূতন শাসন ব্যবস্থাই টিকিবে না। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে মুসলমানের প্রাধান্য চাই—অন্যান্য সকল প্রদেশেও মুসলমানের স্বার্থরক্ষার সঙ্গত ব্যবস্থা নাই।

বরিশালে বোমা আবিষ্কারের জের খুলনায় একজন বালক ধৃত

প্রকাশ যে, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু ওরফে নীরু বসু খুলনায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। সম্প্রতি নাকি বি, এম, কলেজের নিকটস্থ শঠীবনে বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কেই বিস্ফোরক আইনের ৪৩ ও ৫ ধারানুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বালকটীকে এখানে আনিয়া আদালতে হাজির করিয়া হাজতে আটক রাখা হইয়াছে। বিশেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি চাঁদপুরেই এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

রাজসাহীতে পট্‌কা নিক্ষেপের মামলা

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর জনৈক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ীতে পটকা নিক্ষেপের অভিযোগে শ্রীযুত অভয়পদ মুখোপাধ্যায় এবং গোর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বহু দিবস পর জেলে সদর মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক উক্ত মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

আসামীগণকে আদালতে হাজির করা হইয়াছে। ফরিয়াদীপক্ষে ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হইয়াছে। আসামীগণ কিন্তু এখন পর্য্যন্তও কোন চার্জ্জসীট পান নাই।

মামলা ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৭

অমন্দোদয়-দয়া

বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

যাহার ব্যাখ্যা শ্রীগৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি, 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুন 'এব'কার।
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি, নাহি, নাহি' তিন উক্ত 'এব'কার॥

কলিযুগপাবনাবতারী অমন্দোদয়-দয়া-নিধি গৌরসুন্দরের এই বাক্যে জগজ্জীবকে আরও আকৃষ্ট করিবার জন্য কবিকুল-শিরোমণি কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতে-ছেন,—

ঊর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

যাঁহারা হরিগুরু-বৈষ্ণবের এই দয়াকে নিষ্ঠুরতা বা সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া আর কিছু অভিধেয় নির্দ্ধারণ করিবেন, তাঁহারা ততদূর দূরে সরিয়া যাইবেন। জগতে অন্য-কথা-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণ জীবের তাৎকালিক অভাব মোচন করিতে পারিলেও নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে পারিবে না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে অভাব দূরীভূত হয় না। জীবের স্বভাবই কৃষ্ণদাস্য। কৃষ্ণ-দাস্য-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—শ্রীহরিনাম।

শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা বা করণা-পাটব দোষ ছিল না। তিনি কোনরূপ কুবুদ্ধি লইয়া আমাদিগকে অসৎপথে চালিত করিতে আসেন নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার এ দয়াকে বুঝিবেন না, তাঁহারা যতই না কেন, আভিজাত্যসম্পন্ন হউন, ধনী হউন, পাণ্ডিত্য লাভ করুন, জাগতিক অভ্যুদয়ের দ্বারা কোন দিনই পর জগতের কোন সুবিধা জন্মাইবেন না। সেই অভ্যুদয়ে ইন্ধন প্রদান-কারী কখনই প্রকৃত দয়ার কাজ করিলেন না।

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সারগ্রাহিমাত্রেই—প্রকৃত দয়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন একটী চিত্রের দ্বারা। তাহা এই—একটী ছেলে ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে পড়িয়া যাইতেছে, আর একব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। বালক খেলায় ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া গালি-গালাজ দিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে নানাবিধ উপায়ে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট 'জীবে দয়া'র চরম আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিষয়লোলুপ ভোগিকুল বিষয়-বাসনা-গ্রস্ত-চিত্ত হওয়ায় ঐ বালকের মত ক্রোধ প্রকাশ করিতে-ছেন। আমাদের মূল অসুবিধা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূরীভূত না করিতে পারিলে মায়ার সেবার দ্বারা কোন দিনই প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, মায়ানির্য্যাতিত নিরীহ জীবকুলের তাৎকালিক অভাব-মোচন-কার্য্যকেই প্রকৃত পরোপকার বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া প্রকৃত হিতৈষী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ভুলিয়া যাইও না। নামসঙ্কীর্ত্তনই কলি-কলুষ নাশের একমাত্র উপায়, তাহাই প্রকৃষ্ট দয়া, তদপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য আর নাই।

অভিনন্দনপত্রম্

[গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুরে কমিশনার বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর-পর-বিদ্যাপীঠের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌর-দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ও পঠিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহামহিমার্ণব বঙ্গবিভাগ-শাসনাধিপ এফ্, ডব্লিউ রবার্টসন্ আই, সি, এস্, মহোদয়ায় প্রদত্তম্

অভিনন্দনপত্রম্

(১)

সুস্বাগতং বঙ্গবিভাগ-নায়ক
সামাদিনীতিজ্ঞ প্রজৈকবান্ধব।
ধন্যা বয়ং তে শুভসঙ্গমেঽধুনা
প্রমোদপূর্ণাম্বুনিধৌ বগাহিতা॥

(২)

দেশে বিদেশে বিদুষাং সমাজে
সম্বর্দ্ধিতো নিত্যমসি প্রকামম্।
দীনৈস্তদস্তে কথমস্তুতুষ্টিঃ
সম্পাদনীয়েতি বিচিন্তনীয়ম্॥

(৩)

বিদ্যানুরাগী বিবুধাগ্রগণ্যো
বিদ্যার্থিষু স্নেহযুতঃ সদা ত্বম্।
ইত্যেব হেতোর্বয়মত্র কুর্ম্মঃ
সম্বর্দ্ধনে সাহসমদ্য নূনম্॥

(৪)

দুষ্টৈর্বিপজ্জাতমনুষ্ঠিতং সদা
ব্যাপাদ্য সাহায্য বিধৌ সতাং রতঃ।
মাঙ্গল্যবর্য্যা ইতি সদ্গুণার্থিনো
মাঙ্গল্যমিচ্ছন্তি তবেহ শাশ্বতম্॥

(৫)

পাপাঃ প্রতাপেন প্রপীড়িতাস্তব
পশ্যন্তি ভীতা যমবন্ধুরক্ষরম্।
ত্যজন্তি দুষ্কর্ম্মণি দুষ্প্রবৃত্তিতাং
দণ্ডালয়ং দণ্ড্য বিবর্জ্জিতং ততঃ॥

(৬)

দ্রব্যাপ্তিকামাকুলধূর্ত্তদুর্ধিয়ঃ
কুর্ব্বন্তি বিঘ্নং স্বপ্রভোঃ সুকর্ম্মণি।
তৈর্মোহিতান্তঃকরণো নবাগত-
স্তস্মাদ্ভবান্ ধর্ম্মপ্রিয়ো ন সংশয়ঃ॥

(৭)

ক্ষিতেঃ পরং ভারতবর্ষমস্মাৎ
পূতং নবদ্বীপসুধামতস্মাৎ।
মায়াপুরং যত্র হি গৌরভূমি-
রিতীরিতং বৃদ্ধবুধৈশ্চ সদ্ভিঃ॥

(৮)

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাত্র পুরা বভূব
শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-প্রচার-কেন্দ্রম্।
বল্লালসেন-ক্ষিতিপ-স্থিতিশ্চ
প্রীতিঃ সদাতোঽত্র তবাস্তু যুক্তা॥

শ্রীধাম মায়াপুরপরবিদ্যাপীঠস্থিত
সচ্ছাত্রাধ্যাপকবৃন্দেন।
সপ্তত্রিংশদধিক ত্রয়োদশশতবঙ্গাব্দে
সৌর ফাল্গুনস্য তৃতীয় দিবসে।

[শ্রীধাম মায়াপুরে কমিসনার বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে বিল্বপুষ্করিণী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতাহরি কট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ও পঠিত]

শ্রীশ্রীহরিঃ পাতু নঃ

অভিনন্দনপত্রম্

মহামহিমাব্ধিত্রাশ্রেয়-সদ্গুণাশ্রয়, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ-রাজনীতি-শাস্ত্রার্ণবকর্ণধার-শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়স্য করকমলে—

যস্যাজ্ঞা ভারতেঽস্মিন্ স্বধিক-
গুণতয়া ব্রহ্মসমানং শিরোভিঃ।
ভূভৃৎসামন্তলোকৈঃ কিমচল-
সচলৈশ্চানুরাগৈঃ সুপূজ্যা॥
যস্য ভ্রূক্ষেপমাত্রাদ্ভয়বিকল-
মিদং ধর্ম্মরত্নৈকভূমিঃ।
শ্রীযুক্তো ডব্লিউ রবার্টসন্ আই-
সি, এস্ উদিতো বিশ্বসন্তোষহেতোঃ॥
জয়তি নৃপতিসারঃ প্রাপ্তসাম্রাজ্যভারঃ।
পরিগতমতিসারঃ সর্ব্বদেশপ্রচারঃ॥
কুমতিদলনদক্ষঃ ক্ষোভিতাসদ্বিপক্ষঃ।
কৃতজনগণরক্ষঃ ভ্রাজমানাত্মপক্ষঃ॥

বিল্বপুষ্করিণী-নিবাসিনা স্মৃতিরত্ন-স্মৃতি-তীর্থোপাধিক শ্রীঅমৃতাহরি দেবশর্ম্মণা সাদরং সমর্পিতম্।

দ্বিপঞ্চাশদধিকাষ্টাদশ সংখ্যক শকাব্দীয় সৌরফাল্গুনস্য নেত্রবাসরে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীব্যাস পূজা

মানব-সমাজের নিত্য কল্যাণপ্রদ সনাতন ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক ভগবদাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব। তাই সাত্বত সমাজ স্ব স্ব আচার্য্যের আবির্ভাব-বাসরে বর্ষে বর্ষে শ্রীব্যাসপূজা-যজ্ঞের আবাহন করিয়া থাকেন।

বিগত ২৪শে মাঘ শনিবার সেই পরম পবিত্র তিথি। এই মহাপুণ্য বাসরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত পথে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ-যজ্ঞ বিশেষ সমারোহের সহিত সমাহিত হইয়াছে। শ্রীমঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী মহাশয় সুললিত স্বরে শ্রীগুরুবন্দনামুখে ব্যাস-পূজা তত্ত্বের-বিশ্লেষণ করেন। জড়জাগতিক ভোগোপাদানসমূহ অথবা বাহ্য ব্যাকুলতা ও ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি মনোধর্ম্ম-সম্ভূত বিলাস-বৈচিত্র্যসমূহ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট নহে। তিনি বলেন, শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্তির বশ, মিছা ভক্তির বশ নহেন। শ্রীগুরুদেব সেই ভগবানের প্রকৃত সন্ধান-প্রদাতা—তাঁহারই অভিন্ন-প্রকাশ-

বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শুদ্ধভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

সমবেত সকলেই বেশ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজাতত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করেন। পরিশেষে মহাপ্রসাদের সম্মান রক্ষা করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত আচার্য্য
মঙ্গলাবাগ—কটক।
১০-২-৩১॥

শ্রীমদ্রগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীব্যাস-সরস্বতী-পূজা

ত্রিসন্ধ্যাপ্রভাতে শ্রীমাঘী-কৃষ্ণাপঞ্চমী—শ্রীশ্রীগুরুবাসর। শুদ্ধগৌড়ীয়গণের শ্রীমন্নিত্য নন্দাগমনে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব-তিথি। শ্রীমদ্রগৌড়ীয়মঠাধিপতি ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিশ্রাম নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বহু পূর্ব্ব হইতেই উচ্চ মধুরকণ্ঠে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। কীর্ত্তনধ্বনির উল্লাসে ভক্তগণের চিত্ত উল্লাসিত হইল। সকলেই শ্রীনামপ্রভুর সেবায় নিবিষ্ট হইয়া ভবভিন্ন ভক্তবর্গের প্রকটতিথির আগমনী গান করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু আচার্য্যপূজার আয়োজন-জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। যথা সময়ে পূজা-সম্ভার আহরণ করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ মঠে আগমন করিলেন। শ্রীপাদ জগদানন্দ বনচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুগণ স্থানীয় ভক্তগণসহ মন্দির পরিষ্কৃত, সজ্জিত ও অভ্যাগতগণের সৎকারের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সাহুকার পল্লীস্থিত গোবর্দ্ধননিবাস নামক গৃহের দ্বিতলের প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে (যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করিয়াছিলেন) উচ্চবেদী সুসজ্জিত হইল। তদুপরি পূর্ব্বান্তে ব্যাসাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আলেখ্যার্চ্চায় অবতীর্ণ হইলেন। পার্শ্বে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও তদূর্দ্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটিত হইলেন। ভক্তগণ উল্লাসভরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, স্বয়ং স্বামী বন মহোদয় ভক্তগণকে সুমধুরস্বরে ও দেবত-পারিষদে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সমলঙ্কৃত করিলেন। অগুরুগন্ধাদিচর্চ্চিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্তরে বাহিরে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিলেন।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্তগণ সমবেত হইলেন। শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায়ণ আয়ার বি, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সেল্ফগবর্ণমেণ্ট), শ্রীযুক্ত স্বামীনাথ আয়ার, শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও, শ্রীযুক্ত বাল সুব্রহ্মণ্য আয়ার, শ্রীমতী বিশালাক্ষী দেবী (সেক্রেটারী লেডিস্ এসোসিয়েসন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলাভক্তগণ উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুবন্দনামুখে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তৎপার্ষদবর্গের পূজা আরম্ভ হইল। মঠস্থ ও স্থানীয় ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীব্যাসসরস্বতীর শ্রীচরণতলে কীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ, পরে শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায়ণ, শ্রীবাল সুব্রহ্মণ্য ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু যথাক্রমে তেলেগু, সংস্কৃত, ইংরাজী ও গৌড়ভাষায় সুললিত কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলে, শ্রীযুক্ত শ্রীধর মহারাজ, পরতত্ত্ব-সন্ধানে শ্রৌতপন্থা ও তৎপ্রদর্শনকারী শ্রীব্যাসগুরুর আনুগত্যের অনন্ত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখে শ্রীব্যাসাভিন্ন সরস্বতী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পরিচয়স্বরূপে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগ ভক্তগণের অপ্রাকৃত অনুভূতিসিদ্ধ শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্যের প্রণামমন্ত্রের (নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায়......প্রচারিণে) ইংরাজি ভাষায় আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায়ণ ভক্তমহাশয় অশ্রুসিক্ত আবেগময়ী ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্ধানরূপ বহুবর্ষব্যাপী অশেষদুঃখের বিবর বর্ণনা করিয়া অবশেষে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাতে আশ্বাস ও সাফল্যের ভরসা জানাইয়া দরবিগলিত ধারে রোদন করিতে থাকেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে অশেষ দৈন্যোক্তি সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে তামিল ভাষায় আত্মনিবেদন করেন। এই সময় মাদ্রাজ-মহিলাসমিতির সম্পাদিকা বিদুষী ও ভক্তিমতী শ্রীমতী বিশালাক্ষী দেবী শ্রীগুরুদেবের অবতার ও অবস্থানে জগতে অশেষ কল্যাণের কথা উল্লেখ করিয়া, শ্রদ্ধাবান্ জীবশীর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ আবাহন করিয়া একটী পত্রী প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে গুরুগতপ্রাণ, ভক্তপ্রিয় গুরুগৌরাঙ্গের সেবাগ্রণী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সুমধুর ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠে সুবর্ণাম্বুজনয়াভির শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি অলৌকিকী লীলাবলী আলোচনা করিয়া কৃষ্ণশ্রেষ্ঠজন-কীর্ত্তনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন।

সরলপ্রাণ শ্রদ্ধাবান্ প্রবিষ্ট ভক্তগণ বিস্ময়-পুলকিতচিত্তে মদ্রদেশের আসন্ন সৌভাগ্যের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উল্লাসভরে সমস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাত্রি নয়ঘটিকায় বিচিত্র গৌড়ীয় মহাপ্রসাদ সম্মানাদির পর ভক্তগণ সকলে পুনর্মিলনের জন্য পরস্পর স্তুতিবাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শিক্ষালাভ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৯ সংখ্যার পর)

তখন গীতার শ্লোক স্মৃতিপটে উদিত হইল—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

অর্থাৎ বুদ্ধি দুই প্রকার—আত্মপ্রবণা ও বিষয়-প্রবণা। মায়ামুগ্ধ জীবসকল রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়াকৃষ্ট জীবগণ বিষয়ে শোকমোহাদি অনুভব করিলেও স্থিতপ্রজ্ঞগণ উদাসীন ভাবে ও যথোচিত নির্লিপ্তভাবে সেই সকল বিষয় স্বীকার করেন। নর্ত্তকী যেমন শিরোদেশে ঘটস্থাপন করিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী-সহকারে লোকমনোমোহকর নৃত্যগীতাদি করিলেও ঘটে মনঃসংযুক্ত রাখে, সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞগণও পররসে আকৃষ্ট থাকাতে অন্যরসের মধ্যে বিরাজ করিয়াও তদাকৃষ্ট হন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন-ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী কৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। আটদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকারস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থিতা। এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ—

১। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীধামে মায়াপুর।
২। সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া।
৩। গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা।
৪। মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্য—মাজিদা।
৫। কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।
৬। ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনাখ্য—রাহাতপুর।
৭। জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্য—জাননগর।
৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যাখ্য—মাউগাছি।
৯। রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য—রাহুপুর।

আগামী ১০ই ফাল্গুন (১৩৩৭), ইং ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) রবিবার হইতে নয়দিবসকাল শ্রীধামপরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌর জন্মস্থিটায় জন্মোৎসব হইবে। শ্রী পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন ভেট্-প্রথা নাই। এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে শয্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (আচার্য্যত্রিক)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ

দিল্লীতে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গতকল্য শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে বিশেষ সমারোহের সহিত ব্যাসপূজা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুদেবের চরিত্র ও প্রচার মহিমা প্রায় ২ ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সভাতে অনেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী পাঞ্জাবী কাশ্মিরী মাদ্রাজী ও বোম্বাই প্রদেশবাসী লোক সকল উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় সকলে জাতি বর্ণ-নির্বিশেষে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত জনগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বিঃ বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হই, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবন্ধুদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যাকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাঙ্গ
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲।
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সনাতন মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৹

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

লাটের সহিত গান্ধীর সাক্ষাৎ

লাটভবনে রাজকীয় অভ্যর্থনা—আলোচনা সম্বন্ধে নীরব

বেকার সমস্যার সমাধান

বড়লাটের সহিত সাপ্রু, জয়াকর ও শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ

পুলিশের সহিত ভীষণ দাঙ্গা

আনসারীর গৃহে বিপুল জন সমাগম

দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদ

ভগবৎসিং আপীল কমিটী—আবেদনে স্বাক্ষরে সকলের আগ্রহ

শোভাযাত্রায় গোলযোগ

নানা কথা

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ২—৩০ মিনিটের সময় বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা আরম্ভ হয়। এবং সন্ধ্যা ৬—১০ মিনিটে শেষ হয়।

মহাত্মা গান্ধীকে বেশ প্রফুল্ল দেখা যায়। লাট ভবনেই তিনি বলেন "আগামী কল্যও আমাদের আলোচনা চলিবে।" তাড়াতাড়ি প্রতিনিধিদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ডাঃ আনসারীর গৃহাভিমুখে বিশেষ ব্যস্ততার সহিত মোটরযানে রওনা হন।

লাটভবনে রাজকীয় অভ্যর্থনা

আলোচনা সম্বন্ধে নীরব

মহাত্মা গান্ধী আড়াইটার সময় লাটভবনে উপস্থিত হন। মন্ত্রীগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঠিক রাজকীয় ভাবে অভ্যর্থনা করেন। বড়লাটের সহিত তাঁহার যে দীর্ঘকাল আলোচনা হয় তাহা হইতে এই অনুমান হয় যে, আলোচনা একেবারে নৈরাশ্য জনক নহে।

মহাত্মা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহার করেন। তারপর সূতা কাটিতে কাটিতে তিনি মহিলাদের সহিত কথা কহেন—৭-১৫ মিনিটের সময় তিনি শ্রীযুত জি, ডি, বিরলা, সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এবং সার পুরুষোত্তম দাসের সহিত দেখা করিতে যান। সেখানে সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সংরক্ষণী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

বেকার সমস্যার সমাধান

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ গ্রেট বৃটেনের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী স্বতন্ত্র অর্থ ভাণ্ডার আছে। গবর্ণমেণ্টই ইহার পরিচালক। এই অর্থ-ভাণ্ডারের নামে গবর্ণমেণ্ট ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড ধার করিয়াছিলেন। সেই অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় অধিকতর অর্থ ধার করিবার অনুমতি চাহিয়া কমন্স সভায় এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড ধার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইতিমধ্যে মালিক সমিতি এবং শ্রমিক সমিতির সদস্যগণকে আহ্বান করিয়াছেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহাঁরা প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবেন। শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা এবং শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধান সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হইবে।

পুলিশ ও গ্রামবাসীর মধ্যে দাঙ্গা

এলাহাবাদ প্রতাপগড় জেলায় কাহলা গ্রামে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, পুলিশ গুলী ছুড়িয়াছিল। কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে পুলিশের কনষ্টেবলও আছে। কোন রাজনৈতিক সভাসমিতি হইতে এই ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বড়লাটের সহিত সাপ্রু, জয়াকর, শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর সহিত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

ডাঃ আনসারীর গৃহে বিপুল জনসমাগম

মহাত্মাজী শ্রীযুত রাজাগোপালচারি, মহাদেব দেশাই, মিস্ শ্লেড, পিয়ারীলাল এবং কস্তুরীবাই সহ ডাঃ আনসারীর বাংলায় অবস্থান করেন। শীতের রাত্রির তীব্র ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করিয়া বিরাট জনতা দিল্লী ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, ভীড়ের হাত এড়াইবার জন্য গান্ধীজীকে পথের মধ্যে এক ষ্টেশনে নামাইয়া লওয়া হইয়াছে তখন তাহারা ডাঃ আনসারীর গৃহের দিকে ছুটিল।

ডাঃ আনসারীর বিস্তৃত গৃহ-প্রাঙ্গণ সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল! কিন্তু কেহই তথাকার শান্তি এবং নিরবতা ভঙ্গ করিতে সাহস করে নাই। এই ভাবে এক ঘণ্টার উপর কাটিয়া যায়; তৎপর মহাত্মাজীকে গবাক্ষ পথে লইয়া আসা হয়। তাঁহার মুখে স্মিত হাস্য। তিনি তাঁহার সংখ্যাতীত ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সবিনয়ে গ্রহণ করিলেন। তবে জনতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোন বক্তৃতা দিতে রাজি হইলেন না। বর্ত্তমানে যে কাজে আসিয়াছেন তাহাতে যদি বাস্তবিক কিছু পাওয়া যায় তবে তিনি একটী জনসভায় বক্তৃতা দিবেন এরূপ ইচ্ছা নাকি ব্যক্ত করিয়াছেন।

মহাত্মাজী এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর মারফৎ বেলা দুইটায় সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ করেন।

শ্রীযুত শাস্ত্রী এবং জয়াকর পূর্ব্বেই মহাত্মাজীর সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করেন। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ডাঃ আনসারীর গৃহে অবস্থান করেন।

এখানকার সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় মহলেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভগৎসিং আপীল কমিটী
দিল্লীতে আবেদনে স্বাক্ষর করিতে লোকের আগ্রহ

ভগৎসিং আপীল কমিটীর কয়েকজন সভ্য দিল্লীতে গিয়া আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষর লইতেছেন। "মহিলা দিবস" উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা শেষ হইবামাত্র আবেদনে স্বাক্ষর করিবার জন্য আবালবৃদ্ধের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়।

গণ্টুর জিলা কংগ্রেস কমিটী

গনটুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহ সভাপতি শ্রীযুত অবনীগদ্দ [illegible] ও সম্পাদক শ্রীযুত ধরা সুব্রামাণিয়াম গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ধৃত হন। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারানুসারে তাঁহারা প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী গনটুর জেলা কংগ্রেস কমিটীর ৬ জন সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১১ জন সদস্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন।

স্থানীয় বিদেশী বস্ত্রের দোকানে প্রবল পিকেটিং হইতেছে। এই সম্পর্কে এ যাবৎ কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বস্ত্র ও সুতার আমদানীতে ৪৮ পারসেন্ট হ্রাস

মিল কর্ত্তৃপক্ষ সমিতি ১৯৩০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে বোম্বাইতে বস্ত্র ও সুতার আমদানীতে ৪৮ পারসেন্ট কম হইয়াছে।

অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বস্ত্রের আমদানী হইয়াছিল ৫৬০ কোটী পাউণ্ডের; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটী পাউণ্ড। সুতার আমদানী ১৯২৯ সালে হইয়াছে দুকোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের এবং আলোচ্যবর্ষে হইয়াছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানবর্ষে ভারতীয় মিলের অবস্থা খুবই ভালর দিকে যাইতেছে।

---

৫ জন আফ্রিদি দস্যু গ্রেপ্তার

জামরুদের পার্ব্বত্য প্রদেশের ৫ জন আফ্রিদি কিছুকাল ধরিয়া উৎমানে ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একদিন তিনটী গ্রামের লোক তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে। ৪ ঘণ্টা উভয় পক্ষের গুলী চলার পর পেশোয়ার হইতে পুলিশ আসিয়া পড়ে। তখন আফ্রিদিরা আত্মসমর্পণ করে। তাহাদের সঙ্গে অনেক বন্দুক, ছোরা ও বারুদ ছিল, সবই ধরা পড়িয়াছে।

দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদ
রেল বাজেট উপস্থাপিত

রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবার সময় মিঃ টি, জি, রাসেল ৪০ মিনিট রাষ্ট্রীয় পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্যার দিনশা ওয়াচা, রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া ও মিঃ রাসেল শপথ গ্রহণ করেন। সভাপতি বলেন, বড়লাটের নির্দ্দেশ মত ২১শে ফেব্রুয়ারী রেলবাজেট সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা হইবে।

পাঞ্জাব ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংস্কার বিল আলোচনার জন্য হোম সেক্রেটারী প্রস্তাব করেন। উহা ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। কোন বক্তৃতা না হওয়াই ঐ বিল পাশ হইয়াছে।

শিক্ষা সেক্রেটারীর প্রস্তাব মত পরিষদ এমিগ্রেসান ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীতে ৪ জন সদস্য নির্ব্বাচন করেন।

রোড ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর ৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন নির্ব্বাচনের পরই সভা আগামী কল্য পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়—নির্ব্বাচিত সদস্যের নাম (১) মিঃ হোসেন ইমাম (২) মিঃ মিলার ও (৩) মিঃ এস, সি, ঘোষ মৌলিক।

বর্ম্মী সিগারেটের উপর কর

গত রবিবারে শোয়েদাগন প্যাগোডায় বর্ম্মাদের এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ ইউ, নগিণদা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ম্মী সিগারেটের উপর কর ধার্য্য করার প্রতিবাদ করিবার জন্য এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে ১ বৎসরের মধ্যে কেহ কোন বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিবেন না; আরও একটা প্রস্তাবে সকলকে অনুরোধ করা হয় যে কেহ যেন কোন বিদেশী খাদ্যের দোকান হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ না করেন। সভায় অর্ডিন্যান্স বিলের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা দেখিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে হত্যার ষড়যন্ত্র

১৪ই ফেব্রুয়ারী ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার যোশেফ অগাষ্টাস মং গাই ব্রহ্ম ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল উপস্থিত করিবার সময় বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশের সকল মন্ত্রীকে ও যাহারা ভারত হইতে ব্রহ্মকে পৃথক করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইয়াছে বলিয়া সরকার জানিতে পারিয়াছেন।

ব্রহ্ম হইতে গোলটেবিল বৈঠকে যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নেতা ইউ, বে, পা'র পত্নী ৩০টি পৃথক স্থান হইতে খবর পাইয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করা মাত্রই তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে।

বাঙ্গলার বিপ্লববাদী দল এই ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহারা সম্প্রতি ব্রহ্মে আসিয়া কাজ করিতেছেন ও তাহাদের চেষ্টাতেই থারাবাড়িতে বিদ্রোহ হইয়াছে।

মদ পোড়াইবার অভিযোগ
কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী

প্রকাশ, মদ পোড়াইবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারানুযায়ী ডাঃ শুকুমার বসু, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষ এবং টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত পরেশ নাথ সান্যালের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার করিবার ওয়ারেন্ট জারী করা হইয়াছে। তাঁহারা জামিনে মুক্ত আছেন। মামলার অপর দুই জন আসামী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নিয়োগী, এবং অমিয়কুমার রায়, ঢাকা জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। বিচারার্থ তাঁহাদিগকে টাঙ্গাইলে আনয়ন করা হইবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারানুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর পরেশ বাবু সম্প্রতি কারামুক্তি লাভ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

এডভোকেটের বাড়ীতে চুরী
তিন হাজার টাকা অপহৃত

প্রকাশ, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট অধ্যাপক দেব প্রসাদ ঘোষের ৫৭ বি সারকুলার রোডস্থ ভবন হইতে শশী নাম্নী জনৈকা চাকরাণী, পাচক বিশ্বনাথের সাহায্যে অনুমান তিনহাজার টাকা মূল্যের নগদ টাকাকড়ি ও গহনাপত্র লইয়া উধাও হইয়াছে। সুকীয়া ষ্ট্রীট পুলিশ থানায় খবর দেওয়া হইলে পর উক্ত থানায় পুলিশ কর্ম্মচারী ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্ণিয়ায় কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার

পূর্ণিয়ার বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অনুপলাল মেটা সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারানুসারে গত রবিবার গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গত ১৫ই তারিখ কয়বেসগঞ্জে ২২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৭ জনকে পূর্ণিয়া জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শোভাযাত্রার গোলযোগ

প্রকাশ, ফুলপুর তহশীলের অন্তর্গত এক গ্রামে কোন শোভাযাত্রা সম্পর্কে পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালাইয়াছে ও ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছে। লোকক্ষয় বা বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব

স্থান—গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয় দিবসে নবদ্বীপের নয়টীদ্বীপে পরিক্রমা হইবে। তৎপরে ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন হইবে।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ব্যতীত আরও আটটী দ্বীপ আছে। সমগ্র নবদ্বীপের পরিধি ৩২ মাইল। এই নবদ্বীপধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীগৌর-বিহিত-কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিকথা, বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

একদ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমন করিতে বা বিছানাপত্রাদি লইয়া যাইতে যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় বা চিন্তা নাই।

অনন্যভজন

আমরা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইতে হইলে অনন্যভজনশীল হইতে হইবে। কৃষ্ণসেবায় সতত যুক্ত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আর মায়িক আসক্তিটুকুও ছাড়িব না বা ছাড়িতে পারিব না—এরূপ "দুই না'য়ে পা দেওয়া" অবস্থায় কখনই কৃষ্ণভজন হইতে পারে না। পশ্চিম-দিকে গমনশীল ব্যক্তি কখনও পূর্ব্বমুখে আসিতে পারে না।

অনেককে আক্ষেপের সহিত বলিতে শুনিয়াছি,—আমি কতদিন ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেছি, কতকাল সাধুসঙ্গ করিলাম, কিন্তু কই কৃষ্ণকৃপা ত' পাইলাম না? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, আমরা কৃষ্ণসেবাকে আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য [illegible] পারি না বলিয়াই দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনেও কোন ফল দেখিতে পাই না। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা মায়াতে অভি-নিবিষ্ট থাকিব, ততদিন মায়াপিশাচী বিবিধ কুহক-জাল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবে।

আমাদের প্রয়োজন কি, তাহা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত ভজন হয় না। আমরা সাধুসঙ্গফলে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণপ্রেমাই আমাদের প্রয়োজন, আর কিছু প্রয়োজন থাকিতে পারে না। আমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি, ইহা অর্থদ, কিন্তু অনিত্য; কাজেই কাল বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্তির উপায় যে ভক্তি, তাহার অনুশীলনে যত্নবান্ হইব। যদি কাহারও কাপড়ে আগুন লাগে, তাহা হইলে সে কি তাহা না নিবাইয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে? আমরাও যখন বুঝিতে পারিব যে, মায়া আমাদিগকে এসংসারে বিবিধ দুঃখ প্রদান করিতেছে, মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি-লাভের একমাত্র উপায়—কৃষ্ণে শরণাগতি, তখনই আমাদের তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধ হইবে। তাহা না করিয়া আমরা যদি পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, ভ্রাতৃসেবা, পত্নীসেবা বা আর কিছুর সেবাকে 'বড়' মনে করিয়া সেই সেবাতেই অধিক অভিনিবেশ প্রদান করি, কিন্তু মনে মনে এ ধারণাটুকু আছে যে, কৃষ্ণভজনও করিতে হইবে, নতুবা যমদণ্ড হইবে,—এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি অধিক সময় আমাদের উপরিউক্ত সেবায় নিযুক্ত করি এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া অথবা অবসর-সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে চেষ্টাযুক্ত হই, তাহা হইলে সে সময়টুকুও মায়ার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণেই অতিবাহিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভজনকেই যদি আমরা বড় এবং মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন বাধাবিঘ্ন আমাদিগের কোন অসুবিধা জন্মাইতে পারে না; বরং সবই অনুকূল হইয়া যায়। গীতাবাক্যে জানা যায়—

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
> প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
> মামুপযান্তি তে॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাক্য—যাঁহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে চেষ্টান্বিত হইবেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে তৎপ্রাপ্তির বুদ্ধি-যোগ প্রেরণ করিবেন, যাহার দ্বারা কোন বাধা বিঘ্নই কোন প্রকার অসুবিধা ঘটাইতে পারিবে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, "সতত যুক্ত" হওয়া চাই। মায়া-পিশাচী চারিদিকে এরূপ কড়া পাহারা লাগাইয়া রাখিয়াছে যে, যদি আমাদের একটুকুও ফাঁক দেখিতে পায়, তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। সেই জন্য পরম দয়ালু গুরুবৈষ্ণব-গণ আমাদিগকে সর্ব্বদা তাঁহাদের শ্রীপাদ-পদ্মের সুরক্ষিত আশ্রয়ে রাখিতে চান। কিন্তু যখনই আমাদের কিছুমাত্র বিষয়াভি-নিবেশ আসিয়া পড়ে, আমরা তখনই মনে করি, তাঁহারা আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন—আমার মনে মনে যে গলদ টুকু আছে, তাহা ধরিয়া ফেলিয়া ঔষধ প্রদানের দ্বারা উহা বিনাশ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইবে না। ঐ ঔষধটুকু আমি গ্রহণ করি না। আমার যে 'অন্য ভজন'-চেষ্টা, তাঁহারা উহাতে ইন্ধন প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি বেশ বিনীত, শান্ত, শিষ্ট হইয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিব।

জানি না, ভগবান্ কবে আমাদের ঐ সমস্ত ব্যাধি দূর করিয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে টানিয়া লইবেন। কবে আমরা বলিতে পারিব,—

> ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
> তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥

নবীন আখড়ায় নবীন মত!

অবতারবাদের নবীন আখড়ায় বলাই শর্ম্মা মুগুর ভাঁজায় 'নবব্রাহ্মণোদয়'-বিচারটী তাঁহার মস্তিষ্কে নবাবিষ্কৃত বলিতে হইবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগেই বৃত্তব্রাহ্মণগণের কথা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের কার্য্যগুলি শাস্ত্র-সম্মত, তথাপি হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি-পর কুসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ উহাতে বাদপ্রতিবাদ করিয়া থাকেন? শ্রীব্যাস, বিশ্বামিত্র, [illegible] ব্রাহ্মণগণ, বসিষ্ঠ-তনয় বিপ্রগণ কেবলমাত্র তথাকথিত শৌক্র অবলম্বন করেন নাই, একথা নবীন অবতার-বাদের আখড়ায় আলোচনা না হওয়ায় সাহিত্যসম্বর্দ্ধনা-মুখে যে তাণ্ডবনৃত্য, তাহার ঔষধ সহস্রবর্ষপূর্ব্বলিখিত আগমগ্রন্থগুলি সুষ্ঠুভাবে বলিয়াছেন। আমরা উহাই পুনরায় উচ্চারণ করিয়া বলি—

"তত্রাপি অজ্ঞানমেব অপরাধ্যস্তি, ন পুনরায়ুষ্মতো দোষঃ।"

সুতরাং বলাই শর্ম্মার আর মাথা ঘামাইতে হইবে না। নিজের চরকায় তৈল প্রদান করিলেই সুফল ফলিবে। নতুবা চাণক্য-কথিত '* * ন আরম্ভে' পদের বিষয়ীভূত হইতে হইবে। কলিকাল, এখন সেজন্য ধর্ম্মের প্রতিকূল বিচারই অবতারবাদের নবীন আখড়ায় আদৃত হইতেছে।

মিথ্যা পদে পদে অপদস্থ

প্রেসিডেন্সীবিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর যে সময়ে নবদ্বীপের মিউনিসিপাল অফিস পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, সেই রবিবার বেলা ১০॥০টার সময় দুরভিসন্ধিমূলে নটবর দত্ত এবং ব্রজমোহন দাস বৈরাগী তথাকার চেয়ারম্যান শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের যোগে কমিশনার বাহাদুরের নিকট তাহাদিগের অবৈধ পুঁজিপাটা লইয়া উপস্থিত হইয়া-ছিল তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই কমি-শনার বাহাদুর উহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ঐসকল মিথ্যা ও অপ্রামাণিক কথা লইয়া সময়াতিপাত করিতে দেন নাই ও তাহাদিগের কাগজপত্র অপসারিত করিবার আদেশ দেন।

আজ কয়েক বৎসর হইতে এই [illegible] কারিগণ নানাপ্রকারে মিথ্যা কথা লইয়া সকল কৃতিপুরুষগণের সময় নষ্ট করিতেছে, তাহার একটা প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। লোকের সময়ের উপর অযথা আক্রমণ করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় জানিয়াও কতিপয় অবৈধ অর্থসংগ্রহকারী মিথ্যা কথা লইয়া যে সাধারণের সময় নষ্ট করান, তজ্জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ [illegible] পুনঃ পুনঃ অবৈধ কার্য্যের ব্যাপদেশে [illegible] অর্থসংগ্রহ স্পৃহা, উহা 'ক্ষতি [illegible]' অন্তর্গত।

মুদিয়ালী হরিসভায় ভারতী মহারাজ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কলিকাতার সন্নিকটস্থ গার্ডেনরীচের অন্তর্গত মুদিয়ালী একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। এই গ্রামে প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত 'মুদিয়ালী হরিসভা' নামে একটী হরিসভা আছে এবং সেখানে প্রত্যেক রবিবারে ভাগবত পাঠকের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করান হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের কথা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া সভার সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনৈক উদ্যোগী সভ্য শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ তাঁহাদের হরিসভাতে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে আহ্বান করায় উক্ত মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৭শে মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হন। সভার বিস্তীর্ণ হলটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ শ্রোতৃবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয় 'গৃহীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করিলে স্বামিজী অতি প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর গবেষণাময়ী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সেই সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। 'গৃহী' কে, তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন যে, যাহার গৃহ আছে, যিনি ভার্য্যাগ্রহণ করিয়াছেন অথবা যিনি এই ত্রিধাতুক স্থূল শরীর ধারণ করিয়াছেন, তিনিই 'গৃহী' শব্দের লক্ষিতব্য বস্তু। এইরূপ গৃহীর স্বরূপ কি এবং তাহার সহিত বিশ্বকর্ত্তা ভগবানের সম্বন্ধই বা কি এবং এইরূপ ত্রিতাপময় গৃহের সম্বন্ধ হইতে গৃহী কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলে তিনি সুষ্ঠু বিচার প্রদর্শন করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ গৃহীর পক্ষে বিবাহের উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। সংসারে নিজ নিজ কামেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বা পুত্র কন্যা উৎপন্ন করিয়া সংসার বিস্তার পূর্ব্বক সংসার-সুখ ভোগ করিবার জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা, এইটাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"—এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়া দেন যে বিবাহের উদ্দেশ্য নিজেন্দ্রিয়তর্পণ নহে। জীবের কামপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কামুকব্যক্তিগণের সেই স্বাভাবিকী কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে শাস্ত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং জীবকে যথেচ্ছাচারিতারূপ পশুধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

তারপর স্বামিজী মহারাজ জীবের গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধারের উপায় সাত্বত শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন এবং বলেন যে, এই কলিযুগে, 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' এই শাস্ত্র-বচনানুসারে, একমাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই জীব নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিতে সক্ষম, অন্য উপায়ে নহে। অন্যান্য যুগে অন্যান্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা থাকিলেও, কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তনই জীবের পরম ধর্ম্ম। তাই তিনি মহাজন-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গকে জানাইয়া দিলেন যে, নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ অতএব "কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

আচারবান্ প্রচারকের মুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত শ্রোতৃবর্গ চিত্রাপিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে কর্ণদ্বারে হরিকথামৃত পান করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ ভাগবত পাঠকের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেও এইরূপ শুদ্ধভক্তির কথা নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট কোন দিন শ্রবণ করিবার তাঁহাদের সৌভাগ্য না হওয়ায় তাঁহারা উপর্য্যুপরি আরও ২।৪ দিবস তাঁহাদিগকে হরিকথামৃত প্রদানে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বামিজী মহারাজের নিকট অত্যন্ত আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজও তাঁহাদের আর্ত্তিদর্শনে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে মণিবাবু ও যুগল বাবুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে মিঃ সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি,এ মহাশয়ের

অভিভাষণ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া এবং শ্রীধরস্বামীর উচ্চারিত প্রথম শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণস্বামী এই মহোৎসববাসরে দাক্ষিণাত্যের ভাষা উপায়ন-স্বরূপে উপস্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার প্রিয়বন্ধুবর্গকে তামিল ভাষায় কয়েকটী কথা বলিবার প্রথম উদ্যম করিলেন।

মহারাজ উত্তানপাদের প্রথমা পত্নীর (সুনীতি দেবীর) গর্ভজাত পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব, মহারাজের দ্বিতীয়া পত্নী (সুরুচি দেবী), কর্ত্তৃক পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট হইতে নিষিদ্ধ হইয়া তাঁহার ও তাঁহার মাতার শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিলেন এবং পিতৃক্রোড়ে উপবেশন ও পার্থিব আনন্দোপভোগের অভিপ্রায়ে তপস্যাচরণের জন্য দ্রুতবেগে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নারদ গোস্বামী তাঁহার প্রতি অপার স্নেহার্দ্র হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বালকের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণানুসন্ধানপ্রবৃত্তিরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। তৎফলে ধ্রুব যে কেবলমাত্র জগতের আনন্দের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর নিত্য অপ্রাকৃত আনন্দও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বালক প্রহ্লাদেরও জীবনে দেখা যায়, শ্রীল নারদ গোস্বামী তাঁহার প্রতি অপরিসীম স্নেহ-বশতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যে হরিনামসংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবার ফলে তিনি তাঁহার ক্রীড়া-সহচরগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত পিতার নির্ম্মম নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

জগৎ যাহা দিতে পারে, তাহার সমস্ত লাভ করা সত্ত্বেও মানব তাহার যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, অথবা তাহার প্রকৃতপক্ষে কিসের অভাব তাহাও সে বুঝিতে পারে না। অথচ সে সর্ব্বদাই যেন কিসের একটা অভাব অনুভব করে। মানুষ তাহার নিজের কোন প্রাকৃত যোগ্যতা দ্বারা এই অভাব পরিপূরণে সমর্থ নহে, শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আত্মার স্বাভাবিকী রতিই সেই অভাবের পরিপূরক। শ্রীভগবানই জীবের সেই অব্যক্ত অভাব দূর করেন। স্বয়ং গোপরাজতনয় পরাৎপর গুরুরূপে কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ আদর্শদ্বারা জগজ্জীবকে ভক্তিপথ প্রদর্শন করেন। যখন কাহারও তাঁহার প্রদর্শিত সেই পথের একটী কটাক্ষ মাত্রও দর্শনের এবং তদনুসরণের সৌভাগ্য লাভ হয়, তখন শ্রীভগবানের আর আনন্দের অবধি থাকে না, যেন তাঁহাকে কত সেবাই না করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জীবের অত্যল্প সেবাকেও বহুমানন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তিই সেই পথটী হইতেছে—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। যে সকল মহাত্মা সেই শ্রীনাম-প্রচারার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তিরোহিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই হরিনামসঙ্কীর্ত্তনকেই জীবের একমাত্র উদ্ধারোপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই হরিকীর্ত্তনের জন্য লৌল্যই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ইহাও সেই শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে লাভ হইয়া থাকে। যে মহাপুরুষ বর্ত্তমানে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার এবং তাঁহার নিজজন—এই স্বামিজী মহারাজগণের ন্যায় যাঁহাদিগকে আজ আমরা আমাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নিষ্কপট সঙ্গপ্রভাবেই আমরা সেই পথ অবগত হইতে পারিব। শ্রীভগবানের নিজজনগণ আমাদিগকে আজ শ্রীভগবান্‌কে পাইবার পথে স্থাপন করুন এবং আমরা আমাদের যে অভাবের প্রকৃতি আদৌ বুঝিতে পারি না, সেই চিরায়ুভূত অভাবের নিত্যকালের জন্য পরিপূর্ত্তির দিকে আমাদিগকে লইয়া যান।

অনৈক দীনভৃত্য
সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে ব্যাসপূজাবসরে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে যে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অপরাহ্ণ ৫—৫-১৫—সেবকবৃন্দের গুর্ব্বষ্টক গান (সংস্কৃত ভাষায়)।

,, ৫-১৫—৫-৩০—জগদানন্দ প্রভুর প্রার্থনা-গীত (বঙ্গভাষায়)।

,, ৫-৩০—৫-৪০—M. R. Ry পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি, এল মহোদয়ের সংস্কৃত অভিভাষণ পাঠ।

,, ৫-৪০—৫-৫০—শ্রীমান্ বাল সুব্রহ্মণ্যের ইংরাজী ভাষায় 'মাই ডিভাইন মাষ্টার" নামক অভিভাষণ পাঠ।

,, ৫-৫০—৬—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজের হিন্দী অভিভাষণ পাঠ।

সায়াহ্ন ৬—৬-১৫—M. R. Ry পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ,বি, এল,মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ পাঠ।

,, ৬-১৫—৬-২০—শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভুর বঙ্গভাষায় অভিভাষণ পাঠ।

,, ৬-২০—৬-৪৫—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা।

,, ৬-৪৫—৭—M. R. Ry সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, লোকাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ পাঠ।

,, ৭—৮—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা।

রাত্রি ৮—৮-৩০—শ্রীভগবৎপ্রসাদবিতরণ।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। রাজমাত্রিকা অপসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক
৩৩। অমৃতক ০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ টক্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইসোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ভয় সমালোচক' অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, তন্ত্র, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়; এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীগুরুর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-উত্থান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সম্প্রতি একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ভক্তিবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ যাদবিকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুভক্তি অধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদনদাস অধিকারী, সেবাদাস শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র —

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌড়-সম্রাটপূজ্য সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে -গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেস্টিংস রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত। ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবতারবাদের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশানাদ্বয়, অদ্বৈতবাদী গুরু ও ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় পৃথক প্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় পরিবিষয় এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

রেক্সিন বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ॥৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রেস [illegible] হইতে—ডাঃ সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ— —
নবদ্বীপ

Reg No 15,C44

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সংবাদ মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible]ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৭, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

আন্সারী গৃহে নেতৃবৈঠক

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা

গান্ধী-আরউইন আলোচনা

মোটর দুর্ঘটনা—স্কুল ছাত্রীদল আহত

পোষ্টমাষ্টার খুনের চেষ্টা

পিকেটিংএ ১৫০ জন গ্রেপ্তার ও ৪০ জন আহত

পুত্রহত্যার অভিযোগ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অভিনন্দন

নূতন শাসন-তন্ত্র সংগঠন

ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসী স্থগিদ্ রাখার আবেদন

নানা কথা

লাটের সহিত শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা

১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা পৌনে ২টার সময় গান্ধীজি শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ ও শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলাকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার আন্সারীর বাটী হইতে লাটপ্রাসাদে যাত্রা করেন। গান্ধীজীর বাঙ্গলোর সম্মুখে বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিল—অনেকে ভোর সাড়ে ৪টার সময় তথায় আগমন করিয়াছিল। গান্ধীজী মহিলাদের লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—যাহারা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন, তাহারা হাত তুলুন। প্রায় সকলেই হাত তুলেন। মহাত্মাজী আনন্দিত হইয়া বলেন—এখন চলিয়া গিয়া সুতা কাটিতে পারেন।

গান্ধীজীর যাইবার সামান্য পূর্ব্বে একজন সদস্যকে জিজ্ঞাসা করা হয় "গত কল্যকার অপেক্ষা অদ্যকার অবস্থা আশাপ্রদ কি না?"

তিনি বলেন—"আজ বেলা ৫টায় আপনারা শেষ খবর পাইবেন।"

প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন—"শেষ খবর? আলোচনা কি বন্ধ হইয়া যাইবে?"

তিনি বলেন—"না আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি, আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা সত্বর অবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং মনে হয়, খুব শীঘ্রই শেষ মীমাংসা হইবে

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর দ্বিতীয় দিন সাক্ষাৎ

১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ২—৩০ মিনিটের সময় গান্ধীজীর আরউইনের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং ৫—১০ মিনিটের সময় উহা শেষ হয়।

মহাত্মা গান্ধীকে প্রফুল্ল দেখা যায়। তিনি বলেন, "সমস্যাগুলি এখনও শূন্যে ঝুলিতেছে। আমি আর আগামী কল্য আসিব না—ইহা নিশ্চয়, ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারিব না।"

গান্ধীজী অবিলম্বে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিবেন। তৎপর কয়েক দিনের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি পুনরায় বড়লাটের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

রাজনৈতিক মহলের মত এই যে, আপাততঃ আলোচনার এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত নহে, এবং আরও কথাবার্ত্তা আদান প্রদান বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ এখানে আগমন করিয়াছেন।

আন্সারী গৃহে নেতৃবৈঠক

সারাদিন আলোচনা

মহাত্মা গান্ধী গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা হইতে শ্রীযুত বিরলার বাটীতে ছিলেন—তিনি মধ্য রাত্রিতে আন্সারীর বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। বণিক্ প্রতিনিধিদিগের সহিত সেখানে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল।

১৮ ফেব্রুয়ারী সকালে শ্রীযুত শাস্ত্রী, জয়াকর ও সাপ্রু আন্সার গান্ধীজির সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন সার তেজবাহাদুরের বেলা পৌনে ১২টায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের কথা থাকায় তিনি আলোচনার মধ্যেই সভা ত্যাগ করেন।

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক ডাক্তার আন্সারীর বাড়ী যাইতেছেন—আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত কয়েক জন মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

পোষ্টমাষ্টার খুনের চেষ্টা

মদনপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ মারঙ্গগুদা পোষ্ট আফিসের কেরাণী আবদুল ছাকিম অস্থায়ী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত মন্মথ নাথ ভাদুড়ীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত হয়। মিঃ এস, সেসানটির বিচারে তাহার প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভগৎসিং প্রভৃতির সহিত সাক্ষাতে এডভোকেটকে অনুমতি দান

গত শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজ গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এডভোকেট শ্রীযুক্ত মেটা ও শ্রীযুক্ত অমর নাথকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃ ঐ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ফাঁসী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রীদল আহত

১৮ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা এলগিন রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জগন্ধাত্রী স্কুলের একখানা বাস মেয়েদের নিয়া যখন পূর্ণবেগে যাইতেছিল তখন একখানা গাড়ীর সহিত উক্ত বাসের সংঘর্ষ ঘটে। গাড়ীতে কয়েকটি বালক বালিকাও ছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ২০ জন স্কুল-ছাত্রী আহত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেকের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছে।

পুত্র হত্যার অভিযোগ

অবলা নাথ বানার্জ্জি তাহার পুত্র কালীচরণ বানার্জ্জিকে (বি, এস্-সি ক্লাসের ছাত্র) হত্যা করিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে বিচারককে জানান হয় যে, আসামীর জনৈক আত্মীয় এক মতে এক হলফনামা করিয়াছে যে, আসামীর মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ নহে; কাজেই তাহাকে যেন উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

বিচারক অবলানাথ বানার্জ্জিকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন আগামী ২রা মার্চ্চ মামলার শুনানী হইবে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অভিনন্দন

অষ্টাদশমাস ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কারা-দণ্ড ভোগের পর প্রত্যাবর্ত্তন করায় বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ের বোম্বাই গমন

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মেসার্স মথুরা দাস ত্রিকমজী, এবং লাল চাঁদ হীরা চাঁদ প্রভৃতি ১৭ই ফেব্রুয়ারী বোম্বে পৌঁছিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভ ভাই বেশ প্রফুল্ল আছেন।

প্রকাশ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন বসিতে পারে।

মাদ্রাজে পিকেটিং কতিপয় দোকান বন্ধ

গোডাউন ষ্ট্রীটের বিদেশী বস্ত্রের দোকান সমূহ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হওয়ার পর মঙ্গলবার রতনবাজারস্থ ও চীনা বাজারে খুচরা বিক্রয়ের কতকগুলি দোকান বন্ধ হইয়াছে। অপরাহ্ণে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ রতনবাজারের অন্যান্য দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করে, কিন্তু পুলিশ কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ হয়।

স্বেচ্ছাসেবক আহত

গত সোমবার অপরাহ্ণে পুলিশ কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ হইবার সময়ে কতিপয় স্বেচ্ছা-সেবক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ কংগ্রেস হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ডাঃ রামরাও কংগ্রেস হাসপাতালে ২ হাজার ৪৩ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

শ্রমিক দলের সভা

কমন্স সভায় রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃক উত্থাপন ভৎসনার প্রস্তাবের উত্তরে মিঃ স্নোডেন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে পার্লামেন্টের অন্তর্গত কোন কোন শ্রমিক সদস্যের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হইয়াছে। এই ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রমিক দলের এক সভায় মিঃ স্নোডেন বক্তৃতা করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।

মিঃ স্নোডেন বলেন, আমার মনে হয় যে, এবারকার বাজেটে চারি কোটী হইতে ৫ কোটী পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে! ইহার প্রতিকারকল্পে যদি ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ট্যাক্সের পরিমাণ কম হইবে না এবং তাহা জনসাধারণের মনঃপূত হইবে না।

অতঃপর তিনি 'স্বার্থত্যাগের' কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বেতন হ্রাস করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। সেই অভিপ্রায় লইয়া আমি সেদিন বক্তৃতা করি নাই আমার বক্তৃতা এই যে, সাময়িকভাবে সামাজিক উন্নতি-বিধানের সমস্ত ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে হইবে।

মদের দোকানের নীলামে পিকেটিং ১৫০ জন গ্রেপ্তার ও ৪০ জন আহত

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মদের দোকানে নীলামে প্রায় দুই শত সেবিকা ও বানর-সেনা পিকেটিং করে; প্রকাশ, তন্মধ্যে প্রায় ১৫০ জন গ্রেপ্তার এবং লাঠির আঘাতে প্রায় ৪০ জন আহত হয় স্বেচ্ছা-সেবকদের ক্যাপ্টেন মগনলাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

আদমসুমারী বর্জ্জনের উদ্যম আমেদাবাদে ধরপাকড়

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আদমসুমারীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী অনেক রাত্রে বাড়ীর নম্বর ফুলিয়া ফেলার জন্য বানরসেনার অন্ধ্রাজে আটজন সভ্য ও সেক্রেটারী ধৃত হইয়াছেন।

ঐ দিন রাত্রে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ওয়ার্ড কংগ্রেসের সেক্রেটারী ও একজন স্বেচ্ছাসেবক ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে ধৃত হইয়াছেন।

পুলিশ রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছে এবং যখনি কোন সেন্সাস কর্ম্মচারী সাহায্য চাহিতেছে, তখনি সাহায্য করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব হয় নাই।

নূতন শাসন তন্ত্র সংগঠন

১৭ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে সার জর্জ রেণী রেলওয়ে বাজেটের একটি বর্ণনা প্রদান করেন। ইহাতে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া যায়।

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, সার কোয়াসজি জাহাঙ্গীর, সার আব্দুল কোয়াস এবং মিঃ এ, এম, কেম্যান শপথ গ্রহণ করিলে; চারিদিক হইতে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হয়।

'সিলেট ক্রনিকেল' বন্ধ

'সিলেট ক্রনিকেল পত্রের নিকট সরকার প্রেস আইন অনুসারে যে জামীন দাবী করিয়াছিলেন, তাহা না দিয়া উক্ত পত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডনের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, গোলটেবিল বৈঠকের কাজের উপর নির্ভর করিয়া যে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব পরিষদে আনা হইবে তাহাতে পরিষদের দাবীর উল্লেখ করিবার জন্য সার হরি সিং গৌর এবং সার আব্দার রহিম শীঘ্রই জাতীয় ও স্বাধীনদলের একত্রে এক সভা আহ্বানের কল্পনা করিতেছেন।

ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসী স্থগিত রাখার আবেদন

ভগৎসিং শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসী কয়েকদিন স্থগিত রাখিবার জন্য আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ শ্যামলাল স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের নিকট যে আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী সেই সম্পর্কে তাঁহাকে সওয়াল করিতে হইয়াছে, তিনি বলেন, অন্ততঃ ন্যায়বিচারের দিক হইতে ট্রাইবুন্যালের কমিশনারগণের কর্ত্তব্য উপরি উক্ত তিন জনের প্রতি যে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, তাহা স্থগিত রাখিয়া এই মামলায় তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পাবলিক প্রসিকিউটার বলেন, অবিলম্বেই ভগৎ সিং ও অন্য আসামী ২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। একজন লোকের স্বাভাবিক মৃত্যু হইলেও তো আসামী কিম্বা বাদী তাহার সাক্ষ্যের সাহায্য পাইতে পারে না সেই রকম ভগৎ সিং প্রমুখ আসামীদিগের প্রতিও ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। এই ফাঁসী স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ট্রাইবুন্যালের নাই।

অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলিলে ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিরা বলেন, ফাঁসীর হুকুম স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কাজেই আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা এই আবেদন পত্রখানি প্রাদেশিক সরকারের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি এই সময় দুইজন আসামী বিচারপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সরকারকে ইহাও জানাইবেন, এই মামলায় ভগৎ সিং প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হইলে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিব না, তাহাতে প্রেসিডেন্ট বলেন সরকারকে ভয় দেখাইয়া, বিচলিত করা যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—::—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় আহ্বান

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তারে গলায় বান্ধিল॥"
নিত্যসিদ্ধ-দেহ-জ্ঞান অজ্ঞানে হরিল।
স্থূল লিঙ্গ দেহদ্বয়ে আত্মবোধ কৈল॥
'ইন্দ্রিয়-সেবন' হৈল আপনার ধর্ম্ম।
ভোগ-অনুকূলে সদা করে সব কর্ম্ম॥
কৃতকর্ম্ম জীবে গলে হাতেতে বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দেয়ত ফেলিয়া॥
কভু উচ্চ, কভু নীচ যোনিতে ঘুরায়।
হইয়া মায়ার দাস পার নাহি পায়॥
দেখিয়া দুর্গতি জীবের কৃষ্ণ দয়াময়।
আপনার জনে তবে পাঠান ধরায়॥
কৃপা করি কৃষ্ণজন কহে অকাতরে।
শুনহ প্রভুর কথা—দুঃখ যাবে দূরে॥
তোমারে 'তারিতে তব প্রভু অবতরি'।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম দিলা বিশ্ব ভরি'॥
নিজনাম, নিজধাম, নিজভক্তসঙ্গে।
নিজকাম সাধিবারে বুলে কত রঙ্গে॥
আপনে আপন-সেবা করেন প্রচার।
সেবাধর্ম্ম শিখাইতে করিয়া আচার॥
হওয়া সকল জীবের সেব্য কলেবর।
নিজনাম সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর॥
হেন দয়াময় দাতা গৌর-নিত্যানন্দ।
ভজহ সকলে ভাই পাইবে আনন্দ॥
আনন্দ-নন্দন তুমি আপনা ভুলিয়া।
নিরানন্দ-কালস্রোতে চলিছ ভাসিয়া॥
গ্রাম্যসুখে মত্ত হই' কেন কর রঙ্গ।
ধাম পরিক্রমা করি' কর মোহ-ভঙ্গ॥
প্রভু-লীলাস্থলী দেখ প্রভুপ্রিয়-সনে।
সতত মগন হও লীলার স্মরণে॥
প্রভুদত্ত মহামন্ত্র করহ কীর্ত্তন।
শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি সেব', পাবে ভক্তিধন॥
পুরাণার্ক ভাগবত করহ শ্রবণ।
এ পঞ্চ সাধন সার প্রভুর বচন॥
কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করে বৃন্দাবন ধামে।
সেই কৃষ্ণ হৈলা গৌর মায়াপুর গ্রামে॥
মায়াপুর হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যেথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাই॥
সর্ব্বতীর্থ রহে যথা গৌরসেবা তরে।
মায়া-পারে মায়াপুর সতত বিহরে॥
মায়া যার দিব্য দৃষ্টি করিল হরণ।
কেমনে সে মায়াপুর করে দরশন॥
সেই ধাম-পরিক্রমা করিবার তরে।
শুন শুন; মহাজন ডাকেন তোমারে॥
মায়াবশে রহি' জীব কত কাল তুমি।
বান্ধিবে অনিত্য গৃহ এই মর্ত্ত্যভূমি॥
কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য এই কলেবরে।
করিছ যতন কিগো ছাড়িবার তরে?
দেহ-সনে রহে যার ভুবনে সম্বন্ধ।
তাহারে 'আমার' বল নও কিগো অন্ধ?
সুখের লাগিয়া যত করিছ যতন।
সেই সুখ হয় নাকি দুঃখের কারণ?
স্বজনে শ্বগণে কিগো করে না ভক্ষণ?
তুমি ত একল, তোমা' কে করে রক্ষণ?
সকল ভাবিয়া দেখি' চল ত্বরা করি'।
যথা অবতীর্ণ প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তব নিত্য বাসস্থানে করিবারে বাস।
যে প্রভু ডাকিছে ঝাট চল তাঁ'র পাশ॥
শিয়রে বসিয়া কাল জানিছ যখন।
এবে না ভজিলে হরি ভজিবে কখন?

ভস্মুমতীর ভ্যা-করণ

রিক্‌শাওয়ালারাও আজকাল পণ্ডিতাভিমানী। চা'র প্রকারের পাগলের কথার মধ্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকের মাঝে মাঝে স্ক্রু বিগ্‌ড়াইয়া যায়। ভারতের এই দুর্দ্দিনে বসুমতীর ভাবোচ্ছ্বাস ফাটিয়া যে সকল আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবরা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতেছেন, তাহাই ফাজ্‌লামি-মুখে কাগজ ভরাট করিবার উদ্দেশে বালচাপল্যে পরিণত হইয়াছে।

এক নম্বী ছেলের আধ আধ কথাগুলি বসুমতীর কোল শোভা করিয়াছে। শব্দশাস্ত্র যদি বেদপুরুষের 'মুখ' বলিয়া কথিত হয় আর অস্ফুটবাক্যের কপ্‌চানি যদি কাগজওয়ালার গর্ত্তভরাটি মাটীর কাজ করে, তাহা'লে একটু লেখা পড়া জানা লোককে দিয়ে লেখালেই ভাল হয়।

রাস্তা থেকে—আড্ডাঘর থেকে সাহিত্যিক শিশুদিগকে ধরিয়া কাগজের স্তম্ভ ভরাট করিতে গেলে সস্তায় ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রবন্ধলেখকগুলির শিক্ষার অভাব, অভিজ্ঞানের স্বল্পতা অনেক স্থলে যোগ্য ফল প্রসব করে না। এইরূপ কাগজ অশিক্ষিত ছেলে ছোক্‌রাদের, মুদী বাকালীর পাঠ্য হওয়ায় তাহাদের রুচির অনুকূলে যে বালকের চাপল্য, তাহা সব সময়ে ভাল নয়, একথা আর কাগজওয়ালাদের বুঝাইতে হইবে না।

পাটোয়ারী চালে সোনার ব্যবসাদারকে গাল খাওয়াইবার জন্য মৌভোগীয় চেষ্টা ধরিয়া ফেলিতে সকলেই পারেন। সুতরাং 'সোণা ফাঁকি দেওয়া'-বুদ্ধিকে এত সহজে কাবু করিয়া যে পাটোয়ারী ওকালতি, তাহা যেন মেঘ ঢাকা মার্ত্তণ্ডের মহিমা-বিস্তার —'ছেলে ধ'রতে না পেরে কেউটে ধর্‌বার প্রয়াস'মাত্র।

ভাষা-জ্ঞানের অভাবে দর্শনশাস্ত্রের শব্দসমূহের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইলে যে বদ্‌হজম হয়, তাহার উদ্গার বসুমতীর স্থান-বিশেষ দিয়া বাহির হইতে পারে সত্য, কিন্তু সেগুলির দ্বারা অত সস্তায় কাগজের লেখক পাওয়া যায় না। যাঁ'দের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও অজ্ঞরূঢ়ির বৈশিষ্ট্য-বোধ নাই তাঁহারা যান ফাজ্‌লামি করিতে! অমাবস্যার শশী যেখানে অপ্রকাশিত থাকেন, সেখানে তাহাকে চাঁদেরহাট বলিতে যাওয়া অতিশয়োক্তি অলঙ্কার মাত্র।

'অধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে'র অর্থ-নিপুণ লেখক শিশুটি গৌড়ীয় পাঠ করিয়া যে সকল নমুনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি সকলই ধরা পড়িয়াছে। অগ্নিস্রাবার বালাইয়ের বিচার পাঠকেরা নেন নাই। সুতরাং যে নমুনাগুলি তিনি গৌড়ীয় হইতে উঠাইয়াছেন, তাহার মানে জানিতে তাঁহাকে কিছুদিন ধান দিয়া পাঠশালায় পড়িতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি ঐ গুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। স্থান বিশেষে ফাজ্‌লামি করা 'বাবা' বলিতে 'শালা' বলার ন্যায়। সুতরাং 'কাণাপুতের নাম পদ্মলোচন' সাহিত্যিকদিগের ক্ষুরে নমস্কার!

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা-সম্পাদনার্থ শ্রীশ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যে গৌরবাণী-প্রচার-কল্পে গৌরবাণী-বিনোদ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছায় মাদ্রাজনগরে নর্থগোপালপুরম্ অঞ্চলে (পোঃ ক্যাথিড্রাল) শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী এবং শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু-প্রমুখ গুরুদেবতাত্মা শুদ্ধভক্তগণ তথা হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি রাজ্যেও পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তদ্দেশবাসী জনসাধারণের অনেকেই রাজভাষা ইংরাজীতে অভিজ্ঞ থাকায় প্রচারকগণ ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের ভাব বিনিময় করিতে পারিতেছেন। যাঁহারা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা আবার তদভিজ্ঞগণের নিকট হইতে মর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন।

মাদ্রাজের শিক্ষিত-সমাজ বাগ্মিপ্রবর বন মহারাজের আবেগময়ী বক্তৃতায় ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। বন মহারাজ ইতোমধ্যে মাদ্রাজে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব ও শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে দুইটী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শত শত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা সেই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীগৌরকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার পদাঙ্কপূত-ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ চতুঃশতাব্দী পরে আবার তাঁহারই নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর প্লাবন আনয়ন করিয়া শত শত সুকৃতিমান্ জীবকে নাম-প্রেমে উন্মত্ত করিতেছেন। M. R. Ry সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট), M. R. Ry পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি,এল ; শ্রীযুক্ত স্বামীনাথ আয়ার, মিঃ টি, পি, রামস্বামী পিল্লাই প্রমুখ বহু সজ্জন অত্যন্ত উল্লাসের সহিত মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিতেছেন এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন। আগামী শ্রীগৌরজন্মবাসরে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের যে মাদ্রাজ-গভর্ণর-বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তৎসম্বন্ধে ৮।২।৩১ তারিখের মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দু' পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

মাদ্রাজে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

মাদ্রাজ, ফেব্রুয়ারী ৭

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ বন মহারাজ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ১২-৩০ ঘটিকার সময় সেণ্ট জর্জ্জ কোর্টে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহার প্রচার্য্য-বিষয় সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উত্তরভারতে বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তিনি ভারতের ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে তাঁহার অনুগত প্রচারকবর্গকে পাঠাইয়া ত্রিশটী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নতিবিষয়ে অনৈক্য ও পার্থক্যের দিনে যদি আমরা সকলেই পরস্পরে আমাদের সকলেরই একমাত্র প্রভু সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইতে না পারি, তাহা হইলে কখনও প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মবিশ্বাসই ভারতে চিরদিন শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটী প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। রাজা ধর্ম্মপথাবলম্বিগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং ধর্ম্মানুশাসিগণও রাজার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্বামিজীর সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিভাগে স্বামিজীর ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এবং স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য মাদ্রাজে যে একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং উদ্মোচন করিবেন বলিয়াছেন।

মাদ্রাজ 'হিন্দু' পত্রিকায় ৭।২।৩১ তারিখের সংখ্যায় শ্রীব্যাসপূজাদিনে শ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র বাহির হইয়াছিল। তাহাতে এই মর্ম্মে লিখিত ছিল—"অদ্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠাধিপতি পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-মহোৎসব তাঁহার ভাবকবর্গ-কর্ত্তৃক মাদ্রাজে সুসম্পন্ন হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

স্থান—গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয় দিবসে নবদ্বীপের নয়টীদ্বীপে পরিক্রমা হইবে। তৎপরে ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ৩৭শ অধিবেশন হইবে

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ব্যতীত আরও আটটী দ্বীপ আছে। সমগ্র নবদ্বীপের পরিধি ৩২ মাইল। এই নবদ্বীপধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিকথা, বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

যাত্রিগণের এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমন করিবার বা বিছানা-পত্রাদি লইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

বিধি নিষেধ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা আমাদিগের অজ্ঞতা-নিবন্ধন অনেক স্থানে নিষেধকেও বিধি বলিয়া গ্রহণ করি। তাহাতে সমাজে ও নিজেদের মধ্যে যে বহু প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকারের বিশৃঙ্খলতা আনিয়া দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি আমাদিগের কোথায়? এ সকল কথায় উদাসীন থাকিয়া গোঁজামিলে গোলে হরিবোল দিয়া বিধির নিষেধ অমান্য করাতেই ধৃষ্টতা দেখাই। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ব পুরুষের কোন খবর না রাখিলেও গা ঢাকা দেওয়ার জন্য নিজকৃত দোষরাশি পূর্ব্ব পুরুষের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা নির্দ্দোষ হইতে চাই। আমাদের একটা গোঁড়ামী যে আচারবান আচার্য্যগণ উহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেও পরিহার করিতে রাজী হই না।

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশে প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে বহু কথার মীমাংসা করা হইয়াছে, তবু সে সব কথা আমরা গ্রাহ্য করি না। ভৃতক পাঠকের দ্বারা পাঠ, দেবল (পূজার বদলে যাহারা অর্থ ও চাউল, বস্ত্রাদি লাভ করিয়া পত্নী পুত্রাদির পোষণ করে) ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবতাদের পূজা, নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়ী কুলগুরু বা লৌকিকগুরুক্রব হইতে মন্ত্রাদি গ্রহণ প্রভৃতি অবিধি অর্থাৎ বিধিতে নিষিদ্ধ।

(ক) ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ
ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ
কুণ্ডগোলকৌ॥
(মনু ৩।১৫৬)

(খ) অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং
প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্য-
ভক্ষণম্॥
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্।
শ্রৌতক্রিয়াননুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধ-
বর্জ্জনম্॥
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥
(শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত
সাত্বতশাস্ত্রবাক্য)

(গ) দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক
উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি
যো দ্বিজঃ॥
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
(যামুনাচার্য্যকৃত আগম-প্রামাণ্য)

(ঘ) এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চা-
বৃত্তিতোহভবৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি
যোগ্যতা॥
(যামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-
ধৃত সাত্বতশাস্ত্রবাক্য)

(ঙ) আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা
দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেব-দেবং কদাচন॥
(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগম প্রামাণ্য-ধৃত
পরমসংহিতাবাক্য)

ব্যাখ্যা—

(ক) যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্র শিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্য কব্যে নিযুক্ত করিবে না।

(খ) বৃত্তি লইয়া দেব-পূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য-ভোজন—এইসকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শ্রৌতক্রিয়ার অননুষ্ঠান, দ্বিজগণের সহিত সম্বন্ধ-পরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই স্পষ্টরূপে অব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হয়।

(গ) যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে "দেবল" নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

(ঘ) যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেব-পূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই।

(ঙ) বহু কষ্ট দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশা-গ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেব-পূজা করিবে না।

'হরির লুট' নামে হরির প্রসাদ কখনও ছড়াইয়া দিতে নাই, কারণ মনুষ্যের পদ-স্পৃষ্ট হইয়া অপরাধ সঞ্চিত হয়। 'নৈবেদ্যং জগদীশস্য—যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ—অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-সদৃশ। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া স্ফূর্ত্তি উড়াইবার নিমিত্ত হরিবোল, হরিবোল বলিয়া হরিবস্তুকে পদদলিত করার জন্য নিক্ষেপ করা মহদপরাধ।

হরিকীর্ত্তন-স্থলে তামাক গঞ্জিকাদির ধূম্রপান, পানতাম্বুলাদির চর্ব্বণ ও হাস তামাসাচ্ছলে বাজে কথা—গ্রাম্য কথার অবতারণা—'নামে অবজ্ঞা' বা হরিনাম গ্রহণে বা শ্রবণে অনবধানতা-জনিত নামাপরাধ। কারণ যেখানে নামরূপী শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন, সেখানে শ্রীহরি স্বয়ং নাম-বিগ্রহরূপে প্রকটিত থাকেন। "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" প্রভৃতি শ্রীমুখবিগলিত অঙ্গীকার-বাণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীবৃন্দাদেবী ও অর্চ্চাবিগ্রহের সম্মুখে ধূম্রাদি নিঃসরণ, উচ্চহাস্য, বিবাদাদির কথোপকথন—বিধিনিষিদ্ধ মহদপরাধ।

এই সব কথা বহু বার আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না। তবু আমরা পূর্ব্ব পুরুষের দোহাই দিয়া নিষিদ্ধ পাপাচারে রত থাকিব। একেত পাপাচার করি, তাহাতে আবার নিজের পাপের বোঝা পূর্ব্বপুরুষের ঘাড়ে চাপাইতে যাইয়া অপরাধ করিতেছি। আমাদের গতি যে কি হইবে, তাহা বিধি-শাস্ত্রেও আছে কিনা সন্দেহ; কারণ আর্য্য ঋষিরা ভাবেন নাই যে, আমাদের এতটা পতন ঘটিবে।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। ব্রহ্মসূত্রম্ গদগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। কল্যাণকল্পতরু ⁄
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চনকণ ৵১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বেদবীজম্ ।০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ⁄১
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনানন্দক, নিরপেক্ষ সমালোচক, অকৈতব ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারি-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্র-শেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-প্রাধান্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধি-কারী, বেদশাস্ত্রী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভুবনমোহিনী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবহ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমা-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যানন্দপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধা তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৮ বেণ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবারিকারামন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীরাম"
টেলিগ্রাফ— নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি চারি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ৸০
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৭; ২১শে ফেব্রুয়ারী. ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীর সহিত আলোচনা

অপ্রকাশ

মহাত্মা গান্ধী কমণ্ডুক্ষে কি কি বিষয় দাবী করিয়াছেন এবং লর্ড আরউইন ঐ সকল দাবীর কতটুকু পূরণ করিবেন, তাহা প্রকাশ নাই। উভয় পক্ষেই মন্ত্র-গুপ্তির খুব কড়াকড়ি দেখা যাইতেছে। তবে বড় বড় রাজনীতিকদের কথায় বুঝা যায় যে, লর্ড আরউইন এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন। তাঁহাকে সরকারী আদবকায়দা পালন করিয়া তবে উত্তর দিতে হইবে। এই উত্তর তিনি মহাত্মা গান্ধীর মারফতে কংগ্রেসকে দিবেন।

নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ

মহাত্মা গান্ধী লাট-ভবন হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৫-৩০ মিনিটের সময় চলিয়া আইসেন। বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

বিড়লা ভবনে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী লাট-ভবন হইতে [illegible] বিড়লার বাটীতে যায়েন।

নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ

গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের আলোচনা অপ্রকাশ

বিরলাভবনে গান্ধীজী

কমিশনার হত্যা চেষ্টার মামলা, মোমান্দ যুবকের ফাঁসী

পুলিশ ও জনতায় সংঘর্ষ

জেলের মধ্যে সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ

জেলে মেয়রের অবস্থা

গান্ধীজীর সহিত আবার আলোচনা

অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার

গান্ধীজীর হস্তে ভারত সমর্পণ, মিঃ বলডুইনের নিন্দাবাদ

এইস্থানে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও কতিপয় বাণিজ্যবীরের সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন। অতঃপর পরস্পরে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলে। আন্সারির বাটীতে সকলে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন।

পুলিস ও জনতায় সংঘর্ষ

দিল্লীর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংএর নিকটে একটি গুদাম হইতে চারি গাঁইট বিদেশী বস্ত্র স্থানান্তরিত করা হইতেছিল। কংগ্রেসের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়। পুলিস তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে জনতার সহিত সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের ফলে পুলিসের ১ জন লোক ও জনতার মধ্য হইতে ৪ জন লোক সামান্যরূপ আহত হইয়াছে।

কমিশনার হত্যা চেষ্টার মামলা

মোমন্দ যুবকের ফাঁসী

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী চরসাদ্দার সরকারী কমিশনার কাপ্তেন বার্ণেসকে দুইটি গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করার সময় একজন মোমন্দ যুবক গ্রেপ্তার হয়। বুধবার অপরাহ্নে এখানে তাহার মামলা আরম্ভ হয়। সুখের বিষয়, মোমন্দটার গুলী দুইটাই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারের দায়রা আদালতে সেই মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে।

আসামীকে শৃঙ্খলিত ও প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় আদালতে আনা হয়। সে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে, কাপ্তেন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বে মোল্লাবাদায় তাহার পিতৃব্য ও পিতামহের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য সে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

দায়রা জজ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

পেশোয়ারের সেন্ট্রাল জেলে গত বুধবার আসামীর ফাঁসী হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

গান্ধীজীর সহিত আবার আলোচনা

দিল্লী, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ বেলা ১টার সময় রাজপ্রতিনিধি নিবাস হইতে টেলিফোনে গান্ধীকে আবার আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে সকলে বিস্মিত হয়েন। নেতাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়ার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল অপরাহ্ণ ২টা কিন্তু টেলিফোন পাওয়ায় সে সকল ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া তখনই গান্ধীকে বাংলো হইতে রাজপ্রতিনিধির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হয়।

পূর্ব্বে ব্যবস্থা থাকিলেও গোলটেবিল বৈঠকের নেতারা আর প্রাতে আর গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গত ২ দিন যাবৎ গান্ধীর সহিত রাজপ্রতিনিধির যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, আজ সমস্ত প্রাতঃকালটি তিনি সেই বিষয়ের সমস্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ের সহিত আলোচনায় অতিবাহিত করেন।

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর বাটিতে তিনি ও মালব্যজী উভয়ে পরামর্শ করেন। শ্রীযুক্ত বালচাদ হীরাচাঁদ ও তথায় আসেন। তিনি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন।

রাজপ্রতিনিধি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে গান্ধীকে হঠাৎ আহ্বান করায় সকলেই ইহাকে সু-লক্ষণ মনে করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, অনুন্নতবিষয়ে অবস্থার অনুকূল পরিবর্ত্তন হইবে।

গান্ধীজীর দর্শনলাভার্থ যে নরনারীগণ দিবারাত্রি গান্ধীর বাংলোর সম্মুখে সমবেত থাকে, গান্ধীজী মোটরে উঠিবার সময় তাহাদিগকে একবার দর্শন দেন। গান্ধীজী তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আগামী কল্য হইতে যাহারা এখানে আসিবে, তাহারা যেন টাকু ও পাঁজ লইয়া আসে এবং এখানে অপেক্ষা করিবার সময় সূতা কাটে। আর, সকলকে খদ্দর পরিয়া আসিতে হইবে যদি খদ্দর পরিয়া না আসে, তাহা হইলে তিনি খিড়কী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবেন।

গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মোদককে গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় অর্ডিনান্স বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

লাহোরে আবার বোমা প্রেসের পিয়ন জখম

এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন পিয়ন অফিসে আসিবার সময় রাস্তার ধারে একটা জিনিষ কুড়াইয়া পায়। জিনিষটা তখনই ফাটিয়া যাওয়ার ফলে তাহার হাতের আঙ্গুল উড়িয়া যায় ও তাহার শরীরের অন্যান্য স্থান জখম হয়। জিনিষটা বোমা বলিয়া মনে হয়। যেখানে পুলিসের ছাউনী অবস্থিত, তাহার নিকটেই উহা পড়িয়া ছিল।

পাটের গুদামে আগুন ক্ষতির পরিমাণ অজ্ঞাত

১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি পৌনে ১টার সময় দর্মাহাটা ষ্ট্রীট ও পোস্তাবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি পাটের গুদামে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। দমকল সংবাদ পাইবামাত্র ঐ স্থানে আসিয়া ১ ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

জেলে মেয়রের অবস্থা

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি শ্রীযুত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি দেখিয়াছেন যে, শ্রীযুত বসু এখনও তাঁহার দক্ষিণ বাহু পূর্ণরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না, তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। আরও প্রকাশ, তাঁহার হাতের কাজ ফুলা দেখায়। ঐ স্থান এখনও রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নাই।

গান্ধীজীর হস্তে ভারত সমর্পণ মিষ্টার বলডুইনের নিন্দাবাদ

ইষ্ট ইসলিংটন কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন প্রসঙ্গে মিষ্টার বিভারব্রুক সাম্রাজ্যবাদের পোষকতায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি মিষ্টার বলড্উইন ও সরকারী রক্ষণশীল দলের প্রতি নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

মিঃ বিভারব্রুক নাকি নির্ব্বাচন সভায় বলিয়াছিলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যে, দুইটি নীতি দেখা যাইতেছে। একটি নীতি সাম্রাজ্যবাদীদের তথা মিঃ বলডুইনের মতে ভারতের শাসনভার মহাত্মা গান্ধীর হস্তে সমর্পণ করা। লর্ড লয়েড রক্ষণশীল দলের মুখপত্র-রূপে বলেন কে তিনি বিশেষ ভাবে বলিতে পারেন যে, মিঃ বলডুইন কখনও ভারতের কোন রাষ্ট্রঘটিত প্রস্তাব কোন দলের পক্ষ হইতেই উত্থাপন করেন নাই।

আফগানিস্থানের রাজা নাদিরের ত্যাগ স্বীকার

জালালাবাদের শাহ নাকি আফগানিস্থান রাজ্যের ৫ কোটি কাবুলী টাকার দাবী ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই পরিমাণ টাকা আফগানিস্থানের জন সাধারণের নিকট হইতে সরকারের পাওনা ছিল। সরকারের এই দেনা টাকার হিসাবের জের আমীর হবিবুল্লা, রাজা আমানুল্লা ও বাচ্চা সাকাওএর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

হিন্দু সভার কর্ম্মীর উপর ১৪৪ ধারা

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৈকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার ১ জন প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নৃসিংহগোপাল ভট্টাচার্য্যের উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। সরস্বতী পূজা শোভাযাত্রা ব্যাপারের পর এই স্থানের অবস্থা অনুধাবন করিবার জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার উপর আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, নীলফামারী মহকুমার মধ্যে ২ মাসের জন্য থাকিতে পারিবেন না। এখানে হিন্দু সভার শাখাস্থাপন করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এরূপ কার্য্য সাম্প্রদায়িক বলিয়া তাঁহার উপর পরবর্ত্তী গাড়ীযোগে স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

গুলীবর্ষণের ফলে ২ জন নিহত ২৪ জন আহত

এলাহাবাদ হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত কাণ্ডা নামক গ্রামে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এক দাঙ্গায় পুলিশ গুলী ছুড়িতে বাধ্য হয়। ফলে দুইজন গ্রামবাসী নিহত ও ২৪ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, কংগ্রেস কর্ত্তৃক ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এক জনসভার অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করিয়া উহা নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু সভা হয় এবং যেই একজন বক্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, অমনি জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ও পুলিশকে আক্রমণ করে প্রত্যুত্তরে পুলিশ গুলী চালায়। কয়েকজন পুলিশ আহত হইয়াছে। কতিপয় আহত গ্রামবাসীকে কংগ্রেস হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া বাবু পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন পণ্ডিত রামকান্ত মালব্য এবং আরও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দিল্লী অভিমুখে

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে বর্ত্তমান সময়ে আলোচনায় সাহায্য করিবার জন্য দিল্লীতে যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি কাশী হইতে মোটরযোগে আগমন করিয়াছেন এবং পাঞ্জাব মেলে দিল্লী রওনা হইবেন।

স্পেনে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা বিফল

মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন নেতাই মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হন নাই। প্রবল জনরব যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সামরিক আইন জারী করা হইবে এবং জেনারল সারোকে সভাপতি করিয়া ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

জেনারেল মার্টিনেজ আনিডো এখন স্পেনে উপস্থিত নহেন। তিনি ইউরোপের অপর কোন দেশে আছেন। বিমানপোতে চড়িয়া তাড়াতাড়ি স্পেনে আসিবার জন্য তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

জেনারেল মার্টিনেজ আনিডো এক সময়ে জেনারেল প্রাইমো-ডি-রিভেরার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে স্পেনের স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

কারামুক্তি

বাগেরহাটের একজন নেতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এল, গত মঙ্গলবার দিবস পূর্ণ কারাবাস ভোগ করিয়া দমদমা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বুধবার সকালে বহুলোক তাঁহাকে বাগেরহাট ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে।

আবার অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী ও স্কুল কলেজের ছাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং হুগলী জিলা যুব-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিজয়কুমার মোদক বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধৃত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ফাল্গুন, শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

"সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥"

কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য মহাপ্রভু জগতের পাপীতাপী সকলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ ভক্তের নিন্দাকারীর প্রতি তাঁহার কোন করুণার প্রকাশ নাই। যাহারা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্ভক্তের নিন্দায় সুখানুভব করে, তাহারা অনন্তকালের জন্য নরক-বাসের জন্য প্রস্তুত হয়।

"জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণে নাহি পায়॥"

জিহ্বা, উদর ও উপস্থেন্দ্রিয়ের তর্পণ-কারিগণ কখনও কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে পারে না। বরং ইহারা নানাপ্রকারে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের নিন্দা-কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়। গীতা বলিয়াছেন (২।৬২-৬৩)—জড়বিষয়ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তির উদ্রেক হয়, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে এবং কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে তাহা হইতে ক্রোধোদয় হয়। ক্রোধ হইতে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান দূরীভূত হয়, তাহা হইতে স্মৃতিভ্রংশ জন্মে, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই মনুষ্য মৃততুল্য হয়। বসুমতীর নবীন সাহিত্যিক লেখকগণের এসকল বিষয় একটু বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক।

'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি' স্বভাবের লোকেরা গুণগ্রাহী বা সারগ্রাহী হইবার পরিবর্ত্তে কেবল দোষই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। "গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥"—ইহাই তাহাদের স্বভাব। ঐসকল ঘৃণিত ব্যক্তিকে যাহারা বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় প্রদান করে, তাহারাও সজ্জন-সমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে।

অসদ্ব্যক্তির সংসর্গে মানুষের যাবতীয় সদ্গুণ তিরোহিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩১।৩২-৩৪) বলিতেছেন—

"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ
শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্
যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া-
মৃগেষু চ॥"

—জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অসাধু ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করে এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয়। সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া-মতি, লজ্জা, ধনধান্য লক্ষণ অথবা হরিসেবা-ময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তর-ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ ঐসকল অসদ্ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়—ঐসকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা সকলবস্তুকে ভগবৎ সম্বন্ধীয় বা ভাগবত-রূপে দর্শন করিয়া তৎ-সমুদয়ের নিন্দা ও স্তুতি-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। স্তুতিদ্বারা ভোগবাদ বা ভক্তিহীন কর্ম্মবাদের এবং নিন্দা-দ্বারা ত্যাগ-বাদ বা ভক্তিহীন জ্ঞানবাদের আবাহন হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিতে থাকে। জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ভোগ ও ত্যাগের কর্ত্তৃত্ব নিজের উপর রাখিতে চান, ততদিন তিনি ভক্তিরাজ্যের কোন সন্ধানই পাইতে পারেন না।

পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা অতীব দোষাবহ। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—'পর-চর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে'। যে চর্চ্চায় আত্মহিত বা পরহিত উদ্দিষ্ট নাই, তাহাই দোষাবহ পরচর্চ্চা। 'হিত' বলিতে জীবের স্বরূপবৃত্তির উন্মেষকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। পরমাত্মাকে জীবাত্মার একমাত্র সখা বা মিত্রজ্ঞানে তাঁহার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান রূপ পরমাত্মপ্রীতিই জীবের স্বভাবজ বৃত্তি। যাহাতে ভগবৎপ্রীতি-উদ্দেশক কোন বিচার লক্ষিত হয় না, তাদৃশ কার্য্য-দ্বারা জীব কখনও মঙ্গলের আবাহন করিতে পারেন না।

বনবাস—সাত্ত্বিকবাস, গ্রামবাস—রাজস-বাস, দ্যূতসদনে বাস—তামসবাস এবং ভগবন্নিকেতন মঠ-মন্দিরে ভক্তসঙ্ঘারামে বাসই নির্গুণবাস। জীবকে ঐরূপ নির্গুণ বাসের সুযোগ দিয়া পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি সনাতন গুরুপাদপদ্ম আজ সমগ্র বিশ্ববাসী সজ্জনগণকে শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। গ্রাম-গৃহ পরিক্রমা করিতে করিতে গ্রাম্য বিষয়-কোলাহলে যাঁহাদের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা আজ শ্রীধামে আসিয়া কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণে চিত্তচাঞ্চল্য দূর করুন, ইহাই শ্রীগুরুদেবের কৃপা। গ্রামাদি যেমন জড়বিষয়-কামোদ্দীপক, ভগবল্লীলাস্থলী শ্রীধাম তদ্রূপ কৃষ্ণকামোদ্দীপক। শ্রীধামের কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকামসেবকগণের জীবন্ত আদর্শ জীবহৃদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুরাগের উদয় করায়। যাহাতে ভগবদ্ভক্তি বাধা পায়, তাদৃশ ভক্তিপ্রতিকূল সঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বসতিস্থল শ্রীধামের ভক্ত্যনুকূল সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। ইহাতে চিত্তের যে কি এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে, শোক-মোহ ভয়াকুল গ্রাম্য গৃহারামিগণ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। মৎসর-স্বভাব জনবহুল লোকসঙ্গে অশান্তিতে কালাতিপাত করা অপেক্ষা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নির্ম্মৎসর সাধুজনাধ্যুষিত শ্রীধামে আগমন করিয়া ভজনানন্দী সাধুগণের সহিত কালাতিপাতই শ্রেয়ঃ।

ভজনপ্রতিকূল স্থানাদিতে বাস ভজনোন্নতি-কামী সাধকগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরি-বর্জ্জনীয়। শ্রীল রূপপাদ ভজনপ্রণালী ও ভজনানুকূল স্থানের সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন—

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

—অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণ-নাম, রূপ, গুণ, লীলা, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশ-সার।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব

আজ গৌরজন্মস্থলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আর আনন্দের সীমা নাই। আগামী কল্য প্রাতঃকাল হইতে গৌরধামের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভক্তগণ যে যেখানে ছিলেন, সকলে আসিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন শ্রীব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য-মঠে সমবেত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে 'সাজ' 'সাজ' সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দের বিশ্রাম-স্থান-নির্দ্দেশ, মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা, বাহ্যে ও মানসে উভয়বিধ প্রকারে মঠমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহকে সুসজ্জিত করণ, অন্যদিকে মৃদঙ্গমন্দিরাদির সংযোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন, পূজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ প্রভৃতি ব্যাপারে ভক্তগণের ব্যস্ততা বস্তুতঃই একটী দর্শনীয় বিষয়। বিষয়াসক্ত জীবগণ বিষয়কার্য্যে যে ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন, ভক্তগণের কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যে ব্যস্ততা ও নিরলসতা তাহা অপেক্ষা যে কতগুণে অধিক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ কাহারও মনে কোন বিরক্তির ভাব নাই, সকলেরই হৃদয় মহোল্লাসে ভরা। গৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সঙ্গে গৌরলীলাস্থলী দর্শন ও ভক্তগণমুখে তন্মাহাত্ম্য শ্রবণা-কাঙ্ক্ষা-জনিত আনন্দে আজ সকলেই আত্মবিস্মৃত। বস্তুতঃ এইরূপ আনন্দই জীবমাত্রের বরণীয়।

শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত সকলকেই শ্রীধাম-পরিক্রমার যোগ্যতা কিরূপে হয়, তাহার উপদেশ করিতেছেন। প্রভুপাদ বলিতেছেন—নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভক্তিলক্ষণাত্মক। (১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। এখানে আসিয়া জীব যদি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, তবেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপায় শ্রবণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইতে পারে, নতুবা তাহা কেবল লোক-রঞ্জক মাত্র হইয়া থাকে। (২) শ্রবণাখ্য—সীমন্তদ্বীপ, (৩) কীর্ত্তনাখ্য—গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) স্মরণাখ্য—মধ্যদ্বীপ, (৫) পাদসেবনাখ্য—কোলদ্বীপ, (৬) অর্চ্চনাখ্য—ঋতুদ্বীপ, (৭) বন্দনাখ্য—জহ্নুদ্বীপ, (৮) দাস্যাখ্য—মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৯) সখ্যাখ্য—রুদ্রদ্বীপ। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পার্শ্বে—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ—এই চারিটী দ্বীপ এবং পশ্চিম পারে অপর ৫টী দ্বীপ বর্ত্তমান। [illegible] ভক্তসঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমা কালে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ

করিতে করিতে জীবের কৃষ্ণেতরবিষয়-পিপাসায় অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি বিষয় হইলে জীব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার বল পান। শ্রীধামে ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণকথাবলে অবস্থান হইতেই জীবের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপা পিশাচীদ্বয়ের কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভ ঘটে, নতুবা তাহার উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। (শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গের সহিত অধিবাস এবং এইরূপ অধিবাসই কার্য্যে পরিণত হইলে শ্রীশ্রীমহামন্ত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জ্জিত হয়, নতুবা কেবলানুষ্ঠান-মূলক ক্রিয়াকাণ্ডে শুদ্ধভক্তের কোন আদর লক্ষিত হয় না। কর্ম্মকাণ্ডীরগণই বিশেষ সমারোহপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডের আবাহন করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লন। তাঁহাদের বিচারের সহিত শুদ্ধভক্তের মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের বিচার এক-তাৎপর্য্যপর নহে। শ্রেয়ঃপিপাসু বুদ্ধিমন্তগণই ইহা বুঝিয়া বৃথা আড়ম্বরাদি হইতে সাবধান হইবেন। একই কার্য্যে কাহারও উদ্দেশ্য হইতেছে শুদ্ধকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ, আবার কাহারও উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ। যাহাতে কৃষ্ণপ্রীতি উদ্দিষ্ট, তাহাই ভক্তি, আর যাদবাকী সবই অভক্তি। এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মিকুল, বৈষ্ণবের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন বা তাঁহাদিগের কার্য্যের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-প্রশংসায় রত হন এবং তৎফলে ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে লিপ্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য নরকগতি লাভ করেন। যে স্থানে শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে কৃষ্ণজন্মযাত্রা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়, সেস্থানই একমাত্র বাসযোগ্য স্থান, যে স্থানে মহোৎসবাদির নামে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাদি সাধিত হয়, তাহা সুরেশলোক হইলেও ভক্তি-প্রতিকূল জ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ্যাবাসে শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবে সকলেরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।)

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে

শ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৮ই মাঘ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে শ্রীযুক্ত রাধারমণ ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় নগরকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নানাপ্রকার কাগজ, পুষ্প, পত্র পতাকা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ সজ্জিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত ব্রহ্মচারীজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমবেত ভক্তগণ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রিপুরাপুর, রতনপোতা, মাজু প্রভৃতি গ্রামের বহু ভদ্রলোক মহা-প্রসাদ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া-ছিলেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

স্থান—গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্-মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয় দিবসে নবদ্বীপের নয়টীদ্বীপে পরিক্রমা হইবে। তৎপরে ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ৩৭শ অধিবেশন হইবে।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ব্যতীত আরও আটটী দ্বীপ আছে। সমগ্র নবদ্বীপের পরিধি ৩২ মাইল। এই নবদ্বীপধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, হরিকথা, বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

যাত্রিগণের এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমন করিবার বা বিছানা-পত্রাদি লইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ১৮ই পৌষ শনিবারে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর সহরে উপনীত হইয়া তথায় শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রাঙ্গণে ক্রমান্বয়ে ৩ দিবস ব্যাপী মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজগতের বিপ্লব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯শে পৌষ রবিবার নগর-কীর্ত্তন হয়। রেলী ব্রাদার্স এর বড় বাবু রোহিণী কুমার রায়ের ভবনে এবং ফরিদপুর-নিবাসী ভক্ত শ্রীহরিচরণ পাল মহাশয়ের গদিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়।

২৮শে পৌষ মঙ্গলবারে ত্রিদণ্ডিস্বামিজী চট্টগ্রাম-নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের ভবনে উপনীত হইয়া ১লা এবং ২রা মাঘ তথায় চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। ৪ঠা মাঘ রবিবারে,৫ই মাঘ সোমবারে এ, বি, আর, হেড অফিসের ক্লাবে সনাতন ধর্ম্ম ও মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উক্ত বক্তৃতাস্থলে রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম,এ ; ডাক্তার কে, বি, কুণ্ডু গবর্ণমেণ্ট প্লিডার,কামিনী কুমার রায় সাহেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০০ শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন। অশ্রুতপূর্ব্ব সুসিদ্ধান্তিত দর্শন-গর্ভক শাস্ত্রীয় বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া-ছেন। ৬।৭ মাঘে যথাক্রমে চট্টগ্রামের প্রধান মহাজন হরেকৃষ্ণ সাহার বাটীতে ও দেবেন্দ্র নাথ রায়ের বাটীতে আনুগত্য ও আত্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

স্বামিপাদ ৯ মাঘে চট্টগ্রামের অনতি-দূরস্থ ডাবোয়া গ্রামে জমিদার শ্রীদেবেন্দ্র ধরের বাটীতে রাধাগোবিন্দ-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তথায় তদীয় জমিদার বন্ধু কান্ত ধর ও রাজেন্দ্র কুমার ধর প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ই মাঘ বুধবারে কানুনগো পাড়া নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী মহোদয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয় এবং গ্রামে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ধর্ম্মজগতে বিপ্লব ও বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, প্রায় ২০০ শত লোক সভা-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫ই মাঘ রবিবারে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ফেণী টাউনে নগর-কীর্ত্তন করা হয়, সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় কলেজ-হলে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উক্ত সভায় অধ্যাপক, ছাত্র, বিচারক, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় ভদ্রগণসহ প্রায় ৪০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের দার্শনিক শাস্ত্রসঙ্গত বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রধান অধ্যাপক [ফেণী কলেজের] অভয় কুমার রায় মহাশয় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, "আমরা স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলাম। আজ এই বিবদমান যুগে স্বামীজী আমাদের নিকট যে ধর্ম্ম-কথা কীর্ত্তন করিলেন এবং বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে উপদেশ প্রদান করিলেন; সে জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি এবং তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ তথা হইতে আসিয়া খুলনা জেলার অন্তর্গত বড়দল বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাস অধিকারী মহাশয়ের গদীতে ২রা ফাল্গুন তারিখে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সম্প্রতি এখানে প্রচার চলিতেছে।

নিবেদক—
শ্রীঅকিঞ্চনকিঙ্কর
শ্রীভাগবতপ্রসাদ মিশ্র

প্রচার-প্রসঙ্গ

(প্রাপ্তপত্র)

শ্রীনদীয়া প্রকাশের সম্পাদক মহোদয়ের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়, আপনাদের স্বনামধন্য পার-মার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকায় আমাদের এই নগণ্য গ্রামের প্রচার-প্রসঙ্গটী ছাপাইয়া দিলে বিশেষ আনন্দলাভ করিব।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েক জন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত-সহ আমাদের বেগমপুর গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। বিগত ২৫শে মাঘ রবিবার রাত্রে উক্ত স্বামিজী মহারাজ মদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন, তৎপর পাঠান্তে তাঁহার সুমধুর সুললিত কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ মন মুগ্ধ করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সনাতন দাস মহাশয়ের বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহক্রমে উক্ত মহারাজ আমাদের এই অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এই স্বামিজী মহারাজের পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিলাম, ইঁহারাই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের আচারবান্ প্রচারক। শুদ্ধভক্তি-প্রচারক এই মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের প্রতি দ্বারে দ্বারে নিজ অভিমান-শূন্য হইয়া অযাচিতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন দ্বারা গ্রামস্থ সকলের হৃদয়ে শুদ্ধা-ভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। উক্ত মহা-রাজের সঙ্গে, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ছিলেন। তাঁহার অল্প বয়স, সেই বয়সেই তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া আমরা বড়ই মুগ্ধ হইলাম। আমরা আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিলাম, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের দ্বারে দ্বারে আসিবার কারণ একমাত্র আমাদের মত বদ্ধজীবের উদ্ধারসাধন। এইরূপ মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আগমন করিয়া প্রচার করিলে আমরা বড়ই কৃতার্থ ও উৎসাহিত হইব। ইতি।

শ্রীমন্মথচরণ দাস
পোষ্ট বেগমপুর, হুগলী

প্রধান নাগাপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—শ্রীযুক্ত ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ— ————
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নদীগর্ভে মোটরলরী

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ—২৮ জন গ্রামবাসী নিহত

দিল্লীতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

নোবেল প্রাইজসহ সার সি, ভি, রমণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

লর্ড-সভায় ভারত প্রসঙ্গ

বিদ্রোহীনেতা নিহত, পশ্চিম আফ্রিকায় গোলযোগ

স্পেনে নূতন মন্ত্রীসভা

নানা কথা

নদীগর্ভে মোটর লরী

আরোহীবর্গ নিমজ্জিত

মারি এবং উরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিবার সময় একটা মোটর লরী পথভ্রষ্ট হইয়া ঝিলাম নদীতে পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আরোহীরা সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

২৮-জন গ্রামবাসী নিহত

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ৪০ জন মিলিটারী পুলিশ ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে থারীবাদ্ধী হইতে সাড়ে চারি মাইল দূরে ও ইনিওয়ার দশ মাইল পশ্চিমে জিয়াংথ নামক স্থানে প্রায় চারিশত গ্রামবাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে দুইটি বন্দুক উদ্ধার করা হইয়াছে। মিলিটারী পুলিশের একজন সুবেদার আহত হইয়াছে। আক্রমণকারীদের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই. তবে [illegible] যে, তাহাদের অধিকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে আসিয়াছিল। গত এক পক্ষ কালের মধ্যে ঐ সকল গ্রামে এইরূপ অনেকগুলি ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হেনজাদা জেলার অন্তর্গত হামানডান গ্রামে প্রায় ৫০ জন গ্রামবাসী কর্ত্তৃক এসিষ্ট্যাণ্ট টাউনশিপ অফিসার আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কয়েকজন সশস্ত্র সিভিল পুলিশ ছিল। তিনজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই।

সার সি, ভি, রমণের

পুরস্কারসহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

গত শনিবার সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ "নোবেল পুরস্কার" লইয়া ইউরোপ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বহু সংখ্যক ছাত্র, অধ্যাপক, বিশিষ্ট নেতা এবং সার রমণের বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ঘন ঘন আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সার রমণকে মাল্য দ্বারা ভূষিত করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সভ্যগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সার সি, ভি, রমণকে অভ্যর্থনা করেন।

দিল্লীতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

ওয়ার্কিং কমিটীর ঘরোয়া অধিবেশন

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়ে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহরায় দিল্লী আগমন করেন। ষ্টেশনে ডাঃ প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সত্যেন ঘোষ মৌলিক, মিঃ রঙ্গস্বামী, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহার সহিত দেখা করেন। মিঃ সেনগুপ্তকে ডাঃ আনসারীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পণ্ডিত মালব্যজী, ডাঃ পট্টভী সীতারামায়া, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজের সহিত তাঁহার অল্পক্ষণের মধ্যেই সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর একান্ত গোপনে মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার কিছু কথা হয়। এক ঘণ্টা পরে আবার তাহারা আলাপ করেন। যে কোন মুহূর্ত্তে আলোচনার জন্য সভা হইতে পারে বলিয়া মিঃ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত গুহরায় ডাঃ আনসারীর বাড়ীতেই আছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে ওয়ার্কিং কমিটীর ঘরোয়া বৈঠক বসিবার কথা হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল দমদম স্পেশাল জেলে প্রেরিত

"বঙ্গবাণী" সম্পাদক শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে জেলে 'সি' শ্রেণী ভুক্ত করিয়া এতদিন দমদম এডিসনাল জেলে রাখা হইয়াছিল। গত শনিবারে তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীভুক্ত করিয়া দমদম স্পেশাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। গত ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" উৎসবে যোগদান করায় গোপাল বাবুর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

পশ্চিম আফ্রিকায় গোলযোগ বিদ্রোহী নেতা নিহত

ফরাসী অধিকৃত গিনি হইতে উডালা নামক এক বিরুদ্ধমতিক মোল্লা পশ্চিম আফ্রিকায় আগমন করিয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করে।

নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সে সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। অতঃপর সে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে বলে যে, জেলার কমিশনারের আদেশ অমান্য করিতে হইবে। মোল্লার প্রভাবে সরল বুদ্ধি অধিবাসীরা ইহাতে রাজী হয়।

মোল্লার কার্য্যাবলী দ্বারা শান্তির বিঘ্ন হইতে পারে বলিয়া কমিশনার তাহাকে এই আদেশ দেন যে, সেই জিলা হইতে অগৌণে তাহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া তলোয়ার হাতে লইয়া উহারা কমিশনারের কেরাণীকে আক্রমণ করে এবং কমিশনারকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। অল্প সময়ে একদল সৈন্যও সে সংগ্রহ করে।

পশ্চিম আফ্রিকার সীমান্তরক্ষী সৈন্য বাহিনীকে তথায় প্রেরণ করা হয়। লেফ্টেনাণ্ট হোমস্ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন।

বিদ্রোহী নেতা ঐ মোল্লাও নিহত হইয়াছে।

লর্ড সভায় ভারত প্রসঙ্গ

ভারতের অবস্থা, সাইমন রিপোর্ট গোলটেবিলের প্রস্তাব ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ডিউক অব মার্লবরা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কথা ছিল যে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই প্রসঙ্গ লর্ড সভায় উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু পরে জানা গেল যে, ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত ইহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

"মহারাষ্ট্র" সম্পাদক অভিযুক্ত

"মহারাষ্ট্র" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত অভ্যঙ্কর রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, গত মাসের ১৫ই তারিখে "মহারাষ্ট্র" পত্রিকায় "আমলাতন্ত্রের দানবীয় চণ্ডনীতির বলি" শীর্ষক সম্পাদকীয় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বৃটিশ সরকারের মতে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপরে বিশেষভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছে।

বিচারালয়ে এত জনতা হইয়াছিল যে, অবশেষে বহু দর্শককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বাদী ও বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীদের মধ্যে সাক্ষীর জেরা লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

মামলার শুনানী চলিতেছে।

পুলিশের কার্য্যাবলীর তদন্ত

"ডেলি হেরাল্ড" পত্রের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পুলিশের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে আপত্তি তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ এরূপ তদন্ত দ্বারা পরিণামে কর্ত্তৃপক্ষের শক্তিই বৃদ্ধি পায়, ইহাতে তাহাদিগকে দুর্ব্বল করা হয় না।

পাছে সকল কথা প্রকাশ পায় এই জন্যই কর্ত্তৃপক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে রাজী নহেন,—এরূপ ধারণা যদি লোকের মনে জন্মে তাহা হইলেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি লোকের যে বিশ্বাস, তাহা নষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদার হানি হয়। শান্তি স্থাপন ও মীমাংসার পথে যদি ইহাই একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে এই বাধা দূর করাই উচিত।

স্পেনের নূতন মন্ত্রীসভা

নৌবিভাগের ক্যাপ্টেন জেনারেল এডমিরাল আজনারকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হইয়াছেন।

এডমিরাল আজনার নিজে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং কাউণ্ট রোমান্স পররাষ্ট্রসচিবের, জেনারেল বেরেঙ্গুয়ার সমর সচিবের, এডমিরাল রিভেরা নৌসচিবের এবং ডিউক অব মায়ুরা স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা স্পেনরাজের নিকট আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা এবং প্রধান মন্ত্রী এডমিরাল আজনার যখন মোটরযোগে জেনারেল বেরেঙ্গুয়ারের গৃহে তাঁহাকে আনুগত্যের অঙ্গীকার [illegible] তখন পথে এক বিপুল জনতা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে।

মন্ত্রিসভার মধ্যে একজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলভুক্ত, দুইজন উদারনৈতিক, একজন রক্ষণশীল এবং একজন গণতান্ত্রিক রহিয়াছেন।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য মণ্ডপ ও নগর নির্ম্মাণের প্রাথমিক আয়োজন শেষ হইয়াছে। নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রতিনিধিদের থাকিবার জন্য যে কুটীর সমূহ নির্ম্মিত হইবে তাহার নমুনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

জমি সমতল করা হইতেছে। আগামী সপ্তাহের প্রথম ভাগেই জলের নল বসান হইবে এবং রাস্তা ও ফুটপাথ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখ অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম সভা হইবে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংগ্রহ সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। এপর্য্যন্ত দানস্বরূপ ১৫০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। নগর এবং মণ্ডপ নির্ম্মাণে দেড়লক্ষ টাকা দরকার হইবে।

উদ্যোগ আয়োজন এবং সমস্ত ঠিকঠাক করার জন্য ডাঃ চৈৎরাম গিদ্বানী এবং মিঃ জয়রামদাস দৌলৎরাম এখানে আসিয়াছেন।

দলে দলে লোকের গৃহত্যাগ

মারওয়ারে দুর্ভিক্ষ ও জল কষ্টের দরুণ সহস্র সহস্র নর-নারী ও শিশু তাহাদের গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া গৃহপালিত পশুসহ এই প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত গৃহস্থও আছেন। যে অঞ্চলে প্রদেশে খাদ্য এবং মজুরী সস্তা তাহারা সেখানেই বসবাস বিস্তার করিয়াছে।

পরলোকে জয়পুরের মহারাজা

গত শুক্রবার রাত্রে লাক্ষ্ণৌয়ে জয়পুরের মহারাজা রামচন্দ্র দেওয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ছিলেন এবং বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রয়াগে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তাড়ির দোকানে পিকেটিং ৭০জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

মাদ্রাজে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করার সময় ৭০ জন কংগ্রেস-সত্যাগ্রহী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন ও [illegible]

কাউন্সিলার পদ পরিত্যাগের দাবী শ্রীযুক্তা সুনীতি মিত্রের ইস্তাহার

জাতীয় নারী সংঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী মিত্র যুক্তপ্রদেশ কাউন্সিলের বে-সরকারী সদস্যদের নিকট একখানি বিজ্ঞাপনীপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলিয়াছেন—কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা খুব সাধু ও উচ্চ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা দমননীতি তুলিয়া দিতে পারেন নাই এবং রাজনৈতিক বন্দীদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে সক্ষম হন নাই। এই অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলেন।

বাঁকুড়ায় ভীষণ অর্থাভাব

বাঁকুড়া, ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ সেখানে সমস্ত খাদ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। অর্থের বাজার বড় মন্দা। অর্থাভাবে মফঃস্বলের লোক অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধান প্রতি মণ ১৷৷০ টাকা বিক্রয় হইতেছে।

কৃষকগণ এবার তুলার চাষের ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী তুলার বীজ বপন করিয়াছে। আশা করা যায় আগামী বৎসর কৃষকদের বস্ত্রাদির জন্য আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। জিলা কংগ্রেস কমিটী এবং জিলা বোর্ড মফঃস্বলে তুলার চাষের জন্য গ্রামবাসীর মধ্যে তুলার বীজ বিতরণ করিয়াছে।

খদ্দর পরায় গ্রেপ্তার

ইতঃপূর্ব্বে যে ১৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাহা ছাড়া গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিংয়ের সময় মজঃফরপুরে ১৪ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা যে সময়ে দোকানে পিকেটিং করিতেছিলেন সেই সময় সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় খদ্দর পরিহিত ২ জন লোকও গ্রেপ্তার হন।

জেলে স্বেচ্ছাসেবক অসুস্থ

হুগলী বিদ্যামন্দিরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় বি,এ, কালনার কোন বক্তৃতার জন্য বর্দ্ধমানের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বর্ত্তমানে তিনি দমদমার অতিরিক্ত স্পেশ্যাল জেলে সি, শ্রেণীর কয়েদীরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ, তিনি মধ্যে মধ্যে হাঁপানী রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহা ছাড়া অন্যান্য রোগও আছে।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-সেবায় সাধকজীবের যাহাতে কোন অপরাধ-গন্ধ না থাকে, তজ্জন্য মহাজনগণ মুখ্যভাবে দশবিধ নামাপরাধ, দশবিধ ধামাপরাধ এবং দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ভজনোন্নতি লাভ করিতে হইলে তত্তদ্ অপরাধ বিষয়ে সাধককে সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে। সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া গুরুকৈঙ্কর্য্যপ্রভাবেই ঐ সকল অপরাধ দূরীভূত হইয়া প্রকৃতভজন হইতে থাকিবে; নতুবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে অপরাধ-মুক্ত হওয়া যায় না।

—

বর্ত্তমানে শ্রীধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা যাহাতে অপরাধশূন্য হইয়া ধামপরিক্রমা করিতে পারি, তজ্জন্য শাস্ত্রকার মহাজনগণ আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

ধাম-অপরাধ দশটী যথাঃ—

(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-চিন্তা ও বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়-দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা, (৭) ধামবাসছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা, এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাস মূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান।

—

সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের হ্লাদিনীশক্তিপ্রভাবে হইতে শ্রীধাম প্রপঞ্চে প্রকটিত। শ্রীগৌরধাম এবং ব্রজধাম অভিন্ন-বোধে সেবোন্মুখ বৃত্তিদ্বারা [illegible] প্রপঞ্চাতীত শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

—

গত ৯ই ফাল্গুন শনিবারে শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস-উৎসব [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নামকীর্ত্তন [illegible] মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দর-পাদপদ্মে [illegible] অধিবাস এবং তজ্জন্যই শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগ্যতা লাভ হয় ইত্যাদি বিষয়ের

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—১৩৩৭

আলোচনা হইয়াছিল। পুরুষ এবং মহিলায় প্রায় সাত আট শত শ্রোতা হইয়াছিল। পাঠ-কীর্ত্তনান্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—

১০ই ফাল্গুন রবিবার মঙ্গলারাত্রিক ও উচ্চঃকীর্ত্তনের পর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর কিরূপ দৈন্য হওয়া উচিত, তাহার জীবন্ত আদর্শপ্রদর্শনকারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—স্বয়ং কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর তরুণীর পরাত্মনিষ্ঠার শেষ ত্রিদণ্ডধারণপূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। সহস্রকণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়ধ্বনিতে শ্রীব্রজপত্তন মুখরিত হইয়া উঠে। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে পরিক্রমা-যাত্রিগণ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত ভবন, তৎপরে শ্রীবাস-অঙ্গন এবং তৎপরে শ্রীযোগপীঠ পরিক্রমা করেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার নির্দ্দেশ-মত তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর তথা হইতে প্রভুপাদের অনুজ্ঞামত ভক্তগণ "গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ার। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥ আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'। তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥ বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গার নগর দিয়া গেল সিমুলিয়া॥ * * কাজির বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর।" প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পয়ার কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ঘাট, মাধায়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট ও নগরিয়া ঘাট দিয়া গঙ্গা নগরের দিকে অগ্রসর হন। গঙ্গানগর গ্রামটী ১৯১৭ সালেরও সেটেলমেণ্ট ম্যাপে প্রদর্শিত হইত। এক্ষণে উহা গঙ্গাগর্ভগত। এ সকল স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ কাজির সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন, তথায় অদ্যাপি চক্ষুঃশলাকী পুরাতন গোলোক চাঁপা বৃক্ষ বিরাজমান থাকিয়া মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা বিঘোষণা করিতেছে। তৎস্থান-মাহাত্ম্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও তথায় বহু নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ শ্রীধর-অঙ্গনে গমন করেন। এই স্থানটী মহাপ্রভুর নগরকীর্ত্তনের সময় বিশ্রামস্থলী বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। এ স্থানের মাহাত্ম্য ও ভক্তরাজ শ্রীধরের সহিত মহাপ্রভুর থোড়কলা মোচা লইয়া প্রেমকোন্দলাদি কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমাকারি ভক্তগণ মহোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভোগারাত্রিক দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়।

—

"শ্রীশ্রীমায়াপুর"

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে যেই ধাম।
সুপ্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর নাম॥
মায়াপুরে প্রকটিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
তারিল বিশ্বের যত পতিত পামর॥
বল্লাল দীঘির পাড়ে নৈর্ঋত কোণেতে।
গৌর-আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠেতে॥
অদ্যাপিও নিম্ব বৃক্ষ আছে বিরাজিত।
তার তলে শচী-কোলে শোভে নিজসুত॥
পুরীতে সিদ্ধ বকুল থেকে বিদ্যমান।
হরিদাসের মহিমা দিতেছে প্রমাণ॥
বল্লাল ঢিপির অল্প দক্ষিণ দিগন্তে।
গোলোক চাঁপা শোভে কাজির সমাধিতে॥
সে-প্রকার যোগপীঠে নিম্ব বৃক্ষ খানি।
জানায়ে দিতেছে এথা এলো গৌরমণি॥
যোগপীঠের উত্তরে শ্রীবাস-আঙ্গিনা।
খোল-ভাঙ্গা-ডাঙ্গা বলি, সকলের জানা॥
হেথায় ভকত মিলি' করিত কীর্ত্তন।
সহিতে না পারি' সব পাষণ্ডী দুর্জ্জন॥
কাজির নিকট যেয়ে করিল লাগানি॥
(কাজি) ভাঙ্গিল কীর্ত্তন-খোল,
স্বহস্তে অমনি॥
খোল-ভাঙ্গা-ডাঙ্গা নাম সে হ'তে প্রচার।
অদ্বৈত-ভবন শোভে নিকটে ইহার॥
পশ্চিমতটেতে শোভে বল্লালদীঘির।
অদ্বৈত শ্রীবাস দুই আচার্য্য সুধীর॥
তাহার কিঞ্চিৎদূরে উত্তর ধারেতে।
শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহ বিরাজে তথাতে॥
এস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের গূঢ় লীলা হয়।
অন্তরঙ্গ ভক্ত দেখে বহিরঙ্গ নয়॥
"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"
শ্রীগৌরাঙ্গের আচার শ্রীচৈতন্যবাণী।
পরব্যোম হ'তে নেমে' এলো রে অবনী॥
বৈকুণ্ঠের কোটাল ঠাকুর হরিদাস।
কুকরি কুকরি জাগায় মায়ার দাস॥
সেই এই দিব্যধামে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' ও
স্থাপিত রয়েছে প্রেমে পরিপূর্ণ বটে॥
তাহার প্রমাণ সভ্য তাহাতেই আছে।
শাস্ত্র-প্রমাণ তুচ্ছ সে প্রমাণের কাছে॥
চৈতন্যের আচার প্রচার না মানিয়া।
যেতেছিনু মোরা সবে কোথায় ভাসিয়া॥
অচৈতন্য বিশ্ব প্রায়, চলেছে মরিয়া।
শুভক্ষণে গৌর-প্রেষ্ঠ প্রকট আসিয়া॥
ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ, ভকতিবিনোদ।
শ্রীগৌরকিশোরবর ভকত-আমোদ॥
ইঁহাদের মনোভীষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেষ্ঠ।
জগজন হিতকারী ভকত-বরিষ্ঠ॥
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী ভকতিসিদ্ধান্ত।
পুরুষোত্তমে প্রকটিয়া নাশে জীব-ধ্বান্ত॥
পুরুষোত্তমে গৌরবাণী উঠিবে জেগে।
গাহিয়াছে মহাজন এর বহু আগে॥
সেই বাণী সত্য সত্য হইল সফল।
তাঁহার কৃপায় এবে জানিল সকল॥
বিশ্ববাসী জনগণে আবাহন ক'রে।
মায়াপুরে যোগপীঠ দেখান সবারে॥
শ্রীচৈতন্যমঠে অজ্ঞান-তিমির নাশি'।
বিষয়-আশ্রয়-তত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশি'॥
নবদ্বীপ ধাম করাইয়া পরিক্রমা।
(দেন) নববিধ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের সীমা॥
অসাধনে সাধ্য বস্তু কোথা গেলে পায়?
ভুলিয়া দৈবী মায়ায় বৃথা দিন যায়॥
একমাত্র মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য ধামে।
মায়াপার হ'য়ে যায় নিত্য ব্রজভূমে॥
হেন নিত্য মায়াপুরে নিত্য বাস যার।
এরাধাচরণ মাগে পদ-ধোয়া তাঁর॥

—

আমরা মানুষ হইব কবে

আমরা শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া সংসারে পতিত হইয়া মনুষ্যেতর স্বভাবে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি পশুধর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছি বলিয়া পরদুঃখদুঃখী বৈকুণ্ঠঠাকুরগণ আমাদিগকে পুনরায় মনুষ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত অদম্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা অবগত হই, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কত দেবর্ষি মহর্ষি আমাদিগকে মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বহু প্রয়াস [illegible] আমাদের পশুত্ব ঘুচাইয়া মনুষ্যত্ব [illegible] দিয়াছে।

আমাদিগের মধ্যে হয়ত অনেকেই চমকিয়া উঠিবেন, "কি আশ্চর্য্য কথা! আমরা মানুষ নহি, তবে কি? আমরা তো মানুষ আছিই! আবার মানুষ গড়িবে কি প্রকারে? আমরা কি কাঁচা মাটী যে খুসি খাবিয়া ভাস্করের ন্যায় এক একটা আকার গঠন করিবে?" হাঁ, কথাটা কতকটা ঠিক বটে! আমরা আকারে প্রকারে বাহ্য-লক্ষণে ও লৌকিক ব্যবহারে এক একজন অদ্বিতীয় ভাল মানুষ। ভাল মানুষের মত কথা, ভাল মানুষের মত চেহারা, ভাল মানুষের মত পোষাক-পরিচ্ছদাদি,—মোট কথা লোক-দেখানো ভাবগতিক সবই ভাল মানুষের মত; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি পশুধর্ম্মের অতিরিক্ত কোন বৃত্তি খুঁজিয়া পাই না। যাবতীয় চেষ্টাই সামান্য ইন্দ্রিয়তর্পণ-ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থে প্রয়োগ করিতেছি।

সাধুসঙ্গ করা, সাত্বত শাস্ত্রানুশীলন করা ও ভগবদ্ভজনের যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করাই বাস্তব মনুষ্যত্ব। মনুষ্য-জন্মেই ইহা সম্ভব, মনুষ্যেতর অপরাপর জন্মে এই প্রকার সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। তাই মনুষ্যজন্ম অর্থদ অর্থাৎ পরমার্থপ্রদ। সার্থগতি পরমপদ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম এই মনুষ্যজন্মেই লাভ হইয়া থাকে। এহেন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও সংসারে স্বাহার-ধর্ম্মা ইতর জীবের ন্যায় ইতর রসে মজিয়া—পরমার্থ ভুলিয়া অনর্থসাগরে নিমজ্জিত হইতেছি—আর মানুষ হইব কবে?

মহামুনি বেদব্যাস কতই না যত্নে বেদাদি শাস্ত্র ও বেদের প্রপক্ব ফল—নিগম কল্পতরুর গলিত ফল অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীব্যাস-পুত্র পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতি সেই ব্যাসকীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন করিয়া নানা মত খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্থাপন করিয়াছেন। তবু আমরা নানা মুনির নানা মত খুঁজিয়া তর্কপথটী সুগম করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেষ্টায় আছি, যাহাতে ভোগ ও ত্যাগের পথে কোনও প্রকার অন্তরায় উপস্থিত না হয়। আত্মমঙ্গলের কোন কথাই শুনিব না। যে দলে গণ-সংখ্যা অধিক দেখি, সেই দলেই মিশিয়া একটা হট্টগোল করিয়া চলিয়া যাইব। আর মানুষ কবে হইব!

আমাদের এই সকল দুর্দ্দশা-দর্শনে শিবপ্রদাতা শ্রীসদাশিবের হৃদয়ে ব্যথা উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা বহু আরাধনার পর তদীয় অভীষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত করান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া এবং পার্ষদগণকে অবতরণ করাইয়া অনর্পিতচর নিজভক্তিধন জীবগণকে দান করিতে থাকিলেন। কিন্তু আমরা এমন চতুর (?) যে তাঁহার সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একটীও কর্ণপুটে প্রবিষ্ট হইতে দেই নাই! তাহার প্রমাণ এখনও মায়া-হাতে বদ্ধাবস্থায় জন্ম-মরণ-মালা পরিয়া রহিয়াছি। আর মানুষ কবে হইব?

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল ধর্ম্মে বিশ্ববাসীকে দীক্ষিত করিবার জন্য কতই না আয়োজন করিতে-ছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। আমাদের পোড়া কপাল, সে মুখ দর্শনে যেন আরও হিতের বিপরীত বুদ্ধি উদিত হইয়া পাঁজর বসিয়া যায়। আচার্য্যের আসনটী কাড়িয়া লইবার জন্য জিঘাংসা-বৃত্তি জাগিয়া উঠে। আমরা আবার মানুষ?

আমার বদ্ধাবস্থার জন্য দায়ী কে?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমি জীব, কৃষ্ণের অংশ। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু, আমি জীব অণুচিদ্বস্তু। চিত্ত্বে উভয়ের ঐক্য থাকিলেও আমি জীব অপূর্ণ, দীন ও ক্ষুদ্র আর কৃষ্ণ পূর্ণ। কৃষ্ণ প্রভু আমি জীব তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক। কৃষ্ণের পূর্ণ চিজ্জগৎ প্রকাশে পূর্ণশক্তি আর অপূর্ণ জৈব জগৎপ্রকাশে তটস্থাশক্তি। তটস্থা শক্তির ক্রিয়া চিৎ ও অচিৎ এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রাখিবার যোগ্য একটা বস্তু নির্ম্মাণ করে।

আমি জীব চিৎকণ হইলেও কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী আছি। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূতা, আমি জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ বিশেষ কোন অবস্থায় মায়া-বশ হইয়া পড়িয়াছি। সেই বিশেষ অবস্থাটী এই,—কৃষ্ণ যেরূপ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছা-ময়, সেই প্রকার তাঁহার অংশ-সূত্রে আমি জীবও অণুস্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতা একটী রত্ন বিশেষ, জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে কৃষ্ণ এ রত্ন দেন নাই, যাহা আমাকে (জীবকে) দিয়াছেন। এই জন্য অন্যান্য বস্তু হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দিতেন, তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইয়া থাকিত।

জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা আছে, আমি জীব তাহা লাভ করিয়াছি। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না, সুতরাং জীব যে পরিমাণে অণু তাঁহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মও সেই পরিমাণে থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়প্রভু হইয়াছেন। সেই জীব আমি যখন স্বতন্ত্রতা দ্বারা কৃষ্ণের প্রিয়সেবা না করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-নিবন্ধন মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি, তখন আমার বদ্ধাবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা করিবেন বলিয়া জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদি অশেষ উন্নত পদের যোগ্যতা দিয়াছেন এবং যোগ্যতার সুযোগ ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ 'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়িক জগতের সকল জীব স্বরূপ-বিভ্রান্ত, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিপর, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-বিমুখ। কৃষ্ণ বিমুখ জীব আমিই এই মায়ার সংসাররূপ জেলখানার কয়েদী। এই কয়েদখানাই আমার উপযুক্ত স্থান।

চিজ্জগতের প্রভু-সেবকের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-দ্বারা সংসার-কারাগতি-লাভ দেখিয়াই আর্য্য ঋষিগণ রাজনৈতিক কারাগারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী যদি রাজ-সেবার পরিবর্ত্তে সেই ক্ষমতা স্ব-সেবার্থে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই রাজভৃত্য চরিত্র, সংশোধনার্থ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই নিয়মটী কৃষ্ণবিমুখ জীব ভোগবাঞ্ছা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া নিকটস্থ মায়া-নিজিতাবস্থায় এই সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ারই অনুকরণ মাত্র।

স্বতন্ত্র বাসনা দ্বারা জীবের সংসারগতি রূপ ক্লেশ-লাভ—শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কারণ বিষয়ভোগে চরমে দুঃখ-লাভ বই আর কিছুই নাই, বিষয়াসক্ত জীব পরিণামে কেবল দুঃখই ভোগ করেন, সংসারগতি আর শেষ হয় না; ইহা অবগত হইয়া জীব সুখের অনুসন্ধানে রত হন। সেই সুখের অনুসন্ধান হইতে বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইয়া হৃদয়ে প্রশ্নের উদয় হয় যে, কি উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটে? তাহা হইলে যাহার দুঃখ নাই, সেই নিত্য সুখাশ্রয়ী সাধুসঙ্গ করিবার শ্রদ্ধা উদিত হয়।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হ'তে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচিভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯।১৩)

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ)

আমি স্বতন্ত্রবশে বিষয়-বাসনায় চালিত হইয়া বিষয়-ভোগে অহরহঃ যে ক্লেশ ভোগ করিতেছি, জড়জগতের প্রভু আমি সেই ক্লেশকে ও 'সুখ' মানিয়া তাহাতে অত্যধিক আসক্ত হইতেছি। ইহার ফলে যে কেবল দুঃখ-ফলই পাইতেছি, সে অনুভূতি মোটেই নাই। যদি থাকিত, তবে বিবেকের উদয় হইয়া "কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়" প্রশ্নের উদয় হইত। তাহা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার বদ্ধা-বস্থাই থাকিল।

কৃষ্ণেচ্ছায় কৃষ্ণলীলার সৌষ্ঠবে পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় আমি জীব মায়াভি-নিবেশ-জনিত ক্লেশ স্বীকার করিতেছি, ইহাতে যদি দোষ থাকে, তবে তাহা আমারই, কৃষ্ণের বা অন্য কাহারও নহে কারণ আমি কৃষ্ণ ভুলিয়া কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়াছি, সুতরাং আমার স্বকৃত নির্ম্মিত কর্ম্ম নিগড় আমাকেই বন্ধন করিয়াছে, সেই জন্য আমি দায়ী।

প্রচার প্রসঙ্গ

বিগত ২৬শে মাঘ সোমবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, সদানন্দ অধিকারী মহোদয়গণের সহিত হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত উপাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বহু ভদ্রমহিলা স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠান্তে বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

সমাকৃন্দ্র মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিদ্যমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সজ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠ-সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি বর্ণরঞ্জিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন বামনপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী অন্যকামিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ[illegible]জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া।

এখানে বড় সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীআদিকান্ত[illegible], ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব[illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিধুমোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, নিত্যোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় কৃপত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সুবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার প্রবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সর্ব্বাগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে অতি সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible]। ইহা তাঁহার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেষ্ট [illegible] নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ॥৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রী[illegible]চার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি ব্রাহ্মী [illegible] আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, [illegible] তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে [illegible] অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোর [illegible] কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, [illegible]

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, [illegible] কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার [illegible] উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, [illegible] ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল।

আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই [illegible] পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার [illegible] নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন [illegible] চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার [illegible] রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি [illegible] মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

[illegible]—প্রচারবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ-
নবদ্বীপ

Reg No 15.C44

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিঙ্গেল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

অগ্রিম মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৭, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

নানা কথা

লর্ড উইলিংডনের দেরাদুনে অবস্থান

লর্ড ও লেডী উইলিংডন ভারতে আসিয়া সরাসরি দেরাদুনে চলিয়া যাইবেন। তথায় তাঁহারা কয়েক-দিন বাস করিবেন। দেরাদুন হইতে তাঁহারা সিমলা শৈলে আরোহণ করিবেন।

লর্ড আরউইনের যাত্রা

বড়লাট লর্ড আরউইন ও তৎ-পত্নী বিলাত যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিবেন। দিল্লী হইতে তাঁহারা এপ্রিল মাসের মধ্য-ভাগে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

গান্ধীজীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা

লণ্ডন হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লর্ড আরউইন যতটা অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতেই [illegible] অধিকাংশ রাজি হইবেন। [illegible] আমার আন্দোলন বন্ধ

ব্রহ্মে বিভৎস হত্যাকাণ্ড

গান্ধীজীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা

লর্ড আরউইনের যাত্রা

ফ্রান্সের খনিতে বিস্ফোরণ—৩১ জনের মৃত্যু

কিষণগঞ্জে ভূপর্য্যটক

লর্ড উইলিংডনের দেরাদুনে অবস্থান

বোরসাদে পুলিশের আচরণ

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ—২ জন সাম্যবাদী নিহত

প্রবল ঝড় ও শিলাবর্ষণ

মতিহারীতে বোমা ৪ জন গ্রেপ্তার

হইবে, একথা জানিতে পারিলে পুলিশের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিতেও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আপত্তি থাকিবে না।

ব্রহ্মে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

—৪ জন ভারতীয় হিন্দু নিহত

সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কিয়াউটমা সহর হইতে সাত মাইল দূরে পেগু ইউমাগ গ্রামে এক বীভৎস হত্যা-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ সাতজন ভারতীয় হিন্দু এই গ্রামে যখন বেড়াইতে যায়, গ্রামবাসীরা তখন তাহাদিগকে কিছু খাইতে দেয়। তাহারা তাহাদিগের দেওয়া সেই খাবার খাইতে অস্বীকার করিলে উক্ত গ্রামবাসীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে ফলে, তাহাদিগের মধ্যে ৪ জনকে সেই সময়ই মারিয়া ফেলা হয়। বাকী তিন জন কোন রকমে গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, ব্রহ্মবাসীরা দা ও লাঠিসহ ভারতীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া-ছিল।

ফ্রান্সের খনিতে বিস্ফোরণ

৩১ জনের মৃত্যু

ফ্রান্সের নর্থমার্গ খনিতে প্রায় ১৮৫০ ফুট নিম্নে অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হয়। তথায় ৮০ জন শ্রমিক কাজ করিতেছিল। তন্মধ্যে ৩১ জন মারা গিয়াছে। আরও কয়েক জন বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও কয়েকজন শ্রমিক খনির গর্ত্তে রহিয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করি-বার চেষ্টা হইতেছে।

যে স্থানে এবার দুর্ঘটনা হইয়াছে সেই স্থানটী আর্লস্ ডরাক্ হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত গত বৎসর তথাকার খনিতে ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে ২৬০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছিল।

বর্ত্তমান দুর্ঘটনায় ফলে শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ
দুইজন সাম্যবাদী নিহত

পুলিশ এবং সাম্যবাদী দলের সংঘর্ষের ফলে একজন পুলিশ আহত হইয়াছে ও দুইজন সাম্যবাদী মারা গিয়াছে। ৫ জন সাম্যবাদী আহত হইয়াছেন বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও সাম্যবাদীরা উটমাংকারে এক সভা করিয়াছিল এবং সভাশেষে মিছিল করিয়াছিল, চারসাদ্দা ভবনের যখন তাহারা পৌঁছে সেই সময় পুলিশ বাধা দিলে উভয় দলে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ গুলী চালাইলে উপরিউক্ত ফল হয়। এখন আর কোন গোলমাল নাই।

ধরমশালায় বোমা বিস্ফোরণ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাওতালপুর সহর প্রান্তে এক ধরমশালায় বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনজনকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একজন জিলা বোর্ড স্কুলের শিক্ষক—লোকটি বিস্ফোরণের ফলে আহত হইয়াছিল। অপর একব্যক্তি রাজসাক্ষী দাঁড়াইয়াছে। পুলিশ কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কয়েকটা বোমা এবং পিস্তলও নাকি পাওয়া গিয়াছে।

মতিহারীতে বোমা ৪ জন গ্রেপ্তার

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মতিহারীর একটি বাগান বাড়ীতে পুলিশ তিনটি গোলাকৃতি জিনিষ একখানি নূতন ছোরা ও একখানি তলোয়ার পাইয়াছে। গোলাকৃতি জিনিষ তিনটি বোমা বলিয়া বাঝা, এই সম্পর্কে উক্ত বাড়ীতে আবার খানাতল্লাস হইয়াছে। এই দিন পুলিশ সেখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই পায় নাই, কয়েকটা মেকী মুদ্রা নাকি পাওয়া গিয়াছে এই সম্পর্কে ৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কিষণগঞ্জে ইটালীয় ভূপর্য্যটক

ইটালীর ভূপর্য্যটক ক্যাপ্টেন্ এন্টনী জেটো মঙ্গলবার রাত্রে কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া) আসিয়া পরদিন অপরাহ্নে চলিয়া গিয়াছেন পাগড়া নবাব এস্টেটের ম্যানেজার মিঃ পি, ভবলু ডাকের বাড়ীতে তিনি অবস্থিত হইয়া সেখানেই থাকেন। এতদুপলক্ষে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে।

রাজসাহীতে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

বিনা অনুমতিতে বুলেটীন প্রকাশ করার অজুহাতে নাকি ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালে সুকুমার চক্রবর্ত্তী ও বলরাম পাল নামে কংগ্রেসকর্ম্মী দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইলে তাহাদের মোকদ্দমার দিন ৩রা মার্চ্চ ধার্য্য হইয়াছে।

বোরসাদে পুলিশের আচরণ

"ভারতসেবক সমাজে"র সভ্যদ্বয় মিঃ আর, আর, বাখলে, এম-এল-সি এবং মিঃ কে-এল্ চিতালিয়া বোরসাদে ২১শে জানুয়ারী যে ঘটনা সমূহ ঘটিয়াছিল, তাহার তদন্ত করিয়া একটা রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। রিপোর্টে তাঁহারা সরকারী বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, পুলিসের হস্তক্ষেপ করিবার মত সঙ্কটজনক অবস্থা সেদিন হয় নাই এবং তাঁহাদের মতে এই সকল ব্যাপারে পুলিস সরকারী আদেশ মানিয়া চলে নাই।

বোরসাদ মিউনিসিপ্যালিটির সিদ্ধান্ত

বোরসাদে পুলিশের অনাচারের যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহার তদন্তের জন্য একটা নিরপেক্ষ বিচার সমিতির গঠনের আবশ্যকতা জানাইয়া বোরসাদ মিউনিসিপ্যালিটীর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন

---

৪ জন কর্ম্মীর কারামুক্তি

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারে শ্রীমান কালীবন্ধু চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান ভবানীপ্রসাদ সেন, শ্রীমান যোগেশচন্দ্র দাস ও শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সাহা ৪ মাস কারাভোগের পর বহরমপুর বিশেষ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করায় তাহারা ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

কনভোকেশনে গুলী বর্ষণের জের

লাহোরে কনভোকেশনের সময় গুলী বর্ষণ করার সম্পর্কে হরিকিষেণ নামক যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, গত সোমবারে হাইকোর্টে তাহার আপীলের শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছিল।

সম্পাদকের বাড়ীতে পুলিশ

"মিলাপ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফিরোজ চাঁদের বাড়ীতে গতশুক্রবার পুলিশ হানা দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ফিরোজ চাঁদ লাহোর জন সেবক সমিতির সভাপতি এবং পাঞ্জাব সত্যাগ্রহীদের ডিক্টেটরদের অন্যতম।

কলিকাতায় জাহাজে গ্রেপ্তার

ভিক্ষু উত্তম নামক এক ব্যক্তি "আরোয়া" জাহাজে করিয়া রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। পুলিশ তাঁহাকে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে দেয় নাই। কিন্তু ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গী শ্রীযুক্ত মদনজীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা দিল্লী অভিমুখে যাইতেছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ভিক্ষু উত্তমকে পুলিশের ডেপুটী কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে।

ভোজ সভায় পাঞ্জাব-লাটের বক্তৃতা
গবর্ণমেন্ট বিরোধীদের দমন

২১শে ফেব্রুয়ারী ইউরোপীয় সমিতির এক ভোজসভায় পাঞ্জাবের গবর্ণর গবর্ণমেন্ট বিরোধীদের কার্য্য কেমন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে তাহার কিছু হিসাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিরোধী বক্তৃতা গত জুন এবং জুলাই মাসে একই সময়ে নানাস্থান হইতে পারিত; উহা বন্ধ করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। তবে পরে বক্তৃতার যথাযথ রিপোর্ট এবং শাস্তির ব্যবস্থা করায় প্রায় কেহই উহা হইতে এড়াইতে পারে নাই। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ৭ হাজারের বেশী লোককে অভিযুক্ত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলা দেশের ন্যায় পাঞ্জাবেও অন্তরায়ণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বোমার মামলার আসামী

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর সত্য গুপ্ত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলার আসামী শ্রীযুক্ত দীনেশ মজুমদার এক্ষণে মেদিনীপুর জেলে অবস্থান করিতেছেন। শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার খুনের আসামী শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষকে এই জেলে রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে

রাজদ্রোহের দায়ে জমীদার

পাবনা, ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ জুবড়ীর ৭৫ বৎসর বয়স্ক প্রাচীন জমীদার শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ বিশি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদানের অপরাধে স্থানীয় মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি [illegible] অপরাধে আরও ২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া জেল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রামে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়ও হইয়াছিল ফলে, সাত জন লোক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, উপরি উক্ত লোক গুলি যখন মাঠে কাজ করিতেছিল সেই সময় ঝড় বৃষ্ট্যাদি শিলাবৃষ্টি হইয়াই তাহারা মারা গিয়াছে।

আবকারী দোকানে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

প্রকাশ, চাঁদপুর নূতন বাজার আবগারী দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের দুই সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা জিলা আইন অমান্য কমিটীর সম্পাদক এবং নবাবগঞ্জ কর বন্ধ আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, অনিল মোহন রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, নরেশ দে, শচী দে, বঙ্কিম নন্দী এবং কানাই দাসের প্রতি দুই সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

চুয়াডেঙ্গার সদর মহকুমা হাকিম প্রবর্ত্তিত ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা ও পিকেটিং করায় শ্রীযুক্ত দেবেন সেন ও অন্যান্য আসামিগণ গত ১১ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন।

চুয়াডাঙ্গায় পিকেটিং

কয়েক দিন যাবৎ চুয়াডাঙ্গায় বিদেশী বস্ত্রের দোকানে জোর পিকেটিং চলিতেছে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন প্রচারের জন্য প্রত্যহ হাটে স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৭

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১১ই ফাল্গুন সোমবার সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমা-শোভাযাত্রা কিয়দ্দূর (প্রাচীনগঙ্গাখাত, বর্ত্তমান গুড়্গুড়ের খাল পর্য্যন্ত) পরিচালনা করিয়া দিয়া অভিন্নবিগ্রহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজের প্রতি তৎপরিচালনার ভার প্রদান করেন। প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ যাত্রিগণ-সহ প্রথমে সীমন্তদ্বীপে একটা বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ (বর্ত্তমান নাম সিমুলিয়া) সম্বন্ধে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। তৎপর বিল্বপুষ্করিণী গ্রামে বহু নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া শরডাঙ্গায় গমন করেন। তথায় সুপ্রাচীন সেবা শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দর্শন ও দণ্ডবন্নতি করিয়া তৎস্থান সম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন। তৎপর কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠে ফিরিতে বেলা ১টা এবং প্রসাদাদি সম্মানের পর বিশ্রাম লাভ করিতে ভক্তগণের ৩টা। ৪টা বাজিয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এমনই অদ্ভুত বীর্য্য-প্রদায়িনী শক্তি যে, অশীতি বর্ষের জরাতুর বৃদ্ধ ও পঞ্চমবর্ষীয় শিশুপর্য্যন্তও যুবার ন্যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিস্মৃত হইয়া নৃত্যকীর্ত্তনামোদে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপ ও কণ্টকাকীর্ণ দুর্গমপথাতিক্রমের ক্লেশ পরম আনন্দের সহিত সহ্য করিতেছেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কেবল মনে হয়—

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সবারে ডুবায়॥
(কিন্তু) মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥"

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও তাহার বিবরণ

('চিন্ময় নবদ্বীপ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

(ক)

আবির্ভাব-স্থলী—এই স্থানে মিশ্রের ভবন, মিশ্র পুরন্দর এইস্থানে নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথিসেবা করিতেন, এই স্থানেই বালক নিমাই তৈর্থিক-বিপ্র-অতিথিকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইস্থানে অদ্যেহ তুলসীবন বিরাজিত। এইস্থানে **নিম্ববৃক্ষবর** অদ্যাপি বালক নিমাইএর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং নীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মা-শ্রিতা চিন্তামণিভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব যুগলমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন।

তৃতীয়কক্ষে পঞ্চতত্ত্ব বিরাজ করিতেছেন। নিম্ববৃক্ষরাজের মূলদেশেই শ্রীশচীমাতার সূতিকাগৃহ। এইস্থানে শিশু নিমাই খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে শচীমাতা উপবিষ্টা।

(খ) ক্ষেত্রপাল শিব—শ্রীযোগপীঠে ঈশানকোণে শ্রীধামরক্ষকরূপে শ্রীক্ষেত্রপাল শিব নিত্য পূজিত হইতেছেন। শুদ্ধভক্তগণ এইস্থানে শ্রীরূপানুগপদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল শিবকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের নিরুপাধিকা নিত্যসেবা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপাল শিবের প্রণাম-স্তোত্র এই—

বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

ভাগীরথী সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া বহু জনাকীর্ণ পল্লীগুলিকে গর্ভসাৎ করিয়াছেন। কৃষ্ণের গৃহ ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী যেরূপ জল-মগ্ন হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহা-যোগপীঠ গৌরজন্মস্থান ব্যতীত মায়াপুরের অনেক স্থান নদীগর্ভগত হইয়াছিল। ইহা কেবল কল্পনা বা অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। সেনরাজের ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোন দিন কোন নদী-কবলে কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে সুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। স্থানের সীমাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপর্য্যুক্ত নিদর্শনসমূহ আজও আমাদিগকে সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতেছে। মায়াপুর গ্রামের ভূমি প্রাচীন, চরজমি নহে। প্রাচীন জমির বিশেষত্ব এই যে,উহা এটেঁল, 'বালিয়া' নহে। ফুইনকুইনিয়াল কাগজে এই স্থানকে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

মাদ্রাজ হইতে তারযোগে প্রেরিত অভিভাষণ

শ্রীল প্রভুপাদের সপ্তপঞ্চাশৎবর্ষাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ; সি, এন্ শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি এল; মিঃ স্বামীনাথ আয়ার এবং মাদ্রাজ মঠের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেস টেলিগ্রাম—

হে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম, কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহানুভবগণ আমাদিগকে উদাত্ত উদারবাণীর মধুর মোহন কিরণরশ্মি বিতরণ করিতেছিলেন। এখন আমরা অনুভব করিতেছি যে, সেই মহানুভবগণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অধিদেবতার দূতরূপে আগত হইয়া আমাদিগকে সেই প্রেমের দেবতার আগমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা-আর্ত্ত এবং প্রার্থনা-পরিপূরিত হৃদয় করিয়া তুলিয়াছেন। গত তিন বৎসর যাবৎ আমরা একত্র মিলিত হইয়া এই জগতে সেই প্রেমের দেবতার আলোক এবং যে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এ দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন আমাদের হৃদয়ে একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা উদিত হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই সেই প্রেমের ঠাকুর তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া আমাদের নিকট তাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিবেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। হে পরমবিপ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে আমাদের নিকট প্রেরণ, আপনার মহানুভব সেবাপরায়ণ প্রিয়ভক্তকে আমাদের সহিত অবস্থান এবং আমাদের মধ্যে তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রেম-সৌন্দর্য্যের দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূত পাদপদ্মে আকর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছেন, এই আশায় আমরা কি অন্যায়? হে প্রভো, আপনি আমাদিগকে এবং দাক্ষিণাত্যবাসী সকলকে আকর্ষণ করুন, আপনি এবং আপনার নিজজনগণ যে নিত্য অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-আস্বাদন করিতেছেন, দাক্ষিণাত্যবাসিগণ যেন সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার অধিকারী হন। আমাদিগকে আকর্ষণ করুন এবং আমাদের হৃদয়কে পরিচালিত করুন, যাহাতে আপনি দাক্ষিণাত্যে যে পবিত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সেবাকার্য্যে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান এবং আনুকূল্য করিতে পারি। যেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। নিতাই ও গৌরের পাদপদ্মের আশা-আর্ত্ত দাক্ষিণাত্যবাসী আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, মাদ্রাজ।

কোনও সাময়িক সম্পাদক কর্ত্তৃক পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম—

ওহে ব্রজের প্রিয়জন, আপনার উপস্থিতি, যাহা এই প্রসঙ্গে একটী বহুমূল্য বস্তু, ব্যাকুলিত ব্যক্তিগণের অন্তরকে মহাপ্রভুর প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলুক।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে তাঁহার সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের দীন সেবকগণের নিকট হইতে প্রেস্ টেলিগ্রাম—

আমাদের প্রিয়তম প্রভুর পরম ভক্ত সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবোৎসবে শ্রীধর মহারাজ, ভক্তিসার মহারাজ, জগদানন্দ ব্রহ্মচারী, দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী এবং গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী ও বন-মহারাজ তাঁহাদের আত্মার অঞ্জলিপ্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, যেন তাঁহারা অহৈতুকভাবে তাঁহাদের দেহ, মন ও আত্মাকে প্রভুপাদের অপ্রাকৃত পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন। বহুদূর হইতে প্রদত্ত এই গন্ধহীন পুষ্পগুলি যেন সেই অভিমর্ত্ত্য পাদপদ্মে পৌছিতে পারে। যে আশা ও প্রেমের বাণী আপনি আনয়ন করিয়াছেন, সেই বাণী যেন সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে, অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারে। আপনি যে রূপানুগ-গণের রাজ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের

কেতন উড্ডীন করিয়াছেন, তাহার তলে যেন সকল লোক আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তর

প্রিয় মহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত ও মাদ্রাজবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রীতিসূচক যে তাড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি আপনাদের সহানুভূতিপূর্ণ আদর বিজ্ঞাপিত হইতেছে, সেই তাড়িৎ-বার্ত্তাখানি এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। তাহা পাঠে বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর প্রতি আপনাদের পরম প্রীতি যে আমার চেষ্টাসমূহের ক্ষীণত্বকেও উপেক্ষা করিয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—যাহা আপনারা অসংশয়িতরূপে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবতার সেবার প্রতি চির আকাঙ্ক্ষিত আহ্বান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহার জন্য আপনারা মহানুভব আচার্য্য-গণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বিস্তারে আপনাদের সুদৃঢ় ভক্তোৎসাহ দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদের পবিত্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখনও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এইরূপ মহানুভবতা ও সেবোৎসাহ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টার প্রতি আপনা-দিগের বিশেষ অনুকম্পাময় অভিব্যক্তি-গুলি আমাকে সেই মহা অতিমর্ত্ত্য পুণ্য ঘটনার উদ্দীপনা জাগাইয়া দিতেছে। আপনাদের কারুণ্যপূর্ণ অভিব্যক্তিসমূহ আমাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইতেছে যে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কৃপায় উল্লাসিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই উপযুক্ত অবসরে তাঁহার সেবার আচরণ করিয়া তাঁহার প্রাকট্য বিধান করিয়া থাকেন। সমগ্র দক্ষিণ-ভারত গৌর-নিতাইর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, আপনাদের এই অভিলাষ যেন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবতার কৃপায় আপনাদের সেবা-চেষ্টার মধ্য দিয়া অচিরেই পরিপূর্ণ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আমার ক্ষীণ-চেষ্টার প্রতি আপনারা যে-সকল প্রীতিসূচক অভি-ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনা-দিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি-তেছি।

ভক্ত ও ভগবানের ভুল

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

চিকিৎসকগণের নিকট শুনা যায় যে, রোগীর পক্ষে সুখবোধক খাদ্যদ্রব্যগুলি প্রায়শঃই উপকারী না হইয়া অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগবৃদ্ধিকর হইয়া থাকে। পারমা-র্থিক চিকিৎসকগণও ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য প্রেয়ঃ সুখবোধক বস্তুর বা 'প্রেয়ঃপন্থার' ব্যবস্থা না করিয়া শ্রেয়ঃ পন্থারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া সাধুবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক, একেবারে অধিক আস্বাদনে পাঠক মহোদয়গণের কোন প্রকার অজীর্ণ উদ্গার না উঠে এই ভয়ে গত বারে অপ্রসাম্রা পন্থা অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের 'গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্ম' রূপ প্রবন্ধ ভাবে বিতরিত শ্রেয়ঃ কথার ২১টী মাত্র পাঠক-গণের আস্বাদনের নিমিত্ত দিয়াছিলাম। এবারে পুনরায় উহারই আরও ২১টী দানা পাঠক মহোদয়গণ আস্বাদন করিয়া দোষগুণ বিচার করিলে সুখী হইব।

চতুর্ব্বেদী মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়করূপে আগে 'চাপরাস চাই' বলেছেন, নচেৎ লোকে মানবে কেন? আবার এই চাপরাসের অর্থ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে ঠিক পরবর্তী লাইনে তিনি চাপরাস শব্দে 'সাধনা'কেই লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন যে সাধনা ব্যতীত ধর্ম্ম প্রচার হয় না। কথাটা ঠিক বটে। তবে এখন আমরা জানতে পারি কি, যে আজ তিনি যে এত 'গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্মে'র বক্তৃতা বা প্রচার করতে বসেছেন এর মূলে তাঁর নিজের সাধনার পরিচয়টা কি? এবং সেই চাপরাস বা সাধনা তিনি কোথা হতে পাইলেন? সাধনার পরিচয় দিতে হ'লে, যে আকর বস্তু থেকে সাধনার সূত্রপাত হয়, সেই আকর বস্তু অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের পরিচয়টা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কোন লঘু বস্তুকে গুরু মনে করে নিয়ে নিজের কল্পিত মত সাধনা করলেও ঠিক হবে না। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে চিহ্নিত গুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হয়ে, তবে ত চাপরাস পাকা হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গুরু-চিহ্ন-নির্দ্দেশে বলেছেন,—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥" অতএব আমরা জানতে চাই, এইরূপ কোন গুরুর নিকট থেকে তিনি চাপরাস পেয়েছেন কি?

চতুর্ব্বেদী মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-কার্য্যকে তাৎকালিক এবং প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পরমার্থ-জ্ঞান-প্রচার-কার্য্যকে সার্ব্বকালিক বলেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার থাকলে, তিনি কখনই ঐরূপ আবোল তাবোল কথা প্রচার করতেন না। শ্রীচৈতন্যদেব কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম বা জাতির ধর্ম্ম যথা—মানুষের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম, সমাজের ধর্ম্ম, পরিবর্ত্তনশীল দেহ বা মনের ধর্ম্ম প্রভৃতি দেশ ও কালের অন্তর্গত কোন প্রকার তাৎকালিক ধর্ম্ম প্রচার না করে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় আচ্ছাদিত সঙ্কোচিত মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত চেতনের সার্ব্বকালিক পরম ধর্ম্ম যে প্রেমা, তাহাই প্রচার করে গিয়েছেন! অতএব শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এই প্রেম-ধর্ম্মটী কি চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের কথিত শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পরমার্থ ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে এবং ইহা কি বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত কোন পরমার্থ বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইবে?

শুনিয়াছি যে সদ্গুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃত বাক্যই বেদ বা আপ্ত বাক্য এবং উহাই অপৌরুষেয় কারণ, "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" অতএব সেই গুরুমুখনিঃসৃত বাক্য যাহা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, এবং তা' থেকে আমার যে জ্ঞান জন্মেছে, তদ্দ্বারা বেশ বুঝতে পারি যে, শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের দাসাভিমানী শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারকারী সেবকগণ চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ন্যায় কেবল-মাত্র খানকয়েক গ্রন্থ পড়িয়া বা কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা বা কালোচিত আদরকাংক্ষায় মনোরঞ্জনে বা কল্পনাশক্তিকে মুগ্ধ করিয়া আপ্ত ব্যবস্থার সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। তবে আমার ন্যায় বেদানভিজ্ঞ দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহা চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ন্যায় চতুর্ব্বেদের জ্ঞানরূপ চারি চক্ষের দর্শনে সম্ভব কি না তাহা সুধী সমাজই বিচার করিবেন।

তাঁহার মতে যদি ধর্ম্মের গ্লানি সংশোধন ক'রতে হলে ভগবানের অনুগ্রহই আবশ্যক হয় এবং মানুষের চেষ্টায় যদি কিছু না হয়, তা' হলে তিনি বাহাদুরী করে জীবোদ্ধার-কল্পে একটা 'বাহাদুরী মার কাট' ভাসাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? নিশ্চিন্ত হয়ে প্রচার বন্ধ করে ভগবানের অনুগ্রহ পাবার আশায় ঘরে বসে থাকলেই ত হতে পারত! ভগবানের সেই অনুগ্রহ পেতে হলে কি কোন প্রণালী অবলম্বন করতে হবে না? শাস্ত্র মানতে হলেই ত গুরু-করণের আবশ্যক। এবং তৎপাদপদ্মে আন্তরিক প্রপন্নতা বা শরণাগতির আবশ্য-কতা হয়ে পড়ে। কারণ, 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" বোধ হয় এইরূপ প্রপত্তির অভাব-নিবন্ধন তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মে নানাপ্রকার কাল্-নিক বিভীষিকা দর্শন করছেন।

যে জিনিষটাকে মানুষ বুঝতে পারে না বা যার কাছে পৌঁছাতে পারে না, সেটা মানুষের চোখে খাটো বলে মনে হয়। বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে তাকে ঋষিদিগের গীত বলে ভ্রম হয়। অনেক লাফালাফি করে বৃক্ষস্থিত আঙ্গুরকে পাড়তে না পেরে সুমিষ্ট আঙ্গুরকেও টক বলে মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন সাক্ষাৎ ভগবত্তনু ও তাহার দ্বাদশটি স্কন্ধ যেমন শ্রীভগবানের দ্বাদশাঙ্গ স্বরূপ, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি-বিগ্রহ স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকে অশ্রদ্ধা করে উহা-দিগকে 'পয়ারগ্রন্থ' মাত্র বলে বর্ণনা করলে শ্রীচৈতন্যদেবকেই অবমাননা করা হয়। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধি না হলে জীবের ঐরূপ দুর্ভাগ্যই ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে সম্যক্ প্রপত্তি এবং তাঁহার কৃপা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটে, কারণ শাস্ত্র বলেন,—"ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে। সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

যদি কাহারও জ্ঞানের প্রশংসা ক'রে বলা যায় যে, তাঁহার জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম, তাতে কেউ হয় ত মনে করতে পারেন যে তাঁর জ্ঞান এত সূক্ষ্ম যে, নেই বললেও হয়। অবশ্য এইরূপ বিচার কেহ চতুর্ব্বেদী মহা-শয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করেন, তাই সাবধান করার জন্যে বলছি। কারণ অত্যন্ত জ্ঞানবান ও সূক্ষ্মদর্শী হয়েও শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যিনি ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ও বিভীষণ, যীশুখৃষ্ট, এমন কি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যন্ত বক্তৃতা-দ্বারা 'বিষ্ণুভক্তির' প্রচারকার্য্যে ভ্রান্তি দর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে বটে! ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত মানবের পক্ষে ঐরূপ দোষচতুষ্টয়-বর্জ্জিত ভক্ত ও ভগবানের ভুল ধরিতে যাওয়ার মত পাষণ্ডতা যে জীবের মধ্যে থাকিতে পারে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। যে চাপরাশ ও সাধনার বলে আজ অগ্নিহোত্রী চতুর্ব্বেদী মহাশয় সর্ব্বসাধারণের মূল প্রস্রবণ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয়-গণের বিষ্ণুভক্তি-প্রচারকার্য্যে ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন, সেই সাধনাটী যে তত্ত্বমায়া বিদ্যার পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই! হায়! হায়! এমন কথাও আজি শুনতে হল? হায়! বসুমতী, তুমি আজ বিদীর্ণ না হয়ে এমন কলঙ্ক তোমার বুকে বহে নিলে? তাই ভাবি, 'ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা, দুখ লাগে আউর হাসি!'

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭ ভজনরহস্য ।০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
। ব্রহ্মসূত্র ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ⁄১০
। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি ⁄০
। গীতাবলী ⁄০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
। সাধনকণা ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইসোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্পক্ষ সমালোচক অক্ষজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারীসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১।০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রমথনাথ ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবপ্রস্থ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাণ্ডার ব্রহ্মচারী কবিরাজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযশোধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাধাকান্ত পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যানন্দপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধারিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌরসুন্দর-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ-স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাতিতপাবন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— উহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, প্রভৃতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পুরোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, উপনায়ন, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তের তারতম্য, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারি-বিচার, কর্ম্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, সম্প্রদায়ের নাম অনিলের কারণ, সম্প্রদায় প্রণালী শ্রোতপথ, পরিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরমগূঢ় সুবিষয়ক এরূপ সরল হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই— চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পর্য্যন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমানসপুষ্প

দ্বিতীয় সংস্করণ—৶০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতিশয় বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল বিচারে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের, যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাংকেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদাই দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক :—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] নং, ২১৬ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg. No. C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিঙ্গল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

কৃষ্ণ

নদীয়া জেলায় বস্ত্রব্যবসায়ী-সম্মেলনের আয়োজন

বড়লাটের বোম্বাই পরিদর্শন

মোটরবাসে অগ্নি প্রদান—২ জন গ্রেপ্তার

কুমিল্লায় হাহাকার

মিঃ বি, দাসের প্রস্তাব—৭ ভোটে পরাভূত

সুরাটের নবম ডিরেক্টর

অভিনন্দন প্রস্তাবে গোলযোগ, ১৭জন মহিলা গ্রেপ্তার

গান্ধীজীর সর্ত্ত

মধ্যভারতে অর্থ ও জলকষ্ট ; সিগারেট শুল্ক বিল

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

প্রকাশ, কুষ্টিয়া ষ্টেশন হাঙ্গামার মামলা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ও ৩৫৩ ধারানুযায়ী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক অমলেন্দু চৌধুরী এবং কুমুদরঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর জেলে ধর্ম্মঘট বন্ধ

কৃষ্ণনগর জেলের রাজবন্দিগণ অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তৎসম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ অভিযোগের প্রতিকার করিবেন বলিয়া সম্মত হওয়ায় উহা শেষ হইয়াছে

বড়লাটের বোম্বাই পরিদর্শন

লর্ড আরউইন শীঘ্রই বোম্বাই আসিতেছেন। নাগরিকদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য স্যার জিজিভাই বোম্বাই কর্পোরেশনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা লইয়া এখনও সমালোচনা চলিতেছে। কর্পোরেশনে পিকেটিং করিবার জন্য ২০০ শত দেশ-সেবিকাকে রোজই প্রস্তুত রাখা হইতেছে

মোটরবাসে অগ্নি প্রদান

২ জন গ্রেপ্তার

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস, দানাপুর কতিপয় গুণ্ডা একখানি বাস থামায় এবং চালককে তাহাদের গন্তব্য পথে যাইতে বলে। চালক অস্বীকৃত হইলে তাহারা পেট্রোলের ট্যাঙ্কে আগুন ধরাইয়া দেয়। কিন্তু সহসা ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। দুইজন দুর্বৃত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েকজন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

নদীয়া জেলার বস্ত্রব্যবসায়ী সম্মেলনের আয়োজন

প্রকাশ, চুয়াডাঙ্গার বস্ত্র ব্যবসায়িগণ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত আপোষ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় কিম্বা আমদানী করিবেন না।

এবিষয়ে আরও আলোচনার জন্য নদীয়া জেলার বস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলন যাহাতে হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

রাওলপিণ্ডিতে ট্রেণ সংঘর্ষ

২৩শে ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় খরিয়ান এবং চকপিরানা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৫৪ নং ডাউন এক্সপ্রেসের সহিত একখানি গরুর গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। ফলে গাড়োয়ান নিহত হয়।

সুরাটের নবম ডিরেক্টর

সুরাট জেলার নবম 'ডিরেক্টর' শ্রীমতী মধুমতী চুণীলাল সোপারী ওয়ালা বোম্বাই য়র মেখার্শ চুণীলাল সোপারীওয়ালা নামক অ্যাটর্ণি ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত চুণীলালের কন্যা। ১৯২৯ সাল হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর একান্ত ভক্ত এবং খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহারে অভিলাষ মনোযো।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীপ্রকাশের উক্তি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারী বাবু প্রকাশ ২২শে ফেব্রুয়ারী দিল্লী রওনা হইয়াছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিমিত্ত তিনি কয়দিন কাশীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন,—

"আমি স্বাধীনভাবে আপাততঃ কোনও মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। কাশীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত আমি দিল্লী যাইতে পারি নাই। মহাত্মাজী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন তাহা বলিতে আমি অসমর্থ। কিন্তু দিল্লীতে সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন উহা অনুমোদন করিতে হইবে। করাচী কংগ্রেসে দেশের এসঙ্কটময় সময়ে আমরা মহাত্মার নেতৃত্বে পূর্ণভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, বর্ত্তমান সময়ে আমার মনে হয়, আমরা শুধু ভবিষ্যতের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির দুইঘন্টা ব্যাপী অধিবেশন হয় এবং করাচী কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিষয় আলোচিত হয়।

প্রকাশ, বড়লাট প্রাদেশিক গবর্ণরদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং ব্যক্তিগত মত বিনিময়ের জন্য সকল গবর্ণরকেই দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন। বিহারের গবর্ণর ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে আসিয়াছেন এবং পাঞ্জাবের গবর্ণর শীঘ্রই তথায় পৌঁছিবেন।

আন্দোলন বন্ধের সর্ত্ত

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও তাঁহার গোলটেবিল বৈঠকের সহকর্ম্মিগণ বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

প্রকাশ বড়লাটের নিকট আন্দোলন বন্ধের যে সকল সর্ত্ত প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে যে সকল স্থানে কর-বন্ধ আন্দোলন প্রসারিত হইতেছে, সেই সকল স্থানে ভূমি রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখা অন্যতম সর্ত্ত।

বোম্বাই প্রদেশে কর বন্ধ আন্দোলন হেতু রাজস্ব সচিব মিঃ হটসন দিল্লীতে আহূত হইয়াছেন। পুলিশ অনাচারের অভিযোগ সম্পর্কে মিঃ হটসনের সহিত পরামর্শ করা হইবে।

কুমিল্লায় নিদারুণ অর্থকষ্ট

সমস্ত জেলাতেই ভীষণ অর্থকষ্ট দেখা যাইতেছে। ধান্য শস্যাদির মূল্য একেবারে কমিয়া গিয়াছে। আদালতের প্রাঙ্গন একরূপ জনশূন্য। রেলগাড়ীতে যাত্রী সংখ্যা কম। চাষী ও ভদ্রলোক উভয়েরই সমান দুরবস্থা। গ্রামের মহাজনদের কিম্বা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এক পয়সা কর্জ্জ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

কেরোসিনে মূল্যাধিক্য লইয়া সালিমপুর, রাজের বাজার এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে ছোট খাট হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল ঐ সকল স্থানের অবস্থা উপশমের জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্ম্মী প্রেরণ করেন এবং জনসভার অনুষ্ঠান করেন। নারায়ণপুর, সালিমপুর, গিরার এবং গৌরীপুরে সভা হয়। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও অন্যান্য বক্তারা ঐ সকল স্থানে বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণকে পাটের চাষ কমাইতে অনুরোধ করেন।

মিঃ বি, দাসের প্রস্তাব সাত ভোটে পরাভূত

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রশ্নোত্তরের পর রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের নিয়মানুযায়ী তিনি পরিষদের পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন করিবেন। পূর্ব্বে ছাটাইর প্রস্তাব উত্থাপকদের বিতর্কে উত্তর দিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু তিনি সে অধিকার প্রবর্ত্তন করিলেন।

মিঃ বি, দাস বাজেট হইতে এক লক্ষ দশের হাজার টাকা ছাটাইর এক প্রস্তাব আনয়ন করেন তাঁহার মতে রেলওয়ে বোর্ড অত্যন্ত অমিতব্যয়ী, সুতরাং কিছু মিতব্যয়িতা প্রয়োজন।

অতঃপর তিনি বলেন, বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারের যে প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণের কোন সহানুভূতি নাই। গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে চতুর্দ্দিকের ব্যয় সঙ্কোচ করা উচিত। সদস্যগণ এক বৎসর ধরিয়া ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী গঠনের কথা বলিয়া আসিতেছেন উক্ত কমিটী গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে রেলওয়ে বোর্ডের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে একজন ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করা উচিত। উক্ত কর্ম্মচারীর পদমর্য্যাদা ও বেতন এরূপ করা উচিত, যেন তিনি রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যগণের সম্মান পাইতে পারেন এরূপ একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পাইবেন যে, অনেক কর্ম্মচারী হয় পাততাড়ি লইয়া বাড়ী যাইবেন অথবা নিজ নিজ কাজে মন দিবেন।

রেল বোর্ডের দাবীতে শতকরা দশ টাকা ছাটিবার প্রস্তাবটী ৫৩—৪৬ ভোটে গবর্ণমেণ্ট পরাভূত করেন ইহা সত্ত্বেও ছাটাইর প্রস্তাবক মিঃ বি, দাস এবং অন্যান্যে অমিতব্যয়িতার অভিযোগ করেন।

স্যার জর্জ রেনী বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের সমস্ত খরচের সম্পর্কে ব্যবস্থা করা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের ব্যয় সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন না তিনি বলেন রেলওয়ে একটি আয়ের সম্পদ

সিগারেট শুল্ক বিল

২১শে ফেব্রুয়ারী ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে সমস্ত দিন ব্যাপী সিগারেট বিলের আলোচনা হইয়াছে। অবশেষে সভার সিলেক্ট কমিটীর প্রস্তাবক্রমে সিগারেট শুল্ক বিল গৃহীত হইয়াছে।

কতিপয় বে-সরকারী সদস্য, ব্রহ্ম চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি ও ১ জন মনোনীত সদস্য এই বিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি করেন যে এই শুল্কের হার অত্যধিক হইয়াছে। শুল্ক হার দ্বারা তামাকের ব্যবসায় ও রপ্তানী হ্রাস পাইবে।

ফৌজদারী সংশোধন বিলের আলোচনা আগামী ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।

গান্ধীজীর স্থাপিত কয়েকটী সর্ত্ত

প্রকাশ যে, আন্দোলন স্থগিত রাখার সর্ত্ত সম্বন্ধেই প্রধানতঃ বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর আলোচনা হইয়াছিল—প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে নহে। গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য সরাসরি অগ্রাহ্য না করিয়া কংগ্রেসকে যদি ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয়, তজ্জন্য শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট নাকি নিম্নলিখিত ন্যূনতম সর্ত্তগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন,—

(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি প্রদান (২) (ক) লবণ প্রস্তুত (খ) আবশ্যক হইলে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দ্বারা দেশবাসিগণকে মদ্যপান না করিতে বা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করিতে সম্মত করা (গ) যাহাতে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও শোভাযাত্রা করা—জনসাধারণের এই সকল অধিকার স্বীকার (৩) সমস্ত অর্ডিনান্স প্রত্যাহার (৪) অর্ডিনান্স অনুসারে যাহাদের সম্পত্তি ও অর্থ হানি হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (৫) বাজেয়াপ্ত জমিজায়গার প্রত্যার্পণ এবং (৬) পুলিশ অনাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত।

প্রকাশ, গান্ধীজী নাকি জানাইয়াছেন ইহার একটু কমেও আন্দোলন বন্ধ করা যাইতে পারে না।

বোরসাদের নারীদের উপরে প্রহার, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর আঘাত ও মেদিনীপুরে পুলিসের অনাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে সকল সংবাদ পাইয়াছেন, তৎসমুদয় বড়লাটের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মহাত্মাজী নাকি বড়লাটকে বলিয়াছেন যে, দমন নীতি অব্যাহত থাকিলে শান্তির আলোচনা কিরূপে সম্ভবপর হইবে?

অভিনন্দন প্রস্তাবে গোলযোগ সতেরজন মহিলা গ্রেপ্তার

লর্ড আরউইনের বিদায় সম্বর্দ্ধনার প্রস্তাব, যাহা ২৩শে ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের সভায় স্যার বায়রামজী জিজিভাই কর্ত্তৃক উত্থাপিত করার কথা ছিল উহা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনেক সভ্য সভায় যোগদান করিতে আসিয়াও কংগ্রেস পিকেট কারীদের জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই কারণে সভা অবৈধ বলিয়া সভাপতি উহা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সতেরজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে ইহা লইয়া কর্পোরেশনের সভ্যগণের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ হয়।

মধ্যভারতে অর্থ ও জলকষ্ট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুলদানা জিলায় রাজস্বের প্রথম কিস্তি দেওয়ার তারিখ ছিল। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক শোচনীয় অবস্থার দরুণ গত ১৬ই তারিখ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে পৌঁছে নাই।

প্রকাশ, রাজস্ব বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

• দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ—[illegible] •

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—ঃঃ—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ.

শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—১৩৫৭

পুর বন্দনা

ত্রজাতির-ধাম চিন্ময় বৈভব
জয় জয় মায়াপুর !
নবধাভক্তির উজ্জ্বল মণি !
নমো নমঃ গৌড়পুর ॥ (১)

চিন্তামণিময় অপ্রাকৃত ভূমি
জীবের শরণ-ঠাঁই।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর-ভগবান্
কনক-মূরতি লই' ॥ (২)

ভক্ত ভগবৎ শ্রীচরণ-পূত
সেবা-ভূমি সেথাকার।
শ্রীধামের ধূলি তুলি শিরোপরি
সকল দেহের ভার ॥ (৩)

নাই ধরণীর চির হাহাকার .
শান্তি শীতল ধাম।
মায়া-অধীশের বিহার-ক্ষেত্র
জয় মায়াপুর নাম ॥ (৪)

গোলোকের রসে নিত্য পরিপুর,
নাই যে মায়ার খেলা।
ভকত-মানস নিত্য সুশোভন
সেথায় "আনন্দ-মেলা" ॥ (৫)

নিত্য আনন্দের নিত্যউৎসব
নিত্যানন্দ বর্ত্তমান।
দয়াল নিতাই জীবকে করেন,.
মহামূল্য ধন দান ॥ (৬)

ভ্রান্ত জগৎ প্রেয়ঃকে বরিছে
মাগিছে অভ্যুত্থান।
শান্তির আশে ঝাঁপায় অনলে,
প্রাণ দেয় অবদান ॥ (৭)

মায়াহত জীব, জানি না তোমার
স্বরূপের পরিচয়।
তবু মাগি তব অমায়ায় কৃপা
স্থান দেহ ও' ধূলায় ॥ (৮)

পরমার্থধন প্রদাতা তুমিই,
তুমিই প্রকৃত স্বার্থ।
স্বার্থ-গতির সেবা-সাধনার
তুমিই মিলন তীর্থ ॥ (৯)

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও তাহার বিবরণ

('চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৬ সংখ্যার পর))

(ঘ) শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির— এই স্থানে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ বিরাজিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই মন্দিরের চূড়া গঙ্গার পশ্চিম পার হইতেও লোক-লোচনে পতিত হইয়া থাকে।

(ঙ) শ্রীগৌরকুণ্ড— মথুরামণ্ডলে যেরূপ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মহিমা, অভিন্নব্রজভূমি শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলেও সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু-গৌরকুণ্ডের মহিমা ভক্তগণের বেদ্য। গৌরভক্তগণ এই কুণ্ডেই নিত্যস্নাত থাকিয়া গৌরবনে ব্রজ-সেবার মাধুরী আস্বাদন করিয়া থাকেন। গৌরকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত হইয়া গৌর, গৌর-জন ও গৌরধামে সুনির্ম্মলা ভক্তির উদয় হয়। গৌরকুণ্ডের তীরে বাস ব্রহ্মাদিদেবতাগণও কামনা করেন, তাই বহু ভজন-পিপাসু ব্যক্তি এই গৌরকুণ্ডের তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন। কোন কোন মহৎ-হৃদয় বদান্য পুরুষ ধামবাসিগণের সেবা-কল্পে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে ভক্তিসুহৃৎ তোরণ চন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা, চিন্তামণি প্রান্ত-স্তম্ভ যুগল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

(ঙ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট— যোগপীঠের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই ঘাটই প্রভুর বাড়ীর অতি সন্নিকট। এই ঘাটে নিমাই বিবিধ জল-ক্রীড়া করিয়া গঙ্গাদেবীকে যমুনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন।

(চ) মাধাইএর ঘাট— পতিত-পাবন শ্রীনিতাই-গৌরের অপার কৃপায় জগাই মাধাইএর উদ্ধার হইলে মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে কলসী-কাণা নিক্ষেপ করার অপরাধ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি, নিত্যানন্দ-চরণে ক্রন্দন ও স্তব করিতে থাকেন। মাধাই জীব-হিংসা-পাপ বিমোচন সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দপ্রভু মাধাইকে নিত্য গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। গঙ্গার সেবা—অপরাধ খণ্ডনের উপায়। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে মাধাই গঙ্গা-স্নানাগত বৈষ্ণবগণের নিকট কাকুবাদে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। বৈষ্ণবগণ সকলেই মাধাইর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবা-বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন। মাধাই এই গঙ্গার ঘাটে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করায় তাঁহার ব্রহ্মচারী খ্যাতি হলো। তিনি স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল,—

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গা-ঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লইয়া আপনিই খাটে।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায় ॥
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্বলোকে গায়।
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অধ্যায়)

(ছ) বারকোণা ঘাট— মাধাইর ঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই ঘাটের উপর ছাত্রগণসহ উপবিষ্ট সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দর এক অপরবিদ্যাগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোরত্নরূপে নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন, তখন প্রাকৃত সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা পণ্ডিত সর্ব্বদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা দম্ভভরে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু এই স্থানে একদিন সন্ধ্যাকালে সেই গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত তেজঃকান্তি-বিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন।

প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া পরে যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অবিলম্বে অনর্গল গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শত মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহর কাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে প্রভু তাঁহাকে সেই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবামাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্তে শব্দ, অলঙ্কার ও সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না, তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে আহারাদি দেখিয়া পর দিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"ষড়্দর্শনের অধ্যাপক পণ্ডিতগণকেও আমি পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সামান্য শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট আজ আমাকে পরাভূত হইতে হইল। ইহার কারণ কি? হয় ত' বা সরস্বতী দেবীর নিকট আমার কোন প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্ত্য পণ্ডিত নহেন, সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান, আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণের স্বরূপ-শক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তি মাত্র। আমি নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করি এবং অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থান করি।" দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি এতদিনে মন্ত্র-জপের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইলে। যেহেতু তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ! তুমি শীঘ্র প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর।" ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুতি করিয়া স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সরস্বতী দেবীর উপদেশ জানাইলেন। শুদ্ধসরস্বতী-পতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরাবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয়ীর জড়-প্রতিষ্ঠাদায়িনী অপরবিদ্যার হেয়তা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত বিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিদ্যার্জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরবিদ্যাই একমাত্র জ্ঞাতব্য ও কাম্য বস্তু।" সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তাহা উদ্ঘাটন করিতে দিগ্বিজয়ীকে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

(জ) নাগরিয়া ঘাট— বারকোণা

ঘাটের উত্তর, গঙ্গানগরের নিকট। কার্ত্তিক-রমন-দিবসে , শ্রীমন্মহাপ্রভু , বারকোণা ঘাটের পর নাগরিয়া ঘাটে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া গঙ্গানগর হইয়া সিমুলিয়া গিয়াছিলেন।

বারকোণা ঘাটে, নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেল সিমুলিয়া ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩৷৩০০)

(ঝ) গঙ্গানগর—এক্ষণে গঙ্গাগর্ভগত ; কিন্তু ১৯১৭ সালের সেটেলমেণ্ট ম্যাপেও প্রদর্শিত রহিয়াছে। ইহা বল্লাল দমদমার সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

(ঞ) খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা—মহাপ্রভু নাম প্রচার করিবার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যের সহিত সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা ও ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন ওরফে চাঁদকাজীর সময়ে হিন্দুগণ ভয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে থাকিল তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজি তাহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন, আরও ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হইবে—এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজি নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে।

প্রাচীন জমিদারী সেরেস্তার বহু কাগজপত্রাদিতে অদ্যাপি ইহা 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'-নামে খ্যাত। 'বৈরাগী ডাঙ্গা' এই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার সংলগ্ন।

(ক্রমশঃ)

কুশল

(শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা প্রশ্ন করিয়া থাকি, আপনার "কুশলে আগমন হইয়াছে ত? আপনারা সকলেই কুশলে আছেন ত? আপনি কেমন আছেন?" তাহার উত্তর পাই—'বা লোক এক রকমে কেটে যাচ্ছে।' কেহ বলেন, 'শরীরটা তত ভাল নয়' কিম্বা 'বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অসুখ লেগে আছে, সেই জন্য মনটা খারাপ', কেহ বলেন 'মেয়েটার বিবাহের জন্য বড়ই ভাবিত আছি।' কেহ বলেন, 'ছেলেটা পাশ ক'রে একটা চাকরি করলেই আমি নিশ্চিন্ত।' আমরা এইরূপ জাগতিক অসুবিধা গুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দেহ ও মনের সুখ-লাভকে কুশলে থাকা বিবেচনা করি।

লোকে পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে
কুশলং তব
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি
দিনেদিনে ।

শারীরিক কুশলের কথা সকলে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রতি দিন আমাদের পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের কুশল কোথায়?

সূর্য্য প্রত্যেক দিন উদিত হইয়া অস্ত যায়—এই সঙ্গে এক একদিন করিয়া আমাদের আয়ু শেষ হইয়া যাইতেছে। আমরা ভাবি না যে আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম কেবল আহার নিদ্রায় পশুর মত কাটাইয়া দিলাম। সংসারে এইরূপ আয়ুক্ষয় করিয়া কি কুশল লাভ করিলাম?

পৃথুমহারাজের সভায় মহর্ষি সনৎকুমার উপস্থিত হইলে, কুশলে আগমনের-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনারা আত্মারাম, শুভাশুভে ভেদবুদ্ধি আপনাদের নাই, আপনাদিগকে কুশল প্রশ্ন করা উচিত নয়। হে স্বামিবৃন্দ! ইন্দ্রিয়-বিষয়কে আমরা পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করিতেছি। এই সংসার নানাবিধ ক্লেশের আকর-ভূমি; আমরা নিজকর্ম্মফলে এই সংসারে নিপতিত। আমাদের কি কোনও কুশললাভের সম্ভাবনা আছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংসার-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের সাধুগণই সুহৃদ, অতএব এই সংসারে কিরূপে অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের ভাবসঙ্গত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিলেন—হে রাজন্! শ্রীহরির-পাদপদ্ম-গুণানুকীর্ত্তনে অন্তরাত্মার বিষয়বাসনারূপ মল বিধৌত হইয়া যায়। আত্মা হইতে পৃথক্ দেহ গেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আসক্তি-রহিত হইয়া আত্মারও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে যে দৃঢ় রতি, ইহাই শাস্ত্রসমূহের সুষ্ঠুবিচারে জীবের কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই রতি লাভের উপায় বলিতেছেন :—

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃ কথয়া পুণ্যয়া চ ॥
(ভাঃ ৪।২২।২২)

নিত্য শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। ভগবৎসেবানিষ্ঠার সহিত ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পূজা এবং পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথা শ্রবণাদি দ্বারা সেই রতি হইয়া থাকে।

ধনরূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তোষণপরায়ণ অসদ্ ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহিংসা, উপশমাদি বৃত্তি, সদ্গুরুর উপদেশ মত সদাচার অনুষ্ঠান, মুকুন্দচরিতের পর্য্যালোচনা, ইন্দ্রিয়দমন, ভোগবাসনা-পরিত্যাগ, হরিব্রতাদি নিয়ম, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, নিজ-ভোগ্যবিষয়ের রক্ষণে চেষ্টাশূন্যতা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা এবং ভগবদ্ভক্তগণের কর্ণভূষণ-স্বরূপ হরিগুণানুকীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তদ্দ্বারা অনাত্মবস্তুতে বৈরাগ্য ও পরব্রহ্মে পরমারতির উদয় হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—যাহার ভগবানে ভক্তি আছে, তাহার সকল কুশল, আর ভক্তিহীন হইয়া রাজ্যলাভ করিলেও সকল অমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'কুশল' শব্দের এই প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—

কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
ভক্তি আছে করি বাক্য লয়েন সবারে ॥
ভক্তিযোগ থাকে যবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজ্য হইলেও অমঙ্গল ॥
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাহি তার সব অমঙ্গল ॥
অন্ন খাদ্য নাহি যার দারিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই ধনবন্ত ॥
প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে ॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥

মহাজনগণ নিত্যকুশল লাভের কথা এইভাবে বলিয়াছেন—

জড় রতি হৈতে লোক ভোগ অবিরত।
জড় রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয় সুখে বদ্ধ মায়া পাশে ॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতি সার।
জানি' ভুক্তি মুক্তি আশা করে পরিহার ॥
সংসারে জীবন-যাত্রা অনায়াসে করি।
নিত্য দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥
সাধুগণ সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্ম-বশে ॥

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দির

মিঃ টি, পি, রামস্বামীর সেবাপ্রাণতা

মাদ্রাজ নগরের শ্রীযুক্ত টি, পি রামস্বামী পিল্লাই সম্প্রতি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের একটী সুবিস্তৃত কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণটী ৬০ হাত লম্বা এবং ৩০ হাত প্রস্থ হইতেছে। শ্রীযুক্ত মাদ্রাজ গভর্ণর বাহাদুর গৌড়ীয়মঠের এই নাট্যমন্দির গঠিত হইলে তাহা উন্মোচন করিবার ভার লইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ গত ২৮৫ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠার প্রকাশিত 'প্রসাদ-প্রার্থনা' নামক নিবন্ধের পাঠকালে কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থানগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পারা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩য়	২	২	কৃষ্ণপঞ্চমী	গৌরপঞ্চমী
	„	৫	গৌরপঞ্চমীতে	কৃষ্ণপঞ্চমীতে
		১	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের
		„	কৃষ্ণপক্ষে	গৌরপক্ষে
		২	গৌরশক্তি	কৃষ্ণশক্তি
		৬	গৌরপক্ষে	কৃষ্ণপক্ষে
		„	কৃষ্ণশক্তির	গৌরশক্তির
		৪	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের
		„	কৃষ্ণপক্ষে	গৌরপক্ষে
		৮	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের

অর্থাৎ এইরূপ হইবে,—অনর্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য দেবীপক্ষে মাঘী **গৌরপঞ্চমী** তিথিতে বিষ্ণুবদন-বিলাসিনী বাণীর বহিরঙ্গা প্রতীতির প্রকাশ, আর অনর্থনাশিনী পরমার্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য **কৃষ্ণপঞ্চমীতে** ভূবৈকুণ্ঠাচলে শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব।

কৃষ্ণপক্ষের বাণীর পূজারিগণ **গৌরপক্ষে কৃষ্ণশক্তি** এবং **কৃষ্ণপক্ষে গৌরশক্তির** আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। **কৃষ্ণপক্ষের** উপাসকগণ **গৌরপক্ষে** গৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীল রঘুনন্দন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-দর্শনে **কৃষ্ণপক্ষের** বাণী-পূজার আগমনী গানের উদ্দীপনা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে সেই চেতনময়ী উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১০। ব্রহ্মমাধ্বকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশতক ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা)
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৷০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷৷০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্মের একল-প্রচারিত, সজ্জন-আদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিভজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একারন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সম্পাদক-সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ, উপসনামধ্যে, অদ্বৈতবাদী গুরু শিষ্যের তারতম্য, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জ্ঞানীদের সাধকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম; বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, পরিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্ত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত রচিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি ক্লথ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মানুষকে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভজনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়মত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বলৌকিকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্‌-কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ্

২৯।১ নং মজুমদার লেন, কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—

তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা হইল। আশীলক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ঔষধই বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

১। কাসান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকারের কাস রোগে অদ্বিতীয়।

২। বিসূচিকা বটীকা:—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

৩। জ্বরান্তক বটীকা:—সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণে অদ্বিতীয়। জ্বর ও বিজ্বরে সেবন করা চলে।

৪। নেত্রানন্দ মলম:—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের দিব্য মহৌষধ।

উক্ত প্রত্যেক প্রকার ঔষধের প্রতি কৌটা মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীপ্রাম"
টেলিগ্রাফ— —
নবদ্বীপ

Reg No C.1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের একমাত্র বাঙ্গলা-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৭, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

মহাত্মার উপর অবাধ ক্ষমতা

বড়লাটের সহিত বৈঠক-প্রতিনিধিদের আলোচনা

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআইনী

বিলাতে ভারত-প্রসঙ্গের আলোচনা

দাঙ্গায় মহিলা অভিযুক্ত

পতাকা উৎসবের জের

মানভূমে ঝড় ও শিলাবর্ষণ

বারাণসী দুর্গাকুণ্ডে বোমার জের

সভাপতির বাড়ীতে বোমা

নানা কথা

বড়লাটের সহিত বৈঠক-প্রতিনিধিদের আলোচনা

প্রকাশ গোলটেবিল বৈঠকের যে আটজন প্রতিনিধি ২৪শে ফেব্রুয়ারী বড়লাটের সহিত বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা যে মীমাংসার দিকেই অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; শুক্রবারের পূর্ব্বেই হয়তো সন্তোষজনক ফলের কথা ঘোষণা করা হইবে।

আলোচনায় অনুমান

মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে, বড়লাট তাহা গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আলোচনার কার্য্যধারা অনুমোদন করিয়াছেন। অবস্থা আশাজনক।

মহাত্মার উপর অবাধ ক্ষমতা

স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রীযুত এম, আর, জয়াকর এবং গোলটেবিল বৈঠকের অন্যান্য যে সমস্ত ভারতীয় প্রতিনিধি দিল্লীতে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় লর্ড আরউইনের সহিত তাঁহাদের আলোচনা আরম্ভ করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গান্ধীজীকে বড়লাটের সহিত মিটমাট করিবার জন্য অবাধ ক্ষমতা দিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায়, বড়লাট শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধীকে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য আহ্বান করিবেন।

বিলাতে ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা

ভারতীয় নীতি সম্পর্কে মিঃ বলডুইনের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিঃ চার্চ্চিল রক্ষণশীল দলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেন তিনি পদত্যাগ করিলেন তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে এক সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি লণ্ডনে এই সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

এই সভায় ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলেন, "ভারতীয় নীতি সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না পাইলে আমি কোন গবর্ণমেণ্টের সহিতই কাজ করিতে রাজী হইব না।"

অতঃপর রক্ষণশীল দলকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলেন, "আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে, এ সময়ে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা রক্ষণশীল দলের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ সময়ে আমার নির্ব্বাচক মণ্ডলী যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে আমার উদ্যম আরও শক্তিশালী হইবে।"

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী

সংযুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এটোয়া এবং মৈনপুরী জেলার সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

রাজর্ষির পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

অসংখ্য প্রণামান্তে সবিনয় নিবেদনম্

গৌড়ীয় মঠের একজন দীন সেবক

নবদ্বীপ বঙ্গ-বিবুধ-জননী সভা কর্ত্তৃক সম্মানিত

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনের দিন শ্রীমায়াপুর ধামে যাইবার ইচ্ছা আছে।

প্রণত সেবক

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়

শ্রীমতঃ শরদিন্দুনারায়ণ রায়-সাহেবস্য

উপাধি-দান-পত্রমিদং

শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ-রায়ো মহানুভাবো
মতিমান্ মহীয়ান্।
বিদ্যাং তদীয়াং সকলামবেত্য
বিপশ্চিতস্তোষমশেষমাপ্তাঃ ॥

তৈর্নবদ্বীপবাস্তব্যৈরস্মৈ গুণবতে মুদা।
বিদ্যাভূষণসংজ্ঞোঽয়মুপাধিঃ সম্প্রদীয়তে ॥

স উপাধিরিমং প্রাপ্য যাতু ভূষণভূষ্যতাং।
সরোবরঃ সরোজঞ্চ যথা সংশোভতে মিথঃ ॥

শরদিন্দুনিভঃ শ্রীমান্ শরদিন্দ্বিতি নামভাক্।
সুদীর্ঘজীবনং লব্ধা সুখেন বসতাচ্চিরং ॥

ইতি শম্

সভা সভ্যাঃ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মভিঃ
" শ্রীচণ্ডীদাস শর্ম্মভিঃ ন্যায়তর্কতীর্থৈঃ
শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীযোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন শর্ম্মভিঃ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পঞ্চতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীরামকণ্ঠ তর্কতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীশিতিকণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীশশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীঅমরচন্দ্র তর্কতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীশিবনাথ তর্কতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ শর্ম্মভিঃ
শ্রীঅহিভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মভিঃ

সম্পাদকৈঃ

শরদিন্দুনারায়ণ

যদিও এখন বসন্তকাল তথাপি বাসন্তী পূর্ণিমায় শরদিন্দু-সম্বর্দ্ধনা করিতে বর্ত্তমান নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা রাজর্ষিকুমার শরদিন্দুর বেদান্ত-প্রতিভা দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। যোগ্যের সম্বর্দ্ধনা চিরদিনই বিবুধ-কুলের নৈসর্গিকী চেষ্টা।

রাজর্ষিকুমার বারাণসীতে অনেক দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি দ্বিজোত্তম বৈষ্ণববংশে শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদবংশে আবির্ভূত হইয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারঙ্গত। তিনি ভারতীয় দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, একায়ন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-প্রমুখ বহু শাস্ত্রে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে সহর নবদ্বীপস্থ বিদ্যাকোবিদগণ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই জানিয়া আমাদের উৎসাহ আর ধরে না।

নিত্য দ্বিজোত্তম ভাগবতকুলে আবির্ভূত হইয়া দৈন্যবশে আপনাকে রাজন্য শ্রেণীর মধ্যে অভিমান রক্ষণ করায় তাঁহার বেদান্তাধিকার লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ কোবিদ-মণ্ডলী তাঁহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভূষণ উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। বেদান্তপারগ সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভাগবতগণ স্বকুল বৈশিষ্ট-সংরক্ষণে সমর্থ, একথা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গরুড় পুরাণে তারস্বরে গান করিয়াছেন।

—পরবিদ্যাচার্য্য পরাৎপর মহামহোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীল জীবপাদ সেই গারুড়োক্তি উদ্ধৃত করিয়া দৈববর্ণাশ্রম বিধানে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীল জীবপাদের বিচারে ভাগবতগণের দ্বিজোত্তমত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ। কিন্তু সাধারণ বিচার সকল দিক সুষ্ঠুভাবে বিচার না করিয়া জীবের স্বরূপোপলব্ধির ভ্রমবশতঃ ভাগবতকে অদৈববর্ণাশ্রমের বিচারমাত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাত্ম মর্য্যাদারই প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শরদিন্দু বসন্ত-পূর্ণিমায় বিদ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন—যড়জ জাগতিক বিদ্যাকুশল মনীষিবৃন্দের দ্বারা। পারমার্থিক পরবিদ্যাকুশল পণ্ডিতগণ শ্রীগৌরপূর্ণিমা দিবসে তাঁহাকে "বেদান্ত বিদ্যাভূষণ" অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছেন। পরবিদ্যাকুশল কোবিদগণ, সাধারণ কোবিদগণের ন্যায় একদেশদর্শী নহেন। তাঁহারা উদার, জীবের স্বরূপাভিজ্ঞ। সুতরাং মুণ্ডকোপনিষদ্ কথিত বিদ্যার পরা ও অপরা বিচারে দক্ষ। সমদর্শন ভাগবত পণ্ডিতকুল রাওসাহেব রাজর্ষিকুমার শরদিন্দুকে বেদান্ত বিদ্যায় অপ্রতিকূল জানিয়া তাঁহাকে দৈববর্ণাশ্রম বিচারে পরমহংসী সাত্বতসংহিতার অভিপ্রায়ানুসারে পরবিদ্যাপারঙ্গত জানিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক-সূত্রে তিনি যে সকল পারমার্থিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল চেষ্টার স্মারকসূত্রে তাঁহার প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ বা পাঞ্জাবপ্রদেশস্থ বিদ্যাকুশলিগণের প্রাজ্ঞ উপাধি বা অপরা-বিদ্যাকুশল আধ্যক্ষিক মনীষিগণের প্রদত্ত বিদ্যাভূষণোপাধি তাঁহার পারমার্থিক অঙ্গের বিভূষণ করিতে অসমর্থ জানিয়া তাঁহাকে "বেদান্ত বিদ্যাভূষণ" ভূষণ-কৌস্তভে অলঙ্কৃত করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও তাহার বিবরণ

(চিত্রে নবদ্বীপ হইতে উদ্ধৃত)

পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯১ সংখ্যার পর)

(ট) শ্রীবাসঅঙ্গন—এইস্থান যোগপীঠের শত দণ্ড উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবাস-অঙ্গন সপার্ষদ গৌরসুন্দরের মহা-সঙ্কীর্ত্তন-স্থলী। শ্রীবৃন্দাবন-লীলার রাসস্থলী ও শ্রীনবদ্বীপ-লীলার শ্রীবাস-অঙ্গন একই বস্তু। এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া পূজিত হইতেছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়কালীন প্রধান সহায় ছিলেন। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় অন্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনেই বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ভবনেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করেন। লোকশিক্ষার্থ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধাভিনয় ক্ষমাপন-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীশচীদেবীকে প্রেমদান, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, নিত্যানন্দ-প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীব্যাস পূজা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, সপ্ত প্রহরব্যাপী ভাবাবেশ, মহৎপ্রকাশ ধারণ করিয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-আস্বাদন, প্রভুর নৃসিংহভাবাবেশ প্রভৃতি লীলা প্রভুর নিত্য-পার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী পণ্ডিত শ্রীবাসের ভবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে শ্রীবাসপণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি হইল। শ্রীবাস মহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দের বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া পরিবারস্থ সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, শ্রীবাসের গৃহে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির বিষয় মহাপ্রভুর নিকট এতক্ষণ ব্যক্ত না করায় প্রভু শ্রীবাসকে অনুযোগ দিলেন। পরে মৃত শিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন?' বালক চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিল—'ইহাঁর গৃহে যে কয়দিন আমার নির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস—অস্বতন্ত্র জীব। আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার নাই।' মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—তোমার যে পুত্র ছিল, সে ত' ছাড়িয়া গেল। নিত্যানন্দ ও আমি তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে মহাপ্রভু স্বীয় উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া কৃপা করেন। এক দর্জ্জি শ্রীবাসের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া দিত, শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহের দক্ষিণভাগে দর্জ্জির বাসগৃহ ছিল। মহাপ্রভু সেই দর্জ্জির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। দর্জ্জি প্রেমোন্মত্ত হইয়া অলৌকিক নৃত্য করিতে লাগিল। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের মুখে ব্রজ-গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। আর একদিন মহাপ্রভু ভগবদ্ভাবাবেশে শ্রীবাসকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। পরমপণ্ডিত শ্রীবাস করযোড়ে অতীব ভক্তিসহকারে স্তুতি-বন্দনা করিলেন, শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসের পরিবারবর্গ, দাসদাসী সকলকেই স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েকদিন শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(ঠ) অদ্বৈত-সভা—এইস্থান শ্রীবাসভবন হইতে ১০ দণ্ড উত্তরে

অবস্থিত। এইস্থানে আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তুলসী-জল দ্বারা শালগ্রামিক বিগ্রহাদিগের অর্চ্চন ও আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে ভূতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীল বিশ্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর মুরারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা রসে মগ্ন থাকিতেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া বহির্ম্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা আলোচনা এবং কিরূপে জগতের শুভোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। এই স্থানটিকে "শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলবাড়ী"ও বলিয়া থাকে।

(ছ) **শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট আত্মীয়। ইনি নবনিধির অন্যতম 'আচার্য্যরত্ন' নামে বিখ্যাত, এই চন্দ্রশেখর গৃহ 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয় কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলাকথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর জনমণ্ডের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "ব্রজপত্তন" নামের অপভ্রংশ "বরজপোতা" নাম এখনও বহু প্রাচীন দলিলাদিতে প্রকাশিত দেখা যায়।

(চ) **শ্রীচৈতন্যমঠ**—শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যমঠ বর্ত্তমান অচৈতন্য যুগে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য কথা প্রচারের একমাত্র আকর-প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সর্ব্বত্র অচৈতন্য ধর্ম্ম বা জড়ধর্ম্মের প্রকারান্তর বিচিত্র মনোধর্ম্ম এবং দেহধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রসারিত রহিয়াছে। এই অচৈতন্য-বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য কথার মহাপ্লাবন আনয়ন করিবার জন্য পরম কারুণিক গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই সমগ্র জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই আকর মঠরাজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু বহু চৈতন্য-প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রকাশ করিয়া নিখিল চৈতন্য-কথা বিলাইতেছেন। এই চৈতন্যমঠ বাস্তব-বিজ্ঞান-বিদ্যামন্দির বা গৌরবাণী-বিনোদ-কুঞ্জ, বিশ্বের জীবকুলকে অচৈতন্য জগতের তাপ-শোষণ-নিবৃত্তি বাসনায় হরের কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল শান্তিছায়া আনয়নের জন্য চৈতন্য আবির্ভাব ভূমিতে এই মঠরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্য্যের অনুগণ কীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণী অচৈতন্য আচ্ছন্ন জীবহৃদয়ে চেতনতার বিজলী সঞ্চার করিয়া চৈতন্যপ্রাণ-পুরুষের চিরপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। "সমস্ত বিশ্বের চরম শ্রেয়ঃকামী ও বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলেই এই শ্রীচৈতন্যমঠের পাদপীঠে আসিয়া তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন"—লোকোত্তর মহাপুরুষের এই ভবিষ্যবাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

(ণ) **উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির**—এক মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সাত্বত-পুরাণ-শাস্ত্র-কথিত শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—সেশ্বর সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধাদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহসমন্বিত চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট মন্দির। উক্ত সেশ্বরবাদচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফল-বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত-জগতে উদিত হইয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত বা ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সত্য—তৎপ্রবর্ত্তক সাবরণ-বিভূ-পরতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি এবং সজ্জন নয়ন-মনোভিরাম শ্রীবিনোদপ্রাণজীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের শিখরপ্রদেশে কলিযুগপাবন, স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয় বৈজয়ন্তী রূপানুগ গুণগান-সংরক্ষক সুদর্শন সুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই শ্রীচৈতন্যমুখনিঃসৃত বাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

(ত) **পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত-তীর্থ**—এই সারস্বততীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্রবিশ্বে বিদ্যাতীত অমৃতের বার্ত্তা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। অচৈতন্য, নিদ্রাগত বিশ্বকে মহাজাগরণের চেতনময়ীবাণী শুনাইয়া চির উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বগুরু-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বততীর্থ শ্রীশ্রীল জীব প্রভুর শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে—পাঠার্থীগণকে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ় শিক্ষাদান করিতেছেন এবং 'পরমার্থিকাসন', 'ঐতিহ্যাসন', 'সম্প্রদায় বৈভবাসন', 'ভক্তিশাস্ত্রাসন', 'তত্ত্বশাস্ত্রাসন', 'বেদান্তাসন', 'একায়নাসন' প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য শব্দব্রহ্মের প্লাবন আনয়ন করিতেছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটি মহাযুগান্তর যে যুগে প্রাকৃত সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্য মধ্যে সমাদৃত হইয়া, বিংশ শতাব্দির গতিমুখের পথ বাহিয়া, নদ নদী-কান্তার পার হইয়া, জগৎ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে—যে যুগে জড় দর্শনবাদ এবং জড়ধর্ম্ম সমসাময়িক য়ুরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার চরম সীমায় উপনীত হইতেছে—যে যুগের বাঙ্গালার অলস জীবনেও সেই সাহিত্যবৈদেশিক তাপ উঁকি ঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সে অচৈতন্য-বিশ্বভারতীর যুগে শ্রীমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদীর বিচার দৌর্ব্বল্য

মায়াবাদী জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। আত্মা যে সর্ব্বদাই জ্ঞানযুক্ত থাকে, উপাধিযুক্ত বা সগুণ থাকে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন। মায়াবাদী-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে আত্মা, জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানচ্যুত হয় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানের সহিত বিষয় জ্ঞানের যে সম্বন্ধ, তাহা কেহই স্বীকার করেন না।

মায়াবাদের মূল কথা এই; আত্মাতে যতক্ষণ ক্রিয়া লক্ষিত হয় ততক্ষণ আত্মা সোপাধিক বা সগুণ কিন্তু আত্মার সগুণত্ব বা সোপাধিকত্ব আত্মার স্ব স্বরূপ নহে।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ অনিত্য। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকে না—তখন কেবল নিত্য নিরুপাধিক এক আত্মাই বর্ত্তমান থাকেন।

মায়াবাদী বলিতেছে হহাতে যদি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হয় যে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বন্ধ হইলেও জগৎ আত্মার স্মৃতির বিষয়রূপে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব, কারণ, স্মৃতি আত্মার একটি অভিজ্ঞতা বা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা মাত্র, জ্ঞাত বস্তুসমূহ সর্ব্বকালে স্মৃতির বিষয়ীভূত হয় না। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও স্মৃতিজন্য জ্ঞান উভয়ই প্রবাহশীল। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়জ্ঞান কিছু থাকিলেও সুষুপ্তির অবস্থায় বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন বিষয়জ্ঞান না থাকিলে আত্মজ্ঞান থাকে না তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও তদ্দ্বারা জগতের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। আর যদি বলেন জীবাত্মা জগৎ বিস্মৃত হইলেও পরমাত্মা বিস্মৃত হয়েন না, তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ ও বিচিত্রতাপূর্ণ ইহাতে জিজ্ঞাস্য এবম্বিধ জ্ঞানময় উপাধিযুক্ত পরমাত্মার প্রমাণ কি? আত্মজ্ঞানদ্বারা এক নির্বিষয় নিরুপাধিক নিত্য আত্মার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মায়াবাদীর এই সকল যুক্তি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে আমরা ইহার আপাত প্রতীয়মান যৌক্তিকতার মধ্যে প্রভূত অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করিতে পারি।

আত্মজ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি কিন্তু দুঃখের বিষয় মায়াবাদী আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই। 'বিষয়জ্ঞানশূন্য আত্মজ্ঞান' বলা মায়াবাদীর সিদ্ধান্তই কষ্টকাল্পনিক যুক্তি।

অতঃপর আমরা মায়াবাদীর এ সকল যুক্ত্যাভাস খণ্ডনমুখে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। আচার্য্য শ্রীরামানুজ 'শ্রীভাষ্যে', আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে', আচার্য্য শ্রীবল্লভ 'অণুভাষ্যে' আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক তদীয় 'পারিজাত সৌরভে' এবং গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যে' মায়াবাদীর কল্পিত মতবাদ, বহু যুক্তি, তর্ক ও শ্রুতি প্রমাণ মূলে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়াছেন। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি তাহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অস্বীকার করেন না, কিন্তু মায়াবাদীর কল্পিত 'বিষয়জ্ঞানশূন্য আত্মজ্ঞান' একটা নিতান্ত অসঙ্গত স্ববিরোধী ব্যাপার।

মায়াবাদের ভ্রম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—প্রকৃতিবাদীর "অজ্ঞাত জ্ঞাতবস্তু," "অনন্তুভূত অনুভব," "অজ্ঞেয় কারণ" বা "অজ্ঞেয় জ্ঞ বস্তু," যে শ্রেণীর বস্তু আবার মায়াবাদীর "নিরাকার জ্ঞান," ও "বিষয়জ্ঞানশূন্য বিষয়" ও সেই শ্রেণীর বস্তু। কেবল বিষয় বা কেবল বিষয়ী, কেবলজ্ঞেয় বা কেবলজ্ঞাতা, প্রকৃত বস্তু নহে দ্বৈতাদ্বৈত ভাববিশিষ্ট, ভেদাভেদ স্বভাব বিষয়-বিষয়ীরূপী জ্ঞানবস্তুই একমাত্র প্রকৃত বস্তু। মায়াবাদের নির্বিষয় জ্ঞানের ভ্রম বুঝা গেল। অতঃপর মায়াবাদী যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবিরহিত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁহাদের সেই সমস্ত ভ্রম বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

আত্মা জ্ঞানরূপেই প্রকাশিত হয় জ্ঞানরূপী বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া জানি। আত্মা বলিতেই আমরা জ্ঞানময় বস্তুকেই বুঝি।

অজ্ঞান আত্মা বা অজ্ঞানীজ্ঞান সোণারপাথর বাটীর ন্যায় স্ববিরোধী অসঙ্গত কথার কথা মাত্র। জ্ঞানরূপে যাঁহার প্রকাশ, জ্ঞানরূপেই যাঁহার পরিচয় জ্ঞানরূপী বলিয়াই যাঁহাকে আত্মা বলা যায় জ্ঞানেই যাঁহার আত্মত্ব, জ্ঞানেই যাঁহার জীবন, সেই জ্ঞান-বিরহিত হইলে তাঁর আর রহিল কি? তখন আত্মা একথা বল কেন? জ্ঞানশূন্যবস্তু কোথায়?

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। ব্রাহ্মসংহিতা শ্রীগৌরভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তভূষণার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ⁄১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ⁄০
২৮। গীতাবলী ⁄০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ⁄০
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩২। নবদ্বীপশতক ⁄
৩৩। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৮০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ⁄০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ⁄১০
৬৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ; পোঃ ... , নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নির্মৎসর সমালোচক, অকপট জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভক্তিমনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রভৃ, ক্রীড়া, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সহকারি সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্র... (...)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রস্থান-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মনঃশিক্ষী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীতচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ: সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমধুদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন অধিকারী, রেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মদনের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম, ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিরমণ, এম, বি।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীদ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ, ই, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চৌধবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ নং ক্লোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ প্রাচ্যপ্রেস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg No C.15

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৭, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩

নানা কথা

বড়লাটের সহিত আলোচনার ফলাফল

দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের আলোচনা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন,—অবস্থা নিরাশা-ব্যঞ্জক নহে, মোটের উপর এলাহাবাদের অবস্থা হইতে এখন অনেকটা আশাপ্রদ হইয়াছে।

গান্ধীজী বলেন, "বড়লাটের স[হিত] আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। আরউইন আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আ[মি] তাঁহার সৌহার্দ্দ্য সরলতা [ও] শিষ্টাচারের পরিচয় পাইয়াছি। যাহা আমি অপরিহার্য্য মনে করিয়াছি, কেবল সেরূপ সর্ত্তই আমি উপস্থিত করিয়াছি। তাঁহার সহিত আমি দর-কষাকষি করি নাই। আমি যেটুকু চাই তাহার পরিবর্ত্তে আর কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হইব না।"

আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে নানা স্থলে বল প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই বিষয়ে মহাত্মাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন,—"হাঁ, একথা সত্য যে আমিই এই আন্দোলনের সূচনা করিয়াছি; ইহার পরিচালনা কিম্বা ইহাকে বন্ধ করার

গান্ধীজীর ছয়টি সর্ত্ত

বড়লাটের সহিত আলোচনার ফলাফল

বিলাতে ভারত-প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মিঃ ইস্মাইল গজনবী ধৃত

গান্ধীটুপী অবমাননার জে[র]

বিমানপোতে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় ডাক চলাচল

ব্রহ্মে নূতন অর্ডিন্যান্স

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনা

ভারতে সামরিক কলেজ

চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করায় মহিলা গ্রেপ্তার

দায়িত্ব আমার নহে। কাজেই বল প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া উপবাস করিয়া এ সময়ে আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ [করা] আমার পক্ষে অন্যায় কার্য্য [হই]বে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীই [এখ]ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য [দায়ী]। তবে আমার নিজের কথা এই [যে], কংগ্রেসের কোন লোক [যদি বল]প্রয়োগের আশ্রয় লইয়াছে একথা [শুনি], আমার শরীরে এমনই প্রতি[ক্রিয়া হয়] ... [illegible] তাহা ঠিক করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি অনেক কিছু করিতে পারি, হয়ত আমি আবার উপ[বাস] ... [illegible]

মহাত্মাজীর ছয়টি সর্ত্ত

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্ব্বে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত ছয়টি সর্ত্ত বড়লাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ :—

(১) সমস্ত রাজবন্দীর [বিনা] সর্ত্তে মুক্তি ;

(২) নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহে দেশবাসীর অধিকার স্বীকার

(ক) লবণ তৈয়ারী ;

(খ) প্রয়োজন হইলে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দ্বারা স্বদেশবাসীকে [মদ্য]পান কিম্বা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় হই[তে] বিরত কর[া] ;

(গ) শান্তভাবে জনসভা, মি[ছিল] ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিবার অধিক[ার]

(৩) সমস্ত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার

(৪) অর্ডিন্যান্স [অনুসারে যাহাদের] সম্পত্তি কিম্বা টাকা পয়সা [বাজেয়াপ্ত] হইয়াছে তাহাদের সকলকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ;

(৫) বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণ

(৬) "পুলিশী অনাচার" সম্বন্ধে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য

মিঃ ইস্মাইল গজনবী গ্রেপ্তার

প্রকাশ যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ ইস্মাইল গজনবী ফৌজদারী সংশোধন বিধির ১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। লাহোর কংগ্রেসে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্য গ্রেপ্তার হইবার পর মিঃ ইস্মাইল গজনবী উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস হাসপাতালে খানাতল্লাস ম্যানেজার, ডাক্তার ও পাচক ধৃত

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী অতি প্রত্যুষে "পিপ্‌লস্ কংগ্রেস হাসপাতাল"এর রোগীরা এবং অন্যান্য সকলে জাগিবার পূর্ব্বেই সাদা পোষাক পরিহিত একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টর ও পোনের জন কনেষ্টবল আসিয়া হাসপাতাল ঘেরাও করিয়া ম্যানেজার, ভাণ্ডারী, পাচক ও তিনজন চাকরকে গ্রেপ্তার করে। ফ্লাওয়ার বাজার থানায় লইয়া গিয়া পাচক ও ভাণ্ডারীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর কয়জনকে পুলিশ কমিশনারের আফিসে স্থানান্তরিত করা হয়।

জানা যাইতেছে, পুলিশ হিসাবের খাতাপত্র দর্শকদের তালিকা এবং টেবিলস্থিত অন্যান্য কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল কিন্তু কিছুই লইয়া যায় নাই।

বিলাতে ভারত প্রসঙ্গ

লণ্ডন রক্ষণশীল সমিতির অন্তর্গত ক্যাপলান ইউনিয়নের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ভারতপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে, এমন কোন কথাই ছিল না। মিঃ বল্ডুইন এই সভায় উপস্থিত হন নাই। কমন্স সভার কয়েকজন মাত্র সদস্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ চেম্বারলেন অন্যতম।

সভা আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটী জরুরী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তীব্র ভাষায় মিঃ চার্চ্চিল বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, পরিশেষে ভারতপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

কমান্ডার লকার ল্যাম্পসন এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, ভারতে বিপদ আসন্ন, ইহাই বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা, এ সময়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দৃঢ়তা সহকারে দণ্ডায়মান হওয়া ইউনিয়নিষ্ট দলের কর্ত্তব্য।

মিঃ চার্চ্চিল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কুমারী কল্পনা বাজী গ্রেপ্তার

করাচী সত্যাগ্রহ সময় পরিষদের ৭ম ডিক্টেটর কুমারী কল্পনী বাজী শিবিরাজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হন।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য এবং সমর পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত হীরালাল গর্জ্জ ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬০০ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করায় মহিলা গ্রেপ্তার

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সুমারপাড়া ইউনিয়নের দক্ষ গ্রামের শ্রীযুক্তা উত্তমা দাসকে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করার জন্য গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার ও কেরাণী তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ট্যাক্স দাবী করে এবং তিনি অসম্মত হওয়ায় একখানা টিন ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। তাঁহাকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মামলার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

ভারতে সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা

২৫শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র পরিষদে সার ফিলিপ চেটউড জানাইয়াছেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের সাব কমিটীর সুপারিশ মত ভারতীয় সেনাদলে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রের যে কমিটী বসিয়াছে, গ্রীষ্মের প্রথমে সিমলায় তাহার অধিবেশন হইবে।

প্রধান সেনাপতি বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে একটি "ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট" (অর্থাৎ ভারতীয় সামরিক কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা অবধারিত।"

মিঃ হোসেন ইমামের প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়। ইহার আলোচনার সময় প্রধান সেনাপতি আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠক প্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনা

গোলটেবিল বৈঠকের বিহার প্রাদেশিক প্রতিনিধি দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ এবং সার সুলতান আমেদকে এক উদ্যান সম্মেলনীতে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় তের শত নিমন্ত্রণ চিঠি বিলি করা হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমাওয়ানের রাজা বাহাদুর, সুরাজপুরার রাজা, মকসুদপুরের রাজা, সার কার্টার টেরেল, সার ফকিরুদ্দিন, সার গণেশ দত্ত সিং এবং সার মিউনাও আলমীর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শান্তিচুটী অবমাননার জের

সেন্টজোসেফ কলেজের রাইস্ নামক একজন ফিরিঙ্গী ছাত্র একজন ভারতীয় ছাত্রের গান্ধী টুপীর প্রতি অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগ করায় সেখানে ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হয়। উক্ত কলেজ কাউন্সিল পুঙ্খাপুঙ্খ আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় ছাত্রের জাতীয় বৃত্তির প্রতি ভবিষ্যতের সম্মান দেখান হইবে।

বিমানপোতে লণ্ডন হইতে কলিকাতা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত

কোনও প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ বেন কমন্স সভায় বলেন, লণ্ডন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিমানপোতে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত হইয়া যাইবে।

দিল্লী ছাড়িয়া ভারতের অন্যান্য স্থানে বিমান ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে আড্ডা নির্ম্মাণ আর্থিক অনটন এবং প্রস্তাবের অদল বদল—এই সমস্ত কারণেই বিলম্ব ঘটিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের নূতন অর্ডিন্যান্স আট জন বাঙ্গালী গ্রেপ্তার

বিদ্রোহ ও বিপ্লব দমন করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে, তাহার বলে বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৮ জন বাঙ্গালী এবং চারিজন ব্রহ্মদেশবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত বাঙ্গালীগণের নাম ও পরিচয় যতটা জানা গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস—বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী, রেঙ্গুণ।

(২) কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি, সহকারী হেডমাষ্টার, পেগোডা ন্যাশনাল হাইস্কুল, রেঙ্গুণ।

(৩) নগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত—পুলিশ কমিশনার অফিসের কেরাণী, রেঙ্গুণ।

(৪) জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ,—বর্ম্মা রেলওয়ের কেরাণী, রেঙ্গুণ।

(৫) পরিমল মুখার্জ্জি।

(৬) খগেন্দ্র লাল মুখার্জ্জি।

(৭) সুকুমার সেনগুপ্ত—রেঙ্গুণ মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

(৮) বরদারঞ্জন রক্ষিত, রেঙ্গুণ মেডিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

জার্ম্মান নৌ-সেনাপতির মৃত্যু

এড্‌মিরাল ক্যাপেলির মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ফন টিরপিজের পর ১৯২৬ সালে জার্ম্মানীর নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কারামুক্তি

লিবার্টির মুদ্রাকর প্রকাশক শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ধর ও কংগ্রেসকর্ম্মী ডাক্তার কানাইলাল গাঙ্গুলী গত মঙ্গলবার সকালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পাতারহাট পুলিশ প্রহারের মামলা

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেনের এজলাসে পাতারহাট পুলিশ প্রহারের যে মামলা চলিতেছিল, উক্ত মামলার রায় প্রদান করা হইয়াছে। মামলার আসামী সীতানাথ সাহা, মটুকনিক, হরেকৃষ্ণ কুণ্ডু, ক্ষিতীশ দত্ত, যোগেশ দে, প্রমোদ নাগ, নগেন্দ্র পাল মনোমোহন পাল, ইস্‌মাইল, আজাদ সোহান, মুনসর আলী, ওবিদর রহমান, আবদুল গফুর প্রভৃতির ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারানুযায়ী—৪ মাস হইতে ৫ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, বাকী ১১ জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

রৌপ্য সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক

চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টের অর্থ-সচিব মিঃ সুং ঘোষণা করিয়াছেন, রৌপ্যের মূল্যাদি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের কথা উত্থাপিত হইয়াছে, চীন গবর্ণমেন্ট তাহাতে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙ্গলার গবর্ণর ও লেডী জ্যাকসনের দিল্লী যাত্রা

বাঙ্গলার গবর্ণর এবং লেডী জ্যাকসনের বড়লাট ও লেডী আরউইনের অতিথিরূপে আগামী ২রা মার্চ্চ দিল্লী যাত্রা করিবার সম্ভাবনা।

শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ঘোষের অনশনব্রত ভঙ্গ

হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বহরমপুর জেলে অনশন আরম্ভ করেন। পরে তাঁহাকে দমদম স্পেশাল জেলে আনা হইয়াছে। তিনি অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়া বন্ধু বান্ধব ও চিকিৎসকগণের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার—১৩৩৭

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য ও তাহার বিবরণ

('চিত্রে নবদ্বীপ' হইতে উদ্ধৃত)

পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৮ সংখ্যার পর)

(থ) পঞ্চরাত্রিক—জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক যেসকল নৃত্য-গীতবাদিত্রাদির অনুশীলন হয়, তাহা কৃষ্ণতোষণপর চিদনুশীলনের বিরুদ্ধ অপব্যবহার বলিয়া 'তৌর্য্যত্রিক' ও 'ব্যসন' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐসকল তৌর্য্যত্রিক বা ব্যসন জগতের লোকের বিচারে কলাবিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা পরিণামে জগন্নাশকর কার্য্যের সোপান। আবার প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে কৃষ্ণতোষণের ছলনা করিয়া যে বিপ্রলিপ্সাময় তৌর্য্যত্রিকের আবাহন করা হয়, তাহাও আত্মমঙ্গলের পরম পরিপন্থী। কৃষ্ণই সমস্ত কলার অধিনায়ক। তাঁহার অহৈতুকী সেবায় সেইসকল কলাকলাপ নিযুক্ত হইলেই তাহা পরম মঙ্গলের সেতু হইয়া থাকে। যাহারা অশুদ্ধ, অযুক্ত, ভজনে অনিপুণ, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বস্তুকেই নিযুক্ত করিতে পারে না। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির উদাহরণে দেখাইয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত-বিরোধ-যুক্ত রসাভাস-পূর্ণ নাটকাদি মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে না। শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ নাটকাদি মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে। শ্রীমায়াপুরে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণ-তোষণপর পঞ্চরাত্রিক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(দ) নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়—এই স্থান হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহামায়ার ধামে আপাত প্রেয়ঃকথা-প্রচারকারিণী সংবাদপত্রিকা-সমূহের দৈনিক সংস্করণ কিছু বিস্ময়কর নহে, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃকথা-প্রচার-কারিণী পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে অভিনব ও আশ্চর্য্যকর। বিশেষতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতন-ভোগী ভৃতক নহেন বা আচারহীন প্রচারক নহেন।

ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবানুগত্যে এই অসাধারণ সেবাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই দৈনিক সংবাদ পত্রের ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(ধ) নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়—চৈতন্যকথা-প্রচারাগার। জগতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্য কথা, জড় কথা অথবা উহারই রূপান্তর বিভিন্ন মনোধর্ম্ম মায়াবাদ, নাস্তিকাবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈশ্য জগতে শিল্পাদির সার্থকতা প্রাকৃত অর্থ পরিণতি-দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কেবল পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে কিরূপে শিল্প-বিজ্ঞানের নিয়োগ হইতে পারে, তাহার আদর্শ-নিদর্শন-স্বরূপ এই "নদীয়াপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রালয়।"

(ন) শ্রীরাধাকুণ্ড—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে গৌর-লীলার রাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্য-মঠ শ্রেষ্ঠ; এবং তাহা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড, ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই রাধাবন শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরের ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডে সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুক্ষণ নিষ্কপট কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা প্রচার করিয়াছেন।

(প) পৃথুকুণ্ড বল্লালদীঘি—সত্যযুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চ নীচ ভূমিখণ্ডসমূহ সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন এই স্থানে মহারাজের কর্ম্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে এক মহা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা উত্থিত হইলে কর্ম্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া সেই আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিলেন। শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যে স্থানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাব কান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইবেন। মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুহ্য মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার জন্য তথায় এক মনোরম সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপ-মণ্ডলে 'পৃথুকুণ্ড' নামে বিখ্যাত হইল। গ্রামবাসিগণ এই স্বচ্ছ কুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকিলেন। পরবর্ত্তিকালে বাঙ্গালার নৃপতি লক্ষ্মণ সেন স্বীয় পিতৃপুরুষের উদ্ধারকল্পে এই স্থলে এক সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। এই দীর্ঘিকাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে বল্লাল দীর্ঘিকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এই বল্লালদীর্ঘিকা বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন। এখানে বল্লালঢিবি নামে একটী উচ্চ স্তূপও বল্লাল সেনের আবাস গৃহের শেষ চিহ্ন বা ভগ্নাবশেষ রূপে বিরাজিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন তথ্য লাভ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর নামে কলঙ্ক ?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিময়)

শ্রীবীরভদ্র প্রভু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ঈশ্বরী শ্রীবসুধা-গর্ভসিন্ধু-জাত সন্তান। তিনি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শৌক্র সন্তানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনটী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-বংশ বলিতে কোন শৌক্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এক পিতার সন্তানগণের মধ্যে দুই প্রকার গাঁই হইবার সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দের সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দুইজনের মধ্যে আলাপে একজন বাড়ুরী গাঁই এবং আর একজন বটব্যাল বলিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং শ্রীবীরভদ্র প্রভুর বংশ বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না।

শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যগণ নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায় বা বাউল-সম্প্রদায় আখ্যায় চলিয়া আসিতেছে। শ্রীবীরভদ্রপ্রভু পরম নিজিতেন্দ্রিয়ের লীলাভিনয় করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী সকলেই সংযত ছিলেন। পরে নেড়া ও নেড়ীর দলে ব্যভিচার উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আনুগত্য ছাড়িয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়াও শ্রীবীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া মৎস্যাদি ব্যবহার চালাইয়াছিল। সেই অসংযত শিষ্যের অসদ্ধর্ম সন্তানগণের বংশপরম্পরাক্রমে নিত্যানন্দবংশ পরিচয়ে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। কারণ স্বেচ্ছাচারী মৎস্যাদি ভোজনকারী অসংযত গণই শ্রীবীরভদ্র প্রভুর বংশের কলঙ্ক-স্বরূপ।

ভগবান্ মৎস্যাবতার, ভগবান্ কূর্ম্মাবতার ও ভগবান্ বরাহাবতার স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রকটলীলার পরবর্ত্তিকালে সন্তান রাখিয়া যান নাই। সম্ভবতঃ বাক্‌শক্তি থাকিলে, আমাদের ন্যায় মনুষ্যের বিসর্গ উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে বোয়াল, রুই, কাতলা, কাটুয়া, কচ্ছপ ও শূকরগুলিও ভগবানের বংশ বলিয়া দাবি করিতে ও সকলের নিকট হইতে সেবা পূজা লইতে ছাড়িত না। তাহাদের দুর্ভাগ্য তাহারা বাক্‌শক্তিহীন।

বর্ত্তমানে আউল বাউল নেড়া নেড়ী নামধারী অসংযমিগণ সংযমের নামে শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর দোহাই দিয়া বেপরোয়া ব্যভিচার চালাইয়া আসিতেছে, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অধস্তন পরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রযত্নে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহা খণ্ডনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর নির্ম্মল চরিত্র সমল করিবার প্রয়াস পাইয়া দেশে মহা অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছে। সরলধর্ম্মপিপাসুগণ অসংযতদিগের পাল্লায় পড়িয়া রসাতলে যাইতেছেন। কেহ বা নীরবে থাকিয়া শ্রীবীরভদ্র প্রভুর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ করিয়া বসিতেছেন।

বাস্তব পক্ষে বর্ত্তমান আউল বাউল নেড়া নেড়ীগণ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অনুগতজনের মধ্যে কেহ নহেন। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া মৎস্যাদি ব্যবহার করেন, তাঁহারাও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুর কেহ নহেন, ইহাই অভিনবসর সজ্জন-সমাজে প্রচারিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ইহার তীব্র প্রতিবাদ একমাত্র শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আচার্য্যগণই করিতেছেন দেখা যায়। বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আরও দুই চারিটী বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠানের কথা শোনা যায়, তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচতার ভাণে এরূপ বাস্তব সত্য কথা প্রচারে সাহস পাইতেছেন না কেন? তবে কি তাঁহারা ঐসকল আউল বাউল নেড়া নেড়ীদিগের সহিত কোন

শত্রু

(শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ যখন ভোগাসক্ত বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের বন্ধন-বিমোচনকারী আত্মমঙ্গলের উপদেশবাণী কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বহু মতবাদী থাকিলেও তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অনুকূল, প্রতিকূল ও নিরপেক্ষ। কতকগুলি শ্রদ্ধাবান-জন সেই সংসার-দুঃখের উপশমকারী সাধুর বাক্যগুলিকে মঙ্গললাভের উপায় জানিয়া অনুকূল ভাবে গ্রহণ করেন এবং সেই সকল পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য আগ্রহ করেন আর কতকগুলি লোক নিরপেক্ষ ভাবে শুনিয়া কেবলমাত্র বলেন যে, ঐ সকল কথা আলোচনা তাঁহাদের সময় হইয়াছে, ভগবান্ মতিগতি দিয়াছেন, তাঁহারা সাধুকার্য্য করিতেছেন, আমাদের যখন সময় হবে, তখন দেখা যাবে। আর যাহাদের সুকৃতি নাই, এমন কতকগুলি লোক সাধু ও শাস্ত্রবাক্যগুলিকে উপহাস করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করে। অনেকে ভগবৎ-কথায় পক্ষপাতী বলিয়া মুখে স্বীকার করেন মাত্র; কিন্তু শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া লোক-সমাজে বিদ্যা জাহির করিবার জন্য সংকার্য্যে ও সাধুর আচরণে দোষ অনুসন্ধান করাই তাঁহাদের কৃত্য হইয়া উঠে। সেই সকল পাষণ্ডী অসুর-প্রকৃতির লোক ত্রিতাপদগ্ধ মায়ার সংসারে পোড়া-কপাল লইয়া সাধুর বিদ্বেষ করিতে থাকে, বোঝাইলেও বুঝিবে না, কেবল চেঁচাইয়া নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া অশেষ দুর্গতির পথে ধাবিত হয়।

ভগবান্ কাহাকেও পাপ দেন না বা সুকৃতিও দেন না জীবগণ অজ্ঞানে আবৃত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হন।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।

—জগতে কেহ কাহারও শত্রু নয়। ব্যবহারের দ্বারা শত্রুমিত্রের পরিচয় হয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ও ভারতে মানবের বৃত্তি-নির্দ্দেশে বর্ণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শত্রু দুই প্রকার, প্রচ্ছন্ন শত্রু ও প্রকাশ্য শত্রু। চোর, ডাকাত, গাঁটকাটা প্রভৃতি দস্যুগণ আমাদের সঞ্চিত সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করে। আর কতকগুলি লোক আমাদের আত্মীয় বন্ধু উপকারী হিতৈষী সাজিয়া তোষামোদ করে। কেহ স্বার্থ-আশে মনোরঞ্জন-বাক্য শুনাইয়া বিশ্বাস জন্মায়, শেষে ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে ও প্রয়োজন সিদ্ধি করে। পরমার্থ-পথে যাওয়ার বিরোধী স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ইহারা এক প্রকার শত্রু। সকলেই আমাদের অন্তরঙ্গ হিতাকাঙ্ক্ষী, পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অনাহারে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করেন, ডাক্তার ডাকেন, কত ঠাকুরের মানত করেন, কি করিয়া সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিব। সারা জীবনের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ কর, ভোগসম্ভার সংগৃহীত হইবে ও শেষ জীবন সুখে অতিবাহিত হইবে—এই আশা। চৈতন্যাশ্রিত সংসার-বিরাগী ভক্ত-গণের সঙ্গ করিতে দেখিলে সকলের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা ভাবেন, এই বুঝি আমাদের মত পোষ্যবর্গকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া যায়! ইহাতে ভগবান্ কখনই ভাল করেন না। ইহাদের মতে পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিয়া যদি সময় পাও, তবে ভজন-সাধন কর, হরিনাম কর।

দেহের মাঝে ষড়্‌রিপুর এক একটী কর্ত্তা হইয়া আমাকে ছয়দিকে টানাটানি করিতেছে। দুষ্পূরণীয় কাম লোভকে সঙ্গে লইয়া রাজার মত আদেশ দিতেছেন, মদমাৎসর্য্যবশে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াই আছে, মোহগ্রস্ত আমি কায়মন কি প্রকারেই বা যোগাই। ইহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এই সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। সংসারের বোঝা মাথায় করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। কখন কখন এই বোঝা নামানকে সুখ বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই সকল ভ্রম। শত্রুগণকে খুসী করিয়া সুখী হইব, তাহা কখনই হইতে পারে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় রজোগুণ-সমুদ্ভূত-কাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, ইহারা প্রবল শত্রু।

এই সংসারে এক বস্তু অপর বস্তুর বিনাশের কারণ, সেই জন্য ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে অভয়প্রদ দেখা যায় না, [illegible] ভগবান্ ব্যতীত প্রার্থনা বা স্তবের যোগ্য আর কেহই নাই। তিনিই একমাত্র আশ্রয় অভয়দাতা জানিয়া আর্ত্ত জীব আকুল প্রাণে আহ্বান করেন—

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেব দেব জগৎপতে
নান্যং পশ্যে ভয়ং যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্॥

এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইনু শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া॥
মিথ্যাধন পুত্ররসে গোঙাইনু জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
করুণা-সাগর তুমি পরহিত করি।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি॥

[illegible] হওয়া আড়ম্বর? যে জন্য বাস্তব কথা বলিলে ঘরের কথা বাহিরে যাবে বলিয়া ভয় হয়? যদি তাহাই হয়, তবে তথা-কথিত বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠান নামে, উঁহারাও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন শত্রু।

মায়াবাদীর বিচার-দৌর্ব্বল্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৮ সংখ্যার পর)

বস্তুর বস্তুত্ব যাহাতে, তাহা হারাইলে আর বস্তুর থাকে কি?

জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানশূন্য হওয়া আর স্বরূপতঃ অস্তিত্বহীন হওয়া একই কথা।

আরও, যদি মায়াবাদীর কথা অঙ্গীকারও করা যায়—(তর্কের খাতিরে) অর্থাৎ জ্ঞান বিরহিত হইলেও আত্মার কিছু থাকে, একটা নির্গুণ সত্তামাত্র বর্ত্তমান থাকে, এপ্রকার অঙ্গীকারেও মায়াবাদীর বিশেষ কিছু লাভ হয় না, কারণ, আমরা মায়াবাদীকে জিজ্ঞাসা করি—যে আত্মা যদি সম্পূর্ণ জ্ঞানবিরহিত হয়, ইহা কল্পনাও করা যায়—তাহা হইলে ঐরূপ নির্গুণ সত্তাকে জড় না বলিয়া আত্মা বলা হয় কেন? আত্মা জ্ঞাতৃত্বশক্তি সমন্বিত না হইলে জড়ের সহিত ইহার বাস্তব ভেদ কি?

মায়াবাদী ইহার প্রতিপক্ষে ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, ঐ নির্গুণ সত্তাই আবার জ্ঞানবান্ হইতে পারে ও হইয়া থাকে এবং এই কারণেই জড়ের সহিত ইহার ভেদ।

আচ্ছা যাহা একবার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান বিরহিত হইল, তাহারা আবার কি প্রকারে জ্ঞানময় হইতে পারে।

অবশ্য মায়াবাদী বলিতে পারেন যে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যাহা ঘটিতে দেখা যাইতেছে—সুষুপ্তিকালে—আত্মা সমুদয় জ্ঞান—বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান সমস্ত হারাইয়া আবার জাগরদশায় সমুদয় পুনরায় ফিরিয়া পায়। সুতরাং আত্মা নিরুপাধিক হইয়াও পুনরায় সোপাধিক হইতে পারে—মায়াবাদীর কল্পিত এই যুক্তাভাসের প্রতিপক্ষে আমরা বলি যে মায়াবাদী যে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দোহাই দেন সেই, অভিজ্ঞতার অর্থ তিনি নিজে কতটুকু বুঝেন, তাহা সুধী সম্প্রদায়ের বিবেচ্য।

আচ্ছা—আমি আমার সম্মুখস্থ চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতির জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী আত্মজ্ঞানকে হারাইয়া নিদ্রিত হইলাম। জ্ঞানগুলি একেবারে চলিয়া গেল, কেননা আত্ম-জ্ঞান হইতে জ্ঞানের আর বাকী কোথায়? আমার জীবনের সঞ্চিত যে জ্ঞানরাশি, তাহা একটা শূন্য ভাণ্ড স্বরূপ হইয়া পড়িয়া রহিল। যথা সময়ে জাগ্রত হইয়া আবার সেই চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিলের জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম, আমার স্মরণ হইল যে চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতিকে আমি নিদ্রার পূর্ব্বেও জানিতাম এবং যে আমি নিদ্রার পূর্ব্বে উহাদিগকে জানিতাম—সেই আমিই এখন আবার উহাদিগকে জানিতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল, সে জ্ঞান আবার আসিল কিরূপে? কারণ মায়াবাদী জ্ঞানকে নিত্য বস্তু বলেন না, জ্ঞানকে তাঁহারা অনিত্য বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র বলেন।

এখন বিচার্য্য, পূর্ব্বকার জ্ঞান, পূর্ব্বকার বিজ্ঞান-প্রবাহ নিদ্রাকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে পারে না; এখন যাহা আসিবে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন বিজ্ঞান।

এখন যে কতকগুলি নূতন বিজ্ঞান হইতেছে, তাহা সত্য, কিন্তু সেই নূতন বিজ্ঞানের সহিত কতকগুলি পূর্ব্ববিজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। নূতন বিজ্ঞানের সহিত পুরাতন বিজ্ঞানের সাদৃশ্যজ্ঞান, যাহাতে পূর্ব্বদৃষ্ট চেয়ার প্রভৃতিকে এখন চিনিতে পারিতেছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার জ্ঞাতাকে বর্ত্তমান জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি, এই সকল জ্ঞান নিশ্চয়ই পুরাতন জ্ঞান।

এই পুরাতন জ্ঞান কি প্রকারে আসিল? সুষুপ্তি-কালে মায়াবাদীর যে আত্মা, আত্মজ্ঞান ও সমুদায় বিষয়-জ্ঞান হারাইয়া, কেবল স্বরূপ হইয়াছিল, জাগর দশায় এখন তাহার পক্ষে সমুদয় জ্ঞানই নূতন জ্ঞান বলিয়া বোধ হওয়ারই কথা। কিন্তু পুরাতন জ্ঞান যে আসিয়াছে, ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পুরাতন বিষয়-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান কিছুই নষ্ট হয় নাই, আত্মা শূন্য ভাণ্ডের ন্যায় একেবারে জ্ঞানশূন্য হয় নাই, হইতে পারে না; জ্ঞানই আত্মার আত্মত্ব,—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই জ্ঞান বস্তু সুষুপ্তিকালে ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না বটে; কিন্তু সেই সময়েও আত্মা জ্ঞানময় অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে; যদ্যপি তাহা না থাকিত, জাগ্রত হইলে ইহা পুনরায় ব্যক্তি-জীবনে প্রকাশিত হইতে পারে না।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৶০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৫।	ভজনরহস্য	।১০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১২৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১০।	ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগৌরভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১১।	বেদান্তভাষ্যের সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৫।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৬।	দীপ-দিগ্দর্শন	৶০
১৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
১৮।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
১৯।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	০৶০
২১।	গীতমালা	৴১০
২২।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০
২৩।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৵০
২৪।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
২৫।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৬।	শ্রীগোদ্রুমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৭।	শরণাগতি	৴০
২৮।	গীতাবলী	৴০
২৯।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩০।	সাধনকণা	৴০
৩১।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩২।	নবদ্বীপশতক	৴
৩৩।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৩৬।	অর্চ্চনকণ	।১০
৩৭।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
৩৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	।
৪০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৫।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
৪৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴
৪৭।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৪৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৪৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫০।	সাংখ্যবাণী	৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৫১।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৩।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৪।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৫।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৬।	সারাংশবর্ণনম্	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৫৭।	নামভজন	।০
৫৮।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৫৯।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬০।	কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৬৩।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৪।	সাধন পথ	।০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৬।	গীতাবলী	৴১০
৬৭।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি জী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১৬৫.

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে, শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, বেদজ্ঞ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তাধিকারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৃন্দবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীবল্লভজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদবিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ ক্লেগ রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারঞ্জন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) খোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিজ্ঞাপন

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবতারবাদের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, উপাসনাতত্ত্ব, অদ্বৈতবাদী ও ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, শুদ্ধিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাবায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট্‌-গ্রন্থ, সোণার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সম্পূর্ণ বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি—ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে যুক্তিসঙ্কারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমন্মুনপথঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৶০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীলরঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিমূলের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা তাহা শ্রীশ্রীবিনোদঠাকুর উপাদেয় শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শুদ্ধ গৌড়ীয়মতে সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৶১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিট পত্রের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ,। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵৫ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অসম্ভাবস্থ লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা অজ্ঞান [illegible] অভাব ও কামনায় বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ [illegible] তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ [illegible] আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা [illegible] সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে বর্ণিত [illegible] বাস্তবিক কল্যাণের [illegible] সর্ব্বস্ব।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তিতে হারে
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড।] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩০০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৭, ২রা মার্চ্চ, ১৯৩১

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত সুবর্ণবিহার, গাদিগাছা ও শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ এবং ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহপল্লী ও স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত মাজিদা গ্রাম পরিক্রমা হয়। তৎপরদিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ দিবারাত্র শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া গত কয়েক দিবসের আলোচিত আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রত্যেক স্থানেই যথারীতি তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছে। মঙ্গল ও বুধবারে মধ্যাহ্নে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং রাত্রিতে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

গত ১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে প্রাতে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কোলদ্বীপাভিমুখে অভিযান করেন। এবারকার শোভাযাত্রার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এই যে, এবার বৃহৎ সুমনোহর রথারোহণে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নবদ্বীপঘাট [illegible] বিজয় করেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, বহুমূল্য বিচিত্র [illegible]-খচিত শিবিকা, 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা' [illegible] পতাকা, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুরের নামাঙ্কিত [illegible], বিচিত্র পতাকা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য, বিজয় ডঙ্কা, পাশ্চাত্য [illegible] বাদ্য, গো যান, অশ্ব-যান, [illegible] যান প্রভৃতি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যবর্ত্তী-নিয়ামকরূপে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ভক্তবৃন্দসহ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরসুন্দরের রথযাত্রা দর্শনে বহুসহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভারতী-মহারাজ রাবভবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রাকালীন পদসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'গৌর যদি আগে চলে গুরু হয় স্থির। গুরু যদি আগে চলে গৌর হয় ধীর॥'—শ্রীপাদ ভারতীমহারাজের এই কীর্ত্তনটী বড়ই সাময়িক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "গুরুদেব। কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন"—এই শরণাগতির কীর্ত্তনটীও অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রথ কখনও মন্দগতি, কখনও দ্রুতগতিতে চলিয়া নবদ্বীপ ঘাটে (হুলোর ঘাটে) আসিলেন, শিবিকারোহণে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী এবং শ্রীমদ্ভাগবত আসিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের বিপুল জয়ধ্বনিতে জলস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞা লইয়া যাত্রিগণ দলে দলে ভাগীরথী পার হইতে লাগিলেন। পৃথক্ তিন খানি নৌকার এক খানিতে শিবিকা-সহিত শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী, অন্য খানিতে ভারতী মহারাজ মহাপ্রভুকে লইয়া পার হইলেন এবং অপর খানিতে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু-প্রমুখ পার্ষদবৃন্দকে লইয়া পার হইলেন। হস্তী গজরথ দ্বারা পার হইল। বৈদ্যুতিক যান, গো-যান প্রভৃতি অন্যান্য যাহা ছিল সমস্তই পার হইয়া গেলে পুনরায় শোভা-যাত্রা পূর্ব্ববৎ সুসজ্জিত হইল। রথ মায়াপুরের পারে থাকিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিবিকারোহণে [illegible] গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী ও প্রভৃতি বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছা শ্রীল প্রভুপাদ বৈদ্যুতিক যানে আরোহণ করিয়া অগ্রগামী হইলেন। অতঃপর তাঁহার অনুজ্ঞামতে আচার্য্যাদিক প্রভু ও ত্রিদণ্ডি স্বামিপাদগণের অধিনায়কত্বে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা উদ্দণ্ডনৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পোড়া মা-তলা বা পোড়া-মায়ার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পোড়া মা তলায় আসিবার পথে ভারতী মহারাজ "পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥" প্রভৃতি পদ আখরসংযোগে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণভক্তি বিমুখতাই জগতের পাষণ্ডতা, তাহা দূর না হইলে জীব কখনও কৃষ্ণপ্রেম ধনে ধনী হইতে পারে না। জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভুই জীবের সেই পাষণ্ডতা দূর করেন। "পাষণ্ড দলন আর প্রেম-প্রচারণ। দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥" পোড়া-মা তলায় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে ভারতী মহারাজ নবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য হইতে কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন-বিরোধী লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই চক্রান্ত করিয়া যাত্রিগণের দাঁড়াইবার স্থানে কতকগুলি বিচালীর বোঝাই গাড়ী রাখিয়া দিয়াছিল। পুলিশ তাহা সরাইয়া যাত্রিগণের দাঁড়াইবার সুবিধা করিয়া দেন। কুলিয়ার কতকগুলি কীর্ত্তন-বিরোধি লোক যাহাতে কোন কীর্ত্তন বিরোধ জন্মাইতে না পারে, তজ্জন্য সরকার বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া প্রতি বৎসর আবশ্যক মত সশস্ত্র শান্তিরক্ষকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এবারও সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার মহোদয় [illegible] জন সশস্ত্র পুলিশ এবং নবদ্বীপ থানার দারোগা বাবু থানার কতিপয় কনষ্টেবলসহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাকে সহর নবদ্বীপের [illegible] ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। [illegible] তাঁহাদের কার্য্য [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণের তপোবিঘ্ননিবারণাদি। রাজা প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। বেলা প্রায় ৮টার সময় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন সারিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করা হয়, পরে ঘাট পার হই। সহর নবদ্বীপ অতিক্রম পূর্ব্বক নবদ্বীপ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে পৌঁছিতে ১২টা বাজিয়া যায়, সেখানে শ্রীবিগ্রহের চিড়াদধি ও মিষ্টান্নাদি ভোগ হইলে ভক্তগণ তৎপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হন। তথায় ১॥০ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া চম্পাহট্ট গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত বটবৃক্ষতলে আসিতে ৩টা বাজিয়া যায়। অতঃপর সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রীগৌরগদাধর মঠে পৌঁছিতে ৩॥ টা বাজিয়া গিয়াছিল। 'কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়'। তাই প্রসাদ প্রস্তুত ছিল। যাত্রিগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের জয়গান করিতে করিতে প্রসাদ সম্মান করিলেন।

পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। এ বৎসর বৃষ্টির জন্য ও অর্থাভাবের জন্য অনেক লোকের আসিবার অসুবিধা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের লোকসংখ্যা কিছুমাত্র কম বলিয়া মনে হয় না। প্রায় [illegible] লোক পরিক্রমা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতেও বহু লোক আসিয়া যোগদান করিতেছেন। সহস্র সহস্র লোকের একস্থানে একত্র হইয়া 'মহাপ্রসাদ' সম্মানের অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহারা দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া উঠিতে পারিবেন না। 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়' বাক্যের সার্থকতা ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতেছেন।

(১০১)

১৯০৮ নং দেংজারি ৩০ দাবী ২০৬/৩

৬২৫,৩১

ডিঃ [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ মনিরুদ্দিন মণ্ডল দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির অধীন জয়পুর মৌজা [illegible] সেরেস্তায় সেঃ ১৮৮০ খতিয়ানের ২-২৭ শতক জমি ১৬০/৫ [illegible] জমা ষোল আনা রকমে দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

(১০২)

১৩ নং দেংজারি ৩০ দাবী ৬১১১/৩

১১৪৭।৩১

ডিঃ গোপীলাল ঠাকুর দাস সাং পোড়াডাঙ্গী

দেঃ রজনীকান্ত বিশ্বাস দিং সাং গাজনা পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির সামিল গাজনা গ্রামে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং [illegible] নারায়ণ চেংলাজিলা সেরেস্তায় সেঃ ১১২৯ খতিয়ানে ও অন্যান্য ১৭০।১৮১।২৪৭ ৬৪ খতিয়ানে ১৯-০৮ শতক জমি বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সেরেস্তায় ২৮৬/১২ ও বদরী নারায়ণ চেংলাজিলা সেরেস্তায় ২॥৶৮॥ মোট ১৭৫৬ জমি মধ্যে সরিকাংশ বাদে ৫৪৬৪॥০ বিক্রয় হইবে। কায়েমী মোকররী জমা মূল্য ২০৲

(১০৩)

১৯৬৫ দেংজারী ৩০ দাবী ২২৬৶৯

১১৪৬।৩১

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ যশমন্ত নায়ক সাং পরিশডাঙ্গা পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির অধিন পশ্চিম হারিণডাঙ্গা গ্রামে ভেকাদার দিং অধিন সেঃ ১৮৪ খতিয়ান ও অন্যান্য ১৮৫—১৯১।২১৭ খাজানা ৭ ৯২ শতক জমি ১৪৶২॥ [illegible] জমা দেঃ ।০ আনা অংশ আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫০৲

(১০৪)

১৮১৭নং দেংজারি ৩০ দাবি ৩০৯৫১০

ডিঃ যুধিষ্ঠির ঘোষ সাং মায়াকোল

দেঃ ডুবুই মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী অধিন সাহেবনগর গ্রামে জগুণা দাসী ও শরৎকুমারী দাসী দিং সেরেস্তায় ১০৮৶০ ছটাক মৌরশী জমার জমি ষোল আনায় ২৭৮০ জমার মধ্যে নিজাংশে ৫॥১৬ দিতে হয়। জমির মধ্যে বাস্তু, কাঁঠালগাছ ২টা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ

(১০৫)

২০৮৯ দেংজারী ৩০ দাবি ১৯০১৮০

ডিঃ কালীকাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ খোকন সেখ মণ্ডল দিং সাং জোগপুকুর পোঃ দেবগ্রাম

১। থানা কালীগঞ্জের সামিল দেবগ্রাম গ্রামে হিরণ্ময় সাহার সেরেস্তায় সেঃ ১১২৮ খতিয়ানের ২-৩২ শতক জমি ২৮০ মৌরশী মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১২০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামের ঐ মালেক সেরেস্তায় সেঃ ২১২৭ খতিয়ানের ৪-১৪ শতক জমি ৩৮০ জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে খাদার সরকারে সেঃ ১০০৮ খতিয়ানের ৩-০২ শতক জমি ৪।৶০ জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৭৫৲

১০৬

১৯৬৬ নং দেংজারি ৩০ দাবি ৩১৭৮/১৫

ডিঃ রাধাকান্ত দাস সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রিয়হরি দাস বাবাজী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ অধিন দেয়াড়াপাড়ার মধ্যে লক্ষীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেরেস্তায় সেঃ ৩৯৩৮ নং খতিয়ানের ০৬ শতক জমি ৪৲ জমা জমির উপরিস্থিত পাকা দেওয়াল ঘর ১ খানা কূপ পায়খানা সদর দরজা ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১০৭)

২৪৩৯নং দেংজারি ৩০ দাবি ৫৯১১৫

ডিঃ গৌরগোবিন্দ সিংহ দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ গৌরচন্দ্র দাস দিং সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল নিজ নবদ্বীপ মৌজায় সেঃ ৭১৫৫ খতিয়ানে /১ কাঠা দর মৌরশী জমাই জমি কঙ্কালভূষণ সাহা চৌধুরী দিং সেরেস্তায় দিতে হয়, ১৲ জমা তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী ১ কুঠারী, আড়া, বরগা, দুয়ার, জানালা ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৩০০৲

(১০৮)

২১২৪নং দেংজারী ৩০ দাবী ৩২০৮/৫

ডিঃ রাখালচন্দ্র সাহা সাং গোয়াড়ী

দেঃ অবিনাশ দফাদার দিং সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী সামিল রাধানগর গ্রামে ।০ কাঠা কায়েমী মৌরশী ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত বাঁশ ১ ঝাড় ষোল আনা অংশে দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। থানা ঐ গ্রাম ঐ নদীয়া মহারাজা কৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সেরেস্তায় ৮০ কাঠা জমি ॥০ কায়েমী মৌরশী মোকররী জমা। তদুপরিস্থিত আম্র গাছ ১টা, কাঁঠালগাছ ২টা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় কায়েমী মৌরশী মকররী জমাই জমি আন্দাজ ১।০, ১।০ জমা তদুপরিস্থিত আম্র গাছ ১টা, কাঁঠালগাছ ৯টা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১০৯)

২৩৮৯ নং দেংজারি ৩০ দাবি ১২৮৶০

ডিঃ বিধুভূষণ সান্ন্যাল সাং ঘূর্ণী

দেঃ যামিনীভূষণ পাল সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল ঘূর্ণী গ্রামে ১১৮ নং সি সিদ্ধ নিকর লাখরাজ জমি সেঃ ১ খতিয়ানের -৩ শতক মায় আকর আওলাত সমেত যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১১০)

৪নং দেংজারি ৩১ দাবী ১২৯৶০

ডিঃ সুদেবী দেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ হামেজদ্দি বিশ্বাস দিং সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর সামিল কয়া-গ্রামে তছিরদ্দি বিশ্বাসের সেরেস্তায় সেঃ ১৬০ খতিয়ানের ৫২০ দাগে ২।০ বিঘা জমি মধ্যে সরিকের অংশ বাদে নিজ ৮০ কাঠা ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত বাঁশ ৫ ঝাড়, কাঁঠালগাছ ১টা, খড়ুয়াঘর ৪ খানা কূপ ১টা, সাজ-সরঞ্জাম আকর আওলাত সমেত দরবস্ত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে উলা নিবাসী বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৫৬ খতিয়ানে ৩৭।৩৮।১২৪।১৯২।২৪৪। ৪২৫।১৯২।৭২৬।২৬৮।৮০৪।৯৩১।৯৯৭। ৩৭৫ দাগে ১১।২ কাঠা জমি ১৩।/১১ জমা। খেজুর বাগান, আমন, আউশ বহু শ্রেণীর জমি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১১১)

২৩৫৮ দেংজারি ৩০ দাবী ৪৪৮৬/৩

ডিঃ হরিচরণ পাল সাং বামুনপুখুরিয়া

দেঃ বিশ্বপদ ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপ সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগরের সামিল রুদ্রপাড়া গ্রামে সেঃ ২০৭ খতিয়ানে ১৬৩১ দাগ ৪২নং ৭১ দাগ ৫৩০ খতিয়ানের ২৫৬৩, ১৬০৬ দাগ ৫৩১ নং ২৫৬২ ও ১৬০৫ দাগে ৯।৩ কাঠা জমি ১১৩ জমা জমিদার প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং সেরেস্তায় দিতে হয় ষোল আনা রকম সত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৯০৲

২। ঐ থানার অধিন টোটা গ্রামে জমিদার দাসী দিং সেরেস্তায় সেঃ ৫ খতিয়ানের ১৮৫।১২৩।১২৬ দাগে ৬/২ জমি ৫॥৶৩ জমা তদুপরিস্থিত আম্র গাছ ১টি, কাঁঠালগাছ ১টী, বাঁশ ঝাড় ১টি, ষোল আনা রকম সত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০৲

৩। ঐ থানার অধিন ঐ গ্রামে সেঃ ১৬৯ খং ২১৪ দাগে ২।০ কাঠা জমি ১॥০ জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১১২)

৩৮নং দেংজারি ৩১ দাবি ৮৩৭॥৶৫

ডিঃ কৃষ্ণকালী দেবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ তারাপদ রাড়ি দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ, নিজ নবদ্বীপ গ্রামে দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় সেঃ ১০৬০ খতিয়ানের কায়েমী জমাই জমি /২॥০, ॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত ২ কোঠারী পাকা কোটা মায় সাজ-সরঞ্জাম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(১১৩)

২৩০৬ দেংজারি ৩০ দাবী ১৯১৩।৶১০

ডিঃ বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ অদ্বৈতচরণ সাহা দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ পরগণে উখড়া নবদ্বীপ গ্রামের অন্তর্গত রণজিৎ পালচৌধুরীর সেরেস্তায় সেঃ ৫৯৭ দাগে ॥০ কাঠা জমি প্রতিকাঠা ১৶০ হিসাবে ১১।০ জমা দিতে হয়। জমির উপরিস্থিত পশ্চিম খাতে পাকা ২ কুঠারি টীনের ঘর ৪ খানা। কুটারী, কূপ, পায়খানা ২টা পাকা প্রাচীর গৃহাদি সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ১০০০৲

(১১৪)

২৩৮২নং দেংজারি ৩০ দাবী ২০০৩৶০

ডিঃ যদুনাথ দত্ত সাং মানিকাট গ্রাম খোকসা

দেঃ ক্ষুদিরাম সরদার সাং ঐ পোঃ জানিপুর

থানা খোকসা অধিন মানিকাট গ্রামে (ক) তপশীলের মালিক আকবর হোসেন সাহেবের পত্তনী সেরেস্তায় ৪।১ জমি ৪৮৶৩ জমা ও (খ) তপশীলের ২।০ জমি ৫।০ জমা এবং (গ) তপশীলের মালিক বদ্যনাথ সিংহ দিং ব্রহ্মত্তর অধিন ১৬/ জমি ১৬ টাকা মৌরশী জমা মোট ২৪ দফায় ২২৮১ জমি ২৫৮৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০০৲

(১১৫)

১৭০০ নং দেংজারী ৩০ দাবি ৩২৯/৩

১০৬৮।৩১

ডিঃ হৃষিকেশ চৌধুরী সাং কালপ্রা [illegible]

দেঃ [illegible] মোল্লা সাং [illegible] পোঃ জালাঙ্গী

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯ই মার্চ ১৯৩১

(১)

১১৭০নং খাজানা ৩০ ডাবি ৭১৩

ডিঃ রামরতন মল্লিক দিং সাং অগ্রদীপ

দেঃ ছামছদ্দিন মাল দিং সাং আড়ারবেড়ে পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের সামিল আড়ারবেড়ে গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৯/৫ রায়তী স্থিতিবান জমা ১১১ খং ৫৩/৬৪ শতক জমি ষোল আনা অংশ দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫৲

(২)

১৫৫৩ খাজানা ৩০ দাবি ২৩৸৴০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং গোবিন্দপুর

দেঃ নূরমহম্মদ সেখ সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা চাপড়ার সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে সেঃ ২৮৭ খতিয়ানে ৩-১০ শতক জমি ৪৷৶ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

১৫৫৮ খাজানা ৩০ দাবি ১৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কালু বিবি দিং সাং হাটগোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা চাপড়ার সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে ডিক্রীদার ও মোকাবেলা দেনদার সেরেস্তার সেঃ ২২০ খং -৯৭ শতক জমি ২৷৴০ জমা ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৫৬২ খাজানা ৩০ দাবি ১৮৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নূরমহম্মদ সেখ সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে ২৮৬খং ৪৯ শতক জমি ৫/৯০ জমা ডিক্রীদার ও মোকাবেলা দেনদারের সেরেস্তার ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৬০৯ খাজানা ৩০ দাবি ৫১৬৷৶৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ নবীনতর্লী বেটে সাং বয়না লেংড়া পোঃ অগ্রণগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ সামিল ব্রাহ্মণপুর মৌজে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১৯১ খতিয়ানের ৯১ শতক জমি ৬।০ জমা ঐ বাকীপড়া জমার জমি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২৬৲

(৬)

১৬৬৯ খাজানা ৩০ দাবি ১৩।০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং চক হাঁড়ি

দেঃ রমেশচন্দ্র নিয়োগী দিং রায় দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ বাকীপড়া

থানা কালীগঞ্জের সামিল হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১৩৭ খতিয়ানে ৪০শতক জমি ৷৶৩ রায়তি স্থিতিবান জমা ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৮২৯ খাজানা ৩০ দাবি ১২৶০

ডিঃ রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার সেঃ ১০১৫ খতিয়ানে -০৪ শতক জমি বহু কালের ভোগ দখলি ১৷৶৭ জমা দেঃ ষোল আনার অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১৮৯২ খাজানা ৩০ দাবী ৫১৷৶৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী সামিল ইটনা গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১১৬খং ৫-৭ শতক জমি ৬৲ জমা বাকীপড়া জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

১৯০৫ খাজানা ৩০ দাবী ১০১৷৶

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীনাথ রায়পুর

দেঃ করমান সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ নূতন বাজার

থানা কোতোয়ালী সামিল দোগাছিয়া মৌজার ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ৫৭২খং ৪-২৫শতক জমি ১৬/২৷ উঠবন্দি জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

১৯২৯ খাজানা ৩০ দাবী ২৫৷৶৩

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ এহব সেখ সাং খাজুরী পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতোয়ালীর সামিল খাজুরী গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধিন সেঃ ৩৯ খতিয়ানে .৩০খং জমি ১৷৶৩ জমা মায় তদোপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১৯৫৭ খাজানা ৩০ দাবী ৩২৷৶৯

ডিঃ মন্মথনাথ পাল চৌধুরী সাং আমীন বাজার

দেঃ সরেজ সিকারী মজমদার সাং দিগনগর পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালীর সামিল হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ২১০ খতিয়ানে ২৯০৶ জমি ৬৷৶৫ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৯৭০ খাজানা ৩০ দাবী ১৬৮৷৫

ডিঃ বৈদ্যনাথ সাহা দিং সাং কুমারী

দেঃ মজিরদ্দিন আহম্মদ মজুমদার সাং কুষ্টিয়া পোঃ ঐ

থানা কুষ্টিয়ার অধীন মুক্তিরপুর গ্রামে সেঃ ২১ খতিয়ানের অধীন ও ২৭১ খতিয়ানের অধীন ৩৮১ টাকার পত্তনি জমা উক্ত পত্তনী জমা ষোল আনা অংশ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫০০০৲

(১৩)

২০০৯ খাজানা ৩০ দাবি ৩৮০৶৯

ডিঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ চন্দ্রানমী দেবী দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালীর সামিল কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৩৫২৭ খতিয়ানের -৪৫শতক জমি ১৩৷০ রায়তী স্থিতিবান জমা উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

২০৬৬ খাজানা ৩০ দাবী ৪৯১৲

ডিঃ রাজকুমারী প্রভৃতি নলিনীদাসী দিং সাং বেলপুকুর।

দেঃ আকাচ সেখ মণ্ডল দিং সোণাডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ সবরেজেষ্ট্রী কৃষ্ণনগরের এলেকাধিন করপাড়া ১নং চর মধ্যে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ৭৮ খতিয়ানের ১৫-৫৯ শতক জমি ১১৷৷৯ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০০৲

(১৫)

২০৭৭ খাজানা ৩০ দাবি ১৩৷৷/৬

ডিঃ রামরতন মল্লিক দিং সাং অগ্রদীপ

দেঃ রহমতমণ্ডল সাং সেওড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল গোকুলনগর মৌজার ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ১৩৬ খতিয়ানের -২৬শতক জমি ১/০ উঠবন্দি জমা উহার ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

২১০৫ খাজানা ৩০ দাবি ৫২৭৷৶৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশ-

[ইহা]

কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধিন মায়াকোল গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৪২ খতিয়ানের ১৫-২৯ শতক জমি ১৫৲ জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৭)

২১০৬ খাজানা ৩০ দাবি ৩১৷৷৶৬

ডিঃ ভোলানাথ সান্যাল দিং সাং মহৎপুর

দেঃ ছাদেক সেখ সাং আশাড়িয়া পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জের অধিন আশাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তার সেঃ ৪২।১৫৮।৩।৭৪।১৫৩ খতিয়ানে ৮-৬০ শতক উঠবন্দি জমি কর্ষণ ভারশন সূত্রে দেঃ ৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

২১০৭ খাজানা ৩০ দাবি ১৫৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের অধিন ভেষরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৪৩।১৫৩ খতিয়ানের ২-১১ শতক জমি দেঃ ৷০ আনা অংশ উঠবন্দি জমা দরবস্ত হকুক মূল্য ৭৲

(১৯)

২১৬১ খাজানা ৩০ দাবি ১৭৸৶০

ডিঃ জিন্নাত মণ্ডল দিং সাং ইটনা

দেঃ কাজারি বিবি দিং সাং আজিজপুর পোঃ নূতনবাজার

থানা কোতোয়ালীর সামিল দুর্গাপুর মৌজার ডিক্রীদার অধীন সেঃ ৩৬৯ খতিয়ানে -২৭শতক জমি ২৷৷৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত বাড়ী আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

২১৬২ খাজানা ৩০ দাবী ১৫৷৶

ডিঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী সাং গোয়াড়ি

দেঃ কাঁটী বিবি দিং সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর অধীন কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ও গোপীনাথ দে দিং সরকারে সেঃ ৩৬৭০ খতিয়ানে ২৬শতক জমি ৩৷০ জমা উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আম্র, কাঁঠাল ও লেবু ইত্যাদি বৃক্ষ সমেত আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

২২৫২ খাজানা ৩০ দাবি ৩১৷৶

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ আবদুল সেখ দিং সাং কেতুপুকুর পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের সামিল দেবগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদারের সেরেস্তার সেঃ [illegible] খতিয়ানে ২-২৬ শতক জমি ৫৷১০ জমা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

২২৬৮ খাংজারি দাবী ২৩৫॥০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং হুগলী

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত মহিষপোতা ২৬নং বনকর দোপাধি মধ্যে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ২৯৯ খতিয়ানের ৬-৫৯শঃ জমী ৩৭॥১০ দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

২২৬৯ খাংজারি ৩০ দাবী ১০৯॥/০

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ জিন্নত বিবি সাং গোবরাপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন গোবরাপোতা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ১১৪ খতিয়ানের ১৮-৩৪ শতক জমী ৩৬৶৯ রায়তি স্থিতিবান জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(২৪)

২২৬৭ খাংজারি ৩০ দাবী ১৫৮৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গফুর সা ফকির সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল বাহাদুরপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১৮৫খং -১৮শতক জমী ১।০ জমা মায় তদুপরিস্থ খড়ের ঘর ছুয়ার চাল ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

২২৭৮ খাংজারি ৩০ দাবী ২৩৩

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ তিনকড়ি গড়াই দিং সাং ভালুকা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ৫৭০ খতিয়ানে -৯৯ শতক জমী ২॥৶০ রায়তী স্থিতিবান জমা ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৮৲

(২৬)

২২৭১ খাংজারী ৩০ দাবী ৭৪৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ খোসদেল সরকার দিং সাং ঝিটকীপোতা

থানা কোতয়ালীর সামীল দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ৪১৩খং ১১-৮৭শঃ জমী ১৬৵১৫ রায়তী স্থিতিবান জমা ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫

(২৭)

২২৮৭ খাংজারী দাবী ১৩১।৴৩

ডিঃ রাজকুমারী দাসী দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ নিবারণচন্দ্র ঘোপ দিং সাং রামচন্দ্রপুর

থানা নবদ্বীপের এলেকাধীন রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৪০১নং খতিয়ানে ৮-৩৪ শতক জমী ২৬৬৯ জমা উক্ত বাকীপড়া দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৮)

২২৮৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৯৫।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভদু ঘোষ দিং সাং এগ্রাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতয়ালীর অধীন চরবেহালা মৌজায় ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় সেঃ ৯৩ খতিয়ানে ৪-৪৪শতক জমী ১৩৶০ জমা মূল্য আঃ ৪০

(২৯)

২২৯০ খাংজারী ৩০ দাবী ৯৪।৴৯

ডিঃ তারাপদ সরকার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পটেশ্বরী দাসী দিং সাং খাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের অধিন খাপুর মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৯৬৮ খতিয়ানে অধিন ২৬৯।২৭০ খতিয়ানে ৮-১৬শতক জমী ১৫৮/০ রায়তী মোকররী স্বত্ব মায় তদুপরিস্থিত আকরআওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

২৩৬০ দাবী ৮৮৩

ডিঃ রাজকুমারী দাসী দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ পাঁচু ঘোষ দিং সাং এগ্রাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন চরবেহালা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ৬৪ খতিয়ানে ৭-৩০ শতক জমী ২৪৸০ জমা মায় দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩১)

২৩৬১ খাংজারি ৩০ দাবী ৯৫৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ কেশব ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ অধীন শঙ্করপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ১৫০ খতিয়ানে ৪-৭৩ শতক জমী ২২৬৯ জমা ষোল আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

২৩৬৩ খাংজারী ৩০ দাবী ২৭০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভদু ঘোষ দিং সাং ইদ্রাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ অধীন শঙ্করপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ১১৮ খতিয়ানে ১৮-৪শতক জমী ৬৭৩/৯ জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩৩)

৪৭ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৬৯/৩

ডিঃ রামপদ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ সুরেন্দ্র সেখ সাং হরিপুরপাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত বড়আটকী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ১৮৬৯১। ২৩৭।১৯০।২৩৭০ খতিয়ানে ৩/৩। জমী ৭৮২ জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হুজুর সেখ সাং হরিপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন বড়আটকী গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় সেঃ ২।১২১। খতিয়ানে ৪/৪৮ জমী ৩।৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

৪৯ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৫০৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেতু সেখ দিং সাং হরিপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত বড়আটকী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ৬৪।২ খতিয়ান ভুক্ত ১৯-৭২ শতক জমী ৫৭।৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য ১০০৲

(৩৬)

৫০ খাংজারি ৩১ দাবী ৯২।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নেজু সেখ সাং হরিপুরপাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত বড় আটকী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ৩৩১।২৫৫। ২।৩৬।৩৯।৯৮ খতিয়ানে ১৮॥২॥ জমি ১৩॥৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৭)

৫১ খাংজারি ৩১ দাবী ৮৩।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হুজুর সেখ সাং বড় হরিপুর পাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত বড় আটকী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার সেঃ ২।২৫৮। ৯৩।৩৫ খতিয়ানের ১৫।১৮০ জমি ১৪॥৴৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৮)

১৫৮৫ খাংজারী ৩০ দাবী ১১৩৸০

৫৫৪ ৩১

ডিঃ বদ্রিনারায়ণ চেকলাদিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ দিদার জুম্মি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা হাসখালির সামিল দত্তপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ২২১।২২২। ৪১০।১,৪১০।৬ খতিয়ানের ৭-৬০ শতক জমী ১৩।৩ জমা ষোল আনা রকমে দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৯)

১৬০০ খাংজারী ৩০ দাবী ৮৫৸৩

৫৬৪ ৩১

ডিঃ রাজা [illegible] মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ রসিকচাদ মণ্ডল দিং সাং পুটীখালি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামীল পুটীখালী গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ১০৭ খতিয়ানে ১৪-১৬ শতক জমী গরকায়েমী কমি বেশী সুরাত ২২৮০ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

১৬০৯ খাংজারি ৩০ দাবী ৩৩৲

৫৬৫ " " ৩১

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ এলাবাসী মল্লিক দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল হরনগর গ্রামে ৬১৫ ও অধীনস্থ ৬১৬ খতিয়ানে ২-২৯ শতক জমী ৪॥৴১৭॥ দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

১৬১১ খাংজারী ৩০ দাবী ১১৬৩

৫৬৭ ৩১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ [illegible] সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আদালত সেখ দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন সেঃ ১০৮খতিয়ানে ৫-৩২ শতক জমী নিরিখ ১৶০ হিসাবে উটবন্দী জোত দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৮৪৲

(৪২)

১৬২২ খাংজারী ৩০ দাবী ২৯।৶৩

৫৬৯ ৩১

ডিঃ ভুবনমোহিনী দেবী সাং টুঙ্গী

দেঃ শ্রীকান্ত [illegible]দাস সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের টুঙ্গী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ৩৪৪ খতিয়ানে ১-৩শতক জমী ৯৲ রায়তী স্থিতিবান জমা তদুপরিস্থ খড় খাপর ২খানা মায় [illegible] সরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০৲

থানা চাপড়ার সামিল শুটিয়া মৌজার ... কালেক্টরীর ৪৬৬৮২নং তৌজির মহাল সালিনা ... আনাংশে ৫৮২৸৩ জমা দেঃ ... মালিকি স্বত্ব তহাবদ ... রাজস্ব ঐ কালেক্টরীতে দিতে হয় মায় দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(১১৬)

১৭০৯ মনিজারী ৩০　　দাবি ৭১৬।✓৩

১০৬৯।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী লাল কুণ্ড সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মাজদিয়া মৌজায় মন্মথ নাথ রায় দিং সেরেস্তার সেঃ ৩৩৯।১ খতিয়ানে ১ শতক জমি ৩৸০ জমা মায় তদুপরিস্থ দোতালাঘর সমেত ষোল আনা রকম দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১১৭)

১৭৮৫ মনিজারি ৩০　　দাবি ১২৬✓৬

১০৭৪ ৩১

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং তিলকপুর

দেঃ নৃসিংহ প্রসাদ মণ্ডল দিং সাং পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল খামার মহৎপুর গ্রামে মন্মথ পালচৌধুরী সরকারে সেঃ ৩২০৯ খতিয়ানের ৫৸২।৴ জমি ২॥✓১৭ মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশের দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় সামিল ঐ গ্রামে ঐ মালেক সরকারে সেঃ ৩২০৭ খতিয়ানের ১১৸২৸৶ জমি ৯৸১০ জমা দেঃ ষোল আনাংশে দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১১৮)

১৮৫৭ মনিজারী ৩০　　১০৬৸✓৩

১০৭৭.৩১

ডিঃ দেব রাণী, দাসী সাং বড় আন্দুলিয়া

দেঃ কোরান্ত সেখ সাং কেশবপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বড় আন্দুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধিন সেঃ ৯৯৭ খতিয়ানের ১.৯১ শতক জমি ৩৸৶১ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১১৯)

১৮৯০ মনিজারি ৩০　　দাবি ১২১৶৯

১০৭৮.৩১

ডিঃ পাঁচী বেওয়া সাং ধনঞ্জয়পুর

দেঃ কেরাজ নিকারী দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত ধনঞ্জয়পুর মৌজা ... নরেন্দ্রনাথ ... রায় দিং ... এবং নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ॥৶১০ ... দশী অংশ ও জয়চন্দ্র দাস ... ১৯।৩২ অংশ সেঃ ৮৩৩ খতিয়ানে ১০.২৫ শতক জমি দেঃ দুই তৃতীয় অংশ মূল্য আঃ ৭০৲

(১২০)

১৯০৩ মনিজারী ৩০　　দাবি ১৯২৸৯

৭৯।৩১

ডিঃ শাহাদি মণ্ডল সাং পাঁচপোতা

দেঃ হাজারি গোলদার সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার অধিন পাঁচপোতা গ্রামের সেঃ ১৬৮ খতিয়ানে ও সিমুলী গ্রামে সেঃ ৮২ খতিয়ানে ১.৯১ শতক জমি ৩৷৶৮ রায়তী মোকররী জমা পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং সেরেস্তায় দিতে হয় মায় আকর আওলাত দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা ঐ মৌজা ঐ সেঃ ১৬২ খতিয়ানে ও সিমুলি মৌজায় ৮৩ খতিয়ানে ২.৩৫ শতক জমি ৩/১১ রায়তি মোকররী জমা পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং সরকারের অধিন ষোল আনা রকমে দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

(১২১)

২২৬২নং মনিজারি ৩০　　দাবি ৩১৪।৯

ডিঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সাহা সাং নবদ্বীপ

দেঃ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিজ নবদ্বীপ মৌজায় নন্দলাল চৌধুরীর সেরেস্তায় সেঃ ৩৫০ খতিয়ানে ২০শতক জমি ১৷✓৬ জমা মায় তদুপরিস্থ পাকা ঘর বাড়ী প্রাচির কপাট জানালা পাকা পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫০৲

(১২২)

২১৮৩ মনিজারি ৩০　　দাবি ৩৭৸০

ডিঃ বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় সাং মানিকডিহি

দেঃ রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় দিং সাং মানিকডিহি পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মানিকডিহি গ্রামে দেবদ্বারের অধিন সেঃ ৭৩৫ খতিয়ানে ৩-২৪ শতক জমি মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী ব্রহ্মোত্তর জমা মায় আকর আওলাত দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১২৩)

২১২১ মনিজারি ৩০　　দাবি ১৪৪॥✓৯

ডিঃ হরিদাস কুণ্ডু সাং নবদ্বীপ

দেঃ যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ দিং সাং বেথুয়াডহরি পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া অধিন ক্ষিদিরপুর গ্রামে নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী অধিন সেঃ ১০২ খতিয়ানে ১১-০৪ শতক জমি ৩।০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১২৪)

২২৩৩নং মনিজারি ৩০　　দাবি ৮৮।৶৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং সিঙ্গাবাজার

দেঃ শিশুবিবি দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজায় রাসবিহারী মণ্ডল দিং সেরেস্তায় সেঃ ৩৪৩ খতিয়ানে ৭-২৩ শতক জমি ১২।৶৯ রায়তিস্থিতিবান জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(১২৫)

২৩২২ মনিজারি ৩০　　দাবি ১৬০॥৶৩

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ বাকারদ্দি সেখ দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল বসরখোলা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধিনে সেঃ ১৫৯ খতিয়ানে ৪-৫৮ শতক জমি প্রতি বিঘা ৸৶৩ হিসাবে খাজনা দিতে হয় উক্ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তি জমির দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে আলিহোসেন সেখ দিং অধিন সেঃ ৭৯ খতিয়ানে -০৯ শতক জমি ⁄॥০ কোর্ফা জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে মেহের আলি মণ্ডলের অধিনে সেঃ ৩৭০ খতিয়ানে -৬৭ শতক জমি ১॥৶৫ রায়তিস্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৪। থানা ঐ নপাড়াগ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধিনে সেঃ ১৩৭ খতিয়ানে ১-৫৯ শতক জমি প্রতি বিঘা ৸৶৩ হিসাবে খাজনা দিতে হয়। উক্ত রায়তী দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জমির দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২৬)

২৩৩০ মনিজারি ৩০　　দাবি ১৪২৸৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং কুশদাট

দেঃ তারাপদ আচার্য্য দিং সাং মানিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধিন মানিকডিহি গ্রামে দেবদ্বারের অধিন সেঃ ৪৫৬ খতিয়ানের ২.৩৬ শতক ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনা অংশ মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(১২৭)

২১১০নং মনিজারি ৩০ দাবি ১২৭৸৶০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ মনোহর মল্লিক দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল বসরখোলা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং সেরেস্তার সেঃ ৫৯ খতিয়ানে ১০-৭৬ শতক জমি প্রতি বিঘায় খাজনা ৸৶৩, ।৶০ আনা ও ॥০ হিসাবে দিতে হয়। মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে মেহের আলি মণ্ডলের অধিনে সেঃ ২৪৮ খতিয়ানে -৭৬ শতক জমি ১।০ রায়তিস্থিতিবান জমা দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধিনে সেঃ ৮০ খতিয়ানের ১-১৯ শতক জমি ৩/৬ রায়তিস্থিতিবান জমা দেঃ ॥০ রকম অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৪। থানা ঐ গ্রাম ঐ রাসবিহারী মণ্ডলের অধীনে সেঃ ৬১ খতিয়ানে -৮২শঃ জমি ১৲ রায়তী দখলী জমা ... তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

৫। থানা ঐ গ্রাম ঐ এবাদ মল্লিকের অধিনে সেঃ ১।২ খতিয়ানে ৫০ শতক জমি ৸০ কোর্ফা জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

৬। থানা ঐ গ্রাম ঐ রাসবিহারী মণ্ডলের অধিনে সেঃ ২১।১ খতিয়ানে ১২-৯২ শতক নিষ্কর চাকরান জমির দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২৮)

২২৬১ মনিজারী ৩০　　দাবী ৮৭।৬

ডিঃ মীর আহম্মদআলী সাং পানিঘাটা

দেঃ দেন্তার সেখ সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ অধিন ধ্বজ পুষ্করিণী মৌজায় সতীশচন্দ্র রায় দিং সেরেস্তার সেঃ ১০৭ খতিয়ানের -৪২ শতক জমি লাল আমন ॥৶ আনা নিরিখে খাজনা দিতে হয় মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা পানিঘাটা গ্রামে সতীশ চন্দ্র রায় দিং সেরেস্তার ১০২ খতিয়ানে ৫-৮৩ শতক জমি ১৩৶০ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১২৯)

২২৬০ মনিজারি ৩০　　দাবী ১২৯।✓৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কালী বাগদী সাং পানিঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধিন পানিঘাটা গ্রামে সতীশচন্দ্র রায় দিং সেরেস্তার সেঃ ৫০ খতিয়ানের -৩৩ শতক জমি ১॥৶৯ রায়তি স্থিতিবান জমা বসত বাটী ঘর ২ খানা মায় সাজ সরঞ্জাম দরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৩০)

২২৫৯ মনিজারী ৩০　　দাবী ১১৫৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ নিতাই মণ্ডল সাং পানিঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ অধীন পানিঘাটা গ্রামে সতীশচন্দ্র রায় সেরেস্তার সেঃ ১১৯ খতিয়ানের -৭-৭৩ শতক জমি ৮।০ রায়তী জমা দেঃ ষোল আনা ... সাজ সরঞ্জাম আঃ ২৫৲

(৬৩)

১৪৪২ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭৷৩

৫১৭।৩১

ডিঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং আসাননগর

দেঃ মোহাব সেখ সাং পাকুড়গাছি পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়ার সামিল পাকুড়গাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধিন সেঃ ১৭৯ খতিয়ানে ৫৯ শতক জমি উটবন্দি যোত বনভার্গব মধ্যে মায় তচুপরীস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৬৪)

১৪৭৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৩৵৯

৫২৩।৩১

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ তোবাপ আলি সেখ দিং সাং জয়পুর পোঃ দোগাছিয়া।

থানা হাঁসখালির সামিল জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১৭৭৫।১৭৫১ খতিয়ানে ২-৪৩ শতক জমী ৯।৴৭ জমা ষোল আনা রকমে মূল্য আঃ ২০৲

(৬৫)

১৫০৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৪৸৶৬

৫৩২।৩১

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং চেঙ্গা পোঃ বেথুয়া ডহরী

থানা নাকাশীপাড়া অধিন চেঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিন সেঃ ১৮৯ খতিয়ানে ৭-৫৯ শতক উটবন্দি যোত মূল্য আঃ ১০৲

(৬৬)

১৫১৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২২।৵৯

৫৩৪।৩১

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ সুবল ঘোষ দিং সাং চেঙ্গা পোঃ সোনাডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন চেঙ্গারমান সেরেস্তার ডিক্রীদার অধিন সেঃ ২৬৭ খতিয়ানে ২-১৫ শতক উটবন্দি যোত দরবস্ত হকুক এবং সেঃ ৷৹ আনা অংশ নিলাম হইবে মূল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১৫১৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৫৷৩

৫৩৫।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ যুগল ঘোষ সাং কাঁঠালবেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার এলেকায় খাটী কাঠালিয়ার সেরেস্তার ডিক্রীদার অধিন সেঃ ১৭২ খতিয়ানে ৫-[illegible] শতক উটবন্দি জমি মায় দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬৮)

[illegible] খাংজারি ৫০ দাবি ২০৷৩

৫৪৩।৩১

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ হাজারী প্রসাদ গোস্বামী সাং কাঠালবেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন কাঠালবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিন সেঃ ১৬৯ খতিয়ানে ২-০ একর জমি উটবন্দি যোত মূল্য আঃ ৫৲

(৬৯)

১৫৩০ খাংজারি ৩০ দাবি ২০৷৶৬

৫৪৪।৩১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ চরণ মুচি সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধিন সেঃ ৫০৩ খতিয়ানে -৭০ শতক জমি ১৷৹ নিরিখে সেঃ ষোল আনা রকমে মূল্য আঃ ১৪৲

(৭০)

১৫৩৮ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫৸৶৬

৫৪৭।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ অকুল সেখ সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধিন সেঃ ২০ খতিয়ানে -৬৬ শতক উটবন্দি জমি ষোল আনা রকমে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭৲

(৭১)

১৫৪২ খাংজারি ৩০ দাবি ৪২৵০

৫৪৮।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ কালিদাসী দাসী সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন নারায়ণপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধিনে সেঃ ১০৮ খতিয়ানে ১-১৭ শতক জমি ৫৷৵১০ জমা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৮৲

(৭২)

১৫৪৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৮২৷৶৩

৫৫১।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ অক্ষয় দে সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন নারায়ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিন সেঃ ৭৩ খতিয়ানে ১০-৭৫ শতক জমি ১০।৶৬ জমা সেঃ ষোল আনা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৩)

১৭৪২ খাংজারি ৩০ দাবি ৬২৷৬

৫৯৭।৩১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বৈদ্যনাথ মৈত্র সাং রাজপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন রাজপুর গ্রাম মধ্যে কানাইলাল সিংহ দিং অধিন সেঃ ২০৮।১৯৫ খতিয়ানে -৭২ শতক ব্রহ্মত্র জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৪)

১৭৪৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৫৮৴৬

৬০১।৩১

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সাং মথুরাপুর

দেঃ বিহারী মল্লিক দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়ার সামিল এলাঙ্গি মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে সেঃ ১১৩ খতিয়ানে ৫-২১ শতক জমি ১০৸৶০ জমা মায় তচুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রাম ঐ সেরেস্তার ৮-৫১ শতক জমি ১৫।১৷ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রাম ঐ সেরেস্তার ৫।৮ খতিয়ানে ৫-২১ শতক জমি ১১০৲ জমা সেঃ ষোল আনা অংশ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৫)

১৮১২ খাংজারি ২৯ দাবি ৪৮৸৶০

৬০৮।৩১

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ অমরেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল বাদলাঙ্গী মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিন সেঃ ৩০৬ খতিয়ানে ১-৭৬ শতক জমি উটবন্দি জমা সেঃ ষোল আনা অংশে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭৬)

১০৮৯ খাংজারি ২৯ দাবি ১৫৲৯

৬০৭।৩১

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কিতুলবিবি সাং শোনপুকুরিয়া পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া অধিন শোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ও জয়দুর্গাদাসীর অধিনে সেঃ ২৭০ খতিয়ানে ২-৬৫ শতক জমি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জমা মায় তচুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৭৭)

১৭৭৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৯৮৸৶০

৬১৬।৩১

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ রামচন্দ্র মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কাটোয়া, বর্দ্ধমান

থানা নাকাশীপাড়ার এলেকায় মৌজে রামবাগির মধ্যে সেঃ ৪৫ খতিয়ানে ২৯৯-৬৮ শতক জমি ৮১০৸৶৬ কায়েমীজোত জমা সেঃ ষোল আনা অংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক [illegible] ৫০০, ৩৬- [illegible] অংশ [illegible] ঐ মৌজায় সেঃ ৯ খতিয়ানে ৭৮-৬৬ শতক ষোল আনা রকমে ২০৮৲ জমা মায় তচুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

(৭৮)

১৭৯৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৫৷৶৬

৬২৩।৩১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ পরিতোষ সিংহ রায় সাং দোগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর অধিন বসন্তপুর মধ্যে সেঃ ৯৩৫।৯৪৩।৯৪৫ খতিয়ানের ৩-৪২ শতক ব্রহ্মত্র জমি। সেঃ ষোল আনা রকমে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ

(৭৯)

১৮০৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৬১৷৶০

৬২৪।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ মহ দেওয়া দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল বিক্রমপুর গ্রামে মহারাজ কাছিকর দিং উটবন্দি সূত্রে দখল করিয়া ডাল ১৵০ ও নাচে ৷৶০ হারে খাজনা দিতে হয়। সেঃ ৫১৯ খতিয়ানে ২-৪১ শতক জমি। ষোল অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৮০)

১৮০৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৩৷৶৬

৬২৫।৩১

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ মনিরুদ্দিন মণ্ডল দিং সাং জয়পুর পোঃ দোগাছিয়া

থানা হাঁসখালির সামিল জয়পুর গ্রামে সেঃ ১১২৬ খতিয়ানে ৩-৫৫ শতক জমি ৬৲ রায়তী জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮১)

১৮১০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫৸৶৬

৬২৭।৩১

ডিঃ ।

দেঃ ।

১২৫

৬৬২

ডি

দে

পোঃ হ

থা

দার সর

অধিন

খতিয়া

সেঃ ৩

৩-৭৪ শ

ষোল অ

১২৭১